

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

বাক্যলা ও গ্রামা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
র অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; যত্নবাহিত এবং
বাঁধা জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
বরণ ; যেন, বেদান্ত, পুরাণ, ভদ্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষা,
তিথি, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপাথ্য,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যাক ও হকিমী মতের চিকিৎসাশ্রমণী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজ্ঞান, কবিতত্ত্ব, শাক্যবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অক্ষরাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহৎভিধান।

সপ্তম ভাগ।

(জা—তিব্বত) Acc No. 8413
৯. 17. 12. 73

নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইন্ডিন প্রেসে
ইউ, সি,





বিশ্বকোষ।

সপ্তম ভাগ।

জাইস

জাওরা

জা (জী) জায়তে সম্বন্ধিনী বা, জন-ড টাপ্। ১ মাতা।
২ দেবরপত্নী।

গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা
গবি জাতা গোজা ইত্যাদি। ৩ জায়মান। “পরিপাহিনোজাঃ”
(শুক্ ১।১৪।৩৩) ‘জা জায়মানঃ অশ্বাভিঃ’ (সায়ণ)

জাই, বোখাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আন্ধ্রদনগর জেলা-
নিবাসী এক জাতীয় ব্রাহ্মণ। ইহার মহারাষ্ট্র মাতার গর্ভে
ব্রাহ্মণ পিতার গুণসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে
সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য। অজ্ঞাত ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে
স্বর্ণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ করেন না।
ইহাদের বেশভূষা প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মত। পোরোহিত্য
ব্যতীত ইহারা ব্রাহ্মণদিগের আর সকল কর্মই করিয়া থাকে।
কৃষি, বাণিজ্য, কেরাণীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্তি এই সকল
ইহাদের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণদিগের ছাত্র ইহাদেরও ১০।১২
বর্ষীয় বালকের উপনয়নক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে
বেদোচ্চারণ হয় না, অজ্ঞাত মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। ইহাদের
মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।
ইহাদের মধ্যে স্বভাতিপ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন দুরূহ
সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ
একত্র হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে মীমাংসা
করিয়া থাকেন।

জাইস, ১ অধোদ্যায় রায়বেরলী জেলার সলোন তহসীলের
একটি পরগণা। পরিমাণফল ১৫৪২ বর্গমাইল। ইহার
উত্তরে মোহনগঞ্জ পরগণা, পূর্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে
প্রসাদপুর ও অভেহা পরগণা এবং পশ্চিমে রায়বেরলী পর-
গণা। ইহার ভূমি প্রায়শঃ অত্যন্ত উর্বরা, কিন্তু স্থানে স্থানে

বিস্তীর্ণ উষ্ণরক্তে দৃষ্ট হয়। নিম্নভূমি সকল প্রতি বর্ষে বস্তার
জলে ডুবিয়া যায়। জাইস নগরের নিকটস্থ ভূমি অতি
সারবান্, তথায় পোস্তগাছ বহু পরিমাণে আবাদ হয়। এই
পরগণায় মোট ১১০টা গ্রাম আছে। এটা পাকা রাস্তা এই
পরগণার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

২ সলোন তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ২৩° ১৫' ৫৫" উঃ,
দ্রাঘি° ৮১° ৩৫' ৫৫" পূঃ; রায়বেরলী হইতে সুলতানপুরের
রাস্তায় নাদিরাবাদের ৪ মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈয়া নদীতীরে অবস্থিত। পূর্বে এই
নগরের নাম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালাহ মসৌদ
অধিকার করিয়া বর্তমান নাম প্রদান করেন। চতুর্দিকে
সুদৃশ্য আশ্রয়কানন-পরিবেষ্টিত একটি উচ্চ ভূখণ্ডোপরি এই
নগর অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,২২৬, তন্মধ্যে হিন্দু
৬,৩৪৫, মুসলমান ৫,৫৬১ ও জৈন ২০। এখানে একটিও
হিন্দুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নির্মিত একটি পার্শ্বনাথের
মন্দির, মুসলমানদিগের দুইটা বড় মসজিদ ও একটি সুন্নার
ইমামবাড়া আছে। শেখোক্ত বাড়ীর তন্ত ও প্রাচীরাদিতে
কোরানের ভাল ভাল অংশ সকল খোদিত আছে। মুসলমান-
দিগের তাঁতে-বুনা গোড়াকাপড় ও অজ্ঞাত কাপড় নানান্বানে
রপ্তানী হয়। এখানে সামান্য লোহা তৈয়ার হইয়া থাকে।
তিনটা বৃহৎ পার্শ্বিক মেলা হয়। একটি গবর্নমেন্ট স্থাপিত
দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে।

জাওরা (দেশজ) উল্কার করিয়া পুনরায় চিবান।

জাওরা, ১ মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটি
দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য প্রাধানতঃ দুইখণ্ড পৃথক্ জনপদ হইয়া
গঠিত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ৮৭২ বর্গমাইল। আধার্বর্ষ

শাসনে সাহায্য করিবার জন্য হোলকর পাঠান সেনাপতি আদীরখাঁকে জাওরা প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সৈন্যদিগের ব্যয়নির্বাহার্থ মেহিদপুরের যুদ্ধে যখন ইংরাজেরা মালব জয় করেন, তখন জাওরা রাজ্য গহুরখার অধিকারে ছিল। ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরস্থায়ীরূপে এই স্থান প্রদান করেন। জাওরার নবাবগণ নামে মাত্র হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাজ গবর্নেন্টের শাসনভুক্ত। প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকিলে মুসলমান প্রথা অনুসারে ইহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার পোস্তক্ষেত্র সর্বোৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে, পূর্বে এখানে রৌপ্যের খনি ছিল। এখানকার নবাব ১৫টি কামান, ৬২ গোলন্দাজ গৈর, ১২১ অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতিক সৈন্য রাখিতে পারেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগকে সাহায্য করায় নবাবের মাজতোপ বাড়িয়া ১৩টি করা হইয়াছে এবং বার্ষিক রাজস্ব কমািয়া ১৬১৮১ টাকা করা হইয়াছে। রাজপুতানা মালব টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের পশ্চিমমালব এজেন্সীর অধীন জাওরা রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা রাজপুতানা মালব টেট রেলওয়ের একটি স্টেশন। অক্ষা° ২৩° ৩৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৮' পূঃ। নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৯৩৫০, মুসলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪০৫, পারসী ১৯, খৃষ্টান ৭। কর্ণেল বর্ধউইক এই নগরের রাস্তা বাট এবং বিখ্যাত প্রস্তর-সেতু নির্মাণ করেন। দক্ষিণে ২০ মাইল দূরস্থ রংলাম ও উত্তরে ৩২ মাইল দূরস্থ প্রতাপগড় পর্যন্ত রেলওয়ে আছে। এখানে আফিম ওজন করিবার একটি আড্ডা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পিরিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত। বর্ষাকালে উহাতে ভীষণ বজ্রা হয়।

জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাকর নগর জেলার একটি গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৯° ২৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫' পূঃ।

২ রাজপুতানার অলবার প্রদেশের একটি গ্রাম। এই গ্রাম মথুরা হইতে অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫৬' পূঃ।

৩ (জাবলি)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণকল ৪১৯ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ২৫২। ইহাতে ৫টি কোজদারী আদালত ও ২টি থানা আছে।

জাঁক (দেশজ) ১ সমারোহ। ২ দস্ত।

জাঁকড়, অব্যাদি পছন্দ করিবার জন্য স্থানান্তরিত করিলে বস্ত্র-কণ পর্যন্ত গছন্দ ও ক্রয় ঠিক না হয়, ততক্ষণ দোস্তানীর নিকট যে জিন্দা রাখিতে হয় তাহাকে জাঁকড় বলে। বিহার প্রদেশে ইহা জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্নেন্ট কোষাগারে টাকা জমা রাখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

জাঁখর, বর্তমান ঝারভাঙ্গা জেলার একটি পরগণা। বাঘমতী ও করাইনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঝারভাঙ্গার আদালতে ইহার বিচারাদি নিষ্পন্ন হয়। ঝারভাঙ্গা হইতে পুশা, নাগর, বস্তী ও কুশেরা পর্যন্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়া গিয়াছে।

জাগত (ত্রি) জগতীচ্ছনোহিত অণ্। জগতীচ্ছনযুক্ত মন্বাদি। জগত্যাং ভবঃ অণ্। জগতীচ্ছন।

জাগত্য (ত্রি) পৃথিবীভব বস্ত্র।

জাগত্ভাট, রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী ভাটদিগের একটি শাখা। ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুত ও অন্ত্যজ লোকের বংশাবলী ও চরিত লিখিয়া রাখে।

[ভাট দেখ।]

জাগর (পুং) জাগ্ জাগরণে ভাবে-ঘঞ্ ততঃ গুণঃ। জাগে হবিচীতি। পা ৭।৩।৮৫। ১ জাগরণ। (অমর) ২ অন্তঃ-করণের সমস্ত বৃত্তিপ্রকাশক বৃত্তিবিশেষ, যে অবস্থায় অন্তঃ-করণের (মন বুদ্ধি অহঙ্কারের) সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থার নাম জাগর। "রাত্রিজাগরণপরে দিবাসমঃ।" (রঘু) ৩ কবচ।

জাগরক (ত্রি) জাগ্-ধূল্ গুণঃ। নিজারহিত, জাগরণাবহ।

জাগরণ (ক্ৰী) জাগ্ ভাবে লুট্। ১ নিজাভাব, জাগা। পর্যায়—জাগর্যা, জাগরা, জাগর, জাগ্রিয়া, জাগর্গি। (অমরটী।)

জাগরলমুড়ি (চাগরলমুড়ি) মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বাগটলা হইতে ২১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে কএকটি প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

জাগরিত (ক্ৰী) জাগ্ ভাবে কতঃ। ১ জাগরণ, নিজাভাব। ২ সাংখ্য মতে—যে সময় আত্মা, ইন্দ্রিয়প্রাণলিকা দ্বারা প্রতি-বিধরূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত। বেদান্ত মতে যে সময় সোপানি অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অহমের ব্যবহারিক ধূল বিবর সকল অশুভব করে, সেই অবস্থাবিশেষ।

জাগরিতা (ত্রি) জাগ্ তৃচ্ টাপ্। জাগরণশীল।

জাগরিতস্থান (পুং) জাগরিতং স্থানমত্। বেদান্তমতঃ প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা। ইহার স্বরূপ যুক্তকোপনিষদের ভাষ্যে এই

* প্রকার লিখিত আছে—“জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাদ্ একোবিংশতিমুখঃ স্থলভূমৈখানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। (হুণ্ড)
জাগরিতং স্থানমভেতি জাগরিতস্থানঃ। অস্ত স্থানং জাগরিতং, ইন্দ্রিয়ৈরর্থজ্ঞানো স্বপ্নদর্শনহেতুকর্ষক্রে চ জাগরিতং আগচ্ছন্ যোপধিবস্তঃ করণেন্দ্রিয়সচিবস্ততদিন্দ্রিয়বিষয়ানমুমেরান্ স্থানান্ ব্যবহারিকান্ সর্কানমুভবতি।”

জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাদ্ একোবিংশতি মুখ, স্থলভূক, বৈখানর প্রথম পাদ। উপাধিযুক্ত আত্মা, যে আত্মা আপনাতঃ উপাধিতে আপনি অলীক স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞায় অথবা রজ্জুতে সর্পের জ্ঞায় অস্তঃকরণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহারিক অমুমের স্থল বিষয় অমুভব করে, সেই আত্মার নাম জাগরিতস্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনাতঃ মায়ায় আপনি মোহিত হইয়া যেসময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অমুভব করে। জাগরিতাস্ত (পুং) জাগরিতস্ত অস্তঃ তত্র বিজ্ঞেয়ঃ। জাগরিতমধ্য, জাগরিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার বিষয়-গ্রহণরূপ অবস্থা বিশেষ।

“স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তকোভৌ যেনাচুপশতি” (কঠোপনিষৎ)

“স্বপ্নাস্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নং বিজ্ঞেয়ং” (ভাষ্য)

জাগরিন্ (ত্রি) জাগরো জাগরণং অন্ত্যস্ত জাগর-ইনি (অত ইনি ঠনো। পা ৫।২।১১৫) ১ জাগরক্। (হেম*)

জাগ্ লীলার্থে গিনি। ২ জাগরণলীল।

জাগরিসু (ত্রি) জাগর-ইচ্ছ। জাগরণলীল।

জাগরুক (ত্রি) জাগর্গি জাগ্-উক (জাগরুক। পা ৩।২।১৬৫) জাগরণলীল, জাগরণকর্তা। পর্যায়া—জাগরিতা, জাগরী। (হেম*)

“স্বপ্নতো জাগরুজ্ঞাত্বাথার্থ্যং বেদকস্তব” (রঘু ১০।২৪)

২ কর্তব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অগ্রমন্ত।

“বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরুজ্ঞাত্বাঃ” (রঘু ১৪।৮৫)

জাগর্গি (ত্রি) জাগ্ ভাবে জিন্। জাগরণ। (রায়হু*)

জাগর্গ্যা (ত্রি) জাগ্-য়ক্ (জাগ্রো হবিচীতি। পা ৩।৩।১০) টাপ্। জাগরণ। (অমর)

জাগীর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত চিল্লপত জেলার ঐতিহাসিক নাম। মুসলমান সম্রাটদিগের নিকট হইতে জমিদারী দান পাইলে উহাকে জাগীর বা জায়গীর বলা হইত। তদনুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে। আর্কটের নবাবের ও তাঁহার পিতার উপকার করায় ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ খৃঃ অব্দে সনন্দ দ্বারা এই জায়গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে প্রথমে ইংরাজেরা যে সকল স্থান প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে জাগীর একটা প্রধান। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহ আলম ঐ সনন্দ অল্পবয়সে করেন।

জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যায় প্রসিদ্ধে দেশে ভব, ইত্যাদ্। ১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুসুম।

“অভিচৈতন্যমগাত্রো হপি শৌরেরবনিং জাগুড়কুসুমভিত্তিঃ।” (মাঘ ২০।৩) (ত্রি) ৩ জাগুড়দেশবাসী।

“জাগুড়ান্ রামতান্ মুণ্ডান্ জীয়াভ্যানথ তদনাম্” (ভা ৩।৫।১২৪)

জাগৃবি (পুং) জাগর্গি সাক্ষিবরূপতয়া জাগৃ-কিন্ (জৃ শৃ তৃ জাগৃভ্যঃ কিন্। উণ ৪।৫৪) ১ অগি। (হেম*) (ত্রি) ২ জাগরণলীল।

“জনস্ত গোপা অজনিষ্ঠ জাগৃবিরয়িঃ” (শুক ৫।১।১১) ‘জাগৃবিঃ জাগরণলীলঃ সদা অগ্রমন্তঃ’ (সারণ)

(পুং) ৩ নৃপ। (উচ্চল) (ত্রি) ৪ সঙ্গা নিজকার্যো অগ্রমন্ত।

জাগ্রিয়া (ত্রি) জাগ্-ভাবে শঃ রিভাদেশঃ। জাগরণ। (রায়হু*)

জাগ্রনী (ত্রি) জঘনস্ত সমীপং জঘন-অণ্ ততঃ জিয়াং ভীপ্।

১ উরু। (ত্রিকা*) জঘনস্তাদ্ জঘনৈকদেশে ভবঃ অণ্ ভীপ্।

২ পুচ্ছকাণ্ড। “অথ জাঘস্তা পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি জঘনাক্ষং জাঘনী

জঘনাক্ষাধৈ যোযায়ৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।” (শত ব্রা ৩।৮।৫৬)

“বনিষ্ঠ জাঘনি চাবত্ববি” (কাত্য্যশ্রৌ ৬।৭।১০)

জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার। পুচ্ছদণ্ড (হরিষ্যমী)। বালদণ্ড (মধবাচার্য্য)। বাহ্য দ্বারায় মশক দূর করা যায়। (ধৃষ্টমী)। বালধি। (জাননীপিকা)। [জাঘনী দেখ।]

জায়ুরি, আফগানস্থানের আভিবেশ্য। ইহার হাজারদিগের এক শ্রেণীমাত্র, এক দিকে কাবুল ও গজনির সীমা হইতে হিরাত ও অন্তরিক কান্দাহার হইতে বাল্খ এই চতুঃসীমার মধ্যে বাস করে।

জাজল (ত্রি) জললেস্থ স্থলজপণ্ডবিশেষে ভবঃ। জলল-অণ্।

১ মাংস। (হেম*) (পুং) জললে ভবঃ জলল-অণ্। ২ কপিঞ্জল

পক্ষী। ৩ বারিহীন দেশ। যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় অন্ন এবং

শমী, করীর, বিষ, অর্ক, গীলু, কর্কস্তু প্রভৃতি নানাপ্রকার

সুস্বাদু ফল ভস্মে এবং হরিণাদি পশুগণ বাস করে, সেই

স্থানের নাম জাজল *।

সে স্থলে উদক ও তৃণ অন্ন, বায়ু ও আতপ অত্যন্ত অধিক অথচ প্রচুর পরিমাণে ধাত্তাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম জাজল। “স্বনৈদিক তৃণোর্ব্ব প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ। সজ্জয়ে জাজলোদেশঃ বহুভাত্তাদিসমৃৎঃ।”

যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃকা (অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকা-ময় স্থান), বৃক্ষসমূহ অত্যন্তশীল, সূর্য্যের কিরণ অতি প্রথর,

০০-জাকাম-শুভ উচ্চল বরপানীরপাহণঃ।

মরীকরীরবিষাক্ষীলুকর্ষকুসুমঃ।

অথাত্তঃ কলবান্ বেনো বাতলো জাজলঃ স্মৃতঃ। (হলত)

পুত্রিণী জলহীন, কৃপ জলদ্বারা সকল কার্য সাধিত হয়, শরীর সকল ওক শালিশত সকল হিমপত্তনজাত, সেই স্থানের নামও জাজল। সেই স্থানের গুণ—বাতপিত্তকারক, রক্ত ও উষ্ণ। তথাকার জলের গুণ—রক্ত, লবণ, লঘু, পথ্য, অগ্নি ও কফবিহারকারক। (ত্রি) ৪ স্থলজ পণ্ডবিশেষ, ইহা হরিণাদি ভেদে নানা প্রকার। [পণ্ড দেখ।] হরিণ, এণ, কুন্দ, ধ্বা, পৃথত, ন্যাক, শবর, রাজীব প্রভৃতি।

ইহাদের মাংস গুণ—মধুর, রক্ত, কষায়, লঘু, বল্য, বৃহৎ, বৃষা, দীপন, রোহিত্যক, মুক্ত গঙ্গাচিহ্নবোধিধানাশক, রুচি, হর্দি, এমেহ, মুখজ, রূপদ, গলগণ্ড ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র) শীতল ও মৃদুযের হিতজনক। (রাজবলভ)

জাজলপথিক (ত্রি) জলপথ: পথ্য: অচসমাশত:। ১ জলপথ দ্বারা আহত। ২ জলপথ-গমনকারক।

জাজল (দেশজ) ১ তৃপ। ২ নন্দাদির জলরোধার্থ উচ্চবোধ। জাজলহরিতকি (দেশজ) হরিতকী ভেদ।

জাজলীপত্তন, ঢাকানগরের পুরাতন নাম। প্রবাদ সম্রাট জাহাঙ্গীর এই নাম প্রদান করেন। এখানে ঢাকেশ্বরী নামে দেবী আছে। [ঢাকা দেখ।]

জাজলিক (পুং) জাজলী বিষবিদ্যা ভাষ্যীতে ইতি ঠন্। বিষবৈদ্য, বিষচিকিৎসক।

জাজুলি (পুং) জাজুল: জজুলভব: সর্পাদিগ্রাহকতয়া অস্ত্যজ জাজল ইঞ। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

“পরীক্ষিতঃ সমস্রীয়াৎ জাজুলিভি: তিব্বত:।” (বৈদ্যক)

জাজুলী (স্ত্রী) জজুলত ইয় ইতি অণু ততো ভীপ্। বিষবিদ্যা। জাজুলী (স্ত্রী) জজ্বা। [জাজ্বী দেখ।]

জাজ্বপ্রহতিক (ত্রি) জজ্বা দ্বারা আঘাতজনক।

জাজ্বলায়ন (পুং) প্রবরখণ্ডভেদ।

জাজ্বি (ত্রি) জজ্বায়া: ভব: জজ্বা-ইঞ। জজ্বাত্ত, জজ্বাপথকী।

জাজ্বিক (ত্রি) জজ্বাভিচরতি ইতি ঠন্ (পর্পাদিতাঠন্। পা ৪।৪।১২) ১ উষ্ট্রী। ২ জীকারী বৃক। (রাকনি) জজ্বতি জীবতি (বেতনাদিত্যোজীবতি পা ৪।৪।১২) ইতি ঠন্। ৩ জজ্বাজীবী, ধাবক, বাহারা জজ্বাভি দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করে। পর্যায় জজ্বাবিক। ৪ প্রশস্ত জজ্বাবিশিষ্ট।

জাজ্বিকাষয় (পুং) জীকারী কৃপ।

জাজন্দার (দেশজ) যে বাচাই করে, বাচনদার।

জাজন্দারী (দেশজ) বাচনদারের কার্য।

জাজা (দেশজ) ১ বাচাই করা। ২ প্রার্থনা।

জাজগড় (পুং) জজগড় রাজ্যস্থিত নগরবিশেষ। এই স্থান

কোটানগরের জাজিসিংহ ১৮০৩ খৃ: অব্দে উদয়পুর হইতে বিচ্ছিন্ন করে। ইহার অধীনে ৮৪ থানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২২থানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি। তাহারা রূপবান, বলবান ও বোদ্ধ। ইহার অর্থ দ্বারা রাজাকে কর দেয় না, পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহার হিন্দু, প্রায় সকলেই শিবোপাসক।

জাজপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক রাজ্যে বৈতরণীর দক্ষিণদিকে কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্বে উত্তরদিকে অবস্থিত। [বাজপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জাজল (পুং) অর্থর্ববেদের এক শাখা।

জাজলি (পুং) এক ঋষি। অর্থর্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য। এক সময় ইনি সমুদ্রতটে ঘোরতর তপস্তার অর্জুনা করেন। ক্রমে তপ:প্রভাবে জিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অবিভীয় তপস্বী। অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষসগণ তাহার মনোগর্ভ বৃত্তিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইপ্রকার মনে করা সর্বতোভাবে অজ্ঞায়। বারাগনীনিবাসী বর্ণিক ভূলাধারও এ কথা বলিতে সাহসী হয় না। এ কথা শুনিয়া তিনি ভূলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাগনীতে গমন করেন। তথায় ভূলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। (ভারত শাস্তি) এই জাজলি ঋষিগ্রন্থপ্রবর্তক। (হেমাদ্রিঃ)

২ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণোক্ত জনৈক বৈদ্য।

জাজলদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি চেন্নি-রাজ কোঙ্কণের বংশে পৃথ্বী বা পৃথ্বীদেবের ঔরসে জয়গ্রহণ করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। রত্নপুরে ইহার রাজধানী ছিল। তথাকার ৬৮৬ চেন্নিসংবৎ-জাপক এক শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ইহার মাতার নাম রাজরা। তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেন্নিরাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল, কাজকুজ ও জেজাজুক্তির রাজগণ তাঁহাকে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশ্বর নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, থিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিকা, ভানান্ডা, তলহারি, দণ্ডকপুর, নন্দাবনী ও কুরুট প্রভৃতি মণ্ডলপতিদিগের নিকট কর ও উপচৌকাদি প্রাপ্ত হইতেন। [বৈহয়-রাজবংশ দেখ।]

জাজলপুর, দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন নগর। জাজলদেব এই নগর স্থাপন করেন।

জাজিম (উর্দু) মেজের উপর পাতিবার চিজিত বস্ত্রবিশেষ।

সচরাচর মোটা দেশী কাপড়ের উপর ছিট করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাজ্জিলেব, নয়চন্দ্রসুরিপ্রণীত “হম্মীর-মহাকাব্য” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ণিত রণস্তুপপুররাজ হম্মীরের সেনাপতি।

জাজন (জি) জল যোথে তাজ্জিল্যে গিনি। বোধশীল, যুদ্ধ করা বাহাদুরের স্বভাব।

জাজ্জল্যমান (জি) ভূশঃ জলতি জল-যজ্ঞ-শানহ। অত্যাঞ্জল, দেবী-প্যমান। “জাজ্জল্যমানঃ তেজোভিঃস্রবিবিস্মিবাধরাং।” (চণ্ডী)

জাজ্জালি (পং) জল সংঘাতে-যজ্ঞ তং লাতি-লা-ডি। বুদ্ধভেদ।

জাট, ভারতবর্ষের একটা বিখ্যাত জাতি। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিদ্ধ, রাজপুতনা, এমন কি আফ-গানস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফল কথা জুতি, জিতি, জিং, জুট বা জাট যে নামই হউক, তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। কেহ বলেন, দেবাবিদেব মহাদেবের জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই জাতি জাট নামে খ্যাত। কেহ বলেন, যদুবংশ হইতে এই জাতির উদ্ভব এবং যদু অথবা যাদব শব্দের অপভ্রংশ হইতে জাট কথা উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, জাট জাতি চন্দ্রসূর্য্যবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতে যে ময় ও আর্জিকগণের উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহারিগণের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত—কোন নিরশ্রেণীর রাজপুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া রাজপুতসমাজে ইহাদিগের যথোচিত সম্মান নাই। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন, যে রাজপুত ও জাটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবে ব্যবসায়ের তারতম্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ঘটিয়াছে। ৩৬টা রাজপুত বংশের মধ্যে জাটদিগেরও উল্লেখ আছে। পূর্বে রাজপুতগণ জাটদিগের সহিত পঞ্জির ন্যূনে বদ্ধ হইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইত না, এখন বসিও ইহাদিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকৃত বিবাহ প্রচলিত নাই, তাথাপি রাজপুতগণ বৈবাহিক লব্ধ হইতে লক্ষ্যপূর্ণরূপে ইচ্ছিত হইতে পারে নাই।

জাটদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। একদিন একটা গুজরজাতীয় জীলোক মাথার একটা জলপূর্ণ কলসী লইয়া বাহিতে ছিল। সেই সময় একটা ছিন্নহস্ত মহিষ উর্দ্ধ্বাঙ্গে

ছুটিয়া পলাইতে ছিল। সেই জীলোকটা পায়ের ক্রিয়া মহিষের গলার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়া ধরিল যে মহিষ আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। একজন রাজপুত রাজা অনতিদূর হইতে সেই জীলোকটার এই কার্য দেখিয়া অতি লজ্জিত হইয়া তাহাকে আগুন বাটাতে লইয়া যান। রাজপুত ও এই গুজর-জাতীয়া জীলোকের সংমিশ্রণে একটা নূতন জাতি গঠিত হইল। এই জাতিই জাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহারিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত শিবরথ বলিয়া থাকে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাটগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। বক্তৃত্ত্বারাজ্যের অধঃপতনকালে অরব্ধ নদীতীরে বক্তৃত্ত্বা ও খোরাসানের মধ্যবর্তী স্থান হইতে সীদীর (শক)-গণ ভারতভিমে অগ্রসর হয়। ইহার ক্রমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই সীদীরগণের এক শাখা সিদ্ধদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে ও যেদ নামক অপর শাখা পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কাশ্মিরানু ব্রহ্মের নিকটবর্তী স্থান হইতে আসিয়া বাহার সিদ্ধনদের অপর পারে বাস করিয়া ছিল, তাহার অতিশয় বলশালী ও সাহসী। সুলতান মাক্দ্দ সোমনাথ মন্দির হইতে বহুসংখ্যক ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া যখন গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল জাট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ৪১৬ হিজরা (১০২৬ খৃঃ অব্দে) সুলতান মাক্দ্দের সহিত জাটদিগের একটা তর্য্যাক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক জাট নিহত হয়; কতকগুলি পলায়ন করিয়া বিকানের রাজ্যের স্বত্বপাশ করে। সম্রাট বাবরও জাটগণ কর্তৃক অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে জুটি বা জাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ইহার কতকাল পূর্বে এই জাটজাতি এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই জাতি ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কতকগুলি একত্রে অবস্থিত করার ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব জন্মিলে ইহার একটা রাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয়, পরে চুড়ামণের নেতৃত্বে ইহার কতকগুলি কার্য্যও হইয়াছিল এবং সূর্য্যমলের অধীনে ইহার প্রকৃতরূপে ভারতপুরে একটা জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ভারতপুর দেখ।]

পাশ্চাত্য মতে, সীদীর জাতীয় জাটগণ বোলান গিরিলব্ধ অভিক্রম করিয়া সিদ্ধনদের প্রান্তর ভূমির মধ্য দিয়া সিদ্ধ ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; ইহার হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশের নিম্নভাগে বাস করে নাই।

সিদ্ধ প্রদেশের উচ্চভাগের অধিকাংশ অধিবাসীই জাটবংশীয় এবং ইহাদেরই ভাবাই প্রদেশীর চলিত ভাষা। পূর্বে নিম্নদেশে জাটগণেরই প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট, ইহাদের সংখ্যা ৪৮০ লক্ষ। মোরার হইতে মূলতান পর্যন্ত ভূভাগ জাটদিগের অধিকৃত।

পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট কৃষিজীবী। আধুনিক শিখ-গণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন। পঞ্জাবের অনেক জাট মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইহারা আরেন, বাগরি, মালবার, রজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিভক্ত। পঞ্জাবের পূর্বাংশে, জয়শালমের, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বী জাটগণ বাস করে। বরেন্সি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশেও জাটগণ বিস্তৃত হইয়াছে। ভরতপুর, দিল্লী, দোয়াব, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও জাটগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমের জাটজাতি পচ্ছাদ এবং হেলে নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পচ্ছাদ জাটকে পুরাতন পঞ্জাববাসীরা স্থানীয় বাক্যে ‘পচ্ছাদা’ বলিয়া থাকে। কাল সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, পচ্ছাদার উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া থাকে। তাহা এই—

‘বুড়ী ভৈস পুরাণা গাড়া।

কাল সাপ ঔর সগা পচ্ছাদ।

কুচ্ছ লাভ হুয়া ভৌ হুয়া ন খাদই খান।’

পূর্বে জাটগণ সকলেই এক সাধারণ নামে অভিহিত হইত। ইহারা আবার নামেই এসিদ্ধ ছিল। তখন ইহারা প্রতিবাসী অথবা অপরের গৃহপালিত পশুদি অপহরণ করিত। অনেকেরই রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। বলেন ও নোহাল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং সরবত ও সলফান জাটগণ তুরারবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, ভরতপুরের জাটগণ ও সিদ্ধপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ সকলেই এক বংশোৎপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে সিদ্ধপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে বক্তুরা হইতে অনেক জাট ভারতে প্রবেশ করিলে তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজপুতনার অবস্থিত হইয়াছে। সময়ের অগ্রপশ্চাদ্ নিবন্ধন এবং আবাস-পরিবর্তন জ্ঞাত তাহারা প্রধান শাখার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে নাই।

জাটদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমান। মুসলমানগণ বলে, তাহারা গজবী হইতে ভারতে আগমন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও সিদ্ধপ্রদেশীয় অনেক

জাট মুসলমান-ধর্মাবলম্বী নহে; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহারও সম্পূর্ণ হিন্দুসামান্য নহে। ইহাদের বিশ্বাস—বিশ্বজননী ভবানী এক জাট কস্তারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে ইহারা সেই ভবানীর আরাধনা ব্যতীত হিন্দুধর্মের অন্য কোন বিধান গ্রহণ করে না। পৌরাণিক আখ্যায়িকার ইহাদের আস্থা অতি অল্প। একমাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইহারা বিশেষ অমুরক্ত। এই জাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার পরীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে পাত্র ও পাত্রীর মস্তকেপরি কেবলমাত্র একটা চাদর দেওয়া হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহপ্রথা ‘চাদর-চলন’ কহে। এই প্রদেশে জীলোকের সংখ্যা অতি অল্প; অর্থ দ্বারা পাত্রী ক্রয় করিতে হয়; এই অস্থবিধার জন্তই বোধ হয় ভ্রাতৃপরী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। পঞ্জাবের মুসলমান জাটগণ ভৈরচ এবং গণ্ডাল নামক দুইটা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। গুজরাট এবং শাহপুরে গণ্ডাল বংশীয়দিগের সংখ্যা অধিক—ইহারা অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহসী এবং বলিষ্ঠ, ইহারা দীর্ঘ অশ্ব রাখে ও তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত করে। গুজরাট ও তরিকটবর্তী জাটগণ বিত্ততা নদীর তীরবর্তী উর্করা প্রদেশকে ‘হিরাট’ কহিয়া থাকে। এই জ্ঞাত ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই দেখিয়া, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার আদিম অধিবাসী বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু জাটদিগের ভাষার সহিত আর্যদিগের ভাষার অতিশয় নিকট সঙ্গ, ইহারা পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। যদি জাটগণ সিদীর জাতি সমুদ্ভূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাষা কিরূপে বিশুদ্ধ হইল?

মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া অস্ত্রাজ্য রাজপুতদিগের দ্বারা জাটগণও রাজপুতানার প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় অনেকেই কৃষিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ভরতপুর ও চৌলপুর দুইটাই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান জাটগণ একত্র অবস্থিত করে এবং সেই জন্তই তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। লাহোর ও শতদ্রু উচ্চভাগস্থ জাটগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ এবং অস্ত্রাজ্য প্রদেশের হিন্দু জাটগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ বিভিন্ন। ইহারা প্রায় সকলেই শিখধর্মাবলম্বী। দিল্লী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের জাটদিগের সকলের উপাধি সিংহ নহে, তাহাদের কাহারও কাহারও উপাধি মল। সিদ্ধপ্রদেশীয়

জাটগণ কোর নামে খ্যাত ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার বিভক্ত। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী; ভূমিকর্ষণ, পশুপালন প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বাহার নিজের জমীনা থাকে, সে কোন জমীদারের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বেতন স্বরূপ কিছু কিছু ফসল প্রাপ্ত হয়। ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি। এই প্রদেশীয় জাটরমণীগণ সৌন্দর্য ও সত্যের জন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুরুষদিগের জায় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী। ইহারা সাংসারিক অনেক কার্য সম্পন্ন করে। কচ্ছ প্রদেশীয় জাটগণ প্রায় সকলেই উট্ট-ব্যবসায়ী। হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটা বিবাহ করে, কিন্তু পুন্ড্রাদি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। মিরাত অঞ্চলের জাটগণ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, ধীর ও পরিশ্রমী। সাধারণতঃ ইহারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু প্রতি-হিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ধারণ করে। সর্দারের আদেশে ইহারা কোনকার্য করিতেই পরাশ্রুত নহে। ইহাদের অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। ইহার হিন্দু বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিদারী জাটগণই জাটদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা অতিশয় লম্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, শূঙ্গ দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখশ্রী অতিশয় শোভনীয়। পার্শ্বভীয়া পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামকুশল। ইহারা কৃষিব্যবসায়ী, কঠিন পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী। অনেক জাটরমণী লিখিতে ও পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে; একস্থানের শস্ত শকটে করিয়া অল্পস্থানে লইয়া যায়। ইহারা ভূমির সম্বন্ধে চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে। যে স্থানে জাটগণ বাস করে, তথায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী আছে। কিন্তু সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র; তবে পতিত জমী, গবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানুসারে কোন কার্য হয় না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত কার্যনির্বাহ করে। আধুনিক মরাজরাজ্যের জায় পূর্বে রাজপুতানার জাটগণের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। এই জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিভক্ত; ইহারা নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখার বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসায়ী জাটের বাস। পঞ্জাবী ভাবার জাট, জমিদারী ও কৃষক এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক। টড প্রভৃতি পতিতদিগের মতে মহারাজ রণজিৎসিংহ জাটবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমোদীবাংলীর জাটগণ পাণিপথ ও সোণপথ নামক স্থানে বাস করে; ইহাদের উপাধি মালিক। এই জন্ত এই জাতীয় জাটগণ বাংলাগেরবে অজ্ঞাত জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাচগন্ধব এবং গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে অনেক জাটের বাস আছে এবং ইহাদের ভাষা অজ্ঞজাতির ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। জেলাপ্রদেশীয় জমিদারগণ জাটবাংলীর। ইহারা কোন স্থানে যাইবার কালে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয় ও বৃষপূর্তে আরোহণ করে। অর্জনর ভরবারী হস্তে অনেক জাটকে দুর্বল বলাবদে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখা যায়। জাটগণ কাচগন্ধবপ্রদেশে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে; এই জন্ত কেহ কেহ ইহাদিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করেন। জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে তাহারা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। আলিগড়ের জাটদিগের সহিত রাজপুত-দিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়; ইহাদিগের বিরোধ এত

প্রবল যে, এই দুই-জাতি কখন এক গ্রামে বাস করে না। অমৃত সরের শিখ জাটগণ অতিশয় সাহসী ও কার্যক্ষম। ইহাদিগের জায় সাহসী ও যোদ্ধা জগতে অতি বিরল। জাটদিগের বীরত্বের হই একটা বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে জাটগণ রামগড় অধিকার করে এবং উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া কোল নাম রাখে। আলিগড়ে শাসনী নামক স্থানে জাটগণ



জাট জাতি।

একটা যুগ্মরত্ন নির্মাণ করিয়াছিল। আকগানস্থানেও জাটদিগের বসতি আছে; তাহারা তথায় শুজুর নামে পরিচিত। জাটদিগের সকলে এক ধর্মাবলম্বী নহে; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুসলমান ও কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্ম সম্বন্ধীয় নিয়মে

ভূত আঁধা ছিল না বলিয়াই মহাশয় নানক অতি সহজেই তাহাদিগকে শিখধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জাটভূতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠভাতের পুত্র।

জাটভূতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠভাতের কন্যা।

জাটালি (জী) কিস্তক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষভেদ, মোথা।

জাটালিকা (জী) কুমারামুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯৪৭ অ°)

জাটাম্বর (পুং) জটাম্বরত অপত্যং ইঞ। জটাম্বরের পুত্র।

“জাটাম্বরভৈমসেনিঃ” নানানন্দ্রৈরবাকিরং।

(ভারত ১৭৫ অঃ)

জাটি (দেশজ) বাণিজ্যের চুপি বা নল।

জাটিকায়ন (পুং) অধর্মবাদের এক ধর্ম।

জাটিলিক (পুং, জী) জটিলিকার্য: অপত্যং, শিবাদিহাদণ্।

জটিলিকার পুত্র। জীলিঙ্গ জীপু।

জাঠ, ১ বোখাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটা জায়গীর। অক্ষা° ১৩° ৫৫' হইতে ১৭° ১৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ১' হইতে ৭৫° ৩১' পূঃ। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই অস্বর্গর। মধ্যে এবং পূর্বভাগে বড় নদী তীরস্থভূমি অপেক্ষাকৃত উর্বরা। দেশে কৃষিকার্যে কাহারও বিশেষ মনোযোগ নাই, কিন্তু পশুপালকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাণে গোসেবাদি বিক্রয় হয়। শস্তের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার প্রধান। তন্নিম্ন কার্পাস, গোধূম, ছোলা, কুমুমফুল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জাঠ জমিদারীর মধ্যে ৪টা কোজদারী আদালত আছে। ইহার রাজা মহারাজকুমার। তাঁহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি জায়গীরদার। দাক্ষিণাত্যের সর্দারগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। সাতারাবিহিত একজন পলিটিকাল এক্সেকুটের সাহায্যে ইহার শাসনকার্য সম্পন্ন হয়। জাঠের জায়গীরদার প্রতিবৎসর ৬৪০০০ টাকা গবর্ণমেন্টে জমা দিয়া ৫০ জন অফারোহী সৈন্য রাখিতে পারেন। তন্নিম্ন তাঁহাকে সর্বেশ্বরমুখী বলিয়া ৪৪৮০০ টাকা কর দিতে হয়। জাঠ পূর্বে সাকারারাজের অধীন ছিল।

২ পূর্বোক্ত জাঠ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৬' পূঃ। এই নগর সাতারা হইতে ৯২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

জাঠর (পুং) জঠরে ভবঃ অণ্। জঠরস্থিত পাচক অগ্নি তকণের পর যে অগ্নি সমস্ত দ্রব্য পরিপাক করে।

“জাঠরে ভগবানিরীষয়োঃস্বত পাচকঃ।” (বৃহত)

২ কুমারামুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯৪৬ অ°)। জঠরত ইমাং ভভেদং ইতি অণ্ দ্রিমাং জীপু। জঠর সম্বন্ধীয়।

“ভবং বিচ্ছেদজাঠরীঃ।” (মার্ক পু ২৩৭।)

জাঠর্য (জি) জঠরে ভবঃ জঠর-ঞ। জঠররোগবিশেষ, উদররোগ, অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না।

“এতরবারসঃ এতেন জাঠর্যং ন ভবতি স্নোহমি আপ্যাবাতে” (বৃহত)

জাড় (দেশজ) ঠাণ্ডা। শীত।

জাড়কাঁটা (দেশজ) জিহ্বরোগবিশেষ। ইহাতে জিহ্বার কাঁটা দেয়।

জাড়মোনাল (হিন্দী) তিব্বতির জাতীয় বন্য পক্ষীবিশেষ। (Tetragallus Himalayensis) ইহাদের বর্ণ ধূসর এবং পৃষ্ঠ ও পৃচ্ছ জীবৎ ধূসল রেখাঙ্কিত। পৃচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের ক্ষুদ্রপাখা প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। কণ্ঠ ও কপোলের নিম্নভাগ শুভবর্ণ। পক্ষবয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪০ ইঞ্চ হয়। এক একটা ওজনে প্রায় ৩/৪, ৩/৫ সের হইয়া থাকে।

হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্বত্র ইহার বাস করে। পূর্বে নেপাল পর্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বতশৃঙ্গে তুষারচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহার থাকিতে ভালবাসে। শীতকালে অত্যন্ত তুহিনপাতের সময় ইহার বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রদ্ধ যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু শীতাবসানে আবার ঠিক পূর্বনিবাসে ফিরিয়া আইসে।

এই পক্ষী ৫টা হইতে ৩০টা পর্যন্ত দলবদ্ধ থাকে। কখন দুই এক জোড়া পৃথক্ দৃষ্ট হয়। ইহার মনুষ্য দেখিলে একবারেই ভয়ে উড়িয়া পলায় না। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এককালে বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে। শিকারীগণ সহজে ইহাদিগকে মারিতে পারে না।

জাড়র (পুং জী) অজ্ঞাতাপত্য জড়-আরক্। জাড়র পুত্র।

জাড়া, কচ্ছপ্রদেশীয় জাড়েজা রাজবংশের অনেক রাজা।

ইহার নামানুসারেই তৎপুত্র লাখ নিজ বংশের নাম জাড়েজা রাখেন। [কচ্ছ দেখ।]

২ ব্রহ্মবংশোক্ত পূর্ববঙ্গের একটা গ্রাম।

জাড়া (দেশজ) শীত। ফুরান।

জাড়ি (দেশজ) ১ শীতপ্রকার। ২ যুক্ত।

জাড়িদ্দা (দেশজ) জাড়কাঁটা।

জাড়িবৈজ (দেশজ) একপ্রকার ভেক।

জাড়েজা, কচ্ছপ্রদেশের সর্বপ্রধান রাজপুত্র রাজবংশ। ইহার আজিও কচ্ছপ্রদেশের নানান্থানে রাজত্ব করিতেছেন। জাড়েজাগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে শূদ্রবংশ-সম্বৃত বলিতেন। জাড়েজাবংশ আবার প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে দেবা, হোষি, গজন, অবকা, মোড়, হালা, বুভড়া

* প্রকৃতি বহুতর শাখাতে বিভক্ত। জাড়েজাদিগের বংশাবলী
ও ইতিবৃত্ত [কচ্ছ শব্দে দেখ।]

জাড়েরাণা, একজন প্রাচীন নৃপতি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর
প্রারম্ভে পারস্যীগণ সর্বপ্রথম সজ্জানে আগমন করিয়া ১৫টি
সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্ম-
ব্যাখ্যা করিয়াছিল। পারস্য গ্রন্থে এই নৃপতির নাম জাড়েরাণা
লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন সাহেব অনুমান
করেন, ঐ জাড়েরাণা সম্ভবতঃ অগহিলগাড় পত্তনের অধীশ্বর
জয়দেব বা বাণরাজা হইবেন। এই বাণরাজা ৭৪৫ হইতে
১০৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

জাড্য (স্ত্রী) জড়ত্ব ভাবঃ জড়শব্দ। ১ জড়তা, স্থম্ভ।

“বিনা জাড্যামৃত্ত্বং ন কথঞ্চিৎপণ্ডিত।” (পঞ্চদশী ৬৯৬)
২ মূর্ত্ততা। (হেম) ৩ আসক্ত, পরিশ্রমাদি দ্বারা জুস্তাদিমুক্ত
শারীরিক অবস্থাবিশেষ।

“আলম্ব্যশ্রমগর্ভাষ্টঃ জাড্যং জুস্তাসিতাদিক্ণং।” (সাহিত্যদ*)
৪ অব্যবহিকরূপে স্থংখ।

“দুঃখাঃস্থং জলাভিষেকবর জাড্যবিমোকে।” (সাংখ্যস্থ ১৮৪)
‘জাড্যবিমোকে’ অব্যবহিক নিবৃত্তিঃ দুঃখবিমোকেঃ’ (বিজ্ঞানভিন্দু)
যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মাদি জাড্যবিমোকে অর্থাৎ
দুঃখ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না।

জাড্যারি (পুং) জাড্যত্ব অরিঃ-৬তৎ। অধীর, জামীর। (রাতনি*)

জাত (ত্রি) জন-কর্ত্তরি ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ ব্যক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩
জন্ম। ৪ পারিত্যগিক পুস্ত্রবিশেষ। জাত, অজাত, অতিজাত,
ও অপজাত এই চারি প্রকার পারিত্যগিক পুত্র।

“জাতঃ পুত্রোহনুজাতশ্চ অতিজাতস্তথৈব চ।

অপজাতশ্চ লোকেহস্মিন্ মন্তব্যঃ শাস্ত্রবিদিত্তিঃ।

মাতৃলোপাংগোজাতস্তনুজাতঃ পিতৃঃ সমঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ১৪৪১)

মাতৃত্বল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বলা যায়।

৫ প্রশস্ত। ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

জাতক (স্ত্রী) জাতঃ জন্ম তদধিকৃত্য ক্তো গ্রন্থঃ ইত্যণ্ ততঃ
স্বার্থে কন্ বা জাতেন শিশোর্জন্মনা কায়তি কৈ-ক। জাত
বালকের শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ, জাতকদীপিকা, জাতকামৃত,
জাতকভরঙ্গিণী, জাতকবোদ্বী, জাতকরসারস, জাতকসার,
জাতকর্ণব, জাতকচন্দ্রিকা, লঘুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি
জ্যোতিঃগ্রন্থ। এই লবল গ্রন্থে জাত বালকের লক্ষণাদি,
হোরা, জ্যোতিঃ প্রভৃতি এবং তাহাতে জন্মাইলে বালকের শুভ
কিবা অশুভ হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিক্ষুট ভাবে লিখিত আছে।

২ বৌদ্ধগ্রন্থবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক
এক জন্মের বিবরণ। বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা

৫৫০। বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তী অবস্থানকালে তাঁহার শিষ্য-
গণকে মোক্ষার্থ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, ৫৫০ পূর্ব জন্মে
যে যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ ৫৫০
জাতকে গল্পরূপে বলিয়া বান। বুদ্ধের দুঃখনিঃসৃত বলিয়া
বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রন্থকে পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য
করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে
এখন এই কয়েকখানি প্রচলিত—অগস্ত্য, অপুত্রক, অধিসহ
শ্রেষ্ঠী, আরো, ভজবর্গীর, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য্য,
দশরথ, গন্ধাপাল, হংস, হতী, কাক, কপি, কান্তি, কাশ্যব-
পিণ্ডি, কুন্ত, কুশ, কিম্বর, মহাবোধি, মহাকপি, মহিব,
মৈত্রিবল, মন্ত্র, মৃগ, মথাদেবীর, পদ্মাবতী, রত্ন, শব্দ, শরভ,
শশ, শতপত্র, শিবি, শ্রেষ্ঠী, সুভাস, সুগারগ, সূতগোম, হ্রাম,
উদ্ভাসদয়ন্তী, বানর, বর্তকপোত, বিশ, বিখন্তর, বৃষভ, ব্যাজী,
যজ্ঞ, বৃষহরণীর, লতুব, বিতুর, পুষ্কর ইত্যাদি।

এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পাণ্ডিত্যবান রচিত। অনেক-
গুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অনুমান
করেন, এই সকল জাতক প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত
হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বা ঈসপের
গল্পের জায়। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্প-
গুলিকে বিস্তৃত করিয়া বৌদ্ধদিগের মতানুযায়ী করা হইয়াছে।
জাতকর্ষ্ম (স্ত্রী) জাতন্ত জাতে সতি বা বৎকর্ম্ম। দশবিধ
সংস্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, সন্তানের জন্মকালে কর্তব্য
কর্ম্মবিশেষ। জাতকর্ষ্মের বিধান ভবদেবে এই প্রকার
লিখিত আছে।

পুত্র জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ জাতপুত্রের পিতাকে সংবাদ
দিবে। পিতা পুত্র জন্ম বুতান্ত শুনিয়া, “নাভিং মাক্কন্তত
ত্বনঞ্চমাদত্ত।” নাভিচ্ছেদ করিও না, ত্বন দান করিও
না, এই কথা বলিয়া লবঙ্গ দান করিবে। কৃতদান হইয়া
যথাবিধি যজ্ঞী, মার্কণ্ডেয় ও বোড়শমাস্তকা পূজা, বহুধারা ও
মান্দীপ্রাক্ষ অর্চন করিবে। পরে একখানি শিলা উত্তমরূপে
ব্রহ্মচারী কুমারী, গর্ভবতী বা ঐশ্বর্য্যদায়ী শীল ব্রাহ্মণ
দ্বারা ধুইয়া ত্রিবিধ বৎস্করণহস্তের অনামিকা ও অনুষ্ট
দ্বারা “কুমারস্ত জিহ্বাং নির্মাণি ইয়মাজ্জা” এই মন্ত্র উচ্চারণ-
পূর্ব্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে সূর্য্য দ্বারা স্তূত লইয়া যথা-
বিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বার স্পর্শ করাইবেন,
তৎপরে “নাভিং কন্তত, ত্বনঞ্চ দত্ত” নাভিচ্ছেদ কর, ত্বনদান
কর এই আজ্ঞা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন। পুত্রের
পিতা পুত্র জন্মাইবার সময় যদি অজ্ঞ অশৌচ থাকে, তাহা
হইলেও তিনি এই জাতকর্ষ্ম করিতে পারিবেন।

“অশৌচে তু সন্তুংগে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।

কর্তব্যাকৌলিকী তুদ্বিরতুঃ পুনরেব সঃ ॥” (সংস্কারতত্ত্ব)

শিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিবার অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতকর্ম নাতিচ্ছদের পূর্বে করিতে হয়।

“প্রাক্শ্রুতিবর্ধনাং পুংসো জাতকর্ম বিধীয়াত” (মহু)

‘নাতিবর্ধনাং নাতিসম্বন্ধাং নাভীচ্ছদনাং।’ (টীকা)

জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাতকর্ম করিতে হইবে। আজকাল এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা স্রোতে এই সংস্কার লোপপ্রায়। [সংস্কার দেখ।]

জাতক্রিয়া (ক্রী) জাতস্ত্র ক্রিয়া। জাতকর্ম। [জাতকর্ম দেখ।]

জাতকাম (ক্রি) জাতঃ কামঃ যন্ত বহত্ৰী। জাতকামনা, যাহার কামনা জন্মিয়াছে।

জাতকোপ (ক্রি) জাতঃ কোপঃ যন্ত বহত্ৰী। জাতক্রোধ, যাহার ক্রোধ হইয়াছে।

জাতপুত্র (ক্রি) জাতঃ পুত্রঃ যন্ত বহত্ৰী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতমাত্র (ক্রি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ।

“জাতমাত্রিং ন যঃ শক্রং রোগঞ্চ প্রশমং নয়েৎ ॥” (পঞ্চতঃ ১১২৬৪)

জাতরূপ (ক্রী) জাতঃ প্রশস্তং প্রাপ্ত্যন্তো জাতঃরূপ্ প্রত্যয়ঃ। ১ সূবর্ণ। (পুং) ২ ধূত্বরূপ। (অমর) (ক্রি) জাতং রূপং যন্ত বহত্ৰী। ৩ উৎপন্নরূপ, উৎপন্ন মূর্তি।

“ন জাতরূপচ্ছদজাতরূপতা” (নৈষধ ১১২২৯)

জাতরূপময় (ক্রি) সূবর্ণময়। (ঐতঃ ব্রাং ৮।১৩)

জাতরূপশিল (পুং) একটি সূবর্ণময় জনপদ। (রামায়ণ)

জাতবাসগৃহ [জাতবেশ্মন দেখ।]

জাতবিদ্যা (ক্রী) জাতে নিষ্পন্নো হোমাদৌ বিদ্যা বিদ্যাতেহনয়া বিভা। প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপিকা বাক্। হোমের পর প্রায়শ্চিত্ত-বোধক বাক্যবিশেষ।

“ব্রহ্মা যো বদতি জাতবিদ্যাং” (ঋক্ ১০।৭১।১১) ‘জাতে কর্তব্যো প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিভাঃ বেদবিদ্যাং বাচং বদতি ব্রহ্মা হি সর্গং বেদিতুং যোগ্যো ভবতি’ (সায়ণ)

জাতবেদসু (পুং) বিদ্যাতে লভাতে, বিদ-লাভে-অনু-বা-জাতং-বেদো ধনং যদাং। অগ্নি। মহাভারতে এই অগ্নির স্বরূপ এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—লোকদিগের পবিত্রকারক বলিয়া পাবক, হব্য বহন করে বলিয়া হব্যবাহন, বেদার্থের নিমিত্ত জন্মিয়াছে বলিয়া জাতবেদসু নাম হইয়াছে।

“পাবনাং পাবকশাস্ত্রি বহনাক্রব্যবাহনঃ।

বেদবর্ধনঃ জাতাঃ বৈ জাতবেদা ততোহস্মি ॥” (ডা° ২।৩১।৪১)

“জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ।” (ঋক্ ৩।১২০)

জাত মাত্রই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্নির নাম জাত-বেদা। জাতবিষয় সকল যিনি অবগত আছেন। “আদ্যাব জাতবেদঃ” (ঋক্ ১।৪৪।১) ‘জাতবেদঃ, জাতানাং বেদিতঃ’ (সায়ণ)

‘জাতবেদাঃ কস্মাক্সাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিহুর্জাতে জাতে বিহুতে ইতি বা জাতিবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিত্তো বা জাতপ্রজ্ঞানো যৎতজ্জাতঃ পশুন বিদ্যত ইতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্য ইতি ব্রাহ্মণং। তস্মাৎ সর্কানুতুন পশবো অগ্নি মতি সর্পস্তি।’ ৩ জাতপ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ সূর্য্য। “উহু ত্যং জাত-বেদস্য দেবং বহন্তি কেতবঃ” (ঋক্ ১।৫০।১) ‘জাতবেদস্য জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজং জাতধনং বা’ (সায়ণ) ‘পঞ্চমঃ পঞ্চতপস্যাতপনো জাতবেদস্যঃ’। পঞ্চামিনাধ্য তপস্তার মধ্যে তপনও একটি অগ্নিস্বরূপ। জাতানি সর্কানি কারণেই বিদ্যন্তি যং, বিদু জ্ঞানে-অনু- ৬ অন্তর্ধামী পরমেশ্বর।

“ঐ পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্ত ভর্গো মনসেনং জঘান” (ভাগঃ ৫।৭।১৪)

জাতবেদসু (ক্রি) জাতবেদস্যঃ ইদং বাসদেবতা অস্ত তাত-বেদসু-অণ্। অগ্নি সঙ্কীর। “প্রনুনং জাতবেদসমযং” (দিকৃক ৭।২০) অগ্নিদেবতা সঙ্কীর সাম বেদের ঋক্ মন্ত্রভেদ।

“তদেকমেব জাতবেদস্য গায়ত্রং তুচং দশতরীষু বিহুতে যতু কিঞ্চিদায়েয়ং তজ্জাতবেদস্যং স্থানে যুজ্যতে।”

জাতবেদসী (ক্রী) জাতবেদস্য স্ত্রিয়াং ভীপ্। “উত্তরে জ্যোতিষি জাতবেদসী উচ্যতে” (ভারত ভীম)

জাতবেদসীম (ক্রী) জাতবেদ সঙ্কীর। (শতপঃ ব্রা° ১৩।৫।১।১২)

জাতবেশ্মন (ক্রী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, জাতুভবর।

(কথাসরিং ১।৭।৬৭)

জাতস্নেহ (পুং) জাতঃ স্নেহঃ যন্ত বহত্ৰী। যাহার স্নেহ জন্মিয়াছে।

জাতাপত্য (পুং) জাতঃ অপত্যং যন্ত বহত্ৰী। যাহার পুত্র হইয়াছে।

জাতায়ন (পুং) জাতস্ত গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য।

জাতি (ক্রী) জন-ক্রিন্। ১ জন্ম। ২ গোত্র। ৩ অশ্বশিক।

৪ আমলকী। ৫ ছন্দোবিশেষ, ছন্দঃ হইপ্রকার বৃত্ত ও জাতি, অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাত্রাহুসারে হইলে জাতি হয়।

“বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাক্রুতা তবেৎ”। (ছন্দোম°)

হ্রস্ব ও দীর্ঘাহুসারে মাত্রা হয়।

“একমাত্রোক্তবেৎ হ্রস্বোবিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাাত্র মুতো জ্যেয়ো ব্যঞ্জন চার্কমাত্রকং।” (ছন্দোম°)

হ্রস্বের একমাত্র, দীর্ঘের ত্রিমাাত্র, মুতোব্যের ত্রিমাাত্র, ব্যঞ্জন-চার্ক-

শীত। যথা আৰ্য্যজাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ-
মাত্র, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশমাত্রা, চতুর্থপাদে পঞ্চদশমাত্রা হইলে
আৰ্য্যজাতি হয়। ৬ জাতীকল। ৭ মালতী। (মেদিনী) ৮ বেদ-
শাখাভেদ। ৯ বড়জাদি সপ্তমবর। ১০ অলঙ্কারভেদ। ১১ চুম্বী।
(শব্দার্থচি) ১২ কাম্পিল। (বিষ)

১০ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থকে
জাতি বলে। বৈয়াকরণগণ বলেন শব্দ চারিপ্রকার। তন্মধ্যে
জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জাতির লক্ষণ
এইরূপ—

“আকৃতিগ্রহণা জাতিলিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্।

সক্কাখ্যাতনিগ্রাহা গোত্রক চরণৈঃ সহ ॥”

আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পারা যায়, তাহার
নাম জাতি। মনুষ্য প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি এক কথা
এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থটী সহজে বুঝিতে
পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্য প্রভৃতি হস্ত-
পদাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি জানিতে না পারিলে মনুষ্য বা
মনুষ্য জানিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বারা
ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না,
যেহেতু মনুষ্যের আর বৃক্ষের আকৃতি এক নহে। মনে কর
যে ব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহা জানে না, তাহাকে
বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হইবে। “যাহার শাখা, পল্লব ও
বকলাদি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে।” সুতরাং সে ব্যক্তি শাখা
পল্লবাদি আকৃতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষ জানিতে পারিল।

আকৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অথবা
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জানিতে পারা যায়
না, এই জন্য দ্বিতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

“লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্।”

যাহারা সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে
যাহাদের শব্দরূপ হয় না তাহারাও জাতি। যথা—ব্রাহ্মণ বা
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। এই সকল শব্দের কোন পুংলিঙ্গে আর
স্ত্রীলিঙ্গেই রূপ হইয়া থাকে। এই লক্ষণানুসারে দেবদত্ত কৃষ্ণ-
দাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাঙ্গী সংজ্ঞাপ্রাপ্তিও জাতিবাচক
হইতে পারে, এই জন্য পূর্বেই উক্ত লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে
বলা হইতেছে। “সক্কাখ্যাত নিগ্রাহা।”

একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক
শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্যিক। দেবদত্ত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এক
লিঙ্গভাঙ্গী হইলেও কেবল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট
শ্রেণী নহে।

বৈদ্যকদেশ ক্রিয়াবাচক কঠাদি শব্দ এবং গার্গ, গার্গী

প্রভৃতি অপত্য প্রত্যয়ান্ত ত্রিলিঙ্গভাঙ্গী শব্দ সকল জাতিবাচক
করিবার জন্য তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

“গোত্রক চরণৈঃ সহ।”

বৈদ্যকদেশ কঠাদি শব্দ ও অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দও
জাতিবাচক হইবে।

মহাভাষ্যে জাতির লক্ষণান্তর কথিত হইয়াছে—

“প্রাতিপদিকবিলাসাত্যাসং সত্ত্ব যুগপদ্বৈঃ।

অসঙ্গলিঙ্গাং বহুবচাং তাং জাতিং কথয়ো বিদ্বঃ ॥”

কোন পণ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটি অঙ্গুত ধর্ম আছে
তাহাই জাতি এবং ব্রহ্ম।

“সম্বন্ধভেদাৎ সত্ত্বৈব ভিত্তমাগবাদিহু।

জাতিরিত্যুচ্যতে তত্ভাং সর্গে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ।

তাং প্রাতিপদিকার্থক ধাত্বার্থক প্রচকতে।

সানিত্য সানমানান্না তামাহন্ততলাদয়ঃ ॥”

গো প্রভৃতি নিখিল পদার্থ সম্বন্ধভেদে যে ‘সত্তা’ রূপ
একটা পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাতেই সকল শব্দ
অবস্থিত। এই জাতিই ধাত্বার্থ ও প্রাতিপদিকার্থ বলিয়া বুঝিতে
হয়। ইহা নিত্য ও আত্মস্বরূপ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি ভাবার্থক
প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়া থাকে। কেবল জাতিই এক
ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য।

“অনেকব্যক্ত্যভিভাব্য জাতিঃ ফোট ইতি শ্রুতাঃ।”

অনেক ব্যক্তিতে অভিভাব্য জাতিকে ফোট বলা হয়।
শব্দ ছই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্দ এক মাত্র
ফোট, তন্নিম্ন বর্ণায়ক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত
ফোটায়ক যে একটি নিত্য শব্দ আছে, তাহাযে অনেক গ্রন্থে
অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই,
ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণায়ক শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ
হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন,
অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটা বর্ণ স্বরূপ যে
কি শব্দ, তদ্বারা বহির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল
চারিটা বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদি ঐ
চারিটা বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহির বোধ হইত, তাহা
হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলে বহির
বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটা
বর্ণ মিলিত হইয়া বহির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এক কথা বলা
নিতান্ত ভুল, যে বর্ণ সকল আন্তরিক (পর পর বর্ণের
উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়), সুতরাং
অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্র অবস্থান
সম্ভবে না। ঐ চারিটা বর্ণ দ্বারা প্রথমত ফোটের অভিভাব্য

করায়, কুটুভা করে। পরে কুটুভা (ফোট) দ্বারা বহির বোধ হয়।

“কৈশিন্দ্য ব্যক্তয় এবাঙ্গা ধ্বনিধ্বেন প্রকল্পিতাঃ।”

ব্যক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করেন। জাতিকে যে ফোট বলা হইয়াছে, তাহা বাচ্য বাচকের একত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৪ নৈসারিক মতে ঘোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ পদার্থ। গোতম যন্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“সমানা এসবাস্বিকা।” (গো* ২।১৩৪)

‘সমানঃ সমানাকারকঃ এসমো বুদ্ধিজন ন মাংস্বরূপঃ যন্তাঃ সা, তথা চ সমানাকারবুদ্ধিজননযোগ্যমর্থঃ।’ (গো-বৃ* ২।১৩৪)

যে পদার্থ সমান জ্ঞান করে, তাহাকে জাতি বলে। উদাহরণ—মহুয়া, পুতু ইত্যাদি।

মনে কর একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্র, এই উভয়-কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিরূপে সমান বা এক বলা যায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম স্বতন্ত্র, শূদ্রেরও ধর্ম স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণ সম্রাট পূজা করেন, শূদ্র তাঁহার সেবা করে। ব্রাহ্মণের গলায় যজ্ঞোপবীত, শূদ্রের গলায় মালা, তবে এই স্থলে মহুয়ায় লইয়া উভয়কে সমান বা এক বলা যাইতে পারে, মহুয়ায় উভয়েই আছে, সুতরাং মহুয়ায় জাতি হইল।

সমান জ্ঞান যে জ্ঞান, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির অপর নাম সামান্য। জাতি বলিলে যাহাকে বুঝিতে হইবে, সামান্য বলিলেও তাহাকেই বুঝিতে হইবে।

এই জাতির অনেক প্রকারলক্ষণ ও নামাঙ্কার ভেদ আছে। “সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাত্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।” (গো* ১।৫৮) ‘প্রযুক্তে হি হিতৌ যঃ এসমো আরতে সা জাতিঃ স চ এসমঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাত্যাং প্রত্যবস্থানমুপানন্তঃ প্রতিবেধঃ ইতি। উদাহরণসাধর্ম্ম্যং সাধ্যাদাধনং হেতুরিত্যতোদাহরণ-সাধর্ম্ম্যং প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্ম্ম্যং সাধ্যাদাধনং হেতুরিত্যতোদাহরণবৈধর্ম্ম্যং প্রত্যবস্থানং। প্রতানীকতাভাজ্ঞান-মানোহর্ষো জাতিঃ।’ (বাংভাষ্যন ১।২৫৯।)।

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে দোষ কথন, তাহার নাম জাতি। “হ্রাসিতিঃ দ্ব্যণা মর্থ সুত্তরং” হ্রাসি ব্যক্তিরূপে নোষের যে অযোগ্য, তাহার নাম জাতি।

“দ্ব্যণাভ্যক্তমুত্তরং।” (গো* ১।৫৮) স্বপ্রতিবন্ধক উত্তরের নাম জাতি।

বক্তা যে অর্থগ্রহণার্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া যদি ভ্রমণরীতি অর্থ কল্পনা

পূর্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে হ্রস্ব কহে, যথা—হরিপ্রসাদমহন্তকরামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিকল্প ভাৎসর্ধ্যার্থ পরিভ্রাণ করিয়া বানররূপ অর্থকল্পনাপূর্বক, “কি। ভূমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর” ইত্যাদি দোষারোপ করা। এই প্রকার বাক্যগুল, সামান্যত্ব ও উপচারত্ব রহিত অসম্মতরূপে অর্থাৎ বারি কর্তৃক সংস্থাপিত মত দৃশ্যে অসমর্থ, অথবা নিজ মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে, এই জাতি পদার্থ ২৪ প্রকার। যথা—

“সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যোংকর্ষাপকর্ষব্যাব্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তাভুৎপত্তিসংশয়প্রকরণহেতুখণিত্যবিশেষোপ-পত্ত্যুপলব্ধ্যুপলব্ধিক্রিয়ানিত্যকার্যসমাঃ।” (গো* ২।৫১)

সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, ব্যাস্যসম, অব্যাস্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অভুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, হেতুসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অল্পলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম, কার্যসম এই চতুর্বিংশতি প্রকার জাতি। গোতম যন্ত্রে, তর্কভাষা এবং তর্কদীপিতেও উক্তপ্রকার জাতির বিবরণ লিখিত আছে।

প্রভাকর মতে—জাতি দ্বারা ব্যঙ্গপদার্থকেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, গুণদ্বারি জাতি স্বীকার করা হয় না।

নৈসারিকদিগের মতে গুণ প্রভৃতিও জাতি হইয়া থাকে। তর্কপ্রকাশিকাতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

“নিত্যাহনেকসমবেতম্।”

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাবরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে পদার্থ সকলে বর্তমান আছে, তাহাকে জাতি বলে। যথা দ্রব্য গুণ, ঘট, কর্ণ ইত্যাদি।

দেখ—ঘট অর্থাৎ ঘটগত যে একটি বিলক্ষণ ধর্ম আছে, তাহা নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘট নষ্ট হয় না। ঘট নিখিল ঘটই বিচ্ছিন্ন, যেহেতু একটি ঘট দেখিয়া আবার আর একটি ঘট দেখিলেও ঘট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই ঘট ঘটসমবায় সম্বন্ধে বর্তমান আছে, সুতরাং ঘটজাতি হইল (১)। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ঐকরূপে জাতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। ভাষ্যপরিচ্ছেদে জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

“সামান্যঃ বিবিধং প্রোক্তং পরক্যাপরমেব চ।”

সামান্য অর্থাৎ জাতি দুই প্রকার, পরক্যাতি ও অপার-

(১) ‘ঘটানীনাং কণালানো দ্রব্যমুত্তরকর্ম্মণাঃ।

ভেদু জাতেন সম্বন্ধঃ সমবায়মবলীকৃতঃ।’ (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

জাতি। ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া নির্দিষ্ট, আর অদ্যাপি জাতি বলিয়া নির্দিষ্ট প্রযোজ্য ও কর্ম এই পদার্থজ্ঞারে যে সত্তা আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সত্তাজাতি কখনও অপরা জাতি হয় না, ঘটপট প্রভৃতি যে জাতি, ইহার অপরা বলিয়া নির্দিষ্ট, ইহার কখনও পরা হয় না। কিন্তু অব্যব প্রভৃতি জাতি পরা অপরা উভয়ই হয়।

“দ্রব্যাদিত্রিকৃত্ত্বস্ত সত্তা পরতরোচ্যতে।

পরন্তরা চ বা জাতিঃ সৈবাপরতরোচ্যতে।

দ্রব্যাদিত্রিকৃত্ত্বস্ত পরাপরতরোচ্যতে।” (ভাষ্যপরিঃ)

দ্রব্যজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, সুতরাং অপরাপর ঘটজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া পরা হয়।

“বস্তু কেবাঞ্চিৎ কৃত্ত্বং ভেদং করোতি তৎসামান্য-
বিশেষো জাতিঃ।” (বাংস্যাং ২২৭১)

বাংস্ভায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্যবিশেষের নাম জাতি। উদাহরণ গোষ্ঠ, মনুষ্য ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের মতে, ছয়টা ভাবপদার্থের অন্ততম এক পদার্থ জাতি। (বৈশেষিক)

অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা সামান্য ও বিশেষভেদে বিবিধ। সামান্য আবার পর ও অপর ভেদে বিবিধ।

জাতি, জাতি বলিলে এদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বুঝায়। ভারত-বর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ চারিভরণের বাস, এই চারিভরণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য শাখা এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধর্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা সংগঠিত। ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ জাতিকর্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিধর্ম রক্ষা করিতে না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। এরূপ অনিবার্য জাতি-ভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

উৎপত্তি। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে, আমরা সর্ব প্রথম চারিজাতির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, তাহা এই—

A—“বৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।

মুখং কিমন্ত কৌ বাহু কা উরুপাশা উচ্যেতে॥

ব্রাহ্মণোহন্ত মুখবাসী বাহু রাজজঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত বৈব্রজঃ পত্যাং পুত্রো অজায়ত ॥”(ঋক্ ১০.১০.১১-১২)

যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাঁহাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল, বাহু, উরু ও পদবহুই বা কি হইল? ইহার মুখে ব্রাহ্মণ ছিল, বাহুগণই রাজজ করা হইল, বাহা হইতে বৈব্রজ, তাহাই ইহার উরুগুণ এবং পদবহু হইতে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাজলেনরস-হিতা (৩১১৬) এবং অথর্ববেদে (১২৩৩) ঐ পুরুষসূক্ত আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই ঋকসংহিতার সহিত মিল আছে, কেবল অথর্ববেদে “উরু” স্থানে “মধ্য তদন্ত বৈব্রজঃ” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতার (কৃষ্ণ যজুর্বেদে) একটু বিশেষ করিয়া লিখিত আছে—

B—“প্রজাপতির কামদত্ত প্রজাদেয়েতি সমুখতদ্রিত্বং নিরমি-
মীত তমধিদেবতানুব্রজত গায়ত্রীচ্ছন্দোব্রজতঃ সাম ব্রাহ্মণো
মহুয়গাময়ঃ পশুনাং তন্মাত্রে মুখাদিতোহন্থজ্যোত্বোরনো
বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিত্রো দেবতান্থজ্যাত
ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বৃহৎসাম রাজজো মহুয়গাময়ঃ পশুনাং তন্মাত্রে
বীর্ঘ্যাবজো বীর্ঘ্যাদ্যন্থজ্যাত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং
বিধেদেবদেবতাতা অন্থজ্যাত জগতীচ্ছন্দোবৈব্রজঃ সাম বৈব্রজো
মহুয়গামঃ গাভঃ পশুনাং তন্মাত্রে আত্মা অন্নদান্য স্বজাত
তন্মাত্রেয়াং মোত্তোভূমিষ্ঠাঃ দেবতাতা অন্থজ্যাত পত্ একবিংশং
নিরমিমীত তদন্তঃ পুচ্ছদঃ অন্থজ্যাত বৈব্রজঃ সাম শূদ্রো
মহুয়গাময়ঃ পশুনাং তন্মাত্রে তৃতসংক্রমিণাব্রজ পুত্রশ্চ
তন্মাত্রেয়াং যজ্ঞেনবরূপো ন হি দেবতাতা অন্থজ্যাত তন্মাত্রে-
পাদাবুপজীবতঃ পত্তোহন্থজ্যাতাঃ।” (৭।১।১৪-২)

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, ‘আমি জন্মিব’; তিনি মুখ হইতে ত্রিহুৎ নির্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, ব্রহ্মস্বরসাম, মহুয়গণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে সৃষ্ট বলিয়াই তাহার মুখ। বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, বৃহৎসাম, মহুয়গণের মধ্যে রাজজ এবং পশুগণের মধ্যে মেঘ সৃষ্ট হইল, বীর্ঘ্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার বীর্ঘ্যবান্। মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে বিধেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈব্রজ সাম, মহুয়গণের মধ্যে বৈব্রজ এবং পশুগণের মধ্যে গোপগণ সৃষ্ট হইল; অন্নদান্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার অন্নবান্; ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন, পরে অন্নপু-
চ্ছন্দঃ, বৈব্রজসাম, মহুয়গণের মধ্যে পুত্র ও পশুগণের মধ্যে

অবস্থাই হইল। এই অব ও শূদ্রই ভূতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) শূদ্র যজ্ঞে অশুভযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর কোন দেবতা সৃষ্ট হয় নাই। পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ে (অব ও শূদ্র) পক্ষ অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে।

বাল্যসনেরসংহিতার আবার অস্ত্র স্থলে লিখিত আছে—

C—“তিস্মতিরস্তবত ব্রাহ্মসংজাত ব্রহ্মপতিরিধিপতিরাশীং”
১৪২৮। পক্ষদশতিরস্তবত ব্রহ্মসংজাতেইশ্রোহিপতিরাশীং।
(১৪২৯) নবদশতিরস্তবত শূদ্রাবাস্ত্রোতামহোরাজে অধিপতী
আত্মা।” (১৪৩০)

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা স্তব করার ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, ব্রহ্মপতি অধিপতি হইলেন। (হস্ত ও পদাঙ্গুলি দশ, কয়লুগ ও বাহুগুণ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ এই) পক্ষদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল; ইজ অধিপতি হইলেন। (এবং দশাঙ্গুলি ও শরীরের উর্দ্ধাংশ হ্রস্বরূপ নব প্রাণ এই) উনিশ দিয়া স্তব করিলে শূদ্র ও বৈশ্য সৃষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন। (মহীধর)

D—অথর্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে—

“তদ্যন্তঃসং বিধান্ ত্রাত্যো রাজোহতিবিগ্হ্নাহানাগচ্ছৎ।
শ্রেয়াঃসমেনমান্বো মানয়েত্ত্বা কক্ষায় না বৃশতে তথা রাষ্ট্রায়
না বৃশতে ॥ অতো বৈ ব্রহ্ম চ কক্ষঃ চ চৌদতিষ্ঠাতঃ।”

(অথর্ব ১৪১০।১-৩)

যে রাজার গৃহে এইরূপ বিধান ত্রাত্য অতিথিরূপে আগমন করেন, আপন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সম্মান করাই শ্রেয়। একরূপ করিলে তাঁহার রাজসম্মান বা রাজ্যের কিছুই হানি হয় না। এই (ত্রাত্য) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

E—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে—

“সর্গঃ হোমঃ ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টঃ ঋগভ্যো জাতঃ বৈশ্বঃ বর্ণমাছঃ।
যজুর্বেদঃ ক্ষত্রিয়ভ্যাহর্ষোনিঃ সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রস্থিতিঃ ॥”
(৩১২।২২)

এই সমস্ত (বিষ) ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্বর্ণব উৎপন্ন। আবার যজুর্বেদকেও ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রস্থিতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

F—শতপথব্রাহ্মণে আবার লিখিত আছে—

“ভূরিত্তি বৈ প্রজাপতিব্রহ্ম অজানরত ভুবঃ ইতি কত্রঃ
বরিত্তি বিশম্। এতাবদৈব ইদং সর্গঃ দাবলব্রহ্ম কত্রঃ বিট্।”
(২।১৪।১০।)

“ভূঃ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্ম-

ইয়া ছিলেন, ‘ভুবঃ’ এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং ‘ব’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্বর্ণকে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিষ মণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

G—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এক স্থানে লিখিত আছে—

“দৈবো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অশ্বর্যো শূদ্রঃ।” (১২।৬।৭)

দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং অশ্বর হইতে শূদ্রবর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার অস্ত্র স্থানে লিখিত আছে—

“অসতো বৈ এব সত্বতো যং শূদ্রঃ।” (৩২।৩।১।)

অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

এই ত গেল বেদের কথা। মনুসংহিতা, কুর্মপুরণ ও ভাগবতপুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারিভাতির উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক অপর্যাপ্ত গ্রন্থে মতভেদ লক্ষিত হয়।

H—ব্রহ্মাওপুরাণে লিখিত আছে—

“ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ দৃষ্ট। সিদ্ধি কৰ্মজান্।

ততঃ প্রভৃতাথোষাঃ কৃষ্টপচ্যাস্ত অজিয়ে ॥

সংসিদ্ধারাস্ত বার্ভায়াঃ ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবাঃ।

মর্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারক্ষাঃ* পরম্মরম্ ॥

যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামানসং বিবিধায়ক্যঃ।

ইতরেবাং কৃতদ্রাগান্ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥

উপতিষ্ঠিত্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভরান্তথা।

সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ত্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥

যে চাচ্ছেৎপাবলাস্তেবাং বৈশ্যসংকৰ্মসংস্থিতাঃ।

কীনাশা নাশয়ন্তি স পৃথিব্যাং প্রাগতজিতাঃ ॥

বৈশ্বানরো তু তানাহঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্।

শোচন্তশ্চ ত্রুবন্তশ্চ পরিচর্যাস্থ যে রতাঃ ॥

নিত্যজসোহন্নবীর্ঘাশ্চ শূদ্রান্তানব্রবীৎ তু সঃ।

তেবাং কৰ্মাণি ধৰ্মাশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যাধাৎ প্রভুঃ।

সংস্থিতৌ প্রাকৃতারাস্ত চাত্তবর্ণান্ত সর্গশঃ ॥” (৮।১৫৪-১৬০)

ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই কলমুল কৃষ্টপচ্যারূপে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে স্বয়ম্ভু তাহাদিগের মধ্যে মর্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজা-সমূহ মধ্যে বাহ্যার পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্তা, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, বাহ্যার ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভর হইয়া কেবলমাত্র “সর্গভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান” এইরূপ চিন্তার দিন-পাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ; বাহ্যার অপেক্ষাকৃত হীনল এবং কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাদিগকে

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে “যথা ভাবঃ” এইরূপ পাঠ আছে।

বৈশ্য এবং বাহারা শোকহঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অন্নবীৰ্য্য এবং অস্ত্ৰজাতিজয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন।

I—বিষ্ণু, মন্ত্র ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ঠিক এইরূপ বর্ণিত আছে। হরিবংশে লিখিত আছে—

“ব্যতিরিক্তেজ্রিয়ো বিষ্ণু বোগায়া ব্রহ্মসম্ভবঃ।

দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূষা স্বজতে বিপুলঃ প্রজাঃ॥

অক্ষরাভ্যাক্ষণঃ সৌম্যঃ ক্ষত্র্যঃ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।

বৈশ্যঃ বিকারতশ্চৈব শূদ্রাঃ ধূমবিকারতঃ॥

শ্বেতলোহিতকৈব বর্ণৈঃ পীঠৈ নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।

অভিনিবর্তিতাঃ বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুণা॥

ততো বর্ণম্ব্যাপনঃ প্রজাঃ লোকে চতুर्वিধাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥

ততো নির্মাণসমুত্ভাঃ শূদ্রাঃ কৰ্মবিবৰ্জিতাঃ।

তস্মাদ্ভাব্যস্তি সংস্কারঃ ন হ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে॥”

J—আবার মহাভারতে শান্তিপর্বে লিখিত আছে—

“তুতঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।

ব্রাহ্মণানাং শতঃ শ্রেষ্ঠঃ মুখাদেবাস্বজং প্রভুঃ॥

বাহভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানাং উরুতঃ শতম্।

পত্যাং শূদ্রশতঞ্চৈব কেশবো ভরতবর্ষতঃ॥”

হে যুধিষ্ঠির! তখন পুনরায় কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বাহ যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে শত বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শত শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

মহাভারতে আদিপর্বে লিখিত আছে, মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে সকল মত উক্ত হইল, তাহার পরস্পর প্রায় বিরোধ, একরূপস্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না কিরূপে চাতুৰ্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল। তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির প্রসঙ্গ আছে, তখন বহুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতার বলিরাছেন—

“চাতুৰ্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগসঃ।” গুণ এবং কৰ্ম্ম বিভাগদ্বারা এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

বাস্তবিক বধন বৈদিক আৰ্য্যগণ সভ্যতার উজ্জ্বলনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বাহাতে সমাজে কোন বিশৃঙ্খল উপস্থিত না হয়, সকল লোকেই গুণ ও কৰ্ম্মদ্বারা নিযুক্ত থাকে, এই তাবিয়াই মঙ্গলাকাজী ধর্মগণ জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই প্রাচীনতম রাজ-

গণের বংশাবলী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে পূর্বকালে ব্যক্তিগত গুণকৰ্ম্মদ্বারা এই জাতি নির্ণীত হইয়াছিল।

এইরূপ নানা পুরাণে ব্রাহ্মণ প্রকৃতি চতুৰ্বর্ণ্য হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, স্মৃতরাং এ সবকিছুর অপর প্রমাণ আবশ্যক নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি।

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। ভগবান্ মনুর দোহিত্য পুত্ররবার। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই পুত্ররবার পুত্র আয়ু, আয়ুর ৫ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় একজন। এই ক্ষত্রিয়ের পুত্র শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও গুৎসমদ। গুৎসমদ হইতে চাতুৰ্বর্ণ্য-প্রবর্তনিতা শৌনক জন্মগ্রহণ করেন। “গুৎসমদশ্চ শৌনকচাতুৰ্বর্ণ্যপ্রবর্তনিতা-ভূৎ।” (বিষ্ণুপুঃ ৪।৮।১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত আছে, গুৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি জন্মে।

“পুত্রো গুৎসমদস্তাপি শুনকো যন্ত শৌনকঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব চ।” (হরিবংশ ২৯ অঃ)

ব্রাহ্মণপুরাণাদিতেও এই স্লোকটি আছে। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

“বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাং।

এতে ষড়্ভিরসঃ পুত্রো জাতা বংশেহথ ভার্গবে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতবর্ষতঃ।”

বৎস হইতে বৎসভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি। ভার্গ-

* এই গুৎসমদ বংশের দ্বিতীয় সন্তানের কবি। সাধারণাচার্য্য দ্বিতীয় সন্তানের ভূমিকার লিখিয়াছেন—

“সত্তলজ্ঞো গুৎসমদঃ কবিঃ। স চ পূৰ্ব্বেমদ্বিতীয়সকলে শুনহোত্র পুত্র সন্ত বজ্রকালেহৈব পৃথিতঃ ইন্দ্রো যোচিতঃ। পশ্চাত্ত্বয়নৈব বৃহত-সকলে শুনকপুত্রো গুৎসমদবংশোহুৎ। তথা চাতুৰ্বর্ণ্যমপিকা “যঃ আদিত্যঃ শৌনকোহুৎ ভূমি ভার্গবঃ শৌনকোহুৎ বৎস গুৎসমদো দ্বিতীয়ঃ সত্তলমপ-দিতি। “গুৎসমদঃ শৌনকো বৃহতঃ গতাঃ। শৌনকোহুৎ একত্বা কু-যঃ আদিত্যস উচ্যতে।”

এই সত্তল গুৎসমদ কবি হেথিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পূর্বে আদিত্যবংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, অতএব তাহাকে ধরিয়া লইয়া বার, ইন্দ্র তাহাকে মুক্ত করেন, পরে সেই দেবতার কথামত তাহার বৃহতসকলে শুনকপুত্র গুৎসমদ নাম হইল। সেই সত্তল অনুক্রমিকার লিখিত আছে “গুৎসমদ একত্ব আদিত্যসকলে ও শুনহোত্রের পুত্ররূপে জন্ম হইলেও ভার্গব ও শুনকপুত্র হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় সত্তল হেথিয়াছিলেন।

যের বংশে অদ্বিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ
জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাণদিগের মতে আব্দুর পুত্র রাজা নহব, তৎপুত্র যযাতি,
তাহার পুত্র অহু, অহু হইতে অশ্বত্থন ষাটশ পুরুষে বলি।
বিষ্ণুপুরাণের মতে এই বলির ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,
সুঙ্গ ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্মে, ইহার্য্য বালেশ-ক্ষত্রিয়।
ব্রহ্মাও ও মৎস্তপুরাণ মতে সেই রাজা বলি হইতে চারি বর্ণই
উৎপন্ন হয়।

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম জিবর্ণের উৎপত্তি। প্রধান প্রধান
পুরাণ মতে বিস্তারিত পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র, গর, গর্গ ও
মহাশ্বা কলিঙ্গ। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গুৎস-
মতি। এই গুৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয়
ছিলেন।

“কাশকশ্চ মহাসমুদ্রা গুৎসমতিনৃপঃ।

তথা গুৎসমতঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥” (হরিবংশ ৩২ অঃ)

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম দুই বর্ণের উৎপত্তি। ব্রহ্মাওপুরাণে
লিখিত আছে—

“বেহুহোত্রসুতাংশাপি গার্গ্যোনামা প্রবেশধরঃ।

গার্গ্যস্ত গর্গভূমিস্ত বংশো বংশস্ত ধীমতঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তরো পুত্রাঃ সুধার্মিকাঃ।

বেহুহোত্রের পুত্র রাজা গার্গ্য, গার্গ্যহইতে গর্গভূমি ও
বংশ হইতে ধীমান্ বংশ জন্মে। ঐ উভয়েরই পুত্রই সুধার্মিক
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ। লিঙ্গপুরাণে
লিখিত আছে—

“হরিতো যুবনাশ্বস্ত হারিতা যত আশ্বজাঃ।

এতেহদ্বিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা বিজাতয়ঃ॥”

ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, তৎপুত্রগণ হারিত।
অদ্বিরস পক্ষে ইহার্য্য ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। বিষ্ণু-
পুরাণের (৪।৩।৫) ঠিকাকার ঐ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,
“যতো হরিতাছারিতা অদ্বিরসো বিজা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ॥”
হারিত হইতে অদ্বিরস হারিতগণ, ইহার্য্যই হারিতগোত্রপ্রবর।
ভাগবতে লিখিত আছে, পুরুষবার পুত্র আব্দুর, তৎপুত্র
রাত, তৎপুত্র রতস, তাহা হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্মে।
তাহার পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ জন্মে।

“রতস্ত রতসঃ পুত্রো গভীরশ্চাক্রিয়ন্ততঃ।

তদগোত্র্যঃ ব্রহ্মবিজ্ঞেভ্যে শূণ্ণ বংশননমশঃ।” ৯।১৭।১০।

পুরু হইতে অশ্বত্থন ষাটশ পুরুষে মহারাজ অপ্রতিরথ
জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

“অপ্রতিরথঃ কথঃ তস্তাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাশ্যায়ন
বিজা বভূবুঃ।” (৪।১৯।২)

অপ্রতিরথের পুত্র কথ, কথের পুত্র মেধাতিথি, তাহা
হইতে কাশ্যায়ন ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতেও
লিখিত আছে—

“স্মৃতির্কবোহপ্রতিরথঃ কবোহপ্রতিরথায়জঃ॥

তস্ত মেধাতিথিস্তস্যং প্রকথাতা বিজাতয়ঃ।

পুত্রোহুত্বংস্মতেরেতি হ্রস্বত্বংস্মতোমতঃ॥” ৯।২৭।৭।

ভাগবতের মতে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণগণ
জন্মগ্রহণ করেন।

“অজমীঢ়স্ত বংশাঃ সূত্ৰাঃ প্রিয়মেধাদরো বিজাঃ।” ৯।২।১২।১।

বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্তপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীঢ়ের
৭ম পুরুষে মুকালের জন্ম, তাহা হইতে মোকাল্য নামক
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

“মুকলশ্চাপি মোকাল্য ক্ষত্রোপেতা বিজাতয়ঃ।

এতেহদ্বিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কথমুকল্যাঃ॥” (মৎস্ত)

মৎস্তপুরাণে আরও লিখিত আছে—

“কাব্যানান্ত বরাহেতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্ষয়ঃ।

গর্গাঃ সঙ্কতয়ঃ কাব্যো ক্ষত্রোপেতা বিজাতয়ঃ॥”

গর্গ, সঙ্কতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই ৩ জন মহর্ষি
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। ভাগবত, বিষ্ণু, মৎস্ত ও
ব্রহ্মাওপুরাণের মতে—

“গর্গাচ্ছিন্তিতো গার্গ্যঃ ক্ষত্র্যশ্চহবর্ষত।” ভাগ. ৯।২।১১।৯।

গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্গ্যগণ জন্মলাভ
করেন। সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা
মহাবীৰ্য্য, তৎপুত্র উরুক্ষয়, এই উরুক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে,
অয্যরুণ, পুরুী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও
ব্রাহ্মণহ লাভ করিয়াছিলেন।

“উরুক্ষয়স্তুতঃ স্বেতে সর্বে ব্রাহ্মণাতাঃ গভাঃ।” (মৎস্তপুরাণ)

ভাগবতের (৯।২।১১।৯) ঠিকায় শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন—

“যেহ্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপভাং গভাতে।”

এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়সন্তানই পূর্বকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।
ইতিপূর্বে ক্ষত্রিয় শব্দে তাহাদের অনেকের পরিচয় দেওয়া
হইয়াছে। বর্তমান ভারতবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বিদ্যা-
বিত্ত, কৌশিক, কথ, আদ্বিরস, মোকাল্য, বাহ্য, কাশ্যায়ন,
শুনক, হারিত প্রভৃতি অনেক গোত্র চুই হয়, তাহা ক্ষত্রোপেত-
গোত্র অর্থাৎ সেই সেই ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণ সকলেই
ক্ষত্রিয় ছিলেন।

* এতদ্বিতীয় ক্ষত্রিয়ের বৈশ্বজ্ঞ এবং বৈশ্বজ্ঞের ব্রাহ্মণ্য আশির কথ্যও অনেক পুরাণে লিখিত আছে। সকল প্রধান পুরাণ মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্বজ্ঞ আশ্রিত হইয়াছিলেন।

“নাভাগো দিষ্টপুত্রোহিঃ কৰ্মণ্যবৈশ্বজ্ঞাতাং গতঃ।” (ভাগ১২।২০)
মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্বকস্তুর পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্বজ্ঞ আশ্রিত হন। হরিবংশে (১১ অঃ) লিখিত আছে—
“নাভাগারিষ্টপুত্রো যৌ বৈশ্বো ব্রাহ্মণ্যতাং গতো।”

* নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্ব, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আশ্রিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ ব্রাহ্মণ্যের অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বগণও বেদের দ্বিধা বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। মৎস্তুপুরাণে (১৩২ অঃ) বর্ণিত আছে—ভল্লক, বন্দ্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্ব বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

“ভল্লকশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।

তে মহাকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্বানাং প্রবরাঃ সদা ॥

ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মজাঃ বৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ।”

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে প্রকৃত গুণকৰ্ম্মানুসারেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

মহাভারতে অশ্বশাসনপর্বে (১৪০ অঃ) লিখিত আছে—

“ব্রাহ্মণ্যং দেবি দ্ব্যশ্রাণ্যং নিসর্গাদিব্রাহ্মণ্যং শুভে।

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বশূদ্রো বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ।

কৰ্ম্মণা চকৃতেনেহ স্থানাত্ত্রুতি বৈ বিজঃ।

জ্যেষ্ঠং বর্ণমহুপ্রাণ্য তস্মাদ্ রক্তে বৈ বিজঃ।

স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।

ক্ষত্রিয়ো বাহিথ বৈশ্বো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥

বশ ব্রহ্মভূয়ঃস্বজ্য ক্রাত্বা ধর্ম্মং নিবেদতে।

ব্রাহ্মণ্যং স পরিব্রজঃ ক্ষত্রিয়োনৌ প্রোজ্যতে।

বৈশ্বকৰ্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভমোহব্যাপাশ্রয়ঃ।

ব্রাহ্মণ্যং হৃণতঃ প্রাপ্য কুর্যাত্মনমতিঃ সদা।

স বিজো বৈশ্বজ্ঞামেতি বৈশ্বো বা শূদ্রতামিহাং।

অধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্তো বঃ শূদ্রবানুভূতে ॥...

এতিহ কৰ্ম্মভির্দেবি শুভৈরচরিতৈস্তথা।

শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যতাং যাতি বৈশ্বঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেন ॥”

(মহাদেব বলিতেছেন) ‘দেবি! সহজে ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমার মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতসিদ্ধ। চক্ৰকৰ্ম্মানুসারে বিজ অধর্ম্মচ্যুত হয়। এই লজ্জা ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া, (যদি যত্নে) রক্ষা

করা বিধেয়। যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণ্য আশ্রিত হয়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ্য আশ্রিত হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করে, সে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে পরিব্রজ হইয়া ক্ষত্রিয়মতে অধর্ম্মগ্রহণ করে। এইরূপ যে অন্নমতি ব্রাহ্মণ হৃণত ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া লোভ ও মোহের বশে বৈশ্বের কৰ্ম্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্ব আশ্রিত হয়। বৈশ্বও শূদ্র হইতে পারে। ব্রাহ্মণও অধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র্য আশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণ্য লাভ করে এবং বৈশ্বও ক্ষত্রিয় আশ্রিত হয়।

মহাভারতের বনপর্বেও (১৮০ অঃ) লিখিত আছে—

“সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ রাজন্ বেষ্টং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।

ত্রযীছতিমতিং স্বাং হি বাট্যৈরহুমিমীমহে ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং কমা শীলমানুশং তপো যুগা।

দৃশস্তে যত্র নাগেজ স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতিঃ ॥

বেষ্টং সর্প পরং ব্রহ্ম নিহুঃখমসুখঞ্চ যৎ।

যত্র গচ্ছা ন শোচতি ভবতঃ কিং বিবকিতম্ ॥

সর্প উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি।

শূদ্রেষপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ ॥

আনুশংখমহিংসা চ যুগা চৈব যুধিষ্ঠির।

বেষ্টং যচ্চাত্র নিহুঃখমসুখঞ্চ নরাধিপ ॥

তাত্য্যং হীনং পদঞ্চাত্রতদপীতি লক্ষ্যে।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রে তু যত্নবেল্লক বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ন চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণঃ ॥

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্রৈতল্ল ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥

যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যাং বিদ্যতীতি চ।

তাত্য্যং হীনমতোহস্ত্র পদং নাতীতি চেদপি ॥

এবমেতল্লভং সর্প তাত্য্যং হীনং ন বিদ্যতে।

যথা শীতোকরোর্মধ্যে ভবেদ্রোক্ষং ন শীততা ॥

এবং বৈ সূক্ষ্মঃখাত্য্যং হীনং নাস্তি পদং কচিৎ।

এবা মম মতিঃ সর্প যথা বা যজ্ঞতে ভবান্ ॥

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীকিতঃ।

যুগা জাতিস্তদানুসন্ কৃতির্বাণ বিদ্যতে।

যুধিষ্টির উবাচ ।

জাতিরত্ৰ মহাসৰ্প মহুযুখে মহামতে ।
সকলং সৰ্গবর্ণানাং হৃদ্যরীক্ষ্যোতি মে বতিঃ ॥
সৰ্গে সৰ্গাশ্বপত্যানি জনরতি সদা নরাঃ ।
বাঘিধুনমথো জগ্ন মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥
তাবজ্জুসমো হেব বাবধেদে ন জারতে ॥”

সৰ্প কহিলেন, হে যুধিষ্টিৰ! তোমার কথাতৈই আমি
বুঝিয়াছি, তুমি বুঝিমানু, আমার বল কে ব্রাহ্মণ? আর
জানিবারই বা কি আছে? যুধিষ্টির কহিলেন, নাগরাজ!
স্বভিৰ মতে সত্য, দান, ক্রমা, শীল, নির্দোষ, তপ এবং স্থগা,
যাহাতে দেখা যায়, সেই ব্রাহ্মণ। হৃৎস্বৰূপবর্জিত ব্রহ্মই
জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে
হয় না। আপনায় আর কি বলিবার আছে? সৰ্প বলিলেন,
চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য।
শূদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনুশাস্ত, অহিংসা এবং স্থগা দৃষ্ট
হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে স্পষ্ট হৃৎ নাই, এই হৃৎপদ-
বর্জিত (ব্রহ্ম ব্যতীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যুধিষ্টির
কহিলেন, কোন শূদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, বিজেও সেই সেই
লক্ষণ আছে বটে। একরূপ স্থলে শূদ্রবংশ হইলে যে শূদ্র এবং
ব্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে
বৈদিকচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণ; যাহাতে তাহা নাই,
তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়। আর আপনি যে
বলিলেন, স্পষ্ট হৃৎ হীন কিছুই জানিবার নাই তাহা যথার্থ।
যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না।
এইরূপ কোন পন্থই স্পষ্ট হৃৎ হীন হইতে পারে না। আমারও
এই মত। আপনি কি বিবেচনা করেন?

সৰ্প কহিলেন, রাজন! যদি বৃত্তি অম্বসারেই ব্রাহ্মণ হইল,
তবে সে কৃত্তি না হইলে তাহার জাতি (জগ্ন) বৃথা।

যুধিষ্টির কহিলেন, হে মহাসৰ্প! এই মহুযুজ্ঞে সকল
বর্ণের সঙ্করব হেতু জাতিনির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল
বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের জীতে সন্তান উৎপাদন করি-
তেছে। সকলের ভক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জগ্নমৃত্যু
এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্যন্ত না মানবের বৈদ্যবিকার
জন্মে, সে পর্যন্ত শূদ্রই থাকে ॥

০ টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ বক্ত একাংশ করিয়াছেন, “ইতরন্ত ব্রাহ্মণ-
পদেব ব্রাহ্মণ্যং বিধিক্ৰিয়া শূদ্রাধোপনি ব্রাহ্মণ্যধন্যপদস্য পরিহরতি শূদ্রে-
ষিতি। শূদ্রলক্ষ্যকামাধিকং ন ব্রাহ্মণ্যেতি ন ব্রাহ্মণলক্ষ্যকামাধিকং
শূদ্রেতি ইত্যর্থঃ। শূদ্রেণি কাম্যাদিপেতে ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণোপনি
কাম্যাদিপেতে শূদ্র ইত্যর্থঃ।”

আবার শান্তিপর্বে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

“অশ্বজ্ঞাঙ্গণানবঃ পূৰ্ণং ব্রজা প্রজাপতীন্ ।
আত্মতেজোহভিনিবৃত্তান্ ভাক্সায়িসমপ্রভান্ ॥
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ তপো ব্রজ চ শাশ্বতম্ ।
আচারকৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ ॥
দেবদানবগন্ধর্বা দৈত্যাসুরমহোরগাঃ ।
যক্ষ রাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মহুজাতথা ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ বিজসন্তম ।
যে চাত্রে ভূতস্বদান্যং বর্ণান্তান্তাপি নির্মমে ॥
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্ ।
বৈশ্বানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

চাতুবর্ণ্যস্ত বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিষ্যতে ।
সর্সেবাং ধনু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো শৌকশিত্তা ক্রোধা শ্রমঃ ।
সর্সেবাং ন প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিষ্যতে ॥
শ্বেদমাত্রপুত্রীয়াণি শ্লেয়া পিত্তং সশোণিতম্ ।
তন্নঃ ক্ষরতি সর্সেবাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিষ্যতে ॥
জলমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ ।
তেবাঃ বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিস্করঃ ॥

ভৃগুস্ববাচ ।

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্গং ব্রাহ্মণ্যধনং জগৎ ।
ব্রহ্মণা পূৰ্ণং সৃষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥
কামভোগপ্রিয়াজীৱাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসঃ ।
ত্যক্তা অধর্ম্য রক্তাক্ষান্তে বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাহার্য পীতা কৃষ্ণাপকীৱিনঃ ।
অধর্ম্মানাহুতিভিঃ তে বিজা বৈশ্বতাং গতঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুকাঃ সর্গকর্ষণোপকীৱিনঃ ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টান্তে বিজাঃ শূদ্রতাং গতঃ ॥
ইতোতৈঃ কৰ্ম্মভির্ব্যক্তা বিজা বর্ণান্তরং গতঃ ।
ধর্ম্মো বজ্রক্রিয়া তেবাং নিত্যং ন প্রতিনিধ্যতে ॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সৱশ্বতী ।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূৰ্ণং দোষাবজ্ঞানতাং গতঃ ॥
ব্রহ্মণা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাতপত্তেবাং ন মন্ততি ।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিরম্যন্তথা ॥
ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেংবিজাঃ ।
তেবাং বহুবিধাৱন্তাত্ত তত্র হি জাতয়ঃ ॥
পিশাচা রাক্ষসা প্রেতা বিবিধা রেজ্জাতয়ঃ ।
প্রনৈজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ অজ্ঞানাচারচেষ্টিতাঃ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা বিজ্ঞোত্তম ।

বৈশ্বঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রার্থে তদ্বিৎ বদতাং বর ॥

তুষ্ণকবাচ ।

জাতকর্ণাদিভির্বস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ ॥

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ বটুস্ত কৰ্ম্মস্ববস্থিতঃ ।

শৌচাচারহিতঃ সমাগ্ন্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ ।

নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সর্বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

সত্যং দানমথো দ্রোহ আনৃশংস্তং অগ্না যুগা ।

তপশ্চ দৃষ্টান্তে বজ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥

ক্ষেত্রজং সেবতে কৰ্ম্ম বেদাধ্যয়নসম্বৃতঃ ।

দানাদানরতিৰ্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥

বিশত্যাগু পশুভ্যাশ্চ কৃষাদানরতিঃ শুচিঃ

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্বঃ ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥

সৰ্ব্বভক্ষ্যরতিনিত্যঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মকরোহু শুচিঃ ।

ত্যাগবেদম্বনানারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥

শূদ্রে চৈতত্ত্ববেলক্ষ্যং দ্বিজৈ তচ্চ ন বিদ্যতে ।

স বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥”

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের জায় প্রভাশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাগতি-দিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলোভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম, তপস্বী, শাস্ত্র বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, বক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চতুর্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সন্ধ্যা গুণ), ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রক্তাংশু), বৈশ্বগণ পীতবর্ণ (অর্থাৎ রক্ত ও তমোশু) এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তমোশু) প্রাপ্ত হইল। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজন্! সকল মনুষ্যেই ত সর্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল বর্ণ (বা গুণ) দেখিয়া মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা বাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয় এবং সকলের দেহ হইতেই বেদ, সূত্র, পুরাণ, মেঘা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা বাইতে পারে। তুষ্ণ কহিলেন, ইহলোকে বস্ত্রতঃ বর্ণের ইত্যর বিশেষ নাই। সবুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রক্তাংশু প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া

অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়; বাহারা রক্ত ও তমোশু প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বৈশ্ব এবং বাহারা তমোশু প্রভাবে হিংসাপর, লুচ, সর্বকর্ম্মোপলব্ধী, মিথ্যাবাদী ও শৌচহীন হইয়া উঠিয়াছে তাহারা শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা পৃথক পৃথক বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা বাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা ই লোভ বশত শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। Acc No. 8413

ব্রাহ্মণগণ সর্বদা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মাদ্বারা আয়ত্ত থাকে, এই জন্ত তপস্বী নষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্র বাহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাহারা অতি নিকটে বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ স্নেহজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে বিজ্ঞোত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্জন করুন। তুষ্ণ কহিলেন, বাহারা জাতকর্ণাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অমররক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যা-বন্দন, দান, তপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসংস্কার এই ঘট-কার্য্যের অমুষ্ঠান করেন, বাহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর বাহাদিগকে দান, অম্রোহ, অনুশংসতা, ক্ষমা, যুগ ও তপস্বীর একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। বাহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্য্যের অমুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ-দিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। বাহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি-বাগিছাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্ব এবং বাহারা বেদবিহীন ও আচারহীন হইয়া সর্বদা সকল কার্য্যের অমুষ্ঠান ও সর্ব বস্ত্র ভক্ষণ করে, তাহারা শূদ্র। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের জায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের জায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা বাইতে পারে।

উপরোক্ত মহাত্মারতীর প্রমাণ ও পৌরাণিক বংশবিবরণ দ্বারা স্পষ্টই জানা বাইতেছে অতি পূর্বকালে এখানকার মত জাতি-ভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্মদ্বারা তাহার জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইত। পূর্বকালের লোকেরা পিতৃপুরুষের গুণ ও

কর্ণের সর্বতোভাবে অঙ্গকরণ করিত; এইরূপে এক এক বংশ বহুপুরুষ ধরিয়া একপ্রকার কর্ণ ও শুণশালী হইয়া একটা পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে চাতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রকৃত জগৎকর্ষ অতাবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদানেও সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে ভারতে জাতি ধর্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্তই এখন চাতুর্বর্ণের মধ্যে পূর্ণকালের শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। [কোঙ্কণস্থ ও পুন্ড্র ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চালস্থ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ভগবান্ মহুর মতে—

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তয়ো বর্ণা বিজাতয়ঃ।

চতুর্থঃ এক জাতিস্ত শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥” (১০:৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি, এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। মহুটাকার কুলুকভট্ট লিখিয়াছেন—“পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং স্বতন্তরবৎ মাতৃপিতৃজাতিব্যতিরিক্ত-জাত্যন্তর-স্থান বর্ণত্বং।”

পঞ্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ দুই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিকে অশ্বতরাদির জায় মাতা পিতা ছাড়া অন্য জাতিস্থ প্রযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য করা যায় না।

মহুর মতে—(১০:২০)

“বিজাতয়ঃ সর্বগাং জনয়ত্যন্তান্তাং যান্।

তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ত্রাত্যা ইতি বিনির্দেশেৎ ॥”

সর্বগা জীতে উৎপন্ন বিজাতিগণ নিরমাদিহীন ও গারিত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ত্রাত্যা বলে। শব্দ, কথোদাদি পণ্ডিত ক্ষত্রিয়কে ত্রাত্যা বলা যায়। [ত্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আবার মহু প্রকাশ করিয়াছেন—

“মুখবাহুৰূপজ্ঞানাং যালোকে জাতরোবহিঃ।

শ্রেষ্ঠবাসচাৰ্য্যবাসঃ সৰ্বে ভেদস্তবঃ স্তূতাঃ ॥” (১০:৪৫)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুর্ভয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে বাহারা বাহুজাতি বলিয়া গণ্য হয়, সাধুভাবী হউক, আর শ্রেষ্ঠ-ভাবী হউক, তাহারা সকলেই মহু নামে গণ্য।

মহাদি বৃত্তিকারগণের মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও নীচ বর্ণের মাতা হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অহলোম এবং নীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ণের মাতা হইতে যে পুত্র জন্মে তাহাকে প্রতিলোম বর্ণ লব্ধ বলে, অহলোম অপেক্ষা প্রতিলোম জাতি হেয় বলিয়া গণ্য। ভগবান্ মহুর মতে অহলোম-গণ মাতৃদোষে দুই বলিয়া মাতৃজাতির সংকার্ষণ্য হয়। শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আরোগব, কস্তা, চণ্ডাল এই

তিন জাতির ঔর্ধ্বদেহিকাদি কোনপ্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এজন্য ইহারা মর্যাদম বলিয়া গণ্য। ত্রাত্যগণ প্রতিলোমজ পুত্রের জায় ঔর্ধ্বদেহিকাদি পিতৃকার্য্যে অধিকারী হয় না।

আখ্যায়ন বৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে অহলোমজ ও প্রতিলোমজ অনেক প্রকার জাতির উল্লেখ আছে। সেই সকল লব্ধ জাতি হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। [লব্ধ ও ভারতবর্ষ শব্দে সেই সেই জাতির নাম এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ও আচারব্যবহারাদি দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদগণ বর্তমান ভারতবাসীদিগকে আর্য্য, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে বৈদিককালে ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতির বাস ছিল। আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ এবং অনার্য্য বা কুলবর্ণ আদিম অধিবাসীগণ শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিলে অনেক আদিম অধিবাসী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারাই কৰ্ম্মাহুগারে চাতুর্বর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কুলবর্ণ আদিমজাতি আর্য্যগণের বিরোধী হইয়াছিল। তাহারা সকলেই শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। [বর্ণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপ আর্য্য হইতেও অনেক অনার্য্যজাতির উৎপত্তির কথা শুনিতে পাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭:১৮) লিখিত আছে—“তন্ত হ বিশ্বামিত্রৈকেশকশং পুত্রা আন্তঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়ামসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশং কনীয়াসঃ ভূম্যে জ্যায়ামসো ন তে কুশলং মেনিরে। তানহু ব্যজ্জহারাত্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীঠেতি ত এতেহুঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মৃতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি বিশ্বামিত্রা দম্ব্যানাং ভৃগিষ্ঠাঃ।”

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা বরষে জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ তাহাতে (ভ্রমঃশেপের অভিবেকে) ভাল বোধ করিল না। তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, “তোদের বংশধরেরা সকলেই নীচ জাতি হইবে।” তজ্জন্ত বিশ্বামিত্রবংশীয় অহু, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দা ও মৃতিবগণ দ্রষ্ট ও বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ দম্ব্য ভূগিষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

শবর প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যগণ দ্রাবিড় শাখাসম্বৃত অনার্য্য জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আর্য্যজাতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিৎগণ এইরূপে জগতের বর্ণনাকর্ম করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীই মানববর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের মুখশ্রী, দৈহিক উন্নতি, মস্তক-গঠন প্রভৃতি বাহ্য আকারের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্থল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে স্থানবিশেষের বাবতীয় লোকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই বৈষম্য ও সাদৃশ্য উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, যে সকল মানব বৈষম্য আকৃতিবিশিষ্ট লোক হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগের আকার ও তৎসঙ্গ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ পাঁচটা প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয় বা কাক্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি দুইটিকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, ককেসীয় জাতীয় লোকগণ পূর্বে কাস্পীয় সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী পর্বতসঙ্কুল স্থানে বাস করিত; মোঙ্গলীয়গণ আলতাই পর্বতের ভূভাগে এবং ইথিওপীয় অর্থাৎ নিগ্রো জাতি আন্তলান্টিক পর্বতশৃঙ্খলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। এই সমস্ত জাতির আদিম বাসভূমি প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। বাহ্য হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি হইতে প্রধান দুইটা বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার এক শাখা আর্য্য, অপর শাখা সেমিটিক (Semetic) নামে প্রসিদ্ধ। হিব্রু, পারসিক, আফগান, আর্মীণী এবং প্রধান প্রধান যুরোপীয় জাতি আর্য্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে সিরীয় ও আরবীয় জাতি সেমিটিক শাখাওঁপন্ন। আর্য্য ও সেমিটিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জ্বল বর্ণের সাদৃশ্য আছে স্বে, কিন্তু ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই জাতীয় লোকদিগের ধর্মজ্ঞান অতি উচ্চ। ইহাদিগের মস্তকের গঠন সম্ভবতঃ পূর্ণ। ইহাদিগের শারীরিক আভ্যন্তরীণ বস্তুগত পূর্ণভাবে কার্য্যকরী। আরবীগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহাদের রক্ত ঈষৎ পিঙ্গল, কপালদেশ উচ্চ, চক্ষু দুইটা বৃহৎ, নাসিকার অগ্রভাগ স্থল এবং ওষ্ঠ পাতলা। আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল। কেহ কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাখা হইতে সিহিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আফ্রিকার মুরগণ ও কানানাইট (Cananite) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আভগাস পর্বতের উত্তরপার্শ্বে তুরানিক নামক জাতি বাস করে। ইহারা বহি ও আরবীয় অপেক্ষা দুর্বল এবং ইহাদিগের রং মরলা, তথাপি অত্যন্ত বিষয়ে ইহাদিগকে আরবীয় শাখাওঁপন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যশাখাওঁপন্ন মানবগণ প্রথমতঃ অক্সল নদীর তীরে বাস করিতেন। তাহারা শুধা হইতে তিম তিম প্রবেশে গমন করিয়াছেন। একাংশ পারস্য দেশে ও অপরশাংশ যুরোপভূমে বাইরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বাহারা কাস্পীয়ের উত্তরে মধ্যএসিয়ার মধ্যে বাস করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিন্দ হওয়ার কতক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ দকবিদ্যাহীনগণ হারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিব্রু, পারসিক, গ্রীক প্রভৃতি প্রধান প্রধান যুরোপীয়গণ সকলেই এক আর্য্যবংশসমূহ। আর্য্য-শাখার যে সমস্ত লোক যুরোপভূমে প্রবেশ করেন, তাহাদিগের মধ্যে এক দল যুরোপের পশ্চিম প্রান্তে বাইরা উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহারা কেণ্ট নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক আইরিশ, স্কট, ওয়েলশ ও আরমোরিকগণ কেণ্ট জাতি সমুৎপন্ন। আর একদল উত্তরপথে অবস্থিত করেন, ইহারা জর্মন নামে বিখ্যাত। এই জর্মন জাতি দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের অধিবাসিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জর্মন, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি টিউটন শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল ল্যাটিন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই ল্যাটিন জাতি হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি। চতুর্থশাখা স্লাভোনীয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যুরোপের পূর্বপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। এই শাখা আবার দুইভাগে বিভক্ত, একভাগ হইতে পোল, বোহিমীয় প্রভৃতির উৎপত্তি, অপরভাগ হইতে রুস ও মস্কোভীয়দিগের উৎপত্তি। পূর্বোক্ত সমস্ত জাতিই এক ককেসীয় জাতি হইতে উৎপন্ন। ককেসীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক ও মুখাকৃতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ ডিম্বাকৃতি, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরু। ইহাদিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তি অতি প্রথর। ইহারা অতিশয় উন্নতিশীল। অজ্ঞাত জাতীয় লোক অপেক্ষা ইহারা অতিশয় উন্নত।



ককেসীয় জাতি।

মোঙ্গলীয়গণও পূর্বে ককেসীয় জাতির নিকট আলতাই পর্বতে বাস করিত। এই জাতীয় লোকও অতি ভ্রমণশীল। তাতার, মোঙ্গলীয়, এসিয়ায় কবিরা প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ মোঙ্গলীয় জাতি-সমূহ। তুর্কীগণও এই জাতির এক শাখা হইতে উৎপন্ন। চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের উপকূলের অধিবাসিগণও মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। শাখা-

রণতঃ মোঙ্গলীয়দিগের রঙ অগন্ধ জন্মাইকলের ছায়, কাহারও কাহারও রঙ প্রায় পীতবর্ণ; ইহাদিগের চুল কাল সোজা ও লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে। ইহাদিগের নাসিকা



মোঙ্গলীয়।

ইহারা কৃষিকার্য্যে অতি পটু। নীতি-জ্ঞানে অতিহীন। এই জাতির ভাষা অশুলীলন করিলে পরি-জ্ঞাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেসীয় জাতির ছায় ছুইটা শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদিগের উৎপত্তি। চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগের সমস্ত কথাই একবর্ণিক।

ইথিওপীয় অর্থাৎ কাক্রিজাতি। আফ্রিকার সর্বত্রই এই জাতির বাস; কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে এই জাতির লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা মহাদেশের ঐ অঞ্চলে ককেসীয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কাক্রিজাতীয় লোকদিগের বর্ণ ও চক্ষু উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মস্তকের পার্শ্বদেশ চাপা এবং সমুখদেশ বর্জিত, ললাটদেশ অপ্র-শস্ত ও ক্রমনিয়, কপোলদেশ ক্ষীত ও নিঃসারিত, নাসিকা স্থল ও চেপ্টা, চক্ষু কুটিল ও ওষ্ঠ অতিশয় পুরু।



পূর্বে আফ্রিকা ইথিওপীয় নামে অভিহিত হইত, এই জাতাই এই স্থানীয় লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে। এই জাতি নিগ্রো নামেও খ্যাত। দাস-ব্যবসারী নিগ্রোগণ বেয়ুগ্ন আকৃতি ও বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে, সেইরূপ নিগ্রো গিনি প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তনিবাসী হটেমটুগণের আকৃতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ; ইহাদিগের সুখাত্তি অতি কদর্য্য এবং শরীর অদৃঢ়। উত্তরপ্রান্তবাসী কাক্রিগণ অপেক্ষাকৃত লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। একমাত্র হটেমটুগণের ব্যতীত আফ্রিকার সর্বত্রই ভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাক্রিজাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহাদিগের আবহিত কোন অক্ষর নাই, ইহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। এই জাতির লোকগণ ক্রমশঃই উন্নতিমাগে অগ্রসর হইতেছে।

আমেরিক জাতিগণের আবাসভূমি পূর্বে অতিশয় বিস্তৃত ছিল। এখন উহাদিগের অধিকাংশ স্থান ককেসীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহারা আমেরিকার রক্তবর্ণ আদিম অধিবাসী নামেও খ্যাত। ইহাদের রং কৃষ্ণ, কক্ষিৎ রক্তাভ, চুল কাল, সোজা ও শক্ত। ইহাদের অঙ্গ ও ক্ষুদ্র প্রকৃতি জন্মে। কপাল দেশের অস্থি উন্নত, নাসিকা স্থল, মস্তক ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাৎভাগ চেপ্টা, মুখ বৃহৎ ও ওষ্ঠ পুরু। ইহাদিগের শিকশক্তি অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। ইহারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। কেহ কেহ এই আমেরিকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মোস্কো, পেরুবীয় ও বসোটাভানী আমেরিকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই আমেরিকদিগের সকলের আকৃতি সমান নহে, কিন্তু ইহারা সকলেই প্রায় একরূপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও একরূপ। এই জাতির লোকগণ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে।

মলয় জাতি সুমাত্রা, বর্ণিও, বব, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে। ইহাদিগের শরীর তান্ত্রবর্ণাভ, ইহাদিগের চুল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য, মুখ বৃহৎ, নাসিকা স্থল ও ক্ষুদ্র, মুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দন্তগুলি বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও গোলাকার, ললাটদেশ নিম্ন ও প্রশস্ত। ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকৃষ্ট। ইহারা নিগ্রো অথবা আমেরিকদিগের ছায় অল্প অথবা সমুদ্রভীক নয়। ইহারা অনেক সময় কার্য্যকালে বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।



পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক প্রদেশ আদিম অধিবাসীশূন্য হইয়া নূতন লোক কর্তৃক উপ-নিবেশিত হইয়াছে। যুরোপখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিগাত্য করিলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। যুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই কেণ্ট, জর্জণ, ল্যাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার দ্বািত-দ্বািতে এক একটা নূতন জাতি সংগঠিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, কেণ্টজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত। এই জাতি দধ্যা-এসিয়া হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যুরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাক্সা বা পরোকভাবে যুরোপের সকল জাতিই ককেসীয়-কেণ্ট শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীর সর্বত্রই ককেসীয়জাতির আধি-

পটী দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় সেখানকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত ককেসীয়জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে।

এইরূপে যুরোপীয় ও নিগ্রো জাতির সংমিশ্রণে মুল্যাটো (Mulatto), নিগ্রো ও আমেরিক জাতির সংমিশ্রণে জাম্বো (Zamboe) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে।

পূর্বেই লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটা প্রধান বিভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ককেসীয়গণ শ্বেতবর্ণ, মোঙ্গলীয়গণ পীতবর্ণ, ইথিওপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাম্রবর্ণ। কিন্তু শারীরিক বর্ণ দ্বারা সকল সময়ে জাতিবিশেষ নির্ধারিত হইতে পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। হিন্দুগণ ককেসীয় জাতিভূক্ত, কিন্তু ইহাদের বর্ণ যুরোপীয় ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, এই জন্যই নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস উষ্ণপ্রধান দেশে। ইহাদিগের শরীরও উত্তাপ সহ্য করিয়া নিশ্চিত হইরাছে। কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর-সংস্থান বিষয়ে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোকদিগের আঠাময় চর্মেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অল্প শ্রেণীর তাহা থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কেশের মূলদেশে শারীরিক বর্ণের উপাদান বিন্যস্ত আছে। নিগ্রোদিগের পলমের ছায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ এবং আমেরিকদিগের খাড়া চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক বর্ণের সহিত কেশের সন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ চক্ষুর সহিতও ইহাদের সন্ধ আছে। সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বর্ণবিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জ্বল এবং কেশও শোভনীয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং এই জন্যই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিও পার্থক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মস্তক প্রায় গোলাকার, ললাটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুদ্র, সমুখের দৃষ্টান্ত লব্ধভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মস্তক আয়তাকার, কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত, নাসিকা চ্যেপ্ট। ইথিওপীয় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্শ্বদেশে চাপা, ললাটদেশ ঈষৎ নুজ, কপোলাস্থি উর্দ্ধপ্রসারিত ও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত। আমেরিকদিগের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের ছায়, কেবল ইহাদিগের উর্দ্ধদেশ গোলাকার এবং পার্শ্বদেশ মোঙ্গলীয়দিগের ছায় তত চাপা নহে। মলয়দিগের তালুদেশ ক্ষুদ্র। মুখের ও মস্তকাধির দৈর্ঘ্যবশতঃই ককেসীয়গণ বুদ্ধি বিজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত। এই

ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখাংশের জাতিবিশেষের শিরো-বির ভারতম্ভা জন্ত বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যুরোপীয় জাতিসমূহের শিরোবির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

মানবজাতিবিভাগ সম্বন্ধে যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লেব্‌নিজ ও লেসপিড (Leibnitz and Lapepe) মানবজাতিকে যুরোপীয়, লাণ্ড-লণ্ডীয়, মোঙ্গলীয় এবং নিগ্রো এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। লিনিয়স (Linnaeus) বর্ণভেদে শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কান্ট (Kant) মানব-সমূহকে শ্বেতবর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বাই ফলের বর্ণ এই চারি বর্ণে বিভক্ত করেন। ব্লুমেনবাক (Blumenbach) ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীয়, আমেরিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। বাফন (Buffon) মানবমণ্ডলীকে উত্তর-প্রদেশীয়, তৎপরে প্রদেশীয়, দক্ষিণ এশিয়, কৃষ্ণবর্ণীয়, যুরোপীয় এবং আমেরিক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ড বলেন, মানবগণ ইরাণ (ককেসীয়), তুরাণ (মোঙ্গলীয়), আমেরিক, হটেনটুট, নিগ্রো, পাপুয় ও আলফোরা (অষ্ট্রেলীয়) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। পিকারিং (Pickering) শ্বেত, মোঙ্গলীয়, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাবসী, পাপুয়, নিগ্রিতো, অষ্ট্রেলীয় এবং হটেনটুট এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পিঞ্চেলের (Peschel) মতে মানবগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) অষ্ট্রেলীয় ও তাসমণীয়, (২) পাপুয়, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) ট্রাবিডীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্ত নিবাসী অনার্যগণ এই বংশসম্বৃত), (৫) হটেনটুট ও বৃসমান, (৬) নিগ্রো, (৭) ভূমধ্যসাগরপ্রদেশীয়। এই ভূমধ্যসাগর প্রদেশীয়গণই ব্লুমেনবাকের মতে ককেসীয় জাতি।

জাতিকোশ (কী) জাতি: কোশমিব। জাতীকল।

জাতিকোষ (কী) জাতি: কোশমিব। জাতীকল। (ভাবপ্র*)

চলিত কথায় জায়ফল। “জাতীকলঃজাতিকোষঃ মালতীফল-মিতাপি।” ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, কটু, দীপন, স্নেহা ও বায়ুনাশক, মুখের বিরসতানশক, মল-কারক, কৃমি, কাস, বমি, বাস ও শোথনাশক এবং হুলকারক।

জাতিকোষী (কী) জাতিকোষমতঃজাতীতি অচ্ (অর্ণ আদিভ্যো অচ্। পা ৪:২।১২৭) ততঃ ভীপু। জাতীপতী। (স্বাকনি) অরিত্রী।

* ট্রাবিডীয় জাতির মস্তক ঈষৎ চ্যেপ্ট। নাসিকা অক্ষত ও প্রশস্ত, মূখকোণ অগোকাঙ্কত হ্রস্ব, ওষ্ঠাধর মূল, মূখবল্লম প্রশস্ত ও মাংসল। ইহাদের মূখস্থী নোটের উপর কদম্বা ও অসমান। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় গড় উচ্চতা ৩১.৪২ ইঞ্চ হইতে ৩৬.১২ ইঞ্চ পর্যন্ত হইয়া থাকে; পরীর বুল এবং অঙ্গসজ্জা সকল দৃঢ়। পরীরের বর্ণ তাম্রময় মূখবর্ণ হইতে যায় ধীরে কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

জাতিধর্ম (পূ.) জাতীনাং ধর্মঃ । ব্রাহ্মণাদি ধর্ম ।

“উৎসাহন্তে জাতিধর্ম্যঃ কুলধর্মাক শাখতাঃ ।” (গীতা)

মহাভারতে শাস্তিপর্বে জাতিধর্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে । যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জাতিধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম এই প্রকার বলিয়াছিলেন । ক্রোধপরিভ্যাগ, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, সম্যাকরূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ, এই নয়টী সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম । ব্রাহ্মণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়ন । শাস্ত্রস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্যের অমুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক সংগৃহে থাকিয়া ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞামুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণ অল্প কোন কার্যের অমুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন ।

ধনদান, যজ্ঞামুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই কত্রিয়ার প্রধান ধর্ম । যজ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন কত্রিয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ । নিরত দম্ভাবধে উত্তর হওয়া ও যুদ্ধস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করা কত্রিয়ার অবশ্য কর্তব্য । যে সকল কত্রিয় যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী তাহারাই কত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হন । যে কত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হন, তিনি কত্রিয়ধর্ম । দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই কত্রিয়গণ মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন । অতএব ধর্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য । সর্বদা কত্রিয়গণ প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্মে অবস্থানপূর্বক, যাহাতে তাহার শাস্ত্র-ভাবে ধর্মামুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন । কত্রিয় অল্প কোন কার্য করুন আর নাই করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই কত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞামুষ্ঠান, সহৃদয় অবলম্বনপূর্বক ধন-সঞ্চয়, বাণিজ্যাদি এবং পুত্রনির্কিংশেবে পুত্রপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম । এতদ্ব্যতীত অল্প কোন কার্যের অমুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্মে লিপ্ত হইতে হয় । উগবান্ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়দিগকে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যকে পুত্ররক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্যগণ পুত্রপালন করিলেই মঙ্গললাভ করিবে । বৈশ্য অন্তঃসত্ত্ব ও একটী ঘেহুর রক্ষক হইলে হৃৎ, শতঘেহুর রক্ষক হইলে সৎসদরে একটী গোমিথুন, অন্তের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্যধনের সপ্তমভাগ এবং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে । পুত্রপালন

বিষয়ে অনাহাঃপ্রদর্শন বৈশ্যের নিত্যন্ত অকর্তব্য । বৈশ্য পুত্রপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্তের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই ।

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব তিন বর্ণের সেবাই শূত্রের প্রধান ধর্ম । ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূত্রের পরম সুখলাভ হয় । শূত্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্ত পাণগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা নিত্যন্ত নিষিদ্ধ । কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্মকার্যের অমুষ্ঠানের জন্য অর্থসঞ্চয় করা শূত্রের অবিহিত নহে । বর্ণ-ত্রয় শূত্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেটন, শয়ন, আসন, পাহকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন । শূত্রের এই সমস্ত দ্রব্য ধর্মলক্ষ্য ধন । শূত্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্যকর্তব্য । শূত্র প্রভুর বিপদ্ উপস্থিত হইলে অথবা ধনক্ষয় হইলে কখন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র যাইবে না । ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস শূত্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহা বস্তু প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই জন্য শূত্র স্বয়ং ত্রীতি না হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞামুষ্ঠান করিতে পারিবে, ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র ।

ভগবান্ মনু জাতিধর্মের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতীগ্রহ এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম । প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি কত্রিয়ার জাতিধর্ম । পুত্রপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ) ও কৃষি বৈশ্যের জাতিধর্ম । এই তিন বর্ণের শুক্রদ্বা ও অননুয়া শূত্রের জাতিধর্ম ।

“অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতীগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ং ॥

প্রজানাম্ রক্ষণং দানমিচ্ছাধ্যয়নমেব চ ।

বিষয়েষ প্রসক্তিক্তি কত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥

পশুনাং রক্ষণং দানমিচ্ছাধ্যয়নমেব চ ।

বণিকপথকুসীদক বৈশ্যস্ত কৃষিমেব চ ॥

একমেব তু শূত্রস্ত প্রভুঃ কর্ম সমাদিশেৎ ।

এতেবামেব বর্ণানাং শুক্রবামননুসরাঃ ॥” (মনু ১।৮৮-৯১)

জাতি(তী)পত্নী (জী) জাতি: (জাতিয়া:) পত্নী ভক্তং গোয়াদিহা তী। গচ্ছত্ব্যবিশেষ, অমিত্রী। জাতিকলের স্বগৃহবিশেষ ।

• “জাতিফলত যক প্রোক্তা জাতিপত্রী ত্রিযথৈঃ।

• জাতীপত্রী লঘুঃ বাহুঃ কটুকা রুচিবর্ণকঃ॥

কককাসবমিখাসতৃকাহুমিবিবাপহা॥” (ভাবপ্রঃ)

ইহার গুণ লঘু, বাহু, কটু, উষ্ণ ও রুচিকারক, কক, কাস বমি, বাস, তৃকা ক্রমি ও বিষনাশক।

জাতি(তী)ফল (স্ত্রী) জাত্যাখ্যং ফলং মধ্যলোং কর্মধা।

জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কৃত পর্যায়—

জাতীকোষ, ফলংজাতি, ফলুজাতী, কোষক, কোশ, জাতি-

• কোষ, জরাতোয়া, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশত, শালুক, মালতীফল, মজ্জাসার, জাতিসার, পপুট, স্তম্ভনঃফল।

ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (Nutmeg) কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক মাইরিষ্টিকা ফ্রেগ্রান্স (Myristica fragrans), তত্তির M. officinalis, M. moschata, M. aromatica প্রভৃতিও কহে।

জাতিফল বা জায়ফল একরূপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর বৃক্ষ চিরকাল উচ্চল শ্রামবর্ণ নিবিড় পত্রাবৃত থাকে এবং প্রায় ৪০।৫০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কিন্তু উহাদের গুণের বিস্তার তারতম্য আছে এবং উহার প্রকৃত জায়ফলের জায় সুগন্ধি নহে। প্রকৃত জায়ফল ১২৬° হইতে ১৩৫° পূর্ব জাখিমাস্তর পর্যন্ত এবং ৩° হইতে ৭° উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। মলকাস দ্বীপপুঞ্জ, জিনোলো, সেরাম, আর্বোয়ানা, দম্বা, নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বৃক্ষ বহু-বছার দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই গাছ সম্বর জন্মে না, তবে মহাশুগন্ধ নানাহানে ইহার চারা রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলভুক পক্ষীগণ ইহার বীজ বহুদূরে লইয়া গিয়া সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার করিতেছে। জল বায়ু ও মৃত্তিকা উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ সহজেই বর্ধিত হয়। শিঙ্গাপুরের সম-অক্ষান্তরবর্তী তার্গেত-দ্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দাজগণ উহার উন্নতির জন্ত ১৬৩২ খৃঃ অব্দে তার্গেত হইতে বান্দা দ্বীপপুঞ্জে ইহার উদ্যান স্থাপন করেন। তদবধি এখন পর্যন্ত বান্দা হইতে বিস্তার জায়ফল নানাহানে রপ্তানী হইতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা বেঙ্গলেন ও গ্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে ইহার আবাদ করেন; তৎপরে ক্রমে মলয়, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ ও তথা হইতে ব্রিজিল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাষ হইতে লাগিল। কলিকাতার উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিবরক-উদ্যানও ইহার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।

বেঙ্গলেনদ্বীপে আজিও প্রচুর পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হইতেছে। এখন প্রধানতঃ বান্দা ও বেঙ্গলেন এই উভয় স্থান হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে পিনাঙ ও শিঙ্গাপুর দ্বীপেই অধিক জায়ফল জন্মিত। বান্দা হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ঐ সকল উদ্যান একবারে নষ্ট হইয়া যায়। চীনগণও সম্প্রতি বদেপে ইহার আবাদ করিতেছে। ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বতে ও সিংহলে ইহার চাষ হইতেছে। অনেকের আশা ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে জামেকা দ্বীপেই ভবিষ্যতে প্রচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে।

জায়ফল এই সকল বৃক্ষ নবম বর্ষে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পক জাতিফল দেখিতে আখরোটের জায়। ইহার উপরিভাগে খোসা, পরিপক ও শুষ্ক হইলে উহা সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। খোসা ছাড়াইলেই কোমল পত্রাকৃতি তরবন্ধ দল বাহির হয়, টট্কা হইলে এই দল ঘোর রক্তবর্ণ থাকে। ইহাই জয়িত্রী, জয়িত্রীর পর জায়ফল। ইহার উপর আবার ছুইটী আবরণ থাকে। উপরের আবরণ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও কঠিন, ভিতরের আবরণ পাতলা এবং ধূলবর্ণ, ইহাই স্থানে স্থানে শতের ভিতর পর্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে; তজ্জন্মই জাতিফল ছেদন করিলে উহাতে মার্কলের জায় ছিটা ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয়িত্রীর পরিমাণ সমস্ত শুষ্কফলের প্রায় একপঞ্চমাংশ।

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই দুই বস্তু বহু কাল হইতে এশিয়া ও যুরোপে বহু সমাদরে মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সকল দ্বীপে ইহার উৎপন্ন হয় ঐ দ্বীপবাসিগণ আদৌ ইহাদের মর্ম্ম জানে না এবং কখন মসলারূপে ব্যবহার করে না।

বান্দাদ্বীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। ১ম শ্রাবণমাসে, ২য় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার চৈত্রমাসে ঐ সকল ফল পরিপক হয়। ফল আকৃত হইলে খোসা ছাড়াইয়া জয়িত্রী বাহির করে এবং উহা পৃথক শুষ্ক করিয়া লয়। জাতিকোষ আবরণের মধ্যে ছুইমাস ধরিয়া কাঠের ধূমে শুষ্ক করিতে হয়, নতুবা কীট শত নষ্ট করিয়া ফেলে। বান্দাবাসিগণ প্রথমে নিল কএক রোজে শুষ্ক করিয়া অবশেষে ধূম দের। বখন শত খোসার মধ্যে লড়িতে থাকে, তখন তাঙ্গিরা বাহির করা হয়। অনেক সময় কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্ত জাতীকোষকে চূপে ডুবাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু ধূমশুক জাতীকোষই অনেকের ভাল লাগে।

জারকল হইতে দুইপ্রকার তৈল বাহির হয়। ১ম উবারী তৈল, ২য় স্থারী তৈল। ভগ্নাথো প্রথম প্রকার ভুজ ও জারকলের অতিশয় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার তৈল কঠিন, পীতাত ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। শ্বেতাক্ত তৈল অকর্ণণ্য জাতীকল চূর্ণ ও বাষ্পের তাপে উষ্ণ করিয়া এবং তৎপরে নিষ্পীড়িত করিয়া বাহির করা হয়। পীতল হইলে ঐ তৈল কঠিন, দানাকার ও পাটলবর্ণে পরিণত হয়।

জলের সহিত টোরাইয়া জরিয়া ও জারকল উভয় হইতেই ইহাদের গন্ধবৎ পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়। ঐ পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উবারী। ঐ পদার্থকে জরিয়া ও জারকলের আরক বলা যাইতে পারে। জরিয়ার আরক ঈষৎ পীতাত, জারকলের আরক স্বচ্ছ। এই উভয় প্রকার আরকই সাবান সূক্ষ্ম করিতে প্রস্তুত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জন্মই বিলাতে জরিয়া ও জারকলের কাটিতি এত অধিক। পিস্ (Piesse) সাহেব তাঁহার “আর্ট অব পারফিউমারি” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে প্রতি বৎসর ১৪০,০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০ মণ জারকল খরচ হয়। আবার সিমন্ডস্ (Simmonds) সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে পূর্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫২২,৭৩৬ পৌণ্ড জারকল কেবল ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে খরচ হয়। ইহা পূর্ব পরিমাণের চতুর্গুণের অধিক।

বহুবিধ ইংলণ্ডীয় গন্ধদ্রব্যে জারকলের আরক মিশ্রিত থাকে। অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ইহা ঘাষা লাভেত্তার, বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোহর হয়।

পূর্বে বাক্যার সাবান বলিয়া জারকলের স্থারী তৈল হইতে একরূপ সাবান তৈয়ার হইত। এখন জারকলের আরক দিয়া সাবান সূক্ষ্ম করিবার প্রথা হওয়ার উহার ব্যবসা লোপ হইয়াছে।

অনেকানেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জাতীকলের নামোদ্যে ও উহার গুণাগুণের বিবরণ বর্ণিত আছে। স্মৃতরাং জাতীকল যে কতকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৬১ শতাব্দীতে আরবদেশীয় বণিকগণ পূর্ব হইতে জাতীকল আমদানী করিয়া যুরোপে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে পারস্য ও আরবদেশীয় বৈদ্যগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। হিব্রু বৈদ্য ও মুসলমান হাকিমগণ জারকলকে উদরাময় প্রভৃতি রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া থাকেন। হাকিমদিগের মতে, ইহা উত্তেজক, মায়ক, পাচক, বলকারক ও উপদংশ-রোগে হিতকর।

যুরোপীয় চিকিৎসকমণ্ডলীও প্রচুর পরিমাণে জাতীকলের আরক প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মতে, ইহা উত্তেজক, বায়ুনাশক এবং বহুবিধ উদরাময়রোগে ফলপ্রসূ। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা নিদ্রাকর। ইহার মাত্রা সচরাচর ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্যন্ত। জাতিকল-ভিজান-জল খাওয়াইলে ওলাউঠা রোগীর শান্তি হয়। জাতীকল হইতে তিন প্রকার দ্রব্য ঔষধ জন্ম প্রস্তুত হয়, ১ উবারী তৈল, ২ আরক ও ৩ স্থারী তৈল। শ্বেতাক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও অন্তান্ত বেদনার প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় কথিবাজগণ নিয়মিতভাবে উপায়ে জাতীকল হইতে উদরাময়ের একরূপ ঔষধ প্রস্তুত করেন। একটা জাতীকলে একটা গর্ত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আফিম (রোগীর অবস্থা ও বয়সানুযায়ী মাত্রা) পুরিয়া উহার গুঁড়া ঘাষা ছিঁড় বন্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ জাতীকল কিঞ্চিৎ ময়দার আটার ভিতর পুরিয়া উষ্ণ ভস্মে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ কোষ ও আফিম চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়সানুযায়ী মাত্রা খাওয়াইতে হইবে। ইহা বলকারক ও বাতনাশক। জলে বাটরা ইহা স্ফুল্-হানে লাগাইলে উপকার হয়। বি ও চিনি মিশ্রিত করিয়া জারকল শিশুদিগের উদরাময়রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এতদ্বির জরিয়া ও জারকল উভয়ই রক্তন ও পাণ প্রভৃতির মসলারূপে প্রচুর পরিমাণে সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—কষায়, কটু, উষ্ণ, গলরোগ, রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃদ্ধ, দীপন, লঘু। (রাজনি) রস তিক্ত, তীক্ষ্ণ, রোচন, গ্রাহক, অরহিতকর, স্নেহা, বায়ু ও সুখের বিরসতানাশক, মল, মৌর্য্য, কৃকতা, ক্রমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোথ, পীনস ও হস্তোগনাশক। (ভাবপ্র) তৃকাশূলনাশক। (রাজব)

জাতিকলাদিচূর্ণ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জারকল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ভগ্নায়াহকা (অভাবে শিউলী ছোপ, অথবা পাতাফি), তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুষ্কী, লবঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গীরা, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরীচ, পিপুল, বংশলোচন, শুভ্রক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল এবং সকলের সমান সমান চিনি একত্র ভালরূপে মর্দন করিয়া লইবে। প্রহী, অতিদার, অগ্নিমান্য ও প্রতিকার প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

জাতিবাধক (জি) জাতে বাধক: ৬৩৭। প্রাচীন নৈয়ারিক-দিগের মতে ব্যক্তির অভ্যেদ।

“ব্যক্তেরভেদভেদাৎ জাতিবাধকমগ্রহঃ।” (ভাব্যপরি)

[জাতি শব্দ দেখ।]

জাতিধ্বংস (পুং) জাতি: ধ্বংস: ৩৩৭। জাতিধ্বংস, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিব্রাহ্মণ (পুং) জাতিয়া ব্রাহ্মণ: ৩৩৭। তপ: স্বাধ্যায়াদিরহিত ব্রাহ্মণ। তপস্তা, বেদাধ্যয়ন ও যেনি এই এই তিনটা ব্রাহ্মণের কারণ, তপস্তা ও বেদাধ্যয়নরহিত ব্রাহ্মণ জাতিব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত।

“তপ: ক্রতক যোনিষ্ঠ ত্রয় ব্রাহ্মণকারণম্।

তপ:ক্রতাত্যাং যো যোনৌ জাতিব্রাহ্মণএব স: ॥” (শকাধিচি°)

জাতিব্রংশ (পুং) জাতি: ব্রংশ: ৩৩৭। জাতিধ্বংস, জাতি নষ্ট হওয়া।

জাতিব্রংশকর (স্ত্রী) জাতিব্রংশং করোতি কুট। নববিধ পাপের অন্তর্গত পাপবিশেষ, যাঁহা অমুষ্ঠান করিলে জাতি নষ্ট হয়। ভগবান্ মনু জাতিব্রংশকর পাপের বিবরণ এই প্রকার বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পীড়া, অশ্রয়, লণ্ডন, মস্ত প্রভৃতি ভক্ষণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে মৈথুন আচরণ জাতিব্রংশকর।

“ব্রাহ্মণস্ত কল: কৃত্যা জাতিব্রংশেরমদ্যয়ো:।

জৈম্ব্যক মৈথুনং পুংসি জাতিব্রংশকরং বৃতম্ ॥” (মনু ১১।৬৮)

এই পাতক জানকৃত হইলে সান্ত্বন প্রাপ্তি এবং অজানকৃত হইলে প্রাণপাত্য প্রাপ্তি করিলে তদ্ধি হয়।

“জাতিব্রংশকরং কর্ণ কৃৎসাতমসিচ্ছা।

চরং সান্ত্বনং কৃচ্ছ্রং প্রাণপাত্যমসিচ্ছা ॥” (মনু ১১।১২৫)

[প্রাপ্তি দেখ।]

জাতিমৎ (ত্রি) উচ্চপদাভিহিত।

জাতিমহ (পুং) অমোৎসব। (হু°)

জাতিমাত্র (স্ত্রী) জাতিরেব, এবার্থে জাতি-মাত্রাৎ। স্বাধ্যায়াদি হীন জগমাত্র।

“অত্রতানামমহাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।

নৈবাং পরিগ্রহো দেবো ন নিলা তারয়েচ্ছিনাম্ ॥” (মনু)

জাতিবচন (পুং) জাতিজান।

জাতিবৈর (স্ত্রী) জাতিয়া স্বভাবতো বৈরং ৩৩৭। স্বাভাবিক শত্রুতা। ইহা ৫ প্রকার—ঐকৃত, বাহুল্য, বাগ্জ, সাপহ ও অপরাধ। যেমন কুকশিপওগা—ঐকৃত, কুকপাওব—বাহুল্য, ব্রোহ্মপদ—বাক্জ, সুবিকনকুল—সাপহ এবং পুন্ডরী ব্রহ্মদত্ত—অপরাধ। (ভরত)

জাতিবৃহৎবিধান (স্ত্রী) জাতিবৃহৎ জাতিসমূহ বিধানং ৩৩৭।

বিভিন্ন জাতীর লোকসিঙ্গের পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম।

জাতিশক্তিবাদ (পুং) শব্দের জাতিশক্তিসম্বন্ধক কথা-বিশেষ। [শক্তিবাদ দেখ।]

জাতিশব্দ (পুং) জাতিবাচক: শব্দ: মধ্যলো°। প্রকার বিবরণক, বিশেষ বিবরণক, জাতিবাচক শব্দ, হংসমুদাদি। [জাতি দেখ।]

‘চিহ্নবাক্যেভববাক্যে জাতিশব্দোহপি বাচক: ॥’ (হেম° ১।১৪)

জাতিশাস্ত্র (স্ত্রী) জাতি: শাস্ত্রং ৩৩৭। হুগন্ধ গন্ধলব্যাবিশেষ, আরকল। (শকাধিচি°)

জাতিসঙ্কর (পুং) জাতিয়া: বিরুদ্ধয়ো: পরস্পরবিরুদ্ধয়ো: পরস্পরাভাবসমানাধিকরণয়ো: সঙ্কর: ৩৩৭। বর্ণসঙ্কর, বিভিন্ন-জাতীর মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন। [সঙ্কর দেখ।]

জাতিসম্পন্ন (ত্রি) সৎশব্দজাত, উচ্চবংশীয়।

জাতিসার (স্ত্রী) জাতি: সারং ৩৩৭ বা জাতিয়া স্বভাবতো সারোহজ। জাতীকল, আরকল। (রাজনি°)

জাতিশ্ফোট (পুং) বৈরাচরণমতপ্রসিক্ জাতি প্রকার ফোটের মধ্যে একটা। [ফোট দেখ।]

জাতিস্মরণ (পুং) জাতি: স্মরণ্যতে হত্ম মানাদিনা স্ব আধারে, বাহুল্যকং অপ। তীর্থভেদ, জাতিস্মরণে দান করিলে সমুদ্র পূর্ব জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়।

“ততো দেবদ্রুদেহরণ্যে কৃষ্ণবেধা জলোভবে।

জাতিস্মরণে দ্বাধা ভবেজ্জাতিস্মরণোন্নয়: ॥” (জা° ৩।৮৫ অঃ)

জাতি পূর্বজন্মস্মরণ: স্মরণি, স্ব-সহ। (ত্রি) পূর্বজন্ম-স্মরণস্মারক। সর্বদা বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্তা ও অহিংসা দ্বারা পূর্বজন্মস্মরণ স্মরণ হয়।

“বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।

অত্রোহেণ চ তুতানাং জাতি: স্মরণি পৌরীকীম্ ॥” (মনু ৫।১৪৮)

জাতিস্মরণতা (স্ত্রী) জাতিস্মরণতাব: তল্ জিহাং টাপ্। পূর্ব-জন্ম-স্মরণ।

জাতিস্মরণত্ব (স্ত্রী) জাতিস্মরণতাব: তাবো ব। পূর্বজন্ম-স্মরণত্ব-স্মরণ।

জাতিস্মরণদ্রুদ (পুং) জাতিস্মরণো নাম দ্রুদ:। তীর্থবিশেষ। [জাতিস্মরণ দেখ।]

জাতিস্মরণ (স্ত্রী) পূর্বজন্মের স্মরণ।

জাতিহীন (ত্রি) জাতিয়া হীন: ৩৩৭। জাতিরহিত, নীচজাতি।

জাতী (স্ত্রী) জন-কিত্ব ততো জীপ্। জাতীপুশ, হিন্দীমতে চামেলী বলে। সংস্কৃত পর্বায়—স্বরজিগন্ধা, সুনন্দ, সুরগ্রীবা, চেতকী, সুরুমার, সন্ধ্যাপুপী, মনোহরা, রাজপুজী, মনোজা, মালতী, তৈলজাবিনী, ছন্দাগন্ধা এই পুশ সকল পুশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

“পুশ্ণেহু জাতী নগরেহু কাকী।” (উডট)

মলিকা, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুলগাছ এই জাতীর সমজাতীয়। এই সকলের মধ্যে জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ। এই গাছ

ঔষাক্তি এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম সীমায় ছই সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র ফিট উচ্চে বজ্রাবহা এই বৃক্ষ অগ্নিরা থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই বৃক্ষে শেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয়। শুকাইলেও উহাদের গন্ধ যায় না, এক্ষণ্ড অনেকে উহা গন্ধ-দ্রব্য অল্প রাখিয়া দেয়। জাতীকুল হইতে মনোরম এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয়।

সত্ত্ব প্রকৃতি জাতীকুলের সহিত তিল ছড়াইয়া রাখিলে, তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নূতন নূতন ফুল দ্বারা তিল উত্তমরূপে সুগন্ধ করিয়া তৈল বাহির করিলে উৎকৃষ্ট ফুলের তৈল প্রস্তুত হয়।

যুরোপে স্প্যানিস্ জ্যাসমিন্ (Spanis Jasmine) নামক পুষ্প জাতীকুলের অনুরূপ। ফ্রান্সদেশে উহা অপব্যাপ্ত জন্মে। তথায় এক পর্দা শূকর বা গোন্ধর চক্কির উপর ক্রমাগত নূতন নূতন ফুল ছড়াইয়া ঐ চক্কিকে সুগন্ধ করা হয়। এই চক্কির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলেই সুগন্ধি পমেটস্ প্রস্তুত হয়। চক্কির পরিবর্তে একটা পরিষ্কার কাপড়ে তৈল মাখাইয়া উহাতে ফুল রাখিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইরূপ করিয়া নিংড়াইয়া লইলে জাতীকুলফুলের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। মনোহর গন্ধের জন্য যুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্বত্র ইহার বিশেষ আদর।

বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শীতল। ইহার পত্রের রস পান করিলে বহুবিধ চর্মরোগ, মুখক্ষত, কণ্ঠস্রাব প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মহাখণ্ডীর হাকিমদিগের মতে, জাতীকুল মৃদু-বিরেচক, ক্রমিনাশক, মূত্রকারক ও রক্তোনিঃসারক। কেহ কেহ বলেন, ইহার ফুলের প্রলেপ কামোদ্দীপক। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্মরোগ, মস্তকবেদনা এবং দৃষ্টি শক্তির দৌর্বল্যে এবং পত্র দন্তশূলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার পত্র চর্ষণ করিলে ঘৃষের প্রৈয়িক বিরিগত কত আরোগ্য হয়। ঘৃষে ইহার পত্র তাজিয়া লাগাইলেও উক্ত রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাখিলে চর্ম কোমল ও নির্যাপদ থাকে।

ইহার ফুঁড়ির গুণ—নেত্ররোগ, ত্রণ, বিক্ষোট ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি) ২ আমলকী। ৩ মালতী।

জাতীকুল (স্রী) জাত্যাপ্যং কলং। জাতীকল, জারকল। [জাতিকল দেখ।]

জাতীকলতৈল (স্রী) জাতীকলত তৈলং ৬৩ং। জাতীকল-দেহ, জাতীকলের তৈল। ইহার গুণ—উত্তেজক, অগ্নি-

কারক, জীর্ণজীসার, আধান, আক্ষেপ, শূল ও আমবাতনাশক, বলা, দন্তবেষ্ট ও ত্রণরোগহারক।

“তৈলং জাতীকলোক্তং সমুত্তেজনমগ্নিম্।

জীর্ণজীসারশমনং আধানাক্ষেপশূলকং॥

আমবাতহরণং বলাং দন্তবেষ্টত্রণার্হিম্॥” (আত্রেরসংহিতা)

জাতীয় (ত্রি) জাতৌ ভব-হ (বৃদ্ধাঙ্কঃ। পা ৪২।১১৪) জাতি-ভব, জাতিসম্বন্ধীয়, সমাজীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি। ২ তদ্ধিত-প্রত্যয়বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। (মুণ্ডবোধ) পাণিনি মতে জাতীয়স্ প্রত্যয় হয়।

জাতীয়ক (ত্রি) জাতীয়-স্বার্থে কন্। জাতীয়।

জাতীয়স (স্রী) জাত্যা রস ইব রসো যন্ত। বোল নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি)

জাতু (অব্য) জন-ক্‌নু প্‌যোদয়াং সাধুঃ। কদাচিত্।

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” (মহু ২।৯৪)

২ সম্ভাবিতার্থ। “কো জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব স্থিতাং” (ভারত ৫।১৭৯২২।)

৩ নিমার্ঘ। (শব্দরং)

“জাতু তত্র ভবান্ বৃষলং যাজয়তি।” গর্হাৎ-জাতুশব্দের যোগে সকল কালে লট বিভক্তি হয়।

“জাতু নিন্দসি গোবিন্দং জাতু নিন্দসি শব্দরং” (মুণ্ডবোধ)

জাতুক (স্রী) জাতু গর্হিতং নিমিত্তং কং জলং যন্তাং। হিঙ্গু, হিং। (শব্দরং)

জাতুকপর্ণিকা (স্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষভেদ। (সুশ্রুত)

জাতুকপর্ণী (স্রী) বৃক্ষবিশেষ। (সুশ্রুত)

জাতুজ (পুং) জাতু-জন্-ড। গর্ত্তীগীর অভিলাষ, সাধ।

জাতুধান (পুং) ধীযতে সরিষীযতে ইতি ধানং সরিধানমন্ত জাতু গর্হিতং ধানমভিধানমন্ত বা। রাকস।

“জাতুধানাঃ পিশাচাশ কুদ্যাণা তৈত্তরবানয়ঃ।” (কালিকাতোং)

জাতুস্ (ত্রি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অণু বৃক্চ (ত্রেপুজতুনোঃ বৃক্। পা ৪।৩।১৩৮) জতুবিকার, জতুনির্মিত। (জটায়র)

“বদাহপ্রোষঃ জাতুবাধেখনতান্” (ভারত ১।১৩ অঃ)

জাতু (স্রী) জান্ ভবতি হিন্তি তুর্ধ-কিপু পূর্নপদদীর্ঘঃ। বজ্র।

“ন জাতুর্ধা প্রদধানঃ” (ঋক্ ১।১০৩২)

‘জাতু ইত্যশনিমিত্তকতে’ (সারণ)

জাতুকর্ণ (পুং) জহিভেদ। ইনি অষ্টাংগিঃশতিতম ষাপরংগে উৎপন্ন হইরাছিলেন।

“নবমে ষাপরে বিকার্যষ্টাংগিণে পুরাতবৎ।

বেদব্যাসভব্যা ভজ্ঞে জাতুকর্ণপুংসরঃ॥” (হরিব ৪২ অঃ)

ইনি একজন উপনৃতিকর্ত্তা।

• “ব্যাঃ কাত্যারনশ্চৈব জাতুকর্ণঃ কপিজনঃ।...

উপবৃত্তর ইত্যোতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।” (হেমাদ্রিনা) জাতুকর্ণ্য (পুং স্ত্রী) জাতুকর্ণত্ব অপত্যং পুমান্ অপত্যো বঞ। জাতুকর্ণের অপত্য। ত্রিযাং ভীষ্যৎ বলাপো। জাতুকর্ণের অপত্যসংস্কীয়া স্ত্রী।

জাতুভূত্মন্ (ত্রি) জাতুরূপং ভূত্ম আয়ুধং যন্ত বহুব্রী। ১ অশনিরূপ অস্ত্র। ২ জাতপ্রজার ভর্তা।

“স জাতুভূত্মাশ্রদ্ধধান ওজঃ পুরো বিভিন্দ্মন” (ঋক্ ১।১০৩০) ‘জাতুইত্যশনিং আচকতে ভূত্ম আয়ুধং অশনিরূপং ভূত্ম আয়ুধং যন্ত। স তথোক্তঃ বহা, জাতানাং প্রজানাং ভর্তা।’ (সারণ)

জাতুষ্টি (ত্রি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ত যন্ত দীর্ঘশ্চ। সর্কদা অস্থির, চঞ্চল। “জাতুষ্টিয়ন্ত প্রবয়ঃ সহস্রতঃ” (ঋক্ ২।১৩।১১)

‘জাতুষ্টিয়ন্ত সর্কদাস্থিরতঃ’ (সারণ)

জাতেষ্টি (স্ত্রী) জাতে পুত্রজননে ইষ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্ম্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ।]

জাতেষ্টিত্মায় (পুং) জৈমিনি-প্রদর্শিত পিতৃকৃত যজ্ঞদ্বারা পুত্রগত ফলস্বচক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকরূপ ছাত্রভেদ। [ছাত্র দেখ।]

জাতোক্ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবস্থঃ উক্কা টচ্ সমা। (অচ-তুরেত্যাদি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি নিপাতনান্ সাধুঃ। যুবাব্ধ, বলাদ। উৎপন্ন উক্কা। (অমর)

জাত্য (ত্রি) জাতৌ ভবঃ ইতি যৎ। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) ৩ সূন্দর। (অটীথর)

“কিং বা জাত্যাঃ স্বামিনো হ্রেয়স্তি” (মাদ)

৪ কান্ত। “অতীব স জ্ঞায়তে জ্যতিমধ্যে

• মহামণির্জাত্য ইব প্রসন্নঃ।” (ভার০ ৫।৩৩।১২২)

জাত্যত্রিভুজ (পুং) যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একটি সমকোণ থাকে। (Right-angled Triangle.)

জাত্যাক্ষ (ত্রি) জাত্যা জ্ঞান্যেব্যাক্ষঃ। জন্মাক্ষ, জ্ঞান্য দৃষ্টিহীন।

“অনংশো জীবপতিভৌ জাত্যাক্ষবিহরৌ তথা।” (মহু ৯।২০।১)

জাত্যাসন (স্ত্রী) জাত্যঃ জ্যতিস্মারকং আসনং। যোগাঙ্গ আসনবিশেষ, যে আসনে হস্ত ও অঙ্গিভূষণ ভূমিতে রাখিয়া গমনাগমন করা যায়, তাহাকে জাত্যাসন কহে, এই জাত্যাসনে সিদ্ধ হইলে পূর্ক জন্মভূতান্ত স্মরণ হয়।

“অথ জাত্যাসনং বক্ষ্যে যেন জ্যতিস্মারো ভবেৎ।

হস্তাঙ্গিভূষণং ভূমৌ চ গমনাগমনং ততঃ।” (কল্পজামল)

জাত্যুত্তর (স্ত্রী) জাত্যা ব্যাপ্তিবিধুরসাধনবৈধবর্ষাদিনা উত্তরং। জ্ঞানকথিত অসহজর বিশেষ, এই অসহজর ১৮ প্রকার, অর্থাৎ যে উত্তরে ব্যাপ্তি স্থির থাকে না। [জ্যতি দেখ।]

জাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলগাম জেলার একটি জাতি। ইহারা চারি শাখার বিভক্ত, পাঠশালা, সোমেশ্বর, কুর্নিবার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অস্ত্র একত্র আহারাদি করেনা। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, ভীরু, মিতব্যয়ী, শান্তপ্রকৃতি ও আভিধের। বস্ত্রবয়নই ইহাদিগের উপজীবিকা; তন্নিম্নে অনেকে বস্ত্রের ব্যবসা ও গো, মেঘ, অখাদি চরাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ইহাদের বস্ত্রবয়ন কার্যে বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্ত অনেকে গৃহকার্যে সুবিধা হইবে বলিয়া একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের বিবাহের নির্দিষ্ট সময় নাই। অনেকের যুবতী অবস্থাতেও বিবাহ হয়। বরকে অনেক সময় পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবার বিবাহ-কালে কছার পিতা প্রথমবারের বিগুণ পণ গ্রহণ করে। বিধবার প্রথম পক্ষের কছাপুত্রগণ উহাদিগের পিতার আত্মীয় বান্ধবদিগের তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহাদের ভাষা কণাড়ী।

ইহারা হিন্দুধর্মাবলম্বী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর সকলে বৈষ্ণব। শৈবেরা মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষ্ণবেরা দাহ করিয়া থাকে। জন্মগণ জাদরদিগের পুরোহিত। [জন্ম দেখ।] কোন জাদর মরিলে পুরোহিত আসিয়া উহার মস্তকে পদস্থাপন করেন। পরে তাহার পদদ্ব্যন্ত জল শবের মুখে দেওয়া হয়। তাহার পর কাষ্ঠের গিল্মকে পুরিয়া বান্ধা-ভাও সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ ঐ শব প্রোথিত করিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে একটি নূতন প্রথা আছে, তাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা শব সমাধি করিয়া উহার বস্ত্রাদি বাটাতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পূজা করিতে থাকে। ইহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠী কহে। ঐ ব্যক্তি অস্ত্রাস্ত্র মাতকর ব্যক্তির সহিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করে।

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষ্ণব সকলেই বাদামিহ বাণশঙ্কর গ্রামের বাণশঙ্করী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের নিকট দুইটি সূন্দর পুষ্করিণী আছে। প্রতিবৎসর তথার একটি মেলা হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই দেবীর নিকট মানিয়া রাখে এবং রোগমুক্ত হইলে এই দেবীর নিকট মানসিক শুদ্ধিয়া যায়। মানসিক শুদ্ধিবার সময় প্রত্যেককে কলার মালাসে চড়িয়া পুষ্করিণী পার হইতে হয়। জন্মগণ এই দেবীর পুরোহিত।

বিলাত ও বোম্বাইয়ের ঐতিহাসিকতার জাদরদিগের ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহাদিগকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে।

জানী (পারলী) পুত্র।

জাহ্নু (পারলী) মোহ, মায়া, ভেদী।

জাহ্নুগর (পারলী) মোহক, কুহকী, বাহুকর, ভেদীকর্তা।

জাহ্নুগরী (পারলী) গুণ, কুহক, বাহু, মায়া, ভেদী।

জানো (জি) [জ্ঞা] জ্ঞাত। (প্রকৃত-লব্ধের)

জান (পুং) জন ভাবে ধ্বংসে বৃদ্ধি:। ১ উৎপত্তি। “কো
বেদ জানমেবাং” (ঋক ৫।৫০।১) ‘জানমুৎপত্তিঃ’ (সারণ)
জনন্ত ইৎ জন-অণ্। (জি) ২ জন সম্বন্ধীয়।

“মহতে জানরাজ্যেব্রজতেন্দিয়ায়” (ভরতবজ্জ: ৯৪০) দ্বিযাং ভীপ্।

জান (দেশজ জাহ্নুজ) ১ সর্গজ। ২ দৈবজ। (জীবন শব্দজ)

৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে সুরটী প্রধান তাহাকে সেই রাগের
জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধ্যম। ৪ প্রাণ। ৫ পুত্র।

জানক (জি) জনকত পিতৃ: তন্মামনুপত্তেজ্ঞ: জনক-অণ্।
পিতৃসম্বন্ধীয়, জনকসম্বন্ধীয়।

জানকি (পুং) জনকত অপত্য: জনক-ইঞ্। ভারতপ্রসিদ্ধ
নৃপভেদ। (ভারত ১৬৭ অঃ)

জানকী (স্ত্রী) জনকত অপত্য: স্ত্রী, জনক-অণ্ দ্বিযাং ভীপ্।
নীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্নী।

“ব্রহ্মোচ জানরপি জানকীং নয়:।” (মাঘ)

জানকীকোট (গড়) সারণপুর জেলায় একটি প্রাচীন গড়।
ইহা বেতিয়া, কেশারিয়া ও বেনাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে
নেপাল বাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর
এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্বপারদেশ দিয়া প্রবাহিত।
এখন এই গড় ধ্বংস হইরাছে। কেবল কতকগুলি ভগ্ন
মন্দির ও দুর্গপ্রাকারাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

জানকীতীর্থ, অযোধ্যানগরের সন্নিকট সরস্বতীর একটি
ঘাট। এই ঘাট ধর্ম্মহরির জ্ঞানকোণে অবস্থিত ও হিন্দু-
দিগের একটি তীর্থ। আবরণমাসের শুরুপক্ষে এই তীর্থে স্নান,
দান, পূজা ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করিলে অক্ষর পুণ্য সঞ্চয় হয়।

জানকীনন্দন কবীন্দ্র, বৃন্দদর্শন নামে ছন্দোগ্রন্থপ্রণেতা।
ইনি রামানন্দের পুত্র ও গোপালের পৌত্র।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি—ভারতিন্দ্রকুমারী নামক
ভ্রমগ্রন্থপ্রণেতা।

জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারানসীধামের জনৈক কবি। ইনি
১৮১৪ খৃ: অব্দে প্রোচ্ছৃত হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত
রামচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের টীকা করেন। হিন্দীভাষার বৃত্তি-
রামায়ণ নামে অপর একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

২ রায়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি
পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৮৮০ খৃ: অব্দে ইনি

জীবিত ছিলেন। পারলী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দুভাষার সাহানামা নামে
ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন। তদ্বির হিন্দীভাষার
রঘুবীরখানাবলী, রামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রামনিবাস-
রামায়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই কয়খানি গ্রন্থ
রচনা করেন। ইহার রচনা অতি বিশদ ও সুন্দর।

জানকী ভোনসু, বেরারের একজন মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা।
ইহার পিতার নাম রঘুজী ভোনসু, তাঁহার উপাধি সেনা
সাহেব খুবা। ১৭৫০ খৃ: অব্দে রঘুজী ভোনসু পিতৃসিংহাসনে
আরোহণ করেন এবং পেশবা কর্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হই-
বার অভিপ্রায়ে পুণা যাত্রা করেন। তিনি পেশবাকে সাতারা
রাজ্যের বন্দোবস্ত অল্প বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র-
রাজ্যরক্ষার্থ ১০ সহস্র অঝারোহী দিয়া সাহায্য করিতে
প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে পেশবা জানকীকে সেনা সাহেব খুবা
উপাধি প্রদান করিয়া যথারীতি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।
ইতিপূর্বে ১৭৫১ খৃ: অব্দে জানকী আলীবর্দী খাঁর সহিত সন্ধি
করেন যে, মহারাষ্ট্রগণ উড়িষ্যার রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অংশ
পাইবে। পেশবা বালাজীরাও ঐ সন্ধি অগ্রমোদন করিলেন।

১৭৬০ খৃ: অব্দে জানকীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের
যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া জানকীকে অনেক স্থান ছাড়িয়া
দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃ: অব্দে নিজাম ও পেশবা
মিলিত হইয়া প্রায় উহার ২ অংশ পুনরধিকার করেন।

১৭৬৯ খৃ: অব্দে পেশবা মাধবরাও রঘুনান্দারওকে সাহায্য
করা অপরাধে জানকীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা
করিলেন। পেশবা বেরার অভিযুগে উপস্থিত হইলে জানকী
পশ্চিম দিক দিয়া গিয়া সূর্যন করিতে করিতে পুণাভিমুখে,
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ
জানকীকে সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রেরণ করিল। তাহার পর
মাধবরাও নিজামের সাহায্যে জানকীকে পরাজিত করিলে
জানকী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে
প্রতারণালব্ধ সমস্ত রাজ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইল এবং তিনি
পেশবার অধীনে পুণার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।
১৭৭২ খৃ: অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জানকী নিম্বলুকার, কর্ণালায় মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা। ইনি
নিজামের পক্ষে করাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার
পিতার নাম রতাজী বাবাজী, তিনিই কর্ণালা-নগর স্থাপন করেন
ও তথায় একটি দুর্গ আরম্ভ করিয়া বান। জানকী ঐ দুর্গের
নির্মাণ কার্য সমাধা করেন। তাহা আজিও বর্তমান আছে।

জানন (দেশজ) জানা।

জানসুপি (পুং) অত্যন্তের বংশোদ্ভূত। (ঐতং ব্রা ৮।২৩)
জানসু (পুং) ঋষেদীয়দিগের তপস্বীর ঋষিবিশেষক।

“জানসু বাহবিগার্গ্যগৌতমশাকল্যাব্যবামাঃ ব্যামার্কঃ সোমঃ
তে সর্কে তৃপ্যন্ত” (আষগুং ৩।৪।৪)

জানপদ (পুং) জানেন উৎপত্তা পত্নতে পদ-অণু। ১ জন,
লোকমাত্র।

“কৃতপ্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বৃধো জানপদঃ শুচিঃ” (ভারত ১২।৮২ অঃ)
জনপদএব স্বার্থে অণু। ২ দেশ। (মেদিনী) জনপদাদাগতঃ
জনপদে ভবঃ বা অণু। ৩ জনপদ হইতে আগত, দেশান্তরাগত।
৪ দেশস্থ, জনপদবাসী।

“ন যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা য়ে জনপদে যথা-
কামঃ পরিবর্ততে” (শতং ব্রা ১৪।৫।১২০) ৫ জনপদোৎপন্ন।

“দেয়ং চৌরহতং ত্রযং রাজা জানপদায় তু” (যাজ্ঞ ২।৩৬)

জানপদিক (ত্রি) জনপদ সঞ্চরীয়।

“ন জানপদিকঃ দুঃখমেবং শোচিষ্যম্ভিতি” (ভারত ১১।৭।১২)

জানপদী (স্ত্রী) জনপদস্থ ইয়ং, জনপদ-অণু দ্বিগ্গাঃ ভীষু। ১ বৃত্তি।

“বহুদ্রিযবর্ষ জানপদী ত্রিযৎস ইতি” (শাটায়ন ৮।৩।৯)

২ স্পন্দরাবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম শরদানের কঠোর
তপ দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে
নিযুক্ত করেন। জানপদীকে দেখিয়া শরদানের চিত্তবিকার
উপস্থিত হয়, তাহাতে রোতঃ খলিত হইয়া রূপ ও রূপীয় লয়
হইল। (ভারত আদি) [রূপ দেখ।]

জানরাজ্য (স্ত্রী) রাজত্ব, আধিপত্য। (কুত্ৰ বজ্জঃ ২।৪০)

জানবাদিক (ত্রি) জনবাদে ভবঃ জনবাদস্ত ইদং বা, জনবাদ-
ঠক্ (কথাদিভাটক্)। পা ৪।৪।১০২ জনবাদ সঞ্চরীয় কথাদি।

জানপহ্চান্ (হিন্দী) পরিচয়, জানাওনা, চেনা।

জানবর (পারসী) জন্তু, প্রাণী।

জানবাজ (পারসী) সতেজ, চালাক, সাহসী।

জানবিত (দেশজ) জানাওনা, পরিচিত।

জানবিহারীলাল, বিজ্ঞানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক-
প্রণেতা।

জানজ্ঞপতি (পুং) জনজ্ঞতেঃ ঋষেরপত্যঃ। জনজ্ঞতি ঋষির
পুত্র। (ছান্দোগ্যোপাং)

জানজ্ঞতেয় (পুং) জনজ্ঞতেঃ ঋষেরপত্যঃ ইতি চক্। জন-
জ্ঞতির পুত্র ঔপবি নামক রাজর্ষি।

“ঔপবিনৈব জানজ্ঞতেয়েন প্রত্যাবরোতঃ” (শতং ব্রা ৫।১।১।৫)

জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খ্রিষ্টান (Mr. John
Christian) ইনি হিন্দীভাষার বহুসংখ্য খ্রীষ্ট গীত রচনা
করেন। জিহত ভোগার অনেকে ঐ সকল গান গাইয়া থাকে।

যুক্তিযুক্তপন্থী নামে তিনি হুন্দোবন্ধে বীজবৃক্টের একখানি
ছন্দর জীবনী লিখিয়া বান।

জানান (যাবনিক) জীবাণ্ডি।

জানানি (দেশজ) জানান।

জানামি (দেশজ) শুণ, কুহক, বাহু, মারা, ভেদী।

জানায়ন (পুং স্ত্রী) জনত তন্মামকবর্ণোদ্ভাষিত্যঃ অর্থাদিহাঃ
কণ্ড। জন নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

জানাল (পৰ্ভুগীজ Janella শব্দজ) বাতায়ন, পর্দা।

জানিব্ ((আরবী) অংশ।

জানিবদার (আরবী) প্রতিপালক, সাহায্যকারী।

জানিবদারী (পারসী) সাহায্য।

জানী (আরবী) ১ বেস্তাসক। ২ চকুর পাতা।

জামু (স্ত্রী) জায়তে ইতি জন-ঞু (দৃশগিজনিচরিচটিভ্যো
ঞু। উণ ১।৩) উরুসন্ধি, উরুজন্মার মধ্যভাগ, হাঁটু। সংস্কৃত
পর্যায়—উরুপর্ক, অষ্টাবৎ, অষ্টাবান্, চক্রিকা। (রাজনিং)

“তস্ত জামু দদৌ ভীমে অয়ে চৈনমরুদ্বিনা” (ভারত ৪।৩২।৩৯)

জামুক (দেশজ) জামু-স্বার্থে কন্। জামু।

জামুকরক (পুং) স্বর্ষ্যের পাখগামি বিশেষ। (শব্দার্থচিঃ)

জামুজজ (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১৩।১৬৫ অঃ)

জামুপ্রহতিক (স্ত্রী) জামুনা প্রহতঃ প্রহারভেদে নিবৃত্তঃ
অক্ষহুতাভিহাঃ ঠক্। মনুস্মৃতিবিশেষ, যে মনুস্মৃতি পয়স্পর জামু
ধারা কৃত হয়।

জামুমানু (দেশজ) জামু ও মানু। চম্পানগরনিবাসী দুইজন
মনদার ভক্ত।

জামুবিজামু (স্ত্রী) খড়্গযুদ্ধের প্রকার ভেদ। ভ্রাত, উদ্ভ্রাত,
আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বহনিসংস্থত, আকর, বিকর, ভির, নির্যাদ্য,
অমাহুয, সমুচিত, কুলচিত, লব্য, জামু, বিজামু, আহিত,
চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুজব, লবণ, স্বত, সর্ববাহ, বিনির্দাহ,
সব্যোতর, উত্তর, জিবাহ, উত্তরবাহ, সব্যোতর, উদাসি,
যৌধিক, পৃষ্ঠপ্রথিত, প্রথিত, এই ৩২ প্রকার খড়্গযুদ্ধ।

“তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুর্ধ্বকলাশনৌ।...

ইতি প্রকারান্ দ্বাভিঃশক্রকৃতুঃ খড়্গাযৌধিনৌ॥”

(হরিবং ৩।৬ অঃ)

জামুহিত (ত্রি) জনৈঃ হিতং পরিকরিতং পূর্বোদগাদিহাঃ
সাধুঃ। জনপরিকরিত।

“এতচ্চি বা অন্ত জামুহিতঃ প্রজ্ঞাতমবমানঃ।” (শতপথব্রাং

২।৬।২।৭) ‘জামুহিতঃ জনৈঃ পরিকরিতঃ’ (ভাষ্য)

জানেকা (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ। (Rhopala
robusto)

জাপান (পুং) ঋষিবিশেষ। (হরিবং ২৬ অঃ)

জাপান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুজাকরনগর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি তহসীল। এই তহসীল গঙ্গা ও হিন্দান নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিদ্ধ, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে এই তহসীল দিরা গিরাছে। এই তহসীলে জোলি-জাপান, খটোলি, জুরহেড়ি ও জুমানসলহেড়ি এই চারিটা পরগণা আছে। পরিমাণকল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৮৭ মাইলে চাস হয়।

এই তহসীলে ৩টা ক্যেজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি বিচার মুজাকরনগরের মুনসেফের নিকট হয়। ইহা চারিটা থানার বিভক্ত, যথা—জাপান, ভোপা, মিরামপুর ও খটোলি।

২ উপরোক্ত জাপান তহসীলের সদর ও নগর। অক্ষা ২৯° ১১' ১৫" উঃ, দ্রাঘি ৭৭° ৫৩' ২০" পূঃ। এই নগর একটি প্রান্তরের নিম্নভাগে মুজাকরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই জাপানেই দিল্লীরাজসভাসদ বিখ্যাত সৈয়দদিগের বাসস্থান ছিল। ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে উজীর কমার-উদীনের আদেশে রোহিলাসৈন্য জাপান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ঐ বৃদ্ধে অধিকাংশ সৈয়দ হত বা পরাজিত হন। যাহা হউক আজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাস করিতেছে। এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

জাপ (পুং) অপ-ব-জ্ঞ বা অপে মস্তোক্ত্যরণে কর্মণ্যাপপদে অণ্। ১ ময়জপাদি। ২ ময়জপকর্তা। ৩ জাপানের অধিবাসী। [জাপান দেখ।]

জাপক (ত্রি) অপ-প-জ্ঞ। অপকর্তা। (ভারত ১২।১৯৬০) জপেন কৃতং অপকৃত্যং অপ-অণ্। (ত্রি) অপকৃত্য।

"অথবা সর্বমবেহ মামকং জাপকং ফলম্" (ভারত ১২।১৯৯৪২)

জাপন (স্ত্রী) অপ-পাথে গিচ্ ভাবে লুট্। নিরসন, প্রত্যাহ্যান। ২ নিবর্তন, নিশাদন। ৩ অপ।

"মুচ্যতে সর্বপাপেভ্য গায়ত্র্যাক্ষব জাপনাৎ।" (সংবর্তন-২০২)

জাপান, একটি বিতর্কিত রাজ্য। এশিয়া মহাদেশের পূর্বসীমায় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, এই দ্বীপগুলি লইয়াই জাপানসাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে। জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে একটি সাগর আছে, উহা জাপান সাগর নামে খ্যাত। জাপান সাগর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দিরা প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই অল্প জাপান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

যে সমস্ত দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত, তাহার মধ্যে নিফন ও জেসো অতি বৃহৎ; এই দুই দ্বীপের মধ্যে সমুদ্রপ্রণালী প্রবাহিত।

১২২° হইতে ১৫০° দ্রাঘিমাংশ মধ্যে জাপান অবস্থিত।

এই সাম্রাজ্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—জাপান এবং অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ। জাপান বলিতে কিন্তু, নিকন এবং সিটুক এই তিনটা বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রান্তে কিন্তু দ্বীপ অবস্থিত, ইহা দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। কিন্তু এবং সিটুকের মধ্যে বুনসু প্রণালী। সিটুকের দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল এবং প্রস্থ ৭০ মাইল। সিটুক ও নিকনের মধ্যে কিন্তু এবং ওসাকা প্রণালী দ্বয় প্রবাহিত। নিকনের দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০ মাইল।

অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জেসো, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং তারাতৈ প্রধান। জেসো দ্বীপ ৩০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার পরিসর সর্বত্র সমান নহে; কোন স্থানে বৃহৎ, কোন স্থানে ক্ষুদ্র, স্থূলতঃ ইহার প্রস্থ ১০০ মাইলের নূন নহে। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রান্তেই কুনাসির ও ইয়ুতারাণ জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত; অল্পগুলি রুব সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাতৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ চৈনকা নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসো দ্বীপ হইতে পিরোজ প্রণালী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারাতৈ দ্বীপে জাপান অধিকার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ১৬০,০০০ বর্গমাইল। আবার কেহ কেহ বলেন, জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক, প্রায় ২৬০,০০০ বর্গমাইল হইবে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০০,৭২৬৮৪ ছিল। তন্মধ্যে ৬১৮৭ জন বিদেশী। জাপান সাম্রাজ্যের টোকিও সহরের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিও পরেই ওসাকা বড় সহর; ইহার লোকসংখ্যা ৪৭৩৪১৭।

সাধারণতঃ নিকন দ্বীপই জাপান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চীনদেশবাসিদিগের নিকট ঐ দ্বীপ রংহ অথবা জিহু নামে পরিচিত। জাপানী ভাষায় নিকন শব্দের অর্থ সূর্য্যোদয়ের স্থান। জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির উপকূলভাগ অতিশয় পর্বতসমূহ এবং নিকটস্থ সাগরাংশ অধিক গভীর নহে; এই অল্পই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্মাণ করিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহার করে। জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্বতবহুল, সেইরূপ অনেক স্থান অতি ভীষণ জলাবর্তসমূহ। নিকনের দক্ষিণাংশে ও সাকা ও মিয়া উপসাগরের মধ্যে এবং আমাত্সু দ্বীপের নিকটে দুইটা ভয়ঙ্কর জলাবর্ত আছে। জাপান উপকূলভাগে সমুদ্র তত প্রধর নহে।

সাগালিন দ্বীপ পূর্বে চীন ও জাপানবাসিগণ বিভক্ত করিয়া বহু অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এই দ্বীপের উত্তরাংশ জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; সেখানকার অধিবাসিগণ কিউরাইল নামে খ্যাত। ইহার অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত।

জোসোর প্রধান নগর মাটসুমৈ। জাপানের সম্রাট সময় সময় এই সহরে বাস করেন; এই সহরটা ক্রমনিম্ন। এই সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই সকল পাহাড়ে দেবদারু, ঝক, কাউ, গিপল প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নিফন দ্বীপস্থ হাদা নামক বন্দরটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং কাঠনির্মিত কপাট দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-সরিকটস্থ ভূমি পর্বতসমূহ। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্বত নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের প্রায় উপরিভাগ পর্যন্ত চাঙ্গ করা হয় এবং যে স্থানে চাঙ্গ করা হয় না, তাহা অশুষ্ক বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। তোমিয়া উপসাগরের অনতিদূরে হুদসি জাম্বা নামে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্বত-শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; ইহার কতকগুলি হইতে অগ্ন্যাদাম হইয়া থাকে।

জাপানের ভূভাগের প্রতি দৃষ্টিগত করিলে বোধ হয় যে, এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি নদীর বেগ এত প্রবল যে তদুপরি কোনরূপ সেতু নির্মাণ করা যায় না; কতকগুলির উপর দিয়া নৌকা করিয়া যাওয়া আসা চলে। সেন্দোগোয়া নদীই সর্বাধিক বৃহৎ। এই নদীটা নিফন দ্বীপের মধ্যে ওহিতজ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল। এই নদীর সর্বত্রই নৌকার গমনাগমন করা যাইতে পারে। গুজিনগাতা, উমি ও আফুকাগাতা নামক নদীগুলিও ক্ষুদ্র নয়।

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় সময় বরফ পতিত হয়, কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই উহা স্রবীভূত হইয়া যায়। অল্প শীত হইলে তাপমান বসন্ত ৩৫° (ফারেনহ) নিম্নগামী এবং গ্রীষ্মকালে উহা ৯৮° উষ্ণগামী হইতে পারে। জাপানে গ্রীষ্মের উত্তাপ তত প্রখর নহে, কারণ দিবাভাগে দক্ষিণদিক হইতে এবং রাত্রিকালে পূর্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। জাপানের ঋতু অতিশয় পরিবর্তনশীল এবং বারমাসই বেশ বৃষ্টি হয়। সাতকণী অর্থাৎ বর্ষাকালে এখানে অত্যধিক বৃষ্টি ও প্রায়ই বড় হয়।

জাপান সাম্রাজ্যের নিকটস্থ সমুদ্রসমূহে বৈষ্ণব জলন্তত দৃষ্টিগোচর হয়, অল্প কোন স্থানেও স্নেহগণ নহে। ভূমিকম্প ও বজ্রপতন এ স্থানে নিত্য ব্যাপার মধ্যে গণ্য। জাপানে

প্রায়ই এমন একটা মাস অভিবাহিত হয় না যে মাসে একটা না একটা ভূমিকম্প হইয়াছে। জাপানের ভূমিকম্প অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অতিশয় অনিষ্টকারী। ভূমিকম্পে আলোকময় পর্য্যন্ত উৎপাতিত হয়। সেই অল্প বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোকময় একরূপ ভাবে স্থাপিত হইতেছে যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে। জাপগণ ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। প্রথম কম্পনেই তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারে, তবে নিতান্ত শিশু ব্যতীত বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপাই এক একখানি বালিদা উঠাইয়া মন্তকোপরি স্থাপন করে এবং ক্রমে নিকটস্থ শৃঙ্খলানে আসিয়া সেগুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া পড়ে। পূর্বে জাপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটা বৃহৎ তিমি আছে, ঐ তিমিটা নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে এবং যে যে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের বিশেষ অমুগ্রহ আছে।

জাপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সিকুজেন নগরে পূর্বে একটা কয়লার খনি ছিল, ধনক-দিগের অনবধানতায় এক দিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়; তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্ন্যাদাম হইত। ফেসি নামক পর্বত হইতে চূর্ণকমর ক্লকবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছে। উনুসেম পাহাড় হইতেও অনবরত ধূম নির্গত হয় এবং তাহা এত চূর্ণকমর যে কোন পাখীও তাহার নিকট বাইতে পারে না। যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্বত অতি ভয়ঙ্কর দেখায়; বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত পর্বতটা আগুনে সিদ্ধ হইতেছে। এই পর্বতের নিকট একটা দ্বানকুও আছে, সেই উচ্চ প্রস্তবণে স্নান করিলে উপদংশ-সম্বন্ধীয় প্রায় সকল রোগই আরোগ্য হয়।

এই প্রস্তবণে স্নান করিবার পূর্বে ওবামা প্রস্তবণে স্নান করিতে হয়, স্নানান্তে গরম খাদ্য আহার করিয়া গরম কাপড় গায়ে দিয়া শুইতে হইবে। গরম কাপড় দিয়া একরূপভাবে গা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়।

পূর্বে বাহারা স্বর্ধ পরিচ্যাগ করিয়া ধূর্ধ অঙ্গলন করিত, তাহাদিগকে শান্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাটের আদেশে উচ্চপ্রস্তবণে নিক্ষেপ করা হইত। কিজেন এবং উরিজুনো গ্রামে যে উচ্চ প্রস্তবণ আছে, তাহাতেই অধিকাংশ স্বর্ধ-ত্যাগীকে ফেলিয়া দিত।

জাপানি বৈষ্ণব কৃষিকৃষণ পৃথিবীতে আর কোন জাতিই সেরাপ নহে। তাহার সমস্ত উপকূলভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের অতি উচ্চস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই অতি বহুপুর্লক কর্ণ করে। ধানের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশী, যব, গম প্রভৃতি অল্পবিধ শস্যও উৎপাদন করে। তাহার মাখন অথবা চর্বি ব্যবহার করে না, ভৎপরিবর্তে নানাবিধ তৈলাক উত্তম ব্যবহার করে।

জাপানে আঙ্গু, কাকি, মূসা, শসা, তরমুজ এবং নানাবিধ ধান্যোপযোগী শাক সবজি, তৃণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাট, পশম, তুলা, তুতগাছ, ওক, দেবদারু প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। নেবু, কমলা, আঙ্গুর, দাড়িফ, আখরোট, পেয়ারা, পিচ, চেরি প্রভৃতি সুখ্য ফল প্রচুর জন্মে। জাপগণ উত্তমরূপে চা চাষ করে। প্রায়ই দেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের জমীর চারিপার্শ্বে চা-ক্ষেত্র। জাপানিগের গৃহে কোন বন্ধু আসিলে অথবা বাইবার কালে তাহাকে চা পান করিতে দেয়।

জাপানে চার যথেষ্ট আবাদ থাকিলেও চীনের ছায় তত প্রচুর নহে। ইহাদিগের চা বিদেশে প্রেরিত হয় না। জাপানে তুতগাছ অধিক পরিমাণেই জন্মে এবং তাহা হইতে নানাবিধ পশমী ত্র্যয় উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার বার্ষিক গাছ আছে, এই গাছ হইতে ছত্রের ছায়া এক-প্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ আসবাবের চাকচিক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। জাপানের কোন অধিবাসীই বার্ষিকের কার্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। অতি দরিদ্র জিক্ক হইতে অতি ধনী সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেই বার্ষিকের কাজ করেন। সম্রাট-প্রাসাদে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র অপেক্ষা জাপান-বার্ষিক দ্বারা চাকচিক্যময় পাঞ্জই সমধিক আদৃত। সেখানে কৃষিকার্যের যথেষ্ট সমাদর। কৃষিকার্যের উৎসাহবর্জন্য সম্রাটের এরূপ আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমী চাষ করিবে, দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন জমী চাষ করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনরূপ শস্য থাকিবে না।

জাপানের অর্থগুলি মধ্যকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। সচরাচর আরোহণ করিবার জন্যই জাপগণ অর্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। গাড়ী টানিবার জন্য ও ফলময় জমী চাষ করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত হয়, জাপগণ ইহাদের দুধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে হংস, কুকুট, ডাক, তরতপাখী প্রভৃতি দেখা যায়। শশক,

হরিণ, ভল্লুক, শূকর প্রভৃতি বহুজন্তুও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সম্রাটের আদেশানুসারে প্রত্যেক রাজ্যের কতকগুলি করিয়া কুকুর রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়া কুকুরের আহার যোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ একটা কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত রাত হইয়া জাপান সম্রাটকে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, “ভাই চুপ কর, সম্রাটকে তিরস্কার করিও না, বরং অগ্নীধরকে ধন্যবাদ দাও, যে সম্রাটই অস্বচ্ছিত সময়ে জন্মেন নাই, কারণ তাহা হইলে আমাদের বোঝা আরও ভারী হইত।” পূর্বে জাপগণ বৎসরাক্ষর্য বারটি চিহ্নে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে চিহ্নিত অঙ্কে লোক জন্মিবে তদনুসারে মন গঠিত হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিত।

জাপানে উই বড় বেশী, ইহার দোরাখো জাপান ব্যতিব্যস্ত। জিনিষের নীচে এবং তাহার চারিদিকে লবণ ছড়াইয়া দিলে কতকটা উদ্ধার পায়। জাপগণ উইকে দোতুস বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে তিতাকাজা এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সাপ অতিশয় ভয়ানক; এই সাপে কাহাকে দংশন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। সূর্যোদয়কালে দষ্ট হইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চদশ পাইতে হয়। জাপানী সৈন্যগণ এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা অতিশয় সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইবে। জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, তাহাকে জামাকাগাটো অথবা দোজা বলে। অনেক জাপ এই সাপ দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে।

জাপানে নানাপ্রকার মৎস্য পাওয়া যায়, জাপগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে। তথায় ইরাকিউ নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা বিখ্যাত। সতর্কভাবে উত্তমরূপে খোঁচ না করিয়া ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এই মাছ আত্মহত্যা করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়া অনেক সময় অনেক জাপ পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে জাপগণ এ মাছ ভ্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশানুসারে এ মাছ খাইতে পারে না। এ মাছের মূল্যও অধিক। জাপান সাগরে আর এক প্রকার আশ্চর্য মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেখিতে মনুষ্য বরষ কালকের ছায়া, ইহার মস্তক বৃহৎ, বন্ধহলে এবং মুখদেশে কোনরূপ শব্দ

নাই। ইহার পেটটা বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণশীল-পাশে। এ মস্তক পা আছে এবং বালকের বেগুণ আতুল, এ মস্তকের পারেও দেহীকূর্ণ আতুল আছে। এই মাছ জেডো উপসাগরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর একপ্রকার মৎস্ত পাওয়া যায়; ইহার রং অতি উজ্জ্বল, পূর্বে জাপগণ এই মস্তকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করিত। বক এবং মুকি নামক কৃষকে জাপগণ অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই আপনাদিগের আহারের জন্য মাছ ধরে। মাছ ধরির বিক্রয় করে।

জাপানের সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপগণ মুক্তাকে কৈনাতারা কহে। পূর্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য জানিত না, তাহার চীনদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তা ধরিবার জন্য কাছাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। প্রত্যেক জাপাইই মুক্তা তুলিবার অধিকার আছে। বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজা কহে। পূর্বে জাপেরা বলিত, এই মুক্তার একটি বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা একটি জাপানী চিকিৎসাপূর্ণ বাল্যে রাখিলে এই মুক্তার পার্শ্বে ছোট ছোট দুইটা মুক্তা জন্মে। তকারাগৈ নামক গুটি হইতে এই বার্ষিক প্রস্তুত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর প্রভৃতি জাপানের সমুদ্রে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ গুটি পাওয়া যায়, তাহাতে হাতল লাগাইয়া চামচ প্রস্তুত হয়।

জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাম্রই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্রাটের বিনামূল্যে স্বর্ণখনি খনন করা যাইতে পারে না। যে প্রদেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্তা সম্রাটকে অংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট নিজের ভোগ করেন। বহু বৎসর অতীত হইল, একটি পর্বত পড়িয়া বাগরায় একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বে জাপগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন ছিল; কএকটা স্বর্ণখনি খনন করিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ার ঈশ্বরের অনতিশ্রুত মনে করিয়া সে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিদ্রো প্রদেশীয় টিন রৌপ্যের ভায় অতিশয় উজ্জ্বল। জাপানে লৌহ অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য বলিয়া অল্পশয় ও বাসনাধি ভয়ানক প্রস্তুত হয়। এখানে একরূপ স্তম্ভর স্তম্ভিকা পাওয়া যায়, তাহাকেও চিনামাটি বলে, তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়।

জাপানের নগর ও গ্রাম সকল বহুজনাকীর্ণ। জাপানের সূত্র সূত্র সহরেও ৫০০ ঘর লোকের বাস এবং বৃহত্তর সহরে ২০০০ অধিক ঘর লোকের বাস। এখানকার ঘর সাধারণতঃ ঘোড়াশা এবং প্রতি ঘরে অনেক লোক বাস করে।

জাপান সাম্রাজ্যের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্বরা এবং ইহার অনেক স্থলেই চাষ হয়।

নাগাসাকি, সাক এবং কোকুরা এই তিনটা প্রধান সহর। নাগাসাকি বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। এ স্থানের গৃহগুলি অতি সূচাক্ষুণ্ণে নির্মিত। এই নগরের মধ্যে ও বাহিরে অনেক ধর্মমন্দির আছে। এই সহরের ঘরগুলি সাধারণতঃ একতলা। ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, অন্তর প্রদেশ মাটিলেপা এবং সমস্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া আঁটরা দেওয়া হয়। প্রতি ঘরেই একটা করিয়া বারান্দা আছে। সম্মুখের নানারূপ মনোহর বাসন প্রস্তুত হয়।

নিকনের অতি অল্প স্থলই অচ্ছন্ন, এই স্থানের কাককার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। সিমুনসিক, ওসাকা, মিয়াকো, কোরানো এবং জেডো এই গুলিই নিকনের প্রধান সহর। ওসাকা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুলি নদী আছে এবং প্রত্যেক নদীর উপরে অতি সুন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই সহরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি পরিষ্কার। এখানকার ঘরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চুপ ও কাঁদালেপা। এই স্থানের অধিবাসিগণ অতিশয় ধনাঢ্য। জাপগণ ওসাকা সহরকে প্রমোদভবন বলিয়া অভিহিত করে। এই সহরের নিকটে এক স্থানে চাউল হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকো সহরে প্রধান ধর্মযাজক বাস করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই সহরের পশ্চিমাংশে একটি প্রকৃতিনির্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও বহুজনাকীর্ণ। দৈন্দ্র হইতে জাপগণ একরূপ মদ্রিয়া প্রস্তুত করে, তাহাকে সয় কহে।

জাপান সাম্রাজ্যে বিদেশীদিগের যাতায়ত অতি বিরল। তাহার বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং তাহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিবার অল্পমতি প্রদান করিলেও সর্বত্র তাহারা যাইতে পারে না। পূর্বে একমাত্র ওলন্দাজগণই জাপানের নাগাসাকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, কারণ জাপগণ বিশ্বাস করিত যুরোপীয়গণ অশ্রদ্ধা জাতি অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে প্রতিবৎসর সম্রাট দরবারে তাঁহার সম্মানার্থ একজন দূত পাঠাইতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি জাপান সাম্রাজ্যের সহিত রুশিয়া ও মার্কিন রাজ্যের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বৈদেশিক জাতি জাপানের কএকটা সহরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছে। যোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরাজগণ জাপানের সম্রাটকে আসিয়াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অব্দ

পর্যন্ত জাপানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা বাণিজ্য কুঠী ছিল। ক্রমে ক্রমে জাপগণ সমস্ত জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেছে। তাহার সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্মবিষয়ে অতি শীঘ্রই আশ্চর্যজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের পুরাতনাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জাপগণ যুরোপ ও মার্কিনদিগের নিকট হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়।

যে সহরে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে বিদেশীয়গণ অবিবাদিদিগের সহিত অধিক মিশিতে না পারে, তজ্জন্ত সে সহরের চারিদিক তক্তা দিয়া বেরিয়া রাখা হয় এবং ২টী মাত্র দরজা থাকে; একটা সমুদ্রের দিকে, অপরটা সহরের দিকে। দিবাভাগে প্রহরীগণ অতি সতর্কভাবে এই দরজাগুলি রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে।

জাপানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও ফল দেখা যায়। এ স্থানের ফুল ও উদ্ভিদ দেখিতে অতিশয় মনোহর। ওসাকা সহরে নানাপ্রকার ফল জন্মে। উদ্যানে এবং ধর্মমন্দিরের চারিদিকে অতি যত্নপূর্বক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়।

মিয়াকো সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান স্থান। এই সহরে প্রধান বিচারপতি বাস করেন। জেডো জাপানের রাজধানী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান; এ স্থানের নদীগুলির উপর স্থলর স্থলর সেতু আছে। প্রধান সেতুটির নাম নিক-বস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাকা সহরের গৃহের ভায়। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে হয়, এই জন্য এই সহরে স্থলর স্থলর বহুসংখ্যক প্রাসাদও লক্ষিত হয়। সহরের নিকট যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত আছে। রাজ-ভবন সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট পূর্বে কিউবো উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহার বাসের জন্য বড় বড় পাঁচটি প্রাসাদ আছে এবং পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বড় বড় উদ্যান আছে। জেসো সহরে অনেকগুলি আয়েম পর্বত আছে। এই সহরের পূর্বাংশে বহুসংখ্যক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে। কৃষগণ কিউরাইল দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাপগণ জেসো দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। এই প্রদেশে ইহাদিগের নিজ ধর্ম ও আইন প্রচলিত আছে। জাপান-সম্রাটের সন্ততিক্রমে ওয়ায় রাজপুরুষগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মকোদৌর জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহৎকার ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকার। এই ক্ষুদ্রকার মকোদৌর জাতি হইতে জাপ বা

জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইহার প্রথমতঃ চীনবাসিদিগের নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহার ধাতু, পশম, তুলা, কাচ, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা অতি আশ্চর্য পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে। স্থলর স্থলর বাড়ি, অগ্নিবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং তাপমানযন্ত্র নির্মাণ করে। চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি স্থলুমার বিদ্যা ও সর্বপ্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার অতি স্থলর প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিতে পারে। ইয়োকোহামার ১৫ মাইল দূরে কামাকারা নামক স্থানে ৫০ ফিট উচ্চ একটা ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। আর এক স্থানে ৬৩ ফিট উচ্চ একটা পিতলের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জাপগণ স্থলর যন্ত্র পাত্র নির্মাণে অতি সুদক্ষ। ইহাদিগের মৃৎশিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটা স্থলর গল্প আছে। কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহুগুণ পূর্বে স্রগভীতকালে ও নানুচিনিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে জাপানে এইরূপ নিয়ম ছিল যে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে একাকী সমাধিস্থ না করিয়া জীবিতকালের ভ্রাতৃ সহচরপরিবৃত করিবার জন্য তাঁহার সহিত অন্য কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ করা হইত। এই নিয়ম জাপানে স্রগভীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে খৃষ্ট জন্মের ২৯ বৎসর পূর্বে এক সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহার কতকগুলি প্রিয় জীবনসঙ্গীকে মনোনীত করা হইয়াছিল। সেই সময় ইন্দোনেশী প্রদেশ হইতে নমিনোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি কতকগুলি মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি লইয়া সম্রাটের সমুখে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্ঞীর প্রিয়সহচরীগুলির পরিবর্তে সেই মৃত্তিকার প্রতিমূর্তিগুলি রাজ্ঞীর সহিত সমাধিস্থ করিতে সম্রাটকে প্রবর্তিত করিলেন। সেই অবধি সেই নৃশংস ও গর্হিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মাহুয়ের পরিবর্তে প্রতিমূর্তি প্রোথিত করা হয়। নমিনোসাউকাউলিকে হাজি নামক মান্যপূঙ্ক উপাধি প্রদান করা হইল। হাজি শব্দের অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা দ্বারা স্থলর স্থলর প্রব্য নির্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। উৎসব-কার্য্যে জাপানে রাফু প্রব্য ব্যবহৃত হয়, ইহা দেখিতে 'চীনা' অপেক্ষা নিকট নহে। কথিত আছে ১৫০০ খৃঃ অব্দে আমির নামক একজন কোরিয়াবাসী সিসের ভ্রাতৃ চাকচিক্যশালী এক রূপ মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন; পরে তাহার সন্তান সন্ততি-গণ, জাপানে আসিয়াই উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে এই ব্যবসা জাপানে ছারী হইয়াছে।

জাপানগণ ধর্মাক্রান্তি। অতিশয় শান্ত, শিষ্ট ও দয়ালু। জাপানের জীলোকগণের হাত এবং পা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের বন্ধ ও গলদেশের গঠন অতি সুন্দর। পণ্ডিত্যতিকে ইহার। অতিশয় দয়া করে, কিন্তু ইহার। স্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর। গ্রীষ্মকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্নাবস্থায় ভ্রমণ করে। ইহাদের দ্রাগণ অতিশয় স্বাধীন। জাপানগণ অতি মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্টচরিত্র।

জাপানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ বংশীয় ভ্রূলোক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রথমে আপনা-আপনি অঙ্গাঘাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত বন্ধু তাহার শিরচ্ছেদন করে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অতি পূর্বে জাপানে সিটো-প্রবর্তিত ধর্ম প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, সিটো হুয়া হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় দার্শনিক কনফুচি-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী লোকও জাপানে অনেক আছে। খ্রিস্ট-জৈতির সাহেব অনেক জাপকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌদ্ধধর্মই অধিক প্রচলিত। জাপদিগেব ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের ও খৃষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বে জাপানগণের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তাহারা বলিত স্বর্গে সাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্বে যখন সমস্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন একটা দণ্ড দ্বারা সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া দণ্ড উঠাইলে তাহা হইতে যুক্তিকার গাদ ক্ষরিত হইল, তাহা একত্র হইয়া জাপান দ্বীপগুলি সৃষ্ট হইল। তাহারা জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথবা অন্য লোক আছে। লোকহিত সঙ্কল্পে ছইটী প্রবাদ শুনা যায়। কোন সময়ে চীনদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে অধীনকার কৃতকগুলি লোক বড়য়র করে। কিন্তু বড়য়র প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট যড়য়রকারী প্রত্যেকেই অবিলম্বে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে যাতকগণ হত্যাযাপারে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সম্রাটকে জানাইলে তিনি অবশিষ্ট যড়য়রকারীদিগকে জাপানে নির্বাসিত করিলেন। তাহাদিগের বংশই আধুনিক জাপানগণের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলে যে, একজন চীনদেশীয়

সম্রাট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বাহাতে যত্নসূত্রে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত বিলাস ও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট না হয়, তৎকর্ত্ত অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; অমর হইতে পারেন এরূপ কোন ঔষধ পাইবার জন্ত পৃথিবীর নানাদেশে উপযুক্ত চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিতর একজন চিকিৎসক বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই ঔষধের উপকরণ জাপান দ্বীপে আছে, কিন্তু ইহার এষ্ট একটা বিশেষণ আছে যে কোন ভ্রষ্ট চরিত্র লোক ইহা স্পর্শ করিলে এই ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকরণ শুধি শুকাইয়া যাইবে। তিনি সম্রাটের আদেশমুতরাং ৩০০ বলিষ্ট যুবক ও ৩০০ যুবতী সম-ভিব্যাহারে জাপানদ্বীপে আগমন করেন। উক্ত চীনসম্রাট অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন; তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত চিকিৎসক এই উপায়ে চীন হইতে আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঔষধ লইয়া যাইবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না।

কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে জাপানীদিগের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্বকালে চীন ও জাপানের ধর্ম ও তাহাদের ভাষারও কোন সাদৃশ্য ছিল না। উভয় জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাবিগন হইতে ভাষা-বিভ্রাটকালে বাহারা পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসিয়া অবস্থিত করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়া হইতে অনেকে আসিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির সংমিশ্রণে জাপদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। জাপানের সকল অধিবাসিদিগের আকৃতি একরূপ নহে। নিকনের সাধারণ লোক ধর্মাক্রান্তি ও ইহাদের নাসিকা চেপ্টা। ইহার। তাম্রবর্ণ। কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনেকাংশে যুরোপীয়দিগের মত। নিকনের পূর্বপ্রান্তবর্তী লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিকা চেপ্টা। ইহার। অতিশয় বলিষ্ঠ।

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বা-বস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাপানের সৃষ্টি হইলে তাহারা তথায় রাজত্ব করেন। বহুবৎসর পরে সেই দেববংশে অক্ষদেব ও অর্দ্ধমানবধর্মবিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। তাহারা বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপানগণের সৃষ্টি। জাপানে জ্যেষ্ঠের মাত্র অধিক ছিল; প্রথম-জাত পুত্রের উপাধিও ভিন্ন ছিল। পূর্বকালে জাপানের সম্রাটের শরীর অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত; কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। সম্রাট যুক্তিকা স্পর্শ করিতেন না। কোন স্থানে যাইবার কালে যজ্ঞস্থল কর্ত্তে চড়িয়া যাইতেন। সম্রাটের

শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাঁহার নখ, দাঁড়ি, চুল পর্যন্ত কেহ কর্তন করিতে পারিত না; তবে তাঁহার নিষিদ্ধাভ্যাস কর্তন করিলে কোনরূপ দোষ বিবেচিত হইত না—কারণ তাঁহার নিষিদ্ধাভ্যাস একরূপ কার্য্য করাকে চৌর্য্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য করা হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাঁহার দেহে নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে মুকুট পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভার বসিয়া থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজা মুকুট পরিয়া যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে; এই অজ্ঞ শেবে মুকুট সিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের শুভা-প্রভা হ নূতন পাজে রঞ্জন করা হইত এবং রক্তনাভে সে পাজ ভঙ্গ করা হইত; কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট-ব্যবহৃত পাজ অজ্ঞ কেহ ব্যবহার করিলে সম্রাটের শারীরিক অস্থখ উপস্থ হইবে। আবার জাপানিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈন্যের পবিত্র পরিচ্ছদ অজ্ঞ কেহ পরিধান করিলে তাহার অস্থখ হইবে। সম্রাট মিডাডো নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটা বিবাহ করিতেন; কিন্তু একজনের পুত্র সম্রাটের উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, বৈরো, কামি প্রভৃতি ভিন্ন মন্ত্রাচ্চক উপাধি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত। বাজকমণ্ডলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক হইতে বিভিন্ন; ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। জাপানীগণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহাদিগের বৎসর গণনা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত। ইহাদিগের নিনো নামক যুগ খৃষ্ট ৬৬০ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অক্ষও প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা অল্প দ্বারা নির্ণীত হয়।

সত্বেতসের সময় জাপানে পৌত্তলিকতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎসময়ে একটা ক্ষুদ্র গরু আছে। একদিন রাজ্যকালে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখেন যে, স্বর্গ্য কিরণের দ্বারা উজ্জ্বল যুগ্ম স্বর্গীয় কিরণ তাঁহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং শুকোবোকাং তাঁহাকে বলিতেছেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে কল্পগ্রহণ করিব। নিম্নাভঙ্গ হইলে তিনি আপনাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিতে পাইলেন এবং বাহ্যে মাল্যে বিনা বটে ফাটকি কোনো নামে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র সত্বেতস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সিনটো ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিনজু বলে। মিয়া সিয়া নামে ইহাদিগের অনেক মন্দির আছে। নেগি এবং কানিকি নামে বিবাহিত লোকগণ এই মন্দিরের সেবক।

ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, আধার্ম্মিকগণ মরিলে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা কোনরূপ কার্য্য করে না, উপাসনা ও আমোদে অতিবাহিত করেন। ইহাদিগের বৎসরের ২য় পর্বে আশ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হয়। রিনকাগাতার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার কস্তা সন্তানাদি না হওয়ার কামির নিকট প্রার্থনা করার শীঘ্রই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। কালে উক্ত কস্তা এক সময়ে ৫০০ অণু প্রসব করিলেন এবং ভদ্রে সেগুলিকে বাল্লে বদ্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন; বাল্লে উপর কুম্ভোচ্চ কথাটি লিখিয়া দিলেন। এক দীঘর সেগুলিকে পাইয়া বাটা লইয়া গেল এবং সময়ে তাহা হইতে ৫০০টা শিশু জন্মিল। দীঘর কিছুদিন তাহাদিগকে পালন করিলে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। দীঘর তাহাদিগের আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢ্য জ্রীলোকের বাটা আসিয়া আহার প্রার্থনা করে। তিনি তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যোপরি লিখিত কথা অবগত হইয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখনই নানাবিধ ষাড়ে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন; সেই সময় আশ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এই ঘটনা একটা পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সিঞ্জুগণ তীর্থযাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি যুরোপীয়দিগের জায়। ইহাদিগের টুপিতে এবং গায়ে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা থাকে; কারণ যদি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারও কষ্ট হইবে না। অনেক পরে জাপগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ জাপানে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অনুবাদই ভ্রমপূর্ণ। জাপানে সংস্কৃত চর্চা অতি বিরল। জাপান হইতে যে ছই বুবা ইংলণ্ডে গমন করেন, তদ্বধ্যে বনুজিউ ননজিও (Banu Nanjio) ত্রিপিটকসংগত পুস্তকাবলীর একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত ১৬৩২ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে। প্রকৃত পক্ষে চীনদিগের নিকট হইতে জাপানীগণ রিচা, শির, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের কএকটি অনুশাসন জাপানে প্রবল দেখা যায়,— (সেনিড) অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা করিও না, (জুগত) অর্থাৎ চুরি করিও না। (সিজেন) অর্থাৎ চরিত্র দূষিত করিও না। (মেনো) অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলিও না। (অনুজিন) অর্থাৎ বাহক

দ্রব্য সেবন করিওনা। কিন্তু জাপানীগণ প্রায়ই উক্ত নিয়ম ভুলি পালন করেন। জাপানের ৩৪ লক্ষ লোক বৌদ্ধ; ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ সিদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহার বলে ৩৮১ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় পণ্ডিত হুইউয়েন একটা মঠ স্থাপন করেন; সেই মঠ হইতে খেতপত্র মত প্রচারিত হয়; ইহারাই সেই মতানুসারে কার্য করে। এই মত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ খৃঃ অব্দে সিনজু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি জাপানে মহাবানহুজের একখানি হাতের লেখা সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে।

জাপানে পুরাতত্ত্ব অন্বেষণের জন্ত কোহাট জুইক নামক একটা সমিতি আছে। এই সমিতিতে ২০০ জন সভ্য আছেন; ইহার বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাজধানী জেডো নগরে মিলিত হন; অল্প সময়ে ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য মান্য ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুরোহিতগণ এই সভার সভ্য। পুরোহিতগণ দ্বারা এই সভার অধিক উপকার হইতেছে। ধর্ম-মন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে যে সমস্ত পুরাকালীন দ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই সকলকে অবগত করাইতেছেন। এই সমিতি হইতে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; এই পুস্তকখানি পড়িলে ধারা বাহিকরণে ও শৃঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই ইতিহাসে তাহারিগের সম্রাটদিগের নামও লিখিত আছে।

পূর্বে জাপানের সম্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, তাহার বাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন; কেহই কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী হইত না। সম্রাট সাক্ষাৎ দেবতা হইতে অঙ্গগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তিও সম্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কার্য করিতে সাহসী হইতেন না। সম্রাট সহজে ও সুখে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনরূপ গোপবোণ না হয়, এই জন্ত সাম্রাজ্যকে ক্রুদ্র ক্রুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রদেশ স্থাপন করিবার জন্ত রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করিতেন। তাহার বংশানুক্রমে সেই সেই স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাহার বৃহৎ প্রদেশ শাসন করিতেন, তাহারিগকে দৈমিও অর্থাৎ উচ্চ উপাধিবিধিষ্ট বলিত, আর তাহার অগোচরিত ক্রুদ্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাহারিগকে সিও-মিও বলিত। সিওমিওগণ ৬মাস তাহারিগের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন, অবশিষ্ট ৬মাস সম্রাটের দরবারে থাকিতে হইত। তাহারিগের প্রীতুজাদি দ্বারা দাসই প্রতিষ্ঠা করণ

সম্রাটের বেলায় অসীম ক্ষমতা ছিল, বর্ষবিধরে দৈনিক সেইরূপ একাধিপত্য ছিল। কোন সময়ে দৈনিক অভিশর ক্ষমতাপালী হইয়া শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাব্য হইতে পারেন নাই; তাহাকে সম্রাটের অধীনেই থাকিতে হইয়াছে। জাপানে সকলের ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক; সকলের জ্যেষ্ঠ পুত্রই গিতার পদ প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল জাপান সম্রাটের উপাধি কিউবো সোমো ছিল। কিউবো সোমো উপাধিদ্বারী সম্রাটগণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহার বহুদিন প্রচলিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে সাহসী হইতেন না। ১১৪২

জাপানকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা শাসনকর্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, বালক, সাময়িক কর্মচারী, বিচারবিভাগীয় কর্মচারী, বণিক, শিল্পব্যবসায়ী এবং মজুরগণ।

জাপান অতিশয় উন্নতিশীল রাজ্য। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানীয যন্ত্রপাতি উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অতিশয় আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। জাপান এদিকার বুটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকরণ করে।

১৮৮৪ সালে সুংহুহিতো জাপানের সম্রাট হন। খৃঃ অব্দের ৬৬০ বৎসর পূর্বে জিন্মুতেমো যে বংশ স্থাপন করেন, সুংহুহিতো সেই বংশসম্বৃত। এই বংশ এ পর্যন্ত জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। সুংহুহিতো জিন্মুতেমো হইতে ১২৩ পুরুষ অধস্তন। ইনি এখনও জীবিত। এ সম্রাটের উপাধি নিকাডো। সম্রাট নৈজোকোর্বা অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। এই রাজবংশ স্থাপনের প্রাক্কালেই এই সভার স্বত্বপাত হইয়াছিল। যুরোপীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে জেনরোইন নামে একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভার তর্কবিতর্কের পর যে সমস্ত আইন স্থিরীকৃত হয়, মন্ত্রীসভা দ্বারা সমর্থিত এবং সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভার ৩৭ জন সভ্য আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সান্জিইন নামে একটা রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যগণ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং কার্য্যনির্বাহক রাজপুরুষগণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিচার করেন। এই সভ্যগণ বিচারসম্বন্ধীয় অভিযোগও দীক্ষা করেন।

জাপান ৪৭টি ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, প্রতি বিভাগে এক একজন শাসনকর্তা আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি সহর ও গ্রাম আছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় কার্যনির্বাহ হেতু এক একজন লোক আছেন; তাঁহাকে চো' কহে। জাপান এসিয়াখণ্ডে একটি পাশ্চাত্য গঠনে গঠিত রাজ্য। ইহার সৈনিক বিভাগ অর্ধশতাব্দী গঠিত, প্রতি আপকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের সামরিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ ছিল; ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ জন পদাতিক, ১দলে ৪৮২ জন অঝারোহী, ৭দলে ২৬৮৭জন গোলান্দাজ সৈন্য ছিল।

ভবিষ্যতের জন্য প্রথম বিভাগে ৪২,৬০৬ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ১৬০৮০ জন সৈন্য ছিল এবং সাহায্যার্থ ৬০৩৩ জন সৈন্য ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের মোট সৈন্য সংখ্যা ১০৫১১০ ছিল। জাপানের সাংগ্ৰামিক বিদ্যালয়ে ১২০০ ছাত্র আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে বড় বড় ৩৮খানি রণভূমি ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান থাকিত, এতদ্ভিন্ন যুদ্ধ রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংগ্রাম জন্ত সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্বে হইতে জাপানীদিগের ইতিহাস একরূপ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীদিগের অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়, যুরোপীয়দিগের দ্বারা বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় সজ্জিত হইয়াছে। তাহাদিগের প্রাদেশিক বাণিজ্যই শৈলী। তাহাদিগের রাজ্যমাধ্যে অনেকগুলি বন্দর আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্তাগুলি প্রায় সকল সময়েই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বেই বৃক্ষাবলী রোপিত আছে।

জাপান হইতে তাম্র, কপূর, বাণিস্রব্য, পশমীবস্ত্র, চাউল, সাকি এবং সুর নামক মদিরা বিদেশে রপ্তানী হয়। চিনি, গন্ধদ্রব্য, টিন, নীসক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, মড়ি, চপনা প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। পূর্বে জাপানে আমদানী যথেষ্ট রপ্তানীর ভাগ অধিক ছিল; কিন্তু এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় ১৬ কোটি টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটি টাকার দ্রব্য। জাপানের গড়পড়তা রাজস্বও অধিক নহে। প্রত্যেক জাপানীর গড়পড়তা আয় ৬২ টাকা আর তাহাকে রাজস্ব দিতে হয় ৪৭ টাকা। জাপানে বাণিজ্যার্থ বাহারা গমন করে তাহারা সর্বত্র বাইতে পায়েরনা, এমন কি চীন-বাসিন্দগকেও সর্বত্র বাইতে দেওয়া হয় না। কেহ ভ্রমণ করিতে গেলেও সম্রাটের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগকে এক স্থান

হইতে অন্য স্থানে বাইবার অধিকার নাই। সম্প্রতি চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্যবাহিনী সম্যক্রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন যুরোপের একটি প্রবল জাতিগকে (ফরাসীদিগকে) পরাজিত করিল, সেই চীন একটা ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানীদিগের নিকট বার বার পরাজিত, লালিত ও বিশেষ অবমানিত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত হইয়াছে।

জাপান সাধারণতঃ 'সুর্যোদয়ের স্থান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দিন দিনই জাপান উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এসিয়া খণ্ডে জাপান একটা ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও শৌর্য্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটা প্রধান রাজ্য। জাপান সম্রাটের বিনামুহমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে পারেনা। জাপানে চাউলই প্রধান খাদ্য। সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেনা, এই কারণেই চুক্তি নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত হইতেছে। জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া তাহাদের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছে। বর্তমান জাপান সম্রাট অতি সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। ১৮৯০ সালে জাপানে প্রথম পার্লামেন্ট সভা আহূত হয়। জাপানের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইলেও মিকাদো অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা অধিক পরিমাণেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জাপানের প্রায় সকল স্থলেই লৌহবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১২১৩ মাইল রাস্তার বাষ্পীয় শক্ত গমনাগমন করিত। ছেডো অথবা টোকিয়ো, কানাগাওয়া অথবা ইয়োকোহামা, হিরোগো, ওসাকা, হাকোদে, নিয়াইগাতা এবং নাগাসাকি এখন এই কএকটা স্থানে বিদেশীয়গণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়। জাপানের অনেক আরগার টেলিগ্রাফ তার বসান হইয়াছে।

জাপিন্ (জি) জপ শীলার্থে যিনি। অপকারক।

জাপ্য (জি) অপ-প্যৎ। অপযোগ্য।

জাবট (দেশজ) বৃক্ষাবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর জাওগ্রাম, এই স্থানে আরানের মাতা, রাধিকার শ্রদ্ধা জটিল্য বাস করিত। [জটিল্য দেখ।]

জাপ্টাজাপ্টি (দেশজ) পরস্পর বেগে জড়াইয়া ধরা।

জাপানপতন, সিংহলদ্বীপের উত্তরাংশস্থিত একটি নগর। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে একটি খাড়ীর প্রান্তে অক্ষা° ৯° ৩৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫' পূঃ অবস্থিত। ঐ খাড়ী দিয়া বাণিজ্যতরী সকল নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই নগরে একটি দুর্গ আছে। চতুর্দিক আকৃতি পক্ষকোণ, চতুর্দিকে গভীর পরিখা ও তৎপরেই বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গ হইতে

জমনির প্রান্তর। দুর্গের প্রায় অর্ধমাইল পূর্বে ইংরাজ, ফরাঙ্গী, ওলন্দাজ, সিংহলী প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা ধর্মাবলম্বী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং ভক্ষ্য সুলভ, এজন্য অনেক ওলন্দাজ এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানে কৃষিকার্যেও বেশ উন্নতি হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তত্তির তাল ও শম্ব বিদেশে রপ্তানী হয়। জাফনার নিকট সমুদ্রকূলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ওলন্দাজগণ হলণ্ডের নগরগুলির নামানুসারে ঐ সকল দ্বীপের ডেপ্ত, লিডেন, হার্লেম, আমস্টার্ডেম প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। সমস্ত সিংহলের মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পূর্বে মিসনরীগণ এখানে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির ভগ্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে।

জাফরগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটা সহর ও ব্যবসার আড্ডা। একটা সেতুবিশিষ্ট রাজবন্দী দ্বারা এই সহর ১২ মাইল দূরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

জাফরআলিখাঁ, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইহাকে বাদশা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজকার্যে অবহেলা জন্ত ইংরাজগণ ইহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইহার জামাতা মীরকাশিমআলিখাঁকে বাদশায় নবাব করেন। মীরকাশিম ইংরাজদিগকে বাদশা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে উদয়নারায়ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হন। তৎপরে জাফরআলিখাঁ (মীরজাফর) পুনর্বার নবাব হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে এই ফেত্রাবাদি তাঁহার মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদে ইহার কবর আছে। [মীরজাফর দেখ।]

জাফরখাঁ, ইহার প্রকৃত নাম মুর্শিদকুলিখাঁ। ইনি এক ব্রাহ্মণের পুত্র, শৈশবাবস্থায় একজন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যা-
পালিত ও শিক্ষিত হইলেন। সম্রাট আলমগীর ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ইহাকে বাদশার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ইনি নিজ নামানুসারে বাদশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। [মুর্শিদকুলিখাঁ দেখ।]

জাফরবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব অংশের একটা তহসীল। ইহার অধিকাংশ উর্বর এবং পর্তুগীজস্বত্ব অসংখ্য নিবাসীবিশিষ্ট। পরিমাণক ৩০২ বর্গ মাইল। ইহাতে একটা কোজদারী; দুইটা দেওয়ানী আদালত ও দুইটা থানা আছে।

২ পূর্বোক্ত জাফরবাল তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩২° ২২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪' পূঃ। এই নগর দেশ নদীর পূর্বকূলে শিয়ালকোট হইতে ২৫ মাইল অতিক্রমে অবস্থিত। এবাদ আছে, বজবা জাতি বংশীয় জাফরখাঁ নামে এক ব্যক্তি প্রায় চারি শতাব্দী পূর্বে এই নগর স্থাপন করেন। চিনি ও শতাব্দী স্থানীয় দ্রব্যজাতের কিছু কিছু ব্যবসা হয়। এই নগরে তহসীল, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও পথিকদিগের জন্য ডাকবাংলা ইত্যাদি আছে।

জাফরবেগ (আসফখাঁ), সম্রাট অকবরের একজন সভাসদ ও কবি। ইহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজ্জমান। ইহার খুল-
তাত আলি আসফ খাঁ সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়া আসেন। অকবর তাহাকে ২০ জন সেনার জমাদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে জাফর ঐ নিযুক্তপদে অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগপূর্বক বাদশায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নূতন শাসনকর্ত্তা মুসাফরখাঁর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনতি-
কাল পরে বাদশায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রুহতে পতিত হইলেন। বাহা হউক জাফর খাঁর চতুরতা বলে মুক্তি-
লাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আসিলে তিনি অকবর কর্তৃক দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক ও আসফখাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

জালাল রোসানি, বরাকজাই ও আফ্রিদি আফগানদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আসফখাঁ তাহাকে দমন করিবার জন্ত প্রেরিত হইলেন। জেনখাঁ কোকার সাহায্যে আসফজালালকে পরাজিত করেন।

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে আসফখাঁ রাজপুত্র পার্শ্বজের আতালিক অর্থাৎ উজীর নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল উপাধি ও পাঁচ সহস্র সেনার অধিনায়ক প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি রাজপুত্র পার্শ্বজের সহিত দাক্ষিণাত্য জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। বর্হানপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আসফখাঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান রত্নক রাজস্ব সচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এবাদ আছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া পৃষ্ঠার সমুদায় হিসাব বলিয়া দিতে পারিতেন। বাগানে তাঁহার বিলম্বন দেখা ছিল। আসফের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল।

ধর্মবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনার তাঁহার সুলভ ক্ষমতা ছিল। তিনি অকবরের সমকালীন একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য।

জাফর শাদিক, মুসলমানদিগের ১২ জন ইমামের মধ্যে

৬ষ্ঠ ইমাম, মদিনানগরে ইহার জন্মস্থান। ইনি মহম্মদ বেকারের পুত্র, আলি জৈনউল আবেদীনের পৌত্র ও ইমাম-হোসেনের প্রপৌত্র। ইহার সন্তান ইমাম ছিলেন। জাকর-নাদিক (অর্থাৎ সাধু জাকর) মুসলমানদিগের মধ্যে একজন তব্বানী মনীষী বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে, একদা খলিফা আব্দুল মুন্সুর সন্তপনশ্রেণী গ্রহণ করিবেন বলিয়া জাকরশাদিককে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠান। জাকর তাহাতে এই উত্তর দেন যে, সংসারে উন্নতিশ্লেষণ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রকৃত উপদেশ দিবে না, আর যে ব্যক্তির সংসারে স্পৃহা নাই পরকালের মঙ্গলক্ষেত্রে, সে সন্ত্রাটের নিকট বাইবে কেন? ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা নগরে ইহার মৃত্যু হয়। মদিনার আব্দুলকিয়া নামক গোরস্থানে ইহার এবং ইহার পিতা ও পিতামহের কবর আজিও বর্তমান আছে।

কেহ কেহ বলেন, জাকরশাদিক পঞ্চশতাব্দিক মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ রচনা করিয়া বান। ‘ফালনামা’ নামক অদৃষ্টব্যাপক গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া খ্যাত।

জাকরান্ (আরব্য) ১ জাকগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারাতার বংশসম্বৃত। ২ জগদ্বিশ্বপু, কুহুমুল। [কুহুমু দেখ।] জাকরাবাদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় এজেন্সির শালনাধীন একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫০' হইতে ২০° ৫২' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৮' হইতে ৭১° ২২' পূঃ। পরিমাপকল প্রায় ৪২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১২। এখানে অট্টালিকা-নির্মাণোপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায়। উৎপন্ন প্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও গোধূম প্রধান। মোটা কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

জাকরাবাদ রাজ্য জঙ্গীর অধীনস্থ সর্দারের অধীন।

২ উপরোক্ত জাকরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৫২' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ২৫' পূঃ। ইহার সমগ্র নাম মুজাকরাবাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়া জাকরাবাদ হইয়াছে। এই নগর সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দূরে কণাই নামক নদীতীরে অবস্থিত। নদীযুগ গভীর এবং চড়াশুল্ল বলিয়া বাণিজ্যোপাত যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। কেবল দীউ নগর ব্যতীত জঙ্গরাটের মধ্যে জাকরাবাদ সর্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান।

জাকরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটা সহর। অক্ষা° ২০° ১০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪' পূঃ। এই নগর জোলনা নগরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন গড় আছে।

জাকরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহসীলের একটা সহর। অক্ষা° ২৬° ৪৪' উঃ, দ্রাঘি° ৪০° ৩০' ৪" পূঃ। এই নগর কতেপুর নগরের ১০ মাইল দূরে প্রাপ্ত

ট্রক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই নগর জরিপের একটা আড্ডা।

জাকফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহার আবার উপজীবিকা অসুসারে ছয় সম্প্রদায় বিভক্ত। সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। এক সম্প্রদায় কুস্তকার ও আর এক সম্প্রদায় জমি মাপ প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহার নেবার সমাজে জাতি মাননীয় এবং অপর সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্দ্ধেক জাকফু। ইহার বৌদ্ধ-মতাবলম্বী, কিন্তু অনেক হিন্দু দেবদেবীর পূজাও করিয়া থাকে। পূজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধব্রাহ্মণ ও একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া কার্য সমাধা করে। নেপালে জাকফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃ আরও প্রায় ২৪টা সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হিন্দুদেব দেবীর একত্র উপাসনা করে। ধর্মবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাহারা জাকফুদিগের অপেক্ষা হীন। জাকফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান ও একত্র ভোজনাদি প্রচলিত আছে।

জাব (দেশজ) ১ গবাদির খাড়া। ২ আর্দ্র।

জাবনা (দেশজ) ১ জাব। ২ মাছ ধরবার চার।

জাবাবাঁশ (দেশজ) বাঁশবিশেষ, এই বাঁশ অত্যন্ত মোটা ও লম্বা, প্রায় ৩০ হাত পর্য্যন্ত হয়। এই বাঁশের কণ্ডি বড় হয় না, ভিতর ফাঁকা, ইহাতে উত্তম ছোচা হয়।

জাবাল (পুং) জাবালাঃ অপত্যং পুমান্-ইতি অণ্। মূনি বিশেষ, সত্যকাম, জাবালার পুত্র। জাবালা অনেক পুরুষের সহবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যকাম ঋষিগণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাঁহারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গোত্র জানিভেন না, তিনি মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিল—“অনেকের সহিত আমি সহবাস করিয়াছি, তুমি কাহার ঔরসজাত তাহা আমি জানি না। তুমি গুরু নিকট ‘সত্যকাম জাবাল’ বলিয়া পরিচয় দিও।” তদনুসারে সত্যকাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। (শতপথব্রাং, ঐতব্রাং ও ছান্দোগ্যোক্ত) ইনি একজন স্মৃতিকার। ২ মহাশালের উপাধি। ৩ বৈদ্যক গ্রন্থভেদ। ৪ অজ্ঞাভীষ। (অমর ২।১০।১১।) ৫ উপনিষদ্বিশেষ। “ব্রহ্মকৈবল্যজাবালবৈতাণো হংসআরুণিঃ।” (মৌক্তিকোপনিঃ)

৬ দর্শনশাস্ত্রবিশেষ।

“অবীত কুজাবালঃ শার্গালিঃ যোনিমানুসং।” (রামনন্দশাপ)

জাবালার্ন (পুং) একজন বৈদিক আচার্য। (বৃহদাঃ ৪।৩।৩)

জাবালি (পুং) জাবালাঃ অপত্যং পুমান্-ইতি-ইহ। কস্তপ-

কণীর একজন মূনি। ইনি দশরথের গুরু ছিলেন। ইনি চিত্রকূটে রামকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (রামা) ইনি ব্যাস কবিত বৃহদ্রথপুরাণের শ্রোতা। (ব্রহ্মবৈব)

জাবালিনু (পুং) বেদের এক শাখা।

জাবা (আরবী) খরচের খাতা।

জাম (দেশজ, অল্প শব্দের অপভ্রংশ) জম্বু। [জম্বু দেখ।]

জামজহরী (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

জাম্-জো-তন্দো, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিদ্ধগ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ২৫' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৩৪' ৩০" পূঃ। অধিবাসী মুসলমানদিগের অধিকাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা খাৎকলি সম্প্রদায়ভুক্ত, হিন্দুগণ অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংশীয়গণ এই নগর স্থাপন করেন। ঐ বংশের খাননিগণ এখনও এখানে বাস করিতেছেন। হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়া-জো-তন্দো দিয়া মীরপুরখাশ পর্যন্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো শব্দের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর।

জামতারা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ইহা জামতার খানা লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৩° ৪৮' ১৫" হইতে ২৪° ১০' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৪১' হইতে ৮৭° ২০' ৩০" পূঃ। পরিমাণফল ৬৯৬ বর্গমাইল। ইহাতে একটা কোজদারী, একটা দেওয়ানি ও একটা সাঁওতালদিগের জজ দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে।

জামদগ্ন (পুং) চতুরহ বাগভেদ।

জামদগ্নি (ত্রি) জমদগ্নি সষকীয়।

জামদগ্নেয় (পুং) জমদগ্নের পত্য, প্রত্যয়বিধৌ তদন্তগ্রহণত প্রতিবেদেৎপি আর্ষাৎ চক্। (অগ্নি-কলিত্যাং। পা) পরশুরাম, ভার্গব।

“ভার্গবে জামদগ্নেয় রাজা রাজবিন্দনঃ।” (রামা° ১।৮৪ অঃ)

জামদগ্নী (পুং) জমদগ্নের পত্য পুমান-ইতি-ব-ঋ(গর্ণাদিত্যোঃ ব-ঋ। পা। ৪।১।১০) জমদগ্নিমুক্ত, পরশুরাম, ভার্গব। (রামা° ১।৭৭।২)

জামনি, মধ্যভারত বুলন্দশহর প্রদেশের একটি নদী। এই নদী মধ্যভারত উৎপন্ন হইয়া বুলন্দশহর ও চন্দেরী প্রদেশ দিয়া প্রায় ১০ মাইল গমনের পর বেতবা নদীতে মিশিয়াছে।

জামনিয়া, (দ্বীপ) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্সীর একটি ঠাকুরাত অর্থাৎ সর্দারী জমিদারী। সর্দারের উপাধি ভূমিয়া। ঠাকুরগণ সকলেই তুলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই তুলাল জাতি রাজপুত্রদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। জামনিয়া নগরে বিখ্যাত ভূমিয়া নাগিরসিংহ প্রাহরুত হইয়া চতুর্দিকে

আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন। সিন্ধিয়ার পাঁচটা গ্রাম লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত। তত্তির খেরী, দাতর ও ৪৭ ভীলপাড়া ইহার অন্তর্গত। পরিমাণফল প্রায় ৪৬,৫৭৫ বিঘা। মানপুর হইতে ধারানগরের রাস্তা প্রায় ৭ মাইল এই জমিদারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান সদর কুজরোড়।

জামনের, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খালেশ জেলার একটি উপবিভাগ। অক্ষা° ২০° ৩২' ৩০" হইতে ২০° ৫২' ২০" উঃ। দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪' ৫০" হইতে ৭৬° ৩' ৪৫" পূঃ। পরিমাণফল ৫২২ বর্গমাইল, ইহাতে ২টা নগর ও ১৫৬টা গ্রাম আছে। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান তরকারিত নিরস্থান দিয়া, উত্তর তীরে খন বাবলারুকসময়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণপূর্বভাগে তরুণ শালবনভূমিত অম্বর্কর ভূধরমালা বিরাজিত। এখানে জল সর্বত্র প্রচুর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি। নদীর মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাগ, সুরি, হর্কি ও সোনিজ প্রধান, তত্তির ইহাতে বিস্তর কৃপ আছে। ইহার ভূমি মোটের উপর অম্বর্কর। পূর্বে ইহা হায়দরাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে খর্দার যুদ্ধের পর ইহা মহারাজগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে এই উপবিভাগ ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার ও বাজরা প্রধান, তত্তির তুলাল, গোধূম, ভুট্টা, কলা, কার্পাস, শগ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টা কোজদারী আদালত ও ১টা খানা আছে।

২ উক্ত জামনের উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৪৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৫' পূঃ। এই নগর ধূলিয়ার ৬০ মাইল অধিকোণে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখন ইহার পূর্ব বাণিজ্যশিলাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের বাহিরে রামমন্দির নামে রামচন্দ্রের একটি মন্দির এবং পুণ্যঅখারোহী সৈন্তনগরের একটি সৈন্তাবাস আছে। এখানে ডাকঘর ও একটা গবর্নেন্ট স্কুল আছে।

জামপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত দেরা-গাজি খাঁ জেলার একটি তহশীল। এই তহশীল সিন্ধু নদী ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম সংখ্যা ১৪১। অধিবাসিদিগের প্রায় ২ মুসলমান। উৎপন্ন দ্রব্য—জোয়ার, বাজরা, গোধূম, তুলাল, কার্পাস ও নীল। একজন তহশীলদার, ১ জন সুলেক ও ৩ জন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, এবং ৪টা কোজদারী ও ৪টা দেওয়ানি আদালত আছে।

২ পূর্বেও জামপুর তহশীলের সদর নগর। অক্ষা°

২২° ৩৮' ৩৪" উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৩৮' ১৬" পূঃ। এই নগর দেৱা-গাজী ণী নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজনপুর ও জাকুবাবাদ নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর অনেক জাতি সর্দার স্থাপন করেন। তহলীল কাছারী বাতীত এখানে বিভা-লয়, ডাকবাংলা, দাতব্য ঔষধালয়, সরাই, মদের ভাটা ও একটি মিউনিসিপালটি আছে। এখানকার নানাবিধ কাঠের খোদাই জিনিস অতি প্রশংসনীয়। তাহাই অধিবাসিদিগের প্রধান ব্যবসায়।

জামরি, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাগুরা জেলার একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। অক্ষা° ২১° ১১' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৫' ৩" পূঃ। ইহা গ্রেট ইষ্টার্ন রোড নামক রাজপথের উত্তরে সাকোলির নিকট অবস্থিত। পরিমাণকূল ১৫ বর্গমাইল, উহার ১ মাইলে নাত্র চাষ হয়। অধিকারী গোঁড় জমিদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করেন।

জামরুল (দেশজ) ফলবিশেষ। [জম্বু দেখ।]

জামর্য (ত্রি) [বৈ] প্রাণিদিগকে অমরকারী।

“জামর্যেণ পরমা পীপার।” (শব্দ ৪৩৩৯)

জামল (স্ত্রী) আগমশাস্ত্রবিশেষ, রক্তজামল প্রভৃতি।

জামলি, মধ্যভারতে ভোগাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটি সহর। ইহা সর্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে ঝাবুয়া নগর হইতে ৩০ মাইল দিশাণকোণে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর উপাধিধারী একজন ওমরাহ বাস করেন।

জাম সাতোজী, কচ্ছপ্রদেশের জাড়েজা বংশীয় একজন প্রাচীন রাজা। ধাত-পার্কর অধিপতি সোঢ়ার সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল। সূর্য্যবংশীয় বীরবলের পুত্র কাঠিরাজ বালাজীর সাহায্যে তিনি পার্কর জয় করিয়া লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে একদিন বালাজীর কাঠি-সৈন্যগণ প্রথমেই আসিয়া নিগালা সরোবরের তীরে বৃক্ষতলে শিবির সংস্থাপন করিল। তীরে অন্নমাত্র বৃক্ষ ছিল, স্ততরাং কিয়ৎক্ষণ পরে যখন জাম সাতোজী আসিয়া দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত তরুতলই অধিকার করিয়াছে, তাঁহারজ্ঞত একটাও রাখে নাই। তখন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বালাজীকে তাহা উঠাইতে কহিলেন। বালাজী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্য সহ প্রেস্থান করিলেন। জাম সাতোজী বিপদ ভাবিয়া অনেক অন্নয়ন দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালাজী গুলিলেন না। কিছুদিন পরে বালাজী রাজিযোগে অন্তর্কিত ভাবে জাড়েজাদিগকে আক্রমণ করিয়া পক্ষান্তার সহিত জাম সাতোজীকে বিনাশ করিলেন। কেবল কনিষ্ঠ সোহদর জাম অবড়া রক্ষা পাইলেন।

তিনি বালাজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে থানের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে সূর্য্যদেব স্বয়ং খেতখে আরোহণ করিয়া বালাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন। জামা (স্ত্রী) জম-অদনে অণু ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কচ্ছা, হুহিতা।

“অন্তত্ৰ জাময়া সার্কিং প্রজানান পুত্র জৈতে।” (ভা° ১৩।৪৫ অঃ)

জামা (পারসী) বেনিয়ান, কুর্চি, কোট, পিরান্।

জামাই (দেশজ) জামাতা, কছার পতি।

জামাইপুলিশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম।

জামাত (পুং) জায়াং মাতি, মিনীতে, মিনোতি বা, (নগ্ননৈর্, তষ্ট্, হোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃইতি। উণ্ ২।১৬) ১ জহিতার পতি, জামাই। “বিষ্ণু জামাতঃ মত্রে” (যাজ্ঞ°) ২ সূর্য্যাবর্ত। (ত্রিকা°) ৩ ধব। ৪ বলভ। (হেম°)

জামাতক (ত্রি) ১ জামতাসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ কছার পতি।

জামাতৃত্ব (স্ত্রী) জামাতৃত্বঃ জামাতৃত্ব। জামাতার কার্য।

জামালগড়ী, স্থাণ্ড ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ যুসুফজাই কহে। এই যুসুফজাই প্রদেশস্থ পাজা পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত। জামালগড়ী মরদান হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তক্তিবহি হইতে উত্তরপূর্ব্বকোণে, শাহবাজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত। উক্ত তিনটি স্থান হইতেই প্রায় সমদ্রবর্তী।

পূর্বে কোন্ সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্মের অতিশয় প্রাচুর্য্য ছিল; এই স্থানের প্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদিগের নির্মিত মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকটবর্তী অছাছা স্থানের গৃহ হইতে এ স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ভাস্কর্য্যার্থ সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ স্থলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়—অনেক প্রতিমূর্ত্তিই অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই স্থানের স্তূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি বৌদ্ধমঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামরার বুদ্ধদেবের এক একটা মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকগুলিই পাথরে নির্মিত; সমুদ্রভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ন আছেন, আবার এক স্থানে দেখিতে পাইবে, তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই দুই প্রকার মূর্ত্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠগুলির দেওয়ালের গায়েও অনেক প্রতিমূর্ত্তি বসান ছিল। এই বিধকৃত স্তূপের মধ্য হইতে অনেক-

শুলি প্রতিমূর্তি বাহির হইলে ধর্ম্মক মুসলমানগণ তাহার অনেক গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মঠগুলির নিকটে প্রাচীরের মধ্যেই একটা বৌদ্ধপ্রাঙ্গণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিমূর্তিগুলির স্বদেশ ও বাহর উর্দ্ধদেশ রত্ন মণ্ডিত এবং পদে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ 'বিহার'-প্রাঙ্গণ নামে অভিহিত। এই প্রাঙ্গণটি ৭২ ফিট লম্বা এবং ৩০ ফিট চোড়া; ইহার চারিদিকে ২৭টা এবং মধ্যদেশে ৯টা ধর্ম্মমঠ আছে। এই প্রাচীর মধ্যস্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতি বিভাগই প্রায় আয়তাকার। ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী-নিগের সন্ধ্যারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রায় দুপ্রাপ্য; এই জন্ত জামালপুরের নিকটস্থ পর্তুগীজের মঠে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বাস করিতেন, বাহাতে তাঁহারা সহজে জল পাইতে পারেন, তজ্জন্ত কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত ছিল, এই আধারে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাসই ইহাতে জল থাকিত। জামালপুরী প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মমঠাদির। ইহা দ্বারা খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে কাবুল উপত্যকাবাসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

জামালপুর, ১ ময়মনসিংহ জেলার একটা মহকুমা, ২৪° ৪৩' হইতে ২৫° ২৫' ৪৫" উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৩৮' হইতে ৯০° ২০' ৪৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পরিমাণ ১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪০২। এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৪০০ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ১৫টা পল্লীগাম, প্রতি পল্লীগামে ২৬৫ জন লোকের বাস। জামালপুরে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং অন্যান্য জাতীয় লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জে তিনটা পুলিশ থানা, একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ২ জন মুন্সেফ আছে।

২ উক্ত ময়মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুমায় সদর। এখানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট থাকেন। উক্ত মহকুমার মিউনিসিপাল কার্যালয়ও এই স্থানে আছে। স্থানীকৃত ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীরে ২৪° ৫৬' ১৫" উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৫৮' ৫৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারিতে লোকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৭৩০ জন এবং মুসলমান ১০৬৫৫ জন। জামালপুর সহরটা ২৩১৮ একর বিস্তৃত। জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে নসিরাবাদ পর্যন্ত একটা প্রশস্ত রাস্তা আছে। ব্রহ্মপুত্রনদের উপর একটা সেতু আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে একটা সেনানিবাস ছিল।

জামালপুর, মুলের পাহাড়ের পাদদেশে ২৫° ১৮' ৪৫" উত্তর অক্ষা° এবং ৮৯° ৩২' ১" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ মধ্যে জামালপুর অবস্থিত। জামালপুর মুলের জেলার একটা সহর, এখানে একটা মিউনিসিপালিটি আছে। জামালপুর ইষ্ট-ইন্ডিয়া-রেলওয়ের একটা স্টেশন, কলিকাতা হইতে ২৯৯ মাইল ব্যবধান। লৌহ-কারখানার জন্ত বিখ্যাত। এখানে ৩০ একর বিস্তৃত জমীতে ইষ্ট-ইন্ডিয়ান-রেলওয়ে কোম্পানীর কতকগুলি লৌহ-কারখানা আছে। এই সমস্ত কারখানায় ৫০০ যুরোপীয় ও ৩০০০ দেশীয় লোক নিযুক্ত থাকে। বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্ম্মকার এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। কোম্পানী কারখানার কর্ম্মকার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ১৮০৮৯ জন লোকের বাস ছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, মুসলমান ৩২৯০, খৃষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি এক্রকে বার আনা হইতে ১ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল কর দিতে হয়।

যুরোপীয় কর্ম্মচারীগণ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট সদর রাস্তায় বাস করেন। তাহাদের গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। দেশীয় লোকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভৃতি যুরোপীয় পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন। দেশীয় ও যুরোপীয় পল্লীর মধ্যে একটা রেলের রাস্তা আছে। জামালপুরে একটা পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। এখানে নাট্যাশালা, গির্জা, কতকগুলি বিদ্যালয়, বোড়দোড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং যুরোপীয়দিগের একটা সন্তরণস্থান আছে। এগুলি সমস্তই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে। মুলের পাহাড়ের নিম্নদেশে একটা খাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে যে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকেরা ব্যবহার করে।

জামি (জী) জম-ই-এ। ইন্ নিপাতনাং সাধুরিত্যেকে। ১ ভগিনী। ২ কুলজী। ৩ ছহিতা। ৪ পুত্রবধূ। ৫ নিকট সম্বন্ধ সপিও জী। (শব্দার্থচি) ৬ বহু। "জামি সিদ্ধনাং ভ্রাতব" (শব্দ ১৬৫৭) "জামিবদ্ধ" (সায়ণ)

"জাময়ো বানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপুজিতাঃ"

"পোচন্তি জাময়ো বহু বিনশন্ত্যাপ্ত তৎকুলং" (মহু)

'ভগিনীগৃহপতিসংবর্দ্ধনীয়সমিহিতসপিওত্রিশত পত্নীসমিহিত-স্বাদ্যাঃ।' (কুল্লুক) ভগিনী, গৃহপতি ও সমিহিত সপিও পত্নী, পত্নী, ছহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে জামি কহে। যে গৃহে জামি অপমানিত বা লাহিত হয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গল হয় না। যেখানে ইহারা পূজিত হন, সেই স্থানে সকল প্রকার দুঃখ বর্জিত হয়। ৭ উৎকল। ৮ অজুলি। (নিঘণ্টু)

জামি, একজন পারসী কবি। ইহার প্রকৃত নাম মোলানা মুকদ্দী আব্দু-রহমান। ১৪০১ খৃঃ অব্দে হিরাটের নিকট-বর্তী জাম নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তৎপু-সারে সকলে ইহাকে জামি কহে। তাঁহার সমকালে তাঁহার তুল্য বৈয়াকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন।

জামিকুৎ (ত্রি) জামিং করোতি জামি-কু-কিপ্। সম্বন্ধকারী।
জামিত্র (ক্লী) বিবাহাদি শুভকৰ্ম্মকালীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান।

“জামিত্রঃ সপ্তমং স্থানং।” (জ্যোতিষ)

জামিত্রবেধ (পুং) বিধ-যজ্ঞ জামিত্র বেধঃ ৬৩৭। শুভকৰ্ম্ম-বিষয়ক যোগবিশেষ। যদি কৰ্ম্মকালীন নক্ষত্রঘটিত রাশি হইতে সপ্তম রাশিতে সূর্য্য কিম্বা শনি অথবা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধ হয়। কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলেই জামিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চন্দ্র যদি আপন মূলত্রিকোণে কিম্বা আপন ক্ষেত্রে থাকে, অথবা পূর্ণ চন্দ্র হয়, অথবা পূর্ণচন্দ্রে শুভগ্রহের বা নিজগ্রহের ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জামিত্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহা নষ্ট হয়। তাহাতে অশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে।

জামিত্র (ক্লী) সম্বন্ধ।

জামিন্ (আরবী) প্রতিভূ। কাহারও জন্ত দারিদ্ৰ স্বীকার।
কাহারও হইয়া কোন জব্দ আবদ্ধ বা গচ্ছিত রাখা।

জামিন্দার (আরবী) ১ জামিন্। ২ যে জামিন দেয়।

জামিনী (পারসী) জামিন। প্রতিভূ।

জামিশংস (পুং) ভগিনীভ্রাতা কর্তৃক যে অভিলাপ দেওয়া হয়।

জামী (ক্লী) জামি-ভি। জামি, ভগিনী প্রভৃতি। [জামি দেখ।]

জামীর (দেশজ) নেবুবিশেষ। [জমীর দেখ।]

জামুখা, (জুম্বা) ওজরাটের রেবাকাহার একটা ক্ষুদ্র জমি-দারী। পরিমাণফল এক বর্গমাইল।

জামুড়া (দেশজ) ব্রণকিপ, সর্দঙ্গা অত্রাদি ব্যবহার জন্ত হস্ত-পদাদিতে কঠিন মাসক্লপ রোগ। ২ অপকাবহার আঘাতাদি দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব।

জামের (পুং) জাম্যঃ ভগিন্ভাঃ অপত্যঃ (জীভ্যোঢ়ক্। পা ৪।১।২২) ইতি চক্। ভাগিনের, ভগিনীপুত্র।

জাম্বেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আন্ধ্রনগর জেলার অধি-কোণে স্থিত একটা উপবিভাগ। ইহাতে ৭৪টা গ্রাম আছে। পরিমাণফল ৪৮২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের গ্রামগুলি কোথাও বা পল্লব সংস্কৃত চাকলাবদ্ধ, কোথাও আবার এক

এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দিকে নিজামের অধিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি। নাগর ও বালাঘাটপর্ব্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া বিস্তৃত। ইহার মুক্তিকা কোমল ও উর্ব্বরা। উত্তরভাগের জলবায়ু অপেক্ষা-কৃত ভাল, কিন্তু সন্নিকটে বৃহৎ নগরাদি না থাকায় ব্যবসায়ের বিশেষ কষ্ট হয়। উচ্চ পর্ব্বতের সন্নিহিত বলিয়া এখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। ধাতু, গোধূম, বাজরা, দেধান, জনার, মুগ, মসুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তত্ত্বিন্ন তামাক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

জাম্বেড় নগর হইতে আন্ধ্রনগর পর্য্যন্ত ৪৬ মাইল বিস্তৃত একটা পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা কতক ইংরাজের রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়া গিয়াছে। জাম্বেড় ও আন্ধ্রনগরের বাণিজ্য এই রাস্তা দিয়া সম্পন্ন হয়। নিজামের রাজ্য দিয়া জিনিস লইয়া গেলেই নিজামকে কর দিতে হয়, তজ্জন্ত ব্যবসায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

ঐ রাস্তা ভিন্ন জাম্বেড় হইতে খুর্ণা, কাজরাত ও কন্দালা পর্য্যন্ত আরও ৩টা রাস্তা আছে। ঐ গুলির একটাও ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টা হাট হইয়া থাকে। অকোলা ও খেড়া নগরে রবিবারে, খর্দা নগরে মঙ্গলবারে এবং জাম্বেড় ও ডঙ্গর-কিহি নগরে শনিবারে হাট বসে। বহুদূর হইতে ব্যাপারিগণ জাম্বেড়ে বেচা কেনা করিতে আসে। এখানে হাগমেবাদি অতিশয় সস্তা।

শিলের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। খর্দা নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্য পরিমাণে পিত্তল ও কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিহি নগরে তৈলঙ্গদিগের একটা চুড়ির কারখানা আছে। পূর্বে এখানে বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পূর্বে পেশবার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ পেশবার নিকট কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্বেড় ও আর আর পাঁচটা গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ করা হয়। ক্রমে আরও কএকটা গ্রাম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল। এই উপবিভাগ অনেকবার কন্দালা সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আন্ধ্রনগর জেলাভুক্ত হইয়াছে।

২ আন্ধ্রনগর জেলার অন্তর্গত জাম্বেড় উপবিভাগের সদর ও নগর। অক্ষা ১৮° ৪০' উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ২২' পূঃ। এই নগর আন্ধ্রনগর হইতে ৪৫ মাইল দূরে অধিকোণে অবস্থিত, মধ্য দিয়া একটা পাকারাস্তা গিয়াছে। এই নগরে

হেমুড়পাহাড়ের একটি মলিকার্জুন মহাদেব ও অপরটি জটাশঙ্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মলিকার্জুন মহাদেবের মন্দিরের কেবল লিঙ্গমূর্তি ও ভগ্ন স্তম্ভ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। জটাশঙ্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল। প্রতি শনিবারে এখানে একটি হাট বসে। জাম্বেড়ের দেশানকোণে ৬ মাইল দূরে নিজামরাজ্যভুক্ত সোতরা গ্রামের নিকট ইক্ষণ নদীতে ২০২ ফিট গভীর একটি জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা দর্শক-দিগের দ্রষ্টব্য বটে।

জাম্বুকি, পঞ্জাবস্থ শিয়ালকোট জেলার শিয়ালকোট তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ৩২° ২৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ২৬' ৪৫" পূঃ। প্রবাদ আছে, প্রায় ৫৬ শতাব্দী পূর্বে শাহবাল হইতে জাম নামে একজন চুনা জাতি পিণ্ডি নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্বে পিণ্ডি-জাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্বুকি নাম হইয়াছে। এখানে চিনির বিত্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে।

জাম্দানি (উর্দু) > চিকণ কার্যযুক্ত বস্ত্রবিশেষ। সচরাচর সূতার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রাদির প্রতিকৃতি তুলিয়া জাম্দানি প্রস্তুত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জাম-দানি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় ফুলের নামানুসারে উহার করলা, তোড়াদার, বুটাদার, তেড়চা, জালয়ার, পায়াহাজারা, তুরিয়া, গৈলা প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া যায়। [চিকণ শব্দ দেখ।]

২ বস্ত্রাদি রাখিবার ধাতুনির্মিত পেটকা।

জাম্পুই, বাক্সালার অন্তর্গত পার্শ্বত ত্রিপুরার একটি প্রধান পাহাড়। এই পাহাড় দেবও লুঙ্গাই নদীর মধ্য উত্তরদিক্ণে বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০০ ফিট এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬০ ফিট উচ্চ।

জাম্বব (ক্ৰী) জবাঃ ফলং অণু (জব্বাবা। পা ৪।৩।৬।৫) ইতি অণু ভত্তাবধানাং ন লুক্। জব্বফল, জাম। [জব্ব দেখ।] ২ সুবর্ণ। ৩ আসব। (সুশ্রুত)

জাম্ববক (ত্রি) জাম্ববেন নিবৃত্তঃ অরীহণাদিচ্ছাদ্বেৎ। জব্বফল।

জাম্ববতী (ক্ৰী) কৃষ্ণের পত্নী জাম্ববানের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণ তম-স্কন্ধ মণির অধেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জাম্ববান্ ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জাম্ব-মানকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক মণির সহিত জাম্ববতীকে লাভ করেন। [তমস্কন্ধ দেখ।] ইহার গর্ভে সাব, সুমিত্র, পুরু-জিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, ত্রিভুজেক্ষু, বহুমান, ত্রিবি-ভুজেক্ষু জন্ম হয়। (ভাগবত)

জাম্ববান্ (পুং) জাম্ব-মতৃপু মন্ত বঃ। এক ঋক্ষরাজ, স্রষ্ট্রীবেদ মন্ত্রী, ঋক্ষার যুদ্ধে রামের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহ ত্রক্ষার পুত্র। ঋগবর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে ত্রমস্কন্ধ মণি আনয়ন করেন। সেই স্ত্রীকে ইহার কন্যা জাম্ববতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। (ভাগবত)

জাম্ববি (পুং) জাম্বব-ইচ। বজ্র।

জাম্ববী (ক্ৰী) জাম্ববঃ তদাকায়ৌ হস্ত্যাতাঃ অণু ভীপ্। নাগ-দমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জাম্ববৌষ্ঠ (ক্ৰী) জাম্ববমিষ ওষ্ঠোহস্ত। ত্রণ দন্ধ করিবার যন্ত্র অন্তভেদ। ইহার অপর নাম জাম্বৌষ্ঠ, জাম্বৌষ্ঠ।

জাম্বীর (ক্ৰী) জম্বীরত ফলং জম্বীর-অণু। জম্বীর ফল।

জাম্বীল (ক্ৰী) জম্বীর-অণু বেদে রত্ব বা লঃ। ১ জম্বীর ফলাকার। ২ জাম্বুমধ্যভাগ। “জাম্বীলেনারণ্যং” (শুক্রযজুঃ ২৫।৩) ‘জাম্বীরং জম্বীরতরোঃ ফলং রলয়োরভেদঃ। তদাকারোণ জাম্বুমধ্য-ভাগে জাম্বীলন্তেনারণ্যদেবঃ শ্রীণামীতি’ (বেদলীপ)

জাম্বুঘোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার নরকোট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ১২' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৭' পূঃ। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরে নায়কড়া জাতি দেশীয় সৈন্যবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে কাঠিমাঝ প্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে একদল দস্যব আসিয়া লুণ্ঠন করে। তদবধি এখানে ৪২৭০০ টাকা ব্যয়ে একটি পুলিশ ষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে। ঐ পুলিশ ষ্টেশন একটি ক্ষুদ্র দুর্গের মত। নরকোটের রাজা অর্দ্ধমাইল দূরে ঝোতবার নামক স্থানে বাস করেন। এখানে একটি বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

জাম্বুব (জাম্বু) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের একটি নদী। বরদারাজ্যে লেবলিয়ার নিকট উৎপন্ন হইয়া মকরপুর নগরের নিকট দিয়া ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুরের নিকট সাগরে মিশিয়াছে। ইহার উপর দুইটি প্রস্তরনির্মিত সেতু আছে, একটি কল্যাণপুরে অপরটি মকরপুরের নিকট।

জাম্বুবৎ (পুং) জাম্ববং পৃথোদরাতিষ্মরিপাতঃ। ঋক্ষরাজ। [জাম্ববান্ দেখ।]

জাম্বুমালী (পুং) প্রহন্তের পুত্র। সীতাহরণ সময়ে বধন হুম্যান্ রাবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অস্ত্রাঘাত বীরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাম্বুমালী হুম্যানের হস্তে শুভাঘাতে নিহত হয়। (রামায়ণ)

জাম্বুনদ (ক্ৰী) জব্বনদ্যাঃ ভবং ইত্যণ্। সুবর্ণ, এই সুবর্ণ জব্বনদ হইতে উৎপন্ন হয়। বেকমন্ডর পর্বতস্থ জব্বনদের ফলের

রসে অধুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া ইলাহুতবর্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উত্তরণার্থই স্তম্ভিকা অধ্বনসম্পর্কে বায়ু ও সূর্য্যকিরণে বিপাচিত হইয়া স্বর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাম হইয়াছে। (ভাগবত) মহাভারতে লিখিত আছে—উত্তরকুরুদেশে ভদ্রাধ নামে এক প্রধান বর্ষ আছে, নীলগর্ভের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর স্তম্ভধন নামে এক সনাতন অধ্বন আছে। এই নিমিত্ত এই স্থান অধ্বনীপ নামে প্রসিদ্ধ। এই অধ্বন সকলকেই অভিলষিত কল প্রদান করে এবং সিদ্ধচার্য প্রভৃতি নিরন্তর এই বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শতসহস্র যোজন উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য ছই সহস্র পাঁচশত অরুণি। এই অধ্বন রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়। এই কল হইতে স্তম্ভ-সম্মিত রস নির্গত ও নদী রূপে পরিণত হইয়া স্তম্ভের একদিকপূর্বক উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে। অধ্বনলের রস পান করিলে অধ্বনীপ-বাসিনীগের অন্তঃকরণে শান্তিসংকার হয়, পিপাসা ও জরাজনিত ক্রেশের লেশও থাকেনা। সেইস্থলে দেবগণের ভূষণ জাম্বুনদ নামে অত্যন্ত মনক উৎপন্ন হয়। (ভারত শাস্তি) ২ পুস্তক, দুতরা গাছ।

জাম্বুনদেশরা (জী) জাম্বুনদত জম্বী ৩২৭। দেবীভেদ, জাম্বুনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (পদার্থচি)

জাম্বোতি, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার একটা পাহাড়। এই পাহাড় বেলুরের প্রায় ৬-মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং সহ্যাদ্রি হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত।

২ উক্ত বেলগাম্ জেলার একটা ক্ষুদ্র নগর। এই নগর বেলগাম্ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। নগরটা ছই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম কন্দা, ইহাতে দেশাই বাস করে; অপর ভাগের নাম পেট, ইহাই বাজার এবং কন্দা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পূর্বে মহারাষ্ট্র সরদেশাইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার অবস্থা সন্নিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল। সরদেশাই তাঁহার দখলী জমিদারীতে ভারসমস্ত অধিকার দেখাইতে না পারায় জাম্বোতি প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্নমেন্ট বাজেরাষ্ট্র করিয়া লয় এবং তাঁহাকে ছইখানি গ্রাম ও বার্ষিক ৬০০০ টাকা হুকি দেন। জাম্বোতি হইতে অনেক অধিবাসী উঠিয়া গিয়াছে। পেট অর্থাৎ বাজার অংশে এখনও অনেক বর্ধিত শিল্পায়ত বাস করে। তথায় প্রতি বৎসরবারে একটা হাট বসে। জাম্বোতির সন্নিহিত অল্পদে শিকার বিস্তর। ব্যাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

জাম্বোতি (জী) জাম্বিব ওটোহুত। জাম্বোতি, জাম্বোতি, ব্রহ্ম দধি করিবার হুম্র অস্ত্র ভেদ।

জাম্ব (পারসী) লেখা, বিবরণ।

জাম্বক (জী) জয়তি অপরঃ গন্ধঃ জি-ধূলু। কালীমক, পীতবর্ণ সুগন্ধি কাঠবিশেষ। (অমর ২।৬।১২৫)

জাম্বগা (পারসী) স্থান, ভূমি।

জাম্বগীর (পারসী) রাজার দত্ত পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূসম্পত্তি।

জাম্বগীরদার (পারসী) যাহার জাম্বগীর আছে, মুসলমান রাজগণ কাহার প্রতি কোন কার্যে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন। যাহারা এই নিষ্কর ভূমি পাইতেন, তাহারা জাম্বগীরদার নামে অভিহিত হইতেন।

জাম্বদাদ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্যের ব্যয়নির্বাহার্থ ভূসম্পত্তির দান।

জাম্বফল (দেশজ) জাতীফল। [জাতীফল দেখ।]

জাম্বা (জী) জাম্বতে পুত্ররূপেপেদ্রাহিতঃ জন-বক্-আত্মক।

পত্নী, যথাবিধি পরিণীতা ভাৰ্য্যা। পতি শুক্ররূপে ভাৰ্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্ত পত্নীর নাম জাম্বা।* অথবা ভাৰ্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভাৰ্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্ত পত্নীর নাম জাম্বা বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অপরিণীতা ভাৰ্য্যাকে জাম্বা বলা যায় না, কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিতৃদানের ক্ষমতা থাকে না এবং সে আরজ বলিয়া অভিহিত হয়। একটা পুরুষের অনেক ভুলি জাম্বা হইতে পারে।

“একত পুংসা বহুয়ো জাম্বা ভবতি” (শতপথত্রাঃ ৯।৪।১।৬) তাহার মধ্যে চারিটা মহিষী, বাবাতা, পরিব্রজা, পালাগলী এই চারিটা অতিমত। “চতস্রো জাম্বা উপকৃণ্ডা ভবতি মহিষী বাবাতা পরিব্রজা পালাগলী” (শতপথত্রাঃ ১০।৪।১।৮) ২ জ্যোতিষোক্ত লম্ব হইতে সপ্তম স্থান। এই সপ্তম স্থানে জাম্বাবিবরক সমস্ত শুভাশুভ গণনা করিতে হয়।

* “পতিভাৰ্য্যাঃ সংযুক্তি গর্ভে ভূত্বৈব জাম্বতে।

জাম্বাভবতি জাম্বাঃ বহুজাঃ জাম্বতে পুংসঃ।” (বহু)

“পতিঃ শুক্ররূপেন ভাৰ্য্যাং সংযুক্তি গর্ভতঃপাপন্য ততঃ ভাৰ্য্যাঃ পুত্ররূপেন জাম্বতে। আত্মা বৈ পুত্রঃ পাপন্যতি” (জতি)

“জাম্বা ভবৈব জাম্বাঃ বহুজাঃ পতিঃ পুত্রজাম্বতে।”

(বহু চ ত্রাঙ্গণে) “পতিভাৰ্য্যাঃ সংযুক্তি গর্ভে ভূত্বৈব জাম্বতে।

ততঃ পুত্ররূপে ভূত্বা পাপন্যে নানি জাম্বতে।

জাম্বা ভবতি বহুজাঃ জাম্বতে পুংসঃ।” (বহু চ)

জয়ান্ন (পুং) জায়ান্ন হস্তি, জায়ান্ন-টক্। ১ পত্নীনাশক যোগ-
যুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পত্নীনাশক যোগ থাকে। ২ তিলকালক।
(সি' কো') ৩ জ্যোতির্বোক্ত যোগবিশেষ। লম্বাপেক্ষা সপ্তম
হানে যদি মঙ্গল অথবা রাহগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই যোগ
হয়। বাহার এই যোগ, তাহার অবশ্যই জায়া নাশ হইবে।

জায়াজীব (পুং) জায়াজীবনর্ভূতা জীবতী, বা জায়া জীবন-
জীবনোপায়ঃ যন্ত, জীব-অচ্। ১ নট, নাট্যকারক, বেড়াপতি।
২ বকপক্ষী।

জায়াজু (স্ত্রী) জায়াজুঃ ভাবঃ জায়াজু। [জায়াজু]।
জায়াজুজীবিন্ (পুং) জায়াজু সজীতনর্ভূতাদিনা অজুজীবতি,
অজু-জীব-গিনি। ১ নট, বেড়াপতি, বাহার জায়া জায়াজু
জীবিকানির্ভাহ করে। ২ দরিদ্র। ৩ বকপক্ষী।

জায়াপতী (পুং) জায়াজু পতিস্ত্রীতৌ বন্যঃ। স্বামী ও স্ত্রী। বন্য
সমাসে জায়াজু পতির সমাস হইতে তিনটি পদ হয়—জায়-
পতী, ম্পতী, জ্পতী। এই শব্দ নিত্য ঋচিনাস্ত।

জায়িন্ (ত্রি) জৈ-গিনি। ১ অয়যুক্ত। (পুং) ২ ঐবকজাতীয়
তালবিশেষ।

“জায়ীতি নান্য ঐবকো দাবিঃশত্যক্ষরাযিতঃ।

সঙ্গিপাতেন তালেন শৃঙ্গারেন্ভীষ্টদৌরসে।”

(সজীতনামো)

জায়ু (পুং) জয়তি যোগান্ জি-উণ্। ১ ঐবধ, ভেবজ। ২ জায়-
মান। “বনেবু জায়ুঃ” (ঋক্ ১৬৭।১) “বনেবু জায়ুঃ অরণ্যেবু
জায়মানঃ” (সারণ) ৩ জেতা। “তে সন্ত জায়ব” (ঋক্ ১০৫।৮)
‘জায়বো জেতারঃ’ (সারণ) (ত্রি) ৪ জয়শীল। “অমিতো
জায়বো রণে” (ঋক্ ১১১।১০) ‘জায়বো জয়শীলাঃ’ (সারণ)
জায়ৈশ্চ (পুং) জি-ঋণ্। জায়জ, জয়শীল। (তৈত্তিরীয়)
অথর্ববেদে জায়জ পাঠ আছে।

“যো হরিমা জায়াজোহজতোদা বিশল্যকঃ” (অথর্ব ১৯।৪৪।২)

জার (পুং) জীর্ঘ্যতি জিঘ্রাঃ সতীকমনেন করণে জু-বঞ্। ১ উপপতি।

“শৃঙ্গো যদধ্য্যৈর জারো ন পোষ মহুমত্ততে” (ভরুঘ্নঃ ২০।৩১)

২ জয়রিতা। “জারকনীনাং পতিজনীনান্” (ঋক্ ১৬৬।৮)

‘কনীনাং কন্তকানাং জারঃ জয়রিতা। যতো বিবাহসময়ে
অমৌ লাভাশ্চিব্রব্যাহোমে সতি তাসাং কন্তাং নিবর্ততে।
অতো জয়রিতেভ্যুচ্যতে’ (সারণ) ৩ পারদারিক। “জারকনীন
হব” (ঋক্ ১১১।৭।৮) ‘জারঃ পারদারিকঃ’ (সারণ)

জারক (ত্রি) জীর্ঘ্যতি, জু-বুল্। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাচক।

জারক (পুং স্ত্রী) জারাজ উপপতে জারতে জার-জন-ক। উপ-
পতিজাত পুত্র, বেঙ্গমা।

“অনুভে জারকঃ কুতো যুতে কুর্জরি গোলকঃ।” (অমর)

জারকপুত্র কোন ধর্মকাণ্ডের অধিকারী হয় না এবং
তাহারা শিষ্ঠাদি দান করিতে পারেন না।

জারজযোগ (পুং) জারজত যুক্তোযোগঃ। জ্যোতির্বোক্ত যোগ-
বিশেষ। জন্ম সময়ে যদি লগ্নে ও চন্দ্রে বৃহস্পতির বৃষ্টি না থাকে,
অথবা রবির সহিত চন্দ্রযুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের
সহিত যদি রবিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বালকের জারজ-
যোগ হইবে। বাদলী, বিতীরা কিম্বা সপ্তমী তিথিতে রবি শনি
বা মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, যুগশিরা, পুনর্নব, উত্তরকর্কসী, চিত্রা,
বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ, ইহাদের কোন
এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)।
ইহাতে বিশেষ এই, ধর্ম কিম্বা ধীন রাশি হইলে যদি জন্ম
কোন গৃহে চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ থাকে এবং চন্দ্র
বা বৃহস্পতির স্ত্রেকানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাত
বালকের জারজযোগ থাকিলেও সে পরজাত নহে জানিবে।

জারজাত (পুং) জারাজ উপপতে জাতঃ জার-জন-ক। উপ-
পতি-জাত পুত্র।

জারজাতক (পুং) জারাজ জাতঃ স্বার্থে কন্। উপপতিপুত্র।
শুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপরা দ্বারা
সন্তানোৎপাদন করে, কিম্বা পুত্র সন্তে দেবের দ্বারা
সন্তানোৎপাদন করায়, তাহা হইলে ঐ উত্তরবিধ সন্তানই
জারজাতক বলিয়া গণ্যত্ব ধনে অধিকারী হইতে পারে না।

“অনিযুক্তা স্ত্রুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তস্ত দেবদ্বাং।

উভৌ তৌ মার্কতো ভাগং জারজাতককামজৌ।” (যজুঃ ১।১৪০)

জারণ (পুং) জায়রতি, জু-গিচ্-লু। ১ জারক জ্রব্যভেদ। আর্ধ্যতে
২ নেন জু-গিচ্-করণে লুট্। ২ জারণ-সাধন জ্রব্যভেদ। কুর্জরি লু।
৩ জীরক। (রাজনি) ভাবে লুট্। (স্ত্রী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন।

১। বৈদ্যকমতে যাহু জ্রব্যাদি ভক্ষণ ও চূর্ণীকৃত করাকে

জারণ কহে। কবিরাঙ্গণ প্রথমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন,
অস্ত্র, হীরক প্রভৃতি শোধান করিয়া পরে নানাবিধ জ্রব্য
সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাকদ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ
দ্রব করিতে থাকেন। এইরূপ একএকবার করিতে করিতে
ঐ সকল জ্রব্যের স্বরূপ লোপ হইয়া যায় এবং উহার ভস্মে
পরিণত হয়। এই ভস্মকে জ্রব্যের নামানুসারে জারিত স্বর্ণ,
জারিত অস্ত্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

(১) “ন লগ্নবিন্দুক শুক দ্বিরীকিতে ন বা শলাকঃ রবিণা সমাহৃতম্।
সপাপকোহর্থেণ বৃত্তো হব্যা শশী লগ্নেণ জাতঃ প্রবর্ত্তি দিক্শরাং।
যারজাত বিতীরাং সপ্তম্যং ভবঃ এককঃ।
রবিসমযুক্তো যার জাজো ভবতি জারকঃ।
শুককেজগতে চন্দ্রে শুক্যকো বাজবেশ্বরি।
ভবত্রেফানে নবাংশে বা জারতে ন পরেণ সঃ।” (জ্যোতিঃ)

জারিত ধাতু ইত্যাদিকে সারিতও বলা হয় এবং স্তম্ভীভূত হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা মৃত বলা যায়। [উদাহরণের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও ভগ্নাংশ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জারণ প্রক্রিয়াকে ইক্সাল্ডিয়েশন্ (Calcination) বা অক্সিডেশন্ (Oxidation) বলা যাইতে পারে। ধাতুস্বাক্ষকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বায়ুস্থিত অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া ঐ ধাতুর যতিচার পরিণত হয়। আবার অক্সিজেন সহিত সংযুক্ত হইলেও ঐ ধাতু প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়া মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল সূত্র। আবার প্রাণাণি কোন কোন বস্তু উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে ধার্মজারক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং কঠিন প্রাণাণি ভস্মে পরিণত হয়। কবিরাজগণ যে উপায়ে জারণ করেন, তাহাতেও নিঃসন্দেহে এই সূত্র মূল ক্রিয়া হয়। তবে তাহাতে আত্মবৈদিক ও অপরাপর কিছু পরিবর্তন ঘটে। বিশেষতঃ ধাতুর জারণাদি সহজ রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জারণের সমগুণসম্পন্ন হইবে তাহা বলা যায় না।

জারণী (জী) জারণ জিয়াং জী। স্থলজীৱক, মোটাজীৱে। (রাসনি)

জারিতা (জী) জারিত তাবঃ তন্ টাপ্। উপপতিত। “শটাপতেরহল্যা জারিতা।”

জারিতিনেয় (পুং জী) জরত্যা অপত্যং ঢক্ (কল্যাণ্য-দীনামিনঃ) পা ৪।১।১২৬) ইতি ইনঙ্। জরতীর পুত্র। জরজি-নোঃপত্যং গুজ্জাদিবাং ঢক্। জরতির পুত্র।

জারৎকার্য (পুং) জরৎকার্যেরপত্যং শিবাদিবাং। জরৎ-কার্যের পুত্র।

জারদ, বোখাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বরদার একটা উপ-বিভাগ। ইহার উত্তরে রেবাকাহা এজেন্সী, পশ্চিমে বরদা উপবিভাগ, দক্ষিণে দাউই উপবিভাগ এবং পূর্বে হালোল জেলা। পরিমাণকল ৩৫০ বর্গমাইল। ইহার ভূমি সমতল ও অল্প পূর্ণ। বিখ্যামিজী, হুবা ও জাহুনবী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। প্রধানকার্য মুক্তিকা চাষ অথবা গীতবর্ষ। কাপাস, বাজরা ও জোয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সাবনি নগর এই উপবিভাগের সদর।

জার্মানবী (জী) একটা বীধি। ইহাতে বিশাখা, অম্বরগা ও কোঠা নক্ষত্র আছে। (বিক্রপু টী ২।৮।৮০) বরাহ-মিহিরের মতে, এই বীধিতে প্রবণা, ধর্মিষ্ঠা ও শভতিবা নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎসং ৯।৩)

জারভর (পুং) জারঃ বিতর্জি গোবরতি, ভূ-পটাদিবাং। জারপোষক।

জারা (দেশজ) করপ্রাপ্ত।

জারাম্বা (জী) জারত আম্রা ৬৩২। উপপতির জাম্বা।

জারিণী (জী) কাহুী, বৈরিণী। “এবাং নিরুতং জারিণীব” (খক্ ১।৩৪।৫) “জারিণীব বধা কামব্যাসনেনাভিভূয়মানা বৈরিণী” (সারণ)

জারিত (ত্রি) জৃ-ণিচ-ক্ত। ১ পোষিত। ২ সারিত।

জারী (জী) জারয়ত জৃ-ণিচ-অচ্ গোবরাদিবাং জী। ওষধ-ভেদ। (মেদিনী) চলিত কথায় জাড়ী।

জারী (আরবী) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সমাচার।

জারু (পুং) জৃ-উণ্। ১ জরায়ু। (ত্রি) ২ জারক।

জারুজ (ত্রি) জারৌ জরৌ জাতঃ জারু-জন-ড। জরায়ুজাত, মহুয়া প্রভৃতি। “বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারু-জানি চ শ্বেদজানি চোড়িজানি” (ঐতরেয় উপঃ ৫।৩।) “জারুজানি জরায়ুজানি মহুয়াদীনী” (ভাষ্য)

জারুধি (পুং) জারু জারকো দ্রব্যভেদো দীরতেন্মিন্ ধা-আধারে কি, উপসং। জ্বলেকর কণিকাকে পরভূত পর্ত-বিশেষ। (ভাগঃ ৫।১৬।২৭)

জারুল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Lagerstocmia regina) এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তুত হয়।

জারুধী (জী) জরুধেন অম্বরবিশেষে নিরুতা, অণু-ভীপ্। নগরীবিশেষ। “জারুধ্যামাহতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ নির্জিতঃ।” (হরিবংশ ১৬ অঃ)

জারুধ্য (ত্রি) জরুধ্য মাংসং স্তোত্রং বা তদর্হতি এষ।

১ মাংসদানপুঠ। ২ স্তোত্রার্থ। ৩ ত্রিগুণ দক্ষিণাত্মক যজ্ঞ।

“ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমহু।

দশাশমেধানাজরে জারুধ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥”

(ভারত ৩।২৯।৭০)

কোন কোন পণ্ডিত জারুধ্য শব্দ করনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রামাণিক, কারণ “জৃ বুভ্যাহুন্” এই উপসর্গযুক্ত জৃধাতুর উত্তর উৎপন্ন করিয়া জরুধ্য এই পদ হয়, পরে জরুধ্য হইতে জারুধ্য হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক প্রয়োগেরও মিল আছে, যথা—“জরুধ্যোহম্বরবিশেষঃ” (বেদভাষ্য) ইত্যাদি।

জাতিক (ত্রি) জর্জিকদেশ বা জরাক জাতি স্বকীয়।

জার্য (ত্রি) জৃ-পাং। ভক্ত্য। “শেবং হি জার্যং বা বিবাহ” (খক্ ৫।৬৪।২) “জার্যং ভক্ত্যং” (সারণ)

জার্যাক (পুং) জার্যঃ সার্যে কন্। যুগভেদ। “কাল্যাপেকী কিতপতিঃ শরীরমিব জার্যাকঃ ॥” (রাসজ্ঞঃ ৫।৩২)।

জাল (পুং লী) জলধাতো জলাদিহাৎ-ণ। মৎস্তাদি বা পত-
পক্ষাদি বহুবর্ধ হ্রস্বানিনির্গত বহু, হাঁদ।

“অভ্যাবৃচ্ তং দেশং নিশিতা জালপক্ষি।

জালং তে যোজয়ামাসু নিঃশেষেণ জনাবিঃ”।

(ভারত ১৩৫০ অঃ)

২ গবাক্ষ। ৩ সমূহ। ৪ কারক। ৫ দস্ত। (মেদিনী)

৬ ইন্দ্রজাল। ৭ গবাক্ষহ্রিঃ।

“গবাক্ষজালৈরতিনিপত্তব্যঃ” (ভট্ট ১১৪)

- ৮ পুশ্চকিকা, কোরক। জালরতি নাথাপ্রশাখাদিত্তিঃ
সংস্পোতি জল শিচ্-অচ্ (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪)
- ৯ কদম্ববৃক্ষ।

কাহাকেও বন্ধনা করিবার জন্ত যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, অথবা দলীল কিম্বা তাহার কোন অংশ পরিবর্তন করা হয়, কিম্বা যদি কাহারও হস্তাকরের অতুল্য লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উদ্ভিন্নরূপ জানিয়া তুমিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্রস্তুত বলা হয়, তবে তাহাকেও জাল কহে। দলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্তিত থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্যন্ত প্রস্তুত লেখকের হইলেও যদি কোন একটা সারবানু কথা পরিবর্তিত করা হয় কিম্বা অসদভিপ্রায়ে যদি কিছু নুতন লেখা হয়, কিম্বা যদি একটা কথা কাটিয়া অথবা উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকেও জাল বলা যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলে বৈরুপ জাল হয়, কোন মৃত অথবা কাল্পনিক ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিলেও ঠিক সেইরূপ জাল হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে নষ্ট করিবার জন্ত যে অসদভিপ্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অতুল্য অথবা তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্তন করা হয়; অথবা কাহারও কতি করিবার জন্ত তাহার সহির অতুল্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কহে। বাহার নামে জাল করা হয়, তাহার হস্তাকরের সহিত যদি জাল দলীলের লেখার সাদৃশ্য থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন অভিজ্ঞ লোকের মনে ছই দলীলের লেখা একজনের হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি বন্ধনা করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেই জাল করা হইল।

যদি কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্ত দলীলে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্বের তারিখ লেখেন, তাহা হইলে তিনি জাল অপরাধে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও ইচ্ছাপত্র (will) প্রস্তুত করিবার কালে তাহাকে বৈরুপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ না করিয়া অথবা করিয়া নিজের

ইচ্ছানুসারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা হইলে তাহার জাল করা হইল। মোটামুটি বন্ধনা করিবার ইচ্ছা করিয়া উক্তরূপ কোন কার্য করিলেই জাল করা হয়।

পূর্বে ইংলণ্ডদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তুত ও ব্যবহার করিত কিম্বা জাল উইল বা কোন আদালতের জাল-দলীল সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিফায়েথ, সিঃ ১৪ বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে প্রতিকাচীর ক্ষতিপূরণ করিতে হইত এবং তাহার ধরনের দ্রুগণ টাকা দিতে হইত। জাল অপরাধীর ছই কাণ কাটিয়া নাগরিক, পুড়াইয়া দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসার বাণিজ্যের বৃদ্ধির সহিত যখন লিখিত কাগজপত্রে অধিক পরিমাণে কার্য হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্ত আইনে নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ আইন চতুর্থ জর্জ এবং এক উইলিয়ম (৪র্থ) সিঃ ৬ বিধি অনুসারে যদি কেহ রাজকীয় মোহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজস্বোচিত অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত; পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও বিনিময়পত্র (Bill of exchange) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। এখন ৭, ৪র্থ উইলিয়ম এবং ১ বিক্টোরিয়া ৮৪ ধারা অনুসারে জালিরাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আইনের বিধান; লোককে কাঁসি দিবার জন্ত নহে।

এখন জালিরাতিগণকে কারাক্ষ করিয়া রাখা হয়। বাহার অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনানুসারে তাহাকে সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কাহাকে বা যাবজ্জীবন বীপান্তরিত করা হয়। কেহ বা এক বৎসরের জন্ত কারাক্ষ থাকে।

বহুপূর্বে বাহার নাম জাল করা হইত, এ হাতের লেখা তাহার কি না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত তাহাকে সাক্ষী মধ্যে গণ্য করা হইত। কিন্তু সফল সময় হাতের লেখা দেখিয়া জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন কোন সময় অন্তরূপ হইতে পারে। যদি কলম ও কাগজ ধারাপ হয়, যদি তাহাকে তড়াৎকাই কিছু লিখিতে হয় এবং যদি কোন কারণে তাহার হাত তখন কাঁপিয়া যায়, তবে তখন তাহার লেখা অন্তরূপ হইতে পারে। এই জন্ত হাতের লেখার সাদৃশ্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয়।

বাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাদিগকে ছই বৎসর পর্যন্ত কারাক্ষ করা বাইতে পারে।

জাল নানাবিধ—দলীলপত্রাদি জাল, টাকা জাল, লোক জাল, ট্যাম্প জাল ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মুদ্রা প্রচলিত; রাজার আদেশানুসারে মুদ্রা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞাতসারে সেইরূপ মুদ্রার অঙ্ককরণ করিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার টাকা জাল করা হয়। নোট জালও সেইরূপ। যে জালমুদ্রা প্রস্তুত করে অথবা যে জানিয়া শুনিয়াও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, বর্তমান আইনানুসারে তাহাকে ৭ বৎসরের জজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। যদি কেহ জালমুদ্রা প্রস্তুত অথবা প্রচলিত করিবার জজ কাহাকে প্রবর্তিত করে, তবে তাহাকেও জালিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত করা হয়।

রাজস্বের জজ রাজার আদেশে যেরূপ ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতি ব্যবহৃত হয়, যদি কেহ গবর্ণমেন্টকে ঠকাইবার জজ ঠিক সেইরূপ ষ্ট্যাম্প নিজে প্রস্তুত করে অথবা ব্যবহার করে, তবে তাহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রকৃত একব্যক্তি এই দলীল খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস করাইয়া কাহাকে ঠকাইবার জজ যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয় অথবা অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে এই দলীল খানি লিখিয়াছেন, এই বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া যদি কোন মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহাকে জাল কহে। কোন ব্যবসায়ীর কতি করিয়া নিজের লাভ করিবার জজ যদি তাহার ব্যবসা-চিহ্ন (Trade-Mark) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক রাখিবার জজ যে চিহ্ন (Property-Mark) ব্যবহার করেন, তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহাকে বঞ্চিত করে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজকে অথবা জজ কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক জাল করা হইল। যাহার নামে পরিচয় দেয়, প্রকৃত পক্ষে সে লোক না থাকিলেও জাল করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেওয়ানি অথবা কোর্টমারী মোকদ্দমার বিচারকালে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যাপরিচয় প্রদানপূর্বক জজ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্যে লিপ্ত হয় এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার নামে কোন বর্ণনাদি দেয়, তবে তাহাকে ভিন্ন বৎসরের জজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

যে প্রদেশের লোক বস্ত্র অধার্মিক ও নষ্টচরিত্র, সে প্রদেশের লোক তত জালিয়াত। পূর্বে ভারতবর্ষে জালের

নামও কেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জালির সংশ্রবে বঙ্গদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমারই প্রথম জাল অপরাধে দণ্ডিত হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বড়মন্ত্রে মহারাজ নন্দকুমার জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই অপরাধে তাহার ফাঁসি হয়। ওয়ারেন্ হেস্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণর হইয়া দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাহার ছই একটা কুকীর্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাহাতে হেস্টিংসের মনে বিজাতীয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। হেস্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের নামে এক জাল দলীল প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার বিচারার্থ সুপ্রিমকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। হেস্টিংসের প্রিয়বন্ধু সর্ ইলাইজা ইম্পি তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল যাহা হইবে, তাহা পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মহারাজের ফাঁসির ছকুম হইল। তখন বঙ্গদেশে ফাঁসি কথাটাও নতুন। বহুদূর হইতে লোকগণ ফাঁসি দেখিতে আসিল এবং যখন তাহার ফাঁসি কি তাহা দেখিতে পাইল, তখন তাহার দৈবের নাম করিতে করিতে গল্পালাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

জালক (স্বী) জল সংবরণে ভাবে ষণ্ড, জালেন দৈবাবরণে কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্ব বা। অক্ষুটকলিকা, কুলের কুঁড়ি।

“প্রত্যাপ্তান্তঃ সমমভিনবৈ জালকৈ মালতীনাম্।” (মেঘদূ ৯৯)

২ কুম্ভাণ্ডাদি কৃত্ত ফল। পর্যায়—কারক। ৩ কোরক। ৪ দস্ত। ৫ কুলায়। ৬ আনায়।

“দৃষ্টিভূষণং বিবলতি বিতীয়ং পটলং গতে।

মক্ষিকান্ মশকান্ কেশান্ জালকানি চ পশ্যতি॥” (সুশ্রুত ৫।৭অঃ)

৭ সমূহ। (শব্দরং)

“বহুঃ কণ্ঠশিরীষরেখিবদনে ঘর্ষান্তস্য জালকম্।” (শকুন্তলা)

৮ বংশলোহাদিনির্মিত জালাকৃতি জব্যবিশেষ। “ততো বহুঃ শলাকাঃ জালকঃ পঞ্জরঃ তথা।” (পঞ্চত ৩।১৭৯) ৯ ভূষণ-বিশেষ, সীতি। ১০ মোচককুল। (মেঘিনী) (পুং) ১১ গবাক। (হেম ৪।৭৮) জানালা।

জালকারক (পুং) জালং কারোতি কৃৎসুল্, জালত কারকো বা।

১ মর্কটক, মাকড়সা। (হেম ৪।২৭২) (ত্রি) ২ জালকারী, জালিয়াৎ, যে ষষ্ঠতা দ্বারা কৃত্রিম দলীলাদি প্রস্তুত করে।

জালকি (পুং) আবুধীবিভেদ, শত্রুব্যবসারিবেশঃ।

“কৌটীকির্জালমালিচ ব্রহ্মপুত্রোহথ জালকিঃ” (সিং কোঁ)
জালকিনী (স্ত্রী) জালকং লোমসমুহস্তদন্তি অস্তাঃ ইনি (অত
ইনি ঠেনে। পা ৫২।১।১৫) ততো জীপ্। মেধী, ভেড়ী।

জালকীট (পুং) জালে পতিভঃ কীটোহস্ত। ১ মর্কট, লতা,
মাকড়সা। ২ মাকড়সার জালে পতিত মশকাদি কীটবিশেষঃ।

জালকীয় (পুং) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শত্রুব্যবসারী।

জালক্ষার্য্য (স্ত্রী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ ৭৭।
ক্ষীরবিষয়ক ভেদ।

“কুমুদরী সূরী জালক্ষার্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি।”

(যুক্তত কল্প ২ অঃ)

জালগর্দভ (পুং) রোগবিশেষ, ক্ষতবা প্রভৃতি।

“বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোখস্তম্বরপাকবান্।

দাহজরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দভঃ।” [সুত্ররোগ দেখ।]

জালগোণিকা (স্ত্রী) জালবৎ গোণ্যা ছিন্নবস্ত্রণ কায়তি কৈ-ক-
ততো ব্রহ্মঃ। দধিমহনের ভাণ্ডবিশেষ, পর্যায় কণ্ডালা। (শব্দরং)

জালজীবিন্ (ত্রি) জালেন জীবিতুং শীলমন্ত জাল-জীব-গিনি।
ধীবর, জেলে।

জালধকা (জলধাকা) উত্তর বঙ্গের একটি নদী। এই নদী
ভূটানে উৎপন্ন হইয়া ভূটান রাজ্য ও দার্জিলিং জেলার
সীমান্তপ্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে জরাইগুড়ী
প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্বমুখে কোচবেহারের
মধ্য দিয়া ধরলা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদীর
গোড়া হইতে কতকদূর ডি-চু ও শেখভাগ সিল্কীমারী নামে
অভিহিত ১ উপনদী পরাং-চু, রং-চু ও মা-চু দার্জিলিং;
মুর্তি ও দীনা জরাইগুড়ীতে এবং মুজানাই, সতঙ্গা, হুহুয়া,
দোলক ও মালখোয়া কোচবেহারে প্রবাহিত। এই নদী অতি
প্রশস্ত, কিন্তু অগভীর।

জালন্ধর, শতঙ্গ ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের
উর্দ্ধাংশ। পূর্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্ত ছিল। এ
প্রদেশের প্রধান সহর জালন্ধর। কোটকালড়া (অথবা
নাগর কোট) নামক স্থানে একটি দুর্গ ছিল, বিপ্লবকালে
জালন্ধরের অধিবাসিগণ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

পদ্মপুরাণে জালন্ধরের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প
আছে—এক সময়ে সাগরের ওরশে গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামক
এক দানবের জন্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাদিয়া
উঠিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতল প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত
হইতে লাগিল। ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্রহ্মা ত্রিলোকের
বিপ্লবশান্ত করণে অতিশয় ভীত হইয়া হংসে আরোহণপূর্বক

সাগরের সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, ‘হে সাগর! তুমি কেন বৃথা এরূপ গভীর ও তরঙ্গ
গর্জন করিতেছ।’ সাগর উত্তর করিল, ‘হে দেবানিদেব। এ
আমার গর্জন নয়; আমার পুত্রের গর্জনে এরূপ শব্দ উৎপন্ন
হইতেছে।’ ব্রহ্মা সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত
হইলেন। সাগরপুত্র ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র জোরে তাঁহার
দাড়ি ধরিয়া টানিল। ব্রহ্মা কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে
পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া
পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল। ব্রহ্মা সাগরশিশুর পরাক্রমে
অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশয়
দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এই জন্য অগতে জলন্ধর
নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা তাহাকে আরও এই বর প্রদান
করিলেন যে, এই বালক দেবগণেরও অজ্ঞের হইবে এবং
আমার অমুগ্রাহে ত্রিলোকের প্রভু হইবে।

সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র
সাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘হে সাগর, তোমার
পুত্র ভূজবলে ত্রিলোকের রাজা হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাত্মা-
দিগের আবাসস্থল জম্বুদ্বীপ হইতে কিছু দূরে সরিয়া
যাও এবং তোমার পুত্রের বাসোপযোগী কিছু স্থান দিয়া
সেই স্থানে তোমার পুত্রকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান
কর।’ দৈত্যগুরু শুক্র এই কথা বলিলে সাগর ৩০০ যোজন
পথ সরিয়া গেল। সেই জলনিযুক্ত স্থান পরে জালন্ধর
নামে খ্যাত হইয়াছে। (পদ্মপুরাণ উত্তরঃ)

উক্ত আখ্যানটী কাল্পনিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত
নহে, ইহার সহিত একটি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ
আছে। জালন্ধরপ্রদেশ গঙ্গা ও সিঙ্কনদের উপত্যকা-
প্রদেশাঙ্গত; পূর্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে
ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার মাহুকের আবাসভূমি হইয়াছে।

জলন্ধর দানবের মুক্য্যস্তম্ভ অতিশয় শোচনীয়। জলন্ধরের
এইরূপ বর ছিল, যতদিন তাহার স্ত্রী বৃন্দার চরিত্র নিকলক্ষ
থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না।
কিন্তু কিছু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে বঞ্চনা করেন।
এই হেতু পরে শিব জলন্ধরকে পরাজয় করিয়াছিলেন।
আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরস্পর যুদ্ধকালে শিব যতবার জলন্ধরের
মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, ততবারই আবার তাহার
মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল। পরিশেষে শিব আর অন্য
উপায় না দেখিয়া কাটা মুক্ত মাটিতে পুত্রিয়া ফেলিলেন।
দানবের শরীর এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে
৩২ কোশ পরিমিত স্থান আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জম্বুদ্বীপ

আধুনিক জালন্ধরতীর্থও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী। জালন্ধর জেলার প্রধান সহরকে হিন্দুগণ জালন্ধরপীঠ কহে। জালন্ধরবাসী হিন্দুগণ বলেন, যে জলন্ধর দানবকে কবরিত করা হইলে তাহার মৃতক বিপাশা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ জাগান্ধী নামক স্থানে বিস্তৃত হইরাছিল; তাহার শরীর শতক্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার পিঠ জালন্ধর জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মূলতানে পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে এই আখ্যানটির সহিত এই প্রদেশের আকৃতির সামঞ্জস্য আছে। নন্দয়োন নামক স্থান হইতে শতক্র ও বিপাশানদী ২৪ মাইল অগ্রসর হইয়া দানবের পৃষ্ঠাকারে পরিণত হইরাছে, তৎপরে নদী পৃথক হইয়া ১৬ মাইল পর্যন্ত বাইরা স্বল্পদেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন ঐ ২৪ নদী কিরোজপুরে পরস্পর মিলিত হইরাছে, কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বে ১৬ মাইলের অধিক দূরে মিলিত হইয়া দানবের কটিদেশের সৃষ্টি এবং মূলতান পর্যন্ত সমান্তরাল রেখায় ছই নদী প্রবাহিত হইয়া পাদদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল।

জালন্ধর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি উত্তম গল্প আছে। জলন্ধর নামে একটি রাক্ষস ছিল। যখন ভগবান্ অন্তবেদী সৃষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষস অতিশয় বাধা প্রদান করে। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসকে নিহত করেন। রাক্ষস আহত হইলে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটি নগর নির্মিত হইল। এই নগর জালন্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থল হইতে উত্তরদিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্মাণ হয়; পরে অস্ত্রাঙ্ক স্থান অধিকৃত হইরাছে। কতদূর ব্যাপিরা এই রাক্ষস নিপাতিত ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, নিখল নদীর উপর জিরাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নীচে জালন্ধর রাক্ষসের মৃতক নিহিত আছে। এই স্থান ও পালান্দপুরের মধ্যবর্তী জলন্দর প্রদেশকে জালন্ধরের জী বৃদ্ধার নামাঙ্কিত করে। এই রাক্ষসের মৃতক বৈভবনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্বকোণে সুনসালে স্তম্ভেশ্বরের মন্দিরের নীচে নিহিত আছে। একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং অপর হাত বৈভবনাথে স্থাপিত। ইহার পদম্বল জাগান্ধীর দক্ষিণে বিপাশা নদীর পশ্চিমপ্রান্তে কাপপুরে অবস্থিত।

শতক্র ও চক্রভাঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ জিগর্ভ অথবা জৈগর্ভদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতক্র, বিপাশা ও চক্রভাঙ্গা এই তিনটি নদী প্রবাহিত, এইজন্য ইহাকে

জিগর্ভ বলা যায়। মহাত্মারত, পুরাণ ও কাশ্মীরের ইতিহাস রাক্ষস-ভয়দ্বীপ নামক গ্রন্থে জিগর্ভ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র ও 'জিগর্ভ' জালন্ধরের ঐতিহ্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

জালন্ধরের রাজবংশ অতি প্রাচীন। রাজবংশীয়গণ বলেন, তাঁহারা চন্দ্রবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ সূশর্মা আধুনিক মূলতানে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি কোরব-পাণ্ডব-সমরে হর্যোথনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইহারা সর্বস্বান্ত হইয়া সূশর্মা-চন্দ্রের অধীনে জালন্ধরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং কোটিকালডার একটি দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। জালন্ধরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া চন্দ্র উপাধি ধারণ করেন। তাঁহারা বলেন, ইহাদিগের পূর্বপুরুষ সূশর্মা রাজার সময় হইতেই তাঁহারা চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোম কোন মুসলমান গ্রন্থকারের বর্ণনার অবগত হওয়া যায় যে জালন্ধরের রাজগণ বহুপূর্ব হইতে চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জালন্ধরের রাজার নাম জয়চন্দ্র ছিল। কল্পণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে জিগর্ভ-রাজ পৃথ্বীচন্দ্র শতরবর্মার তলে পরাজয় করেন। ১০৪০ খৃঃ অব্দে ইন্দুচন্দ্র জালন্ধরের রাজা ছিলেন।

জিগর্ভ রাজাদিগের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করা অতিশয় দুঃস্বপ্ন। কোন সময়ে নিকটবর্তী দক্ষিণ প্রদেশীয় রাজগণ জিগর্ভের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া গইরাছেন; আবার জিগর্ভরাজগণ প্রবল হইয়া স্বরাজ্য পুরার অধিকার করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন জিগর্ভ-রাজগণ তাঁহাদের সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই; তাঁহারা শকদিগের অধীনে করদ রাজা ছিলেন এবং যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের প্রাচীন দুর্গ কোটিকালডা অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময় মহম্মদ জোগলক এই দুর্গ অধিকার করিয়া গইরাছিলেন, কিন্তু তাহা আবার রাজা রণঠাকুরের হস্তে পতিত হয়; পুনরায় কোরো-শা তাহা অধিকার করেন। পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় জিগর্ভরাজ এই দুর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং সতাই অকবরের সময় পর্যন্ত এই দুর্গ তাঁহাদিগেরই অধীন ছিল। অকবরের সময় রাজা ধর্মচন্দ্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা জৈলোক্যচন্দ্র জাহাঙ্গীরের সময় বিজোহী হন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কালক্রমে

রাজা সমারচন্দ্র কোটকাড়। দুর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু শেষে গোবর্ধনেশ্বর কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া রণজিৎসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হইরাছিলেন। সাহায্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্তু কোটকাড় দুর্গ সেই অবধি জালন্ধর রাজাদিগের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইল।

চীনপ্রমণকারী হিউএনসিয়াং ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে জালন্ধর-রাজত্ববনে আভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি জালন্ধররাজকে উত্তিভো নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদিমকে তিনি উত্তিভো (উদিত) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৪ খৃঃ অব্দে জয়চন্দ্র জিগর্তের রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্রের পর ক্রমাগত ১৮ জন রাজা রাজত্ব করেন, পরে ১০২৯ খৃঃ অব্দে ইন্দ্রচন্দ্র জালন্ধর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর হইতে রাজা রূপচন্দ্রের সময় পর্যন্ত ৩৪ জন রাজা হন। রাজা রূপচন্দ্রের পর ৪৭ জন রাজা জালন্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে রণবীরচন্দ্র রাজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হন। রূপচন্দ্রের বংশে হরি ও কর্ণ নামে দুই ভ্রাতা জয়গ্রহণ করেন। হরি জ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একথা হরসর নামক স্থানে একটা কূপের মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অতুসন্ধানও তাঁহাকে পাওয়া গেল না; সুতরাং তাঁহার ভ্রাতা কর্ণ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ২ দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাপারী তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্বেই তাঁহার প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য কিরিয়া পাইলেন না, তাঁহাকে গুণ্ডার নামক ১টা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদত্ত হইল। সেই অবধি গুণ্ডারেও জালন্ধররাজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন।

প্রাচীন জিগর্তরাজ্যে জালন্ধর, পাঠানকোট, হরমেরি, কোটকাড়, বৈভনাথ এবং জালামুখীর দেবমন্দির এই কএকটাই প্রসিদ্ধ।

১ অধুনা জালন্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটা রাজ্য বিভাগ বুঝায়। ইহার অধীনে জালন্ধর, হসিয়ারপুর এবং কাঙ্গড়া এই তিনটা জেলা আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষা° ৩০° ৫৬' ৩০" হইতে ৩২° ২৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৬' ৩০" হইতে ৭৭° ৪২' ১৫" পূঃ। জালন্ধরের মির প্রান্তরভূমি মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্শ্ববর্তী প্রদেশে বাইরা বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ দুর্গ কাঙ্গড়ার নামানুসারে সে স্থানও কাঙ্গড়া নামে বিখ্যাত হইরাছে। এ স্থানকে কেহ কেহ কটোচা বলিয়া থাকেন।

দুর্গীশ অধিকারভুক্ত জালন্ধর প্রদেশে হিন্দু ও শিখ-ধর্মাবলম্বী জাতি, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, জৈন, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতির বাস। জালন্ধরের উত্তপ্রদেশে অনেকগুলি কূপ আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বহু পরিমাণে ধসিল পদার্থ মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটা উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; ইহার জল ৫৫৮° ফিট উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। মণিকর্ণের নিকট পার্শ্ববর্তী ভুবারপ্রোত প্রবাহিত। এই স্থানে বিসং নামে একটা গন্ধকগর্ত উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

জালন্ধরের কোহিমান, জুখত ও মন্দি উপত্যকার এবং মন্দিনগরের নিকটবর্তী পন্নীগ্রামগুলিতে যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি গমন করে, তখন সেই সেই পন্নীবাসিনী জীলোকগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। জীলোকগণ জ্বলন্ত জ্বলন্ত বসন ভূষণ পরিধান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনাত্মক গীতি গান করে। এই উপলক্ষে সেই আগন্তুককে প্রতি দলে একটা করিয়া টাকা বিতে হয়।

জালন্ধর বিভাগের ভূপরিমাণ ১২৫১ বর্গমাইল। এই বিভাগে ৩১টা প্রধান সহর ও ৩৯১১ খালি গ্রাম আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২০৫৬৭ জন লোকের বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লোকের বাস। অতএব দেখা যাইতেছে সহরের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ২৭ অংশ।

৭৪০৫৫২৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৮৭২৬ একর জমি আবাদ করা হয়। ৫০২৮০৫ একর জমি আবাদ করা যাইতে পারে না। এই ভূমির প্রায় ১২ অংশ পর্ত্তসমুল।

এই স্থানের উৎপন্ন জব্যোজ মধ্যে যব, ধান, গম, তিল, জোয়ার, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, ভাদাক, নীল, পেভা ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৩০৪৭১ টাকা ছিল। জালন্ধর বিভাগ একজন কমিশনের অধীন। বিচারকার্যের জন্য এখানে একজন সহকারী কমিশনের আছেন। এই বিভাগে ৩ জন ডেপুটি কমিশনের এবং কার্য নির্বাহের জন্য প্রত্যেকরই এক এক সহকারী আছে। এ ছাড়া ৩ জন সহকারী কমিশনের, ৮ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনের, ১ জন সেনানিবাসের মাজি-ষ্ট্রেট, ১০ জন তহসীলদার, ১০ জন সুন্দক এবং কতকগুলি অধীনস্থ কর্মচারী আছে।

২ দুর্গীশ অধিকারভুক্ত জালন্ধর জেলা পঞ্জাব গবর্নমেন্টের অধীন। অক্ষা° ৩০° ৫৬' ৩০" হইতে ৩১° ৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৬' ৩০" ও ৭৭° ৪২' ১৫" পূঃ। এই জেলা

জালন্ধর বিভাগের দক্ষিণসীমার অবস্থিত। ইহার উত্তর পূর্বকোণে হসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপূরথলা মিত্ররাজ্য, ও দক্ষিণে শতদ্রু নদী। জালন্ধর বিভাগের লোকসংখ্যার শতকরা ৪.১২ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাণের শতকরা ১.২৪ বর্গমাইল ভূমি জালন্ধর জেলার আছে। এই জেলা ৪টা তহসীল অথবা মহকুমায় বিভক্ত। জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর ফিরোজ এবং দক্ষিণাংশ নাকোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ ১৩২২ বর্গমাইল। রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্মচারিগণ জালন্ধরে অবস্থিত করেন। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী একটা ত্রিকোণাকার ভূমি জালন্ধর অথবা বিসংদোরাব নামে খ্যাত। এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপূরথলা রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক অংশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত। পঞ্জাবের মধ্যে এই দোয়াবই সর্বাধিক উর্বরা। ইহার কোন কোন স্থান বাসুকান্তরাত দেখা যায়, কিন্তু বাসুকাকীর্ণ স্থান অতি বিরল। ইহার প্রায় সকল স্থলেই নানাপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে। এই দোয়াবের মধ্যবর্তী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই। ইহার রাহগ মালভূমিটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০১২ ফিট উচ্চ, কিন্তু হিউন্ সহরের দিকে ইহা অতিশয় নিম্ন। এই প্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে ১৫ ফিট জল থাকে। মাঝারি নোকা এই নদীতে বারমাস গভীরত করিতে পারে। ফিরোজের নিকট শতদ্রু নদীর উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটা সেতু আছে। গ্রাণ্ডট্রাক রাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর জন্য শীতকালে নদীর উপর নোকার সেতু প্রস্তুত হয়। হসিয়ারপুর জেলায় শিবালিক পাহাড় হইতে দুইটা ক্ষুদ্র প্রান্ত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত হইয়া দুইটা বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটা শ্বেত অথবা পূর্ব-বেন, অপরটা কৃষ্ণ অথবা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীয়টা কপূরথলা ও প্রথমটা জালন্ধরপ্রদেশে প্রবাহিত। এই জেলার কতকগুলি ঝিল আছে; তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়। গ্রীষ্মকালেও সেই জল একেবারে শুকাইয়া যায় না। রাহগের নিকটের ঝিলই সর্বাধিক বৃহৎ, তাহা ৮৬০০ ফিট দীর্ঘ এবং ৩০০০ ফিট প্রস্থ। ফিরোজের নিকটবর্তী ঝিলটাও অতিশয় বৃহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী বাস করে। জালন্ধরে বহুপরিমাণে ককর পাওয়া যায়। এখানে হিংস্র পশু বিরল।

সম্রাট অকবরের সময় জালন্ধর সরকার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর সম্রাটকে কিছু কয় বিয়া কর্তব্য বাধীনভাবে রাজস্ব করিতেন। এই প্রদেশের শেষ মুঘলশাসন শাসনকর্তা আবিলাবেগ ইতিমধ্যে অগমিত। মুঘলশাসন অবসরকালে

কতকগুলি শিখ সর্দার অল্পবলে জালন্ধরের স্থানে স্থানে স্বাধীনভাবে রাজস্ব করিতেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ কয়জউল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের (দলের) হস্তগত হয়; সেই সময়ে খুশাসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন। খুশালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই সহরে একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃঃ অব্দে রণজিংসিংহ দেওয়ান মোকামটাদকে কয়জউল্লাপুরিয়া রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন। সেই অবধি এই জেলা রণজিংসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত এবং সর্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত করা হয়। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং একজন কমিসনার এই প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ পরোকে লাহোরস্থ বৃটীশ রেসিডেন্টের শাসনাধীন করা হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত হইলে এই প্রদেশের শাসনকার্য সাধারণ নিয়ম অনুসারেই চলিতে থাকে। জালন্ধর কমিসনারের বসতিস্থল রূপে নির্ধারিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালন্ধর, হসিয়ারপুর ও কাণ্ডা এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এই প্রদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম মোহিউদ্দীন অত্যধিক রাজস্ব আদায় করিয়া অধিবাসিদিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ সেরূপ নীতি অবলম্বন করেন নাই। পূর্বে কয়জউল্লাপুরিয়া মিশিলের অধীনে অতিশয় দরাসু ও জারবানু শিখশাসনকর্তা রূপলাল যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইরূপ ভাবে কার্য করিয়া আসিতেছেন।

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টা প্রধান সহর—জালন্ধর, কর্তারপুর, আলবালপুর, আদমপুর, বজা, নবসহর, রাহগ, ফিরোজ, নূরমহল, মহাতপুর, নাকোদর, বিলগা, জানদিবালা, কৃষ্ণা ও কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষা প্রচলিত; নিম্নপ্রণীত লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা কহে।

প্রদেশের ১৩৬৬০২৮৩ একর আবাবী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ একর জমীতে জলসিকন করিতে হয়। জলসিকনের জন্য স্থানে স্থানে কূপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মে এবং তাহা বিক্রয় করিয়াই চাষী প্রজাগণ তাহাদিগের রাজস্ব পরিশোধ করে। এখানে গাভী, বুধ, অধ, অধতরী, পর্দত, ভেড়া ও ছাগল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কোন জমী ভাল করিবার জন্য যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত হয়, তাহার বেতন বস্ত্রপ ক্রিষ্ণ কলস পাইয়া থাকে।

• ব্যবসায় বাণিজ্য—মুখিয়ানা, কিরোজপুর এবং নিকটবর্তী স্থান হইতে জালন্ধরে শস্তাদি আমদানী হয়, কিন্তু সময় সময় জালন্ধর হইতেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্গদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার ইক্ষুদণ্ডই প্রধান পণ্য দ্রব্য। এ স্থানের চিনি ও গুড় বিকানের, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত ইক্ষু মাড়ার শক অনবরতই শুনা যায়। কোন কোন গ্রামে ৫০টারও অধিক আক মাড়িবার কল আছে। জালন্ধরের অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ ফেলিয়া দেয়, তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করে। জালন্ধর রাহণ, কর্তারপুর এবং নূরমহলে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। জালন্ধরের ঘাট নামক বস্ত্র অতিশয় সুলভ ও চাকচিক্যময়। এখানকার সুসি নামক বসনও মন্দ নয়। এখানে একশতের অধিক তাঁত চলিতেছে; এই সমস্ত তাঁতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোনা হয়। এখানে সচরাচর পাগড়ির জন্ম লুজি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার চাদর ও মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়; জালন্ধরের কাপড়ের মধ্যে তাঁহাই অতি প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরের দারু-কার্য অতিশয় মনোহর; কাঠের উপর অতি সুলভ চিত্র থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ ‘কামাগরি’ কহে। ইহা এত সুলভ যে এক একটীর মূল্য ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুলভ চেয়ার প্রস্তুত হয়; শিশু ও তুণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তুত করা হয়। খাম্বানানের কাঠের কার্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জালন্ধরে সোণের পাত ও একপ্রকার মনোহর সোণার জরি প্রস্তুত হয়। এখানকার মুখরকার্যও মন্দ নয়; ধূমপানের জন্ম একপ্রকার ছিলম্ ও মর্তবান্ প্রস্তুত হয়; তাহার মূল্যও অধিক।

জালন্ধর জেলায় ৪২ মাইল রেলপথ আছে। কিল্লোর, কণবারা, জালন্ধরসৈয়দাবাদের নিকট ও জালন্ধর সহরে সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ষ্টেশন আছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তার শতজুনদী পর্য্যন্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হসিয়ানপুর হইতে কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত একটা ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। রেলপথে ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইয়াছে।

জালন্ধর জেলায় একজন ডেপুটি কমিসনর, একজন কি দুইজন সহকারী এবং দুই কি ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর থাকেন। অতিরিক্ত কমিসনরদিগের মধ্যে একজন যুরোপীয় হওয়া চাই। এততির রাজস্ব ও চিকিৎসা-

বিভাগের কর্মচারিগণও তথায় অবস্থিতি করেন। পুলিশে ৩৬৪ জন স্থায়ী কর্মচারী থাকে। মিউনিসিপাল পুলিশে ১০০ জন এবং সেনানিবাসের পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেবল আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার। গবর্নমেন্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৫৭। এছাড়া আর আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত প্রত্যেক জেলা ৪টা তহসীল এবং ৯টা থানা বিভক্ত।

জালন্ধর প্রদেশের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪২ ইঞ্চি। এখানে ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ অধিক। সময় সময় বসন্তরোগে অনেক লোক মৃত্যুশুখে পতিত হয়। প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই উদরাময় রোগাক্রান্ত। জালন্ধর জেলায় স্থানীয় লোকগণের চাদার ৭টা মাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

৩ জালন্ধর জেলার উত্তরাংশের তহসীলটি জালন্ধর নামে খ্যাত। অক্ষা° ৩১° ১২' হইতে ৩১° ৩৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮' ১৫" হইতে ৭৫° ৫১' ৩০" পূঃ। এই তহসীলের অধীনে ২৭৫ গ্রাম আছে। এই প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গম, তৈল, যব, জোয়ার, ছোলা, তুলা, পাট, ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তহসীলের শাসনকার্য্যনির্বাহার্থ একজন ছোটআদালতের জজ, একজন তহসীলদার, ২জন মুন্সেফ এবং ৩ জন অবৈ-তনিক মাজিস্ট্রেট আছেন। এই তহসীলের অধীনে ৪টা থানা, ১৪৪ জন স্থায়ী পুলিশ কর্মচারী এবং ৩৭৪ জন চৌকিদার আছে।

৪ জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালন্ধর জেলার প্রধান সহর; এখানে মিউনিসিপালিটি ও সৈন্তাবাস আছে। অক্ষা° ৩১° ১৯' ৩৬" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬' ৪৮" পূঃ। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এবং সিন্ধুপঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

জালন্ধর পূর্বে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএনসিয়াং লিখিয়াছেন যে, এই সহরের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টা অতি প্রাচীন সন্ন্যাসের আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমান-দিগের অধীন করেন। মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে এই সহর শতজু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দোরাবের রাজধানী ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। সহর হইতে এক মাইল কি দুই মাইল দূরে অনেক-গুলি বসতি এবং একটা সুলভ সরাই আছে। কথিত আছে, ইমামউদ্দীনের প্রতিনিধি সেখ করিমবক্স সেই সরাই নির্মাণ করিয়াছিলেন।

জালন্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯ জন মুসলমান,

১৫৬৯জন খৃষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিখ এবং তিন জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২০২। এখানে আমেরিকার প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের একটি স্কুল আছে। এখানে উক্ত পারসিদিগের একটি খ্রী-বিদ্যালয়ও আছে। এই সহরে একটি দরিজ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্বশ্রেণীর দরিজ্রগণই সাহায্য পাইয়া থাকে। সহর হইতে ৪ মাইল দূরে সৈন্ডাবাস স্থাপিত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। এই সৈন্ডাবাসের ভূপ্রতিমাণ ৭৬ বর্গমাইল। জালন্ধর জুর্গে একদল যুরোপীয় পদাতিক, একদল গোলন্দাজ ও একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্ড আছে।

ইহা একটি গীঠস্থান, এই স্থানে ভগবতীর বাসন্তন পতিত হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, মহাকালের নাম ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখীমূর্তি এই স্থানে বিরাজিত আছেন। "জালন্ধরে বিশ্বমুখী ভারী কিরিকর্ণকতে" (দেবীভাগ ৭।৩০।৭২) ৫ জালন্ধরদেশবাসী। ৬ দৈত্যবিশেষ।

"পুরা জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকল্পনং।

পাদাভূতং রেখাত্তকং সৃষ্টী হরেহিহরং।" (কাশীখণ্ড ২।১১০৬)

৭ ঋষিবিশেষ। (ব্যাকরণ)

জালন্ধরায়ন (পুং) জলন্ধরের অপত্য।

জালন্ধরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈদ্য।

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদৌ বভ। হংস।

"টিউতঃ জালপাদক কোকিলং কুজুং তথা।" (সম্বর্ড)

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্তু প্রাশ-
চিত না করিলে পাতিত্যাগে অয়ে।

"হংসং প্যাবতকৈব জুকু। চাক্সারগকরেং।" (স্বতি)

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদৌহত। হংস।

"জালপাদজুকৌ ভৌ তু পাদমোচ্চক্লমকৌ।"

(ভারত ১২।১৩৪ অঃ)

২ শরীর পক্ষী।

৩ যে সকল পণ্ডর পদ যকে আবৃত্ত হইয়া মন্তের ভানার
ভার কার্য নিশার করে (Pinnepedia)। বধা সিদ্ধঘোটক,
সীল প্রভৃতি।

জালপদ ভক্তা অমুরোত্তবদেশে বরণাদিষাণ্ পূবোদরাদিষাণ্ডা-
নোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ।

জালপ্রায়ী (স্ত্রী) জালত প্রায়ো বাহন্যং বভ বহতী। লোহনর
অঙ্গরক্ষী, বর্ষ, লোহার সীজোরা।

জালভূজ (স্ত্রী) বাহার অঙ্গুলি জালবৎ যকে আঁটা।

জালমানি (পুং) ১ শত্রুবাদনারিবিশেষ। ২ ত্রিগর্ভের অধি-
বাসিতেন। [জালকি দেখ।]

জালবৎ (স্ত্রী) ১ ভক্তবৎ। ২ সীজোরা মারা ঢাকা। ৩ কপট।
জালববুরক (পুং) জালাকারো ববুরকঃ। দৃঢ় দৃঢ় কণ্টক-
যুক্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ শাখাবিশিষ্ট হ্রদগর্গ ববুর জাতীয় বৃক-
ভেন। পর্যায়—ছত্রাক, যুগকণ্টক, শুল্কশাখ, তুলুছার ও
বজ্রকণ্ট। চলিত কথায় কীটা-বাবলা। ইহার গুণ—বাতাময় ও
ককনাশক, পিত্তদাহকারক, কষায়, উষ্ণ। (রাজনিং)
কোথারও বজ্রকণ্ট স্থানে রক্তকণ্ট পাঠ দেখা যায়।

জালবাল (পুং) মন্তভক্ত, বাহাল।

জালভূদ (স্ত্রী) জলপ্রচুরো ভূদঃ ভক্তেনং বা, শিবাদিষাণ্।

জলবহল হ্রদোৎপন্ন, জলপ্রচুরহ্রদসম্বন্ধীয়।

জালা (দেশজ) অলিঙ্গর, জলাদি রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ।

জালাক (পুং) জালমিবাকি-বহু। গবাক, জানালা।

"হেমজালাক নির্গচ্ছকুমেনান্তরগচ্ছিনা।" (ভাগ ৮।১৫।১২)

জালালখেরা, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার একটি সহর।
অক্ষা° ২১° ২৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৭' পূঃ। কাতোলের ১৪
মাইল পশ্চিমে জাম ও বর্দানদীঘরের সম্মেলন নিকট অব-
স্থিত। অধিবাসিগণ অধিকাংশ কৃষক। প্রবাদ আছে, এই
নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাস ছিল, পরে পাঠান-
সৈন্তের অত্যাচারে এই সহর বিলুপ্ত হয়। এখনও সহরের
চতুর্দিকে প্রায় ২ বর্গমাইল স্থানে প্রাচীন নগরের ভাষাবশেষ
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, আমনের ও
জালালখেরা পূর্বে একটি বৃহৎ নগর ছিল।

জালালপুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত জুরাট জেলার
একটি উপবিভাগ। উত্তরে পূর্বানদী, পূর্বে বরদা উপবিভাগ,
দক্ষিণে অধিকানদী, পশ্চিমে আরবসাগর। দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল,
প্রস্থে ১৬ মাইল, পরিমাণকল প্রায় ১৮৯ বর্গমাইল। গ্রাম
সংখ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিময় এবং সমুদ্রের দিকে
ক্রমান্বয়ে হইয়া লবণময় জলায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র-
কূলে লবণভূমি ব্যতীত ইহার সর্বত্র উর্বরা এবং অল্পর-
ক্ষণে করিত হইয়া থাকে। নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য
আছে। গ্রামগুলি বৃহৎ ও বর্ধিত। সমুদ্রকূল ব্যতীত
পূর্ণা ও অধিকা নদীতীরে বিস্তীর্ণ লবণময় জলা আছে।
১৮৭৫ খৃঃ অব্দে জলাভূমির প্রায় অর্ধেক অংশে আবাদ করি-
বার চেষ্টা হয়। তদবধি উহাতে অল্প পরিমাণে যাক্স জন্মি-
তেছে। জোরার, বাজরা ও তুল প্রধান শস্য। তত্তির নানাবিধ
কলাই, ছোলা, সরিষা, ভিল, ইক্ষু, কলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাভাবিক। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪
ইঞ্চি। ইহাতে ঐকী কোকশারী আমালত ও ১টা বান আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটি

তহসীল। বেতবা নদীর দক্ষিণকূলে বিস্তৃত। এখন ইহাকে মুন্সরা কহে। [মুন্সরা দেখ।]

৩ পঞ্চাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার গুজরাট তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ৩২° ২১' ৩৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৫' ৫০" পূঃ। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দূরে সৈন্য-কোণে অবস্থিত। এখানে চতুর্দিকে উর্বরা শস্তক্ষেত্রের মধ্যে একটি চতুষ্পথ আছে। ইহা হইতে চারিটা রাস্তা চারিদিকে শিয়ালকোট, ঝিলমু, জম্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে। স্থানীয় বাজার ও অনেক স্থানীয় স্থানীয় আটালিকাদি আছে। এখানে কাশ্মীরীশালের বিস্তীর্ণ বাবসা চলে। পূর্বে ঐ ব্যবসার খুব উন্নতি ছিল। কিন্তু ক্রমশীঃপ্রসারিত যুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে শালের কাটুতি কম হওয়ার এখানকার ব্যবসারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এখানে একটি ভাল গবর্মেণ্ট স্কুল, টাউন হল, সরাই, বাজা ও ঔষধালয় আছে।

৪ পঞ্চাবের মুলতান জেলার লোধয়ান তহসীলের একটি ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০' ১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৬' ৫০" পূঃ। শতক্ষ ও ত্রিমাব নদীর তীরে সমুদ্রতল হইতে ১২ মাইল উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ গৃহ ইষ্টকনির্মিত, বজা হইতে রক্ত পাইবার জন্য চতুর্দিকে বাঁধ আছে। এখানে সৈয়দ মুলতান আফগান নামক ফকিরের কবর আছে। প্রবাদ এইরূপ, ইহার ভূত ছাড়াইবার অতুত শক্তি ছিল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়।

৫ পঞ্চাবের অন্তর্গত ঝিলমু জেলার ঝিলমু তহসীলের একটি পুরাতন সহর। অক্ষা° ৩২° ৩৯' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ২৭' ৫০" পূঃ। এই সহর বিত্তা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুন্ড্রাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা নদীতে আলেকজান্ডারের প্রিয় অশ্ব হত হইলে, তাহার স্মরণার্থ আলেকজান্ডার যে নগর নির্মাণ করেন, ইহা সেই প্রাচীন বুদ্ধকল নগর। অতাপি ইহার সমুদ্রতল হইতে ১০০০ ফিট উচ্চ পর্বতচূড়ার প্রাচীন প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। এই সকল ভগ্নভূত্বের মধ্যে ঐক-বস্ত্রের রাজাদিগের সম-কালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার বিস্তার বর্তমান সহরের চতুর্দিক ছিল। পরে বিত্তানদী পূর্বদিকে ৫ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্বগোবর লুপ্ত করিয়াছে। বর্তমান অধিবাসিগণ কুজিবী।

জালালপুর দেহী, অধোধ্যগ্রদেশে রায়বরেলী জেলার দল্লো তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ২৬° ২' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৬২' পূঃ। এই সহর দল্লো হইতে ৮ মাইল পূর্বে এবং রায়বরেলী হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে দেহী নামক

এক প্রাচীন ধর্মোপনিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত। এখানে প্রতি পক্ষে সহরের কিছু দূরে একটি হাট বসে।

জালালপুর নহরী, অধোধ্যগ্রদেশে ফরজাবাদ জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৬° ৩৭' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ১০' ৩০" পূঃ। এই সহর ফরজাবাদের ৫২ মাইল দূরে তমসা নদীতীরে অবস্থিত। তমসা এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত গভীর খাত মধ্যে কুটিল গতিতে প্রবাহিত। এখানে বিস্তর তত্ত্বাবর বাস করে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এখানকার তত্ত্বাবরগণ প্রত্যেক কাপড়ের উপর শিকি পরসা চাঁদা তুলিয়া চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের পূর্বদিকে একটি ইমামবাড়া নির্মাণ করে।

জালালাবাদ, ১ আফগানস্থানের কাবুল বিভাগের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ৩৪° ২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ২৬' পূঃ। এই নগর কাবুল হইতে ১০০ মাইল পূর্বে এবং পেশাবর হইতে ৯১ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ কূলে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ ও পেশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবন্ধ এবং জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যে জগদলক, খুর্দকাবুল প্রভৃতি গিরিবন্ধ আছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সময় নগর-প্রাচীর ২১০০ গজ দীর্ঘ ছিল। ঐ সময়ে প্রাচীর মধ্যে ৩০০ গৃহ ও ২০০০ অধিবাসী বাস করিত। এই প্রাচীরের বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পূর্ব প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ থাকার শত্রুদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বিখ্যাত পর্যটক বার্গেস সাহেবের মতে, জালালাবাদ নগর প্রাচ্য অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। ব্যবসা সম্বন্ধে ইহার অবস্থান সুবিধাজনক। পেশাবর হইতে কাবুলের রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে, তদ্বির জালালাবাদ হইতে দেহবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বামিয়ান ও ইরাকন্দ পর্যন্ত রাস্তা আছে।

জালালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ শাসনকর্তা ও একজন মোস্তা বা কাজি একত্র বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। এখানে জারবিচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাপন-কালে সম্রাট অকবর এই নগর স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহজহানের সময় এখানে দুর্গ নির্মিত হয়।

জালালাবাদ নগর হইবার ইংরাজসৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খৃঃ অব্দে; এই সময়ে সন্ন্যাসী সেল স্টেসে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী মহম্মদ অকবরের সহিত ১৮৪১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর হইতে

১৮৪২ খৃঃ অব্দের এপ্রেল পর্বত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক বাইরা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। জেনারেল এলফিনষ্টোন কান্দুল যুদ্ধে সমলে নিহত হইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দের প্রথমেই জালালাবাদে পৌঁছেন।

দ্বিতীয়বার ১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে আফগান যুদ্ধের সময় জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈন্তের সমাবেশ হয়। এই সময় এখানকার বাংলা-হিসার অর্থাৎ দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত এবং দুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাসপাতালাদি নির্মিত হয়। যুদ্ধের সময় এখানে রসদ থাকিত।

২ অযোধ্যার হুদৌদৌ জেলার একটি সহর। মল্লানবান নগরের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কনৌজ ব্রাহ্মণ। এখানে পক্ষান্তরে একটি হাট বসে।

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৯° ৩৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮' ৪৫" পূঃ। এই সহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইতে শাহরগপুরের পথে কৃষ্ণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে রবি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসে। সহরের অনতিদূরে রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-প্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ দুর্গে ১৫ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটি কূপ ও একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে। জাবিতা খাঁর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রগণ এই নগর অনেকবার সূঠন করে। আজিও জাবিতার বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি সহরের নিকট নিকর ভূমি ভোগ করিতেছে। শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়া এই স্থান অন্ন করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ শাস্ত ছিল।

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৭° ৪৩' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪১' ৫০" পূঃ। এই সহর জালালাবাদ তহসীলের সদর। শাহজহানপুরের ১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঞ্জ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। গোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে দুইটা পাক্কি মেলা হয়। তহসীলদারের আদালত, থানা, ডাকঘর ও দেশীয় তাবা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে। এই নগরের অবস্থা অতি হীন। বাজার ক্ষুদ্র, দোকানের সংখ্যা অল্প এবং রাস্তা সকল বাঁধান নহে।

৫ উক্ত জেলার একটি তহসীল, গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত।

রামগঞ্জা ও সোত নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই তহসীলের ভূমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। সর্ব পূর্বভাগে প্রায় ৪০ মাইল স্থান অধিকাংশ বালুকাময়, তথায় অত্যন্ন গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। মধ্যভাগ রামগঞ্জা ও বহুল নদীর তীরবর্তী ১২৮ বর্গমাইল পরিমিত পলিময় জমি অতিশয় উর্বরা এবং অন্নাগ্নে প্রচুর শস্ত প্রসব করে।

৬ রামগঞ্জা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রায় ১৪০ বর্গমাইল ভূভাগ। ইহার মুক্তিকা অতিশয় কঠিন। সর্বদা জলসেচন না করিলে কোনরূপ শস্ত হয় না, মাটি ফাটিয়া যায়। দুইটা পাকা রাস্তা এই স্থান দিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যে সকল কাঁচা রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ষা ও শীতকালে তাহা খাল ও কর্দমাদিতে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। ইহাতে ২টা কোজদারী আদালত আছে। তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার দেওয়ানী বিচার হয়।

জালালি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলিগড় জেলার কেইল তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ২৭° ৫১' ৩৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৭' ৩৫" পূঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪২ মাইল দূরে বুদাউন বাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের দুই পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার দুইটা খাল গিয়াছে। নগরের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ সৈয়দবংশীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। ইহাদের অনেকে ইংরাজ সরকারে সৈনিক ও বিচারাদি বিভাগে চাকরী করেন। ইহারাই এখানকার জমীদার। নগরে ৮০টা মসজিদ আছে, তন্মধ্যে ৩০টা বৃহৎ ও সুন্দর। রাস্তা বাঁধান নহে, অতি অপ্রশস্ত। এখানে ভাল বাজার নাই। ব্যবসা বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। নগরের অর্দ্ধমাইল দূরে শিবির স্থাপনের মাঠ আছে।

জালাল (স্রী) শাস্ত্রিকর ঔষধবিশেষ।

"জালাবেগাভিবিধক্ত জালাবেগোপসিদ্ধত। জালাবুগ্গে ডেবজং তেন নো মৃদু জীবৎ।" (অখর ৬৫৭১২)

জালি, ধাতবিশেষ। নদীয়া জেলায় এই ধাতু বৈশাখমাসে রোপণ করে এবং কাষ্টিকমাসে কাটিয়া লয়।

জালিআ [জালিয়া দেখ।]

জালিক (পুং) জালেন জীবতি (বেতনাদিত্যোজীবতি।

পা ৪৪১১২) ইতি ঠনু। (পূর্ণাদিত্যঃ ঠনু। পা ৪৪১১৩)

১ জালজীবী, বীবর, জেলে। [জালিয়া দেখ।] ২ মাকড়সা।

৩ বাস্তরিক, ব্যাধ, যে জালদারা মুগ বধ করে। (জি)

৪ কুটিলেশ্বক, জালকারী, প্রতারক, ঐন্দ্রজালিক।

জালিকা (গ্রী) জালঃ জালবদ্ধতিয়তি অতঃ। জাল-ঈন্ ভূত-
টাপ্। ১ জীলোকদিগের সুখাবরক বস্ত্রবিশেষ। ২ গিরিসার। ৩
জলোকা। ৪ বিধবা। ৫ অঙ্গরক্ষী, পাঁজোরা। ৬ কারক। (শকার্ণ)

জালিকী (গ্রী) জালঃ চিত্রকর্ণবস্ত্রসমূহো বিভক্তেভ্যং জাল-
ইনি স্ততো ভীপ্। ১ চিত্রশালা, চিত্র লিখিবার গৃহ। (হেম)
২ কোষাতকী, বিক্রে। ৩ ঘোষাতকী, ঘোষাল। ৪ পটোললতা।
(রাজনি) ৫ প্রমেহরোগীর পীড়কভেদ। [প্রমেহ দেখ।]

“জালিনী তীতদাহাতু মাংসজালসমাহুতা।” (সুশ্রুত)

অত্যন্ত দাহযুক্ত ও মাংসসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে
জালিনী হয়।

জালিম (আরবি) ক্রুর, অত্যাচারী।

জালিয়া (দেশজ) ধীবর, জেলে। যাহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয়
করে, বঙ্গদেশে তাহারা সাধারণতঃ জালিয়া প্রভৃতি
নামে খ্যাত।

জালিয়া শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতি কঠিন। কেহ
কেহ বলেন, জাল দ্বারা মৎস্ত ধৃত করে বলিয়া ইহাদিগকে
জালিয়া কহে, আবার কেহ কেহ বলেন জলে মাছ ধরে
বলিয়া ইহারা জালিয়া নামে খ্যাত। যাহা হউক, জালিয়া
বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না;—মালো, তিরর,
কৈবর্ত, বাউড়ি, বাপ্পী, রাজবংশী প্রভৃতি সকল মৎস্ত-
ব্যবসায়ীগণকেই বুঝায়। কোন কোন স্থানে জালিয়া
বলিতে মুসলমান মৎস্তব্যবসায়িগণকেও বুঝায়; আবার
কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে
পরিচিত। নোয়াখালি জেলার জালিয়া বলিলে চাইগাঁয়ে
জালিয়া, ছুলুয়া জালিয়া, বালা জালিয়া এবং কৈবর্ত জালিয়া
এই চারি শ্রেণী বুঝায়।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ অতিশয় সাহসী, বলিষ্ঠ ও কঠ-
সহিষ্ণু। হুগলি জেলার জালিয়াগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার
জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী।

জালিয়াগণ জাল দিয়া মাছ ধরে। ইহারা টানাআল, কেপলা
জাল, বেড়া জাল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার জাল দ্বেলিয়া মাছ ধরিতে
ভালবাসে; কিন্তু কৈবর্তগণ বেড়া জাল ব্যবহার করে না।

বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আটপ্রকার
জাল ব্যবহার করিয়া থাকে—(১) বাকি বা কেপলা, (২) উঠার
বা গলতি (৩), সাংলা, (৪) বাঙতি, (৫) টাঁদি, (৬) বেড়া, (৭)
বেসাল বা বাড়া, (৮) কোণা।

বঙ্গদেশীয়গণ প্রাণীভক্তপ্রিয় নহে; কিন্তু ধীবরগণ এ
বিষয় কতক কতক জানে। ইহারা মৎস্তের রীতি নীতি
উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে। জালিয়াগণ জানে মাছ ধরিতে

হইলে নিম্নলিখিতরূপে আবশ্যক, এই জন্তই ইহারা সন্ধ্যাকালেই
মাছ ধরিতে বাহির হয়; ইহারা আরও জানে যে সন্ধ্যাত ৩
সূর্যোদয়ের সময় এবং ভরা জ্যোৎস্নার সময় জাল দ্বেলিতে
পারিলে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় ধীবরদিগের
এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ জালিয়াগণ জাল
দ্বেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়া তাহাদের নৌকার
তক্তার আঘাত করিতে থাকে। এদেশীয় জালিয়াগণও
জানে যে জল জীবৎ আকোষিত হইলে মৎস্ত সমস্ত ভীত
হইয়া নড়িতে আরম্ভ করে এবং যখন তাহারা জাল টানিতে
আরম্ভ করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকার আঘাত
করিয়া শব্দ করিতে থাকে।

অশৌচকালে জালিয়াগণ মাছ ধরে না বা বিক্রয় করে না।
কোন জালিয়াই সান্ত, পালাস, গল্পা ও গাংর মাছ
কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া আইস-শুভ্র মাছ
ধুণা করে, এমন কি সিঁদি মাছ স্পর্শও করে না। মুসলমান-
দিগের হানিকী সম্প্রদায় কীকড়া প্রভৃতি ধায় না।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাপ্পী ও বাঙড়ীরা
মাছের ব্যবসা করে। দিনাজপুরের অধিবাসী রাজবংশী
জালিয়াগণ অনেকে পাঙ্কিবেহারায় কার্য্য করে।

জালিয়া অমরাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-
বাড়ের উলসকরীর জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতানা
হইতে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই রাজ্য
একটা মাত্র গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার সামন্তরাজ
সকরীর-রাজপুতবংশোদ্ভব।

জালিয়া (দেশজ) যে জাল করে। [জাল দেখ।]

জালিয়াদেওয়ানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-
বাড়ের হালার জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১০টা
গ্রাম আছে।

জালিয়ামনাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া-
বাড়ের উলসকরীর জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। একটা মাত্র
গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

জালী (গ্রী) জালমত্যাভাঃ অহ গোঁরাতিবাৎ ভীৎ। ১ জ্যোৎস্না,
বিজা। ২ পটোল। (রাজনি)

জালীপড়া (দেশজ) জালের দ্বারা নির্মিত, জালবৎ।

জালু বসন্তগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা
জেলার একটা পর্বত। এই পাহাড় মহাত্মির একটা শাখা
এবং কয়াড়ের নিকট কোরমা ও ককানির ৪
মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ মাইল বিস্তৃত।

জালোরহ, উড়িয়ার একজন প্রাচীন রাজা। অসমান্য-
প্রসিদ্ধ নগররাজবংশাবলী-চরিতে ইনি উড়িয়ার পরাক্রান্ত
রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত বোধপুর বা মাড়বার রাজ্যের
একটি প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ২২' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৭'
৫৫" পূঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে এই নগর
অবস্থিত। ঐশ্বর্যবশীল জনৈক রাজা খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে
এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলকর দেশ।
নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্মিত এবং অকুর অবস্থায়
আছে। এখানে ঠঠেরাগণ কঁাসার কুলকাটা নানাবিধ
সুন্দর সুন্দর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের হর্গ বহু
প্রাচীনকাল হইতে সুসুখ বলিয়া পরিচিত। এই হর্গ নগরের
নিকট প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য
৮০০ ফিট, বিস্তার ৫০০ ফিট। হর্গমধ্যে ২০টি পুষ্করিণী আছে।

জালোরি, পরাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার একটি পর্বত।
এই পর্বত হিমালয়ের একটি শাখা। হুইটী পর্ব এই পর্বতের
উপর দিয়া দিয়াছে, একটি ১০৮০ ফিট উচ্চ জালোরি-
গিরিবন্ধ দিয়া সিমলার গিরিছে, অপরটি ১০৮৮০ ফিট
উচ্চ, রাধপুর অতিমুখে গিয়াছে।

জালজাল (দেশ) জালের দ্বারা নির্মিত, জালবৎ।

জালুতি (দেশ) মুঘল, বাহাবার পত্তনগিরের মুখবন্ধকরা বার।
জালুনা, দক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের
অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ জেলার একটি সহর ও সেনানিবাস।
অক্ষা° ১৯° ৫০' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬' পূঃ। এই নগর
আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্বে কুণ্ডলিকা নদীতীরে অবস্থিত।
নগরের পূর্বে হায়দরাবাদ-সৈন্তের এক দলের ছাউনি আছে।
প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস
করিয়াছিলেন। তখন ইহার জানকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ
মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুল-কজল অকবরের রাজসভা
হইতে নির্দাসিত হইয়া কিছুকাল এই নগরে বাস করেন;
তখন জালুনা একজন যোগল সেনাপতির জায়গীর
ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল টিউলসন-
চালিত সৈন্তদল এইখানে আড়া করেন। প্রস্তর নির্মিত
সরাসী, একটি মসজিদ, তিনটি হিন্দু দেবমন্দির এই কএকটি
নগরের প্রধান আট্টালিকা। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তার অব-
নতি হইয়াছে। এখন জর্ষ ও কৌশ্যেয় করি এবং বস্ত্র অন্ন
প্রস্তুত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্যান আছে।
এখানকার কল বহুশ্রমসাধ্য। বোম্বাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি
স্থলদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে দতিতলাও

নামে এক বিখ্যাত সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে
সরবরাহ হয়। জালুনার ডাকঘর, ডাকবাংলা ও হুইটী,
সিদ্ধা আছে।

জালু (ত্রি) জালয়তি দ্রাক্ষয়োতি হিতাহিতজ্ঞানং জল-পিচ্
বাহুলকাৎ মঃ। ১ নীচ ব্যক্তি, ইতরলোক, অবিবেচক,
মূর্থ, জড়, ক্রুর, পামর।

“কণঃ বিশ্রাম্যত্যং জালু বন্ধন্তে বদি বাধতি।

ন তথা বাধতে বন্ধঃ যথা বাধতি বাধতে ॥” (উদ্ভট)

২ বাহারা গুরুর নিকট খটীদিতে আরোহণ করে। স্ত্রিমাং ভীষ।

“নত্বেব জালুঃ কাপালীঃ বৃত্তিমেধিতুমহসি” (ভারত ১২।১৩২অ)

জালুক (ত্রি) জালু-সার্থে কন্। মিত্র, ভ্রাতৃগণ ও গুরুদেবী।

“মিত্রব্রহ্মগুরুদেবী জালুকসুবিগহিতঃ।” (ভারত ৭।১৯৬অঃ)

জালু (পুং) জল-গাং। ১ শিব। “মৎস্তো জলচরো জালোহ-
কলঃ কেলিকলঃ কলিঃ” (ভারত ১২।২৮৬ অঃ)

(ত্রি) ২ জলে ধারণযোগ্য।

জাবজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আন্ধ্রনগর জেলার
একজন কোলি সর্দার। ইহার পিতার নাম হীরাজী।
হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনাবহু পেশোবার কর্মচারী জাব-
জীকে পৈতৃকপদে স্থাপন না করার, জাবজী পেশোবার
শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক লোকসংগ্রহপূর্বক লুণ্ঠন
বৃত্তি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্বত ছাড়িয়া
পেশোবার সৈন্তদলে মিলিতে আদেশ করা হইল, কিন্তু
জাবজী প্রতারণা ভাবিয়া থানেশে পলায়ন করিলেন।
রামজী সামন্ত নামে জুনাবের জনৈক কর্মচারী জাবজীর শত্রু
ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার অল্প কতক দৈন্ত চারিদিকে
প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক দৈন্ত লইয়া তাঁহার
অহুসন্ধান করিতে লাগিল। জাবজী হঠাৎ একদিন রামজী
ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। পেশোবা ঘোষণা
করিলেন, “যে জাবজীর মুণ্ড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত
পারিতোষিক পাইবে।” জাবজী রঘুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়া
তাঁহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিলেন। রাজীকোকাভ
নামে একজন কোলিসর্দার জাবজীকে ধরিবার অল্প নানা-
কড়-বিস্কর্ভুক প্রেরিত হইল। একদিন অরণ্যে রাজী ও
জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। রাজী জাবজীর বন্ধ বলিয়া পরিচয়
দিল। পরে উভয়ে হান করিতে গেলে জাবজীর একজন
শোক রাজীর বস্ত্রের পোঁটায় নানা-কড়-বিস্কের ঘোষণাপত্র
দেখিয়া জাবজীকে বলিয়া দিল। সেই রাজিতেই রাজী ও
তাঁহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইল। ইহার পর জাবজীকে ধরিবার
অল্প বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। জাবজী নাসিকের

শালীনকর্তা মুহুম্মাদপালের পরামর্শে সমস্ত হুগাঁও জাহাজী হোলকরকে অর্পণ করিলেন। হোলকরের মধ্যস্থতার আবতীর সমস্ত অসুখাধ মার্জনা করা হইল এবং তাহাকে রাষ্ট্রের ৩০০০ টা প্রানের সুবাদার করা হইল। জাহাজী এই পদে ১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত থাকিয়া তাহারই একজন অহুচরের আঘাতে আণত্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগে জাহাজী অনেক ডাকাইতি নিবারণ করিয়াছিলেন।

জাহাজীর যুবা বয়সের এইরূপ বর্ণনা আছে, ইহার শরীর মোহারা, কপঠ, দেখিতে সুন্দর। তিনি অতিশয় চকল প্রকৃতি ও হৃদয় ছিলেন।

জাবাড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি সহর। অক্ষা° ২৪° ৩৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪' পূঃ। এই সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চ। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে অর্পণ করেন। নগরের চতুর্দিকে একটি প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

জাবান্ড (স্ত্রী) অবনত ভাবঃ দৃঢ়াণি বা যৎ। বেগ, ক্রতগতি। জাবাড়ি, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালম জেলার তিরুপতুর তালুকের একটি গিরিমালা। এই গিরি প্রায় ৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কোথাও উচ্চ শৃঙ্গ, কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অল্প উন্নত উপত্যকা। ইহার উপরে প্রায় ১৩৪০ ফিট উচ্চ গ্রাম আছে। পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফিট। গিরিমালায় পূর্বাংশে শিবরদেশ পর্যন্ত শ্রামল তরলতা কর্তী। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। যুরোপীয়দিগের অল্পপযোগী। অলপায়মের নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালভূমিতে সূর্যর শতচ্ছাদিত প্রান্তর ও তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী আছে। বোন্দাই-কুশম্ ও মতগল্লীর দিকে গিরি-পার্শ্বে একটি অল্প উন্নত নিকরিত আছে। উহার জলের আশ্রয় গুণ এই যে—তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ প্রকৃতি কোন দ্রব্য ডুবা হইলে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। পাহাড়ে উত্তীর্ণ পথ অতি কুটিল ও হর্গম। কড়িকাঠ ও চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেন্ট ধামে রাখিয়াছেন। পর্বতে অধিকাংশ বেঙ্গাল ও পচাই বেঙ্গাল জাতির বাস।

জাহক (স্ত্রী) ভক্তিত মুক্তিত সঙ্গদ্বাদিকঃ জল-বলু, পূর্বোদার-নিধাং স্ত্র্য বসঃ। কালীরক, কালীরানামক লুপকি কাঠ।

জাহকমদ (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিদ্যে।

“অনিরুদা জাহকদা গুণাঃ ত্রেনাঃ পতত্রিণঃ।” (অবধ ১১।১২)

জাহকপতি (পুং) ভারতে জন-তঃ জাহঃ ইহিভূঃ পতিঃ যেনে নিশা°। কস্তার পতি, জামাতা, জামাই। “সদজিহ্মাপতিঃ বা” (শব্দ ১।১৪৪।৮) ‘জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিঃ জামাতরঃ’ (সারণ) জাহকপত্য (স্ত্রী) জাহা চ পতিস্ত জাহাপত্যী তয়োর্জাঃ কৰ্ম বা পূর্বোদারনিধাং যৎ। জাহাপত্যীর কার্য, স্বামী জীর কর্ম। “সং জাহপত্যঃ স্ত্র্যমা কপুস্ত” (শব্দ ৫।২৮।৩) ‘জাহপত্যঃ জাহাপত্যোঃ কৰ্ম’ (সারণ)

জাসু (আরবী) অতি দক্ষ, নিপুণ, চতুর।

জাহ, তদ্বিত প্রত্যয়বিশেষ, অক্ষি, ওষ্ঠ, কর্ণ, কেশ, ওলক, দন্ত, নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, ক্র, মুখ, শূল এই সকল শব্দের উত্তর জাহ প্রত্যয় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি।

জাহক (পুং) দহ-শূল, পূর্বোদারনিধাং সাধুঃ। ঘোষ, ঘোদ, বিভাল-কাকিওকা, মণ্ডলাকার চিত্রবিশিষ্ট শরীর-সদৃশে বহুরূপী বিলেশ প্রাণীবিদ্যে। পর্যায়—গাজসদৃশী, মণ্ডলী, বহুরূপক, কামরূপী, বিরূপী, বিলাবাস (রাজনি) [ঘোগ দেখ।]

জাহাঙ্গীর, (জাহাঙ্গীর, জাহান্গীর) সম্রাট অকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫৬২ খৃঃ অব্দে ২রা সেপ্টেম্বর, অকবরের প্রিয় মহিষী জয়পুর-রাজ-হরিজা মারিয়ম্ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজী মুসলমানসাধু সলিম চিত্তর বরে এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ‘মহম্মদ নূরউদ্দীন সলিম মির্জা’ এই নাম রাখেন। সম্রাট অকবর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পুত্রও সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে সলিমের সহিত অম্বররাজ ভগবান্দ দাসের কস্তা ও প্রথিত-নামা রাজা মানসিংহের ভগিনী ঘোষাবাইএর বিবাহ হয়।

১৫৮৭ খৃঃ অব্দে রায়সিংহ কুমার সলিমের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দেন।

সম্রাট বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে রাজা মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিখ্যাত হলদীবাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে যাত্রার অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষা পাইয়াছিল।

অকবর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্য মানসিক কষ্টে পীড়িত হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সলিম নিজের অসুখাধ

যুক্তিতে পারিল পিতার নিকট কমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুশয্যা পরিত হইয়া অকবর পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান আখীর ওমরাহদিগের সাক্ষাতে সলিমকে সম্রাটপদে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের পরিচর্যা, উকীল ও তরবারী দ্বারা সম্বোধন করিতে অনুমতি দিলেন।

১০১৪ হিজরী ৮ই জুমাদানি (১৬০৫ খৃঃ অব্দ ১২ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাহর্গে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া

‘জাহাঙ্গীর’ অর্থাৎ ‘বিশ্বজয়ী’ উপাধি ধারণ করিলেন। আগ্রাহর্গে দিল্লী-দরবার একখানি পাথরে জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটনা লিখিত। শেষ ছন্দে লিখিত আছে, “আমাদের রাজা জাহাঙ্গীর জগতের



রাজা হউন ১০১৪।” জাহাঙ্গীরের অভিষেক উপলক্ষে বাহারা আনন্দমুগ্ধক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে ও শান্তিময়ী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অসং চরিত্র এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান অন্তরায় হইল। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা স্বত্ত্বেও তিনি জুলুম ও অশুশ্রুতভাবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও অতিশয় দৃঢ় ছিল। বাহা ইউক, জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া শূশাসনের কতক আভাস দিলেন।

পূর্বে সকলের ভাগ্যে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটত না; কোন বিচারপ্রার্থী সম্রাটের সম্মুখে যাইতে পারিত না। কর্মচারিদিগকে যৌতুক অথবা উৎকোচ না দিলে কাহারও অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচরও হইত না। এই অশুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এবং বাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার পাইতে পারে, তজ্জন্ম নবীন সম্রাট একগাছি সোণার শিকল প্রস্তুত করাইলেন। তাহার একদিক্ রাজপ্রাসাদের বজ্রের সহিত, অপর দিক্ নদীজীরহ একখানি প্রস্তরের সহিত সজ্জ ছিল। এই শিকলগাছি ৩০ গজ লম্বা ও ইহাতে ৬০টা সোণার বক্টা বাধা। এই বক্টাগুলি সম্রাটের গৃহের বক্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই শিকল ধরিয়া বক্টা নাড়িলেই সম্রাট জানিতে পারিতেন এবং সম্রাট সম্মুখে দাঁত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি বক্টা নাড়িয়া

সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিতেন। সুতরাং কর্মচারিগণ উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ কর্মচারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন।

বাদশাহ শুদ্ধ আদারের অনেক প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি তম্ঘা ও মীরবাদী নামক করদর উঠাইয়া দিলেন এবং জারগীরদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত অস্ত্রায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন। লোকালয় হইতে দূরবর্তী পথে ও যে সমস্ত স্থান চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সশস্ত্র নির্দাশ ও কুপ-ধনন করিতে জারগীরদারদিগকে আদেশ করিলেন এবং খালিসা জমীর নিকটবর্তী স্থানে সরাই নির্মাণ ও কুপ-ধনন করিবার জন্য রাজকর্মচারিদিগকেও আদেশ দিলেন। বণিকদিগের বিনামূল্যে ক্রয় তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্য অথবা রাজকর্মচারী গৃহে বাস করিতে পারিবে না, কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, কোন জারগীরদার কোন প্রজার সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা সম্রাটের বিনামূল্যে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল।

পূর্বে সম্রাটের আদেশে সময় সময় অপরাধিদিগের নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহাঙ্গীর সে প্রথা একবারে রহিত করিলেন।

তিনি প্রধান প্রধান সহরে হাসপাতাল স্থাপন করিলেন; উত্তমরূপ চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অভিষেক দিবসে (বৃহস্পতিবার) ও তাঁহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পণ্ডিত্য নিবারণ হইল।

ভিলি তাঁহার পিতার কর্মচারিদিগের গুণাহুসারে নন্দন ও জারগীর কিছু কিছু হুকি করিয়া দিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত বাহারা কারাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার পিতার কর্মচারিদিগের অধিকাংশকেই অপদে রাখিলেন; কিন্তু বাহারা অকবর প্রবর্তিত ধর্ম্মত অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। পূর্বে বেরপ ইলশান বর্ষের আচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে প্রজাদিগকে চলিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু সরিক-বাক প্রদান মন্ত্রী ও সৈয়দবাক প্রজাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন রায়কে বিক্রমলিখ উপাধি প্রদান করিয়া

- গৌলন্দাজ সৈন্তের অধ্যক্ষ এবং রাজা মানসিংহের পুত্র ভাও-
লিংহকে একজন মনসবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের
পুত্র জলানাবেগ মহাবংশী উপাধি লাভ করিয়া একজন
মনসবদার হইলেন।

রাজা নরসিংহ দেব নামে জনৈক বৃদ্ধী রাজপুত বিখ্যাত
শেখ আবুলকজলের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর
তাঁহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন। [আবুলকজল দেখ।]

রাজা মানসিংহের ভগিনী বোখাবাইএর গর্ভে সলিমের
খস্রু নামে এক পুত্র হয়। অকবরের শেষ দশর ইহাকে
সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা
বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া খস্রুকে কারারুদ্ধ
করিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে একদিন রাত্রিকালে তিনি সম্রাট
অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করেন। জাহাঙ্গীর অমুমতি প্রদান করিলে খস্রুর সহিত
৫০ জন অশ্বারোহী অহুচর যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। খস্রু
তাহাদের সহিত পজাব অভিযুগে প্রস্থান করিলেন।
খস্রু বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের
কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই রাত্রিতেই সেখ করিম বোখারিকে
তাঁহার অহুসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রত্যুষে
অরং তাঁহার অহুসরণ করিলেন। খস্রু পশ্চিমধ্যে হাসেনবেগ
খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন
এবং বণিক ও পণিকদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সঞ্চয়
করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর আশ্রা ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় ইতিমাদ-
উদৌলার উপর সমস্ত ভার দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু
হিন্দাল নামক স্থানে আসিয়া তিনি দোস্ত মহম্মদকে আশ্রয়
প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এমিকে দিলাবার খাঁ খস্রুর
আগমন-সংবাদ পাইয়া নিজ পুত্রকে যমুনানদী পার হইয়া
অগ্রসর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিযুগে
যাত্রা করিলেন। দিলাবার খাঁ অতি ক্রম লাহোরাভিযুগে
অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পশ্চিমধ্যে সকলকেই খস্রুর
বিদ্রোহ সংবাদ দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন।

২৪ জেলহুজ, খস্রুর পাঁচ জন অহুচর বৃত্ত হইয়া সম্রাট
সমুখে নীত হইল। সম্রাট ছই জনকে হস্তীর পদতলে
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারারুদ্ধ
করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খাঁ অগ্রসর হইয়া লাহোর
হুগে প্রবেশ করিলেন এবং হুজের জন্ত প্রস্তুত হইলেন।
ইহার ছই দিবস পরে খস্রু আর ১২০০ সৈন্ত সমভিযাঘারে

লাহোর হুগ সন্নীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার অহুচর-
দলকে নগরের একদ্বারে অগ্নি প্রদান করিতে অহুমতি
দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর অবিকৃত হইলে সৈন্তগণ
সাত দিন পর্যন্ত এই নগর লুণ্ঠন করিতে পাইবে। নীতী হুসেন,
দিলাবার বেগখাঁ, হুসেনবেগ দিবান এবং নূরউদ্দীন হুসি এই
করজন নগররক্ষার্থ সৈন্তসমাবেশ করিয়াছিলেন। এমিকে
সৈয়দখাঁ চন্দ্রভাগাভীয়ে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন;
খস্রুর বিদ্রোহসংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি অবি-
লম্বে লাহোরাভিযুগে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই সম্রাটের
সৈন্তের সহিত মিলিত হইলেন। এমিকে জাহাঙ্গীর আগা-
হুসির উদ্দেশ্যে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে
সেই রাত্রিতেই খস্রু সম্রাটসৈন্ত আক্রমণ করিবে। বাহা হউক,
সম্রাট কতকগুলি সৈন্ত সেখ করিমখাঁর অধীনে লাহোরাভি-
যুগে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্ত নগর সমুখে উপনীত
হইলে খস্রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। খস্রু পরাস্ত
হইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট করিমকে অগ্রে পাঠাইয়া
পর দিন যখন অরং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পশ্চিমধ্যে
বিজয়বার্তা প্রাপ্ত হইলেন।

গোবিন্দবাল সেতু পার হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে
সমুদ্রের নামক জনৈক ভোখাখানার ভৃত্য আসিয়া সম্রাটকে
বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে খোশখবরখাঁ
উপাধি প্রদান করিলেন।

সম্রাট খস্রুকে বশে আনিবার জন্ত পূর্বে মীরজমাল-
উদ্দীনকে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন
যে, খস্রুর সৈন্তবল এত অধিক ও তাহার এত সাহসী যে
করিদের অসংখ্যক সৈন্ত কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে
পারেন নাই। বাদশাহ সমুদ্রের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন
না; কিন্তু পরে খস্রুর যান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ
প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে করিম বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ
করিয়াছিল। সৈক খাঁর শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল।

খস্রু পরাজিত হইয়া কাবুলভিযুগে পলায়ন করিলেন।
সম্রাট তাঁহাকে ধরিবার জন্ত মহাবতখাঁ এবং আলিবেগকে
প্রেরণ করিলেন। খস্রু বিস্তৃতভাৱে উপস্থিত হইলে তাঁহার
অহুচরদিগের মধ্যে মতবৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ
বলিল, হিন্দুস্থানে থাকিয়া রাজ্যে গোলযোগ উৎপাদন করাই
স্ত্রের, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত।
খস্রু হাসেনবেগের সহিত একমত হইয়া কাবুলে যাত্রাই
হির করিলেন। ইহাতে হিন্দুস্থানী ও আকগানগণ তাঁহাকে
পরিভ্রাণ করিল।

বন্দুক শাস্ত্র নামক স্থানে পায় হইতে রা. পারার শাহধরা নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হইবার পূর্বেই পলায়ের আরম্ভের আরও প্রেরণা করিবার পক্ষে বন্দুক সজ্জা করিতে হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাজিবোগে যখন বন্দুক পায় হইতেছিল, তখন শাহধরার একজন চৌধুরী দেখিতে পাইয়া সম্রাটের আদেশ তাঁহাকে সরণ করাইয়া দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পারবাটের অধ্যক্ষ আবুল কাশিমখাঁ এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি অশুচর ও অসহায়ী সৈন্য সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন বেগ চারিখানা নৌকা লইয়া পায় হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একখানি বাসুকার আটকাইয়া গেল।

বাসুকাহুমার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। জাহাঙ্গীর বন্দুক বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্ত আমীরউল্ ওমরাহকে প্রেরণ করিলেন। তিনি বীজা কুমারের উদ্ভানে অবস্থিত করিতেছিলেন; বন্দুক তথায় আনীত হইলেন। সে দৃশ্য অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক। সুব্রাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার দক্ষিণে হুমায়ুন বেগ, বামে আবদুল আজিজ। কুমার তাহা-দিগের মধ্যে ঠাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বন্দুককে কারা-রুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। হুমায়ুন ও আবদুলকে গোলা ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হইল; তাহাদিগকে গাধার চড়াইয়া শেখের দিকে মুখ রাখিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনা হইল। গোলায় চামড়া শীতাই শুকাই, এই জন্ত হুমায়ুন শীতাই পঞ্চ পাইল; আবদুল একদিন ও একরাতি পরে ইহলীলা সম্বরণ করিল। এ দুজনের এখনও শেষ হয় নাই। সম্রাটের প্রতিহিংসা এখনও পরিভূত হয় নাই। তিনি লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরদ্বার হইতে কুমারগণের উদ্ভান পর্যন্ত দুই সাত্রে শূণ্য পোতা হইল। সম্রাট ৭০০ বন্দীকে শূণ্য আরোপিত করিলেন। হতভাগ্যগণ মৃত্যুভয়গার ছটফট করিতে লাগিল। তাহারা শূলভয়গার একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। হতভাগ্যগণের শেষ দশা দেখিবার জন্ত বন্দুককে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া তথায় আনা হইল।

১ পলায়ের ইতিহাসলেখক সৈয়দ মহম্মদ নতিক বলেন, যে বন্দুর মাতা তাঁহার দুর্ভাগ্য সজ্জা করিতে না পারিয়া বিব খাইয়া আশ-ভাগ করিলেন। কিন্তু অকথ্যদুঃখ-সেখক বলেন যে, মাসুমিয়ার তদ্বিনী ৩ বন্দুর মাতা বোখাখাই নদীর তীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অকথ্যদুঃখ কোমল প্রাণে সজ্জা করিতে পারিতেন না। একদিন নদীর তীরে গিয়া ক্রিষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। বোখাখাই নদীর তীরে গিয়া ক্রিষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। বোখাখাই নদীর তীরে গিয়া ক্রিষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। বোখাখাই নদীর তীরে গিয়া ক্রিষ্ট করিতে গিয়াছিলেন।

সেখ করিমকে পুরস্কার স্বরূপ মুরতাজাখাঁ উপাধি প্রদান করা হইল। বিপাশার নিকটবর্তী যে সমস্ত জাহাঙ্গীরদার বন্দুককে অবরুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা আবার জাহাঙ্গীর পাইলেন। এই জাহাঙ্গীরদারগণের মধ্যে কমাল চৌধুরীর জামাতা কনাই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জুনমহল (আদি গ্রন্থসঙ্কলিত) বিজোহী বন্দুককে ধর্মবলে বলীমান করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে নির্জনে কারাকুদ্ধ রাখিয়া বিশেষ যত্নে রাখা বিনাশ করা হইল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সর্বত্র কিম্বদন্তী অঙ্করণ—একদিন তিনি চন্দ্রভাগায় গমন করিবার কালে হঠাৎ অশুভ হইয়া যান। শিখদিগের মতে অর্জুনমহলই তাঁহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণশত্রু এবং তাঁহার মৃত্যুতেই এই শাস্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দুককে দূর কোন কারাগারে পাঠান হইল না; সম্রাট তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিলেন।

জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতকালেই সংবাদ পাইলেন যে ফজল বাসিন্দা কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। তিনি গাজিবের খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি খিলজিখাঁ, মিরণ সদর ও জহান্দার সরিকের উপর লাহোরের রক্ষা ভার দিয়া স্বয়ং কাবুলভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে (১০১৫ হিজরা) সম্রাট কাবুলভিমুখে যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেন উদ্ভানে চারিদিন কাটা-ইয়া হরিপুরে আসিয়া অবস্থিত করেন। তথা হইতে জাহা-ঙ্গীরপুরে আসিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্বে যুগ্ম করি-তেন। এই গ্রামের নিকট সম্রাটের আদেপ এক যুগের

কিরিয়া আসিয়া আর তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রায় শোকে অনেক দিন পর্যন্ত বিভ্রান্ত অভিভূত ছিলেন। পরে অকথ্য আসিয়া পূত্রকে সাধনা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার পরাজিত জীবনমৃত্যুতে বোখাখাইএর মৃত্যুর কারণ অন্তর্যক্ষ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার রাজ্যভাঙ্গির পূর্বে বন্দুর মাতা তাঁহার পুত্রের অসৎ ব্যবহারে বিভ্রান্ত মর্দ্য হইয়া অহিবেশ খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরকে প্রাণপেক্ষা ভালবাসিতেন। এমন কি সন্নিহিত একগ্রামে কেশের জন্ত তিনি শত শত পুত্র ও মাতা পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কট হইতেন না। তিনি সর্বদাই বন্দুককে তাঁহার পিতার অনুরোধের বিপরীত বলিতেন; কিন্তু কুমার তাহাতে আপত্তি করিতেন না। স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের জন্ম কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না; তখন ভাবিলেন যে, হতভাগ্য সন্নিহিত বন্দুক সমস্ত সুস্থিতে পরিভ্রমণ করিয়া কোমল সন্তান করিবেন; এই ভাবিয়া জাহাঙ্গীর কুমারের রহিত হইলেন। এক দিন তিনি অপরিচিত রাজার অহিবেশ দেখন করিয়া আশ্চর্য্য করেন। জাহাঙ্গীর মৃত্যু হইতে

কবরোশরি একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই যুগটি জাহাঙ্গীর নিজে ধরিতাছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার অভিলাষ প্রিয় হইয়াছিল। সেই যুগটি অল্প যুগ তুলাইয়া আনিত। উক্ত মসজিদের গারে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কএকটি কথা লেখা ছিল—“এই আনন্দের স্থানে সম্রাট নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর কর্তৃক একটি যুগ গৃহ হয় এবং সে যুগটি একমাস মধ্যে পোষ মানিয়া সর্বাঙ্গের প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়া তাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিতেন।” বাহা ইউক সম্রাট মৃত যুগের স্মরণার্থ এবার এখানে আসিয়া শিকার করিলেন না। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া জৈনখী কোকার পুত্র জাকরখীকে আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, সম্রাটসৈন্য লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই যেন খাতুনের সর্দার-দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। সিঙ্কনদের তটে পৌছিয়া মহাবত থাকে ২৫০০ সৈন্তের অধিপতি নিযুক্ত করা হইল। সম্রাট পেশাবরে পৌছিয়া সরদারখাঁর উদ্যানে অবস্থিত করিলেন। এই স্থানে সুসজ্জাই আফ-গানগণ আসিয়া তাঁহার বস্ত্রতা শীকার করিল। সেরখী নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। ওয়া সফর তারিখে রাজা বিক্রমজিতের পুত্র কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন মুসলমানী বেস্তাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতামাতাকে হত্যা করিয়া নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাহার জিহ্বা কর্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট বসরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাবুলে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহাকে শৃঙ্খলযুক্ত করেন। বসর কতেউল্লা, নূরউদ্দীন, আসকখী এবং সরিকখী প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোকের সাহায্যে সম্রাটকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন বড়বহ-কারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান) দেওয়ান খোজা জুরাইসির নিষ্ঠুর তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিল। খুরম সম্রাটকে জানাইলে তিনি কতেউল্লাখীকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং ওয়া জন প্রদান বড়বহকারীকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন।

১৬০৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহের কস্তার পাশিগ্রহণে অভিলষী হইয়া ব্যর-নির্দাহার্থ ৮০০০০ টাকা প্রেরণ করিলেন। ওয়া রবিউল

আবদুল তারিখে অমরসিংহের কস্তা সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিত্তোরের রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবত থাকে প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীখর দেখিলেন ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল নরপতিই তাঁহার অধীনতা শীকার করিয়াছে, তখন এক রাণাই কি উন্নত মতক থাকিবে? কাপুরুষ অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সর্দারকুলজিলক চন্দাবৎ ও শালুদ্রাবীরগণ বলপূর্ব্বক তাঁহা বাধা যুদ্ধ বোষণা করাইলেন এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর বার্ষ মনোরথ হইলেন। বাহা ইউক, খুররাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে সম্রাটপক্ষে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলাবোগ উপস্থিত হওয়ার (১৬০৯ খৃঃ অব্দে) সম্রাট কুমার পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনসকে জাহাঙ্গীরের দরবারে দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন।

হকিনস ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ১৬ এপ্রিল তারিখে হুয়াটে আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি বাহা বাহা প্রার্থনা করিলেন; সম্রাট তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং হকিনসকে বার্ষিক ৩২০০০ টাকা বেতন দিয়া ইংরাজদিগের দূত স্বরূপ তাঁহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হকিনস অর্ধশোভে কার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি সম্রাটের এত প্রিয়পাত্র হইলেন যে সম্রাট তাঁহার সহিত দিল্লীর অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এক আশ্বাঙ্গী স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাহা ইউক, ভারতের পূর্বগীজগণ সম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইল, তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কর্মচারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য হইল। কর্মচারিগণ সম্রাটকে বুঝাইয়া দিল যে, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইলে বৈদেশিক স্বকল হইবার সম্ভাবনা, পূর্বগীজ-দিগের সহিত অশিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অশিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়া হকিনসকে শীঘ্রই ভারত ছাড়িয়া বাইতে আদেশ দিলেন।

১৬১০ খৃঃ অব্দে কৃতব নামক একজন কবীর পাটনার নিকট উজ্জরিনীতে আসিয়া বাস করে। তথায় বহুসংখ্যক অসংলোকের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে বসর বলিয়া পরিচয় দেয়। সে বলে যে কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং কারাগারে বাস করিবার কালে তাহার চক্ষুরোশে গরম বাতী বাধিয়া বেতন হইত, এই জন্য চক্ষুরোশে দাগ হইয়াছে।

সেরূপ পরিচর পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার সহিত বোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়া সে পাটনার প্রবেশ করিয়া হুগ্গ অধিকার করিল। সে সময় পাটনার শাসনকর্তা আফজলখাঁ সেখ বানারসী ও গয়াস জেলাবানির উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া খোরকপুরে তাঁহার নতুন জাহাঙ্গীরে সিয়া-ছিলেন। বিজ্রোহিগণ হুগ্গে প্রবেশ করিলে হুগ্গরক্ষকগণ পলায়নপূর্বক আফজলখাঁর নিকট গমন করিতে চেষ্টা করিল। এ দিকে আফজলখাঁ বিজ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র পাটনা অতিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই বন্দু প্রকৃত বন্দু নয়, তাহা বারবার সকলকে জানান হইল। প্রত্যেক আফজলখাঁর আগমন সন্ধান পাইয়া বিজ্রোহিগণ হুগ্গ ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু আবার তাহার আফজলের গৃহ অধিকার করে। শেষে প্রত্যেক কৃতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত হইল দেখিয়া নিরুপায় হইয়া আফজলখাঁর সমুখে উপস্থিত হইল। আফজল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট এই সন্ধান পৌঁছিলে তিনি সেখ বানারসী গয়াসবাহানী এবং অজ্ঞাত কর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সেই বিজ্রোহিদিগের দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন এবং হীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিদিকে খুঁটাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

১৬১০ খৃঃ অঙ্গে আমদনগরে বিজ্রোহ উপস্থিত হয়। খান্ধানানকে কুমার পারবিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বৃহানপুরে পৌঁছিয়া সৈন্তদিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন। এখানে আসিলে কর্মচারিদিগের মধ্যে গোলাযোগ উপস্থিত হইল। সৈন্তগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য জব্যেয়ও অভাব হইল। এইজন্য পুনরায় বৃহানপুরে সৈন্ত-দিগকে ফিরিয়া বাইতে আদেশ করা হইল। এই সমস্ত অল্পবিধার জন্য শত্রুদিগের সহিত কিছু দিনের জন্য সন্ধি করা হইল। খান্ধানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন খান্ধানানকে স্থানান্তরিত করিয়া খাজহানকে প্রেরণ করিলেন।

১৬১১ খৃঃ অঙ্গে জাহাঙ্গীরের সহিত বীর্জা গয়াসবেগের কন্যা মুম্বহলের (নুরজহানের) বিবাহ হইল।

ইরাকাবাদের উজীর খোজাআবদুল সরিকের কুতুব পর তাঁহার পুত্র বীর্জা গয়াসবেগ অভিযার দায়িত্ব পালিত হইয়া ২১ পুত্র ও একটা কন্যা সমভিষ্যাহারে হিন্দুস্থান অতিমুখে আসিতেছিলেন, এই সময়ে তাহার স্ত্রী অকস্মাৎ ছিলেন,

এই পূর্বে ভারতের জাহাঙ্গীর জন্ম হয়। তাঁহার যে পথিকদিগের সহিত আসিতেছিলেন সেই দলে মালিক মন্থন নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাদিকার আমানাত সৌন্দর্যে অভিযার বিন্দিত হইয়া ও তাহাদিগের হৃদিশার অতি দ্রুপিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী অকবর এই ব্যক্তিকে অভিযার সন্ধান করিতেন। মন্থন বীর্জা গয়াসকে সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী গয়াসের পিতা হুমায়ূনের হুমায়ূর সময় তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া এবং গয়াসের আচরণে অভিযার সন্তুষ্ট হইয়া অকবর তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের মাতা মরিয়াম জমানীর বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। গয়াসপত্নী তাহার কন্যা মেহেরউরিশাকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় সলিমের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন। মেহেরউরিশা নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় সূচতরা, রূপে অলোকসামান্য, ইহার জ্ঞান রূপবতী কামিনী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার রূপে শুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউরিশা তাঁহার মাতার সঙ্গে মরিয়াম জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জাহাঙ্গীর চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল, সলিম তাঁহার রূপে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। সলিম তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিখাঁ নামক জনৈক ইরাকাবাদের তত্ত্বালোকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ পূর্বেই হিরীকৃত হইয়াছিল। আবদুল রহিম (পরে খান্ধানান) মূলতানের যুদ্ধকালে আলিকুলির বীর্যে সতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী অকবরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। বাহা ইউক, সলিম মেহেরউরিশাকে পাইবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মেহেরের মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া মহারাজার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং তিনিও সন্ন্যাসী অকবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সন্ন্যাসী এক্ষণ অজ্ঞাতের প্রজ্ঞা না দিয়া আলিকুলির সহিত মেহেরের বিবাহকার্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য—গয়াসকে বলিয়া পাঠাইলেন। মেহেরউরিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছাযেও আলিকুলির সহিত তাঁহার বিবাহ বেগর হইল এবং সন্ন্যাসী আলিকুলিকে শাসনকর্তা করিয়া বন্দবশে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহাঙ্গীর মেহেরউল্লিশাকে ডুলিলেন না। তিনি সম্রাট হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাঁহাকে হত্যা করিতে সম্রাটের সাহস হইল না; তিনি কোশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আলিকুলিকে হত্যা করিবার জন্ত সম্রাট এত যুগিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন যে তাৎকালিক গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে ইহা কেহই বিশ্বাস করিত না। সম্রাটের আজ্ঞায় একটা ব্যাঘ্র আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল, তোমার এই ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট স্বয়ং তাহার মৃত্যু দেখিবার জন্ত দর্শক হইয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ইহার সহিত যুদ্ধ সত্ত্বয় নয়। কিন্তু অস্বীকার করিলে কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু অনিবার্য জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। অতুল সাহস ও অদম্য বিক্রমে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য্য শিক্ষায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট লোক দেখাইবার জন্ত তাঁহাকে সেরআকগান অর্থাৎ সিংহঘাতক উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট অকুবর তাঁহাকে এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্ত একটা মতহস্তী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত করা হইল। বীরবর এক আঘাতে সেই হস্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নরাদম্য নৃশংস সম্রাট জন্ত কোন উপায় না দেখিয়া একদিন রাজিকালে আলিকুলির শরণগৃহে ৪০ জন গুপ্তঘাতককে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহারাও কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া সম্রাট কুতবউদ্দীনকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং তাহাকে এই বলিয়া দিলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউল্লিশাকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মৃত্যুক ছিন্ন করিবে। কুতবউদ্দীন সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি যুগায় সহিত ঐক্যাত্ম্যান করিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার ভান করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সের আকগান ছলনা বুঝিতে পারিয়া একখানি শালিত তরবারী বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কুতব পুনরায় মেহেরউল্লিশার কথা উত্থাপিত করিলে বাদাহ্বাদে সেরআকগান তাঁহার বক্ষে অসি বিদ্ধ করিলেন। কুতব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শীঘ্র মহম্মদ অগ্রসর হইয়া সেরের মৃত্যুক লক্ষ্য করিয়া অসি

প্রহার করিল, অব্যর্থ সন্ধানে তাহা শিবারণ করিয়া সেরের পীরের মৃত্যুক চূর্ণ করিলেন। প্রহরিগণ সকলে দিলিয়া অগ্রসর হইলে সের কিপ্র হস্তে চারি জনকে কুশিয়ারী করিলেন। কিন্তু তিনি একা কি করিবেন? তবুও বীরের উৎসাহ কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে প্রহরিগণ দূর হইতে শুল্লির আঘাতে তাঁহাকে ভুতলশারী করিল। এইরূপে অসম বীর কাপুরুষ যুগিত ব্যক্তিদিগের হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউল্লিশাকে রাজপ্রোহিতা ও যড়যন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া আগ্রায় আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল। মেহেরউল্লিশাকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মেহের পতি-হত্যাকের বিবাহ-প্রস্তাব যুগায় সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে রাজমাতার কিঙ্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার ব্যয় স্বরূপ প্রত্যাহ এক টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। জাহাঙ্গীর মেহেরউল্লিশাকে কিছুদিন ডুলিয়া রাখিলেন। পরে নোরা-জার দিন অন্মরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গাইলেন। দেখিলেন, মেহের যেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার রূপরশি উৎকলিত উঠিয়াছে, দেখিয়া জাহাঙ্গীরের পূর্ব শিলাশা বিশ্লেষণ বর্জিত হইল। সম্রাট সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়া তাহার গলার পরাইয়া দিলেন।

অতি জীকজমকের সহিত পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। সম্রাট তাঁহার হস্তে পুতলিকা স্বরূপ হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে নূরমহল (অন্মরের আলোক) এবং অতি শীঘ্রই নূর-জাহান (পৃথিবী-সুন্দরী) উপাধি প্রদান করিলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সমস্ত স্বর্থ ও সাধনা নূরজাহান।

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতা অধিকার করিলেন; কোন সাম্রাজ্যীই তাঁহার জ্ঞান ক্ষমতাপালিনী হন নাই। তাঁহার নামে নূতন যুগা মুজ্জিত হইল। জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই অধিকেন ও মতে বিশেষ অত্যন্ত ছিলেন; প্রায় সর্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন। নূরজাহান তাঁহার মদ্যপানের মাত্রা কমাইলেন এবং তাঁহারই যত্নে সম্রাট সর্ব-সাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন। নূরজাহান রাজ-দরবারের বাহু আভরণ ও অপব্যয় অনেক কমাইলেন। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকাষ্যে ও অন্যান্য বিষয়ে নূরজাহানের অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নূরজাহানের জীবনযুগই জাহাঙ্গীরের ইতিহাস। নূরজাহানের

শিষ্টাঙ্কে প্রধান উজীর ও তাঁহার জ্ঞাতা আবুল-কললকে ইতিমাদখী উপাধি প্রদান করা হইল।

মহম্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-লেখক) বলেন যে, কএক বৎসর মধ্যে এইরূপ হইল যে, সমাই রাজকীয় সমস্ত ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান বাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই হইত। জাহাঙ্গীর আরই বলিতেন, “আমার সাদা-জা-আমি নূরজাহানকে প্রদান করিরাছি, আমার নিজের অজ কিছু মধ্য ও মাসে পাইলেই যথেষ্ট।”

সম্রাটদিগের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহারায় স্বরকার (বাতায়ন) সম্মুখে উপবেশন করিতেন ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিজে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সম্রাট নূরজাহানকেও উক্তরূপ মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদীর ওমরাহগণ তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। নূরজাহানের নামে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা থাকিত, “জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর নূরজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিতেছে।” সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তাঁহার মোহরের নিম্নে এই কথাগুলি লিখিত হইত “যে মাননীয়া মহারাজি নূরজাহান বেগমের আদেশে।” সম্রাট নূরজাহানের বিরহ কলেকও সহ্য করিতে পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই তাঁহার পার্শ্বে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নূরজাহানের জন্ত সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, সম্রাট নূরজাহানের জন্ত মুসলমানদিগের একটা চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি নূরজাহানের সহিত খোলা শকটে আগ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন।

সম্রাট ১৬১১ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশীয় আদীরদিগের প্রতি কড়কগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) কেহ স্বরকার সম্মুখে বসিতে পারিবে না, (২) অপরাধীকে শাস্তি দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে পারিবে না বা কাহারও নাক কাণ কাটিতে পারিবে না, (৩) অচ্ছত্রবর্ণকে কোনরূপ উপাধি দিতে পারিবে না, (৪) জাহাঙ্গীরের স্বহির্মমকালে কোনরূপ চক্রা বাজাইতে পারিবে না। তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই-জাহাঙ্গীরি নামে খ্যাত।

সম্রাট অশ্বার বদলে গঙ্গামানকে লম্বা করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে

পারেন নাই। জাহাঙ্গীর ইসলামখাঁকে তাঁহার বিক্রমে প্রেরণ করেন। ইসলামখাঁর অধীনে সুজাতখাঁ নামে একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলে ইসলামখাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওগমান্ একটা অজ্ঞাতগুলি দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্রগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৬১২ খৃঃ অব্দে ইসলামখাঁ সম্রাটের নিকট বিজয়বার্তা প্রেরণ করিলে সম্রাট তাঁহাকে ছয় হাজারী মনসবদারপদে বরণ করিলেন এবং সুজাতখাঁকে রত্নম উপাধি প্রদান করিলেন।

ঐ বর্ষে সম্রাট নিজ হস্তে মৃত রায়সিংহের পুত্র দলপৎ-সিংহের কপালে রাজটীকা প্রদান করিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৬১০ খৃঃ অব্দে আকদন-নগরে মালিক অম্বর বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট-সৈন্য পরাস্ত করেন; সেই সময় যমুনা বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈন্তগণকে পরাস্ত করিয়া নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যোগলগণ তখন আকদননগরে ছিল। সুতরাং মালিক অম্বর যৌগত্বাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীর মালিকঅম্বরকে দমন করিবার জন্ত খাঁ জাহান্ শোবীর সাহায্যার্থে একদল সৈন্ত আবহুজাখাঁর অধীনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবহুজা কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অম্বর প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সম্রাটসৈন্ত পরাস্ত করিলেন। আবহুজা মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। খাঁজাহান্ সাহসী হইয়া তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে জুরাট ও আকদাবাদের শাসনকর্তাগণ কর্তৃক অহুজা হইয়া সম্রাট ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে জুরাট, কাশে, গোণা এবং আকদাবাদ এই চারিখানে ভূমি নির্বাণের অধিকার দিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নিকট একজন দূত চাহিলেন এবং ১৬১৫ খৃঃ অব্দে লর্ড টমাস রো দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার ও চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জাহাঙ্গীরের এইরূপ প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; “প্রথমে উপাসনা করেন, পরে তাঁহার নিকট ঐক্য প্রকার জুয়াহ ও স্পশক মাংস আনা হয়; তাঁহার ইচ্ছানুসারে একটু খান এবং একটু মদ খান। পরে খান-কামরার দান, তদন্থা বিনামূল্যেতে অস্ত্রের প্রবেশ নিষেধ। এখানে বসিয়া ৩ বাজি সময়মান

করেন; পরে অহিকেন সেবন করেন। সকলে প্রস্থান করিলে ২ বর্ষ নিভ্রা বান। ২ বর্ষ পরে তাঁহাকে খুম হইতে উঠাইরা খাত খাওয়ারইয়া দিতে হয়; অবশিষ্ট রাত ঘুমাইরা কাটান।' রো আরও বলেন, যে বখন তিনি প্রথম আইসেন, তখন রাজকাৰ্য্যের প্রতি বিভাগেই যথেষ্টাচার ও বিশুদ্ধতা। সুরাতে আসিয়া দেখিলেন, তথাকার শাসনকর্ত্তা বণিকদিগের পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছেন এবং অতি সামান্য মূল্যে তাঁহার নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইরাছিলেন। জাহাঙ্গীর সান্স টমাস রোম সহিত অতি অমায়িক ব্যবহার করিতেন। প্রায় সর্বদাই সম্রাট তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হয়, সান্স টমাস রো আসিয়া তাহাই দৃঢ়তর করিয়া বান। এই সন্ধি বেটের সহিত হয় এবং ইহার নিয়মামুদারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩০ টাকার অধিক আমদানী শুদ্ধ দিতে হইবে না, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়।

সম্রাট চিত্তোর জয় করিবার জন্ত ১৬১০ খৃঃ অব্দে যে সৈন্ত প্রেরণ করেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে নিজ পুত্র খুরমের (পরে শাহজহান) অধীনে একদল বৃহত্তী সেনা প্রেরণ করিলেন।

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরসিংহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজমীড়ে পৌছিয়াই তাঁহার বিজয়ী পুত্র খুরমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবেন ও কার্য্যেও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দু-স্থানের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃ-প্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নত-মন্তক। কতকাল ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত দিল্লীধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন! অবিরাম মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা ক্রমেই হীনবল হইতেছেন, ইহাদের সৈন্তসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। শুদিকে দিল্লীর সম্রাট বার বার পরাজ হইয়া অগণ্য সৈন্ত সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে বেবান-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। রাণা অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, বাহা ইউক অভুল বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এককাল দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে সন্মত হইরাছিলেন। এয়ার আর পারিলেন না। ১৬১৪ খৃঃ অব্দে রাণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিয়া খুরমের নিকট পূর্ণপৰ্ণ ও হস্তিাদান

স্বাধীকৃত প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট হইতে রাণার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাণাকে অতর প্রদান করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিল্লীর অধীন নরপতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিবিক্ত করা হইল। রাণা তাঁহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী প্রদান করিলেন।

১৬১৫ খৃঃ অব্দে একদিন সম্রাট খুরমের সহিত একত্র মন্তপান করিলেন। খুরম পূর্বে মদ খাইতেন না; জাহাঙ্গীরের অনুরোধে তাঁহাকে এই প্রথম মন্তপান করিতে হইল। উক্ত বৎসর মালিক অধরের সহিত তাঁহার একজন পারি-বদের মনোমালিছ হওয়ার তাহারা আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। প্রত্যাগমনকালে মালিক অধরের একদল সৈন্তের সহিত তাহারিগের যুদ্ধ হয়, মালিক অধরের সৈন্তগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কিছুদিন পরে মালিক অধর অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈন্ত আক্রমণ করিলে, উভয় দলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাটপক্ষ জয়লাভ করিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্চাবে একটা মহামারী উপস্থিত হয়; ইহাতে অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দম্ভা কোতোয়ালির অর্থ অপহরণ করে। ইহারা গৃহ হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হইল। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে কুমার খুরমকে ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্তের অধিপতি এবং তাঁহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা উপাধি প্রদান করিয়া সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহজহানকে সেনাপতি করিয়া মালিক অধরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট মাধু পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। মালিক অধর পরাজিত হইয়া আকদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে স্বোগল প্রভৃতি স্থানী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্রাটের সিংহাসনের পার্শ্বে স্থির আসনে বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অধীনে ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্ত রাখিবার ক্ষমতা দিলেন।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রার ২০৩৭ জারী স্বর্ণ ও সোণের তক্সা প্রস্তত করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই মুদ্রা ইন্দিব প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর-তক্সা নামে খ্যাত হইল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা সুরমসিংহার

পুত্র মকরামখাঁ খুরদার রাজ্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য দিল্লীর অধীন করিলেন। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট গুজরাট অধিকার করেন।

পূর্বে সম্রাট একদিকে সম্রাটের নাম অঙ্কিত হইত, অপর দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্তে সেই মাসের রাশিচিহ্ন (মেঘ, বৃষ ইত্যাদি) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বৎসরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদানের কিছুক্ষণ পরে তাঁহার একজন প্রিয় পারিষদের একান্ত অনুরোধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া হতভাগ্যর পদব্রজ কর্তন করিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা পৌছিবার পূর্বেই সেই হতভাগ্য বন্দীর মৃত্যু তাঁহার পূর্ক আদেশানুসারে ঘটিয়া গিয়াছিল। এই জন্য সম্রাট এই নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সূর্য্যোত্তের পূর্বে তাহাকে বধ করা হইবে না এবং সূর্য্যোত্তের সময় পর্যন্ত দণ্ডের কোনরূপ পরিবর্তন না হইলে তদনুসারে কার্য্য হইবে।

১৬১৯ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত সৈখ আবদুল হক দিল্লীতে সম্রাট দরবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন; জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি অতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

১৬২০ খৃঃ অব্দে কক্সবারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নসরুখাঁকে পরাজয় করেন। সম্রাট এই সন্ধান পাইয়া দিল্লীর নগর পুত্র জালালকে তথায় প্রেরণ করিলেন। খুরম কাকড়া হুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিলেন। এই হুর্গটী অতি প্রাচীন ও পূর্বে কোন সম্রাটই ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। এই সময় দাক্ষিণাত্যে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মালিক অম্বর বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। সময় সময় অন্তর্কর্ত্তিতভাবে সম্রাটের সৈন্তগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কুমার খুরম কাকড়া অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রধান যোদ্ধাগণ বোপ দিয়া ছিলেন, অতঃপর জাহাঙ্গীর বিদ্রোহিদিগকে দমন লক্ষ্যে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে বিদ্রোহিগণ বালাবাট ও মাণ্ডু পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া অধিবাসিদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। পৌড়াপ্যক্কে কাকড়া-বিক্রমবার্ত্তা শ্রীয়ে সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট খুবদাখ খুরমকে দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্ত প্রেরণ করিলেন। খুরম উপযুক্ত কর্ণচারী সনত্তিয়ারাহারে দাক্ষিণাত্যে বাজা করিলেন। তাঁহার আগমনে

বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া পড়িল। তিনি অটল উৎসাহ ও অদম্য সাহসে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মালিক অম্বরও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। খুরমের ব্যয় স্বরূপ তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইতে হইল। এই সময় খুরমের অনুরোধে সম্রাট খসরুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মূল-বেদনার মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, সম্রাট কাম্বীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে লাহোরে শিবির সংস্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ খৃঃ অব্দে খসরুর মৃত্যু হয়।

নুরজাহানের পিতা অতিশয় স্বদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নুরজাহান পিতার পরামর্শানুসারে চলিয়াই রাজকাৰ্য্যে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। নুরজাহান তাঁহার উপদেশ না পাইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে গিয়া জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি অতিশয় শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্র শাহরীয়ারের সহিত তাঁহার পূর্কস্বামী সেরজাফগানের ঠগের যে কড়া জয়িয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং শাহরীয়ারকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পূর্কে তিনিই উন্মোচী হইয়া সম্রাটের মত করাইয়া শাহজাহানকে ভারী সম্রাট মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন শাহজাহানকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া সুযোগ অহস্কার করিতে লাগিলেন। সুবিধাও উপস্থিত হইল।

১৬২১ খৃঃ অব্দের শেষভাগে পারস্তরাজ শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। নুরজাহানের প্রয়োচনায় বাদশাহ কুমার শাহজাহানকে সেই প্রদেশ অধিকার নিমিত্ত অবিলম্বে তথায় বাজা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজাহান এই চাতুরীর মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে না, ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক নিশ্চয়ন না পাইলে তিনি তথায় যাইবেন না। সম্রাট তাঁহার সে কথা কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সৈন্ত ও কর্ণচারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে শাহজাহান শাহরীয়ারের কএকটা জাহাজী অধিকার করিয়া গইলেন এবং তাঁহার কর্ণচারী আনুর্ক উলুখুরকের সহিত একটা খণ্ড যুদ্ধ করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সবত সৈন্ত শাহরীয়ারের সৈন্ত-বলভূক্ত করিতে আদেশ দিলেন।

শাহজহান আগ্রা অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। থানু-খানান্ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়া দেশ দূর করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট মহাবতর্থা ও আবছরাখাঁকে বিদ্রোহি-দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবছরা শত্রুদিগের নিকট সমস্ত রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন।

পূর্বে সম্রাট অকবরের জীবিতকালে সলিম যখন আজ-মীড়ের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি একবার দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে কিয়ৎদিবস অস্থগত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর কর্তৃক পরাজিত হইয়া প্রতিকূল পাইয়াছিলেন। সেইরূপ এখন জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার গৃহদিকের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বে জাহাঙ্গীর যেরূপ তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিত্য ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহার প্রিয়পুত্র শাহজহান বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। (১৬২৩ খৃঃ অব্দে) সম্রাট স্বয়ং লাহোর হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্তের তুমুল সংঘর্ষ হইল। শাহজহান পরাজিত হইয়া মাণ্ডু অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট আজমীড় পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া মহাবতর্থা, মহারাজ গজসিংহ, ফজলখাঁ, রাজা রামদাস প্রভৃতি স্তম্ভকর্ষচরীর সহিত একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নর্মদানদীর তীরে কাশিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতর্থা যত্নে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিখ্যাত অশুচরণ আসিয়া পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে শাহজহান ভীত-হইয়া বুর্হানপুরে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিলে থানুখানান্ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত শাহজহানের অশুচর কর্তৃক বৃত্ত হয়। শাহজহান ক্রুদ্ধ হইয়া থানুখানান্কে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় দুর্দশার পতিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। থানুখানান্ উভরপক্ষে সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রাজ্যযোগে রাজকীয় কতকগুলি সাহসী সৈন্য হঠাৎ বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া থানুখানান্কে মহাবতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শাহজহান তেলিয়ার পলায়ন করিলেন। এখানে

হইতে ১৬২৪ খৃঃ অব্দে তিনি বঙ্গদেশে আসিলেন। হাদীর শাসনকর্তাগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাজ-মহলের শাসনকর্তাকে পরাজয় করিয়া সে প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্যন্ত আসিলে, শাহজহানের সহিত যুদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি শেষে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া মালিক অকবরের সহিত মিলিত হইলেন। মালিক অকবরের সহিত তিনি বুর্হানপুর অবরোধ করিলেন, কিন্তু সরবুলন্দারের বীরত্বে তাঁহার উক্ত প্রদেশ অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে পারবিজ ও মহাবত-র্থা নর্মদা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। শাহজহান এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ খৃঃ অব্দে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট তাঁহার পুত্র দারা ও অরঙ্গজিবকে প্রতিলভ্যরূপ রাখিয়া তাঁহার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিলেন। শাহজহান তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাট বাংলাঘাট প্রদেশ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে মহাবতর্থা সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশঙ্কা হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাবতের নামে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়া-ছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে মহাবতকে আগ্রায় আব্বান করিয়া পাঠান হইল। মহাবতর্থা বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, মহারাজী নূরজাহান ও আদমখাঁর প্রেরণার তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই আব্বান করা হইয়াছে; এই জন্য তিনি ৫০০০ রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মোগলদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কন্ডার বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবতর্থা তাহা না করিয়াই বরকরদারের সহিত নিজ কন্ডার পরিণয়কার্য স্থির করিয়া-ছিলেন। মহাবত রাজা পাইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তখন নূরজাহানের সহিত কাবুলে গমন করিতেছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহাবত চির-প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ জ্ঞাত তাঁহার ভাবী জামাতাকে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। যুবক সম্রাট-শিবিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বলপূর্বক হস্তী হইতে অবতরণ করান হইল; তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া বীনবেশ পরিধান করাইয়া সর্বসমক্ষে তাঁহার পত্নীর কপট বিদ্রূপ করা হইল। পরে

তাহাকে একটা কুশ খেতে আরোহণ করাইয়া সেজের দিকে যুগ্ম রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া আসা হইল। সম্রাট তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন।

মহাবত অগ্রসর হইলে তাহাকে শিবিরান্তান্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। মহাবত এইরূপে অবমানিত হইয়া এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া সম্রাটকে আরক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট পার হইবার জন্ত বিপাশা নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট করিতে তাহার অমুচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাজিকালে ১০০ জন অমুচর সহ সম্রাট-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট নিমিত্ত ছিলেন, আগরিত হইয়া দেখিলেন মহাবতের সৈন্ত কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন; তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিশ্বাসঘাতক, তোর অভিপ্রায় কি?” মহাবত উত্তর করিলেন, “আমার নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্ত এইরূপ করিয়াছি।” বাহা হউক তিনি সম্রাটকে বিশেষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গজপতিসিংহ সম্রাটের নিজ হস্তী আনয়ন করিলেন। সম্রাট তাহাতে আরোহণ করিলে গজপতি তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্রাট কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। এদিকে নূরজাহান ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া অবহিরথার সহিত নদীর অপর পারে রাজকীর সৈন্ত-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নূরজাহান তাহার জাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাপতির মোহেই এইরূপ ঘটনাছে; কারণ সম্রাটের রক্ষার্থ সৈন্তদ্বিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর পারে রাখা হইয়াছিল এবং এই জন্তই মহাবত বিনা বাধার সম্রাটকে আরক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাহা হউক যে রাজিতে সম্রাট মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর দিন প্রত্যুষে নূরজাহান রাজকীর সৈন্তের অগ্রভাগে বাজা করিলেন; কিন্তু তাহার নদী পার হইতে পারিলেন না, কারণ মহাবতের আদেশে পূর্বেই সেতু ভঙ্গ করা হইয়াছিল। নূরজাহান হাঁটরা পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিনি নিজেই প্রথমে জল মধ্যে নামিলেন; কিন্তু অপর পারস্থিত শত্রুগণের নিকট তীরে পার হইতে পারিলেন না। কিম্বাই খাঁ মহাবতের সৈন্তদ্বিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহাও সফল হইল। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার-সাধনের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্বক বন্দী সম্রাটের সহিত সিঁথিত হইলেন।

মহাবত বন্দী সম্রাটকে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন। এখানে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত স্নেহমুচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার সম্বন্ধে গোপনে তাহাকে বাহা বলিতেন, তিনি প্রায়ই তাহা মহাবতকে বলিয়া দিতেন। সায়ত্তার্থার স্ত্রী যখনই সুবিধা পাইবে, তখনই তাহাকে জলির আঘাতে হত্যা করিবে, একথাও সম্রাট তাহাকে বলিয়া দিলেন। এই সকল কারণে মহাবতখাঁ সম্রাটের কারাবাস শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয়। এই সুযোগে নূরজাহান স্বপক্ষ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হুমায়ুনখাঁ নামে তাহার একজন অমুচর লাহোর হইতে ২০০০ সৈন্ত সমভিব্যাহারে কাবুলান্তিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্ত সংগৃহীত হইল। সম্রাট একদিন মহাবতের নিকট সখাধ পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজাহানের সৈন্ত পরিদর্শন করিবেন এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈন্তগণ কুচ কাওরাজ না করে; কারণ তাহা হইলে ছই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। নূরজাহানের সৈন্তগণ সম্রাটের দিকে অল্প ভাবে অগ্রসর হইল যে, মহাবতের রাজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফখাঁ মহাবতের হস্তে বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাহাকে আক্রমণ না করিয়া জাহাঙ্গীর তাহার নিকট ৫টা লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন—

- (১) মহাবত শাহজাহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন। (২) আসফ খাঁ ও তাহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) যুবরাজ দানিয়লের পুত্রদ্বিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) লস্করীকে তাহার প্রতিভুবরূপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। তাহাকে ইহাও জানান হইল যে, আসফখাঁকে পাঠাইতে বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্রাট কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আসফখাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

শাহজাহান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া কতিপয় অমুচর সহ আজমীড় গমন করিলেন। পারস্তরাজ শাহ আব্বাসের সহিত তাহার মিত্রতা ছিল; আশা করিয়াছিলেন যে তথার পৌছিতে পারিলে হরত তাহার ইচ্ছা শেষ হইতে পারে; এই মনে করিয়াই তিনি আজমীড় গমন করিলেন। তথার পৌছিলে শাহজাহানের একজন বিশ্বস্ত অমুচর সর্কিউলুদুক তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তরপাইয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণে আক্রমণ না করিয়া দূর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহজাহানের নিবেদন স্বত্বেও তাহার একজন অমুচর দূর আক্রমণ করিলেন।

শাহজহান প্রকৃতপক্ষে তখন বিজোহী ছিলেন না। তাঁহার ১০০০ সৈন্য ছিল। তাঁহার বন্ধু রাজা কৃষ্ণসিংহের তখন মৃত্যু হইরাছে। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারতে গমন করিতেছিলেন, বাহা হউক আজমীড় দুর্গ আক্রমণের সম্বাদ পাইয়া সম্রাট মহাবতকে শাহজহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। শাহজহানের সৈন্তগণ যখন দুর্গ অর করিতে অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্যভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পশ্চিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা পারবিকের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই ছরবছারও তাঁহার রাজ্যাভিপাশা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত সম্রাট কর্তৃক শাহজহানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইরাছিলেন, কিন্তু শাহজহান দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে মহাবত তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

তাঁহার কি করিবেন ইহা স্থির করিবার পূর্বেই কুমার শাহরীররের পীড়া-সংবাদ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কান্নার অবেশানকালে সম্রাট অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না; এই জন্য ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জাহাঙ্গীর যুগেরা করিতে অতি ভালবাসিতেন, কিন্তু এ সময়ে অনেক দিন পর্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি লাহোরে বাইবার সময় বৈরামকান্না নামক স্থানে আগমন করিয়া একদিন শিবিরদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটি হরিণ তাড়াইয়া লইয়া বাইতেছে। সম্রাট একটা হরিণকে গুলি করিলেন; আহত যুগ দোড়িয়া যুগীর নিকট বাইয়া প্রাণত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে একটা লোকও গুলি প্রাপ্ত হইল। এই লোকটি যুগের পক্ষাতে ছিল এবং বন্দুকের শব্দে উচ্ছ্বাস হইতে গড়াইয়া নিরে পড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাট মৃত ব্যক্তির মাতাকে বধেই অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটির মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাইবার কালে মৃত পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মদ্য আনীত হইলে তাহা পান করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর ক্রমশঃই অসুস্থ হইতে লাগিল। তিনি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ, ২৮ শব্দর তারিখে প্রাতঃকালে তারতের সম্রাট যশবন্ত নরসিংহ জাহাঙ্গীরের রাণিগণি রাণে প্রাণত্যাগ

করিলেন। এই যোগে তিনি বহুদিন অবধি কষ্ট পাইতে ছিলেন। পরদিন তাঁহার মৃতদেহ লাহোরে প্রেরিত হইল এবং নূরজাহান বে উদ্যান প্রস্থত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল। তিনি তাঁহার নিজের জন্য একটা সমাধিস্থান পূর্বেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে সম্রাট জাহাঙ্গীর ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১৬২৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

জাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও অষ্টচরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; তাঁহার পিতাকে আপামর সকলেই ভক্তি ও মান্য করিত বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছা রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাংলাকাল হইতেই বিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বাহাতে অন্য কেহ এই দোষে দুষিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাবী সম্রাট ছিলেন। ইল্লি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সমসাময়িক; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাদের উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী এবং চরিত্রও প্রায় সদৃশ। উভরই কোতুক ও অমোদপ্রিয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খৃঃ অব্দে তামাক সেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন; ঠিক ঐ সময়েই ইংলণ্ডেও সেই প্রজ্ঞাপন ব্যবস্থা হয়। জাহাঙ্গীর কমান্ড-সম্পন্ন ছিলেন; তিনি বিজোহী কুমার খস্রুকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছেন এবং মানসিংহ ও খানখানাকেও বধেই ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি মৃগশংস মুষ্টি ধারণ করিতেন, বাহার উপর তাঁহার ক্রোধ হইত, বেঙ্গলে হউক তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রথমে তিনি অকুবরপ্রবর্তিত ধর্মমত অবলম্বন করেন; কিন্তু সম্রাট হইয়া ইসলামি ধর্মে গোড়া হইয়াছিলেন। অন্তিমকালে আবার এ তাব দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার তজ্জনালয়ে বুদ্ধ ও খৃষ্টধর্মের ছবি দেখা বাইত।

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্কর্যকার্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সম্রাট অকুবরের একটা সমাধি-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট করাইবেন, কিন্তু তিনি খস্রুর বিজোহে ব্যস্ত থাকায় এই মন্দির তাঁহার আশাশূন্য হয় নাই। বাহা হউক, তিনি কয়েক স্থান ভল্ল করিয়া পুলয়ার নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন।

বাহারা জন্মের ছবি প্রস্তুত করিতে পারিত, সম্রাট তাহা-বিলকে বধেই পারিতোষিক প্রদান করিতেন। তাঁহার কণ্ঠে

ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ অগ্রদূত ছিল, তাঁহার অনেক সভাসদ গজল লিখিয়া তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ আবাদী জমীতে কল বৃক্ষ রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। জাহাঙ্গীর একটা আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া কলকর রহিতের আজ্ঞা দেন। গল্পটা এই—একদিন কোন রাজা হুর্ষাকিরণে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া নিকটবর্তী এক ফলের বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উদ্যানপালকে দেখিতে পাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে দাড়িঘ পাওয়া যায় কি না? উদ্যানপাল তাঁহাকে দাড়িঘ গাছ দেখাইলে তিনি একবাটা দাড়িঘ রস প্রার্থনা করিলেন। উদ্যানপালের কন্যা নিকটে ছিল। তাহাকে বলিলে সে শীঘ্রই একবাটা রস আনিয়া আগন্তুককে প্রদান করিল। পরে সেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্যানপাল বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহার বাৎসরিক ৩০০ দীনার লাভ হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। এই কথা শুনি রাজা মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের বাগান আছে; যদি প্রতি উদ্যানের লাভের দশমাংশ রাজকর নিদ্ধারিত হয়, তবে তাঁহার অনেক লাভ হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটা বাটা রস প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু এবার রস আনিতে বিলম্ব হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্যা উত্তর করিল, পূর্বে একটা দাড়িঘের রসেই বাটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এবার অনেকগুলির রসেও সে পরিমাণ হইল না। ইহাতে আগন্তুক অতিশয় বিস্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজানিগের ইচ্ছা থাকিলেই ফসল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের রাজা হইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আরের কথা শুনিয়া আপনার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। এই জন্যই বাটা পরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা অপ্রতিভ হইয়া এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে কখন কলকর গ্রহণ করিব না এবং কিছুকাল পরে তিনি আর এক বাটা রস আনিতে বলিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি অতিশীঘ্রই পরিপূর্ণ একবাটা রস আনিয়া রাজাকে অর্পণ করিল। সুতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া জাহাঙ্গীর নিকট আশ্রয়-পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই আখ্যায়িকা শুনিয়াই কলকর গ্রহণ করেন নাই।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নুরজাহান ও তাঁহার মাতা আভর আবিষ্কার করেন।

জাহাঙ্গীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দেখিতে লম্বা, তাঁহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, ভুরুষয় লম্বিত এবং তাঁহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল থাকিত। তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দুস্থানে নানাপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজদরবারে পারস্তভাষা ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিত। সম্রাট ও তাঁহার কএকজন অমাত্য তুর্কি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের ১৮ বৎসরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর চাগতাই তুর্কি ভাষায় লিখিতেন।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ কাবুলী, সম্রাটের জাহাঙ্গীরের রাজসভাস্থ জনৈক আমীর। ইনি পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৬০৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার শাসন কর্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর কুলিখাঁ, সম্রাট অকবর ও জাহাঙ্গীরের জনৈক কর্মচারী। ইনি খাঁ আজিম মর্জা আজিজ কোকার পুত্র। ১৬০১ খৃঃ অব্দে শাহজহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর মর্জা, দিল্লীর ২য় অকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি দিল্লীর রেসিডেন্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি ভুলি নিষ্পেক্ষ করেন বলিয়া রাজকীয় বন্দীরূপে আলাহাবাদে নীত হন এবং তথায় স্থলতান খসরুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে ৩১ বর্ষ বয়সে সেই উদ্যানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে গোর দিবার সময় আলাহাবাদের দুর্গ হইতে ৩৩ টি তোপধ্বনি হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ উদ্যানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পরে তাঁহার কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়া নিজামুদ্দীন আলিয়ার গোরস্থানে প্রোথিত হয়।

জাহাঙ্গীরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলন্দশহর জেলায় অধুপসহর তহসীলের একটা সহর। অক্ষা° ২৮° ২৪' উঃ; দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫' পূঃ। বুলন্দশহর হইতে ১৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বড়গজরের রাজা অকবর এই নগর স্থাপন করিয়া খাঁ আবু জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখিয়া যান। এখানে ছিট, পাটী ও

রথ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানকার বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে বিদ্যালয়, সরাই, থানা ও ডাকঘর আছে। নগরের চতুর্দিকের ভূমি উর্বরা, তথায় প্রচুর পরিমাণে কুম্ভস্থ ফুল ও তিল সর্বপাদি জন্মে।

জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যার নীতাপুর জেলার একটি সহর। এই সহর নীতাপুর হইতে ২৯ মাইল পূর্বে বরাইচের উচ্চ পথপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে অনেক জোহা অর্থাৎ মুসলমান তত্ত্বাবাস করে। প্রতি পক্ষে একটি করিয়া হাট বসে।

জাহাজ (আরবী জাহাজ) পোত, অর্থাৎ নৌ। [পোত দেখ।] জাহাজগড় (জর্জগড়) পঞ্জাবের রোহতক জেলার কাঞ্চরের সমিহিত একটি দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৩৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭' পূঃ। থর্গটন সাহেব বলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়া নিজ নামানুসারে ঐ দুর্গ নির্মাণ করেন। দেশীয় লোকে জর্জগড় হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্র-গণ ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, জর্জ টমাস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়া শেষে হাটীনগরে পরাজিত হন।

জাহাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটি সহর। ইহার নিকট পূর্বতের উপর একটি দুর্গ আছে। দুর্গ দুই প্রস্থ পরিধা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটি গিরিপথে অবস্থিত। এই নগর জাহাজপুর পরগণার রাজধানী। পরগণায় ১০০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাভাষী।

জাহাজী (আরবীজ) নাবিক, খালানী।

জাহান্নারা বেগম, সম্রাট শাহজহানের ঔরসে তাঁহার উজীর আসফখাঁর কন্যা মামতাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে ২৩এ মার্চ তারিখে বৃহবার জাহান্নারার জন্ম হয়। তৎকালীন দ্রীলোকদিগের মধ্যে এই রাজকুমারী সচরিত্রা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, লজ্জাশীলা, উদারহৃদয়া, বিদ্বয়ী এবং অতিশয় সুলভ্য বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ হিজিরা, ২৭এ মহরম তারিখে রাজ্যকালে যখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে নিজ আবাগে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার দোহল্যামান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ কোন প্রদীপের শিখার জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মঙ্গলি নির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরিচ্ছদের সর্বাংশ জলিয়া উঠিল, তাঁহার জীবন সংস্কারাপন্ন হইল। তিনি কোনরূপ শব্দ করিলেন না। চীৎকার করিলে অনতিদূর হইতে বৃকগণ আসিয়া তাঁহাকে আনয়িত্ত অবস্থার দেখিতে পাইবে এবং অগ্নি নির্বাপিত করিবার নিমিত্ত হস্ত তাঁহার গায়ে হস্তার্পণ করিবে, এই

আশঙ্কার জীবন সঙ্কটাপন্ন জানিয়াও তিনি কোনরূপ চীৎকার করিলেন না। বেগে অন্তঃপুরে অন্তিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া প্রায় অচেতনাবস্থায় পতিত হইলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার জীবনের কোনরূপ আশা ছিল না। বহু চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সম্রাট শাহজহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। তিনিই রাজকুমারীর স্বাস্থ্য বিধান করেন। সম্রাট এই উপকারের পারিতোষিক স্বরূপ উরুতুদদর ডাক্তার বাউটনের প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজ বণিকদিগকে যোগল সাম্রাজ্য মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সনদ প্রদান করেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে (১০৫৮ হিজিরা) জাহান্নারা বেগম অন্যান্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আশ্রা দুর্গের নিকট একটি লাল প্রস্তরের মসজিদ নির্মিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা আলমগীরের রাজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ৩রা রোমজান তারিখে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ এই সেপ্টেম্বর) তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্নারার পিতার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ভগিনী রসুনারার চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসুনারা তাঁহার পিতাকে সিংহাসন হ্যুত করিবার নিমিত্ত অরক্ষণাবেক প্রোৎসাহিত করেন। পঞ্চাশতের জাহান্নারা তাঁহার বৃদ্ধ পিতার কারাবাসকালে সাধনা ও শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সর্বদাই পিতার নিকট অবস্থিত করিতেন। জাহান্নারার কবরোপরি একটি খেতবর্ণ যারবল প্রস্তরের মসজিদ নির্মিত হইয়াছে এবং তদুপরি পারস্তভাষায় নিম্নলিখিত মর্মে লিখিত আছে, “কেহ আমার কবরোপরি সবুজবর্ণ প্রদানি তির অস্ত্র কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরতিমান ব্যক্তির কবরে ইহাই শোভা পায়।” পাশ্বে লিখিত আছে—“চিস্তির পুণ্যাঙ্গারিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্যা বিলাসী ফকির জাহান্নারা বেগম ১০৯২ হিজিরার মানবলীলা শেষ করেন।”

জাহান্নারাতুম, একজন প্রসিদ্ধা রমণী। ইহার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সিন্ধুর শাসনকর্তা সাহ আবু ইসাকের সচিব আমিন্ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় সুলভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

জাহান্নারো বেগম, সম্রাট অকবরের পুত্র হুরাদের কন্যা। জাহাঙ্গীরের পুত্র হুমায়ূর পারভিজের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পারভিজের ঔরসে মদ্রাস বেগম নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সম্রাট শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসেকোর সহিত সেই কন্যার পরিণয় হয়।

জাহান্না তুর্কী, ফরাইহক তুর্কির পুত্র ও সিকন্দর তুর্কির জাতি। ১৪৩৭ খৃঃ অব্দে (৮৪১ হিজিরার) সিকন্দরের মৃত্যুর পর জাহান্না আবার তৈবুয়ের পুত্র শারক্ নীর্বা কর্তৃক আক্রমণবানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৪৪৭ খৃঃ অব্দের (৮৫০ হিজিরার) পরে জাহান্না পার্শ্বের অনেক অংশ আধিকার-ভুক্ত করেন এবং দারবিকার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েন, কিন্তু ১৪৬৭ খৃঃ অব্দে ১০ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে হাসনবেগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

জাহান্ন সজ্জ, হুলতান আগাউল্‌ন হোসেন ঘোঁরী জাহান্ন সজ্জ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাহান্নাবাদ, ১ বাঙ্গালার গয়া জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণকল ৬০৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ১৪৫৪। ইহাতে অরবাস ও জাহান্নাবাদ এই দুইটা থানা ও দুইটা ফোজদারী আদালত আছে।

২ গয়া জেলার জাহান্নাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২৫° ১৩' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২' ১০" পূঃ। এই সহর গরার ৩১ মাইল ঠিক উত্তরে পাটনার শাখা রাস্তার মূহুর নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ডাকঘাঙ্গা, ডাকঘর, হাঁস-পাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পূর্বে বৃহৎ বাণিজ্য স্থান ছিল, আজিও ওলন্দাজদিগের তিনটা কুঠীর ভয়াবশেষ ইহার পূর্বে সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দিতেছি। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এই নগরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটি কারখানা ছিল। পূর্বে এখানকার অধিবাসীরা সোরা প্রভৃত করিত। মাকেটের প্রতিকৃতিতর এখানকার বস্ত্রের ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক জোঁড়া তক্তবাস বাস করে।

জাহান্নাবাদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণকল ৪৩৮ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৬৪২। ইহাতে জাহান্নাবাদ, গোঘাট ও থানাহুল এই তিনটা থানা এবং ২টা কোজদারী ও ২টা দেওয়ানী আদালত আছে।

২ হুগলী জেলার জাহান্নাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ৫৩' উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪২' ৫০" পূঃ। এই সহর দারকেশ্বর নদীতীরে অবস্থিত।

জাহান্নাবাদ কোরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কত্তেপুর জেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৪° ৬' ২" উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ২৪' ১৮" পূঃ। এই নগরের প্রাচীন অষ্টাঙ্গিকারি অতিশয় বিখ্যাত। তদাধো অষ্টাঙ্গ শক্তাবীর শেষভাণ্ডে অষ্টাঙ্গার উদীরদ্বিগের ভয়াবহভাবে নির্মিত রাঙালান বাহাদুরের বিশালমূহ, দারদারী উদ্যান ও ঠাকুরবার নবক একটি আধুনিক প্রাসাদ, সদরের

এক মহিল পশ্চিমে একটি গোরহান, প্রাচীন প্রাচীর ও ভোরণ বিশিষ্ট একটি সরাই প্রাধান।

জাহান্নাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌর জেলার দারানগর পরগণার একটি সহর। এই নগর বিজনৌর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে নবাব সৈয়দ মহম্মদ মুজাবেংখার মূন্সফর প্রত্নতরনির্মিত গোরহান আছে।

জাহান্নাবাদ, রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলিভিত তহসীলের একটি সহর। ইহা সদরের ৪১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। জাহান্নাবাদের নিকটে বলিয়া বা বলাই-পশিয়াপুর গ্রামে বলাইখেরা নামে প্রাচীন মন্দিরের ভয়াবশেষ আছে। এই বলিয়া গ্রামে বহুসংখ্যক বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ঐ সকল ইষ্টক বাহির হইলেই জাহান্নাবাদে লইয়া আসে, সুতরাং বলিয়াতে সম্ভ্রতি বিশেষ কিছুই নাই। বাহা কউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়া গ্রাম প্রাচীন অহমিত হয়। তথায় প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাজ বলির স্থাপিত।

জাহান্নাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলার মহম্মদাবাদ তহসীলের একটি প্রাচীন সহর। ইহার বর্তমান নাম মাউনাটভজন। অক্ষা° ২৮° ৫৭' উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৩৫' পূঃ। এই সহর আজমগড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কোন্ সময় ইহা স্থাপিত হয় তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য বাস করিত, পরে মালিক তাহির নামে জনৈক ফকির দৈত্যকে দূর করিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। তদনুসারে ইহার নাম মাউনাটভজন অর্থাৎ দৈত্যদূরকারী নগর হইয়াছে। আজিও এখানে সেই মালিক তাহিরের কবর আছে। আইন-ই-অকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট শাহজহানের সময় এই স্থান সম্রাটুহিতা জাহান্নারা বেগমকে অর্পিত হয়। তদনুসারে ইহার নাম জাহান্নাবাদ হইয়াছে।

বেগমের আদেশে তথায় একটি কাটরা অর্থাৎ চাকনী তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার ভয়াবশেষ আছে। পূর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে ৮৪টা মহলা ও ৩৩০টা মসজিদ ছিল।

জাহান্নারশাহ, দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সম্রাট্য লইয়া জাহার চারি পুত্র জাহান্নার, আজিম উশ্মান, রকি উশ্মান ও খোজাতার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম উশ্মান বাহাদুরের ২য় পুত্রগিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং বাহাদুরের জীবিতকালে তিনি অনেক সময় রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর আজিম উশ্মান

সিংহাসন অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাড়া করিলেন। জাহাঙ্গীরের মধ্যে এই সন্ধি হইল যে আজিম উশ্শানকে পরাজিত করিয়া জাহাঙ্গীর তিন ভ্রাতা সাম্রাজ্য সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন। আমীরউল্ওমরা জুল্ফিকারখাঁ জাহাঙ্গীরের প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জাহাঙ্গীর লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন। আজিমউশ্শান্ অতিশয় দ্রীর ও সাহসী ছিলেন; তিনিও ভ্রাতাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। ৫ দিন ধরিয়া গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। ৮ম দিবসে আজিম উশ্শানের সৈন্য বিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত হইল। মোকামচাঁদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজসিংহ নামক একজন জাতিরাজা উশ্শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে অমায়ুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। সন্ধ্যাকালে আজিমের সৈন্য লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আজিম উশ্শান স্বয়ং এক হস্তীতে আরোহণপূর্বক পত্রগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় রাজা জরসিংহ আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু সেই সময় একটা প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে ইহারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় হইল। আজিম উশ্শান আহত হইয়া হস্তীর সহিত জল মধ্যে পতিত হইলেন, তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না।

পূর্বসন্ধির নিয়মানুসারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ করিয়া লইবার কথা উঠিল। কিন্তু জুল্ফিকারখাঁর কূটমন্ত্রণাবলে জাহাঙ্গীরশাহ ১ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাড়িয়া গেল, খোজন্দা আখতার জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ হইল, আখতার পরাস্ত ও নিহত হইলেন। রফি উশ্শান্ এতক্ষণ পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন। জুল্ফিকারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি কাবির্য্য ছিলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতার যুদ্ধ করিয়া বিনি জয়ী হইবেন, জুল্ফিকারের সহায়তার তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বেন সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি জাহাঙ্গীরকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনিও নিহত হইলেন।

জাহাঙ্গীরশাহের পূর্বে নাম ছিল মোজ উজ্জীন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীরশাহ নাম গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই রাজস্বসংগ্রহ

দিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন, আজিম উশ্শানের পুত্র মুলতান করিমউদ্দীন, আজিমশাহের পুত্র আলি ভাবর, কম-বজ্জের দুই পুত্র প্রভৃতি রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিয়া লাহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন।

জাহাঙ্গীর তাঁহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ দুই দিন পর্যন্ত যুদ্ধ স্থলে রাখিতে আদেশ করেন। পরে দিল্লীতে আনিয়া ছায়ায় নমজিদে গোর দেওয়া হয়।

এই সম্রাট অতিশয় বিলাসী, অলস, নষ্ট চরিত্র, ব্যসনাসক্ত ও দুর্বল ছিলেন। তিনি সম্রাট হইবার একান্ত অসুপযুক্ত। তিনি একজন বারানদার আজাদীন কৃত্য স্বরূপ ছিলেন। এই জীলোকটার নাম লালকুমারী। জাহাঙ্গীর নিজের কর্তব্য তুলিয়া সর্বদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন; লালকুমারী ক্রমে এত ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্রাট তাহার হস্তে জীভাপ্রতীক স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট লালকুমারীকে ইমতিয়াজ্ মহল বেগম নাম প্রদান করিলেন এবং তাহার হাত-খরচের জন্য বার্ষিক ২ কোটি টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজবংশীয় ব্যক্তীত অন্ত কেহ সম্রাটের পার্শ্বে হস্তীর উপর বসিতে পারিত না; সম্রাট সেই গণিকাকে দে অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-ভাস্থ্যকে আমীর-উল্ওমরা পদ এবং খাঁ জাহান বাহাজুর উপাধি প্রদান করিলেন। লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্তের সেনাপতি ও তাহার খুড়া নিয়ানতকে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্তের সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন ঘনিষ্ঠা সখী জোরাকেও একটা কারাগার দেওয়া হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা সম্রাটের অঙ্গগ্রহ পাইবার জন্য জোরার তোষামোদ করিতেন। সম্রাট প্রায় সর্বদাই লালকুমারীর সহিত একত্র শকটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন সম্রাট সন্ধিনীঘণ সহ মস্তপানাদি দ্বারা এত জ্ঞান-মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, প্রাসাদে কিরিতে পারিলেন না; রাজিকালে জোরার সহিত বাপন করিলেন। কিন্তু সম্রাটের কিছুতেই লজ্জা হইত না। সম্রাট এত লজ্জাহীন ও নষ্টচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের জীকজা তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়া লালকুমারী এত গণিকা হইয়া উঠিয়াছিল যে, একদা সম্রাট অরঙ্গজিবের বিদূষী কজা জেব্‌উলশিাকে অবমানিতা করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কচিত হইল না।

জাহাঙ্গীরশাহের রাজত্বকালে জুল্ফিকারখাঁ সর্বোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই শাসনকার্য সম্পন্ন হইত। সাম্রাজ্যের এই গোলাবোঁটার সময় আজিম উশ্শানের পুত্র

ফরুখশিয়ার আবদুল্লাহী ও হোসেন আলি নামক সৈয়দ
জাতীয় সাহায্যে পাটনায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত
হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে যুদ্ধা প্রচারিত করিলেন।
সন্ত্রাসি অকুউদ্দীন, খোজা আসানখী এবং খাঁ হুরানের অধীনে
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে সন্ত্রাসিদের সৈন্য পরাস্ত হইল।
তাহাতে সন্ত্রাসি জুল্ফিকারখাকে সেনাপতি করিয়া ১০০০
অখারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া
যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে আগ্রায় যুদ্ধ হইল,
কিন্তু অসফল্যে না দেখিয়া লালকুয়ারীকে লইয়া সন্ত্রাসি হস্তী
আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া দাড়ি
গোঁফ কানাইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে দিল্লী
নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উজীর আসদ্
উদৌলার বাটী গমন করিলেন। আসদ্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ
করিয়া ফরুখশিয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে ফরুখশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন,
কিছু দিন পরে খাসরোধ করিয়া জাহান্নাকে হত্যা করা হইল।

জাহান্নারশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

জাহান্নারশাহ (অবশ্য বখ্) বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ
পুত্র। তাঁহার পিতার কার্য্যগতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি
দিল্লী হইতে লক্ষৌ নগরে পলাইয়া আসেন। এই সময় আস্ফ
উদৌলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য নিরীহের জন্ত
হেষ্টিংস লক্ষৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্নার হেষ্টিংসের
সহিত কাশীধামে আগমন করেন এবং এখানে বাস করিতে
থাকেন। হেষ্টিংসের অধুরোধে লক্ষৌয়ের নবাব-উজীর
জাহান্নারের জন্ত বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির করিয়া
দিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল জাহান্নার কাশীধামে ইং-
লোক পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাকে কাশীহ একটি সুলতান
মসজিদে গোর দেওয়া হয়। গোর দিবস সময় তাঁহার
সম্মানার্থে সকল মাস্তগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেসিডেন্ট উপস্থিত
ছিলেন। তিনি যুদ্ধাকালে তাঁহার তিন পুত্রকে ইংরাজরাজের
তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান, ইংরাজরাজ এখনও তাঁহার বংশধর-
দিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জাহান্নার একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি “বরাক্
ইনারেং মুর্শিদজাদা” নামে একখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ
লিখিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংসে জাহান্নার অবস্থা সমালোচনা
করিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে কট সাহেব যে প্রবন্ধ
লিখিয়াছেন, তাহাই জাহান্নার রচিত একখানি পারসী
পুস্তকের কিয়দংশের অন্তর্ভুক্ত।

জাহান্নাম (আরবী) মূলনামদিগের মরক। মূলনামদিগের

শাস্ত্রে এই ৭টী নরকের বর্ণনা আছে—জাহান্নাম মূলনামদিগের,
লজবা খুটানদিগের, হতমা সিহরীদিগের, সের সাবিরানদিগের,
সগর পারসিক অধ্যাপকদিগের, জলুম পৌত্তলিকদিগের
এবং হবিয়া কপটদিগের জন্ত নির্দিষ্ট।

জাহির (আরবী) শুণ্ড বিষয় প্রকাশ।

জাহিরা (আরবী) প্রকাশ্য ভাবে, স্পষ্ট।

জাহুয (পুং) রাজভেদ। “পরিশিষ্টং জাহুযং বিশ্বতং” (শব্দ
১১১৬২০) ‘জাহুযঃ কশিৎ রাজা’ (সারণ)

জাহুব, জনপদবিশেষ।

জাহুবী (স্ত্রী) অকোরপত্য স্ত্রী জহু-অণু ঙীপ্। জহুতনয়া,
গন্ধা। পূর্বে জহু মুনি কোপপরবশ হইয়া গন্ধাকে পান করি-
য়াছিলেন, পরে ভগীরথের শুভে সন্তুষ্ট হইয়া জাহু দিয়া বাহির
করিয়া দেন, এই জন্ত ইহার জাহুবী নাম হইরাছে।

ইহাতে দ্রাব্য করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়।

[গন্ধা দেখ।]

জাহুবী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটা নদী
ও গন্ধার শাখা। ইহা অক্ষা° ৩০° ৫৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১৮'
পূঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩০
মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটীর নিকট গন্ধার মিশিয়াছে।

জি (ত্রি) জয়তি জি বাহুলকাৎ ডি। ১ জেতা। ২ পিশাচ।

জিআদা (আরবী) অধিকতর।

জিআন (দেশজ) বাচান।

জিউলি (দেশজ) মৎস্তবিক্রেতা, যে বিক্রয়ের জন্ত মৎস্ত
বাঁচাইয়া রাখে।

জিউলী (দেশজ) গুড়ীকাঠ। (Odina Woodier.)

জিওল (দেশজ) গুড়ীকাঠ।

জিওলমাচ (দেশজ) কছপ।

জিকুন (পুং) একজন প্রাচীন শ্রুতিকারক, ইনি অন্ত্যোষ্ঠিবিধি,
অম্মরণবিধি প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জিকুর (আরবী) কথাবার্তা, কথোপকথন।

জিকরুমজগুর (আরবী) কথোপকথন, খোঁস গল্প।

জিগজু (পুং) গচ্ছতি গম-জুঃ সঘচ্চ (গমেঃ সঘচ্চ। উপ্
৩৩১) অহুদাতোপদেশে ইত্যাদিনা মনোপঃ। ১ প্রাণ।
(উজ্জল) (ত্রি) ২ গমনশীল। “জিগরবোহরীনাং” (শব্দ
১০৭৮৩০) ‘জিগরবো গমনশীলঃ’ (সারণ)

জিগমিষা (স্ত্রী) গম্মিষা গম-সন্ তত ঙীপ্। গমনেচ্ছা, বাই-
বার ইচ্ছা।

জিগমিষু (ত্রি) গম-সন্ উঃ। গমনেচ্ছু; গমনোৎসুক।

জিগর (বাবসিক) পরমার্থ বিবরণ গান।

জিগা (পারসী) মুকুট, রাজার মস্তকভরণ।

জিগির (আরবী) চীৎকার, ন্পঠ প্রকাশ, প্রত্যাক।

জিগর্তি (পুং) গৃ বাহুল্যকাণ্ডতি বিষয়। আচ্ছাদক। “জিগর্তি-মিত্রো অগজগুংরাণঃ” (শব্দ ৫১২৯৪) “জিগর্তিঃ গরস্তম্যাচ্ছাদয়ন্তঃ” (সারণ)

জিগীষা (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্ ভাবে অ। ১ জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। ২ প্রকর্ষ। ৩ উত্তম।

জিগীষু (ত্রি) জি-সন্ তত উ। ১ জয়েচ্ছ। ২ উৎকর্ষ লাভেচ্ছ। ৩ উদ্যমশীল।

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুদ্ধেলখণ্ড এজেন্সীর অধীনস্থ একটা দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ২১২৮ বর্গমাইল। হামীরপুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দশান ও বেতবা নদীর সন্মেলন সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগ্নি। অক্ষা° ২৫° ৪৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৮' পূঃ। জিগ্নির রাজা এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুদ্ধেলা জাতীয় হিন্দু। বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১৪০০০ টাকা। রাজার দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। বুদ্ধেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই রাজ্যে ১৪টা গ্রাম ছিল, কিন্তু রাজার খেজাচারিতার জন্য সেই সমস্তই বাজেরাপ্ত হয়, পরে ১৮১০ খৃঃ অব্দে ৬টা গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইরাছে। রাজার ৫১ জন পদা-তিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে।

জিগ্ম্য (ত্রি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী।

জিঘ্রক্স (পুং) হন পুৰ্বোদাসাদিহাং সাধুঃ। জিঘাংসা, হননেচ্ছা। “যোনঃ সন্তত্য উতবা জিঘ্রক্সঃ” (শব্দ ২১০০৯) “জিঘ্রক্স জিঘাংসঃ” (সারণ)

জিঘ্রংসা (স্ত্রী) অন্তুমিচ্ছা, অন্-সন্-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। ভক্ষণেচ্ছা, ক্ষুধা। (হেম)

জিঘ্রংসু (ত্রি) অন্-সন্ ঘসাদেশস্তত উঃ। ভোজনেনচ্ছ, বৃদ্ধক্স।

জিঘাংসক (ত্রি) প্রতিহিংসক, হননেচ্ছ।

জিঘাংসা (স্ত্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছা। ২ প্রতিহিংসা।

জিঘাংসিন্ (ত্রি) জিঘাংসাকারী।

জিঘাংসু (ত্রি) হনমিচ্ছঃ হন-সন্-তত উ। হননেচ্ছ।

জিঘ্রক্স (স্ত্রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্ ভাবে অ। গ্রহণেচ্ছা।

জিঘ্রক্সু (ত্রি) গ্রহ-সন্ তত উ। গ্রহণেচ্ছ, গ্রহণাভিলাষী।

জিজ্র (ত্রি) জিজ্রতি জা-কর্ষতি ৷ (পাত্যায়াদিহাং)। পা ৩।১।১০৭) ১ জাগকর্ষা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট্ লোট্ লঙ্ বিধিগুণের বিতক্তিতে প্রাধাতুস্থানে জির আদেশ হয়।

“স্বামী নিবসিতেৎ প্যাব্রতি মনোজিরঃ সপত্নীজনঃ।”

(সাহিত্যদ্য ৭।৪৫)

জিজি (স্ত্রী) মজিঠা। (শব্দর)

জিজিনী (স্ত্রী) জিগি গতো গিনি। শাখণী জাতীয় বৃক্ষ-ভেদ, কৃষ্ণশাখা, চলিত কথায় কাকশিমুল। ইহার নির্যাস অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। পর্যায়—বিলিনী, বিলী, স্ননির্যাসা, প্রমোদিনী। ইহার গুণ—মধুর, উষ্ণ, কষায়, বোনিবিশোধন, কটু, ত্রণ, হস্ত্রোগ, বাত ও অতীসার-নাশক। (ভাবপ্র)

জিজী (স্ত্রী) জিগি গতো-অচ্ গোরা° জীপ্। মজিঠা। [জিজিনী দেখ।]

জিজ (হিন্দী) ভগিনীপতি।

জিজিয়া (হিন্দী) ১ ভগিনী। (আরব্য) [অধিকার, বশীভূত-করণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন।] ২ মুসলমান-দিগের প্রবর্তিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাংগের উপর মুণ্ডকরণ।

আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিক ওয়ার মুসলমান ব্যক্তি অপর সকল জাতির উপর এক কর স্থাপন করেন। উক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দর্হাম, মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্হাম এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাদিগের পক্ষে ১২ দর্হাম ছিল।

কোন সময়ে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয় ঠিক বলা যায় না। টুঙ্গ সাহেব অনুমান করেন, সম্রাট বাবর শাহ তম্বা-করের পরিবর্তে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার বহুপূর্বে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামো-ল্লেখ পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন বরগী ও ফেরিদ্দা-লিখিত পুস্তকে আলাউদ্দীন ও তাহার কাজি মুহিউদ্দীনের কথোপ-কথন এইরূপ বর্ণিত আছে। আলা কহিল, “কোন প্রকার হিন্দু হইতে বস্ত্রতা ও কর গ্রহণ করা ধর্মসঙ্গত?” নীচমনা কাজি উত্তর করিল, “ইমাম্ হানিক কহিরাছেন যে কাকের-দিগকে মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যু সঙ্গু গুলু জিজিয়া করভারে প্রপীড়িত করাই ধর্মসঙ্গত। এই জিজিয়া উহাদের রক্ত শোষণ করিয়া যতদূর সম্ভব কঠোররূপে আদায় করিতে হইবে, কেন না এই দণ্ড বাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।”

বাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অপর সক-লের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার পরও বিরোজশাহের সময় পর্যন্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন। শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, সম্রাট বিরোজশাহ নিরলিখিত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপর সর্বপ্রথম জিজিয়া স্থাপন করেন। “উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ এ পর্যন্ত জিজিয়া হইতে মুক্ত

আছে। পূর্ব পূর্ব মুসলমান সম্রাটগণ, মন্ত্রী ও চুঁচু গণকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগণই অধিবাসি-দিগের প্রধান, সুতরাং জিজিয়া ইহাদেরই নিকট অগ্রে আদায় করা উচিত।" ইহা বারী প্রমাণ হইতেছে যে সিয়োজ-শাহই প্রথম ব্রাহ্মণদিগের উপর জিজিয়া ধার্য করেন। বাহা হউক, ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের প্রাসাদে একত্র হইল এবং জিজিয়া হইতে মুক্তি না দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরায়িত হিন্দুগণ আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের ঐ করভার নিজেরাই বহন করিতে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তি দিল। ঐ সময়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের জিজিয়ার হার প্রত্যেক জনের ৪০, তদ্বা, মধ্যমশ্রেণীর ২০, ও তৃতীয়শ্রেণীর হার ১০, তদ্বা স্থির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের হার উক্ত হাজামার পর সর্বোপেক্ষা হ্রাস হইল।

অকবর তাঁহার রাজত্বের ১ম বর্ষে এই কর রহিত করেন। কিন্তু ভিন্নধর্মবোধী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গজেব অকবরের এ উদার নীতির অমূল্যরূপ না করিয়া তাঁহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে ঐ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেন। তিনি কেবল করস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করদাতাগণ বাহাতে লালিত ও অপমানিত হয়, তাহারও বখাসাধা উপায় করিলেন। জুবদাৎ উল্ অখবারাৎ পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব নিম্নলিখিতরূপে জিজিয়া আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। করদাতা স্বয়ং পদব্রজে জিজিয়া লইয়া আদায়কারীর নিকট দাঁড়াইত। আদায়কারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার হস্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর স্বয়ং দিয়া যাইতে হইত, তৃতাদি বারী পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দিতে হইত। মধ্যবিত্তগণকে দুই এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্থ ব্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে হইত। মুসলমান ধর্মগ্রন্থে লিখা যত্ন হইলে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই সময় হইতে জিজিয়া রীতিমত আদায় হইয়া আসিতে লাগিল।

কক্সিস্টার সম্রাটের সময় ভূতপূর্ব অরঙ্গজেবের পারিবার নীচমনা ইনারেজ-উল্লা রাজস্ব সচিব হইলে এই কর চূড়ান্ত উৎপীড়ন ও অন্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল। পরে রাকিউদ দর্জাতের সময় সৈয়দগণ এই কর রহিত করেন। রতনচাঁদ নামে জনৈক হিন্দু রাজস্ব সচিব হইলে হিন্দুগণ অনেক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রতনচাঁদের মৃত্যুর পর আর একবার এই কর স্থাপিত হয়। পরে মহম্মদশাহ দ্বারা জয়সিংহ ও শিরিধর বাহাদুরের অধুরোধে জিজিয়া

উঠাইয়া দেন। মহম্মদের পর আর কোন সম্রাট জিজিয়া স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই।

আরও জানা যায় যে বহুলোল ও সেকন্দর লোদির সময় এই কর অতি কঠোর উপায়ে আদায় করা হইত এবং সেই জন্যই যোগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ ইহার আদায় স্থবির হইয়াছিল এবং এই পক্ষ-পাতিতার সকলেই মুসলমান সম্রাটগণের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ব পূর্ব মোগল সম্রাটগণ বখাসাধা অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া সাধারণের অমুরাগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ ঐ নীতির গুঢ় কৰ্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার প্রতিকূলচরণ করিতে লাগিল। যতদিন সম্রাটগণ তেজস্বী ও মহাবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবামাত্র জিজিয়া করই এদেশ হইতে মুসলমান রাজ্য বিলোপের একতম কারণ হইয়া উঠিল।

২ সাগর জেলায় কৃষিকার্যহীন নাগরিকদিগের গৃহের উপর কর বিশেষ।

জিজিবাঈ, মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত শিবজীর মাতা। ইহার স্বামী শাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জিজি-বাইকে এক ভ্রূণ হইতে অপর ভ্রূণে আশ্রয় লইতে হয়। এই সময়ে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জুনায় সম্মিলিত শিবনের ভ্রূণে শিবজীর জন্ম হয়। একদা জিজিবাঈ মোগল কর্তৃক ধনিনী হন, কিন্তু পরে মুক্ত হইয়া সিংহগড়ে আগমন করেন। [শিবজী দেখ।]

শাহাজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে জিজিবাঈ পুত্রসহ পুণায় বাস করিতে লাগিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব নামে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ কর্মচারী জিজিবাঈ ও শিবজীর বাস জন্ত তথায় রত্নমহল নামে একটা স্থান প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

জিজি বেগম, অকবরের ধাত্রী এবং বীর্জা-আজিজ কোকার গর্ভধারিণী। অকবর কোকাকে বাঁআজিম উপাধি দিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জিজিবেগমের মৃত্যু হয়। অকবর নিজ স্বন্ধে তাহার শবদেহ বহন এবং পুত্রের স্তায় মস্তক ও অঙ্গসুগুনাধি করিয়াছিলেন।

জিজীবিসা (জী) জীবিকুম্ভিকা জীব-সন্ ততঃ তাবে অ। জীবনোচ্ছা, বাঁজিয়া থাকিবার ইচ্ছা।

জিজীবিসু (জি) জীবিকুম্ভিকু জীব-সন্-ততঃউ। জীব-কেন্দ্র, বাঁজিতে ইচ্ছুক, জীবনাতিশায়ী।

জিজুরি, (জৈজুরি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পূণা জেলায় পুরন্দরপুর উপবিভাগের একটি নগর। অক্ষা° ১৮° ১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১২' পূঃ। এই স্থান হিন্দুদিগের একটি তীর্থ। তীর্থযাত্রিদিগের প্রত্যেকের উপর ৮০ চুই আনা করিয়া কর আদায় হয়, উহা দ্বারা ইন্ডিনিয়াপালিটার অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

জিজুহোতি (জঝোতি) বৃন্দেলখণ্ডের একটি প্রাচীন নাম। ইহার প্রকৃত নাম জেজাকভুক্তি। আবু রিহান ও হিউয়েন্-সিয়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী খাজুরাহর উল্লেখ আছে।

জিঝোতিয়া, কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের একটি শাখা। কাহারও মতে, যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ। ইহার বৃন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে বাস করে। কালীতেও অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়।

[জজুহোতী দেখ।]

কাহারও মতে, বারাণসীর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে—বৃন্দেলখণ্ডে জবুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহুসম্মানে তাঁহাদিগকে সাগরে নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্বাহার্থ বহু অর্থ সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ব্রাহ্মণগণ একটা পৃথক্ শ্রেণী হইয়া পড়িল এবং আশ্রয়দাতা জবুতের নামানুসারে আপনাদিগকে জঝোতিয়া বা জিঝোতিয়া নামে আখ্যাত করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দ্রেরীতে একদল বণিক বাস করে, উহার আপনাদিগকে জঝোতিয়া বণিক কহে। ইহাদের উপাধি যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারেনা, স্মৃতরাং অহুমান করা বাইতে পারে যে, যখন জঝোতি বা জিঝোতি বলিয়া এক প্রদেশ ছিল এবং যখন কনৌজের নায়াহুসারে কনৌজিয়া, মিথিলার নামা-হুসারে মৈথিলী, গোড় হইতে গোড়ীয়, রাঢ় হইতে রাঢ়ীয় ইত্যাদি নাম হইয়াছে, সেইরূপ এই জঝোতি প্রদেশ হইতেই ব্রাহ্মণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়া উপাধি হইয়া থাকিবেক। আরও দেখা বাইতেছে যে এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণ গঙ্গা ও যমুনার লক্ষণপ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্বে মীর্জাপুরের সম্মিলিত বিদ্যাবাসিনী দেবীর মন্দির পর্যন্ত নানাস্থানে বাস করিত। যমুনার উত্তরে বা বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহার বাস করে না। আবার হিউয়েন্সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা যায়, ঠিক এই ভূভাগই অর্থাৎ বর্তমান প্রায় সমগ্র বৃন্দেলখণ্ড পূর্বে জঝোতি নামে খ্যাত ছিল। বহি জিঝোতিয়া উপাধি আদেশিক বিভাগ না হইয়া আচার্যহীনগত কোন শ্রেণী

বিভাগ হইত, তাহা হইলে জিঝোতিয়াগণ জিঝোতি প্রদেশ ব্যতীত অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু ইহার যখন জিঝোতিতেই আবদ্ধ, তখন ঐ অহুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে।

জিঝোতিয়াদিগের আচার ব্যবহারাদি অপরায়ণ কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের স্তায়। নিম্নে ইহাদিগের কতিগর প্রধান প্রধান শাখার গাঞি গোত্র ও উপাধি দেওয়া গেল।

বাসস্থান (গাঞি)	গোত্র	উপাধি
রোরা	উপমহু	পাঠক।
বিনবের	উপমহু	বাজপেরী।
শায়পুর	কান্তপ	পতেরীর।
বলব	কান্তপ	পতোড়।
রূপনৌবল	গোতম	চৌবে।
ময়ই	গোতম	গঙ্গেশ।
হামিরপুর	শাঙিল্য	মিশ্র।
কোংকে	শাঙিল্য	অজেরীর।
কোরিয়া	মোনস	মিশ্র।
ঐজীক	ভারবাজ	ভেবারী।
উদাসেন	ভারবাজ	হুবে।
পাঙ্গলি	বাংস্ত	ভেবারী।
পিপরি	বশিষ্ঠ	নায়ক।

২ বৃন্দেলখণ্ডবাসী বণিকদিগের শাখাবিশেষ।

জিজ্ঞাপয়িমু (জি) জাপয়িমু: জা-পিহু সন্ তত উ। জানাইতে ইচ্ছুক।

জিজ্ঞাসন (জী) জা-সন্ ততো-সুই। কখন, জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া বলা।

জিজ্ঞাসা (জী) জাতুমিচ্ছা, জা-সন্ তত-অ। জানিতে ইচ্ছা, অহু-সন্ধান করিবার ইচ্ছা। “অভাভো ধর্মজিজ্ঞাসা” (জৈমিনিহু° ১।১)

জিজ্ঞাসমান (জি) জিজ্ঞাস-শানহু। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, জিজ্ঞাসু, অহুসন্ধিৎসু।

জিজ্ঞাসিত (জি) জিজ্ঞাস-ক্ত। বাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে।

জিজ্ঞাস্ত (জি) জাতু মিচ্ছ: জা-সন্-উ। জানিতে ইচ্ছুক, যুসুৎ।

“চতুর্বিধা ভজতে মাং জনা: সুহৃতিনেৎস্বনঃ।

আর্জোজিজ্ঞাস্তুরধীর্ষা জানী চ ভরতর্ষভ।” (গীতা)

জিজ্ঞাস্তি (জী) অহু: জিজ্ঞাসা রাজনজ্ঞাসিৎবাং পরনিপাত: শালোপশ। অহিজিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাস্তু (জি) জিজ্ঞাস্ততে, জা-সন্ কর্ণপি-বৎ। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসনীয়।

জিজ্ঞাস্তমান (জি) জিজ্ঞাস-শানহু। যে বিবর জিজ্ঞাসা করা বাইতেছে।

জিজু (জি) জিজানু।

জিজির (পারসী) শৃঙ্খল।

জিজিরাম, আশামের গোয়ালপাড়া জেলার প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী। ইহা আগিরাগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্তী জলা হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

জিজীরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি ক্ষুদ্র হাবসি রাজ্য।
[অরীরা দেখ।]

জিঠুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটি গ্রাম ও বাজার।

জিৎ (জি) জি-কিপ্। জেতা, যে জয় করে। কোন শব্দের পর ব্যবহৃত হয়, যথা ইজ্জতিং, শত্রুজিৎ প্রভৃতি।

জিত (জি) জি-কর্মনি-ক। ১ পরাজি, পরাজিত, স্বায়ত্তীকৃত, বশীকৃত। (স্ত্রী) ভাবে ক। ২ জয়। তদস্তা তি ইতি অচ্। ৩ অর্হদুপাসকভেদ।

জিতকর্ণ, চৌহানবংশীয় পৃথিয়ারাজের বংশধর একজন রাজা। জয়-সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের আয়নী আশ্রয়গ্রামের (বর্তমান নিহানি উমরবান) শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

জিতকাশি (পুং) জিতেন জয়োত্তমেন কাশতে প্রকাশতে, কাশ-ইন্, বা জিতঃ অভ্যাসপুটুতরা দৃঢ়কৃতঃ কাশিঃ মুষ্টি-র্বেন। দৃঢ়মুষ্টি যোদ্ধেভ, যাহারা ঘুসি দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (নীলকণ্ঠ)

জিতকাশিন্ (জি) জিতেন জয়েন কাশতে কাশ-গিনি। জয়যুক্ত, জয়গর্ভিত।

“অনিরুদ্ধং যুগে বাণো জিতকাশী মহাবলৈঃ।”

(হরিবং ১৭৫।১৪১।)

জিতক্রোধ (জি) জিতঃ ক্রোধো যেন বহতী। ১ ক্রোধশূভ।

(পুং) ২ বিষ্ণু।

“মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুবিদারণঃ।” (বিষ্ণুসং)

জিতনেমি (পুং) জিতা নেমির্বেন বহতী। ১ অশ্ব নিশ্চিত দত্ত। (জি) ২ ক্রোধশূভ। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

“অনন্তরূপোহনন্তরূপীজিতমহ্যর্ভাবহঃ।” (বিষ্ণুসং)

জিতল, মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। ইহার মূল্য ১০০ রতি, তৎকাল ৮৮ অংশ।

জিতলোক (জি) জিতঃ আয়ত্তীকৃতঃ কর্মাদিহারা লোকঃ কর্মাদির্বেন। যিনি পুণ্যাদি কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় করিয়াছেন। “স একঃ শিভুণাং জিতলোকানামানন্দঃ অথ বে শতঃ শিভুণাং জিতলোকানন্দঃ।” (শতপথব্রহ্ম ১৪।৭।১৩০)
(জি) ২ অতিকৃত লোক।

জিতবৎ (জি) জি-ক মতুপ্ মত বঃ। কৃতজর।

জিতবতী (স্ত্রী) জিতবৎ-স্ত্রিয়ার ভীপ্। রাজা উদীয়নের হুহিতা। নরদেবায়জার প্রিয়সখী। (ভারত ১।১৯ অঃ)

জিতব্রত (জি) জিতঃ আয়ত্তীকৃতঃ ব্রতং যেন। আয়ত্তীকৃত-ব্রত, যিনি ব্রতকে আয়ত্ত করিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবির্দান রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪।২৩৮)

জিতশত্রু (পুং) জিতঃ শত্রু যেন বহতী। বিজয়ী, যে শত্রুকে পরাজয় করিয়াছে।

জিতাক্ষর (জি) জিতানি অক্ষরাশি শীঘ্রঃ তদ্যচনপাঠনাদির্বেন বহতী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে।

জিতাত্মন (জি) জিতঃ বশীকৃত আত্মা ইজ্জিৎ মনো বা যেন। ১ জিতেজ্জিয়। ২ শ্রদ্ধভাগ্যার্থ দেবভেদ।

জিতামিত্রে (জি) জিতা অমিত্রো রাগেষ্বাদনয়ো বাহ্যবর্ণাদয়শ্চ যেন বহতী। ১ শত্রুপরাজয়কর্তা। ২ কামাদি রিপুজিতা। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯)

জিতামিত্রে মল্ল, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় একজন রাজা। ইনি জগৎপ্রকাশ মন্দিরের পুত্র। ইনি ১৬৮২ খৃঃ অব্দে হরিশঙ্কর দেবের একটি মন্দির এবং ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে একটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তন্নির আরও অনেক মন্দিরাদি নির্মাণ করেন।

জিতারি (পুং) জিতা অরয়ো আভ্যন্তরা রাগাদনয়ো বাহ্যশ্চ রিপবো যেন বহতী। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা* ১।১।৮) ২ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম ১।৩৬) (জি) ৩ জিতশত্রু, শত্রুপরাজয়কারী। ৪ কামাদি রিপুজিতা। ৫ অবিকৃত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১৫।৫০)

জিতাষ্টমী (স্ত্রী) জিতা পুত্রদৌভাগ্যদানেন সর্বোৎকর্ষণে হিতা বা অষ্টমী কর্মধা। গোণাধিন কৃষ্ণাষ্টমী, ইহার অপর নাম জীমুতাষ্টমী। ইহাতে নারীগণ পুত্রদৌভাগ্য কামনা করিয়া প্রাদুর্গে পুজয়িত্ব নির্মাণপূর্বক প্রদোষ সময়ে শালিবাহনরাজ-পুত্র জীমুতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী যে দিন প্রদোষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে। যদি হই দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন করা বিধেয়। যদি কোন দিন প্রদোষ না পায়, তাহা হইলে যে দিন উদয় পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে সূর্য উদিত হইবে, সেই দিন করিবে। যে জীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃতবৎসা ও বৈধব্য লাভ করে।*

* ইবেদ্যভূতিতে পক্ষে অষ্টমী বা তিথিভেদঃ।

পুত্রদৌভাগ্যবা স্ত্রীণাং ব্যাভা সা জীমুপুত্রিকা।

শালিবাহনরাজ পুত্রো জীমুতবাহনঃ।

ভক্তাঃ পুত্রাঃ স নারীভিঃ পুত্রদৌভাগ্যমিচ্ছয়া।

পুত্রস্বীঃ বিধারায় প্রাদুর্গে চতুর্ভুক্তিকাঃ (অমিত্রোত্তরে)

“আধিনভানিতাষ্টম্যাং বাঃ স্ত্রিণোহংসি বি ভূততে।

মৃতবৎসা ভবেদুতা বৈধব্যক ভবেৎপ্রবঃ।” (তিতাদিগি)

এবং বাঁহারা এই অষ্টমী তিথিতে সাংকালে জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অশেষবিধ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহাদের কখন মৃতবৎসা মোহ হয় না এবং বৈধব্যা চুখও ভোগ করিতে হয় না।

জিতাহব (পুং) জিতঃ শত্রুরাহবে যেন বহতী। বিজয়ী, যে বৃদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকাশী। (হেম*)

জিতাহার (পুং) জিতঃ আহারঃ যেন বহতী। যিনি আহারকে জয় করিয়াছেন, আহারজেত।

জিতি (ত্ৰী) জি-জিন্। ১ জয়। ২ লাভ।

জিতিহরিন (দেশজ) হরিনবিশেষ, কস্তুরী যুগ।

জিতী (দেশজ) বৃক্ষভেদ, ইহার ছালে ধমুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। (Asclepias tenacissima)

জিতুম (পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতিঃ)

জিতেন্দ্রিয় (ত্রি) জিতানি বশীকৃতানীন্দ্রিয়ানি প্রোক্তানি যেন বহতী। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় সকল বাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারে না, তিনিই জিতেন্দ্রিয়।

“ঋত্বা শৃষ্টাং দৃষ্টা চ ভুক্তা ভাষা চ যো নরঃ।

ন দ্ব্যতি প্রায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ।” (মহা ১০ অঃ)

পাতঞ্জলে ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

“সব্ধাভিসোমনৈশ্চকীণ্যোজিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।”

(পাতঃ সূঃ ২।৪১)

আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সব গুণ প্রকাশিত হয়, তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সবগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমোগুণে অভিহীত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য অসম্ভব, এই ছায়ে চিত্তশুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সবগুণাক্রান্ত হইলে তমঃ ও রজঃ নিজের ধর্ম চিত্তচাক্ষুর্য়াদি কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, বাস্তবিক সবগুণেরই সহায়তা করে। তখন সর্বদা মনে শ্রীতির অমুভব হয়। কখনও কোনরূপ ধোঁ ধাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে অর্থাৎ অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) সর্বদা ধোঁয় বিষয়ে অমুগত থাকে। কখনও বিষয়াবৃত্তের চিত্তের অমুগত জন্মে না। তখন ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেন্দ্রিয় অবস্থা হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ অবস্থা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় পদবাচ্য।

২ শাস্ত্র। (পুং) ৩ কামবুদ্ধি বৃক্ষ। (হেম*)

জিতেন্দ্রিয়তা (ত্ৰী) জিতেন্দ্রিয়তাব্যঃ জিতেন্দ্রিয়ভূতাপ্।

ইন্দ্রিয়-জয়ের কার্য, কামকোপাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া রাখা।

জিতেন্দ্রিয়াহু (পুং) জিতেন্দ্রিয়ং আহুয়তে স্পর্শতে আ-হে ক। কামবুদ্ধি বৃক্ষ। (রাজনিঃ)

জিতুম (পুং) জিৎ-ভমপ্। ১ জিতুম, মিথুন রাশি। (জ্যোতিঃ) ২ জয়শীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জিৎপাল, তোমর বংশের স্থাপিতা মালবের রাজা। বিজয়াদিত্যের বংশধর প্রমার (পুয়ার) বংশীয় শেষ রাজা জয়চাঁদের মৃত্যুর পর জিৎপাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার বংশীয়েয়া ১৪২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জিত্যা (ত্ৰী) জি-ক্যপ্ টাপ্। (বিশূদ-বিনীত-জিত্যা বৃক্ষক-হলিহু। পা ৩।১।১১৭) বৃহদল, লাকলভেদ। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে এই শব্দ পুংলিঙ্গ—জিত্য।

জিত্বন্ (ত্রি) জি-কিনপ্। জয়শীল। কর্ণাদিবাং চতুরর্থ্যাং কিঙ্। অদুরদেশাদি।

জিহ্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্ (ইধুনশজিস্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৩৩।) জেতা।

জিহ্বরী (ত্ৰী) জয়তি সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে জি-করপ্-ত্ৰীপ্। কাশী। (ত্রিকা*)

জিন্ (আরবী) ১ বিরোধ। ২ বিরুদ্ধ মত।

জিছুপালজ (দেশজ) একপ্রকার গাছ (Salicornia Indica.)

জিন (পুং) জিন-ক্। ১ বৃদ্ধ। (অমর) ২ অর্হৎ।

ইহার জিনেশ্বর, অর্হৎ, তীর্থঙ্কর, সর্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩ বিহু। (হেমচ*)

৪ (ত্রি) জিহ্বর। (মেদিনী)

জিন (ইংরাজী) বস্ত্রবিশেষ। জিন কাপড়।

জিন (দেশজ) বস্ত্র বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ ছন্দরবনের সকল স্থানে বিশেষতঃ বাকরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার কাঠ কোমল ও বটবৃক্ষের ছায়, ইহা কেবল জালানি জন্ত ব্যবহৃত হয়। গুড়ির গড় পরিধি ৪ ফিট ও উচ্চতা ২০ ফিট।

জিন্ (আরবী) দৈত্য, অপদেবতা। মুসলমানশাস্ত্র মতে, ইহার কাক পক্ষিতে বাস করে এবং কুছুর, শূগাল, সর্পাদির আকার পরিগ্রহ করিয়া মানবের ইষ্টান্টি সাধন করে।

ইহাদের একজন নেদনাস্ অতি ভীষণশক্তি; ইহার শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটা জিন্ হইয়াছে। প্রত্যেকের এক চক্ষু এক কর্ণ অর্দ্ধ-মস্তক অর্দ্ধ-উদর, এক হস্ত এবং এক পদ, কিন্তু উহা দ্বারা ই লাকাইরা লাকাইরা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে।

জিন্ (পারসী) ঘোড়ার পিঠে বসিবার পাশান বা গদি।

জিনকীৰ্ত্তি, সোমহ্মদরের জনৈক শিষ্য। ইনি চম্পকশ্রেষ্ঠ-কথানক, ১৪২৭ সম্বতে দত্তশালিচরিত্র, দানকরুণ এবং

ঐগালগোপালকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৪২৭ সনতে ইনি প্রচলিত নবদ্বারভবের চীক লিখিয়া যান।

জিনকুশল, একজন বৈদ্য প্রকার। জিনবরত, জিনদত্ত ও জিনচন্দ্রের বংশে পরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সনতে জন্ম গ্রহণ এবং ১৩৮৯ সনতে প্রাপত্যাপ করেন। ইনি ভরুণপ্রভকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। চৈতন্যবন্দনকুলভূক্তি নামে ইহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে।

জিনগর (পারসী) জিন-নির্মাণ। বোবাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ, বিজাপুর প্রভৃতি জেলার আভিবেশ। জিন অর্থাৎ অশ্বের পালন প্রস্তুত করে বলিয়া পারসী ভাষায় ইহাদের নাম জিনগর হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম চিত্রকর। ইহারা আপনাদিগকে আর্ধ্য ও লোমবংশীয় জাতির বলিয়া পরিচয় দেয়। জিনগরেরা বলে, ব্রাহ্মাণ্ডপুরাণে ভাষ্যদিগের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে একদা দেব ও ঋষিগণ বৃহদ্রথের এক বজ্র আরম্ভ করিলেন, বৃহদ্রথের গৌরু হর্ষব জহ্মমণ্ডলনামে এক দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব ও অজেরত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া বজ্র পণ্ড করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও ঋষিগণ ভয়ে মহাদেবের স্মরণ লইলেন। দানবের এই অভ্যাস দেখিয়া কোণে মহাদেবের ললাট হইতে একবিন্দু বর্ষা ঠাহার মুখবিরে পতিত হইল। ঐ বর্ষবিন্দু হইতে মৌক্তিক বা মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। মুক্তাদেব জহ্মমণ্ডলকে হুড়ে পরাজয় করিয়া দেব ঋষিগণকে অভয়দান করিলে ঠাহারা ক্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে রাজ্য প্রদান করিলেন। মুক্তাদেব দুর্গাসার কড়া প্রভাবভীর পালিগ্রহণ করিলেন। প্রভাবভীর পড়ে মুক্তাদেবের ৮০টা পুত্র জন্মিল। তাহারায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুক্তাদেব তাহাদিগকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পুত্রগণ গৌরব-মদে মত্ত হইয়া একদিন সোমহর্ষণ ঋষির অবমাননা করিল। ঋষি কোণে অভিসম্পাত করিলেন, “বেদন ভোলা রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলি, সেই অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া মহাকটে কালাতিপাত করিতে থাকিবি।” মুক্তাদেব পুত্রগণের উপর এই দারুণ ব্রহ্মশাপ অবশ্য করিয়া অভিশপ্ত হইয়া শিবকে সমস্ত জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রহ্ম শাপ অকার্য্য। তবে আমি বলিতেছি, তোমার পুত্রগণ গোপনে বেদবিধির অমৃতান করিবে এবং ‘আর্য্যকৃত্তি’ উপাধি পরিভ্রাম্য করিয়া চিত্রকর, বর্ষকার, শিল্পকার, পটকার (জুহুকার), বেলন-কর বা পাটবেকার, লোহার, হুতিকার ও বাহুহুতিকার এই আট নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে।

ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগ নাই। সকলের মধ্যেই গরম্পর আদান প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। চবান, বেংল, জন্মব, মলোদকার, কাঘলী, নবশীর, গোবার প্রভৃতি ইহাদিগের প্রধান প্রধান উপাধি। আলীরস, ভারবাজ, গৌতম, কথ, কৌত্তিত, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ইহাদের আটটা গোত্র। পুরুষগণ জুগঠিত ও ভ্রামবর্ণ। স্ত্রীলোকগণ কুশালী, গৌরবর্ণা ও বেশ জন্মরী। পুরুষগণ মস্তকে শিখাধারণ করে এবং সপ্তাহে একবার করিয়া মস্তক হুণ্ডন ও ললাটে চন্দন লেপন করে। স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দূর দেয় এবং মস্তকের পশ্চাতে একটা খোঁপা বন্ধন করে। কুলদনগণ পরচুল বা পুশাদি দ্বারা মস্তক শোভিত করে না, বলে যে, ঐ সমস্ত বারবিলাসিনী বা নর্তকীদিগেরই উপযুক্ত।

ইহাদিগের ভাষা মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতেও কথাবার্তা কহিয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, স্নেহ, স্বাবলম্বী, শাস্ত্রপ্রভৃতি, আভিবেশ ও শিল্প। পেশবাগণ শিল্পকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। জিন, ঘোড়ার অপরাপার সাজ প্রভৃতি তৈয়ার করাই ইহাদিগের পৈত্রিক উৎকীর্ষিক। এখন অনেকেই পুত্রধার, বর্ষকার, পৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম করিয়া থাকে। অনেকে পুস্তক বাঁধে ও খেলনা প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বড়ি মেরামত প্রভৃতিও কীরিয়া থাকে। ইহারা গৃহে গোমহিষ অশ্বাদি পালন করে। ছাগমেঘাশির মাংস খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদ্যও পান করে।

জিনগরগণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান, বৃত্তি, চারদর, কোর্ডা, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষগণ দোকানে নিজ নিজ কর্ম করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিয়া কখন কখন পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। বালকেরা ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ১৭।১৮ বর্ষের সময় পাকা কারিগর হইয়া উঠে। ইহারা বৈকল্য-বর্ধাবলম্বী, কিন্তু গৃহে গণপতি, বিটোবা, ভবানী প্রভৃতির মূর্ত্তিও রাখিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইহাদের যাজকতা করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাসনাদি হিন্দুমেতেই সম্পন্ন হয়। সন্তানাদি জন্মিলে বজীপূজা হইয়া থাকে। বালকের ১১ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যে চূড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ৯ম বর্ষে উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহারা ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে পারে, কিন্তু ১২ বৎসরের পূর্বেই কন্ডার বিবাহ দেয়।

এই আভি পর্বাহ করে। অরিসংস্কারের সময় জন্মের ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন দিবস স্বীকৃত্যে

করিতে হইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সভা করিয়া তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা আপনাদিগকে সোমবংশীয় ক্রিয়াকরিতা থাকে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসিগের মত আচারাদি অনুষ্ঠান করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজে ইহারা নিরহানীয়। উচ্চশ্রেণী হিন্দুগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ নাপিতগণ অপবিত্র জাতি বলিয়া ইহাদিগের কোর করিতে অস্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অভিযোগ আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। পুণাবাসিগণ বলে, জিনগরগণ চর্ম দ্বারা অশ্বসজ্জা নির্মাণ করে বলিয়া অপবিত্র। আবার অনেকে বলে যে কোন লাভজনক বৃত্তি পাইলে ইহারা বীর বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে স্তুতি হয় না, তজ্জাই সকলে ইহাদিগকে ঘৃণা করে।

ইহারা পুত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তাৎপর্য মনোযোগ নাই। সচরাচর ১১১২ বৎসর বয়স হইলেই ইহারা পুত্রদিগকে নিজ বাড়ির দায়িত্বে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপূর্ণ।

জিনগরদিগের আর একটি নাম পাঁচচাল। অনেকে বলে ইহারা পাঁচ প্রকার চাল অর্থাৎ কৰ্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে। অনেকে বলেন, পাঁচচালগণ পূর্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকে। সেই জন্তই ইহাদের অবস্থা সমাজে এত নিম্ন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাঁচ চাল শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চালী অর্থাৎ পঞ্চ ধর্ম-নীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অসম্ভব নয় বাইতে পারে।

জিনচন্দ্র, ধরতরগজ্জুক্ত জিনেবরের শিষ্য; কাহারও মতে বুদ্ধিশাগরের শিষ্য। ইনি সবেগরঙ্গসাল্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনচন্দ্রগণি, উচ্চশ্রেণীজ্ঞ কল্পহরির শিষ্য, নবপন-প্রকরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুপ্তহরি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এই নামে ১০১৩ সনতে তাঁহার নিজ গ্রন্থ নবপনের প্রাক্কালিক নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি পরে কুলচন্দ্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জিনচন্দ্র, ধরতরগজ্জুক্ত জিনবন্তের শিষ্য; জন্ম ১১১৭ সনৎ, মৃত্যু ১২২৩ সনৎ। ১২০৩ সনতে দীক্ষা এবং ১২১১ সনতে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

জিনচন্দ্র, বৈশিষ্ট্যের শিষ্য, আশ্রমবৈশিষ্ট্যের গুরু।

জিনচন্দ্র, ধরতরগজ্জুক্ত জিনপ্রভাবের শিষ্য। জন্ম ১০২৩ সনৎ,

মৃত্যু ১৩৭৬, দীক্ষা ১৩০২ ও পরমহোৎসব ১৩৪১ সনৎ। ইনি চারি জন রাজাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহার বিরূপ কলিকাল-কেশবলিন। ইনি উচ্চশ্রেণীজ্ঞ দীক্ষিত করিয়া ছিলেন।

জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), ধরতরগজ্জুক্ত প্রাচীন একজন খ্যাত জৈনাচার্য্য। ইনি শাস্ত্রবিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। একদিন সম্রাট অকুবর তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সমুদ্রপথে মোহিত হইয়া তাঁহাকে 'সত্তমস্রীযুগপ্রধান' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণনাশ-নারে অকুবর আবার ৮ দিন প্রাণীহত্যা ও কাষে উপসাগরে (তত্ত্বতীর্থ-সমুদ্রে) মত্তধারণ বদ্ধ করিয়া দেন। অকুবরের আদেশে তিনি ১৬৫২ সনতে মাঘীভরতবার্ষিকীতে যোগবলে পঞ্চনদ পার হন এবং ৫টা পীরকে আবিস্কৃত করেন। আচার্য্য জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিষ্য ছিল। তাঁহারই পরামর্শে অগ্নিহিতবাদপন্থনে বাড়ীপুর পার্শ্বনাথের মন্দির নির্মিত হয়।

জিনদত্ত সূরি, ধরতরগজ্জুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার।

জিনবল্লভ ধরতরগজ্জুক্তের পরবর্তী গুরু। মূল নাম সোমচন্দ্র। ইহার ১১৩২ সনতে জন্ম ও ১১৪১ সনতে দীক্ষা হয়। দীক্ষা-নাম প্রবেশচন্দ্রগণি। ইনি ১১৬৯ সনতে চিত্রকূটে দেবভদ্রাচার্য্যের নিকট হরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাহানে অল্পত কার্য্য দ্বারা জৈনধর্ম প্রচার করেন। ইনি সন্দেহদোলাবলী প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১২১১ সনতে অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়।

জিনদত্ত সূরি, শ্রীজিনেন্দ্রচরিত্রপ্রণেতা অমরচন্দ্রের গুরু। ইনি বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৭৭ সনতে বঙ্গদেশের তীর্থযাত্রাকালে জিনদত্তসূরি বারুড়-গজ উপস্থিত ছিলেন।

জিনদাস গণি-মহন্তর, অন্নযোগচূর্ণিপ্রণেতা; নিপুণব্রহ্ম-করভাষ্যবক্তক-নিচূর্ণিকার প্রচারকমাত্রমণের শিষ্য।

জিনপতি, জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনেবর ধরতরগজ্জুক্তের গুরু, জিনেবর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গপ্রকরণের টীকাকার। জন্ম ১২১০ সনৎ, দীক্ষা ১২১৮ সনৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সনৎ। জয়দেবাচার্য্য কর্তৃক ১২২৩ সনতে হরিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, জিনপতি ১২৩৩ সনতে বিজয়পুর বাস্তবো কল্যাণ নগরে মহাবীরের একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি চর্চনী, সামাচরীপত্র এবং বৃহদীকা-প্রণেতা। ইনি বহুশতকপ্রণেতা বৈশিষ্ট্যকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জিনপুত্র, একজন জৈন ব্রতী ও যোগাচার্য্য-ভূমিশাস্ত্রকারিক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

জিনপ্রভ সূরি, জিনসিংহ হরির শিষ্য এবং জ্ঞানকল্লীপঞ্জিকা-প্রণেতা রত্নেশ্বর হরির গুরু। ১৩৬৫ সন্থতে সাক্ষ্যতপ্তরে অবস্থান কালে ভরতগচ্ছত্রের এবং নলিবেণ প্রণীত অজিতশাস্তি-স্তবের টাকা প্রণয়ন করেন। ইনি হরিরমন্ত্রপ্রদেশবিবরণ, তীর্থকল্প এবং পঞ্চপদমণ্ডিতব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার গুরু জিনসিংহ হরি ১৩৩১ সন্থতে লক্ষ্মণরত্নগচ্ছ শাখা স্থাপিত করেন।

জিনপ্রভ, রত্নপন্নীরগচ্ছত্র একজন জৈন গ্রন্থকার। ১৪০৭ সন্থতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যকসমুত্তিকার টাকা-প্রণেতা সত্যতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিল্লীর মহম্মদ তোগলককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রভপ্রণীত সন্দর্শনীর অনু-করণে তাঁহার শিষ্য রাজশেখর সন্দর্শনসুন্দর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধ, খরতরগচ্ছত্র জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২৮৫ সন্থতে জন্ম, ১২৯৬ সন্থতে দীক্ষা, ১৩৩১ সন্থতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ সন্থতে মৃত্যু হয়। ইহার দীক্ষানাম প্রবোধমূর্ত্তি। ইনি ত্রিলোচন-দাস প্রণীত কাত্তরুত্তিবিবরণপঞ্জিকা নামক গ্রন্থের পঞ্জিক-দুর্গপদপ্রবোধ নামে একখানি টাকা রচনা করিয়াছেন।

জিনপ্রবোধসূরি, ইহার পূর্ব নাম পর্তুত। ইনি শ্রীচন্দ্রের পুত্র এবং জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২২৯ সন্থতে জন্ম, ১২৮৭ সন্থতে মৃত্যু।

জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭০, দীক্ষা ১৭৭২, ১৭৮০ সন্থতে হরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮০৪ সন্থতে হয়। ইহার দীক্ষা নাম ভক্তিক্ষেম। ইনি জিনদোখ্যাহরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছত্র জিনলাভ হরির গুরু।

জিনভদ্র, খরতরগচ্ছত্র জিনেশ্বরের শিষ্য, সুরম্বন্দরীকথাপ্রণেতা। ইহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি।

জিনভদ্র, জিনদত্ত খরতরগচ্ছত্রের শিষ্য, জিনচন্দ্রের বংশে জন্ম। জিনভদ্রে গণি ক্ষম্যাক্রমণ, যুগপ্রধান, ইনি মহাক্ত হইতে সংক্ষিপ্তজিতকল্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সন্থতে জন্ম ও ৬৪৫ সন্থতে মৃত্যু।

জিনভদ্রে মুনীন্দ্র, শালিতদ্রের শিষ্য। ১২০৪ সন্থতে অর্দ্ধ-মাগধী ভাষার মালাপগরকহা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

জিনভদ্রে সূত্রি, জিনরাজহরির শিষ্য।

জিনঘোনি (পুং) যুগ, হরিগ। (শব্দর)

জিনরত্ন সূরি, একজন জৈনচার্য্য। জিনরাজহরির শিষ্য এবং জৈনচন্দ্রহরি খরতরগচ্ছত্রের গুরু। ১৬২৯ সন্থতে হরিপদ লাভ করেন এবং ১৭১২ সন্থতে জ্ঞানরত্ন-জীবন ত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব নাম রূপচন্দ্র, ইহার সহিত ইহার মাতা জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

জিনরাজ সূরি, একজন জৈনচার্য্য। ১৬৪৭ সন্থতে জন্ম এবং ১৬৯৯ সন্থতে পাটনার মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সন্থতে দীক্ষা এবং ১৬৭৪ সন্থতে হরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকালে রাজসমুজ্জ নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শিষ্য এবং জিনরত্ন খরতরগচ্ছত্র ও জয়সাগরের গুরু। ইনি ১৬৭৫ সন্থতে শত্ৰুজয়ে ৫০১টা স্বয়ং এবং অস্ত্রাস্ত্র জিনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। জৈন-রাজী নামে নৈবদ্যকাব্যের একখানি বৃত্তি এবং আরও কতক-গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৬৮৬ সন্থতে সমরসুন্দর ইহার গাথাসহস্রী সাংগ্রহ করেন।

জিনরাজ সূরি, জিনবর্দ্ধনের গুরু, সপ্তপদার্থী টাকা-প্রণেতা। ১৪০৫ সন্থতে ইহার মৃত্যু হয়।

জিনলাভ, একজন জৈনচার্য্য। ১৭৮৪ সন্থতে জন্ম, ১৭৯৬ সন্থতে দীক্ষা, ১৮০৪ সন্থতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সন্থতে মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে লক্ষ্মীলাভ নাম গ্রহণ করেন। ইহার আদি নাম লালচন্দ্র। বিকানের ইহার জন্ম হয়।

১৮৩৩ সন্থতে শ্রীমনিরাধাবিম্বিরে আশ্রমপ্রবোধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৯ সন্থতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গোড়ী পার্শ্বেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সন্থতে ৮৫ জন সাধুর সহিত অর্ধদুর্গাভীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জিনবর্দ্ধন সূরি, জিনরাজহরির শিষ্য। ইনি ভাংবতালদ্বার টাকা ও সপ্তপদাবলী টাকা প্রণয়ন করেন।

জিনবল্লভ, অভয়দেবহরির শিষ্য এবং জিনদত্তহরি খরতর-গচ্ছত্রের গুরু। ইহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—পিওবিশুদ্ধিপ্রকরণ, ষড়্ভীতি, কর্মগ্রন্থ, কর্মাদিবিচারসার ও বর্দ্ধমানস্তব। ১১৬৭ সন্থতে দেবভট্টাচার্য্য কর্তৃক হরিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই প্রাণ-ত্যাগ করেন। ইহার শিষ্য রামদেব ১১৭৩ সন্থতে ষড়্ভীতিক-চূর্ণি রচনা করেন; এই গ্রন্থে লিখিত আছে জিনবল্লভ চিত্রকূটের বীরচৈত্যের প্রস্তরে তাঁহার চিত্রকাব্যগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সেই চৈত্যের দরজার উত্তর পার্শ্বে ধর্মশিক্ষা ও সত্যপট্টক অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিন-বল্লভপ্রশস্তি অথবা অষ্টসপ্ততিকা এখনও খোদিত আছে। শেবোক্ত গ্রন্থ ১১৬৪ সন্থতে রচিত হয়।

জিনশেখর সূরি, জিনবল্লভের শিষ্য এবং পদ্মচন্দ্রের গুরু। ইনি ১২০৪ সন্থতে রত্নপন্নীতে রত্নপন্নী খরতরগচ্ছত্র শাখা স্থাপন করেন।

জিনজী, একজন প্রধান বৌদ্ধযাজক। ভদ্রকল্লাবদান, ত্র্যতাব-দানমালা প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি মহারাজ অপশোকের গুরু উপগুপ্ত বর্ধিত বর্ধতঃ বিজায়া করিতেছেন এবং বুদ্ধদাম্যাদী জয়ন্তী তাহার বখাবৎ উত্তর দিতেছেন।

জিনসম্বন্ধ (সী) জিনত নং ৩৩৭। জিনগৃহ, চৈত্যা, বিহার। (হেম)
জিনসাগর, একজন জৈনাচার্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য। ১৪৯২
সম্বতে ধর্মশিক্ষা প্রদান করিতেন।

জিনসিংহ সূরি, পুণিমাগচ্ছ যুনিয়র হরির শিষ্য। ইহার শুক
১২৫২ সম্বতে অশ্বামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত
পুস্তকের প্রস্তুতি নিবিরাহেন।

জিনসিংহ সূরি, জিনরাজহরি খরতরগচ্ছের শুক। ইহার ১৩১৫
সম্বতে জন্ম, ১৩২০ সম্বতে দীক্ষা, ১৩৭০ সম্বতে হরিপদ এবং
১৩৭৪ সম্বতে মৃত্যু হয়। কবিতা আছে, অকবরের পরামর্শা-
সারে জিনচন্দ্র বাহোরে প্রজাদিগের ধর্মশিক্ষার তার জিন-
সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে বিশেষ
ধর্ম্যাহুতান হইয়াছিল।

জিনসুন্দর, সোমসুন্দরের শিষ্য এবং রত্নশেখরের শুক। ইনি
দীপালিকার এবং একাদশাঙ্গীহুত্রার্থধারক নামে ২ খানি
জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জিনসেন সূরি, সুভজ, বংশোভজ, যশোবাহ এবং লোহার্যের
পরমভীকালে ইহার ছাত্র জৈনধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ
ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুত্রণ ও ৭০৫ শকে হরিবংশ
প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

জিনসৌখ্য সূরি, একজন প্রধান জৈনাচার্য। জিনচন্দ্রের শিষ্য
এবং জিনভক্তির শুক। ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা ১৭৫১, হরিপদ
১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সম্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষদামী-
দাস ইহার পদ মহোৎসবে ১১০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

জিনহর্ষ, একজন জৈন গ্রন্থকার। কনকবিজয়গণির অমরোদে
শুভলীলগণিসিখিত দ্রাভুগকাশিকার বালাবোধ নামে টাকা
প্রণয়ন করেন।

জিনাংউল্লিঙ্গা, সম্রাট আলমগীরের এক কন্যা। ১৭১০ খৃঃ
অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অন্তর্গত শাহহানাবাদের
দরিদ্রাগচ্ছ নামক স্থানে বসুনাভীর রক্ষণ প্রস্তরের জিনাং
উল্লম্ভজি নির্মাণ করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার কবর আছে।

জিনাধার (পুং) একজন বোধিসত্ত্ব।

জিনিস (আরবী) জব্য, বস্ত্র, পদার্থ।

জিনেশ্বর বুদ্ধি, কাশিকার্যভিবিবরণপত্রিকা বা কাশিকার্যভিভাস
নামক গ্রন্থরচয়িতা। কাশীরে বরাহনুল (বর্তমান বারনুল)
নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন।

জিনেন্দ্র (পুং) জিনামাশিত্রঃ জিন ইন্দ্র ইব বা। ১ বৃঃ।
২ তীর্থকর। (কবিকরকম)

জিনেশ্বর (পুং) জিনায়া ইবরঃ ৩৩৭। বৃঃ। (হেম)

জিনেশ্বর, যুনিয়রহরি পুণিমাগচ্ছের সহকারী শুক। যুনিয়র

হরি কর্তৃক ১২৫২ সম্বতে ইনি হুগলেশের অবিকারি-রূপে
মদোনীত হন।

জিনেশ্বর, জিনপতির শিষ্য ও জিনপ্রবোধ খরতরগচ্ছের শুক।
১২৪৫ জন্ম, ১২৪৫ দীক্ষা, ১২৫৮ হরিপদ এবং ১৩০১ সম্বতে
মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
ইনি চন্দ্রপ্রভহরিচরিত্র রচনা করেন। ইনি লঘু খরতরগচ্ছের
প্রধান ব্যক্তি। ইহার শিষ্য জিনসিংহহরি ১৩০১ সম্বতে উক্ত
শাখা স্থাপিত করেন।

জিনেশ্বর সূরি, চাঙ্গুল্লব বর্মাসনের শিষ্য এবং জিনচন্দ্র,
অভয়দেব ও জিনভক্তের শুক। যুজিমাগর ইহার বন্ধু ছিলেন।
খরতর-সাধু-সম্ভতি ইহা হইতে উদ্ভূত। ১০৮০ সম্বতে জাহদি-
পুরে অবস্থান কালে অষ্টকবুতি প্রণয়ন করেন। চৈত্যাধা-
দিগের সহিত বিচার করিবার জন্য যুজিমাগরের সহিত শুজি-
রেশে গমন করেন। উক্ত সম্বতে অগহিলপুরের মূলভরাজের
সভায় সম্বতীভাষণার হইতে যে-দর্শনৈকালিক পুত্র আনা
হয়, তাহা হইতে সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে কএকটা দ্রোণ পঠিত হইলে
চৈত্যাধাধিগের সহিত তাঁহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ
করিয়া রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরূপ লাভ করেন।
উক্ত শুজরটি রাজের রাজস্বকালে ইনি পঞ্চদশিগ্রবরণ,
১০৯২ সম্বতে আশাপরীতে লীলাবতীকথা, দিল্লিমানক গ্রামে
কথানককাব্য এবং বীরচরিত্র রচনা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ
দোষের পুত্র, আদি নাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম
প্রাপ্ত হন।

জিনেশ্বর সূরি, অভয়দেব হরির শিষ্য এবং অজিতসেন হরি
রাজগচ্ছ বংশাধ কোটিকগণের শুক। মাণিক্যচন্দ্র হইতে
উদ্ভূতন সপ্তম পুরুষ; রাজা মুজের সমসাময়িক (১০৫০ খৃঃ অব্দ)।
ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরহরি ও অজিতসিংহহরির শুক
মুজরাজ সভা স্থানেবহরির একই ব্যক্তি।

জিনোত্তম (পুং) জিনানাং উত্তমঃ ৩৩৭। বৃঃ।

জিন্দগানী (পারসী) জীবন।

জিন্দুক, মন্ডের সমসাময়িক একজন বীমাংসক।

জিন্দুপীর, একজন মুসলমান কবি। সিদ্ধপ্রদেশে বাবর
নগরের কিছু উত্তরে নদী বহাৎ একটা বোপে ইহার কবর
আছে। সিদ্ধ প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই
পীরের পূজা দিয়া থাকে। ইহার পূজকগণ বহুব্যয়ে কবরের
উপর এক একাধিক মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। ঐ মঠে
হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকার বহুসংখ্যক ঘাতি আসিয়া থাকে।

জিন্দর, শুভর রাজপুত্রদিগের একটা পাখা।

জিব (শেন্স) জিহবা।

জিবহোলা (দেশজ) বাহা দিবা জিব্বা পরিভাষা করা যায়।

জিবল (দেশজ) বাহাছরী কাঠের গাছ।

জিবাইশ (পারসী) অলঙ্কার, গহনা, ভূষণ, আভরণ।

জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্ষী। (শব্দরত্ন)

জিম্বু, অবাধ্যা এদেশে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় একটি শাখা নদী।

জিন্দা (আরবী) কএম, অধীন, গচ্ছিত করণ।

জিন্নল (দেশজ) বাহাছরী কাঠের গাছ।

জিন্নলমাহু (দেশজ) কছপ।

জিয়াউদ্দীন নকসবী, বিখ্যাত তুতিনামা অর্থাৎ শুকসারীর উপক্ৰান্ত, শুগরেজ প্রভৃতি পারস্যগ্রন্থ-রচয়িতা।

জিয়াউদ্দীন বরগী, একজন মুসলমান-ইতিহাসলেখক। ইনি মুলতান মহম্মদ ভোগলক ও কিরোজশাহ ভোগলকের সময়ে প্রস্তুত হন। বরগী অর্থাৎ বর্তমান মুলতানহয়ে ইহার জন্ম হয়, তদনুসারে ইনি আপনাকে জিয়া-ই-বরগী নামে পরিচয় দিয়াছেন। ইনি তারিখ-ই-কিরোজশাহী নামে মুলতান গিয়াউদ্দীন হইতে কিরোজশাহ ভোগলক পর্যন্ত ৮ জন রাজার ইতিহাস লিখিয়াছেন।

জিয়াগঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার একটি শহর। এই শহর তারিখবীর পূর্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ১৪' ০০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮' ০০" পূঃ। নবাবদিগের সময় এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তুলা, কাপাস, রেশম, সোরা প্রভৃতির ব্যবসা হইত।

জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া (জরজী) গোরালিররের বর্তমান রাজা। ইহার পুরা নাম মহারাজ আলিজা জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া। জনকরাও সিন্ধিয়ার অপরক অবস্থার মৃত্যুর পর ইনি মত্তক গৃহীত হন এবং গোরালিররের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জিয়াধনেছরী, আসামের ধরঙ্গ জেলার একটি নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। বৎসরের সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাদি বাতাস্ত করিতে পারে।

জিরঙ্গ, আসামের ধাপি পর্বতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সদায়ের জাতি মৈতলিহে। এখানে তুলা, লক্ষা, মরিচ, রবর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনে উৎকৃষ্ট শাল বৃক্ষ পাওয়া যায়।

জিরঙ্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত শুজরাটের রেবাকাহা জেলার ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র রাজ্য। অধিকাংশ লোকেরা বেঘবা।

জিরঙ্গলক্ষ, জুনাবাদের গ্রামীয় নাম। [জুনাবাদ দেখ।]

জিরণ (দেশজ) বিলাস করা।

জিরণ (দেশজ) পরিভ্রমণের পর প্রাজিত্ব করা, বিলাস করা।

জিরাণকাটা (দেশজ) বেঙ্গল গাছের প্রথম বার রস লইয়া গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাহার পর কাটা যেরস বাহির হয়, তাহাকে জিরাণকাটা বলে।

জিরানিয়া (দেশজ) বিশ্রাম।

জিরাপোশ (পারসী) বর্ণ-পরিধান।

জিরাকা (আরব্য) রোমহক পশুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী শূন্ববিশিষ্ট অপর শ্রেণী শূন্বহীন। জিরাকা উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাণীর শূন্ব কেশাচ্ছাদিত চর্মে আবৃত এবং শূন্বের অগ্রভাগ কেশশূন্য-মণ্ডিত। আফ্রিকা-খণ্ডে এই প্রাণী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত খণ্ডে আরব্য ভাষায় ইহাকে জিরাকা, জোরাক, জোরাক বা জোরাক কহে। ইহার অবয়ব উষ্ট্রের স্থায় এবং বর্ণ ব্যাঘ্রের স্থায়। এই জন্ত কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (Camelopard) অর্থাৎ উষ্ট্র-ব্যাঘ্র বলিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে বহু প্রকার পশু-পক্ষী, তন্মধ্যে জিরাকাই সর্বা-পেক্ষা উচ্চ, ইহাদিগের থোকা-জি নহে, কিন্তু কোঁশে আবৃত এবং নাসারন্ধ্র সমুখে কিঞ্চিৎ বর্ধিত। ইহাদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য, ইচ্ছা করিলে প্রসারিত ও সংকুচিত করিতে পারে। গলা লক্ষা, শরীর ক্ষুদ্র, পশাদিকের পা ছোট, লেজ লম্বা এবং তাহার শেষভাগ ঘন কেশশূন্যবিশিষ্ট।

এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অত্যন্ত পশুর মত নহে। ইহার গ্রীবাদেশ অতিশয় লম্বা এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি উচ্চে মত্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিহুল গলদেশ হইতে অতি উচ্চে। অল্প অল্পপ্রত্যঙ্গগুলি সরু ও লম্বা। ইহার মাথার খুলি অতি পাতলা। ইহার শূন্ব-নির্মাণ-কৌশল অতি আশ্চর্য্য। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দ্বারা গঠিত। এক-খানির কয়েটি দ্বারা এই অস্থিগুলি কপাল-পার্শ্ব অস্থির সহিত সংযুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয় জাতীর জিরাকার লগাটাস্থির সহিত উক্তরূপ একখানি অতিরিক্ত অস্থি সংযুক্ত আছে। এই অস্থিখানি মূলদেশে একটি নুড়ন শূন্বের মত দেখায়। ইহাদিগের মত্তকের উপরে অনেকগুলি কঁাচ আছে এবং এই কঁাচই ইহাদিগের মত্তকের পশ্চাত্তাগ কিছু উন্নত। ইহার পশ্চাদিকে মত্তক কিরাইতে পারে এবং আবার গ্রীবার সহিত এক রেখায় রাখিতে পারে। ইহাদিগের দেহদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি আছে, সেই অস্থিখানি পৃষ্ঠদেশের দেহদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গ্রীবাদেশের দেহদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা মত্তকের পশ্চাত্তাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

জিরাফা দ্বারা ইহাদিগের দুইটা কার্য সম্পন্ন হয়। তদ্বারা ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করে এবং হাতী শুণ্ড দ্বারা যে কার্য করে, জিরাফাগণ জিরাফা দ্বারা তাহাই করিতে পারে। ইহাদিগের জিরাফা কাটা উঠিবার পূর্বে অতিশয় মন্থ থাকে। তাহা একপ্রকার চর্মস্তরে আচ্ছাদিত। এই জন্তই রোমের ইহাদিগের জিরাফা কোনরূপ কোস্কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে জিরাফা ১৭ ইঞ্চ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগের জিরাফা নিকট একটি আধার আছে, ইহাদিগের ইচ্ছামত তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্তই অল্প বয়স প্রয়োগ করিলে ইহারা জিরাফাকে সমুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জন্তর জিরাফা একটি রেখা দ্বারা লম্বভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে কতকগুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্শ্বের রক্তপ্রবাহক নাড়ী হইতে রক্তসঞ্চিত হইয়া জিরাফার আয়তন প্রসারিত করে। রক্তাধারগুলি পরিপূর্ণ থাকিলে জিরাফাদিগের জিরাফা ইচ্ছা হইলে বর্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শূন্য হইলেই আবার সমুচিত হইয়া পড়ে। তাহারা জিরাফা দ্বারা নাসারক্ত পরিষ্কার করে। জিরাফা এত ছোট করিতে পারে, যে একটি স্থল ছিদ্রের মধ্যে অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে।

উদ্ভিদ শৃঙ্খলিষ্ঠ পশুদিগের পাকস্থলীতে যেসকল অলংকার আছে, জিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেসকল কোন অলংকার নাই। জিরাফার বৃহৎ নাড়ী ও মৃগ প্রভৃতির নাড়ীর জায় পেচাল। আর একটি সরল নাড়ী আছে, তাহা ২ ফিট ২ ইঞ্চ লম্বা। ইহাদিগের সুপ্রাণ গোলাকার নহে। নাসারক্ত একপ্রকার চর্ম আছে, তাহাতে ইহারা ইচ্ছামত নাসাপথ বন্ধ করিতে পারে। ইহারা মরুপ্রদেশে বাস করে এবং ঋতুকালে বন্য বালুকণা উড়িতে থাকে, তখন ইহাদিগের নাসারক্ত বাহাতে বাধি ঢুকিতে না পারে, তজ্জন্তই বোধ হয় কগলীধর উক্ত চর্মাবরণের সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নাসারক্ত রোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের চক্ষু খুব বড় এবং এরূপভাবে অবস্থাপিত যে ইহারা চারিদিকে কি হইতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। এমন কি মাথা না কিরাইয়াও পশ্চাদিকের সমস্ত দেখিতে পারে। ইহাদিগের চক্ষুর কিরণে চক্ষুকোটর হইতে বহির্গত। অতি সমুদ্রপথে ইহাদিগের নিকটবর্তী হইতে হয়; হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে বা অহুসরণ করিলে ইহারা শত্রুকে অতি বেগে পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করে। ইহাদিগের দুই বিভক্ত এবং প্রায়শঃ পশুদিগের পদ্যের পার্শ্বে বেষ্মণ ছোট ছোট দুইটা অস্থিবিৎ পদার্থ থাকে, জিরাফাদিগের তাহা নাই।

জুঁকি ভাষায় এই জন্তকে জুরনাশা, জুরনেগা অথবা জুরনাশা বলে।

পূর্বে আফ্রিকা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই জিরাফা পাওয়া যায় না। জুলিয়াস সিজারের শাসনকালের পূর্বে এই প্রাণী ইতালীপ্রদেশে দেখা যায় না।

কাঠাইলয়াজপ্রেরিত দূত যখন পারস্যরাজদরবারে গমন করিতেছিলেন, তখন বাবিলনে জুলতানের দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার সহিত একটি জিরাফা ছিল। যুরোপীয় দূত সেই পক্ষ সন্ধ্যা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—ইহার শরীর অশ্বের জায়, গলা অতিশয় লম্বা এবং সমুদ্রের পাশের পশুদ্বিকের পাশের অপেক্ষা উচ্চ। ইহার জুর গবাদির জায়। সমুদ্রের পায়ের জুর হইতে বন্ধ পর্যন্ত এই প্রাণী ১৬ হাত উচ্চ এবং বন্ধ হইতে মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ যুরের জায় পাতলা। এই প্রাণীর সমুদ্র ও পশুতের পাশের উচ্চতার তারতম্য এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দাঁড়াইয়া আছে কি নসিয়া আছে, তাহা ঠিক করা যায় না। ইহার শ্রোণিদেশ ক্রমশঃ। রক্ত স্রবণের জায় এবং শরীরে বড় বড় শাখা শাখা ডোরা। ইহার যুরের ব্রিড্জগ হরিণের জায়। লগাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোলা এবং কর্ণ অশ্বের জায়। ইহার শূঙ্গের অনেকাংশ কেশবৃত্ত। গলা এত উচ্চ যে অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাতা ভক্ষণ করিতে পারে। অজ্ঞাত পক্ষ যে সকল বন অথবা মরুপ্রদেশে বাস না, জিরাফাগণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে; মনুষ্য দেখিবামাত্র বেগে পলায়ন করে।

জিরাফা যখন ছোট থাকে, শিকারীগণ তখন তাহাদিগকে ধরিতে পারে। বড় হইলে ইহাদিগকে ধৃত করা অতি দুষ্কর।

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফা এত উচ্চ যে, এক ব্যক্তি অশ্ব আরোহণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ দিয়া গমন করিতে পারে। জিরাফার শূঙ্গ হরিণের শূঙ্গের জায় কর্তন বটে, কিন্তু গঠন একরূপ নহে। বড় জিরাফাগুলির কপালের মধ্যস্থলে একটি কড়া আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সেই স্থান দিয়া একটি শূঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

এই পক্ষ মৌড়িবার কালে খরতাবে গমন করে না, এত বেগে গমন করে যে অতি ক্রতগামী অশ্বও সক্ষম যমর ইহার অহুসরণ করিতে পারে না। ক্রতগমনকালে কখন বা হাটিয়া চলে, কখনও বা লাফাইয়া চলে, সমুদ্রের পাশের উঠাইবার কালে প্রতিবার পশুদ্বিকের দৃষ্টি করায়। সুতিকা হইতে বাল খাইবার কালে অশ্বের জায় জিরাফাও একখানি

হাঁটু কিংবা বক্র করে এবং ছোট ছোট কুশাখা হইতে পত্র-
ভক্ষণ করিবার কালে সমুদ্রের পা ঠার ২১ ফিট পশ্চাতের
পারের দিকে আনয়ন করে। আফ্রিকার হটেনটটগণ এই পশুর
মজা বড় ভালবাসে এবং তজ্জাই বিখ্যাত তীর দ্বারা
ইহাদিগকে শিকার করে। তাহারা জিরাফার চর্ম দ্বারা অল
প্রভৃতি ভরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার প্রস্তুত করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ লে ভেলান্ট (Le Vaillant) বলেন,
জিরাফার প্রকৃত শূন্য নাই, ইহাদের উত্তর কর্ণের মধ্যস্থলে মস্ত-
কের উর্দ্ধভাগে দুইটা মাংসপেশী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৮১২
ইঞ্চি দূর হয়। এই দুইটা পেশী পরস্পর মিলিত হয় না,
ইহাদের অগ্রভাগ কিংবা গোলা এবং লোমে আবৃত হয়।
ইহাকেই সকলে সাধারণতঃ জিরাফার শিং বলে। জী
জিরাফাগুলি পুরুষদিগের জার উচ্চ হয় না। উক্ত প্রাণিতত্ত্ব-
বিৎ বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫১৬ ফিট আর
স্ত্রীগুলি ১৩ ফিট ১৪ ফিট উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী
বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।
পুরুষগুলির শরীর ধূসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের
ডোরা এবং স্ত্রী-গুলির ধূসরবর্ণ শরীরে তাম্রবর্ণের ডোরা।
জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার জার হয়, পরে
বয়স অল্পসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত
ফরাসী ভ্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা
খাইয়া জীবন ধারণ করে; ইহারা তুলসীজাতীয় গাছের
পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক
পরিমাণে আছে, সেই প্রদেশেই বাস করে। এই জন্ত
দাদ ও খাইয়া থাকে। ইহারা রোমন্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন
করে, সেইজন্য ইহাদের বকের অস্থি দৃঢ় ও আচ্ছাদিত কঠিন
চর্মে আবৃত। ইহারা অতিশয় শক্ত ও ভীত। ইহারা অতি
ক্রোধবশে পলায়ন করিতে পারে এবং পদাঘাতে সিংহকেও
পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনান্টা (Pennanta) সাহেব বলেন,
দূর হইতে দেখিলে জিরাফা চিনিতে পারা যায় না। ইহারা একপ
ভাবে দাঁড়াই যে দূর হইতে একটা জীর্ণ বৃক্ষের জার বোধ হয়,
শিকারীগণ দূর হইতে জিরাফা বসিয়া চিনিতে পারে না,
তজ্জাই ইহারা অনেক সময় মহাব্যোম হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

ওগিলবি (Mr. Ogilby) সাহেব রোমন্থক পশুদিগকে পাঁচ
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিডি (Camelidae),
(২) সারতিডি (Cervidae), মসিডি (Mossidae) (৩) ক্যাপ্রা-
ইডি (Capridae) (৪) বোভাইডি (Bovidae)। তিনি বলেন,
উক্ত ২৪ বিভাগ হইতে ক্যামিলোপোর্ডের উৎপত্তি। তিনি
আরও বলেন, এই দ্বিতীয় প্রাণীর প্রাচীন পুরুষ উভয় প্রাণীরই

শূক আছে, তাহা সরল এবং চর্মে আবৃত। তাহা আবার
ছই ভাগে বিভক্ত।

সর্বপ্রথম জুলিয়াস সিয়ারের সময় রোমে জিরাফা আনীত
হয়। ইহার বহনতালী পরে ডামাস্কাসের রাজা সন্নাট্ট
দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে একটা জিরাফা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।
১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রথম
আনীত হয়।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের প্রাণিতত্ত্বসমিতি হইতে ৪টা
জিরাফা ক্রীত হয়। এম থিবো (M. Thibaut) এই জিরাফা-
গুলিকে খুত করিয়া আনিয়াছিলেন।

এম থিবো (M. Thibaut) আগষ্ট মাসে ভলোয়ায় যাইয়া
আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া জিরাফা শিকার করিতে
বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্ডকনে যাইয়া অনেক অশু-



সন্ধানের পর তাহারা দুইটা জিরাফা
দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাহাদিগকে খুত
করিতে পারিলেন না। আরবগণ ক্রত
অশুসরণ করিয়া স্ত্রী জিরাফাটিকে হত্যা
করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃ-
কালে তাহারা আবার শিকারে বহির্গত
হইয়া ১টা জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন।

জিরাফা পোষ মানাইবার জন্য তাহারা তথায় ৩৪ দিন অপেক্ষা
করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায়
দড়ি বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটা পোষ মানিল
এবং ইচ্ছা করিয়া মাহুদের নিকট আসিত। মধ্যে মধ্যে থিবো
ইহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তাহারা আরও
৪টা জিরাফা ধরিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর
মাসে মৃত্যু ৫টা জিরাফার মধ্যে ৪টা মরিয়া গেল। একটা
মাত্র জিরাফা রহিল। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থিবো
বহুশ্রম ও কষ্ট স্বীকার্য আর তিনটা জিরাফা খুত
করিলেন। ৪টা জিরাফা লইয়া তিনি লণ্ডনে আগমন করেন
এবং পশুশালায় কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন।
স্টিডম্যান সাহেব (Mr. Steedman) বলেন, জিরাফাগণ দল
বাঁধিয়া বাস করে এবং এক এক দলে ৩০টা হইতে ১০০টা
পর্যন্ত থাকে।

শিতাটুকী হইতে কএক দিবসের পশ্চ উত্তরে গেলে জিরাফা
দেখিতে পাওয়া যায়। এই পশুজ জিরাফা মঙ্গল ক্ষেত্রে বাস
করে। পূর্বের উক্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তৃত জিরাফা
বৃট্ট হইত, কিন্তু কএক বৎসর হইল, এখন তথায় এই প্রাণী
দেখা যায় না।

জিরাফার শৃঙ্গের বগাছাদিত, পাকস্থলী জলাধারবিহীন
• এবং অস্ত্রান্ত অন্তরেস্ত্রি হরিণের তুল্য। এই নিমিত্ত কোন
কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাণিকে হরিণ ও কাল-
সারের মধ্যে এক পৃথক্ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, এই পশুর
পশ্চাৎপদ অপেক্ষা সমুখের পদ দীর্ঘ। কিন্তু উহা ভ্রম
মাত্র, অস্ত্রান্ত পশুর স্থায় ইহাদেরও পশ্চাত্তর পদ অপেক্ষাকৃত
কিছু দীর্ঘ।

এই পশুর দন্ত সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে চরুণদন্ত ২৪ এবং
ছেদন-দন্ত ৮টি। উপরের মাড়ীতে এই পশুর দাঁত জন্মে না।

ইহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয়
যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়া ভঙ্গ করিবার নিমিত্তই ইহাদিগের
স্থিতি হইয়াছে। তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহাদিগকে
একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ সমুখে পদদ্বয় প্রসারিত অথবা
জাহ্নবর কিঞ্চিৎ অবনত না করিলে ইহাদের মুখ ভূমি স্পর্শ
করিতে পারে নাই।

এই পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা স্বভাবতঃ ধীর।
এক একটা ঘাড়ি জিরাফা ১০০ হাত উচ্চ হয়।

জিল (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণর, উচ্চর। ২ তানপুরা বেহালাদি-
যন্ত্রের তার, গুণ।

জিলমরিচ (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। (Sphenoclea
Zeylanica.)

জিলা (আরবী) প্রদেশ। [জেলা দেখ।]

জিলাদার (পারসী) জেলারক্ষক, শাসনকর্তা।

জিলাবন্দী (পারসী) আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব।

জিলিঙ্গা, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটা
পাহাড়। উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩০৫৭ ফিট এবং পরবর্তী ভূমি
হইতে ১০৫০ ফিট। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপত্যকার চা
আবাদ হইতেছে।

জিলিঙ্গ সিরিং, ছোটনাগপুরের একটা সহর। এই সহর
গোহারডাঙ্গা নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা°
২৩° ১১' উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৬১' পূঃ।

জিলিপি (দেশজ) স্মৃতি ঋদ্যাত্রাবিশেষ। [জিলেপি দেখ।]

জিলিপুটী (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

জিলেপ (আরবী) দ্রুত, সংবাদবাহক, ধাবক।

জিলেপি (জিলাপী) মিঠারবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী
নানাস্থানে নানাপ্রকার। নিয়ে একপ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত
হইল। বোসা রহিত ভিলা কলার উত্তমরূপ বাটির উহার
সহিত সমন্বয়মান পরিষ্কার মিহি সবেদা অর্থাৎ আভপ

ততুলের ওড়ি মিশাইয়া অনেককণ হস্ত দ্বারা কেনাইতে হয়।
সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটা ছিদ্রযুক্ত পুষ্ক নেকড়ার
কিবা মারিকেলের খোলের কতকটা লইয়া তপ্ত ঘৃতোপরি
ঝাকরার উপর কুণ্ডলিত আকারে ছাড়িতে হয়। রীতিমত
ভাজা হইলে উহা গরম গরম তুলিয়া রসে ছাড়িলেই
জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্তে ময়দা দেয়,
পরিমাণেরও তারতম্য আছে।

জিলো, জিলোপতন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের
তৌরবতী জেলার একটা সহর।

জিল্লা, আফদাবাদ জেলার একটা নদী। ইহার তীরে প্রাচীন
ভীমনাথ মহাদেব অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন
মন্দিরাদি আছে।

জিলুদ (আরবী) পুস্তকবন্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খণ্ড।

জিলুদগর (পারসী) পুস্তকবন্ধনকারী, দপ্তরী।

জিল্লীআমুনের, বরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোরসি
তালুকের একটা গ্রাম। এই গ্রাম জাম ও বর্দানদীর সন্ম
স্থলে জলালখেড় সহরের পরপারে অবস্থিত। ইহাকে আম-
নেরও কহে।

জিল্লা (আরবী) প্রভা, শোভা, কাজি, দ্ব্যতি, ভেজ, চাকচিক্য।

জিল্লাদার (আরবী) দীপ্ত, শোভক, ঐশ্বর্যযুক্ত, জাঁকাল।

জিল্লিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশভেদ। মোহিতজনোহিত অণু
তন্ত্র রাজা বা। তদ্দেশবাসী বা সেই দেশের রাজা।

“জিল্লিকা: কুস্তলাশ্চিব সৌদানানকাননাঃ” (ভারত ৬।২ অঃ)

জিল্লেল, মাস্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার
প্রোদ্ভাভুক তালুকের একটা গ্রাম। এখানে থালের তীরের
নিকট এক প্রাচীন অস্পষ্ট শিলাসিপি আছে।

জিল্লেল, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজা। মাস্রাজ
প্রেসিডেন্সীর রাবতুপলী, পামুলপাড়ু প্রভৃতি স্থানে ইহার
উৎকীর্ণ দানপত্র পাওয়া যায়।

জিল্লেলমুড়ি (জিলামুড়ি) মাস্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত
নেদুর জেলার কল্লুড় তালুকের একটা গ্রাম। গ্রামের
উত্তরে একটা অনার্দীনদেব ও অপরটা আন্ননের দেবের প্রাচীন
মন্দির আছে।

জিত্রা, যুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জিত্রাকে ইকুইডি
(Equidae) জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয়
পশুদিগের প্রত্যেক পাদের প্রান্তসীমার তীক্ষ্ণ সূরে আচ্ছাদিত
একটা অঙ্গুলিবৎ পদার্থ আছে এবং করত ও পদতলের প্রতি
পার্শ্বে দুইটা ছোট ছোট অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। ইহাদিগের
দন্ত সংখ্যা এই প্রকার—

হেরনবত ২, তীক্ষণত ২১, পেশনবত ২১—৪২।

ইকুইডি জাতির অন্তর্ভুক্ত পশু সকল পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অধু প্রকৃতি যে সমস্ত চতুষ্পদ অশ্ব অধুনা অনেক স্থলে হুই, হর, পূর্বে তাহারও জিভা কোরাগা প্রকৃতির ভায়, হানে বিশেষে নিবদ্ধ ছিল।

ইকুইডি (Equidae) জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: ইকুয়াস (Equus) এবং অসিনাস (Asinus)।

অসিনাস শ্রেণীর অন্তর্গত পশুদিগের লাঙ্গলের উর্দ্ধভাগ ক্ষুর লোম ও অধোভাগ দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং লাঙ্গলের প্রান্তদেশ কেশশূন্যকৃত। ইহাদিগের শরীর কিঞ্চিৎ কক্ষ ভোরাবিশিষ্ট। অশ্বের সমুখের পদে যে স্থানে উপমাংস আছে, ইহাদিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ্ণ কঠিন আঁচিল আছে; কিন্তু পশ্চাতের পদের নিয়ত্যাগে নাই।

ইহাদিগের শরীরের বর্ণ সর্বস্থানেই প্রায় একরূপ; পৃষ্ঠোপরি দীর্ঘ কক্ষবর্ণের ডোরা আছে। হান অঙ্গসারে এই শ্রেণীর অন্তর্গতদের আকৃতির হর দীর্ঘ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের জিভা উষ্ণপ্রধান দেশবাসী জিভা অপেক্ষা হ্রস্বকায় ও অধিক লোমযুক্ত।

জিভা অসিনাস শ্রেণীর অন্তর্গত পশু। ইহাদিগের বর্ণ শেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্যন্ত কাল রেখাবিশিষ্ট; নাসিকাদেশ রক্তাক্ত, পেট ও হাঁটুর ভিতর দিকে কোনরূপ রেখা নাই, লেজের শেখভাগ কক্ষবর্ণ। ইহাদিগের ক্ষুর অগ্রশত ও ক্ষুরের তলদেশে ফাঁকা ও কুর্নপৃষ্ঠাকার। ইহাদিগের মস্তকের খুলি কিঞ্চিৎ গোলাকার। জিভার লেজের শেখভাগে দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদদ্বয় উপমাংসশূন্য। ইহাদের প্রীবাশে অর্দ্ধগোলাকার এবং কেশরগুলি ষাড়া। পদ হইতে বদ পর্বন্ত ১২ হাত উচ্চ। ইহারা হুলকার নহে এবং দেখিতে সুশ্রী। জিভাদিগের কাণ লম্বা ও প্রসারিত। ইহাদিগের গলদেশ ও শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে রেখা পদের ডোরাগুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। জিভাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্শ্বত্যা প্রদেশে বাস করে। ইহারা ক্ষুর ক্ষুর দলবদ্ধ হইয়া নির্জন প্রদেশে বাস করিতে ভালবাসে। যে সমস্ত স্থানে অশ্ব কোন জীব গত্যাত করে না, জিভাগণ সেই স্থানে বাস করে।

ইহাদিগের দর্শন, আশ্রয় ও প্রবৃত্তি-পদ্ধতি অতি আশ্চর্য। সাধারণতঃ হইলেই ইহারা সমুদ্রিক হইয়া পলায়ন করে। ইহারা অতিশয় ভীত প্রকৃতি; পলায়নকালে কাণ ও লেজ ষাড়া

করিয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া পর্বতের-ছুরারোহ-স্থানে গমন করে। যে স্থানে বাইরা আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্থানে শিকারিগণ গমন করিতে পারে না। ইহারা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে; তখন যদি কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে দলবদ্ধ জিভাগুলি ঘেঁসার্মেসি হইয়া দাঁড়ায়; সর্বলের মস্তক একদিকে রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে থাকে। ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শত্রুকে আঘাত করে যে তাহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হয়। ইহারা পদাঘাতে সিংহ ব্যাত্তকেও দুরীভূত করিতে পারে। অল্পবয়স হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে জিভা মাছবের বস্ত্র হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির ভায় ইহারা সম্পূর্ণরূপে মহুয়ের বশবর্তী হয় না। বাঁহা হউক, জিভাগণ ভারবাহী পশুর কার্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসিগণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিভার মাংস ভক্ষণ করে।



জিভার সহিত গর্দভ ও অশ্বের সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। জিভাদিগের প্রকৃতি গর্দভের ভায়; অশ্বের সদৃশ নহে। অশ্বের লেজ হইতে জিভার লেজ ভিন্নরূপ—অশ্বের লেজের সর্বাংশ বড় বড় লোমে আবৃত; জিভা প্রকৃতির লেজের শেখভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত। আবার অশ্বের কেশর লম্বা ও দোহল্যমান; জিভার কেশর ক্ষুর ও সরল। ইহাদের বর্ণ সম্বন্ধেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশ্বের শরীরে ক্রকের সাধারণ বর্ণ রঙ তাহাপেক্ষা ভিন্ন, বর্ণের ক্ষুর-ক্ষুর গোলাকার চিহ্নের জন্ম আছে, কিন্তু জিভার শরীরে সর্বদাই ভোরার আভাস দেখা যায়।

জিভাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহারা ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরভূমিতে একপ্রকার জিভা পাওয়া যায়। কেস্টাউন প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া আইসে। এই স্থানের জিভা অতিশয় সুশ্রী ও চক্কল।

এসিদ্ধ বুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ বাকন রুলেন, চতুষ্পদ ক্ষুর মধ্যে জিভা সর্বাধিক ক্ষুর। ইহার আকার অশ্বের ভায় সুশ্রী, গতি যুগের ভায় ক্ষিপ্র এবং ব্রহ্ম সাতিনের ভায় মৃদু। পুরুষ জিভাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও শীতবর্ণ, কিন্তু অতিশয় উজ্জল; স্ত্রী জিভার রেখাগুলি কাল ও বেতবর্ণ। জিভাগুলি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—পার্শ্বত্যা প্রদেশের জিভাগুলি সর্বাধিক ক্ষুর, ইহাদের সর্বশরীরে ডোরা। ইহারা দক্ষিণ

আক্রমণের পরে বান করে, ইহার প্রায়ই সমস্ত ভূমিতে আসে না। এই জিরাঙলি অভিযান বন্ধ। ইহার দ্বারারাহ পরে বিচরণ করে, বন ইহার দলে দলে পরে হইতে বিচরণ হইয়া বিচরণ করে, তখন কোন শত্রু আসিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য এক একটা জিরা প্রহরী স্বরূপ উঠে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোনরূপ সন্দেহ হইলেই সেই প্রহরী জিরা একপ্রকার শব্দ করে। শব্দ শুনিবামাত্র দল সমস্ত জিরা এক বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদিগকে আর কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। অস্ত্রবিধ জিরাও বার্চেল-জিরা (Burchell's Zebra) কহে। এই প্রাণী কেপ্টাউনের নিকটবর্তী মাঙ্গভূমিতে বাস করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি খেত ও পিঙ্গল বর্ণ। পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহার দুইটির মধ্যে একটা করিয়া ধূসরবর্ণের ডোরা আছে। এই জিরাগুলির পদ খেতবর্ণ। অস্ত্রাস্ত্র অংশে পাহাড়ী জিরা ও বার্চেল-জিরা প্রায় একরূপ।

জিরাগণ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্তী কালে স্বর্ণাশয় ভ্রমণ করিতে যায়। এই সময়ে স্বর্ণাশয় নিকটবর্তী স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সিংহ জিরাগণকে আক্রমণ করে। কথিত আছে, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে সিংহ জিরা শিকারে বহির্গত হয় না; কারণ তখন তাহার দূর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে।

জিহু (পুং) অরতি জিহু-গু (প্রাচীনশব্দগুণঃ: পা ৩।১।১৩৯) ১ বিহু। ২ ইহু। (ভারত ৫।৭।১৩) ৩ অর্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহস-পূর্ব্বক কেহ অর্জুনের সম্মুখে আগমন করিতে পারিত না এবং অতি দুর্ধ্ব শত্রুকেও জয় করিতেন এই নিমিত্ত অর্জুনের নাম জিহু হইয়াছিল। ৪ সূর্য্য। ৫ বহু। (ত্রি) ৬ অরুণী, জেতা। (পুং) ৭ ভোতা মহুর এক পুত্র। (হরিবংশ ৭।৮)

জিহুগুপ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অষ্ট-বর্ষীয় বংশধর এবং অব্যবহিত পরবর্তী রাজা। তাঁহার সময়ে উৎকর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, জিহুগুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজা ছিলেন না। তিনি লিঙ্গবিবাহীর মানস্বত্বাধিপতি এবং সেবকে আপনার প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, এই সময়ে নেপাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে লিঙ্গবিবাহীর রাজগণ এবং অপরদিকে অষ্টবর্ষী ও জিহুগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

জিহু (দেশজ) জিহা, জিহা।

জিহাদ, জহাদ (আরবী) ইসলাম ধর্মের বিস্তার জন্য যুদ্ধকে মুসলমানেরা জিহাদ কহে। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে

যে জাতির সহিত ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অথবা তাহাদিগকে সত্য ধর্ম (মুসলমান ধর্ম) নীকিত হইতে আদেশ করা কর্তব্য। তাহার মুসলমান ধর্ম নীকিত হইতে কিবা জিহাদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্ব লইতে পারেন। পরাজিত অধিবাসিদিগের প্রাণ পর্যন্ত বিক্রোতা মুসলমানদিগের ইচ্ছাধীন। তাহার ইচ্ছা করিলেই ধর্ম্মানুসারে বিধর্ম্মদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্মযুদ্ধে কোন মুসলমান মরিলে তাহার অক্ষর স্বর্গলাভ হয়।

কিরূপ স্থলে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিধর্ম্মগণ মুসলমান হইতে বা জিহাদ নিতে অস্বীকার করিলে এবং শত্রুকে পরাজয় করিবার উপযুক্ত সৈন্য থাকিলে, যদি অন্য কোন সন্ধি না থাকে, তবে শত্রুর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া সুরিদের মত। কিন্তু সিয়াগণ বলেন, ঐ সকল সত্ত্বেও ইমাম কিবা তাঁহার নিয়োজিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জিহাদ ঘোষিত হইতে পারে না। তাহার এখন অদৃষ্ট আছেন, সুতরাং বর্তমান কালে জিহাদ অসম্ভব। ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমতি-বাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার করেন। এরূপ বলপূর্ব্বক ধর্ম-বিস্তার আর কোন ধর্মেই দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মুসলমান-অধিকৃত ভূভাগ দর-উল্-ইসলাম, এবং অবশিষ্ট দর-উল্-হার্ব নামে খ্যাত। যে ভূভাগ এক সময়ে দর-উল্-ইসলাম ছিল, এখন বিধর্ম্মী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা বাইতে পারে না।

ভারত গবর্মেণ্টের সহিত আরব, পারস্ত, আফগান স্থান প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরস্পর সন্ধি বন্ধ থাকার ভারতের উপর কোন মুসলমান রাজার জিহাদ ঘোষণা নিষিদ্ধ। সুতরাং জিহাদের নিয়মানুসারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগদান করিতে বাধ্য নহে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ ইংরাজরাজ্যে অধিকৃত হইয়া বাস করিতেছে, সুতরাং তাহার জিহাদ ঘোষণা করিলে রাজস্রোতী হইবে মাজ।

জিহান (জি) গমনার, প্রাণগীর।

জিহানক (পুং) জহানক, জগতের বিশাশ।

জিহাসা (ত্রি) হা-সন-ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

জিহাহু (জি) দাহুমিহুঃ। হা-সন-উ। ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক।

জিহি (দেশজ) জিহা, জিহা।

জিহীর্বা (ত্রি) হু-মিহা-সন-ভাবে অ। হরণেচ্ছা।

জিহ্বীর্ষু (জি) হর্ষু: জিহ্বা, সন্ তাবে উ। হরণ করিতে ইচ্ছক, হরণজিহ্বাবী।

জিহোনিয়া, জনৈক রাজচক্রবর্তী। ইনি মনিগলের পুত্র। জিহোনিয়া নৃপতি, কুহলকর কাছফাইনি নৃপতির অধীন ছিলেন। পলাবের রাবলগিণ্ডির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক স্থানের কিছুদূরে জিহোনিয়ার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

জিহ্বা (জি) জহাতি হা-মন্, সঘদালোপচ (জহাতে সঘদালোপচ। উৎ ১১৪০। ১ কুটিল, কুক্তিত, মন্দ। “আর্জবঃ ধর্মসিত্যাহরধর্মো জিহ্বাউচ্যতে।” (ভারত)

(জী) ২ তগর পুষ্প। (যেদিনী) (জি) ৩ বক্র। “জিহ্বা-মুহুদে” (ধৃক ১৮৫১১) “জিহ্বা বক্রং তির্ধ্যাক্” (সারণ) ৪ অর্থ। ৫ অপ্রসন্ন। “বিধিসমরনিমোগাদীপ্তিসংহারজিহ্বাঃ” (কিরাত) “জিহ্বা অপ্রসন্নঃ” (মল্লিনাথ)।

জিহ্বাগ (পুং জী) জিহ্বা কুটিলঃ মন্দঃ বা গচ্ছতি, জিহ্বা-গম-ড। জাতিবাং জীপ্। মন্দগতি।

জিহ্বাগতি (পুং জী) গম-জিন্। ১ সর্প, জিহ্বাগ। জিহ্বা কুটিলঃ গচ্ছতি। ২ বক্র গমন।

জিহ্বাগামিন্ (জী) জিহ্বা গন্তশীলমন্ত গম-গিনি। বক্রগামী, মুহু গমনশীল।

জিহ্বাতা (জী) জিহ্বা ভাবঃ, ভাবে তন্ জিহ্বা টাপ্। ১ কুটিলতা, বক্রতা। ২ সর্প। (রামায়ণ ২৪৩২)

জিহ্বাবার (জি) ১ অধস্তাৎ বর্তমান, নিম্নদেশে থাক। “উচ্চা-বৃহৎ চক্রজিহ্বাবারঃ” (ধৃক ১১১৬৩) “জিহ্বামধস্তাৎ বর্তমানঃ” (সারণ) ২ পিহিত হার, আচ্ছাদিত হার। “অর্ণবঃ জিহ্বাবারমর্শোগুৎ” (ধৃক ৮৪০১৫) “জিহ্বাবারঃ আচ্ছাদিতহারঃ অর্ণবঃ” (সারণ)।

জিহ্বামোহন (পুং জী) জিহ্বা মন্দঃ মেহতি মিহ-ল্য। ভেক। জিহ্বামোহন (পুং) জিহ্বা কুটিলঃ মুহতি মুহ-ল্য (নলিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) অথবা, জিহ্বাত কুটিলত সর্পত মোহনচিত্ত-মোহনঃ। ভেক। (শব্দরত্ন)

জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বা কুটিলঃ শল্যঃ বস্তাৎ বহভী। খরিরবৃক। (অটীথর)

জিহ্বাশী (জি) জিহ্বা বক্রঃ শেতে-শী-কিন্। বক্রভাবে শরিত, কুটিল শরিত। “জিহ্বাতে চরিতবে মথোজা” (ধৃক ১১১৩) “জিহ্বাতে জিহ্বা বক্রঃ শব্দানার পুরুষাঃ” (সারণ)

জিহ্বাশিন্ (জি) জিহ্বা মন্দঃ অর্জাশি রূপ-গিনি। সঙ্গজোত্রী। বাহ্যঃ আভ্যে আভ্যে ভোজন করে।

ভক্তঃ অগত্যে ভক্তাধিকা রক্ত। উচ্চাশ্রিত্যঃ।

জিহ্বাত (জি) জিহ্বা-ইচ্ছক। ১ কুটিল। ২ বক্রীকৃত।

জিহ্বীকর (জি) রক্তকর।

জিহ্ব (পুং জী) হ্রস্বতে আহ্রস্বতেমনে, কাহলকাঃ ক্ষে-ড দ্বিহাদৌচেতি সাধুঃ। জিহ্বা।

“বিসহস্রং জিহ্বেন বাহুর্জিহ্বাঃ কথরিততি।” (হরিব ১১২১৩০)

জিহ্বল (জি) জিহ্বেন জিহ্বায়া লাতি গুহাতি পরজব্যাকীতি জিহ্ব-লা-ক। লুক, ভোজনলোলুপ।

“শ্রাঙ্কঃ কৃষা পরশ্রাঙ্কে ভুক্ততে যে চ জিহ্বলঃ।

পতন্তি নরকে ঘোরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া।” (বৃতি)

জিহ্বা (জী) জয়তি বসমনয়া জি-বন্ (জিহ্বা-জিহ্বা-গ্রীবাঃ পানীয়াঃ। উৎ ১১৪৪) বন্ প্রত্যয়েন হ্রগগমে নিপাতনাৎ সাধুঃ। রসজ্ঞানেজির, যে ইজির দ্বারা কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায় মধুর প্রভৃতি রসাদ্বাদন করা যায়, তাহাকে রসজ্ঞানেজির অর্থাৎ জিহ্বা কহে। চলিত কথায় জিব। সংস্কৃত পর্যায়—রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুস্বা, রসিকা, রসাকা, রসন, জিহ্ব, রসালোলা, রসালা, রসলা, ললনা। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রচেতা। জিহ্বা সাত প্রকার—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধ্রুবর্ণা, ফুলিঙ্গিনী ও বিব্রুপী।

“কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা বা চ সুধ্রুবর্ণা।

ফুলিঙ্গিনী বিব্রুপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা।”

(সুশ্রুতসংহিতা)

অধিকাংশ প্রাণীরই পাঁচটা প্রধান ইজির আছে; ভিন্ন ভিন্ন ইজির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই পক্ষেজিরের মধ্যে জিহ্বা একটা; ইহা দ্বারা বাদ গ্রহণ করা যায়। মস্তুরের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে স্থাপিত; ইচ্ছাশাস্ত্রে ইহার কতকাংশ এক দিক হইতে অন্য দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য আহার করিবার কালে অথবা মুখের মধ্যে কোন দ্রব্য দ্রব্য রাখিলে এবং কথা কহিবার কালে জিহ্বার গতি নানারূপে চালিত হয়।

জিহ্বার কার্য অন্তর্ভুক্ত ইজিরের কার্য্যাদিকা কিছু জটিল; ইহা দ্বারা দুইটা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা আমরা আহার গ্রহণ করি এবং দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারি। জিহ্বার উপরি-ভাগ একখানি হৃদয় বক্র দ্বারা আবৃত। এই স্থান হইতে কোন দ্রব্যের আহারগ্রহণ অথবা স্পর্শ দ্বারা তাহার শুণ্যভাগ বৃত্তিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে ইহার চালনা-শক্তি উৎপন্ন হয়।

সর্বদেহ সাহায্যে জিহ্বার বাহু আকৃতি প্রকৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে। জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অতি হৃদয় মনোহর। রাসা নির্বিকৃত, এই সাদেশশীলতাই বিভিন্ন দিকে কার্য্যালব্ধ এবং সকল বিদ্যেই সফল পরিণামে বিন্যস্ত। এই

মাংসপেশীর অবিকাশে দ্বারা জিহ্বা পরীরের অজ্ঞাত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ চর্ম্মাক্রান্ত এবং নিম্নভাগ মুখ ও কণোলের চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। ইহা এক-খানি অতি হৃদয়ক আক্রান্ত, এই বন্ধখানি রসনানিঃস্থত লাল দ্বারা সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত থাকে। নিরপ্রদেশের চর্ম্মখানি অতিশয় পাতলা, নরম এবং নরম। মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটি উন্নত তাল আছে। জিহ্বার উপরিভাগের ও পার্শ্বের স্বক পুরু এবং নিরপ্রদেশ অপেক্ষা স্তম্ভিক কোষময়। এই স্বকই জিহ্বার কাঁটা থাকে এবং এই অংশই সমস্ত লব্ধ্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। জিহ্বার নিরপ্রদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বারা অজ্ঞাত অংশের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহা নিরমিতরূপে সঞ্চালিত এবং ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। মাংসপেশীগুলি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বসাময় অংশ ও খেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহা আবার কতকগুলি সিরি দ্বারা ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত।

বতই জিহ্বার শেষভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার উপরিভাগের দিকে কাঁটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্শ্ব আদৌ কাঁটা দেখা যায় না। এই কাঁটাগুলি তিন প্রকার। এক রকম কাঁটা আছে, তাহা সাধারণতঃ ৭টা কি ৯টা দেখা যায়। ইহা ২০টার অধিক বা ৩০টার কম হয় না। ইহা কোণাকারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই গুলি যত্নের বে যে স্থানে সংস্থাপিত সেই সেই স্থানে স্বক অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই প্রকার কাঁটাকে ম্যাগ্নেপীর পণ্ডিতগণ ম্যাগনি (Magnee) কহেন।

দ্বিতীয় প্রকার কাঁটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক; কিন্তু তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই কাঁটাগুলির আকৃতি একরূপ নহে—কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার, কতকগুলি নিলাকার, আবার কতকগুলি অতি হৃদয়াকার। এই গুলি কিছু চেন্টা এবং ইহাদিগকে লেন্টিকুলার (Lenticular) কহে। জিহ্বার অবশিষ্ট প্রকার কাঁটাকে কনিফাল (Conical) অর্থাৎ শিখাকার কহে।

জিহ্বার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও হৃদয় হৃদয় পেশীহীন ব্যতীত কতকগুলি পেশীশূন্য আছে। ইহার উপর মাংস পেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অধি সঞ্চালিত হয়। জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন ভিন স্রোতা দ্বারা সহিত সরিষ্ট আছে। ১ম, ভৈল্ল-দ্বারা, এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত, ইহা দ্বারা সঞ্চালনশক্তি জন্মে। এই দ্বারাগুলি লক্ষিত অথবা বিচ্ছিন্ন হইলে জিহ্বা লাফা যায় না; কিন্তু ইহার ইন্দ্রিয়শক্তি নিশ্চয় হয় না।

২য়, ভৈল্ল-দ্বারা (সমর সমর ইহাকে স্পার্স-দ্বারাও কহে) এই দ্বারাগুলি দ্বারা পীত উচ্চ জ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান জন্মে। এগুলি জিহ্বার অগ্রভাগের নিকট অধিক পরিমাণে বিস্তৃত এবং এই অংশের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অজ্ঞাত হানানেকা অধিক। ৩য়, আদ্যাদ্বারা—ইহা কতকংশ জিহ্বার সহিত স্মিত। এই দ্বারা দ্বারা জিহ্বার আদ্য জ্ঞান জন্মে।

ত্রয়োয় কোন্ গুণে আদ্য জ্ঞান জন্মে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বাদেজিরের সহিত স্পাণেজিরের কতক মিল আছে। উভয়ক ত্রয়ো হইলেই ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে আদ্য পাইবার জন্য দ্বারা হৃদয় ওষ্ঠের সহিত জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব্দ করে। ভিন্ন রকম দুইটা ভিনিব তক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটা তক্ষণ করা যায়, তাহার আদ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিতে পারা যায়। আমাদিগের চক্ষুর কার্যও ঐরূপ। প্রথমে একটি বস্তু দেখিয়া পরে যদি অল্প আর একটি বস্তু দেখা যায়, তবে শেষকালে যেটা দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেজে অক্ষিত হয়।

জিহ্বার উপরিভাগ পার্শ্ব এবং নিম্নভাগের পূর্ববর্তী অংশ অল্প কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অজ্ঞাত অংশ স্নেহময় হৃদয়ক দ্বারা নিকটবর্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত। যে যে স্থানে উক্ত হৃদয়ক দ্বারা মুখ মধ্যস্থ অজ্ঞাত স্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি তাল আছে। এই তালে অতি হৃদয় পেশীহীন আছে; এই হৃদয় গুলি জিহ্বাকে অল্প স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার বন্ধনহীন রূপ। প্রধান তালটাকে জিহ্বার বন্ধ (Froinum.bridle) কহে। এই তাল থাকিবার জন্যই জিহ্বার অগ্রভাগ মুখের তিতরে পশ্চাদিকে অধিক দূরে কিরান যাইতে পারে না। কাহারও কাহারও এই বন্ধনহীন জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় সে কথা কহিতে পারে না এবং দস্ত দ্বারা চর্ষণ করাও তাহার পক্ষে হৃদয়ক হয়। উক্ত বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে বালকের জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্তন করা বলে। অজ্ঞাত তালগুলি উপজিহ্বা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপজিহ্বা একখানি পাতলা স্রোতাপাখির পজ, ইহা হাসনলীর রূপটি রূপ, হাসগ্রহণের সময় একই সরিয়া যায়, পুনরায় আবার এ স্থানে আইসে। পার্শ্ব দুইখানি তাল আছে, তাহাদিগকে নলী দ্বারা কত কহে; এই স্থানে মুখবির অপেক্ষাকৃত অগ্রপত। জিহ্বা-কণ্টকের পশ্চাদ্ভাগে নির প্রদেশে কয়েকটা বড় বড়

দৈনিক গ্রহি আছে। এই গ্রহি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান হইতে লালা নির্গত হইয়া জিহ্বাকে সর্বদা আর্দ্র রাখে। নিরতাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে বহু পর্যন্ত বে দীর্ঘ বাতী আছে, তাহা উপরিভাগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পতীর; ইহার উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি শিরা আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিম্নে একটা দৈনিক গ্রহিও আছে। দুরোগে এই গ্রহিও নাক-ভুচ্ছ নামে কথিত হয়, কারণ ১৬৯০ খৃঃ অব্দে নাক (Nuck) সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্চাদ্বিকের শেষভাগ চেন্টা এবং পার্শ্বদেশে মূল্যহীন নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। জিহ্বার পেশীগুলি দুই প্রকার; প্রথম বাহ্যপেশী, ইহা দ্বারা জিহ্বার অঙ্গ স্থলের সহিত সংযুক্ত আছে এবং ইহা দ্বারা জিহ্বা সেই সেই প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তর পেশী, ইহা দ্বারা ই জিহ্বা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা ই জিহ্বার এক অংশ অঙ্গ অংশের উপর সঞ্চালিত করা যায়।

মস্তক-জিহ্বার সহিত পশুদিগের জিহ্বার কতক সাদৃশ্য আছে। যে সমস্ত প্রাণী চৰ্চণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদিগের জিহ্বার আকৃতি কামলার ভায়। জিরাফা ও পিপীলিকাত্বকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। জিরাফাদিগের জিহ্বা তাহাদিগের খাদ্যজব্য ধারণের একটা প্রধান ও বিশিষ্ট উপায়। পিপীলিকাত্বকের জিহ্বা অতিশয় আটাল, ইহা দ্বারা পিপীলিকা-ত্বকের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আটাল জিহ্বার সংশ্লিষ্ট হইয়া পিপীলিকাগণ তাহাদের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

মাক্কার জাতীয় পশুদিগের জিহ্বার শিখার কণ্টক নাই; ইহাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত। তদ্বারা উক্ত জাতীয় প্রাণিগণ অস্থি ভঙ্গ এবং গাভ্রলোম পরিষ্কার করিতে পারে। তত্তপারী জীব তির অঙ্গ প্রাণিদিগের জিহ্বা আদেস্ত্রিয় নহে।

শব্দক জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্র মূল শব্দক আছে। ইহাদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বক্র নির্মিত; ইহার পূর্ববর্তী অগ্রভাগ নলের ভায়। এই বক্রখানির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের ভায় উন্নতি দেখা যায়। এই দাঁতগুলি তির তির শ্রেণীর জীবের তির তির রূপ ইহা থাকে।

জিহ্বা দ্বারা স্বাদগ্রহণ, চৰ্চণ, ভক্ষ্যব্যবহার সহিত লালা মিশ্রণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যকথন প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হয়। মস্তক ও বাহ্যর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী জিহ্বা দ্বারা জব্যাদি ধারণ, নিদ্রাবনপরিভাগ এবং বাস গ্রহণ করে। হলশব্দকগণ জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগের ভক্ষ্য জব্য হৃৎ করে।

জিহ্বার প্রদাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। এই রোগ হইলে জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, জিহ্বার সহিত কোন জব্য সংশ্লিষ্ট হইলে অতিশয় অসহ্য বোধ হয় এবং কখন কখন কথিত হইতে পারে কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে অতিশয় কষ্ট হয়। পূর্বে কোন রোগ না হইলে এই ব্যাধি বড় একটা হয় না। জিহ্বা-প্রদাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লালা নির্গত হয়। সামান্য খাদ্য আহাৰ এবং অতি বিরচক ও ফুলি করিবার ঔষধ ব্যবহার করিলে এই রোগ উপশম হয়; জিহ্বা চিরিয়া দিলে শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কখন কখন উপকার হয়। সময় সময় প্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্বা অতিশয় ফুলিয়া উঠে, এত ফুলিয়া উঠে, যেন খাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। সময় সময় জিহ্বা-প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা হইতে জিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও প্রথম ২১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনরূপ সূচনা দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একটা শিশুর বিষয় বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহ্বা মুখ হইতে কতকটা বাহিরে ছিল এবং শিশুর বড়ই বয়স হইতে নাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে নাগিল; এবং শেষে একটা গোবৎসের স্থংপিণ্ডের আকারের ভায় বড় হইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বার সাধারণতঃ ক্রম হইয়া থাকে। (১) একটা জীর্ণ দন্তের সহিত কোন অসমান স্থানের উদ্ভেদনা হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক বস্তুর বিশুদ্ধতা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দাঁত ফুলিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় স্থলে সারসাপারিলার সহিত পোটাসিয়াম আইয়োডাইড (Iodide of Potassium) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে এবং তৃতীয় স্থলে নিরমিত পরিমাণে ও নিরমিত সময়ে আহাৰ করিলে এবং শরনকালে স্থির থাকিলে উক্ত রোগের যত্ননা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সারসাপারিলার কাথের সহিত মুলব্বরের কাথ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩বার সেবন করিলে এবং শরনকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসামাস (Hyoscyamus) সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। জিহ্বার কঠিন অথবা বহিষ্করের উপর ক্রম হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তম দন্তের উদ্ভেদনার এবং মূৎ নলে মূমপান করিলে এই রোগ হইতে পারে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা জিহ্বার যে স্থানে ক্রম হইয়াছে, সেই স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ৩৯ বর্ষ বয়সকালে অধ্যাপক রিড সাহেব (Prof. Reid of St. Andrews) ক্রমরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮২

খুটাকে কুলাই মানে তাঁহার জিহ্বা হুনির এ নিম্নে একটি স্তরার আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কত অংশ কাটিয়া দিলে অধ্যাপক বাহা লাভ করিলেন, কিন্তু একমাসের মধ্যেই পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত হইলেন। এই রোগের প্রায়ত্ত্বেই যদি কতদূর সম্পূর্ণ কর্তব্য করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপশমের আশা করা বাইতে পারে।

শরীর-স্থানে জিহ্বাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

(১) মূলপ্রদেশ, (২) মধ্যপ্রদেশ, (৩) অন্ত্যপ্রদেশ। মুখবিবরের মধ্যে অগ্রভাগকে অন্ত্যপ্রদেশ কহে। ইহা মুখ মধ্যস্থ কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মূলপ্রদেশ ও অন্ত্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী অংশকে মধ্যপ্রদেশ কহে। এই অংশ পুরু ও প্রশস্ত। মুখ বিবরের মধ্যে পশ্চাৎদিকের অংশকে মূলপ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বার মূলস্থির সহিত সংযুক্ত। জিহ্বামূলস্থি খোটকের নালের দ্বারা বন্ধ এবং জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই দ্বন্দ্ব মূরোপীর তাহার ইহাকে লিঙ্গুলাল অস্থি কহে। জিহ্বা দেখিরা মাছবের রোগনির্ণয় করা যায় এবং কি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া বাইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা থুং থুং ও অমসৃণ। শরীরে যেরূপ অমসৃণ উপবন্ধ আছে, জিহ্বারও সেইরূপ আছে, কিন্তু জিহ্বার খুব কম।

জিহ্বার ঠিক কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা হয় এবং আশ্রয়নের প্রকৃত দ্রাঘুগুলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। জিহ্বার মূলদেশে যে স্থানে 'ম্যাগনি' (Magnee) কণ্টকগুলি বিস্তৃত আছে, সেই কেন্দ্র হইতে বৃত্ত পরিমিত স্থানে আমরা তীত্র-স্বাদবিশিষ্ট বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও তীত্র জিনিষের স্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়; কিন্তু পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থানে কোনরূপ স্বাদজ্ঞান হয় না। বোম্যান (Bowman) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল ভাস্কতে স্বাদ-জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাদের গলকোষ ও দন্তমালী আশ্রয়-শক্তিহীন।

সাধারণিক অথবা অন্ত কোন প্রক্রিয়াহেতু দারুণওণী দ্বারা জ্বরের আশ্রয় অস্বত্ব হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে আমরা জ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগে হঠাৎ বৃহত্তর অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে আমরা তির তির সময়ে বিভিন্ন রূপ আশ্রয় অস্বত্ব করি। জিহ্বার মূলদেশে উপরি-ভাগে যদি কোন কাঠিরসিক্ত পদার্থ অস্বত্ব একবিন্দু চোয়ান

কল রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা একটু তীত্র আশ্রয় পাই। জিহ্বার শীতল বাতাস লাগাইলে কিঞ্চিৎ স্নগ্ধত্ব আশ্রয় অস্বত্ব হয়। ১২৫° তাপের স্থলে এক মিনিট জিহ্বা ডুবাইরা রাখিরা যদি সর্করাহি তক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কোনরূপই আশ্রয় পাওয়া যায় না। সুস্বাদু জ্বা গলিয়া জিহ্বার কাঁটা ভেদ করিয়া আশ্রয়বহনকারী দ্রব্য সহিত সংস্পর্শ হইলে আমরা তাহার আশ্রয় পাই। আর যে সমস্ত জ্বা তীব্রীকৃত হয় না, স্পর্শ দ্বারা আমরা সে সকল জ্বা অস্বত্ব করি। অতি সুস্বাদু জ্বা হইলেও যদি তাহা শুষ্ক হয় এবং জিহ্বার কোন শুষ্ক অংশে সন্নিবেশ করা হয়, তবে আমরা তাহার কোন আশ্রয় পাই না। জিহ্বার কাঁটার উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয়া নাড়িলে আমরা জ্বরের স্বাদ শীঘ্রই পাইতে পারি। মুখের মধ্যে আমরা যে স্থানে আশ্রয় পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার স্বাদ বুঝা বাইতে পারে। স্বাদবিশিষ্ট জ্বা গলাধঃকরণ করিবার কালে আমাদিগের জাগ-বহনকারী দারুণওণী অঙ্গ বিস্তার উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম জ্বা আহার অথবা পান করিবার কালে আমরা তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই অস্বত্ব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমরা এক নূতন আশ্রয় প্রাপ্ত হই। শিশুকে কোন অরোচক জ্বা পান করাইবার কালে দাঁহাতে কোন রূপ আশ্রয় প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্ত তাহার নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ধরা হয়। কোন জিনিষ তক্ষণ করিবার পর যে আশ্রয়ের অংশ থাকে, তাহা সাধারণতঃ তীত্র; কিন্তু অন্ন ও স্নগ্ধত্ব ঔষধ বিশেষের পরবর্তী আশ্রয় মধুর।

জিনিষের আশ্রয় দ্বারা আমরা খাদ্য জ্বা পছন্দ করিয়া লই এবং আশ্রয় কালে লাল্য নির্গত হইরা পরিপাক কার্যের সহায়তা করে। সাধারণতঃ সুস্বাদু জ্বাই আমাদিগের পক্ষে উপকারী।

জিহ্বাকে বাগিজির বলিলেও কোন দোষ হয় না; জিহ্বা আছে বলিয়াই আমরা কথা কহিতে পারি এবং অন্তের নিকট আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহ্বা না থাকিলে মানবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইত না। যদিও জিহ্বা দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, বটে, তবু কথা কহিবার নিমিত্তই জিহ্বাকে ইঞ্জির মধ্যে উচ্চাঙ্গন প্রদান করা বাইতে পারে। এই জিহ্বার মধ্যবাহার করা কর্তব্য। জিহ্বা হেতুই কত লোক অগতে প্রিয় ও কত লোক অগতে অপ্রিয় হইতেছে। স্বাদ ও লবণের বিরুদ্ধজনক কটুকথা না বলিয়া প্রিয় ও মিষ্টকথা বলাই কর্তব্য। যদিও

ব্যক্তিবর্গের মতে যে জিহ্বা কৃষ্ণ ও পীত না করে সে জিহ্বাই স্বাভাৱিক। বস্তুতঃ যে জিহ্বা দ্বারা ধর্মবিবরণী কথা উচ্চারিত না হইয়া কেবল পরনিষা ও ধর্মবিগর্হিত কথা প্রচারিত হয়, সে জিহ্বা মাংসপিণ্ড মাত্র।

গোলাপ প্রভৃতির জিহ্বা তির্যক; তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। সেই জিহ্বা লম্বা লম্বা; গোলাপ অনবরতই জিহ্বা একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া লয়। ইহাদিগের জিহ্বা দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ইহাদিগের জিহ্বা অভিশয় সর এবং অগ্রভাগ দুইটা নলীতে বিভক্ত।

ককাদি দোষ ছুই হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। জিহ্বা বায়ু দূষিত হইলে শাকপত্রের ভায় প্রভাবিশিষ্ট ও রক্ত হয়, পিত্ত দূষিত হইলে রক্ত ও ভ্রামবর্ণ হয়, কফ দূষিত হইলে ধবল আর্দ্র ও পিচ্ছিল হয়, ত্রিদোষাধিত হইলে বরষ্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়।

“শাকপত্রপ্রভা কক্ষা কুটীতা রসনাহিনীত্যং।

রক্তা ভ্রামা তবৎ পিত্তানিগ্ধা ধবলা ককাদ্।

পরিদগ্ধা বরষ্পর্শা কক্ষা দোষত্রয়েধিকৈ।” (ভাবপ্রঃ)

জিহ্বার উৎপত্তি বিবরণে মুক্তিতে এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে। উন্নয়নে পচ্যমান কক্ষশোণিত-মাংসের আধান জন্ত কক্ষসারবৎ সার ভাগই জিহ্বারূপে পরিণত হয়।

“উন্নয়নে পচ্যমানানামাধানাক্ষসারবৎ।

কক্ষশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রকারতে ॥”

(মুক্ত শা ৪ অঃ)

জিহ্বাপ্রা (ক্ৰী) জিহ্বারঃ অগ্রঃ ৩তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ।

“দেবশুকপ্রসাদেন জিহ্বাপ্রো যে সরযভী।” (উত্তট)

জিহ্বাজপ (পুং) জিহ্বার জপঃ ৩তৎ। তন্ত্রসারোক্ত জপভেদ।

যে জপ কেবল জিহ্বা দ্বারা করা যায়।

“জিহ্বাজপঃ দধিভেদঃ কেবলং জিহ্বয়া বৃধৈঃ।” (তন্ত্রসার)

[জপ দেখ।]

জিহ্বাত্তল (ক্ৰী) জিহ্বার তলং ৩তৎ। জিহ্বার পৃষ্ঠভাগ।

জিহ্বানির্দোষন (ক্ৰী) জিহ্বা নির্দোষ্য হনেন জিহ্বার নির্দোষনং সংভার্য নিঃশিখ-ম্যাট্। জিহ্বা-মার্কন, জিবহোলা। সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা লৌহ নির্দ্রিত দশাঙ্গুলপরিমিত সুবর্ণ অথচ কোমল মার্কনীতে জিহ্বা মার্কন করিবেক। জিহ্বা মার্কনে মুখের বিরসতা এবং জিহ্বা ও দন্তাধিত রসে দূর হইলে আরোপা, রুচি ও মুখের বিস্তৃততা সম্পাদিত হয়। (রাধবঃ)

জিহ্বাপ (পুং) জিহ্বা পিবতি পাক-। (আতো হ্রস্বপদর্পে কঃ। পা ৩।৩।৩) ১ জুহু১ ২ যাহা ৩ বিকাস ৪ জুহু১। (শব্দরঃ) ৫ চিকিৎসায়। (বিধঃ)

জিহ্বাপরীক্ষা (ক্ৰী) জিহ্বার পরীক্ষা ৩তৎ। জিহ্বা যদি সূক্ষ্ম কিংবা পাতলা হয়, এবং তাহাতে উষ্ণর মতন ধার হয় অথচ কোটকমুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ বায়ুজ, জিহ্বা হইতে রক্তস্রাব হইলে পিত্তজ এবং শ্বেতবর্ণ অনরসানুভূত ও জলনিঃসৃত হইলে স্নেহজ বলিয়া বুঝিবে। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আলজিহ্বাতিমূখী হইলে সান্নিপাতিক জানিবে। ঐ অবস্থার মুখ হইতে বাহির হইয়া উলটিয়া পড়িলে রোগীর মৃত্যু নিকট হইয়াছে বুঝিবে। (সারঃ কোঃ)

জিহ্বামূল (ক্ৰী) জিহ্বারঃ মূলং ৩তৎ। জিহ্বাহিত মূল। (ত্রিকাণ্ড) জিহ্বামূলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ জিহ্বামূল-ছ (জিহ্বামূলা-মূলশ্চঃ। পা ৪।৩।৩২) বজ্রাকৃতিবর্ণ, অযোগ্যবাহ্যাকর্গত বর্ণভেদঃ; ক, খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বামূলীয় হয়, জিহ্বামূলীয়ের চিহ্ন এই প্রকার, যথা, হরিঃ কাম্যঃ হরিঃ কাম্যঃ। ইহার উচ্চারণ বিসর্গের ভায়। “জিহ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলং” (পাণিনি)

“অধোবিবরকমুক্তাগ্রামাজবদ্বয়রূপকঃ।

জিহ্বামূলীয় ইত্যোব গজকূটোপমোহপরঃ ॥” (স্বপ্নদ্রব্যাকরণ)

ক, খ, গ, ঙ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল, এই জন্ত ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে।

জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রসো দন্ত ইব যন্ত। পক্ষী। (হারঃ)

জিহ্বারোগ (পুং) জিহ্বারঃ রোগঃ ৩তৎ। মুখরোগান্তর্গত রসনাভ্যাত ব্যাধি। মুক্তভেদে মতে জিহ্বাগত রোগ পাঁচ প্রকার—ত্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কটক এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার। বায়ুজ জিহ্বারোগে জিহ্বা কাটিয়া যায়, রসজ্ঞানের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ হয়, পিত্ত জন্য পীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কটক দ্বারা বেষ্টিত হয়। কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমূল কাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রণাঢ় ফুলা জন্মে, তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কক্ষ রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে শুষ্ক করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে শালাজাব, কণ্ডু ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিকা হয়। (মুক্তঃ)

জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য। (ভাবপ্রকাশঃ)

এই রোগে বৃহৎখনিরবৃত্তিকা একটা উত্তম ঔষধ। এই বৃত্তিকা মুখে ধারণ করিলে গল, তট, জিহ্বা, দন্ত ও তাদু লক্ষ্যীয় রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুস্বাদু, সরস ও হস্ত লক্ষ্য বৃদ্ধি হয়। ইহাতে জিহ্বার অক্ষত অশ্রুত হইয়া আধারে রুচি বৃদ্ধি হয়,

জিহ্বরোগে দন্তকাঠ, হান, অন্ন দ্রব্য, মংগ, দধি, দুগ্ধ, শুভ্র, মাংসলাই, রন্ধার, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শরন, গুরু ও কক্কজনক দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ করিবে। [মুখরোগে দেখ।]

জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায়। গুলক, পিঙ্গলী, নিধ ও কটকীর কাথ জ্বপে উষ্ণ থাকিতে কুলি করিলে জিহ্বরোগে বিনষ্ট হয়। পিত্তজ জিহ্বরোগে পত্র ধূম্রা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দূষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে। কাকোলাদিগণকৃত অতিসারণ, গণ্ডূষ, নম্র ও মধুর দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কক্ক জিহ্বা মণ্ডলাদি অন্ন দ্বারা নির্ধ্বন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত পিঙ্গলাদিগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। উপজিহ্বরোগে কক্কশ পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া যবকার দ্বারা অতিসারণ করিবে। শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ এবং ধূমপ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বরোগ প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবকার, হরিতকী ও চিতা, এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ ঐ সকল দ্রব্যের কক ও চতুর্গ জলদ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উপজিহ্বরোগ ভাল হয়।

জিহ্বালিহু (পুং) জিহ্বা লেড়ি জিহ্বা-লিহু-কিপ্। কুকুর।

জিহ্বালোল্য (স্ত্রী) পেটুকতা, ওদারিকতা।

জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যজুর্বেদীয় বংশান্তর্গত ঋষিবেশেষ।

“জিহ্বাবতো বাঘোগাজ্জিহ্বাবী বাঘোগাঃ।” (শতব্রা

১৪৯১৪১৩৩)

(জি) ২ জিহ্বায়ুক্ত।

জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বা শল্যমিব। খদির বৃক্ষ। (রাহনি)

জিহ্বাস্থাদ (পুং) জিহ্বা স্থাদঃ ততৎ। লেহন, চাটা।

জিহ্বিকা (স্ত্রী) জিহ্বা।

জিহ্বোল্লেখন (স্ত্রী) জিহ্বা চাটা।

জিহ্বোল্লেখনিকা (স্ত্রী) জিব্হোলা।

জী (দেশজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মাত্রাচক পদ। মহাশয়।

জীঅক (দেশজ) সজীব, সন্তেজ।

জীআ (দেশজ) সজীব।

জীআপিলীড়া (দেশজ) একপ্রকার পিলীড়া।

জীআপুতা (দেশজ) বৃকবিশেষ (Nageia Putranjiva)।

জীআশিষ (দেশজ) একপ্রকার শিশিপাছ।

জীন্ত (দেশজ) ১ জিহ্বা, জিব, রসনা। ২ জীব।

জীন্তনী, গোরাশির দীর্ঘাঙ্গ একটা নহর। অক্ষা-২৬° ৩০'

উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ১৫' পূঃ। এই নহর কুমারী নদীতীরে গোরাশির নগরের ২৪ মাইল উত্তরশক্তিতে অবস্থিত।

জীতলী, একপ্রকার প্রাচীন ভারমূল্য। [জিতল দেখ।]

জীতি (স্ত্রী) জি-জিন্ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জর। “অজীতয়েহতয়ে পরত স্বতয়ে” (খৃষ্ ৯৯৩৪) “অজীতয়ে অজয়রি” (সারণ) “অচঃ” ইতি সঙ্গসারণত দীর্ঘঃ। ২ হানি।

জীন্ (পারসী) জিন্। [জিন্ দেখ।]

জীন (জি) জ্যা-জ সঙ্গসারণত দীর্ঘঃ। জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ।

“জীনকর্ষ্ম কবজাদীন পৃথক্ দদ্যাধিতকরে।” (মহা ১১১১৩৮)

জীমুত (পুং) অয়তি আকাশমিতি জি-জ, (জ্যেষ্টিচোদাতঃ দীর্ঘঃ। উৎ ৩৯১) মুক্তঃ-মোক্ষতঃ-কীর্ষ-কারভে-অসিলেন বা জীবনত উদকত মুক্তং বহো বভেতি বা, জ্যানং জীর্ণং জ্যা-কিপ্, জিরা বয়োহাজ্ঞা মুতো বহো বা। ১ পরিত্যক্ত। ২ হেম্ব। ৩ মুক্ত। ৪ দেবভাড়া বৃক্ষ। (অমর) ৫ ইজ্র। ৬ ভূতিকর। ৭ যোবালতা। (হেম) ৮ দৃষ্য।

“বরুণঃ সাগরোহশ্রুত জীমুতো জীবনোহরিহা।” (ভা ৩৩২২)

৯ ঋষিবেশেব। (ভারত ৫১১১২৪)

“জীমুতৈরপহিতসাহস্রজীলঃ” (কিরাত) “জীমুতন্তেব ভবতি প্রতীকম্।” (খৃষ্ ৬৭৫১১)

১০ মলবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বরুণ-বেশী ভীমের সহিত বন্দুগ্ধে নিহত হন। (ভারত ৪১২১২২)

১১ স্বনামখ্যাত দশার্হের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২২৫)

১২ বপুয়ং পুত্র, ইনি শাক্যগণী বীণের রাজা ছিলেন, ইহার ৭টা পুত্র হয়।

“শাক্যগন্তেশ্বরাঃ সপ্ত স্ত্রীতে তু বপুয়তঃ।” (ব্রহ্মাণ্ডপু ৩৬)

১৩ শাক্যগণী বীণের একটা বর্ষ। ১৪ হ্রদোবিশেষ।

১৫ দত্তকভেদ।

জীমুতক (পুং) জীমুত-স্বার্থে কন্। [জীমুত দেখ।]

জীমুতকূট (পুং) জীমুতঃ সেধঃ কূটে শিখরে বস্ত। ক্ষুদ্রশৈল, পাহাড়।

জীমুতকেতু (পুং) হিমালয়স্থিত বিভাধররাজভেদ, জীমুত-বাহনের পিতা। [জীমুতবাহন দেখ।]

জীমুতমুক্তা, জীমুত অর্থাৎ সেধ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্তা। প্রাচীন রত্নশাস্ত্রাদিতে এই অত্যদুত মুক্তার বিবরণ বর্ণিত আছে, কিন্তু মেঘে কিরূপে মুক্তা লভে, তাহা মুক্তা বার না। সেধ হইতে সেধান্তরগত তড়িৎপ্রজ্বা কিঞ্চিৎ দৃষ্টি-কিরণে বিভাসিত নানাবর্ণ বীজির্মাদ্ বিবাহনম্ লসকণা বা কক্কাকাথক দেখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সেধমুক্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন, না উহা এক কথি করনা দ্বারা, না সেধ মুক্তা লভ্য তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। কলে ইহা পৃথিবীতে পাতলা বার না। বাহ্যাদ্ সেধমুক্তার

বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাই বলেন, উহা মেঘ হইতে মুক্ত হইবামাত্র দেবগণ কর্তৃক অংশস্বরিত হয়। সুতরাং এরূপ থাকি আর না থাকি সমান কথা।

বাহ্য হউক প্রাচীন শাস্ত্রাকরণ শুক্তি, গজ, সর্পাদির ন্যায় মেঘমুক্তারও নির্দেশ করিয়াছেন। বলা—

“মৎতাহিন্থবাহ্যবেগুতীমূতশুকিতঃ।

জারতে মৌক্তিকং তেবু ভূরি শুক্যুতবং শূতং ॥”

অর্থাৎ মৎতা, সর্প, শব্দ, বরাহ, বংশ, মেঘ ও শুক্তি হইতে মুক্তা হয়, তন্মধ্যে শুক্তিভাত মুক্তাই অধিক।

“বিপকুলশুকিন্থাভবেগুতীমিশুকরপ্রস্থতানি।

মুক্তাকলানি তেবাং বহু সাধু চ শুক্তিভঃ ভবতি ॥”

(বৃহৎসংহিতা।)

হস্তী, সর্প, শুক্তি, শব্দ, মেঘ, বাঁশ, তিমি মৎতা ও শূকর হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুক্তিভ মুক্তাই উত্তম ও প্রচুর।

এতদ্বির গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মুক্তিকরতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মেঘমুক্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রকারেরা ইহার আকার ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—

“বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্বকাক সপ্তমাদ্রষ্টম্।

হ্রিতে কিল খাদিব্যভক্তিংপ্রভং মেঘসমুতম্ ॥”

মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা জন্মে, সেইরূপ মুক্তাও জন্মে। করকা সকল যেমন মেঘ হইতে পতিত হয়, মেঘমুক্তাও সেইরূপ সপ্তম বায়ুর স্বক হইতে দ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবগণ সেই ভক্তিংপ্রভাতমর মেঘমুক্তা হরণ করিয়া লয়।

প্রাকৃত্যে লিখিত আছে—

“ধারাতেরে জারতে মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।

চূর্ণতঃ ভগ্নহব্যাপাং দেবৈবতং হ্রিতে হরণাং ॥”

জলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জন্মে। তাহা নহুয়ের চূর্ণত। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হরণ করেন।

“কুট্টাওসরং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং শুক্লং।

বনজং ভাস্কর্য্যশং দেবভোগ্যমাহুতবং ॥”

মেঘভাত বগি কুট্টাওসর দ্বারা গোল, নিবিড়, শুকল জারি এবং স্বর্ষ্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা দেবভোগ্যের ভোগ্য, নহুয়ের ইহা পায় না।

গরুড়পুরাণেও এইরূপ কথা লিখিত আছে। বলা—

“নাক্যোতি মেঘপ্রভঃ ধরিত্রীং বিরলভঃ ভং বিবৃণা হরতি।

অচিঃপ্রভানারুতিবিভাগমাবিত্যবহুঃখবিভাবাবিবন্ ॥”

মেঘপ্রভ মুক্তা ধরীতে আইসে না, আকাশ হইতেই

দেবতার তাহা হরণ করেন। ইহা ভেজ ও প্রভা দ্বারা বিজ্ঞ-মণ্ডল উজ্জাসিত করে। ইহা আদিত্যের ন্যায় হ্রিনীক্য। উক্তপুরাণে আরও বর্ণিত আছে, ইহার জ্যোতিঃ হতাশন, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরস্কার করিয়া প্রকাশ পায় এবং দিব্যাত্মি উভয় ভাবেই সমান দীপ্তকর। ইহার মূল্য সম্বন্ধে উক্ত পুরাণকর্তা লিখিয়াছেন—

“বিচিহ্নরহস্যভিচারচতুঃসমুদ্রাতবনাত্তিরাশা।

মূল্যং ন বা ভাদিতি নিশ্চলং মে কুংলা মহী ততঃ স্তবর্ণপূর্ণা ॥”

আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিমুক্তা স্তবর্ণপূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীও ঐ মুক্তার সম মূল্য হয় কিনা সন্দেহ।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, “নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কখন মহৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শত্রুহীন হইয়া সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিতে পারে। উহা যে কেবল রাজাদিগের শুভকারী এমন নহে, প্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। উহা চতুর্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ করে। জল, জ্যোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং মেঘভাত মুক্তাও তিন প্রকার। অসাধিক মেঘভাত হইলে তাহা অত্যন্ত শুষ্ক ও অতিশয় কাস্তিযুক্ত হয়। জ্যোতিঃ-প্রধান মেঘ হইতে জন্মিলে তাহা সুগোল, সুকাস্তি ও স্বর্ষ্য-কিরণের দ্বারা কিরণশালী, সুতরাং হ্রিনীক্য হয়। বায়ু-প্রধান মেঘভাত হইলে তাহা সর্বাপেক্ষা বিমল ও লবু হয়।

জীমূতমূল (কী) জীমূত মুক্তার মূলমিহ মূলমত। শতী। (শব্দর)

জীমূতবাহন (পুং) জীমূতো মেঘো বাহনমত। ১ মেঘবাহন, ইন্দ্র। ২ শালিবাহনের পুত্র, গৌণ আশ্বিন কুর্কীষ্টনী তিথিতে জীগণ জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকে। [জিতাষ্টমী দেখ।] ৩ বিভাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র, ইনি বিভাধর নাগানন্দের নায়ক। জীমূতবাহন যৌবরাজ্যে অতিবিক্ত হইয়া পিতার অহমতিগ্রহণপূর্বক রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা ও অন্যান্য বাচক-নিগকে দারিদ্রশূন্য এবং ইহার জাতিগণ রাজ্যলোপ হইলে ইনি যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্বতের নিকট সিদ্ধাপ্রবেশিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মলয়পর্বতবাসী সিদ্ধরাজ বিধাবহুর পুত্র মিভাবহুর সহিত তাঁহার বন্ধু হইল। একদিন ইনি বন্ধুত্বিনী মলয়বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন পূর্বজন্মের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রণামসক্ত হইলেন। ইহার পর একদিন মিভাবহুর প্রভাব করিলেন, সবে। আমার তপিনী মলয়বতীকে তোমার করে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।

জীমূতবাহন বলিলেন, সখে! পূৰ্ণজন্মে আমি বোমচাৰী
• বিদ্যাধৰ ছিলাম, একদা ভ্ৰমণ কৰিতে কৰিতে হিমালয়পুঞ্জে
উপস্থিত হইলে ক্ৰীড়ারত হৰগৌৰী আমাকে দৰ্শন কৰিয়া
শাপ প্ৰদান করেন, সেই শাপে আমি মহাব্যাকুল পৰিগ্ৰহ
কৰিয়া বলভীনগৰবাসী এক ধনী বণিকের পুত্ৰ হইয়া
বহুদত্ত নামে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ
গমন কৰিলে একদল দহ্ম আমাকে আক্ৰমণ কৰিয়া বন্দী
কৰিল এবং চণ্ডীৰ মন্দিরে বন্দি দিবার জন্ত লইয়া চলিল।
চণ্ডালৰাজ পুজাৰ বসিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া
মুক্ত কৰিয়া দিলেন এবং আমার পৰিবৰ্ত্তে নিজ শৰীৰ
দেবীকে উৎসৰ্গ কৰিতে উত্তত হইলেন। এমন সময়ে দৈব-
বাণী হইল। “তুমি দ্ব্যন্ত হও, আমি শ্ৰীত হইয়াছি, বর
প্ৰাৰ্থনা কর।” শবরৰাজ বর প্ৰাৰ্থনা কৰিলেন, আমি
জন্মান্তরে বেন এই বণিক ভনয়ের বন্ধু হই। কিছু দিন পরে
দহ্মবন্তির অপরাধে ৰাজ্যৰ নিকট সেই শবরৰাজের প্ৰাণ-
দণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি ৰাজ্যৰ নিকট আমার প্ৰতি তাহার দয়া-
বৰ্ণনা কৰিয়া প্ৰাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার
আলয়ে ছিলেন, পরে আপনাত পত্নীকে আমার আলয়ে রাখিয়া
নিজ দেশে গমন করেন।

একদিন তিনি যুগাৰেবণে ভ্ৰমণ কৰিতে কৰিতে সিংহাৰুঢ়া
এক কন্যা দেখিলেন, তাহাকে আমার অম্লরূপ মনে কৰিয়া
আমার সহিত তাহার বিবাহের প্ৰস্তাব কৰিলেন। কুমারী
আমাকে দেখিতে চাহিল, তদনুসারে বন্ধু আদিয়া আমাকে
লইয়া গেলেন। কুমারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ কৰিতে
• সন্মত হইল। তখন আমরা সিংহপুৰ্ত্তে আৰোহণ কৰিয়া দেশে
আসিলাম, আমার ভাবিগৰ্ভী বন্ধুকে ভ্ৰাতৃসম্বোধন কৰিলেন।
ওভদিনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ
স্বদেশে ত্যাগ কৰিয়া দিয়া মহাব্যাকুল ধারণ কৰিয়া বলিল,
আমি চিত্ৰাঙ্গদ নামে বিদ্যাধৰ, এইটী আমার কন্যা, ইহার
নাম মনোবতী; আমি ইহাকে ক্ৰোড়ে কৰিয়া নিত্য বনে বনে
বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়া ভাগীরথীর উপর
দিয়া গমন কৰিতেছি, এমন সময় আমার মন্ত্ৰকের মালা জলে
পতিত হইল, দৈববশে দেবৰ্ষি নারদ সেই জলে স্নান কৰিতে-
ছিলেন। মালা তাহার মন্ত্ৰক স্পৰ্শ মাত্ৰ তিনি শাপ দিয়া
আমাকে এক সিংহ ৰূপে পৰিবৰ্ত্তিত করেন। আমি তদবধি
এই কন্যা লইয়া এইৰূপে ছিলাম। আমার শাপের সীমা
এই পৰ্য্যন্তই ছিল। এখন তোমরা সুখে থাক, এই বলিয়া
তিনি অন্তৰ্হিত হইলেন। কালে আমার এক পুত্ৰ হইল,
তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ রাখিলাম। তাহার প্ৰতি সকল ভাৱ

দিয়া মিত্ৰ ও পত্নী মনোবতীৰ সহিত কালজয় পৰ্ব্বতে গমন
কৰিলাম। তথায় আমার বিদ্যাধৰৰ লাভ হইলে মহাব্যাকুল
ত্যাগ কৰিবার সময় মহামেঘের নিকট প্ৰাৰ্থনা কৰিলাম, পরে
বেন ইহাদিগকে বন্ধুৰূপে ও এই মনোবতীকে পত্নীৰূপে প্ৰাপ্ত
হই। তখন উচ্চহাসন হইতে পড়িয়া এই দেহ পৰিত্যাগ
কৰিলাম। সখে! তুমি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী আমার
পূৰ্ণজন্মের সহচৰী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ কৰিতে
আপত্তি কি? অনন্তর ইহার সহিত মলয়বতীৰ বিবাহ হইল।

একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্ৰমণ কৰিতেছেন, এমন সময়
কোন ব্যক্তি একটা যুবাকে অত্যুচ্চ শিলাৰ উপর রাখিয়া
চলিয়া গেল। যুবা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইনি তাহা দেখিয়া
দয়াক্ষ হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার পৰিচয় জিজ্ঞাসা
কৰিলেন। যুবা বলিল, আমার নাম শম্ভুচূড়, গৰুড় আমাকে
তক্ষণ কৰিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইনি বলিলেন,
সখে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পৰিবৰ্ত্তে গৰুড়ের ভক্ষ্য
হইব। এই বলিয়া শম্ভুচূড়কে বিদায় কৰিলেন এবং তাহার
পৰিবৰ্ত্তে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে গৰুড়
আদিয়া তাহার দেহ তক্ষণ কৰিতে আৰম্ভ কৰিল। এই
সময় সহসা পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গৰুড় বিস্মিত হইয়া
ইহার পৰিচয় গ্ৰহণ কৰিলেন এবং ইহার অম্লরূপে সমস্ত
মৃত জীবেক জীৱিত কৰিয়া দিলেন। অনন্তর ইহার
জ্ঞাতিগণ ইহার মহত্ব জানিতে পারিয়া ৰাজ্য প্ৰত্যৰ্গণ কৰিল।
ইনি সুখে ৰাজ্য কৰিতে লাগিলেন। (কথাসরিংসাগর)
৪ ধৰ্ম্মৱত নামক স্তুতি সংগ্ৰহকৰ্ত্তা।

জীমূতবাহিন্ (পুং) জীমূতং মেঘমুদিত্ত বহতি উৰ্দ্ধং গচ্ছতি,
বহ-গিনি। ধৃম্। (হেম)

জীমূতাক্ষমৌ (ত্ৰী) গোপ আশ্বিন মাসের অষ্টমী।

[দ্বিতাষ্টমী দেখ।]

জীৱ (পুং) জবতীতি জু-রক্ (জীৱীচ। উণ ২।২০) ঈশান্যাদেশঃ।

১ জীৱক। ২ জুগ। ৩ জু। (মেঘিনী) (জি) ৪ জবলীল। ৫
ক্ষিপ্ৰ। (উজ্জল) “উত নঃ স্নোদ্যোক্তা জীৱাঃ” (শক্ ১।১৪১।১২)
‘জীৱাঃ’ ক্ষিপ্ৰাঃ’ (সায়ণ) ৬ শক্ৰ বরোহানিকর।
“প্ৰচেতসং জীৱঃ দূতমমৰ্ত্যং” (শক্ ১।৪৪।১১) ‘জীৱঃ
শক্ৰণাং বরোহানিকরং’ (সায়ণ) ৭ বিদ্যাবৃক্স। ‘জীৱঃ বিদ্যাবৃক্স’
(দয়ানন্দভাষ্য)

জীৱক (পুং) জীৱ-সংজ্ঞায়াং কন্। স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্রব্যাদিশব,
জীৱ। পৰ্যায়—জৱণ, জলাজী, কণা, জীৱ, জীৱ, দীপ্য,
জীৱণ, জলাজিকা, বহিষিধ, মাগধ, দীপক। ইহার ভণ—
কই, উক, দীপন, বাত, জৱ, জৱান, জৱীল, জৱীণ

কুমিনাশক। (রাজনি) কচি ও শ্বরকর, গন্ধযুক্ত, কক্ষাতি-নাশক, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, লঘু ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজব*)

জীৱক তিন প্রকার—শ্বেতজীৱক, কৃষ্ণজীৱক ও বৃহৎ জীৱা। শুষ্কবর্ণ জীৱকে জীৱক, জরগ, অজাজী, কণা ও দীৰ্ঘজীৱক বলে, কৃষ্ণজীৱকে স্নগন্ধ, উপপারশোষণ, কণা, অজাজী, স্নগন্ধী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথিকা, কাদবী, পৃথী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকৃষ্ণিকা এবং বৃহৎ জীৱাকে উপকৃষ্ণী ও কৃষ্ণী বলে। পারস্ত ভাষায় জীৱক ও জিৱ, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় জীৱা, আরব্য ভাষায় কসুন, ইংৰাজী ভাষায় কিউমিন (Cummin) ও ব্রহ্ম ভাষায় জীৱ কহে।

জীৱা গাছে জন্মে। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার—শাদা ও কালা। এদেশে কালকে কালজীৱা ও শাদাকে শাজীৱা বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজিৱা অর্থে শাদা ও কাল উভয়বিধ জীৱাই বুঝায়।

জীৱা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর উপলব্ধ হয় থাকে; বঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে।

শাদা জীৱা বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, পূর্বে ভারতবর্ষে জীৱার গাছ ছিলনা, পারস্ত দেশ হইতে এখানে আনা হইয়াছে এবং ভারতের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই গাছের আমদানী হইয়াছে। এই জীৱার রঙ ধূসর, স্বাদ উত্তম কিন্তু মোরির ভায় নহে ও কিছু তীব্র। যুরোপে এবং সিসিলি ও মান্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী প্রদেশে বহু পরিমাণে জীৱা উপলব্ধ হয়। জীৱা দ্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক) প্রস্তুত হয়। এই তৈল জীবৎ পীতবর্ণ ও পরিকার; কিন্তু ইহার আবাদ কটু ও কষায় গুণযুক্ত এবং ত্রাণ বিরক্তিকরক।

জীৱা সাধারণতঃ বাতর ও বায়ুনাশক, স্নগন্ধযুক্ত ও উত্তেজক। উন্নয়ন ও অজীর্ণরোগে জীৱা ব্যবহার করা বাইতে পারে; ইহা সঞ্চোচক। ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের বাজারেই জীৱা পাওয়া যায়; ইহা মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল বায়ুনাশক। জীৱা ও তাহার তৈল উভয়েরই ধনিরার ভায় বায়ুনাশক গুণ আছে; কিন্তু ঔষধার্থে ভারত-বর্ষীয়গণ ইহা যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, যুরোপীয়গণ সেৱণ করেন না। ইহার শৈত্যগুণ অধিক; এই জন্য মেহরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বাটিকা প্রলেপ দিলে উপদ্রাব ও বম্বা আঁরোগ্য হয়। মিষ্টদ্রব্য বন্ধকরণকালে জীৱার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে। মূললবঙ্গগণ জীৱার অতিশয়

প্রশংসা করেন; তাহার পিষ্টকের মসলারূপে ব্যবহার করেন। আরব ও পারস্তদেশীয় এছে ৪ প্রকার জীৱার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—করসি, নবতি, কিরমানি অর্থাৎ কৃষ্ণজীৱা এবং শানু অর্থাৎ সিরীয় জীৱা।

বৈদ্যক মতে বিছার কামড়াইলে মধু, লবণ এবং স্নতের সহিত জীৱা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরনা নিবারিত হয়। ডাক্তার র্যাটন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্তাধিক্য হেতু বমনকালে নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জীৱা সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান জন্মিষ্ট হইবার পরে প্রসূতিকে দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য কালজীৱা খাওয়ান হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণে স্নত মাথিয়া নলে শাজিৱা জীৱার ধূমপান করিলে হিকা সরিয়া যায়। জীৱার দ্বারা অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহেব প্রণীত চিকিৎসাসত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

জীৱা অনেকাংশে সলুফার ছায়; কিন্তু সলুফাপেক্ষা কিছু বড় ও রঙ উহাপেক্ষা কিছু ক্রিকে। পূর্বে যুরোপীয়গণ জীৱা মসলারূপে ব্যবহার করিত, কিন্তু তৎপরিবর্তে এখন সলুফা ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে জীৱা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও ইহা দ্বারা একরূপ সুবাস আচার প্রস্তুত হয়।

জীৱা বহুপূর্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে যুরোপে এই মসলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ঐয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এখন যুরোপে সলুফা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মান্টা, সিসিলি এবং মরক্কো হইতে জীৱা ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়; ভারত হইতেও অল্প পরিমাণে যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে জীৱার রপ্তানী উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন পারস্ত, তুরক প্রভৃতি দেশ হইতে জীৱা ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতে জীৱার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রায় ৪গুণ অধিক; কিন্তু কোন প্রদেশে কি পরিমাণে জীৱা ব্যবহৃত হয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীৱা উপলব্ধ হয়। বোম্বাই প্রদেশে জব্বলপুর, শুজারট, রতলম এবং মন্ডট হইতে জীৱা আমদানী হয়। পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, জীৱার ধূমপান করিলে মুখ বিবর্ণ হয়। [কৃষ্ণজীৱক দেখা।]

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীৱক কৃষ্ণ, কটু, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশ্রয়শোধক, জরনাশক, পাচক, বস্তুকারক, তৃষ্ণবর্দ্ধক, কচি-

জলক, ককনাশক, চক্ষুর হিতকারক এবং বায়ু, উদরান্নাশ, শুষ্ক, বমি ও অজীর্ণনাশক। (তাবপ্রঃ) ইহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুগন্ধ, বায়ুনাশক ও উষ্ণকারক।

জীরকাদিমোদক (পুং) জীরক আদির্যত স্ত: তাদৃশ: মোদক: কর্ণধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস চূর্ণিত জীরা ৮ পল, মৃতভজিত ও বজ্রপুত সিন্ধুরীচূর্ণ ৪ পল, দোহ, বঙ্গ, অত্র, মৌরী, ভাঁটশপত্র, জরিয়া, জারকল, ধনে, ত্রিকলা, শুড়ষক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, পৈলজ, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামালী, ত্রাশা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটি, যতীমধু, বংশলোচন, কাকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, খাইফুল, বেলগুঠ, অর্জুনজাল, শুলফা, দেবদারু, কর্পূর, ত্রিফল, জীরা, মোচরস, কটকী, পদ্মকর্কট, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ কর্ণ, সকলের সমষ্টির বিশুণ চিনি। পাক শেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সর্গ-প্রকার গ্রহণী ও অগ্নিতাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

(তৈবজ্য-রসাবলী গ্রন্থাধিকার)

আরও একপ্রকার জীরকাদি মোদক আছে, তাহার প্রস্তুত প্রণালী এই প্রকার। জীরক, ত্রিকলা, মুস্ত, শুড়-টীষক, অত্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরষক, এলাচ, লবঙ্গ, ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ণ। সকলের সমষ্টির বিশুণ চিনি। পাক শেষ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবনের পর শীতল জল সেবন করিতে হয়। এই মোদক জীর্ণজর, বিষমজর, প্রীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা এবং পাণ্ডুরোগনাশক। এই মোদক স্বয়ং মহাশ্রব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (কালী চিকিৎসাসারসং জরাধিকার)

জীরকাদ্যচূর্ণ (স্ত্রী) জীরকাদ্য: চূর্ণং কর্ণধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলগুঠ, ধনিয়া, বালা, শুলফা, দাড়িম ফলের ছাল, কুড়তি মুলের ছাল, বরাকাকড়া, খাইফুল, ত্রিকটু, শুড়ষক, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অত্র, গন্ধক, গারম প্রত্যেক সমতার চূর্ণ, সমষ্টির সমান জারকল চূর্ণ, এই সবগুল একত্র মিশ্রিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, অজীর্ণসহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

(তৈবজ্য-রসাবলী গ্রন্থাধিকার)

জীরকাদ্যমোদক (পুং) জীরকাদ্য: মোদক: কর্ণধা। বৈদ্য-

কোক্ত মোদক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জীরা ৮ পল, শুঠ ৩ পল, ধনিয়া ৩ পল, শুলফা, বদারী, ককজীরা প্রত্যেক ১ পল, ইন্দ্র ৮ সের, চিনি ৪০ সের, ঘৃত ৮ পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, শুড়ষক, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ল, চই, চিতামূল, মুতা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল।

ইহা সেবনে হৃদিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অতি-শয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (তৈবজ্য-রসাবলী)

জীরণ (পুং) জীরক: প্ৰবোধনরিত্বাৎ কৃতঃ। জীরক। (সাজনি)
জীরদাহ (পুং) জীরং কিপ্রং জবলীং বা দহতি। জীর-দা-হ। ১ শীত দান। “বিদ্যাদেবং বৃজং জীরদাহং” (শক ১১৬৭১৫) “জীরদাহ জবলীদানং” (সারণ) “জীর দানুরেতো দহা-তোব্যবীহু” (শক ৫৮৩১) “জীরদাহ: কিপ্রদানঃ” (সারণ) ২ কিপ্রদাত।

জীরা, ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটা গ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে একটা হাট বসে। হাটে সরিষিত গারোপাশ লাক্সা প্রভৃতি পুরুতজাত দ্রব্য বিনিময়ে বস্ত্র, লবণ, তেল ও গুদ মংগাদি লইয়া যায়। ঐ গ্রামের নামানুসারে জীরাধার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতরুসম্বলিত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ আছে।

২ শুজরাতের একটা সহর। ইহা রাজকোটের দক্ষিণ-পূর্বে ৭১ মাইল দূরে এবং বরোচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪' পূঃ।

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাবেলখণ্ডের একটা সহর। ইহা সাদিরাম হইতে ১২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০' উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ২৭' পূঃ।

জীরা, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত কিরোজপুর জেলার একটা তহ-সীল। পরিমাণফল ৫০০ বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা ৩৪৪। এই তহসীলের ভূমি সর্বত্র সমান, একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গিরিগজরাদি নাই। বন্যাজল খালে আসিয়া পড়ে, তাহাতেই কৃষি সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য যাক্স, কার্পাস, গোখুম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও ফলমূলাদি। একজন তহসীলদার ও একজন মুলেক ১টা দেওয়ানী ও ২টা কোজদারী আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। এখানে ৫টা থানা আছে।

২ পঞ্জাবের কিরোজপুর জেলার জীরা তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২' ২৫' পূঃ। ইহা কিরোজপুর হইতে সুবিধানা বাইবার পথে কিরোজপুর নগর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটা ক্ষুদ্র হইলেও চতুর্দিক বনোবন উদ্যানভ্রমণী পরিবেষ্টিত এবং

স্থলরূপে নির্মিত। একটা ভাল ইহার নিকট দিরা গিয়াছে। ইহাতে দুইটা বাকার আছে। এখানে তহনীলদারের কাছারী, খানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মিউনিসিপাল হল সবাই, খাদ্যলা প্রভৃতি আছে।

জীরাগুড় (জী) জীরাগুড়ং শুড়ং মধ্যলো। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ, ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কেংপাণড়া, শুড়ুটী ও বাসকের কাথ বা জিকলার রস, জীরা, শুড়, মধু ও সেকালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় হয়, এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে স্নেহযুক্ত বিবমজর ও সাধারণ বিবমজর বা সর্পপ্রকারজর বিনষ্ট হয়। ইহা অমিষুদ্বিকর ও সর্পপ্রকার বাতরোগনাশক। (চিকিৎসাসারসং জরা)

অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, শুড়, জীরা ও মরিচ একত্র করিলে তাহা প্রস্তুত হয়, এই জীরাগুড় ঐক্যাহিক করে আতকলপ্রদ।

“জীরকং শুড়সংযুক্তং কিকিমরিচসংযুক্তম্।

জরমেকাহিকং সদ্যো রণে বীরমিগুনিব।” (চিকিৎসাসারসং)

জীরাধর (জি) [বৈ] বিয় বা বিগ্ধ-রহিত।

জীরাধ (জি) [বৈ] ক্ষিপ্রগতি অবযুক্ত।

জীরি (পুং) জীর্ঘতি জু-বাহলবাং রিক্। ১ ময়হ। “রক্ষতি জীরয়ো বনানি” (ঋক্ ৩।৫।৫) ‘জীর্ঘতি ইতি জীরয়ো ময়হাঃ’ (সারণ) (জি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক। “প্রজীরয়ঃ সিন্ধতে সত্র্যক পৃথক্” (ঋক্ ২।১।১০) ‘জীরয়ো জরমিতারঃ’ (সারণ)

জীরিকা (জী) জীর্ঘতি জু-রিক্-ঈশ্চাত্তাদেশঃ ততঃ বার্ধে কন্। বংশপতী তুণ। (রাজনি)

জীর্ণ (জি) জু-কৃত তত নিষ্ঠা নথং (গভার্থাকর্ষকসিবেতি। পা ৩।৪।৭২) ১ বয়ঃপ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত। ২ পুরাতন।

“বাসানি জীর্ণানি বখা বিহার” (গীতা)

(পুং) ৩ জীরক। (রাজনি) ৪ শৈলজ। (রাজনি)

(জি) ৫ উদরামি দ্বারা ঘাঘার পরিপাক হইয়াছে, পরিপক।

“জীর্ণমরপ্রশয়ীয়াৎ শতক গৃহমাগত।” (চাণক্য)

কোন্ কোন্ জব্যের সহিত কোন্ জব্য মিশ্রিত হইলে জীর্ণ হয়, তাহার বিবর জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। নারিকেলের সহিত তুল, কীরের সহিত রসাল, জবীরোথ রস ও মোচাকলের সহিত স্নত, গোধূমের সহিত ককটী, মালের সহিত কাঞ্জিক, নারদের সহিত শুড়, শিঙা-রকে কোজব, শিঙাজে সলিল, শিঙাল কলে পখা, কীরতবে বও ও তজ্জ, কোলদায়ে জীবহুক অল, এবং মংতে আত্মকল শীত জীর্ণ হয়। কলপাল্লের রস মধু, সৌকর্যে ভৈল, পনসে কদল, কদলে স্নত, স্নতে জম্বুল, নারিকেল কল ও তাম্বলীয়ে

তুল; দাড়িম, আমলক, তাল, তিলকী, বীজপুত্র ও লবলী বহুলকলের সহিত; মধুক, মালুর, মুগাদন, পরধ; খন্ডুর ও কপিথ পিচুর্মদ বীজের সহিত, স্নতের সহিত তজ্জ; মাতুল-পত্রকের সহিত গোধূম, মাষ, হরিমহ, সতীন ও বুলকা; শৃঙ্গাটক ও মধুকলের সহিত স্নত, মাংস ও পনসের সহিত আত্মবীজ, সৈন্ধবের সহিত রুশর (তিলবাউ); মহিবহুদ পিঙ্গলী ও মিল্লকের সহিত চিপিট; কর্পূর, স্থপারি, নাগবল্লী, কান্দীর, আতিকল, আতিকোশ, কন্তুরিকা, সিল্কল ও নারিকেলজল সমুদ্রকেনের সহিত; শ্রামাক, নীবার, কুলথ, বটী, চিকা ও কুলথ তিলতৈলের সহিত; কশেক, শৃঙ্গাট, মুগাল ও খন্ডুর-থও নাগরের সহিত, অন্ন বা জীবহুক অয়ের সহিত স্নত, কাজিকের সহিত তিলতৈল; পনস ও আমলক সর্জমজ্জার সহিত, মংত ও মাংস শুজের সহিত এবং বহিষিক মাংসের সহিত মংত জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপি-জালের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উক করিয়া ভক্ষণ করিলে জীর্ণ হয়। শৃঙ্গচূর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, স্নত, দধি ও হুদ জীর্ণ হয়। মুগায়ুরের সহিত পায়স, বার্তাকু, বংশাচুর, মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেঘবরের সহিত জীর্ণ হয়। তিল-নাগজের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। চক্ক, সিদ্ধার্থক ও বাস্তক গায়ত্রিসারের কাথে শীত জীর্ণ হয়। জমজে মুগমাংস হিতকর, সুরতাবসানে স্থিনজা, অতি ব্যাবারে ছাগাও হিতকর এবং তিলতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণরোগ তাগ হয়।

জীর্ণক (জি) জীর্ণপ্রকার: দুগাদিবাং কন্। জীর্ণপ্রকার।

জীর্ণকুর (পুং) জীর্ণ: পুরাতনো জর: কর্ণধা। “পুরাতন জর, ১২ দিনের অধিক হইলে জর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হয়। এই জরের বেগ মলগামী।

“যো বাদশতো দিবসেভ্য উক্ং

দোবত্রস্তদ্বিংশোভ্য উক্ংম্।

মুণাং তনৌ তিষ্ঠতি মলবেগো

তিষগ্ভিক্রজো জরএব জীর্ণ:।” (বৈদ্যক)

পুরাতন জরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর দুর্বল হয়, শরীর দুর্বল হইলে জরের ভেজ: বৃদ্ধি হয়। [জর দেখ।]

জীর্ণকরাভূতরস (পুং) জীর্ণজরে অতুশ-ইব বোরস: কর্ণধা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, রসের বিস্তৃত পত্রক ৩ টক, রসের সমান বিব, বিবের পকণ্ডল মরিচ, কটকল ও দণ্ডীবীজ, মরিচের সমান এই সকল জব্য একত্র করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। জীর্ণজরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারক, ইহার নাম জীর্ণকরাভূতরস।

এই ষষ্ঠ ত্রিশোবক সকল প্রকার জর বা উৎকট জর, বিজর
• জর প্রভৃতি সকল প্রকার জরকে আত্ম বিনাশ করে এবং
কাশ শ্বাস অরোচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে।

(চিকিৎসাসারস' অর্যধিকার)

জীর্ণতা (ত্ৰী) জীর্ণত ভাবঃ জীর্ণতন্ টাণ্ । জীর্ণব, পুরাতন
হওয়া।

জীর্ণদারু (পুং) জীর্ণমিব দারু বঁঠ। বৃদ্ধদারু বৃক্ষ, বিধারা।
পর্যায়—জীর্ণককী, স্তম্ভশূলিকা, অজরা, স্তম্ভপর্ণা। ইহার
গুণ—গোলা, পিচ্ছিল, কক্কাস ও বাতদোষনাশক এবং
বল্য। (রাজনি°)

জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ণঃ দেহঃ যন্ত বহত্ৰী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ
শরীর, বাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে।

জীর্ণপাত্র (পুং) জীর্ণং পত্রমন্ত বহত্ৰী। ১ পট্টকালোত্র, পাট্রিয়া-
লোত্র। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ জীর্ণপত্রযুক্ত।

জীর্ণপত্রিকা (ত্ৰী) জীর্ণানি পত্রাণ্যন্তাঃ বহত্ৰী কপ্ ততঠাণ্
অন্ত ইৎ। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি°)

জীর্ণপর্ণ (পুং) জীর্ণানি পর্ণানি যন্ত বহত্ৰী। ১ কদম্ব। (রাজনি°)
(স্ত্রী) জীর্ণঃ পর্ণঃ কর্শ্বা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা। জীর্ণ
পর্ণঃ তাৎপৰ্য্যং এইরূপ সমাস থাকে পুরাতন তাৎপৰ্য্য।

"পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে গাপসম্ভবঃ।

জীর্ণপর্ণঃ হরেন্দ্রায়ুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী ॥" (বৈদ্যক)

তাৎপৰ্য্যের অগ্রাশিরা বাদ দিয়া ভক্তক করিবে।

জীর্ণককী (ত্ৰী) জীর্ণা ককী কর্শ্বা। বৃদ্ধদারুকবৃক্ষ, বিধারা।
(রাজনি°)

জীর্ণবৃদ্ধ (পুং) জীর্ণোবৃদ্ধো বৃদ্ধোমূলমন্ত বহত্ৰী। পট্টিকা-
লোত্র। (রাজনি°)

জীর্ণবৃদ্ধক (স্ত্রী) জীর্ণোবৃদ্ধোমূলং যন্ত বহত্ৰী, ততো-কপ্।
১ পট্টকালোত্র। (রাজনি°) ২ পরিপেল, কেউটামুতা।

জীর্ণবজ্র (স্ত্রী) জীর্ণঃ পুরাতনং বজ্রং দীর্ঘকমিব। বৈক্রান্ত-
মণি। (রাজনি°)

জীর্ণবস্ত্র (স্ত্রী) জীর্ণং বস্ত্রং কর্শ্বা। পুরাতন বস্ত্র, পর্যায়—
পটচ্চর। (অমর)

জীর্ণসীতাপুর, জীর্ণোদ্র প্রেসিডেন্সীর একটা প্রাচীন নগর।
একজন জৈন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। বর্তমান বেঙ্গল
ও শাসুর বে হলে অবস্থিত জীর্ণসীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত
ছিল। আক ও ইহার দুর্গপ্রাচীর ও পুরণী প্রভৃতির
ভাষ্যবশেষ বিদ্যমান আছে।

জীর্ণা (ত্ৰী) জীর্ণত টাণ্ । ১ হুলজীরা। (রাজনি°) (ত্রি)
২ প্রাচীন, পুরাতনী।

জীর্ণান্ধবৃত্তিকা (ত্ৰী) ক্রমিক বৃত্তিকাতেন, ক্রমিক বৃত্তিকার
বিষয় নক্সাবচিত্তাধিগিতে এই প্রকার লিখিত আছে। দিলা-
জু হলে মনোহর দীর্ঘ গর্ভ করিবে। সেই গর্ভে বিপদ ও
চতুশদমিগের অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সর্জিকার, মহা-
কার, সুংকার, লবণ, গন্ধক ও উকজল নিক্ষেপ করিবে, এই-
প্রকার ৬ রাস করিয়া পাষণ্ড বৃত্তিকা মিটে হইবে। এইরূপে
তিন বর্ষে সকল বস্ত্র একত্র হইয়া প্রস্তর সূক্ষ্ম হয়। পরে সেই
গর্ভ হইতে তাহা তুলিয়া চূর্ণ করিয়া পাত্রে প্রস্তুত করিবে।
এই পাত্রে জোজন জতি প্রস্তুত, জোজন ত্রয যদি বিষদ্রবিত
হয়, তাহা হইলে এই পাত্রে দিলে জানিতে পারা যায়। এই
পাত্রে যদি মহাবিষ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা
দুধীবিষাদির সংযোগ হইলে ক্ষেত্রাক্রান্তি চিহ্ন হয় এবং জু-
বিষ সংযুক্ত হইতে ক্রকর্ষণ হয়।

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্ণত সংস্কারঃ ৬তৎ। মেয়ামত, তাদ্রা
ত্রয সারা।

জীর্ণসংস্কৃত (ত্রি) জীর্ণত সংস্কৃতঃ ৬তৎ। বাহার মেয়ামত করা
হইয়াছে।

জীর্ণি (ত্ৰী) জীর্ণিন্ । জীর্ণতা। (অমর)

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ণত পূর্বাভিষ্ঠাপিতলিঙ্গাদেবোদ্ধারঃ
৬তৎ। পূর্বাভিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির উদ্ধার, ভগ্ন মন্দিরাদির
সংস্কার, যে বস্ত্র জীর্ণ হইয়া অকর্ষণ্য হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা
তাহা পূর্নবৎ সম্পাদন। পূর্বাভিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীর্ণো-
দ্ধারের বিষয় অগ্নিশূরণে ৬৭ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত
হইয়াছে—

মূর্ত্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষা করিবে, অতি জীর্ণ
হইলে পরিত্যাগ করিবে, ভগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে সংস্কার
বিধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহমন্ড্রে সহস্র
হোম করিয়া শুক রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাদি কাষ্ঠ-
নির্মিত হইলে অমিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রস্তরনির্মিত
হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে। ধাতুজ বা রত্নজ হইলে
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। যে পরিমাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে
হয়, সেই পরিমাণ মূর্ত্তি শুভদিনে হাশিত করিতে হয়, কুপ,
বাণী ও তড়াগাদির জীর্ণোদ্ধার মহা কলঙ্কক।

অনাদি সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদি (অর্থাৎ যে লিঙ্গ কেহ
প্রতিষ্ঠিত করে নাই) তদ্যপি হইলে প্রতিষ্ঠাদি জীর্ণোদ্ধার
করিবার আবশ্যক করে না, কিন্তু সেই মূর্ত্তির মহাভয়ক
করিবে। "জীর্ণোদ্ধার করিবে," এইরূপে সতর্ক করিবে। "ঐ
ব্যাপকেশ্বরশিরসে বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রভাঙ্গা করিয়া শত
অম্বোর মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে অগ্নি জ্বলিত করিয়া

যত ও সর্ষণ দ্বারা সহস্র হোম করিবে। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব দ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের হোম করিবে। পরে কৃতজ্ঞলি হইয়া এই মন্ত্র বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—

“জীর্ণতমসিনঃ চৈব সৰ্গদোষাবহং নৃণাং।

অতোদ্ধারে কৃতঃ শান্তিঃ শাস্ত্রে হসিন্ কথিতা হুয়া ॥

জীর্ণোদ্ধারবিধানক নৃপরাষ্ট্রহিতাবহম্।

তদবন্তিষ্ঠতাং দেব! প্রহরামি তবাজ্ঞয়া ॥”

হোমাদি সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া আবার এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে।

“লিঙ্গরূপং সমাগত্য যেননঃ সমধিষ্ঠিতম্।

বারাংসঃ সন্নিভং স্থানং সত্যৈজ্যং শিবাজ্ঞয়া ॥

অত্র স্থানে চ যা বিদ্যা সৰ্গবিদ্যাস্বরৈর্মুতা। শিবেন সহ সংতিষ্ঠত ॥”

এই মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রিত জলদ্বারা অভিষেক করিয়া বিসর্জন করিবে। মূর্তি কাঠ নির্মিত হইলে মধু, মাখাইয়া দধি করিবে। হেম ও রসাদি নির্মিত হইলে পূর্কোক্ত বিধি দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শান্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র দ্বারা সহস্র তিলহোম করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে—

“ভগবান্ ভূতভবোশ্চ লোকনাথ জগৎপতে।

জীর্ণলিঙ্গসমুচ্চারঃ কৃতস্তবাজ্ঞয়া হুয়া ॥

অগ্নিা দানুজঃ দধঃ কিপ্তঃ শৈলাদিকঃ জলে।

প্রায়শ্চিত্তস্য দেবেশ! অঘোরারোহেণ তর্পিতং ॥

জ্ঞানতো হৈজ্ঞানতো বাপি যথোক্তং ন কৃতং যদি।

তৎ সৰ্গং পূর্ণমেবাজ্ঞং স্বপ্রদাদ্যগ্রহেশ্বরী ॥”

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে, পুনরায় বন্ধাজলি হইয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হইবে।

“গোবিশ্রাণির্মিত্তূতানামাচার্য্যাত চ বজ্রনঃ।

শান্তির্ভবতু দেবেশ! অচ্ছিন্নঃ জায়তামিদম্ ॥”

নূতনমূর্তি স্থাপন করিলে এই মন্ত্র বিশেষ—

“স্বঃপ্রশাসেন নিবিরঃ দেহঃ নির্দোষমতাসৌ।

বাগঃ কুরু সুরপ্রোষ্ঠ! তাদৃশং চাক্ষকে গৃহে ॥

বসনং ক্রেশং মহিষেহ মূর্তিং বৈ ভব পূৰ্ণবৎ।

বাবৎ কারয়েৎ ভক্তঃ কুরু ততঃ চ বাহিতম্ ॥”

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া বখাবিধি অচ্ছিন্নাবধারণ করিয়া কার্য সম্পন্ন করিবে।

২ জীর্ণ সন্নিয়াদির সংস্কার। যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ প্রভৃতি ভয় হয়, এবং বাজা যদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরেই বিনষ্ট হয়। যে সকল

লোক ভয় দেবালয় প্রভৃতি সংস্কার করে, তাহারাই বিজয় ফল লাভ করে। তাহার পতিত এবং পতনান দেবগৃহাদিকে রক্ষা করে, তাহারই অন্তে অক্ষর বিকুলোকে গমন করে। নূতন দেবগৃহ প্রভৃতিাদি অপেক্ষা জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক।

“মুলাচ্ছত্ভগং পুণ্যং প্রাপুয়াজীর্ণকারকঃ।” (বিষ্ণুসহস্র)

বাণী, কুপ, তড়াগ, নদী প্রভৃতির সংস্কার করিলেও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। (স্মৃতি)

জীর্বি (পুং) জীর্ঘ্যতি ছিন্নী ভবতানেন কৃক্ণি (কৃ কৃ কৃ জাগত্য ক্ণি। উণ ৪।৫৪) ১ কৃঠার। (উজ্জল) ২ শকট। ৩ কার। ৪ পশু। (সংক্টিপদ্য উণাদিভূতি)

জীব (পুং) জীবনমিতি জীব-ব-জ্ (হলন্। পা ৩।৩।১২১) বা জীবতি জীব-ক। ১ প্রাণি। ২ জীবন্তীকৃ। ৩ বৃহস্পতি। ৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ। পর্যায়—আত্মা, পুরুষ, পুণ্ডল, অন্তর্ধানী, ঈশ্বর। (ত্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বৃত্তি, আজীবিক। (মেদিনী) জীব জীবের জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করিয়া থাকে। সহস্র জীবের অহস্র জীব জীবিকা, চতুঃপদ জীব-দিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে না, একটু মনোনিবেশপূর্বক দেখিলেই বিশেষ রূপে স্বয়ংসম করিতে পারা যায়।

“অহন্তানি সহতানামগদানি চতুঃপদাম্।

কন্মুনি তত্র মহতঃ জীবো জীৱন্ত জীবনঃ ॥”(ভাগ ১।১৩৪৭)

৮ মহুয়াদি কীট পর্যন্ত প্রাণী মাত্র। ৯ কার্যাকারণ সমূহ।

হুস্র জীবের পরিমাণ কোশাট্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় তাহাকে সহস্রভাগ করিলে যত হুস্র হয়, ইহার পরিমাণ তত হুস্র “বালাট্রো শতশো ভাগঃ ক্রিতস্ত সহস্রখা। তস্তাপি শতশোভাগো জীবঃ হুস্র উলাহতঃ।” (শব্দ) [জীবাত্মা দেখ] ১৬ বিষ্ণু।

“জীবো বিনব্রিতা সাক্ষীঃ মুকুলোহমিতবিক্রমঃ।”

(ভারত ১৩।৫২১৩৬)

১৭ অশ্বেদা নক্ষত্র। (জ্যোতিঃ) ১৮ মহা নিধনুক।

“মহানিধঃ সূতোরেকো রম্যকো বিশ্ববৃষ্টকঃ।

কেশমুণ্ডনিধকক কার্ণকো জীব ইত্যপি ॥”(ভাবপ্রা পূর্ব)

জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কার্যই করিতে সমর্থ হন না। সাদল কর্ণ করিলে ও গ্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। জলপান ও বৃক্ষফলাদি ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। প্রত্যেক পদার্থই জীবযুক্ত, অতি পরদিক্ষেপে কত জীবহিংসা হইয়া থাকে, কে

তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই জীবহিংসা জন্মই জীব-
বিযুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত জগৎ জীব পরিষাশু।

“জীবৈবৈত্ৰ্যমিদং সৰ্ব্বমাকাশং পৃথিবী তথা।

অবিজ্ঞানাত্ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে॥

অহিংসেতি যচ্চক্ষঃ হি পুরুষৈবিস্মিতৈঃ পুরা।

কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ শোকেহস্মিন্ বিজ্ঞসন্তমঃ”

(ভারত বনপৰ্ব ২০৭ অঃ)

১০ অনেকাস্তবাদিদিগের পারিতোষিক জীবান্তিকার (অর্থাৎ
জীবসংজ্ঞক) পদার্থভেদে, ইহা তিনপ্রকার অনাদি সিদ্ধ, মুক্ত,
বদ্ধ। আদি হইতেই সিদ্ধ, যিনি সাধনাদি দ্বারা সিদ্ধ
নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইহার নাম জীবান্তিকার।
বাহার বদ্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি অপগত হইয়াছে, যিনি
ত্রিবিধ চুঃখের অতীত এবং বাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি
বিযুক্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত। যিনি সৰ্বদা মোহাদি আচরণ
বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর ত্রিবিধ চুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন,
তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অনাদির সঙ্গ সাধারণ সংসারী জীব।
১১ উপাধিপ্রতিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বাক্ষর অন্তঃকরণসমূহের মধ্যে
অচুঃখপ্রতিষ্ট ব্রহ্ম, বাক্ষর অন্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে স্বাক্ষরভাবে
প্রতিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হন।

১২ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ছায় শরীরজন্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য;
ভূত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটী; শরীর আকাশ অতিশয়
বৃহৎ, কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রতিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়,
সেই প্রকার ব্রহ্মশরীরজন্মে অবস্থিত করিলে জীবপদবাচ্য হন,
ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই
প্রকার এই শরীরজন্ম বিনষ্ট হইলে জীবও ব্রহ্মে লয় হয়।

১৩ দর্শনস্থিত মুখ প্রতিবিম্বের ছায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্য-প্রতি-
বিম্ব বুদ্ধি ও চৈতন্য যখন প্রতিবিম্বিত হন, তখনই তিনি জীব
বলিয়া অভিহিত হন।

১৪ প্রাণাদিকালের ধারয়িতা, যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন
তাহাকে জীব বলা যায়।

“প্রাণান্ ক্ষেত্রজরূপেণ ধারয়ন্ জীব উচ্যতে।” (ভাগবত)

১৫ লিঙ্গদেহ।

“এবং পঞ্চবিধ লিঙ্গং ত্রিভুং যোড়শবিশ্বতঃ।

এব চৈতন্যমাত্মকো জীব ইত্যভিধীয়তে॥” (ভাগবত)

পঞ্চ ভগ্নাত্ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, রস, ভগ্ন,
যোড়শ বিকৃতি, একাদশেশ্বর ও পঞ্চমহাত্ম ইহাদিগের
সহিত অর্থাৎ চতুর্বিংশতি ভেদের সহিত যুক্ত হইলে জীবপদ-
বাচ্য হয়, এই জীবের পরিণাম কেশাণ্ডের সহস্র ভাগের
এক ভাগমাত্র।

“বালাগ্র শতভাগস্ত শতধা ক্রিয়তস্ততঃ।

ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞঃ স চানন্তর্য ক্রমতে॥” (প্রতি)

জীব-উল্লিখা বেগম, সম্রাট আলমগীরের কন্যা। ১০৪৮
হিজিরায় ১০ই সফর তারিখে (৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ খৃঃ
অব্দে) ইহার জন্ম হয়। আরব্য ও পারস্ত ভাষার জ্ঞপ্তিতা
ছিলেন; সমগ্র কোরাণ তাহার কর্তব্য ছিল, ইনি জীব-উল
তকশীর নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া
ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার ছিল।
ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পারস্ত
ভাষায় একটা দিবান লিখিয়াছেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন;
১১১৩ হিজিরায় (১৭০২ খৃঃ অব্দে) প্রাণত্যাগ করেন।
দিল্লীর কাবুলী দরবার নিকট ইহাকে সমাধিস্থ করা হয়; রাজ-
পুতানায় লৌহবর্ম নির্মাণকালে ইহার সমাধিমন্দির ভঙ্গ করা
হইয়াছে। জীব-উল্লিখা বেগম মথুরী নামেই খ্যাত ছিলেন।

জীবক (পুং) জীবয়তি আরোগ্যং কৰোতি জীব-গিৎ-বুল।
জীববৃক্ষ, অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধবিশেষ। পর্যায়—কুর্কশীর্ষ, মধুরক,
শূল, হৃৎশাল, জীবন, নীবাধুঃ, প্রাণদ, জীব্য, ভূলাল,
প্রিয়, চিরজীবী, মধুর, মঙ্গলা, কুর্কশীর্ষক, বৃদ্ধিদ, আয়ুমান,
জীবদ, বলদ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুদোষ,
ক্ষয়, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনিঃ) বলকারক, ক্লান্ততা ও
বাতনাশক। ইহা সেবন করিলে জীবন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই
জন্ত ইহাকে জীবক কহে। জীবক, কন্দ, কিঞ্চা কুর্কশীর্ষ
জাতীয়, ঋষভক হইতে ক্ষুদ্র, ইহার মস্তক হইতে কুর্কাকার
শীর্ষ বাহির হয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকে
মোচ বা শীর্ষ বাহির হয়, ইহা তজপ)। জীবক ও ঋষভক
উভয়ই একজাতীয় এবং উভয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি
হৃদয়, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কুর্কাকার ও ঋষভের শীর্ষ বৃহৎ-
শূলবৎ। ইহাতে বোধ হয় Caplatus নামক এক প্রকার
সকণ্টক শূলাকৃতি বৃক্ষ আছে, তাহার স্বরূপ গোলাশূলাকৃতি
পত্রাদি দেখা যায় না। গাজের চতুর্শাৰ্ধে দীর্ঘভাবে শির
তোলা। ২ পীত-সাগবৃক্ষ। (ভাবপ্রঃ) (পুং) ৩ ক্ষণিক।
(মেদিনী) (ত্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ সেবক। ৬ বুদ্ধি জীবী,
জ্ঞানধার। (পুং) ৭ অহিতুতিক, সাপুড়ে। (মেদিনী)
জীবগোস্থানী, গোড়ীর বৈকব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্থানীর
মধ্যে একজন। বৈকববিক্রমদর্শনীতে ইহার জন্মাদির তারিখ
এইরূপ লিখা আছে—

জন্ম—১৪৪৫ শক। (মতান্তরে ১৪০৫ শক)

গৃহবাস—২০ বৎসর।

ব্রহ্মাবন বাস ৫৫ ঐ

১৫ বৎসর একটী হিত্তি।

অন্তর্ধান ১৮৮০ খ্রি। আবির্ভাব পৌষী শুক্লা তৃতীয়া ।

তিরোতাং আখিনের শুক্লা তৃতীয়া ।

পিতার নাম বলভ । চৈতন্তদত্ত নাম অমুগম । জীবের বাসস্থান তিনটা ছিল, একটা বাকলা চন্দ্রবীপে, অপরটা কতেরাবাদে, আর একটা রামকলি গ্রামে । রামকলিতেই শ্রীজীব (জ্যেষ্ঠতাত-রূপ সনাতন সহ) অধিক সময় বাস করিতেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হুসেনশাহের মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সনাতন ও শ্রীকৃষ্ণ ।

মহাপ্রভু যখন রামকলিতে আগমন করেন, শ্রীজীব তখন বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন ।

বস্ত শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না । নিমাইর দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের যাহা হইত, বালকেরও তাহাই হইল, চৈতন্তে অমুরাগ জ্বলিল, বালক থেলা ছাড়িয়া ধৈর্য্যে মতি দিল ।

ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বলভ চলিয়া গেলেন । বৃন্দাবন হইতে তাঁহার পিতা ও শ্রীকৃষ্ণ (নীলাচল বাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বলভের মৃত্যু হয় । ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বৃন্দাবনে বাইবার অল্প ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । ভক্তিরসাকরে লিখিত আছে ;—

“যে হৈতে গোষ্ঠাবধি গেলেন বৃন্দাবনে ।

সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥

নানারস ভূবা অপূর্ণ হুইল বাস ।

অপূর্ণ শরন শয্যা ভোজন বিলাস ।

এ সব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে ।

রাজ্যাদি* বিষয় বাস্তী না পারে শুনিতে ॥”

তার পর লিখিত আছে ;—

“গঙ্গাভীরে বলভের হৈল পরলোক ।

অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাপ্রভু ॥

শ্রীজীবের এ হেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন ।

কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥” ভ*র* ।

শ্রীজীবের একরূপ সংসারে বিরাগ দর্শনে প্রতিবেশিগণ চিন্তিত হইল, ভাবিল শ্রীজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন ? ইহার কারণও বর্ণিত ছিল । কেননা শ্রীজীবের—

“অল্প বয়সে অতি গভীর অন্তর ।

শ্রীমতাপবতে জানে প্রাণের সোনার ॥

সদা কৃষ্ণকথা হৃদয়মুদ্রে সঁতারে ।

অল্প কথা কেহ ভরে কহিতে না পারে ॥” ভ*র*

একদিন রাত্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিলেন । স্বপ্নেও শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ তাহাকে দর্শন দেন । ইহার পর দিনই শ্রীজীব নববীপে যাত্রা করিলেন । লোকের এবং আত্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে বাইতেছেন ।

“রামকলি গ্রামে বেছে দেখিল স্থপনে—

সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে গণ সনে ॥

স্বপ্নভঞ্জে জীবের আকুল হৈল প্রাণ ॥”

তখন জীব চন্দ্রবীপে ছিলেন, একটা ভৃত্য সঙ্গে কতয়াবাদ আসিলেন ও তথা হইতে নববীপ চলিলেন । যথা—

“নিভ্রাভক হৈলে দেখে নিশি পোহাইল ।

অধ্যয়ন হলে নববীপ যাত্রা কৈল ॥

চন্দ্রবীপবাসী লোক বিচারিল মনে ।

অবশ্য শ্রীজীব বাইবেন বৃন্দাবনে ॥

শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া ।

কতয়া হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া ॥” ভ*র* ।

শ্রীজীব পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন । পথের লোক বলিতে লাগিলেন—

“দেব দেখে এছো কোন রাজার কোঙর ।

কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর ॥” ইত্যাদি

শ্রীজীব যথাসময়ে নববীপ পৌঁছিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু তখন নববীপে । তিনি শ্রীজীবের প্রতি প্রভুত রূপা প্রদর্শন করিলেন । শ্রীবাসাদি অপরাপর নববীপবাসী ভক্তবৃন্দও শ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও স্নেহ করিতে লাগিলেন । শ্রীজীব কৃতার্থ হইলেন । যথা—

“নিত্যানন্দ প্রভু মহা বাৎসল্যে বিহ্বল ।

ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল ॥

শ্রীজীবেরে অমুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা ॥” ভ*র*

নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে করিয়া শ্রীজীবকে নববীপের প্রতি নীলাচল দেখাইলেন । তখন শ্রীজীব বলিলেন যে, তিনি নীলাচলে বাইবেন অথবা চিরদিন যদি রূপাহুমতি করেন, তবে তাঁহার সহিত থাকিবেন । নিত্যানন্দ একথা অমুদ্যোগন করিলেন না । তিনি বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ;—

“প্রভু কহে শ্রীম ব্রজে করহ পরাণ ।

তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছে সে স্থান ॥” ভ*র* ।

শ্রীজীবের প্রতি তিনি আর একটা আদেশ করিলেন, তাহা এই—

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভুর সহিত বাহুবধে সাক্ষীভোমের যে

* রূপ সনাতন রাজকাৰ্য্য স্বীকার করার জায়গীর বরপ বে কুলপতি লাভ হই, তাহারই বিবরণ বলিতেছেন । ঐ জায়গীরের কথা গ্রন্থে আছে—
“রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥” ভক্তি-রসাকর ।

ডরু হন, বাহাতে সার্কভৌম পরাজিত হন, সেই প্রভূর মত, সার্কভৌম আপন প্রিয়শিবা মধুসূদন বাচস্পতিকেকে শিক্ষা-ইয়াছেন, বাচস্পতি এখন কাশীতে। ভূমি তাহার কাছে বেদান্তাদি দর্শন শিক্ষা করিয়া বাইবে। শ্রীজীবন্যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় লইলেন এবং বখাসনয়ে কাশীতে পৌছিয়া তপনমিশ্রের আবাসে গেলেন। সেখানে মধুসূদন বাচস্পতিকেকে দেখিতে পাইলেন ও তাহার নিকট বেদান্ত ত্রায় প্রভৃতি শিক্ষা করিলেন। অতএব শ্রীজীবনের বৈদান্তিক গুরু মধুসূদন বাচস্পতি।

* তেঁহো রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি ।

सर्वशास्त्रे अध्यापक येन बृहस्पति ॥

তেঁহো শ্রীজীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা ।

কতদিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা ॥” ভা-রং ।

কালীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বন্দ্যোপাধ্যায় চলিলেন ও
যথাসময়ে তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ-
ভাতৃষ্ম আনন্দিত হইলেন। শ্রীরূপ শ্রীজীবকে মন্ত্র দান
করিলেন।

শ্রীজীৱ এখন বৃন্দাবনে, অগাধ বিজ্ঞা, অপ্রতিহত পাণ্ডিত্য,—
“স্বায়বেদাস্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই।” ভ-ব*

বৃন্দাবনে তিনি নিম্নলিখিত (সংস্কৃত) গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। যথা—

১। বটসফোর্ড (দার্শনিক গ্রন্থ)

২। গোপালচন্দ্র। ৩ গোবিন্দবিরূদাবলী।

৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ (গদ্য হইতে আসিয়া মহাপ্রভু
যে প্রণালীতে অন্নদিন মাত্র শিষ্যদিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়া-
ছিলেন, এই ব্যাকরণের স্ত্রীদিগের সেইরূপই ব্যাখ্যা আছে,
ইহা পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা হইয়া থাকে।)

৫। ধাতুসূত্রমালিকা (ঐ) ৬। মাধবমহোৎসব।

৭। সঙ্করকমভঙ্গ। ৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণেরকরণদর্শন-

বিনির্গম গ্রন্থ । ২ উজ্জলনীলমণির টীকা ।

୧୦ । ଭକ୍ତିରସାୟତ୍ତସିଦ୍ଧର ଟିକା ।

১১। গোপালজাপনী উপনিষদের টীকা।

১২। ব্রহ্মসংহিতোপনিষদের টীকা।

୧୭ । ଅଗ୍ନିପୁରାଣୀୟ ମାରଜୀତାଣ୍ଡ ।

১৪। বৈকুণ্ঠোৎসব (ভাগবতের টীকা)

১৫। রূপসনাতনের ইচ্ছার ভাগবতসম্বন্ধ।

১৬। সুক্ণাচরিত্র। ১৭। নারসংগ্রহ।

এই কনশানিই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তথ্যভীত কৃষ্ণ কৃষ্ণ
তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রহ শেষে গ্রহসমাপ্তির
শুক মিথিরা গিরাছেন।

তিনি স্বাক্ষরেন হইলেন অতিশ্রদ্ধি সিংহবিহারী পণ্ডিতকে
শাস্ত্রবিচারে পরাজয় করেন। একটীর কথা ভক্তমালে আছে।
অশরের নাম রূপনারায়ণ, প্রেমবিলাসে তাঁহার সিংহাসন বার্তা
বর্ণিত আছে।

বঙ্গভট্টের সহিত শ্রীকীর্ত্তের আর একটি বিচার হয়। যে বঙ্গভট্ট “বঙ্গভী” নামক একটি বৈষ্ণবশাখা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা, উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক যিনি অবতার বলিয়া পরিকল্পিত, যিনি নীনাচলে গর্ভ করিয়া মহাপ্রভুকে বলিয়া ছিলেন যে, “আমি শ্রীমঙ্গাগবতের নূতন একটি টীকা করিয়াছি, শ্রীধরদ্বারীর টীকার দোষ ধরিয়াছি” মহাপ্রভু যাহার বিন্যাসগর্ভে গর্ভ করিয়া-ছিলেন, ইনি পণ্ডিতপ্রধান সেই বঙ্গভট্ট।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিতেছেন, এমন সময় বরষা আসিয়া বসিলেন, শ্রীকৃষ্ণের হাতে কাগজ ছিল, তাহা লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া একটা প্লোকেব জ্বল দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীবের আর সহিল না। কিন্তু গুরু বাহাকে মাঝ করেন, গুরুর সঙ্গুথে তাহাকে কিছু বলিলেন না। জল আনিবার ছলে কলসী লইয়া পথে আসিলেন এবং বনভ্রম চলিয়া থাকিবার সময় (সেই শ্রোত্র লইয়া) বিচার আরম্ভ হইল, বহু সময়ব্যাপী বিচারের পর বনভ্রম পরাজিত হইলেন।

পর দিন বঙ্গভ্রমীক্লেশের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “সেই অল্পবয়স্ক বালকটি এখানে ছিল, ওটা কে?” ভ্রমীক্লেশ বলিলেন, “ও আমারই দ্রাক্ষপুত্র ও শিষ্য।” বঙ্গভ্রমীক্লেশের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

বরভ চলিয়া গেলে ত্রীকূপ ত্রীজীবকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, “এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অজ্ঞান রহিয়াছে। অতএব তুমি বথা ইচ্ছা যাও, মন স্থির হইলে আসিও।”

‘গুরু আদেশ অবিচারে পালনীয়’ শ্রীজীব চলিয়া বৃন্দাবনের একটা বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) পড়িয়া রহিলেন, আহারবানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা—এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

৭৮ দিন মধ্যে সনাতন গোবামী শ্রীরূপালগে আসিলেন। ভক্তিরসামুত্তের রচনা কতদূর পর্যন্ত হইল, নিজাঙ্গা করিলেন। শ্রীরূপ উত্তর দিলেন, “শ্রীজীব থাকিলে এতদিন হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিষা উঠিতে হিনা, সে বড় সাহায্য করিত।” সনাতন শ্রীজীবের কথা নিজাঙ্গা করিলেন। শ্রীরূপ সমুদ্র বলিলেন। তখন সনাতন কহিলেন, “আমি আসিবার কালে বনের খানে একটা বালককে দেখিয়া

আসিয়াহি, সেই জীব হইবে, বাও তাহাকে কমা কর, ঢের শিক্ষা হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনয়ন কর।”

সনাতন ত্রীকপের গুরু, গুরুর আদেশে তিনি ত্রীজীবকে কমা করিলেন। পুনরায় গুরুশিষ্যে মিলন হইল।

পূর্বে যে ছইটী দিগ্বিজয়ীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের সহিতও এইরূপেই ত্রীজীবের তর্ক বাধে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ সনাতনের নাম তিনিয়া মহা আশা-লন পূর্বক আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেড়া কাঁথা গায় ছইটী বৈরাগী। দেখিয়া তাহাদের আর তেমন ভক্তি বা সত্বম থাকিল না। অগ্রাহ্য ভাবেই শাস্ত্রবিচার করিতে চাহিলেন। রূপ সনাতন ভক্তিরসে নিমগ্ন—স্বভাব দীনহীন। বাধবিত্তা করিতে ইচ্ছা নাই। বলিলেন “বাবা! আমরা মূর্খ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও।” পণ্ডিত বলিলেন—“শাস্ত্র বিচার করিতে পার না? তবে জয়পত্র লিখে নাও।” “তথাস্ত্”—রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিলেন।

পণ্ডিত মহারাজে সঙ্গী সঙ্গে গরু ভরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ত্রীজীবের সহিল না, কলসী লইয়া পথে বা ঘমুনাঘাটে আসিলেন, দান্তিক দিগ্বিজয়ীর সহ বিচার আরম্ভ হইল, তাহাকে পরাস্ত করিলেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেন। এইরূপ একদা একটী পণ্ডিতসহ ক্রমাগত নাত দিবস বিচার হইরাছিল।

ত্রীজীবের বংশ তালিকা।

অগস্ত্যগুরু (কর্ণাটের রাজা ১৩০৩ শক)

অনিরুদ্ধ (১৩৩৮ শকে রাজা হন)

রূপেশ্বর হরিহর।

পদ্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম)

পরব্রাহ্মণ অগম্যধ নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ

কুমার

নাম	{ জানা } নাই	ঐ	সনাতন	রূপ	বলভ
					ত্রীজীব

জীবগৃভ (বৈ) জীবন্তে গ্রহণ।

জীবগ্রহ (পুং) [বৈ] টাটকা সোমপূর্ণ।

জীবগ্রাহ (পুং) বলী।

জীবঘন (পুং) জীবএব বনো বৃষ্টিরস্ত বহব্রী। হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা। “নএতন্মজীববনং পরাংগরম্” (অন্নোপনিঃ)

জীবঘোষস্থানিন্, একজন সংকৃত বৈরাগরূপ।

জীবজ (ত্রি) জীবজাত, যে জীবনাদি অন্তর্গত করে।

জীবজীব (পুং) জীবন তক্ষা কৃতকীটাদিনা জীবয়তি জীব-অচ যথা জীবজীব পুষোদরাদিহাং সাধুঃ। জীবজীব পক্ষী।

(শব্দর) ত্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব্দপ্রযুক্ত জীব হয়।

জীবজীবক (পুং) জীবজীবঃ স্বার্থে কনু। চকোর, জীবজীব পক্ষী।

“হৃদা যজ্ঞানি মাংসানি জায়তে জীবজীবকঃ।” (মহু ১২৬৬)

জীবজীব (পুং ত্রী) জীব, জীবয়তি বিষদোষঃ নাশয়তি, বাহুলকাৎ খচু। ১ চকোর পক্ষী। (অমর ২৫১৩৫) ২ অপগ্ন পক্ষিবিশেষ, কোন লোক বিষমিশ্রিত অন্নাদি দিলে এই পক্ষী সন্নিহিতে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়।

“হংসঃ প্রাণলতি মানিকীবজীবত জায়তে।

চকোরস্তাশ্চিবৈরাগ্যং ক্রৌঞ্চস্ত স্তান্দোদয়ঃ।”

(বাভট্ট স্ব ৭।১৩)

৩ বৃক্ষবিশেষ। (ত্রিগাং জাতিহাং জীব, স্বার্থে-কনু।

“জীবজীবিক সন্মাস্তাপ্যগুচ্ছন্তি পণ্ডিতান্।” (ভারত উৎ)

জীবতত্ত্ব (স্ত্রী) জীবন্ত তত্ত্ব যত্ন, বহব্রী। যে শাস্ত্রে জীব-দিগের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া এবং চরিত্র প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

জীবতোকা (স্ত্রী) জীবৎ তোকাঃ অপত্যং বস্তাঃ বহব্রী।

জীবৎপুত্রিকা, জেহোৎপোয়াতী, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে। জীবহু। (হেম)

জীবৎপতি (স্ত্রী) জীবন্ পতির্ভতাঃ বহব্রী। সখা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত আছে।

জীবৎপিতরু (ত্রি) বাহার পিতা জীবিত।

জীবৎপিতৃক (পুং) জীবন্ পিতা যন্ত বহব্রী লম্বাহার শিতা জীবিত আছে, বিদ্যমানপিতৃক জন। পিতা জীবিত থাকিলে অমাত্মান, গয়াশ্রদ্ধ ও দক্ষিণযুখে ভোজন করিতে নাই, যে অমাত্মানাদি করে সে পিতৃহত্যা হয়।

“অমাত্মানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিণযুখভোজনম্।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ কৃত্যে তু পিতৃহা ভবেৎ॥” (তিথিতত্ত্ব)

জীবৎপিতৃক সাম্বিক ব্রাহ্মণ হইলে শ্রাদ্ধ বিশেষে অধিকার আছে, নিরম্বি হইলে পারিবে না।

“ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমম্বিমুতে দ্বিজঃ।

যেভ্য এব পিতা মদ্যান্তেভ্যঃ কুর্য্যত সাম্বিকঃ॥” (নির্ণয়সিদ্ধ)

পিতামহ জীবিত থাকিলেও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে পারে।

কিন্তু অপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবে না।

“পিতামহেহপ্যেবমেব কুর্য্যাৎ জীবতি সাম্বিকঃ।

সাম্বিকোংপি ন কুর্য্যত জীবতি অপিতামহে॥”

আরোগ্যপারিত্যক্ত প্রভৃতি দ্বিত্বনিবন্ধকামদিগের মতে

সারিক জীবৎপিতৃকই শ্রদ্ধা প্রভৃতি পিতৃকার্য্য করিতে পারিবে, নিরমি পারিবে না। কিন্তু এই মত বিতর্ক নয়। নিরমি জীবৎপিতৃক হইলেও বুদ্ধি শ্রদ্ধা করিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

“অনরিকোহিপি কুবীতিত অম্মাদো বুদ্ধিকর্ম্মণি।

যেভ্যএব পিতা দদ্যাত্তানেষোদিত্ত তর্পয়েৎ ॥” (হারীত)

এই বচন আর অস্ত্রাত্ত বহল প্রমাণ আছে, বাহাতে জীবৎপিতৃক নিরমি হইলেও বুদ্ধি শ্রদ্ধা করিতে পারে। এই সকল বচনের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সারিক জীবৎপিতৃক সকল শ্রদ্ধাই করিতে পারে, নিরমি বুদ্ধিশ্রদ্ধা ভিন্ন অস্ত্র শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

জীবৎপুত্রিকা (জী) জীবন্ পুত্রো যত্না, বহত্নী, জীবৎপুত্র বার্থে কন্ টাপ্ ইৎফ। বাহার পুত্র জীবিত আছে।

জীবত্ব (জী) জীবত ভাবঃ। জীবের ভাব।

জীবত্ব (পুং) জীবত্যানেন জীব-অথ (জীত্বশিল্পিগমিবিক্জীব-প্রাণিত্যোহথঃ। উণ্ ৩।১১৩) ১ প্রাণ। ২ কূর্ম্ম। ৩ ময়ূর। ৪ মেঘ। (জি) ৫ ধার্মিক। ৬ দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। (উচ্চল)

জীবদ (পুং) জীবঃ জীবনঃ দদ্যতি ঔষধাদিস্থপ্রারোগেণ, জীব-দাক। ১ বৈদ্য। ২ জীবক বৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি) জীব-দো-ক। ৪ শব্দ। (জি) (মেদিনী) ৫ জীবনদাতা।

জীবদা (জী) জীবদ-টাপ্। জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি)

জীবদাতৃ (জি) জীবঃ জীবনঃ দদ্যতি দা-তৃচ্। জীবনদায়ী।

জীবদাত্রী (জী) জীবদাতৃ-টীপ্। ১ ঋকি নামক ঔষধ। ২ জীবন্তী বৃক্ষ।

জীবদান (জী) জীবন্ত দানঃ ৬তৎ। প্রাণদান।

জীবদাতু (জি) জীবঃ দদ্যতি দা-বাহলকাৎ হু। জীবকে যিনি ধারণ করেন। “বিরপুস্রিন্দুদান্য পৃথিবীং জীবদাতুঃ” (বজ্ ১৪।২৮) ‘জীবঃ দদ্যতীতি জীবদাতুস্তাং জীবন্ত ধাত্রীঃ’ (মহীধর)

জীবদাসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে একখানি সংকৃত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জীবদেব, আপদেবের পুত্র। ইহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাণ্ডুরা বার—আশোচনির্ঘর, পোহপ্রবরনির্ঘর ও সংকার-কৌন্তের অস্তর্গত ভাট্টভাট্টরী।

জীবদৃষ্টা (জী) জীবঃ জীবনঃ দৃষ্টা। জীবন্তী বৃক্ষ। (রাজনি)

জীবদশা (জী) ৩তৎ। জীবনকাল, যে পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করা যায়।

জীবধন (জী) জীবএব ধনং জনককর্ম্মণাঃ। জীবরপণন, পো, মধিক, মেঘ প্রভৃতি।

জীবধানী (জী) জীবা বীরভে ইত্যার অমিকরণে বা-দৃষ্ট-টীপ্। সর্বজীবের আধাররূপা পৃথিবী।

“দর্শণং গায় তত্র হুশুশু-ব্রজে বাঃ জীবধানীঃ স্বরনতাবতঃ।”

(ভাগ-৩।৩৩২)

‘জীবধানীঃ সর্বজীবাধারভূতাঃ মহীঃ।’ (শ্রীম)

জীবন (জী) জীব-ভাবে দৃষ্ট। ১ বুদ্ধি। ২ প্রাণধারণ। করণে দৃষ্ট। ৩ জল। (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরকা হয় না, এই জন্য জল জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

‘অরময়ঃ হি সোম্য। মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ।’ (ছান্দোগ্য)

জল ভিন্ন ভাগে বিভক্ত জলের দুইধাতু মূলরূপে, মধ্যম ধাতু রক্তরূপে ও অমৃ-ধাতু প্রাণরূপে পরিণত হয়।

“আপঃ পীতাত্রেণা বিধীয়তে তাসাং যঃ স্ববিতো ধাতুভ্যজ্ঞং তবতি যো মধ্যমন্তলোহিতং তবতি যোহগিষ্ঠঃ স প্রাণঃ”

“পীয়মানাং যোহগিমা স উর্ধ্বঃ সমুদ্রীবতি স প্রাণো তবতি”

“বোডশকলঃ সোম্য। পুরুষঃ পঞ্চদশাবানি মণীঃ কাময়ঃ

শিবাপোময়ঃ প্রাণো ন শিবতো বিজ্ঞেয়ততে” (ছান্দোগ্য)

(জি) ৪ জীবনদান। “সর্বোহর্জোজীবনঃ পাতঃ” (যুগবোধ)

৫ হৈরদবীন, সদ্যপ্রস্তুত স্তব। ক্রটিতে আছে, ‘আয়ুর্ভূতঃ’ স্তবই

আয়ু, স্তবভোজনই আয়ুর্ভূতিকর, এই জন্য স্তব জীবন বলিয়া

অভিহিত হইয়াছে। ৬ মজ্জা। (পুং) ৭ বাত। ৮ জীবকৌষধ।

(রাজনি) ৮ ক্ষুদ্রকলবৃক্ষ। (শব্দ) ৮ পুত্র। (হেম)

জীবরতি জীব-গিচ্ কত্মি দৃ। ১০ পরবেশন।

“সর্বাঃ প্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবন্ত জীবনঃ।” (ভাগ)

১১ গঙ্গা। “জীবনঃ জীবনপ্রাণা অগচ্ছন্তে অগময়ী।” (কাশীখণ্ড২৩৫)

১২ বৃষ্টি, জীবিকা।

“কৃষিঃ শিরা ভূতিবিদ্যা কৃষীং শকটং গিরিঃ।

সেবারূপং নৃপো তৈরুপাশতো জীবনানি তু ॥” (বাল্মবক্য)

১৩ জীবনদাতা। “শীততত্র ববেদো বায়ুঃ স্রগন্ধি জীবনঃ শুচিঃ।”

(ভারত ৩।১৬৮ অঃ)

জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

জীবনক (জী) জীব্যভেদেন জীব-করণে দৃষ্ট ততঃ বার্থে কন্। ১ জন্ম। (হেম) ২ হরিতকী। (রাজনি)

জীবনশর্শ্বন, গোবিন্দোৎসবের পুত্র, বালককণ্ঠস্থ নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

জীবনবাঁজার, ইহার অপর নাম গোরাবাট। বিলাকপুর জেলার একটি বন্দর। করতোয়া নদীর উপর সংস্থাপিত।

এই বন্দর হইতে দিনাকপুরের চাউল অল্প স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জীবনমোহনা, ইহার প্রকৃত নাম সেনা আশ্রয়। ইনি রজাট

আলমসীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আছদী নামে কোরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ১১৩০ হিজরি (১৭১৮ খৃঃ অব্দে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোস্তা জীবান জোনপুরী নামেও পরিচিত।

জীবনযোনি (জী) জীবনন্ত যোনিঃ কারণঃ ৬তং। জ্যায়ন্ত মেহে প্রাণলকারকারণ বহুবিশেষ, এই বহু অতীন্দ্রিয়।

“যস্মৈ জীবনযোনিন্ত সৰ্ব্বদাত্তীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।

শরীরে প্রাণলকারকারণঃ পরিকীর্তিতম্॥” (ভাষাপঃ)

জীবনসাধন (জী) জীবনন্ত সাধনঃ ৬তং। জীবনের সাধন, জীবন হেতু।

জীবনস্তা (জী) [১ব] জীবনের ইচ্ছা, বাচিবার ইচ্ছা।

জীবনহেতু (পুং) জীবনন্ত হেতু উপায়ঃ ৬তং। জীবন সাধন, জীবন রক্ষার উপায়। গুরুত্বপূর্ণে বিদ্যা, শিল্প, ভূতি, সেবা, গোরক্ষ, বিপণি, ক্রমি, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুণীদ এই দশ প্রকার জীবনোপায় লিখিত আছে।

“বিদ্যাশিল্পঃ ভূতিঃ সেবা গোরক্ষঃ বিপণিঃ ক্রমিঃ।

বৃত্তির্ভিক্ষাঃ কুণীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।” (গুরুত্বপুং ২১৪ অঃ)

জীবনা (জী) জীবয়তি জীব-গিহ্ যুহ বা শূ তত ঠাপ্।

১ রহোবধ। ২ জীবন্তীভূক। (অমরটীঃ)

জীবনাযাত (জী) জীবনঃ আহবৃত্তেহনেন করণে আ-হন-যঞ বা জীবনস্যাযাতো যম্মাৎ। বিব। (শব্দচঃ)

জীবনাথ, একজন হিন্দী কবি। অযোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার দেওয়ান বালকৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসন্তপটিলী নামে একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা। ২ কএখানি টিকিংসা-গ্রন্থ রচয়িতা। ৩ তবোধায়প্রণেতা।

জীবনাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-ঘঞ জীবনঃ জলং আবাসোহন্ত বা। ১ বসন। (শব্দরঃ) (জি) ২ জলবাসী।

জীবনন্ত আবাসঃ ৬তং। ৩ জীবনায়তন, দেহ।

জীবনিকা (জী) জীবন ঠনু টাপ্ বা জীবনী সংজ্ঞায়াঃ কন্ ইৎচ। হরিতকী। (রাজনিঃ) [হরিতকী দেখ।]

জীবনী (জী) জীবত্যানেন জীব করণে লুট্-ভীপ্। ১ কাকোণী। ২ ডোফী। ৩ মেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনিঃ)

৫ হুধী। (শব্দচঃ) ৬ জীবন্তী। পর্যায়—জীবা, জীবনীয়া, মধুসবা, মলয়া, শাক্ষেষ্ঠা ও পরম্বিনী। (ভাবপ্রঃ)

জীবনীর (জী) জীব্যক্তেহনেন অস্মাদ্ বা করণে অপাদানে বা জীব-অনীরদ্। ১ জল। (হেমঃ) (জী) ২ জরন্তীভূক। (অমরঃ) কবশি অনীরদ্। ৩ উপজীবা। (জি) ৪ জবে অনীরদ্। ৪ বর্জ-

নীয়। শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি দশপ্রকার জীবনোপায়। “এতির্দর্শভি-রাপদিজীবনীয়াঃ” (কুল্লুক) ৫ জীবনপ্রদ।

“গোকার্মনভিযান্দি মিদ্ধং শুক রসায়নঃ।

জীবনীয়ং যথা বাতপিত্তয়ঃ পরমং দ্ব্যতং।” (সুশ্রুত ১১৪৪)

জীবনীয়গণ (পুং) জীবনানানাং ঔষধীনাং গণঃ ৬তং। বল-কারক ঔষধবিশেষ। মিলিত ভৈষজ্যবৃক্ষসমূহ। অষ্টবর্ণ পরিণী, জীবন্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিয়া কথিত, কেহ কেহ ইহার নামান্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন।

“অষ্টবর্ণশ্চ পরিভো জীবন্তী মধুকস্তথা।

জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনন্ত পুনস্তথা॥” (বৈদ্যকপরিঃ)

জীবন্তী, কাকোণী, মেদ, মূগ্ধ, মাষপণী, স্বভক্ত, জীবক ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ। (বাতট পুত্ৰহান ১৫ অঃ)

ইহার গুণ—গুরুকারক, বৃংহণ, শীতল, গুরুগর্ভপ্রদ, তনুহৃৎকারক, ককবর্জক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষ্ণা, শোথ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

জীবনীয়া (জী) জীব-অনীরদ্ দ্বিযাঃ টাপ্। জীবন্তীভূক।

[জীবন্তী দেখ।]

জীবনেত্রী (জী) জীবৎ নয়তি জীব-নী-তৃচ্-ভীপ্। সৈংহলী ভূক। (রাজনিঃ)

জীবনোপায় (পুং) জীবনন্ত উপায়ঃ ৬তং। জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। জীবনোবধ।

জীবনোবধ (জী) জীবনন্ত স্ত্রিয়মাণপ্রাণন্ত রক্ষার্থং ঔষধং ৬তং। ঔষধবিশেষ, যে ঔষধ দ্বারা স্ত্রিয়মাণ ব্যক্তিও জীবিত হয়। (অমর ২১৯১২০)

জীবন্ত (পুং) জীবয়তি জীব্যতে হনেন বা জীক-হ্ (কহিনলি-জীবপ্রাণিত্যঃ) যিদানিষি। উণ্ ৩১২৬) ১ ঔষধ। ২ প্রাণ। ৩ জীবশাক। (রাজনিঃ) ৪ (জি) আত্মবিশিষ্ট। (উজ্জল)

জীবন্তিক (পুং) জীবাত্তকঃ পুর্বোদরাদিষাং সাধুঃ। জীবাত্তক।

জীবন্তিকা (জী) জীবয়তি জীব-বহ্ কন্-টাপ্, কাপি অত ইৎ। ১ বন্ধ। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছা।

৩ শুড়চী। ৪ জীবাধ্যশাক। ৫ জীবন্তী। ৬ হরিতকী। (রাজনিঃ) ৭ শবী।

জীবন্তী (জী) জীব-বহ্ পৌরাদিষাং ভীহ্। ১ লতাবিশেষ, চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। পর্যায়—জীবনী, জীবনীয়া,

জীবা, মধু, জীবনা, মধুসবা, অরা, পরম্বিনী, জীবা, জীবদা, জীবদাজী, শাক্ষেষ্ঠা, জীবন্তজা, তজা, মলয়া, কুত্ৰজীবা,

বসন্তা, মূগ্ধাটী, জীবদুটী, কাকিকা, দশশিখিকা, স্ত্রিয়দলা, মধুখাসা, জীববুবা, জ্বফরী, মৃগদাটিকা, জীবগজী, জীবপুশা।

কেহ কেহ মধুখাসা হইতে জীবপুশা পর্যন্ত এই কয়টা শব্দ

পরিবার অতিরিক্ত ধরেন। ইহার শুধু—সুখ, শীতল, সন্তপিত, অম্বু, কন, দাহ, অনন্যশক, কক ও বীর্ষবর্ধক। (রাজনি)।
 ষাট, ষিট, ত্রিদোষনাশক, রসারন, বলকারক, চক্ষুহিতজনক,
 গ্রাহক, লঘু। (ভাবপ্র) ২ স্ত্রীস্বর্গদেব অর্থাৎ বর্ণ হরিতকী,
 এই হরিতকী দেহপাকে অতি প্রশস্ত, ইহা সকল জীর্ণ-
 রোগনাশক। (রাজব) (১)

“জীবন্তী বর্ণবর্ণিনী” “জীবন্তী সর্বরোগহৃৎ।” (ভাবপ্র)।

৩ শবী। ৪ শুভ্রী। ৫ বলা, চলিত কথার পরগাছা।

৬ ডোড়ী। (রাজনি) ৭ শাঁকবিশেষ। ৮ শর্করার জায়
 মধুরপুলতা।

“জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।

মদ্য নামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পরম্বিনী।” (ভাবপ্র)।

জীবন্ত্যান্যাস্ত (রী) জীবন্ত্যাদ্যং যৎযতঃ। চক্রদন্তোক্ত
 পঞ্চমতভেদ। ভৈষজ্যরসাবলীতে দ্রুতপাকপ্রণালী এই প্রকার
 লিখিত আছে। দ্রুত ৪ সের, জল ১০ সের, কক্কার জীবন্তী,
 যষ্টিমধু, ত্রাঙ্কা, ত্রিফলা, ইন্দ্রধব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী,
 গোক্ষুর, বেড়োলা, ভূইআমলা, বলা, ডুমুর, ছুরালতা, পিঙ্গলী
 মিলিত ১ সের। এই দ্রুত যন্ত্রারোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ,
 এই দ্রুত পান করিলে ১১ প্রকার উগ্র যন্ত্রারোগ ভাল
 হয়। (ভৈষজ্য)।

জীবমুক্ত (জি) জীবয়েব মুক্তঃ আত্মজ্ঞানেন দ্বারাবন্ধহিতঃ
 কর্মধা। তবজ্ঞ, জ্ঞানী, বাহার তবজ্ঞান জগিয়া জীবদশাতেই
 সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে। যিনি অজ্ঞানরূপ
 তমঃ ভেদ করিয়া স্বচ্ছতাধির অতীত হইয়াছেন। জীবমুক্তের
 লক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানসারে এই প্রকার লিখিত আছে, অথও চৈতন্ত
 এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্বব্যাপী
 স্বরূপ চৈতন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের
 কার্য্য পাণ পূর্ণা এবং সংশয় ভ্রমাদির নিবৃত্তি হেতু সমুদয়
 সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবমুক্ত হয়।*

“কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।” এই
 জ্ঞান অনুসারে বাহারা স্বচ্ছ ছাংখি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান
 দূরীভূত হইয়াছে, তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্য্য সংসার

বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে? ইহাতে এই প্রকার প্রক্তি প্রমাণ
 প্রদর্শিত হইয়াছে—

“তিদ্যতে দ্বন্দ্বগ্রহিচ্ছিন্দ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীরন্তে চাত্ত কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” (প্রক্তি)

সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল
 নষ্ট হয়, সংশয় সকল দূর হয় এবং সর্বসং কর্ম সকল ধ্বংস
 হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবমুক্ত হয়। এই
 প্রকার জীবমুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিটা মূত্রাদির
 আধাররূপ বাটিকৌশিক শরীর দ্বারা, আক্যামান্য অপটুতাদির
 আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা, বধিরতা, কুষ্ঠতা, অন্ধতা, জড়তা,
 জিহ্বতা, মুকতা, কোণা, পঙ্খ, ক্লেবা, উদাবর্ত, মন্দতা এই
 ১১টা ইন্দ্রিয় বধ দ্বারা এবং অশন, শিপান, শোক মোহাদির
 আকাররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ণ পূর্ণ বাসনাভূত সংসার
 দূর হয়।

“নাত্মকঃ কীরতে কর্ম কর্মকোটিশতৈরপি।” (প্রক্তি)

শত শত কর্ম অতীত হইলেও কর্মভোগ না করিলে সেই
 সংসার বিনষ্ট হয় না, এই জ্ঞান শাস্ত্রে নিকাম কর্মের বিশেষ
 প্রশংসা আছে। যে কামনা রহিত হইতে পারে, তাহার আর
 এরূপ সংসারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম দ্বারা যদি পূর্ণ
 সংসার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং সকাম তিন্ন নিকাম
 কর্মদ্বারা নুতন সংসার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না। তখন
 জ্ঞানের অবিরাধি প্রারম্ভ কর্ম সকল ভোগ করিয়া দৃষ্টমান
 এই জগৎ বার্থ সত্য বস্তু নহে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া
 থাকেন। “যেমন কোন ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল দেখিয়া
 ইন্দ্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই বির
 করেন। “সচক্ষুরচক্ষুইব সর্গেহিকর্ণইব সমনা অমনাইব
 সপ্রাণো প্রাণইব” (প্রক্তি) বাহু বিষয়ে চক্ষু থাকিয়াও
 চক্ষুহীন, কর্ম থাকিয়াও কর্ম হীন, মন সবেও মন
 রহিত, প্রাণ সবেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জ্ঞান
 করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি স্বপ্নেও ভায় বাহু বস্তু দেখেন
 না, আর বৈত বস্তুকেও যিনি অবিভীত দেখেন, বাহিরে কর্ম
 করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিদ্রিত, তিনিই জীবমুক্ত। তত্ত্ব
 ব্যক্তি জীবমুক্ত নহে। জীবমুক্তির উত্তরকালে জীবমুক্ত
 পুরুষের তবজ্ঞানের পূর্বে কিয়দংশ আহার বিহারাদির যে
 প্রকার অমুভূতি হয়, তজ্জন শুভকর্ম সকলেরই বাসনার
 অমুভূতি হয়, তখন অন্তঃকরণের বাসনা হয় না এবং পরে
 শুভাশুভ উত্তরবিধ কর্মের প্রতি উদাসীন জন্মে। অর্থাৎ
 তবজ্ঞান হইলেও যদি যথোচ্চারণে বাসনা হয়, তবে অণুচি
 তকর্মে রুহুরের সহিত তবজ্ঞানীস্বরূপ বিশেষ থাকিলে?

(১) এখানে বেদের দোকানে বেরূপ জীবন্তী পাওয়া যায়, তাহা বর্ণবর্ণ
 ও ভূষাভার, এবং বোতল পুষ্পকলতা বোধ হয় না। ইহাতে অনুমান
 করা যায়, বাহা কুল জাতীয়, তাহাই বর্ণ জীবন্তী হইবে।

* “জীবমুক্তো নরো যতঃপাণ্ডিত্যব্রহ্মজ্ঞানেন তবজ্ঞানবাবদ্বারা
 বস্তুপাণ্ডিত্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত্যে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসিক্তকর্ম-
 বিপর্য্যায়ীনাশনি বাহিত্যাবশিষ্টবন্ধরহিতো ব্রহ্মবিদঃ।” (বৈশাখসার)

অজ্ঞান জ্ঞান হইলেও যে ব্যক্তির যথোচ্চারণ অনুবৃত্ত হয়, তিনি জীবশুদ্ধি নহেন, তাহাকে আত্মজ বলা যায়। জীবশুদ্ধি সময়ে অনভিমানিহ প্রকৃতি জ্ঞানসাধন গুণ সকল ও অদ্বৈতবাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের দ্বারা সেই জীবশুদ্ধি পুরুষে অনুবর্তিত হয়। অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানিপুরুষের অবস্থান রূপ অদ্বৈতবাদি সঙ্গুণ সকল অবশ্য সুলভে অনুবর্তিত হয়। এই জীবশুদ্ধি পুরুষ দেহবাত্মা নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা, এই তিনপ্রকার আরম্ভ কর্তৃক প্রবর্তিত হুঃখ ভোগ করিয়া সাক্ষিচৈতন্ত্বরূপে বুদ্ধাদির অবস্থানিক হইয়া প্রারম্ভকর্মের অবস্থানে প্রত্যেক আনন্দরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়; পরে অজ্ঞান ও তৎকার্যরূপ সংসার সকলের বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্যরূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত অশুণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। দেহাবস্থানে জীবশুদ্ধি পুরুষের প্রাণ লোকান্তর গমন না করিয়া পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে কৈবল্যস্থিতি নিমগ্ন হইয়া থাকে। (বেদান্তদর্শন)

সাংখ্যপাতঞ্জল মতে, প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে জীবশুদ্ধি হয়। “ইয়ং প্রকৃতিঃ জড়ো পরিণামিনী ত্রিগুণময়ী” এই প্রকৃতি জড়ো ও পরিণামিনী, স্বরসঃস্তমগুণময়ী, অর্থাৎ হুঃখ হুঃখমোহময়ী, আমি নির্জর, চৈতন্ত-স্বরূপ, এই জ্ঞান বধন জগে, তখন পুরুষ জীবশুদ্ধি হয়। পুরুষ নিরন্তর হুঃখ ভোগ করিতে করিতে এমন একসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যে এই হুঃখ নিবৃত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়। পরে শাস্ত্রজ্ঞানোচ্ছা জগে। পরে বিবেক শাস্ত্রানুসারে যোগ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তখন প্রকৃতি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, পুনর্বার আর তাহার সহিত সংযুক্ত হয় না।

“প্রকৃতেঃ স্বকুমারতরং নিকিঞ্চিন্দ্রীতি মে মতির্ভবতি।

বা দৃষ্টানীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত”। (তত্ত্বোদ্বাহী ৩১)

প্রকৃতি হইতে স্বকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্তৃক একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্বার আর দর্শন দেয় না। তখন পুরুষ আপন স্বরূপ বৃত্তিতে পারে ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়, তখন হুঃখ হুঃখ মোহের অতীত হইয়া জীবশুদ্ধি হয়। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবশুদ্ধি (জী) জীবভো যুক্তিঃ ৩৩৭। তৎজ্ঞান জগিয়া জীবদগ্ধাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্যাগ, কর্তৃক, তৎপুরুষ প্রকৃতি অবিলাভিশান ভোগ হইলে, তখন জীবিত হুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়, নঃ পুনঃ জীবশুদ্ধি প্রকৃতি জ্ঞানসাধন ভোগ

করিতে হয় না। জীবশুদ্ধির উপায়, ভ্রমণ, মনন, নিমিত্ত-সন, যোগ প্রকৃতি। “জীবশুদ্ধিগুণায়ত্ত্ব সুলভাঙ্গোহিনাপরঃ”। (ভদ্রসার) [জীবশুদ্ধি দেখ।]

জীবশুদ্ধি (জী) জীবদেব যুতঃ যুতভূগ্যঃ। জীবিতাবস্থায় যুতব্রহ্ম, বেঁচে থেকে মরা, বাহারা কর্তব্য। কার্যে বিমুখ, তাহার সর্বদাই হুঃখ অনুভব করে, তাহারও জীবশুদ্ধি। বাহারা আশ্রয়, অনেক কষ্টে আত্মাকে পোষণ করে, বৈবদ্যেব অতিথি প্রকৃতির যথোচিত সংস্কার করিতে সমর্থ হয় না, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মতে সেও যুতের দ্বারা বাস করে।

“জীবস্তোমুতকামাশ্বে য আশ্রয়ন্তরো নরাঃ।” (দক্ষ)

জীবশুদ্ধি (পুং) জীবন্ত জ্ঞান ৩৩৭। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মত, বাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়।

জীবপতি (জী) জীবঃ জীবন্ পতিরত্যাঃ বহতী। যে নারীর পতি জীবিত আছে, সধবা জী। “জীচৈতন্যাহার লতেত সৌভগং প্রিয়ং প্রজাঃ জীবপতির্শোণম্”। (ভাগ ৬।১৯২)

জীবপত্নী (জী) জীবঃ জীবন্ পতিরত্যাঃ বহতী। জীবপতিকা, সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে।

“ব্রাহ্মণ্যাস্ত ব্রাহ্মণ্যঃ জীবপত্ন্যাঃ জীব প্রজায়া অগায়ে এতাং রাত্রিং বসেৎ”। (আশ্ব ৭° ১৭।২১।

“তমেতমবেক্ষিতকৃষ্ণং বীরমুর্জবহুঃ জীবপত্নীতি ব্রাহ্মণ্যো মঙ্গল্যাদিভির্বাগভিরূপাদীরন”। (সংত গোভিল)

জীবপত্নপ্রচায়িকা (জী) জীবন্ত জীবপত্নকন্ত পত্নাণি প্রচী-রন্তেহত্যাং। জীব-প্রচি-ভাবে ধূলু। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ।

‘জীবপত্নপ্রচায়িকা উদীচাং জীড়া’ (সি কো)

জীবপত্নী (জী) জীবন্তী। [জীবন্তী দেখ।]

জীবপুত্র (পুং) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হর্ষকৃত্বাৎ। ইন্দ্রবী বৃক্ষ।

জীবপুত্রক (পুং) জীবপুত্রঃ ইবার্ধে কন্। ইন্দ্রবী বৃক্ষ, জীমাপুত্র।

জীবপুত্রো (জী) জীবঃ জীবন্ পুত্রো যত্যাঃ বহতী। যে নারীর পুত্র জীবিত আছে।

“স জীবপুত্রো স্তম্ভগা ভবত্যমরবর্ণিনী”। (হরিব ১৩৮ অঃ)

জীবপুষ্ণ (জী) জীবঃ জন্তঃ পুষ্ণমিব রূপককর্মণা। জন্তরূপ পুষ্ণ।

“অম্বাকং শিবিরে ভাবমিশিতাঃ শত্রুপাণয়ঃ।

শত্রুপাং জীবপুষ্ণাণি বিচিষ্যন্ত নগেধিব।” (রামা ৪৪৩।১৩)

জীবপুষ্ণা (জী) জীবরতি জীব গিহ্ অচ্, জীবঃ জীবকঃ পুষ্ণঃ যত্যাঃ। বৃহজ্জীবন্তী। (রাজনিঃ)

জীবপ্রিয়া (জী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়া হিতকারিণী জীবঃ প্রিয়াতি প্রী-ক-টাপ্। ১ হরিতকী। (রাজনিঃ) (জি) ২ জীববলতা।

জীবভদ্রা (জী) জীবানাং প্রাণিনাং ভদ্রা মঙ্গলা যত্যাঃ বহতী।

১ জীবভীলতা। (রাজনিঃ) (জী) জীবদেব বৃক্ষশ।

জীবমন্দির (স্রী) জীবত আশ্রয়নো মন্দিরঃ গৃহমিব। শরীর, দেহ, আত্মা বাহ্যতে থাকে, শরীর আশ্রয় আশ্রয়।

জীবমাতৃকা (স্রী) জীবত মাতৃকা ৬৩৭। কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই ৭ জন জীবমাতৃকা।

“কুমারী ধনদা নন্দা বিমলা মঙ্গলা বলা।

পদ্মা চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্তৈত্যাঃ জীবমাতৃকাঃ ॥”

(বিধানপারিজাত)

এই ৭ জন সর্বদা মাতার আদর্শ জীবের মঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য ইহারা জীবমাতৃকা বলিয়া অভিহিত হন।

জীবযাজ্ঞ (পুং) জীবৈঃ পণ্ডিতৈঃ যাজ্ঞঃ যাজনং যজ-পিচ্ তাবৈ অচ্। পণ্ড যাজা যাজন।

“জীবযাজ্ঞং যজতে সোমপাদিবঃ” (ঋক্ ১৩৩১৫)

“জীবৈঃ পণ্ডিত্যাজনং জীবযাজ্ঞঃ” (সারণ)

জীবযোনি (স্রী) জীবো জীবনবতী যোনিঃ কর্মধা। সজীব জন্তু।

“তিষ্ঠাৎমহুয়াবিবুধামিবু জীবযোনিমু” (ভাগ ৩৯১১১)

জীবরক্ত (স্রী) জীবোৎপাদকং রক্তং শাক্তং। স্রীদিগের আর্তবংশাগিত গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া ইহাকে জীবরক্ত বলা যায়, গর্ভের অরীষোমস্ব হেতু অর্থাৎ শীতল উত্তম গুণ থাকতে স্রীলোকদিগের আর্তবংশাগিত আয়ের। জীবরক্ত পাকভৌতিক অর্থাৎ যে পক্ষভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা জীবরক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণশীল এবং লঘু, শোণিতের এই গুণগুলিকেই পক্ষভূতের গুণ বলা যায়। (ব্রহ্মত ১৪ অঃ)

জীবরত্ন (স্রী) পুষ্পরাজ।

জীবরাজদীক্ষিত, একজন সঙ্গীতশাস্ত্রকার। রাঘবের অনু-রোধে রাগমালা নামে একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

জীবরাজ, ১ নৃপতিজ্ঞানদার-প্রণেতা।

২ সেতুবন্ধরসতরঙ্গিণী-টীকাকার।

৩ ইহার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামরূপ-হরি। ইনি গোপালচন্দ্রটীকা এবং তর্ককারিকা ও তাহার তর্কমঞ্জরী নামে টীকা রচনা করেন।

জীবরাম, ১ শাস্ত্রীবাদ-প্রণেতা। ২ বক্তিবচনপদ্ধতি-প্রণেতা।

জীবলা (স্রী) জীবঃ উন্নয়নঃ ক্রমিঃ লাভি গৃহাতি নাশয়তি লাক (আতোহুপলপর্গে কঃ। পা ৩২১৩) সৈংহলী। (রাজনিং) সিংহপিম্বী। (রাজবং)

জীবলোক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬৩৭। ১ নসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের বাসস্থান, মর্ত্যলোক।

“বিভ্রামবৃকসমূহঃ ধনু জীবলোকঃ ॥” (উত্তর)

“মমৈবায়শো জীবলোকে জীবভূতাঃ সনাতনঃ ॥” (ঋক্ ১০৩১৫) ২ জীবরূপ জন।

“ভদ্রা বীরো ভবতি জীবলোকে ॥” (ভারত ৩৪ অঃ)

জীববর্গ (পুং) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬৩৭। জীবসমূহ।

জীববল্লী (স্রী) জীবরতীতি জীবো প্রাণদাত্রী সা চানৌ বরী চেতি কর্মধা। কীরকাকোলী। (রাজনিং)

জীববিশুদ্ধ, নলানন্দ নাটকপ্রণেতা।

জীববৃত্তি (স্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্মধা। পশুপালন-ব্যবসার।

(হেমঃ) জীবো বৃত্তিহিতিরভ বহতী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে সকল গুণ জীবো থাকে। “জীববৃত্তী দ্বিমৌগুণো ॥” (ভাবাপঃ)

জীবশংখ (পুং) ক্রমিশংখ।

জীবশংস (পুং) জীবৈঃ প্রাণিতৈঃ শসেনীরঃ শব্দ জন্তো কর্মণি বজ্জঃ জীব কর্তৃক কামনা।

“অঙ্গুনাগাথ আ ভজ জীবশংসে” (ঋক্ ১১১০৪৬)

‘জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিতৈঃ শসেনীরে কামরিতভ্যে ॥’ (সারণ)

জীবশর্পিনী, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ।

জীবশাক (পুং) জীবো হিতকরঃ শাকঃ কর্মধা। মালবদেশীয় প্রসিদ্ধ শাকবিশেষ, চলিত কথা খোস্মো শাক। পর্যায়—জীবত, রক্তনাল, তাম্রপর্ণ, প্রবাল, শাকবীর, সুমধুর, মেঘক। ইহার গুণ—সুমধুর, সুগন্ধ, বক্তিশোধন, দীপন, পাচন, বলা, বৃদ্ধ ও পিত্তাপহারক। (রাজনিং)

জীবশুল্লা (স্রী) জীবো হিতকরী শুক্লো শুভ্রবর্ণলতা। জীবরতি জীব পিচ্ অহ। কীরকাকোলী। (রাজনিং) কীরকাকলা।

জীবশূন্য (স্রী) জীবৈঃ শূন্যঃ ৬৩৭। জীবরহিত, জীবহীন।

জীবশেষ (পুং স্রী) মূমুঃ, যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে।

জীবশোণিত (স্রী) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাক্ তং। স্রীদিগের আর্তবংশাগিত, ইহা গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া জীবশোণিত নামে কথিত। [রজসু দেখঃ]

জীবশ্রেষ্ঠা (স্রী) জীবায় জীবনায় শ্রেষ্ঠা ৪৩৭। বুদ্ধিমোদয।

জীবসংক্রমণ (স্রী) জীবানাং সংক্রমণং ৬৩৭। দেহান্তরপ্রাপ্তি।

জীবসংস্কৃত (পুং) জীব ইতি সংজ্ঞা বস্ত বহতী। কামবুদ্ধিহীক।

জীবসাধন (স্রী) জীবত জীবনত সাধনং ৬৩৭। ধাত্ত, ধ্যান।

জীবসুভা (স্রী) জীবঃ সুভাঃ মত্যাঃ বহতী। বাহার পুস জীবিত আছে, জীবপুত্র।

“বৃতপ্রজা জীবসুভা ধনেশ্বরী ॥” (ভাগ ৯১১২৬)

জীবসু (স্রী) জীবঃ প্রাণিনঃ হৃতে হৃ-ক্ণি। জীবভোকা, যে নারী জীবত সন্তান প্রসব করে।

“জীববীরহৃৎপ্রঃ ॥ বহসৌখ্যগুণরিতা ॥

হৃতগা ভোগসম্পদা বজ্রপতী পতিব্রতা ॥” (ভারত ১১৮২১৭)

জীবানন্দ (স্রী) জীবন্ত জীবনন্ত স্থানঃ ৩৩৭। মর্শ। (হলায়ুধ)
যে স্থানে জীবাত্মা অবস্থান করে, মর্শস্থান, জীবাত্মার অবস্থিতি-
স্থান। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবা (স্রী) জীবরতে জীব-গিচ্ অচ্ বা টাপ্ জ্যা-কিপ্, সং-
প্রসারণে দীর্ঘঃ সা অন্ত্যন্ত বা। ১ যজ্ঞকের ছিল, জ্যা। ২
জীবতিকা নামোবধ। ৩ যচ। ৪ শিল্পিত। ৫ ভূমি। ৬
জীবনোপায়। জীব-ভাবে অ-টাপ্। ৭ জীবন। (জটায়ব)

জীবাত্ম (পুং স্রী) জীবত্যানেন জীব-আত্ম (জীবেরাত্ম। উণ্
১।৮০) ১ ভক্ত, অর। ২ জীবনোবধ। জীবিত, জীবন।

“রে হন্ত দক্ষিণ। মৃতস্ত শিশোবিল্লভ

জীবাতবে বিবৃজ শূন্যমুনো রূপাংগম্।” (উত্তরচরিত ২ অঙ্ক)

জীবাত্মমৎ (পুং) জীবাত্ম-মতুপ্। আয়ুধামযজ্ঞে দেবতা-
বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আয়ুধামনা করিতে
হয়। “আয়ুধামেষ্ট্যাং জীবাত্মমতৌ” (আখ্য শ্রোঃ ২।১০।২)

জীবাত্মন (পুং) জীবন্ত জীবনন্ত আত্মা অধিষ্ঠাতা ৩৩৭ বা
জীবচাসৌ আত্মা চেতি কর্মধাৎ। দেহী। পর্যায়—পুনর্ভবী,
জীব, অস্থান, সব, দেহত্বং, জন্ত, জহ্য, প্রাণী, চেতন। বাহার
চৈতন্ত আছে, সেই আত্মা পদবাচ্য, আত্মা সকল ইঞ্জির ও
শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইঞ্জির দ্বারাই
কোন কার্যই সম্পন্ন হইত না। যেমন রথ গমন দ্বারা
সারথির অস্থান করা যায়, সেইরূপ জড়ায়ক দেহের
চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অহমিত হইতে পারে। চৈতন্ত-
বক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি ঐ শক্তি শরীর ও
ইঞ্জিরাতির থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ-
লব্ধি হইত, সন্দেহ নাই। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে,
আমার চক্ষু বিকৃত হইয়াছে, আমি সুখী ও দুঃখী হইয়াছি,
এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে
শরীর ও ইঞ্জির হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে *।
আত্মা বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ
প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদবাচ্য। পরমাত্মা এক মাত্র
পরমেশ্বর। যিনি সুখ দুঃখাদি অশ্রুতব করেন, তিনিই জীবাত্মা
পদবাচ্য, এই জীবাত্মার ৩৭ চতুর্দশ প্রকার—বুদ্ভি, সুখ,
দুঃখ, ইচ্ছা, বেদ, বর, সাধা, পরিমিতি, পৃথক্, সংযোগ,
বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্ম।

“বুদ্ধ্যাদি বটুকং সাংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।

ধর্মাদিষৌ গুণাএতে আত্মনঃ স্রাজ্চতুর্দশ।” (ভাবাপরিঃ ৩২)

* “শরীরন্ত চ চৈতন্তং বুদ্ধ্যে বাতিভারজঃ।

তথাযকৌবিল্লিরামাধুপকরে কথং বুদ্ধিঃ।” ৩৮

“অবুদ্ধ্যাব্যবহায়েহং রথবতোষ সারথিঃ।

অবহারভাবয়োহং যতোযাত্ত পথেরঃ।” (ভাবাপঃ ৩০)

জীবাত্মার যে যে ৩৭ আছে, পরমাত্মারও আর সেই সকল
৩৭ আছে, কেবল বেদ, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্ম এই
কএকটা নাই। পরমাত্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, বর প্রভৃতি কএকটা
৩৭ নিত্য।

জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে
শাস্ত্রকারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলে
কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

এ জগতে যে যে বস্তু নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন
না একজন কর্তা আছে, কর্তা ভিন্ন কোন কার্যই সম্পন্ন
হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার
কর্তা একজন কুন্তকার আছে। পট দেখিলেও এই প্রকার
বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্তা আছে। অগম্য অরণ্যস্থ
বৃক্ষাদিও কার্য্য বটে, কিন্তু তাহারও একজন কর্তা আছে
বলিতে হইবে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভবে না।
যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, সুতরাং সেখানকারও
স্থাবরাদির কর্তা একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর
আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহাদি হইতে পারে না।

“এতেন জৈশ্বের প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি যথা ঘটাদিকার্য্যঃ
কর্তৃজ্ঞাতঃ তথা ক্ষিত্যভূমিকমপি ন চ তৎকর্তৃত্বং অন্ত্যাদীনাং
সম্ভবতি অতত্তৎকর্তৃত্বেন জৈশ্বরসিদ্ধিঃ” (মুক্তাবলী)

“জীবাত্মী অননয়ং দেব এক আন্তে

বিষন্ত কর্তা ভুবনন্ত গোষ্ঠা” (শ্রুতি*)

পরমেশ্বরের ভোগসাধনশরীরে সুখ, দুঃখ ও বেদাদি কিছুই
নাই। কেবল নিত্যজ্ঞান ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটা ৩৭ আছে।
জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটা শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ
এক একটা জীবাত্মা আছে, যদি সকলেরই আত্মা এক হইত,
তাহা হইলে একজনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী
হইত। যেহেতু সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এক ব্যক্তির
আত্মাতে সুখ বা দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির
আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অঙ্গভাব থাকিত না। নয়নাদি
বরূপ ইঞ্জিরকে যে আত্মা বলা, তাহাও দ্রাব্য ব্যক্তির সিদ্ধান্ত
ভিন্ন, আর কিছুই বলা যায় না। কারণ যদি চক্ষুরাদি
ইঞ্জির বরূপই আত্মা হইত, তাহা হইলে ‘আমি চক্ষু’ ইত্যাদি
ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইঞ্জির বিনষ্ট হইলে আত্মাও
বিনষ্ট হইত। যেমন অস্ত্র ব্যক্তির নৃষ্ট বস্ত্র অপরা ব্যক্তি অরণ
করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্নদৃষ্ট পদার্থ
সকলের অরণ হইত না।

আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি হুণ, আমি কুল, ইত্যাদি
ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলা দুলদর্শিতার

কর্ম বলিতে হইবে। কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির ধর্ম ও অধর্মের ফল স্বরূপ ধর্ম ও নরক ভোগ করিত না। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন ব্যক্তি ধর্ম বা নরক ভোগ করিবে? ধর্ম বা নরকাদিকে অশীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তির শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া বাগানিরূপ ধর্ম কর্ম করিত না, পরদার, প্রভৃতি নিবিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্তি হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখ, যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে সদ্যপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই, এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহাও তাহার জানা নাই। তবে কেন তাহার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি হয়? সে তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ঐহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদি-ভোক্তা নিত্য এক অতিরিক্ত আত্মা আছে, কারণ ঐ বালকের পূর্বজন্মাহত হর্ষাদি কারণের স্মৃতি হইতেই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্বজন্মাহত স্তন্যপানের সংস্কার দ্বারাই তৎকালে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গোর, ক্ৰম ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

নাস্তিক চার্লস দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। চার্লসকমণ্ডিবলধিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখের উপারই চেষ্টা করিবে। যখন সকল ব্যক্তির কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বাকবেরা শবদেহ ভয়সং করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাহাতে সুখে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক সুখ-লিপ্সার ধর্মোপার্জনে আত্মাকে কষ্টভাগী করা নিতান্ত মুঢ়তার কার্য, কারণ তন্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাহার পক্ষভূত স্বীকার করেন না। তন্মতে ক্ষিতি, জল, তেল: ও বায়ু এই চারিভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে এই প্রকার বীমাংসা করেন যে, যদিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা নিশিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। যেমন হরিদ্রা শীতবর্ণ ও হুণ ভরবর্ণ, কিন্তু উত্তরে মিলিত

হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, শুক ও ততুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য যার দ্বারা প্রভূত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন পরার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্য স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। আমি হুল, আমি ক্লম, আমি গোরবর্ণ, আমি ভ্রামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই হুল ক্লমাদি ভাবে হ্রস্বকম হইতেছে, কিন্তু হুলহাদি ধর্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। ইহার আরও একটা প্রমাণ দিয়াছেন যে, যেমন পৌঃ ও চুৎক দুই-ই অচেতন, কিন্তু উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই ক্রিয়াশক্তি জন্মে, সেই প্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হইলে তাহার চৈতন্যস্বরূপ একটা শক্তি জন্মে। [চার্লস দেখ।]

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক, প্রথমক্ষেণে উৎপত্তি ও দ্বিতীয়ক্ষেণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাও স্বীকার করেন না, তাহার কারণ—কিছুই নাই, সকলই দৃষ্ট, কারণ যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদ-বস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সমস্ত বস্তু জাগ্রদ-বস্থায় দৃষ্ট হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ স্মৃতি অবস্থায় কোন বস্তুই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুত: কোন বস্তুই সত্য নহে, সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার-মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রতীতিবিজ্ঞান ও আলম্ববিজ্ঞান, জাগ্রৎ ও শূণ্য অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রতীতিবিজ্ঞান, আর স্মৃতি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলম্ব-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। অর্হত মতাবলম্বীরা প্রতি শরীরে এক একটা আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক আত্মা না থাকিত, তাহা হইলে ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কর্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্ত সকলে উপায়াহুতান করে, যদি উপায়াহুতানকর্তা যে আত্মা সে ফল ভোগকালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষি-বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলভোগ করি-

তেছি, সকল লোকেরই এই প্রকার অহুত্ব হইয়া থাকে, স্তূত্যাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিতে হইবে। (আবর্তন)

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা, তবে যে পরম্পর ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অসুমানসিদ্ধ। অসুমান-প্রণালী এইরূপ—বাহ্যর জ্ঞান ও ক্রিয়াক্রান্তি আছে, সেই পরমেশ্বর, বাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নহেন; যেমন গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে অস্তিত্ব, তাহার আর সন্দেহ কি? এ স্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঈশ্বরতায়রূপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল সংযোগাদি হইলে মৃত্তিকার পতিত বীজ জাতই হউক বা অজাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে, বিষ জানিয়া বা না জানিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার জীবাত্মা ঈশ্বরের জ্ঞান অগরিষ্ঠাংগাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন কাজেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জাত হইলেও কার্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয় ততক্ষণ সে কারণ দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না জানিলে তদাঙ্ক পিশাচ হইতে ভীক ব্যক্তিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান হইলেই ভয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবাত্মার পরমাত্মত্ব থাকিলেও উহা জাত না হইতে পারিলে পরমাত্মার জ্ঞান জীবাত্মারও ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অগরিমিত ধন থাকিলেও তাহা জানা না থাকিলে প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অগরিমিত ধন আছে, এরূপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা, এই প্রকার জীবাত্মার ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান হইলে—এক অসাধারণ প্রীতি জন্মে, এজন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা অবশ্য কর্তব্য।

ঐ দর্শন মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনাই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত বটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি সর্বত্র সর্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার পরম্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্বদা পরমাত্মা-রূপে সর্বত্র

প্রকাশমান আছেন এরূপ স্বীকার করিলে জীবাত্মাও পরমাত্মা-রূপে সর্বদা প্রকাশমান আছেন, স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা কখনই জীবাত্মা বা পরমাত্মার পরম্পর অভেদ থাকিতে পারেনা। কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তু হয়, সে বস্তুর প্রকাশ কালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার যে প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা বাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশের নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্যক ছিল? জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশও সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইপ্রকার আপত্তি করিলে এই উত্তর দেওয়া বাইতে পারে। কোন কামাতুরা কামিনী ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, তাহার স্বর অতি মধুর, অল্পপম রূপলাবণ্য ও সহাস্যবদন, এই উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার ঐ সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, ততক্ষণ যেমন আল্লাদিত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্যন্ত পরমাত্মার পরমাত্মত্বাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অসুসন্ধান না হয়, ততদিন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতাব অর্থাৎ পূর্ণতাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নির্দি-
ধ্যাসন করা যায়, তখন জীবাত্মার সর্বজন্যতারূপ পরমাত্মার ধর্ম আমাতেই আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন পূর্ণতাব হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। (প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন।)

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা (পুরুষ) নিত্য। সাংখ্যবাদীরা আত্মাকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ। আত্মা সর্বাঙ্গি ত্রিগুণশূন্য, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন-স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ হৃঃখাদিশূন্য মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। ইনি অকর্তা অর্থাৎ কোন কার্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য, তবে যে আমি করিতেছি, আমি সুখী বা হৃঃখী ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে, সে ভ্রমমাত্র। বস্তুর সুখ হৃঃখ বা কষ্টের আমার নাই, সুখ হৃঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম। দেখ, কখন পরম সুখজনক সামগ্রী পাইলেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্য বিষয়েরও পরম সুখলাভ হয়, আর কাহারও রাজ্যলাভে ও পর্যায় পরমেরও সুখবোধ হয় না। কেহ বা ভিক্ষালাভে হিঙ্গলবার শ্রমের করিয়া পরম সুখ অহুত্ব করে। অতএব ইহা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে, যে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কিছুই অজ্ঞাত নাই। যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা বস্তুক্রমে সুখ বা দুঃখ ভোগ হয়। অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম।

জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শন মতে সুখ দুঃখ ভোগ্য প্রকৃতি জীবাত্মার ধর্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। সাংখ্য, পাণ্ডুল ও বেদান্তদর্শনের সহিত এই বিবরণ লইয়া মতভেদ আছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও পাণ্ডুল মতে—ইহা বুদ্ধির ধর্ম, বুদ্ধিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত হইলেই আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞতব করে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান তাহা অলীক।

“বন্ধমোক্ষঃ সুখং দুঃখং মোহাপজিতং মায়রা।

স্বপ্নে বস্তুজ্ঞানঃ খ্যাতিঃ সংসৃতিরিত্বং বাস্তবীঃ” (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা মায়াদ্বা প্রকৃত্যাগাদি দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রকৃতি প্রতিবিম্বরূপে অজ্ঞতব করে।

বাস্তবিক ইহা আত্মার স্বরূপ নহে। এই প্রকার অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্গশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥” (সাংখ্য ভাষ্য)

প্রকৃতিসম্বৃত গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য সকল আত্মা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আদিই কর্তা এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ ইহা নহে।

“নির্কাণময় এবামাত্মা জ্ঞানময়োহমলঃ।

দুঃখজ্ঞানময়া ধর্মী প্রকৃতেস্তে তু নান্নয়ঃ।” (সাংখ্য ভাষ্য)

আত্মা, নির্কাণময়, জ্ঞানময়, অমল। প্রকৃতির ধর্ম সকল দুঃখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা আত্মার নহে। কিন্তু জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে, জীবাত্মাকে যদি প্রকৃতি স্থানীয় করা যায়, তাহা হইলে দুই মতের উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে। সাংখ্য মতে প্রকৃতিকে অগতের আদিকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

“প্রকৃতিঃ প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ আদিকারণঃ।” (সাংখ্য ভাষ্য)

প্রকৃতির পরিণাম দুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিস্ময় পরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির বিকৃতি হয় না। যখন বিস্ময় পরিণাম হয়, তখন প্রথমে প্রকৃতির ৭টী বিকৃতি জন্মে। ১৬টী বিকার পদার্থ, এই ১৬টী হইতে কোন প্রকার বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত। পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, এই প্রকৃতিই আত্মাকে নানা প্রকারে বিভোহিত করে। আত্মা প্রকৃতির দ্বারা আপনাদি স্বরূপ জানিতে পারে না, প্রকৃতিই সমস্ত সুখ দুঃখাদি অজ্ঞতব করে, তাহা হইলে দেখা যায় প্রকৃতির ধর্ম

ও জীবাত্মার ধর্ম একই [প্রকৃতি দেখ।] জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা আর সাংখ্যাদি মতের প্রকৃতি একই বস্তু।

আত্মা শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা এক হইত, তাহা হইলে একের জন্মে বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মৃত্যু হইত এবং একের সুখে বা দুঃখে অগণ্যগুলি সুখী বা দুঃখী হইত, যখন সুখদুঃখের এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পুরুষ বা আত্মা নানা এবং যে আত্মার যে যে প্রকার কার্য করে, তাহাকে তদনুরূপ কলাভোগ করিতে হয়, যদিও আত্মার সুখ ও দুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনেক ইহা সাধিত হইলে একজনের সুখে অগণ্য সুখী না হইত কেন? এ প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতেই পারে না। তথাপি যেমন জ্বালাপুশের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ ও রক্তের জ্ঞান প্রতীতমান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিই সুখ দুঃখাদিকে আনুগত্য বিবেচনা করিয়া আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ বোধ হয়। সকল ব্যক্তির ঐক্যত্বপক্ষে একজনের ঐরূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে, তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই। আত্মার যখন কিছুই নাই, তখন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু এরূপ হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা যখন এক একটী আত্মা দেখা যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন? কিন্তু ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুদ্ধিতে পারা যায় যে, ইহা আত্মার নহে।

“তদ্ব্যয়ং বধ্যতে হসৌ ন মৃত্যতে নাশি সংসরতি কচিৎ।

সংসরতি বধ্যতে মৃত্যতে চ নানাপ্রাণ প্রকৃতিঃ ॥”

(সাংখ্যতত্ত্বকোষ ৬২ দৃ’)

আত্মা বন্ধ হয় না, মৃত্যুও হয় না, প্রকৃতি নানারূপ ধরিয়া বন্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান) না হয়, ততদিন বিরত হয় না।

নর্ভকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়া নর্ভকবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া নৃত্য হইতে নিবর্তিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নিবর্তিত হয়, অর্থাৎ তখন আত্মা মুক্ত হয়। আত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়া সুখ বা দুঃখ প্রতিবিম্ব রূপে ভোগ করে, সেই শরীর বিবিধ, স্থল ও যক্ষ্ম। স্থল শরীর মাতা ও পিতা দ্বারা উৎপন্ন হয়। বাত্মা হইতে সোম,

শোণিত ও মাংস এবং পিত্ত হইতে দ্বা, অহি ও মজ্জা জন্মে। এই ৬টা বস্তুখচিত হুল শরীরকে বাটিকৌশিক এবং উক্ত রীতি জন্মে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে মাতাপিতৃক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এই শরীরও ভুক্ত জীবের পরিণাম মাত্র। যে বস্তু ভক্ষণ করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় এবং অসার ভাগ মল ও মূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই বাটিকৌশিক শরীরই অস্তে হয় যুক্তিকা, না হয় ভস্ম, অথবা শৃগাল কুকুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবে। যিনি যতই বস্তু ভক্ষণ না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামরবৎ করিতে পারিবেন না, সকলই কিছুদিনের জন্ত, অস্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীখরেরও যে গতি, দরিরেরও সেই গতি। এই হুল শরীরাত্মিক একটি শরীর আছে, তাহাই হুল শরীর।

“হুন্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈত্রিধা বিশেষাঃ স্ত্র্যাঃ।

হুন্মাত্তেবাঃ নিরতা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে॥” (সাং ত কো ৩৯)

যুক্তি, অহহার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ ভবের সমষ্ট এই হুলশরীর নিত্য, অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। হুল শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকে বাইতে পারে; হুল শরীর কখনও নর, পত, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি বস্তু হুল শরীর ধারণ করে এবং কখন ক্ষণিক কখন বা নারকীয় হুল শরীর আর কখন পুনরীকর মনুজাদি শরীর গ্রহণ করে। এই শরীরে স্বচ্ছ হৃৎকেন্দ্র আছে। আত্মা (জীবাত্মা) মৃত্যুর পর অর্থাৎ বাই কোশিক দেহ পরিভ্রমণ করিলে অষ্টাদশ ভবের অবয়ব-সমষ্টি-রূপ লিঙ্গশরীর লইয়া স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ করে, পরে পাপ বা পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার পুনরায় স্বীয় কর্মফলরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। ঋতি প্রভৃতিতে হুল শরীরের পরিমাণ অদ্বৈত মাত্র নির্দিষ্ট আছে।

“অদ্বৈতমাত্রঃ পুরুষোত্তরাত্মা

সদা জনানাম হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।” (কঠোপনি ৬২৭)

জীবাত্মার পরিমাণ অদ্বৈত পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন, “অদ্বৈতমাত্রো হুন্মাত্ম-পদার্থভিঃ” (সাংখ্য ভা ৩) জীবাত্মার পরিমাণ অদ্বৈত মাত্র হওয়া অসম্ভব, তবে অদ্বৈত মাত্র এই কথা বলার হুল প্রতিপন্ন হইতেছে। কোন মতে, কেবাগকে শতভাগ করিলে কত হুল হয়, ইহার পরিমাণ ভদ্র হুল। প্রকৃতি

স্থতির আদিতে এক একটি পুরুষের এক একটি হুল শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, হুল শরীর অধুনা আর জন্মে না? সকল পুরুষই জীবাত্মা। সাংখ্যমতে জীবাত্মাত্মিক পরম পুরুষ পরমাট্মা কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহা নির্ণয় করা অতি দুষ্কর, কপিলদেব “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” (সাংখ্য ১১২) এই সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড়্‌দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন এবং পরমাত্মাধারক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন; সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্যাত্ম্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, কপিলদেবের মতেও পরমাট্মা বা ঈশ্বর আছেন, তবে যে “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এই সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা বানীকে জয় করিবার আশয়ে প্রোচি-বাদ মাত্র। অতএব “ঈশ্বরাত্মাবাৎ” এইরূপ সূত্র রচনা না করিয়া “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—

কপিলদেব বানীকে কহিতেছেন, ভূমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন। পরমাট্মা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিপ্রায় নহে। যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকারণ্যমুঠানে প্রস্তুত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উচ্চাঙ্গের আন-রনাদি করে, তখনই ঐ ঘটপটাদি স্বকারণ্য করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রকৃতিও জড়, স্তত্রাৎকিরূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরুণে প্রস্তুত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতিরও একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলা বাইতে পারে না, কারণ জীবগণ হুলদর্শী ও অসর্বজ্ঞদ্বারা দোবে দ্রুত, জীবের এমন কি শক্তি আছে, যে অগৎকরণে প্রস্তুত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। স্তত্রাৎকিরূপ শক্তিসম্পন্ন সর্বোত্তম পরমাট্মার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, এই যুক্তি দ্বারা পরমাট্মা বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যেমন কাক ভোমার কর্ণ লইয়া গেল, এই বাক্য শ্রবণ করিবার মাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত হওয়া উপহাসনীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতি-রেকেও অনেক জড় বস্তুর কার্য্যকরণে প্রস্তুতি যেনা হইতেছে, যেমন নরজাত হুমানের জীবনধারণার্থ জড়াত্মক হৃৎপ্রকৃতি হৃৎ এবং জলপদের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি

অতঃ পরম হইতে বৃহৎপত্তি হয়। অতএব জীবের কল্যাণার্থ জড়াত্মক প্রকৃতিও জগদ্বিশিষ্টে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মা স্বীকারে প্রয়োজন কি? যদি পরমাত্মা সংস্থাপনের আশায় বল পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগদ্বিশিষ্টে প্রবৃত্ত করেন বা স্বয়ংই প্রবৃত্ত হন, এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরসাধক না হইয়া পরমাত্মার বাধক হইয়া উঠে। দেখ, করুণা শব্দে পরের দুঃখ নিবারণেচ্ছা বুঝায়, সুতরাং পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া সৃষ্টি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্মা জীবের দুঃখ নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কাহারও দুঃখ ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে পরমাত্মা প্রথমতঃ কাহার নিবারণার্থে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলেন, আর কিহেতুই বা সর্বজ্ঞ পরমাত্মার এইরূপ অসং দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থ ঔষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং তাহার প্রতি সর্বতোভাবে ঘেঁষাই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া থাকে, সেইরূপ যদি পরমাত্মা জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবেচকের ভায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা ও বিবেচকতায় ঈশ্বরও শক্তিই বা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত, জীবের দুঃখ-সম্ভারের পর পরমাত্মা করুণা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে পরমাত্মা তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এ অজ্ঞ সৃষ্টি দুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং সৃষ্টি হইলে দুঃখের আবির্ভাব হয়, এ অজ্ঞ দুঃখও সৃষ্টিনাপেক্ষ, এই পরম্পর সাপেক্ষতারূপ অজ্ঞাতাশ্রয়দোষ ঘটে। আরও দেখ, যদি পরমাত্মা করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, বেহেতু সকলেই পরমাত্মার কৃপায় পাত্র এক। পরমাত্মা পক্ষপাত প্রকৃতি দোষবৃত্ত। অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে,

পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন প্রকৃতিই জগদ্বিশিষ্টে প্রবৃত্ত হইতেছে।

যেমন নির্কোপার অরহন্তমণির সন্নিধানে জড়াত্মক দোহেরও কিরা হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্নিধানে অজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিরও জগদ্বিশিষ্টার্থ কিরা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি পুরুষকে নিজ স্বত্ব আয়োজন করাইয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতন প্রকৃতি জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বিশিষ্টার্থ করে, জীবাত্মা প্রকৃতির মার্য্য মুগ্ধ হইয়া বাহা নিজের ধর্ম্ম নয়, প্রকৃতির ধর্ম্ম, তাহাই আপনার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে। 'এ অজ্ঞ প্রকৃতি পুরুষ (জীবাত্মা) পরম্পর সাপেক্ষ। এই জীবাত্মার অদৃষ্ট (ধর্ম্ম অধর্ম্ম) জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, ইহা বীজাদুর-ভারবৎ অনাদি। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি না হইবে, ততদিন প্রকৃতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জড় তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। "জ্ঞানাত্মকি" (সান্দ্য) এই জ্ঞানের অন্য প্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। প্রবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্মা মুক্ত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বাসনা (সংসার) অপনীত না হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় নাই। (সান্দ্য) পাতঞ্জলদর্শনের সহিত সান্দ্যের জীবাত্মার একমত আছে।

যোগসূত্রকার জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে—অবিদ্যা, অমিতা, বেদ, অবিবিশেষাখ্য পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বাসনা দ্বারা অপরাধুট পুরুষ বিশেষকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা যায়, অর্থাৎ যে অনির্লক্ষণীয় পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্বদা পরমানন্দ স্বরূপে সর্বত্র বিস্তারিত আছেন, যিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত কর্ম্ম করেন না, ইহার কোনরূপ কর্ম্মফলের বাসনা নাই এবং এইরূপে যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব-বিষয়ে নির্লিপ্ত, সেই আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সর্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ গুণশালী, তাঁহার সদৃশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন। পাতঞ্জলের মতে—পরমাত্মসাধক বৃত্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তুই সাক্ষ্যময়, অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত, যত সকলের শেষ লীলা আছে, যথা অন্নদ ও অধিকদ, পরিমাণের শেষলীলা বস্তুজনে পরমাণু ও আকাশ, অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণ দ্বারা, কাহাকে অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা ভক্ত্যৎ পাত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট প্রতীক্যমান হইতেছে যে, জ্ঞানানি

সাত্ত্বিক পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানাদি কোথাও শেব সীমা লাভ করিয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হইরাছে। যে পদার্থ বাহ্য শূণ্যের সত্তা ও অভাবে স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তা রূপ অত্যাৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অগুর পয়স অণুতা, মূলের পয়স মূলতা, মূলের অভ্যন্ত মূর্ততা, এবং বিশ্বানের বিচ্ছিন্নতাই অত্যাৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে। নতুবা তদ্বিপরীত মূলবাদি অণু প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিক বিবরণতা ও অল্প বিবরণতাই লক্ষিত হইবে। এই জ্ঞানই কিঞ্চিদাত্ত শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলা যায়। এক্ষণে যখন অধিক বিবরণতাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন অপরিস্রব্রত ব্রহ্মাণ্ডের অপর্যায় ও আমানিগের চক্র অগোচর সর্ববস্তুর বিবরণতাই যে জ্ঞানের অত্যাৎকৃষ্টতারূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানরূপ সর্বজ্ঞতা জীবাত্মার সম্ভবে না, যেহেতু জীবাত্মার বুদ্ধিবৃত্তি রজোভূগ ও তমোভূগ দ্বারা কদুচিত্ত থাকায় দৃশ্যশ্রুতিপরিচ্ছিন্ন, এই দৃশ্যশ্রুতির দ্বারা কখনই সর্বগোচরজ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং অপরিস্রব্রত দৃশ্যশ্রুতিমানকেই তাদৃশ সর্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ঐরূপ অপরিস্রব্রত দৃশ্যশ্রুতিমান বিনি, তিনিই যোগসূত্রকারের অভিমত পরমাত্মা। এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া কেবল বাগাড়ম্বর করা অজ্ঞানের বিভ্রান্তপ্রলাপ রাজ। এই পরমাত্মা অগরিষ্ঠার্থার্থ বৈজ্ঞানিকসারে শরীরধারণপূর্বক সংসারপ্রবর্তক ও সংসারানলে সম্ভ্রাম্যমান ব্যক্তি সকলের অহংগ্রাহক, অসীমত্বপানিধান এবং অন্তর্ধানিরূপে সর্বত্র দেহীণ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় এই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে। যোগসূত্রের আত্মা (জীবাত্মা) ও পরমাত্মা তির ভগবতের সকল বস্তু পরিণামী।

“পরিণামমতাবাহি ভূগাঃ না পরিণম্য কণমণ্যবতিষ্ঠতে।”

(তত্ত্বকো’)

ভূগ সকল পরিণামশীল, কণকাল পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। ভগবতের যে বস্তুই পর্য্যবেক্ষণ কর না কেন, প্রতিকূলই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিশ্রবী আত্মা।

“পরিণামিনোহিতিবাঃ ক্ষতে চিতি শক্তে।” (সাত্ত্বকো’)

চিন্তাক্রমি অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত সকলই পরিণামী। (পাতঞ্জলসং’)

বেদান্ত মতে, একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, আর সমুদয়

ভগবৎই মিথ্যা। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। জীব (জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা বা উপাধিযুক্ত আত্মা) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবামাত্রই ব্রহ্ম হয়, আত্মজ ব্যক্তি সংসারস্থঃ অভিক্রম করে, এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত দ্ব্যর্থাতীত হইবার অন্য কোনই উপায় নাই। ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার অনিচ্ছ অহংভবের নাম ব্রহ্মজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা শুনিলেই শ্রবণ হয় না, শুক্লমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য আছে, এরূপ বিশ্বাস করিলে, এই সকল একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। আপনার ব্রহ্মতাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আকৃষ্ট হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মঙ্গলমীচিকা জলজাতি, তেমনই ব্রহ্ম দৃষ্টজাতি, অর্থাৎ এই পরিদৃষ্টমান ভগবৎ বাহ্য দেখা বাইতেছে, তাহা সকলই রজুতে সর্পদর্শনের দ্বার মিথ্যা, বাহ্য দেখিতেছে, তাহা ব্রহ্ম বা আত্মা, কিন্তু অবিদ্যামোহিত হইয়া আত্মার স্বরূপ না দেখিয়া পরিদৃষ্টমান ভগবৎ দেখিতেছে। সুতরাং দৃষ্টপ্রাপক মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, প্রথমে এই জ্ঞানলাভ অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ব্রাহ্মবিশেষের বিলাস, সুতরাং আমি (আত্মা) জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজুস্পর্শের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাপাশ্রয় অহং অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে, অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইরাছে বুলিয়া অবধারণ করিলে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য। ইহাকে মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবদৃষ্টবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তিবল, বাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার, সে অবস্থা শাস্ত্রিক, রাজনিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত। এখন বাহ্য ব্রহ্মস্থঃ বলিয়া জ্ঞান, সে অবস্থা ব্রহ্মস্থঃভবের অতীত। তাহা নির্ভর, অমর, ধন, আনন্দ, একরস ও কৃষ্ণ নিত্য।

একই চৈতন্য আত্মাতে ভোক্তাভে ও অন্যান্য জীবের বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড আত্মাই (চৈতন্য) ব্রহ্ম, এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা অতিরিক্ত বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বপ্ন, মর্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিভাসিত অথবা দায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। সর্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই

এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য। চৈতন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ভূত নহে এবং এই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যই আত্মা, আত্মা চৈতন্য ভিন্ন নহে। অতএব যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন আত্মা সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি? এই জীব ব্রহ্মের ঐক্যই “তত্ত্বমসি বেতকেতো” ইত্যাদি ঋতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃত্তি, অপচর ও বিনাশরূপ যৎবিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই।

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্তায়ং ভূষা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজোনিত্যঃ শাস্তোহ্যং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥”

(গীতা ২।২০)

ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্জিত হন না, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার বিনাশ নাই। আত্মা সর্বত্র সর্বদাই দেবীপ্যমান রহিয়াছেন এবং আত্মাই পরম আনন্দ স্বরূপ। যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় স্নেহের অধিতারী পাত্র। দেখ আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে। অন্যের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীতি না হয়, যদি আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল, স্তুরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই যোগপরিহারার্থ যদি আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্ জীব স্বেচ্ছানাদি উপভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি বলাকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে, কিন্তু এই আপত্তি বহন করিতে যদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা বাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধক বশতঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র মধ্যস্থিত চৈতন্যময় ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এখানেই অজ্ঞাত বাগকের অধ্যয়নরূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ এইটী চৈতন্যের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ বিশেষ জানা যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ এই মাত্র জানা যায়, যে ইহার মধ্যে চৈতন্যের অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরমাত্মার প্রতিবিম্বিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সং বা অসংরূপে অনির্ণয়ের পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞান জগতের

কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলা যায়, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিবেক ভেদে দুইটা শক্তি আছে। বেরণ মেঘ পরিমাণে অর হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহু বোজন বিবৃত স্বর্ঘ্যমণ্ডলকে যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থান্তরে বিবিধ, মারা ও অবিদ্যা। বিদ্যুৎ অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অনতিভূত অজ্ঞানকে মারা, আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অতিভূত সত্ত্বগুণপ্রধানকে অবিদ্যা কহে। এই মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াতে দ্বারত্ব করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও অন্তর্দ্বারী স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি সমস্তই জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, স্তুরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি ও বোদাত্ব মতে অবিদ্যা বা মারা প্রারম্ভ এক জিনিস, কিন্তু পরস্পরের সহিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উত্থাপিত আছে। যেহেতু জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা জগতের কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতিই জগতের কারণ এবং বোদাত্ব মতে অবিদ্যা বা মারা জগতের কারণ। এই জন্য এই তিনই এক পদার্থ বলিয়া অস্বীকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, এ জগতে বাহ্য কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমূহের রক্ষণে সর্বপ্রমবৎ কল্পিতমাত্র। জীবাত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই জীবাত্মা। অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভাগ করা বক্তাপুত্রের নামকরণের জ্ঞান উপহাস্যাপদ।

যদি পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে, জীবই পরমাত্মস্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থক নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ পরম মুক্তি যতদূরই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না। সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে বস্তবান্ হইয়া থাকে? কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিজ্ঞাসা ও তুলনামূলক প্রকৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে। কারণ সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব প্রম হয় এবং ঐ প্রমনিয়াকরণার্থ

উপায়াভর অবলম্বন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি—দশজন মূখ্য ব্যক্তি নদী পার হইয়া সকলই আপনাকে পরিভ্যাগ-পূর্বক গণনা করিয়া দেখে ১ জন ভিন্ন ১০ জন হয় না, তখন তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, একজনকে নিশ্চয় কুড়ীয়ে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন হুজিমান্ ব্যক্তি কর্তৃক “দশন ভূমি” এইরূপ উপদিশ্ট হইল, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করিতে দশ জনই আছি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অশ্রু বস্তর লাভে পরম আনন্দিত হইল। আর প্রায়ই এইরূপ ঘটনা থাকে, অজ্ঞানবদ অবস্থার নিজ বন্ধে গাত্রমার্জিনী রাখিয়া অস্ত্র স্থানে অবস্থান করিতে হয়। অতএব জীব পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান নিহতির অস্ত্র উপায়াবলম্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত ভুক্তি-ক্রমে অবশ্য কর্তব্যই হইতেছে।

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, মন কর্ণে-ন্দ্রিয় সহিত মনোময়কোষ, এবং কর্ণেন্দ্রিয় সহিত শ্রোণ শ্রোণময় কোষ বলিয়া গণ্য। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্ ও কর্তৃব্যশক্তিসম্পন্ন। মনোময়কোষ ইচ্ছা-শক্তিমান্ ও করণস্বরূপ এবং শ্রোণময় কোষ ক্রিয়াশক্তি-শালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয় পঞ্চ শ্রোণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ মিলিত হইয়া স্মৃশ শরীর হয়, ঐ স্মৃশ শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর ইহলোকে ও পরলোকগামী এবং ভুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই লিঙ্গ-শরীরের যখন মূলশরীর পরিভ্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময় যেমন জলোকা একটা ভূগ অবলম্বন না করিয়া পূর্ণাঙ্গিত ভূগাদি পরিভ্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের) মূভ্যম অব্যবহিত পূর্বে একটা ভাবনাময় শরীর হয়। ঐ শরীর হইলে বাবজীবন-ব্যাপী কর্মরশি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন কর্মাশ্রয়গারে যে কোন মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট প্রভৃতি একটা আশ্রয় করিলে আত্মা লিঙ্গশরীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ণ-দেহ পরিভ্যাগ করে। [ব্রহ্ম দেখ।] শ্রোণ নির্গত হইবার সময় নবদ্বার দিয়া নির্গত হয়।

জীবাদান (জী) জীবাত্মা আধানঃ ৬৩৭। বৈত ও রোগীর অজ্ঞাতর বমন ও বিরোচনের পক্ষদশ প্রকার ব্যাপ্য ঘট, তাহার মধ্যে জীবাদান একটা। ব্রহ্মতে ইহার বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—বিরোচনের অভিযোগে প্রথমে মেঘলহ জল, পরে বাসেবৌত জলের জ্বর জল, পরে জীবশোণিত, পরে জলহান (গোসোল) পর্য্যন্ত নির্গত হয় এবং কল্প ও বমন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অধোভাগে জলনিহত

হইলে হুতে অভ্যক্ত ও বৈদ প্রোষণ করিয়া অজ্ঞানে প্রবিষ্ট করাইবে, অথবা মূত্ররোগের প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিবে। [মূত্ররোগ দেখ।]

কল্প হইলে বাতব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। [বাতব্যাধি দেখ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে কান্দরো কল, বদরী ও দুর্বার ভাঁটা দিয়া হৃদয়াক করিয়া শীতল হইলে হুতমণ্ড ও অগ্নন বোগে আত্মপন করিবে। জগ্ৰোধাদিগণের কাথ, হুত, ইন্দ্রস ও হুত এই সকল শোণিত সংস্ফট করিয়া বহিতে প্রোষণ করিবে। উর্কশোণিত নিঃসৃত হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাভীয়ারের জ্বর প্রতীকার করিবে। জগ্ৰোধাদিগণের কাথও প্রোষণ করা যায়। যে শোণিত নির্গত হয় তাহা জীবশোণিত। রক্ত পিত্ত ইহা জানিবার জন্ম তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডুবাইয়া উষ্ণ জলে প্রকালিত করিবে। যদি রক্তিত থাকে, তাহা হইলে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে। অথবা সেই শোণিত অগ্নে মাখাইয়া কুন্তুরকে দিলে যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া জানিবে।

(ব্রহ্মত চিকিৎসা ৩৪ অঃ)

জীবাদান (জী) জীবত ক্ষেত্রজ্ঞাত আধানঃ ৬৩৭। শরীর, দেহ।

জীবাদার (জুং) জীবত ক্ষেত্রজ্ঞাত আধানঃ আশ্রয়স্থানঃ ৬৩৭।

হৃদয়। (হেম) “হৃদয়ঃ তস্মাক্ হৃদয়ঃ” (ছান্দোগ্যঃ উঃ)

‘জীবত হৃদয়ধারোক্তে স্তবাৎ’ (ভাষ্য)

হৃদয়ে জীব (জীবাত্মা) অবস্থান করে, এই জন্ম হৃদয়ের নাম জীবাদার।

জীবাত্মক (জুং) জীবত অন্তর্যতি নাশরতি জীব-পিচ্ছ বুলু। ১

শাকুনিক, বাধ। (ত্রি) ২ জীবননাশক।

জীবাক্ষিপিক (জুং) চক্রবিত রশিকলার ১৬০০ ভাগের অষ্টম ভাগ। (হৃদয়ঃ)

জীবাত্মা (জী) জীবত উদরহৃদয়ঃ আশ্রিত গৃহাতি নাশর-তীত্যর্থঃ আ-শা-ক টাপ্। সৈংহলী। (রাহনিঃ)

জীবাত্মিকার (জুং) অর্ধমতপ্রসিদ্ধ জীবভেদ, ইহা তিন প্রকার, অনাদিসিদ্ধ, মুক্ত ও বন্ধ। অনাদিসিদ্ধ অর্ধে, যিনি সকল অবস্থার অবিদ্যা প্রভৃতি ছঃখরহিত, অগ্নিমানি প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবিকা (জী) জীবাত্মেহনরা (জরোক্ষ হনঃ। পা ৩৩। ১০০)

জীব অ-কন্ অত ইৎ। ১ জীবনোপায়। পর্য্যায়—আজীব,

বার্তা, বৃত্তি, বর্তন, জীবন। (অবয়) ২ জীব। (শকরঃ)

“আজিআবশ্যতাং তদ্বাৎ জীবৎ ব্রাহ্মণজীবিকাং” (বহু জঃ ১১)

৩ জীবনী। (নেমিনী)

জীবিত (জী) জীব তটৎ ১ জীবন, উপভোগ্য। (হেমঃ)

“জীবিতঃ যমনি কে জীবঃ বিতীরা” (উত্তর রাসচ ১ অঃ)

কর্তৃক। (জি) ২ জীবনযুক্ত, যে প্রাণধারণ করিতেছে।

জীবিতকাল (পুং) জীবিত জীবনত কালঃ ৬৩৭। অর্থঃ, প্রাণধারণ সময়। (অমর)

জীবিতম্ (ত্রি) জীবিত জীবনং হতি জীবিত হন-উক্। প্রাণ-নাশক, যে জীবন নষ্ট করে।

জীবিতজ্ঞা (স্ত্রী) জীবিত জীবনত জ্ঞা জানঃ বক্তাঃ। নাড়ী দেখিয়া জীবের জীবনকাল জানা যায়, এই জ্ঞত ইহার নাম জীবিতজ্ঞা বলে।

জীবিতনাথ (পুং) জীবিত নাথঃ ৬৩৭। জীবিতেশ, প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিতান্তক (পুং) জীবিত অন্তকঃ ৬৩৭। ১ জীবনান্তক, যম। [জীবান্তক দেখ।] (জি) ২ প্রাণীহিংসাকারী।

জীবিতেশ (পুং) জীবিত কেশঃ প্রভুঃ ৬৩৭। ১ প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর। ২ যম। ৩ ইজ। ৪ সূর্য। ৫ দেহমধ্যস্থিত চন্দ্রহর্ষা-রূপ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, সেহে হতি জ্ঞত ইহার জীবিতেশ বলিয়া অভিহিত। [নাড়ী দেখ।] (জি) ৬ জীবিতেশ্বর। (মহিলা)

জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিত ইশ্বরঃ ৬৩৭। জীবিতেশ, প্রাণেশ্বর। [জীবিতেশ দেখ।]

জীবিন্ (ত্রি) জীব অত্যাতি জীব-ইনি। ১ প্রাণধারণক, প্রাণিমাত্র। ২ জীবনোপায়যুক্ত। জিয়ারা ভীপু।

“পুঙ্খানুপুঙ্খজীবিতো নিরাতঙ্কানিরীড়মঃ।” (যশু ১ অঃ)

জীবেক্ষন (স্ত্রী) জীবরূপঃ ইক্ষনঃ রূপককর্মধা। জীবরূপকাষ্ঠ।

জীবেষ্টি (স্ত্রী) জীবোদ্দেশিকা ইষ্টিঃ। বৃহস্পতিসম্রাট, যে বজ্র বৃহস্পতির উদ্দেশে করা যায়।

জীবোৎপত্তিবাদ (পুং) জীবত সর্ববর্ণাভিযুক্ত উৎপত্তৌ উৎপত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬৩৭। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক প্রতিবাদ। পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈক্য গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। ভগবত্তক্তরা বলেন, ভগবান্ বাহুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবশুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন এবং এই চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াই জীবোৎপত্তি করিয়াছেন।

বাহুদেববৃহৎ সর্ববৃহৎ, প্রহ্লাদবৃহৎ, অনিরুদ্ধবৃহৎ, এই চারি প্রকার বৃহৎ তাঁহারই স্বরূপ।

“ত্রয়শ্চ বাহুদেবাখ্যা জীবঃ সর্ববর্ণাভিযঃ।

জীয়েত চ বনতশ্চৈব প্রহ্লাদাখ্যঃ ভক্তঃ পুনঃ ॥

অহংকারো হনিরুদ্বাখ্যচহরো বিশ্বরূপকাঃ।

বাহুদেববৃহৎ বাহুদেবজীয়েত বহুদেবকপু ॥” (পঞ্চরাত্র)

বাহুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সর্ববর্ণের অত নাম জীব, প্রহ্লাদের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহংকার। এই চারি প্রকার বৃহদের মধ্যে বাহুদেববৃহৎই পরপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ, বাহুদেববৃহৎ হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, সর্ববর্ণ প্রভৃতি তাহা হইতে নহুৎপন্ন। হুত্তরাং তাহা সেই পরপ্রকৃতির কার্য। জীব দীর্ঘকাল অতিগমন, উপাশান, ইজ্যা, খাদ্যাদি ও যোগসাধনে রত থাকিলে নিশ্চাপ হয়, পরে পাণরহিত হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্ বাহুদেবকে প্রাপ্ত হয়। (বাহুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সর্ববর্ণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতধর্মের এই মত শারীরিক মৃত্যুভায়ে খণ্ডিত হইয়াছে। ভগবত্তক্তগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর, পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্বাখ্যা ইহা ক্রতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাকে অনেক প্রকারে বা বৃহৎ (সমূহ) ভাবে অবস্থিত বা বিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ক্রতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব ভাগবতমতাবলম্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন না পরমাত্মা একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন। “স একথা বা ত্রিধা ভবতি” (শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরন্তর অনন্তজিত হইয়া অতিগমনাদিরূপ আরাধনার তৎপর হইতে হইবে। ইহাদের মতে এ অংশও নির্বিঘ্ন নহে। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর প্রাণিদানের বিধান আছে। হুত্তরাং পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ক্রতিবিরুদ্ধ নহে।

তাঁহারা যে বলেন, বাহুদেব হইতে সর্ববর্ণের, সর্ববর্ণ হইতে প্রহ্লাদের, প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরিকভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। জীব যদি উৎপত্তি-মানই হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, অগতঃ যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য। উৎপত্তি-শীল পদার্থ অনিত্য তিন্ন নিত্য হইতে পারে না। জীব অনিত্য অর্থাৎ নখর সত্যবাহুদেব তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হওরা সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কার্যের বিনাশ অবশ্যতাবী।

“নান্নাক্রতে নিত্যত্বাচ্চ ভাতাঃ।” (শাং হু ২।৩)

আত্মা আকাশাদির দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ নহে। কেন না ক্রতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্ণীত নাই। বরং অজ জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাই

০ অতিগমন-অর্থাৎ ভ্রমণভাবে ও ভ্রমণমোক্ষার্থে ভ্রমণমূল্যে পুণ্য প্রভৃতি উপাশান অর্থাৎ পূজারূপাদি আশ্রয় বা কার্যোপকরণ। ইজ্যা অর্থাৎ পূজারূপ প্রভৃতি। খাদ্যাদি অর্থাৎ ভোজ্যাদি বস্তুর ভক্ষণ। যোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি।

বর্ণিত হইয়াছে। ইন্ড্রিয়বৃত্ত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্তৃকলতোক্তা জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাধির ভায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ভায় নিত্য একরূপ সংশয় হইতে পারে। কোন কোন ক্রতি অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কোন ক্রতি বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই বস্তু শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব ভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয় হইলেই পূর্বপক্ষ তাহাতে পাওয়া যায়, জীবও উৎপন্ন হয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধক নহে *।

অবিকৃত পরমায়াই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, ইহা কিসে জানা যায়? তাহা সহজে জানা যায় না। কারা পরমায়া ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমায়াই জীব এ তত্ত্ব দুখিজের। পরমায়া নিশাপ, নিঃশব্দ, নিক্রিয়, জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [জীবাত্মা দেখ।] বিভাগ থাকিলেও জীবের বিকার (জন্মমরণ) জানা যায়। আকাশাদি যে কিছু বিভক্ত বস্তু সমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যপাপকারী স্বধর্ম্য-ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ অজ্ঞ জীবেরও অগতঃপত্তি-কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিক্ষুণ্ণ বহির্গত হয়, তেমনি পরমায়া হইতে সমুদয় প্রাণ জন্মলাভ করে। ক্রতি এইরূপে জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন—“এই সকল আত্মা তাহা হইতে ব্যক্তারিত হয়।” ক্রতির এই উক্তিভেদ ভোগ্যস্বাদ্যের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন প্রাণী পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র ক্ষুণ্ণ জন্মে। সেইরূপ এই অজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞ সমানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অজ্ঞেরই লয় প্রাপ্ত হয়। ক্রতিভেদে সমানরূপী এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ক্ষুণ্ণ ও অগ্নি সমান রূপী। জীবাত্মা ও পরমায়া সমানরূপী, উভয়েই চেতন, স্মরণ্য সমানরূপী। এক ক্রতিভেদে উৎপত্তি কথন নাই, তাই বলিয়া অজ্ঞ প্রত্যক্ষ উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা বলা যায় না। অজ্ঞ ক্রতিই অতিরিক্ত পদার্থ সর্বত্র সংগৃহীত হয়। পরমায়া বস্তু শরীরে অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি ক্রতিভেদে অগ্নিপ্রবেশ শব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে শরীরে অবিকৃত ব্রহ্মের প্রবেশ নহে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মের

বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। পূর্বপক্ষের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত মুক্তিভেদে জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাধির ভায় জন্মে। কিন্তু আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ উৎপত্তি প্রকরণের বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অসম্ভব আছে। এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলে তদ্বারা ক্রত্যন্তর কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় না সত্য, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কেন না জীব নিত্য। ক্রতিই অজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রোক্ত হয়। অজ্ঞ অবিচারিত, অতএব অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্ম ক্রতি দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। আত্ম-নিত্যবাদিনী ক্রতিনিচয় এই, “জীব মরেনা, তিনিই এই, ইনি মহান জন্মরহিত, আত্মা, অজ্ঞ, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম বিপক্ষিত্ব অর্থাৎ আত্মা জন্মেন না ও মরেন না, এই আত্মা অজ, নিত্য, শব্দ ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রবিষ্ট আছেন,” “জীব নামক আত্মা হইয়া অগ্নিপ্রবেশ-পূর্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব” “সেই পরমায়া এই শরীরে নাসাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছেন” এ সকল ক্রতি জীবের নিত্যত্বের বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিল তাহাও বলিতে পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম বিশিষ্ট), বিকারই নিবন্ধন উৎপত্তিমান এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই।

“একোদেবঃ সর্বভূতেষু গুটঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্তরাত্মা।” (ক্রতি) সেই সর্বব্যাপী একই দেব সর্বভূতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত। স্মরণ্য তিনি সমুদয় ভূতের অন্তরাত্মা এই ক্রতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটা দি সমুদায়ীন বিভক্তরূপে (পৃথক পৃথক রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমায়াও তেমনি বুদ্ধাদি উপাধি সমুদয় দ্বারা বিভক্তের দ্বারা প্রতিভাত হন।

এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ আছে—“সেই এই ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্য, শ্রোত্রময়” ইত্যাদি। এই শাস্ত্রদ্বারা একই ব্রহ্মের বহু ও বুদ্ধাদিময় বলা হইয়াছে। জীবের যাহা বার্থক্য তাহা বিপষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর না হওয়ায় বুদ্ধাদির সহিত একীভাব প্রাণিনিবন্ধন তত্ত্বাবাপত্তি ঘটে। যেমন জীময় ইত্যাদি। কোন কোন ক্রতিভেদে যে জীবের উৎপত্তি ও প্রায় কথিত হইয়াছে, তাহাও উপাধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন। উপাধির উৎপত্তিতে উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি-উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইয়া থাকে। উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা ক্রতি-প্রমাণে প্রমাণ করা হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কেবল বিজ্ঞান

* অর্থাৎ ক্রতি যে এক বিজ্ঞানই সর্ববিজ্ঞান প্রতিভা করিয়াছেন, একে ক্রতিগণেই সকলকেই জানা যায়। জীব যদি ব্রহ্মপ্রভব না হয়, আর পৃথক পদার্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম দ্বারা জীব জানা হইবে না। কাজেই সর্ববিজ্ঞান-প্রতিভাত হইবে।

এই লক্ষণ দুই হইতে উদ্ভিত হইয়া আবার দুইয়ের বিনাশে বিনষ্ট হয় এবং উপাধির বিনাশ হওয়ার সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐ বিনাশ উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে। তাহাও এই ভ্রুতি-প্রমাণে নিরাকৃত হইয়াছে। "ভগবন্! আত্মা বিজ্ঞানবন কেবল বিজ্ঞান অথচ সংজ্ঞা থাকে না, আপনাদের এই কথা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম না।" ইহার প্রত্যুত্তরে ঋষি বলিলেন, "আমি ভ্রান্ত কথা বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও পরিণাম হয় না। তবে কিনা তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ বিষয়ের সম্পর্ক হয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হয়, আবার বিষয়-বিগমে কেবল হন।" অবিকৃত ব্রহ্মই শরীর সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্তরূপ। এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই অহমিত হইতে পারিবে। পূর্বোক্ত ভাগবতদিগের যে ঐ কল্পনা তৎপ্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে।

"ন চ কর্তৃঃ করণং" (শাং হুং)

লোক মধ্যে দেবদত্তাদি কর্তা হইতে দাতাদিকরণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতের বর্ণন করেন, সত্ত্বগুণ নামক কর্তা জীব প্রহ্মায় নামক করণ মন জন্মাইয়া থাকেন। আবার সেই কর্তৃজন্ম প্রহ্মায় (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) উৎপত্তি হয়। ভাগবতদিগের এই কথা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করা কাহারও সম্ভব নহে। ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে উক্ত সত্ত্বগুণাদি জীবতাব্যাহিত নহে। উহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্যশক্তিসূক্ত বল বীৰ্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাহুদেব-নিরূপিত ও নিরবয়ব। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে, তাহাদের উক্ত অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নির্দ্বারিত হয় না। অর্থাৎ অস্ত্র প্রকারে ঐ দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইরূপ, সত্ত্বগুণ প্রহ্মায় ও অনিরুদ্ধ ইহার পরস্পর ভিন্ন একাত্মক নহে অথচ সকলেই সীমধর্মী ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রোক্ত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার নিম্নায়োজন। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্ বাহুদেব এক অর্থাৎ

অবিতীয় ও পরমার্থতম এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকার নিদ্বন্দ্বহানি দোষও ঘটে।

ঐ চতুর্ভূহ ভগবান্ এই এবং তাহার সকলেই সমধর্মী, এরূপ হইলেও উৎপত্তিসম্ভব দোষ তদবধি থাকি। যেহেতু অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না থাকার বাহুদেব হইতে সত্ত্বগুণের, সত্ত্বগুণ হইতে প্রহ্মার ও প্রহ্মার হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্যাকারণের মধ্যে অতিশয় থাকাই নিরর্থক। যেমন বৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোনটা কার্য কোনটা কারণ তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে না। আরও দেখ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাহুদেবাবির জ্ঞানাদি ভারতম্যাকৃত ভেদ মানেন না। বাস্তবিক বাহুচতুর্ভূহকে অবিশেষে বাহুদেব বলিয়া মান্ত করেন। ভগবানের বাহু (ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃসংখ্যাত্তেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে? তাহা নহে। ব্রহ্মাদি তত্ত্ব পর্য্যাপ্ত (তত্ত্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগৎই ভগবৎবাহু। ইহা ভ্রুতি মূর্তি প্রকৃতি সত্তল ধর্মশাস্ত্রেরই মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিতাব প্রকৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা অবশ্যই বিরুদ্ধ। ভাগবতগুণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীৰ্য্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং প্রহ্মাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্ বাহুদেব। আরও দেখ তাহাদের শাস্ত্রে বেদমিমা আছে।

"চতুর্ভূবেদেহু পরং প্রেয়োহলকা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রং অধিগতবান্।" (শাং হুং ভাং) শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরম প্রেয়োহলভ না করিয়া অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ধর্মগ্রন্থে বেদমিমা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম-জিজ্ঞাসুর গ্রহণীয় নহে। এই কারণে ভাগবতভাবাবলম্বীদিগের জীবোৎপত্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসম্ভব ও নিতান্ত অপ্রাঞ্জল।

কথাদের মতে—আত্মা আগন্তুক চৈতন্ত অর্থাৎ স্বতঃচৈতন্য নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্ত নামক গুণ জন্মে। আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা নিত্য চৈতন্তরূপী। এই দুই বিরুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার ধরন কি? জিনি কি বৈশ্ববিকদিগের মায় আগন্তুক চৈতন্ত? না সাংখ্যের জতিমত নিত্য চৈতন্তরূপী? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগ-
ন্তুক চৈতন্ত পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে সৌহিত্য গুণ জন্মে, তেমনি মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্তগুণ জন্মে। আত্মা নিত্য চৈতন্তরূপী হইলে অবশ্যই স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রাণবী-
ববাহার চৈতন্ত দর্শন থাকিত। ঐ সকল অবস্থার চৈতন্ত

* নিরূপিত অধাতুভিত্তিক; অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভব নহে। নিরবয়ব নামাবিরহিত। নির্দেশ রাখারি সহিত।

থাকে না, চৈতন্তের অভাব হয়। তাহা এই সকল অবস্থার পর তাহার ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, কখন অচেতন, এতদ্ব্যতীত স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিত চৈতন্ত নহে। কিন্তু আগন্তুক চৈতন্ত, এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা বাইতেছে, আত্মা নিত্যোদিত চৈতন্ত, পূর্বোক্ত যেতুই তাহার যেতু অর্থাৎ বেহেতু আত্মা উৎপন্ন হন না। অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীবতাব্যবহিত আছেন, সেই জন্ত তিনি নিত্যচৈতন্তরূপী, আগন্তুক চৈতন্ত নহেন। পূর্বপক্ষ বলেন, যে সুপ্ত পুরুষের চৈতন্ত থাকে না। ক্রতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, আত্মা সুষুপ্তিকালে দেখেন না, এমত নহে। দেখেন অথচ দেখেন না। জেইবাই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির জট্টা, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিদ্য। সেইজন্ত তখনও তাহার বিলোপ হয় না। তৎকালে বিত্তীয় থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন। জন্ত সময়ে তাহা হইতে এ সকল (জট্টব্য) বিতক্ত হয়। তাই তিনি তাহা দেখেন। ক্রতি ইহাই বলিয়াছেন। পুরুষ সুষুপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন, অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্ততাব্যবহিত: ঘটে না, বিবরাভাব বশতঃই ঘটয়া থাকে। যেমন একান্ত বস্তুর অভাবে একাঙ্গক পদার্থের অনতিব্যক্তি ঘটে, তেমনি জট্টব্যের অভাবে জট্টারও অনতিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং তাহার বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিক জ্ঞায় প্রভৃতির এই কথা অসঙ্গত নহে। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবোপাধি (পুং) জীবন্ত উপাধি: ৬তং। স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগ্রদবস্থা এই তিনটা জীবের উপাধি। সুষুপ্তি অবস্থার কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধি কি প্রকারে সম্ভবে? ইহা সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধ্যাদিতে (অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি থাকে। যে প্রকার বস্ত্রে সুগন্ধি পুশ্প রুক্মন করিয়া রাখিয়া পরে পুশ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুশ্পবাসিত বস্ত্রে সুগন্ধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার জীবেরও বুদ্ধ্যাদি সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। অতএব সুষুপ্তিতেও জীবের উপাধি থাকে। স্বপ্নাবস্থার জাগ্রদবাসনা (সংস্কার) রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদেশজ্ঞান, পুরুষজ্ঞান, এই অষ্টাদশ অঙ্গবাবিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাসনা (সংস্কার) সকল পরিকূট থাকে। জাগ্রদবস্থার সুক্ষ্মশরীরের সহিত সূক্ষ্ম শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের জ্ঞানের কারণ, জীব উপাধিরহিত হইতে পারিলেই সকল জ্ঞান হইতে মুক্ত হয়,

সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই উপাধি দূর করিতে হইলে শ্রবণ, মনন, নির্বিধ্যানসন আবৃত্তক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্কাররাশি বিদূরিত হইয়া যায়। তখন জীব অনায়াসে উপাধিরহিত হইতে পারে। এই উপাধি অজ্ঞান বা মারা হইতে হয়। [জীবাত্মা দেখ।]
জীবোপাধি (জী) জীবন্ত উপাধি: ৬তং। জীবিত মেঘাদির যোগ।
“পবিত্রমগ্নি কুরোতি গুরুং জীবোপাধিঃ” (কাঠা ৯।২।১৬)
“জীবমেঘায়োমনির্ধিত্ত্বনির্ধিত্ত্বং।” (কক)
জীব্যা (জী) জীব্য জীবনাদি হিতায়, জীব-ব্যং। ১ হরিতকী।
২ জীবন্তী। ৩ গোক্ষুরহৃৎ। (রাজনিং) (জি) ৪ জীবনোপাধি। “জীবোপাধিঃ তু ভগবান্ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।”
(হরিবংশ ২৬০ অঃ)

জুআ (হিন্দী) জুয়াখেলা, দ্যুতক্রীড়া।
জুআচোর (দেশজ) ধূর্ত, বক্ক, শঠ, প্রতারক।
জুআচোরি (দেশজ) প্রতারণা, বক্কনা, শঠতা, খেলিবার সময় ঠকান।
জুআর (হিন্দী) ১ সমুদ্র হইতে আগত জলশ্রোতঃ, জলোচ্ছ্বাস।
[জুয়ার দেখ।]
জুআরিয়া (হিন্দী) জুয়াখেলা সম্বন্ধীয়।
জুআরী (হিন্দী) ১ দ্যুতক্রীড়ক। ২ জুয়াচোর।
জুআল (দেশজ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাল দিবার সময় যে কাঠ বা বাগলখণ্ড গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে।
জুই (দেশজ) পুশ্পবিশেষ। (Ixora tomentosa) [বুধী দেখ।]
জুইপাশা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Justicia nasuta.)
জুই (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (Jasminum auricula.)
জুইয়া (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট কলাগাছ প্রভৃতিকে নষ্ট করে।
জুঁকি (দেশজ) ওজন। “কাকন জুঁকিয়া লয়ে হইল বিদায়।”
(কবিকল্প চণ্ডী)
জুকুট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।
জুখ (দেশজ) পরিমাণ।
“পর করে এক মূলে জুখ লয় হুনা তুলে।”
জুগৎ (দেশজ) পরামর্শ, যুক্তি। হস্তে তেজি দেখান।
জুগুপিসু (জি) গোপিত্বমিচ্ছা:। গুপ-স-উ:। নিম্বক।
জুগুপ্লক (জি) গুপ স-ন তাহে অ-বুল। যে অকারণে নিম্বা করে, পরের নিম্বা করা যায় ব্যবসার।
জুগুপন (জী) গুপ-স-ন তাহে লুট। ১ নিম্বন। (অবর)
(জি) কড়রি বৃহৎ। ২ নিম্বাশিল, নিম্বক। ৩ যোষ প্রভৃতি অসুস্ফূট করিয়া যে ফলে নিম্বা করা যায়।

“মোবেকশাসিত্তির্বিধা জুগুপ্সা বিবরোভবা।” (সাহিত্যক ৩৭)
জুগুপ্সা (জী) গুপ-সন্ তাবে অ-টাণ্। নিশা। (অমর)
বীতংস রসের হারিতাব, শাস্তরসের ব্যতিকার ভাব।

[বীতংসর দেখ।]

“জুগুপ্সা হারিতাবস্ত বীতংসঃ কথ্যতে রসঃ” (সাহিত্যক ৩২৩৬)
দেহ-জুগুপ্সার বিবর পাতঙ্গলদর্শনে এই প্রকার লিখিত
আছে।

“শৌচাৎ বাদে জুগুপ্সা পঠৈরসংসর্গঃ।” (পাতং ২১৪০)
বাহার শৌচ সাধিত হয়, কারণ স্বরূপ তাহার বীর অল
প্রত্যঙ্গে ও যুগা অমে। আত্মা শুচি হইলেই শরীরকে অশুচি
জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যত্ন থাকে না এবং বীর
শরীরের প্রতি জুগুপ্সা (যুগা) বোধ হয়, এই কারণে অজ্ঞাত
শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছা হয় না। বাহার
নিজ দেহের প্রতি অবজ্ঞা অমে, তাহার যে অপর শরীরীর
সহিত যেরূপ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্মশৌচবান্ ব্যক্তি
অজ্ঞের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্ত সাধু বোগীদিগকে
প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি সর্বদা
জুগুপ্সা করিবে, শরীরের প্রতি জুগুপ্সা হইতে বৈরাগ্য
উপস্থিত হয়, যদি বিবেচনা করা যায় এই দেহ অনিত্য,
ইহা রসাত, তমস্ বা বিষ্ঠাত হইয়া যাইবে। এই মাতাপিতৃ
বাটুকোবিক শরীরভুক্ত জীব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব
ইহাতে আত্মা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়, এই নিমিত্ত সর্বদা
অম্ম, মৃত্যু, অরা, ব্যাধি ও ছঃখের দোষ অহসকান করিবে।

“জয়মৃত্যুজরাব্যাদিছঃখদোষাহুদর্শনঃ॥” (গীতা)

জুগুপ্সিত (জি) নিম্নিত, বাহার যুগা অমিয়াছে, যুগিত।

জুগুপ্সু (জি) নিম্নক।

জুগুর্বণি (জি) গু-স্তো গুগতে বহু লুগস্তাৎ কিপিচ্ছান্দলীকপ-
সিচ্ছিঃ। তোকৃদিগের সংবিভক্ত, অবকারীদিগকে যিনি
বিভাগ করেন।

“মজ্জিমস্কুজুব্বণী হোতারঃ” (বক্ ১১৪২৮) ‘জুগুর্বণী
ভূশং গুগতাং তবতাং বজমানানাং সংভক্তারো’ (সারণ)

জুগোপিয়া (জী) গুপ-গোপনে গুপ-সন্-টাণ্। গোপনেচ্ছা,
গোপন করিবার ইচ্ছা।

জুগ (গুং) জুগ-অহ্। বৃদ্ধদারক, বিধারক গাছ। গুলু। জুগক।

জুগা (জী) জুগ-অহ-টাণ্। বৃদ্ধদারক।

জুগ্মিত (জি) জুগ-ক। পরিত্যক্ত, কতিগ্রস্ত।

জুগ্মী, নিকট আভিবেশব।

জুজু (দেশজ) ভরমক বস্ত। ভরপ্রদর্শক স্তম্ভবিশেষ, কলিত
ভূতযোনি প্রভৃতি।

জুটক (জী) জুট লংহতৌ জুটক (ইগুপবেতি। পা ৩১১৩৫)
ভক্তঃ সংজ্ঞায় কন্। জটা। (শব্দর)

জুটিকা (জী) জুটক টাণ্ অতইবঃ। শিখা। (শব্দর)
চলিত কথার জুটী, টিকী, শিখা। শিখা বন্ধন না করিয়া কোন
প্রকার ধর্মকার্য্য করিতে নাই।

“জুটিকাক ততো বজ্রাততঃ কর্ণসমাচরেৎ।” (আহিকভা)
[শিখা দেখ] ২ শুদ্ধ। ৩ কর্ণর বিশেষ।

জুড়ন (দেশজ) ১ শিলন। ২ শীতল করণ।

জুড়নিয়া (দেশজ) যে শীতল করে।

জুড়ান (দেশজ) শীতল করান।

জুতন (দেশজ) বিনামা প্রহার, জুতামারা।

জুতনিয়া (দেশজ) বিনামা প্রহারকারী।

জুতল (দেশজ) স্নান, জুতী, স্নানস্থিত।

জুতা (দেশজ) চর্মপাছকা, উপানৎ। [পাছকা দেখ।]

জুতাজুতি (দেশজ) পরম্পর বিনামা প্রহার।

জুতী (দেশজ) বিনামা।

জুন, (June) যুরোপীয় এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের ঐর্ঘ্যমাস,
আধুনিক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বর্ষমাস। কেহ কেহ বলেন,
লাটিন জুনিরিস্ (Junioris) অর্থাৎ যুবক কথা হইতে এই
নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বর্গের
ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাঁহার নামের স্মরণস্তর ল্যাটিন জুনিরিস্
কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই মাস ৩০ দিনে
শেষ হয়। এই মাসে সূর্য্য কর্কটরাশিতে সংক্রমিত হয়।
জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ও আষাঢ়মাসের প্রথম এইরূপ জুনমাস চলিয়া
থাকে।

জুনবক (দেশজ) এক আতীর বকশকী।

জুনাগড়, বোম্বাই বিভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবারের
একটি দেশীয় করদরাজ্য। এই রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এক-
জন উচ্চ কর্মচারী (Political agent) অবস্থিতি করেন।
অক্ষা° ২০° ৪৮' হইতে ২১° ৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫৫'
হইতে ৭১° ৩৫' পূঃ পর্য্যন্ত। ইহার জুগরিমাণ ৩২৮৩
বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসী,
রিহদি প্রভৃতি জাতি বাস করে। জুনাগড়ে গিরদুর নামে
একটি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শৃঙ্গের নাম
গোরখনাথ। এই শৃঙ্গটি সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায়
৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে ‘গির’ নামে একটি আগ্নেয়
আছে, ইহার অধিকাংশই বন জঙ্গলাবৃত্ত। কোন কোন
স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, আবার কোন কোন স্থান
এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলময় হইয়া যায়। এই রাজ্যের

হুতিকার রং সাধারণতঃ কাল; কিন্তু স্থানে স্থানে অল্প বর্ণও দেখা যায়। এই স্থানে চাণীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্য্যন্ত খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্যক মত সেই জল অথবা জুপ হইতে জল তুলিয়া মশকে পরিপূর্ণ করিয়া জমীতে সিক্তন করে।

মোটের উপর এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক, কিন্তু কেবলমাত্র গিয়নের পর্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্য্যন্ত অতিশয় গরম।

এই রাজ্যে অর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবাসিগণ তাহা দ্বারা বাসগৃহাদি নির্মাণ করে।

জুনাগড়ে তুলা, ধব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বেরাবল বন্দর হইতে তুলা বোঝাই সহরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে দেশীয় এবং মরিচসহরের ইক্ষুও উভয়বিধই জন্মিয়া থাকে। তৈল ও মোটাকাপড় এখানে প্রস্তুত হয়।

দেশীয় বাণিজ্যের জন্য উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর আছে। এই বন্দরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন নৌকাদি নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। যতগুলি বন্দর আছে, তাহার মধ্যে বেরাবল, নব-বন্দর এবং হতরাপাড়া এই তিনটাই প্রধান।

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্তা আছে। জুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাঙ্গীর দিকে এবং বেরাবল অভিমুখে যে যে রাস্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড়। আর যে রাস্তাগুলি আছে, তাহা তত বড় ও প্রধান নহে, তবে বর্ষাকাল ভিন্ন অল্প সময়ের সে সমস্ত রাস্তার গাড়ী খোঁড়া চলিয়া থাকে, সামান্য সামান্য পণ্যাদ্রব্য বোঝাই গাড়ী এই রাস্তার উপর দিয়া চলে। জুনাগড়ে ৩৪টি বিদ্যালয় আছে।

জুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান; এখানে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি পড়িয়া আছে। গিয়নের পর্বতের উপরিতাগ বহুসংখ্যক জৈনমন্দির শোভিত। বেরাবল বন্দর এবং সোমিনাথের প্রভাসের ভগ্নমন্দির বিশেষ বিখ্যাত।

কাঠিয়াবাড়ী অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে; তন্মধ্যে জুনাগড় একটী প্রধান। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। জুনাগড়ের রাজা মুসলমান; তাঁহার 'নবাব' উপাধি। নবাব ইংরাজদিগের নিকট হইতে ১১টি মাজতাপ পাইয়া থাকেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর খাঁজি জুনাগড় সিংহাসনে অধি-
বিস্ত হন। তাঁহার উত্তরন নরম, পুরুষ সের খাঁ রাধি এই

বংশের আদিপুরুষ। জুনাগড়ের নবাব বৃটীশ গবর্নেন্ট ও বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬০৪ টাকা কর প্রদান করেন। নবাবের ২৬৮২ জন সৈন্ত আছে। এখানকার নবাবের জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের দত্তকপুত্র গ্রহণের ক্রমতা আছে। নবাবই তাঁহার প্রজাবর্ণের দত্তমুত্তর কর্ত্তা। তিনি ইংরাজ গবর্নেন্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ আছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সতীদাহপ্রথা রহিত করিবেন এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্ত কোন প্রকার বিপদ হেতু যে সমস্ত জাহাজ তাঁহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের কোন শুক আদায় করিবেন না।

মুসলমানদিগের প্রভুত্বের পূর্বে নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে বর্ত্তমান। যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বৃটীশ গবর্নেন্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি পাইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করেন না। কাঠিয়াবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া নবাবের নিকট প্রেরণ করেন।

পূর্বকালে জুনাগড় সুরাষ্ট্র বা আনর্ডের হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল। চূড়াশমাবংশীয় রাজপুতগণ বহুদিন এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খৃঃ অব্দে আন্ধ্রাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে তাঁহার গুজরাটস্থ প্রতিনিধি এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খাঁ আজম্ সম্রাট অকবর কর্ত্তক গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে তিনি জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের দুর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বের কেহই সাহস করিয়া আক্রমণ করে নাই। খাঁ আজম্ আক্রমণ করিলেন বটে; কিন্তু দুর্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল, দুর্গও অজের বগিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল; এই জন্য দুর্গরক্ষীরা প্রথমে আক্রমণকারীদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। দুর্গের মধ্যে ১০০টা কামান ছিল; প্রত্যহ অনেকবার তাহার গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। খাঁ-ই-আজম্ অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া একটা উজ্জ্বলানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং সেই স্থান হইতে দুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। অল্পকাল পরে গোলা বর্ষণে দুর্গবাসিগণের মনে ভয় হইল। তাহারায় আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি জুনাগড় মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

১. প্রজাবর্ণের ধর্ম্ম ও নৃত্য: নবাবের ইচ্ছায় উপর নির্ভর করে।

১৭০৫ খৃঃ অব্দের আরম্ভে ওজরাটের নোগলসরাই-প্রতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার অধীমত্ব জনৈক বিশ্বাসঘাতক সৈন্ত ক্ষমতামালী হইয়া ওজরাট হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিল ও তথায় নিজ অধিকার স্থাপন করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব উপাধি ধারণ পূর্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন।

এবাদ এইরূপ, পূর্বের যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে সময়ে গিরনরের উগ্রসেনের কন্যা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজী-মতীর বাসগৃহ দুর্গের নিকটেই ছিল। নেমিনাথ এক দিন তাঁহার জ্ঞাতিক্রান্তা কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শব্দ বাজাইয়া ছিলেন। ক্রুদ্ধ তাঁহার সামর্থ্যে দীর্ঘপরবশ হইয়া তাঁহার দৈহিক বল হরণ করিবার জন্ত নেমিনাথকে ১০০ গোপী বিবাহ করিতে বলেন এবং রাজীমতীর সহিত নেমিনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

কথিত আছে ‘বালা’ বংশীয়গণ পূর্বের জুনাগড়ে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রামরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। নগর-ঠাঁহর রাজার সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই রাজা সম্ভাবংশীয় ছিলেন। রামরাজ তাঁহার ভাগিনের রা গারিওকে নিজ রাজত্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনাগড়ের চূড়াসম্ভাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুষ।

রা গারিওর মৃত্যুর পর দুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজত্ব করেন। পরে রা দয়াস সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় পট্টনরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পট্টনের রাজকুমারী সোমনাথ দর্শনে আগমন করিলে রায় দয়াস তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করেন। পট্টনরাজ এই বিবরণ অবগত হইয়া জুনাগড়-রাজকে দমন করিবার জন্ত একরূপ সৈন্ত প্রেরণ করিলেন।

রায় দয়াস গিরনর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পট্টনরাজ বহুদিন অবরোধের পরও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া পরাজ্যে প্রত্যাগমনের উদ্ভোগ করিলেন। এমন সময় বিজল নামক একজন চারণ আসিয়া তাঁহার সহিত বড়োত্তর লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোষিকের লোভে রায় দয়াসের বশত পট্টনরাজকে আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। সে জানিত রায় দয়াস কর্ণের দ্বারা দাড়া। বাস্তবিক প্রার্থনা করিবার্থ্যই তিনি নিজ মস্তক অর্পণ করিলেন। তে দিন চারণ রাজার নিকট গমন করিল, তাহার পূর্বরাত্রে সোরঠরাণী স্বপ্নে দেখিলেন যে একটা মস্তকহীন মস্তক তাঁহার নিকট রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদগণ বলিলেন, শীঘ্রই তাঁহার স্বামী নিজ মস্তক কর্তন করিয়া কাহাকেও উপহার দিবেন। রাণী ভীত

হইয়া রাজাকে সুকাইয়া রাখিলেন। কিছু মরকুলর বিজল রাজার শুণ্ড বাস-কল অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া সজীত আরম্ভ করিল। রাজা একগাছি দড়ি ও লাঠি সুকাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন। সেই পাশাপাশর রাজার মস্তক প্রার্থনা করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোরঠরাণী চারণকলকের মত পরি-বর্তনের জন্ত অনেক অহরোধ করিলেন। কিছু কিছুতেই কিছু হইল না; রাজার প্রতিজ্ঞাও কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। রাজা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই চারণকে দিতে আদেশ করিলেন। রাজার মৃত্যুর পর পট্টনরাজ সহজেই জুনাগড় রাজ্য অধিকার করিলেন এবং থানদারকে তথায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রায় দয়াসের প্রথমা স্ত্রী সহযুতা হইলেন, তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুত্র নোয়াণের সহিত বাহলী নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈবংবোদর নামক আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আত্মীরের বাটীতে সুকাইয়া রাখিলেন। দেবৈবতের ভ্রাতার নিকট শুনিয়া থানদার দেবৈবংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নোবাণকে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “আমি তাহার বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে পাঠাইবার জন্ত লিখিতে পারি।” দেবৈবতের পুত্র পাইয়া চারিদিক্ হইতে আত্মীয়গণ মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

এদিকে নোবাণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার কতকগুলি সৈন্ত ও দেবৈবংবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর বোড়ীধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবৈবং দেখিলেন, বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি জন্ত কোন উপায় না দেখিয়া নিজ পুত্র উগকে আনিয়া থানদারের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। উগ নোবাণের সম্বরক। মরশি পাচ থানদার উগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবকুল্য উদার-হুদর বোদর একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না; রাজকুমার নোবাণকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশেষ আনন্দ হইলেন। তিনি তাঁহার জামাতা সংতিওকে আনাইয়া সকল জানাইলেন এবং জুনাগড় সিংহাসনে নোবাণকে অভিষিক্ত করিবার জন্ত পরামর্শ করিলেন। বোদরের কন্ডার বিরুদ্ধ উপলক্ষে থানদারকে নিয়ন্ত্রণ করা হইল। সেই রক্তপিপাসু মরকুলকলর আগমন করিলে শুণ্ডস্থান হইতে আত্মীয়গণ বহির্গত হইয়া সৈন্ত সমেত তাহাকে বিনাশ করিয়া পাণের উপরুক্ত প্রতিকূল প্রদান করিল। ১৭১৪ সম্বতে নোবাণ জুনাগড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জুনাগড়ে

রাও চূড়ামা নামে একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার সময় হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়ামা নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন। পূর্বোন্নিখিত রাও গারিও চূড়ামাংশীয় দ্বিতীয় নরপতি।

চূড়ামাংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্তী দেশ জয় করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্য স্থানে তাঁহাদিগের ক্ষমতা হারী ছিল না।

চৌবাড়ি (জুনাগড়), পুরন্দর (কাতেলা) প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক উৎকর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

গল্লেট ইতিহাসে এই স্থান অসিলহুর্গ (আসিলগড়) নামে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, কুমার অসিল তাঁহার পিতৃব্যপত্নীর সম্মতি অঙ্গসারে গিরনরের নিকট একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দুর্গ তাঁহার নামানুসারে আসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের ২০ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহার প্রসিদ্ধ তীনশরিরাজক হিউএন্-সিয়াং আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থানে ৫০টা বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০০০ ভ্রমণ বাস করিত।

২ বোম্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড় নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই নগরটা অক্ষা° ২১° ৩১' উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৩৬' ৩০" পূঃ। রাজকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্বকোণে অবস্থিত। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক বাস করে।

জুনাগড় নগর গিরনর এবং দাতার পর্বতের সাহস্রদেশে অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গরম রমণীয় নগর। এই স্থানে অত্যন্ত স্থানাপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে প্রায়তন ও ঐতিহাসিক রহস্য আবিস্কৃত হইতেছে।

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন দুর্গের অনেক স্থলে বৌদ্ধদিগের নির্মিত অতিশয় সুন্দর খোদিত কৃত্রিম গম্বর দেখা যায় এবং দুর্গের পরিবার সর্বস্থানে অনেকগুলি গুহা আছে। খোদিত গুহা দ্বারা স্থানটা যেন মধুচক্রে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব গোবরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাপ্রাকোড়িয়ার গুহাটা অতিশয় রমণীয়; দেখিলেই বোধ হয় যেন পূর্বে এই স্থানে একটি বিস্তৃত কি খ্রিষ্টান মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে পাহাড় কাটিয়া এই গুহাটা নির্মিত এবং দুর্গরক্ষার একটি উত্তম উপায়স্বরূপ। পূর্বকালে যখন চূড়ামাংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন এক-

জন রাজার দুইজন বালিকা দাদী কর্তৃক উপরকোটে দুইটা দাদী নির্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে সুলতান মাক্সুদবেগরা একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছেন; এই মসজিদের নিকট ১৭ কিট লম্বা একটি কামান আছে।

শত্রুগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার অধিকার করিয়াছে। সেই বিপদকালে রাজা এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক গিরনরের উপরিস্থিত দুর্গে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গিরনর দুর্গ অতিশয় দুর্গারোহ; তজ্জন্তই শত্রুগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি এখানে একটি সুন্দর হাসপাতাল ও রাজকাৰ্য্যের জন্য কতকগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

অনেক গণ্য মাজ প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া সহরটিকে সুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন।

নবাবের বাসভবনের সম্মুখে কতকগুলি দোকান আছে। সেইগুলিকে মহাবৎচক্র কহে। এই স্থানে একটি বড় মন্দির ও তাহাতে একটি ঘড়ি আছে।

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। বর্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তফাবাদ। এই নগরটা গুল-রাটের সুলতান মাক্সুদবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন।

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে দামোদর-কুণ্ড নামক পরিষ্কার তীর্থ। একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর জলে এই কুণ্ড সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ উত্তর পার্শ্বেই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট ক্ষমতামালী নাগর ব্রাহ্মণদিগের শশানমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের নিকট দামোদরজির মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটা অতিশয় পুরাতন; কিন্তু এখনও প্রায় নূতনের মত দেখায়। কথিত আছে, বজ্রনাথ এই মন্দিরটা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রকের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দিকে যে প্রান্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০০ কিট ও প্রস্থ ১২৫ কিট। এই স্থানে ধর্মশালা ও বলদেবজীর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিতাগে অনেক গুলি পৌরাণিক মূর্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ রেবতীকুণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে দুই খানি প্রাচীন শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্তি আছে। এখানে প্যারা বাবা মঠের নিকট নরী কৃত্রিম পর্বতগুহা আছে। এই গুহাগুলি এখন ভূগাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এই পর্বতের দক্ষিণদিকে আরও ৭টা গুহা আছে। এখানকার জমামসজিদ, আদি চড়িবার এবং নোখাণহুপ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই গুহাটার উপরিতল ৩৭ কিট লম্বা এবং ৩ কিট চোড়া।

ইহার শুভ ছবিটা এবং শুভগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি মূর্তি খোদিত আছে। ইহার নিম্নতল দৈর্ঘ্য ৩ প্রহে ৪৪ ফিট। এই শুভাটী ২২ ফিট গভীর। উক্তদেশে একটি ছিদ্ৰ আছে; সেই ছিদ্ৰ দিয়া আলো প্রবেশ করে।

আক্ষদখালির মুকোবা মুসলমান রীতি অনুসারে নানাবিধ ভাস্কর কার্যে সুশোভিত; কিন্তু ইহার ভাস্করকার্য বাহ্যহর-বাঁধি ও লাড়লি বিবির মুকোবার গঠন হইতে অন্তর্বিধ।

মুগীকুণ্ড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই তীরে তব-নাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দৃশ্যমান। এই মন্দিরের চৌকাঠে একটি প্রাচীন লিপি আছে।

গিন্নর পাহাড়ের সাঙ্করদেশে বোরদেবীর মন্দিরও বিখ্যাত। জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিমে খেলারবাৰ। ইহার অধিরোহিণীর নিম্নভাগ বিতল। এখন এই বাবটী ধ্বংসপ্রায়।

জুনাগড় ও দামোদরকুণ্ডের মধ্যবর্তী পাহাড়ে অশোক, কন্দলুপ্ত এবং কুজদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই-বধেচি নামক স্থানের মধ্যে দাতার নামে একটি কুজ শুভা আছে, ইহার নিকটে ৩২ ফিট লম্বা একটি মসজিদ আছে। ইহার দ্বারের ভাস্করকার্য এবং শুভের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে পূর্বে এখানে মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। মাই-বধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িয়ার পাঁচটা শুভা। ইহার প্রত্যেকটী অভ্যন্তর গুলির সহিত সংযুক্ত। খাপ্রাকোড়িয়ার শুভার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। এই শুভা-গুলিতে ৫২টা শুভ আছে এবং শুভগুলির অগ্রভাগে সিংহ প্রাকৃতি পত্তর প্রতিমূর্তি খোদা আছে। ইহার তৃতীয় শুভাটীর প্রাচীরে পারশ্ব ভাষার খোদিত একখানি লিপি আছে।

বামনহলী বা বাঘলীতে হর্যাকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট-বর্তী স্থানের অধিবাসিগণ পর্কোপলক্ষে এই হর্যাকুণ্ডে আসিয়া স্নান করে। কুণ্ডটী দৈর্ঘ্য প্রহে ৩২ ফিট।

পূর্বে যে জমা-মসজিদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথমে হিন্দুদিগের একটি মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা বলিয়া সাধারণের পরিচিত। ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ ভঙ্গ করিয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছে। এই মসজিদের দক্ষিণভাগে একটি অক্ষরকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের একটি শুভে ১৪০৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি সংকুত শিলালিপি আছে।

জুনাগড়ের মাঝেমাঝে নামক নগরেও একটি জমামসজিদ আছে, এই গৃহ পূর্বে ১২০৮ সংবতে জেইবা-রাজগণ নির্মাণ করেন। স্তম্ভপরে ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে সমস্যা উহা মসজিদে

পরিণত করেন। এখানকার একটি প্রাচীন দেবমন্দিরও বাবলী মসজিদ নাম ধারণ করিয়াছে। এই মসজিদে ১৪৫২ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। দেলবাড় ও উনার নিকট শুণ্ডপ্রায়গ, ব্রহ্মগয়া, রুদ্রগয়া ও বিষ্ণুগয়া প্রভৃতি কএকটা তীর্থ আছে।

জুলাশীভাসের হুইমাইল পূর্বে জীমচান নামে একটি পরিখা আছে। ১২ ফিট উচ্চ হইতে জানেরী নদীর জল এই স্থানে পতিত হইতেছে। কথিত আছে, একদিন জীমজমনী কুতীদেবী পিপাসাতুরা হইয়া জীমের নিকট জল প্রার্থনা করিলে, জীম লালল ঘায়া জমি বিদ্ধ করিলে বধেই পরি-মাণে জল বাহির হইল। এই জন্তই এই পরিখা জীমচান নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নিকটে কুতীর নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। হুজাপাড়া গ্রামে চরণেশ্বর কুণ্ডে অনেক লোক পর্কোপলক্ষে স্নান করে। এই কুণ্ডের অন্ন দূরে একটি হর্যের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার-দেশে একখানি খোদিত লিপি আছে।

চক্রতীর্থে (বিষ্ণুগয়া) একখানি প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিখানি বালবোধ অক্ষরে লিখিত। জুনা-গড়ের নিকটবর্তী গিন্নর পর্বত পূর্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত হইত। [উজ্জয়ন্ত দেখ।] গিন্নর পাহাড়ের ২৭০০ ফিট উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে।

গিন্নরের ভবনাথ-সঙ্কটের নিকট ছইটী কুজ নদী আছে; ইহার একটার নাম সোণারখা। এই স্থানের নিকট একটি প্রাচীন বাঁধের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধটী দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুসলমান কবীর জরাসায় মসজিদের ঠিক বিপরীতদিকে। কুজদামার যে খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে এই বাঁধ রাজা কুজদামার রাজত্বের বাবিশ বৎসরে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ কুজদামার রাজত্বকালে এই বাঁধটী যে ছিল, তাহিরে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, ইহা কুজদামার পরে নির্মিত হইয়াছে এবং খোদিতলিপিতে যে সময় বর্ণিত আছে তাহা কুজ হুজার প্রচারকাল।

পুন্ডপুন্ড গিন্নরের পাদদেশে হুদর্শন নামে একটি বাগী খনন করা হইয়াছিল। একদিন অক্ষমাণ বৃষ্টি হওয়ায় ইহার জল এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে জলের গতিতে একটি বাঁধের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুনাগড়ে হুদর্শনকুণ্ডের নাম এখন বিলুপ্ত।

জুনাগড়, কালাহালি (অথবা থেরাক) জমিদারীর রাজধানী।

জুনায়, (জুমর) বোকাই বিভাগের অন্তর্গত পুণা জেলার একটি উপবিভাগ। জুনায় সহরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে শিবনেরি নামক একটি দুর্গ আছে, এই দুর্গের নাম অনুসারে প্রাচীনকালে জুনায় শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। পুণা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জুনায় তালুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার জু-পরিমাণ ৬১১ বর্গমাইল। জুনায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। জুনায় উপবিভাগে একটি দেওয়ানী ও দুইটি ফৌজদারী বিচারালয় ও একটি থানা আছে।

জুনায় কএকটি নদী পর্বত হইতে নির্গত হইয়া বোড়ে পতিত হইয়াছে, এই বোড়েটা দেখিতে একটি কাঁটার ছায়; ইহার অগ্রভাগ হ্রদ ও তিনদিকে বিস্তৃত। সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নদীটা তাহার নাম মীনা। প্রতি বৎসরেই এই নদীর জল বর্ধিত হইয়া ১০ মাইলের মধ্যবর্তী শতক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই স্থানের যুক্তিকান্তর অতিশয় নরম; জলের গতিরোধ করিবার কোন রূপ কার্যাই হইতে পারেনা। অধিবাসিগণ নদীর ও যুক্তিকার প্রকৃতি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্থানপরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন না। মাধ্যমিক শিক্ষায়ার জনৈক কর্মচারী হিন্দুস্থান লুণ্ঠনকালে সঙ্গতিগর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি (কুলকরী বংশীয়), নিশুড়ি গ্রামে একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কএক বৎসর গত হইল, মীনানদী সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দিরটিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী যে স্থানে নদী পার হইয়া জুনায় দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদূরেই নদীর সেই অগভীর প্রদেশ। নিশুড়ির দুই মাইল নিম্নদিকে প্রসিদ্ধ মোগল বাঁধ। পূর্বে এই স্থান হইতে শিবনরি দুর্গের 'বাগলহোর' উদ্যান পর্যন্ত একটি খাল প্রবাহিত ছিল; এখন আর এখানে জলের চিহ্নও নাই। পুণা এবং নাসিক রাস্তার নিকট নারায়ণগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে একটি বহুকালের বাঁধ আছে। বর্তমান গবর্নেন্ট ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই বাঁধ থাকার ৮০০০ একর জুমির অসিকমসফার্ক অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। নারায়ণগ্রামের অনতিদূরে মীনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মিত হইয়াছে এবং পিল্পলেখার নিকট 'মীনা' বোড়ে পতিত হইয়াছে। ইহার বামদিকেই নারায়ণগড়।

কুন্দি নদী কোলীগিরির নিকট হইতে নির্গত হইয়া

নানাবাটের উপত্যকা পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানটী কোঙ্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক সীমা স্বরূপ। কথিত আছে, পূর্বে খাটগড় এবং কোঙ্কণের অধিবাসিদিগের মধ্যে এই স্থানটী লইয়া অতিশয় বিবাদ ছিল। একদা উভয়পক্ষ একত্র হইয়া সীমা স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাহাদুরবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে খাটগড়ের সীমান্তরক্ষক মহার বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অবস্থার থাকিবেন, সেই স্থানটী উত্তর পক্ষীয় সীমারূপে গৃহীত হউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে দুইপক্ষ সম্মিলিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লক্ষ প্রদান করিলেন। যে স্থানে তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, সেইস্থান খাটগড় ও কোঙ্কণের সীমারূপে স্থিরীকৃত হইল। পূর্বে জুনায় ৭টা দুর্গ ছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত ছিল যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির ছায় দেখাইত।

সেই সাতটা দুর্গের নাম চাবল, শিবনেরি, নারায়ণগড়, হরিচন্দ্রগড়, স্বীবদন, নিমগড় এবং হর্ষগড়।

জুনায় বৌদ্ধদিগের নির্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞাত স্থানের বৌদ্ধগুহার ছায় জুনায়ের গুহাগুলি খোদিত মূর্তিশোভিত নহে। গুহানির্মাণের অনেক পরে এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি ও অজ্ঞাত বৌদ্ধমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। জুনায়ের গুহাগুলির নির্মাণ-কৌশল অতিশয় বিস্ময়জনক। এই গুহাগুলির স্থানে স্থানে উৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সময়ের নহে; মোটের উপর মহারাজ অপশোকের সময়ের পূর্বে এ গুলি খোদিত হইয়াছিল।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন তগর অধুনা জুনায় নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন তগরের শিলাহারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্বে তগরপুরবরাধীশ্বর উপাধিটী বিশেষ প্রচলিত ছিল।

এই প্রদেশে মুসলমানদিগের প্রথম আধিপত্যকালে জুনায় রাজধানী ছিল এবং কোঙ্কণের কিরলয় জুনায় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জুনায় হইতে নারায়ণগ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নির্মিত একটি সুন্দর দুর্গ আছে।

জুনায়, উক্ত জুনায় উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ১২° ১২' ৩০" এবং দ্রাঘি ৭৩° ৫৮' ০০" পূঃ। জুনায় সহরের উত্তরাংশে একটি নদী এবং দক্ষিণে [দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে] শিবনেরি দুর্গ। সহরের জু-পরিমাণ ২০০ একর। জুনায়

উপবিভাগের রাজকীয় সমস্ত কার্যই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। এইখানে একটা মিউনিসিপালিটি, একটা সবজ্ঞ আদালত, একটা ডাকঘর ও একটা হাতবা ওঁবদালর আছে। মুসলমানদিগের সমস্ত হইতেই জুরর নগরের আরতুন কমিয়া গিয়াছে এবং মহারাজীগণ প্রবল হইয়া যখন বিচার ও শাসনালয়গুলি পুণানগরে স্থানান্তরিত করিল, তখন হইতে জুনায়ের খ্যাতিও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। বাহা ইউক, অধুনা জুনায় নিভান্ত নগণ্য সহর নহে—নানাঘাট হইয়া যে সমস্ত শত্রু ও বাণিজ্যব্যাদি কোঠণে প্রেরিত হয়, তাহা জুনায়ের সঞ্চিত হইয়া থাকে। পূর্বে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু আজকাল যুরোপীয় কাগজের প্রতিদ্বন্দিতায় জুনায়ের কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে; এখন অতি অল্পই প্রস্তুত হয়।

মহারাজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে জুনায় হুর্গ ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে মালিক-উল-তিজর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে শিবজী এই নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে শিবজীর পিতামহ শিবনর হুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই হুর্গে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শিবজীর জন্ম হয়। মহারাজীর যুদ্ধকালে এই হুর্গ অনেকবার শত্রুদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি উৎস আছে। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জুনায়ের মোগলসৈন্তের বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

পূর্বে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল; ইহার অপভ্রংশে জুনায় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনায় নগরের চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্মিত। গণেশগুহাটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। যে পাহাড়ে এই গুহাটী নির্মিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ সমতলভূমির নাম গণেশমল। জুনায়ের গণেশদেবই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও ভুলসীলেনায় নির্মাণপ্রণালী অত্যন্ত গুহার নির্মাণপ্রণালী হইতে পৃথক। বারাকোটবীতে বারটী গুহা আছে। জুনায়ের পূর্বাংশে বানমোদী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ভীমশঙ্করগুহা ভীম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

মানমোদী পাহাড়ের উপবিভাগে ককিরের মসজিদের নিকটে যে জলাশয়টী নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা কখনও শুক হয় না। জুনায়ের পাহাড় বহুলখ্যাত জ্বাহর; এই জ্বাহতে বাজ, চিল, পারাবত, মোঁমাহি প্রভৃতি বাস করে। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ৯টী ঘার আছে, সে ঘারগুলি পর-

স্পন্ন একহুজে প্রাথিত। পাহাড়ের উপরিক্রান্তে যতগুলি হুর্গ আছে, তাহার মধ্যে পীরজাদার সম্মানার্থ নির্মিত ইকগা ও একটা কবর, এই দুইটাই প্রধান। ইহার কিঞ্চিৎ নির-দেশে একটা জলাশয়ের নিকটে যে মসজিদ আছে, তাহার নির্মাণপ্রণালী অনন্তসাধারণ। এই মসজিদটী চাঁদবিধির সরণার্থ নির্মিত হইয়াছিল। জুনায় সহরে মুসলমানদিগের পূর্বকালীন জাঁকজমকের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আটটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে জুনায়ের হুর্গপরিখা জলপূর্ণ করা হইতে পারিত, কোন এক স্থান হইতে মুক্তিকার নিয়মের দিয়া নগরের হুর্গের মধ্যে জল প্রবেশ করিত। জুনায় সহরের হুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যে জমা মসজিদ এবং বাবগচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবগ-চৌরীর সম্মুখভাগে একটা অধিনিস্থ খাঁর গৌরবার্থ খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

জুনায় পূর্বে অতি ক্ষুদ্র নগর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন যদিও এখানে দুই একটা প্রাচীন ধর্ম্মাল ও জুল্লার উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর এই সহরের অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রতাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দের ধ্বংসের পর জুনায় আর তাহার পূর্বসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে নাই।

এখানকার মুসলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর-জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ প্রধান। মহরমকালে ইহার অতিশয় উদ্ভূত হইয়া উঠে। কাগজী নামক মুসলমান সম্রা-দায় জুনায়ের কাগজ প্রস্তুত করে।

জুনায়ের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় ও দুর্দান্ত।

এখানে শিরা ও হুরী উভয় শ্রেণীর মুসলমান বাস করে। দক্ষিণাভ্যে জুনায় ইসলামধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার মুসলমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, সকল মুসলমানই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জুনায়ের প্রাচীন সিংহবংশীয় রাজাদিগের অনেক মূর্ত্তা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে ১৪০টী পর্তুগীজ আছে এবং সেগুলি দুইটী বিভাগে বিভক্ত।

সহরের দুই মাইল পূর্বে আরিজকরণ নামক উদ্যান। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, হাবলি হইতে আফিজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনায় কিছুদিন আমদননগর রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিন্তু অল্পদিন ইওয়ার শেষে আমদননগরেই রাজধানী স্থাপিত করা হয়।

জুনিদ খাঁ, সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ দায়ুদ খাঁ নামক জনৈক পাঠানবংশীয় সন্ন্যাসিত শাসনাধীন ছিল। তিনি বিদ্রোহী হইলে সম্রাট তাঁহাকে দমন করিবার জন্য জুনিদ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দায়ুদ খাঁ কয়েকটা যুদ্ধের পর সিন্ধকেন্দ্রকারি নামক স্থানে পলায়ন করেন। সম্রাটের সেনাপতি রাজা টোডরমল তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, দায়ুদ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং জুনিদ খাঁ বহুসংখ্যক অশুচর সমভিষাচারে দায়ুদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছেন।

জুনিদ খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি টোডরমলের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজা টোডরমল আবুলকাশিমের অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য জুনিদ খাঁর গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। জুনিদ খাঁ অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্য যুদ্ধের পরেই সম্রাটসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। রাজা টোডরমল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য সহিয়া জুনিদ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্য দর্শনে ভীত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল ও পর দিন জুনিদের সহিত তাহারা দায়ুদ খাঁর সহিত মিলিত হইল। কিন্তু দায়ুদ খাঁ কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

জুনিদ খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হলেনকুলি খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দায়ুদ খাঁ আবার বিদ্রোহী হইলেন।

রাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল তাহাতে দায়ুদ খাঁ কররাণী বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খাঁ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্য-নিকশ্র একটা গোলায় আঘাতে তিনি সাক্ষাতিকরূপে আহত হইলেন এবং ইহাতেই ১৫৭৬ খৃঃ অকে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

জুপি (দেশজ) একপ্রকার বাস।

জুকা (দেশজ) ঔষধার্থ ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ।

জুবড়ন (দেশজ) কোন ভরল দ্রব্যে ডুবান।

জুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত একটা পরিভ্রাজ্য হুর্ণ। বানপুরগল্পি-হইতে ছইমাইল দক্ষিণপূর্বকোণে একটা পর্বতের উপর অবস্থিত। হুর্ণটীর পাদদেশে একটা

গভীর গিরিদরী আছে। এখানকার জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষের উপর অনেক বৃক্ষ শুকানি করিয়াছে। মন্দির গুলিতে নানাবিধ খোদিত মূর্তি ও লিঙ্গলোভিত ছিল।

জুম, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃষিকাণ্ড। যে সকল পার্বত্যজাতি প্রধানতঃ এইরূপ কৃষি করে, উহা-দিগকে জুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে গোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে। পার্বত্যপ্রদেশে প্রায় সকল জাতিই এই প্রণালীতে শস্যাদির চাষ করে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে জুমিয়াগণ পর্বতপার্শ্বে একখণ্ড জঙ্গল বাছিয়া লয়। ঐ সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও দুর্গম। জুমিয়ারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাটিতে থাকে। জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে। পরে একদিন আশুন লাগাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সেই আশুনে তধাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর সকলই ভস্মসাৎ হয়। নীচে ৩৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্যন্ত পুড়িয়া যায়। ভস্মাদি সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। এইরূপ করিলে দক্ষজুমির উর্বরতা বহুগুণে বৃদ্ধি হয়। আবার যদি বাঁশের জঙ্গল হয়, তবে উহার ভস্ম জুমির উৎপাদিকাশক্তি আরও বৃদ্ধি করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে, তাহাতে হরত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠাদি সরাইয়া তদ্বারা একটা বেড়া প্রস্তুত করে। ইহার পর জুমিয়াগণ গ্রামে চলিয়া আসিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে এবং যেমন নীল নভোমণ্ডলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গভীর নিধোবে বর্ষার আগমন ঘোষণা করে, অমনি জুমিয়াগণ দলে দলে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দা বা কাতিয়া এবং কোমরে ধাতু, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতির এক এক ধলি বীজ বাঁধা থাকে। জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হয় না, কাতিয়া দ্বারা ৬/৭ অঙ্গুলি গর্ত করিয়া উহাতে এক এক মুটা সকল রকম বীজ ফেলিয়া মাটি ঢাণা দেয়। ইহার পরই যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ জন্মে এবং জুমিরাগণকে পরিশ্রমোচিত শ্রুত প্রদান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎসব হইলে ইহারে যে পরিশ্রমে ছই টাকা উপার্জন করে, সমস্তলের কৃষক-গণকে এক টাকা উপার্জন করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হয়।

* টেলর-সমুখ ইতিহাস লেখকগণ বলেন, জুপি খাঁ দায়ুদ খাঁর পুত্র; আবার ই. রাট সাহেব বঙ্গীয় বনবেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন জুপি খাঁ দায়ুদ খাঁর ভ্রাতা।

বীজ অধ্বসিত হইবামাত্র জুমিরাগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শতক্ষেত্রের নিকট ক্ষুদ্র বাগিয়া বাস করে এবং বস্ত্র লব্ধ প্রভৃতির উপভোগ হইতে শত রক্ষা করে। সর্ব প্রথমেই প্রাণ বাসে যেমন বাজরা পাকিয়া উঠে, অমনি সংগৃহীত হয়। তাহার পর নানাবিধ তরকারী কল শাকাদি জন্মে। শেষে বাস্ত ও অভ্যস্ত শত পাকে। সর্বশেষে কার্তিকমাসে তুলা জন্মে। শতাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়া যায়। এই জুম চাশে ১২ বিঘা জমিতে ৪৫ মণ ধান, ১২ মণ কাপাস, ইহা ভিন্ন বাজরা, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

জুম কেন্দ্র সচরাচর একত্র অনেকগুলি থাকে। কৃষিকার্যের সময় প্রতিবেশী জুমিরাগণ পরস্পর পরস্পরের কেন্দ্রে থাকিয়া দেয়। একস্থানে একটা মাত্র জুম অতি বিরল।

সম্প্রতি গবর্নেন্ট অরগ্যরক্ষার মনোনিবেশ করার জুমিরাগণকে জুমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে। এখন কেহ কেহ লাঙ্গল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জুমখাঁ, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র কয়দ রাজ্য। এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় ১১০০ টাকা। জুমখার রাজা বরিয়বিহারসিংহ। ইনি বরদার গাইকবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

জুমরনঙ্গি, রাঢ়বাসী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জুমালু (আরবী) মোট, সমগ্র।

জুমিরাগণ, চট্টগ্রামের পর্ষতবাসী মগজাতি। ইহাদিগকে খিলা বা খাংগা কহিয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটা নাম খিরোজখা অর্থাৎ নদী-তনয়। এই জাতি ১৫শ সপ্তাব্দে বিভক্ত; ঐ সকল বিভাগ অধিকাংশই ইহাদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী নদী সকলের নামানুসারে হইয়াছে।

ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজা অর্থাৎ গ্রাম-মণ্ডলের অধীনে বাস করে। সেই রোজা রাজবাড়ি আদায় করেন। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণস্থ জুমিরাগণ সমুদ্রতীরবর্তী বন্দার-বন-নিবাসী বোহ-সং নামক জনৈক সর্দারের অধীন। ঐ নদীর উত্তরপ্রদেশবাসিগণ মংরাজাকে আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। নিরমিত রাজস্ব ব্যতীত বরহ জুমিরাগণ সর্দারের আদেশানুসারে বৎসরে তিনদিন বিনা বেতনে তাহার কাজ করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দার কেন্দ্রজাত সর্বপ্রথম কল ও শস্তাদির নকর পাইয়া থাকেন। রোজাগণ যে কেবল খাজনা আদায় করেন, তাহা নহে, জুমিরা সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে।

জুমিরাগণের পারীতিক আকৃতি রথোয়া (রসাল) মগদিগের মত। উভয়েই মৌলদীরা আকৃতির আভাস পাওয়া যায়। গঠন বর্ক, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চোখা, গণ্ডারি উচ্চ, নাসিকা চোখা, এবং চক্ষু র্জবৎ বক। ইহাদের শত্রু বা শুক কিছুই নাই।

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য, পুরুবগণ বব গৃহজাত ধুতি ও একটা কোর্চা পরিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রাতগণ রেশম কিম্বা উৎকৃষ্ট শ্রবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মত মাথার পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহা মাথার দিবার ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক। সচরাচর জুতা ব্যবহার করেন না। স্ত্রী লোকেরা প্রায় আধ হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক বাগিয়া রাখে এবং একটা অলরাখা গারে ধরে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বর্ণরোপোর মাকড়ী, বলর, তাড় প্রভৃতি পরিয়া থাকে। তত্তির স্ত্রীলোকেরা কর্ণে ধূতুরাহুলের মত একরূপ অলঙ্কার পরে। তাহাতে মূল ও জিরা রাখে। প্রবালের কর্ণহার ইহাদের বিশেষ আদরণীয়।

কেহ কেহ বলেন, জুমিরাদিগের দাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত অধিক। বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে।

ইহারা মৃতের অধিসংকার করে। কেহ মরিলে আত্মীয়গণ সমবেত হইয়া কেহ অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, কেহ বা কাষ্ঠাদি বহন ও শবদান প্রভৃতি করে। এই সকল কার্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আত্মীয়গণ শ্রমানে শব লইয়া আসে। অগ্রে অগ্রে বাজক ও অভ্যস্ত ব্যক্তি গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নুতন বস্ত্রাদি লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি ধনবান হইলে তাহার দেহ গাড়ী করিয়া আনা হয়। স্ত্রীলোকের চিতার চারি থাক এবং পুরুষের চিতার তিন থাক কাঠ দেওয়া হয়। জুমিরা শবদাহ হইলে ভয় লইয়া বস্ত্রপূরক একত্র করিয়া একস্থানে প্রোথিত এবং তদুপরি একটা পতাকাযুক্ত বংশ পুতিয়া রাখে।

জুমিরাদিগের ভাষা আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর ব্রহ্মবাসিনদিগের দ্বার।

জুমিরাগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নিচ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই—গোক, মুকর, দুগী, সকল রকম মাছ, ইন্দুর, কুকলাস, সাপ, অনেক রকম কীট কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্য পান করে। আবার ইহাদেরও জাতিভিমান আছে, ইহারা কোন মগবীর, বা মাগো বীররের হঁকা পর্যন্ত স্পর্শ করে না। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়া মান্ত করে এবং তাহাদের বাড়ী ভল খাইয়া থাকে।

জুয়াকগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য করিয়া জীবিকানির্ভর করে। ইহাদের কৃষিকার্য অতি বিচিত্র এবং পার্শ্ব-প্রদেশের উপরূপ। [জুন দেখ।] কৃষিকার্য ব্যতীত ইহারা অরণ্য হইতে বস্ত্র কদলী ও অন্যান্য বহুপ্রকার ফলমূল পাইয়া থাকে। ইহারা নদীতীরে ভাষাকের চাষও করিয়া থাকে। কৃষিকার্য ভিন্ন প্রত্যেক জুয়াক জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু উপার্জন করে। ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল। সহজে কাঁহাকেও অন্ন কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না ইহাদের বিলাসিতা নাই। বাজারী ব্যবসায়গণ জুয়াকদের নিকট বাইরা পণ্য বিনিময় করে।

[খেয়োল্‌খা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জুয়াক (পাতুয়া) সিংহভূমের দক্ষিণে উড়িয়ার কৈওবার ও ঠেঁকানলবাসী অসত্য বস্ত্র জাতি। ইহাদের ভাষা দেখিয়া অনুমান হয়, জুয়াকগণ কোল জাতিরই কোন শাখা হইবে। ঐ ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের জ্ঞান, তবে উহাতে বহু-সংখ্যক উড়িয়া ও অন্যান্য শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ইহাদের শরীরাতন ওরাওনদিগের জ্ঞান হয়। পুরুষগণ গড়ে ৫ ফিট এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিট ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের মুখমণ্ডল চোঁটা, গাওঁহি উচ্চ, ললাট অগ্রসর অস্বস্ত ও নাসিকা হইতে উচ্চ, নাসিকা বৃহৎ রক্তবিশিষ্ট, মুখ-বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং হস্ত ও নিম্ন দৃশ্যপংক্তি হয়। ইহাদের বেশ বিস্তীর্ণ সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গায়ের রঙ উড়িয়া চাঙ্গাদিগের মত। সিংহভূমবাসী হো-রমণীগণ জুয়াক রমণীগণের তুলনায় অনেক বড়। হো পুরুষগণও জুয়াক পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘাকার। জুয়াকগণের পুরুষাত্মকে ভার-বহনই ধর্ম হইবার কারণ হইতে পারে। হোগগ সহজে ভারবহন করিতে চায় না।

জুয়াক-রমণীগণ মুণ্ডা ও খরিয়াদিগের জ্ঞান ললাট ও নাসিকায় তিনটা তিনটা দাগ দিয়া উল্লী পরে এবং জুয়াক গণ খরিয়াদিগের জ্ঞান উই-টিবিকে দেবতা বলিয়া মান্ত করে। ইহাতে অনুমান হয়, জুয়াকগণ খরিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতির সমজাতীয় হইবে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় না।

জুয়াকগণ বলে, কৈওবাড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান। একদা স্বর্গীয় দেবগণ গুপ্তগণ নামক পুরুষে পদ্মপরিবৃত্তা মানব-কুমারীগণের সহিত বিহার করেন। ঐ কুমারীগণের গর্ভে দেব ঔরসে জুয়াকগণ জন্মগ্রহণ করে। গোমাশিকা গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এখানে বহুসংখ্যক জুয়াক বাস করে।

ইহাদের বাসগৃহ ছয় ছয় কুনিয় মাত্র। সাধারণতঃ

দীর্ঘে ৮ ফিট ও প্রস্থে ৬ ফিট, উহা আবার ভাণ্ডার ও শয়নাগার এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। গৃহবাসী স্ত্রী ও কস্তাগণ সহ শয়ন-ঘরে নিদ্রা বায়। গ্রামের সমস্ত বালক গ্রামের এক প্রান্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে। এই গৃহেরই একাংশ অভ্যাগতদিগের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

অনেকে বলেন, জুয়াকদিগের জ্ঞান বস্ত্র ও অসত্য জাতি ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অল্পদিন পূর্বে ইহারা লোহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না এবং কৃষিকার্যে অনায়া প্রদর্শন করিয়া যুগ্মরাক্ষ মাংস ও অনায়াসলব্ধ বস্ত্র ফলমূলে জীবনধারণ করিত। ইহারা প্রকৃতনির্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। অদ্যাপি উহাদের বাসভূমে ঐ সকল অস্ত্রাদির নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহা হউক, সম্ভ্রুতি ইংরাজ রাজত্বে ইহারা লোহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে এবং কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌহ প্রস্তুত করিতে বা কোন প্রকার যন্ত্রপাত্র কিম্বা বস্ত্রবয়ন করিতে জানে না।

ইহারা এক গ্রামে সর্বদা বাস করে না, প্রায়ই কৃষিকার্যের সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিয়া বাস করে। ইহাদের কৃষিপদ্ধতি খরিয়াদিগের জ্ঞান। বৎসরের অধিক সময়েই বস্ত্র ফলমূলাদির উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষিলব্ধ শস্তে অতি অল্পদিনই চলিয়া থাকে। কর্ণেল ডার্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহাদিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদ্রোবেই ঐরূপ দুর্গতি ঘটে। ইহারা জমির খাজনা দেয় না, তাহার পরিবর্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়া দেয়, তাঁরাই বহন করে এবং রাজা যুগ্মরাক্ষ বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়া শিকার বাহির করে। ধৈকিনলের রাজার আদেশে ইহারা গোহত্যা করেন। তত্তির সকল প্রকার প্রাণীরই মাংস খায়। এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভেক ও সর্পাদি ইহাদের খাদ্য। জঙ্গলে নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে, ঐ সকল হইতে ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকারক খাদ্য বাছিয়া লইতে পারে, বিবাক্ত অনিষ্টকর শব্দাদি প্রয়োগে ভঙ্কন করে না। শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণ্য; কোন শিকার পলাইলে তাহার কয়েক বর্গ পরেও শুদ্ধপদাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া গমনপথ বাহির করিয়া বাইতে পারে। বহুতে ইহাদের সন্ধান অব্যর্থ। ৮০ গজ দূরস্থ একটা ছত্র লক্ষ্য ইহারা অবলীলাক্রমে বিদ্ধ করিতে পারে। ধাবমান শব্দ বা উজ্জীৱমান পক্ষী বিদ্ধ করা ইহাদের বিশেষত্বের বড় বৈশিষ্ট্য নহে। ইহাদের বংশনির্মিত ধন্থ এমনই তেজ বে, প্রকৃষ্ট ভীর বস্ত্র বৃথ বা শূকর কেদ

করিয়া অপরাধকে বাহির হইয়া যায়। শিকারে এইরূপ পটু হইলেও ইহার সূহৃৎ খাপস সকলের নিকটবর্তী হইয়া, ব্যাককে ইহার বড় ভয় করে। ইহাদের খায়া দেখিয়া অতি নিকটে গিয়া অহমান হয়, কিন্তু জুয়ান পুরুষগণ বেশ ছেপুটে, তবে জীদিগের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কীণ ও দুর্বল। ইহার স্ত্রীরা স্ত্রী পান করিতে বড় ভালবাসে, আরের অধিকাংশই এই স্ত্রীপানেই ব্যয় করে। ইহার কোলদিগের ভার চাটল বা নহল হইতে নয়। এতদ্ব্যতিরিক্তে আনে না, ছতরাং সমস্তই ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

জুয়ান পুরুষগণ পার্শ্ববর্তী অজ্ঞাত বস্ত্রভাতির ভার কোপীন পরিধান করে। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের পূর্বে পর্য্যন্ত জীগণ কটি-ভটে সমুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র শুষ্কবস্ত্র পত্র-বিলম্বিত করিয়া লম্বা নিবারণ করিত। বহুরঙ্গপ্রতিভা স্ত্রীর-ভটিকার মালা ২০।৩০ ফের দিরা এই সকল বৃক্ষ-পত্রব কোমরে বাঁধা থাকিত, তদনুসারেই ইহাদিগের নাম পাছুরা অর্থাৎ পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে। এই সকল পত্র-বসন লম্বু এবং জুয়ান, রমণীগণের নৃত্যকালে সহজেই স্থানান্তরিত হইয়া অনেক সময় দর্শকদিগের সমুখে নয়া জুয়ান-যুবতী মূর্তি প্রদর্শিত হয়। ইহা বিজাতীয়দিগের চক্ষে কুরচিপূর্ণ হইলেও জুয়ানগণ সেসকল মনে করে না। নৃত্যকালে পুরুষগণ মাদোল ও নাগরা বাজাইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া সমুখে হেলিয়া ভালে ভালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক বায়ে ২০।২৫জন জুয়ানরমণীর পত্রপুচ্ছের ব্যক্তি উত্থান পতন বড়ই হাতোদীপক। ইহার কঠমুখে কাচের মালা কএক-~~কোটি~~ পরিধান করে, সমুখে হেলিয়া নৃত্য করিবার কালে এই মালা ভূমি স্পর্শ করে, তখন ইহার বামহস্ত দিরা মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে। পত্র-বসন বিষয়ে ইহার বলে এক সময় ইহাদের অতি উৎকৃষ্ট বজ্রাদি ছিল, পাছে এই সকল মরলা হয়, এই আশঙ্কায় ইহার গোলমালা পরিহার ও অজ্ঞাত কার্যকালে উৎকৃষ্ট বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখিয়া এইরূপ পত্র পরিহিত। একদিন এক ঠাকুরানী, কাহারও কাহারও নভে লীড়াঠাকুরানী আসিয়া তাহাদিগকে এই বেশে দেখিতে পায়, এবং এই বলিয়া শাপ দেয়, যে তোরা চিরকাল এইরূপ পত্র পরিহি, ইহা হাড়িয়া বস্ত্র পরিলেই জ্বরের প্রাণ কইবে।

আবার কেহ কেহ বলে, একবা বৈতরণী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গোনাসিকা পূজিত হইলে লহনা আবিস্কৃত হইয়া একসম তাৎবদ্য নর জুয়ান দেখিতে পান এবং তাহা-বিশ্বকে সেইসময়েই তৎকালীন পর-রাষ্ট্র লম্বা বস্ত্র করিতে

আদেশ দিয়া অভিযান করেন, "তোরা চিরকাল এই পরিহিত পরিহি, ইহার অভ্যাচার করিলেই মৃত্যু ঘটবে।"

যদিও জুয়ান রমণীগণ এই আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতে ছিল। পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কৈওকত রাজ্যের জুয়ান-কৈওকত এক বৈতরণী সাহেব জুয়ান রমণীগণকে অসং-বস্ত্র প্রদান করিয়া পরিহিত আদেশ করেন এবং এই শাপ দোচন করেন। এখন ইহার কাপড় পরিহিত শিখিয়াছে, পিতলের তড়, বলর ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। এই সকল অলঙ্কার জুয়ানরমণীগণের অতি প্রিয়।

জুয়ানদিগের মধ্যে আভিবিভাগ নাই, তবে জিন্ন জিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেই মধ্যে পরস্পর বিবাহাধি হয়, কিন্তু কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অতি নিকট সম্পর্কীয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। পুত্র, পত্নী ও কৃষ্ণদির নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে।

বজ্রা বস্ত্রা না হইলে ইহার সচরাচর বিবাহ বেশ না। বিবাহের পূর্বেই ঘরকন্ডায় একজন লহবাস করিতে বিশেষ কোন আগতি নাই। বিবাহপ্রথা অতি সহজ। কোন যুবা কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার পিতার নিকট করেক জন বড় বাক্তকে প্রেরণ করে। তাহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলে বিবাহ হিল হির হয় এবং বর পণ বস্ত্রপ কন্ডায় পিতার নিকট একগাঢ়ী ধান পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ দিবসে কন্ডা বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং কন্ডায় তাহাকে নুতন পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া বখা-রীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, তবে অনেক সময় গ্রামের চেড়ী আসিয়া নব সম্পতির সম-লার্থ উহাদের মস্তকে ততুল ও হরিদ্রা দিয়া অঙ্গীকার করে। বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ দেয়। পরদিবস প্রাতে প্রত্যেককে ততুল ও বাঁজ দিয়া কিয়ৎ করে। বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সচরাচর প্রথম স্ত্রী অসতী বা স্ক্যা না হইলে দ্বারগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। দ্বিতীয় করিলে বিবাহ দেখরকে সাদা করিতে পারে, তবে বাধ্য-বাধকতা নাই। অত্র দ্বিতীয়গ্রহণ করিতে হইলে এক মস্তুর অপেক্ষার প্রয়োজন। এরূপ সাদার বর কেবলমাত্র কন্ডাকে একসাত পিতলের গহনা ও নুতন কাপড় দেয় এবং বড় বাক্তকে ভোজন করায়। স্ত্রী অসতরীয়া হইলে ইহার পকা-য়েত ভাঙিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অনেকে কোন যৌবন পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এরূপ স্থলে কন্ডায় পিতাকে একটা গাভী ও কিছু টাকা দিতে হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী পিতৃগৃহে বসে করে এবং বিবাহের ভার পুনরায়

অন্ত দ্বারী গ্রহণ করিতে পারে। সম্প্রতি অনেক জুরার হিন্দুদিগের অধিকরণে বালাবিবাহ প্রচলিত করিতেছে।

ইহাদের ভাষার জৈবর, স্বর্ণ ও নরকের নাম নাই। ইহারা অনেক ক্রান্তি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। যথা—বরদা অর্থাৎ বনদেবতা, খানপতি গ্রামদেব, মাসিমূলী, কালা পাট, বাস্তলী এবং বহুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মহিষ, দুগ্ধী, দুগ্ধ ইত্যাদির নৈবেদ্য প্রদান করে।

ইহারা মৃতের অধিসংকার করে। শবকে দক্ষিণশিরে চিতার উপর রাখে। চিতাত্ম্য নদীতে কেলিয়া আসে। কার্তিকমাসে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দেয়।

ইহাদের নাচে একটু জাতীর বিশেষ আছে। ঐ নাচ কতকটা নীচতা ও কোলদিগের মত। ইহারা কপোত, কুক্কর, বিড়াল, শকুন, তরুণ প্রভৃতির অধিকরণ করিয়া অনেক প্রকার অলঙ্কার নৃত্য করে। ঐ প্রকার নৃত্য দেখিতে বড়ই কোতুকজনক, অনেক আবার অতি অস্বাভাবিক।

জুরারগণ জুরারদিগকে ঘৃণা করে। জুরারগণ জুরারদিগের পাক করা অন্ন ব্যক্তাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু জুরারগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল পর্যন্ত খায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ইহারা জনসমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চমান অধিকার করিবে।

জুরার (হিন্দী) অগোছাল, সমুদ্র হইতে আগত জলশ্রোত।

জুরার (জোরার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান একপ্রকার শস্ত। এই শস্ত উৎপাদন করিতে হইলে আবাস্যমাসের প্রায় মধ্যভাগে জুজ জুজ বিভাগে জমী বিতক্ত করিয়া লইয়া বাহাতে মাটির নীচে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত জল প্রবেশ করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমী উত্তমরূপে তৈরী হইলে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়, তৎপরে জমী চাষ করিতে হয়। বাহাতে বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে যায় এবং পাখী প্রভৃতি সেগুলি খাইয়া ফেলিতে না পারে, তৎকালে কখন কখন এই সেওয়া হইয়া থাকে। পরে আবার জমীতে ছোট বীজ দিয়া জুজ জুজ ভাগে বিতক্ত করিয়া আবস্তক মত জলসিকন করা হয়। মাটি বাহাতে তিজা থাকে, সর্বদাই তাহার অল্প সতর্কতা আবস্তক। সাধারণতঃ যে মাসে বীজ বপন করা যায়, সেই মাসে জমীতে ছইবার জল দেওয়া হয়; তাহার পর তিন সপ্তাহ অল্প একবার জল সিকন করা হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত জুরার বহু হইয়া কাটিবার উপযুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত জল দিতে হয়।

বাহারা শস্তের জমীতেও জলসিকন করিতে হয়, কিন্তু

জুরারের জমীতে অপেক্ষাকৃত অধিক জল আবস্তক। জুরার বীজের জমীতে একটু নিড়ানি প্রয়োজন।

জুরি, (ইংরাজী Jury, লাতিন 'জুরেটা' Jurata) (অর্থাৎ শপথ কথা হইতে জুরিকথার উৎপত্তি হইয়াছে।) জুরি বলিতে অভিযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের তথ্য অঙ্গসন্ধান করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার বাহাদিগের ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্তব্যকার্য্য জ্ঞানপূর্বক পালন করিতে বাহারা শপথ করিয়াছেন, এইরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায়।

বিচারকার্য্যে জুরি (সভা) বিচারকের সহায়রূপ। বিচারক সমস্ত কথা অঙ্গদ্বারা করিতে না পারিয়া হয়ত অজ্ঞার বিচার করিতে পারেন; বাদী প্রতিবাদীর সমস্ত কথাও প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়া হয়ত অভিযোগের সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময় বিশেষ কারণবশতঃ ইচ্ছাপূর্বক অজ্ঞার বিচার করিতে পারেন। বাহাতে পূর্বেকোনরূপে বোধ না ঘটে এবং বিচারক হৃদয়ভাবে বিচার করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহায়তা করেন।

ইংলণ্ডদেশে কোন সময় জুরি-বিচার-প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহা নির্ণয় করা হ্রঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, আংলো সাক্সনদিগের (Anglo saxon) সময় হইতে এই প্রথা আরম্ভ হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন, নর্মানগণ (Normans) ইংলণ্ডে এই বিচার প্রথা স্থাপিত করিয়াছেন। বাহা হউক, দ্বিতীয় হেনরির রাজত্বের পূর্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-প্রথা সম্পূর্ণরূপে ও সর্বস্বত্বরূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম প্রথম জুরি বিচার দ্বারা প্রকৃত অভিযোগের তথ্য নির্ণয়িত হইত এবং সপ্তম হেনরির রাজত্বকাল পর্যন্ত জুরির বিচার সাক্ষীর বিচারের নামান্তররূপ ছিল।

অভিযোগ শুনিবার পূর্বে জুরিদিগকে শপথ করিতে হয়। সপ্তম হেনরির সময় পর্যন্ত জুরিগণ সত্যকথা বলিবেন বলিয়া শপথ করিতেন; সাক্ষী অঙ্গদ্বারা উচিত অজমিত (Verdict) প্রকাশ করিবেন; এরূপ কোন ব্যক্তির উল্লেখ করিতেন না। বিচারালয়ে জুরি প্রথা প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে হইতেই রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ অঙ্গসন্ধান অল্প জুরিপ্রথা প্রচলিত ছিল। আদিকাল দেওয়ানী ও কোলকারী উভয়বিধ মোকদ্দমার জুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একটা জুরিতে ১২ জন করিয়া সভ্য নির্বাচিত হয় এবং সকলকেই সাক্ষী অঙ্গদ্বারা মোকদ্দমার তথ্য ও সর্ব প্রকাশ করিবেন বলিয়া শপথ করিতে হয়। সাধারণ বিচারালয়ে তিন প্রকার জুরির ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা প্রথম (Grand)

অর্থাৎ প্রধান কুরি, পেটি (Potty) অর্থাৎ ক্ষুদ্র কুরি, ইহাকে (Common) অর্থাৎ সাধারণ কুরিও কহিয়া থাকে এবং স্পেশাল (Special) অর্থাৎ বিশিষ্ট কুরি। সতরাচর কোম-
দারী মোকদ্দমা বিচারকালে প্রধান কুরি গঠিত হয়। ২৬
বৎসরের অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তি কুরির আসন পাইতে পারে
না এবং ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকেও সাধারণতঃ
কুরিতে বসান হয় না।

ইংলণ্ডদেশে বাহার বার্ষিক ১০০ টাকা আয়ের কোন
সম্পত্তি থাকে, অথবা ২০০ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি-
অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তদুর্ধ্বকালের জন্ম পাটা থাকে,
অথবা ১৫টা অথবা অধিক বাতায়নবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে,
তিনিই কুরির সত্যরূপে নির্ধারিত হইতে পারেন। লণ্ডন-
নগরে আবাসগৃহ, দোকান এবং ব্যবসার স্থলের স্বাধিকারী
ও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়শীল যে কোন ব্যক্তি কুরি
হইতে পারেন। বিচারক, পাদরী, রোমানক্যাথলিক
সম্প্রদায়ভুক্ত রাজক, ব্যবহারোপলব্ধ, ঔষধবিক্ষেপ্তা, নৌ-
সেনানী, ভূতা, সেরিকের কর্মচারী ও কনটেবল প্রভৃতি
কুরির সত্যরূপে নির্ধারিত হইতে পারে না।

প্রত্যেক গির্জার অধ্যক্ষগণ সেই গির্জার অন্তর্ভুক্ত কুরি
হইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া
সেপ্টেম্বর মাসের (ডায়—আধিন) প্রথম দিন রবিবারে গির্জার
নয়জার টাঙাইয়া দেন। এই তালিকার কাহারও কোনরূপ
আপত্তি থাকিলে শান্তিরক্ষক বিচারকগণ (Justice of peace)
তাহা নীমাংসা করিয়া তালিকার নাম স্বাক্ষর করেন। সেপ্টে-
ম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

তালিকার নাম স্বাক্ষর করা হইলে কেরানীগণ ডাকযোগে
তাহা সেরিকের কেরানীর নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দিষ্ট
পুস্তকে লেখা হইলে সেরিকের নিকট প্রেরণ হয়। নির্দিষ্ট
পুস্তকে বাহাদুরের নাম লেখা হয়, পরবর্তী বৎসরে তাহারাই
কুরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১লা জানুয়ারী হইতে এই
তালিকানুসারে কার্য আরম্ভ হয়।

বাহাদুর উত্তমবয়স্ক ব্যক্তি ও গণ্যমান্য ব্যবসায়ী তাহারিগের
নাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হয়। সেরিক এই
তালিকা বাহিরী বাহিরী বিশিষ্ট কুরির (Special Jury)
তালিকা প্রস্তুত করেন। যখন কুরি আবশ্যক হয়, তখন
বিচারক সেরিকের নিকট সন্ধান প্রেরণ করেন; সেরিক
কুরিদিগকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ দিয়া থাকেন।
সেরিক প্রত্যেক কুরির নিকট পত্র লিখিয়া তাহাতে
নিজের নোভর দিয়া ডাকযোগে কুরিপুস্তকে যে ঠিকানা

লিখিত আছে, সেই ঠিকানার পত্র প্রেরণ করেন। মোকদ্দমা
বিচারের ৭ দিন পূর্বে সেরিকের কার্যালয়ে বাহাদুর কুরির
তালিকা দেখা যাইতে পারে এবং বাহাদুরিগের নাম কুরির
তালিকায় দেওয়া হইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী
প্রতিবাদীর সম্মত হইলে তাহার জানাইতে পারেন এবং
উপযুক্ত কারণ হইলে যে কুরিদিগের সম্মত হইতেছে
তাহাদিগের নাম কর্তন করিয়া অন্য লোক নির্ধারিত করা
যাইতে পারে। যখন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে, তখন
সেরিক কুরির তালিকা বিচারকের কর্মচারীর নিকট প্রদান
করেন। সতরাচর সাধারণ কুরির তালিকাই প্রস্তুত হইয়া
থাকে; কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর যে কেহ বিশিষ্ট কুরির জন্ম
প্রার্থনা করিতে পারেন। বিচারক যদি এই মোকদ্দমার
বিশিষ্ট কুরির আবশ্যক এক্ষণে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করেন,
তবে যিনি বিশিষ্ট কুরির জন্ম প্রার্থনা করিবেন, তাহাকেই
অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয়।

বিশিষ্ট কুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট কুরির
তালিকা হইতে ৪৮টা নাম মনোনীত করা হয়; ইহার মধ্যে
যে কোন ১২টা নাম বাদী প্রতিবাদীর ইচ্ছানুসারে কর্তন
করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একখানি টিকিটে
লিখিয়া একটা বাস্ত অথবা কাচ নির্মিত পাত্রবিশেষের মধ্যে
রাখা হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২
জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাহির হয়, তাহারিগকে মনোনীত
করিয়া আহ্বান করা হয়। ইহারিগের মধ্যে কেহ অল্পপুঙ্খ
থাকিলে অথবা কোন কারণে কুরি হইবার অল্পপুঙ্খ হইলে
তাহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করা হয়।

মনোনীত কুরি তালিকার দুই প্রকার আপত্তি হইতে
পারে। ১ম মনোনীত কুরিসমূহের প্রতি আপত্তি; ২য়
পর্যায়ক্রমে উপস্থিত কুরিদিগের মধ্যে এক কিংবা বহুজনের
প্রতি আপত্তি। ইংরাজি ভাষায় প্রথমটাকে Challenge
to the array এবং দ্বিতীয়কে Challenge to the polls
বলিয়া থাকে।

সেরিক অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর দোষে প্রথম
প্রকার আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার আপত্তি
৪ প্রকার—১ম, কাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্ম পার্শ-
মেণ্টের কোন লর্ড সজা কুরি মনোনীত হইলে; ২য়, কুরি
হইবার উপযুক্ত আয় না থাকিলে; ৩য়, পক্ষপাতিতার আপত্তি
জন্মিলে এবং ৪র্থ, চরিত্রগত দোষবহু মনোনীত কুরির
অব্যাপ্তি হইলে এবং তাহার জ্ঞানপরতার প্রতি আস্থা না
থাকিলে। কুরি প্রার্থী হইতে বাহ বিচার নকল অথবা অন্য

কোন কারণবশতঃ যদি বিচারকালে উপযুক্ত সংখ্যক জুরি উপস্থিত না থাকে, তবে উক্তর পক্ষের নির্দেশানুসারে প্রথম প্রস্তুত তালিকা হইতে যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে। নিরসিত সংখ্যক জুরি পূর্ণ করিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতে পারে; যদি তিনি জুরির আসনে না বসেন কিবা যদি তিনি আহুত হইলে বিচারালয় হইতে বিনামূল্যে ভ্রমণে প্রেরণ করেন, তবে বিচারক ইচ্ছামত তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। জুরি হইবার জন্য কাহাকেও আহ্বানলিপি (Summons) প্রেরণ করিলে, যদি তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত না হন, তবে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার তথ্য প্রকাশ ও সাক্ষ্য অংশে উচিত মত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া পৃথকভাবে পৃথক করিতে হয়। তৎপরে বাদীর পক্ষীয় ব্যবহারোপকীৰ্ত্ত জুরিদিগের নিকট মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন, স্বপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবশ্যক বুলিলে পূর্বে বিবৃতভাবে বাহার আলোচনা করিয়াছেন পুনরায় সংক্ষেপে তাহা জুরিদিগের নিকট বর্ণন করেন। ইহার পর প্রতিবাদীর উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। প্রতিবাদীর উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে বাদীর উকীল তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার মর্ম জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন এবং সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন জুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্যাগপূর্বক নির্দিষ্ট মন্তব্যবলে প্রবেশ করেন এবং পরস্পর তর্কবিতর্ক করিয়া উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বিচারালয়ে প্রবেশপূর্বক স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন। বাহাতে জুরিগণ শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্ত তাহারা মন্তব্যবলে কোনরূপ ভোজ্য বা পানীয় ব্যবহার করিতে পারেন না। যে সময় জুরিগণ তাহাদিগের অভিমত প্রকাশ করেন, তখন বাদীর উপস্থিত থাকিতে হয়। জুরিগণের মধ্যে একজন প্রধান (Grand) থাকেন; তিনিই তাহাদিগের মত ব্যক্ত করেন। তাহাদিগের মত বিচারালয়ের পুস্তকে লিখিত হইলে তাহারা স্থান পরিত্যাগ করেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারে জুরিপ্রার্থার বৈধতা নিম্নমুখ্যমূল্যে মোকদ্দমারও সেইরূপ। অন্ততঃ অপরাধে অপরাধীর বিচারকালে তাহাকে একই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া

থাকে; ইহাকে ইংরাজি ভাষায় Foremost Challenge কহে। সাধারণ নৌকদ্দমাবিশেষে অপরাধিনিগের ইচ্ছামত জুরিদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক জুরি বাদ নিবার কালে অপরাধী কোনরূপ কারণ দেখাইল কি না, তাহার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখা হয় না। কোন বিদেশীর বিচারকালে অর্ধেক বিদেশীয় জুরি নির্বাচিত হইয়া থাকে। যদি অর্ধেক বিদেশীয় না পাওয়া যায়, তবে যত জন পাওয়া যায় তত জনই মনোনীত হইয়া থাকে। জুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়া বিদেশীয় জুরির নাম তালিকা হইতে কর্তন করা যাইতে পারে না; অন্ত কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্বে ইংলণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি জুরিদিগের বিচার অন্তায় হয়, তবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে।

জুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হয়, অন্যথা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আদালতের আদেশানুসারে যদি কোন জুরি উপস্থিত না হন, তবে তাহার ১০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করা যাইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা যায়।

সেসন মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়া লিখিয়া দেন।

হাইকোর্টে অথবা সেসন আদালত যুরোপীয় কূটনীতির বিচারকালে জুরি মনোনীত হইবার পূর্বেই যদি অপরাধী ইচ্ছা করে, তবে যুরোপীয় এবং আমেরিকীয় মিশ্র জুরি দ্বারা তাহার বিচার করা হইয়া থাকে। বিযোড় জুরি মনোনীত করা হয়; সুতরাং মিশ্রজুরি নির্বাচনকালে এক-জাতীয় জুরি অবশ্যই অধিক হইয়া থাকে।

যুরোপীয় বা আমেরিকীয় হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচার হইতে পারে।

স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময় সময় সরকারী সংবাদপত্রে কোন কোন মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার্য তাহা স্থির করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে বৈধরূপে মোকদ্দমা জুরির সাহায্যে বিচার্য বলিয়া স্বীকৃত আছে, সে আদেশ রহিতও করিতে পারেন।

হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশানুসারে সময় সময় বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমাও জুরির সাহায্যে বিচার করা যাইতে পারে।

অপরাধী যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে বিচারক জুরির

মতের অপেক্ষা না করিয়াই মোকদ্দমার বিচার শেষ করিতে পারেন।

অপর্যাপ্ত দোষ স্বীকার করিলেও যদি বিচারকের মনে সন্দেহ হয় যে সে মনের বিকারক্রমে এইরূপ কার্য হইয়াছে, তবে জুরির সাহায্যে বিচার সম্পন্ন করিতে হয়।

অপর্যাপ্ত প্রমাণ দোষ স্বীকার করিয়া যদিও শেষে স্বীকার করে, তথাপি বিচারক জুরিদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারেন না।

জুরিগণ বিচারকের অস্বাভাবিক মতের সাঙ্গোপাঙ্গি করিতে পারেন। বিচারক যদি বিবেচনা করেন যে, যে স্থানে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থান অথবা অন্য কোন স্থানে জুরিদিগের দেখা আবশ্যিক; তাহা হইলে আদালত একজন কর্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ করিবেন। আদালত হইতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি জুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং আদালতের বিনামূল্যে বাহাতে কোন ব্যক্তি কোন জুরির সহিত কথা বলিতে না পারে, তাহার প্রতি সেই ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন; তবে তিনি বিচারককে তাহা জানাইবেন এবং তাহাকে সাক্ষীর জ্ঞান প্রদান করা যাইতে পারে।

মোকদ্দমার বিচার স্থগিত হইলে নির্দিষ্ট দিবসে জুরিদিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়।

ব্যক্তি প্রতিবাদী উত্তর পক্ষের বাসানুবাদ শেষ হইলে বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগের সর্ম্ম ও সাক্ষ্য ~~পরিদর্শন~~ প্রকাশ করিবেন। হাইকোর্টের আদেশানুসারে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত জুরিদিগকে একত্র থাকিতে হয়।

জুরিদিগের কানা কর্তব্য—১ম, কোনটি সত্য ঘটনা এবং বিচারকের আভাস অনুসারে প্রকৃত মত প্রকাশ।

২য়, দলিল ও অন্যান্য বিষয়ে আইন-বিষয়ক ব্যতীত অন্য বিষয়ের যে যে পারিপার্শ্বিক ও প্রাদেশিক কথা ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ-নির্ণয়।

৩য়, ঘটনা-বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা।

৪র্থ, ঘটনা বিষয়ে যে সমস্ত সাধারণ কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ঘটনার প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা?

বিচারক উপরুক্ত মনে করিলে জুরিদিগের নিকট ঘটনা অথবা ঘটনা ও আইনের মিলিত কোন বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জুরির নিকট অভিযোগের সর্ম্ম অবগত হইয়া জুরিগণ আপনাদিগের মধ্যে মীমাংসা

করিবার জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রভবনে গমন করেন। যদি তাহাদিগের সকলের এক মত না হয়, তবে বিচারক তাহাদিগকে পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। যদি তখনও তাহাদের একমত না হয়, তবে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে জুরিগণ সকল অভিযোগের উপর একটা মত প্রকাশ করেন। বিচারক জুরিদিগকে তাহাদের মত লব্ধক প্রদান করিতে পারেন এবং সেই প্রদান ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবেন।

ক্রম অথবা হঠাৎ কোন কারণে জুরিদিগের মত অন্তর হইলে, তাহা লিখিত হইবার কিছু পূর্বেই তাহারা মত সংশোধন করিতে পারেন।

হাইকোর্টে বিচারকালে যদি জুরিদিগের মধ্যে ৬ জনের এক মত হয়; কিন্তু বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত না হইয়া ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জুরি পরিত্যাগ করিতে পারেন। এক জুরি পরিত্যাগ করিয়া বিচারক ইচ্ছা করিলে অন্য জুরির সাহায্যে বিচার করিতে পারেন। জুরিদিগের মত যদি একরূপ অন্তর হয় যে সামান্য একটু অস্বাভাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে সেসন অন্তর ও তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে পারেন। হাইকোর্ট জুরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হস্তক্ষেপ করেন না। সেসন অন্য যদি হাইকোর্টে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া লিখিলে হাইকোর্টের অন্তর্গত বিচার করিয়া কখনও বা জুরিদিগের সহিত কখনও বা সেসন জুরির সহিত এক মত প্রকাশ করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য মোকদ্দমা যদি আসেসর সাহায্যে বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হইবার পূর্বে যদি সে বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হয়, তবে সে বিচার অগ্রাহ হইবে না।

পূর্বে ভারতবর্ষে এখনকার মত জুরি প্রথা ছিল না, তবে প্রাক্তন বিচারের সাহায্যের জন্য সভ্য বা আসেসর নিযুক্ত হইতেন। সত্যতা প্রাপ্তি বা ব্যবসাদার। [সত্য দেখা।]

এখন এ দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি প্রথা প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন (Session) মোকদ্দমা বিচারকালে জুরি আহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জুরির সহায়তার সেসন মোকদ্দমা বিচার করা হয় না। ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্ডমান, দুর্গাদায়া, নদিয়া, পাটনা এবং হুগলি জেলায় জুরি প্রথা প্রচলিত আছে। আবার কলিকাতা, কলিকাতা প্রভৃতি জেলায় জুরি প্রথা

মাই। শেষোক্ত জেলা গুলিতে জুরির পরিবর্তে আসেস-
সর আদালত করা হইয়া থাকে। আসেসর অপেক্ষা জুরির
কর্মজ অনেক অধিক। জুরির সম্মতে বিভাগের প্রধান
বিচারক (Chief Justice) কোন কার্যই করিতে পারেন
না। তাঁহার মতবৈধ হইলে উপরিভূত বিচারালয়ে লিখিতে
পারেন। কিন্তু আসেসরদিগের মতের বিরুদ্ধেও বিচারক
কার্য করিতে পারেন।

প্রত্যেক বিভাগের মাজিস্ট্রেট সেই সেই বিভাগের
অন্তর্গত জুরিদিগের নাম স্থির করেন। মোকদ্দমা বিচারের
পূর্বে জুরির তালিকা অজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং
তাহার কয়েক দিবস পূর্বেই মনোনীত জুরিদিগকে উপস্থিত
হইবার অজ আদালত-লিপি (Summon) প্রেরিত হয়।

জুরিগণ উপস্থিত না হইলে তাহারিগকে দণ্ডনীয় হইতে
হয়। আমরিগের দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা জুরি দ্বারা
বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এই-
রূপ তিন তির অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তাহার কতকগুলি
অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য, অপরগুলি জুরির দ্বারা বিচার্য
নহে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধীর বিচার জুরির সাহায্যে
সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শাস্তিতত্ত্ব, মিথ্যা-
সাক্ষী, নরহত্যা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবসায় চিহ্ন বা
দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্য। আদালত
প্রদেশে সেসন আদালতে জুরির সাহায্যেই মোকদ্দমা বিচা-
রিত হইয়া থাকে।

মাক্রাণ বিভাগে চিত্তুর, কড়াপা, রাজমহেশ্বরী, তলোয়,
রাঙ্গুবার, কুন্দালুর এবং বিশাখপত্তনের সেসন আদালতে
জুরি, ডাকাইতি এবং তৎসংস্কৃষ্ট সকল প্রকার অভিযোগ
জুরির সাহায্যে বিচার্য।

কোম্বাই বিভাগে পুণার সেসন বিচারালয়ে দণ্ডবিধি আই-
নের ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ের অন্ত-
র্গত সর্ববিধ অভিযোগই জুরির সাহায্যে বিচারিত হয়।

য়েকুন এবং মোলমেনের রেকর্ডের বা অজ সকল মোক-
দ্দমাই জুরির সাহায্যে বিচার করেন।

জুরির সাহায্যে বিচার্য মোকদ্দমা উক্ত আদালতে
বিচারকালে ৯ জন জুরি মনোনীত হইয়া থাকে। সেসন
আদালতে তির তির জেলায় তির সংখ্যা জুরি মনোনীত
হইয়া থাকে; মোটের উপর তিনজননের কম বা ৯ জনের
অধিক মনোনীত হয় না। স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশে জুরির
সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। অপরাধী যদি যুরোপীয় বা আমেরিক
না হয়, তবে তাহার বিচারকালে সে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ

জুরি যুরোপীয় বা আমেরিক না হইয়া অজ কোন আতীত
লোক নির্বাচিত হইয়া থাকে। হাইকোর্টের আদেশে সেসন
আদালতে জুরির অজ আহুত লোকদিগের মধ্যে হইতে জুরি
মনোনীত হইয়া থাকে।

যতগুলি জুরি আবশ্যক, যদি তদপেক্ষা কম জুরি উপস্থিত
হয়, তবে তাহার উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে হইতে জুরি
নির্বাচিত করিয়া লওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সি সহরে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অপ-
রাধ করে যে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা, এরূপ মোক-
দ্দমা বিচারকালে অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারক ইচ্ছা
করিলে বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিয়া থাকেন।

সেসন অজ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচিত
জুরিদিগের নাম নির্দিষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখেন এবং যদি
কোন জুরির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়, তবে আপত্তির কারণ জুরির
নাম এবং তাহার শিক্ষার সেই পুস্তকে লেখেন।

প্রত্যেক জুরি মনোনীত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির
ইচ্ছানুসারে জুরি পরিবর্তনও হইতে পারে।

হাইকোর্টে উভয়পক্ষ হইতেই ৮ জন করিয়া জুরি বাদ
দেওয়া বাইতে পারে। কোন জুরির বিরুদ্ধে নিয়মিত
কোন প্রকার আপত্তি হইলে এবং তাহার সম্ভাব্যজনক প্রমাণ
পাইলে জুরি তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তন করা হইয়া
থাকে। (১ম) পক্ষপাতিতা; (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বয়স;
(৩য়) স্বভাবতঃ অথবা ধর্মোচ্চরণপ্রযুক্ত সংসারচিন্তা-পরিত্যাগ;
(৪) আদালতের অনীদে চাকরী; (৫) পুলিশের কর্মচারী;
(৬) পূর্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত; (৭) সাক্ষীর জ্ঞান-বস্তুতে
অসমর্থ (৮) কিম্বা অজ কোনপ্রকার সম্ভাব্যজনক আপত্তি।

কোন জুরি বাদ দেওয়া হইলে বিচারক জুরির তালিকা
হইতে অজ কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন, যদি তালিকা-
ভুক্ত কোন ব্যক্তি তাহার উপস্থিত না থাকে, তবে উপস্থিত
কোন ব্যক্তিকে জুরি মনোনীত করিবেন।

জুরিগণ মনোনীত হইলে তাহার আপনাদিগের মধ্যে
হইতে একজনকে প্রধান (Grand) নিযুক্ত করেন।

এই নির্বাচিত প্রধান ব্যক্তিই জুরিদিগের বাদানুবাদ-
কালে সভাপতির কার্য করেন—তিনিই বিচারকের নিকট
সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত বিচারকের
নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্যক মত
বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। যদি উপস্থিতকালের মধ্যে
জুরিগণ তাহারিগের সভাপতি মনোনীত করিতে না পারে,
তবে আদালত হইতেই মনোনীত করা হয়।

সভাপতি নিযুক্ত হইলে জুরিদিগকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আইনামুসারে শপথ করিতে হয়। বিশেষ কারণে যদি কোন জুরি মোকদ্দমা বিচারকালে সকল সময় উপস্থিত থাকিতে না পারেন; অথবা যদি কোন জুরি মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর নাক্যের ভাষা অথবা তাহার ব্যাখ্যার ভাষা বুঝিতে না পারেন, তবে তাহার পরিবর্তে অন্য জুরি নিযুক্ত করা হয়। সময় সময় সে জুরিগুলি বাণ দিয়া অস্ত্র শ্রেণী গঠিত করা হয়। এইরূপ হইলে বিচার পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

হাইকোর্টে বাহাদিগের নাম বিশিষ্ট জুরির তালিকার লিখিত হইয়াছে, অস্ত্র কোন সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান করা হয় না। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকার ২০০ নামের অধিক লেখা হয় না। হাইকোর্টের নিয়মামুসারে রাজ-কীয় কেরানী প্রতি বৎসরে ১লা এপ্রেলের পূর্বে সাধারণ ও বিশিষ্ট জুরির তালিকা প্রস্তুত করেন। মনোনীত জুরিদিগের নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হয় এবং জুরির তালিকা বিচারালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইরা রাখা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান সহরে সেসন-বিচার-কালে অন্ততঃ ২৭ জন বিশিষ্ট ও ৫৪ জন সাধারণ জুরি আহ্বান করা হইয়া থাকে।

নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ২১ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়স সকল পুরুষকেই জেলার সেসন আদালতে জুরিরূপে আহ্বান করা হইতে পারে।

হানীর গবর্নমেন্টের আদেশামুসারে জেলার জজ অথবা ম্যাজিস্ট্রেট জুরিতালিকা প্রস্তুত করেন। জুরির তালিকার জুরিদিগের নাম, বাসস্থান ও ব্যবসার লিখিত থাকে এবং তাহা কোন সাধারণ স্থলে টাঙাইরা রাখা হয়। মনোনীত কোন জুরি প্রতি আগন্ত হইলে জজ কালেক্টর অথবা অস্ত্র কোন উক্ত কর্তৃপক্ষীর সহিত একত্র বলিয়া তাহার মীমাংসা করেন। বিচারকালে সেসন জজের নির্দেশামুসারে ম্যাজিস্ট্রেট জুরিদিগকে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করেন। আহুত হইলেও যদি কোন জুরি বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তবে তাহাকে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশেষ কারণভাবে যদি কোন জুরি আদালত হইয়া অপরস্থিত হন, তবে তাহাকে অপরকে দণ্ডিত করা হয় এবং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা আদার করেন। যদি টাকা আদার না হয়, তবে তাহাকে দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হয়।

বহুদিন হইতে আমাদের দেশে জুরি বিচার প্রথা প্রচলিত হইলেও ইংরাজ শাসনের প্রথমকালে দেশীয়গণকে জুরি

আসনে স্থান প্রদান করা হইত না। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ২৫এ জুলাই তারিখে এ দেশীয় এক ব্যক্তি সাধারণ জুরি আসনে প্রথম উপবেশন করেন। সেই অবধি এ দেশীয়গণ জুরির কার্য করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর (১৩০১ সালে) জুরি-বিচার লইয়া বঙ্গদেশে এক তুহল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

ছোট লাট জুরির বিচার তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকগণ জুরির বিচারের উপযোগিতা ও কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পরিশেষে বঙ্গের গণ্য মাত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে বড়লাট জুরি প্রথা রহিত করিলেন না।

জুঙ্গ (দেশজ) কটাক।

জুলফিকার আলি, মন্ত নামে পরিচিত। ইনি রয়াজ-উল-বিলাক নামে একখানি তরজির লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে কলিকাতা ও বারাণসীস্থিত যে সমস্ত কবি পারঙ্গ ভাষার কবিতা লিখিতেন, তাহাদিগের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে বারাণসী নগরে এই পুস্তকখানির লেখা শেষ হয়। এই ব্যক্তি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

জুলফিকার আলিখাঁ, বান্দা প্রদেশের নবাব। বৃন্দেলখণ্ডের শাসনকর্তা আলি বাহাদুরের পুত্র। (১৮২৩ খৃঃ অব্দে ৩০ আগষ্ট তারিখে) ইনি ইহার জাতা সময়ের বাহাদুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর আলি বাহাদুর খাঁ নবাবী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

জুলফিকারজুঙ্গ, সলাবৎখার একটা উপাধি।

জুলফিকার খাঁ, (আমির-উল-উম্মা) আসনখাঁর পুত্র। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে (১০৬৭ হিজরা) জয়প্রহর করে। ইহার নাম নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি রাতকদখাঁ। ইনি সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজারাম তক্তোয়ের গিল্লী দুর্গ অধিকার করিলে সম্রাট জুলফিকার খাঁকে (১৬৯১ খৃঃ অব্দে) উক্ত দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া কিরিয়া আসিলেন। সম্রাট অরঙ্গজেব অজ্ঞাত সেনাপতির সাহায্যে উক্ত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় জুলফিকারকে তথায় পাঠাইলেন। এবার জুলফিকার দুর্গ অধিকার করিলেন; রাজারাম শরণিবারে পলাইলেন (১৬৯৮ খৃঃ অব্দে)। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে জুলফিকার রাজারামকে পরাভূত করিয়া সাতারা দুর্গ অধিকার এবং সিংহগড় পর্যন্ত তাহার অঙ্গসরণ করিলেন। কুমার কামবদর, দায়ব খাঁ পুণ্ডি প্রভৃতি

সেনাপতিগণ বহুদিবস বাবৎ বকিবীর দুর্গ অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই; জুলফিকার তাহা জয় করিয়া নিজ কন্যাতার পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। জুলফিকার কুমার আশিমের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

মুহাম্মদ ও আশিমের সৈন্তগণ রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপরীত দিক্ হইতে প্রচণ্ড বৃষ্টি উপস্থিত হইয়া আশিমের সৈন্তগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, বহুদূরী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আশিমকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আশিম তাহা গ্রাহ্য না করায় জুলফিকার তাঁহার পক্ষ পরিতাগ করিলেন। মুহাম্মদ 'বাহাদুরশাহ' উপাধি ধারণ পূর্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জুলফিকারের অপরাধ মার্জন করিলেন ও তাঁহাকে আমীর উল্-উমরা উপাধি প্রদান করিলেন (১১১৯ হিজরা, ১৭০৭ খৃঃ অব্দ)।

কিছুকাল পরেই বাহাদুর শাহ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ইহার পরামর্শ ব্যতীত রাজকাৰ্য্য সুবিধারূপে চলিবে না বলিয়া শীঘ্রই ইহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। দাবুদখাঁ পুণিক জুলফিকারের প্রতিনিধি করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আশিম উশশান বাদশাহ হইলে জুলফিকার তাঁহার অপর তিন ভ্রাতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

যুদ্ধ হই ভ্রাতার মৃত্যু হইলে মোজউদ্দীন ও রফি উশশানের মধ্যে গোলাযোগ উপস্থিত হইল।

রফি উশশানের সহিত জুলফিকারের বিশেষ বদ্দুখ ছিল। রফি উশশান ইহাকে যাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং জুলফিকারও কুমারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা নির্ভর করিয়াই রফি উশশান মোজউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইরাছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্-উমরা মোজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মোজউদ্দীনের সৈন্তগণকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। জুলফিকার রফি উশশানের একজন বিশ্বস্ত অহুতরের সহিত বড়বর করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই পাশাপাশর কুমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। যুদ্ধ মোজউদ্দীন জয়লাভ করিলেন এবং জাহান্দরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া নিহোনে অভিষিক্ত হইলেন।

জাহান্দর জুলফিকারকে প্রধান উকীর পদে নিযুক্ত করি-

লেন। তাঁহার রাজত্বকালে জুলফিকার 'আসীম' কন্যাতার পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন। জুলফিকার ক্রমে ক্রমে এত গণিত হইয়া উঠিলেন যে, কেহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। রাজকীয় সমস্ত কার্যই জুলফিকারের আয়ত্তাধীন হইল। সকলের বেতনাদিও তিনিই নির্দ্ধারিত করিতেন। কিছুকাল পরে লালকুমারীর ভ্রাতার বৃত্তি নির্দ্ধারণ উপলক্ষে জাহান্দারের সহিত আমীর উল্-উমরার মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

একদিন জুলফিকার লালকুমারীর ভ্রাতার নিকট ৫০০০ বীণা ও ৭০০০ মুদঙ্গ চাহিলেন। সম্রাট আমীর-উল্-উমরাকে ডাকিয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকীর উত্তর করিলেন, নর্তক ও গায়কগণ ভক্তলোকদিগের অধিকার আত্মসাৎ করিলে তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় নির্দ্ধারিত করা উচিত। এই বাস্তব যন্ত্রণা সম্রাটের কর্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। জুলফিকার সম্রাট অথবা তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন না।

১১২২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে সন্ধান আসিল যে, ফকখশিরার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। জাহান্দার এই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম যুদ্ধের পর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুকণ বিশেষ সাহসিকতা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। শেষে জয়ের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া সৈন্তগণের সন্তোষজনক ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার পিতা আসবখীর গৃহে আশ্রয় লইলেন।

জুলফিকার দেখিলেন, জাহান্দার শাহ তাঁহার পুর্বেই তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্রাটকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসদ খাঁ এ পরামর্শে বাধা দিয়া ফকখশিরার অধীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন।

জুলফিকার তাঁহার পিতার পুত্রামর্শানুসারে হাত ছাড়িয়া বজ্র ধারা বাঁধিয়া ফকখশিরাত্তে নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসদখাঁ তাঁহার সহি আসিয়া নবীন সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সম্রাট তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং জুলফিকারের বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। আসদখাঁ ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সম্রাটের নিকট হইতে সান্নিধ্য লাভিল ও

পরিষ্কার উপহার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দরবারে তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষ ছিল। নূতন উজীর মীরজুয়া তাঁহাদিগের ধ্বংসাধিনে কৃতলব্ধ হইলেন। তাঁহারই প্রেরণার সম্রাট আসদখাঁকে প্রত্যাগমন করিতে ও জুলফিকারকে বহিষ্কারিণে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। এখানে কতকগুলি লোক আসিয়া আমীর-উল্-উমরাকে অভিশয় বিক্রপ করিতে আরম্ভ করিল এবং আজিম উশ্বানের মৃত্যুর কারণ বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। জুলফিকার কর্কশ ভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারাই তাহাতে সান্ত্বিত হইয়া তাঁহার গলার উপর একটা চর্ম-বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়া তাঁহার শাস রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমীর-উল্-উমরা সেই গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে তরবারি হস্তে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক দেখে হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।

জুলফিকারের দেহ হস্তীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে সম্রাট আদেশ করিলেন;—সম্রাট আরও আদেশ করিলেন যে জুলফিকারের পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে যেন রাখা হয়। জুলফিকারের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে জাম্বাযারী মাসে এই ঘটনা সঙ্গটিত হয়।

জুলফিকার খাঁ আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের উম্মিষা বেগম, ইনি ইমিন-উদ্দৌলা আসফখাঁর কন্যা। আসফ খাঁ সারোয়া খাঁ জুলফিকারের স্বামীর ছিলেন।

জুলফিকার খাঁ, সম্রাট শাহজাহানের সময়ের জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইহার পুত্র আসদখাঁ। আসদখাঁর পুত্রও জুলফিকার খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭০ হিজরা মরমে (১৬৫৯ খৃঃ অব্দে) ইহার প্রাণবিরোগ হয়।

জুলাই, যুরোপীয়দিগের বৎসরের সপ্তম মাস। প্রাচীন রোমকদিগের পঞ্চম মাস। পূর্বে রোমে এই মাসকে কুইন্টিলিস্ (Quintilis) বলা হইত। কেয়াস্ জুলিয়স্ সিজর যখন পত্রিকার সংশোধন ও সংস্থাপন করেন, তখন আন্টিনির প্রত্ন-বাহুল্যের কুইন্টিলিস্ নাম পরিবর্তন করা হইল। সিজর এই মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপনাম জুলিয়স্ অজুলায়ে এই মাসের নামকরণ হইল।

এই মাস ৩১ দিনে। এই মাসে সূর্য সিংহরশ্মিতে সংক্রমিত হয়। আষাঢ় মাসের শেষ ও শ্রাবণের প্রথম লইয়া এই মাস চলিয়া থাকে।

জুলাফ (আরবী) জোলাপ, রোটক ঔষধ।

জুলী (দেশজ) খাল।

জুলু, দক্ষিণ আফ্রিকার কাক্রিজাতির একটা শাখা। এই জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে বাস করে। ইহাদের মুখশ্রী নিগ্রো ও যুরোপীয় জাতির মধ্যবর্তী। ঠিক নিগ্রোর মত পশমের ছাদ চুল, কিন্তু অনতি উচ্চ মুখ ও অপেক্ষাকৃত অল্প চুল ওষ্ঠাধর কতক পরিমাণে যুরোপীয় জাতিদিগের অনুরূপ।

ইহারা অতি জীবাণ প্রকৃতি, দলপতির আদেশ পাইলে নরহত্যা, চৌর্য্য, লুণ্ঠন কোন নৃশংস কার্যেই পশ্চাদ্গম্য হয় না। তাহা হইলেও ইহারা কাক্রিজাতির অজ্ঞাত শাখা অপেক্ষা শান্তিপ্রিয় এবং কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে ভালবাসে। সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমায়িক, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত। ইহারা কতক পরিমাণে আতিথেয় ও জ্ঞানপূর বটে, কিন্তু অভিশয় লোভী ও ক্রূপ।

ইহারা প্রধানতঃ ৪ চারিশাখার বিভক্ত, যথা—আমাজুলু, আমাহট্ট, আমাম্বাজি ও আমাটেবেল। ইহাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়া বাস করিতেছে।

জুলুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব স্থিত প্রদেশ। এই প্রদেশে আধীন জুলুদিগের বাসস্থান। ইহার পূর্ব অর্থাৎ উপকূলভাগে নিয়গ্রোস্তর, পশ্চিমভাগে প্রায় ৬৭ সহস্র ফিট উচ্চ মালভূমি। এই দুইভাগের মধ্য দিয়া একটা পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। উপকূলভাগে কোথাও অরণ্য নাই, কেবল স্থলীর্ণ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেন্ট লুসিয়া নদী ও দেলগোয়া খাড়ীর মধ্যস্থ ভূভাগ সমতল জলাভূমি ও অস্বাস্থ্যকর। তত্তির উপকূলভাগের অধিকাংশ নেটালের জ্ঞান স্বাস্থ্যকর ও উর্বরা। ইলু, কার্পাস প্রভৃতি প্রায়প্রধান দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফলমূলাদি এখানে জন্মে। হস্তিদন্ত ও গণ্ডারের শৃঙ্গ চর্ম্মাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। দেলগোয়া খাড়ীতে যে সকল নদী পতিত হইয়াছে, ঐ সকল নদী দিয়া কতকদূর বাণিজ্য-নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ঐ দেশে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের যত্নে জুলুগণ অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কয়েকদল ওলন্দাজ কৃষক এই দেশে গিয়া বাস করে। জুলুগণ প্রতারণাপূর্ণক তাহাদিগকে নিহত করে। শেষে ওলন্দাজগণেরই জয় হয়। ইহারা এখন দেশের অনেক স্থানে বাস করিতেছে।

জুলুপি (পারসী) চূর্ণকুস্তল, জলক।

জুহু (আরবী) অত্যাচার, নির্দয়তা।

জুলুজুল (বেশব) পুনঃ পুনঃ কটাক।

জুবিন্, একজন বিখ্যাত শকরাজ। খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দীর পূর্বে ইনি পঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহার সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাহারও মতে ইহারই অপর নাম জুক।

জুম্ (দেশজ) জু, কোল।

জুম্বাণ (পুং) বজ্রীয় মন্ত্রভেদ।

জুক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি হুক ও কনিকের সহিত একত্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সফলেই স্ব স্ব নামে এক একটা নগর স্থাপন করেন। ইহার তুরুক আতীর, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেক ধর্মশালা প্রভৃত করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জুক্ক (পুং) জুব-ক্ক, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। যুব। (শব্দচ)

জুট (স্ত্রী) জুতে জু-ক। ১ উজ্জিট। (ত্রি) ২ সেবিত।

“পুণ্যো মহাত্মনামুহুটঃ সত্তপর্ণো নাকসদাঃ বরেণ্যঃ।”

(ভট্ট ১৪১)

জুষ্টি (স্ত্রী) জু-কিন্। স্ত্রীতি। “তয়ো জুষ্টিং মাতরিখা জগাম” (শব্দ ১০১১৪১) “তয়ো জুষ্টিং সংভোক্তব্যপদার্থঃ সজ্ঞাতাং স্ত্রীতিং” (সারণ)

জুয়া (ত্রি) জু-কর্ণি-কাপ্। ১ সেবা, উপাত্ত। তাবে ক্যপ্। (স্ত্রী) ২ অবশ্র সেবন।

জুত [জু দেখ।]

জুহুরাণ (পুং) জুহু-সন্ আনচ্ সনোলুচ্ ছলোপশ (অর্থেও গঃ শুট। উণ ২৮৮) ১ চক্র। (উজ্জল) (ত্রি) ১ কোটিল্য-কারী, যে অত্যন্ত কুটিল ব্যবহার করে। “সুবোধ্যসজ্জুরাণ-মেনঃ” (বৃহা উঃ) “জুহুরাণঃ কুটিলকারিণঃ” (ভাষ্য)

জুহুবান (পুং) হুতে হ-কর্ণি কানচ্। ১ অগ্নি। ২ বৃক। ৩ কঠিন কনয়। (সংক্লিষ্টসার উপাদিসৃষ্টি) জুহুবান এই পাঠ প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। জুহুবান না হইয়া জুহুরাণ এই পাঠ সঙ্গত।

জুহু (স্ত্রী) জুহোভ্যনরা হ-কিপ্ (হবঃ ধ্রুবত। উণ ২৬০) নিপাতনাৎ বিধক। পলাশ-কাঠনির্মিত অর্ধচক্রাকৃতি যজ্ঞ-পাত্র। “পালাশী জুহুঃ” (কাত্য্য শ্রৌ ১৩৩৪) “জুহোভ্যনরা জুহুঃ কচ্ সা চ পালাশী পলাশযুক্তকাঠনির্মিতা।” (কর্ক)

জুহুরাণ (পুং) জুহুঃ রণতি ইত্যপ্। (কর্ণপাণ্। পা ৩২১) ১ অগ্নি। ২ অজঘৃৎ। (বিধ) ৩ চক্র। (উপাদিকোব)

জুহুৎ (পুং) জুহুঃ পাঞ হোমকিরোক্তভ্যত্যাগিন্ জুহুঃ সজুপ্ নিপাতনাৎ মত বঃ। অগ্নি। (শব্দর)

জুহোতি (স্ত্রী) জু-ধাৰ্ধ-নির্দেশে শৃতিপ্। হোমভেদ। “বজ্জি জুহোতীনাং কোবিশেষঃ” (কাত্য্য শ্রৌ ১২২৫) যথো যো হোমে স্বাহাকারের প্রাধান্ত আছে, তাহাকে জুহোতি বলা যায়, ইহাতে স্বাহাকার দ্বারা কেবল হোম করিতে হয়।

“উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাঃ জুহোতয়ঃ।” (কাত্য্য শ্রৌ ১২২৭) “উপবিষ্টেন কর্তা হোমো যেষু তে উপবিষ্ট-হোমাঃ স্বাহাকারেন প্রদানং যেষু তে স্বাহাকারপ্রদানাঃ ব উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানান্ তে জুহোতয়ঃ।” (কর্ক)

জুহুস্ত্রা (পুং) জুহুস্ত্রামিবাশ্র। জুহুরূপ মুখযুক্ত হোমীয় বহি। “হব্যাবাড্ জুহুস্ত্রাঃ” (শব্দ ১১২১৬) “জুহুস্ত্রো জুহুরূপেণ মুখেন যুক্তঃ।” (সারণ)

জু (স্ত্রী) জু-গতো যথায়থং কর্তৃ-ভাবাদৌ কিপ্। (কিবচি-প্রচ্ছিত্রীতি। উণ ২৫৭) ক্রিপি দীর্ঘোহসম্প্রসারণক। ১ আকাশ। ২ সরস্বতী। ৩ পিশাচী। ৪ জবন। (শব্দর) (ত্রি) ৫ জবযুক্ত। (বিধ) ৬ ব্রহ্মগমন। ৭ গমন। (মেদিনী)

“আ স্বা জুবো রারহাণাঃ অভি প্রযো বায়ো বহন্ত।” (শব্দ ১১৩৪১) “হে বায়ো স্বা স্বা জুবো গমনশীলাঃ” (সারণ)

জুজা (পালি জুতম্, জুতো) দ্যুতক্রীড়া। পণ রাখিয়া খেলা। সুরতি খেলা। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, “জুজা বড়া বেওয়ার যো ইসমে হার ন হোতি” অর্থাৎ জুজাখেলায় হার না হইলে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা হইত।

জুজাখেলায় লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা দ্বারা কোটিপতিও অতি অল্পকাল মধ্যে একবারে পথের ভিখারী হইয়া যায়। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যে ব্যক্তি একবার জুজাখেলায় পণ দিয়াছে, সে সহজে ইহার প্রলোভন-বশত প্যারে না। হারিয়াও পুনঃ পুনঃ ধরিতে ইচ্ছা করে। ইহা দ্বারা লোকে নিরমিত ও ভায়স্কৃত উপার্জনে প্রবাহীন হয় এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করে। এই সকল কারণে ইংরাজ গবর্নেন্ট ইংরাজ রাজত্বে সর্বপ্রকার জুজাখেলা আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন।

জুক (গ্রীক Jukos) কুলারপি।

জুট (পুং) জুট সংহতো অচ্ নিপাতনাৎ উভাগমে সাধুঃ। ১ জটাসংহতি বন্ধ। ২ জটা। (শব্দর) ৩ শিবজটা।

“ভূতেশত জুজবল্লিবলয়প্রশুদ্রজুটাজটঃ।” (মালতীমা)

জুটক (স্ত্রী) জুট-বার্ধে কন্। বেশবন্ধ, জটা। (ভুরিগ্র)

জুত (ত্রি) জু-ক। ১ গতা। ২ আকৃষ্ট। “রথোহবা যুতজাত্যজিকুতঃ” (শব্দ ৩৫৮৮) “অভিজুতঃ জোহুভিরাহুটঃ” (সারণ) ৩ দত্ত।

“যুবং বেতং পেশব ইজ্জুতম্” (শব্দ ১১১৮১) “ইজ্জুতং ইজ্জুতম্।” (সারণ)

জুতি (জী) জুৎ-বেগে-জিন্ (উতি হুতি জুতিতি। পা ৩৩১২৭)
ইতি নিশাতনাং দীর্ঘঃ। ১ বেগ। (অমর) “উত সাত পলরতি
জনা জুতিং” (শব্দ ৪৩৮৯) “জুতি: জবতে ন্তিকর্ষণঃ।”
(ভাষ্য)।

২ চিত্তের হুংবিধাতাব। “সেধাদৃষ্টিহুতিবিত্তমনীষা জুতি:
হুতি:।” (ঐতরেয় উপঃ ৫:২)

‘জুতিশ্চেতসো কল্যাণি হুংবিধাতাব:।’ (ভাষ্য)

জুতিকা (জী) জুত্যা কারতি কৈ-ক, ততষ্টাপ্। কর্পূরভেদ।
(রাজনি)

জুনা (পারসী) পুথক্, আলাহিরা।

জুন, সিদ্ধ ও শতজ নদীর মধ্যবর্তী মরুবাসী জাতিবিশেষ।
তটি, শিয়াল, করল ও কাঠি জাতিও এই প্রদেশে বাস করে।
কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জুন উভয়ই দীর্ঘাকৃতি, স্ত্রী এবং
দীর্ঘবেগী-ধারণকারী। ইহার বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও গোমেবাদি
পালন করে।

জুন-খেড়া, রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়বার রাজ্যের একটি
প্রাচীন নগর। এই নগর নদোলের কিছু পূর্বে একটি উচ্চ-
ভূমে অবস্থিত। বহুদ্রব্যাপী ভয় ইষ্টক-তুপ দেখিয়া ইহার
প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও অনেক
মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি প্রধান। জুন-
খেড়ার অর্থ জীর্ণ নগর। প্রবাদ নদোলা নগরের পূর্বে ইহা
স্থাপিত হয় এবং ইহারই অধিবাসিগণ গিরদ নদোলা স্থাপন
করে। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহার পূর্বে অধি-
বাসিগণ জনৈক বোগীর কোপে পতিত হয় এবং তাঁহার শাপে
ঐ-নগর-ভগ্নাবশেষ পরিণত হইয়া যায়।

জুনাপার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড়ের
গোহেলবার উপবিভাগের একটি ক্ষুদ্র তালুক। তালুকদার
একজন খসিরা কোলি।

জুনির, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা ও নাসিক নগরদ্বয়ের
মধ্যবর্তী একটি নগর। ইহার নিকটে বহুসংখ্যক প্রাচীন
বৌদ্ধচৈত্য ও গুহাদি আছে। ইহাদের অনেকগুলি অতি
চমৎকার।

জুনিবাই (দেশজ) বৃকভেদ।

জুনোনা, বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার একটি প্রাচীন
গ্রাম। অক্ষা ১৯° ৫৫' ৩০" উঃ, দ্রাঘি ৭৯° ২৬' পূঃ। এই
গ্রাম বরালপুরের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং বোধ হয়
বখন বরালপুরে ঢাকার পৌড়-রাজধানী ছিল, তখন ইহার সহিত
জুনোনা সংযুক্ত ছিল। এই গ্রামে একটি পুরাতন পুত্রিণীর
ভীরে প্রাচীন গ্রামদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পশ্চাতে আর ৪ মাইল দীর্ঘ একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ
আছে। এক সময় বহুসংখ্যক জনপ্রাণী ভূগর্ভ দিয়া পুত্রিণীর
সহিত সংযুক্ত ছিল।

জুতু (দেশজ) হল, ওজর।

জুরগড়, বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুলদানা জেলার একটি
প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম চিকগীর নিকটে অবস্থিত। এখানে
একটি হেমাড়পহী মন্দির আছে।

জুর্ন (পুং) জুর-ক। তুগভেদ, চলিত কথা উলুখড়। রত্ন-
মালায় জুর্নাখ্যের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করার জুর্ন শব্দের
এই অর্থ ধরিতে হইবে।

জুর্নাখ্য (পুং) জুর্ন ইতি আখ্যা যত বহতী। তুগবিশেষ, উলু।
পর্যায় হুচ্যগ্র, হুলক, দর্ভ, অরজ্জন। (রত্নমালা) উলুক,
উলপ, এই দুইটা শব্দও কেহ কেহ পর্যায়স্থ করেন।

জুর্নাফ্রয় (পুং) জুর্ন-ইতি আফ্রয়: আখ্যা যত বহতী। দেবঘাট,
চলিত কথায় দেধান। (হেম)

জুর্নি (জী) অর-নি (বোজ্যজরিত্যা নি:। উপ ৪৪৮) (অর
জরতি। পা ৩৪২০) ইতুট্। ১ বেগ। (উজল) ২ জীরোগ।
৩ আদিভ্য। ৪ দেহ। ৫ ব্রহ্ম। (সংক্ষিপ্তসার উগাদিঃ)
জুরকোপে নি। ৬ জোষ। (নিষট্টু) ৭ বেগযুক্ত। ৮ ভ্রবহৃত।
“ক্ষিপ্তা জুর্নি ন বক্ষতি” (শব্দ ১১২৯৮)

“জুর্নি জবতী, জুর্নি জবতে ভ্রবতে বী, হুনোভেবী।” (যাক
নিরুক্ত ৬৮।) ৯ তাপক। ১০ জুতিকুশল।

“জুর্নাং জুর্নিহোত জুর্নাং” (শব্দ ১১২৭১০)

‘জুর্নি জুতিকুশল’ (সারণ)

জুর্নিং (ত্রি) বেগযুক্ত। “রতি রেতি জুর্নি হুতী” (শব্দ
৩৬৩৪) ‘জুর্নি প্রাগমিনী’ (সারণ)

জুর্তি (জী) অর-ভাবে-জিন্। (অবজরতি। পা ৩৪২০)
উট্ অর। (অমর)

জুর্য় (ত্রি) জুর-কর্তরি-ণাৎ। ১ জীর্ণ। “রথ: পুরীষ জুর্য়:।”
(শব্দ ৬২৭) ‘জুর্য়: জীর্ণ:’ (সারণ) ২ বৃদ্ধ।

জুর্ (জী) যু-প্ৰোদয়াদিষাৎ সাধু:। যু, চলিত কথায় ঝোল,
কোন বস্তু সিদ্ধ করিয়া কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে ভ্রব
ভাগ থাকে, তাহাকে যু কহে, কাণ্ড, নির্বাণ।

জুর্গ (জী) জুতে হনেন করণে জু-গৃহ্। বৃক্ষবিশেষ।
যাতকীপুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল। (শব্দচ)

জুজি (পুং) জাতিভেদ।

জুজু (পুং, জী) জুতি ভাবে যজ্। জালত বা নিত্রার আবেশ
হইলে যে যু বাদন করা যায়, যুখাদির বিকাশ, হাই।
পর্যায়—জুজ, জুজা, জুজিকা, জুজা, জুজকা। জুজের

লক্ষ্য হুস্তে এই প্রকার লিখিত আছে—মুখবানান করিয়া
সাহাবায়ু আকর্ষণপূর্বক একবার পান করিয়া, পুনর্বার তাহা
নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জুস্ত কহে।

“পৌষ্টিকমনিগোচ্ছাসমুৎপত্তি বিবৃতাননঃ।

দক্ষ্যতি স নেত্রাশ্রঃ স জুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ॥” (হুস্ত শাং ৪ অঃ)

“জুস্তার্থং সমীরণাৎ॥” (বৈদ্যক)

বায়ু জুস্ত জুস্ত উপস্থিত হয়। জুস্তকর্তা বায়ুর নাম দেবদন্ত,
(পঞ্চবায়ুর মধ্যে দেবদন্ত এক বায়ুর নাম)। [নিম্না দেখ।]

“বিজুস্তে দেবদন্তঃ শুদ্ধকটিকস্মিতঃ।” (যোগার্ণব)

হাঁচি টিকটিকী পড়া ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়।

কোন স্থিতি মতে যে না দেয়, সে ব্রহ্মা হয়।

“দুস্তোৎপত্তনজুস্তাহ জীবোত্তিষ্ঠাশ্লিষ্টানিঃ।

শুরোরপি চ কৰ্তব্যমজ্ঞা ব্রহ্মা ভবেৎ॥” (তিগিতক)

জুস্তবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে,
অথবা কটু তৈল মর্দন করিবে। স্বাস্থ্য প্রবাহ ভক্ষণ বা তাহুল
ভক্ষণ করিবে। ইহাতে জুস্তবেগ প্রশমিত হয়। (বৈদ্যক)
জুস্তক (ত্রি) জুস্ত-ধূল। ১ জুস্তাকরক, যে জুস্তন করে,
যে হাই তুলে, সর্দাদা সাহাব হাই উঠে। ২ কজ্জগণভেদ।

“জুস্তকৈ র্যকরকোভিঃ প্রথিতঃ সমলকণৈঃ॥” (ভাং বন ২০০ অঃ)

জুস্তয়তি জুস্ত-ধূল। ৩ অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্তৃক
তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষস হত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের
প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত এই অস্ত্র প্রদান করিয়া-
ছিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্বী করিয়া এই অস্ত্র অমির
নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে সকল
লোক নিম্নিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয়
লব কুশেরও এই অস্ত্র আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়াছিল।
রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব লব কুশ কর্তৃক নষ্ট হইলে, পরে
যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রাম-
চন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ)

জুস্ত গিচ্ ধূল। ৪ জুস্তনকারক অস্ত্রবিশেষ। ব্রাহ্মণের যুদ্ধ
সময়ে ইঙ্গ ব্রজ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিন্তিত
হইয়া জুস্তিকাকে স্মৃতি করেন, এই জুস্তিকা দ্বারা ব্রজ অত্যন্ত
অলস হইলে ইঙ্গ ইহাকে বধ করেন। তদবধি এই
জুস্তিকা জীবগণের দেবদন্ত নামক প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া
অবস্থিতি করিতেছে।

“অন্যকণ্ডে মহাসত্ত্বা জুস্তিকাং ব্রজনাশিনী।

ততঃ প্রভৃতি লোকজ জুস্তিকা প্রাণসংশ্রিতা॥” (ভারত ৫১২ অঃ)
জুস্তগ (ত্রি) জুস্ত-ভাবে লুট। ১ মুখবিকাশ, মুখবানান, হাই।

“হুহুহু হু জুস্তগংরাণি অঙ্গজ্ঞানপ্রদানজনত।” (বজ্জস)

জুস্ত-গিচ্ লু। ২ জুস্তনকারক। ৩ জুস্তকাজ।

“হরং স জুস্তমাস্য কিপ্রকারী মহাবলঃ।” (হরিবং ১৮৪ অঃ)

জুস্তমান (ত্রি) জুস্ত-শানচ্। ১ যে হাই তুলিতেছে। ২
প্রকাশমান।

জুস্তা (ত্রি) জুস্ত-ভাবে বঞ্ ততটাপ্। জুস্ত। (শব্দর) আলস্ত-
প্রমাদি-জনিত জড়তা।

“আলস্তপ্রমগর্ভান্যোজ্যাত্য জুস্তানিতাদিকং” (সাহিত্য ৩ পং)

[জুস্ত দেখ।]

২ শক্তিবিশেষ।

“তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লক্ষ্য জুস্তা তত্রাচ শক্যঃ” (দেবীভাগ ১ ১৫৮১)

জুস্তিকা (ত্রি) জুস্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইচ্ছং। ১ জুস্ত। (শব্দর)

২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিদ্রাবেশ হইলে
তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হয়,
তখন অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে। (বাভট সূত্রস্থান ৪ অঃ)

জুস্তিনী (ত্রি) জুস্ত-গিনি ভীপ্। এলাপণী। (শব্দচ)

[এলাপণী দেখ।]

জুস্তিত (ত্রি) জুস্তি-ক্। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবুদ্ধ। (ত্রি) ভাবে-
ক্। ৩ জুস্তা। ৪ কুটন। (হেম) ৫ জুস্তিগের করণভেদ।

“অহো কিং মেতদাশ্চর্য্যমাসাদৃশরজুস্তিতং।” (কথাসরিৎ ২৬৮৯)

জেঙলাই, বুলাবনের অন্তর্গত অধবনের সন্নিহিত একটি
গ্রাম। কৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বারুর বধের পর গোপবালকগণ এই
স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। (বৃন্দা ২৮ অঃ)

জেক্সের (যাবনিক) প্রসঙ্গ, কীর্তি।

জেক্সুরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা জেলায় পুণা-
নগরের ৩০ মাইল ও মাসবড়ের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব পুণা
হইতে সাতারাই যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটি নগর ও
রেলওয়ে স্টেশন। পুরনন্দপুর-গিরিমালার এক প্রান্তে সাহু-
দেশে এই নগর অবস্থিত। দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় মনোহর।
গণ্ডেশলের চূড়াহিত খণ্ডোবা দেবের মন্দির ও তাহার চতু-
র্দিকে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর এবং সোপানশ্রেণী দর্শকের মনে
যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতির আবির্ভাব করে।

এই নগর খণ্ডোবা বা খণ্ডওয়ার দেবের মন্দির জন্ত বিখ্যাত।
দেবের পূর্ণ নাম খণ্ডোবা মল্লারি মার্ত্ত্ত-ভৈরব-মহালসাকান্ত।
ইনি হস্তে খণ্ড অর্থাৎ বড়ল ধারণ করেন বলিয়া খণ্ডোবা নাম
হইয়াছে। ইনি মহারাষ্ট্রদেশের উপাত্ত। তাহার খণ্ডো-
বাকে বিশেষ ভক্তি প্রদা করিয়া থাকে।

ইহার দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে নূতনটী অপেক্ষাকৃত
বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫০ কিউ উচ্চ পাহাড়ের উপর
নির্মিত। পুরাতন মন্দির প্রায় ২ মাইল দূরে আরও ৪০০

কিছু উচ্চে একটি মালতুমিতে অবস্থিত। এই মন্দির কড়-পাথর সমক পাহাড়ের চূড়ার অবস্থিত। তথায় অনেকগুলি দেব-মন্দির এবং ১২১৩ বর পুরোহিত বাস করে। এখানেও বিস্তর বাজী আলিরা থাকে।

এখন দেখানে নতুন মন্দির পূর্বে প্রাচীন জেজুরি গ্রাম ঐ স্থানে ছিল। বর্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোবা বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল দ্বারা বিত্তীর্ণ শতকেত্রে জলসেচন হয়। সরোবরে দান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর-নির্মিত ছদ্ম অর্থাৎ চৌবাচ্চা এবং গণপতিদেবের এক মূর্তি আছে। ইহার কিছু নিরে পুফরিণী-নিঃসৃত জলের একটি স্বর্ণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্থ বলে। নতুন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর একটি পুফরিণী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। এই পুফরিণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোলকরের স্মরণার্থ একটি শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে লিঙ্গের পশ্চাতে মলহররাও এবং তাঁহার তিন মহিষী বনাবাই, দারকাবাই ও গোতমবাইএর অরপুয়ের স্মরণপ্রস্তরনির্মিত প্রতিমূর্তি আছে।

পুরাতন ও নতুন মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও পরিভ্রম স্থান আছে। একস্থানে পরীতে একটি গর্ভ দেখাইয়া লোকে বলে, উহা খণ্ডোবার অধিকারীকৃত চিহ্ন।

খণ্ডোবার মন্দিরে উত্তীর্ণার পূর্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে তিনটি সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান বড় একটি ব্যবহৃত হয়না। উত্তরদিকের সোপানই সর্বাধিক প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাঁদনী আছে। সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খণ্ডোবার দুই মহিষী বনাই ও মহালসার প্রতিমূর্তি আছে। প্রাচীরের পায়ে একস্থানে একটি গর্ভ আছে; প্রবাদ—মুসলমানেরা মন্দির ভাঙিতে গেলে ঐ গর্ভ হইতে অসংখ্য তীমরল বাহির হয়, তাহাতে মুসলমানেরা ভীত হইয়া পলাইয়া যায়, অরাজক দেবের সম্মানার্থ সলক টাকা মূল্যের একটি হীরক প্রদান করেন। ঐ হীরক মন্দিরেই ছিল, পরে ১৮৫০-৫১ খৃঃ অব্দে মন্দিরের স্বেচ্ছকরা চুরি করে।

মন্দিরের নানাবিধে নির্মাণগণের নাম ও নির্মাণকাল-জ্ঞাপক বহুসংখ্যক লিঙ্গালিপি আছে। ঐ সকল পাঠে জালা বার, মলহররাও খণ্ডোজী হোলকর ১৮৩৭ হইতে ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে মন্দিরের চতুর্দিকস্থ দয়ালান ও

অজ্ঞাত অনেকাংশ নির্মাণ করেন। সাম্বতের ষোল্লরাও দেব ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এখানে পঞ্চলিঙ্গমন্দির নির্মাণ করেন। হরিজাচূর্ণ হুড়াইবার মন্দির আশ্বিননগরের খ্রীষ্টীয়-নিবাসী দেবজী-চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তকাজী মলহররাও হোলকর দয়ালান সম্পূর্ণ করেন।

খণ্ডোবা খণ্ডোবারী অথারোহী মূর্তি। মন্দিরে ইহার ও মহালসার তিনটি মৃগলমূর্তি আছে। এক মৃগলমূর্তি স্বর্ণ নির্মিত, ইহা পুবার-বংশীর রাজগণ প্রদান করেন। আর এক-যোড়া রৌপ্যনির্মিত, এ মৃগলমূর্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ত। অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্মিত এবং প্রাচীন। বিগ্রহের সেবার অল্প বহুসংখ্যক হস্তী অথ বামাদি আছে।

প্রতিদিন দেব দেবীকে গজাজলে দান, চন্দন, আতর ইত্যাদি স্নগন্ধে চর্চিত এবং মণিরে ভূষিত করা হয়। মন্দিরের ব্যয় বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা। ইহার আর প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন। তত্তির অনেক নিষ্ঠাবান ভক্ত দেবসেবার্থ তাঁহাদের বিষয়াদি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে দুই শতাধিক ‘মুকুলী’-কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা খণ্ডোবার সহিত ইহাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন এবং তাঁহার সেবার নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অল্প বিবাহ করিতে পার না। বাহা হউক, মন্দিরে থাকিলেও ঐ সকল কুমারী দ্বারা বরং আর হইয়া থাকে। ইহারাও বাহিরা অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ একত্র খণ্ডোবার মহিষা ও অজ্ঞাত গান গাহিয়া অর্থ উপার্জন করে। তত্তির মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক ভ্রাকগাদি বাস করে।

খণ্ডোবা দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ভ্রাকগণ মণিমালমণ বা মল্লাজুর নামে এক দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব খণ্ডোবার মূর্তিতে আবিভূত হইয়া দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাভ করে। তৎকর্ত্ত এখনও খণ্ডোবার মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনির্মিত মন্দির মূর্তি পূজা হইয়া থাকে। হরিজা ও চম্পকপুশ খণ্ডোবার জিহা।

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটি উৎসব হয়। প্রথম অগ্রহায়ণের শুক্ল-চতুর্থী হইতে শুক্ল-পঞ্চমী পর্য্যন্ত। অপর তিনটি পৌষ, মাঘ ও চৈত্রের শুক্ল-পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উৎসবের সময় ধোপেশ, বসার, কোষণ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক বাজী আলিরা থাকে। চৈত্রমাসের বেলায় কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

অতির সোমবতী-অমাবতী এবং বিজয়া-দশমীর দিন অগ্নিকাকৃত সূত্র মেলা হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের শোকেরাই আসিয়া থাকে। সোমবতী অমাবতীর দিন পাণ্ডী করিয়া জেজুরির পূজারিগণ বিগ্রহকে দুইমাইল উত্তরে কড়া নদীতীর-বর্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় নদীতে নানাদি করাইয়া ফিরিয়া আসে। বিজয়াদশমীর দিন ষটা করিয়া পাণ্ডাতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর ঐরূপ ষটা করিয়া বাহির হন। উত্তর দল পরম্পরের অভিযুগে আসিতে থাকে, পরে মধ্যপথে মিলিত হইয়া কিছুকাল পরস্পর অভিবাধনের পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে।

পূর্বে অগ্রহারণ মাসের উৎসবে একজন ভক্ত বাঘিয়া উরুদেশে তরবারি বিক্র করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেব-তার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নিৰ্ম্মাণ, ব্রাহ্মণভোজন, নগদ অর্থদান, মেঘবলি এবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন খণ্ডোবার সেবার নিযুক্ত করে; তাহারই পূজা হইলে বাঘিয়া ও কড়া হইলে মুকলী নামে খ্যাত হয়। মেঘবলি এখানে এত অধিক হয় যে, কোন কোন বৎসর ২০।০ হাজার পর্যন্ত মেঘবলি হইয়া থাকে।

খণ্ডোবার পাঠাগণ গুরুব। যাজিগণ আসিয়া সহরে গুরুবলিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহার দুইদিন বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত পূজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় দিবসে মানসিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্মণভোজনের মানসিক থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কার্য সম্পন্ন হয়। মেঘ-বলি দিলে তাহার সুও অর্ধেক বাতকের এবং অর্ধেক মিউনিসি-পালটীর প্রাপ্য। বলির মাংস যাজিগণ বাসার আনিয়া ভোজন করে। ঐ সময় তাহাদের সহিত ২৪ জন বাঘিয়া ও মুকলী থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাজিকালে যাজিগণ মশাল আলিয়া মন্দির প্রবেশ করে।

তৎপরে তাহার প্রাঙ্গণস্থ পিতলের প্রকাণ্ড কূর্ণপূটে দাঁড়াইয়া নারিকেল, শস্ত ও হরিদ্রা বিতরণ করে এবং কতক প্রসাদ রাখে। সবুজ ক্রিয়া শেষ হইলে, তাহাদের গান নানত থাকে, তাহার জনকরক বাঘিয়া ও মুকলী কুমারী বাসার লইয়া গিয়া গান করার। ইহাদের একমূলকে ১০ পাচসিকা দিতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যেক বাড়ীকে ১০ পরলা হিলাবে মিউনিসিপালিটীকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহারণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত আদায় হয়। অপর সময় যাজিগণ

বিলা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মিউনিসিপালি-টীর এই অর্থ যাজিগণের সুবিধার্থ নগর ও অন্তঃস্থ স্থান-পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে ব্যয়িত হয়।

মন্দিরের অপর সমস্ত আর পুরোহিত গুরুবগণ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অস্বাস্থ্য গায়ক এবং মন্দি-রের অন্তঃস্থ সেবকগণ প্রাপ্ত হয়।

যাজিগণের মধ্যে তাহার ধনবান্ তাহার ইচ্ছা হইলে আরও দুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও মলহর বা মল্লার তীর্থ দেখিতে যান। যাজিগণের খাণ্ড ও দেব-সেবার উপকরণ ব্যতীত মেশার যে সকল জব্য বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে কবল প্রধান। অপরায়ণ জব্যের মধ্যে পিতলের বাসন ও নানারূপ রত্নীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ খেলনা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাজিগণ ত্রীপুত্রকল্পাদির জন্ত সাধ্য ও স্বচ্ছন্দ হই চারিটা সৌমিন জব্য এবং পাথের খাণ্ড ক্রয় করিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

মেশার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্ত ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জেজুরিতে একটি মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। মেলা শেষ হইলে পর কর্তৃপক্ষগণ যাজীর সংখ্যা ও দোকানের কাঁচুতি অনুসারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটি ট্যাক্স আদায় করেন। ঐ ট্যাক্সের হার ১, ১০, ১০ ও ৬০ হইয়া থাকে।

জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান কাঠিরাবাড়ের) উপকূলভাগে ইহার পূর্বে বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাতির মধ্যস্থ কূতগাণ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুসলমান কর্তৃক উপকূল ভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৌগল-দিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব অধিকারের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্বে ইহার আবপুরের পার্শ্বভাগে বাস করিতেন। মোঘি ইহাদিগের একটি প্রাচীন রাজধানী। পূর্বে কাঠিরাবাড় জেঠবা, চূড়াসমা, সোলাকী এবং বালা এই চারিটা রাজপুত জাতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বালা, জাড়েলা প্রভৃতির আধিক্য ও প্রভুত্ব উক্ত চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব অধিকার কাঠিরাবাড়ের পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিভাজিত হইয়া দুর্দুর পার্শ্বভাগে প্রবেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুরবন্দরের রাণা পুহেরির জেঠবা বংশীয়। জেঠবাদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, জেঠবা সদলী অশ্বহৃদ্যর পতনের রাণা ককলীকে হুড়ে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। পিরোহি ও অন্তঃস্থ প্রবেশের রাজপুতের অধরোবে মুকলী আর রাণা উপাধি

ধারণ করিবেন না। এই নিয়মে সকলী ককলীকে মুক্ত করিয়া-
হিলেন। সেই অবধি পুরবন্দররাজ রাণা উপাধি ধারণ করিয়া
আসিতেছেন।

জেঠা (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

জেঠাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী।

জেঠামী (দেশজ) অন্ন বরফ হইয়া বরোরন্ধির ভ্রাতা বৈশী
কথা বলা।

জেঠশূরখাচর, সোরাষ্ট্রের অন্তর্গত আনন্দপুরের একজন
রাজা। চোটিপার কাষ্ঠীভাষী খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন।
দিল্লীর মহম্মদ ভোগলকের অত্যাচারে এবং গুলজারীর মুল-
তানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আনন্দপুর জনশূন্য অরণ্য
হইয়া পড়ে। ঐ সময় দুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণ-মেঘ-
পালক মেঘ অধবেশন করিতে করিতে আনন্দপুর দেখিয়া গিয়া
কাষ্ঠী-সর্দার জেঠশূরখাচর ও মিয়াজনখাচরকে সংবাদ দেন।
তদনুসারে ইহারা ঠগা পর্ত্ত হইতে পূর্ববাস পরিত্যাগ
করিয় আসিয়া শূন্য নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে
ইহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা
মুলনাগাজনখাচর কর্তৃক উভয়ে বিভাজিত হন। আজও অনি-
রাশি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

মুলনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া ২০।২৫
দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একখানি প্রস্তর
একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়া মাথার পড়ে, এই
তরে জেঠশূর ও মিয়াজন যখন ঐ দ্বার পার হইতেন, তখনই
বেগে অঞ্চাচালনা করিতেন। মুলনাগাজন ইহাদিগকে প্রাণ-
ত্যাগ প্রার্থনা করিত। তখনই তীক্ষ্ণ ও কাণ্ডকার হির করিলেন
এবং একদিন পক্ষপাত অধারোহী সমেত নগর আক্রমণ করি-
লেন। জেঠশূর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিসহ রজনীযোগে
পলায়ন করিলে খাচরদুই ও তাহার ভ্রাতা লাখো ১৬৯১ সংবতে
পৌষ চতুর্বিধীরা রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন।

জেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয়া জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন
গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম খট্টবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর
একটা বাঁশবন আছে, উহাকে এখনও লোকের খট্টবন বলে।
তথাকার লোকের এই সকল বাঁশ কাটিয়া গরিতে বিক্রয় করে।

গ্রাম হইতে ১৫ মাইল দূরে তপোবন নামক স্থানে ছইটী
উকপ্রভাব আছে। চীনপর্বতক হিউএন্সিয়াং এই গ্রাম
ও ইহার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাঁশ বন দেখিয়া বান।
তিনি ইহার উকপ্রভাবের কথাও শিখিয়াছেন। তিনি
ইহাকে বুদ্ধদের ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন।

জেঠমল, রাণা জয়নদের পুত্র। পিতাপুত্র দুয়নয়ন হইতে
রায়গণ কর্তৃক বিভাজিত হইয়া দাতার পলাইয়া আসেন।
এখানে শত্রুগণ তাঁহাদিগের অঙ্গদারণ করিলে তাঁহারা দাতা-
জীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা
জয়নদের মৃত্যু হইল। রাণার মৃত্যুর পর জেঠমল মাতাজীর
মন্দিরে 'হত্যা' দিলেন, অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি
মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অতঃ
কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া
তদ্বারা মাতাজীর অর্জনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই
সময় মাতাজী তাঁহার হস্তধারণপূর্বক কহিলেন, "বৎস! কাত
হও; তুমি এখনই স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের
বিক্রমে বাঁচা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ
দুর্ঘ্যাতনের পূর্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অধারোহণে
গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করারত
হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে,
সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া জেঠমল কতিপয় অশ্বচর সমভিব্যাহারে
অধারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রথমেই
রেহজুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার
দূর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহনাত্মক অধারোহী সৈন্য
তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার
ভয়ে বহান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেঠ-
মল দেখা বাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
মাতাজীর ক্রমতঃ এখানে বাসবর্ণন দেখিতে লাগিল, যেন
পর্তুগীজের নিকট প্রত্যেক কোণে এক একজন অধারোহী
সৈনিক পুঙ্খ নগণ্যমান রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহার
পলায়ন করিল। মেঘাদলপতিকে হত্যা বন্দী করিয়া হত্যা করা
হইল। পরে জেঠমল অঙ্গুর হইয়া কুরনন্দন, বোড়ার এবং
ছড়ার হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। লমানে আসিয়া
জেঠমল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে
নামিতে উপক্রম করিলেন। তাঁহার অঙ্গুরগণ তাঁহাকে অব-
রোহণ করিতে নিবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন,
"আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আর
কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" ততঃ
তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানেই
তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হইল। জেঠমল রাণা উপাধি
ধারণ করিলেন। দাতানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল।
কিছুকাল পরে তিনি ছইটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।
জেঠ পুত্রের নাম রাসবিহা ও কনিষ্ঠের নাম পুত্র। জেঠমল

দাঙ্গার অনেক সর্দার খুলাসি রাবেলার কজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা পরগণার একটা প্রধান পল্লীগাম। এই স্থানটা কীকড়া ও হীরী নদীর সন্দেশে রতপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে একটা বাজার আছে এবং নানাবিধ শস্ত বিক্রয় হয়।

জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত প্রাবর্তীর একটা উপবন। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটা বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব বহুকাল বাস করিয়া শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শাস্ত্রাদির উপদেশ দিতেন।

জেতব্য (ত্রি) জি-কর্ণণি তব্য। জেয়। (অমর)

“জেতব্যমিতি কাকুৎস্থে মর্তব্যমিতি রাবণঃ।” (রামাং ৬৯১৭)

জেতারাম (পুং) জেতবন। [জেতবন দেখ।]

জেতালপুর, ১ আঙ্গদাবাসের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা গ্রাম। এখানে রাগীর বাড়ী নামে একটা প্রাসাদ আছে।

জেংপুর, ১ ব্লেসলথের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধীনে ১৫০ খানি গ্রাম আছে। রাজার ৬০ জন অধারোহী এবং ৩০০ পদাতিক সৈন্য আছে। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ব্লেসলথের স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই রাজ্য প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে রাজা বিজোহী হইয়া ইংরাজ রাজ্যস্থল করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অস্ত্র উদ্ধাকে পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে রাজ্যে অতিবিক্ত করা হইল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ক্ষেতসিংহের মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ জেংপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কান্ধী হইতে ৭২ মাইল দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১২৭ মাইল উত্তরে একটা বৃহৎ শিলের পশ্চিম পার্শ্বে ২৫° ১৬' অক্ষাংশ এবং ৭৯° ৩৮' দ্রাঘিমাংশে গবত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটা বাজার আছে। শিবরাজ জরসিংহের আদেশে এখানে খানেনাতলাও নির্মিত হইয়াছিল।

জেতু (ত্রি) জি-তু। ১ জয়শীল। “জেতা নুতিঃ ইজঃ পুত্রম্।” (ঋক ১০৮১০) “জেতার জয়শীলং” (সারণ)

(পুং) ২ বিজু। “অনথো বিজয়ো জেতা” (বিজুশ)

জেত্ব (ত্রি) জি-বিনিপ্ বেদে নি’ দীর্ঘতাপি ত্বক্। জেতব্য। “আহাতা তে জয়তু জেতানি” (ঋক ৬৪৭২৬) “জেতানি জেতবানি” (সারণ)

জেতাক (পুং) জেদবিশেষ। রোগীর সুবিতরক কর্ত্তবে

যাহাতে অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহার উপায় বিশেষ। ইহাকে চলিত কথায় ভাবনা শওরা বলে। ইহার বিবরণ চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীকে জেতাকবেদ দিতে হইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করা উচিত। পূর্বে বা উত্তরদিকে বিত্তক কৃষ্ণবর্ণ ভূতিকা বিশিষ্ট প্রশস্ত ভূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন নদী দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাবে বিত্তক হয়। এই স্থান নদী-প্রভৃতির ৭৮ হাত অন্তর হওয়া উচিত, তাহার উত্তরে পূর্বে-দ্বারী অথবা উত্তর-দ্বারী একটা গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের মধ্যে চতুর্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উৎসেদসম্পন্ন একটা আল প্রস্তুত করিবে। বধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত উচ্চ কন্দু (পাঁচকটা প্রস্তুত করার উনানের মতন উনান) প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে একটা আবরণও প্রস্তুত করিবে। পরে সেই উনানে খদির বা অখণ্ডকাঠ জ্বলাইবে, যখন সেই কাঠগুলি জলিয়া অঙ্গার ও ধূম শূন্য হইবে, যখন সেই গৃহের মধ্যভাগ স্বেদযোগ্য উষ্ণায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে বাতায় তৈল বা স্নাত মাখাইয়া বস্ত্রাবৃত গায়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিবে, “আরোগের অস্ত্র এই গৃহে প্রবেশ করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্বোক্ত পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া এক পার্শ্বে বা তোমার বাহাতে ভাল বোধ হয় এরূপ ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান! যেন অতিশয় বর্ষা বা মূর্ছার আক্রান্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বেদমূচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব কদাচ ইহা পরিত্যাগ করিও না।” এইরূপে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিবে। এইরূপে রোগী স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় স্রোতবিস্তৃত হইয়া বর্ষাক্রান্ত হইবে এবং ক্রোধকারী দোষ সকল নির্গত হইবে ও নিজেই শরীর লঘু, অসাড় ও বেগনা শূন্য বোধ হইবে, সেই সময় পিণ্ডিকা হইতে নির্গত হইয়া ঘরে উল্লসিত হইবে। তৎপরে চক্ষু, শ্রবণ, হস্তার অস্ত্র তাহাতে শীতল জল দিবে, এইরূপে রোগীর ক্রান্তি নিবারণ হইলে উচ্চতলে আসিয়া বসিয়া বোধোচিত আহার গ্রহণ করাইবে। এইরূপ জেদ দিবার নাম জেতাক। (চরক সূত্রহান) [বেদ বেধ ৭]

জেতাবু (ত্রি) ১ বাহার প্রকৃত বন আছে। (পুং) ২ ইজ, অগ্নি ও অগ্নিবৃক্ষের সানাতর।

জেক্স (জি) জি-অন-পিছ বাহা' ডেজ। ১ জরীল। "অমির্জেক্স
জেক্সা ম বিশপতিঃ।" (খৃ ১১২৮৭)। "জেক্স জরীলঃ"
(সারণ) ২ উৎপাধ্য। "জমিট হি জেক্সা অগ্রে অফাং"
(খৃ ৪১১৫) "জেক্স উৎপাধ্যঃ" (সারণ) ৩ জেতব্য। "হুজং
পমো যুধণা জেক্সবহু" (খৃ ৭৭৪১৩) "জেক্স বহুধনং বরোঃ,
পূর্কপদীর্ঘঃ, জেক্সবহু জেতব্য-বনো" (সারণ)।

জেক্স (আরবী) জামার পকেট।

জেক্স (জি) জি-মিনি। ১ জরীল। "উমজ্জেক্স জেমনা
মদেজ" (খৃ ৮১০৬৭) "জেমনা জরীলো ঔহানে আচ,
ছান্সোনীধাভাবঃ লোকে জু জেমো জেমানো ইতোব" (সারণ)
জেক্সভাবঃ ইমনিচ্ তুপো শোপঃ। (পং) ২ জেক্সভাব, জর।
৩ জরসামর্থ। "জোমা চ মহিমা চ" (শুরুবজুঃ ১৮১৪)

জেক্স (ক্লী) জিম-ভাবে লুট। তক্ষণ। (অমর)

জেক্স (জি) জীরতে ইতি। অচোৎ। পা ৩১১২৭) জি-কর্ষণি-
বং। জেতব্য।

"তমাং কামারঃ পূর্কঃ জেরাঃ পুত্রঃ মহীভূজ।" (মার্কপুঃ ২৭১২)

জেক্স (পারসী) ১ নির, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠার পূর্ক
পাতের অম্য খরচের মোট।

জেরবল্ (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী।

জেরুবর (পারসী) ভারগ্রন্থ; দায়িক।

জেরম্বাদ (পারসী) ঔষধ-বৃক্ষবিশেষ। (Zinziber Zerambet.)

জেরা (দেশজ) বথার্থ কথা জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্তৃক
সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন।

জেরাদখানা, জুদারবনের একটা অংশ। শাহজাদার সংশা-
-সিন্দ রাজত্ব-তালিকার ইহা জুদাখানা বা জেরাদখানা নামে
উক্ত হইরাছে। এই অংশ বর্তমান বাথরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত
ছিল। শাহজাদার সময় ইহার রাজত্ব ৮৪৫৪ টাকা ছিল।

জেক্সালেম, ভূমধ্যসাগরের পূর্ককূলবর্তী খুটাননিগের ধর্ম-
ভূমি পালেস্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৬' ৪৩"
উঃ, দ্রাঘি° ৩৫° ১৬' পূঃ। এই নগর ভূমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে
২০০০ ফিট উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল
পূর্ক ও মরুভাগে পতিত জর্ডন নদীর মোহানো হইতে ২১ মাইল
পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর হিব্রুনিগের বাসস্থান
ছিল। এই নগরই প্রাচীন রিহাবিনিগের ধর্ম ও রাজনীতির
কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচ্যে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত,
এবং ইহাই প্রাচীন কেলটি-জের্নেক অর্থাৎ ধর্ম-পারাগ রাজার
রাজধানী সালেম নগর। জেক্সালেম নামের শেষভাগ
হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ইসরাইল 'অদীকৃত ভূমি'

আলিবার ৫০০ বৎসর পর পর্যন্ত এই নগরের সমগ্র কিবা
কতক অংশ জেক্স নামে অভিহিত হইত। তাহার পর
বেজামিনগণ ইহাকে ঐ ছই নামের মিশ্রণ করিয়া জেক্সালেম
অর্থাৎ শান্তি-নিকেতন নাম প্রদান করিল।

খ্রীষ্ট ধর্ম-পুস্তক বাইবেলে পবিজপুর বলিয়া ইহার জুরো-
ভূষ উল্লেখ আছে। আন্টিও রিহাবিনিগ ইহাকে 'এলকোমোডাস'
অর্থাৎ পবিত্র, কিবা 'আস-সরিক' অর্থাৎ সাধু, ভদ্র
বলিয়া থাকে। মুসলমানেরাও ইহাকে 'বেই-উল-মকদন্স'
অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন।

জারন, মিনো, অকরা, বেজোখা, মোরিরা ও ওকেল এই
ছয়টা পর্বতের মধ্যস্থলে জেক্সালেম নির্মিত। ঐ পর্বত-
গুলি নগরের চতুর্দিকে বেঠন করিয়া আছে। নগরের ভূমি
পূর্কদিকে ঢালু, তজ্জন্ত পূর্কদিকের পর্বত হইতে নগরের
উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে
পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অল্পত। সমস্ত
ছানবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খুটীর ধর্ম-
শালা সকলের ছড়া ও মসজিদের উচ্চ গুহজ সকল দেখিতে
পাওয়া যায়। নগর মধ্যস্থ রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত এবং ভূমির
প্রকৃতি অহুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন। বাজার
ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এধানকার ধর্মমন্দিরকে
আপনাদের মসজিদে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে বলিৎ
ওয়ার নির্মিত আয়তাকার হারাম-এস-সরিক নামক প্রাচীর-
বেষ্টিত মসজিদ আছে। ইহার বেষ্টী উচ্চ এবং সমস্ত মেঝে
জুদার হুতিকণ মর্মরপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাপ দৈর্ঘ্যে
১৪৮২ ফিট ও বিস্তারে ৯২৫ ফিট।

জেক্সালেমের অবস্থান একটা চতুর্ভুজাকৃতি মালভূমির
উপর। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সুলতান সুলেমান নগরের চারিদিকে
প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন।

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। অব-
শিষ্টের অর্দ্ধেক খুটান ও অপরাধি রিহবী। রিহাবিনিগ
নগরের এক অংশেই বাস করে। খুটানগণ অধিকাংশ
খুটের গোরহানের গির্জার নিকটস্থ খুটানপলীতে বাস করে।
নগরের উত্তরে একটা পর্বতের উপত্যকার প্রাচীন রাজাদিগের
ভাস্কর্য বা চিত্রকাব্যবিরহিত প্রস্তরনির্মিত গোরহান সকল
বিভবমান আছে। ইহাদের কোন কোনটাকে পুরাতালের
প্রস্তরনির্মিত শবধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়।

খুটের ৫৮ বৎসর পূর্বে বাবিলোনিয়গণ জেক্সালেম
আক্রমণ করিয়া অধিবাসী ছুড়া ও বেজামিন্ নামক ছই

জীতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭০ বৎসর এইরূপ পরাক্রমভাবে কাগযাপনের পর, মিচো-পারতপতি লাইয়াল জাহাঙ্গিরকে বৃত্তি দিয়া জেরুসালেম নির্মাণ করিতে আদেশ দেন। তাহার তদন্তদ্বারা তথ্য গিয়া পুনরায় নগর নির্মাণ করে। ৫১৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দরায়ুসের ভবাবধানে ইহার ২য় মন্দির নির্মিত হয়। ইহার পরও এই নগর কতকাল পর্যন্ত পারতাপতিগণের শাসনাধীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খৃঃ পূর্বাব্দে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকসান্দারের হস্তগত হয়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমাগত মিসরবাসী টলমী ও সিরিয়ার সিলিউকিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রিহবিগণ অনেক অধিকার লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা অতিওকাস্ এপিফেনিসের অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত রিহবিগণকে পীড়িত ও শহরপ্রাচীর ভাঙ করে এবং ইহার পরম পবিত্র ধর্ম-মন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া উহাতে গ্রীক দেব দেবী-স্থাপন ও প্রতিদিন শূকর-বলি দিবার বন্দোবস্ত করেন। খ্রীঃ ১৩৫ খৃঃ পূর্বাব্দে রোমকগণ এই নগর অধিকার করে। ৬৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পম্পি এই নগর অধিকার করিয়া পুনরায় কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার পর হেরদ রোমকসভা কর্তৃক এখানকার রাজা নির্বাচিত হইয়া আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জেরুসালেমে ধর্ম-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমকপ্রথা অনুসারে এখানে বোকার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়। তৎপরে জুডিয়া প্রদেশ বহুকাল রোম কর্তৃক নিরুচ্চ শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ শাসনকর্তা পতিয়াস্ পাইলেটের সময়েই (২৬-৩৬ খৃঃ অব্দের) খৃষ্টধর্মপ্রবর্তক বীথুখুট হতুত রিহবিগণ কর্তৃক ব্যালভেরি পর্বতে ক্রুশাহত হন। এই পতিয়াস্ পাইলেট হিন্দু উপত্যকার উপরিষ বর্তমান সেতু নির্মাণ করিয়া উহার উপরিষ পথপ্রণালী দ্বারা বেথলহেমের হই মাইল দক্ষিণে এমায় জর্জীং নগরোন্নয়নের জলাশয় হইতে বৃহৎ মন্দিরে জল আকরন করেন। ইহার পর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোম-সেনাপতি টাইটুস্ নগরের উত্তর দিক হেরদের প্রাসাদ ও উহার সম্বন্ধিত কয়েকটি মন্দির ক্ষতীত লবণতই ধ্বংস করেন। রিহবিগণ আশিয়া পুনরায় তত্ত্ব নগর অধিকার করে। ইহার ৬০ বৎসর পরে হাজিরান্ এই নগর পুনরায় নির্মাণ করেন এবং মন্দির, মিনেটার (রঙ্গমঞ্চ), প্রাসাদ ইত্যাদিতে সজ্জিত করেন। সম্রাজ্ঞী হেলেনা এখানে দিবা নির্মাণ করিয়া দেন। ৩৩০ খৃঃ অব্দে কুইট পবিত্র খোরদানের উপরে দিবা নির্মিত হয়। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে বলিক ওয়াস ৩ নামে আব্বাসীয়ের

পর জেরুসালেম অধিকার করেন। ১০৭৬ খৃঃ অব্দে তুর্কিগণ মিনরের বলিকের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়া এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। এই সকল অত্যাচার-কাহিনী অশ্রুত জবাব সিরিয়ন ও পিটার দি-হারমিট কর্তৃক যুরোপেও প্রচারিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্মবোধগণ তাহাদের এই পুণ্যভূমি উদ্ধারে প্রত্যাভিষ্ট হইলেন। তদনুসারে সমগ্র যুরোপের সর্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিলেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি-বুলিগনের অধীনে প্রায় ৭ লক্ষ খৃষ্টীয় ধর্মবোধ (Crusadors) আসিয়া বহুকাল যুদ্ধের পর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর তাহার ঐ স্থানে একজন খৃষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক খৃষ্টান রাজা এখানে রাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ পুনরায় এই নগর অধিকার করেন। ইংলণ্ডের বীর রিচার্ড কুই-ডি-ল্যোন (Cœur-de-Lion) ও ফিলিপ অগষ্টের ধর্মযুদ্ধে আর একবার জেরুসালেম খৃষ্টানরাজ্যভুক্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে খোরাসানের তুর্কিগণ জেরুসালেম অধিকার করিলেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানদিগের অধিকারেই আছে।

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্মীয় বহু লোকের অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া কালচক্রের আবর্তনে এখন সমগ্র সভ্য জগতের অতি পুণ্য ও রক্ষণীয় হইয়া আগমনের চরম সীমার উপনীত হইয়াছে। জেরুসালেম নাম খৃষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আবৃত।

জেল, (করাসী জেল Gaol কথা হইতে বাঙ্গালা জেল-কুপ্রাণ উৎপত্তি হইয়াছে।) হিন্দিভাষা জেলকে কয়েদখানা কহে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। রণজিৎ সিংহের রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইবামাত্রই তথ্য জেল-নির্মাণের কথা উদ্ভাসিত হইল। ভারতে মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে একরূপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও আধুনিক জেলের জ্ঞান নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। বর্তমানতে মহারাজ করাসিংহের বে কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিগণের জন্য ব্যবহৃত হইত না। বর্তমান জেলপ্রথা যুরোপীয়।

অপরাধিগণের গোপ-সংবাদন করিবার নিষিদ্ধি তাহা-বিগকে প্রাতি-সেওয়া হয় এবং সেইজন্যই তাহা-বিগকে কারাগারে বিন্ধিত করা হয়। পূর্বে যুরোপে অনেক অপরাধীকে নিক্ষেপিত করা হইত; কিন্তু এখন নির্দোষিত ও স্থানান্তরিত

করিবার পরিবর্তে কারাগারে সজিত করা হয়। প্রাচীন কালে অপরাধীর দোষ সাপোষিত হউক বা না হউক তাহার প্রতি কোনরূপ সূচি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত;—শাস্তিপ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম ছিল না। কারাগারপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও যুরোপে কয়েদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইত। যুরোপের জেলগুলি এক একটী নরক বরূপ ছিল। বন্দীগণ বেক্রম উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। বিশ্বপ্রেমিক জন হাউ-নর্ডের অনন্য উৎসাহ ও অনীয় রেশনসহিত্য ভগ্নেই উক্ত বীতংস নরকগুলি সংস্কৃত হইরাছে। উক্ত মহাক্ষার অটল বয়ে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগারের স্বাধাধিগত সম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অন্তরিক্ত শাস্তিদানের প্রথা রহিত হইল। পূর্বে সকল প্রকার কয়েদীকেই একত্র রাখা হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারাগার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীতংস কার্যের প্রদান করিত, ইহাতে অপরাধিদিগের দোষাবলী দূরীভূত না হইয়া বরং বদ্ধমূল হইত।

জেলখানার বায়ুলকালনের প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং বিবিধ অপরিচ্ছন্নতা বশতঃ একপ্রকার অমের উৎপত্তি হইত সে অমের অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন বাহিত। ক্রমে ক্রমে এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইতে লাগিল। অনেক মহাত্মা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

শ্রী ও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্তা করিতে দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক কয়েদীর বাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং বাহাতে স্বাস্থ্যকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান না হয়, তৎপ্রতি জেলাধ্যক্ষ সূচি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্য এক একজন ডিকিংসন নিযুক্ত আছে।

গুরুতর অপরাধিদিগকে সময় সময় নির্জন কারাবাসে সজিত করা হয়। এই সময় ইহাদিগকে তাহারও সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় না, অল্প লোকের সিকটও ইহাদিগকে বাহিতে দেওয়া হয় না। কয়েদীগণ নির্জন কারাবাসের নিয়মভঙ্গ করিলে পূর্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হইত এবং আইনহুসারে এই শাস্তির বিহ্বলে দোষজনক আবেদন উপস্থিত পারিত না।

কয়েদীগণ দান্ন সন্ধানের কার্যে কখনও সহায়তা

দেয়কি ভাল, দানী টানা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গবর্নমেন্টের অনেক আয় হয়।

এ দেশে যুরোপীয় কয়েদীদিগের অন্য ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অর্ধাংশও দেওয়া হয় না। জেলখানায় যুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সেজন্য কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই।

অল্প বয়স্কদিগের জন্য অন্তরূপ বন্দোবস্ত। যে সময় বালক বালিকা কোন আইন বহির্ভূত কার্যের জন্য জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত জেলকে সংশোধনাগার (Reformatory Jail) কহে।

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এ জেলে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিবার জন্য মাটি প্রস্তুত করা ও ফুলের গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু অন্তরূপ কয়েদীদিগের জন্য বেক্রম নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। কয়েদীদিগকে যে পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্রকৃতপক্ষে কার্যে তাহা দেওয়া হয় না। বিশেষ একটা কুংসিত নিয়ম এ দেশের জেলখানায় প্রচলিত আছে, রাজিকালে কোন কয়েদীকে মল-পরিষ্কার করিবার জন্য বাহিরে বাহিতে দেওয়া হয় না—রাজিকালে তাহারার ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগে তাহা সহ্যে পরিহার করে।

যে উদ্দেশ্যে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা অসিদ্ধ হইতেছে না। আজকাল প্রায়ই দেখা গাইতেছে, জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়াই সজিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্রই ফুকার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

ভারতীয় জেলে স্বাস্থ্যকার নিয়মগুলি সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যকার জন্য তত পর দেওয়া হয় না। এখানকার জেলে প্রায় স্বাস্থ্যগত লোক অনেক সময়ে পীড়িত থাকে। ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক বিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটী জেল স্থাপিত হইয়াছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা বিভাগীয় জেলে অধিক সাধ্যক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের জেলটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

জেল (পাশা দিল্লী) বিভাগস্বত্ব ও স্বাধাধি আদার জন্য ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের সর্ব সর্ব বিভাগ। এই সব

আরও 'জিল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'জিল' শব্দের অর্থ পঞ্জর, পাখি, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে। পূর্বাধিকৃত প্রদেশ সকলে প্রত্যেক জিলার একজন কালেক্টর, একজন মাজিস্ট্রেট, একজন সেশন জজ প্রভৃতি থাকেন। কোন কোন জেলার মাজিস্ট্রেট কালেক্টরেরও কার্য করেন। পঞ্জাব, ব্রহ্ম প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রত্যেক জেলার একজন করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাকেন।

জেলাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওরা পরগণার একটি গ্রাম। এখানে একটি হাট বসে।

জেহুলি, বেহার প্রদেশে চম্পারণ জেলার একটি সহর।

জেসার (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্যু।

এই ব্যক্তি শেষ অবস্থায় তুরী নামা জনৈক কাঠি রমণী কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া দস্যুত্ব ত্যাগ করেন। তুজ নগরের ২২ মাইল দক্ষিণপূর্ববর্তী অজার নগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির স্থাপিত আছে।

জেসুর, কচ্ছ প্রদেশের ধর্ম জাতিবিশেষ। ইহার প্রধানতঃ নবিনাল ও বেরাজার চতুর্দিকে বাস করে।

জেহেল (ইংরাজী Jail শব্দ) কারাগার, জেল।

জৈগীষব্য (পুং) জিগীষোরপত্যং গর্গাদিভ্যাং যচ্। যোগবিদ্বদ্বিনিবেশে। "অসিতো দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যঃ তত্ত্ববিদ।" (ভারত শা' ১১ অঃ)।

মহাভারতের শ্লোপকর্মে লিখিত আছে—পূর্বকালে অসিত দেবল নামে এক তপোধন গার্হস্থ্যধর্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য-তীর্থে অবস্থান করিতেন। কিয়দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন করিয়া দেবলের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎকাল পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য তিস্তুকল্পে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাহাকে সুপুঙ্খিত দেখিয়া পরম সমায়তপূর্বক বখাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এককাল ধরিয়া ইহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি অলস, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না। দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস লইয়া নৃপথে দানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া

দেখিলেন, ইনি দ্বান করিতেছেন। তদর্শনে দেবল বিম্বিত হইলেন এবং দ্বানান্তিক সমাপন করিয়া ইহাকে দ্বান করিতে দেখিয়া পুনরায় আকাশপথে আশ্রমভিমুখে চলিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে স্বাহুবৎ উপদ্রষ্ট দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উষিত হইয়া তথায় দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধগণ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন, তিনি তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করিতে দেখিলেন। তৎপরে ইহাকে বমলোকে হইতে সোমলোকে, সোমলোকে হইতে অমিহোক্ত, দর্শপৌরমাংস, (অমাবস্তা, পূর্ণিমা) পণ্ডরজ, চাতুর্মাশ, অমিষ্টোম, অমিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজহর, বহুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অখমেধ, নরমেধ, সর্কমেধ, সোজামণি, বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযজ্ঞাদিগের লোকসমূহে, তৎপরে মিত্রা-বরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বহুস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্ম-সত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্ত তিনলোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, তথা হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। তদর্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ববৎ স্বাহুর ভায় রহিয়াছেন। তদর্শনে দেবল ইহার শিষ্য বীকার করিলে ইনি তাহাকে বোদ্ধ ধর্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বৃত্তি শাশ্বতস্বারে যোগবিধি, ও কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ দিয়া তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহর্ষি জৈগীষব্যের কৃপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলকে বিদ্রোষিষ্ট করিয়া বলেন, "উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।" তখন দেবগণ পাশবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা বলিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, ভগবান বা যোগবল নাই। মহাত্মা জৈগীষব্য এই আদিত্যতীর্থে যোগাভ্যাস করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। ইহার জ্ঞান যোগবলসম্পন্ন ভগবান অতি বিরল।" একদা মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান জৈগীষব্যকে কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি স্তম্ভিবাণ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হননা, অন্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করি—আপনার প্রজা কিরূপ এবং কোথা

হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার কলাই বা কি ? ভগবান্ জৈগীষবা এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসম্মিত ও পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্তৃক নিমিত্ত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্যেরই অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিমিত্ত হইয়া নিদ্রুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব।

জৈগীষবায়ায়গী (স্রী) জৈগীষবা-লোহিতাদিভ্যাং নিত্যং দ্য বিদ্যাং জীব। জৈগীষব্যের স্রী অপত্য।

জৈতাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আন্ধ্রপ্রদেশ জেলার সমুদ্রকূলস্থিত একটা বন্দর ও দুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর কূলে মোহানা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ।

জৈতুর্গি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ১১৭১ শকে উৎকীর্ণ কঙ্কার নৃপতির তাম্রকলকে ইহার নাম প্রথমেই উল্লিখিত আছে।

জৈতপুর, বুলন্দশহরের অন্তর্গত কুলপাহাড়ের নিকটবর্তী একটা প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নান্যস্থানে ভাস্কর্য্যযুক্ত প্রস্তরপথ পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া এই স্থান বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটা অচ্ছদ পর্ব্বত-শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটা প্রাচীর নির্মিত আছে। বোধ হয় এইস্থানে পূর্বে চন্দেল রাজাদিগের দুর্গ ছিল। প্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহা মহারাষ্ট্র-দিগের পূর্ব্বতন বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রদিগের যুদ্ধকালে এই দুর্গ ভগ্ন হইয়া থাকিবে।

জৈত্র (ত্রি) জৈতৈব জৈতু-প্রজ্ঞাদিহাদণ্। ১ জৈতা, অরুণীল। “শরীরিণা জৈত্রশরণ যত্র” (মথ ৩।৬১)

২ ঐশ্বর্যবিশেষ। (রাজনি) (পুং) ৩ পারদ।

জৈত্রধ (ত্রি) জৈত্রো অরুণীলো রথো যত বহতী। অরুণীল। (হলা*, জৈত্রী (স্রী) অরুণি রোগাদিনাশকতয়া সর্কোৎকর্ষণে বর্ততে জৈত্র বার্হে-অণ-জিরাং হীপ্। ১ অরুণীল, চলিত কথায় ধনচে। (শব্দর*) ২ জাতীকোষ, চলিত কথায় জৈরী।

জৈন (পুং) জিন-অণ্। জিনোপাসক, আর্হত। ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত ধর্ম-সম্প্রদায়। দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর এই দুই প্রধান

শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন ভারতের সর্বত্রই সকল প্রধান নগরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতদিন হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন্ সাহেবের মতে, বৌদ্ধধর্মের প্রোতাপ থর্ক হইলে খ্রীষ্ট ৮ম শতাব্দীতে জৈনধর্ম প্রচারিত হয় (১)। আবার অল্প একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, খ্রীষ্ট ২য় শতাব্দীতে জৈনধর্ম দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্ বেনকাই সাহেবের মতে খ্রীষ্ট ১০ম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি হয় (৩)। মহাত্মা টডসাহেব লিখিয়াছেন, বলভীবংশের মহাসমুদ্রের সময় খ্রীষ্ট ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বলভী-পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ আহূত হইতেন (৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলকটকের মতে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকের গুরু ছিলেন (৫)। তৎপরে টিভেনসন্ সাহেব লেখেন, গোতম বুদ্ধ আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞানোপদেশ শুণে মহাবীরের মত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মের ক্ষীণলোক প্রকাশিত হয় (৬)। প্রব্রতস্ববিদ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্ব্ব শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্থঙ্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ ২৪জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও এই ২৪জনের নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামান্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্থ্য বা তীর্থিক নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আপনাদের প্রধান আরাধ্য দেবখিদেবকে তীর্থঙ্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অমূল্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাহাদের আচার্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের স্থায় ভক্তিপ্রদা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম

(১) Wilson's Mackenzie Collection.

(২) Wilson's Sanskrit Dictionary, 1st ed. p. XXXIV.

(৩) Alton Indian, p. 160.

(৪) Travels in Western India, p. 269.

(৫) Miscellaneous Essays, Vol I. p. 380.

(৬) Stevenson's Kalparutra & Nava Tatwa, p. XIII.

পালন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী পথে চলিবার সময় পাছে কোন কীটাদি মাড়িয়া ফেলেন, এই জন্ত যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই স্থান ঝাঁড় দিতে দিতে গমন করেন। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগ-পর্যায়ের অবতারগণ করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনসম্প্রদায় বৌদ্ধ গণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্গিণী ও অবসর্গিণীর কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন সূর্য্যবংশের ইতিহাস আপনাদের ইচ্ছামুতাবে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, তঁাহারা যেমন রাজা মহাসম্রাটকে পৃথিবীর আদিরাজ্য এবং তৎপরে ২৮ বংশের পর ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত অসংখ্য যুগ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তঁাহারাও যেমন মহাসম্রাট হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪০০০ পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম হইতেই জৈনধর্মের সৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম পুরাণাদির নামের অমূল্যরূপে বহুবিধ আগম ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাণবিদের মতে খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীতে জৈনধর্মের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। অবশেষে বহু গবেষণা দ্বারা ক্রটিসাহেব স্থির করেন, প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে জৈনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)।

আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্মকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্মের উল্লেখ আছে। খেতাবর ও দিগম্বর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্বে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে) শেখ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান নির্বাণলাভ করেন (১০)।

মধুরা হইতে জৈনসম্প্রদায় কর্তৃক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উৎসর্গিণী সেকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জৈনদিগের কল্পজ-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) এতদ্ভিন্ন কটক জেলায় উদয়গিরি এবং জুমাগড়ের উপর-

কোট হইতে রাজ্যসম্রাট পূর্ববর্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাৎপাঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

আমাদের বিবেচনার যখন শাখা বৃদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহারও অনেক পূর্বে হইতেই জৈন ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গ স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধ-দেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধ গ্রন্থে নিগ্রহ নামে জৈনের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় জৈনকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পান্ডিত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম হইতে জৈনধর্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণ দ্বারা ই জৈন ধর্ম হইতেও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপ হলে বরং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

যখন কোন নূতন ধর্ম গঠিত হয়, সেই ধর্মের প্রবর্তকগণ পূর্বতন আচার অমুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, বহুবর্ষ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্বপ্রথা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সর্বদেও এইরূপ ঘটিয়াছে।

বোধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্বেদের “মা হিংসী: পুরুষং জগৎ” এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া জৈনধর্মের সৃষ্টি। যে সময়ে ভারতে যোগযজ্ঞাদিতে পশুবধপ্রথা বিশেষ প্রবল ছিল, সেই সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়াদ্র হইয়া তদ্বিবার্ণার্থ অভিনব ধর্মপ্রচারে অগ্রসর হইলেন।

এই অভিনব উত্থানে চারিবিধই যোগদান করিয়াছিলেন। যেহেতু যজ্ঞার্থে পশুহিংসা নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু অহিংসা-প্রচারকগণ আবির্ভূত হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাহাদের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্মত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণ অলঙ্কিতভাবে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্ম-প্রচারকগণ পশুহিংসাপ্রথান যোগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্বপালিত অপরাপর ধর্ম-শাস্ত্রাদি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একবারে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? এই জন্ত প্রথম অহিংসামত-প্রবর্তক

(৭) Lassen's Indische Alterthumskunde, Vol. IV. p. 755f.

(৮) Weber's Indische Studien, Vol. XVI. p. 241.

(৯) Indian Antiquary, Vol. XI. p. 246.

(১০) জৈন গ্রন্থ রিভোলুশ্যে লিখিত—

“পশুহং পদবস পদবাসকৃৎ পুসি বীরপিং বৃহবো সগরাজো।”

এসবকে অপরায়ণ গ্রন্থের সভাসক্ত—Indian Antiquary, Vol. XII. p. 217f. জটয়া।

(১১) Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. I. 165f, III, p. I. and Epigraphia Indica, Vol. I.

* Indian Antiquary, vol XX. p. 363—64.

জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগের অহুতি আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্যই জৈনধর্মের ভিতর ব্রাহ্মণধর্মের স্পষ্ট সংগ্রহ লক্ষিত হয়। সেই জন্যই জৈনগণ তাঁহাদের পূর্বপুজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। জৈনশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের অহুতরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম অপেক্ষা পরবর্তী। বরং একথা বলা যাইতে পারে, জৈনধর্মের “অহিংসা পরম ধর্ম” রূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞা বুদ্ধিতে মহোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের অথবা জৈনগণের প্রবর্তিত শাস্ত্রাদি অথবা উপদেশাদি দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে জৈন-প্রচারকদিগের দ্বারা দুই নোকার পা না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধর্মপ্রচার করাই কর্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানব-মণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা স্তম্ভহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি “অহিংসা পরম ধর্ম” মূল মন্ত্র লইয়া চিরজংঘবিষোচনের অজ্ঞ সহজ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুদ্র হইয়া যাহারা অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আদিয়াই নির্ব্যাণ-ধর্ম-প্রচারকের সহিত মিলিত হইলেন। একজ্ঞ সে সময়ে জৈনধর্মও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, জৈনধর্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বরং যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রবল, সে সময় জৈন ধর্মলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্তী জৈনশাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত-লুপ্ত হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্মের উপর তীব্র প্রতিপাদও লক্ষিত হয়।

জৈনশাস্ত্র। এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ পরম (প্রম), দুই ছেদসূত্র, দুইখানি সূত্র এবং চারিখানি মূলসূত্র।

১২ খানি অঙ্গের নাম—আচার, সূত্রকৃত, হান, সমবায়, ভগবতী, জাতধর্মকথা, উপাসকদশা, অস্তকদশা, অহুত-রোপপাতিকদশা, প্রেরব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ (লুপ্ত)।

১২ খানি উপাঙ্গের নাম—উপপাতিক, রাজপ্রদীপ, জীব-ভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জঘূষীপপ্রজ্ঞাপ্তি, চক্রপ্রজ্ঞাপ্তি, স্বাধ-

প্রজ্ঞাপ্তি, নিরমাবলী, কল্লাবতালিকা, পুশ্চিকা, পুশ্চলিকা, বৃক্ষিদশা।

১০ খানি পরমের নাম—চতুঃশরণ, সংস্কার, আত্মর, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিক্রা, তত্ত্বলবৈতালী, চন্দ্রাবীজ, দেবেশ্বরতন, গণিবীজ, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরত্বব।

৬ খানি ছেদসূত্রের নাম—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাঙ্গতত্ত্ব, বৃহৎকর ও পঞ্চকর।

৪ খানি মূলসূত্রের নাম উত্তরাধারন, আবশ্রুক, দশ-বৈকালিক ও পিণ্ডনিযুক্তি।

এতদ্বির অপর দুইখানি সূত্রের নাম নন্দী ও অমুযোগদ্বার। বিধিপ্রপা ও তাহার টীকা এইরূপই আছে। রত্নসাগরও ঐরূপ ৪৫ খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পরম ও ছেদসূত্রের নামের স্থানে সূত্র ও মূলসূত্রের নাম পরিবর্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সিদ্ধান্তধর্মসারে সর্বশুদ্ধ ৫০ খানি আগম ও কল্পসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১০ম অঙ্গ এবং ১২শ উপাঙ্গ বৃক্ষিদশার পরিবর্তে তাহাতে নব উপাঙ্গ কল্পিয়া (কলিকা) (১২) সূত্রের উল্লেখ আছে।

এতদ্বির উক্ত সিদ্ধান্তধর্মসারে আবশ্রুক, বিশেষাবশ্রুক, দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূল সূত্র, উত্তরাধারন, নিশীথ, কর, ব্যবহার ও জিতকর এই ৫ খানি কল্পসূত্র, মহানিশীথ-বৃহৎচাচনা, মহানিশীথ-লঘুচাচনা, মধ্যমচাচনা, পিণ্ডনিযুক্তি, ওঘনিযুক্তি ও পর্যায়ণাকর এই ছয়খানি সূত্র এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিক্রা, মহাপ্রত্যাখ্যান, তত্ত্বলবৈতালিক, চন্দ্রাবিজয়, গণিবিজ্ঞা, মরণসমাধি, দেবেশ্বরতন ও সংস্কার এই ১০ খানি পরমের উল্লেখ আছে। কিন্তু দৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ত বা আগম অঙ্গমাগধী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিশ্বগণের মতে সর্বপ্রথম অঙ্গগুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্তের ব্রহ্মাইবার অজ্ঞ স্বেতাগর ও দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ, এতদ্বির শত শত ভাষ্য, টীকা, চূণী ও নিযুক্তি রচিত হইয়াছে।

বর্তমান জৈনগণ নন্দীসূত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, আদিজিন ঋষভদেব হইতেই প্রথম অহুত্যা প্রকাশিত হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত

(১২) বিধিপ্রপার টীকার মতে নিরমাবলীরই অপর নাম কল্পিয়া বা কলিকা।

(১৩) “আদিব্রহ্মসংস্কৃত্যে পবিত্রত্যা উলভসেনাঙ্গা” (নন্দী)

আছে যে, বর্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০ পয়স বিশিষ্ট ষাটশাক প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকার বর্ধমানের স্থানে ঋষভ-স্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)।

প্রাকৃতভাষায় রচিত নেমিস্ত্রের প্রবচনসারোদ্ধারে লিখিত আছে, ঋষভ হইতে সুবিনাথ এই নয় তীর্থঙ্করের সময় কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। সুবিনাথ হইতে শাস্ত্রিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ তীর্থঙ্কর) পর্যন্ত ষাটশাক বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে ২৪শ তীর্থঙ্কর) পর্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে আবার লিখিত আছে, “বৃদ্ধিমো দিট্টিবাত্ত তহিং” অর্থাৎ পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।

ওঘনিষ্কির অবচুরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন শিষ্যকে যে ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দশ পূর্ব-বাদ—ঐ ষাটশাকের অন্তর্গত। তাহার শিষ্য ১ অধর্ম, তচ্ছিয়া ২ জঘু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শযান্তব, তৎপরে ৫ যশোভক্ত, তৎপরে ৬ সন্তুতবিজয়, তৎপরে ৭ ভ্রমবাহ এবং অবশেষে ৮ হুলভত্র শিষ্যপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দশপূর্ব জানিতেন, তাহার্য্য প্রত্যেকবলী ও চতুর্দশ-পূর্বধারী নামে অভিহিত হইয়াছেন। হুলভত্রের পর আর কেহ চতুর্দশ পূর্ববাদ জানিতেন না। তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দশ পূর্ব বিলুপ্ত হয়। নদিমত্রে হুলভত্রের পর মহাগিরি ও সুহতী হইতে বজ্র পর্যন্ত সাতজন কেবল দশপূর্ব নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে পরবর্তিকালে ক্রমেই পূর্ববাদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে। অমুযোগধারস্বজ্ঞে নবপূর্বীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীর-নির্কাণের ২৮০ বর্ষ পরে দেবদ্বিজগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র পূর্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শাস্ত্রচক্রে চক্রে প্রজ্ঞপ্তির টীকায় লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) দৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল।

হোমচাণ্ড্যের সুবিরাবলীচরিত পাঠে জানা যায়, বীর-নির্কাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্বে পাটলীপুত্রনগরে ত্রীসজ্ব হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ত্রীসজ্বে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়া প্রতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। একাদশশত সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে গমন করিতেছিলেন। ত্রীসজ্ব হইতে ছইজন মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিতে গেলেন; কিন্তু তিনি ষাটশবর্ষব্যাপী ধ্যান-বলন করিয়াছেন বলিয়া ত্রীসজ্বে উপস্থিত হইতে চাহিলেন

না। ত্রীসজ্ব হইতে আরও ছইজন মুনি গিয়া তাঁহাকে সম্বাহ্ব করিবার ভর দেখাইলেন। ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, হুলভত্র আচার্য্য ১০ পূর্ব অবগত হইয়াছেন, এখন জুড় হইয়া তাঁহাকেই অবশিষ্ট চারিপূর্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে তিনি এই শেষ চারি পূর্ব প্রদান না করেন (১৫)। তদবধি হুলভত্র প্রধান আচার্য্য হইলেন।

প্রসিদ্ধ দিগম্বরচার্য্য জিনসেনসুরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশশত প্রচার করেন, ষাটশাক ও উপাঙ্গগুলি তাহার শিষ্য গোতম কর্তৃক প্রচারিত হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীর পূর্বে জৈনধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু ছই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ জৈনশাস্ত্র মতেই শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়। * মূল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরু-পরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বহুগ্রন্থ মুখে মুখে থাকার বিবৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সজ্ঞ ও নিহব হইত।

লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধার্য্যস্বত্বাধীপিকায় লিখিয়াছেন, মহাবীরের জীবদ্দশায় ছইটী, তাহার নির্কাণের ২১৪ বর্ষ পরে (অর্থাৎ

(১৫) হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“বীরমোক্ষাবধর্ষণতে সপ্তত্যত্রৈ গতে সতি।

ভদ্রবাহুরণি স্বামী যথো বর্ণং সমাধিবাঃ” (স্বাবিরাবলী ৯/১২১)

অর্থাৎ মহাবীরের নির্কাণের ১৭০ বর্ষ গত হইলে ভদ্রবাহুস্বামী সমাধি দ্বারা বর্ণ গমন করেন। এরূপস্থলে ৩৫০ খৃঃ পূর্বাবধি পূর্বে ত্রীসজ্বে জৈনসংসংগৃহীত হইয়াছিল।

(১৬) “প্রাণত্যাগিতে পক্ষে নক্ষত্রোহতিক্রিতে প্রভুঃ।

প্রতিপদাঙ্কি পূর্বাক্ষে শাসনানর্থদ্বাহরং।

অচোরাস্ত তথার্থং তথা স্মৃতকৃত চ।

জগাব জগত্যাঃ বীরঃ সংস্থানসমবারয়োঃ।

ব্যাখ্যাঃ প্রজ্ঞাধরঃ জাতুধর্মকথাজিতম্।

অমৃতরসলভার্থঃ প্রবাক্যকরগত চ।

তথ্যঃ বিশাকসূত্রস্ত পথিয়ার্থঃ ততঃ পরম্।

ত্রিবল্লীঃ ত্রিশতী বর দৃষ্টীনাভিধীরতে।

দৃষ্টীবাদস্ত অত্যাঃ পঞ্চভেদস্ত সর্বদৃষ্ট

জগাব জগত্যাঃ দাধ প্রথমঃ পরিকর্মণঃ।

স্বজ্ঞাতব্যঃ প্রবোগসা তথা পূর্বসংস্যা চ।

উৎপাদপূর্ব পূর্বস্য পরমার্থঃ ততঃ পরম্।

অথ সত্ত্ববিদ্যায় প্রত্যাঃ জিনভাষিতম্।

ষাটশাকপ্রত্যঃ কথং সোপাঙ্গং গৌতমো ব্যাখ্যং” (হরিবংশ পুরাণ)

* কাহারও মতে অঙ্গের পূর্বে পঞ্চধরো ব্যাখ্য প্রকাশিত করেন,

তাহাই পূর্ববাদ। “স্বনিভাসি পঞ্চধরোদেভ্যঃ পূর্বমেব বৎ। পূর্বঃ-

নীত্যাক্রীয়েতে ভেদভাসি চতুর্দশঃ” (মহাবীরচরিত)

৩১৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে) তৃতীয়বার, বীর-নির্কাণের ২২০ বর্ষ গতে চতুর্থ বার, বীরনির্কাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, বীরনির্কাণের ৫৪৪ বর্ষ গতে ষষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত বর্ষে সপ্তমবার এবং বীর হইতে ৬০৯ গতবর্ষে অষ্টম নিরুৎসব হইয়া ছিল (১৭)।

শেষ নিরুৎসবের স্থান মধুরা। ঐ সময়ে যে মধুরায় জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা কল্যাণী-তিলা হইতে আবিষ্কৃত সেই সময়ের শিলালিপি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিগম্বর জৈন-দিগের মতে—বীরনির্কাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদত্ত নামে একজন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)।

কোন কোন জৈনশাস্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধান্তই নাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ হইবার সময় অর্জুননাগধীভাষায় পরিণত হয়।

জৈন সিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ শ্রমিতে চাহেন যে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচলিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা বিখ্যাত জর্মন-পণ্ডিত বেবর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাহ্মণগণের বেদসংহিতার যেরূপ পঞ্চবর্ষীয়ক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ঐ সকল অঙ্গের বিষয় যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থরচনার পূর্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের প্রধান শিষ্য গোতম কর্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু কোন কোন খানি নিত্য প্রাচীন হইলেও কোন কোন খানি নিত্য প্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে ভরগী হইতে মহাবিষুব এবং

(১৭) লক্ষ্মীনারায়ণের উক্ত স্মার্তধর্মলিপিকার ৩য় অধ্যায়ের ৮ম নিরুৎসবের স্থান, কাল, পাতা ও ত্রিবর্ষাবধি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

(১৮) আবার কাহারও মতে ১৯৩ বীরগতাব্দে ঐশ্বর্য্যলিপিকাণ্ডের অধিনায়কভার বসুদাসজ্যে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু জৈনদিগের সমবায়ক, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুবোধবারসূত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধতির উল্লেখ থাকার স্বীকার করিতে হইবে, যে ঐ সময়ের বহু পূর্বেই জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৫০ বীরগতাব্দে বলসীসার এবং বেন আদেশ করিয়াছিলেন যে সাধারণে একত্রে কল্পসূত্র পাঠ করিবে।

(১৯) Weber's Indische Studien, Vol. XVI. p. 236.

অভিজিৎ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। কোন উপাঙ্গে বহু বাল্যব্দ প্রভৃতি অপ্রাচীন শব্দেরও উল্লেখ আছে।

আবার প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামাখ্য হিয়ার রচনা করিয়াছেন। খরতরগজের পটাবলী মতে, বীরনির্কাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামাখ্য বিদ্যমান ছিলেন, এরূপস্থলে প্রজ্ঞাপনা প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খৃষ্টীয় পূর্ব ১ম বা ২য় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খেতাবেরো ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। দিগম্বরেরাও উহার কোন কোন খানির মত মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থক পরবর্ত্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

ব্রাহ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রেও সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশাব্দে মধ্য সমবায়ক আমরা ঐ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন—

“অন্তরায়দানলাভবীর্ষ্যভোগোপভোগাঃ।

হাসো রত্যরতীভীতিজুগুপ্সা শোক এব চ॥

কামো মিথ্যামজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতি স্তথা।

রাগো ঘেঘক নো ধোষান্তেযামষ্টাদশাপ্যমী॥” (ভাষ্যাদির)।

দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্ষ্যগত অন্তরায়, ভোগা-ন্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সপ্তপ্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও ঘেঘ এই ১৮ প্রকার দোষ বাহার নাই, এইরূপ ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাহাকেই জৈনেরা অর্হন, জিন, পরমেশ্বর, ভগবান ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। ঐ ১৮টির মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্থঙ্কর-পদবাচ্য হইতে পারেন না। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

জৈনগমে বর্ত্তমান অবসর্গিণীর পূর্বে উৎসর্গিণীতে যে ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—১ম কেবলজানী, ২য় নির্কাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাবশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্কা-হুভুতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সূতজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিহুভুত, ১৩শ মুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অন্তাগ, ১৬শ নেবীর, ১৭শ অনিল, ১৮শ বশোধর, ১৯শ কৃতার্ণ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ ভৃগুমতি, ২২শ শিবকর, ২৩শ তন্দন এবং ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্গিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—

১ম ঋষভদেব, ২য় অভিজনাথ, ৩য় সত্তবনাথ, ৪র্থ অন্তিনন্দন,

* ঐশ্বর্য্যগতের মতে ইনি এখন বিহুর্ অধ্যায়।

জিন্মানা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তীর্থরেণুর নাম	সিঁড়ানাম	মাতৃনাম	চরণভিগ্নি	বিমাননাম	অমতিথি	অমরকল্প	অমরপ্রাশি	অমরগরী	চিহ্ন	শরীরম্যান	আয়ুমান
১ স্বভবদেব	নাতি	মরুদেবী	আব ক ৪	সর্গাধিসিক	চৈ ক ৮	উত্তরাধাচা	ধরু	বিনীতা	যুবত	৫০০ ধরু	৮৪ লক্ষ পূর্ন
২ অমিতনাথ	জিতশক	বিজয়া	বৈ শু ১০	বিজয়	মা শু ৮	রোহিণী	বৃষ	অযোধ্যা	হস্তী	৪৫০ "	৭২ "
৩ সত্বনাথ	জিতগ্নি	সেনা	কা শু ৮	ত্রৈবেয়ক	মা শু ১৪	য়গনিরা	মিথুন	প্রাবর্তী	অব	৪০০ "	৬০ "
৪ অভিনবান	সরসাল	সিদ্ধার্থ	বৈ শু ৪	জয়ন্ত	মা শু ২	পুনর্বহু	মিথুন	অযোধ্যা	বানর	৩৫০ "	৫০ "
৫ হুমতিনাথ	বেষরাজ	মঙ্গলা	ত প্রা ২	জয়ন্ত	বৈ শু ৮	মথা	সিংহ	অযোধ্যা	ক্রৌঞ্চ	৩০০ "	৪০ "
৬ গজেন্দ্র	ত্রিধররাজ	হুসীমা	মা ক ৬	ত্রৈবেয়ক	কা ক ১২	চিহ্না	কজা	কোশাধী	পদ্ম	২৫০ "	৩০ "
৭ হুশার্ঘ	প্রতিদ্রাজ	পূর্বিধী	ভা ক ৮	মন্দিগ্রেবেয়ক	কৈ শু ১২	বিশাখা	তুলা	বারাগমী	মস্তিক	২০০ "	২০ "
৮ চন্দ্রভেদ	মহাসেনরাজ	লক্ষণা	চৈ ক ৫	বিজয়ন্ত	পৌ ক ১২	অমরপ্রা	বৃত্তিক	চন্দ্রপূরী	চন্দ্র	১৫০ "	১০ "
৯ হুবিধিনাথ	হুগ্রীবরাজ	রামা	কা ক ২	আনন্দদেবলোক	অগ্র ক ৫	মুলা	ধরু	কাকদ্বী	মকরলজ	১০০ "	২ "
১০ শ্রীভগনাথ	দুর্ভর	লক্ষা	বৈ ক ৬	অচ্যুতদেব	মা ক ১২	পূর্কোষাচা	ধরু	ভদ্রিনপুর	ক্রিবৎস	২০ "	১ "
১১ বোরাসনাথ	বিজয়রাজ	বিজয়মাতা	কৈ ক ৬	অচ্যুতদেব	ফা ক ১২	শ্রবণা	মকর	সিংহপূরী	গণ্ডার	৮০ "	৮৪ লক্ষ বর্ষ
১২ বাহুপূজ্য	বহুপূজ্যরাজ	জয়া	কৈ শু ২	আণতদেব	ফা ক ১৪	শতভিষা	কুন্ত	চন্দ্রাপূরী	মৃগ	৭০ "	৭২ "
১৩ বিঘননাথ	কৃতবর্ষ	ভ্রামা	বৈ শু ১২	সহসারদেব	মা শু ৩	উত্তরভাঙ্গ	মীন	কাঞ্চিনা	বরাহ	৬০ "	৬০ "
১৪ অনন্তনাথ	সিংহসেন	হুষণা	প্রা ক ৭	আণতদেব	বৈ ক ১৩	রেবতী	মীন	অযোধ্যা	সীচাণা	৫০ "	৩০ "
১৫ ধর্মনাথ	ভাইরাজ	হুতাতা	বৈ শু ৭	বিজয়	মা শু ৩	পূজা	ককট	রত্নপূরী	বজ্র	৪৫ "	১০ "
১৬ শান্তিনাথ	বিঘসেন	অচিরা	ভা ক ৭	সর্গাধিসিক	কৈ ক ১৩	ভরণী	মেঘ	গজপূর	হরিণ	৪০ "	১ "
১৭ হুহুনাথ	হুররাজ	জী	প্রা ক ২	সর্গাধিসিক	বৈ ক ১৪	কুন্তিকা	বৃষ	গজপূর	ছাগ	৩৫ "	২৫০০০ বর্ষ
১৮ অবনাম	ইন্দ্রদর্শন	দেবী	কা শু ২	সর্গাধিসিক	অগ্র শু ১০	রেবতী	মীন	গজপূর	নন্দাবর্ত	৩০ "	৮৪০০০ বর্ষ
১৯ মল্লীনাথ	কুজরাজ	প্রভাবতী	কা শু ৪	জয়ন্ত	অগ্র শু ১১	অধিনী	মেঘ	মথুরা	কলশ	২৫ "	৫৫০০০ বর্ষ
২০ সুনিহত	সুবিজরাজ	গঙ্গাবতী	প্রা শু ১৫	অপরাজিতা	কৈ ক ৮	শ্রবণা	মকর	রাজগৃহ	কঙ্কণ	২০ "	৩০০০০ বর্ষ
২১ নরীনাথ	বিজয়রাজ	বিজো	আধি পূ	আণতদেব	প্রা ক ৮	অধিনী	মেঘ	মথুরা	কমল	১৫ "	১০০০০ বর্ষ
২২ নেমিনাথ	সমুদ্রবিজয়	শিবা	কা ক ১২	অপরাজিতা	প্রা শু ৫	চিহ্না	কজা	মৌরীপুর	শম্ব	১০ "	১০০০ বর্ষ
২৩ পার্বনাথ	অবসেন	বামা	চৈ ক ৪	আণতদেব	পৌ ক ১০	বিশাখা	তুলা	বারাগমী	মর্গ	২ "	১০০ বর্ষ
২৪ মহাবীর	সিদ্ধার্থরাজ	ত্রিশলা	আধ শু ৬	আণতদেব	চৈ ক ১৩	উত্তরকা	কজা	ঈশ্বরকুণ্ড	সিংহ	৭ "	৭২ বর্ষ

জিনমালা

[১৬৭]

জিনমালা

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
শরীরের বর্ণ	উপাধি	বিবাহিত কি না	দীক্ষাসঙ্গ	দীক্ষানগরী	দীক্ষাতপ	প্রথম পরিণ	পারগ-স্থান	পরিণকাল	দীক্ষাতিথি	ছাত্র	জাননগরী	পত্নী
১	স্ববর্ণ	বিবাহিত	৪০০	সামু	বিবাহিত	৪০০	সামু	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২
২	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৩	"	"	১০০০	প্রান্ত	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৪	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৫	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৬	রক্ত	"	১০০০	কৌশলী	১ উপবাস	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৭	স্ববর্ণ	"	১০০০	বায়ানী	২ উপবাস	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৮	বেত	"	১০০০	চন্দ্রপুরী	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
৯	বেত	"	১০০০	কাকদ্বী	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১০	স্ববর্ণ	"	১০০০	ভদ্রনগর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১১	স্ববর্ণ	"	১০০০	সিংহপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১২	লাল	"	৬০০	চন্দ্রপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৩	স্ববর্ণ	"	১০০০	কাম্পিনা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৪	"	"	১০০০	অযোধ্যা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৫	"	"	১০০০	রত্নপুরী	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৬	চক্রবর্তী	৬৪০০০	১০০০	গজপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৭	"	৬৪০০০	১০০০	গজপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৮	"	৬৪০০০	১০০০	গজপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
১৯	সুয়ার	অবিবাহিত	৩০০	মিথিলা	৩ উপবাস	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
২০	সুয়ার	বিবাহিত	১০০০	রাজগৃহ	২ উপবাস	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
২১	পিত	"	১০০০	মথুরা	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
২২	সুয়ার	বিবাহিত	১০০০	সৌরীপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
২৩	নীল	বিবাহিত	৩০০	বায়ানী	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২
২৪	পিত	"	এককী	ককিপুর	"	"	২ দিন	১০০০	১২	১২	১২	১২

২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
কুল	প্রদর্শন-পা	সাধু	সাধী	১৪শ পূজী	কেবলী	প্রাচক	প্রাচিকা	জ্ঞানতীর্থ	দীক্ষাবৃক্ষ	মোক্ষাসন	মোক্ষতিথি	মোক্ষস্থান	১ম গণধর
১ ইক্ষু	৮৪	৮৪০০০	৩০০০০	৪৭৫০	২০০০০	৩৫০০০	৫৫০০০	কা ক ১১	বটবৃক্ষ	পদ্মাসন	মা ক ১৩	অষ্টপদ	১ম গণধর
২ "	৯০	১০০০০০	৩০০০০	৩৭২০	২২০০০	২২০০০	৫৫০০০	পৌ ক ১১	মাল	কারোৎসর্গ	চৈ ক ৫	সমেতশিখর	পুণ্ডরীক
৩ "	১০২	২০০০০০	৩০০০০	২১৫০	১৫০০০	২৮০০০	৫২৭০০০	কা ক ৫	প্রিয়াল	কারোৎসর্গ	চৈ ক ৫	চাক	সিংহসেন
৪ "	১১৪	৩০০০০০	৬০০০০	১৫০০	১৪০০০	২৮০০০	৫২৭০০০	পৌ ক ১৪	প্রিয়বৃ	"	বৈ ক ৮	বজ্রনাভ	ভ্রামা
৫ "	১২০	৩০০০০০	৫০০০০	২৪০০	১০০০০	২৮০০০	৫১৬০০০	চৈ ক ১১	মাল	"	চৈ ক ৯	চয়ন	অজিতা
৬ "	১০৬	৩০০০০০	৩০০০০	২০০০	১২০০০	২৭৬০০০	৫০৫০০০	চৈ পূর্ণিমা	ছত্র	"	অগ্র ক ১১	প্রোক্তাতন	রতি
৭ "	২৫	৩০০০০০	৪০০০০	২০০০	১১০০০	২৫৭০০০	৪২০০০০	কা ক ৬	শিরীষ	"	কা ক ৭	বিদর্ভ	মোমা
৮ "	৩৫	২৫০০০০	৩৮০০০	২০০০	১০০০০	২৫০০০০	৪৭২০০০	কা ক ৭	নাগ	"	ভা ক ৭	দিগ	হুমনা
৯ "	৪৭	২০০০০০	১২০০০০	১৫০০	৭৫০০	২২২০০০	৪৭১০০০	কা ক ৩	শালী	"	ভা ক ৯	বরাহক	বাকী
১০ "	৮১	১০০০০০	১০০০০০	১৪০০	৭০০০	২৮২০০০	৪৫০০০০	পৌ ক ১৪	প্রিয়বৃ	"	বৈ ক ১	নন্দ	হুমনা
১১ "	৭৬	৮৪০০০	১০০০০০	১০০০	৬৫০০	২৭২০০০	৪৪৮০০০	মা ক ৩	ভিক্ষুক	"	ভা ক ৩	কঙ্কন	ধারবী
১২ "	৬৭	৭২০০০	১০০০০০	১২০০	৬০০০	২১৫০০০	৪২৬০০০	মা ক ২	পাটন	"	আয ক ১৪	চম্পাপুরী	যমর
১৩ "	৫৭	৬০০০০০	১০০০০০	১১০০	৫৫০০	২০৮০০০	৪২৪০০০	পৌ ক ৬	জন্ম	"	চৈ ক ৫	সমেতশিখর	যমর
১৪ "	৫০	৬২০০০	৬২০০০	১০০০	৫০০০	২০২০০০	৪১০০০০	বৈ ক ১৪	অশোক	"	জ্যৈ ক ৫	যশ	শিবা
১৫ "	৬০	৬৪০০০	৬৪০০০	১০০০	৪৫০০	২০৪০০০	৪১৪০০০	পৌ পূর্ণিমা	দধির্গ	"	জ্যৈ ক ৫	অষ্ট	প্রতি
১৬ "	৬৬	৬৭০০০	৬৭০০০	৮০০	৪০০০	১২০০০০	৩৯৩০০০	পৌ ক ৯	নন্দী	"	জ্যৈ ক ১০	চক্রবোধ	দামিনী
১৭ "	৬৫	৬৭০০০	৬৭০০০	৬৭০	৩২০০	১৭২০০০	৩৮১০০০	চৈ ক ৩	ভীলক	"	বৈ ক ১	সাব	রক্তিতা
১৮ "	৬০	৬০০০০	৬০০০০	৬১০	২১০০	১৮৪০০০	৩৬২০০০	কা ক ১২	আয়	"	অগ্র ক ১০	হস্ত	বজ্রবতী
১৯ "	৬০	৬০০০০	৬০০০০	৬১০	২২০০	১৮০০০০	৩৭০০০০	অগ্র ক ১১	অশোক	"	কা ক ১০	অজীকক	পূর্ববতী
২০ হরিবংশ	১৭	৩০০০০	৫০০০	৫০০	১৮০০	১৭২০০০	৩৫০০০০	কা ক ১২	চম্পক	"	জ্যৈ ক ২	যমী	অমিতা
২১ ইক্ষু	১৭	২০০০০	৪১০০০	৪৫০	১৬০০	১৭০০০০	৩৪৮০০০	অগ্র ক ১১	বকুল	"	বৈ ক ১০	ভূত	যক্ষী
২২ হরিবংশ	১১	১৮০০০	৪০০০০	৪০০	১৫০০	১৬২০০০	৩৩৬০০০	আশি অমা	বেঙ্গল	পদ্মাসন	আয ক ৮	শক্রর	বরদত্ত
২৩ ইক্ষু	১০	১৬০০০	৩৮০০০	৩৫০	১০০০	১৬৪০০০	৩৩৯০০০	চৈ ক ৪	দাতকী	কারোৎসর্গ	প্রা ক ৮	সমেতশিখর	অর্থদ্বি
২৪ "	১১	১৪০০০	৩৬০০০	৩০০	৭০০০	১৫২০০০	৩১৮০০০	বৈ ক ১০	শাল	পদ্মাসন	কা অমা	অপাপুরী	ইন্দ্রকুতি

বৈ = বৈশাখ, জ্যৈ = জ্যৈষ্ঠ, আয = আষাঢ়, শ্রা = শ্রাবণ, ভা = ভাদ্র, আশি = আশ্বিন, কা = কার্তিক, অগ্র = অগ্রহায়ণ, পৌ = পৌষ, মা = মাঘ, কা = কাশ্বিন, চৈ = চৈত্র,

পূ = পূর্ণিমা, অমা = অমাবস্তা, ক = কৃষ্ণপক্ষ, শু = শুক্লপক্ষ।

৫ম জুহতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম জুহার্ণ, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম জুহতি
অপর নাম পুশ্যদত্ত, ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ,
১২শ বাহুপুজা, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্তনাথ, ১৫শ
ধর্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুহুনাথ, ১৮শ অরনাথ,
১৯শ মলিনাথ, ২০শ মুনিমুদ্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ
নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ এবং ২৪শ মহাবীর
বীর বা বর্জমান।

বর্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ তীর্থঙ্করকেই যথেষ্ট ভক্তি
করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ
ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত আছে। দিগম্বরেরা ঐ ২৪ জনের
চরিত্র সংকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্বিংশতি
জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত আগম
ও সংকৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্থঙ্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ
লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রস্তুত
হইল। [পূর্বে পৃষ্ঠায় জিনমালা দ্রষ্টব্য।]

বর্তমান জৈনগণ ঐ ২৪ জনের পূজাদি করিয়া থাকেন।
তন্মধ্যে ক্রান্তিমজিন মহাবীরের পূজাওসবই বিশেষ আকর্ষমকে
সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্মের উপদেশমূলক প্রাচীন
জৈনাগম মহাবীর কর্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার
প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি ও অধর্মস্বামী মহাবীরের
নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহপরিচর্যার পর অধর্মস্বামী
আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু
প্রভবকে, প্রভব শয্যভবকে, শয্যভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র
সম্ভূতিবিজয়কে এবং সম্ভূতিবিজয় ভদ্রবাহকে উপদেশ করেন।
এই করজানই প্রভবকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে
পাটলীপুত্রের ত্রিসল্যে স্থলভদ্র পট্টধর বা সর্লপ্রধান আচার্য্য-
পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থলভদ্রের
পূর্ববর্তী কেবলী ও পরবর্তী পট্টধরগণের পর্যায়ক্রমে অভি-
ষেককার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক
ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায়
বৃহৎ খরতরগচ্ছ পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল এবং নিম্নে তপাগচ্ছ
পট্টাবলী হইতে ঐতিহাসিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল।

শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বরদিগের গ্রন্থে দুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ
আছে। মহাবীরস্বামীর পূর্ববর্তী ঘটনা আলৌকিক বা
অনৈতিহাসিক এবং মহাবীরের পরবর্তী ঘটনাবলী ঐতিহাসিক

বা অধিকাংশে প্রকৃত। পূর্ববর্তী ঘটনা আলৌকিক বলিয়া
তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এ জন্ম আলৌকিক
অংশ পরিভ্যক্ত হইল।

শ্বেতাশ্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপট্টাবলীবর্ণিত ইতিহাস।
শ্বেতাশ্বর জৈনদের বলিয়া থাকেন যে আবশ্যকসূত্রে, বীর-
চরিত্র ও বৃহৎকল্লাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচার
ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে।

মহাবীরের পর তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতিই
পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্লিপ লাভ
করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জান লাভ করিয়াছিলেন।
কেবলী হইলে তাঁহার পাটে বসিবার অধিকার নাই,
কারণ কেবলী যখন বাহা বলেন, তাহা আপন জানাচুসারে
প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর কি বলিয়াছেন,
একথা তিনি বলেন না। সেই জন্ম তাঁহার পরিবর্তে মহাবীরের
অপর শিষ্য গণধর অধর্মস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই
জৈনদিগের পট্টাবলীতে অধর্মের নাম প্রথম দেখিতে পাই।

শ্বেতাশ্বরদিগের গ্রন্থগ্রন্থে লিখিত আছে, অধর্মের শিষ্য অধু-
স্বামীর সময় ১ মনঃপর্যায় জান, ২ পরমাবধিজান, ৩ পুলাক-
লকি, ৪ আহারকশরীর, ৫ রূপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭
জিনকল্পমূনির রীতি, ৮ পরিহারবিত্তিচারিত্র, স্তম্ভসম্পন্নায় ও
যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজান ও ১০
মোক এই দশবস্তুর বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

৫ম পট্টাচার্য্য শয্যভবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্ম দশ-
বৈকালিকসূত্র প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ পট্টধর ও শেষ প্রভবকেবলী ভদ্রবাহ (১ম) আবশ্যক-
নিমুক্তি, দশবৈকালিকনিমুক্তি, উত্তরাধারননিমুক্তি,
আচারান্ননিমুক্তি, স্তম্ভকল্পনিমুক্তি, সূর্য্যপ্রজ্ঞাপ্তিনিমুক্তি,
অবিভাবিতনিমুক্তি, কল্পনিমুক্তি, ব্যবহারনিমুক্তি ও
দশানিমুক্তি এই ১০খানি নিমুক্তি এবং কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র
ও দশাশ্রতসূত্র নামে ধর্মশাস্ত্র, ভদ্রবাহসংহিতা নামে একখানি
বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরতোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের
যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পট্টধর স্থলভদ্রের
সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাপক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যা-
ভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধারনবৃত্তি, আবশ্যকবৃত্তি এবং
পরিশিষ্টপূর্বে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।
এই স্থলভদ্রের পর শেষ চারিপূর্ক, প্রথম সংহনন ও প্রথম
সংহান ব্যবহৃত হয়।

৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বামী তদ্বার্ষাসিহ্ম এবং তাঁহার শিষ্য
ভামাচার্য্য (কালিকাচার্য্য) পরধীপসূত্র (প্রজ্ঞাপনসূত্র) প্রণ-

* এতদ্বিধ বিপদে জৈনদিগের আরও কএকখানি সংকৃত পুরাণ আছে।

স্বহং খরতরগাচ্ছর পট্টাবলী ।

পর্যায় নাম	জন্মস্থান	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	গৃহবাস	হুদ্র বা ব্রতস্থ	কেবলী বা যুগপ্রধান	মৌক্ককাল	আবুমান
১	হুম্বর্ষ	কোজাকগ্রাম	অরিবৈভায়ন	যশির	৫০ বর্ষ	৪২ বর্ষ	৮ বর্ষ	বীরগতে ২০	১০০ বর্ষ
২	অবু	রানিগুহ	কান্তস	তদ্রিণা	১৬	২০	৪৪	"	৮০
৩	প্রভব	ভয়পুর	কাত্যায়ন	ধারিণী	৩০	৪৪	১১	"	৭৫
৪	শ্যামতর	রাজগুহ	বাংস্ত	বিজয়	২৮	১১	২৩	"	৮৫ বা ১০৫
৫	যশোভদ্র	ভূমীমায়ন	ভূমীমায়ন		২২	১৪	৫০	"	৬২
৬	সমুতিবিজয়	মঠির			৪২	৪০	৮	"	৮৬
৭	ভরুবাহ	প্রাচীন			৪৫	১৭	১৪	"	১০৬
৮	হুমলভর	পাটনীপুত্র	নন্দময়ী শকটাল	লক্ষী	৩০	২০	৪২	"	১১০
৯	মহাগিরি	এলাগত্য			৩০	২০	৩০	"	২১২
১০	হুহরী	বাশিষ্ঠ			৩০	৪০	৩০	২৪৫ বা ২৪৯	১০০
১১	হুহিত	কাকলী	ব্যাস্রাগত্য		৩০	২৪	৪৬	"	১০০
১২	সিংহগিরি				৩১	১৭	৪৮	"	৩১৩
১৩	বহু	হুম্বনগ্রাম	মৌতম	মহাগিরি	৮	৪৪	৩৬	"	৮৮
১৪	বহুবন	সুপারিক নীকা	উৎকাসিক		২	১১৬		"	৬২০
১৫	চন্দ্র				৩৭	২৩	৭	"	৬৭
১৬	মানসেব				মানসব (১)				

* সিংহগিরির পূর্বে ১২শ ইঙ্গ, ১৩শ দির পট্টর ইয়াছিলেন, ইহাদের নাম ভিন্ন আর কিছু জানা যায় নাই।

+ তপাগচ্ছ-পট্টাবলী মতে চন্দ্রগচ্ছপ্রবর্তক।

গ সামন্তভর, ১২শ বৃহদেব, ২০শ প্রোতান—ইহার নাম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। (১) তপাগচ্ছপট্টাবলী মতে মানসেবর বরর সিংহদেবের জামাত।

কনহর প্রভৃতি প্রণেতা।

শেষ চতুর্দশ পূর্বা।

রাজা সম্রাতি ও অবস্তির দীক্ষাগুরু
কোটিকগচ্ছপ্রবর্তক স্মপ্রতি-
বুদ্ধের গুরুভ্রাতা।

শেষ দশপূর্বা ও বজ্রশাখা-প্রবর্তক।
ইহারই শিষ্য ৮৪ কুলপ্রবর্তক হয়।

শান্তিভবপ্রণেতা।

বৃহৎ ধরতরগজের পট্টাবলী

[১৭১]

বৃহৎ ধরতরগজের পট্টাবলী

পর্ধ্যায় নাম	অক্ষকাল	গোত্র	শিতার নাম	মাতার নাম	অম্মস্থান	দীপিকাকাল	সুরিপদপ্রাপ্তি	মৌকিকাল	মৌকস্থান
২২ মানভূম									
২৩ বীর (২)								৩০০ সখৎ	ভক্তারসত্তোত্রপ্রাপ্তো।
৩৭ উত্তোজন									নাগপুরে জিনপ্রতিষা স্থাপন।
৩৮ বর্জমান									
৩৯ জিনেবরঃ									
৪০ জিনেচক্স									
৪১ জন্তরদেব									
৪২ জিনবরভ									
৪৩ জিনবন্ত	১১৩২ সখৎ	হৃষক	বাহিগমদ্রী	বাহডাদেবী			১১৪১ সখৎ	১১৬২	১২১১
৪৪ জিনচক্স	১১৩৭ সখৎ	সাহসাসন		দেহুনদেবী			১২০৩ সখৎ	১২১১	১২২৩
৪৫ জিনশক্তি	১২১০ সখৎ	সাহ যশোবর্দ্ধন		সুহবদেবী			১২১৮ সখৎ	১২২৩	১২৭৭
৪৬ জিনেশ্বর	১২৪৫ সখৎ	ভাড়াগারিক	নেমিত্ত	লক্ষী			১২৫৫ সখৎ	১২৭৮	১৩০১
৪৭ জিনপ্রবোধ	১২৮৫ সখৎ	সাহ ত্রীচক্স		ত্রীমাদেবী	বিরাপত্র নগর		১২৯৬ সখৎ	১৩০১	১৩৪১
৪৮ জিনচক্স	১৩২৩ সখৎ	মন্ত্রী দেবরাজ		কমলাদেবী	সমিয়ানা নগর		১৩৩২	১৩৪১	১৩৭৬
৪৯ জিনভূষণ	১৩৩৭ সখৎ	মন্ত্রী কীলাগর		অরুতী ত্রী			১৩৪৭	১৩৭৭	১৩৮২
৫০ জিনপদ					পঞ্জাব				
৫১ জিনগতি									

† ১২০ বীরগতাবে কালকার্য্য ভাত্র গুরুপক্ষনী পরিবর্তে চতুর্থাতে পূর্ববর্ণাপর্ক স্থির করেন। তাঁহার পূর্বে কালিকাচার্য্য নামে আরও দুই ব্যক্তি ছিলেন, একজনের নামান্তর ভাষ, ইনি ৩৭৬ বীরগতাবে বিভ্রমান ছিলেন। ইনি প্রজাপান-রচয়িতা ও নিগদ-বক্তা। অপর ব্যক্তি ৪৫৩ বীরগতাবে বিভ্রমান ছিলেন, ইনিই পদভিন্নদিগকে সনাত্ত করেন। তপাগজ পট্টাবলী মতে ৮৪৫ অব্দে বলভীভক্ত।

‡ ২৪ অরুদেব, ২৫ দেবানন্দ, ২৬ বিক্রম, ২৭ নরসিংহ, ২৮ সমুদ্র, ২৯ মানদেব, ৩০ বিবুধপ্রভ, ৩১ জয়ানন্দ, ৩২ সুরিপ্রভ, ৩৩ যশোভক্ত, ৩৪ বিমলচক্স, ৩৫ সুবিধিগজপ্রবর্তক দেব, ৩৬ নেমিত্ত এই কয়েক জনের কেবল নাম পাওয়া যায়। ৩০-শ পট্টধর মানদেবের সময় ১০০০ বীরগতাবে সত্যনিমিত্তের সহিত শের্পূর্ণ দুগ্ধ হয়।

বৃহৎ খরতরগছের পট্টাবলী

[১৭২]

বৃহৎ খরতরগছের পট্টাবলী

পর্দার নাম	জন্মকাল	পোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	স্বর্ণিগদ	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান
৫২	জিনচন্দ্র							১৪১৫সং আষ শুক্লতীর্থ	
৫৩	জিনোদয়	১৩৭৫ সং			পাহ্লাপপুর		১৪১৫ =	১৪৩২সং ভা	পাটন
৫৪	জিনরাজ						১৪৩২ =	১৪৩১ =	দেবলবাড়
৫৫	জিনভদ্র							১৫১৪ =	কুণ্ডলমেরু
৫৬	জিনচন্দ্র	১৪৮৭ সং			বাহলা দেবী	জয়লাগনের	১৪২২ সং	১৫৩০ সং	জয়লাগনের ১৫২৪ সংবতে বনামাছমারে মত প্রচার করেন।
৫৭	জিনময়ূর	১৫০৬ =			দেবলদেবী	বাহড়মেরু	১৫৩০ =	১৫৫৫ =	আক্ষদাবাদ
৫৮	জিনহাল	১৫২৪ =			কমলা		১৫২৪ =	১৫৫৫ =	পাটন
৫৯	জিনমালিকা	১৫৪২ =			পদ্মা		১৫৬০ =	১৬১২ =	১৫৬৪ সংবতে আচাৰ্য্যর খরতর-শাখা স্থাপিত হয়।
৬০	জিনচন্দ্র	১৫২৫ =			শ্রীমত	শ্রীমতদেবী	১৬২৫ =	১৬৭০ =	১৬২১ সংবতে আচাৰ্য্যর খরতর-শাখা স্থাপিত হয়।
৬১	জিনসিংহ	১৬১৫ =			চতুরঙ্গ দেবী		১৬২৩ =	১৬৭৪ =	১৬৮৩ সংবতে লম্বুচাৰ্য্যর খরতর-গজ্ঞ শাখা স্থাপিত এবং শক্কময়ে ৫০১ ঋতমুর্ধিপ্রতিষ্ঠা ও বহু-গ্রন্থ রচিত হয়।
৬২	জিনরাজ	১৬৪৭ =			খরতরদেবী		১৬৫৬ =	১৬৭৪ =	১৬৮৩ সংবতে লম্বুচাৰ্য্যর খরতর-গজ্ঞ শাখা স্থাপিত এবং শক্কময়ে ৫০১ ঋতমুর্ধিপ্রতিষ্ঠা ও বহু-গ্রন্থ রচিত হয়।
৬৩	জিনরায়				সাহ তিলোকসী তারা		১৬২২ =	১৭১১ =	অকবরবাদ ১৭০০ সংবতে রক্তবিজয় কর্তৃক রক্তবিজয়খরতরগজ্ঞ স্থাপন।
৬৪	জিনচন্দ্র				সাহ আসকরণ	স্বর্ণিয়ার দেবী	১৭১১ =	১৭৬৩ =	সুরাঠ
৬৫	জিনসৌখ্য	১৭৩২ =			স্বরূপা	কেশপান্তন	১৭৫১ =	১৭৮০ =	রত্নী
৬৬	জিনভক্তি	১৭১০ =			সাহ হরিতক	হরিশ্রব দেবী	১৭৮০ =	১৮০৪ =	কছে মাণ্ডবী
৬৭	জিনভূত	১৭৮৪ =			সাহ পটায়ণদাস	পদ্মা	১৭২৬ =	১৮০৪ =	জুতা
৬৮	জিনচন্দ্র	১৮০২ =			বহুবাহুসংহতা	রূপচন্দ্র	১৮২২ =	১৮৩৪ =	সুরাঠ
৬৯	জিনহর্ষ				বিবাসিতা বহুতা	তিলোকচন্দ্র	১৮৪১ =	১৮৫৬ =	

৫ জিনভয়ের শূর্বে জিনবর্ধন ১৪৩১ সংবতে স্বর্ণিগদ লাভ করেন, কিন্তু ৪র্থ ব্রত ভঙ্গ করায় পদচ্যুত হন, ইনি ১৪৭৪ সংবতে পিরলক খরতরগজ্ঞশাখা স্থাপন করেন।

রম করেন। বীরনরীশের ৩৭৬ বর্ষ পরে ভ্রামাচার্যের মৃত্যু হয়।

পরিষিষ্ট পর্বে লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্ভ্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পকালেই জৈনধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্ভ্রতি রাজা লোক পাঠাইরা সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্য ও শক যবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নভোল, গিরনার, শক্রময় ও রতলাম প্রভৃতি স্থানে সম্ভ্রতি রাজা ছাঙ্কিন হাজার জিন মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

২ম পট্টাচার্য্য সুহতী সুরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবন্তী সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবন্তী সুকুমারের পুত্র মহাকাল।

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্মাণ করিয়া আপন পিতার নামানুসারে অবন্তীপার্বনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে খ্যাত হইল।

পূর্বে সুধর্মাবামী হইতে ৮ম পাট পর্যন্ত অনগার ও নিগ্রহ নাম ছিল, সুহতী, সুহিত ও তৎপরে সুপ্রতিবন্ধ এই তিন জনে কোটিবার হ্রিমমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পট্ট) কোটিক নামে খ্যাত হইল।

সুহিতসুরির পাটের উপরে ইন্দ্রদ্রির সুরি উপবেশন করেন। তাহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দভিলরাজ-উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচার্য্য আবির্ভূত হন। এই বর্ষে ভৃগুকে (বর্তমান বরোচে) আর্য্যপট্টাচার্য্য বিদ্যাচক্র-বত্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিত্তামণি ও হরিত্যের আবশ্যক-টাকায় ঐ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মহাবীরের নরীশের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপট্টাচার্য্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে আর্য্যমল্ল ও বুদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধ-সেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সৎগণবর্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন।

মহাবীর কৈদিন নির্মাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জ-রিনীতে পালক রাজার অভিব্যেক হয়। তৎপরে চন্দ্রপ্রভাত, প্রৈণিকের পুত্র কোণিক ও কোণিকের পুত্র উগারী মোট ৬০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উগারী নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার পরে ৯ জন নন্দ পর্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত, বিজ্ঞানার, অশোক, কুণাল ও সম্ভ্রতি এই করজনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। সম্ভ্রতিই দৌর্ব্যবসীর শেষ রাজা। তৎপরে পুষ্যমিত্র

১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভাহ্মিত্র দুইজনে ৬০ বর্ষ, নভাবহন ৪০ বর্ষ, গর্দভিলরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, ইনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। বর্ণিত আছে, সিদ্ধসেন কল্যাণমন্দিরতোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্বনাথ মূর্তি আদিত্ব করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনান্দসমূহ সংকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিষারিত হওয়ার বহুবর্ষ ধরিয়া প্রারম্ভিত করেন।

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩ম) পট্টাচার্য্য বজ্রবামী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। তাহার সময়ে দশম পূর্ব, চতুর্থ সংহনন এবং চতুর্থ সংহান ব্যবহৃত হয়।

বজ্রবামীর পর বখাকমে গুণজ্ঞানর, কালিকাচার্য্য, কলিলা-চার্য্য, রেবতমিত্র, ধর্ম, ভজ্জগুপ্ত ও ত্রীশুপ্তাচার্য্য যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫০৩ বর্ষে আর্য্যরক্ষিতসুরি কালিকশ্রুত, ঋষিভাবিত, সূর্য্যপ্রজ্ঞাপিত ও দৃষ্টিপদ এই চারি ভাগে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়োগ পৃথক করিয়া দেন। আর্য্য-রক্ষিত ও চরুলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। ত্রৈরাসিককিং ত্রীশুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে হ্রিমপদ লাভ করেন। ত্রীশুপ্তাচার্য্যের শিষ্য উল্লুগোত্র রোহগুপ্তই ত্রৈরাসিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুহ্যর কাছে পরাজিত হইয়াও মৃত পরিত্যাগ করেন নাই। রোহগুপ্তই অন্তরঙ্গিক। নগরীর বলত্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এই রোহগুপ্তের শিষ্যের নাম কগাদ, ইনিই জব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবার এই ষট্পদার্থ নিরূপণপূর্বক বৈশেষিকমত প্রচার করেন।

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিলব হইয়াছিল। আর্য্যরক্ষিত তাহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্ঠামাহিলকে ক্রিরাবাদি-গণকে পরাজয় করিবার জন্ত দশপুরে প্রেরণ করেন। তাহার অল্পহৃতিকালে আর্য্যরক্ষিত অপর শিষ্য চরুলিকা-পুষ্পমিত্রকে পট্ঠর করিলেন। গোষ্ঠামাহিল ক্রিরাবাদিকে পরাজয় করিয়া কিরিয়া আসিয়া দেখিলেন চরুলিকা পট্ঠর হইয়াছেন। তাহার পট্ঠর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি চরুলিকার উপদেশ না শুনিয়া তাহার শিষ্য বিক্রোর কথা শুনিতে। একদিন বিক্রোর সহিত মতভেদ হওয়ার ৭ম নিলব ঘট। এই সময়ে ক্রক সুরি আবির্ভূত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে ক্রকসুরির শিষ্য শিবহৃত্তি কর্তৃক দিগব্রমত প্রবর্তিত হয়। বিশেষাবশ্যাকারি-শাস্ত্রে ঐ অবিকার বর্ণিত হইয়াছে। বজ্রবামীর পর বজ্রসেন-

হরি পট্ঠর হইলেন। তাঁহার নগেন্দ্র, চন্দ্র, নিরুত্ত ও বিজ্ঞাধর এই চারি শিষ্য হইতে নাগেন্দ্র প্রভৃতি চারিটা গচ্ছ উৎপন্ন হয়। চন্দ্রহরির পাটে সামন্ততন্ত্র উপবেশন করেন। ইনি সর্গদা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়া চন্দ্রগচ্ছের অপর নাম বনবাসীগচ্ছ হয়।

সামন্ততন্ত্র হরির পর বুদ্ধদেবহরি পট্ঠর হইরাছিলেন। ইহার সময়ে বীরগতে ৫০৫ বর্ষে কুল্লুট নগরে ও সত্যপুরে মন্দির-বর নাহড় জঙ্ককহরি দ্বারা মহাবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ মূর্তি “জয়উবীরসচ্চউরিনগণ” নামে জৈনসমাজে খ্যাত।

বুদ্ধদেবের পর অদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্ঠলাভ করেন। তপাগচ্ছপট্ঠাবলীর মতে—শমা, জয়া, বিজয়া ও অপরাধিতা এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন। হরিপদ স্থাপন কালে ইহার উত্তর দিক্কাপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান গৃহস্থের ভিক্ষালব্ধ ছদ্ম, দধি, দ্ব্যত, মিষ্ট ও তৈলপক কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সময়ে তক্ষশিলা নগরে শ্রাবক-নিগের মধ্যে ভীষণ মারাত্মক উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব দূর করিবার জন্য মানদেব নডোল নগরে শান্তিস্তোত্র রচনা করেন।

তৎপরে মহাপণ্ডিত মানভূক্তহরি পট্ঠাভিষিক্ত হইলেন। প্রভাবকচরিত্রে ইহার বিবৃতি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মানভূক্তের পর ২১শ বীরহরি, তৎপরে ২২শ জয়দেবহরি, তৎপরে ২৩শ দেবানন্দহরি পট্ঠর হন। এই সময়ে বীরগতে ৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যাহতি এবং ৮৮৬ বর্ষে ব্রহ্মদীপিকা প্রস্তুত হয়।

দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমহরি, তৎপরে ২৫শ নরসিংহ হরি, তৎপরে ২৬শ সমুদ্রহরি (২১), ২৭শ তৎপরে মানদেব (২২)। কোন কোন পট্ঠাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর নাম মানভূক্তদেব, ইনিই বাণ ও ময়ুরের সমসাময়িক (২৩)। তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক ব্যক্তি যুগপ্রধান ছিলেন। বীরগতে ১০০০ বর্ষে ঐ সত্যমিত্রের সহিত সকল পূর্ব ব্যবস্থি

হয়। পট্ঠর বজ্রসেন হরি ও সত্যমিত্রের মধ্যে নাগহতী, রেবতীমিত্র, ব্রহ্মবীপ, নাগার্জুন, তৃতদির ও কালকহরি এই করজন যুগপ্রধান ছিলেন।

পট্ঠর মানদেবের মিত্র ও যক্ষিণী আধারী ধর্মপুত্র মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রহকার হরিভদ্রহরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে স্বর্গারোহণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগ-প্রধান হইয়াছিলেন।

মানদেবের পর ২৮শ বিবুপ্রভ হরি, তৎপরে ২৯শ জয়া-নন্দহরি এবং তৎপরে ৩০শ রবিপ্রভহরি পট্ঠ হন। ৭০০ বিক্রমসম্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১১২০ বর্ষে উমানাথি যুগপ্রধান হইয়াছিলেন।

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিপ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব হরি পট্ঠর হইলেন। তাহার দুই বর্ষ পূর্বে ৮০০ সম্বতে প্রসিদ্ধ জৈনচার্য্য বগ্গভট্ট জয়াগ্রহণ করেন। গোড়রাজ ধর্মের চিরশত্রু গোপনগররাজ আম বগ্গভট্টের নিকট জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। ৮০২ বিক্রম সম্বতে জৈনধর্মী বনরাজ অংহলপু-পত্তন স্থাপন করেন।

যশোদেবের পর ৩২শ প্রহ্লাদহরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেব হরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচ্য গ্রন্থ শ্রবণন করেন। মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রহরি এবং তৎপরে ৩৫শ উদ্যোতন হরি পট্ঠর হইলেন। উদ্যোতন অর্কদুর্দাচলে গিয়া এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্তে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ পাটের উপর সর্গদেবপ্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহৎগচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪)।

উদ্যোতনহরির পর হইতে ধরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ধরতরগচ্ছ পট্ঠাবলী মতে উদ্যোতনের পর বর্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্ঠাবলী মতে উদ্যোতনের পর সর্গদেবহরি পট্ঠর হইয়াছিলেন। [পূর্ব পট্ঠার বৃহৎ ধরতরগচ্ছের পট্ঠাবলী দ্রষ্টব্য।]

কোন কোন পট্ঠাবলীতে প্রহ্লাদহরি ও উপধানপ্রহরকর্তা মানদেবহরি পট্ঠর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তদন্তে সর্গদেবহরি ৩৪শ পট্ঠর। ইনি ১০১০ সম্বতে রামসৈন্তপুরে শবতচৈত্যা ও চন্দ্রপ্রভচৈত্যা প্রতিষ্ঠা, চন্দ্রাবতীনগরে কৃষ্ণ মন্ত্রীকে বীক্ষাদান ও তথায় জিনভবন প্রতিষ্ঠা করেন।

১০২৯ সম্বতে জৈনপণ্ডিত ধনপাল বেঙ্গী-নামমালা রচনা করেন। সর্গদেবহরির পর ৩৭শ দেবহরি (রাজপ্রভ বিক্রম রূপশ্রী) তৎপরে ২৪ সর্গদেবহরি ৩৮শ পট্ঠর হইলেন। এই

(২১) “নরসিংহরিসীমাবলিগ্রন্থহারগো বেম।

বকে। নরসিংহপুরে বাসরতিভ্যাজিতাং শিরা।

খোদীপ-রাজকুলজোশি সমুদ্রহরি গৃহ্য: নশাস কিল য: প্রবণ: প্রমাদি।
জিহা ভয়া কপদকান্ধ খণ্ডখণ্ডিতেন মাধ্যমে জুগদনাথ সমত তীর্থদ।”

(২২) “বিদ্যাসমুদ্রহরিভদ্রসুদীপ্তিঃ সুদীপ্তিব পুরেণ হি মানদেব:।

সাক্ষ্যং প্রবাতমপি বোধনমন্ত্রং

সেত্বেহিকা সুখসিরা তপসোজ্যয়েত।”

(২৩) কোম কোন তপসচ্ছার পট্ঠাবলীতে বীরহরির শুভ মানভূক্তকে বুদ্ধোক্ত বাণ ও ময়ুরের সমসাময়িক নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

(২৪) “এবান পিধানভ্যাজোনাগিতৈঃ

এবাবচরিতৈস্ত বৃহৎগচ্ছবল্লভৈতাপি।”

সর্বদেব বশোভ্র, নেমিচত্র প্রভৃতি ৮ জনকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাৎ ১০২৬ বিক্রম সম্বতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্বতে উত্তরাধায়ন-টীকাকার বাদী বৈভাল শ্রীশাখি খিরাপত্রীর গচ্ছে হরিপদ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পটুধর সর্বদেবহরির পর বশোভ্র এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫) নেমিচত্র আচার্য্য হন।

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাক-মুন্ডিকার অন্তরদেবহরি স্বর্গারোহণ করেন। ৪২শ পটুধর মুনিচত্রহরি তাকিক-শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভক্তহরিকৃত অনেকান্তরপতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ বিক্রম সম্বতে চন্ত্রপ্রভ পৌদিমীয়ক মত প্রচার করেন, তাহার প্রতিবোধনের জন্য মুনিচত্র পাক্কিসম্পত্তিকার প্রণয়ন করেন।

৪৩শ মুনিচত্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে হরিপদ এবং ১২২০ সম্বৎ শ্রাবণ কৃষ্ণসপ্তমী শুক্রবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি অণহলপুত্রপতনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে পরাজয় করেন। ঐ সভায় দিগম্বর-চক্রবর্তী কুমুদচত্র অজিতদেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্নরাজ অণহলপুত্রের দিগম্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাগী হাজার শ্লোকময় স্তোত্রাদির দ্বারা প্রণয়ন করেন। অজিত হইতে ২৪টা শাখা বাহির হয়।

অজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শাস্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা দেবেশ্রহরির শিষ্য হেমচত্রহরি আবির্ভূত হন। হেমচত্রের ১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫০ সম্বতে দীক্ষা, ১১৬৬ সম্বতে হরিপদ এবং ১২২৯ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সর্বজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হন। জৈন মতে—হেমচত্র যেশতশত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে। প্রবন্ধচিত্তামণি ও কুমারপালচরিতে হেমচত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পটুধর অজিতদেবের সময় ১২০৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের উৎপত্তি, ১২৩৩ সম্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে সাক্ষিপৌদিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫০ সম্বতে আগমিক মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে বাগ্‌ভটমহী কর্ণক শঙ্করভীরুর উদ্ধার-সাধন হয়।

৪২শ পটুধর বিজয়সিংহ হরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ৪৩শ—সোমপ্রভ হরি ও মণির হরি। উভয়ে বিজয়সিংহের শিষ্য। সোমপ্রভ বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক শ্লোকের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

৪৪শ—জগদ্রহহরি, বিকম হীর। ইনি বৈরাগ্যবল-

সমুদ্র চৈত্রপালগচ্ছীর দেবভক্ত উপাধ্যায়ের সাহায্যে জৈন-ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন। চিত্তোর রাজধানী অর্থাৎ অর্থাৎ অহড়মে ইহার সহিত দিগম্বরচাচার্যের বাদ প্রতিবাদ হয়, তাহাতে ইহার মত হীরার মত অভেদ থাকার চিত্তোরে-খর ইহাকে হীর বিকম প্রদান করেন। তথায় ইনি ১২ বর্ষ আচার্য্যতপ অতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ১২৮৫ সম্বতে রাণা “ভপা” বিকম প্রদান করেন। তখন হইতে বৃহৎগচ্ছ বা বড়গচ্ছ “তপাগচ্ছ” নামে খ্যাত হইল। এখানে পটাবলীতে লিখিত আছে—এইরূপে স্বধর্মবাহীর সময় নিগ্রহ, সুহিত-হরির সময় কোটিক, চন্ত্রহরির সময় চন্ত্রগচ্ছ, সামন্তভক্তের সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্বদেব হরির সময় বৃহৎগচ্ছ এবং বর্তমান জগদ্রহ হরির সময় হইতে তপাগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল।

৪৫শ—দেবেশ্রহরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী নগরে জিনচত্র বড়শেঠের পুত্র বীরধবল ও পরে বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষা দেন, তদনুসারে মহোৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে মহারী বস্ত্রপালের দক্ষতরী বিজয়চত্রের অভ্যাস। বিজয়চত্র কোন দোষে কার্য্যকর হন। তৎপরে দেবভক্ত উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিজয়চত্র অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্ত্রপাল তাঁহাকে হরিপদের আরাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু জগদ্রহহরি দেবভক্তকে দিয়া এই বলিয়া হরিপদ দেওয়া-ইলেন যে, বিজয়চত্রহরি হইলে দেবেশ্রের অনেকটা সাহায্য হইবে। কিন্তু অভিমানী বিজয়চত্রহরি হইয়া আর দেবেশ্রকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দেবেশ্রহরি যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চত্র তাঁহার বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেশ্রহরি বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চত্র উত্তর করেন যে, শাস্ত দাস্ত সাধুর এক স্থানে বাস করার কোন দোষ নাই। দেবেশ্রহরি সশিষ্য সাধু সম্ভ্রামায়ের সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চত্র বড়শালার ছিলেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃহৎপৌশালিক এবং দেবেশ্রহরির গণ সমুদায়কে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান করিল। তৎপরে বিজয়চত্র স্তম্ভভীরে গিয়া অনেক কুমত প্রচার করিয়াছিলেন।

দেবেশ্রহরি মালব, গুজর প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া স্তম্ভভীরে (বর্তমান কাণে) আগমন করেন।

ইনি পূর্বেই বস্ত্রপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্ঞান জ্ঞানাইয়া ছিলেন। কুমারপাল-বিহায়ে মন্ত্রিবর ধর্ম্মদেব আবিহা

তীহার বন্দনা করিলেন। এখানে দেবেজ বিজয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া প্রজ্ঞানন্দপুরে (পাটলগুপ্তপুরে) আগমন করেন।

এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অল্পরোধে ১৩২৩ সন্থতে তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়া হরিপদে এবং তীহার অঙ্গুলীমসিংহকে ধর্মকীর্তি নাম দিয়া উপাধার পদে বরণ করিলেন। বিদ্যানন্দহরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে বায়ড়গঞ্জীর জিনদত্তহরি কর্তৃক বিবেকবিলাস রচিত হয়।

দেবেজহরিও শ্রাদ্ধদিনকৃত্যাহুত্বস্তি, নব্যকর্মগ্রহণকক-হুত্বস্তি, সিদ্ধপঞ্চাশিকাহুত্বস্তি, ধর্মরত্নহুত্বস্তি, স্মরণশচরিত্র, ত্রিভাষা, বৃন্দারহুত্বস্তি, ঋষভবর্নপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা করেন। ১৩২৬ সন্থতে মালবদেশে দেবেজহরি স্বর্গলাভ করেন, তীহার ১৩ দিন পরে বিজ্ঞানন্দর বিজ্ঞানন্দ দেহ-বিসর্জন করেন। তীহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভাই ধর্মকীর্তি ধর্মবোধ নামগ্রহণপূর্বক হরিপদে অতিবিক্ত হন।

৪৬শ ধর্মবোধহরি। ইনি সত্ত্বাচারভাষ্যহুত্বস্তি, স্মৃতি-ধর্মোত্তর, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থকরের ত্বাদি রচনা করেন। ইহার সময়ে মণ্ডপাচল-রাজমন্ত্রী পৃথ্বীধর ৮৪ জিনমন্দির, জৈনধর্মপুস্তকরক্ষার্থ সাতটা জ্ঞানভাণ্ডার ও শক্রজয়তীর্থে এক বৃহৎ রৌপ্যময় ঋষভমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার পুত্র জ্ঞান উজ্জয়ন্তগিরির উপর এক অতি উচ্চ স্তূপনির্ময় ধ্বজ স্থাপন করেন।

১৩৫৩ সন্থতে ধর্মবোধহরির স্বর্গ লাভ হয়।

৪৭শ সোমপ্রভহরি। ১৩১০ সন্থতে জন্ম, ১৩৩২ সন্থতে দীক্ষা ও হরিপদ এবং ১৩৭৩ সন্থতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি আর্যাদনাহুত্ব ও জিনকলহুত্ব প্রভৃতি কদেক খানি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

৪৮শ সোমভিলকহরি। ১৩৫৫ সন্থতে মাঘমাসে জন্ম, ১৩৬৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সন্থতে হরিপদ এবং ১৪২৪ সন্থতে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি বৃহদ্ব্যক্কেতমাসহুত্ব ও অনেকগুলি স্তবের হুত্ব রচনা করেন।

সোমভিলকের পর যথাক্রমে পদ্মভিলক, চন্দ্রশেখর, জ্ঞানন্দ ও দেবজন্দর হরিপদ প্রাপ্ত হন। পদ্মভিলক সোম-ভিলক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি হরি হইয়া একবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর হরির ১৩৭৩ সন্থতে জন্ম, ১৩৮৫ সন্থতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সন্থতে হরিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি

উভিত্তোজনকথা, যবরাজধ্বিকথা, শ্রীমৎসত্তহারবন্দাদিত্তবন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জ্ঞানন্দের ১৩৮০ সন্থতে জন্ম, ১৩৯২ সন্থতে আবার গুরু-সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২০ সন্থতে হরি-পদ এবং ১৪৪১ সন্থতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি হুলজ্ঞচরিত্র ও অনেক জিনস্তব রচনা করেন।

৪৯শ পটুধর দেবজন্দরহরি। ১৩৯৩ সন্থতে জন্ম, ১৪০৪ সন্থতে দীক্ষা এবং ১৪২০ সন্থতে অঙ্গহলপুরপত্তনে হরি-পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভাসী মন্ত্রতত্ত্বী স্বাবরজ্জম-বিষাণহারী, অতীতানাগতনিমিত্তবেত্তা ও প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়া তপাগচ্ছসমাজে বিশেষ পূজ্য।

দেবজন্দরের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য—জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমজন্দর ও সাধুরত্ন। জ্ঞানসাগরের ১৪০৫ সন্থতে জন্ম, ১৪১৭ সন্থতে দীক্ষা, ১৪৪১ সন্থতে হরিপদলাভ এবং ১৪৬০ সন্থতে দেহতাগ হয়। ইনি আবশ্যক ও ওচনিযুক্তাদি নানা গ্রন্থের অবচরী, মুনিমুখস্ত-স্তবন ও পার্শ্বনাথস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

কুলমণ্ডনের ১৪০৯ সন্থতে জন্ম, ১৪১৭ সন্থতে দীক্ষা, ১৪৪২ সন্থতে হরিপদ এবং ১৪৫৫ সন্থতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি সিদ্ধান্তালাপকোদ্ধার, অষ্টাদশারচক্রস্তব, গরীম ও হার-স্তবাদি রচনা করেন।

গুণরত্নহরি ক্রিয়ারত্নসমুচ্চর, বটদর্শনসমুচ্চরহুত্বস্তি এবং সাধুরত্নহরি যতিজীতকল্পহুত্বস্তি রচনা করেন।

৫০শ—সোমজন্দরহরি, ১৪৩০ সন্থতে জন্ম, ১৪৩৭ সন্থতে দীক্ষা, ১৪৫০ সন্থতে বাচকপদ, ১৪৫৭ সন্থতে হরিপদ এবং ১৪৯৯ সন্থতে স্বর্গলাভ।

ইনি যোগশাস্ত্র, উপদেশমালা, বড়াবস্ত্রক, নবতত্বাদি-বালাবোধ, ভাষ্যাবচরী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদিপ্রণয়ন এবং রাগকপুরে চৌহর বিহারে অনেক ঋষভবিধ প্রতিষ্ঠা করেন। সোমজন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য—মুনিজন্দরহরি কুল-সরস্বতী, জরজন্দরহরি, মহাবিদ্যাবিভূষণানিউজনকারী ভুবন-জন্দরহরি এবং একাদশাঙ্গ-হুত্বার্থধারী জিনজন্দরহরি।

৫১শ—মুনিজন্দরহরি। ১৪৩৬ সন্থতে জন্ম, ১৪৪৩ সন্থতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সন্থতে বাচকপদ ও ১৪৯৩ সন্থতে কার্তিক মাসে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি ত্রিদশতরঙ্গিনী নামে সর্বপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, চাকুর্বেদ্যবিশারদ্যনীতি, উপদেশরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তত্ত্বতীর্থে বারী গোহুলমণ্ডকে পরাশ্রয় করিয়া কালসরস্বতী বিক্রম প্রাপ্ত হন।

(২৬) "বিদ্যানন্দাতিথ্যঃ যেন কৃতং ব্যাকরণং সমং।

ভাতি সর্গোত্তমঃ বহুহুত্বার্থঃগ্রন্থঃ।"

৫২ম—রত্নশেখরহরি। ১৪৫৭ সন্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সন্বতে দীক্ষা, ১৪৮৩ সন্বতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ সন্বতে বাচক পদ, ১৫০২ সন্বতে হরিপদ এবং ১৫১৭ সন্বতে পৌষ কৃষ্ণ-ষষ্ঠীতে স্বর্ণলাভ করেন। ইনি তত্ত্বতীর্থে বাবীডট্ট কর্তৃক বাল-সরস্বতী নামে প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণহুতি, শ্রাদ্ধবিধিহুত, লঘুক্লেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রত্নশেখরহরির সময়ে ১৫০৮ সন্বতে লুপ্পক নামক মতের উৎপত্তি হয়।

৫৩ম—লক্ষ্মীসাগরহরি। ১৪৬৪ সন্বতে জন্ম, ১৪৮০ সন্বতে দীক্ষা, ১৫০১ সন্বতে বাচকপদ ও ১৫০৮ সন্বতে হরিপদ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মীসাগরের পর ৫৪ম জ্ঞমতিসাধুহরি, তৎপরে ৫৫ম হেমবিমলহরি পট্ঠধর হইলেন।

ঋষিহরগিরি, ঋষিত্রীপতি, ঋষিগণপতি প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি লুপ্পক মত পরিভ্যাগ করিয়া হেমবিমলহরির নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে ১৫৬২ সন্বতে কড়ুয়ে নামে এক বণিক কড়ুয়া মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই কলি-কালে সাধু নাই।

৫৬ম—পট্ঠধর আনন্দবিমলহরি। ১৫৪৩ সন্বতে জন্ম, ১৫৫২ সন্বতে দীক্ষা, ১৫৭০ সন্বতে হরিপদ এবং ১৫৯৩ সন্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপূর্বক স্বর্ণলাভ করেন।

ইহার সময় ১৫৭০ সন্বতে বীজা নামে এক বেশধর লুপ্পক মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ বিজয়গচ্ছ নামে খ্যাত।

১৫৭২ সন্বতে উপাধ্যায় পার্শ্বচন্দ্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ হইতে বাহির হইয়া নিজ নামে পাসচন্দ্রীয় মত প্রচলন করেন। আনন্দবিমল ১৫৮২ সন্বতে শিখিলাচার পরিহাররূপ ক্রিয়া উদ্ধার করেন।

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল চূর্ণত বলিয়া সোমপ্রভহরি শ্রাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু আনন্দবিমল মরুদেশেও বিপুল জৈনধর্ম প্রচার করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় বিদ্যালাগর গণিকে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবোড়ে এবং মৌখীকে লুপ্পকমতীরগণের প্রবোধ দিবার জন্য শ্রাবক নিযুক্ত করিলেন।

৫৭ম বিজয়দানহরি। ১৫৫৩ সন্বতে জন্মলাভ, ১৫৬২ সন্বতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সন্বতে হরিপদ লাভ এবং ১৬২২ সন্বতে বটপত্রীতে অনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি তত্ত্বতীর্থে, আক্ষরাবাদ, মহীশালকগাম্ ও গন্ধার প্রভৃতি স্থানে মহোৎসবপূর্বক জিনবিধ প্রভিত্তি করেন। মহেশ্বরাধার মন্ত্রী

গলরাজ ইহারই উপদেশে শত্ৰুজয়ের এক মহাসভা আহ্বান করেন। ইহারই সময় শত্ৰুজয়, গিরনর প্রভৃতি স্থানের শত শত মন্দির সংস্কার হয়। ইনি নিজে গুর্জর, মালব, কচ্ছ, মরুভূমী, কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৮ম হরিবিজয়হরি। ১৫৮৩ সন্বৎ অগ্রহায়ণমাসে শুক্ল নবমীতে প্রজ্ঞাদানপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সন্বতে কার্তিকমাসে পত্তন নগরে দীক্ষা, ১৬০৭ সন্বতে নারদপুরে ধ্বতমন্দিরে পণ্ডিত-পদ, ১৬০৮ সন্বতে মাঘীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্শ্বনাথ সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১০ সন্বতে সিরোহীনগরে হরিপদ প্রাপ্ত হন।

তপাগচ্ছীয়েরা বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়হরির ভার পট্ঠধর ইন্দনীলুনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং অকবর বাদশাহ ইহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া ইহার মুখে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সন্বতে ইনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্ন-মুসারে উত্তর করেন—বাদ্যার ১৮প্রকার দোষ নাই, তাহাই ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, আত্মার শুদ্ধস্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম। অকবর তাঁহার কথার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জীবহিংসা পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক করমাণ দেন, এই করমাণে লিখিত আছে,—সিদ্ধাচল, গিরনর, ভারুনা, কেসরিয়া, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বালালায় সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পাহাড় এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে অজ্ঞাত স্থানে যে সকল খোতাখর জৈনদিগের তীর্থ আছে, ঐ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার জীব-হিংসা করিতে পারিবে না। ঐ করমাণখানি এখনও তপাগচ্ছীয় শেতাখর পট্ঠধরের নিকট আছে। তপাগচ্ছীয় পট্ঠাবলীতে লিখিত আছে—হরিবিজয় হরির ইচ্ছা মতই অকবর বাদশাহ ভাত্রমাসের কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্লষষ্ঠী পর্য্যন্ত ১২দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন।

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন-মন্দির ও জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুপ্পকাচার্য্য মেঘমলী লুপ্পক মত ও নিজ আচার্য্যপদ পরিভ্যাগ করিয়া পটিশ জন বতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন।

৫৯ম বিজয়দানহরি। ১৬০৪ সন্বতে জন্ম, ১৬১৩ সন্বতে পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সন্বতে পণ্ডিতপদ, ১৬২৮ সন্বতে উপাধ্যায় পরে হরিপদ, ১৬৫২ সন্বতে তট্টারক পদ এবং ১৬৭১ সন্বতে তত্ত্বতীর্থে স্বর্ণলাভ হয়। ইহার দুই শিষ্য বেণুহর ও পরমানন্দ। এই দুইজন বতির

মুখে কাহাণীর জৈনধর্মের উপদেশ প্রদান করেন এবং উভয়ের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া করমণি দিরাছিলেন, সেই করমণিও জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংসা নিবন্ধ হইয়াছে।

৩০ বিজয়সেবহরি। ১৬৩৪ সনতে জন্ম, ১৬৪৩ সনতে নীকা, ১৬৫৬ সনতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সনতে প্রথমে উপাধ্যায় পরে হ্রিশপথ এবং ১৬৮১ সনতে স্বর্ণলাভ হয়।

৩১ বিজয়সিংহহরি। ১৬৪৪ সনতে জন্ম, ১৬৫৪ সনতে নীকা, ১৬৭৩ সনতে বাচকপদ, ১৬৮২ সনতে হ্রিশপদ এবং ১৭০৮ সনতে স্বর্ণলাভ হয়।

৩২ বিজয়প্রভহরি। ১৬৭৫ সনতে জন্ম, ১৬৮৯ সনতে নীকা, ১৭০১ সনতে পণ্ডিত পদ, ১৭১০ সনতে উপাধ্যায় পদ, ১৭১৩ সনতে ভট্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সনতে স্বর্ণলাভ করেন। ইহার সময় চুণ্ডীর মত প্রচলিত হয়।

৩৩ বিজয়রত্নহরি, ৩৪ বিজয়কমাহরি, ৩৫ বিজয়দয়াহরি, ৩৬ বিজয়ধর্মহরি, ৩৭ জিনেন্দ্রহরি, ৩৮ দেবেন্দ্রহরি, ৩৯ বিজয়ধরেন্দ্রহরি। শেবোক্ত হরিই তপাগঞ্জীর শাখার বর্তমান পটধর।

৬২ম পটধর বিজয়প্রভহরির সময় যে চুণ্ডীর মত প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

জয়ট নগরে বীর সাহসকর দশাশ্রমালী বাস করিডেন, তাঁহার স্ত্রী নামে এক বাল-বিধবা কন্যা ছিল। তাঁহার লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুপ্তকের উপাশ্রয়ে পড়িতে পাঠান হয়। সেখানে সাধুসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে। পরে সে লুপ্তক-বতি ব্রহ্মরত্নের শিষ্য গ্রহণ করে। দুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, “শাস্ত্রে বৈরাগ্য সাধনার নিদ্রিতি আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন না কেন?” বতি উত্তর করিলেন, “এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।” গুরু কথার অন্তর্ভুক্ত হইয়া লব স্ত্রী ও স্ত্রী নামক দুইজন বতির সহিত গুরু ও লুপ্তক মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি নীকিত হইল এবং ক্রমের উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে স্থান দিল না, গুরুজাটের নানান্দানে চুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্ত তাঁহার মনের নাম চুঁড়ীর হইল। অল্পদিন পরেই অনেকের লবের শিষ্য হইল, তন্মধ্যে কালপুত্রনিবাসী উলবাল সোমলী প্রধান। অপরপার শিষ্যের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কাহু এবং জীপাল, অমীপাল, বর্ষসিংহ, হয়, জীবাজী সবরায় প্রভৃতি লুপ্তক মতাবলীও অনেক চুণ্ডীরা মত গ্রহণ করিয়াছিল।

জয়টবাসী ধর্মদাস নামেও এক ব্যক্তি মুখে কাপড়ের

পট্ট বোধিয়া আপনাপনি চুণ্ডী মত প্রচার করেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য ছুটিয়াছিল। এখন শজাব অঞ্চলে তথানী দাসের মতাবলী শিষ্যগণ দৃষ্ট হয়।

লবের মতাবলী অনেক শিষ্য মায়বড়, অজমের, কক-গড়, কোটা, বুলী, দিল্লী প্রভৃতি নানান্দানে এখনও বাস করিতেছে। পূর্বোক্ত ধর্মদাস ছীম্পিকার চেলা ধনজী, ধনজীর শিষ্য ভূধরজী, ভূধরের শিষ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য ভীষ্মজী হইতে ১৮১৮ সনতে তেরাপথ মত প্রবর্তিত হয়।

শিগধরসম্প্রদায়। শিগধরেরা গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বথা—

১। কেবলী।

১ গোডম	১২ বর্ষ	বীরগতে ১২ পর্য্যন্ত
২ স্ত্রীধর্মী	১২ ”	” ২৪ ”
৩ জঘু	৩৮ ”	” ৬২ ”

২। প্রভকেবলী।

১ বিষ্ণু	১৪ বর্ষ	বীরগতে ৭৬ পর্য্যন্ত
২ নন্দী	১৬ ”	” ৯২ ”
৩ অপরাধিত	২২ ”	” ১১৪ ”
৪ গোবর্দ্ধন	১৯ ”	” ১৩০ ”
৫ ভদ্রবাহু ১ম	২৯ ”	” ১৬২ ”

৩। দশপুর্কী।

১ বিশাখ	১০ বর্ষ	বীরগতে ১৭২ পর্য্যন্ত
২ প্রোটিল	১৯ ”	” ১৯১ ”
৩ কত্রিয়	১৭ ”	” ২০৮ ”
৪ জরসেন	২১ ”	” ২২৯ ”
৫ নাগসেন	১৮ ”	” ২৪৭ ”
৬ সিদ্ধার্থ	১৭ ”	” ২৬৪ ”
৭ ধৃতিলেন	১৮ ”	” ২৮২ ”
৮ বিজয়	১৩ ”	” ২৯৫ ”
৯ বুড়িগিল	২০ ”	” ৩১৫ ”
১০ দেব ১ম	১৪ ”	” ৩২৯ ”
১১ ধরসেন	১৪ ”	” ৩৪৩ ”

৪। একাধিপালী।

১ মকজ	১৮ বর্ষ	” ৩৬১ ”
২ অরখালক	২০ ”	” ৩৮১ ”

৩ পাণ্ডব	৩৯ বর্ষ	বীরগতে ৪২০ পর্বত	
৪ ক্রবসেন	১৪ ,,	,, ৪৩৪ ,,	
৫ কংস	৩২ ,,	,, ৪৬৬ ,,	

৫। উপাঙ্গী।

১ সূত্র	৬ বর্ষ	,, ৪৭২ ,,	
২ যশোভদ্র	১৮ ,,	,, ৪৯০ ,,	
৩ ভদ্রবাহু ২য়	২৩ ,,	,, ৫১৩ ,,	
৪ লোহাচার্য	৫২ ,,	,, ৫৬৫ ,,	

৬। একাদী।

১ অর্জুন	২৮ বর্ষ	,, ৫২৩ ,,	
২ মাঘনন্দী	২১ ,,	,, ৬১৪ ,,	
৩ ধরসেন	১৯ ,,	,, ৬৩৩ ,,	
৪ পুষ্পদত্ত	৩০ ,,	,, ৬৬৩ ,,	
৫ ভূতবলী	২০ ,,	,, ৬৮৩ ,,	

দিগম্বরেরা উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাহু হইতেই আপনাদের পট্টধরগণের পট্টাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। [উদাহরণ স্বরূপ পরপট্টীয় দিগম্বরের প্রধান শাখা সরস্বতীগণের পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল।]

দিগম্বর-শাস্ত্র। দিগম্বরদিগের স্রষ্টাজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এইরূপে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—অঙ্গ, পূর্ষ ও অঙ্গবাহু।

অঙ্গ। যথা ১ আচার্য—এই পুস্তকে যতি অথবা সন্ন্যাসীদিগের করণীয় কার্য্য লিখিত হইয়াছে।

২ সূত্রভাঙ্গ—এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার ক্রমা ও আরম্ভিত লিখিত আছে।

৩ স্থানিক—এই গ্রন্থে ত্রয ও বস্তুর বিচার করা হইয়াছে।

৪ সমবায়িক—একই প্রকার গণনা দ্বারা ত্রয ক্ষেত্র, কাল এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ১৬৪০০০ পদ আছে।

৫ ব্যাখ্যাশ্রুতগুণ—জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই সম্বন্ধে গণধর জিনেত্রকে ৬০০০ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ২২৮০০০ পদ আছে।

৬ জাতধর্মকথা—জীর্ষকর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ প্রকার ধর্মবিবরক কথোপকথন। পদসংখ্যা ৫৫৬০০০।

৭ উপাসিকায়নিক—এই পুস্তকে গণধরগণ দিগম্বরদিগের

স্রষ্ট এবং করণীয় কার্য্য ও তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে আচরণের বিবর বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পদসংখ্যা ১১৭০০০০।

৮ অন্তঃকরণ—২৪জন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি অনুসারে ১০জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৯ অহুত্তরোপপাতিকাদ—প্রতি তীর্থঙ্করের নিয়মানুসারে ১০জন বোণীর ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহার পঞ্চ অহুত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ২২৪৪০০০ পদ আছে।

১০ প্রশ্নব্যাকরণ—অস্ত্রের প্রশ্নের উত্তর। পদসংখ্যা ২,৩১৬০০০।

১১ বিপাকসূত্র—মানবের সং ও অসং কর্মফলের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ১৮,৪০০,০০০।

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১,৫০২০০০ শ্লোক পদ আছে।

১২ দৃষ্টিবান—ক্রিয়াবাদী ও অজ্ঞানদিগের ইতিবৃত্ত। দৃষ্টিবানদিগে বলিতে যেখানে সূত্র গ্রন্থ ব্যাখ্যা—পরিকর্ম, সূত্র, প্রথমাহুযোগ, পূর্ষগত ও চুক্তিকা।

পরিকর্ম এই শ্লোক। ১ চত্রপ্রজ্ঞাপ্তি—এই পুস্তকে জিনেবরণ চক্রের ভেদ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের বিবর বর্ণনা করিয়াছেন। পদসংখ্যা ৩,৬০৫,০০০।

২ দ্ব্যপ্রজ্ঞাপ্তি—দ্ব্যর্থ সম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে। পদসংখ্যা ৫০৩,০০০।

৩ জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞাপ্তি—জম্বুদ্বীপের পর্বত, নদী, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিবর লিখিত। পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪ দ্বীপবাক্তিপ্রজ্ঞাপ্তি—বহুসংখ্যক পর্বত, নদী ও দ্বীপের বর্ণনা। পদসংখ্যা ৫,২৩৬০০০।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপ্তি—ছয়প্রকার ত্রব্যের প্রকৃতি, তাহারিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৮,৪৩৬০০০। পরিকর্মে মোট ১৮,১০৫০০০ পদ আছে।

সূত্র—মানবগণ নিজেরাই কার্য্য করে, তাহারিগের কর্মের ফল তাহারাই দারী, সুতরাং তাহারিগের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিবর বর্ণিত। পদসংখ্যা ৮,৮০০০।

প্রথমাহুযোগ—৬০ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা-পুস্তক। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ষগত ১৪ ধানি, তাহাদের নাম বর্ণা—১ উৎপাদপূর্ষ—জীব ও অজ্ঞান পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও হারিষের বিবর লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১০,০০০০০।

২ অপ্রায়ণীর পূর্ষ—সমস্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ২৬০০০০।

সরস্বতীগচ্ছের পটাবলী ।

ক্রম	নাম	পটবন্ধ সংখ্য	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পটস্থ বর্ষ			দিন	সর্বস্ব-বর্ষ			মন্তব্য
			ব	ম	দি	ব	ম	দি	ব	ম	দি		ব	ম	দি	
১	ভদ্রবাহু ২য়	৪৮৮ ক ১৪	২৪	৩০	২২	১০	২৭	৩	৭৬	১১	...	ব্রাহ্মণ ।
২	শ্রীশ্রী	২৬৮ ক ১৪	২২	৩৪	২	৬	২৫	৫	৬৫	৭	...	পয়ার ।
৩	মাদনন্দী ১ম	৩৬৮ ক ১৪	২০	৪৪	৪	৪	২৬	৪	৬৮	৫	...	সাহ ।
৪	জিনচন্দ্র ১ম	৪০৮ ক ১৪	২৪	২	...	৩২	৩	...	৮	২	৬	৩	৬৫	২	২	
৫	কন্দকন্দ	৪২৮ ক ৮	১১	৩৩	৫১	১০	১০	৫	২৫	১০	১৫	
৬	উমাদামী	১০১৮ ক ৮	১২	২৫	৪০	৮	১	৫	৮৪	৮	৬	কাঠাসজ্জ হয় ।
৭	লোহাচার্য ২য়	১৪২৮ ক ১৪	২১	৩৮	১০	১০	২০	৬	৬২	১০	২৬	
৮	যশকীর্তি	১৫০৮ ক ১০	১২	২১	৫৮	৮	২১	৫	২১	২	১৫	জায়লবাল জাতীয় ।
৯	যশোনন্দী	২১১৮ ক ১১	১৬	১৭	৪৬	৪	২	৪	৭৬	৪	১৩	
১০	দেবনন্দী	২৫৮ ক ৮	১১	৫	...	১৫	৭	...	৪২	১০	২৮	৪	৭৬	১১	২	পৌরবাল জাতীয় ।
১১	পূজাপাদ	৩০৮ ক ১০	১৫	১১	৭	...	৪৪	১১	২২	৭	৭১	৬	২২	
১২	শ্রীশ্রী ১ম	৩৫০৮ ক ২	১৪	১৩	৫	...	১১	৩	১	৪	৩৮	৮	৫	
১৩	বহ্ননন্দী	৩৬৪ ক ১৪	১২	১৬	৩	...	২২	৫	১	৪	৫৭	৮	৫	
১৪	কুমারনন্দী	৩৮৬ ক ৮	১৬	১০	২	...	৪০	২	২০	২	৬৬	৪	২২	
১৫	লোকচন্দ্র ১ম	৪২৭ ক ৩	১৮	১৬	২৬	৩	১৬	১০	৬০	৩	২৬	(পাঠান্তর লোকেন্দ্র)
১৬	শ্রীশ্রী ১ম	৪৫০৮ ক ১৪	২	২৪	২৫	৫	১৫	১১	৫৮	৫	২৬	(পাঠান্তর শ্রীশ্রী)
১৭	নেমিচন্দ্র ১ম	৪৭৮ ক ১০	১০	২২	৮	২	১	২	৪০	২	১০	
১৮	ভান্ডনন্দী	৪৮৭ ক ৫	২	১৫	২২	...	২৪	১২	৪৬	১	৬	
১৯	হরিনন্দী	৫০৮ ক ১১	২	১৫	১৬	৭	১৫	১৪	৪০	৭	২৪	(পাঠান্তর সিংহনন্দী)
২০	বহ্ননন্দী	৫২৫ ক ১০	১০	৩০	৬	২	২২	২	৪৬	৩	১	
২১	বীরনন্দী	৫৩১ ক ১১	২	১৩	৩০	...	১৪	১০	৫২	...	২৪	(মতান্তরে পৌ ১২)
২২	রত্নকীর্তি	৫৬১ ক ৫	৮	১২	২৩	৪	৭	১১	৪৩	৪	১৮	(পাঠান্তর রত্ননন্দী)
২৩	মাণিক্যনন্দী	৫৮৫ ক ৮	১০	১২	১৬	৫	১০	১৫	৪৫	৫	২৫	(পাঠান্তর মাণিক্য)
২৪	মেঘচন্দ্র	৬০১ ক ৩	২৪	৩	২৭	৬	৭	১৩	২৫	৫	২০	১২	৫৬	৬	২	(পাঠান্তর মেঘেন্দ্র)
২৫	শান্তিকীর্তি	৬২৭ ক ৫	৭	১০	১৫	...	২৫	২০	৩২	১	১৫	
২৬	মেরুকীর্তি	৬৪২ ক ৫	৮	১১	৪৪	৩	১৬	১৩	৬৩	৩	২২	ভদ্রলগ্নে বাস ।
২৭	মহাকীর্তি	৬৬৮ ক ৪	৬	১২	১১	১৭	৫	১৫	৩৫	১১	২০	উজ্জয়িনীতে পট ।
২৮	বিষ্ণুনন্দী	৭০৪ ক ২	৭	১৪	২১	৪	...	১৫	৪২	৪	১৫	(পাঠান্তর বীরনন্দী)
২৯	শ্রীকৃষ্ণ	৭২৬ ক ২	১৪	৮	২	...	১০	২৬	৩১	...	২৬	
৩০	শ্রীচন্দ্র	৭৩৫ ক ৫	৬	১২	১৪	৩	৪	৩১	৩২	৪	৫	(পাঠান্তর শ্রীচন্দ্র)
৩১	নন্দীকীর্তি	৭৪২ ক ১৭	১৫	২৭	১৫	৬	৪	১৩	৫০	৬	১৭	(পাঠান্তর শ্রীনন্দী)
৩২	দেবকৃষ্ণ	৭৬৫ ক ১২	১৮	২৪	৬	৬	৭	৪২	৬	১৩	(মতান্তর সংখ্য ৭৬৪)
৩৩	অনন্তকীর্তি	৭৬৫ ক ১০	১১	১৩	১২	২	২৫	৫	৪৩	১০	...	
৩৪	বর্ধনন্দী	৭৮৫ ক ১৭	১৩	১৮	...	১৮	২২	২	২৫	৫	৫৩	১০	...	(পাঠান্তর বর্ধনন্দী)

পর্ষদ	নাম	পট্টবন্ধ সংখ্য	গৃহস্থবর্ষ			মীকারবর্ষ			পট্টবর্ষ			নি			সর্বাঙ্গ-বর্ষ			মন্তব্য
			ব	ন	নি	ব	ন	নি	ব	ন	নি	ব	ন	নি	ব	ন	নি	
৩৫	বীরচন্দ্র	৮০৮।আখি পূর্ণি	১৩	২৫	৩২	...	৪	৮	১০	...	১২	(পাঠান্তর বিভ্রামলী)
৩৬	রামচন্দ্র	৮৪০।আখি কৃ ২	৮	১১	১৬	১০	...	৬	৩৫	১০	৬	(পাঠান্তর বীরচন্দ্র)
৩৭	রামকীর্তি	৮৫৭।বৈ শু ৩	১৪	১৬	২১	৪	২৬	১১	৫১	৫	৭	
৩৮	অত্মচন্দ্র	৮৭৮।আখি শু ১০	১৮	১০	১৭	...	২৭	৪	৪৫	১	১	(পাঠান্তর অত্মচন্দ্র)
৩৯	নরেন্দ্র	৮৯৭।কা শু ৭	১৫	২১	১৮	২	...	২	৫৪	২	২	(মতান্তরে শু ১১পট্টবর্ষ।)
৪০	নাগচন্দ্র	৯১৬।ভা কৃ ৫	২১	১৩	৪৩	...	৩	১০	৫৭	...	১৩	
৪১	নয়নন্দী	৯৩৯।ভা শু ৯	৮	১০	৮	২	১১	২	২৬	২	২০	(পাঠান্তর নয়নন্দী।)
৪২	হরিচন্দ্র	৯৪৮।আখি কৃ ৮	৮	৪	...	১৪	৮	...	২৬	১	৮	৮	৪২	১	১৬	
৪৩	মহীচন্দ্র ১ম	৯৭৪।শ্রী শু ৯	১৪	১০	১১	...	১৬	৬	...	৫	৪১	৫	৫	(মতান্তরে ৯৭২ সং পট্টবর্ষ।)
৪৪	মাত্বেচন্দ্র ১ম	৯৯০।মা শু ১৪	১৩	২০	৩২	২	২৪	২	৬৫	৩	৩	(পাঠান্তর মাত্বেচন্দ্র)
৪৫	লক্ষীচন্দ্র	১০২৩।জ্যৈ কৃ ২	১১	২৫	১৪	৪	৩	১১	৫০	৪	১৪	
৪৬	শুগনন্দী ২য়	১০৩৭।আখি শু ১	১০	২২	১০	১০	২৯	১৪	৪৮	১১	১৩	(ইহার পর শুগনন্দী।)
৪৭	শুগচন্দ্র	১০৪৮।ভা শু ১৪	১০	২২	১৭	৮	৭	১০	৪৯	৮	১৭	(৪৬ ও ৪৮শের মধ্যে বাসবেলু।)
৪৮	লোকচন্দ্র ২য়	১০৬৬।জ্যৈ শু ১	১৫	৩০	১৩	৩	৩	৪	৫৮	৩	৭	
৪৯	শ্রুতকীর্তি	১০৭৯।ভা শু ৮	১৩	৩২	১৫	৬	৬	৬	৬০	৬	১২	
৫০	ভাবচন্দ্র	১০৯৪।টৈ কৃ ৫	১২	২৫	২০	১১	২৫	৫	৫৮	
৫১	মহীচন্দ্র ২য়	১১১৫।টৈ কৃ ৫	১০	২৬	২৫	৫	১২	৫	৬১	৫	১৫	এই পর্যন্ত উক্তদ্বিতীতে পট্ট
৫২	মাত্বেচন্দ্র ২য়	১১৪৭।ভা শু ৫	১৪	১৩	৪	৩	১৭	৭	৩১	৩	২৪	বারানগরে পট্ট।
৫৩	বৃষভনন্দী	১১৪৪।পৌ কৃ ১৪	৭	৩৭	৩	৪	১	৪	৪৭	৪	৫	(পাঠান্তর ব্রহ্মনন্দী পট্ট)
৫৪	শিবনন্দী	১১৪৮।বৈ শু ৪	৯	৩৯	৭	৬	১৭	১৪	৫৫	৭	১	বারানগরে পট্ট।
৫৫	বল্লভচন্দ্র	১১৫৫।অগ্র শু ৫	১১	৪০	৭	২৮	৩	৫১	৮	১	বার। (পাঠান্তর বিশ্বচন্দ্র)
৫৬	সত্যনন্দী	১১৫৬।শ্রী শু ৬	৭	৩২	৪	...	২৪	৫	৪৩	...	২৯	বার।
৫৭	ভাবনন্দী	১১৬৭।ভা শু ৫	১১	৩০	৭	২	...	৩	৪৮	২	৩	বার।
৫৮	দেবনন্দী ২য়	১১৬৭।কা শু ৮	১১	৩০	৩	৩	২	১০	৪৪	৩	১২	বার। (পাঠান্তর শুরকীর্তি)
৫৯	বিষ্ণুচন্দ্র	১১৭০।কা কৃ ৫	১৪	৩৮	৫	৫	৫	১৪	৫৭	৫	১২	বার।
৬০	শুরচন্দ্র	১১৭৬।শ্রী শু ৯	১০	৩৫	৮	১	২৯	২	৫৩	২	১	বার।
৬১	মাঘনন্দী ২য়	১১৮৪।আখি শু ১০	১৪	৩	...	৩২	২	...	৪	১	১৬	৫	৫০	৬	২১	বার।
৬২	জ্ঞানকীর্তি	১১৮৮।অগ্র শু ১	১০	৩৪	১১	...	৩	৭	৫৫	...	১০	বার।
৬৩	গঙ্গাকীর্তি	১১৯৯।অগ্র শু ১১	১৩	৩৩	৭	২	৮	১০	৫৩	২	১৮	বার।
৬৪	সিংহকীর্তি	১২০৬।কা কৃ ১৪	৮	৩৭	২	২	১৫	১৬	৪৭	৩	১	গোয়ালিয়র।
৬৫	হেমকীর্তি	১২০৯।জ্যৈ কৃ ৩	১৩	২৪	৭	৩	২৭	৬	৪৪	৪	৩	
৬৬	জুহুয়কীর্তি	১২১৭।আখি শু ৩	৬	৯	...	১৯	৩	...	৬	৬	২০	১০	৩২	৭	(পাঠান্তর চাক্রনন্দী)
৬৭	নেমিচন্দ্র ২য়	১২২৩।বৈ শু ৩	৭	২১	৭	৮	২৯	২	৩৫	৯	৮	(পাঠান্তর নেমিনন্দী)
৬৮	মাতিকীর্তি	১২৩০।মা শু ১১	৪	৩৫	১	১১	২৬	৪	৪২	
৬৯	নরেন্দ্রকীর্তি	১২৩২।মা শু ১১	১৪	১৩	৯	...	১৮	১২	৩৬	১	(পাঠান্তর নরেন্দ্রকীর্তিঃ)

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পটবদ্ধ সংখ্যা	পূর্ববর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পটস্থ বর্ষ			নিম্ন			সর্বোচ্চ বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	
৭০	শ্রীচন্দ্র ২য়	১২৪১/কা শু ১১	৭	২৫	৬	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১			
৭১	পদ্মকীর্তি	১২৪৮/আশ্বি শু ১২	১০	২২	৪	১১	২৫	৬	৩৭	...	১			
৭২	বর্জমান	১২৫০/আশ্বি শু ১৩	১৮	৫	২	১১	২৮	৩	২৬	...	১			
৬৩	অকলঙ্কচন্দ্র	১২৫৬/আশ্বি শু ১৪	১৪	৩৩	১	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১			
৭৪	ললিতকীর্তি	১২৫৭/কা পূর্ণি	১৩	২৪	৪	৫	৪১	...	৫			
৭৫	কেশবচন্দ্র	১২৬১/অগ্র কৃ ৫	১১	৩৪	৬	১৫	৬	৪৫	৬	২১			
৭৬	চাক্রকীর্তি	১২৬২/জ্যৈ শু ১১	১৩	৩২	২	৩	২	৭	৪৭	৩	২			
৭৭	অভয়কীর্তি	১২৬৪/আশ্বি কৃ ৩	১১	২	...	৩০	৫	৪	১১	৭	৪১	১১	১৮			গোয়ালিয়র।
৭৮	দশমকীর্তি	১২৬৪/মা শু ৫	১২	২০	১	৪	২২	৮	৩৩	৫	...			আজমীরে পটস্থ।
৭৯	প্রখ্যাতকীর্তি	১২৬৬/আশ্ব শু ৫	১১	১৫	২	৩	১৯	৪	২৮	৩	২৩			আজমীর।
৮০	শান্তিকীর্তি	১২৬৮/কা কৃ ৮	১৮	২৩	২	৯	৭	৮	৪৩	৯	১৫			(পাঠান্তর বিশালকীর্তি)
৮১	ধর্মচন্দ্র ১ম	১২৭১/জ্যৈ পূর্ণি	১৬	২৪	২৫	...	৫	৮	৬৫	...	১৩			আজমীর।
৮২	রত্নকীর্তি ২য়	১২৯৬/ভা কৃ ১৩	১৯	২৫	১৪	৪	১০	৬	৫৮	৪	১৬			আজমীর।
৮৩	প্রভাচন্দ্র ২য়	১৩০১/পৌ শু ১৪	১২	১২	৭৪	১১	১৫	৮	৯৮	১১	২৩			সরস্বতীমূর্তি প্রতিষ্ঠা।
৮৪	পদ্মনন্দী	১৩৮৫/পৌ শু ৭	১০	৭	...	২৩	৫	...	৬৫	...	১৮	১০	৯৯	...	২৮			দিল্লী।
৮৫	শুভচন্দ্র	১৪৫০/মা শু ৫	১৬	২৪	৫৬	৩	৪	১১	২৬	৩	১৫			দিল্লী।
৮৬	প্রভাচন্দ্র ৩য়	১৫০৭/জ্যৈ কৃ ৫	১২	১৫	৩৪	৮	১৭	১০	৯১	৮	২৭			দিল্লী। (পাঠান্তর প্রতাপ)
৮৭	জিনচন্দ্র ২য়	১৫৭১/কা কৃ ২	১৫	৩৫	৯	৪	২৫	৮	৫৯	৫	৩			১৫৭২ সন্থতে চিত্তোরে
																		গজুভেদ হয়। এক দল
																		চিত্তোরেই থাকে, অপর
																		দল নাগরে গিয়া পৃথক
																		হুরি গ্রহণ করে।
৮৮	ধর্মচন্দ্র ২য়	১৪৮১/জ্যৈ কৃ ৫	৯	৩১	২১	৮	১৩	৫	৬১	৮	১৮			চিত্তোরে পট।

পটবদ্ধ সংখ্যা।	
৮৯	ললিতকীর্তি ২য় ১৬০৩/চৈ শু ৮
৯০	চন্দ্রকীর্তি ১৬২২/বৈ কৃ
৯১	দেবেন্দ্রকীর্তি ১৬৩২/কা কৃ
৯২	সরোজকীর্তি ১৬৯১/কা কৃ ৮
৯৩	সুরেন্দ্রকীর্তি ১৭২২/জ্যৈ কৃ ৮
৯৪	অগ্নিকীর্তি ১৭৩৩/জ্যৈ কৃ ৫
৯৫	দেবেন্দ্রকীর্তি ২য় ১৭৭০/মা কৃ ১১

পটবদ্ধ সংখ্যা।	
৯৬	মহেন্দ্রকীর্তি ১ম ১৭৯২/পৌ শু ১০
৯৭	কেশবচন্দ্রকীর্তি ১৮১৫/আশ্বি শু ১১
৯৮	সুরেন্দ্রকীর্তি ১৮২২/বৈ কৃ
৯৯	সুধেন্দ্রকীর্তি ১৮৫২।
১০০	নৈগকীর্তি ১৮৭৯/আশ্বি কৃ ১০
১০১	দেবেন্দ্রকীর্তি ১৮৮৩/আশ্বি শু ১০
১০২	মহেন্দ্রকীর্তি ১৯৩৮/কা শু ২

৩ বীৰ্য্যপ্রবাদপূৰ্ণ—চক্ৰী, কেশবী ও দেবগণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭০০০০০ পদ।

৪ অস্তিনান্তিপ্রবাদপূৰ্ণ—দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত পক্ষ অস্তি-কারের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচনা। ৬০০০০০ পদ।

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূৰ্ণ—পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ।

৬ সত্যপ্রবাদপূৰ্ণ—বাগ্‌গুণ্ডির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১০,০০০,০০৬ পদ।

৭ আত্মপ্রবাদপূৰ্ণ—আত্মার কর্তৃত্ব ও তাহার স্থখ দুঃখ-ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০০০,০০৬ পদ।

৮ কর্মপ্রবাদপূৰ্ণ—মানবের কর্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৮,০০০,০০০ পদ।

৯ প্রত্যাখ্যানপূৰ্ণ—আত্মার বহনাবস্থা, কর্মের উদয় ও শবাবস্থা, অসংপরিভাগ এবং ব্রত ও বাহ্যচারের প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। ৮৪০০০০ পদ।

১০ বিদ্যাছবাদপূৰ্ণ—বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের বিচার। ১১০০০০০ পদ।

১১ কল্যাণপূৰ্ণ—৬৩ জন শলাকাপুস্তকের শুভকার্যের পুনরালোচনা। ২৬০,০০০,০০০ পদ।

১২ প্রাণাব্যয়পূৰ্ণ—ঔষধের বিবরণ। ১০০০০০০ পদ।

১৩ কিরাবিশালপূৰ্ণ—ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি নির্ণায়ক গ্রন্থ। ৯০,০০০,০০০ পদ।

১৪ লোকবিন্দুসারপূৰ্ণ—এই পুস্তকে যুক্তি ও তৎসংক্রান্ত অজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ১২৫০০০,০০০ পদ। পূৰ্ণবাদেরগুলিতে মোট ৯৫৫,০০০,০০৫ পদ আছে।

‘পূৰ্ণ’ গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্মশাস্ত্রের একটা প্রধান বিভাগ; কিন্তু এগুলি বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

চুলিকা ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম—

১ জলগতা—জলোপরি ভ্রমণ ও ময় প্রভৃতি দ্বারা জলের গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

২ স্থলগতা—স্থলে ভ্রমণ জন্ত ময় তত্ত্ব প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৩ মায়াগতা—ঐচ্ছিকালিক পদার্থের সৃষ্টির জন্ত ময় প্রভৃতি। ২০,৯৮৯,২০০।

৪ রূপগতা—ইচ্ছানুসারে যে কোন সৃষ্টি গ্রহণ করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৫ আকাশগতা—আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্ত ময় প্রভৃতি শিক্ষা। পদ ২০,৯৮৯,২০০।

সর্ব চুলিকার মোট ১০৪৯,৬০০০ গুলি পদ আছে।

গণধরগণ-বিয়তিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পক্ষ বিভাগে মোট ১০৮৬,৮৫৬০০০ গুলি পদ এবং বাদশ অঙ্গে ১,১২৮,৩৫৮০০০ গুলি পদ। তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মোট ১৬৩৪৮০৭৮৮৮।

১ম পূর্বে ১০টা বস্ত, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, পঞ্চমে ১২, ষষ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২০, নবমে ৩০, দশমে ১৫, অবশিষ্টগুলির প্রত্যেক ১০টা করিয়া বস্ত বা বিষয় আছে। ১৪ পূর্বে মোট ১৯৫ বস্ত আছে। প্রতি বস্ততে ২০টা প্রভূত আছে; সুতরাং মোট প্রভূতের সংখ্যা ৩,৯০০।

অঙ্গবাহ ১৪ খানি। তাহাদের নাম বর্ণা—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিতব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয়িক, ৬ ক্রতিকর্ম, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধ্যয়ন, ৯ কলব্যাবহার, ১০ কল্যাকলবিধানক, ১১ মহাকল, ১২ পুণ্ডরীক, ১৩ মহাপুণ্ডরীক, ১৪ অশীতিকসম।

অন্নদী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত ১৪ খানি অঙ্গবাহ রচিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৮০১০৮১৭৫ গুলি পদ আছে।

জাতিভেদ। অঙ্গাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যায় যে, জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারুর্বর্ণের বিভাদ আছে। তাহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি জিবর্গ অসি, মসী, কুবি, বিদ্যা, বাগিষা, শির এই ৬টা বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ভার করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিবে, একমাত্র শূদ্রই ইহাদের উপজীবিকা। বৈশ্যদিগের কুবিবাগিষ্য পশুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে বাহারা পক্ষমহারতপরাগণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পশ্চাতে স্থাপিত করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি-গ্রহ, ইজ্যা, তৎক্রিয়া অর্থাৎ যাজন, এই ৬টা ব্রাহ্মণের ধর্ম।

(১) “বর্ণাশোৎপত্তিভাতেন তদানীমাদিবেধনা।” জিনসং ৪। ১৪।

(২) “অসির্মবিঃ কুবিবিদ্যা বাগিষ্যশিরমিত্যপি।

কর্মাণি ষড়্বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবনহেতবঃ॥

অঃ-ক্ষত্রিয়বিদ্যুঃ-ক্ষতব্রাহ্মণাদিত্তিগুণৈঃ।” জিনসং ৪। ১২।

(৩) “ক্ষত্রিয়ের কুমারের যৎপ্রতপরাগণঃ।

সৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাত্তরতেনাব্যবেধনা।” ৪। ১৮।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শিখা ও বজ্রোপবীত ধারণ করিবে। শিখা ও বজ্রোপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্নবর্ণন (৪)। জৈন শাস্ত্র মতে, পুত্র হই প্রকার—কার ও অকার, রজক চর্মকার প্রভৃতি কার, অপর সকলে অকার। কার আবার হই প্রকার এক পুত্র অপর অশুভ্র, অশুভ্রগণ সমাজবাহ অর্থাৎ অব্যবহার্য এবং পুত্রগণ ব্যবহার্য (৫)।

আবার জৈনশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মহন্তজাতি এক, কেবল বৃত্তিভেদে অল্পায়ে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধিকারী এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে পারে। শূদ্রগণ অভূমি, সেই জন্ত সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবে না (৭)।

শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে সকলেরই অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈশ্যের বারদিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র। রাজা ও তপস্বীগণের অশৌচ হয় না। আর্ষি, হৃদিক-অহ্ন, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও স্বগোষ্ঠীরগণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অশুভ্র লোকের সংস্রবে থাকিলেও চূড়াকরণ পর্যন্ত অন্তি হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী চারি দিনে যে পর্যন্ত না দ্বান করে, সে পর্যন্ত অন্তি

থাকে (৮)। এতদ্বিধ প্রাতোথান, শৌচ, আচমন ও অন্নভোজাদি হিন্দুদিগের সমান। জৈনেনাও হিন্দুগণের জ্ঞাত গোমহাদি দ্বারা পূজারান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে (৯)।

জিনপূজক লক্ষণ। জিনসংহিতার লিখিত আছে, ব্রহ্মর, সম্যগুদ্ভি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্ ও বিদ্বান্ এইরূপ তিন বর্ণ জিনদেবের পূজার অধিকারী। কিন্তু পুত্র, মন্দ প্রকৃতি, অন্তকপরিদ্রবিত, অধিকার, হীনজ, দীর্ঘপ্রবাসী, মূর্খ, তন্দ্রালু, অভিযুক্ত, বালক, লুপ্তপ্রকৃতি, ছটাত্মা, বাস্তিক, মায়িক, অণুচি, বিরূপাদ এবং বাহারা জিনসংহিতা অবগত নহে, তাহারা জিনদেব পূজার অনধিকারী। জিনপূজক মাত্রেই জিনসংহিতার মর্ম প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পূজা করে, তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমললক্ষ্য এবং সেই দেশের রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্ত বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জিনপূজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সংগুণশালী পূজক নিযুক্ত করিয়া পূজা সম্পন্ন হইলে নানাপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়।

(৮) “পুতকপ্রেক্ষাকশৌচং ব্যাপ্তমুৎসবান্নবাপি।

ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিচ্ছতে পঞ্চবাসরান্ ॥ ৩৯

দশাহং ব্রাহ্মণানাং তাদ্বাদশাহং বিশাং তবৎ ॥

শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং ত্রায়ৈতন্ন পতপস্বিনোঃ ॥ ৪০ ॥

আর্ষিহৃদিকশস্ত্রাণিকলপাতাদিনা মৃতৌ।

নশৌচং গোত্রজানাং তাদ্দেশান্তরমুতাবপি ॥ ৪১

তথৈব ন ভবেচ্চৌলাং পূর্বে বালমুতাবপি।

অশুভ্রজনসংস্পর্শাদাচৌলাস্তাণ্ডচিঃ শিশুঃ ॥ ৪২

অন্নানাদণ্ডচিঃ পুশাবতী তদর্শনাৎ পরম্।

দ্বানং চার্ত্তবৎসংস্পৃষ্টদিকসাত্ত্ব্যবাসরে ॥ ৪১৩০।

(৯) “গোময়ৈরুতৈঃ শুভৈঃ সমাক্রিতমহীতলে ॥” ৮১৪।

(১০) “জৈবর্গিকে। ইতিরূপাঙ্গসম্যগুদ্ভিরগুতী।

চতুরঃ শৌচবান্ বিদ্বান্ ধোপাঃ তাক্রিনপূজনে।

ন পুত্রঃ স্তারহৃদুর্নি পাণাচারগণ্ডিতঃ।

ন নিকট ক্রিয়াবৃদ্ধিরস্তিকপরিদ্রবিতঃ ॥

নাধিকালো ন হীনালো নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ।

নাভিরঙো ন তন্দ্রালু নাভিরঙো ন বালকঃ ॥

নাভিরঙো ন ছটাত্মা নাতিমানী ন মায়িকঃ।

নাণ্ডচি ন বিরূপালো নাজানন্ জিনসংহিতাং।

নিবিহঃ পুরুষোদেব যদ্যর্থেৎ জিগণৎ প্রভূঃ।

রাজয়াইবিনাশঃ তাদ্ভুক্তকায়করোয়পি ॥” (জিনসং ৩২-৫)

(৪) “অধীত্যধারেন দানপ্রভীচ্ছজ্যা চ তৎক্রিয়া।

শিখা বজ্রোপবীতক লিঙ্গং তেভ্যাং প্রকল্পিতম্ ॥” ৪১১৭।

(৫) “তেভ্যাং শুক্রবর্ণে পুত্রান্তে বিধা কর্কসকারকঃ।

কারবো রজকাল্যাঃ স্রাত্ততোজো স্রারকারকঃ ॥

কারবোপি মতা বিধা পুত্রাপুত্র বিকল্পতঃ।

তদ্রাপুত্রাঃ প্রজাবাহাঃ পুত্রাঃ স্র্যকর্জকারকঃ ॥” ৪১৬-১৭।

(৬) “মহন্তজাতিরেতৈব আভিনামোদমোভবা।

বৃত্তিভেদা হি ভেদো চাভূষিণ্যমিতিশ্রিতাঃ ॥” ৪১২০।

(৭) “নীচাঃ স্রারবগন্তব্যাঃ পুত্রা এতে ঋতুমরঃ। ২৪

শূদ্রাণামুপনীত্যাদিসংস্কারো নাতিসম্ভবতঃ।

যয়েতে জিনদীকারী বিভাষিষ্মোচিতাধরাঃ ॥ ২৬

অযোগ্যতা চ ভজৈবানভূমিহাং স্রংস্রতেঃ।

নীচাকরে হি সংস্কৃতিঃ স্রতাবাধবিরোঘিনী ॥ ২৭

জৈবর্গিকেন বোধ্যয়া ত্রৈবর্গিককল্পকা।

শূদ্রৈরপি পুনঃ পুত্রাশ্রাপবাহাঃ ন জাতুচিৎ ॥” ২৯।

দিগব্রতচার্য্যঃ চত্ৰশ্রবহরিকৃত জিনসংহিতা ৪ পূরি।

জিনপ্রতিষ্ঠাবিধি। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে বিত্তজাল
পুজিত পীঠ প্রক্ষালিত করিবে। সমস্ত দিন অনশন থাকিয়া
উহার অধিবাস করিবে। পরে ঐ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা
পরিশোধিত এবং চতুর্দিকে দীপ সকল প্রক্ষালিত করিবে।
দর্ভমালা পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিবে। পরে এই পুষ্পমণ্ডপে
জিনমূর্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা
হইলে তাহার উপরি সরল, জলগুণ একটী ঘট স্থাপন
করিবে। আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুন্তের অধোভাগে
প্রতিবিম্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুর্দিকে যথাবিধি অগ্নি
প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)।

তাহার পর দর্ভ প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।
তদনন্তর অগ্নিভয়কে অর্চনা করিবে। এইরূপ পূর্বক্রিয়া
সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়।

“ও ভূভুবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি-

রত্নপ্রভাপটলপাটিলিত্তিল্লু যুগ্মং।

নমো জিনেন্দ্রমথ তৎ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা

প্রদানবার কুজমাজলিমুংকিপামি ॥”

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভূমি শুদ্ধি
করিয়া ও হ্রাদ অর্ছ্যতাঃ বাহা, ও হ্রীং সিদ্ধতাঃ বাহা ও হ্রীং
সুরিতাঃ বাহা, ও হ্রোং পাবকেতাঃ বাহা, ও হ্রীং সর্ক-
সাদুতাঃ বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টী
পত্রে জয়া, জলা, বিজয়া, মোহা, অজিতা, শুভা, অপরাজিতা,
ভক্তিনী এই ৮টী লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী,
গাহ্বারী, জালা, মালিনী, মানবী, বৈরাটী, অচ্যুতা, মানসী,
মহামানসী, রোহিণী, প্রজাপ্তি, বজ্রশৃংখলা, বজ্রাহুশা, অপ্রতিচক্রা,
পুরুষদত্তা ১৬টী পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত

(১১) “তৎ প্রতিষ্ঠাপনাং পূর্বদিনে শুদ্ধজলে ততঃ।

অর্চ্চিতাঃ কলিতাঃ পীঠাং সোপবাসো হধিবাসয়েৎ ॥

প্রাগেবোপরি তজ্জাৰ্য্যঃ করয়েৎ পুষ্পমণ্ডপং।

দর্ভমালাবৃত্তং দীপদীপ্ৰং যবনিকাস্থিতং ॥

প্রতিমাচেদচালাভ্যাহুপৰ্য্যভাঃ সরলকং।

লব্ধমানঘটং স্থিৰবরীয়াদমুপস্থিতং ॥

সৌধী চেৎ প্রতিমা প্রেয়ং সজ্জোতপ্রতিবিম্বকং।

দর্পণং সংপ্রবহারি কুজভাধো নিবেশয়েৎ ॥

অগ্নিক কুহ্মাং দিক্ প্রোকপাদ্যাত তথিযৌ।

ততঃ শুকৈঃ পুরস্ততাঃ পাবকং কুহ্মাৎ কুইশঃ।

ততঃস্মারিত্রয়ং প্রার্চ্চেৎ পবিত্রং পরবেষ্টিনং ॥”

(জিনসংহিতা ৬ পৃ ১—৬)

করিবে। পরে ২৪টী পত্রে যক্ষদেবী, বিজয়া, সুবেগা, সিদ্ধার্থী,
যক্ষলা, হ্রীমা, পৃথিবী, লক্ষ্মণা, জয়রামা, জুনকা, লক্ষা, জয়া-
বতী, ভাবা, সুপ্রভা, সুব্রতা, অচিরা, প্রীতাক্ষা, মিহসেনা,
প্রভাবতী, সোমা, পিন্ধা, শিবদেবী, বামা, প্রেরকারিণী এই
২৪টী জিনমাতৃকা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। ৩২টী পত্রে অহুর,
নাগ, সুপর্ণ, বীপ, উদধি, শুভিত, বিহ্মৎ, দিক্, অগ্নি, বায়ু,
কিরর, কিশ্পুরুষ, গরুড়, গন্ধৰ্ব, বক, রাক্ষস, ভূত, শিশাচ, চক্ৰ,
আদিত্য ইত্যাদি ৩২টী দেবেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে।
প্রত্যেক দেবতার আদিত্যে ওঁকার ও অন্তে বাহা এবং নাম
চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে
আকরশুদ্ধি করিবে। যুগ্মকি পুষ্পবাসিত অগ্নিক চন্দন
প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসদ্বারা “দ্বাপরামি বাহা” বলিয়া
দান করাইবে।

“ওঁ কালাগুরুকপূরশর্করাহরিচন্দনৈঃ।

কলিন্দেন সুধুপেন পূজয়ামি জগদগুরুং ॥” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা
পূজা করিবে।

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে। জিনদেবের
প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাহার পূজা করিতে হয়। জিন-
সংহিতার মতে—যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল দুঃখ
হইতে বিমুক্ত হয় এবং অশেষ সুখসম্পদ লাভ করে (১৩)।

এতদ্বির জিনসংহিতায় সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপূজা, হোম,
আরতী, বলি, বিসর্জন, নিত্যপূজা, দান, কলসস্থাপন,
কার্ত্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব,
অম্বুসার্পণ, আরশিত, জীর্ণোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা,
ভূমিপরীক্ষা, বাস্তব্যাগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ঐ সকল
ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ।

দিগম্বর-মত।—মহাবীরের নির্জাগের ৬০২ বৎসর পরে
(৮৩ খৃঃ অব্দে) দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই
সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কুলকুলাচাৰ্য্যের প্রথাবলী প্রমাণরূপে
গ্রহণ করিয়া থাকে।

কুশকুলেশ্বর প্রবচনসার গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে অভিশর
প্রসিদ্ধ। জিন-ধর্ম-প্রচারের জন্য কমলপালের অনুরোধে

(১২) “ওঁকার পূর্বে বাহ্যন্তঃ নাম চতুর্থ্যন্তঃ স্থাপয়েৎ ॥”

(১৩) “অতিপ্রীতঃ সুবসিক্রিয়বিভবপ্রযুক্তঃ যঃ পূজ্যতা

কীর্তিঃ কেশবগণ্যপুণ্যমহিমা দীর্ঘায়ুসৌভাগ্যবৎ ॥

দৌভাগ্যং ধনমাত্মসম্পদচরং ভজ্যং ভক্ত্যং মঙ্গলং

ভূমাতৃব্যবনত ভাষতি জিনাবীশে প্রতিষ্ঠাপিতে ॥”

(জিনসংহিতা ৬ পৃ)

হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক প্রবচনসার, সকলকীর্তি-রচিত প্রোক্তরোপাসকচারণ, তত্বার্থসার, উমাশাসি-রচিত তত্বার্থাধিগম বা জৈনসূত্র দিগম্বর-দিগের মত-প্রতিপাদ্য প্রধান গ্রন্থ।

দিগম্বরদিগের মতে তীর্থঙ্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতি-শয় সন্তোষ করা কর্তব্য। পরমেষ্ঠিদিগকে অর্জনা করিয়া সামা-বস্থা প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয়। যাহারা সম্যগুদর্শন ও বিমুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীব আশ্চর্য্যি দ্বারা দেব, অন্তর ও মানবদিগের উপর প্রভুত্ব ও নির্দোষ লাভ করিতে পারে (১)। এই চারিজন সাম্যদর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হেমাচার্য্য প্রবচন-টীকায় লিখিয়াছেন চারিজন বিবিধ—বীত-রোগ অর্থাৎ কামনাশূন্য এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম প্রকার চারিজন মোক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারে প্রভুত্ব লাভ হয়। চারিজন এবং ধর্ম এক পদার্থ। ধর্ম বলিতে সাম্য বুঝায়। মনুষ্য যখন মোহ ও ক্রোধান্বিত্যের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তখন আত্মা কিংবা আত্মার পরিণাম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্মা তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। মূর্খ, অবিদ্যাশীল, ধ্যানহীন, পাপী, ও সংসারাক্ত ব্যক্তির আত্মাই বহিরাত্মা। বিদ্যাশীল, চিন্তা-শীল ও ধার্মিকগণের আত্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের আত্মাই পরমাত্মা।

কোন বস্তুর পরিণত অবস্থা সেই বস্তুর ধ্বংস পর্য্যন্ত বিস্ত-মান থাকে, অতএব আত্মার ধর্ম অবস্থা পরিণত হইলে আত্মা ও ধর্মে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্মই আত্মার উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)।

আত্মার তিনপ্রকার উন্নতি বা পরিণতি। জীব উন্নতিশীল ও পরিবর্তনশীল। দান, অর্জনা ও উপবাসাদি আচরণ দ্বারা ক্রমে উন্নত হয় এবং বিপরীত আচরণ দ্বারা ক্রমে অন্তত ঘটে।

- (১) "ভেদিং বিমুক্তংসংগপাণপথাগদমং সমাসিজ্জ।
উবৎসংগামি সত্ত্বং জজ্ঞো নিবাপংসপত্তী" ১।৫।
সংগম্ভবি নিকাপং দেবাসুরমণুরারবিহবহিৎ।
জীবসং চরিত্তাণো দংসংগপাণপথাগাও" ১।৬ প্রবচনসার।
"সম্যগুদর্শনজ্ঞানচারিত্তাণি ধোক্ষমার্গঃ" ১।
তত্বার্থপ্রদানং সম্যগুদর্শনম্" জৈনসং ১।২।
- (২) "চারিত্তং ধম্মু ধম্মো ধম্মো জো সো সোমো ত্তি শিদ্ধিট্টো"।
মোহবুদ্ধিকোহবিহুগো পরিণাবো অঙ্গপোষ সোমো" প্রব ১।৭।
- (৩) "পরিণমমি যেন দবং তত্বানং তত্বম্ভক্তি পরমম্ভক্তি।
তত্বাং ধম্মপরিণমো আদা ধম্মো সুপেরকো" ১।৮।

জীব বাসনাপরিশূন্য হইয়া উন্নত ও পরিবর্তিত হইলে পবিত্র ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণাম নাই যাহা পদার্থ বহির্ভূত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বলিলেই কোন দ্রব্য, তাহার স্বর্ণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুঝায় (৪)।

জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাবে অল্পভব করে, তখন আত্মা ধর্মে পরিণত হইয়া নির্দোষ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা শুভ ভাব অল্পভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম সদৃশভাবে পরিণত হয়, তখন স্বর্গস্থিত অল্পভূত হইয়া থাকে (৫)।

আত্মার পরিণাম অন্তত ও দোষশূন্য হইলে জীব অতি-শয় নীচ, পশু অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে (৬)।

অত্যন্ত পরিণাম ও তাহার ফল।—শুদ্ধ আচরণ দ্বারা আত্মা অত্যন্ত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্দ্রিয়াতীত নানা-বিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর সুখ অল্পভব করে (৭)।

শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইহারা প্রত্যেক বস্তুর ও তাহার কারণ সম্যক অবগত আছেন। ইহারা ইন্দ্রির বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ রেশ সঙ্ক করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ইহারা নিকাম, ইহাদিগের নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

যিনি পবিত্র আচরণ দ্বারা অন্তরে সর্বদা শুদ্ধভাবে অল্পভব করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ হইতে বিমুক্ত এবং তিনিই সর্বজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে সমর্থ।

যে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ দ্বারা আত্মার চরম-পরিণাম প্রাপ্ত করিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজা-দিগেরও নিকট সন্তোষ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি স্বয়মাত্মা এবং স্বরত্ন নামে পরিচিত হন (৮)।

- (৪) গণি বিগা পরিণামঃ অথো অথং বিগেহ পরিণামো।
দবংগপাণপথো অথো অখিত্তিকবত্তো" ১।১০।
- (৫) "ধম্মে পরিণমম্মা অঙ্গা যদি মুক্তংসংগুজবো।
পাবমি নিকাপমুহং সুহোবজ্ঞো ব সগুপমুহং" ১।১১।
- (৬) "অসুহোদয়েন আদা কুপমো তিরিও ভবির পেরহীয়ো।
হুত্বসহসেহিং সন্য অতিদুদো ভমমি অজ্ঞতং" ১।১২।
- (৭) "অদিসরবাসসুখং বিসরাভীকং অণোবমমংতং।
অকুচ্ছিন্নং চ সুহং সুহবংগপাণসিদ্ধাপং" ১।১৩।
- (৮) "তব সো লক্সহাবো সাকসু সল্লোগপদিমহিহো।
কুদো মথমেধাং হববি সয়ংভুতি শিদ্ধিট্টো" ১।১৪।

এই অবস্থার জীবের উন্নত অর্থাৎ সংপ্রভৃতিগুলি ক্রমশঃই ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেগুলির ন্যূন হয় না এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসং প্রভৃতিগুলি ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়,—তাহার ক্ষুণ্ণ হয় না। এই অবস্থার জীবের মানসিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয় ক্রিয়া একত্র কর্তৃক হইয়া তাহার অপরিবর্তনীয় সত্তা উৎপাদন করে।

কোন বস্তুর পরিণামের সহিত সেই বস্তুর বৃদ্ধি ও উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধ। সেই বস্তুর কোন বিষয়ে উন্নত পরিণাম ও তৎসম্বন্ধিত বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি জীবেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই জীবের পরিণাম, পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায়। বস্তুর উন্নতি বা পরিবর্তন হইলেও স্থূলতঃ বস্তুটি একরূপই থাকিয়া যায় (২)।

জীবের ব্যতিকর্ষ* দূরীভূত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ থাকে না; ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও তিনি সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও সূত্র পরিণত হন (১০)।

পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর) কোন প্রকার দৈহিক সূত্র বা ছঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়—তিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া পড়েন। তাহার জ্ঞান ও সূত্র মন-সাপেক্ষ (১১)।

পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের দ্বারা

তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকাশ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয় না (১২)।

যে ব্যক্তি পরিণত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন এবং বাহ্যর ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে সেও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিরমিত হয় না, তাহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় নহে।

আত্মা জ্ঞানময় ও ব্যাপক। জ্ঞান বস্তব্যাপক। জ্ঞেয় বস্তু লোক এবং অলোক (শূন্য)। সূত্ররূপে জ্ঞান সর্বব্যাপী (১৩)।

বাহ্যের আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষ ক্ষুদ্রতর নতুবা বৃহত্তর। যদি আত্মা জ্ঞানাপেক্ষ ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান নিজেকে কিছুই জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন। জ্ঞান বড় হইলে আত্মা ব্যতীত অন্তর্যানেও জ্ঞান থাকিবার সম্ভব। আর জ্ঞানাপেক্ষ আত্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত অন্তর্য আত্মা থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তখন জ্ঞান থাকিবার কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, যে যে স্থানে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে আত্মা অচেতন, অন্তর্য চেতন (১৪)।

জিন-সাধুগণ সর্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্বত্র ব্যবহীর্জাহাদিগের নিকট বর্তমান।

প্রবেশনদ্বারা লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্মা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বলিতে জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। যথা সূত্র, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)।

কর্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে। কর্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যদি কর্মরূপে ভ্রমেচ্ছা অথবা দ্বন্দ্বের উদ্বেগ হয়, তাহা হইলেই কর্ম শূন্য অথবা বন্ধের কার্য্য করে; আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ-

(২) “উল্লাদো য বিগাঙ্গো বিজ্জদি সর্বসুস অখজানসুস।

পজ্জাএণ ছু কেশবি অথো থলু হোদি সব্বভূতো।”

(প্রবেশনদ্বারা ১।১৮।)

* কর্ম দুইভাবে বিভক্ত, ব্যতী এবং অব্যতী। ব্যতিকর্ম পঞ্চবিধ—১ জ্ঞানবরীর অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ২ রূপা-বরীর অর্থাৎ রৈমসত-সিদ্ধ এইকারণে অবস্থাস; ৩ মোহনীর অর্থাৎ বিভিন্ন আচার্য্য কর্তৃক প্রচারিত মত নির্ভাচনে সম্বন্ধ ও অসামর্থ্য উৎপাদক; ৪ আভর্ষ অর্থাৎ চিরস্থপথের কটক।

অব্যতী কর্মও ত্রুটীক। ১ম বেরীর অর্থাৎ জের বস্তুর অস্তিত্ব লব্ধে বিধান; ২ দায়িক অর্থাৎ পৃথক্ নামবিধি ব্যক্তির দ্বারা বিধান; ৩ গোত্রিক অর্থাৎ অর্ধবংশের শিখ্যাপ্রচার ভুক্তিতে জ্ঞান; ৪ বৃত্ত অর্থাৎ জীবন রক্ষার লক্ষ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। (সোমিআসক)

(১০) “পথকীণবাদিকমো অনন্তবরবারিও অধিকতেজো।

জাদো অদিলিও সো-গানং সোধকং য পরিণমদি।” ১০

(১১) “সোধকং বা পুণ ছুৎকং কেবলগামিহুস গথি দেহগনং।

অম্মো অদিলিরত্তং জাং তম্মো ছু তং গেমং।” ১২০।

(১২) পরিণমদো থলু গাং পতথ্কা সর্বদরপজ্জায়া।

সো গেম তে বিজাগদি ওগগহপুজাহিং কিরিরাহিং।” ১২১।

(১৩) “আদা গাণমাগং গাং গেমগমাগমুদিত্ঠং।

গেমং সোগাঙ্গোং তম্মো গাং তু সর্বগং।” ১২২।

(১৪) “গাণমাগমায়া এ হবদি জেসেহ তসু সো আদা।

হীণো বা অধিণো বা গাণাদো হবদি থুবমেব।

হীণো অদি সো আদা তরাগমচেনং এ জাণাদি।

অধিণো বা গাণাদো গাণেণ বিগা কহং গাদি।” ১২৩।

(১৫) “গাং অমত্তি মং বট্ঠি গাং বিগা এ অগাং।

তম্মো গাং অগা অগা গাং য অগং বা।” ১২৪।

পরিণমদি গেমমট্ঠং গাদা অদি গেম থাইয়ং তসু।

গাং তি তং জিগিদাং থবরত্তং কসমেবুজা।” ১২৫।

পত্তি না হয়, তবে কর্তব্য হেতু কাহাকেও দেহভোগের পর সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অত্যন্ত জীবকেই কোন না কোন কার্য করিতে হয়; এমন কি অর্হৎদিগকেও নগ্নায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্মশিক্ষা প্রভৃতি কার্য করিতে হয়। কিন্তু এ কার্যগুলি স্বাভাবিক; ইহা দ্বারা তাহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং এই কর্তব্য তাহাদিগের বন্ধন স্বরূপ হইতে পারে না। বন্ধারা ভৃত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বস্তুর অবস্থার সুগুণ জ্ঞান করে, তাহাকে স্মারিক কহে, (কারণ কর্তব্যের ধর্ম ক্রমতা অথবা ক্রম হইতে উৎপন্ন হয়।) কিন্তু যে জ্ঞান সুগুণ উৎপন্ন হয় না, ক্রমাভ্যাগারে একটীর পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, তাহাকে স্মারিক অথবা অবিনশ্বর কিংবা সর্বব্যাপী বলা যাইতে পারে না।

কেবলীর মুখ ইন্দ্রিয়গত নহে। এই মুখ শুভোপযোগ অর্থাৎ মানসিক শুভাহুতব হেতু উৎপন্ন হয়।

যাহারা দেবতা, বতি এবং গুরুস্ব অর্চনা করে, ধর্মাহু-
তানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাগাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে শুভোপযোগী বলা হইয়া থাকে। শুভোপযোগ অহুতান করিলে আত্মা পশুবস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই তিন অবস্থারই মুখাহুতব করিতে পারে। এই মুখ শরীর-
নিবদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা হৃৎকের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই মুখাহুতব করিলে বাসনা প্রেলিত হইয়া উঠে এবং আত্মা তৃপ্তিলাভ না করিয়া বরং অস্থির হইয়া পড়ে। সুতরাং এই প্রকার মুখ ও শুভোপযোগ হেতু পাশ-পরিণামে যে হৃৎ এই উভয়ের মধ্যে অন্ন প্রভেদই লক্ষিত হয়। উক্ত প্রকার মুখ ও হৃৎ কিছুই মানবের কামনা বিপরীত হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার মোহ, রাগ (বাসনা) ও ঘেব বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জিন-
প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রকৃত জ্ঞান-
মর চেতন আত্মরূপে অভ্যাস অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মুখভোগ করিতে সমর্থ।

দিগম্বর-মতাবলম্বী সূক্ষ্মদৃষ্টিবাহীর মতে জৈন বলিতে সত্ত্ব জব্য এবং তাহার পর্যায় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্তন বুঝায়।

সত্ত্ব জব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, জব্য হইতে পৃথকভাবে সত্ত্ব পাকিতে পারে না। সত্ত্বই জব্যের বিস্তৃতি। পরিণাম বা পরিবর্তন কালের সহিত সম্বন্ধ। সাময়িক পরিণামই জব্যের দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। জব্য এবং সত্ত্ব উভয়ই পরিবর্তনশীল। অনেকগুলি জব্যের সংযোগে উৎপন্ন পরিবর্তনকে জব্য-
পর্যায় কহে। জব্যপর্যায় দুই প্রকার; ১ম সূক্ষ্ম পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম।

সূক্ষ্ম পদার্থের আণবিক মিশ্রণে প্রথম প্রকার পর্যায় উৎপন্ন হয়। ইহাকে ক্রম কহে যথা দ্যগুণ, জসরেণু (১৭) প্রভৃতি। জীব এবং পুঙ্গুগলের মিশ্রণে দ্বিতীয় প্রকার পর্যায় উৎপন্ন হয়, যথা—মহুত, দেবতা ইত্যাদি।

সত্ত্বের বিকার বা পরিবর্তনও দুই প্রকার। ১ম, একই জব্যের সত্ত্বের আধিক্য বা ন্যূনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ পদার্থের সত্ত্বের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার।

স্বভাবতঃ জব্য সত্ত্ব ও পরিবর্তনশীল এবং সুগুণ উৎ-
পত্তিবিনাশশীলও বটে। এইরূপ অবস্থাকে সত্ত্বা কহে (১৮)। যদিও সাধারণতঃ জব্য ও তাহার সত্ত্ব অথবা পরিণাম পৃথক পৃথক বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদিগকে একই পদার্থরূপে গণ্য করা উচিত; কারণ একটীর অভাবে অপরটির সত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। একটা পুরাতন মুগ্ধর পাত্র ভাঙ্গিয়া একটা নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই যুক্তিকা দেখিতে পাই। পদার্থ দুইপ্রকার। জব্যার্থিকনয় এবং পর্যায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিবেচনা করি যে কথিত মুগ্ধপাত্রটি নির্মাণে যাহা পূর্বে ছিল না তাহা নির্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পর্যায় বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম প্রকারে দেখিলে আমরা এই বিবেচনা করি যে পূর্বে যাহা ছিল না, এমন কিছু নির্মাণ করা হয় নাই অর্থাৎ জব্যটি নূতন পদার্থ নহে। সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথবা অন্তঃ কার্য দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ দেবতা, মহুত অথবা নারকীর জীবের পরিণত হয়, তখন যদি আমরা পূর্বোক্তিত প্রথম প্রকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে একই জব্যের কোন বিশেষ বিষয় স্বীকারও করা যাইতে

(১৬) "দেবদজদিগুরুপূজায় যেন দাঁড়ি বা হুসীলেহু।

উববাসাদিহু রক্তো হুহোবগঙ্গরপো অঙ্গা ॥ ১০৩ ॥

কুতো হুহেণ আলা তিরয়ো বা হাপুনো ব কেধো বা।

কুতো ভাবদকালঃ লহদি হুহমিন্দিহঃ বিবিহঃ ॥" ১০৭ ॥

(১৭) "অণবঃ কক্ষাক ।" জৈনসং ৪১২৬।

(১৮) "সদ্ব্য লক্ষণঃ । ২২। উৎপাদিব্যারৌবাযুজং সং ।"

জৈনঃ ৪১০ ॥

পাশে, অধীকারও করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সপ্তভঙ্গী-নমের (সাত প্রকার অধীকারবাদের) উৎপত্তি হইয়াছে। তাদ-তিবাদে কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে; তাদান্তিবাদে আবার সেই বস্তুরই অস্তিত্ব অধীকার করা যাইতে পারে। তাদান্তিনাস্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর সত্তা ও অসত্তা প্রচার করা যাইতে পারে। একরূপ বিচারকালে কোন জীবের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে চিন্তা করিলে সেই বস্তুকে তাদব্যক্তব্য বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ কোন কোন সময় তাদন্তি-অব্যক্তব্য, তাদান্তি-অব্যক্তব্য এবং তাদন্তিনাস্তি-অব্যক্তব্য সমভাব হইতে পারে না। উক্ত সপ্তভঙ্গীনমের অর্থ এই যে একই বস্তু সর্বত্র সর্বকালে সর্বপ্রকারে এবং সর্ববস্তুর আকারে বিস্তারিত থাকিতে পারে না। একই বস্তু এক স্থানে থাকিলে অত্র থাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্য সময়ে থাকে না। এই মত দ্বারা একরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, জীবের কোন নিশ্চয়তা নাই, কেবল মাত্র সমভাবা নইয়া আমানিগের কাল কাটাইতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বৃত্তিতে হইবে যে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি সত্য; সর্বত্র, সর্বপ্রকারে ও সর্বকালে নহে।

জীববিশেষ ও তাহার গুণ। জীব জীব এবং অজীব এই দুইভাগে বিভক্ত। জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানময়, আর অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য। অচেতন পঞ্চবিধ যথা—পুংগল, ধর্ম, অধর্ম, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ দুই ভাগে বিভক্ত—লোক এবং অলোক। লোক জীব এবং প্রথম চারিপ্রকার অচেতন পদার্থ-পরিপূর্ণ; অলোক শূন্য। কতকগুলি গুণকে মূর্ত অর্থাৎ ইঞ্জিরগ্রাহ্য, অপরগুলিকে অমূর্ত অর্থাৎ ইঞ্জিরগ্রাহ্য কহে। পুংগলের জীবের গুণাবলী মূর্ত, অপর জীবের গুণরাশি অমূর্ত। আকাশের একটা বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। কোন জীবের অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অত্র বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্মগুণে জীবের সহিত সংস্পর্শে পুংগল প্রচালিত হয়। অধর্ম গুণে জীব পুংগল স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কালগুণে জীবের পরিণাম উৎপন্ন হয়। জীব অথবা আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত প্রকৃতির তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব অবস্থার জীব অথবা আত্মার চারি প্রকার প্রাপ্ত আছে, বলা

১ ইঞ্জিরপ্রাপ, ২ বলপ্রাপ, ৩ আত্মপ্রাপ, ৪ প্রাণাপান-প্রাপ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটা পঞ্চ-বিভীয়ায় বিভিধ। সর্বত্র ১০ প্রকার প্রাপ। পুংগল হেতু চারিপ্রকার প্রাপের উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং ঘেব থাকার পুংগল জাত কর্মে ও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হর এবং কর্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্মফল ভোগ করিবার কালে অজ্ঞাত কর্মবন্ধন লঙ্ঘিত করিয়া ফেলে। যে পর্যন্ত আত্মা শরীর এবং অজ্ঞাত বাহ্য জীবের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে না পারে, সে পর্যন্ত কর্মদ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুংগলজাত কর্ম এবং নাম হেতু আত্মা দেব, মনুষ্য, পশু প্রকৃতি অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাহ্য সকলই পুংগলের কল এবং পুংগলজাত কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুংগল হইতে কর্মের উৎপত্তি এবং কর্ম আত্মার বন্ধনধরূপ; কারণ আত্মা পুংগলের গুণাবলী দেখিতে ও বৃত্তিতে সমর্থ এবং পুংগল স্রষ্ট জীবের প্রতি কামনা বা ঘেব করিতেও অসমর্থ (২৫)।

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎপাদন করে। যদিও আত্মা পুংগলের লহিত সংস্পর্শে, তথাপি আত্মা দ্বারা পুংগলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্মা কামনা অথবা ঘেব জন্ত জ্ঞানাবরণাদি দ্বারা শুভ অথবা অন্তত অবস্থার পরিণত হইলে পুংগল অষ্টবিধ কর্মে পরিবর্তিত হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংস্পর্শে হওয়ার কর্মে আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাগঘেবমোহযুক্ত পরিণামই আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুংগলের ক্রিয়া।

(২২) “শরীরবায়নঃ প্রাণাপানঃ পুংগলানাং।” জৈনস্মৃ. ৫।১৯।

(২৩) “আনা কাম্মলিমসো ধারদি পাণে পুণো পুণো অগ্গে।

ণ জহাদি আব মমত্তি দেহপথাগেহু বিসয়েহু।”

অব. ২।২৪।

(২৪) “গরগারয়ত্তিরিরহুরা স্ঠাণালীহিং অরহা জায়ে।

পজ্জারা জীবাপং উদয়হু হি গামকম্মসু।” ২।২৭।

(২৫) “মুক্তো ক্রবাদিগুণো বদ্ধাদি কাসেহিং অরমমেহিং।

তব্বিবরীন্দো অপ্রা বদ্ধদি কিঞ্চ পুংগলং দরং।” ২।৪৭।

ক্রবাদিএহিং রহিলো পেচ্ছদি জাণাদি ক্রবদাদীদি।

দরাদি গুণে য অথ তথ বরো তেণ জাহদি।” ২।৪৮।

(২৬) “কুরে সহাবরাদা হবদি হ কত্তা লগল্স ভাবল্স।

পোগগল্সকমরারং ৭ হ কত্তা সচ্ছভাবাপং।” ২।৫৮

(২৭) “পরিপমদি অদা অপ্রা জহদি অরহদি রাগদোল্লুদো।

তং থবিসদি কামররং পাণাবরণাদিভাথেহি।” ২।৬১

(২০) “অজীবকারাধর্মধর্মীকাশপুংগলাঃ।” জৈনস্মৃ. ৫।১।

(২১) “আকাশভাবগাহঃ।” উদাহারিত জৈনস্মৃ. ৫।১৮।

(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিম্ন অধিকৃত জীবের দ্বারা মমতা পরিভ্যাগ করিতে না পারে, বরং আশিষ (এই আশিষ অর্থাৎ নিজের পৃথক অস্তিত্ব) এবং মমত্ব (এইটাই আমার, এই জীবো অস্ত্র কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি রূপ) বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিভ্যাগ করিয়া কুপথগামী হয়। আশি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, আশি জ্ঞানমাত্র; যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আপনাকে আত্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে সর্বদা স্মরণ করিয়া এই ইন্দ্রিয়বিরীকৃত, শরীর, ধন, রত্ন, সুখ, দুঃখ, মিত্র, অমিত্র প্রভৃতিকে নষ্ট এবং আত্মার পবিত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান ও তত্ত্বকে অবিনষ্টর মনে করেন, তিনিই মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, বেব, বাসনা প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাঁহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান আছে; তখন তিনি অন্ধর সুখ ভোগ করেন (২৯)।

বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান, তত্ত্ব, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং তত্ত্বসাধনের উপায় আটটি। বীর্য্যচাচার দ্বারা আত্মার ক্ষমতা পরিস্ফুট ও বিকসিত হয়।

শ্রমণ হইতে ঐহিক ইচ্ছা তিনি যথাক্রমে রূপ ধারণ করি-
বেন। জৈনশাস্ত্র-আদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শব্দ ও শুদ্ধ
হুণ্ডন করিবেন; তিনি কোন প্রকার ধন রত্ন রাখিবেন না;
হিংসা বৃত্তি পরিভ্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন
না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার জীবের মমতা ও সংশ্রব ভ্যাগ
করিবেন, উপযোগিত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে
সর্বদা রত থাকিবেন; তাঁহার কার্য সর্বদাই পবিত্র হইবে;
তিনি আত্মপূর কোন জীব বা ব্যক্তির উপর কোনকালে

নির্ভর করিবেন না (৩০)। পরে তিনি তাঁহার শুদ্ধ উপদেশ
মত সংকারণের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন।
এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত
হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের অবশ্যকর্তব্যের বিষয় নিম্নবক্ত
করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতার ভঙ্গ হইলে
শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হয়। নিয়মগুলি এই—
১ম ব্রত (ক), ২ ব্রতরক্ষার লজ্জা সমিতি (খ), ৩ ইন্দ্রিয়রোধ,
৪ কেশমুণ্ডন, ৫ আবস্তকাচার (গ), ৬ অচেল, ৭
অদান, ৮ ক্ষিতিশূন্য, ৯ অদন্তধাবন, ১০ হিত্তোজল ও
১১ একাহার। সর্বশুদ্ধ ২৮টি বাহ্য আচার আছে (৩১)। যদি
দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম
ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধপ্রক্রিয়া দ্বারা এই দোষ দূর করিতে
হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটিকে আলোচনা কহে। যদি
মানসিক উত্তেজনাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রতা-
চারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রজ্ঞ কোন
শ্রমণের নিকট হাইয়া তাঁহার দোষ স্বীকার করিবেন এবং
সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে কার্য করিবেন। যখন কোন

জ্ঞো এবং আশিতা আদি পরঃ অঙ্গগং বিমুক্তগাং।

সাংগারো গাংগারো খবেদি সো মোহচ্ছগংগং।

জো নিহমমোহগংগী রাগপদোসো খবির সামমের।

হোজ্জং সমসুহচ্ছকে সো সোথুং অথুংগং লহদি।

জো খবিরমোহকলুসো বিসয়বিরভো মণো নিরুজ্জিতা।

সমবহিট্টো সহাবে সো অঙ্গাংগং হবদি আদা। ২৩৬০-৭০।

(৩০) “অথ আদানবজাদং উদ্বাদিসকলমঃসুগং সুজং।

রহিদং হিংসারীদো অঙ্গিকমঃ হবদি শিলং ৩।৪।

মুচ্ছারভবিজুং জুজং উবওগজোগসুজীহিং।

শিলং ৭ পরাবেথুং অগুণবৃত্তবারণং জেনং ৮” ৩৫।

(ক) ব্রত অথবা মহারত পঞ্চবিধ যথা—১ অহিংসা, ২ সত্য (সত্য ও
প্রিয় কথা) ৩ অস্তের, ৪ ব্রতচর্য (সত্যব্রত), ৫ আত্মিকতা (ব্রতব্রত)।

(খ) ১ ইচ্ছাসমিতি অর্থাৎ ব্রত, পণ্ড, পণ্ডিত প্রভৃতি যে পথে বার
সেই পথ দিয়া গমন এবং কোম লোভের দ্বারা বাহ্যে না গটে তদ্বিধে
সতর্ক; ২ ভাবাসমিতি অর্থাৎ ব্রত, প্রিয়, সাধু ও ভাষা কথা কহা;
৩ এতদাসমিতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাণপান্যমের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে
ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ আত্মনিরূপণাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষাপূর্বক
বর্ষাচরণের জন্য ব্রতগ্রহণ ও রক্ষণ; ৫ পরিহাসনাসমিতি অর্থাৎ নির্জন
স্থানে প্রকৃতির কার্যসমাপন।

(গ) আবস্ত্যক আচার হরতি—১ সামান্তিক, ২ তুচ্ছবিপত্তিত্ব,
৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রমণ, ৫ প্রত্যাবাসন, ৬ কারোৎসর্গ।

(৩১) “বদসমদিদ্বিরমো গোভাবত্কমচেলসমহাং।

বিসিসরবদবৎগং বিদিতোপদমেরভজং ৮।

(২৮) “পরিণামাসো বজো পরিণামো রাগদোসমোহচ্ছো।

অসুহো মোহপদোসো সুহো ব অসুহো হবদি রাগো ৥” ২৫৪

(২৯) “এসো বদসমাসো জীব্যংগং পিচ্ছএং নিচ্ছিট্টো।

অরহত্তেণ জীবাং ব্যবহারো অরহা তপিসো ॥

৭ অহদি জো হু মমত্তি অহং মমেত্তি দেহববিপেজু।

সো সামন্তং চত্বা পড়িবো হোই উমগুং ॥

গাং হোমি পরেসিং ৭ যে পরে সত্তি গাংমহমেকো।

ইদি জো আদমি ঋণে স অঙ্গাংগং হবদি বাদা ॥

এবং গাংগাংগং হংসগুংগং অভিদিরমহৎ।

ধুবমচলমগাংগং মরোহিং অঙ্গাংগং সুজং ॥

দেহো বা দমিবা বা সুহচ্ছকা বাব সতুবিজজা।

জীবসল স সত্তি থুবা ধুবোবওসগাংগো জাং ॥

শ্রমণ একা অথবা অল্প শ্রমণের সহিত বাস করেন; তখন কাহাতে তাহার ব্রত তদ্ব না হয়, তথিবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং তাহার পবিত্র আত্মা ব্যতীত অল্প কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সৰ্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম ও জ্ঞানশিক্ষার রত হন এবং অষ্টা-বিংশ প্রকার অবস্ত কৰ্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি তাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অল্প বিষয়ে আসক্তি বন্ধনবন্ধন; সুতরাং শ্রমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে কৰ্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে যে স্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বাহাতে তাহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ অন্তরায় না হয়, এরূপ জ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরু উপদেশ, বিনয় এবং স্মৃত্যধ্যয়ন শিক্ষা করা কৰ্ত্তব্য; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। "যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। শরীর না থাকিলে উন্নতির সহায় সৰ্ব্বপ্রকার বিনয় শিক্ষা করা যায় না; সুতরাং শরীর রক্ষা করা কৰ্ত্তব্য এবং তজ্জন্ত আহার গ্রহণ করা উচিত।

জৈনশাস্ত্রে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়া যদি তিনকা দ্বারা খাদ্য লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার খাদ্য ভোজন করেন, তাহা অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহার বিহার করেন ও কবায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুতে প্রেম ও ঘৃণা) হইতে পরিস্কৃত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিন্তা-কুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিতেও তাহার বীতশ্পহ।

মোক লাভ করিতে হইলে আর একটি বিষয়ের প্রয়োজন। যিনি একটা মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ বলা যায়। জ্রব্যের প্রকৃতি সত্ত্বে বাহার নিশ্চয়-জ্ঞান অসি-রাইছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন। এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ করা যায়; সুতরাং আগম অধ্যয়ন করা অতিশয় কৰ্ত্তব্য। যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন

নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রকৃতি এবং আত্মের বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। জ্রব্যের প্রকৃতি অবগত না হইলে কেহ কৰ্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। জ্রব্য ও তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রমণগণ আগমপাঠে তাহা জানিতে পারেন।

আগমে বৈরাগ্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ জ্রব্যে জ্রব্য বৃদ্ধিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংযম লাভ করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ হওয়া যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই কেহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না—আগমে বস্ত্র সত্ত্বে বাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আহার কেবল আগমে বর্ণিত বিবর বিশ্বাস করিলেও কাহারও নির্বাতি হয় না, এই জন্ত সংযম শিক্ষা করা কৰ্ত্তব্য। এই জন্তই জৈনশাস্ত্রে ত্রিরত্নের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ম জ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তুর জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাৎ আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ৩য় চারিত্র অথবা ধর্ম অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা (সংযম)।

যদি কাহারও শরীর অথবা অল্প কোন জ্রব্যে ঈবৎ আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা করিলেও তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ পঞ্চসমিতি এবং তিন গুণ্ডি সমাক্ষ আচরণ করিয়াছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ ও কবায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সংযত বলা যাইতে পারে। শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, গীলা, প্রশংসা, অর্বাণ, মুক্তিকা তাহার নিকট সকলই সমান। যিনি গুণগত দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই শ্রমণের বথার্থ প্রকৃতিসম্পন্ন।

শুভোপযোগী শ্রমণগণ আশ্রব-সম্পন্ন; শুভোপযোগী শ্রমণ-বিমুক্ত। শুভোপযোগী শ্রমণদিগের কৰ্ত্তব্য কার্য এইরূপ—অর্হৎদিগের উপাসনা, শিক্তিদিগের প্রতি কৰুণা, প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্জনা, তাহাদিগকে অত্যাধনা-কালে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদিগের প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন প্রচার, শিষ্যগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে অর্জনা করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিহার, চারিত্রেণীর প্রাবক, শ্রাবিকা, বতি, আৰ্য্যা এবং শ্রমণ সম্মদ্যারের বথাসাধ্য উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিন-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা না করিয়া সকলকে দয়া এবং কোন শ্রমণকে ঘোষণা, সুখা

এসে থসু মূলগুণা সমপাণং জিনবরেহিং পরস্তা।

তেহু পমত্তো সমপো ছেদোবট্টাবগোহোহি ॥" ৩৭-৮।

(৩২) "জস অগেনপমত্তা তং শি তও তরুড়িহগা সমপা।

অগং তিথকমগেনপমত্ত তে সমপা অগাহারা ॥" ৩২-৬।

ফুফাত্তর দেখিয়া অথবা পরিপ্রাক্ত দেখিলে তাহার বধীসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য। এইরূপ আচরণ প্রথমশিক্ষার পক্ষে উত্তম; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্যক এবং এই আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পক্ষোক্ত ভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন। প্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাঁচটা রত্নের বিবরণ লিখিত হইয়াছে—১ সংসারতত্ত্ব, ২ মোক্ষতত্ত্ব, ৩ মোক্ষতত্ত্বসাধক, ৪ মোক্ষতত্ত্বসাধন, ৫ শাস্ত্রকল্যাণত।

যে ব্যক্তি জিনধর্মগত ধারণা করিতে অক্ষম এবং তাহার নিজের মতকেই প্রকৃতধর্মমত বলিয়া বিশ্বাস করে, সে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তির আচরণ সৎ, ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও বাহ্যিক মন সর্বদা শান্ত, তিনি শীঘ্রই মুক্ত লাভ করেন। যে ব্যক্তি সকল বিষয় প্রকৃতরূপে অবগত আছেন, আশ্রমের বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-স্বপ্নের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রকৃত ভ্রমণ; কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও প্রকৃত জ্ঞান অবগত আছেন এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্লিপ্ত প্রাপ্ত হন।

পদ্মপ্রভমলধারিদেব কৃত 'নিয়মসার,' আশাধর কৃত 'ধর্মসমুদ্র,' সকলকীর্তি-রচিত 'তত্ত্বার্থসারবীণক' এবং শুভচন্দ্র কৃত 'পাণ্ডব-পুরাণে দিগম্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

শেখোক্ত পুস্তকে অনিত্যাহুপ্রেক্ষাদি দ্বাদশ প্রকার অহু-প্রেক্ষা বা চিন্তার বিবরণ লিখিত আছে। ১ম অনিত্যাহুপ্রেক্ষা (প্রত্যেক জীবাই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণাহুপ্রেক্ষা (মিরা-শ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারাহুপ্রেক্ষা (আত্মা অনবরত মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতেছে), ৪র্থ একদ্বাহুপ্রেক্ষা (একমাত্র আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে), ৫ম অজ্ঞাহুপ্রেক্ষা (শরীর, আত্মীর বহুবাক্যব সকলই আত্মা হইতে পৃথক), ৬ষ্ঠ অণুচিন্তাহুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের সহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং আত্মা শরীরের সহিত মিলিত হওয়ার অপবিত্র হয়, অতরংগ সমস্ত পরিভাষা-পূর্বক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়ারই বিধেয়), ৭ম আশ্রমাহুপ্রেক্ষা, ৮ম সধরাহুপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জরাহুপ্রেক্ষা, ১০ম শোকাহুপ্রেক্ষা (হরি কিংবা হর কর্তৃক লোক-লুই বা রক্ষিত নয়, ইহা অসাদি), ১১শ দ্বন্দ্বাহুপ্রেক্ষা (আত্মা তির তির শরীরে বহুকাল যাস করে), ১২শ অসং-শরীর ধারণ অতি-শর দ্বন্দ্ব, অসং শরীর লাভ আত্ম-করকর, অসং শরীরে অসং ও পবিত্র যন প্রাপ্ত হওয়া সর্বোৎকর্ষ সাধ্য), এবং ১৩শ ধর্মাহুপ্রেক্ষা।

প্রাচ্যের সমাগমদর্শন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। প্রাচ্যের মধ্যমাসে "প্রভৃতি" পরিভাষা করিতে হয়। প্রভৃতি শব্দে এইগুলি বুঝায়—চন্দ্রাধারে রক্ষিত জল, তৈল, দ্রব্য, মধু, নবনীত, শুভ্রলম্ব, রাসিকোজল, উদ্ভব, দ্রব্য, বেড়া অথবা পরজীৱস, মৃগা, চৌধা, পলাতু ইত্যাদি।

ব্রতধারী প্রাচ্যগণ তিনপ্রকার ব্রতচরণ করিয়া থাকেন—১ পঞ্চ অগ্নিব্রত, তিন শুণ্ডব্রত, চারি শিকাব্রত।

পঞ্চ-অগ্নিব্রত। যথা—অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও আকীর্ণতা বা অপরিগ্রহ। (খোতাধর মতে ইহাই পঞ্চ মহাব্রত।) [পরে খোতাধর মত দেখ।]

শুণ্ডব্রত—১ম দিগ্বিরতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থো-পার্জনীয় জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সকল দেশে গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপথ্যান অর্থাৎ অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, তাহাদিগের জীবিত প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ-দর্শন। ২ পাণোপদেশ অর্থাৎ ক্রুদি, পণ্ডচারণ, ব্যবসায়, জীপুরুষসম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ প্রদান। ৩ প্রমাদচর্যা অর্থাৎ বিনা অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বাতাসে কোনরূপ কার্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিভ্রাল অথবা তৎসদৃশ কোন প্রাণীপালন, নোহাঙ্গের ব্যবসায়, তিল অথবা তৈলাঙ্ক জব্য চূর্ণিত হইলে পর যে সামান্য মূল অংশ থাকে তাহা এবং অহিকেন অথবা অজ্ঞ কোন বিদ্যাক্ত জব্য গ্রহণ। ৫ হুঃপ্রতি অর্থাৎ আত্ম-উৎপাদনকারী শাস্ত্রপাঠ, পরিহাস ও নীচ ব্যক্তাত্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইজ্জতাল ও মদ্রবলে অজ্ঞকে বশীভূতকরণ, প্রেমমীতি বা রতিশাস্ত্র পাঠ ও প্রবণ এবং অস্ত্রের প্রতি প্রবৃত্তি তিরস্কার ভ্রমণ।

৩য় শুণ্ডব্রত ভোগোপভোগ-পরিমাপ অর্থাৎ অবস্থানসারে খাদ্য তণ্ডুল ও বস্ত্র-ব্যবহার।

শিকাব্রত।—১ম, সাময়িক অর্থাৎ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে কোন নির্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে কৃতাক্ষিপণ্টে ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া বস্তুকণ পায় বায় তত্ত্বকণ অবস্থান। এইকালে সকল প্রকার পাপ চিন্তা হরীভূত করিয়া জিনের কাঁকে মনঃসংনিবেশ করিতে হয়। এই সময় বসনাদি আভ্যন্তরিতত্ত্ব ও আত্মার পবিত্র উচ্চ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।

২য়, প্রারম্ভ অথবা প্ৰথম অর্থাৎ ভান, কৈলাস জব্য,

অলঙ্কার, ক্রীড়ন, গন্ধ ও আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, একাশন অথবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পাত্ৰমাত্র আহার।

৩য়, অতিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্রদায়কে খাও, ঔষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান। উক্ত তিন শ্রেণী যথা মহাব্রতচারী, শ্রাবকব্রতচারী ও সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসী। ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণব্রত অমুসায়ে যে যে স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও ইচ্ছিতগ্রাহ্যবস্তুসম্বন্ধে সংযম এবং বস্ত্র ও অস্ত্রাভিভোগ্য বস্ত্র সম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসনা ও পাপ বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য।

যে ব্যক্তি প্রশান্ত অন্তঃকরণে কায়েৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি সামাজিক ব্রতধারী।

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দ্ধমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ দিবসে অপরাহ্নে জিনমল্লিরে গমন করিয়া বাহু আচার পালন করেন এবং পান, ভোজন, আশ্রয়দান ও লেহন পরিত্যাগ-পূর্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্য পরিত্যাগ এবং সমস্ত রাত্রি ধর্মচিন্তা করেন, প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ববিধ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিনযাপন ও বন্দনার কার্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ করেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চনা পালন, এবং তিন সম্প্রদায়ভুক্ত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষ্যব্রতধারী বলা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বকুল, মূল অথবা পল্লব ভক্ষণ করেন না, তাহাকে সচিব্রতবিরত কহে।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি ক্রীড়িষয়ে আসক্তিশূন্য, তাহাকে ব্রহ্মব্রতি-শ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি নিজে কোন কার্যের ভারগ্রহণ করেন না কিম্বা অপরকে কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন না, তাহাকে ভ্যাক্তারন্ত কহে।

যে ব্যক্তি পাপ বিবেচনার সমস্ত বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নিগ্রহশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়া সাংসারিক কার্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু মুখাহুত্ব হইবে বলিয়া তাহা করেন না, তাহাকে অমুমনবিরত শ্রাবক কহে।

যিনি বিনা প্রার্থনার অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রবিহিত খাদ্য গ্রাপ্ত হন, সেই খাদ্য যদি প্রাপ্তকালে ৯ প্রকার

দোষ রহিত হয় এবং তাহা যদি কার, বাক্য অথবা মন দ্বারাও আশী করা না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ করেন, তবে তাহাকে উদ্বিষ্টাহারবিরত কহে।

দিগম্বর বস্ত্রের সম্বন্ধে ১০টি বিধি আছে—উত্তমকমা, উত্তমমার্দব, অর্জব, শৌচ, লজা, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য।

চুলিকা অর্থাৎ হাদশ প্রকার তপ যথা—১ অনশন, ২ অব-মোদার্থ, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্ত-শয্যাসন, ৬ কায়রেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশপ্রকার), ৮ বিনতি (৫ প্রকার), ৯ বৈরাগ্য, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কামোৎ-সর্গ এবং ১২ ধ্যান। তপ অভিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি সংযমের অন্তর্গত। অস্ত্রাভি গ্রহে লিখিত দিগম্বরদিগের বিধের আচারাবলী ভগ্নের কোন না কোন বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঋতাহার সম্প্রদায়ের মত। ঋতাহারদিগের প্রধান জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, প্রাপ্ত জৈনধর্ম জানিতে হইলে এই কয়টি বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যিক—

তত্ত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্ত্বস্বরূপ, কুগুরুতত্ত্বস্বরূপ, ধর্ম-তত্ত্বস্বরূপ, গুণস্থান, সম্যকদর্শন ও চারিদিকস্বরূপ। এতদ্বিত্ত শ্রাবকচার জানাও জৈনসাধুরূপের অবশ্য কর্তব্য।

তত্ত্বস্বরূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্ত্বস্বরূপ বা দেবতত্ত্বস্বরূপ বলা যায়। ইহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। [তীর্থঙ্কর শব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুদেব স্বরূপ। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে ক্রী, অজ্ঞানত্ব ও অক্ষমালাদি চিহ্নে কলঙ্কিত, নিগ্রহ ও অহুগ্রহপরায়ণ, শাস্তপন অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অট্টহাস, উপদ্রবাদি দোষে দূষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে না (৩০)। অথবা যে ক্রীড়ন, কাম, ঘেব, আয়ুধ, অন্ধ-হত্যাদি, অশৌচ ও কমণ্ডলুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্‌বলা যাইতে পারে না, এই জন্তই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। অনেকান্তজরগতাকা, সম্মতিতর্ক, হাদশারনয়চক্র, প্রমাণ-পরীক্ষা, ধর্মসংগ্রহী, তথার্থস্বয় প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। মূল কথা কামী, ক্রোধী,

(৩০) “যে ক্রীড়নাক্রিয়াদিরগতকলঙ্কিতঃ।

নিগ্রহাহুগ্রহপরা ত্তেদেবাঃ সূর্য্যন মুক্তয়ে।”

(৩৪) “ক্রীড়নঃ কামমাত্রে ঘেবঃ চায়ুধসংগ্রহঃ।

ব্যামোহং চাক্রহুয়াদিরশৌচক কমণ্ডলুঃ।”

হলী, ধূত, বস্ত্রী ও পরদ্রীগমনকারী, নরক, গায়ক, ভ্রমধারী, মালাঙ্গপকারী, বুদ্ধকারী, ডমরু আদি বাজকারী, বর বা অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে রেশকারী এইরূপ ১৮টা লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ থাকিলেও তাকে কুদেব বলা যায়।

শুভ্রর ব্রহ্মণ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও পালন করেন, আপদে বিপদেও যিনি ধীর, ধর্ম ও শরীর-রক্ষার্থ কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ জব্য পরিমিত আহার করেন, রাজ্যিকালের জন্ত অরাজক রাখেন না, ধর্মসাধন উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগদ্বৈষাদি রহিত হইয়া জিনধর্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই শুভ্র-পদবাচ্য (৩৫)।

মহাব্রত। অহিংসা, স্তূত, অস্তের, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব পরিত্যাগ এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)।

অহিংসা—এস অর্থাৎ বীজিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ-কায়, অয়িকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার স্থাবর জীব, প্রমাদপ্রযুক্তও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতি-পাত না করাকেই অহিংসা বলে (৩৭)।

স্তূত—যে কথা শুনিলে অপরের হর্ষ উদয় হয়, যে কথায় লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই স্তূত (৩৮)।

অস্তের—কোন প্রকার অদন্ত বস্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ না করাই অস্তের। অর্থাৎ ই মানবের বাহুপ্রাণ, অদন্ত অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ভ্যাগ মহাব্রত বলিয়া গণ্য (৩৯)।

ব্রহ্মচর্য্য—দেব, তির্থাক্ মহুচ্ছাদি সম্বন্ধীয় কামভোগ করিয়া কামমনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় (৪০)।

অপরিত্যাগ—এব্যক্তিকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ

পরিত্যাগের নাম অপরিত্যাগ। কিন্তু বাহার নিকট আপন শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মমত্ব রহিত হইতে না পারিলে অপরিত্যাগ হয় না (৪১)।

ঐ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটির আবার পাঁচটা করিয়া ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না পারিলে মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ—

অহিংসার ভাবনা—১ মনোশুষ্টি অর্থাৎ পাপ হইতে মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহাতি চারি বস্তু ও ৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা না হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা, ৪ দৃষ্ট-গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় বাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অন্নপানগ্রহণ অর্থাৎ অন্নকার স্থানে অন্নপান গ্রহণ না করা (৪২)।

বিভীম মহাব্রত হনুতেরও পঞ্চ ভাবনা। যথা—১ সর্ব-প্রকারে হস্তভ্যাগ, ২ লোভভ্যাগ, ৩ ভয়ভ্যাগ, ৪ ক্রোধভ্যাগ এবং ৫ বিচারপূর্ব্বক কথা বলা (৪৩)।

অস্তেরেরও পঞ্চ ভাবনা—১ম গৃহস্থামীর আদেশ লইয়া তাঁহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্থায়ীর আদেশ লইয়া মল মূলভ্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মধ্যালা হির করা, ৪র্থ পূর্ব্ববাসী সাধুর বিনাদেশে অল্প সাধু তাহার স্থানে বাস না করা এবং ৫ম শুভ্রর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যাদির নিকটও কোন জব্য গ্রহণ না করা (৪৪)।

ব্রহ্মচর্য্যের এই পাঁচটা ভাবনা—১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথবা যেখানে কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ৩য় স্ত্রীক লইবার পূর্ব্ব গৃহস্থ অবস্থার জীসেবনাদি বাহা করা হইয়াছে, তাহা একবারও

(৩৫) “মহাব্রতধরা ধীরা ঠৈকমারোপজীবিনঃ।

সামায়িকস্থা ধর্মোপদেশকা শুরবো মতাঃ ॥”

(৩৬) “অহিংসা স্তূতস্তেরব্রহ্মচর্য্যাপরিত্যাগঃ।

পঞ্চতিঃ পঞ্চভিষুজ্ঞা ভাবনাতির্বিষুজ্ঞে ॥”

(৩৭) “ন বৎ প্রমাদবোগেন জীবিতব্যাপরোপনম্।

জ্ঞানায় স্থাবরাণ্যক্ তদহিংসাব্রতং মভং ॥”

(৩৮) “প্রিয়ং পথ্যং বচনখ্যং স্তূতব্রতমুচ্যতে।”

(৩৯) “অনাদানমদন্তভ্যস্তের ব্রতস্থীমিতঃ।

বাহাঃ প্রাণানুগামার্থে হরভাত্তহতাহিতে ॥”

(৪০) “দিব্যোদারিককামান্য কৃতাহুভিকারিতৈঃ।

মনোবাক্যভব্যভ্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমভ্যম ॥”

(৪১) “সর্বভাবেষু মুচ্ছাস্ত্যাগস্তাদপরিত্যাগঃ।

যদি সংখ্যি জীয়েত মুচ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ ॥”

(৪২) “মনোশুণ্ড্যেবগাদানৈর্বাতিঃ সমিতিভিঃ সদা।

দৃষ্টোন্নপানগ্রহণে নাহিংসা ভাবয়েৎ সুবী ॥”

(৪৩) “হাত্তলোভ ভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্মিরন্তরম্।

আলোচ্যভাবণমপি ভাবয়েৎ স্তূতং ব্রতম্ ॥”

(৪৪) “আলোচ্যাবগ্রহাচ্ছাভীক্যাবগ্রহাচনম্।

এতাবস্মাভমেবৈতদিত্যবগ্রহাধারণম্ ॥

সমানধাষ্মিকৈত্যান্ত তথাবগ্রহাচনম্।

অনুজ্ঞাপি তথা নারী সমস্তেরভাবনা ॥”

মনে না করা, ঐর্ষ্যক্রীড়ার সমগ্রীর্ণ অঙ্গদর্শন অথবা অঙ্গসংস্কার-
পরিভাগ্য, যে মিত্র, মধুর, রক্ত বা অধিক আহারভাগ্য (৪৫)।
অর্থাৎ উদরকে ছর ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ন, দুইভাগ
জল এবং স্তূথে নিঃশ্বাস প্রবাস ফেলিবার জন্য একভাগ
খালি রাখা (৪৬)।

আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ত্রয়ের পাঁচটি ভাবনা। স্পর্শ,
রস, গন্ধ, রূপ ও শব্দ এই ইন্দ্রিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাঁচ বিষয়ের
অত্যন্তগাঢ় পরিভাগ্য এবং স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়ের ধেব-
পরিভাগ্য (৪৭)।

জৈনশাস্ত্রকারগণ দিধিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাব্রত ও
পঁচিশ ভাবনা যিনি পালন করিয়া চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য।
এতদ্বির গুরু ৭৬টা চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই।

৭৬টা চরণ যথা—পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্ম,
সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈরাগ্যত্ব, নবপ্রকার
ব্রহ্মচর্য্যগুপ্তি, তিনপ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন
প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ,
এই সর্বগুণ ৭৬ প্রকার।

কাস্তি (কমা), মার্দিব, আর্জব, মুক্তি, তপ, সংযম
(তাগবৃত্তি), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটি
শ্রমণ বা যতিধর্ম (৪৮)। মতান্তরে কাস্তি, মুক্তি, আর্জব,
মার্দিব, তপ, লাঘব, সংযম, বিয়োগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য
এই দশটি যতিধর্ম (৪৯)।

পাঁচ আশ্রবভাগ্য, পক্ষেস্মিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়ী
ও লোভ এই চারি কথায় জয়, মন বচন ও কায় এই তিন
দেহের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদ্ভিদ, অগ্নি, পবন,

(৪৫) “স্বীযতপশ্চমদেহাসিনকুডান্তরোজ্জনাৎ।

সরাগজীকথাভাগ্যাং প্রোগুতত্বতিবর্জনাৎ ॥

স্রীময়্যাক্ষেপসংস্কারপরিবর্জনাৎ।

প্রণীতাত্মনভাগ্যাং ব্রহ্মচর্য্যত্ব ভাবয়েৎ ॥”

(৪৬) “অঙ্গমসপদ সর্বং জগদসু কুজ্জাদবদসুতোভাগে।

বাতপরিবারগুণ্টা ছল্লার উপগং কুজ্জা ॥”

(৪৭) “স্পর্শে রস চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি।

পঞ্চস্ব হীস্মিরার্থে গাঢ় গাঢ়্য বর্জ্জনম্ ॥

এভেধেবামনোজ্ঞে সর্লখা ধেববর্জ্জনম্।

আকিঞ্চনব্রতভেবং ভাবনা পঞ্চ কীর্তিতা ॥”

(৪৮) “বর সমগ ধম্মসংলম্ বেরাবজ্জ চ বস্ত শুভীউ।

নাণাই তিয়ং তব কো হ নিগ্গহাই ই চরণমেয়ং ॥”

(৪৯) “ধত্তির মদবজ্জব স্ত্রী তব সংজমে ব বোধক।

সচ্চং পোয়ং আকিঞ্চপক বস্ত চ জইদমো ॥”

বনস্পতি, বীজিরজীব, জীজিরজীব, চতুরিঞ্জিরজীব ও
পক্ষেস্মির জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা-
সংযম, প্রমোজনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংযম, মনসংযম, বচনসংযম
ও কায়সংযম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫০)।

আচার্য্য, উপাধ্যায়, তপস্বী, শিষ্য, মান (অরাহি রোগ-
সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ, সত্ত্ব (অর্থাৎ সাধু, সাধ্বী,
শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গজ,
এই দশের যথাযোগ্য সেবাপুঞ্জর্য্য ও পালন করার নাম
১০ দশ বৈরাগ্যত্ব (৫১)।

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশাদি থাকে), ক্রীপ্রসঙ্গ, ক্রীশ্রুট,
নিষিদ্ধস্থান, ইঞ্জির, কুডান্তর, পুরুজীড়া, প্রণীত, অতি
মাত্রাহার ও বিতুষণ, এই নয়টি ব্রহ্মচর্যের গুপ্তি (৫২)।

বাদশাল, বাদশোপাল, প্রকীর্পক ও উত্তরাধিকারনিশিষ্ট
পাঠে বাহা দ্বারা জানাবরণীর কর্মকরহর এবং বাহা দ্বারা যথার্থ
বস্তুর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, শাপ,
আশ্রব, সংবর, নির্জয়া, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তত্ত্বের (৫৩)
উপর বিশ্বাস স্থাপন বা তত্ত্বচরিত্র নাম দর্শন।

সর্বপ্রকার পাপকর্ম বুদ্ধিরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার
নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার দুই প্রকার—দেশবিরতি-
চারিত্র ও বিরতিচারিত্র। অনশন (অমাহার), ব্রত, নানা-
প্রকার অভিজ্ঞহকরণ, রসভাগ্য, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই
ছয় প্রকার বাহু তপ; প্রায়চিত্ত, বিনয়, বৈরাগ্যত্ব, দ্বাধ্যায়,
ধ্যান ও ব্যাসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যাসের তপ (৫৪)।

(৫০) “পঞ্চাসবা বিরমণং পঞ্চিমিয়া নিগ্গহো কসার জউ ॥

দণ্ডতয়সু বিরই সন্তরসহা সংজমো হোই ॥”

“পুটবিদগ অগণি মাকুর বণসই বিতি চউ পণিলি অজীবা।

পহ প্লেহমপহ্ণ পরিঠবণ মণো বজ্জৈ কাএ ॥”

(৫১) “আয়রিয় উবজ্জাএ তবসুসি সেহে গিলাণ সাহসু।

সমগোয়ং সংযকুলগণ বেরাবজ্জং হবই দসহা ॥”

(৫২) “বসহি কহ নি সিহিল্লির কুডন্তর পুঞ্চকীলির পণীএ।

জইমায়াহার বিতুসণাই নব বস্ত শুভীউ ॥”

(৫৩) “জীবাজীবো পুণ্যাপাণে আশ্রবঃ সংবরোপি চ।

বন্ধো নির্জয়ং মুক্তিরেবং ব্যাধ্যাধুনোচ্যতে ॥”

(বিবেকবিশ্বাস।)

যেতাবেরো উক্ত নবতত্ত্ব বীকার করেন। তাহাদের নবতত্ত্ব নামক
এই বিদ্বত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু বিপদযেরো সাতটি মাত্র তত্ত্ব
বীকার করেন, তাহা পূর্বে লিখিয়াছি।

(৫৪) “অণসণ স্গোয়রিয় বিজীসংখেবণ রসজ্জাউ।

কায়কলেসো সংলীপয়া ব বন্ধো তযো হোই ॥

পারচ্ছিত্তং বিণট বেরাবজ্জং তভেব সজ্জাউ।

জাণং উসগুগোবির অযুত্তিরত তযো হোই ॥”

জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য করা যায়, তাহা চরণ, এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে করা হয়না, তাহাকে করণ বলে।

৭৬ প্রকার করণ। যথা—৪ পিণ্ডবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইজ্জিন্নিরোধ, ২৫ প্রতিশোধনা, ৩ গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)।

আহার, উপাশ্রয়, বস্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্তুর ৪২ প্রকার দূষণ রহিত করিয়া লওয়ার নাম পিণ্ডবিশুদ্ধি *।

সম্যক আগম অহুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি। সমিতি আবার পাঁচপ্রকার—ঈর্ষাসমিতি, ভাষাসমিতি, এবণা-সমিতি, আদাননিক্শেপসমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব রক্ষার নিমিত্ত আগমসূত্রসারে বলয় নাম ঈর্ষাসমিতি। পাপ রহিত, সন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষাপ্রয়োগের নাম ভাষাসমিতি। বিরাজিত প্রকার দূষণরহিত আহারাদি গ্রহণ করার নাম এবণাসমিতি। আসন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি তাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপূর্বক গ্রহণ করা ও রাখাকে আদাননিক্শেপসমিতি এবং পুরীষ মুত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা শরীরের অহিতকর, তাহা জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে।

ভাবনা ষাট যথা—অনিত্যভাবনা, অশরণভাবনা, সংসার-ভাবনা, একত্বভাবনা, অশ্রদ্ধভাবনা, অসুচিন্দ্রভাবনা, আশ্রব-ভাবনা, সধরভাবনা, নির্জরভাবনা, লোকত্বভাবভাবনা, বোধিরূপভাব ভাবনা ও ধর্মভাবনা।

ষাটশ প্রতিমা—একমাস হইতে সাতমাস পর্যন্ত এক একমাস বুদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা হইবে। তৎপরে অষ্ট প্রতিমা সপ্তদিব্যারাজ, নবপ্রতিমা সপ্তদিব্যারাজ, দশম প্রতিমা সপ্তদিব্যারাজ, একাদশপ্রতিমা একদিব্যারাজ এবং ষাটশপ্রতিমা একরাত্র প্রেমণ জানিবে। বর্ষাকালে প্রতিকর্ম নাই, সূতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত ষাটশটি প্রতিমা অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে তিনি সংহননযুক্তিযুক্ত, মহাসম্ম ও ভাবিতাত্ম্য বলিয়া গণ্য।

(৫৫) “পিণ্ডবিশোধী সমীক ভাবণ পড়িমা ইজ্জিন্নিরোধো।
পড়িলেহ গুপ্তীউ অভিগ্গহ চেব করণ তু ॥”

* তত্রাবাকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধি, মলসদ্বিকৃত তটীকা, জিববরতহরি কৃত পিণ্ডবিশুদ্ধিগ্রন্থ, জিবপতিহরিকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধি টীকা, বৈমল্যক পুরীকৃত প্রথমসারোয়ার ও সিদ্ধবেদনরিকৃত ভাষার টীকা এবং বৈমল্যক রচিত বোধনাথের পিণ্ডবিশুদ্ধি-বিধির বিস্তৃত ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবচনসারোদ্ধারবৃদ্ধি ও ব্যবহারভাষ্যটীকার উক্ত প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

ইজ্জিন্নিরোধ—পঞ্চ ইজ্জিন্নিরোধ এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ইজ্জিন্নিরোধের নিরোধের নাম ইজ্জিন্নিরোধ। জৈন সাধুগণ বলিয়া থাকেন, ইজ্জিন্নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

গুপ্তি—মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কাশ্যগুপ্তি এই তিন গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অন্তত মন, বচন ও কাশ্যের নিরোধ এবং শুভ মন, বচন ও কাশ্যের প্রবৃত্তিকরণ। মনোগুপ্তি আবার তিন প্রকার—১ম আর্ন্তরৌদ্রধানাহুবন্ধী কল্পনার বিয়োগ; ২য় শাস্ত্রাহুয়ারী পরলোকসাধন ধর্মধ্যানাহুবন্ধী মাধ্যম্য পরিণতি; ৩য় সম্পূর্ণ শুভাশুভ মনোবৃত্তির নিরোধ ও অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্থায়ীভাবমুগ্ধতা।

জব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অহুসারে অভিগ্রহ (প্রতিজ্ঞা) চারিপ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

জৈনতত্ত্বদর্শে লিখিত আছে,—পূর্বকালে যেরূপ গুরু স্বরূপ ছিল, (যাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ দেখা যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার করা হইবে না? পূর্বকালে চতুর্দশপূর্ববর্তী শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতেন, তাহা বলিয়া কি যাহারা নিলীখ, মধ্যম আচারপ্রকর বা বৃহৎকল্পহস্ত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা কি শাস্ত্রমর্ম ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? পূর্বকালে আচারানুসৃত্রের শস্ত্র-প্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিট স্থাপন করিত, এখন কি দশদৈবকালিক স্ত্রের বর্ষ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিত্রের পঞ্চম উদ্দেশ্য অহুসারে পূর্বে যুনি (জৈন সাধু) আহার গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণ্ডেবণা অধ্যয়ন অহুসারে গ্রহণ করিতে পারিবে না? পূর্বে প্রথমে আচারানুসৃত্র তৎপরে উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশদৈবকালিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পূর্বে ছয় মাস তপের প্রারম্ভিত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্তে নিবীপ্রমুখ প্রারম্ভিত গ্রহণ করিবে না? পূর্বকালের যুনির বৃত্তি না থাকিলেও অকল্পই আচার্য বা সাধু মানিতে হইবে, মহিলে ধর্মরক্ষা হইবে না। জীবাহাশাসন-চূর্ণীতে লিখিত আছে—সংযমই প্রধান উপায়। যিনি সংযম লাভ করিয়াছেন, তাহার স্নোভরূপে দোষ স্পষ্ট হইলেও তৎকাল চারিট স্তম্ভ হয় না। ব্যবহার অহুসারে ক্রমতঃ স্তম্ভ হয় বটে, কিন্তু বহু অভ্যাসেরেও সংযম যায় না। এজন্য বহু

নিগ্রহের সেবা করা বিধের (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ঘটে। ভগবতীস্বত্বের পক্ষবিশেষত্বকে বর্জিত করিয়া সংগ্রহীকার অভ্যাসে স্থির লিখিয়াছেন—

বকুশ, শবল ও কবুর এই তিন একার্থবাচী, নিগ্রহকে বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বকুশ ও কুশীল এই দুইপ্রকার নিগ্রহ আছে, পুরোক্ত তিনপ্রকার নিগ্রহ লুপ্ত হইয়াছে। বকুশ নিগ্রহ দুইপ্রকার—উপকরণবকুশ ও শরীরবকুশ। যিনি দ্রব্যপাত্রাদি উপকরণ দ্বারা বিবৃত্ত হন, তাঁহাকে উপকরণবকুশ এবং যিনি হস্তপদ নথ মুখাদি অবয়ব বিবৃত্ত করেন, তিনি শরীরবকুশ। উভয় বকুশের আবার পাঁচ ভেদ আছে; যথা—আভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃত্তবকুশ, অসংবৃত্তবকুশ এবং স্থানবকুশ (৫৭)।

যাহার চারিই কুংসিত তাঁহাকে কুশীল নিগ্রহ বলা যায়। কুশীল দুইপ্রকার—প্রতিসেবনাকুশীল ও কথায়কুশীল। দুইটা আবার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, তপ ও শৃঙ্খল ভেদে পাঁচপ্রকার।

আধুনিক জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে বকুশ ও কুশীল নিগ্রহ বর্তমান, ততদিন জৈন ধর্ম থাকিবে*।

কুণ্ডল। জৈনশাস্ত্রকারগণের মতে—যে সকল বিষয়ের অভিলাষ করে, সর্বত্র প্রযত্ন করে, যে পুত্র কন্যাদির সহিত বাস করে, যে ব্রহ্মচর্য করে না এবং মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাকে কুণ্ডল বলা যায় (৫৮)।

খোতাধরেরা বলিয়া থাকেন, কুণ্ডলের মিথ্যা উপদেশ হইতে ৩৬৩ প্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর ১৮০, অক্রিয়াবাদীর ৮০, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর ৩২ মত। ক্রিয়াবাদীরা বলিয়া থাকে যে কৰ্ত্তা ভিন্ন পুণ্যবদ্ধদি

ক্রিয়া হয় না, এই ভুল আশ্বাস সম্ভার সম্বন্ধেই ক্রিয়া। আত্মাদি নয় পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর, পুণ্য, পাপ ও মোক্ষ এই নয় পদার্থ, একতন্মধ্যে জীব আবার স্তম্ভ: ও পরস্তম্ভ: এই দুই প্রকার, তাহা আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে বিবিধ। শেষে ঐ বিবিধই আবার কাল, জৈবর, আত্মা, নিয়তি ও স্বভাব ভেদে পাঁচপ্রকার।

অক্রিয়াবাদীরা বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পুণ্য পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্তু জগতের সর্ব পদার্থই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাশ হইয়া থাকে। অক্রিয়াবাদীরা আত্মাকে মানে না। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত যথা—জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টা তত্ত্ব, জীবাদি ঐত্যেকটি স্ব ও পরভেদে বিবিধ, ঐ গুলি কাল, জৈবর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও বদ্ব্যভ্যন্তরে ঐত্যেকটি আবার ছয়প্রকার; মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয়াবাদীর মত।

অজ্ঞানবাদীরা বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, তখন পরম্পর বিবাদ বাধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন হইবে, চিত্ত মলিন হইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুরুষের মনে অভিমান আসিবে। কেহ কিছু ভুল বলিলে সে অভিমানে তাহাকে হুই কণা শুনাইয়া দিবে, তাহাতে ক্রমে অহংকার বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাপ উৎপন্ন হইবে, অতএব জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয় না। অজ্ঞানই মোক্ষপাণী। জীবাদি নয় পদার্থ এবং ১ সম্ব, ২ অসম্ব, ৩ সদসম্ব, ৪ অব্যাচাষ, ৫ সদব্যচাষ, ৬ অসদব্যচাষ ও ৭ সদসদব্যচাষ ভেদে ঐত্যেকটি ৭ প্রকার; এই হইল ৬৩। তৎপরে সম্ব, অসম্ব, সদসম্ব, অব্যাচাষ, এই চারি বিকল্প যোগ করিলে সর্বশুদ্ধ ৬৭ প্রকার অজ্ঞানবাদীর মত।

বিনয়বাদীরা বলে, কেবল বিনয় হইতেই মোক্ষ হয়। স্ত্র, রাজা, জাতি, জাতি, স্ববির, অধম, মাতা ও পিতা এই আটটি আবার মন, বচন, কাহ ও দেশ কালভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহারা লিঙ্গ ও শাস্ত্র স্বীকার করে না।

উক্ত ৩৬৩ প্রকার মতাবলম্বীই কুণ্ডল বলিয়া গণ্য।

খোতাধর আচার্যদিগের মতে বৌদ্ধ*, নৈয়ারিক†,

(৫৬) “জা সংজ্ঞয়া জীবো স্তু তাব মূলে শুণ্ডন্তর শুণায়।

ইত্তরিয়চ্ছেয় সংজ্ঞম নিয়ত্তবট সা পড়িসেবী ॥”

(জীবাংশাসনস্বত্ববৃত্তি।)

(৫৭) “উবগব্রণসরীরেহু সুনো দুহা দুবিহোবি হোই পক্ষবিহো।

অভোগ অণাভোগ অসংবুদ্ধ সংবুদ্ধে স্তম্ভে ॥”

(জৈনতত্ত্বদর্শন ধৃত গাথা।)

(৫৮) “সর্বাভিলাষিণঃ সর্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ।

অব্রহ্মচারিণো মিথ্যোপদেশাশুরবো মতাঃ ॥”

* জৈন মতে, শুক্লতত্ত্ববরণ বিবৃত্তভাবে জাপিতে হইলে এই সকল ব্রহ্ম ব্রহ্ম—আচার্যস্বত্ব, ভগবতীস্বত্ব, ওষধিস্বত্ব, কলস্বত্ব, জিতকলস্বত্ব, বসনৈবকলস্বত্ব, দীপ্যভাষ্যস্বত্ব, ব্রহ্মকলস্বত্ব, মহাকলস্বত্ব, মহাকলীশস্বত্ব, হরিকেশের আব্রহ্মকলস্বত্ব ও কলস্বত্ব এই অষ্টটি।

* নন্দীসিদ্ধান্ত, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশদশমহা, অনেকাঙ্কমহাপতাকা, ত্র্যাসদয়াকর, ত্র্যাসদয়াকরব্যতীতিকা প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে।

† জৈনদিগের মধ্যেও অনেক নৈয়ারিক অনুগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভট্টভিলকোপাধ্যায় কৃত ত্র্যাসদয়াকর, ভাস্কর্য্য কৃত ত্র্যাসদয় (ইহার ১৮ বাহি দীক্ষা আছে, তন্মধ্যে ত্র্যাসদয় নামক দীক্ষা এসিদ্ধ) এবং জয়স্বরচিত ত্র্যাসকলিকা পাওয়া যায়। জৈন নৈয়ারিকেরা আবার হিন্দু নৈয়ারিকদিগের বোধ দিতে হাড়েন নাই। সম্মতিতর্ক, নন্দীসিদ্ধান্ত, দ্বাদশদশমহা প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ারিক মতের খণ্ডন আছে।

বৈশেষিক ‡, সাংখ্য §, মীমাংসক ¶, চার্বাক** প্রভৃতি কুণ্ডল মত।

ধর্মের স্বরূপ। যে আত্মাকে হুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, হুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিতা রাখে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম তিন প্রকার—সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্দর্শন, সম্যক্চারিত্র। জ্ঞান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ত্ব অল্পই হউক আর বিস্তার করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক্ বোধ, তাহাকেই সম্যক্জ্ঞান বলে (৫২)।

জীব। নবতত্ত্বের মধ্যে জীব প্রথম। জৈনমতে আত্মা, জীব বা প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্মের কর্তা, কর্ম ফলের ভোক্তা, কর্মবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্ জ্ঞানাদি তিন রত্ন উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্মাংশ দূর করিয়া যে নির্লিপ লাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্মা বা জীব, অল্প লক্ষণকে আত্মা বলা যায় না (৬০)।

‡ ঈশ্বরচর্য্য কৃত প্রমাণকল্পনী, ঘোমশিখাচর্য্যকৃত ঘোমশতী-টিকা ও ঈশ্বরসাচাৰ্য্যকৃত নীলাম্বতীটিকা জৈনমধ্যে এসিদ্ধ। তাৎপার্যবস্তুরী-টিকা ও আশুদীনাংসার বৈশেষিকমতের খণ্ডন আছে।

§ জৈনধর্মের সতে সাংখ্য দুইপ্রকার এক প্রাচীন অপর নবীন। নবীন সাংখ্যেরই অপর নাম শাতগ্রন্থ। প্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, নবীন সাংখ্য ঈশ্বর নীকার করেন।

¶ সম্মতিতর্ক, তাৎপার্যবস্তুরী, আশুদীনাংসা প্রভৃতি অনেক জৈন গ্রন্থে মীমাংসক, বৈদ্যাসিক, চার্বাক প্রভৃতি মত খণ্ডিত হইয়াছে।

** শীলতরঙ্গিণী নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃহস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বালবিধবা ভগিনী ছিল। সেই বালবিধবার বশুরুলে কেহই ছিল না, কাজেই তাহাকে জাতীর কাছে আসিয়া থাকিতে হয়। একি তাহার ভাতৃজারও মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর অনুপমরূপে মুগ্ধ হইয়া বৃহস্পতির লগ্নয়ে কামত্বা বলবতী হইল। তিনি একদিন ভগিনীর সহবাস আর্থনা করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকদিশা ও ধর্মের ভয় দেখাইয়া অসম্মত হইল। বৃহস্পতি হির করিলেন যে উহার মন হইতে পাপের ভয় দূর করিতে না পারিলে তাহার মনস্বামনা সিদ্ধ হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি বৃহস্পতিহর রচনা করিয়া তাহা ভগিনীকে শুনাইলেন। তখন ভগিনীর পাপভয় দূর হইল এবং জাতীর সহবাস করিতে অসম্মত হইল না। ক্রমে তাহাচারে আচরণ সকলেই জানিতে পারিল এবং সকলেই তাহাচারে দিল্পা করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও সর্বদয়কে নিজ মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার মতাবলম্বী হইল। এইরূপে চার্বাকমতের উৎপত্তি হয়।

(৫২) “যথাবহিঃস্তানানং সংক্ষেপাভিত্তয়েণ বা।

যোহববোধস্তমজাহঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥”

(৬০) “যঃ কর্তা কর্মভেদানং ভোক্তা কর্মফলত চ।

সংসর্গা পরিনির্লীতা সছাত্মা নাত্তলক্ষণঃ ॥”

শুদ্ধাত্মানিধি-গন্ধহতীমহাভাষ্য প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, আত্মা বা জীব সর্বব্যাপীও নহে, একান্ত নিত্য কুটস্থ নহে, একান্ত নিত্যাক্ষণিকও নহে, কিন্তু শরীরমাত্র-ব্যাপী কথঞ্চিং নিত্যানিত্যরূপী। তাৎপার্যবস্তুরী, অনেকান্ত-অনুপাতকা প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা বা জীবের সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন ও সংস্থান বর্ণিত আছে।

জৈনশাস্ত্রমতে জীব বা আত্মা দুই প্রকার—এক মুক্ত, অপর সংসারী। এই দুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান-দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত মুক্ত জীব একমুখতা, জন্মাদি ক্লেশবঞ্চিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনন্তবীর্ঘ্য, অনন্ত আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত, নির্লিপকার, নিরঞ্জন ও জ্যোতিঃস্বরূপ।

সংসারী জীব দুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্রুণ। স্থাবর জীব আবার পঞ্চবিধ—পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজস্কায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেক্সিয়-বিশিষ্ট। ত্রুণ জীবও চারি প্রকার—দীপ্ত্রিয়, ত্রীপ্ত্রিয়, চতুরি-প্ত্রিয় ও পঞ্চেক্সিয়।

স্থাবর ও ত্রুণ জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। যথা—আহার-পর্য্যাপ্তি, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়পর্য্যাপ্তি, ঋণোচ্ছাদনপর্য্যাপ্তি, ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপর্য্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি তাহার নাম আহারপর্য্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার নাম শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্দ্রিয়-পর্য্যাপ্তি। এইরূপে অপর পর্য্যাপ্তির নাম হইয়াছে। যে জীবের ঐ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপপর্য্যাপ্তি বলে। দীপ্ত্রিয়, ত্রীপ্ত্রিয় ও চতুরিপ্ত্রিয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্য্যাপ্তি এবং পঞ্চেক্সিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুরিধ মধ্যে অসংখ্য জীব আছে।

স্থাবর ও ত্রুণ জীব জঘন্ত, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্ত, ৫৩০ প্রকার মধ্যম এবং উত্তম অনন্ত। মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্য্যগ্-বাসী, ৩০০ প্রকার মহুয়যোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি।

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় স্বরূপকে অজীব বলে। অজীব ত্রয় পাঁচ প্রকার—ধর্ম্মান্তিকার, অধর্ম্মান্তি-কার, আকাশান্তিকার, পুণ্ড্রান্তিকার ও কাল। ধর্ম্মান্তিকার লোকব্যাপী, নিত্য, অবস্থিত, অল্পী, অসংখ্যপ্রদেশী, জীব ও পুণ্ড্রের গতি অবষ্টমুক্ত। মনে কর মাছ জলে আপন শক্তিতে সাঁতার দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ জল, ঐরূপ জীব ও পুণ্ড্রের গতির সাহায্যকারী ধর্ম্মান্তি-

কার্য। অধর্মাস্তিকারের স্বরূপ ধর্মাস্তিকারের মত জানিতে হইবে। মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বসিতে পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুণ্যগলে অবস্থিত হন, কিন্তু তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্মাস্তিকার।

আকাশাস্তিকারও পূর্ববৎ জানিতে হইবে। বিশেষ এই—ইহা লোকালোকসর্বব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, জীব ও পুণ্যলের থাকিবার অবকাশদাতা।

পুণ্যাস্তিকার পরমাণুর নাম পুণ্যল। যে পরমাণুর ষটটি কার্য তাহাকেও পুণ্যল বলে। এক এক পরমাণুর এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও দুই স্পর্শ হইয়া থাকে। বর্ণ হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে গন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে স্পর্শান্তরে পরিণত হয়। এইরূপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত। পর্যায় স্বরূপ আদি ও সান্ত্বই পরমাণুর কার্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হইয়া পড়ে। বনস্পতি প্রভৃতি পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই পুণ্যল। সকল পুণ্যল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক এই পঞ্চ বর্ণ; তীক্ষ্ণ, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই প্রকার গন্ধ; কঠোর, সুকোমল, হালকা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিকুণ ও ক্লৃণ এই অষ্ট স্পর্শ হইয়া যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদি হয়, তাহাও ঐ সকল মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়া বিচিত্র পরিণাম ঘটে।

সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, নিয়তি, পূর্বকৃত কর্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত লইয়াছে।

পুণ্য। জৈনশাস্ত্রে পুণ্য উপার্জনের ৯টী কারণ লিখিত আছে—

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জলদান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বস্ত্রদান, সেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থানদান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ গুণিজনের দেখিয়া মনসস্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণিলোকের প্রশংসা, কারপুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কারপুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১)।

• জৈনশাস্ত্র অতি উত্তমরূপে জাণা না থাকিলে ধর্মাস্তিকারের প্রকৃত ভাব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

(৬১) “অন্নপুণ্যে পানপুণ্যে বস্ত্রপুণ্যে সেনপুণ্যে শয়নপুণ্যে মনপুণ্যে বচনপুণ্যে কারপুণ্যে নমস্কারপুণ্যে।” স্থানান্তর।

পুণ্যের কল ৪২ প্রকার। যথা ১ শান্তাবেনদনীর, ২ উচ্চগোত্র, ৩ মহামুগতি, ৪ দেবগতি, ৫ মহামুগতী, ৬ দেবামুগতী, ৭ পঞ্চেন্দ্রিয়ভাতি, ৮ ঔদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১০ আহারক, ১১ তৈজস, ১২ কার্ষণ (শেবোক্ত পঞ্চ) শরীর, ১৩ ঔদারিক অকোপাল, ১৪ বৈক্রিয় অকোপাল, ১৫ আহারক অকোপাল, ১৬ বজ্রবভননারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরঙ্গসংহান, ১৮ বর্ণকৃষাদিক, ১৯ রসতিক্রাদিক, ২০ গন্ধসুরভাদিক, ২১ স্পর্শমুহাদিক (শেবোক্ত চার) প্রকৃতি, ২২ অন্তরঙ্গপু, ২৩ পরাষাত, ২৪ উচ্ছাসনলক্ষি, ২৫ আতপ, ২৬ উজ্জ্বাত, ২৭ সুবিহা-যোগতি, ২৮ নির্মাণ, ২৯ জস, ৩০ বাদর, ৩১ পর্যাপ্ত, ৩২ প্রত্যেক, ৩৩ হির, ৩৪ শুভ, ৩৫ স্তবগ, ৩৬ সুবর, ৩৭ আদেয়, ৩৮ বশ, ৩৯ তীর্থঙ্কর, ৪০ তির্থ্যাগু, ৪১ মল্লব্যাগু ও ৪২ দেব্যাগু।

পাপ। পুণ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্তকের নাম পাপ, ইহা আয়ার সহিত সম্বন্ধ ও কর্মপুণ্যলরূপ।

পাপ ১৮ প্রকারে বাঁধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিভক্ত। যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ, ২৬ মোহিনী-প্রকৃতি, ৩৪ নামকর্মপ্রকৃতি, ১ আশান্তাবেনদনীর, ১ নরকায়, ও ১ নীচগোত্র।

প্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচপ্রকার—অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, মনঃপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের যাহা আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ। জ্ঞানাবরণ পাঁচপ্রকার—মতি-জ্ঞানাবরণ, শ্রুতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্যায়জ্ঞানাবরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে মনঃপর্যায়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্যায়জ্ঞানাবরণ এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবলজ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের ঐ পাঁচ প্রকৃতিই পাপ-রূপ জানিবে।

পাঁচপ্রকার অন্তরায়কর্ম যথা—দানান্তরায়, লাভান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় এবং বীৰ্য্যান্তরায় এই পঞ্চবিধ প্রকৃতিই পাপরূপ।

দর্শনাবরণ কর্মের ৯ প্রকৃতি যথা—১ চক্ষুদর্শনাবরণ, ২ অচক্ষুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, এ ছাড়া পঞ্চ নিজ্রা। পঞ্চ নিজ্রা যথা ১ নিজ্রা, ২ নিজ্রানিজ্রা, ৩ প্রচলা, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ ত্যানন্ধি। যে চৈতন্যকে অতি কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিজ্রা, সামান্য করতালীর

শব্দে এই নিদ্রাভঙ্গ হয়। যে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না, তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও স্থবে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলাপ্রচলা। আত্মার শক্তি যে নিদ্রায় পিণ্ডীভূত হয়, তাহার নাম ত্যানন্ধি। যে কৰ্ম্ম দ্বারা ঐরূপ নিদ্রা আসে, তাহাকে ত্যানন্ধিকৰ্ম্ম বলে। এইরূপ নিদ্রাবহায় জীব বহু কার্য সমাধা করে বটে, কিন্তু তাহার কোন সংবাদ রাখেনা।

মোহ। বদ্বারা তত্ত্বার্থপ্রকার বিপরীত ফল উৎপাদন করে, তাহাই মোহ। মোহ কৰ্ম্মের উত্তরপ্রকৃতি মিথ্যাত্ব। এই মিথ্যাত্ব অতিগ্রহিক, অনতিগ্রহিক, সাংসারিক, অতিনিবেশিক ও অনাতোগাদি ভেদে বহুপ্রকার। কথার মোহ ১৬ প্রকার—অনন্তাহুবন্ধী ক্রোধ, অনন্তাহুবন্ধী মান, অনন্তাহুবন্ধী মায়া, অনন্তাহুবন্ধী লোভ, অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, অপ্রত্যাখ্যানী মান, অপ্রত্যাখ্যানী মায়া, অপ্রত্যাখ্যানী লোভ, প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী মান, প্রত্যাখ্যানী মায়া, প্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজলনক্রোধ, সংজলন মান, সংজলন মায়া এবং সংজলন লোভ।

এতদ্ভিন্ন নোকথায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্রকৃতি নয় প্রকার যথা—১ জীবদে অর্থাৎ তনুকক্ষাদি স্পর্শন দ্বারা জীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক জীজ্ঞানিলাষ, ৩ নপুংসকবেদ অর্থাৎ জীপুরুষ উভয় অভিলাষ, ৪ হাশ্ত, ৫ রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুপ্সা। এই সর্বশুদ্ধ মোহের প্রকৃতি ৪৫ প্রকার।

নামকৰ্ম্মের ৩৪ প্রকৃতি যথা—১ নরকগতি, ২ তিৰ্য্যগগতি, ৩ নরকাহুপূৰ্ব্বী, ৪ তিৰ্য্যগাহুপূৰ্ব্বী, ৫ একেশ্রিয়জাতি, ৬ ৭ ত্রীশ্রিয়জাতি, ৮ চতুরিশ্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থান, পঞ্চসংহনন, ১৯ অপ্রশস্ত বর্গ, ২০ অপ্রশস্ত গন্ধ, ২১ অপ্রশস্ত রস, ২২ অপ্রশস্ত স্পর্শ, ২৩ উপধাত, ২৪ কুবিহাযোগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ স্থল, ২৭ অপৰ্য্যাপ্ত, ২৮ সাধারণ, ২৯ অহির, ৩০ অশুভ, ৩১ অশুভগ, ৩২ দুঃস্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অমশঃকীর্ষি।

পঞ্চ সংস্থান যথা—১ ত্র্যগোধপরিমণ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, ৪ কুজ ও ৫ হুণ্ডক অর্থাৎ কুংসিত শরীর।

পঞ্চ সংহনন যথা—১ অঘভনান্নাচ, ২ নান্নাচ, ৩ অর্দ্ধনান্নাচ, ৪ কীলিকা, ৫ সেবান্ত।

আশ্রয়। মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রেমা, কথার ও যোগ এই পাঁচ যাহা জ্ঞানাবরণি কৰ্ম্মবন্ধের হেতু তাহাকেই আশ্রয় কহে। মিথ্যাত্বাদি বিষয়ক মন, বচন ও কায়াকায় ব্যাপারই শুভাশুভ কৰ্ম্মবন্ধের হেতু হইলে আশ্রয় হয়।

পুণ্য ও পাপের বন্ধ হেতু আশ্রয় দুইপ্রকার। ঐ দুই প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি-উত্তরভেদে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ বহুবিধ ভেদ আছে। আশ্রয়ের উত্তরভেদ ৪২ প্রকার—৫ ইন্দ্রিয়, ৪ কথার, ৫ অরত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও বৃক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কথার। প্রাণবধ, মৃদাবাদ, অদস্তাদান, মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অরত। কায়িক, আধিকরণিক, প্রেমাধ, পারিতাপনিক, প্রাণতিপাতক, আরম্ভক, পরিগ্রাহক, প্রত্যায়ক, মিথ্যাদর্শনপ্রত্যায়ক, প্রত্যাখ্যানক, স্থষ্টিক, স্পষ্টিক, প্রাত্যক্ষী প্রত্যয়, সামন্তোপনিপাতিক, নৈস্থষ্টিক, স্বাহতিক, আত্মাপনিক, বৈদায়িক, অনাতোগ, অনবকাজ্ঞপ্রত্যয়, প্রয়োগ, সমুদান, প্রেমপ্রত্যয়, দ্বেষপ্রত্যয় এবং ঈর্ষাপথ এই ২৫ প্রকার ক্রিয়া *।

মন, বচন ও কায়ের ব্যাপারভেদে যোগও তিন প্রকার।

সংবর। পূর্বোক্ত আশ্রবকে যে রাখে, তাহাকে সংবর বলে। ইহা ৫৭ প্রকার যথা—৫ সমিতি, ৩ শুষ্টি, ১০ যতি-ধর্ম্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চারিত্র।

২২ পরীষহ যথা—কুধাপরীষহ (কুধায় অভ্যস্ত কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞাপালন বা অর্ন্তধ্যান না করা), পিপাসাপরীষহ, উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপরীষহ, অরতিপরীষহ, জীপরীষহ, চর্যাপরীষহ, নিষদ্যাপরীষহ, শয্যাপরীষহ, আক্রোশপরীষহ, বধপরীষহ, যাচনাপরীষহ, অলাভপরীষহ, রোগপরীষহ, তৃণস্পর্শপরীষহ, মলপরীষহ, সংকারপরীষহ, প্রজাপরীষহ, অজ্ঞানপরীষহ ও দর্শনপরীষহ †।

৫ প্রকার চারিত্র যথা—সামায়িক, ছেদোপহাসনিক, পরিহারবিশুদ্ধি, স্তম্ভসংপরায় ও যথাযথাত ‡।

বর্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম দুই চারিত্রধারক সাধু দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ তিন চারিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

নির্জর। বাহার প্রভাবে কৰ্ম্মত্ব শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাই নির্জর, ইহার অপর নাম তপ। ইহা ১২ প্রকার §।

বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়াহি কৰ্ম্মের কলীভূত হইলে

* পঞ্চভূমিহাত্যো এই সকল ক্রিয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

† শাস্তিহরিত উত্তরাধ্যায়বসুজের বৃহৎবৃত্তি ও তত্ত্বার্থত্বের বৃত্তিতে বাইশ প্রকার পরীষহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ দেবাচার্য্যাকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণটিকা, ভগবতী ও প্রজ্ঞাপনাত্ত-বৃত্তিতে পাঁচ চারিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

§ বর্দ্ধমানস্থিত আচার্য্যদিনকর, রত্নশেখরস্থিত আচার্য্যদীপ, নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, ভগবতীত্ব ও উপপাতিবসুজে নির্জরত্বের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

তাহাকে বন্ধ বলে, কর্ম ও পুণ্য ছই পরস্পর মিলিত হইলে তাহাকেও বন্ধ বলা যায়। বন্ধ চারি প্রকার—প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অমৃত্যুবন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্মবন্ধের মিথ্যাক্রম ছয় প্রকার বিকল্প আছে।

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আদু, নামকর্ম, গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম যে জীবের সহিত কীরনীরবৎ মিথ্যাছাদি হেতুতে বন্ধ হয়, তাহার নাম প্রকৃতি-বন্ধ। ঐ আট প্রকৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই স্থিতি বা কালমর্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। ঐ আট প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অমৃত্যু-বন্ধ। কর্মপ্রদেশের যে প্রমাণ অর্থ্যাৎ এই প্রকৃতিতে এত পরমাণু আছে, ঐ পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার নাম প্রদেশবন্ধ *। অবিরতি, কষায়, রূপ ও যোগ এই চারি বন্ধের মূল হেতু। বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার। তাহার প্রথম মিথ্যা ৫ প্রকার—যথা, অভিগ্রহমিথ্যা, অনভিগ্রহমিথ্যা, অভিনিবেশমিথ্যা, শংসমিথ্যা ও অনাভোগমিথ্যা। যে আপনার মত মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই মিথ্যা বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যা। যে না দেখিয়া না বুঝিয়া সকল মতই সত্য বলিয়া মানে, সকল মতেই মোক্ষ হয় এক্রম বিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহ-মিথ্যা বলা যায়। যে শাস্ত্রার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য সমর্থনের জন্য মিথ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যা। নবানুভূতিকার অভয়দেবব্রীর নবতত্ত্বপ্রসঙ্গভাষ্যে গোষ্ঠা-মাহিলকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। জিনোক্ত তস্মৈ শব্দা কষায় নাম শংসমিথ্যা। জিন-তত্ত্বগণিকমাশ্রমণ তাহার ধ্যানশতকে শংসমিথ্যাত্বের কারণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—জৈন মত স্বাধারূপ অনন্ত নয়াক্ষর, এই জ্ঞান সহজে বুঝা অতি কঠিন। সপ্তভদ্রী, সকলাদেশী, বিকলাদেশী, তঙ্গের স্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাতশত নয়, চারি নিষ্কেপ, জব্বা ক্ষেত্র কাল ভাব, বড়ভদ্রী (যথা—উৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোৎসর্গ, উৎসর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ), বিধিবাদ, চারিভ্রান্তবাদ,

যথাস্থিতবার ইত্যাদি। জৈনশাস্ত্রে এইরূপ অনন্তময়ের প্রসঙ্গ আছে, এই সকল জানিতে হইলে বড় নির্মল হৃদি চাই ও উপযুক্ত গুরু চাই, নহিলে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ ঘটবে।

বাহার ধর্মার্থের জ্ঞান নাই, বিকলেন্দ্রিয়, তাহার নাম অনাভোগমিথ্যা। এতদ্বির প্রারূপণা, প্রবর্তনা, পরিণাম, প্রদেশ, ধর্মে অধ্যয়ন, অধ্যর্থে ধর্মজ্ঞান, সত্যে অসত্যজ্ঞান, বিষয়মার্গকে সংমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, ঘটকার জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্ত্তিকে অমূর্ত্তি এবং অমূর্ত্তিকে মূর্ত্তিজ্ঞান, এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, লৌকিক লোকোত্তরদেব, লোকোত্তরগুরু, লোকোত্তরপুরু ইত্যাদি ভেদ আছে।

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইঞ্জিয়গত, মনোপত্ত ও ছয় কারণত।

কষায়—বোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে পঁচিশ প্রকার।

যোগ নামক বন্ধহেতু তিনপ্রকার—মনোযোগ, বচনযোগ ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিপ্রকার—সত্যমনো-যোগ, অসত্যমনোযোগ, মিশ্রমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ। সত্যবচন দশ প্রকার—জনপদসত্য, সম্বতসত্য, স্থাপনাসত্য, নামসত্য, রূপসত্য, প্রভীতসত্য, ব্যবহারসত্য, ভাবসত্য, যোগসত্য ও উপমাসত্য। অসত্য বা মিথ্যাবাক্যও দশ প্রকার—ক্রোধ, মান, মাদা, লোভ, রাগ, ঘেব, হাত্ত, ভয়, বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য। মিশ্রবচন ১০ প্রকার; যথা—উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপন্ন-বিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, প্রাণাঙ্গীমিশ্রিত, অনন্তমিশ্রিত, প্রত্যেকমিশ্রিত, অন্ধামিশ্রিত ও অদন্ধামিশ্রিত। ব্যবহারবচন ১২ প্রকার; যথা—আমন্ত্রণা, আজ্ঞাপনা, যাচনা, পূজনা, প্রজ্ঞাপনা, প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছামূল্যম, অনভিগৃহীতা, অভিগৃহীতা, শংসয়, প্রকট ও অপকট।

কায়যোগ সাতপ্রকার—ঔদারিককায়যোগ, ঔদারিক মিশ্রকায়যোগ, বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারকায়যোগ, আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্ষণকায়যোগ। ইহার প্রথম ছই কায়যোগ মহাবোর, তৎপরবর্তী ছই চতুর্ধ পূর্ণপাঠী সাধুর এবং পরভবগামী সমুদাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও তৈজস শরীরযুক্ত জীবের কার্ষণ যোগ হইয়া থাকে।

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কর্ম ক্ষয় হইলে যে স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের ধর্ম। স্তরায় সকল স্থানে জীবপরিণাম জীব হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, সিদ্ধ জীব হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন।

* জৈনদিগের (যাণধীভাষ্যের রচিত) কর্মগ্রন্থে চারি বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(৬২) “গোষ্ঠীমাহিল মাক্ষি পং জং অভিনিবিসি তু তঙ্গং।”
(নবতত্ত্বপ্রসঙ্গভাষ্য।)

সিদ্ধ স্বরূপের নবদ্বার বধা—সংপদপ্ররূপণা, জ্যোত্স্নাণ, ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অদ্বৈতবহু।

গতি পাঁচপ্রকার—নরকগতি, তির্যগ্গতি, মহুগ্গতি, দেব-গতি ও সিদ্ধগতি। কেবল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। আবশ্যকনির্ধৃতিকার কর্মসিদ্ধ, শিলসিদ্ধ, বিদ্যাসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, যোগীসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রাসিদ্ধ, অভিপ্রাসিদ্ধ, তপসিদ্ধ, কর্মক্ষয়সিদ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে জৈনশাস্ত্রকারগণ কেবল কর্মক্ষয় সিদ্ধকেই মোক্ষপথ্যার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইন্দ্রিয় বা শরীর (কায) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, সুতরাং সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়। তাঁহারা আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, প্রত, অবধি ও মনঃপর্যায়), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, ভব্য, অভব্য, সম্যক্*, সংজ্ঞা† ও আহার‡ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, এই অল্প সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী অবস্থায় হয় না। সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্ম্মান্তিকারাদি পাঁচ জব্য আকাশে যতদূর থাকিতে পারে, সেই পর্যন্ত লোক, সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই একরূপ। সিদ্ধের কার্যিক ও পারিণামিক এই দুই ভাব, শেষ ভাব নাই**।

গুণস্থান। সিদ্ধসাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে স্থান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ প্রকার—মিথ্যাঙ্ক, সাব্বাদন, মিশ্র, অবিরতিসম্যক্‌দৃষ্টি, দেশ-বিরতি, প্রমত্তসংযত, অপ্রমত্তসংযত, অপূর্বকরণ, অনিবৃত্ত-বাদর, স্বল্পসংপরায়, উপশান্তমোহ, কীর্ণমোহ, সযোগীকেবলী ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাঙ্ক গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্তসংজ্ঞী পক্ষেত্রিয় জীব অদেব, অশুক্র ও অধর্ম্ম এই তিনে যথাক্রমে দেব, শুক্র ও ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইলে তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাঙ্ক এবং নবপদার্থে অপ্রজ্ঞা, জিনোক্ত ভাবে

বিপরীত বোধ বা সংশয় বা দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি বা অনাত্তোগিক মিথ্যাঙ্কে অত্যন্তমিথ্যাঙ্ক বলে। পূর্বকথিত দশপ্রকার মিথ্যাঙ্কে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিথ্যাঙ্ক সংদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাঙ্ক বলা যায়।

অনাদিকালসমুত মিথ্যাঙ্কের উপশম হইলে গ্রহিত্তেদ-করণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীব ঔপশমিক সম্যক্‌চারিত্র জন্মে। ঔপশমিক সম্যক্‌যুক্ত জীব শান্ত হইলে অনন্তাত্মবন্ধী চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই স্বরূপকেই সাব্বাদন-গুণস্থান বলা যায়।

দর্শনমোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিশ্রমোহকর্মের উদয় হইতে জীববিষয়ে সম্যক্‌ মিথ্যাঙ্কে মিলিত হইলে অন্তরমুহূর্ত্ত পর্যন্ত যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বলা যায়।

ভব্য পক্ষেত্রিয় জীব জিনোক্তভব যথার্থ অভ্যাস করিয়া অত্যন্ত নির্মল স্বভাব লাভ করে অথবা শুদ্ধর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যক্‌ বলা যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বর্জিত হইলে তাহাকে অবিরতি বলে। অবিরতি ও সম্যক্‌দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে তাহার নাম অবিরতিসম্যক্‌দৃষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের স্থিতি উৎকৃষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক; সর্বার্থ-সিদ্ধবিমানবাসী মহুগ্গায়ু অপেক্ষা অধিক। যখন জীব অর্দ্ধ-পুণ্ডল-পর্যাবর্ত্ত শেষ সংসারে থাকে, তখন ঐ সম্যক্‌ জীব প্রবর্ত্তিত হয়, আর কাহারও আসে না। অবিরতি গুণস্থানবর্তী জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, শুক্র ও সজ্জকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি করিতে হয়।

দেশবিরতি—সম্যক্‌তত্ত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য হইলে জীব সর্ববিরতি বাহ্য করে, এ সময়ে সর্ববিরতিবাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু অদ্বজ, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থলহিংসাদি ত্যাগ, মদ্যমাংসাদি পরিহার ও পরমেষ্ঠিনমস্কারস্বরূপ, ইহাকে অদ্বজ ঘটকর্ম্ম; ধর্ম্মে তৎপর, দ্বাদশব্রতপালক ও সদাচার-পরায়ণকে মধ্যম এবং সচিহ্ন আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্মচর্য, মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংপ্রবর্তিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি বাহাতে লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্ট-যোগার্থ, ইষ্টবিরোগার্থ, রোগার্থ ও নিদানার্থ এই চতুস্পদরূপ

* সম্যক্‌ পাঁচপ্রকার—কার্যিক, কায়োপশম, উপশম, সাব্বাদন ও বৈরক।

† সংজ্ঞা তিনপ্রকার—হেতুবাধোপদেশিনী, বৃদ্ধিবাধোপদেশিনী ও দীর্ঘকালিকী।

‡ আহার তিনপ্রকার—ওজ, লোম ও প্রোকেপ।

** দেবচাচার্য্যকৃত নবভবস্বরূপবৃত্তি, নবীভব, প্রজ্ঞাপণাসূত্র, সিদ্ধপ্রা-তৃত, সিদ্ধপঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বোধ্যভবের বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

আর্জ্যধান এবং হিংসানন্দরোজ, মৃদানন্দরোজ, চৌর্যধানরোজ ও সংরক্ষণানন্দরোজ এই চারিপ্রকার রোজধান সম্ভবে।

যখন দেশবিরতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে। তখন আর্জ্যরোজধানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধান সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধান হইলে সর্ববিরতি হয়। তীর্থঙ্করের প্রতিমাপূজা, গুরুসেবা, ষাধ্যায়, সংযম, তপ ও দান এই ষট্‌কর্ম্ম, একাদশপ্রতিমা ও শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্ম্মধানের অধিকারী। পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ বাতীত চতুর্দশ গুণস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরমূর্ত্তমান্য হিতি।

প্রমত্তসংযত—মত্ত, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথা এই পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু পঞ্চ প্রমাদে ও সংজলনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অন্তরমূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রমাদী হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম প্রমত্তসংযত। যিনি অন্তরমূর্ত্ত হইতে উপরাস্ত পর্য্যন্ত প্রমাদরহিত থাকেন, তিনি আবার অপ্রমত্ত গুণস্থানে আবেষ্টিত করেন।

প্রমত্তসংযত গুণস্থানে আর্জ্যধানই মুখ্য, রোজধান উপলক্ষ, ধর্ম্মধান গৌণ। আত্মা (জিনের আদেশ), অপায়, বিপাক ও সংস্থান এই চারি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ধ্যান হয়, এই জ্ঞাত ঐ চারিটি ধর্ম্মধানের চারিপাদ বলিয়া গণ্য (৬৩)।

পঞ্চ মহাব্রতধারী সাধু পঞ্চপ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে অপ্রমত্তগুণস্থান বলা যায়, তখন সংজলন-কষায় ও নোকষায় মন্দ হইতে থাকে, মূলত বিষয়ও তখন আর ভাল লাগে না। এই গুণস্থানে ধর্ম্মধানই মুখ্য। ধর্ম্মধান চারিপ্রকার, ১ অঙ্গ-অঙ্গীর স্বরূপ পিণ্ডস্থান, ২ বাণীব্যাপাররূপ পদস্থান, ৩ সংকল্পিত আত্মরূপ রূপস্থান, ৪ কলনারহিত রূপাতীত ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সর্বদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রযুক্তি জন্মে, সেই জ্ঞাত স্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের অভাবে একমুখ্যভাবরূপ নির্মূল আত্মা লাভ হয়। আত্মা জব্যতীর্থ ও ভাবতীর্থে দান করিয়া পরম বিত্তিক্তি লাভ করে। অপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, অস্থির, অন্তত, অবশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত প্রকৃতি দূর করে

এবং আহারক ও আহারকোপাদ এই দুই প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ করে।

অপূর্ব্বকরণ গুণস্থানে আরোহণময়ে প্রথম অংশে উপশমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ করেন। উপশমক মুনি গুরুধ্যানী হইয়া উপশমশ্রেণী অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বগত ক্রতধারক নিরতিচার ও চারিজনবান্, তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী।

উপশান্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্, উপশমচারিত্র ও উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে। ইহাতে ক্লারিক ভাবও হয় না। উপশমী মুনি তীর্থ মোহোদগে পা দিয়া উপশান্ত মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশরীরী, ঋজুমতি ও উপশান্তমোহযুক্ত জীব সর্ব প্রমাদবশে অনন্তভব রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাস করেন।

উপশমক জীব অপূর্ব্বকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থানে, অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থান হইতে হৃদ্যসংপরায় গুণস্থানে ও হৃদ্যসংপরায় হইতে উপশান্তমোহে আসিয়া পড়ে। প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীরী সে সপ্তম গুণস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত হয়, কিন্তু একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপকশ্রেণী হইতে পারে।

এই সংসারে বহু ভাবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, কিন্তু এক ভাবে দুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে হইলে অনন্তাত্মবকী কোথ, মান, মায়া ও শোভ এই চারি কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যক্-মোহ এই তিন, পশ্চাতে নপুংসকবেদ, স্ত্রীবেদ, হাত্ত, রতি, অরতি, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, পুরুষবেদ, প্রত্যাত্মানী ও অপ্রত্যাত্মানী কোথ, সংজলনকোথ, প্রত্যাত্মানী, অপ্রত্যাত্মানী ও সংজলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ও শোভের উপশান্ত করিয়া থাকে। চরমশরীরী, অবজ্ঞায় ও অল্পকর্ম্মী ক্ষপকের চতুর্থ গুণস্থানে নরকায়, সপ্তম গুণস্থানে দেবায় ও দর্শনমোহলগ্নক ক্ষয় হয়। তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্ম্মপ্রকৃতিক সত্ত্বা থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়। অষ্টম গুণস্থানে গুরুধ্যান * মুখ্য, সাধু আত্মসংহনন-সমধিতবজ্রধ্বতনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে

(৬৩) “আজ্ঞাপারবিপাকানাং সংস্থানত্ব বিচিন্তনাৎ।

ইখং বা ধ্যেয়ভেদেন ধর্ম্মধ্যানং চতুর্বিধম্॥”

(৬৪) “মিত্র্যাদিভিচ্চতুর্ভেদং বধাভ্যাসিচ্চতুর্বিধং।

রূপস্থানি চতুর্ভা বা ধর্ম্মধ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্॥”

* সৈনশাস্ত্রমতে বৌদ্ধি, ক্ষপক, সূরীন্দ্র ও বাহ্যহারাপেক ইহারাই ধ্যান করিবার অধিকারী। যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করিতে পারেন, কোম বিশেষ আসনের সিরম নাই। পুরক আগাঠান, রেচক আগাঠান, সূতক, গুরুধ্যান প্রকৃতি নানাপ্রকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে।

আদিয়া উপস্থিত হন। এই গুণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগে নরকগত্যাদি ১৬ কর্মপ্রকৃতি নষ্ট করে। দ্বিতীয়ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাখ্যানী ও চারিপ্রকার অপ্রত্যাখ্যানী কথায় দূরীভূত হয়। ত্রয় ভাগে নপুংসক-বেদ, ৪র্থ ভাগে ক্রীবেদ, ৫ম ভাগে হান্ত, রত্তি, অরত্তি, ভয়, শোক ও জুগুপ্সা, ষষ্ঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্মল-তায় শুদ্ধিলাভ, ষষ্ঠাক্রমে পুরুষবেদ, সংজলনক্রোধ, সংজলন মান ও সংজলন মার্য, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি প্রকার সংজলন ক্ষয় হয়। ক্ষপকের একাদশ গুণস্থান হয় না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক স্তম্ভ লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ গুণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইখানেই ক্ষপকশ্রেণীর সমাপ্তি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়া স্তম্ভধ্যানের দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। স্তম্ভধ্যানবলে সমরসভাব জন্মে, তখন আত্মা অপৃথকভাবে পরমাশ্রয় লীন হয়।

এই গুণস্থানে নিজা ও প্রচলা এই দুই প্রকৃতি ক্ষয় হয়। ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধি-দর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবয়বীয়, পঞ্চ জ্ঞানা-বয়বীয় ও পঞ্চ অন্তরায় এই ১৪ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণ-মোহাংশ হইয়া কেবল-স্বরূপ লাভ করেন। কেবলাত্মা চরাচর জগৎ নিজ করতলস্থ ভাবিয়া প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্থঙ্কর নাম উপার্জন করেন। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

যে কেবলী বেদনীয় কর্ম অপেক্ষা আত্মকর্মের স্থিতি অল্প অবগত আছেন, উভয়ের তুল্যতা নিমিত্ত তিনি সমুদ্রাত করেন। সমুদ্রাত সাত প্রকার - ১ বেদনাসমুদ্রাত, ২ কথায়-সমুদ্রাত, ৩ মরণসমুদ্রাত, ৪ বৈক্রিয়সমুদ্রাত, ৫ তেজঃসমু-দ্রাত, ৬ আহারকসমুদ্রাত ও ৭ কেবলীসমুদ্রাত। যথাযথভাবে স্থিত আত্মপ্রদেশে বেদনাদি সপ্তকারণের একেবারে উদ্ঘাতন করাকে সমুদ্রাত বলে। সমুদ্রাতকালে কেবলী যোগবান্ ও অনাহারক হন। এই সপ্ত সমুদ্রাত হইতে কেবলি-সমু-দ্রাত ঘটে। কেবলি-সমুদ্রাতের অর্থ কেবলী ভগবান্ আত্ম ও বেদনীয় কর্ম সম করিবার জন্ত প্রথম সময়ে উজ্জলোকান্ত পর্যন্ত আত্মপ্রদেশ দণ্ডাকারে, দ্বিতীয় সময়ে পূর্বপশ্চিমদিকে আত্মপ্রদেশ কণাটাকারে ও তৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণদিকে মছন-দণ্ডাকারে স্থাপন করেন। চতুর্থ বা শেষ অন্তর পূর্ণ হইয়া জীব সর্বলোকব্যাপী হয়, এজন্ত কেবলী ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়া থাকেন (৬৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আত্ম ও কেবলজ্ঞান

হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদ্রাত করিবেন, আর বাহার ছয়মাসের মধ্যে আত্ম অথচ কেবলজ্ঞান হওয়া চাই, তাহার পক্ষে ভজনা ও কেবলসমুদ্রাত আবশ্যক, তিনি আর কিছু করিবেন না (৬৬)।

যোগবান্ কেবলী কেবল-সমুদ্রাত হইতে নিবৃত্ত হইলে যোগনিরোধ জন্ত স্তম্ভধ্যানের স্তম্ভক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় পাদের ধাতা হইবেন, ইহাতে কাম্পনরূপ ক্রিয়া স্তম্ভ করে। স্তম্ভক্রিয়ানিবৃত্তি নামক স্তম্ভধ্যানে অচিন্ত্যাবীর্ষ্যশক্তি আসিলে বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাহ্যর যোগকে স্তম্ভ করিয়া ক্ষণমাত্র স্তম্ভকায়যোগে অবস্থান করেন, তৎকালে স্তম্ভবচন ও মনোযোগ এই দুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজাত্মা-মুত্তব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন ছদ্মহ যোগী মনে ব্রহ্মতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাঁচ ব্রহ্মাকর উচ্চারণ করিতে যে সময়, ঐ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চ-লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। স্তম্ভকায় যোগীর শৈলেশীকরণরত্ত হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অযোগ গুণ-স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন। যোগী গুণস্থানের অন্তকালে ঔদারিকর্ষিক, অস্থিরকর্ষিক, বিহারোগতিকর্ষিক, প্রত্যেককর্ষিক, সংস্থানবটক, অগুরুলঘুচতুষ্ক, বর্ণাদিচতুষ্ক, নির্মাণ, তৈজস, কাম্পণ, প্রথম সংহনন, স্বরজিক ও একতরবেদনীয় এই সকলের উন্নয়ন বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানান্তরায়দশক ও দর্শনচতুষ্করূপ ১৬ প্রকৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে।

লঘু পঞ্চমর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ঐ সময় পর্যন্ত অযোগী বা চতুর্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ স্তম্ভধ্যান হয়। এই ধ্যানে স্তম্ভকায় যোগরূপ ক্রিয়া সমুদ্ভিন্ন হইয়া সর্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। চিত্রপদমর আত্মস্বরূপধারণ যোগী অযোগী গুণস্থানবর্তী হইলে উপাস্তময়ে যুগপৎ ৭২ কর্মপ্রকৃতি * ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১০ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ গুণস্থানের

(৬৬) “ছাসাসাউ সেসা উন্নয়ং জেসিং কেবলং নাগং।

তে নিয়মা সমুদ্রাহয় সেসা সমুদ্রায় ভাইবকা ॥”

* ৫ দ্বার, ৫ বচন, ৫ সংঘাত, ৩ অঙ্গোপাঙ্গ, ৬ সংহান, ৫ বর্ণ, ৬ রস, ৩ সংহনন, ৩ অধির, ২ গন্ত, ১ নীচগোত্র, ৪ অগুরুলঘু, ১ দেবগতি, ১ দেবাত্মপূর্ণী, ২ বর্ণগতি, ৩ প্রত্যেক, ১ স্বরূপ, ১ অগণ্যাত নাম ও নির্মাণ নাম এই ৭২ কর্মপ্রকৃতি।

(৬৫) “নগৎ প্রথমে সনয়ে কপাটমর্থ চোত্তরে তথা সময়ে।

মহানমঃ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্ৎকু ॥” কাটক।

অন্তকালে যোগী সত্তারহিত হন, তিনি পরমেষ্টি সনাতন ভগবান্ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন * ।

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনন্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়স্থ, অনন্তবীৰ্য্য, অক্ষয়গতি, অমৃত ও অনন্তাবগাহনা এই আট গুণসম্পন্ন হন ।

সম্যক্‌দর্শন । পূর্বেই সম্যক্‌দর্শনের কথা কিছু বলা হইয়াছে । এই সম্যক্‌দর্শন দুই প্রকার—ব্যবহারসম্যক্‌ ও নিশ্চয়সম্যক্‌ । উহার আবার তিনটি তত্ত্ব আছে—দেবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, এই সকল বিষয়ে যাহার প্রজ্ঞা আছে, তিনিই সম্যক্‌দর্শন হইতে পারেন । এই প্রজ্ঞা আবার দুই প্রকার ব্যবহারপ্রজ্ঞা ও নিশ্চয়প্রজ্ঞা ।

ব্যবহারপ্রজ্ঞার অর্হৎজিনের স্বরূপ জানা যায় । নাম-নিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, ত্রাবানিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্হৎতের এই চারি স্বরূপ । বিশেষাবশ্যকস্বত্রে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে । [তীর্থঙ্কর দেখ ।]

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবদিদেব চিদানন্দধনরূপ অর্হৎ, অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাঁহার সেবা ও আদেশ পালন করাকেই প্রথম ব্যবহারশুদ্ধদেবতত্ত্ব বলে । বর্ণ, পদ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও ক্রিয়াবোগরহিত, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অমুপাধি, অবধী, অমূর্তি, শুদ্ধচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দরূপী এই রূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধায়স্বরূপের অমৃতব করার নাম নিশ্চয়দেবতত্ত্ব ।

ধর্মতত্ত্ব । ব্যবহার ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিবিধ । ব্যবহার-রূপ ধর্মের দয়াই মুখ্য । এই দয়া আটপ্রকার—১ ত্রব্যাদয়া, ২ ভাবদয়া, ৩ শব্দদয়া, ৪ পরদয়া, ৫ স্বরূপদয়া, ৬ অমৃতবদয়া, ৭ ব্যবহারদয়া ও ৮ নিশ্চয়দয়া ।

স্বল্পপূর্বক সর্বকাম ও জীবরক্ষার নাম ত্রব্যাদয়া । ইহাই জৈনদিগের কুলধর্ম ।

জীবের গুণগাণ্ধি ও দুর্গতি হইতে রক্ষার জন্ত এবং অন্তঃকরণে অহুকল্পাপূর্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম ত্রব্যদয়া । জিনবচনানুসারে মিথ্যাত্ব অন্তর্জ্ঞ প্রযুক্তি ও কথায়াদিত্যাগ, শুভাশুভ কর্মফলের অব্যাপকতা অর্থাৎ স্তূপে হুথে হর্ষ বিবাদ না সূরা এবং প্রতিক্ষণ অন্তঃকর্মের নিদানকে দূর করিবার যে চিন্তা তাহার নাম শব্দদয়া । শব্দয়াবলম্বী জীব আপন শুভপরিণাম জন্ত জিনপূজা, তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি শুভ প্রযুক্তি আশ্রয় করে ।

ছয়প্রকার কার্যবিপ্লি জীবের রক্ষার নাম পরদয়া ।

ইহলোক ও পরলোকে বিবরণস্থের জন্ত এবং লোকের দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়া । এই দয়ার বিষয়-স্থ মিলে বটে, কিন্তু সংসার বৃদ্ধি হয় ।

মহাভুষণের মূনিবলনা, নিজের উপকারের জন্ত অপর জীবকে সম্মার্গে লইবার জন্ত তাড়না, যাহা দেখিলে হিংসা হয় এরূপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা লাভের কারণ, এরূপ দয়ার নাম অমৃতবদয়া ।

বিধিমাগাধুগারে সর্বজীবের দয়া ও সর্বক্রিয়াকলাপ যথা-বিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়া ।

শুদ্ধসাধ্য উপযোগে একত্বতাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্য ভাবে যে একত্বজ্ঞান, তাহার নাম নিশ্চয়দয়া ।

এই আট দয়ার জীব গুণস্থানে নীত হয় ।

নিশ্চয়ধর্ম—আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ইত্যাদি বলিয়া নিশ্চয় করা ও পরপুণ্যলাদি আমার আত্মার নহে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধর্ম ।

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম এই ত্রিরত্নের নিশ্চল পরি-গতি রূপ প্রজ্ঞাকে সম্যক্‌ বলা যায় । মিথ্যাত্যাগকেও সম্যক্‌ কহে ।

উক্ত ত্রিরত্নের স্বরূপই নিশ্চয়সম্যক্‌ । ইহা দ্বারা চারি অনন্তামৃতবন্ধী, সম্যক্‌সমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাসমোহ এই সপ্ত প্রকৃতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে । কিন্তু এই নিশ্চয়সম্যক্‌ জ্ঞানের বিষয় নহে । কেবল কেবলই নিশ্চয়সম্যক্‌ জ্ঞানিতে সমর্থ । নিশ্চয়সম্যক্‌ প্রকট হইলে কখন নরক বা তির্য্যগ্‌গতি হয় না ।

সম্যক্‌ত্বের করণীয় নিত্যযোগাত্ম্যাস, শরীরের বিঘ্ননাশ, জিনপ্রতিমাবর্জন করিয়া পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার অভাবে পূর্বমুখী হইয়া চৈতন্যবন্দন ও ভগবান্‌ জিনের মন্দিরে দশ আশাতনা বর্জন * ।

সম্যক্‌ মধ্যে আবার পাঁচটি অতিচার আছে । যথা—১ শব্দাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, ২ আকাজ্ঞা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহারও কষ্ট দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রের চমৎকারীত্ব দেখিয়া অথবা পূর্বজন্মের অজ্ঞানতাক্রম কষ্টকলে অজ্ঞমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মন্ত্রের আকাজ্ঞা, ৩ বিজ্ঞাপিবা (বিতিগচ্ছা) অতিচার অর্থাৎ ধর্ম কর্ম করিয়া

* একতরবেদনী, আদেশক, পর্যাগত, ত্রলভ, ধারয়, মহাব্যস, বনবাস, মহাব্যগতি, মহাব্যহুর্গা, সৌভাগ্য, উচ্চগোত্র, শক্‌দ্রিয়র ও তীর্থঙ্কর নাম এই ১০ লক্ষ্য ।

* আশাতনা যথা—তাব্দুলকলাদি ভক্ষা বস্ত্র, হুচ্ছ, দর্পণ ও জীরাণি পানীয়, মন্দির মধ্যে বলিয়া ভোজন, শয়ন, নিদ্রা, ব্রতত্যাগ, বলত্যাগ, ও দ্যুতক্রীড়া ।

পূৰ্ণজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এ ধর্ম ভাল নয়, অথবা সাধুর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে এরূপ মনে উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-অভিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে যাওয়া কিংবা সর্কজ্ঞের বচন না জানিয়া অসর্কজ্ঞের কথা সত্য বলিয়া মানা এবং ৫ মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অভিচার।

গুরু গৃহস্থকে সম্যকদর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার শিক্ষা দেন।

চারিত্র। চারিত্র দুই প্রকার—সর্কচারিত্র ও দেশচারিত্র। সাধুর বেগুপে সর্কচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতবে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশচারিত্র ১২ প্রকার—১ প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত, ২ মূলমৃষাবাদবিরমণব্রত, ৩ মূলঅদন্তাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুন-ত্যাগব্রত, ৫ মূলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা দিক্‌পরিমাণব্রত, ৭ ভোগোপভোগব্রত, ৮ অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১০ দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষ-ধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগব্রত।

প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত দুই প্রকার—দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ও ভাবপ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান জানিয়া দশ দ্রব্যপ্রাণকে রক্ষা করার নাম দ্রব্যপ্রাণাতিপাত; আত্মরক্ষণ বা পরভাবরমণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত্ত, এক স্বভাবমগ্নতা এই গুলি কর্মসংক্রান্ত উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, উহা দ্বারা জীব পরভাবদৃষ্টতা দূর করিয়া স্বরূপতা লাভের উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণব্রত। ইহাকে ভাব-দয়া বলাও যায়। এই ব্রতের পাঁচ অভিচার যথা—১ বধ-অভিচার অর্থাৎ নির্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, ২ বন্ধ। অভিচার অর্থাৎ গবাদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব-চ্ছেদ অভিচার অর্থাৎ ঘৃষাদির নাক কাণ ছিদ্র করা, ৪ অতি-ভারারোপণাভিচার, ৫ অন্নজলব্যবচ্ছেদ অভিচার অর্থাৎ গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে না দেওয়া।

মিথ্যাত্যাগ ও স্বৈচ্ছাধীন কর্মত্যাগের নাম মূলমৃষাবাদ। এই মৃষাবাদে পঞ্চাঙ্গীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্যা ত্যাগ করা শ্রাবকের কর্তব্য।

মৃষাবাদের অভিচার যথা—১ সহস্রাত্যাখ্যান অর্থাৎ বিনা বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় সহস্রাত্যাখ্যান অর্থাৎ রহস্তোক্তেদ করিয়া দণ্ডদান, ৩ স্বদারমস্তোক্তেদ অর্থাৎ নিজ জ্ঞানী গুরুকথা অস্ত্রের নিকট প্রকাশ, ৪ মৃষা উপদেশ অর্থাৎ

* কল্পাতীক, অর্থাৎ কন্যাবিবাহকালে তাহার পূরীতার দিকট কন্যার ঘোষ চাপিয়া রাখা, এইরূপ ২ পবাসীক, ৩ ভূম্যাদিক, ৪ স্থাপনা-লীক, ৫ কুটনাঙ্গী এই পঞ্চাঙ্গীক।

বিষয়কর্ষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কুটলেখন অর্থাৎ জাল জালিয়াত্তী করা ইত্যাদি।

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্ত্র গ্রহণ করাকে অদন্তাদান বলে। অদন্তাদানত্যাগের নাম অদন্তা-দানবিরমণ ব্রত। ইহা দুই প্রকার—ভাবঅদন্তাদানবিরমণব্রত ও দ্রব্য অদন্তাদানবিরমণব্রত।

এই ব্রতের পাঁচ অভিচার—১ অনাহত অর্থাৎ চোরাই মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া দিবে এইরূপ কথা বলা, ৩ তৎপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়া দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধ-গমন এবং ৫ কুটতোলনপরিমাণ অভিচার।

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগব্রত। ইহা দুই প্রকার—দ্রব্যমৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ। এই ব্রতের পাঁচ অভিচারের নাম—১ অপরিগ্রহীত্যাগমন অর্থাৎ কুমারী বা বিধবার সহবাস, ২ ইত্বরপরিগ্রহীত্যাগমন অর্থাৎ বেস্তাসহবাস, ৩ অনঙ্গজীড়া, ৪ পরবিবাহকরণ অর্থাৎ আপনার পুত্র কন্যা না থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্ত অস্ত্রের বিবাহ দেওয়া এবং ৬ তীতাহরণ অভিচার।

পরিগ্রহ পরিমাণ দুই প্রকার—অধিকরণরূপ বাহ্য পরি-গ্রহ (ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হস্তরত্নাদি ১৪শ অভ্যন্তরগ্রহগ্রহণসমর্থ ও কবায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত যথা—১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধাতুপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, ৪ বাস্তপরিমাণ, ৫ রূপাপরিগ্রহ, ৬ স্তবর্ণপরিগ্রহ, ৭ রূপদ-পরিগ্রহ, ৮ বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুস্পদ-পরিগ্রহ।

ভোগোপভোগ ব্রত পঞ্চ গুণব্রতের গুণকারী। ইহাতে ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় তাক্ষ হয়। ব্যবহার ও নিশ্চয় ভেদে ইহাও দুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অভক্ষ্য * ও বত্রিশ অনন্তকর † সমস্ত পরিত্যাগ করে।

ভোগাভোগব্রতের পাঁচ অভিচারের নাম, ১ সচিন্তাহার, ২ সচিন্তপ্রতিবন্ধহার, ৪ অপকৌষিধিকরণ, ৪ দুস্পকৌষি-ধিকরণ এবং তুচ্ছৌষিধিকরণ অভিচার।

* ২২ প্রকার অভক্ষ্য। যথা—বটকল, পিণ্ডল, পিলধনক, কঠর, ভলর, মরিচা, মাংস, মধু, মাখন, বরফ, অহিহেন্দ্রাদি বিববৎ বস্ত্র, করকা, সর্কপ্রকার কাঁচা মাটি, রাজিভোজন, বহুবীজযুক্ত কল, পিণ্ডপিত্তমর্দাদি তুচ্ছ কল, অজ্ঞাত কল, চলিত রস, বিদল, বেগুন।

† বাহার পত্র, কল ও কুল গুলু, লক্ষি গুলু, তুলিতে গেলে সমস্ত জালিয়া বার, বাহার পত্র খোটা ও চিকণ এবং বাহার পত্র ও কল অতি কোমল, তাহা অনন্তকর জানিবে।

যে আপনায় প্রয়োজন নিমিত্ত ধনসম্পত্তি ক্ষেত্রাদি নববিধ পরিগ্রহে বাহার ক্ষতি ঘূর্ণি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, অর্থের জন্ত যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্তু উপরোক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীত যে পাপ করে, তাহার নাম অনর্থদণ্ড। উহার সম্যক পরিচায়কের নামই অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত। ইহা আবার চারিপ্রকার—১ অপধ্যান, ২ পাশোপদেশ, ৩ হিংস্রপ্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদণ্ডবিরমণ।

অপধ্যান-অনর্থদণ্ড দুইপ্রকার—আর্ন্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। আর্ন্তধ্যান আবার চারি প্রকার—অনিষ্টার্হসংযোগার্থধ্যান, ইষ্টবিরোগার্থধ্যান, যোগনিদানার্থধ্যান ও অগ্রশৌচনামা আর্ন্তধ্যান। রৌদ্রধ্যানও চারিপ্রকার—হিংস্রানন্দরৌদ্র, মুখানন্দরৌদ্র, চোখানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র।

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞানতাগ্রযুক্ত পাশোপদেশ করাকে পাপকর্ষণোপদেশঅনর্থদণ্ড বলা যায়।

অন্যশাস্ত্রাদি হিংস্রকারী বস্তু বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যতা ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্রপ্রদানঅনর্থদণ্ড।

কামশাস্ত্রাদি অভ্যাস, দূতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ-কার্যের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড।

অনর্থদণ্ডব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কল্মষচেষ্টা, ২ যুধরতা, ৩ ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ বা কামমর্গ এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার।

পূর্বোক্ত আট ব্রত ও আশ্রমগণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, ভাদ্রাস্ত্রভাবে মিলিত অনাদি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি অভ্যাসের জন্ত এবং আশ্রমভাবরূপ সহজানন্দরূপ রস পান করিবার জন্তই সামায়িকব্রত। রাগদ্বৈরহিত পরিণাম হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্ররূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রথম স্তুরূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামায়িক। আবশ্যক-মুদ্রে সামায়িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে। যথা—১ উচ্চাসন, ২ চলাসন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবভক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকুঞ্জন-প্রসারণ, ৭ আলস্ত, ৮ মোটন, ৯ মল, ১০ বিমাসন (অর্থাৎ গলে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ কুপচন, ১৪ সহসাংকার, ১৫ অসদারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষাক্য, ১৭ স্তম্ভসংকেপ, ১৮ কলহ, ১৯ বিকথা, ২০ হাঙ্গ, ২১ অশুদ্ধপাঠ, ২২ মিশ্রিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো-বাঙ্গা, ২৫ ধনবাঙ্গা, ২৬ গর্জ, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, ৩০ কষায়, ৩১ অধিনয় ও ৩২ অবহমান। সামায়িক ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কায়হঃপ্রণিধান, ২ মনঃপ্রণিধান, ৩ বচনহঃপ্রণিধান, ৪ অনবহাদোষ ও ৫ স্তুতিবিহীন অতিচার।

ব্রতব্রত দিক্শরিমাণের সংকেপ রূপের নাম দেশাবকা-

শিকব্রত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে। এই ব্রত শুরুমুখে শিকণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম—১ আগবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণপ্রয়োগ, ৩ সহাগুবণ, ৪ রূপাহু-জাতী এবং ৫ পুণ্যলক্ষেণ অতিচার (অর্থাৎ ভূমি দিয়া গমন-কারী পুরুষকে কস্তর নিক্ষেপ বা উচ্চবাক্যপ্রয়োগ)।

পোষধোপবাস চারিপ্রকার—১ আহার, ২ শরীরসংকার, ৩ অত্রঙ্গ ও ৪ অব্যাপারপোষধ।

আহারপোষধ দুই প্রকার—একদেশী ও সর্বভোজী। কোন স্থানে ত্রিবিহার, উপবাস, অথবা আচ্যাতপ কিংবা একাশন-পূর্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজনস্থান, পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল স্থানে বথারীতি আহার করাকে সর্বভোজপোষধ বলা যায়।

দান, ধৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দন ও বস্ত্রভূষণাদি, শৃঙ্গার-প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুদ্ধি না করাকে শরীর-সংকারপোষধ কহে। ঐরূপ পোষধে আগার বা হস্তমস্তকা-দির শুদ্ধি করিলে তাহাকে দেশসংকারপোষধ বলা যায়।

ত্রিকরণশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ। মন বচন দৃষ্টিপ্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রহ্মচর্যাপোষধ কহে।

সর্বভোজ্যে সাবস্তব্যপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ বলা যায়।

উক্ত চারি পোষধের প্রত্যেকটির আগমব্যবহারী ও গুহ উপযোগী এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা—১ অপ্রতিলেখ্য, ২ দুস্ত্রতিলেখ্যশিক্ষাসংস্থারক, ৩ অপ্রতিলেখ্য দুস্ত্রতিলেখ্য উচ্চারণসংস্থারক, ৪ অপ্রতিলেখ্য দুস্ত্রতিলেখ্য উচ্চারণপাসবণ (৭) ভূমি, ৫ অপ্রতিলেখ্য দুস্ত্রতিলেখ্য উচ্চারণপাসবণ ভূমি এবং ৬ পোষধবিধিবিপরীত।

পোষধের ১৮টি দূষণ, যথা—১ পোষধব্রতী বিনা জলপান, ২ পোষধ জন্ত সরস আহার, ৩ পোষধের পূর্বদিন তুরিতোজন, ৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পূর্বদিনে বিভূষা, ৫ পোষধার্থ বস্ত্রধৌতকরণ, ৬ পোষধের জন্ত আভরণধারণ, ৭ পোষধের জন্ত বস্ত্ররঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্থার, ৯ পোষধে অকালনিদ্রা, ১০ পোষধে জীপ্ৰসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দিষ্টস্থান ব্যতীত মলমূত্রতাগ, ১৫ পোষধে পরনিক্ষা, ১৬ পোষধে জীপুত্রাদি পরিভ্রমণের সহিত আশাপ, ১৭ পোষধে চৌরকথা ও ১৮ পোষধে জী অঙ্গদর্শন।

জ্যোতির্গোষ্ঠিত ধন কেবল নিজের উদরপূরণ হইতে পারে, এরূপ রাখিয়া অতিথিকে দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ।

এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা—১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে উপস্থিত দেখিয়া উন্নাস, ২ ইষ্টবস্তুকে দেখিয়া বেমন মনে তৃপ্তি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে দেখিয়া বহুসম্মান প্রদর্শন, ৪ সুনিবন্ধনা ও অম্লমোদন এবং ৫ বহুদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। অতিথিসংবিভাগেরও ৫ অতিচার, যথা—১ সচিভনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের সময় আয়োজন না করিয়া মিলে সাধু থাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিভপীড়ন অর্থাৎ বাহা মিলে সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দান; ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ সাধু যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে না দিয়া অল্প সময়ে দান; ৪ পরব্যাপদেশমতঃ অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্বক না দেওয়া কিংবা একাকালকে আমি এত দিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ শুড়ৎগাদি না দিবার ইচ্ছার অল্প কথা বলা * ।

শ্রাবকচাচার।—জৈন গৃহস্থবর্ণের কর্তব্য কর্মাদির নাম শ্রাবকচাচার। শ্রাবককোমুদী, দিনকৃত্যবিধি, আচারদিনকর, আচাররত্নাকর, শ্রাবিকিধি প্রভৃতি শ্রোতব্রত সম্প্রদায়ের পাণ্ডা-গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকচাচার লিখিত হইতেছে।

দিনকৃত্য—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ, গাত্রোথানপূর্বক চতুর্দশ নিয়ম ধারণ, দস্তধাবন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোন্মেষন, দান। তৎপরে শ্রাবকের তথ্যবিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ত্রস্বরণ, তিন বার জিনপূজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, লঘুবন্দন (শুক উপস্থিত না থাকিলে ধর্ম্মচার্যের নাম লইয়া বন্দনা), চাতুর্মাস্তকালে পঞ্চপর্ণের দিন অষ্টপ্রকার পূজা, নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন, নিত্য নৈবেদ্য-দান; চাতুর্মাস্ত, দীবাণী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবশুক্রকে খাওয়াইরা পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্ম্মশালা ও পোষধশালা-প্রমার্জন, পোষধশালায় মুখবস্ত্রিকা প্রয়োগ, দূষণরহিত আহার।

বিবেকবিলাসের মতে—সন্ধ্যাপূজাদি করিবার পূর্বে মল ও মূত্রত্যাগ, দস্তধাবন ও দান করিয়া পবিত্র হওয়া উচিত (৩২)।

প্রজ্ঞাপনাস্ত্রের মতে—পূরীষ, মূত্র, নিজীবন, নাসিকা-মল, বমন, পিত্ত, বীৰ্য্যক্রথির, রাধ, বীৰ্য্যের পুঙ্গল, জীবরহিত কলেবর, ত্রীপুরবের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে

* ধর্ম্মভূষণ ৩৭ ও ভাচার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্ত্রে সন্ধ্যাবেশে বিবৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

(৩২) “সূত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং নৈবধূনং দানভোজনে।

সন্ধ্যাদিকর্মপূজা চ কুর্য্যাদ্রাজ চ মৌনবান্ধ”

সংমুচ্ছ জীব উৎপন্ন হয়, এই জন্ত এই সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না।

দস্তধাবন।—জৈনশাস্ত্রমতে, ব্যতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, নবমী, অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা এই সকল দিনে, এ ছাড়া কাল, বাস, কক, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত, মুখ, শির, নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দস্তধাবন করিবে না।

দান।—উচ্চ নিয়ম ও জীবযুক্ত স্থানে দান নিষেধ। সম-তল স্থানে দান কর্তব্য। দান করিবার সময় উচ্চ জল ব্যবহার করিবে, উচ্চ না মিলিলে কাপড়ে ছাঁক। শীতল জলে দান করিবে। ব্যবহারশাস্ত্রের মতে—নয় রোগী, পরদেশ হইতে আসিয়া ভোজন ও মঙ্গলাকাব্যাদির পর ছন্দ্রবেশ ও অপরিষ্কার জলে দান করিবে না। দান করিতে হইলে সর্বদাই তৈলমর্দন চাই। জৈনশাস্ত্র মতেও দান করিয়া তবে পূজা করিবে।

পূজাভিন প্রকার। যথা—অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা ও ভাবপূজা।

অঙ্গপূজা—নির্ম্মাণ্যাদীকরণ, মার্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, কুম্ভমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতদান, চন্দনাদি বিশ্লেপন, পুষ্পাদির আভরণ দ্বারা ভূষা, মালামুকুটাদিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, ইত্যাদির নাম অঙ্গপূজা।

অগ্রপূজা—দেবোদ্দেশে শীত, নৃত্য, বাস্ত, লবণ, জল, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপূজা (৬৩)।

ভাবপূজা—শক্ৰত্ব, চৈত্যত্ব, নামত্ব, ঐশ্বর্যত্ব ও সিদ্ধ-ত্বাদি চৈত্যবন্দনা ও অগ্রপূজার গীতনৃত্যাদি ভাবপূজার হইয়া থাকে।

সকল প্রকার পূজাই এই তিন পূজার অন্তর্ভাব বলিয়া গণ্য।

পূজক পূর্বমুখে দান, পশ্চিমমুখে দস্তধাবন, উত্তরমুখে শ্বেতবস্ত্র পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্থাপন এবং পূর্বোত্তরমুখী হইয়া পূজা করিবে। যেতাব্রত জৈনদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—পশ্চিমে সন্তানোন্মেষ, দক্ষিণে সন্তান-হীন, অমিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পূজা করিলে ভূমিহীন হয়। অঙ্গভাস, চন্দন, শির, কণ্ঠ ও হৃদয়ে তিলকধারণ ব্যতীত পূজা সিদ্ধ নহে। এতে বাসপূজা, মধ্যাহ্নে কুলপূজা এবং সন্ধ্যায় ধূপ বীশ দিয়া পূজা করিবে। শাস্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাভের আশায় শীতবস্ত্র, শত্রু-জয়ার্থ ককবস্ত্র, মাসলিক কার্য্যে রক্তবস্ত্র এবং মুক্তিদাতার জন্ত পূজা করিতে হইলে পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে।

(৬৩) “গুরুক নষ্ট বাহির লবণ জল্যরতি আইবীবাই।

জং কিচং সন্ধ্যাপিট অরই অঙ্গপূজাএ হ”

উমানাভিবাচককৃত পূজাপ্রকরণ ও বিবেকবিন্যাসাদি গ্রন্থে
জিনমন্দিরনিৰ্মাণ ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পূজাবিধি এই—

প্রভাতকালে প্রথমে নির্মাণ্য পরিষ্কার, তৎপরে প্রক্ষালন,
পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে
জ্ঞানাদি ও বিতীর্ণবার পূজা আরম্ভ করিবে।

প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস

স্থাপন করিয়া—

“মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌম্যভাস্তিকমলীং।

সহজনিজরূপনির্জিতজগত্তয়ঃ পাতু জিনবিধং॥”

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে—

“অবগারি কুসুমাহরণং পরই পইট্টরি মনোহরচ্ছায়ং।

জিগন্ধবৎ মজ্জপীঠং সংঠিয়ং বো সিবং দিসউ॥”

এই বলিয়া নির্মাণ্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস
চালিয়া ধুইয়া ধূল দিয়া জ্ঞানযোগ্য স্নগন্ধ জল নিক্ষেপ
করিবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কলস রাখিয়া স্তম্ভের বস্ত্র
ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধূপ দিয়া, মাথায়
তিলক ও হাতে চন্দনের কঙ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক-
“সযবন্ত কুন্দমালই বহবিহ কুসুমাই পঞ্চবরাইং।

জিননাহ গবণকালে সিন্ধি স্ত্রানহ কুসুমাজলি হিটঠা॥”

ইত্যাদি কুসুমাজলিগাথা পাঠ করিয়া জিনচরণে কুসু-
মাজলি প্রদান করিবে। পরে উদার মধুরস্বরে জিনেশ্বরের
নামোচ্চারণ করিয়া জন্মান্তিবেক কলস স্থাপন করিবে, স্নাত,
ইক্ষুরস, হৃদ্ব, নখি ও স্নগন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়া জিন-
দেবকে দান করাইবে; দানকালে চামরব্যাজন, সঙ্গীত ও
বাস্তবধ্বনি করিবে, বস্ত্রক্ষণ না দেবের দানকার্য শেষ
হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিনদেবের মস্তক খালি রাখিবে না,
অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। দানের
পর শ্রাবক—

“অভিবেকভোরধারা ধারেব ধ্যানমণ্ডাগ্রাশ্রত।

ভবভবনভিত্তিভাগান্ ভূমোপি ভিন্নতু ভাগবতী॥”

এই পাঠ করিয়া নির্মল জলধারা অর্পণ করিবেন। পরে
অঙ্গলেপ ও ধাত্তাদির নৈবেদ্যদান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে
ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিকা জ্ঞানাদি জিরয়ের পূজা
ও দ্বাত্রপূজা করিবে। আবশ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, দ্বাত্র-
পূজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না।
বরং তাহাতে সর্করোগ দূর হয়।

জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গলদীপ লইয়া আরতি করিতে হয়,
মঙ্গলদীপের পার্শ্বে ধুনটী রাখিয়া তাহাকে সপঞ্চজল দিয়া

“উবণেউ মঙ্গলং বো জিগাণমুহ লালি আল সঙ্কসিয়া।

ভিজ্জ পবত্তণ সমএ তিয়সবি ব মুক্কা কুসুমবট্টমি॥”

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কুসুমবট্ট করিবে। পরে—

“উঅহ পত্তিভগ্গাপসরং পরাধিং মুদিবজ্জি করে ঊথং।

পড়ইস লোগত্তণ লজ্জিঅং চ লোগং ছ অবহংমি॥”

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক কুলে করিয়া তিনবার হুনের জল
ছিটা দিবে। তৎপরে আরতি করিয়া ছইপাশের কলস হইতে
জল লইয়া ধারা দিবে।

কুল ছিড়িয়া উঠেঃশ্বরে তিনবার—

“মরগয়মণি বড়িয় বিশাল খালমণিক মত্তিঅ পট্টবং।

নবগয়র ককু থিতং ভমট জিগারিত্তিঅং তুমহং॥”

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রধানপাদ্রে রাখিবে। পরে—

“ভামিজ্জং তো স্ত্রাস্ত্রিহিং তুহনাহ মঙ্গলপট্টবো।

কণায়লসল নজ্জৈ ভাবুক পরা হিংগং দিস্তো॥”

এই পাঠ করিয়া দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপয়ে স্থাপন
করিবে।

জিনপূজাবিধিগ্রন্থে লিখিত আছে—অঙ্গপূজার বিয়নাশ,
অগ্রপূজার মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপূজার মোক্ষ লাভ হয়।

এতদ্বিধ জৈনশাস্ত্রে শ্রাবকের পরমকৃত্য, ত্রৈমাসিককৃত্য,
সংবৎসরকৃত্য ও জয়কৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক
ও পমু্যষণা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য তীর্থঙ্কর।—যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের ঐসঙ্গ প্রথমে
লিখিয়াছি, তদ্ব্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্থঙ্করের
নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম স্ত্রভৌমস্বামী। হিন্দুগণ
যেমন কালী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের
কথা উত্থাপন করেন, সেইরূপ কোন কোন জৈনসম্প্রদায়
বলেন, যখন জৈনধর্ম নিতান্ত অবসর হইয়া পড়িবে, তখন হট্ট-
দলন ও ধর্মোচ্চারণের অস্ত্র স্ত্রভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন†।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—অনেকেই জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়া মনে
করেন, কিন্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর
স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হিন্দু দার্শনিকগণের
মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা আত্মিক হিন্দু
দার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন।

যদি সর্ক জগৎ পরমাখ্যার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা

* বেতোষয়েরাও নিগবয়দিগের মত জাতিভেদ শৌচাশৌচ প্রভৃতি
স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানহরিচিৎ বৃহৎসংসারবিদ্যাক্রমগ্রন্থে
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† সাধারণজ্ঞান মন্ত্রমুগ্ধচিত্ত হৃদয়বহির্ভূত স্ত্রভৌমস্বামীর স্তূত্য
দ্রষ্টব্য।

হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী স্ত্রী দুঃখী প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, যেমন ভাৰ্য্যার লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে এই জগৎ একতরফ একমুখতা ও অভেদতা প্রাপ্ত হইত।

তবে যদি বল ব্রহ্ম এক ও মায়া স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-রূপী, কিন্তু জগদাদি সর্ব মায়া জন্ম। তাহা হইলেও তোমার কথায় দোষ পড়ে। মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ কি অভেদ? যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড় কি চেতন? যদি বল জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনিত্য? যদি বল অনিত্য, তবে তাহা বিনশ্বর ও কার্যরূপ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল কার্য্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে। সূত্রায়ঃ মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদি ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনাই সব করিয়াছেন, একরূপ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ ঘটে। যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর খাটে না। যদি বল ব্রহ্ম ও মায়া এক, তাহা হইলে দুইটিকে ভিন্ন নাম দিয়া বলিবার আবশ্যক কি, এক ব্রহ্ম বলিলেই চলিত।

বাস্তবিক জৈন জগৎকর্তা নহেন, সকল পদার্থেই অনন্ত-শক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্য্য করে। সমস্তই কাশ, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম্ম ও উত্তম এই পঞ্চ নিমিত্তসাপেক্ষ। এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখ, যখন বীজ বোনা হয়, তখন কাশ অমৃৎ হওয়া চাই, নহিলে বীজাঙ্কুর জন্মে না। আবার বীজ, জল, পৃথিব্যাদির অবশ্য স্বভাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার পরিণামকেই নিয়তি বলা যায়। ইহাও একটা কারণ। এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটা কারণ। এই পঞ্চ বস্তুই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। যে যে বস্তুর স্বভাব তাহা সকলই অনাদি হইতে হইয়াছে। যে যে বস্তুর আপনাপন স্বভাব নাই, সেই সেই বস্তু সংরূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তদ্বারাই অনাদিরূপ সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে সৃষ্টির চনা দেখিতেছ, তাহা সকলই প্রবাহক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। জগতের যাহা কিছু নিরম, তাহা ঐ পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্ত বলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্তিকে জৈন বল, তাহাতে

আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই জৈন বল যাইতে পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের অনেক জড় পদার্থই পূর্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি মিলিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যাকিরণ বর্ষার মেঘের উপর পড়িয়া ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্বোক্ত পাঁচ নিমিত্ত হইতে তৃণ, শুল্ক, কীট পতঙ্গাদি বহুতর জীব জন্মিয়া থাকে। দ্রব্য-ধিক নয়ানুসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অনাদি; যাহা অনাদি তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে। বাস্তবিক জৈন-জগৎস্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাশুভ বিধানও করেন না*। যে যে অবস্থায় জীবের শুভাশুভ ঘটে, তাহা সমস্তই কর্ম্মফল। কর্ম্মফল ভোগকালে জীব স্ববশ নহে।

যদি জৈন সৃষ্টিকর্তা না হইলেন, যদি তিনি জীবের শুভা-শুভ কর্ম্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান জৈনচার্য্যগণ এই দ্বোকটি প্রশ্ন করিয়া জৈনের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন—

“আমিবাং বিভুমচিহ্ন্যমসংখ্যামাভঃ

ব্রহ্মাণমীশ্বরমনন্তমনস্ককেতুম্।

যোগীশ্বরং বিদিত্যোগমনেকমেকং

জানস্বরূপমমলং প্রবদন্তি সন্তঃ॥”

হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে এক স্বরূপ, বিভূ অর্থাৎ কৰ্ম্মোন্মূলন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য অর্থাৎ অধ্যাত্মজানিগণও তোমার চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, আত্ম অর্থাৎ সর্বলোকব্যবহারপ্রবর্তনা হইতেও আদি বা স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর সর্ব-পেক্ষা বুদ্ধিমান অথবা অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অন্ত পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ঔদাসিক্য, বৈক্রিয়, আহারক, তৈজস ও কার্শ্ণ এই পঞ্চশরীররূপী চিরু ও তোমাতে নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজন ধারণা করেন, তাহারও জৈন, বিদিত্যোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্ম্ম-সংযোগ তুমি সমাক্রমে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্ব-

* জগৎকর্তা জৈনের পণ্ডন ও জৈনমতে জৈনতত্ত্ব বিভূতরূপে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রন্থ গ্রহণ।—আগুণীমাংসা, এমাগুণীমাংসা, এমাগুণীকী, এমাগুণসুন্দর, এমেরসমার্ত্তও এমেরকমল-মার্ত্তও, মায়ামতর, ধর্ম্মসংগ্রহ, তত্ত্বার্থত্ব, নন্দীসিদ্ধান্ত, পলাতোবিহি-গন্ধবতীমহাভাষ্য, শাস্ত্রসমুচ্চয়, ভাষ্যকমলতা, বড়দর্শনসমুচ্চয়, স্যামোদরসরী, স্যামোদরসরী, বাবশারসরচক, সমভিত্তক প্রভৃতি।

গত বা গুণপর্যায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়া জ্ঞান হয়, এক
• অর্থাৎ অধিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান
তোমার স্বরূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দোষরূপ মল তোমাতে
নাই, তুমি সংপূর্ণ বলিয়া অভিহিত †।

বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায়। খেতাবর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়
হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্মসাগর-
গণি রচিত কুশককৌশিকসহস্রকিরণ বা প্রবচনপরীক্ষা নামক
গ্রন্থে তপাগচ্ছ বাতীত আর দশটি মতের উল্লেখ আছে।
যথা ১ ক্ষপণক বা দিগম্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা
ঔল্লিক, ৪ পল্লবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্কপৌর্ণমীয়ক, ৬
আগমিক বা ত্রিভুজিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯ বদ্বা বা
বীজমত এবং ১০ পাশচন্দ।

ধর্মসাগর লিখিয়াছেন, উক্ত দশটি মতের মধ্যে দিগম্বর,
পৌর্ণমীয়ক ঔল্লিক ও পাশচন্দ এই চারিশাখা আদি জৈন
হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্কপৌর্ণ-
মীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীয়ক মত হইতে এবং লুম্পাক,
কটুক ও বদ্বা এই তিনটির মধ্যে বদ্বা লুম্পাক হইতে বহি-
র্গত একটি পৃথক সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে ঐ কর্ণটি মত
প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঐ দশটি মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত
জৈনেরা ধর্মসাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রকৃত জৈন বলিয়া
গণ্য হইতে পারে না। ঐ দশশাখার উৎপত্তি সম্বন্ধেও প্র-
বচনপরীক্ষার এইরূপ লিখিত আছে—

দিগম্বরোৎপত্তি। রথবীরনগরে শিবভূতি বা সহস্রমল্ল
নামে এক রাজত্বা বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতার
উপর জুচ্ছ হইয়া রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া আর্যাক্ষ
নামে একজন জৈনমুনির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভূতি
রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কঞ্চল উপহার পাইয়া-
ছিলেন; সেই কঞ্চলখানির উপর তাহার বড় যত্ন ছিল। এক
দিন তাঁহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কঞ্চলখানি ছিন্ন
ভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। পরে শিবভূতি আপনার সাধের
কঞ্চলের হৃদিশা দেখিয়া অত্যন্ত জুচ্ছ হইলেন এবং গুরু আক্ষা
লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন
প্রকার বসন ভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি
গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার ভগিনী উজ্জরাও ভ্রাতার ভ্রাতৃ দিগম্বরী হইলেন।
কিন্তু শিবভূতি জীলোকের নির্ধারণ হইতে পারে না বলিয়া
ভগিনীকে তাঁহার অঙ্গবস্ত্রী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে
তিনি কোণ্ডিল্য ও কোটবীর নামক দুইজন শিষ্যকে লীক্ষা

† জৈনাচার্যগণের ব্যাখ্যামুসারে অর্থ করা হইল।

দিলেন; তখন হইতে বোটিক বা নম্যচার্যগণের শাখা প্রবর্তিত
হইল। জীমুক্তিনিষেধ ও নম্যতাই দিগম্বরের মুখ্য মত।

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোৎপত্তি। বীরগতাধের ১৬২৯ বর্ষ পরে
অর্থাৎ ১১৫৯ সম্বতে পৌর্ণমীয়ক মত উৎপন্ন হয়। মতোৎপত্তির
কারণ এইরূপ—

রাজশ্রীকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্রপ্রভ, মুনিচন্দ্র, মানদেব ও
শান্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে
শ্রীধর নামে এক জৈন বহু ব্যয়ে জিনেন্দ্রপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি-
বার জন্য চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার
কনিষ্ঠ মুনিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাত্রিতে ব্রতী করুন। চন্দ্রপ্রভ ঈর্ষা-
পরবশ হইয়া বলিলেন—“সাধু এই কার্যে যোগদান করিতে
পারেন না।” এইরূপে শ্রাবকপ্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে
কেহই তাঁহার অঙ্গগামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯
সম্বতে এক দিন চন্দ্রপ্রভ শিষ্যগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন
যে, পদ্মাবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন,
“তোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণিমা-
পাক্ষিক * সভা, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।” এই-
রূপে পৌর্ণমীয়ক শাখা বাহির হইল †।

খরতরোৎপত্তি। ধর্মসাগর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,
সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপট্টাবলীতে ১০২৪ সম্বতে বর্দ্ধমানের
শিষ্য জিনেন্দ্রর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে,
কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, ১২০৪ সম্বতে জিনদত্তমুনি হইতেই
খরতর নাম প্রবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির
শিষ্য জুমতিগণির গণধরসাদৃশকবহুভূতি উক্ত করিয়া
লিখিয়াছেন—

অভয়দেব নিজে জিনবল্লভকে পট্টস্থ করেন নাই, তিনি
জানিতেন, তাহাতে তাঁহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে না।
কারণ, জিনবল্লভ পূর্বে এক চৈত্যাধাসীর শিষ্য গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বর্দ্ধমানকেই উত্তরাধিকারী
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীবিধা পাইয়া জিনবল্লভকে
পট্টস্থ করিবার জন্য প্রসন্নচন্দ্রকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র
আবার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্য সমাধা করেন। ধর্ম-
সাগর আরও বলিয়াছেন, চুল্লভরাজের সভায় ১০২৪ সম্বতে
চৈত্যাধাসী পরাজিত হইলে জিনেন্দ্রর খরতর বিরুদ্ধ লাভ

* পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন করা যায়, তাহাকেই পূর্ণিমা-
পাক্ষিক বলে। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বিগণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উভয়
তিথিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক কহে।

† চন্দ্রপ্রভের ধর্মোৎপন্ন প্রচারের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসমুত্তি রচনা
করেন।

করেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক ; কারণ, দ্বর্গভরাজ তাহার বহু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সন্থতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশেষতঃ ১৫৮২ সন্থতে লিখিত দ্বোকাহুবদী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১০২৪ সন্থতে জিনহংসপুত্রি পট্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকাবৃত্তি, অভয়দেবের ঋষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্জমানরচিত প্রাকৃত-গাথা এবং প্রভাবচরিত্রে খরতর সন্থকে কোন কথাই নাই। খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। স্মৃতি-গণির গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্লভ কখন জিনদত্তকে দেখেন নাই। ধর্মসাগর আপনগ্রন্থে যে পট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্লভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্মসাগর লিখিয়াছেন—প্রাচীন গাথাহুসারে ১২০৪ সন্থতেই জিনদত্তপুত্রি হইতেই খরতরশাখা প্রবর্তিত হয়। জিনদত্ত অতিশয় ধর্মপ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্তই সাধারণে তাঁহাকে খরতর বলিত; জিনদত্তও সাধারণে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তাহার শিষ্যপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে খ্যাত হইলেন।

ধর্মসাগরের মতে—জিনশেখর হইতে ব্রহ্মপন্নীয় গচ্ছ প্রসিদ্ধ হয় নাই; তাঁহার পর ৪র্থ পট্টধর অভয়দেব হইতেই ব্রহ্মপন্নীয় গচ্ছ প্রবর্তিত হয়।

আকলিকোংপত্তি। ১২১৩ সন্থতে আকলিকমত প্রচলিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচন্দ্র ও বহুভাষী এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। বিউণ নামক গ্রামে বাস করিবার সময় নাথি নামে এক অন্ধরমণী তাঁহাকে বন্ধনা করিতে আসে; কিন্তু সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। জৈনশাস্ত্রে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নরসিংহ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাকিতে আদেশ করেন। তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাথির বহু অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহায্যে নরসিংহ আকলিক মত প্রচার করিলেন। নাথির অমুরোধে নাটপট্টীয়-চৈত্যবাসী নরসিংহকে সুরিপদ প্রদান করেন। তখন হইতে নরসিংহের নাম আচার্য্য-রক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণ জৈনের অস্পৃষ্টত প্রতিক্রমণও উঠাইয়া দিলেন। তাহার মতাবলম্বীগণ আকলিক নামে খ্যাত হইল। আকলিকেরা আত্মাগম, অনন্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন প্রকার আগম স্বীকার করেন।

সার্কিপৌর্ণমীয়কোংপত্তি। ১২৩৬ সন্থতে এই মত প্রচলিত হয়। এই মতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ধর্মসাগর লিখিয়াছেন—

এক দিন রাজা কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্দ্রের সুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কুমারপাল আপনায় রাজ্য হইতে পৌর্ণমীয়কদিগকে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। এক দিন তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের মতপরিপোষক কোন আগম বা পূর্ববান আছে কি না? পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাসূচক উত্তর করেন; তৎক্ষণাৎ সমস্ত পৌর্ণমীয়ক কুমারপালের অধিকারভুক্ত ১৮টা জনপদ হইতে দূরীভূত হইলেন। কুমারপাল ও হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আচার্য্য স্মৃতিসিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পতন নগরে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, “সার্কিপৌর্ণমীয়ক।” স্মৃতিসিংহের কোন কোন শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার্য্য বলেন, আচার্য্য স্মৃতিসিংহ সাধুপ্রকৃতি ও বড় দয়ালু ছিলেন; এই জন্তই তাহার শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, স্মৃতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুশাদি দিয়া জিনদেবের পূজা করিতে নিবেদন করেন এবং সাধুমাগ্ন অবলম্বন করিতে আদেশ করেন; সেই জন্তই তিনি এবং তৎপরবর্তী শিষ্যগণ সাধুপৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন।

আগমিকোংপত্তি। শীলগণ ও দেবভক্ত পৌর্ণমীয়ক পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আকলিক পক্ষ অবলম্বন করেন। পরে ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া শত্রুজয়তির্থের জন সাধুর সহিত মিলিত হইয়া জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পূজাপরিহাররূপ নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই আগমিক ও ত্রিস্তমিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সন্থ হইতে এই মত প্রচলিত হয়।

লুপ্পাকোংপত্তি। (শুভরাত্রি দেশে আত্মদাবাদে দশা শ্রীমালজাতি লুপ্পা বা) লুপ্পাক নামে এক লেখক ছিলেন; তিনি জ্ঞানবস্তির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন; পুথি লিখিবার সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উৎকলক ছাড়িয়া যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারশিট করিয়া তাঁহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে লুপ্পাক অত্যন্ত জ্বক হইয়া নিষড়ী গ্রামে আদিয়া লক্ষ্মীসিং নামক এক বণিকের সাহায্যে এইরূপ মত প্রচার করেন— “জিনপ্রতিমার বধন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসনা চলিতে পারে না। আবশ্যকসময়ের অনেক স্থান স্রষ্ট হইয়াছে এবং ব্যবহারস্বত্বও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।” ধর্মসাগর প্রবচনপরীকার এইরূপে লুপ্পাকমতের

প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতে ১৫০৮ সন্থৎ হইতে এই মতের উৎপত্তি হয়।

লুণ্ঠাকের একটি শাখার নাম বেশধর। ইহার অপর সকল জৈন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভূষা করে বলিয়া ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে। কাহারও মতে ১৫৩১, আবার কাহারও মতে ১৫৩০ সন্থৎ হইতে এই শাখার উৎপত্তি। প্রাথটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্তী অরষটপাটক-নিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্তক।

ধর্মসাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীর বেশধরদিগের প্রথম; কিন্তু ভাণকের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রূপর্ষি গুজরাটী বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই রূপর্ষি মালসাবড় গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইহাকে দীক্ষা দেন। ১৫৫৪ সন্থতে ইনি পট্টস্থ হন। ১৫৬৮ সন্থতে তাঁহার শিষ্যগণ গুজরাটী লুণ্ঠাক হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য নাগপুরীর লুণ্ঠাক নামে পরিচিত হইল। ঐ বর্ষে ইন্দ্রগোত্র ও উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

১৫৮০ সন্থতে সুরাণাগোত্র রূপর্ষি নাগপুরে জগমালের পদ অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সন্থতে মালসাবড় গোত্র উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

কটুকোৎপত্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তাঁহাকে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, “এ জগতে আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।” তদনুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সন্থতে ঐ কটুক হইতে স্বতন্ত্র শাখা প্রবর্তিত হইল।

বীজমতোৎপত্তি। নুনক নামক এক লুণ্ঠাক বেশধরের বীজ নামে এক মুখ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্বে কখন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভক্তি প্রদ্বা করিতে লাগিল। তখন বীজ তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পূর্ণিমা ও আগমিক মতানুযায়ী ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫৭০ সন্থতে বীজমত প্রবর্তিত হইল।

পাশচন্যোৎপত্তি। নাগপুরে পার্শটজ্ঞ নামে তপাগচ্ছীর

* ধর্মসাগর নাগপুরীর বেশধরগণটানবী উক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—
১ম ভাণক, ২য় ভাণক, ৩য় ভাণক, ৪র্থ পুরুষ, ৫ম জগমাল ও ৬ষ্ঠ রূপর্ষি।

এক উপাধ্যায় বাস করিতেন। গুরুর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ার তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি তপাগচ্ছ ও লুণ্ঠাক মত হইতে কোন কোন ধর্মোপদেশ গ্রহণপূর্বক বিধিবাদ, চরিত্রাবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ত্রিহানাহুবন্ধী এক মত প্রচার করিলেন। এতদ্বিত্ত তিনি নির্ভুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী ও ছেদগ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ সন্থতে ঐ মত প্রচারিত হয়। ঐ মতানুযায়ী পার্শটজ্ঞের শিষ্যগণ পাশটজ্ঞীর নামে খ্যাত।

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটী গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে।

অমিতগতি রচিত ধর্মপরীক্ষার মতে দিগম্বরদিগের মধ্যে চারিটি সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় প্রধান, যথা—১ কাঠাসঙ্ঘ, ২ মূলসঙ্ঘ, ৩ মাধুরসঙ্ঘ, ৪ গোপ্যসঙ্ঘ। মূলসঙ্ঘ হইতে আবার নন্দীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সন্ন্যস্তী ও হর্ষপুরীর গচ্ছ প্রধান।

খেতাধরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, নাগেশগচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, কুম্ভারজিগচ্ছ (১৩৯১ সন্থতে উৎপত্তি), লঘুধরতরগচ্ছ (১৩৩১ সন্থতে উৎপত্তি), বৃহৎধরতরগচ্ছ, বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খল্লোলগচ্ছ, খারাপাঙ্গগচ্ছ, বিশালগচ্ছ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক স্বতন্ত্র পট্টধর ও তাঁহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার।—প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম নিত্যন্ত অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পূর্বে হইতেই জৈনধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থেও আমরা এ সন্থদে অনেক কথা জানিতে পারি। সঙ্ঘসংলগ্ন প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীর্থিকের * উল্লেখ আছে—এই ছয়জনের নাম—১ পূর্ণকাস্তপ, ২ মংখলিপুত্ত গোদাল, ৩ নিগণ্ঠনাতপুত্ত, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ সঙ্গরপুত্তবৈরতি, ৬ কক্কুদকাস্তায়ন।

মহাবগ্গ, সম্বল্লসংলগ্নাঙ্গী, সঙ্ঘসংলগ্ন প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নিগণ্ঠনাতপুত্ত (নিগ্রহ জ্ঞাতপুত্ত) এক ধর্মমতপ্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, সংসার-গ্রহিচ্ছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করায় ইনি নিগ্রহ, এমন কি উচ্চ অর্হৎ নামেও পরিচিত হইয়াছেন। ইহার মত সহস্র সহস্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মতে শীতল জল পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে।

* বৌদ্ধগ্রন্থে তীর্থিক শব্দের অর্থ ধর্মনিষেধী, কিন্তু জৈনগণ তীর্থিক শব্দে তীর্থধরকেই বুঝাইয়া থাকে।

তিনি আরও বলেন, কার, মন ও বাক্য এই তিন দণ্ড অর্থাৎ পাপের সহচর, প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে কার্য করে। পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ অনুষ্টের অধীন। মহাবগ্গ নামক পালিগ্রন্থের মতে জ্ঞাপিত্ত জিরাবাস প্রচার করেন।

উপরে জ্ঞাপিত্ত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জৈনদিগের স্থানালঙ্কারের ১ম ও ৩য় উদ্দেশ্যকে ঠিক ঐ মত দেখিতে পাই*। প্রসিদ্ধ জৈনচার্যগণ বলিয়া থাকেন, শেব তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীই স্থানালঙ্কারিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ নিগ্রহ নামে খ্যাত। জ্ঞাপিত্ত শেব তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীই নামান্তর।

জৈনদিগের ভগবতীহৃত্রে (৪৫ শতকে) মন্থলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে “নায়পুত্র” (অর্থাৎ জ্ঞাপিত্ত) বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে ঐ ছয়জন তীর্থঙ্কর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ ছয়জনের মতই জৈনধর্মমূলক বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর মন্থলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীহৃত্রে বর্ণিত আছে। শেবোক্ত জৈনগ্রন্থমতে মহাবীরের পিতৃ গোশাল, কিন্তু মহাবীরের সহিত মনোমালিঞ্জ ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন। [মন্থলিপুত্র গোশাল দেখ।]

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সিংহলের সামরফলহৃত্ত নামক পালিগ্রন্থে নিগ্রহগণ চাতুর্ধাম ধর্মসম্বৃত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবতীহৃত্রে পার্শ্বমতের কালাস বেসিরপুত্তের সহিত মহাবীরের ধর্মপ্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে—“তজ্জং অস্তিএ চাতুর্জামাতো ধম্মতো পঞ্চমহক্কইয়ং সপড়িকমণং ধম্মং উপসম্পজ্জিও গং বিহরিওএ”—অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্ধামরূপ ধর্মমতের পরিবর্তে পঞ্চম ধর্মগ্রহণ করিলাম।

আচার্যদের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থ পার্শ্বনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্ধাম ধর্ম

এবং মহাবীরস্বামী যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন, তাহাই পঞ্চম বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম।

জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে যখন চাতুর্ধাম ধর্মের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীহৃত্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং মহাবীরস্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্বমত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে চাতুর্ধামধর্মমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীরস্বামীরও বহু পূর্ববর্তী। সুতরাং শেব তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীকে জৈনমতপ্রবর্তক না বলিয়া জৈনধর্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে।

জৈনদিগের গ্রন্থহৃত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ পূর্বে পার্শ্বনাথস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রথমংশেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্বে মহাবীরের নির্মাণ হয়। এরূপ স্থলে খৃষ্টজন্মের ৮০০ বর্ষ পূর্বে পার্শ্বনাথ কর্তৃক চাতুর্ধামধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্থঙ্কর স্বয়ম্ভুদেব হইতেই জৈনধর্ম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শ্বনাথের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করগণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধান্তে বিরূত হয় নাই, তখন কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থঙ্করের পূর্বে জৈনমত প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে ২২শ তীর্থঙ্করের জীবনীকাল যেরূপ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও কালনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্শ্বনাথের পূর্বে জৈনধর্মের অস্তুর হইলেও তাঁহার সময় হইতেই যে, একটা বিশিষ্ট মত বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে পার্শ্বনাথকেই প্রকৃত জৈনধর্মপ্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

জৈন-উজ্জিয়াল, বাল্যকাল অত্যন্ত বীরভূম জেলায় একটা পরগণা। পরিমাণফল ৬৮২১ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশ অমরুসর এবং কৃষির অযোগ্য। উত্তরপশ্চিমভাগ অরণ্য ও কঙ্করময়। দক্ষিণ ও পূর্বভাগে উত্তম কৃষিকার্য্য চলে। এখানে ধাতু, গোধূম, ইক্ষু, সর্ষপ, মসুর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিনী

* নিকোলস্ নোটোভিচ নামে একজন রুশ পর্যটক ভিস্তের বাসাবাসে ভ্রমণ করিয়া হিমালয় নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাষার লিখিত একখানি ঈশ্বর জীবনী প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থে বীতথুটের ভারত ও ভোট দেশে আগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—বৌদ্ধ ধর্মসচারক বীতথুটের সহিতও তাঁহার অজ্ঞাত বাসকালে জৈন সাধুগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পালি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সুযোগের পতিতমতলী মধ্যে মহাহুগুদ পড়িয়া গিয়াছে। See “The unknown Life of Christ, by Nicolas Notovitch, translated from the French by Violet Cripe,” (London, 1895.)

* স্থানালঙ্কারের ৩য় উদ্দেশ্যে এই বচন আছে—“তব্বহণাপরত্ত ভা বহা বনবত্তে বচবত্তে কারবত্তে।”

জেনেই চান হয়। বকেষর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। হুবরাঙ্গপুরে সবজের আদালত আছে।

জৈনেন্দ্র, ব্যাকরণচরিতা এবং অষ্টাদশ আদি শালিকের মধ্যে একজন।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার রচয়িতাসম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ মহাবীর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডাক্তার কিল্হর্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনলি কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং ষোড়শর উভয়েই বসন্তাদায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে উৎসুক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগম্বর জৈনগুরু পূজ্যপাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ ও দেবনলি একই ব্যক্তি; কিন্তু পণ্ডিত ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনলি ও পূজ্যপাদ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১২০৫ খৃঃ অব্দে সোমদেব 'শর্কারবচস্রিকা' নামে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই তীর্থঙ্কর এবং পূজ্যপাদ গুণনন্দদেবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। ত্রিষামীর মতে সূত্র পূজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টীকা দেবনলি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।

জৈন্য (ত্রি) জৈন-স্বার্থে যৎ। জৈনসম্বন্ধীয়।

জৈপাল (পুং) জয়পাল-প্ৰবোধরাদিহাং সাধুঃ। ১ জয়পাল-বৃক্ষ। (বিরূপকোব) (স্ত্রী) ২ জয়পালের বীজ।

জৈমিনি (পুং) সুনীভেদ, ইনি কৃষ্ণবৈপায়নের শিষ্য। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা জৈমিনিভারত নামে বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম জৈমিনিদর্শন বা পূর্বমীমাংসা। এই পূর্বমীমাংসা ষড়্‌দর্শন মধ্যে একখানি। জৈমিনি একজন বজ্রবারক মধ্যে গণ্য।

*জৈমিনিক্ত স্তম্ভস্ত বৈশম্পায়ন এব চ।

পুলস্ত্যঃ পুলহস্টেব পঠৈকৈত বজ্রবারকাঃ ॥

ইনি জ্যোতিষগণের নিকট মার্কণ্ডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, ইহার পুত্রের নাম স্তম্ভ ও পৌত্রের নাম স্তম্ভান্। ইহার তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। হিরণ্যনাভ, পৌশলি ও আবন্ত্য নামে শিষ্যের ঐ সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

জৈমিনিদর্শন (স্ত্রী) জৈমিনিক্তং দর্শনং, কর্ণধা। মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা, ইহা ষাটশাখ্যারে বিভক্ত, ইহাতে বেদের মীমাংসা ও শ্রুতিবৃত্তির বিরোধভঞ্জন আছে। ইহা শাঙ্ক-

জ্ঞানের ধারস্বরূপ। ইহাতে জ্ঞানশাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় ও প্রাধান্ত মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনিভারত, মহাবী জৈমিনিপ্রণীত ভারতসংহিতা, ইহার কেবল অষ্টমেধপর্কই পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ইহার অষ্টাষ্ট পর্ক এখন নাই। কিন্তু ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অষ্টমেধপর্ক বাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় অষ্টমেধপর্কসংশোধক বিদ্রুত এবং অনেক নুতন ঘটনাসম্বলিত। জৈমিনীয়া (ত্রি) ১ জৈমিনি সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সামবেদের এক শাখা।

জৈমুত (ত্রি) জীমুতসম্বন্ধীয়।

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যটীকাকার কৈরটের পিতা।

জৈব (ত্রি) জীবন্তেদং জীব-অণ্। ১ জীবসম্বন্ধীয়। ২ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধনুর্রাশি। ৪ পুমানক্ষত্র। ৫ পুমানক্ষত্রপাত।

"কৃতান্ত্রিচক্রাঃ জৈবন্ত ত্রিখাষ্ট্রাং ভূগোস্তথা।" (সূর্যাসিঃ)

জৈবস্তারন (পুং স্ত্রী) জীবন্তত গোত্রাপত্যং বা কঙ্। জীবন্ত ঋষির গোত্রাপত্য, একজন যজুর্বেদপ্রচারক। "জৈবস্তারনাক্তরৈভ্যাক্ত রৈভ্যঃ" (শতপথত্রাঃ ১৪।১।৩।২৬)

জৈবস্তারিনি (ত্রি) জীবন্তাত্মদূরদেশাদি, কর্ণাদিহাং চতুর্থ্যাং ফিঞ্। জীবন্তের অদূরদেশাদি।

জৈবস্তি (পুং) জীবন্তের অপত্য।

জৈবলি (পুং) জীবন্ত রাজোহপত্যং, জীবল-ইঞ্। জীবল নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে প্রসিদ্ধ।

"তং হ প্রবাহণো জৈবলিকবাত্তবধৈ কিল তে শালাবত্যসাম" (ছান্দোগ্য উঃ)

জৈবাতৃক (পুং) জীবন্তি ওষধিপ্রতৃতীনি, জীব-গিচ্ আতৃকন্ (আতৃকন্ বৃদ্ধিচ। উণ্ ১।৮১) ১ চন্দ্র। ২ কপূর। (অমর) ৩ পুত্র। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি) ৪ ওষধি। (হেম) (ত্রি) ৫ দীর্ঘায়ুক। (মেদিনী)

জৈবি (ত্রি) জীবন্তাত্মদূরদেশাদি, স্তত্বজমাদিহাং চতুর্থ্যাং ফিঞ্। জীবের অদূরদেশাদি।

জৈবেয় (পুং স্ত্রী) জীবন্ত গুরোরপত্যং, শুভ্রাদিহাং ঠক্।

১ বৃহস্পতির পুত্র কচ। জীবায় মৌর্য্য ইদং, ত্রীহাং ঠক্। (ত্রি) ২ জ্যাসম্বন্ধী।

জৈয়ব (ত্রি) জিকুসম্বন্ধীয়, অর্জুনসম্বন্ধীয়।

জৈয়্যশিনেয় (পুং) জিক্যশিনোহপত্যং, শুভ্রাদিহাং ঠক্, দাণ্ডিনা নি টিপোঃ। জিক্যশিনের অপত্য।

জৈয়্য (স্ত্রী) জিক্ত তাবঃ জিক্-য়ড্। জিক্তা, কুটিলতা, ইহা জাতিভ্রংশকর মহাপাতক-মধ্যে গণ্য।

“লৈক্ষক মৈথুনঃ পুংসি জাতিভ্রংশকরং যুতং ।” (মহু ১১।৩৮)
নিবিদ্ধ ত্রযা ভক্ষণ, বিখ্যাক্ষণ ও লৈক্ষ্য প্রভৃতি সুরাপান-
তুলা পাপজনক ।

“নিবিদ্ধভক্ষণং লৈক্ষ্যমুৎকর্ষকং বচোহনুতম্ ।

রজস্বলাসুখাধারঃ সুরাপানসম্যনি তু ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য)

জৈহ্ন (ত্রি) জিহ্বাসম্বন্ধীয় বা জিহ্বার হিত ।

জৈহ্ন্যা (স্ত্রী) জিহ্বা সম্বন্ধীয় ।

“ঔপহ্য লৈক্ষ্যঃ বহুমন্তমানঃ ।” (তাগ ৭।৬।১৩)

জো (দেশজ) ১ সুবিধা । ২ বীজবপনাদির প্রকৃত সময় ।

জোআহার (আরবী) জোয়ার ।

জোআহরী (আরবী) জোয়ারী ।

জোক (দেশজ) জনোকা । [জনোকা দেখ ।]

জোকন (দেশজ) কোন ত্রব্যের তার পড়া ।

জোখমু (আরবী) বিপদ, আপদ, দুঃখ ।

জোগু (ত্রি) জোতা, জুতাকারক ।

“অহুষণং বরত জোক্তবামণঃ ।” (ঋক ১০।৫৩।৩)

‘জোক্তবামো জোক্তবামঃ ।’ (সারণ)

জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক । ইহারা আপনা-
দিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয় । ধারবার জেলার প্রায়
সর্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় । বাগল-
কোট, বুলবুলি, বুড়ুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখ্যা
অধিক । ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী । বাগলকোট
প্রভৃতি স্থানের জোগেরুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ
নাথ উপাধি দৃষ্ট হয় ।

এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা—বাচনি, তগুরি,
চুগাড়ি, হিন্দমরি, করকমরি, কাঁসার, মদরকর, পর্লকর,
মালি ও বতকর । ইহাদিগের বিবাহাদি উৎসবে উক্ত দশ
শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত
থাকে । এই দশটা শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ
জন শিষ্য যে দ্বাদশটা বিভাগ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার
কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত ।

জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই দুইজন গৃহদেবতার
অর্চনা করে ; রত্নগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত । ইহারা
অশুক কণাড়ী ও মহারাত্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্তা কহে ।
ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—ভৈরবী-যোগী, কিল্লী-যোগী,
পমন-যোগী এবং তবর-যোগী । ভৈরবী বা ভৈরি ও কিল্লী
যোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । এই
যোগিদিগের আকৃতি বড় বড় কিল্লিদিগের তায় । ইহারা অপরিষ্কৃত
ও অপরিচ্ছন্ন কুঠারে বাস করে ; কুহুর, ডেড়া, কুহুট, বাঁড়

প্রভৃতি পোষে । ইহারা আহারে খুব পটু, কিন্তু খাত ত্রব্য
উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে না । জোগারের রুটি ও শাক-
সবজি প্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য । রত্নার
পিঠক, মোটা চিনি ও শাক ইহারা বিশেষ বিশেষ উৎসব
উপলক্ষে আহার করে । ইহারা শাক, মেঘ, কুহুট, মংত্র,
হরিণ, কাঁকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে ; কিন্তু গো অথবা
শুকরের মাংস ভক্ষণ করে না । ইহারা সময় সময় মত্তও
পান করে । ইহারা পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও
নিকট হইতে চাহিয়া লয় । পুরুষগণ স্বল্প ও জঘন বেশে
একখানি কাপড় ও একটা জ্যাকেট পরিধান করে,
মত্তকে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র বঁধে ; জীগণ গায় জামা দেয় ।

জোগেরুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোয়ারি
কুণ্ডল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা পরিধান করে ।
ভিক্ষাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা ; ইহারা নানাস্থানে
ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই
চুরি করিয়া গলায়ন করে । বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের
যোগিগণ হুঁচি ও চিকুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্ত, নানা-
স্থানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকদিগের নিকট
হইতে বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া লয় । রত্নগিরির জোতিব
ইহাদের প্রধান দেবতা । এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ
বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুন্ডা নামক রৌপ্যনির্মিত
কুণ্ডল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশূল ও অলাবুনির্মিত
পাত্র সঙ্গে করিয়া লয় ।

ইহারা একটা ছোট ঢাক ও শিক্কা বাজায় । যে যে স্থানে
জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা “বাল সন্তোষ”
কথা উচ্চারণ করে । ইহারা অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্তু
অত্যন্ত শাস্ত ।

জোগেরুগণ বলে, তাহারা অনেক শিকড় গাছড়া প্রভৃতি
জানে ; তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে । ইহারা
গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া সময় সময় পাথরের
বাটা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে । আখিনমাসে
দশরা এবং কার্তিকমাসে দীবাণিই ইহাদের প্রধান উৎসব ।

জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মাত্ৰ করে, ব্রাহ্মণগণ
ইহাদের বিবাহাদিকার্য্য এবং স্বভাৱীয় লোকেই ঐক্কেদেহিক
কার্য্য সম্পন্ন করে । কোন কোন জোগেরুগণ বিবাহ কার্য্য
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ও অন্যান্য কার্য্য কাণকট বৈরাগী দ্বারা নিষ্পন্ন
হয় । ইহারা তীর্থে ভ্রমণ করে না ; আখিনমাসের প্রথম
পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিয়া থাকে ।
ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন ধর্ষণপন্থী থাকে, সে

কখন বিবাহ করে না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আহ্বানাদি সংগ্রহ করে। এই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন।

সাধারণ জোগেরুদিগের গুরু (ধর্মোপদেষ্টা) নাম ভৈরবনাথ, ইনি রত্নগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর বাস করেন। ইহার দয়মব ও ভূর্বব নামক গ্রামদেবতা-দিগকে পূজা করে ও বাহুবিভা, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতি বিশ্বাস করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে না। মশান ও অস্ত্রাস্ত্র স্থানে ভূতবোনির আবাস-স্থল বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রসূত হইলেই ইহার প্রসূতি ও সন্তান উভয়কেই দান করায়; পঞ্চমদিবসে নবপ্রসূত সন্তানের আয়ুর্ভিক্ষির জন্ত বটীদেবীর পূজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুতি প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রসূত হইলে ১২ দিন পর্যন্ত প্রসূতিকে ঘৃত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রসূতি গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। অন্নবয়সেই বালিকাদিগের বিবাহের সন্ধন করা হয়; কিন্তু বিবাহের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ সন্ধন ঠিক করিবার সময়ে কোনরূপ উপহার দেওয়া হয় না; কস্তার পিতা কএকজন স্বজাতীয় ব্যক্তির সমুখে তাহার কস্তাকে প্রস্তাবিত বরের সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন পর্যন্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কস্তার বাটী আইসে; তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করান; ৩য় দিবসে কস্তার পিতা নিমন্ত্রণ করেন এবং এই দিনেই বিবাহের কার্য্য অচুপিত হয়। বরকন্যা উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়া শস্তপরিপূর্ণ দুইটা চুপড়ির মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখি হইরা দাঁড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ প্রয়োজিত, মধ্যস্থানে হিরণ্যরাজিত একুণানি বস্ত্রধারণ করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দম্পতিযুগলের মন্তকোপরি দাণ্ড প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবা স্ত্রীলোক বর-কন্যার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে একগছি সূতা ৫ গুণ করিয়া বাঁধে এবং মন্ত্র শেষ হইলে তাহা বিধৃত করিয়া একখণ্ড বরের অপরাধ খণ্ড কন্যার হস্তে বাঁধিয়া দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকস্তা উভয়ে প্রামদ্য মারুতির মন্দিরে গিয়া একটা নারিকেল ভঙ করে;

পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতব্যক্তির জন্ত খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দিগের ভোজ হয়। প্রথম মাসে ইহার মৃত ব্যক্তির আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং প্রতি বৎসরে একটা ভোজ দেয়।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জোগেরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রবল। সামাজিক বিবাদ বিন্যাস সমাজস্থ প্রথান ব্যক্তি বিচার করে। তাহাদের বিচারস্থানে যে না চলে, তাকে সমাজ হইতে দূরীকৃত করা হয়।

জোগেরুগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না, কিংবা জীবিকানির্ভারের জন্ত কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করে না।

এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা বোঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [বোঙ্গী দেখ।]

জোঙ্গ (স্ত্রী) জুজ্যতে বর্জ্যতে, জুগি বর্জ্যমে কশ্মণি অপ, পুর্বোদরাদিহাং সাধু:। কাশ্মীরক, গুরুজ্যাতেন। (হারা*)
জোঙ্গক (স্ত্রী) জুজতি ত্যজতি সপক্ষ: জুগি-ধূল, পুর্বোদরা-দিহাং সাধু:। অণুরচন্দন। (অমর ২৬।১২৬)

জোঙ্গট (পুং) জুজতি আরোচকং পরিত্যজ্যতানেন বাহুলকাৎ জু-অটন্। গতিগীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা* ২১৯)

জোঙ্গড়া (দেশজ) ১ জন্তভেদ। ২ বংশনির্দিষ্ট মন্ত্র ধরিবার চোবড়া।

জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইজতি প্রকাশতে ইতি অচ, পুর্বোদরা-দিহাং সাধু: বা জুট-ইন্ জোটিং গচ্ছতি গম-ড খিচ্। ১ মহা-দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা*)

জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। (দেশজ) ৩ যুগ্ম। ৪ মিথুন। ৫ তুলা, সমধর্মী।

জোড়খাই (দেশজ) আনন্ড ব্যবিশেষ। পূর্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।

জোড়তোড় (দেশজ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন।

জোড়া (দেশজ) ১ যুগ্ম, দুইটা। ২ একত্র দুইখানি পরি-চ্ছদ, বস্ত্রাবরণ।

জোত (যাবনিক) বড় বড় প্রকার নিকট হইতে ক্রমকরা ২১০ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাস করিতে লয়।

জোতগোপালি, বাগদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা বড় পরিগ্রাম।

জ্যোতস্মরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণার একটি বড় গ্রাম।

জ্যোতদার, ১ হাজার কোত বা কোন বিদ্যুত চাবের অমি লক্ষ্য রাখে বা জ্যোত অধিকার করে।

২ কটকের দক্ষিণ পূর্বকোণে প্রবাহিত একটি প্রণালী; মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত। ইহা ২০° ১১' উত্তর অক্ষা° এবং ৮৬° ০৪' পূর্বদ্রাঘিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

জ্যোতনরসিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণার একটি বড় গ্রাম।

জ্যোতা (দেশজ) শকটাদিতে গো অথ প্রভৃতি সংযোজিত করা।

জ্যোতরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় লেখক। ইহার ২০০ বৎসর পূর্বে কল্লণ পণ্ডিত রাজ-তরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করিয়া জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার পরবর্তীকাল হইতে জ্যোতরাজ নিজের সময় পর্যন্ত ইতিহাস লিখেন। ইহার পরে আরও দুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন।

জ্যোতরাজ পৃথীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য এবং ১৩৭০ শকে কিরাভার্কুনীর গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

জ্যোতাকি (দেশজ) জ্যোতির্বিজ্ঞান, খজোত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। (*Lampyris noctiluca*) ইহাদের আকার দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীবা হ্রস্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর। পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জ্যোতাকি অপেক্ষা পুং-জ্যোতাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহার তরু, গুল্ম, লতা, পুষ্করিণী ও নদীতীরে ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীপমালায় ভ্রম দেখা দেয়। ইহাদের ঐ আলোক বস্তুদেশের শেষ হইতে বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ অস্বাভাবিক করেন ঐ আলোক নীপকসমূহ। জ্যোতাকির পুং-নীপক (Phosphorus) বিস্তারিত আছে। জ্যোতাকিগণ ইচ্ছানুসারে আলো কমাতে বা বাড়াইতে পারে। সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার একবার খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়া যায়। ঐ উজ্জ্বল অংশ পৃথক করিয়া লইলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া কোমল করিলে আবার আলো বাহির হয়। গরম জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জ্বল আলোক উৎসৃত হয়, কিন্তু শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়।

পুং-জ্যোতাকি অপেক্ষা জ্যোতাকিই অধিক উজ্জ্বল। জ্যোতাকির পাখা নাই, ভ্রমরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে থাকিয়া টিপ্ টিপ্ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। ঐ

আলোক দেখিয়া পুং-জ্যোতাকিগণ উহাদিগকে সন্ধান করিয়া লয়। সিংহলে একরূপ জ্যোতাকি কীট আছে, উহাদের জ্যোতাকি প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহার বায়ুশূন্য স্থানে এবং বাষ্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারে। উদভ্রম বাষ্পের মধ্যে রাখিলে কখন কখন সশব্দে ফাটিয়া যায়।

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রমির ভ্রম এবং স্পষ্ট হইয়া-মাত্র আলোক বিকীরণ করে, কিন্তু ঐ আলোক পূর্ণাবস্থায় জ্যোতাকির ভ্রম উজ্জ্বল নহে।

জ্যোৎস্না, সন্ন উইলিয়ম, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে লন্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা উইলিয়ম জ্যোৎস্নার গণিতে অতিশয় ব্যাপ্তি ছিল। তিনি গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিন বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জ্যোৎস্নার পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জ্যোৎস্নার মাতাকেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। বালা-কালেই জ্যোৎস্না শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন যদিও কোন আকস্মিক অন্তত ঘটনায় এক বৎসর কাল জ্যোৎস্না বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাতিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি প্রায় তাঁহার সমগ্র সময়পাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ছিলেন এবং শীঘ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে প্রায়ই বলিতেন, জ্যোৎস্নাকে উল্লভ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং যশের রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জ্যোৎস্না ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন প্রধান যশস্বী ও সম্রাটশালী ব্যক্তি হইবেন। জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে শিক্ষার এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্তীকালে থ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সন্সার বলিতেন যে, জ্যোৎস্না গ্রীকভাষায় তাঁহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপ্ত ও শিক্ষিত।

হারোর বাসকালে শেষ ছই বৎসর তিনি আরব্য ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় সময় লাতিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে তিনি ক্যানী ও ইতালীর ভাষা শিক্ষা করিতেন।

১৭৬৪ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিভাগীকৃত আরম্ভ করিলেন। তিনি আরব্য ও পারস্ত ভাষা শিখিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগালের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি অক্সফোর্ড পরিভ্রমণ করিয়া আর্লস্পেন্সার পরিবারের সহিত একত্র বাস করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি লর্ড অলথামের শিক্ষাকার্য্য পরীক্ষা করিতেছেন। ব্যবহারোপ-জীবের কার্য্য করিবার নিমিত্ত ১৭৬০ খৃঃ অব্দে তিনি এই পদ পরিভ্রমণ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একত্র বাসকালে জোন্স অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রাচ্য ভাষার একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে দেনমার্কের রাজা কর্তৃক অমরুদ্ব হইয়া জোন্স 'নাদির শাহের' জীবনী পারস্ত হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফিজের কয়েকটা কবিতা ও ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারস্ত ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোন্স Commentaries on Asiatic Poetry নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকখানি লাতিন ভাষায় লিখিত হইয়া ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম Poeseos Asiaticae Commentariorum Libri Sex, এই পুস্তকে প্রাচ্যকবিতা-সম্বন্ধে সাধারণ মতব্য এবং হিব্রু, আরব্য, পারস্ত ও তুরক ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অনুবাদ আছে। স্পেন্সারের সহিত বাস কালে তিনি একখানি পারস্ত অভিধান লিখিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত পারস্ত গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবশ্যকীয় কথাগুলির প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় আঁকুতাই ডুপেরঁ (Anquetil du Perron) নামক কোন ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষপ্রদর্শনপূর্বক এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে জোন্স নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্বিনী ও মধুর হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখা বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জোন্স এসিয়ায় ভ্রমণের দেশের ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জোন্স ব্যবহারজীব সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। প্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অহুসাগ সত্ত্বেও জোন্স এই সময় আইন বাস্তবিক অজ্ঞ কিছুই পড়িতে পারিতেন না। তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় জোন্স জামিনবিধি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাকটোন সম্বন্ধে তাঁহার স্ততিই তাঁহার বর্ণে ও স্মৃতি নিদর্শন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকায় যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে তিনি এরূপ অগ্রিম হইরাছিলেন যে, তাঁহার মহাসভার প্রবেশের আশা নাই দেখিয়া তিনি অল্প কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে* তাঁহার রাজনৈতিক মত অবগত হইতে পারা যায়।

ছয় বৎসর পরে যখন তিনি তাঁহার ব্যবসারে বিশেষ যশলাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অব্দের শীতকালে অবসরমত আরব্য সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা সুমাকতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে লর্ড অশবুর্টনের (Lord Ashburton) চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের স্প্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেন্ট অসফের (St. Asaph) ধর্ম্মযাজকের কন্যা সিঙ্গেকে বিবাহ করিলেন।

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হইলেন এবং এই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল অবসর পাইলেই প্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া এসিয়ায় পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্ উইলিয়াম এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। এখন সেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটী নামে বিখ্যাত। এই সভা হইতে ভারতের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (Asiatic Society) হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া যুরোপীয় পণ্ডিতগণ

* পুস্তকের নাম (১) Enquiry into the Legal mode of Suppressing Riots. (২) Speech to the Assembled inhabitants of Middlesex &c. (৩) Plan of a National defence. (৪) Principles of Government.

হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হইতেছেন। জ্যোৎস্না এদিয়ার পুরাতত্ত্ব পুস্তকের প্রথম চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন।

বাঙ্গলাদেশে অবস্থিতকালে জ্যোৎস্না প্রথম তিন চারি বৎসর সৰ্দ্ধানাই সংস্কৃত পড়িতেন। এই ভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি নিজেই অল্পবাদ ও কার্যপার্থ্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোলাত্মক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন।

১৭৯৪ অব্দে সর্ উইলিয়াম জ্যোৎস্না মল্লসংহিতা অল্পবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুন্তলা ও হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না সাহিত্য-সেবার অনবরত রত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্তব্যকার্য্যে (বিচারকের কার্য্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন-মাউথ (Lord Teignmouth) বলিয়াছেন—

“জ্যোৎস্না এরূপ কঠোর কর্তব্যপারায়ণতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও যুরোপীয় ব্যক্তিদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু দিন অগ্রে ভুগিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২৭এ এপ্রেল তারিখে কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।”

সর্ উইলিয়াম জ্যোৎস্না বিবিধ বিদ্যালয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। লাতিন ও গ্রীকভাষায় যদিও তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল না বটে, কিন্তু কোন যুরোপীয়ই আজ পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান আরব্য, পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি অদ্বৈতের তুর্কি ও হিব্রু ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল; তিনি কন্সচির কবিতার অমূল্যবাদ করিতে পারিতেন। তিনি যুরোপে প্রচলিত সকল

ভাষাই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অজ্ঞাত ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদূর শিক্ষিত ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

যদিও জ্যোৎস্নার নানাবিধে বিদ্বৎশিক্ষা ছিল, তথাপি তাঁহার মৌলিকতা কিছুই ছিল না। তিনি কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও নূতন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণ আশ্চর্য্যের ক্ষমতা ছিল না। ভাষাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি তিনি করেন নাই—তিনি অপরের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় আমোদ হয় এবং তাহা পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বর্ণনাক্ষমতা বা চিন্তাশক্তির মৌলিকতা চূড় হইয়া না। তিনি বিদ্যাবিশয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মাত্র ও গৌরবের পাত্র; বহু বিষয় শিখিবার জন্য তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ও বিজ্ঞা অধিকতর ক্ষুদ্রি পাইত এবং হয়ত তিনি অধিতীয় লোক হইতে পারিতেন।

জ্যোৎস্নার চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

জ্যোৎস্না কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার বন্ধুগণ সকল সময়েই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিত থাকিতেন; বিচার কালে তাঁহার জ্ঞানপরতার সকলেই সন্দেহ হইতেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পুস্তক ব্যতীত সর্ উইলিয়াম জ্যোৎস্না নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।—(১) দুইখানি মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্তুত না করিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারস্বের আইন, (৩) নিজামি-কৃত গল্প পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট দুইটী স্তোত্র, (৫) বেদের উদ্ধৃতি।

সর্ উইলিয়াম জ্যোৎস্নার কবরের উপর নিম্নলিখিত মঞ্চে একটা কবিতা লিখিত আছে—

‘এক মানবের মন্দির এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি জীবনকে তত্ত্ব করিতেন—মৃত্যুকে নহে। তিনি তাঁহার বাণীবিন্দা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন

* A dissertation on the Orthography of Asiatic words in Roman Letters; on the Gods of Greece, Italy and India; on the Chronology of the Hindus; on the antiquity of the Indian Zodiac; on the 2nd Classical Book of the Chinese; on the Musical modes of the Hindus; on the Mystical Poetry of the Persians and Hindus containing a translation of the Gitagovinda by Jayadeva; on the Indian Game of chess; the Design of a Treatise on Plants of India &c.

না। অধাৰ্ষিক ও কৃত্ৰিয়াক লোক ব্যতীত অস্ত্র কাহাকেও তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জানী ও ধাৰ্ষিক ব্যতীত অস্ত্র কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না।

জোয়ানপুৰী, কুতুভা ও সিদ্ধাবোশে উৎপন্ন, তেঁতী রাসিণী বিশেষ। ইহা আধুনিক রাসিণী। (সংস্কৃত)

জোয়ার, (জোয়ারি, জোবার, জুয়ার) শতবিশেষ। ইহাকে কুম্বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক এই শত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার ইহাকে জুর্ণ, যবনাল ও রক্তকুর্ণ কহে। অনেকে অনুমান করেন, এই জুর্ণ নাম সম্ভবতঃ ইহার আরবী ধূরা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই শত পূর্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে এদেশে আনীত হয়। কিন্তু ঐ অনুমান কতদূর সত্য, বলা যায় না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, চোলাম, তন্ন, জোয়, কাগ, ঠেঁরা, চবেল, শানু, কেজোল, নিগোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্বারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্বত্র উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটা মাত্র নাম দ্বারা ই সর্বত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর।

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাক্ষসতান, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্বত্র জোয়ারের চাষ হইয়া থাকে। আমেরিকা, আফ্রিকার পূর্বকূল, আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটা প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ গোখুম ও যবদির চাষ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ ব্যবহার জন্তই ইহার চাষ করে। গোখুম ও যবদির সূচ্য অধিক, তজ্জন্ত ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজস্ব ও সংসারের অপরাপর ব্যয় নির্বাহ করে। কিন্তু জোয়ার নিজ স্বাদ জন্ত রাখিয়া দেয়। কৃষকগণ ইহার কাটি, পিষ্টক, ছাকু প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং জজিয়া লাহি নামক খাদ্য প্রস্তুত করে। ভাঙ্গা জোয়ার, শুড়, লবণ ও লক্ষা সহ স্বাস্থ্যকর আহার্য। জৈব অপক অবস্থায় জোয়ারের শীষ বকসাইয়া কৃষকেরা উপাদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শৈবোক্ত প্রকারে কেন্দ্রের অনেক শত গৃহজাত মাছ হইতে হইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। জোয়ারের খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

জোয়ার নানা প্রকার। ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, পত্র ও শতের আকার ও বর্ণগত জৈব তারতম্য আছে। বৃক্ষ লক্ষ সচরাচর ৩৫ হাত হইতে ৫৫ হাত উচ্চ হয়। উহাদের শাখার শুষ্কবক শীঘ্র হয়। শতের নানা লক্ষ সর্বশেষ ২০ ও ৩০ বড় এবং জৈব চেপটা গোলা। বর্ণ শুষ্ক, লোহিত ও কৃষ্ণাত লোহিত এবং নানা মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে।

জোয়ার বৎসরে দুইবার জন্মে (১) বরিক—ইহা শরৎকালে এবং (২) রবি—ইহা বসন্তকালে উৎপন্ন হয়। এই দুই শতের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। উভয়েরই খাদ্য সমান গুণসম্পন্ন।

জোয়ার চাষের অস্ত্র উৎকৃষ্ট উর্করা তুমি প্রয়োজন হয় না; এমন কি অস্ত্রান্ত শস্ত যেখানে কখন উৎপন্ন হয় না, এক্ষণ অধিকার জমিতেও জোয়ার জন্মে। এক্ষণ কৃষকগণ গোখুমাদির অস্ত্র ভাল জমি রাখিয়া অমিশ্রিত জমিতে জোয়ার চাষ করে। তবে কৃষকগণ কাপাঁস কেন্দ্রেই উৎকৃষ্ট জোয়ার জন্মে। ইহার জমিতে সচরাচর ১ হইতে ৪ বার লাঙ্গল দিয়া বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপন করে। বৈষ্ণব গভীর করিয়া চাষ দেওয়া হয়, গাছও তদনুরূপ শতজ হই।

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুম্বমুল, মুগ, মাষকলায় প্রভৃতি বীজ মিশাইয়া দেয়। বর্ষা অধিক ও জোয়ার উত্তমরূপ জমিলে ঐ সকল শস্ত ছায়ায় পড়িয়া যায় এবং অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই কৃষকের বেশ লাভ হয়। জোয়ারের গাছ এক বা দেড় হাত বড় হইলে জমি একবার নিড়াইয়া দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা অনাবৃষ্টি হইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে জোয়ার কাটিয়া অনেক সময় ঐ জমিতে রবিশস্ত বপন করা হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকারই গো-মহিষাদির খাদ্য হইতে দেয়। জোয়ারের উঁটায় চিনির ভাগ অধিক থাকায় গোখুম যবদির খড় অপেক্ষা পশুগণ ইহার খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে ২০ বার জন্ম, স্তবরাং সমগ্রই টাটকা জোয়ারখড় পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ কৃষকগণ শতের জন্তই জোয়ার চাষ করে, খড় প্রভৃতি অনাহৃত লাভ রাজ। কিন্তু অনেক সময় কেবল গো-মহিষাদির খাদ্য জন্তও কৃষকগণকে জোয়ার চাষ করিতে হয়।

জোয়ারের শীঘ্র বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তার শত্রু আছে। শত্রু কাটিবার পূর্বে প্রায় দেড় বা দুই মাস কাল কৃষককে অনবরত শতক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। এ ছাড়া নানারূপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও জোয়ার নষ্ট হয়।

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্বে হইতে ক্ষেত্রক্ষক যথেষ্ট শীঘ্র বন্সাইয়া খাইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে এই বন্সান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ কাটিবার পূর্বে প্রায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য।

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শীঘ্রগুলি পৃথক করিয়া রাখে। শুক হইলে লাঠি দ্বারা শীঘ্র বাড়িয়া লয় এবং শত্রু বস্তার পুরিয়া রাখে। গাছগুলি শুক করিয়া রাখিয়া দেয়।

জোয়ারিতুল গোখুমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা ইহা জন্মাদি অপেক্ষা লঘুপাক। প্রেক্ষসর চার্ল পরীক্ষা করিয়া শত্রু ভাগ জোয়ারে নিম্নলিখিত উপাদান স্থির করিয়াছেন।

জল	১২.৫	অংশ।
অণুলাল	৯.৩	"
শ্বেতসার	৭২.৩	"
তৈল	২.	"
সুত্রবৎ পদার্থ	২.২	"
ভস্ম	১.৭	"

পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোখুমের পুষ্টিকারিতা ৮৪.৬, তুলের ৮৬.২, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কৃষকগণ অর্ধ-পোড়ে মূল্যবান গোখুমাদি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের জোয়ার নিজের জন্ত রাখিয়া দেয়। কিন্তু এ খাদ্যও কোন অংশে নিষ্কৃষ্ট নহে।

জোয়ার চাবে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্ত তত উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাবে পরিশ্রম অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিয়া দেয়। একজন বীজ রাখা কষ্টকর। কৃষকেরা কীটের উপজব এড়াইবার জন্ত জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে শোকার বীজ কাটিতে পারে না, বোখাই প্রেসিডেন্সি ও বঙ্গের প্রভৃতির অনেক স্থলে সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। একজন কৃষকেরা মাটির নীচে গর্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি

হইয়া জলে ভিজিয়া না গেলে ঐ শত্রু অনেক বৎসর বেশ থাকে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি পার্শ্বত্যা স্থানে বাজার জার জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম বর্ষীয় বৃষ্টি না হইলে বাজার ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষীয় বৃষ্টি না হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়।

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও বাজার এডেন, আভিসিনিয়া, আরব, মিসর, মেক্সিকো, সোন-মিয়ানি, বেলজিয়ম, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। যুরোপে জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্তই ব্যবহৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার ভক্ষণ করে।

ইংলণ্ডেও পশুপক্ষ্যাদির খাদ্য জন্ত বিস্তার জোয়ার ও বাজার খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে বোখাই ও করাচি এই দুই বন্দরই বিদেশে জোয়ার ও বাজার রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা। জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্তৃত। মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং ঐ প্রদেশে উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিবাসিদিগের পর্যাপ্ত খাদ্য হইয়াও অনেক শত্রু উদ্ভূত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ জোয়ার বিদেশে রপ্তানী হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোখুমের কাটুতি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্ভূত গোখুম বিক্রয় করিয়া ঐ মূল্যে কৃষকগণ জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করার জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে।

কয়েক প্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না।

শুক জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার শীঘ্র হইতে বিছানা প্রভৃতি বাড়িবার কাঁটা প্রস্তুত হয়। বিলাতে ইহার কাটুতি অধিক।

জোয়ারভাঁটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাঁটা কহে, সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বোলা কহে, সমুদ্রের কূলবর্তী অধিবাসী মাঝেই এই নৈসর্গিক পরিবর্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং চন্দ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার তথ্যবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ণিত আছে। কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যনন্দ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

“মহোদধেঃ পুরহিবৈশ্বদর্শনাং

শুক্লপ্রহর্যঃ প্রবতুব নান্মনি।”

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অভিশর আনন্দ শরীরে ধরিল না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

শকুন্তলে লিখিত আছে।

“পূর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।”

আরও রামায়ণে—

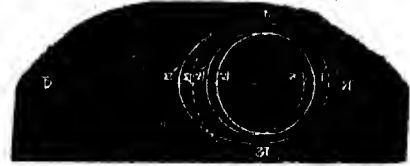
“নিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ।”

যাহা হউক কূলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির স্বল্প তত্ত্ববিষয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্চুসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণ কার্য্যকারী হয়, তাবিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।

জোয়ারের বিধর সম্যক পর্যালোচনা করিতে পৃথিবীকে বর্ত্তলাকার এবং সমগভীর একস্তর জলদ্বারা আচ্ছাদিত কল্পনা করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরিতাণে বিস্তমান হইলে চন্দ্রমণ্ডল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং ইহার জলভাগরূপ আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস হয়। সুতরাং পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবর্তিত, ঐ অংশের জলভাগ কঠিন পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অধিকস্তর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা অধিক বলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্রের আকর্ষণে ঐ স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে

জল ঐ স্থানান্তিমুখে ধাবিত হইবে। আবার ঐ স্থানের বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া কঠিন পিণ্ড চন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে পৃথিবীর পরস্পর দুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প কার্য্যকারী, সুতরাং ঐ প্রদেশে জোয়ারের প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী বলয়াকার স্থানের জল কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রান্তান্তিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ বলয়াকৃতি স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি করে। নিরন্তর চিত্তে, মনে কর গৎ পৃথিবীর কঠিন পিণ্ড, কথ জলময় আবরণ আভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।



পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ কর্ত্ত্ব এই আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ্ড গর্ভ স্থানে আসিবে। সুতরাং একই সময়ে কর্ত্ত্ব ও ঐ স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্রে হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে। ঐ দুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ স্থানে ভাঁটা হইবে। দুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ার পৃথিবী অণ্ডাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের দুই প্রান্ত নিরন্তর চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সমস্ত্রপাণ্ডে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীর আক্ষিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উত্তম পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে চন্দ্রের নিম্ন দিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক এক ঘণ্টা অন্তর ঐ জোয়ার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যদি বিষুবমণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর আগিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ স্থান যথাক্রমে কর্ত্ত্ব, ছ ও জ নামক স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আসিবে। সুতরাং ঐ দ্বীপে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইবে। কর্ত্ত্ব চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আক্ষিক জোয়ার এবং কর্ত্ত্ব চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে পান্টা জোয়ার বলা বাইতে পারে। এক আক্ষিক

জোয়ারের পর পুনরায় আন্বিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে। এবং আন্বিক জোয়ারের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট পরে পাণ্টা জোয়ার হয়। কেবল চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা আতি সহজ বোধ হইলেও ইহা অতি জটিল। সর্বদা বহুসংখ্যক আন্বিক শক্তি চন্দ্রের জোয়ারের অস্থূল ও প্রতিকূলচরণ করিতেছে। এই সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার-তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্যমান জোয়ার-প্রবাহ এই সকল শক্তির সম্মিলন মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সূর্যের আকর্ষণী শক্তি প্রধান।

পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ গুণ অধিক হইলেও সূর্যের ব্যস্তপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ২,৮৪,০০,০০০ হই কোটি চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের নিয়মামুসারে দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণ হ্রাস হয়। গণিত সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে সূর্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকাশক্তির অনুপাত ৩৫৫ : ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সূর্যের শক্তি চন্দ্রে প্রায় ৩ অংশ, সূত্রাং বড় অংশ নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্য্যকারী। অমাবস্তা ও পূর্ণিমার সময় উহার পরস্পর অস্থূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অল্প অংশে ভাঁটা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য এই দিবস জোয়ারের উচ্চতা অল্প দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সমগ্রী অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করার সর্বাপেক্ষা অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্তা ও পূর্ণিমার দিনে জোয়ার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ণিমা বলা হইয়াছে, চতুর্দিকে সমুদ্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটা শীর্ষ সর্বদা চন্দ্রের দিকে এবং অপরটা তাহার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এই অণ্ডের লম্বাবাস অপেক্ষা গুরুত্বাস প্রায় ৮ ইঞ্চি অধিক, সূত্রাং সূর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অণ্ডাকারের গুরুত্বাস লম্বাবাস অপেক্ষা প্রায় ২৫.৭ ইঞ্চি বৃহত্তর হইবে।

অমাবস্তা ও পূর্ণিমার দিন উভয়ের প্রায় যোগফল এবং অষ্টমীদিন বিরোগকল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্তার জোয়ার কেবল চন্দ্রের শক্তি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ১/৩ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার চন্দ্রদ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ১/৩। সূত্রাং পূর্ণিমাঅমাবস্তা ও

অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ আড়াই গুণের অধিক।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেক-প্রদেশধরে জোয়ার অসম্ভব, কেননা মেক হইতে অনবরত জলরাশি বিশ্ববন্দুলে জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক' বিন্দুতে স্ব' বিন্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়া আন্বিক জোয়ার পাণ্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু নানা কারণে এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার কারণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্বোক্ত বীপ যদি বিশ্ববরেখার উত্তর প্রান্তে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ বীপকূলে প্রতিহত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেক-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং বীপের দুই প্রান্ত বেটন করিয়া অপর পার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিশ্ববরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে বিশ্ববরেখা হইতে বহুদূরবর্তী সাগর উপ-সাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়।

অমাবস্তা ও পূর্ণিমার দিবস চন্দ্র ও সূর্য মিলিতভাবে জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সূত্রাং জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এতদেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। কিন্তু অষ্টমীদিনে উহার পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য্য করার জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে বহু অমাবস্তা ও পূর্ণিমা নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ও সূর্যের নীচ অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্তা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেল-কটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষকর মন্দোক্ত অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে ময়াকটাল বলে।

বিশ্ববরেখা হইতে বন্দরাদির দূরত্ব ও চন্দ্র সূর্যের অবনতি অর্থাৎ বিশ্ববন্দুল হইতে দূরত্ব অল্প ও জোয়ার ভাঁটার ইতরবিশেষঃ হয়। জোয়ার তেরঘন্টার দুইটা শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দিগ্বরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিশ্ববরেখার এক পার্শ্ব হয়, তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় ঐ স্থানের মস্তকোপরি আনিবে, তখন ঐ স্থানে জোয়ার তরঙ্গের একটা শীর্ষ হইবে। পৃথিবীর আন্বিকগতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র

যে জাতিয়ার অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত জাতিয়ার উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ সময় জোয়ার-ভরনের অপর দীর্ঘ অপর গোলার্ধে পূর্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষাংশের বিভিন্ন দূরে অবস্থিত হইবে। একজ্ঞ পাণ্ডা জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইরূপ চক্র ও ঐ স্থান বিবৃতির দ্বারা হই ভিন্ন পার্থক্য হইলে আন্থিক জোয়ার অতি অল্প এবং পাণ্ডা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিবৃতির দ্বারা কোন স্থানে ১২৬ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়।

• যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, জোয়ার-ভরন অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণ্ডল উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জোয়ার-ভরন উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব উপকূলে প্রায় একটী মাত্র জোয়ার ভরন এক সময়ে বর্তমান থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার-ভরন আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-ভরন ইংলিস্ চ্যানেলে প্রবেশ করে। ঐই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে বাইরা দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্জর্ন সাগরে একবারে দুইদিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-ভরন প্রবেশ করে। এইরূপে জোয়ার ভরন উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০৬০ ঘণ্টা পরে উহা ইংলণ্ডীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়।

এইরূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা জাতিয়ার ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর হয়। ঐই ভিন্ন অনেক সময় এক বন্দরে দুই ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-প্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে উভয়ের সম্মিলনে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হয়। জর্জর্ন সাগরের কুলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। কণ্ডী উপসাগরের কুলস্থিত আম্বানপোলিস্ বন্দরে এইরূপে জোয়ার জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টকুইনের বাটশাম বন্দরে একই সময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটী

জোয়ার-ভরন ও একটী ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্বদা সমভাবে থাকে। সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

বিশ্বদীর্ঘ সমুদ্রে জোয়ার জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক হয় না, ঐ উন্নতিও প্রায় সমুদ্রবন্দে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার জলের উচ্চতা ১০০ ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিটল চ্যানেলের জল ১৮ ফিট এবং সোয়ান্সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। চেপ্-টোন নগরের নিকট জল প্রায় ৫০ ফিট এবং আমেরিকার নবহোয়াসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ হয়। ঐই উচ্চতা চক্র হৃদয়ের আকর্ষণে সমুদ্রের দ্বীপ ভাঙ হয় না। জোয়ার-ভরন বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বারা প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পচ্ছাড়াড়িত ভরনমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে প্রবাহিত হয়, বিশদীর্ণ জোয়ার-প্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে আসিতে যদি ক্রমশঃ অগ্রশস্ত নদী মোহানা বা খাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া বায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। আমেজন নদীর জল প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ হয়।

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইলেও উহা সর্বদা ঠিক থাকে না। সচরাচর আন্থিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্তার দিন হৃদ্য যদি দ্যাম্যোন্তরদেখা (Meridian) চক্রের পূর্বদিকে পায় হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বদিকে জোয়ার আসে, আর যদি পচ্ছাতে পায় হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পূর্ণিমার দিনও হৃদ্য বিপরীতদিকের জাতিয়ার চক্রের অগ্রদিকে পায় হইলে জোয়ার শীঘ্র ও পচ্ছাৎ পায় হইলে নির্দিষ্ট সময়োপেক্ষা বিলম্ব হয়।

সচরাচর সমুদ্রকূলে আন্থিক জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৮মিনিট পরে আবাব জোয়ার হয়। সর্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় ৬৬ ২৪মি পরে সর্বোপেক্ষা বেশী ভাঁটা হয়। দুই ভাঁটারও মধ্যবর্তী কাল ১২৬ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে ভাঁটার কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে জল বহু শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর অল্পে অল্পে জল কমিতে তদুপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে।

ঐই ভিন্ন অনেক নদীতে জোয়ারের জল লক্ষা প্রবেশ করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে প্রোন্তের প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। পূর্ববর্তী ভরন সকল বাইতে না বাইতে পচ্ছা-বর্তী ভরন সকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ কুলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাপ-আলা কহে।

আমেরিকান নদীর বাণ এইরূপ আর ১২১১৫ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি ভীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে।

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা পূর্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অস্ত্র কোণ দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র-পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়া প্রবাহিত হয়।

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটার স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকূলবর্তী বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহানায় প্রযুক্ত্য নহে। ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেককণ পর্যন্ত জল নদীমুখে প্রবেশ করে।

উপকূল হইতে দূরবর্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপ-লব্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্কাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়ও জল ২ ইঞ্চি মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অভ্যাকৃতি করনা করা গিয়াছে, ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরিমাণ একটা সম্পূর্ণ বৃত্তের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহাদ্বীপাদির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তার বৈষম্য লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডীয় নাবিকপঞ্জিকার যুরোপের আর সমস্ত বন্দরের জোয়ার ভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জ্ঞান অতি প্রয়োজন। পোতাশ্রয়াদি নির্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহানায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্যক। নদীর স্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক সাহায্য করে। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক যে সকল জোয়ার উৎপন্ন হয়, তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের সম্মিলনে হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ জোয়ার-তরঙ্গ। (Diurnal tide)

২। চন্দ্র ও সূর্যের পাণ্ডাজোয়ার-তরঙ্গ। (Semi-diurnal tide)

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও সূর্যের বাৎসরিক অয়ন-পরিবর্তন জন্ত জোয়ার তরঙ্গ। (Semi menstrual & Semi annual)

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্তন জন্ত জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা—

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ সাগরজলের ক্ষীতি ও অবনতি।

৫। বায়ুগতির সহসা পরিবর্তন।

উপরে বাহা বলা হইয়া, তদ্বারা জোয়ারের বিষয় একরূপ সামান্য জ্ঞানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার প্রভাবে তল পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উদ্ভিমানাসকুল ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিম্নে সমুদ্রজল স্থির থাকে।

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে করিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জল নিরন্তরই চন্দ্রের নিয়ে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং দুইটা জোয়ার-তরঙ্গ সর্বদা চন্দ্রের সহিত সমসুত্রপাতে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী আকর্ষণ গতি দ্বারা ঐ জোয়ার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া তৎপরিবর্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতী-হত হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণ গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং দিবস ক্রমশঃ বৃদ্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্যন্ত পৃথিবী এক চাক্ষুস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্তনবেলা হ্রাস হইতে থাকিবে।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক দিবস এক চাক্ষুসাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটা মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কক্ষকক্ষের জায় পরিবর্তন করিতে থাকিবে। তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর দুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, সুতরাং জোয়ার ভাঁটা হইবে না। কিন্তু সে কাল আসিতে বহু লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর একটা প্রঙ্গের নিরাকরণ হয়।

চন্দ্রের একটা পৃষ্ঠই সর্বদা পৃথিবীর দিকে প্রদর্শিত

ধাকে। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ববৎ অহুমান করেন, চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে জ্বাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ বর্ষণে চন্দ্রের আবর্তনশক্তি হ্রাস হইয়া এখন এক চান্দ্রমাসে একবার দাঁড়াইয়াছে।

জোয়ারী (হিন্দী) শক্তিশেষ। [জোয়ার দেখ।]

জোর (পারসী) শক্তি, বল।

জোরজে, যন্ত্রাঙ্গবিশিষ্ট একটা জনপদ। যন্ত্রাঙ্গমতে ইহার অক্ষাংশ ৩৬।০। ইহাই বর্তমান জর্জিয়া বলিয়া বোধ হয়।

জোরজলমু (পারসী) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার।

জোরবার (পারসী) শক্তিশালী, সমর্থ।

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটা গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৬' উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪° ১৬' পূঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেব স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ বাস করিতেন। অনেক জৈনমাদভারী এখানে দোকান করিয়াছে। এখানে গবর্মেন্ট উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংহ, কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনাপতি, ইনিই লদাক্ জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন।

[গোলাপসিংহ দেখ।]

জোরাবারী (পারসী) শক্তিমত্তা, বীর্যবত্তা।

জোর (হিন্দী) জায়া, জী।

জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ;

জোলপালঙ্গ (দেশজ) শাকবিশেষ। (Rumes acutus)

জোলা, (জোলা) বাঙ্গালা বোহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইসলামধর্মী তত্ত্বাব্য-সম্প্রদায়। জাতিভাববিধ পণ্ডিতগণের অনেকে অহুমান করেন, ইহারা পূর্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ কর্তৃক অতিশয় ঘৃণিত হওয়ায় অভিযানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তত্ত্বাব্য-মুসলমানগণ যে একই কুলোদ্ভব তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নানা জাতীয় নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবসনব্যবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা নিম্নলীল বোধে অন্যত্র উচ্চ ব্রহ্মবংশবিশিষ্ট কর্তৃক ঘৃণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদি হুজে বন্ধ

হইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং জনসমাজে হের। ইহারা সকলেই শিরা-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্ধ-বিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতি-যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। ঐ মাসের ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্তুতিচিহ্ন গ্রহণ করে। পূর্বে জোলাগণ অস্ত্রাস্ত্র মুসলমানদিগের ন্যায় কাবিন অর্থাৎ কাজির সমুদে বিবাহ রেলেটরি করিত না; এখন তাহাও চলিত হইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, মণ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে।

বেহারে মহরমের সময় জোলা-রমণীগণ ভাঙ্গুল-চর্চণ বা বেণী বন্ধন করে না এবং লগাটে সিন্দুর বা টুকলী পরে না। এমন কি তাহারা ঐ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার স্ত্রায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে নীল শাড়ী পরিয়া আলুলারিত কেশে হাসেন ও হোসেনের উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে।

সাধারণের বিশ্বাস জোলাগণ নিতান্ত নিরুদ্ধ। বেহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য। তথাকার অধিবাসিগণ ইহাদের নির্বুদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্দ্রালোকে বিভ্রান্ত নীল-পুষ্পশোভিত মসিনা ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সীতার দেয়। একদিন এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে কাদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম স্নীত হইয়া কোন্ কথটা তাহার মধ্যে লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটা প্রিয় মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাদিয়াছিল। বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার আপনাকে শুণিতে তুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। লাঙ্গলের একটা খিল পাইয়া জোলা ভাবে চাষের অধিকাংশ আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়া নদর না তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাসা করিল, তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অতি রেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আটজন জোলা ও ৯টা হাঁকা থাকিলে উহারা বেণী হাঁকাটির জন্য মারা মারি করিবে। “আট জোলা নও হাঁকি, উসি পর ঠুকা ঠুকা।” এক সময় এক কাক জোলায় ছেলের হাত হইতে পিঠা কাড়িয়া গৃহের চালে বলিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা

দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখানা সরাইয়া রাখিল, তাহা হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না। ইহার বোকা-মির জন্য অনেক সময় যুধা মার খায়, এক সময় ভেড়ার লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক ভাল খায়।

“করিয়া ছাড় তমাসা যার,
নাহক চোট জোলা খায়।”

অর্থাৎ জোলা তাঁত ছাড়িয়া তামাসা দেখিতে গেল এবং বিনা কারণে মার খাইল। *

আর একটা গল্প আছে—এক মৈবজ্ঞ এক জোলাকে বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার অদৃষ্টে লেগা আছে। জোলা সহজে বিশ্বাস করিবার পাত্র নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, “ইয়া কস্বাতো গোড় কাটুবা, ইয়া কস্বাতো হাত কাটুবা, আউর ইয়া কস্বা তব না”—আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত না……, এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল।

একটা প্রবচন আছে—“জোলা জানখি জো কাটে ?” জোলা কি যব কাটিতে জানে ? এই কথার একটা গল্প আছে। এক জোলা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মহাজনের ভ্রমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্দোষ যব না কাটিয়া উহার খড়ের তাঁজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও উহাদের নির্দুষ্কিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে—“কোওয়া চল বাসকে জোলা চল ঘাস কেঁ।—অর্থাৎ কাক যখন বাসায় যায়, জোলা তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। “জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোয়, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।” অর্থাৎ জোলায় জুতা ও সিপাহির জী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। “জোলা চোরাবখি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবখি একেবেরি” অর্থাৎ জোলা এক একটা স্ত্রীর নলি চুরি করে, আর ভগবান এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় খান) চুরি করেন।

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত এবং জোলা বলিলে মুসলমান তাঁতিকেই বুঝায়।

২ নির্দোষ, মূর্খ।

জোয়ারপেট (বা জলারামপেট) মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটা নগর। অক্ষা° ১২° ৩৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮' পূঃ। এখানে অধিকাংশই

পরিয়া জাতির বসবাস। মাস্তাজ রেলওয়ের এখানে একটা প্রধান ষ্টেশন আছে।

জোলাব (আরবী) জোলাপু, বিরোচক ঔষধ।

জোলা (দেশজ) জোল, জুলী। [জোল দেখ।]

জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জরতারা-গিরিমালা-উপবিভাগের সদর গ্রাম। এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। আসিষ্ট্যান্ট ডেপুটি কমিশনার এই গ্রামে বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবান্দ এই স্থান দিয়া যাওয়ার এখানে কিরুণপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে চাউল, শুক মৎস্য ও কার্পাস বস্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্বে ৫ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২০.৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে যে জাতীয় বিজ্ঞোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্দ্রস্থল।

জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্য ২২° ২৪' হইতে ২২° ৩৬' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪° ৩৭' হইতে ৭৪° ৫১' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর রাজ্যেরই একটা শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্বতময় এবং অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্ট্রাদিগের উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শান্তি ভোগ করিয়াছিল। উত্তর-সীমান্ত বিদ্যাপর্বতশ্রেণীর কএকটা শাখা পর্বত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি রাজপুর) দিয়া শুজরাট পর্য্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর পূর্বাংশ দিয়া গিয়াছে। জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় রাজপুত।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত জোবাট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ২৬' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫' ৩০" পূঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তিন মাইল দূরবর্তী ঘোরা গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটা সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। সেই জন্ত জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিন মিকে উচ্চ জলস্রব পর্বতবেষ্টিত একটা পর্বতচ্ছাদ অবস্থিত রাণার চুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আগলশ্রেণীর সমষ্টি-মাত্র। অধিবাসীগণ অর রোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানে বাজনাবানা ও জেল আছে। ঘোরার রাজার হাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

জোশ্ (পারসী) জোশ, রাগ।

জোষ (পুং) জ্ব-যঞ্। ১ ক্রীতি। ২ সের। "কো বাং কোরে উত্তরোঃ" (শব্দ ১১২০১) "উত্তরোক্তোরে জোষণে সেবনে ক্রীণনে" (সারণ) (ক্ৰী) ৩ জ্ব। (শব্দর)

জোষক (পুং) জ্ব-যল্। সেবক।

জোষন (ক্ৰী) জ্ব-লুট্। ১ ক্রীতি। ২ সের।

জোষম্ (অব্য) জ্ব-অম্। ১ তুফীভাব, নীরব, চুপ। "জোষাম" (ভারত ২৬৪১১৬) ২ জ্ব, বজ্জ। ৩ সম্পূর্ণরূপে। ৪ সম্যক্। ৫ লজ্জন। ৬ প্রশংসা।

জোষয়িতৃ (ত্রি) জ্ব-ণিহৃৎ। সেবক।

জোষয়িত্রী (ক্ৰী) জোষয়িতৃ জিয়াং ক্রীপ্। সেবাকারিণী।

জোষবাক্ (পুং) মিথ্যাবাক্য। "জোষবাকং বদন্তঃ" (শব্দ ৬৫৯৪)। "জোষবাকং জোষ জোষয়িতব্যং ক্রীতিহেতু- যেন কর্তব্যং স্বয়ং অক্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং" (সারণ) নিজের অক্রীতিকর, অথচ লোকের সম্বন্ধেই জ্ঞাত যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে।

জোষস্ (অব্য) জ্ব-অম্। ১ তুফী, নীরব। ২ জ্ব। (অমর)।

জোষা (ক্ৰী) জ্বতে উপভূত্যাতে, জ্ব-যঞ্, জিয়াং টাপ্। নারী, ক্রী। (শব্দর)

জোষিকা (ক্ৰী) জ্বতে সেবতে জ্ব-যল্, টাপ্ অত ইয়ং। জালিকা। (শব্দর)

জোষিৎ (ক্ৰী) জ্বতে উপভূত্যাতে য-ইতি (হৃস্বরুহিহৃমিত্য ইতিঃ। উণ ১১৯) পূর্বোদরাদিত্যাৎ যত জঃ। ক্রীমাত, নারী। (শব্দর)

জোষিতা (ক্ৰী) জোষিৎ-টাপ্। ক্রী মাত।

জ্যোতিষমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটা পরি- গ্রাম, জনকনন্দা এবং ধৌলীর সমন্বয়ে অক্ষা° ৩০° ৩০' ২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৬' ৩৫" পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমন্দির একখানি হস্ত ক্রমশঃই ক্ষয় হইতেছে এবং এখন এই হাতখানি পুড়িয়া বাইবে, তখন বিষ্ণুগ্রামের নিকট পার্শ্বতের সাহসেন্দ্র দিয়া বদরীনাথে বাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সন্নিবেশ পূর্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্যৎকালে গমন করিবেন। ভবিষ্যৎবদরী মন্দির জ্যোতিষমঠের পূর্বদিকে ধৌলীদ্বীপ নাম

তটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের হাজিরগাই এই মন্দিরের কার্যের বন্দোবস্ত করেন।

শীতকালে রজন রয়ক পড়িতে থাকে, তখন রূপল অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান হাজক উপরিত্তাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জ্যোতিষমঠে আসিয়া বাস করেন। জ্যোতিষমঠের বাসদের, পক্ষ ৫৪২ কগরতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিষমঠের অপর নাম জ্যোতির্মায় (জ্যোতির্মন্দিরের নসতিস্থল)।

জ্যোতী (জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ) - দক্ষিণপশ্চিমভারত- বাদী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেঙ্গলাম্ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার ব্যবহার হার ভাব সাজ গোজ ঠিক মরাঠী কৃণবীদিগের মত। কল্পকোষ্ঠী- গণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভা- ক্ষত গণনা করিবার জন্য ইহারা হুত্ব নামা ভূগী সঙ্গে লইয়া লোকের হাতে হাতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও মরাঠী কৃণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপহারাদি করিয়া থাকে। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয়।

জ্যোত্ (ত্রি) জ্ব-তৃহ। সেবক।

"উপেমহু জ্যোতীরইক" (শব্দ ৪৪১১৯) 'জ্যোতীর সেবকাঃ' (সারণ) জিয়াং ক্রীপ্। জ্যোতী।

জ্যোষ্য [জ্ব দেখ।]

জোহর (জোহর) প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতগুরু জাতির আত্মোৎসর্গ। পূর্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। উহার এখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন ক্রীপাত্র- কল্পা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উহারিগকে প্রের- লিত অমিত্রুৎ আত্মবিসর্জন করিতে আদেশ দিতেন। পরে তাঁহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুচুমাদি বিলেপন, ইষ্টদেবস্বরণ ও পরম্পরের নিকট আরিজননদ্বি দ্বারা বিদায় গ্রহণপূর্বক উত্তরের ভার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইরূপ জীবন ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একবারে জনপুত হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ বুদ্ধশেষে তদাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমেব, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী জীবন জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রুদেহীত হইলে মুসলমান ও রতন অন্তঃপুরে গিয়া ধর্ম ও সন্তান রক্ষার জন্য রাণীদিগকে দেশ সোভাগ প্রদান করিতে বশিষ্টেন। রাণীগণ সন্তানসমূহ

পন্নপরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আজ মর্ত্যে আমাদের শেব দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।” পরদিন প্রাতঃকালে ভীষণ চিত্তানল প্রজ্জ্বলিত হইল। নগরের সমস্ত ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০০০ প্রাণী মুহূর্ত মধ্যে সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। কাহারও আনন্দ-স্তর বা অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিত্তাধ্মে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিত প্রোত তৃতল প্রাবিত করিল। বহুশূন্য রাস্তাদিও ঐ সঙ্গে বিসৃপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশব্দে এই ভয়বিধারক দৃষ্ট অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার-বোধ করিতে লাগিলেন। পরে দ্রাবন করিয়া পবিজ্জদেহে ঈশ্বরোপাসনাপূর্বক তুলসী ও শালগ্রাম কর্তে ধারণ ও পন্নপরকে আলিঙ্গনপূর্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০০ বীর-পুরুষ জীবনাশার জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীকার দণ্ডায়মান হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় একবারে এক একটা জাতি লোপ হইয়াছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাঁহাদের রমণীগণ বিজেতার করায়ত্ত হইবে, এই স্থাপকর ছরণনের কলঙ্ক অপেক্ষা তাঁহারা মৃত্যুকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। স্মৃতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর অন্ত প্রস্তুত হয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথা অনুসারে যুদ্ধে বিজয়লাভ রমণীগণ বিজেতার স্তায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাদের ধর্মার্থ সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণীগণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করিলে কেহ দুষ্টীয় হইত না। স্মৃতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত অপরিহার্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে এরূপ উৎকট অধ্যবসারে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালাদিগের সতীত্ব রক্ষণে এতাদৃশ যত্নপর ও চিন্তাশ্রিত হইলেও স্মৃতরাং বীরপ্রকৃতি উদারচেতা রাজপুত বিজিত শত্রু-মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বন্দন করিতেন না। সেইজন্য বন্দন বন্দনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে কেবল জোহর অধিকৃত হইত এরূপ নহে, পরন্তু রাজপুতগণ অস্ত্রবিহীন হইলেও রাজপুত কর্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর অধিকৃত করিতেন।

জোহর, মলয় উপদ্বীপের একটা নগর এবং জোহর রাজ্যের রাজধানী। জোহরনদী নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৫১১ বা ১৫১২ খৃঃ অব্দে

মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শাহ এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি মলয়রাজ্য জোহরসাম্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে ইহার রাজধানী হইল। এখানকার রাজার উপাধি সুলতান। জোহারী, এখানে বাহাকে জহরী বা জহরবিক্রেতা বলে, বোম্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অন্যান্য শত বর্ষ হইল, ইহারি পুণ্ড্র অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের আহার ব্যবহার উত্তরগণ্ঠিমের লোকের স্তায়। পুরুষের পোষাক মরাঠাদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও পশ্চিমা রমণীদিগের স্তায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে। ইহারি পরিশ্রমী ও পরিকার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কাঁসার পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্তে বাসন দিয়া আসে। ইহারি সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। রাম-নবমী ও গোবিন্দাষ্টমী ইহাদের প্রধান পূর্ব। অযোধ্যা, গোকর্ণ ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারি পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কস্তার বিবাহ দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

জোহিয়া, শতদ্রুতীরবাসী রাজপুতকুলোদ্ভব জাতিবিশেষ। জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল ইসলামধর্মে নীকিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজ-বংশের একতম বংশোদ্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারি যজুর্ভট্টবংশীয়। কপেল টড বলেন, ইহারি জাতি ভূক্ত। যজুর্ভট্ট নামক পুরুষে ইহাদের বাস ছিল। মৌরীবংশীয় চিতোরাবিপতির সাহায্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে ইহারি অঙ্গলদেশাধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিয়ানা, ভাটনার ও নাগর এই তিন প্রদেশকে অঙ্গলদেশ বলিত; কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। গোদরগণ বিকানীর স্থাপনকর্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে ইহারি সত্যকরণে তাড়িত হয় নাই। অকবরের রাজত্বকালেও ইহাদিগকে শির্সা প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। বাহা ইউক, ঐ ঘটনার বহুপূর্ব হইতেই ইহারি নিয়মোযাবে বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে জহমান করেন, বাবরের উল্লিখিত লিফ্টা ও এই জোহিয়া একই জাতি।

জোহুড় (জি)-[বৈ] উচ্চ ধনিযুক্ত, উচ্চরব।

জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের উপাত্ত এক জন পীর। প্রবাদ এইরূপ দিল্লীর কিরোজনাহের সময় ইনি বুদ্ধকী দেখাইয়াছিলেন। [হলালখোর দেখ।]

জো (দেশজ) গালা, জু।

“জোরের ছাটনি দিল জোরের বাধনি।” (কবিক ১৭৯)

জোগড়, গজান জেলার অন্তর্গত পূবেখণ্ডা তালুকের একটি গ্রাম। এখানে পূর্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটি গড়ের উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও অশোকের একখানি অম্বশাসন পাওয়া গিয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরে দুইটি বহুকালের পুষ্করিণী আছে, একটার বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে একটি মন্দির ছিল। ঐ ঘরের পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, প্রতীমূর্তি ও তাম্রফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে। গড়ের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটার গায়ে একজন যোগীচতুর্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটা আশ্রম নির্মাণ করিয়াছে। অশোকের অম্বশাসন পাহাড়ের পার্শ্বে খোদিত আছে। ঐ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক যুরোপীয় ঐ লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্বক পাহাড়ের উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়া দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া অম্বমান করা যায় না। খাতের নীচের মুক্তিকা কতকটা জো অর্থাৎ ‘গার’ জায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জোগড় বলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, কঙ্কুলোডব রাতাকেশরী এই গড় নির্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদি জো অর্থাৎ গালা দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। তদনুসারেই ইহার নাম জোগড় হইয়াছে। গালা দ্বারা নির্মিত হওয়ার শব্দপক্ষীয় গোলা বা তীর প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া থাকিত, সুতরাং দুর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটা গল্প আছে, এখানকার রাজার সহিত রাজপুত্রীর * রাজার বিবাহ ছিল। একদিন সেই রাজা জোগড় অবরোধ করিল। দুর্গবাসিগণ জো-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু অক্ষিপ্ত শব্দাদি প্রাচীরে লগ্ন হইয়া আরও দৃঢ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক

দিন বৃথা বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী দুর্গ হইতে হুড় লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রম করিতে আসিল। সৈন্তগণ গোয়ালিনীর হুড় লইয়া মূল্য না দেওয়ার গোয়ালিনী বলিল, “তোমরা নিরাশ্রয় অবলার উপর অভ্যাচার করিয়া বীরপণা করিতেছ, আর ঐ দুর্গ যে অতি সহজে অধিকার করা যায়, তাহা আর পারিতেছ না।” ইহাতে সৈন্তেরা গোয়ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রহস্ত বলিয়া দিল যে, প্রাচীর জো-নির্মিত, সুতরাং আশ্রম দিলে ক্ষীণ গলিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ জাঁতা দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিঝালিলে জো-প্রাচীর গলিয়া গেল। রাজা বিশ্বাসঘাতিনীকে “তুই পাথর হইবি” বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা বৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও ঐ প্রস্তর বিস্তারিত আছে। কেহ কেহ অম্বমান করেন, ঐ প্রস্তর একটা সমীপস্থ বাতীত আর কিছুই নহে। উহাতে জীলোকের মূর্তিও স্পষ্ট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্বে জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করার কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বাহির হয়। ঐ সকলের মধ্যে কয়েকটা তাম্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার। যদি তাহা হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সম্ভেহ নাই।

জোগড়, জুগুহ।

জোনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটি জেলা। এই জেলা ২৫° ২৩' ৪৫" হইতে ২৬° ৬২" অক্ষা° উঃ এবং ৮২° ১০' হইতে ৮৩° ৭' ৪৫" পূর্ব দ্রাঘিমান্তর মধ্যে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা ত্রিভুজের জায়। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অবোধার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্বে আজমগড়, পূর্বে গাজিপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহাবাদ। এই জেলার এক ষষ্ঠ ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, আবার ঐ ষষ্ঠের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের এক অংশ জোনপুরের মহলিসহর ও হলীলের সীমার আবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণকল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। জোনপুর নগরই জেলার সদর।

এই জেলার ভূমি গভীরবর্তী অস্ত্রান্ত্র জেলার জায় ঘন গলিমর, কিন্তু বহু সংখ্যক নদী ইহার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত

* এখন একটা সাবডিভিশন নাম, জোমড়ের ও মাইল দক্ষিণপূর্বে বহুকুল্য নদীতে অবস্থিত।

হওয়ার ভূমি অধিক তরকারিত। স্থানে স্থানে উপদ্রব-
পরিশোধিত উচ্চ ভূমি। ঐ সকল উচ্চ ভূমিতে কত প্রাচীন
জাতির কীর্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও প্রতিমূর্তি
প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুত্রাধিপতির
চূর্ণাদির তদ্যাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম
হইতে দক্ষিণপূর্বে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণতা অতি অল্পমাত্র,
গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চির অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা
অধিকাংশ হলুই উর্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই
লোনা উবর ভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল উবরভূমি
ব্যতীত সর্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর
আব্রাকানন আছে, তত্তির স্থানে স্থানে মহরা ও তেঁতুল গাছ
দেখা যায়।

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল
প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে।
জোনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে
এই নদী কোথাও হাঁটরা পার হওয়া যায় না। জোনপুর
নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্মিত
বিখ্যাত ১৬ টা বিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। ঐ সেতু দৈর্ঘ্যে
৭১২ ফিট। মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭০ খৃঃ অব্দে উহা নির্মাণ করেন।
এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্তমান
রেলওয়ে সেতু নির্মিত হইয়াছে। ইহারও বিলান ১৬ টা,
কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় বিংশগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ
গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, প্রস্তরঃ ইহার প্রোত
পরিবর্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বজা
আসিয়া থাকে। নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ
হয় না। অজ্ঞাত নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও
বাসোহী প্রধান। হ্রদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ
ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানকার
বৃহত্তম হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।

পূর্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে
কৃষিকার্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃত্তি সহকারে ঐ সকল অরণ্য
লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহসীলে ৬০০০ বিঘা
একটা ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম। পূর্বোক্ত উবর
ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘূটিং অর্থাৎ
গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা বারানাস্তা বাঁধান
এবং গোড়াইয়া চূর্ণ হয়।

অরণ্যাদি না থাকার এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক
বলিয়া বন্য জন্তু প্রায় নাই। হ্রদ ও জলায় বিস্তর জলচর
পক্ষী বাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়।

এখানে বিবাক গোখুরা সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে
গোমতী ও সৈ-তীরবর্তী নদী সকলে দলে দলে ভরস্কু দৃষ্ট হয়।

ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে জোনপুরে তড় (তর)
নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর
উহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণা
প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংসাবশেষ
দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক অল্পমান করেন, খ্রীষ্ট ৯ম শতা-
ব্দীতে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্মের
নির্কাসনকালে ঐ সকল নগর অগ্নিধারা বিনষ্ট হইয়া
থাকিবে। গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি
বিদ্যমান ছিল।

হিন্দুকীর্তিলোপী ও দেবদেবী মুসলমান শাসনকর্তৃগণ
অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকলের
উপকরণ লইয়া মসজিদ চূর্ণ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছে।

এইরূপ বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ
লইয়া ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজগড় নির্মিত হয়। ঐ সকল
প্রস্তরের ভাস্কর্য্য দেখিলেই উহা যে মুসলমানদিগের
নহে, তাহা জানিতে পারা যায়। অতিপূর্বে জোনপুর বোধ
হয় অধোধ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকালের পর
কাশ্মীর জয়চাঁদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাহার বংশধর-
দিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত চুদান্দ মুসলমান
বীরগণ ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জোনপুর অধিকার করেন।

তাহার পর বর্তমান জোনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত
ভূভাগ মুসলমান সম্রাটদিগের সামন্ত স্বরূপ কনৌজাধিপতির
অধীনস্থ থাকে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক
বাক্সালা হইতে কিরিয়া আসিবার সময় জোনপুর গ্রামে
শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত
হইয়া এখানে একটা নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন।
ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটা
হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া কেলেদ, পরে মহারাজ জয়চাঁদ-প্রতি-
ষ্ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রেরণ পরাক্রমে
মন্দিররক্ষার জন্য বরবান্দ হয়। সুতরাং ফিরোজসাহাকে
বিরত হইতে হইল। বাহা হউক অবশেষে জোনপুরের শাসন-
কর্ত্তা ইব্রাহিম মুলতান কর্ত্তক ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং
উহার উপকরণ দ্বারা অটলা মসজিদ নির্মিত হয়।

১৩৮৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী
খোজা জহানকে মালিক-উস-শরক উপাধি প্রদান করিয়া
কনৌজ হইতে সমস্ত পূর্ববিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করি-
লেন। খোজা জহান জোনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া

রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীপত্তিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ঐ সুযোগে শয়খ মুলতান-উস-শরক্ অর্থাৎ পূর্বদিকপতি উপাধি গ্রহণপূর্বক দিল্লীর স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শকিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুত্র সুবায়ক শাহ-শরক্ সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সুবায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০০ হইতে ১৪৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষতার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার সময়েই অতলা-মসজিদ নির্মিত এবং জোনপুরে বিচ্ছাদুশীলন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কান্দী ও কনোজ জয় করিতে অনেক যুদ্ধ করেন। ইহার পুত্র মাক্কুদ ১৪৪২ খৃঃ অব্দে কান্দী অধিকার করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সত্ৰাট আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহল্লাল লোদি কর্তৃক পরাজিত হইয়া প্রতাগমন করেন। বহল্লাল মাক্কুদের পুত্র শর্কিবংশীয় শেষ রাজা হাসনকে জোনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া চলিয়া যান। এই হাসন বিখ্যাত জামি-মসজিদ নির্মাণ করেন। বহল্লাল এরূপ দয়া করিলেও হাসন পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রাণতাগ করেন। উক্ত মুসলমান শকিরাজাদিগের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মসজিদ ও অট্টালিকাদি নির্মিত হয়।

শর্কদিগের পর জোনপুর লোদিদিগের শাসনভুক্ত হয়। ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সত্ৰাট ইব্রাহিম ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাজিত হইলে জোনপুরের শাসনকর্ত্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে জোনপুর ও বোহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি জোনপুর মোগলসম্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও তাঁহার বংশীয় সত্ৰাটদিগের সময় ব্যতীত উহা বরাবর মোগল শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অকবর আলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জোনপুর একজন নিজাম কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে জোনপুর, বারাগণী, গাজিপুর ও চনার দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক্ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের শাসনভুক্ত করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রোহিলাসদাঁর সৈয়দ আক্কাব-বলাশ উজীর শাসন থাকে পরাজিত করিয়া নিজ আত্মীয় জমা খাঁকে বারাগণীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন,

জমা খাঁ অবিলম্বে কান্দীরাজ চৈৎসিংহ কর্তৃক জোনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাঁহার হুগ্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ ঐ হুগ্গ চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গর যুদ্ধের পর জোনপুর একরূপ ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মী নগরের সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন, জোনপুরের সিপাহীগণ বারাগণীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সহ কর্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষ্মী অভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, পরে ৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহদি হাসেন নামক বিদ্রোহী দলপতির কার্যদক্ষতার আবার অনেকস্থান ইংরাজ রাজ্যের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঝর-সিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত ছই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

জোনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। জোনপুর জেলার কৃষিকার্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত।

জোনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান-শাসনকর্ত্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্মই প্রবল।

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর ১:৫ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, আইর, চামার, কায়স্থ, কুর্মি প্রভৃতিই প্রধান অধিবাসী। মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি অপেক্ষা শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল এখানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, যুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কৃষিজীবী।

জোনপুর জেলার ৪টা নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্রের অধিক, যথা—জোনপুর, মহলিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। অধিবাসিগণ অধিকাংশ শতক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে।

বণিক ও বড় বড় কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত স্থান অপেক্ষা হীন নহে। সামান্য কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটা কুঠার, তাহাতে আস-বাবের মধ্যে কয়েকটি মুখরপাত, ছিন্ন সাহুয় ও বিছানা।

ইহার অধিকাংশই কর্দম ভোজন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্দি ও কাহি কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। ইহার পোস্ত, তামাক এবং অন্ত্যস্ত বহুবিধ শাকসব্জি ও ফলমূলদি আবাদ করে। সচরাচর অন্ত্যস্ত কৃষক অপেক্ষা ইহার অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য অমিদারগণ কুর্দি ও কাহি প্রজা রাখেতে ভালবাসেন।

জোনপুর জেলার মুস্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত, কর্দম ও বালুাকায়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং শুষ্ক বিল পল্লবদ্বিতে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্ময় অতিশয় উর্বরা মুস্তিকা দৃষ্ট হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধাত, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, কার্পাস, গোধূম, যব, মটর, কলাই, সর্ষপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্য জন্মে। চাষের প্রাণী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়া মাটি চাপা দেয় ও জমী চৌরস করিয়া লয়। জমী সংবৎসর ধরিয়া প্রায় পড়িয়া থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহা প্রায় ৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্তী জমীতে আমন ও রবিশস্য দুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ হইতেছে। গবর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে কুশিগণ পোস্ত চাষ করে। ঐ বৃক্ষের টেড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। উহার মূল্য বাবত কৃষকগণ ৭০ সারবান টেড়ীর প্রতি সের ৫ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। কুর্দি ও কাহিগণ পোস্ত, তামাক ও শাক ফলদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অন্ত্যস্ত কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল।

সমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ বর্গমাইল গবর্নমেন্টের তোজিভুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গমাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট ২৫৪ বর্গমাইল উদ্বার।

দৈব-বিড়ম্বনা।—এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় ভীষণ বজ্রা আসিয়া উভয় কূল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্যন্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এইরূপ বজ্রা বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের বজ্রা সর্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহাতে নগরের প্রায় ৪০০০ গৃহ এবং অন্যান্য

স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে চতুর্দিকস্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অনাবৃষ্টিতে হৃত্তিক হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ হৃত্তিকে জোনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দের হৃত্তিক হুর্দিকাপেক্ষা জোনপুর পর্যন্ত পৌছে নাই। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার যে ভয়ানক হৃত্তিক হয়, উহা বর্ষার নদীর পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জোনপুর ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি জন্য রবিশস্য না হওয়ায় এখানে হৃত্তিক হয়। হৃত্তিকপ্রাপ্তি ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্নমেন্ট রিলিফ ওয়ার্ক (Relief work) স্থাপন করেন। জোনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজমগড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন না কোন সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না।

বাণিজ্যাদি।—জোনপুর কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজাতই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঘুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে নৌল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিয়াহ নগরে আশ্বিন মাসে এবং করচুলি নগরে চৈত্র মাসে দুইটা মেলা হয়। ঐ দুই মেলায় প্রায় ২০২৫ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। জলাপুর, জোনপুর সদর, জোনপুর নগর, মেহেরাবাস, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই কয়েকটা স্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাধা ও ৪১৮ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্তাদি আনীত হয়।

জোনপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার সময় ইহা অযোধ্যা গবর্নমেন্টের অধীনে বারানসী প্রদেশান্তর্গত করা হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন জয়েন্ট বা আসিস্ট্যান্ট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ কর্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩ টি ডাকঘর আছে, এবং প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলার বিদ্যাচর্চার উন্নতি অতি অল্প। জোনপুরে দেশীয় ভাষা, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী ভাষা অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেলা ৫ টি তহসীল ও ১৭ টি থানার বিভক্ত। কেবলমাত্র জোনপুর নগরে মিউনিসিপালিটি আছে

এই জেলার বায়ু অনেক সময় অর্ধি থাকে, বারমাসই বৃষ্টি হয় বলিয়া শীতগ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্বে ৩০ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১° ৭১ ইঞ্চি। জোনপুর, শাহগঞ্জ ও মহলিশহরে হাসপাতাল আছে।

২—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জোনপুর জেলার একটা তহসীল। এই তহসীলে হবিলা জোনপুর, বিয়ালসী, রারি, জাকরাবাদ, করিয়াত, দোত, থপুয়া এবং তল্লা সরেয় এই ৭টা পরগণা আছে। সর্বমুদ্র পরিমাণকল প্রায় ৩২৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩০.৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। তন্নিব রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং অসংখ্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহসীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল ২টাতে ৩ সহস্রের অধিক লোক বাস করে।

৩—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জোনপুর জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৪'৪৩" উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৩'৪৯" পূঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও সৈ নদীর সন্ধন হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা উপকণ্ঠ সময়ে ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান।

জোনপুর একটা প্রাচীন নগর। এই নগর ১৩৯৪ হইতে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বৃদ্ধাউন ও এতাবা হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ স্থলমুদ্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, মসজিদ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিজ্ঞমান থাকিয়া স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সকল মন্দিরাদির অধিকাংশই জোনপুরের স্বাধীন পাঠান শাকি অধিপতিদিগের সময় নির্মিত হয়। এই শাকিগণ যেমন একদিকে বহু সংখ্যক মসজিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট করেন। বলা বাহুল্য এই সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মসজিদাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। জোনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম জমরগিপু। অজ্ঞাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জোনপুর না বলিয়া জমরপুর কহে। মুসলমানেরা বলে, কিরোজশাহ এই স্থান দর্শন করিয়া আতিজাতা জুনানের (মহম্মদ তোগলক) ক্রীত্যার্থে তাহার নামাঙ্কসারে এই স্থানের নাম জোনপুর রাখেন। হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহার নাম জমনপুর

ছিল, পরে কিরোজের সন্ততি জন্ত এই নামই ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া জোনপুর করা হয়। আবার একজন স্মৃচতুর ব্যক্তি বাহির করিয়াছেন, সহর জোনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, ঠিক এই সংখ্যক হিজরা শকে (১৩৭০ খৃঃ অব্দে) কিরোজ-শাহ জোনপুরে আগমন করেন। যাঁহা হউক জোনপুরের নাম যাহাই থাকুক, ইহা কিরোজশাহের বহু পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তায় উল্লেখ আছে, জোনপুর (জমনপুর) দিল্লী হইতে বাজালা যাইবার পথে অবস্থিত। জামি-মসজিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির শিলালিপিতে মোখরিবংশীয় ঈশ্বরবর্মার নাম আছে, তদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদিগের বহুপূর্বে এই স্থলে একটা স্থলমুদ্র হিন্দুগর ছিল।

নদীতীরস্থ দুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, এই থানে করার নামে এক রাক্ষস বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ করেন। এখনও লোকে এই দুর্গকে করারকোট বলিয়া থাকে এবং করারবীরের পূজা করে। দুর্গের উত্তরে করারবীরের একটা মন্দির আছে।

জোনপুরনগরে শাকি রাজাদিগের নির্মিত বহুসংখ্যক মসজিদ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি-মসজিদ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মসজিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য মসজিদের মধ্যে অতলা-মসজিদ ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, কিরোজ শাহ ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর এই মসজিদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খৃঃ অব্দে ইব্রাহিম উহা শেষ করেন।

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্কাকের মসজিদ—ইহাই বর্তমান সকল মসজিদ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে কিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্কাক কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের সমান।

মসজিদ-খালিদ-মুখলিস—ইহাকে দরিবা ও চরজুলীও কহে। বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ খৃঃ অব্দে নির্মিত হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বিবিরাজির মসজিদ বা লালদরজা-মসজিদ আছে। মাকুদ-সাহের পত্নী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

নগরের কিছু দূরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-প্রতিষ্ঠিত খাকরি-মসজিদের কতক অংশ বিজ্ঞমান আছে।

এতদ্বিধ জোনপুরে আরও বহুসংখ্যক মসজিদ ও সমাধি-স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম সুলতান-মহম্মদের মসজিদ, নবাব মশিন-খাঁর মসজিদ, শাহ কবীরের মসজিদ, অহিদ-খাঁর মসজিদ ও সুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য।

জোনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টী খিলানবিশিষ্ট। মোগল সম্রাটদিগের সময় জোনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা নির্মাণ করেন। এই সেতু প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ৩০ ক্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

জাজিও জোনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। এখানকার গোলাপ, জুই প্রভৃতির আতর প্রসিদ্ধ। পূর্বে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখন কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দিতায় উহা লুপ্ত হইয়াছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অবস্থিত, এখানে জজ ও মজিষ্ট্রেট থাকেন। গির্জা, ডাকবাংলা, জেলখানা ও পুলিশ লাইন আছে। জোনপুরে নদীর উভয়-তীরে অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড-রেলওয়ের দুইটী স্টেশন আছে, একটা কাছারীর নিকট, অপরটা সহরের নিকট। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে।

জোমর (স্ট্রী) জুমরেন নিবৃত্ত: জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ত্রি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধারী।

জোলায়নভক্ত (ত্রি) জুলন্ত গোত্রাপত্যং ইঞ্, ইঞস্তাৎ কঞ্, ততো ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষ্যকার্যাদিত্যো বিধল্ভক্তলো। পা* ৪।২।৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়।

জোহব (ত্রি) জুত-অন্। অবদানযোগ্য জদয়াদি। “জদয়ং জিহ্বাংক্রোড়ঃ সবাসকৃথির্পূর্বনডঙ্কং পার্শ্বে যক্ধ্বক্ৰৌণ্ডদমধ্যং দক্ষিণা শ্রোণিরিত জোহবানি” (কাত্য* শ্রো* ৬।৭।৬) ‘জুহবাবদানযোগ্যানি প্রধানবাগসাধনানি’ (কর্ক) জদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সবাসকৃথি, দুইপার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গ-সমষ্টির নাম জোহব।

জোহর (হিন্দী) রত্ন, মণি।

জোহর (হিন্দী) রাজপুত্রপ্রমুখ কয়েক জাতি শত্রু কর্তৃক পরাজয় অপরিহার্য দেখিলে, বৃহৎ অধিকৃত প্রজলিত করিয়া শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার অস্ত্র স্ত্রী ও শিশুদিগকে উহাতে খাপ দিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং উদ্ভক্তের ভায় শক্রমধ্যে প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রথাতে জোহর কহে। আলাউদ্দীন প্রভৃতি অনেক মুসলমান-বিজয়তা চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল ভয়াবশেষ নির্জন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। চীনবাসী

তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘাসি নূর মহম্মদ শত্রু দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া আপনাদের সকল ভাৰ্য্যা ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়া যুদ্ধে বাহির হন। [জোহর দেখ।]

জোহর, সম্রাট হুমায়ূনের একজন পার্শ্বচর। এই ব্যক্তি ভূঙ্গার দ্বারা হুমায়ূনের হস্তধৌতকর্ণগার্থ জল যোগাইতেন। সর্বদা হুমায়ূনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ূনের প্রাত্যহিক কার্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ূনের গভীর রাজনৈতিক বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই।

জোহরী (আরব্য) জহরংবিক্রেতা, রত্নব্যবসায়ী।

জ্ঞ (পুং) জানাভীতি জ্ঞ-ক (ইণ্ডপদজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। পা* ৩।১।১৩৫) ১ জ্ঞানী। ২ ব্রহ্মা। ৩ বৃধা। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম অদম মধ্যম প্রভৃতি কোন কার্যেই কম্পিত হন না, কার্যাসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য সকল যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্যাতীত, তিনিই জ্ঞ। “ক্রিয়ানু বাহাস্তরমধ্যমানু সম্যক্ প্রযুক্তানু ন কম্পতে যঃ” (প্রশ্নোত্তর-উপ*) এ জগতে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহার কার্য নাই, প্রতিকণ সমস্ত বস্তুই কার্য হইতেছে, সর্বদাই কার্য হয় বলিয়া “গচ্ছতীতি জগৎ” গতিশীল অর্থাৎ কার্যশীল, এই জ্ঞ জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, বা আত্মার কার্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার। সাধ্য-মতে জ্ঞই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। “ব্যক্তব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাং” (তত্ত্বকো*) ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ পুরুষ। [পুরুষ দেখ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই ছঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বৃধগ্রহ। “বৃগে সূর্য্যজ্ঞপুত্রানাং খচতুর্দশদার্ণবাঃ” (সূর্য্যসি*) ৬ মঙ্গলগ্রহ। (ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্রপ্রয়োগ নাই; উপসর্গ বা শব্দান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—পাজ্ঞজ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি। জ্ঞ-ক্লিপ্। ৭ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

জ্ঞক (ত্রি) জ্ঞ-বার্ধে কন্। জ্ঞাতা। দ্বিগৎ টাপ্ জ্ঞকা, অত ইৎ জ্ঞিকা।

জ্ঞতা (স্ট্রী) জ্ঞ-তল্ টাপ্। জ্ঞাতা।

জ্ঞপিত (ত্রি) জ্ঞ-গিচ্-ক্ত। ১ জ্ঞাপিত, জানান। ২ মারিত। ৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ তোষণ প্রভৃতি অর্থে জ্ঞ ধাতুর বিকল্পে ইট হয়, এই জ্ঞ এই অর্থে জ্ঞপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ-ক্ত। ৭ জ্ঞাত।

জ্ঞপ্ত (ত্রি) জ্ঞপ্যতে ইতি জ্ঞপ-গিচ-ক্। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত।
[জ্ঞপিত দেখ।]

জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞপ্তিকিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ।
৪ তীক্ষ্ণীকরণ। ৫ স্তুতি। ৬ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞংমত্ (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করা।

জ্ঞা (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা।

জ্ঞাত (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কৰ্ম্মণি-ক্ত। ১ বিদিত, চলিত
কথায় জানা। পর্যায়—কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত,
প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। (জটাহর) ভাবে-ক্ত।
২ জ্ঞান।

জ্ঞাতক (ত্রি) জ্ঞাত-স্বার্থে কন্। বিদিত।

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত-
নন্দ-ল্যু। অহন্তেদ। (হেমচ) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর
নামান্তর।

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাষায় গায়পুত্র।
কোন কোন জৈনের মতে—জ্ঞাতবংশে জন্ম বলিয়া ঐরূপ
নাম হইয়াছে। মজ্জিমণিকায় নামক পালিগ্রন্থের মতে,
বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, সেই সময়
পাবানগরে গাতপুস্তের মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতুল (ত্রি) জ্ঞাতং গাতি লা-ক। জানযুক্ত।

জ্ঞাতুলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলত্মাপত্যং জ্ঞাতল-ঠক্ (শুভাদিভ্যশ্চ।
পা ৪।১।২২) জ্ঞাতলাপত্য।

জ্ঞাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে যৎ তৎ, জ্ঞা-তব্য। জ্ঞেয়, বেত্ত,
অবগম্যব্য, বোধ্য। বাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত
কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। ঐতি প্রভৃতি
সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য।
“আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্তব্যঃ” অরে আত্মেয়ি!
আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন এক মাত্র
লক্ষ্য হয়। আত্মাকে জানিতে পারিলে সকল পদার্থই জানিতে
পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মাময়। এক বস্তু জানিলে যখন
সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্তু পরিত্যাগ
করিয়া পৃথক পৃথক বস্তু জানিবার আবশ্যক কি? সেই এক
বস্তুই আত্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই।

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তো যেন বহরী।
শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে।

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সারাংশো যেন বহরী। ১
সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা স্বার্থ
জানিতে পারিয়াছে। ২ জানগোচর। যেমন “তাহার জ্ঞাত-
সারে এই কর্ম্ম হইয়াছে।”

জ্ঞাতার্থমুকথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রথাম অব্দের মধ্যে এক-
খানি। [জৈন দেখ।]

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি হি জ্ঞাৎ দোবঃ কুলস্থিতিক্ জ্ঞা-ক্তিচ।
পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে বাহার জন্ম হইয়াছে, সপিও
প্রভৃতি। পর্যায়—সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, ব, স্বজন, অংশক,
গচ্ছ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক। (জটাহর) এক গোত্রোৎ-
পন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার—সপিও, সকুল্য,
সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সপিও,
সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্যন্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দশ
পুরুষ পর্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্বপুরুষের
জন্মনামস্বরূপ পর্যন্তও সমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ।
জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক,

“যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।

জ্ঞাতিদ্রোহস্ত পাপস্ত কলাং নারীতি বোড়শীং ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান
প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও
নহে। এই জ্ঞাত শব্দে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ
হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে
হয়। [অশৌচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তুত ও জ্যাটুত
ভাই প্রভৃতিকে সহজ শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞায়তে
বিঘতেহ্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-কিন্। ২ পিতা।

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্য্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের
কর্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞাতিক্ত (স্ত্রী) জ্ঞাতি-ভাবে ক্ত। জ্ঞাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম বা ব্যব-
হার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিবেচ প্রদর্শন।

জ্ঞাতিপুত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র।
২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি) জ্ঞাতিঃ এব মুখঃ প্রধানং যন্ত বহরী। ১
জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির তার মুখ বা স্বভাব।

জ্ঞাতিবিদ্ (ত্রি) জ্ঞাতিং বেত্তি, জ্ঞাতি-বিদ-কিপ্। জ্ঞাতিমত্
বা যে জ্ঞাতিকুটুম্বিতা করে।

জ্ঞাতৃ (ত্রি) জ্ঞা-তৃ। ১ জ্ঞানশীল। ২ বেত্তা। জানী, বোদ্ধা,
যে জানে।

জ্ঞাত্যেয় (স্ত্রী) জ্ঞাতের্য্যঃ কর্ণধা জ্ঞাতি-ঠক্। (কপিজ্ঞাত্যো-
ঠক্। পা ৪।১।২৭) জ্ঞাতিয়।

জ্ঞাত্র (স্ত্রী) জ্ঞাতের্য্যঃ জ্ঞাতৃ-অণ্। জ্ঞাতৃষ, জানিবার কন্মতা।
“সংবিদ্ধ মে, জ্ঞাত্রক মে।” (বজ্জ: ১৮।৭) ‘জ্ঞাত্রঃ বিজ্ঞান-
সারমর্থ্য্য’ (বেদদীপ)।

জ্ঞান (জ্ঞী) জ্ঞা-ভাবে দৃষ্ট। ১ বোধ, প্রতীতি, জ্ঞান। ২ বিশেষ ও সামান্য দ্বারা অববোধ, জ্ঞান। ৩ বুদ্ধিমান। বৈশেষিক ও জ্ঞানদর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান বিবিধ, প্রমা ও অপ্রমা (ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্থ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। অপ্রমা বা ভ্রমের একটি অমুগত কিছুই কারণ নাই। যেমন পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শব্দকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদূরতানিবন্ধন অতি বৃহচ্ছত্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডুকের (বেঙু) বসা দ্বারা সম্পাদিত অঙ্গন নরনে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রমা (ভ্রম-জ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ ঐরূপ দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে। * দেখ, শব্দ অতি শুভ্র বর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কখন পীত হয় না, এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শব্দকেই ষ্ঠে বলিয়া পূর্বে নিশ্চয় করিলেও যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোন ক্রমে শব্দকে পীত ভিন্ন আর ষ্ঠে বোধ হইবে না। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে; এই ভবনে মহু্য আছে, আর এই ভবনে মহু্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, কখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মহু্য আছে কি না,

তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, এই গৃহে মহু্য আছে, আর অন্তজন কহে, “না কই এ গৃহে ত মহু্য নাই।” তখন সে গৃহে মহু্য আছে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারুঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মদর্শন হইলেও হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী-মাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, সূত্রাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবেই সহচররূপ সাধারণ ধর্ম হইল। সাধারণ ধর্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক ঐ লেখনী-দর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে কি না? আর সন্নিধ্য বস্তু ও তদভাবেই সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণ ধর্মদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাবে তাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা—বহি না থাকিলে ধূম থাকে না বলিয়া বহির ব্যাপ্য ধূম, সূত্রাং যতক্ষণ ধূম-দর্শন না হয়, ততক্ষণ বহির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি অমুভব ও শ্রবণ ভেদে দুই প্রকার। শ্রুৎ ও হৃৎ যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। শ্রুৎ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং হৃৎ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে শ্রুৎ, আর ক্লেশাদি ভেদে হৃৎ নানা-বিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। শ্রুৎ এবং হৃৎযথাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সন্মুৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রুৎ ও হৃৎনিবৃত্তির সাধনে শ্রুৎসাধনতাজ্ঞান ও হৃৎ-নিবর্তকতাজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বস্তু হইতে আমার শ্রুৎ, আর এই বস্তু হইতে আমার হৃৎনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে যথাক্রমে শ্রুৎ ও হৃৎ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জ্ঞানে অকৃচ্ছনাদি আমার শ্রুৎজনক এবং

* “অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং বিবিধমুচ্যতে।

তচ্ছব্দো তদ্ব্যবহিত্যে তদপ্রমাণা নীরাপিতা।

ভ্রমঃ প্রমাণোপপাদ্যাসঃ সংশয়োহপি প্রকীর্ণিতঃ।

আদ্যোদ্যেহে বাহুবুদ্ধিঃ শব্দাদ্যৌ পীতভাবতঃ।

তথৈবিক্তরূপা সা সংশয়োহপি প্রকীর্ণিতঃ।

কিংবিরয়ো বা বাহুবুদ্ধ্যাদি বুদ্ধিভ্যঃ সংশয়ঃ।

তদভাবা প্রকারাধীনং প্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।

স সংশয়ো যতিযাভাবেকপ্রভাবভাবয়োঃ।

সাধারণাদি ধর্মজ্ঞানঃ সংশয়কারণতঃ।

যোযোহপ্রমাণা জনকঃ প্রমাণাভ্য উচ্যে ভবেৎ।

পিতৃদুহ্যাদিভরণো যোযো বাবাধিঃ স্ততঃ।” (ভাব্যপরিচ্ছেদ ১২৭)

ঐক্যপান আমার দুঃখনিবর্তক, তাহারই ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। আর বাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের জ্ঞায়, চিকীর্ষার আরও দুইটা কারণ আছে। বথা—কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ জ্ঞানের অভাবে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ বাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহার কখনই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই হইতে পারে, যোগীদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতাই তাহার যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটা সুমধুর বটে, কিন্তু সর্প দষ্ট হওয়ারতে ইহা বিবাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু বাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে অভিলাষী হয়। (ভায়দর্শন) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে লুই। ৩ বেদ। ১ শাস্ত্রাদি, বাহার দ্বারা জানা যায়।

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা কর, একটি ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা একটি ঘট।

“ত্বয়নঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।” (মুক্তাবলী)

জ্ঞান সামান্যের প্রতি ত্বয়নঃসংযোগই একমাত্র কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিন্ন করিলে, যেমন প্রত্যেক পত্রের ছিন্ন পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের ক্ষমতা বশতঃ অসুভব করা যায় না, তদ্রূপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সম্বন্ধের পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। এককালে দুইটা বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন অতিশয় ক্ষম, এই জন্য তাহার দুইটা বিষয় ধারণা করিবার শক্তি নাই।

“অযোগপদ্মাজ্ঞানানাং তত্তাৎকৃমিহেব্যতে” (ভাষ্যং)

মন অণু অর্থাৎ অতি ক্ষম, এই জন্য জ্ঞানের অযোগপদ্য, অর্থাৎ দুগুণ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে,

জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটি বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটি বিষয় দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে জ্ঞান হইবে।

“আত্মা মনসা যুক্ত্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ,

তস্মাদধ্যক্ষঃ ইত্যুক্তমিমা জ্ঞানং জায়তে” (ভায়দর্শন)

এই সম্বন্ধে দৌকিক একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, একটি লোক অপর একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটা যাইয়া দেখেন দ্বারদেশে দৌবারিকগণ নিরস্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দৌবারিক দ্বারা সংবাদ শ্রবণ করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ানজীর নিকট সংবাদ দিল, দেওয়ানজী নিজে যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান জন্মিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অহুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়।

“প্রত্যক্ষমপ্যহুমিতিতথোপমিতিশব্দকঃ” (ভাষ্যং)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুসকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার—দ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ঘ্রাচ, শ্রাবণ ও মানস। দ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শব্দ, শ্রোত্র আর মন এই ৬টা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তলগত স্পর্শ-ভিত্তি ও অনুরভিত্তি জ্ঞাতির দ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়। মধুরাদি রস ও তলগত মধুরাদি জ্ঞাতির রাসন, নীলপীতাদিরূপ ও ত্রুণবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জ্ঞাতি, ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ায় চাক্ষুষ, শীত-উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ঘ্রাচ, শব্দ ও তলগত বর্ণধ্বনিজ্ঞাতি জ্ঞাতির শ্রাবণ, এবং স্পর্শ ও হ্রঃখাদি আয়ত্বভিত্তির আত্মার ও স্পর্শজ্ঞাতি জ্ঞাতির মানস-প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অহুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। বথা—কোন স্থানেই বহি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহির অভাব থাকে

জ্ঞান বলিয়া বহু ধর্মের ব্যাপক, এই জ্ঞান লোকসমূহের পূর্বত প্রভুত্বভে ধর্মদর্শনে বহু অমুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই অমুমানাত্মক জ্ঞান ত্রিবিধ—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্যের অমুমানকে পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণলিপিক জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অমুমানাত্মক জ্ঞান। কার্য দর্শন করিয়া কারণের অমুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্যালিপিক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অমুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও কার্য ভিন্ন কেবল ব্যাণ্য বস্তু দর্শন করিয়া যে অমুমানাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অমুমানাত্মক জ্ঞান কহে। যেমন—গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রদর্শনে গুরুপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অমুমান এবং পৃথিবীতে জাতিকে হেতু করিয়া প্রবাহজাতির জ্ঞান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছদকে উপমিত্তিজ্ঞান কহে। যেমন—যে ব্যক্তি পূর্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে জানিবে, যে জন্ত গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ দ্বারা গবয় জন্ত বুঝায় যে জানে না, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্ত পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্বপ্রাপ্ত গো-সদৃশ গবয়, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছদকে উপমিত্তিজ্ঞান বলা যায়।

শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দজ্ঞান কহে। যেমন গুরু উপদেশ বাক্য শুনিয়া ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শব্দ জ্ঞান জন্মে। এই শব্দজ্ঞান ত্রিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃষ্ট, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ,— ভূমি গোরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শব্দজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি বিধিবাক্য ও বেদবাক্য প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শব্দজ্ঞান। বস্তু প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদয় জ্ঞানের অন্তর্গত। (জ্ঞানদর্শন) [প্রমাণ দেখ।]

বেদান্তমতে ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান হইতে পৃথক্, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাবিধ স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আরও জ্ঞানের ব্রহ্ম-

স্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্যসাধক কোন বৃত্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাবিধ লইয়াই জ্ঞানের নানাবিধ ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে আর একরূপ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং তৈলই পৃথক্ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়।

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের ঐক্যসাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়। একটা প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিহীন পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া “জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন” এরূপ ভেদব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন এরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা বৃত্তি নাই। বরং ঐক্যপ্রতিপাদক ক্রটি ও বৃত্তির বিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়, আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞান ও জ্ঞান, আর পটজ্ঞান ও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব-বিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য, আত্মা। (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাৎ (অর্থাৎ বস্তুবদ্বন্দ্ব) পরিণত

হইয়া আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটা বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া মনকে দিল, মন সঞ্চার করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভিমান করিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া (অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিম্বরূপে আত্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিম্বরূপে জ্ঞান হইল।

“যুগপচ্চতুষ্টয়স্তু তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্ত নিদিষ্টা।”

(ভবকৌমুদী ৩০)

ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঞ্চার, অহঙ্কারের অভিমান, বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটা যুগপৎ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যদর্শন)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকল প্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গীতার জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। অমানিতা, অদম্বতা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্বেচ্ছা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষদর্শন করা, পুত্র, দার, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভি-
বন্ধ, ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্বদা সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে (ঈশ্বরেতে) অচলাভক্তি, নির্জ্ঞানদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৬-১৩)

এই জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

“সর্বভূতেষু যৈনৈকং ভাবমব্যয়ীকৃতং।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্।”

(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের কেবলমাত্র এক অধিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হইলেন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

“পৃথক্শ্চেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগিখান্।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।” (গীতা ১৮।২১)

যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক পৃথক ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান বলা যায়।

এই রাজসিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং ইহা অসম্যক জ্ঞান।

“বক্তু ক্লম্বদেবকমিন্ কার্যো সক্ষমহেতুকম্।

অতদ্বার্থবদম্লঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।” (গীতা ১৮।২২)

যে জ্ঞান বহল দেখেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তদ্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্লম্ব অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিরণশ-
মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিন্তা ও বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, আবার কোন সময় কোন বস্তু বা বিষয় অভিলাষ করি। কিন্তু মনের এই তিনটা প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বন্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা আমরা অভিলাষ করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভও হয় না। ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না।

ফলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। ইহাদিগের মধ্যে একটা বৈজ্ঞিক অভিব্যক্তি আছে।

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া—কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদের মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু যে, বিবিধ অল্পমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। পূর্বে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত যদি বর্তমানের সামঞ্জস্য দেখি, তাহা হইলেই এ ছইই যে এক, তাহা আমরা বৃত্তিতে পারি। একের সহিত যদি অস্তের মিল না থাকে, তাহা হইলে ছইটা ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ও তৎপ্রোতভাবে সম্মিলিত হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ও বিরোধ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও বিরোধ প্রক্রিয়া অথবা আশ্রয়ণ ও বিশেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্ম স্মৃতি বা ধারণাশক্তির আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদের পূর্বসংস্কার মনো-

মধ্যে জাগরুক হইয়া উঠে। বাহ্যিক দ্বারা আমরা যাহার জ্ঞানলাভ করি, পরে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এ জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি? পূর্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদের মনে একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত হইল। স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্বে সংস্কার চেতন হইয়া উঠিল। এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্য হওয়ার আমরা পূর্বে পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্মৃতিশক্তি এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি জ্ঞানলাভের উপায়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈশিকসংযোগ দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সম্বন্ধ। সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

আমাদের শরীরে দুই প্রকার ন্যায় আছে—জ্ঞানোৎপাদক ন্যায় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক ন্যায়ের বাহ্য অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে উত্তেজনা মস্তিকে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিকে পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্ত বাহ্যশক্তির আবশ্যক হয় না। বাহ্যিকের জ্ঞানের জন্ত বাহ্যশক্তির আবশ্যক। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের অভ্যন্তর প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন জন্ত উৎপন্ন হয়।

সকল সময় আমাদের পরিষ্কৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয় না। কেহ কেহ বলেন, ন্যায়ের বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আবার চেতনাত্মক বাহ্য যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিষ্কৃত থাকে। কোন বিষয়ে আমাদের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরিষ্কৃতভাবে আমাদের মনে কিছুদিন বর্তমান থাকে। একরূপ না থাকিলে অল্প ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা কিরূপে করিতে পারি?

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে আমাদের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে

পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অক্ষুট ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। এই উত্তেজনা বাহ্য বস্তুর সংস্রব বা মানসিক অমুখ্যান উভয় দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়গভীরতা বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদের পরিণতিশীল, আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। ইহা তিনটা প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়—১ স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা।

১, বিবিধ ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। যে বালক কখন দৃষ্ট দেখে নাই, সে হঠাৎ দৃষ্ট দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আত্মদান স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে সে দৃষ্টের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা।

২, ইন্দ্রিয়-বোধ পরিষ্কৃত হইলে আমরা মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ ইন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তখন মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্বে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াছে, সে পরে শব্দ শুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে।

৩, চিন্তা। চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানলাভ করি। আমাদের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র তুলনা করিয়া আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, এখানেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল। বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটা চিত্রের সহিত অপর চিত্রের প্রকৃত তুলনা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইঞ্জিয়পরিচালনা হেতু যে সামান্য মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। এই ভাবান্তরগুলির আলোষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিয়ের গোচরীভূত হয়। ইঞ্জিয়ের উত্তেজনা বা পরিচালনা বশতঃ আমাদের মনে যে ভাবান্তর হয় বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ আমরা সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অস্ত বস্তুতে কল্পনা করি। আমরা কোন ঘটনার শব্দ শুনিলে মনোমধ্যে যে শব্দের অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘটী হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমরা সেই শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর সহিত ইঞ্জিয়বোধ সংবদ্ধ হইলেও নীচ জ্ঞান জন্মে না। ইহা বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্তিগত বহুদর্শিতা দ্বারা পরিণত ও ব্যাপ্ত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যেও আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অশ্রুত কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আলিষ্ট ও বিপ্লষ্ট করিয়া আমরা একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভাবনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংযুক্ত। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় না হইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া উঠে।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ভ্রাম্যসঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও স্বল্পরূপে ভুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান বতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস ভ্রাম্যসঙ্গত বিচার দ্বারা বহুভুল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইঞ্জিয়পরিচালনা এবং চিন্তা

বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। প্রথম উপায়লব্ধ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাতিত্ব প্রকাশ করে; ২য় উপায় দ্বারা অপরিবর্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিষ্কৃত হয়।

কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদের মনের মধ্যে এক একটা ভাব নিহিত করিয়াছেন; জগদীশ্বরই সে ভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা স্ফূট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারা আমরা আমাদের জ্ঞান লাভ করি। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই—সেই সংস্কার স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে।

ক্যান্ট (Kant) বলেন, অবিকল্পিত ইন্দ্রিয়বোধের সমবায় হেতু অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক নহে। পূর্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে আমাদের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। ঐন্দ্রিয়জ্ঞান চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতার পরিণত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা কোন বস্তুর বর্তমান অবস্থা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্যক বা কিরূপ হওয়া উচিত নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান মতের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যান্ট বলেন, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য।

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ করি। এই জ্ঞান আলোষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্তরূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যান্ট বলেন, আমাদের গণিত-বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আলোষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই।

বাহু বস্তুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যান্ট বলেন, কোন বস্তু আমরা যেভাবে গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমরা মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতির সম্ভবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃ-ভাব সঙ্কুচিত করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখি, তাহা হইলে বস্তুর স্থিতি, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়; আমাদের মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃষ্টই থাকিতে পারে না। যেভাবে ধর্মাক্রান্ত বস্তুই হউক না কেন ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত

না হইলে সকল পদার্থই আমাদের অপরিচিত থাকে। অতএব বাহ্য বস্তু আর কিছুই নয়—আমাদের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্বৃত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মবার পূর্বে মানসিক সম্ভাবনতা উপস্থিত হয়; এই সম্ভাবনতা বা চৈতন্যই জ্ঞানের সর্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। এই চৈতন্যহেতুই আমরা পদার্থের চিত্র করনা করিতে সক্ষম হই। আমরা ঐন্দ্রিয়জ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন তাব অনুভব করি, সেগুলি আপনা হইতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; আমাদের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সেগুলির ঐক্য সাধিত হয়।

সেলিং (Schelling) বলেন, আমাদের মানসিক চিত্র এবং বাহ্য পদার্থ পরস্পর অতি নিম্ন সংস্পৃষ্ট, একটা অপরটার সূচনা করে। একটা বলিলেই অপরটার সত্তা উদ্ভূত হয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্য বস্তুর ঐক্য হেতু উৎপন্ন হয়।

স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অক্ষুণ্ণ থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মনের কার্য্য করিবার কোন স্বাধীনতা নাই—পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তুরই বিকাশ ও পরিণতি হয়।

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা দ্রবণশক্তি দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে করণশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বারা বাস্তবতায় স্বরূপ জ্ঞান আমরা লাভ করি। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাবে হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল বিষয়েরই জ্ঞানের উৎকৃষ্টপথে ক্রমাগত তিনটা সোপান আছে, প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক।

লোকে বাহ্য বস্তু দেখিলে তাহার একটা সচেতন ইচ্ছা-বিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দুই

হয়। আমাদের সকল কার্য্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়; এই অজ্ঞই কোন কার্য্য দেখিলেই আমরা তাহার একটা সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার করণা করি। ক্রমে জ্ঞান যত ক্ষুণ্ণি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণা হয় যে, পূর্বে বাহ্যকে সচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্যের পরিবর্তে তাহার কোন অসূত্র কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, আমি ইচ্ছাপূর্বক বস্তু দৃষ্ট করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, আমি নিজের কোনরূপ ইচ্ছা নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্তু দৃষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটা নিয়ম আছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পূর্বোক্তরূপ এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাত্মিক আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্য্যেরই নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই।

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উত্তীর্ণ হইয়াছি। কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা প্রথম কোনটা বা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে।

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। (কিন্তু এমন সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ আমাদের স্বপ্ন দ্রুত আমরা প্রতিকূলই অনুভব করিতেছি।)

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার তিনটা উপায় আছে—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার দ্রুত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্বক অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধানের বিষয়টা উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি।

কতকগুলি বিষয় ইঞ্জিয়ার সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা—দর্শন, স্পর্শন, স্রাণ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সূচিত হয়। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে অমুমিতি কহে। কিন্তু অমুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। কারণ যাহা আমরা পূর্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে আমাদেরিগের অমুমিতি সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্ব সৰ্বদে যুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদেরিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল-প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা—কাল, আকাশ ইত্যাদি।

এই কথা লইয়া কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ নির্দেশ করেন যে, যেখানে ইঞ্জির দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেখানে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃতি সৰ্বদে কোন তত্ত্বের নিত্য আমাদেরিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমাদেরিগের ইঞ্জির সকলের প্রকৃতির নিত্য, আমাদেরিগের আরম্ভ বটে; আমাদেরিগের ইঞ্জির সকলের প্রকৃতি অমু-সারে আমরা বহির্বিষয়ক কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থা পরিজ্ঞাত হই। ইঞ্জিয়ার প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজন্ত বহি-বিষয়ের তত্ত্ব অবস্থাও আমাদেরিগের নিকট সর্বত্র একরূপ। এই জন্ত আমাদেরিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্য জ্ঞানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদেরিগেরই মধ্যে আছে, এজন্ত কাণ্ট ইহাকে স্বতন্ত্রলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

ইয়ার্ট্‌মিল বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইরূপ একটা অকাটা সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য বর্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে। পুনর্বার যদি কেঞ্চাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমাস্ত্রাল রেখা টানা হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটাও মিলিত হয় না। অতএব সমাস্ত্রালতা সংমিলনবিহীন নিয়তপূর্ববর্তী, সমাস্ত্রালতা কারণ, সংমিলনবিহীন তাহার কার্য। কাজেই

আমরা জানিতেছি, যেখানে দুইটা সমাস্ত্রাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইঞ্জিরবোধসমূহ যখন প্রাতি-ভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ বুদ্ধির পত্তনভূমি হয়।

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের কার্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক-শক্তি (Representativeness) প্রসরতা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, ইঞ্জির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইঞ্জিরদ্বারা রোধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

‘রাম’ বলিলে একটা বিশেষ বস্তু বুঝায়, কিন্তু ‘মহম্মদ’ এই কথাটা বলিলে সাধারণ একটা বস্তু বুঝায়। এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্রেটো বলেন, জগতে সার বস্তুগুলি সাধারণ বস্তু। বিশেষ বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়া-মাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের দ্বারা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। তিনি বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই ঐ দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্বস্মৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদেরিগের পূর্বস্মৃতি আগাইতে হয়, এবং ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করাই তাহার প্রধান উপায়।

মায়াবাদ (Idealism) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, ভৌতিক জগৎ নামধের ভাবপরম্পরা আমাদেরিগের মনোমধ্যে উদ্ভূত হইতেছে, ইঞ্জিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি নিয়তপূর্ববর্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাবপরম্পরা পরম্পরের কারণ; আর কারণ যদি ইঞ্জিয়াতীত কোন বস্তুকে বুঝায়, তবে তাহার অস্তিত্বনিরূপণ করিবার আমাদেরিগের কোন উপায় নাই। আত্মিক মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞেয় প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময়

আত্মায় কারণ স্বভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। ইহার মতে জড়ের কোন অন্তর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। মানবাত্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, আমাদের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার অজ্ঞাতদ্বারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় আমাদের মাংসপেশীতে যে ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) এবং শক্তিবোধ (Idea of power) এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; পরে সেই জ্ঞান হেতু একটা ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদভাবা-নুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তার-তম্যানুসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্পূর্ণ ভাব বা আবেগের ন্যূনধিক্য হইয়া থাকে এবং তাবের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে স্বতঃসংস্কার (Instinct) কহে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভ্রূমিষ্ট হইয়াই শিশু মাতৃতত্ত্ব পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ স্বন্ধর পদার্থ আমাদের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত।

বক্স সাহেব স্বপ্রণীত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে না, বাহা পরিবর্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে।

ধর্ম্মনীতি একটা স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সৰ্ব্বদা সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটা নির্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা চির উন্নতিশীল।

বক্স সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সভ্য উপাঞ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই স্বয়ংপূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়; এই জন্য তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বক্স সাহেব যাহাই বলুন, আমাদের ধর্ম্মনীতি বা নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্ঞ্যমান, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসামাজিক কার্য্য করে।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাধক। এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। জ্ঞান অর্জনশীল, বাহির হইতে নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরি-শোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক সাধনা আবশ্যক। তবে যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য বাদক সম্বন্ধ নাই।

আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অহুষ্ঠান করি, তাহা সুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, সেই সকল কার্য্য মানবসমাজ-হিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র।

৪ পরব্রহ্ম। “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং” (শ্রুতি) ৫ বিষ্ণু।

“সর্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং” (ভারত)

জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

জ্ঞানকাণ্ড (পুং স্ত্রী) বেদের অংশবিশেষ, বাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত আছে।

জ্ঞানকীর্ত্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

জ্ঞানকৃত (ত্রি) জ্ঞানের বুদ্ধিপূর্বকেন দ্বিত্ব ৩তৎ। বুদ্ধি-পূর্বক কৃত, বাহা জানিয়া গুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ অহুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততবে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—“গোবধত বুদ্ধিপূর্বকঞ্চ তদা ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্ব এনাং হন্যীতীচ্ছয়া হতি, তদা কামনাধারৈব জ্ঞানত প্রত্যুতলম্বাৎ” (প্রায়শ্চিত্তত)

ইহা গোক্ষ, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্ন।

জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবধিতৈম্ব।

জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানের গম্য: ৩৩৭। জ্ঞান দ্বারা যাহা জানা যায় বা বাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। "উত্তরো গোপতি-গোঁথা জ্ঞানগম্য: পুরাতন:" (বিষ্ণুসং)

জ্ঞানমাত্রগম্য পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন কর্মণা ন প্রজ্ঞান ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ। (শ্রুতি) কর্ম, প্রজ্ঞা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞানগর্ভ (ত্রি) জ্ঞানং গর্ভে যন্ত বহরী। যাহার মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটা নাম।

জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য। চতুর্দেহ-তাৎপর্যা-দীপিকা ও বেদান্ততত্ত্বপরিণুক্তিপ্রণেতা।

জ্ঞানচক্ষুস্ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্জ্ঞান বহরী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্যান্, পণ্ডিত। সমস্ত বস্তুই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত।

"সর্বং তু সমবেক্ষ্যাদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষু:।" (মহু)

জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্। জ্ঞান অহুসারে, জ্ঞানপূর্বক।

জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্য।

ইনি ১৬৬০ সংবতে গোঁতমকুলকবুতি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানতীর্থ, বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ-নাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধবিগের মতে এখানকার স্বৈতন্তব্রনাগ নামক সর্প তীর্থবাগ্নিদিগকে স্নান প্রদান করে।

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, জ্ঞানপ্রদ।

জ্ঞানদ্বন্দ্বদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দ্বন্দ্ব: ভদ্রীভূত: দেহো যন্ত বহরী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সরাস্য আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় দেহ দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির স্নেহ হ্রাস প্রভৃতি ধর্ম যিনি দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, স্নেহ হ্রাসাদির অতীত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই জ্ঞান তাঁহাদের দেহাবসান হইলে অস্মিতে শরীর দ্বন্দ্ব করিতে নাই এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়া প্রভৃতি কোন কার্যই নাই।

"সর্বসদনিবৃত্তস্ত ধ্যানযোগরতস্ত চ।

ন তন্ত দ্বন্দ্বং কার্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥

নিদধ্যাৎ প্রণবৈনৈব বিলে ভিক্ষা: কলেবরম্।

প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্বং তেনৈব কারয়েৎ ॥" (শৌনক)

চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু দেহ গর্ভ করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক তাহাতে নিশ্চিন্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা-পূর্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইহার ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্যন্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন।

জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যন্ত বহরী। পূর্বজিন, মল্লধোব। (ত্রিকা)

জ্ঞানদাতৃ (ত্রি) জ্ঞানস্ত দাতা ৩৩৭। জ্ঞানদাতা গুরু। জ্ঞান-দাতা গুরু সর্বাপেক্ষা পূজ্যতম।

"পিতৃদশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্।

মাতু: শতগুণ: পুত্রো জ্ঞানদাতা গুরু: প্রভু: ॥" (তন্ত্র)

পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু পূজনীয়। স্ত্রিয়া: ভীপ্।

জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর ছন্দ ও ভাবার অনুকরণে অনেকগুলি স্বন্দর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহার কবিতা বড় মনোরম ও প্রসাদগুণভূষিত।

জ্ঞানদাসসম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা বর্ণনাম্বলে (১১শ পরি)

জ্ঞানদাসের নামটির মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

"পিতাম্বর আচার্য্য ত্রীদাস দামোদর।

শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া জরীর নাম জাহ্নবী দেবী, জ্ঞানদাস তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্তা। মনোহর নামক পদকর্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যানন্দশাখাভূক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্তা ছিলেন, যথা—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবতরচয়িতা), কৃষ্ণদাস প্রভৃতি। [ইহাদের বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

খেতরীতে ত্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎসব করেন, যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে ত্রীমতী জাহ্নবীদেবীর সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, ভক্তিরসাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে।

জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি যুগ্মাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

বীরভূম জেলার একচক্রগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান, একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে “কাঁদাড়া” ও “মাদাড়া” নামে পাশাপাশি দুইটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই “কাঁদাড়া” গ্রামেই জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

“রাঢ়দেশে কাঁদাড়া নামেতে গ্রাম হয়।

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয় ॥”

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপেমে বিতোর হইয়া যান। তাঁহার রচিত সকল পদেই সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা করিতেন, তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন।

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া “ভুবন-মঙ্গল” হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্ত তাঁহার আর একটা নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরম স্নানর পুরুষ ছিলেন, এই নামটাই তাহার পরিচায়ক।

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি কাঁদাড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও তত্পলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিবস জ্ঞানদাস ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও নাই। যাহারা মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা তদীয় জাতি-বংশ অর্থাৎ ঐ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জাতিবর্ণ আপনাদের নামের শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানদেব, পুত্রজাতীয় একজন ধার্মিক বণিক। ইনি পুত্র হইয়া বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত কষ্ট হইয়া ইহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদুদ্বোধে ধর্ম-শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (তত্ত্বমাল)

জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা ও সাধু। ইনি বিট্টলপুত্র নামক একজন যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্র।

বিট্টলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার স্ত্রীর অমৃত্যুতে গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করার, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলম্ভীর ব্রাহ্মণগণ বিট্টলপুত্রকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে, বিট্টলপুত্রের একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার আর একটা পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার একটা পুত্র এবং আর একটা কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা। বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রুই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। তবে, জ্ঞানদেব ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্টল তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য সমাধা হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্টল তাঁহার প্রতিবাদীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন সঙ্গীত স্থির করিতে পারিলেন না। বিট্টল ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটা দৈবকার্য্য করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। বিট্টল নিবৃত্তির কথায় সন্মত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তান কএকটিকে লইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। ত্র্যম্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর নাম ধারণ করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা গোদাবরী এখানকার একটা পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। বিট্টল একজন ব্রাহ্মণের বাটতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি এখানে প্রত্যাহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার তিনটা পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটা ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বিট্টল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়া বিট্টল নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারািয়া অঙ্গনী পর্ব্বতের উপরে উদ্ভিলেন। এখানে একটা গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ ত্রিমিতলোচনে-তপস্তার-নিমগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন

করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ৰ উল্লীন করিলে নিবৃত্তি তাঁহাকে সাতাঁল প্রাপ্যতা করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম গোবীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। গোবীনাথ দেখিলেন, দ্বাদশটি প্রতিভাশালী। তিনি নিবৃত্তিকে তাহার বৃত্তান্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, মহাপ্রদেশনানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গোবীনাথ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশের মর্ম এই অগং মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্তব্য। ইহার পর, নিবৃত্তি গোবীনাথের নিকট হইতে বিদ্যার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, তাঁহাদের এবং দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত ও লক্ষ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহার আশ্রয়গণকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিল। জানদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আশ্রয়ভাষী হইল। বিট্টল তাঁহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্ত নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্টলের পূর্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্রচর্চার লক্ষ্য বিখ্যাত। বিট্টল বিবেচনা করিলেন যে, তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপনাই হইতে পারিলে, তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাঁহার সাতুল কৃষ্ণাঙ্গীপুত্রের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণাঙ্গীপুত্র বিট্টলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আগমন করিলেন। বিট্টলকে সমাজে পুনঃ গ্রহণ সম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অঙ্গসম্বাদন করিয়া সমাজ্যীক হুই হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন না। সভা হইতে কোন ফল কদা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্টলকে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে রাখা হইলেন বলিয়া, কৃষ্ণাঙ্গীপুত্র সমাজচ্যুত হইলেন।

বিট্টলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের চিন্তায় তিনি অধির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অবস্থা

দেখিয়া নিবৃত্তি ও জানদেব তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার বলিল, উপবীতধারণ বাহু ক্রিয়াজ্ঞ। ইহার সহিত আশ্রয় কোন সম্ভব নাই। শাস্ত্র বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ। পুরুষের সাধনার বিট্টল অনেক পরিমাণে প্রবেশ পাইলেন।

কিছুদিন পরে, কৃষ্ণাঙ্গীপুত্রের পিতার প্রাণের দিন উপস্থিত হইল। তিনি প্রাণের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাঙ্গী সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাঙ্গী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণের আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্রত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কার্য সুগম্য রাখিবার আয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য করিবেন এবং বাহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জানদেব অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাঙ্গী তাঁহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা অহুসারে প্রাণের আয়োজন করিলেন। জানদেব যত্নাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জানদেব যোগবলে তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবগণকে আশ্বাস করিলেন। তাঁহার শরীর ধারণপূর্বক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণাঙ্গীপুত্রের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন করিতেছে, তাহা জানিবার লক্ষ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সে অবাক হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আশ্বাস দিয়া দাড়াইল। এমন সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিত হইল। জানদেবের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল।

এক সময় কুন্তযোগ উপলক্ষে গোমারীতীরস্থিত পৈঠনে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিট্টল সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাঁহারা বিট্টলের পরিচয় লইলেন। জানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত সমালোচনা করিতে আগিলেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটা নদীর কূপে ভ্রমণ উপস্থিত হইল। নদীর নাম "জানদেব"। সে ব্যক্তি

মহিষটীকে “চল জানা” বলাতে, একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—বিট্টলের মধ্য পুত্রের নাম জান, আর এই মহিষটীর নামও জান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ইহা শুনিয়া জানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে গ্রহণ করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? জানদেব বলিলেন, অবশ্যই তাহার শরীরে আঘাত লাগে। তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটীকে জোরে বেড়াবাঁত করিতে লাগিল, এমিকে জানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে গ্রহণ করিল না। যাজ্ঞিক দেখিয়া বিস্ময়াবিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, ইহা জানদেবের বাহুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব নহে। ইহা শুনিয়া জানদেব মহিষটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অভাব তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাধ্য শ্রবণ করও। জানদেবের যোগবশে মহিষদেহে জানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং মহিষ তখনই বেদবাধ্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক হইল। তাহার পর, বিট্টলপহু তাহার মাতুলালয়ে পুনর্বার প্রত্যাগমন করিলেন। পৈঠনের ব্রাহ্মণগণ জানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাহার এখন একবাচ্যে বিট্টলকে চুক্তিপত্র দিলেন এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্টলের আর জানদেবের সীমা রহিল না। তিনি তাহার পুত্র তিনটীকে যজ্ঞোপবীত দিবার জন্ত আরোজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্টল আর তৎপক্ষে বৃদ্ধবান্ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্টলপহু সপরিবারে আলম্ভীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে, বিট্টলপহুর গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন জন্ত কাশীধাম হইতে বহির্গত হইয়া আলম্ভীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্টলপহু পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর বিট্টলপহু তাহার গুরুদেবের আদেশে সতীক বদরিকাজে গমন করিলেন। রামানন্দস্বামী জানদেবকে সতীব্রনামে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলম্ভীতে অবস্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্ত বহির্গত হইলেন। ইহার

প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জানদেব দুইটা অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদগীতার একখানি টীকা লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিদ্যামুদ্রির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে জানেশ্বরটীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ*। নেবাস ত্যাগ করিয়া ইহার পুনরাবধি নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং চান্দদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। চান্দদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করিতেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জানদেবের নিকট হইতে মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটা মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। চান্দদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাহার এই স্থান ত্যাগ করিয়া অস্ত্রান্ত তীর্থদর্শন করিয়া আলম্ভীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চান্দদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃতদেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ লিজাসা করায় শিষ্টগণ বলিল যে, জানদেবপ্রস্তুত মন্ত্রবলে তাহার ভগিনী মুক্তাবাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চান্দদেব একখানি পত্র লিখিয়া জানদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টা উপদেশপূর্ণ অভঙ্গ† লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল বলিয়া চান্দদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া তিনি আলম্ভীতে গমন করিলেন। জানদেব তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চান্দদেব এখানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জানদেবের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জানদেব প্রায়শ্চনার এবং সাধারণকে উপদেশদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল পণ্ডরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমাগত “অমৃতভূব” (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ) “পবন-বিজয়,” “যোগবাসিন্দের টীকা” “পঙ্কীকরণ” ও “হরিপাঠ” নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এডভিস, “শ্রীবিট্টলবর্ণন” নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি

* এই গ্রন্থ ১২১০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

† মহারাজার তাম্রের পংকে অভঙ্গ বলে।

অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থখানি কঠিন হইলেও জ্ঞানদেব ইহার ভাষণার্থে বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। গীতার চীকার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার অন্তঃস্থ উপদেশ স্বরূপক করিয়া অনেকে ভগবতুক্ত হইল এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে হইচী হঠাৎ দিতেছি,—

দ্রাঘক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বতীবাই নানাশুলে ভূষিতা ছিলেন। তিনি মনের সাথে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী একটা শূদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, স্ত্রীত্যাগ পার্শ্বতী-বাই মনের চুখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক অসচ্ছরিত ব্যক্তিকে সংপথে আনিরাছেন, ইহা পার্শ্বতীবাইয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তাহার জুগেধের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব দ্রাঘককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে অমরোথ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। দ্রাঘক তাহার অমরোথ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শূদ্রারমণীটা প্রত্যহই ধর্ম্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অমরোথে দ্রাঘকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, জীবের অজ্ঞান দশা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের জন্ত উভয়েই অশ্রুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, দ্রাঘক শূদ্রারমণীটাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রাঘকের নবজীবন লাভ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি ও অমুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহার দলে দলে তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিবার জন্ত আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধকোশ দূরে জাঘলবেট নামক একটা গ্রামে অবস্থিত করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

জাঘলবেট হইতে কিছুদূরে চাকোলি নামক একটা স্থান আছে। সেখানে বিমলানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী

অবস্থিত করিতেন। সাধারণে তাহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি ইহা সহ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব বাহাতে লোকের নিকট হের বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানদেব লোকের স্বরূপকে একপ্রকার দৃঢ়রূপে অবিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের কুৎসা বাক্য শুনিয়া বিমলানন্দস্বামীকে বলিল—স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার উচিত হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্ম্মিক, তেমন বিদ্বান্। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমলানন্দ-স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্ঞানদেব ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। স্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিধেব ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বামিজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার দুই ভ্রাতা এবং তগিনী মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্থদর্শন জন্ত যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও সুগায়ককে সমভি-বাহারে লয়ন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাঁহাকেই সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ডরপুরে অবস্থান করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পণ্ডরপুরে গিয়া নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সন্মত হইলেন নাই। কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাশে পাইয়া তিনি সন্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার তিন দিন পণ্ডরপুরে থাকিয়া চতুর্দশ দিবসে নামদেব সহ যাত্রা করিলেন। ইহার নানাস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে ইহার বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে পরা দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন

করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্তনে এবং সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত সন্মিলনে কয়েক দিন পরামর্শে অভিযোজিত করিয়াছিলেন। কান্দিবাসীমাঝেই তাঁহারিলকে পাইয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছিল। কান্দি ত্যাগ করিয়া আবোধ্যা, গোহুল, কুন্দাবন, দারকা এবং ভূনাগড় দর্শন করিলেন। তাহার পর ত্রৈলোক্য প্রদেশের নানাহান দর্শন করিয়া তাঁহার পণ্ডরপুত্রের প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্তনে ইহাদের সমস্ত অভিযোজিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে অনেকেই ভগবত্ভক্ত হইল।

পরে জ্ঞানদেব প্রকৃতি আলম্বীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জ্ঞানদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, সেইখানে ভজন ও কীর্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে সংগৃহে লইয়া যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহার অনেক অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা করা জ্ঞানদেবের একটি বিশেষ কার্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাভী এবং হিন্দি ভাষার তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি অনিয়াছিল। এই কএকটি ভাষাতেই তিনি তীর্থদর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি অদ্ভুত রচনা করিয়াছিলেন।

নানা তীর্থদর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের নিকে ধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার অস্তঃকরণ উদ্বিগ্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্তন এবং লোকের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। বিবাত্যাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাক্ষিতে ভজন ও কীর্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের এই কয়েকখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রাধ্যায়ে ও উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া অনেক ব্রহ্মব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংসারবাসী ভগবত্ভক্ত হইয়াছিল এবং অনেক সুপথগামী ব্যক্তি সংগৃহ অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। দূর দেশ হইতে লোক-তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলম্বী একটি তীর্থরূপে পরিণত হইল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অভিযোজিত হইলে জ্ঞানদেব

সমাধি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তগণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে নানাহান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে “অলম্বীমাহাত্ম্য” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কার্তিক মাসের একাদশী ত্রিতিতে জ্ঞানদেব কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বাসন্তীতেও কীর্তন হইতে লাগিল। কীর্তন শুনিয়া লকলে মোহিত হইল। অরোহণীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটি বৃক্ষের ফলে সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটি গুহা প্রস্তুত হইল। গুহাটা চুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন ও সাধুগণের সহিত সন্মিলন করিলেন এবং সকলকে অভিযোজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার ভক্ত হুৎ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীপ্তরশ্মিতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিল না। পরে জ্ঞানদেব সকলের অমুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও যুগাজিন পাতা হইল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটা দীপ জ্বলিতে লাগিল। পরে জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়ধারণ সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয় স্বজন গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর সাধারণে “শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি” বলিতে লাগিল।

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে কয়েকটি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বহুদর্শিতা লাভ না করিলে কেবল বিজ্ঞা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাহানে অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সন্মিলন করিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই ক্ষেত্রে কত প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নূতন নূতন ব্রহ্ম দেখিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের নিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাহানে নানালোকের সহিত সন্মিলনে তাঁহার অস্তঃকরণে মহাপ্রেম অধিক হইয়াছিল এবং এই ভক্ত পরোপকারসাধন তাঁহার জীবনের একটি মহাব্রত বলিয়া গণ্য ছিল। জ্ঞানদেবের শাস্ত্রে তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুযায়ী কঠোর করা সকলেরই কর্তব্য। ইহা দ্বারা কেবল যে আমরা ধর্মপথে উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের ক্রিয়ামণ্ডল অতিবাহিত করা যে আবশ্যক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না করিলে কোন কার্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন শুৎপক্ষে একটা প্রকৃষ্ট উপায়। যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টলিঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা তিনি অনেক অল্পত কার্য করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। যেখানে কমতা প্রকাশ করা আবশ্যক, সেইখানেই কমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক বোগী আছেন, তাহারা অহঙ্কারে কীত হইয়া লোকের নিকট বৃদ্ধকি ও ভেঁকি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাঁহার দ্বারা অপরেরও উপকার হয় না। ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে ধর্মভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চারিত লোককে সংপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাংসাধন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ জীবন কৈশরেতে সমাধান করিলেন।

জ্ঞানদেব এখন মহারাজারিদিগের নিকট পূজা পাইতেছেন। আলন্দীতে তাঁহার সমাধিসম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটা মেলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৫০০০ লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, তিথ্যরিগণ যখন তিথ্যার্থে নির্গত হয়, তখন তাহার “জানোবা তুকারাম” “তুকারাম জানোবা”, যন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [তুকারাম দেখে।]

জ্ঞানদেব, ১ গার্য্যার্থরহস্ত প্রণেতা। ২ অপর নাম দায়োবর। বৈষ্ণবীবনটীকা রচনা করেন।

জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি) জ্ঞানে নিষ্ঠা বস্ত্র বহুতী। জ্ঞানসাধনবৃত্ত, তদ্বিৎ।

জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্ত পতিঃ ৬৩৭। ১ জ্ঞানোপদেশক, গুরু। ২ পরমেশ্বর। জ্ঞানপতঃপত্যং জ্ঞানপতি-অণু (অব-পত্যাদিত্যন্ত) পা ৪।১।৮৪) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য।

জ্ঞানপাবন (স্ত্রী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত-কর্মধা*। জীর্ণ-ভেদ ও জ্ঞানপাবনজীর্ণ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবন-জীর্ণে জ্ঞানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

“ততো গচ্ছতে স্নাতকঃ। জ্ঞানপাবনমুতমম্।

অগ্নিষ্টোমদযাপ্নোতি হুনিলাক্যক গচ্ছতি” (ভা, বস ৪৮ অঃ)

জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ ভগবান। বিশেষতঃ চীনাধিকারী রাজা ইহার নিকট কামসংবৎ অর্থাৎ শরীরসংবৎ বিজ্ঞাপিকা করেন।

জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাস্করঃ রূপককর্মধা*। ১ জ্ঞানরূপ স্বর্ঘ্য। ২ ভাস্কর্য্যার্থ্য্যাদীভ্যোতিভ্যেহ। ৩ যত্ব-বর্ণকল নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণেতা।

জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানময়ঃ জ্ঞান-ময়ঃ। পরমেশ্বর, পদ্যগ্রন্থ।

“নির্দ্বা গমর এবারমাখা জ্ঞানমরোহমলঃ।” (সাং নং ত্যাব্য)

জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসাংখ্যে রামপুণ্ড্রা মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া অঙ্গের দ্বয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অঙ্গুলীকৃতি করিয়া মূর্ত্তা ও বামকাহুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রাসের অত্যন্ত প্রিয়।

“তর্জঙ্গুভূতকৌ সক্তাবগ্রতো বিস্তসেৎ হৃদি।

বামহস্তাংস্থং বামকাহুর্মুখি বিস্তসেৎ ॥

জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেবা রামচন্দ্রস্ত প্রিয়তী।” (তন্ত্রসাং)

জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যত্ন বহুতী। তজ্জ্ঞ, কর্ম-যোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগি-গণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞেয় জ্ঞান করিয়া তৎস্বরূপ অবলোকন করেন। “সোহং ব্রহ্ম” আমিই ব্রহ্ম, সর্বদা ইহাই দেখেন *। কর্মযোগী সকল ইহা অচুর্চান ও করেন না, আরও ইহাতে স্থগা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

“মহাপাণ্ডবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।” (শকাধিঃ)

জ্ঞানযোগ (পুং) যুক্ত্যেত ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞ-কর্মণি যজ্ঞ, জ্ঞান-মেব যোগঃ, রূপককর্মধা*। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্ত জ্ঞানরূপ নিষ্ঠা-বিশেষ। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির মায়ার বশীভূত হইয়া নিরন্তর হুংধে অভিভূত হইতেছে। হুংধাতিভূত হইয়া যখন হুংধনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইবে। তখন প্রথমে বস্ত্তত্ব জানিতে কোন কোন বস্ত্ত হুংধময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন হুংধ হুংধ প্রভৃতি দ্বাভার ধর্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন আপনা হইতেই বর্ধার্থত্ব জানিতে পারিবে। পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্ত্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

“লোকেশ্বিন্দি বিবিধা নিষ্ঠা পূরা প্রোক্তা ময়ানম্।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যান্যং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ (শ্রীভাগঃ অঃ)

অগতে ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটা উপায় কথিত হইয়াছে,

* ব্রহ্মদ্বারবণের বস্ত্ত বজেনৈবোপলব্ধতি।

“অপরে কর্মযোগিনঃ বিলক্ষণা সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্ম তৎপার্থঃ অগ্নিধিঃ হোমাদিভ্যঃ তদ্বিন বস্ত্তঃ প্রত্যগাভ্যাসঃ যঃ পদার্থঃ বজেনা আভ্যসেৎ উপ-লব্ধতি। যঃ পদার্থভেদেইব ব্রহ্মবস্ত্তমগচ্ছতি।”

জানবাণী ও কর্ণবাণী। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জানবাণী অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অপর কর্ণবাণী দ্বারা মুক্ত হন। কিন্তু কর্ণবাণী না করিলে জানবাণী হইতে পারে না। কর্ণ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে নির্মলচিত্তে বিভক্ত জান উপস্থিত হয়। বিভক্ত জান করিলে জানবাণী দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারা যায়। [বাণী দেখ।]

জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানধিরাজ) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষগ্রন্থে প্রণেতা। ইনি নাগনাথের পুত্র ও স্বর্গদৈবজ্ঞের পিতা।

জ্ঞানলক্ষণা (জ্ঞী) জ্ঞানঃ লক্ষণঃ যতঃ বহরী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধনসম্বন্ধে ভেদ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ জ্ঞানজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার।

“জ্ঞানজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং বড়বিধং মতম্।” (ভাবাপঃ ৫২)

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামাজ্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটা বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যিক, পরে বিশেষজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘট জ্ঞান দরকার। ঘট না জানিলে ঘট জানা যায় না। স্বয়ংসংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন স্বকের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুর সহিত সঘন হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি কলিকাতাহিত ঘট দেখিয়াছে, কালীহিত ঘট দেখে নাই, কিন্তু কালীহিত ঘটের প্রতি স্বয়ংসংযোগও অসম্ভব, সেই ব্যক্তির তাহা হইলে কালীহিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে না, এই জন্য অলৌকিক সম্বন্ধ স্বীকারের আবশ্যিক। এই অলৌকিক সম্বন্ধকে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়।

একটা ঘট দেখিয়া ঘটস্বরূপ সামাজ্য ধর্ম দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামাজ্যলক্ষণার অধীন, আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট পট মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই জ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীস্থিতসকলপদার্থের জ্ঞান হইবে*। [সামাজ্যলক্ষণা দেখ।]

জ্ঞানবাণী, কালীর একটা তীর্থ, ইহা একটা কূপ। [কালী দেখ।]

জ্ঞানরত্ন (ত্রি) জ্ঞানং বিভক্তে যত অন্ত্যর্থে-জ্ঞান-মতুপ্। বাহার জ্ঞান আছে, বাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানবাণী (জ্ঞী) জ্ঞানন্ত জ্ঞানরূপোদকন্ত বাণী দীর্ঘীকেব। কালীহিত বাণীরূপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ কলপুরাণের কালীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য

একদিন কলমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! দেবগণও জ্ঞানবাণীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন কলম বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! পূর্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে কখন মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদী সকল প্রাবর্তিত হয় নাই, দান বা পান প্রভৃতি কর্ণে জলের অভাৱ ছিল না। কখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা বাইত এবং কখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মহাবোর স্ফোর আরম্ভ হইরাছে, সেই সময় পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের অস্ত্রতম ঈশান রেচ্ছাধীন ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কালীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কালী নির্ঝাণলক্ষীর ক্ষেত্র-স্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্বপ্রকারবীজ-সমূহের পক্ষে উত্তর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামভূমি, বাহা সচ্চিদানন্দের নিগর, সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া সেই কালীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দিকে জ্যোতির্ময়ী মালাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ঋষিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরন্তর তাহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাহার নাম গান করিতেছে, চারণগণ তাহার স্তুতি করিতেছে, অম্বরগণ নৃত্যদ্বারা তাহার সেবা করিতেছে, নাগকন্ডাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা তাহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছে, বিষ্ঠাধরী ও কিররীগণ জিকালীন তাহার বেশভূষা নির্মাণ করিয়া দিতেছে এবং দেবকন্ডাগণ তাহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলদ্বারা এই মহালিঙ্গকে দান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে বস্ত্রা আত্মত হইয়া পড়িল। তখন রুদ্রমুণ্ডি ঈশান সেই জল দ্বারা সহস্রধার কলস পরিপূর্ণ করিয়া মহাদেবকে দান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্রলক্ষী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ণ দ্বারা আমি অতি প্রীত হইরাছি, তুমি যে কার্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং অভাববিধি এই কার্য আর কেহই করে নাই। এইকণ তুমি বর প্রার্থনা কর, অন্য তোমাকে আমার কিছুই দেব নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার

* অলৌকিকঃ সম্বন্ধত্রিবিধঃ পরিকল্পিতঃ।

সামাজ্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজমতঃ।

অনুস্তিষ্ঠাধরগত সামাজ্যজ্ঞান বিধাতে।

বিবরণতঃ ভূতৈব ব্যাখ্যায়ো জ্ঞানলক্ষণঃ। (ভাবাপঃ ৬০)

প্রতি এসব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই অল্পমতীর্থ আগনার নামে বিখ্যাত হয়। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিস্ময়ের বলিলেন, ত্রিভুবন মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। বাহ্যার শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাহারাই শিবশব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমার এইস্থানে জলরূপে প্রবীভূত হইয়াছে, এই অস্ত্র এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। যজ্ঞ-তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ হয়। বৃহস্পতিবারে পুখ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্রাষ্টমীতে যদি ব্যক্তি-পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটিগুণ ফল হয়। পুঙ্করতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। [কান্দী দেখ।]

জ্ঞানবিম্বলগনি, ভাষ্যমেকর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে শঙ্করভেদপ্রকাশটীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশাস্ত্র (ক্ৰী) জ্ঞানপ্রদায়ক শাস্ত্রঃ কর্মধা। মুক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়ভূক্ত দেবসুন্দরের পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্রুত, অঘনিবৃক্তি, ত্রিমুনি স্তব্রতত্ত্ব, ঘনোদঘনবৎগুপার্শ্বনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের অবচূর্ণি লিখিয়া যান।

(২) রত্নসিংহের শিষ্য ও লক্ষ্মিসাগরের গুরু।

(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানসাধন (ক্ৰী) জ্ঞানস্ত সাধনঃ ৩তং। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ত্ব-জ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়।

জ্ঞানসিদ্ধযোগীন্দ্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাট্টটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানহৃত (ক্ৰি) জ্ঞানং হৃতঃ যন্ত বহুব্রী। বাহার জ্ঞান হৃত হইয়াছে, অজ্ঞান।

জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানস্ত আকরঃ ৩তং। জ্ঞানের আকর, বৃক্ষ।

জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্মধা। জ্ঞানরূপ আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তিপুরুষসকল সর্বদাই জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাহারাই নিরন্তর জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন।

(১) শিবগীতাটীকা প্রণেতা, অঘাণীভট্টের গুরু।

(২) সিদ্ধান্তসুভাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু।

(৩) ঈশাবাত্তোপনিষটীকা, কোলাগর্ব, জ্ঞানোযোগ্য-নিবন্ধটীকা, আবালোগনিষটীকা, তত্ত্বচক্রটীকা, তত্ত্বাগর্বটীকা, যোগসূত্রটীকা, রক্তবিধানপদ্ধতি, বাক্যসুখটীকা, সিদ্ধান্ত-সুন্দর, সৌভাগ্যোপনিষটীকা প্রভৃতি প্রণেতার।

জ্ঞানাপন্ন (ক্ৰি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তং। জ্ঞানপ্রাপ্ত, যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী।

জ্ঞানামৃত (ক্ৰী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপককর্মধা। জ্ঞান-রূপ সূখ। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

ভগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটা উপায় কথিত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্মযোগ দ্বারা মুক্ত হয়। কিন্তু কর্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ তমঃ বিদূরিত হয় ও বিশুদ্ধস্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্মল চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অনা-য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক মাত্র সাধন। [কর্ম দেখ।]

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরশতকটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানামৃতমতি, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়োপ-নিষদ্ভাষ্যটীকা, সাংখ্যসূত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার।

জ্ঞানার্ঘ (পুং) জ্ঞানস্ত অর্ঘ্যঃ ৬তং। জ্ঞানসমুদ্র।

জ্ঞানাপোহ (পুং) জ্ঞানস্ত অপোহঃ ৬তং। জ্ঞানলোপ, বিস্মরণ।

জ্ঞানাত্ম্যাস (পুং) জ্ঞানস্ত আত্ম্যাসঃ ৬তং। জ্ঞানের আত্ম্যাস, জ্ঞের বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি।

“তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্তোজং তৎপ্রবোধনম্।

এতদেকপরত্বক জ্ঞানাত্ম্যাসং বিহুঁবুধাঃ।”

সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃষ্টং নান্তোয তৎ সঙ্গা।

ইদং অগদহকেতি বোধাত্ম্যাসং বিহুঁবুধাঃ।” (বেদান্তসার)

সর্বদাই ঈশ্বরনামাদি কর্ত্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি উৎপন্ন হই নাই, এই দৃষ্টজগৎ কিছুই নহে, এই অগৎ মিথ্যা, আমিই সত্যস্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন প্রভৃতিকে জ্ঞানাত্ম্যাস বলা যায়।

জ্ঞানাবরণীয় (ক্ৰি) বহারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়। [জৈন দেখ।]

জ্ঞানাসন (পুং) রক্তধামলোক আসন বিশেষ। এই আসনে বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র বোগাত্ম্যারী হওয়া যায় এবং এই আসন জ্ঞানবিভ্যা প্রকাশক। এই অস্ত্র বোগেচ্ছ ব্যক্তিমাভেরই

এই আসন করিয়া বোণ করা উচিত *। রত্নবামলে এই আসন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদে উরুমূলে বাম-পাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে পাদগ্রহি সকল শিথিল হইয়া পড়ে।

জ্ঞানিন্ (জি) জ্ঞানমত্য় জ্ঞান-ইনি (অতইনিতনৌ। পা ৫।২ ১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যুক্ত। “জ্ঞানাত্মকিঃ” জ্ঞান হইলেই যুক্ত হয়। মারাবন্ধরহিত জ্ঞানিগুরুব সর্বদাই তগ-বহুপাসনার প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন, চারিজন আমার আরাধনা করে। পীড়িত, তব্জ্ঞানেন্দ্র, দরিদ্র ও জ্ঞানী এই চারিজন আমাকে ভজন করে। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয়। † শুক নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দ্বিবারাত্র হরিগুণাত্মকীর্তনপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমধর্মোচিত কার্য করা কর্মস্বরের ভক্ত আবশ্যক।

“জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি বাবদেহস্ত ধারণম্।

তাং বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্তব্যং কর্মস্বকুরে ॥” (সংখ্যভাষ্য)
এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল অনেক জন্মের পর ভগবানকে পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়।

“জ্ঞানিনোমমুখাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।

বতোহি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥” (চতী ১ অ)

জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, বামনেন্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ত্ববেদিনি, সিদ্ধান্তকোমুদীটীকা ও প্রদ্বোপনিষদ্ভাষ্য প্রণেতা।

জ্ঞানেন্দ্রস্বামী, ব্রহ্মহত্যার্থপ্রকাশিকা প্রণেতা।

* “অধ্যাত্মাসনং ত্বয়া সর্বদাধি বিদ্যমানং।

যোগাভ্যাসী ভবেৎ কিংবা জ্ঞানাসনংসমাহতঃ।

দক্ষপাদোরুমূলেভু বামপাদতলং তথা।

দক্ষপাদতলং দক্ষপার্শ্বে সংযোজ্য ধারণেৎ।

এতন্জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যাঃপ্রকাশকম্।

নিরন্তরং কা-করোতি ভক্তব্রহ্মিঃ জ্ঞাতবৎ ॥” (ব্রহ্মসংহতা)

† তত্ত্ববিদ্যভক্তঃ, যঃ জ্ঞাঃ ব্রহ্মভিঃসোহর্জুনঃ।

আর্তো বিজ্ঞানব্রহ্মার্থী জ্ঞানীত ভরতর্জুনঃ।

তেষাং জ্ঞানী বিদ্যামুক্ত একভক্তিঃ বিশিষ্যতে।

ত্রিযোহি জ্ঞানিনোহত্যর্থঃ যঃসতঃ সঃ ত্রিযঃ।

উক্তাঃ সর্বে এবৈতে জ্ঞানীভ্যাংভেদঃ সৈমতঃ।

আব্রিতঃ সহিষ্ণুত্বাঃ বাসেনাব্রহ্মভূতঃ পতিঃ।

বহুনাঃ জ্ঞাননাঃ সন্তে জ্ঞানবান্ বাঃ প্রণবাত্তে।

বাহুবেদঃ সর্গনিষ্ঠিঃ স-অজ্ঞাঃ স্বহৃৎকঃ। (উক্তা ৩ ক)

জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরচাৰ্য্যের উপাধিভেদ।

জ্ঞানোত্তমমিত্র, বৈপ্লবাসিদ্ধিচক্রিকা প্রবন্ধপ্রণেতা।

জ্ঞানোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ প্রমথিনেব।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (জী) জ্ঞানতে বুধ্যতেইন্দ্রেতি জ্ঞ-করণে দ্রুট বা জ্ঞানপ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, শ্রোত্র, স্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা।

“জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রচক্ষুঃজিহ্বাচ নাসিকাঃ” (শাং তিঃ)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।

শ্রোত্রেঃ শব্দ, স্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার

গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ৫টী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে।

শ্রোত্রের দিক, স্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য, জিহ্বার বরুণ,

নাসিকার অধিনীকুমারদেব। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও

জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে,

ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ণেন্দ্রিয় এই উভয়াখ্যক ইন্দ্রিয় বলাই

সঙ্গত। দর্শনকারগণ “উভয়াখ্যক মনঃ” ইত্যাদি হৃদয়দ্বারা

মনের উভয়েন্দ্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[ইন্দ্রিয় দেখ।]

জ্ঞাপিকদেব, হৃদিস্বর প্রণেতা।

জ্ঞানোৎপত্তি (জী) জ্ঞানস্ত উৎপত্তিঃ ৩তৎ। জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্ত উদয়ঃ ৩তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদতীর্থ (জী) জ্ঞানোদ ইতি নামা বিখ্যাতং তীর্থং কর্ণধা। বারাগমীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞান-বাণী নামে প্রসিদ্ধ। [জ্ঞানবাণী ও কালী দেখ।]

জ্ঞানোদ্ধা (জী) সমাধিভেদ।

জ্ঞাপক (জি) জ্ঞ-পিচ-দ্রু। বোধক, যে জানায়, আবেদক।

বাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, বাহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে,

হৃদক, বাক্যক। যে ব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক।

জ্ঞাপন (জী) জ্ঞ-পিচ দ্রুট। আবেদক, বিদিতকরণ, বোধন, জানান, বিজ্ঞাপন।

জ্ঞাপনীয় (জি) জ্ঞ-পিচ-অনীয়। নিবেদনীয়, বাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক, কিংবা করিবার যোগ্য।

জ্ঞাপনিত্ব (জি) জ্ঞ-পিচ-দ্রুন্। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক।

জ্ঞাপ্তি (জী) জ্ঞ-পিচ ভাবে ভিন্। জ্ঞাপন। জ্ঞাপিত হইয়া।

জ্ঞাপিত (জি) জ্ঞ-পিচ-ক। বাহা জানান হইয়াছে।

জ্ঞাপ্য (জি) জ্ঞাপনযোগ্য।

জ্যাস (পুং) জা অববোধনে জা-অনু। জাতি।

“জাস উত্তবা সমাতাৎ” (শব্দ ১।১০২।১১)

“জাস: জাতযো:” (সারণ)

জ্যীপা (জী) জাপুমিছা, জপ-সন্-অ ততটাপ্। জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

জ্যীপ্যমান (ত্রি) জপ-সন্ কর্ণনি শানচ্। জানিবার অস্ত ইচ্ছক।

জ্য (বৈ) জাহ।

জ্যবাহ (ত্রি) (বৈ) জাহ পাতিরা।

জ্যেয় (ত্রি) জ্যতে ইতি জা-কর্ণিৎ যৎ। জানবোধ্য, জাতব্য।

এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্যেয়। এই জ্যেয়-পদার্থের বিষয় গীতার এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। যে অর্জুন! এখন তোমার নিকট জ্যেয়বিষয় কীর্জন করিতেছি, শ্রবণ কর—এই জ্যেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতকলাভ (মোকলাভ) হইয়া থাকে। ইহা জানিলে দুঃখঃখাদির অতীত হইতে পারা যায়। ইহার স্বরূপ এইরূপ—সেই অনাদি ব্রহ্ম ও আমি নির্বিশেষ, তিনি সং বা অসং নহেন। তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার ইঞ্জিয়বিহীন, কিন্তু ইঞ্জিয়গণও তাহার বিষয়সমস্তের প্রকাশক। তিনি সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণহীন, কিন্তু সকল গুণভোক্তা। তিনি সূচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থিত করিতেছেন, তিনি অতি হৃদয়, এই অস্ত্র অবিজ্যেয়। তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিত করিতেছেন। তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ ও জ্ঞানের অতীত * (গীতা)।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্যেয়-পদার্থ জানা না যায়, ততদিন আর

* “জ্যেয়ং যৎ তৎ এব জ্যামিতি বদ্যজ্যাত্যুতমস্তু তে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম সৎ তত্ত্বমস্তু চ্যতে।

সংসৃত: পাপিপাশং তৎ সর্গভোগিকশিরাসুখং।

সংসৃত: জ্ঞানমোহক সর্গস্বাভূত ভিত্তি।

সংস্কৃতগুণজ্যাসং সংস্কৃতবিষয়ভিত্তি।

অনন্ত: সর্গভূতৈব নিস্তং গুণভোগকৃত।

বহিরন্তত ভূতাসামন্তরং চরসেব চ।

সুখভোগবিজ্যেয়ং দুঃখং চ্যতিকৈ চ তৎ।

অবিভক্ত: বিভক্তেযু বিভক্ত্যনি চ বিভক্ত।

ভূতভর্তু চ ভূতজ্যেয়ং জিনীত্ব এব বিজীত।

জ্যোতিঃসামগ্ৰিঃ জ্যোতিঃপদং পরমচ্যতে।

জ্যামিতি: জ্যামিতি: জ্যামিতি: জ্যামিতি: (গীতা ১।১০২।১১)

উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহুই জ্যেয়-পদার্থ অথচ সত্যি হুবিজ্যেয়।

জ্যতি বলিয়াছেন,

“যজ্ঞোব্রহ্ম: নিবন্ধতে জ্যোতিঃ সমস্তা সার।”

যে স্থলে মন ও বাক্য বাইতে না পারিয়া প্রকৃষ্টাঙ্গত হয়, তাহাই জ্যেয়-পদার্থ। জ্যোতিঃসর্বকালে বাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং বাহার তপ্তায় জীবিত থাকে এবং যুগকয়ে বাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জ্যেয়। [ব্রহ্ম দেখ।]

জ্যেয়জ্ঞ (ত্রি) জ্যেয় জানাতি জ্যেয়-জা-ক। জ্যোজ্ঞানী, জ্যজ্ঞ।

জ্যেয়তা (স্ত্রী) জ্যেয়ত ভাব: জ্যেয়-ভারে তন্-টাপ্। জ্যেয়ত্ব।

জ্যান্ [বৈ] জন্তরীক নাম।

“উপেতি যুগোহুতিজ্যান্”। (শব্দ ১।১০২।১২)

‘জ্যান্তরীকে গচ্ছন’। (সারণ)

২ পৃথিবীতে বর্তমান অস্ত্র। “ভূরম জ্যান্তে” (শব্দ ১।২১।৩)

‘জ্যান্ পৃথিব্যাং বর্তমানান্ অস্ত্রান্’ (সারণ)

জ্যান্ (ত্রি) পৃথিবীতে বাহার উৎপত্তি হয়। “জ্যান্ অস্ত্র বসব:”

(শব্দ ১।১০২।৩) ‘পৃথিব্যাং ভবাস:’ (সারণ)

জ্যা (ত্রি) উৎপীড়া।

জ্যা (স্ত্রী) জ্যা-ভ ততটাপ্। ধহুগুণ। পর্যায়—মৌলী, শিজীরা, শুণ, শিগা, জীয়া, পতঞ্জিকা, গম্ভা, বাগালন, রূপা। (হেমচন্দ্র) [ধহুগুণ দেখ।]

জ্যাকা (স্ত্রী) কুংসিতা। জ্যা জ্যাশব্দং কুংসায় ক:। কুংসিত জ্যা।

“জ্যাকা অধিবহু” (শব্দ ১।১০৩।১) ‘জ্যাকা: কুং-সিতা জ্যা’ (সারণ)

জ্যাঘাতবারণ (স্ত্রী) জ্যাঘা আঘাতং বারণতানেন করণে বারি-স্মাট্। ধহুগুণগণের হস্তনিবদ্ধ চর্চাবিশেষ।

জ্যাঘোষ (পুং) জ্যাঘা: ঘোষ: ৩ভৎ। জ্যাশব্দঃ।

জ্যান (স্ত্রী) উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাক্রিয়োনি:। উণ ৪।৪৮)

১ যয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ। (শব্দরত্নাবলী)

জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশাস্ত্র নানাতাণে বিতক্ত; জিরতির বিভাগ দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তদ্ব্যতীত যদ্বারা আমরা ভূমি-পরিমাপ-সংক্রান্ত বিষয় অবগত হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা = পৃথিবী (ভূমি) এবং মিতি = পরিমাপ, এই দুই কথা হইতে জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে Geometry কহে। Geo = earth এবং metron = measure, এই দুই কথা হইতে Geometry কথার উৎপত্তি হইয়াছে। জ্যামিতি

যারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। জ্যামিতি নানাভাণ্ডে বিভক্ত, যথা—সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (Descriptive Geometry), উচ্চতর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে সূচীক্ষেপ, বক্ররেখা এবং তরঙ্গিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামিতিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্শিত হয়। দুইটা সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তদ্বাদির অঙ্কন করাই জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ্য। চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্যকারিতা অনেক। একটা সমতলক্ষেত্র অঙ্ক একটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দুইটীর পরস্পর সমপাতে বির্যবৃত্ত বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। ধিলান প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহা দ্বারা ধিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কঠন করা যাইতে পারে।

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (Des cartes) কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজগণিত ও সূত্রমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমতল ও বক্রক্ষেত্রের ধর্ম অবগত হওয়া যায়।

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। পূর্বকালে এককয় জ্যামিতিশিক্ষার প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির অঙ্কন হইত।

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই।

হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ খৃঃ সিনোসট্রিসের (Sesostris) রাজত্বকালে ইজিপ্টদেশে এই বিজ্ঞানের প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্টের প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্ত সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ করা আবশ্যক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার জন্ত জ্যামিতির প্রথম স্তরপাত হইল; কিন্তু ইজিপ্ট বা কালদিরবাসিদিগের এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই।

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বজাহেতু প্রতিবৎসরই ইজিপ্টবাসিদিগের জমীর সীমাননির্দশন বিস্মৃত হইয়া যাইত।

তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ বাহাতে তাহারা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্ত ভূমির সীমাননির্দার কোন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। এই বিজ্ঞানই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিষ্কৃত হইয়া বর্তমান জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অপর একটা উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ভূমি নির্দারণ করিবার জন্ত দেবগণ মহুয়াদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দিরাছেন।

প্রোক্লাস্ (Proclus) ইয়ুল্লিডের টীকার লিখিয়াছেন, প্রসিক্ জ্যামিতিবিশ্ব খেলস্ (Thales) ইজিপ্ট হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীসে এই বিজ্ঞান প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই গ্রীসে এই বিদ্যা যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত আগ্রহের সহিত ইহার অঙ্কনলেনে প্রবৃত্ত হইল। খেলসের (Thales) অনেক শিষ্য জুটিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইয়ুল্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটি ইহার অঙ্কনলেনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি প্রসিক্ পণ্ডিত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাজোমেনির আনাক্সাগোরাস্ (Anaxagoras of Clazomenae), ব্রিসো (Briso), আন্টিফো (Antipho), চিরসের হিপোক্রেটিস (Hippocrates of Chios), জেনোডোরাস্ (Zenodorus) ডিমোক্রিটাস্ (Democritus), সাইরিনের থিসোডোরাস্ (Thesdorus of cyrene) এবং ইনোপিডিস্ (Enopidis) প্রধান। প্লেটো (Plato) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আথেন্স্ (Athens) নগরে তাহার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটা দেদীপ্যমান ছিল। ‘জ্যামিতি-অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবস্থিতি, এবং সূচীক্ষেপের আবিষ্কার। তদানীন্তনকালে এই সূচীক্ষেপকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। গোটোর অনেক শিষ্য জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন—অনেকে জ্যামিতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার শিষ্যের মধ্যে দুইজন অতি প্রধান—ইয়ুডোক্স্ (Eudoxus) এবং আরিস্টটল (Aristotle)। ইয়ুডোক্স্ (Eudoxus) ইয়ুল্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অস্থাপন-নিয়মের আবিষ্কারক আরিস্টটল এবং তাহার দুইজন শিষ্য

থিওফ্রাস্টাস্ (Theophrastus) এবং ইউডেমাস্ (Eudemus) জ্যামিতি সম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই শেখোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্ তাঁহার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্ (Autolycus) গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, ইউক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনামা আরিস্টটিলস্ (Aristotus) সূত্রীচ্ছের সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং জ্যামিতিক বস্তুসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া যায় না।

ইয়ুক্রিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইয়ুক্রিডের নাম এবং জ্যামিতি পরস্পর সম্বন্ধ—একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদ্ভিত হয়। কলভঃ ইয়ুক্রিডই যুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্তা। তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অনিরমিতরূপে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্রিড তাহার সার সংগ্রহ করিয়া স্পষ্টাঙ্গল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। ইয়ুক্রিড যেরূপ সর্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, অত্যাধিক কেহই সেরূপ নৈপুণ্য ও গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ববর্তিকালে গ্রীস ও ইজিপ্তে যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও স্পষ্টাঙ্গল সহকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইয়ুক্রিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় টলেমি সোটার (Ptolemy Soter, first) রাজত্ব করিতেন। ইয়ুক্রিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাসী। ইনি ২৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, বাহায়া গণিতশিক্ষা করিতেন, ইয়ুক্রিড তাহাদিগকে অভিশপ্ত দেখ করিতেন। ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

(১) জ্যামিতি সম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্য 'প্রাথমিক' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না।

(২) সূত্রীচ্ছের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্ (Apollonius) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্রিড এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্ সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৩) বিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমস্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(৪) ছেদিতবস্তুক্ষেত্র (Porisms)। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৫) Locorum and superficiesium.

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিম্বদর্শনবিদ্যা।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক দৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডল সম্বন্ধীয় জ্যামিতিক মত আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ক্রমবিভাগ এবং সরপ্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মানুসারে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি ইয়ুক্রিড লেখেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তকখানিও ইহার লেখা নয়।

(৯) স্বীকৃত বিষয়াবলী। গ্রীকদিগের যতগুলি জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্ (Marinus) এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন।

(১০) উপক্রমণিকা (জ্যামিতিক), এই জ্যামিতিক উপক্রমণিকাখানি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দোষ লক্ষিত হয়। এরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

অনেক স্থলে বাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;—যেমন সংজ্ঞানির্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত ক্ষেত্রকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ ধারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহ্যাদোষও লক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও চলিতে পারিত; এই প্রতিজ্ঞাটী আবার পরোক্ষভাবে ১১শ প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্রিড কোণের বৈকল্পিক সংজ্ঞা এবং বৈকল্পে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তাঁহার নির্দেশানুসারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। বাহা হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথার্থ এবং প্রয়োজন করনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, স্পষ্টতার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভাব এবং প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবদ্ধ প্রমাণাদি হেতু এই পুস্তকখানি সকলের নিকটই অভিশপ্ত আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইয়ুক্রিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অপর দুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্রিয়ার হিপসিক্লিস্

(Hypsicles of Alexandria) সংযোজিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হিপসিক্লিস ২য় শতাব্দীতে, আবার কেহ কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রস্বকীর জ্যামিতির আবৃত্তক সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। অজ্ঞাত অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখা ও ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অস্থূপাতের কোন সংশ্লিষ্ট নাই, তাহাদিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পিথাগোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সরিষিষ্ট আছে। অন্যান্য সরলরেখা এবং নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট স্থান-ব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কম্পাস এবং রুল (ruler) জ্যামিতির আনুমানিক পদার্থ।

ইয়ুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ পরিবর্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বে অধ্যায়গুলি দ্বারা অগ্রবের ত্রিভুজের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়্ভুজ, পঞ্চদশভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে আরতনের অস্থূপাত লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অস্থূপাতের প্রয়োগ এবং সমদ্ব্যনুক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়ে পাটীগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটী অখণ্ডরাশির মধ্যে ২টী পূর্ণ সম্বন্ধস্থাপন স্থাপনের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও সম্বন্ধস্থাপনের আলোচনা করিয়াছেন।

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (plane and solid numbers) দুই কিংবা তিন পুরিতাকবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অস্থূপাত ও মূলরাশির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পূর্ণসংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে ১১৭টী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় কতকগুলি অসম গুণিতকীর আলোচনার দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে।

এস্থলে ইয়ুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য হইতে পারে। কিন্তু বীজগণিতে ব্যাপক ব্যক্তি ব্যতীত অজ্ঞ কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য।

১১শ অধ্যায়ে ঘন (solid) জ্যামিতি অর্থাৎ তির তির সরলরৈখিক ও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (Plane and solid figures) জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ও দুইটী সামান্তরালিক ক্ষেত্রবৈচিত্র্য ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকতর এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজ-গুলির পরস্পর যে অস্থূপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই অস্থূপাত, এবং বর্ন্তুল (spheres) ব্যাসের উপর অঙ্কিত ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশিষ্ট। Method of exhaustion এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পরস্পরের অস্থূপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচনা করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিডের পর ২৩০ খৃঃ অব্দে অপলোনিয়াস্ পরগিয়াস্ (Apollonius Pergaeus) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আর্কিমিডিস্ (Archimedes) প্যারাবোলা ক্ষেত্র এবং পূর্ণোক্ত অপলোনিয়াস্ অতিক্রম ও দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন।

ইয়ুক্লিডের পর খ্রীস্টীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত জ্যামিতি অগ্রসর করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন খ্রীস্ট দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি (১০৭ খৃঃ অব্দ), পপাস্ (৩৯৫ খৃঃ অব্দ), প্রোক্লস্ (৫ম শতাব্দী) এবং ইয়ুটোয়াস্ (Eutocius—৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রধান।

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য জগতে অভিশয় প্রভাপ-শালী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। তাহারা গণকতা ও দৈনন্দিনগণিত করিত, তাহাদিগকেই রোমকগণ গণিতবিদ বলিত। বস্তুতঃ রোমের আধারকালে জ্যামিতিবিদ্যার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একমাত্র বোথিয়াস্ (Boethius) ব্যতীত অজ্ঞ কোন রোমকই

জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিধিমাণ বাহা করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অমুত্বাদমাত্র।

রোম সাম্রাজ্যধ্বংসের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া যুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তখন গ্রীকদিগের গণিতবিদ্যা ও শীত্ৰ শীত্ৰ বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহাদিগকে সকলেই ঐচ্ছিকালিক বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীঘ্রই আরবদেশে গণিতশাস্ত্রালোচনার জন্ম একটা সমিতি গঠিত হইল। আরবগণ পূর্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। এই শিক্ষাহেতুই এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষাদিব্যার জন্ম কয়েকটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রীকবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতিবিদ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে যুরোপে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল—স্প্যানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অমুত্বাধানে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাক্ষরপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বত্রই ইয়ুরিডের সম্মান এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুরিডের উপক্রমণিকার উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই উপক্রমণিকার টীকা ও অমুত্বাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির প্রসারতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত করিতে কেহই যত্নশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্‌লার (Kepler) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে প্রযুক্তি করেন। পরে ডেকার্ট সাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে ভ্যারিটার (vieta) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজ্ঞিকজ্যামিতি আবিষ্কার করিলেন। পরে ন্যূক্ষমানজ্যামিতি প্রচলিত হইয়াছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অমুত্বাধান করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক এবং ইয়ুরিডের পুস্তকও অমুত্বাদ করিয়াছিল। আরব্য ভাষার অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে দমকাসের অধমানে (Othoman) অমুত্বাদই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১৫০ খৃঃ অব্দে বাথনগরের অদেলর্ড (Adelard) নামক জনৈক খৃষ্ট সন্ন্যাসী ইয়ুরিডের উপক্রমণিকা প্রথমে লাতিন ভাষার অমুত্বাদ করেন। গ্রীকভাষার এই উপক্রমণিকাখানির অনেকগুলি হস্তলিপি আছে।

সিমসন, প্রো-ফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় এবং একাদশ ও ষাটশ অধ্যায়ের অমুত্বাদ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ইয়ুরিডের যে সমস্ত অমুত্বাদ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সমগ্র ইয়ুরিডের সংস্করণ।

১৫০৫ খৃঃ অব্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবাট কর্তৃক লাতিন ভাষার অনূদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ডেভিড গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লসের টীকাসহিত, ১৫০৩ খৃঃ অব্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (৩) বার্লিন সংস্করণ।

৩। লাতিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ ১৪৮২ খৃঃ অব্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১। (৩) আরব্যভাষা হইতে অমুত্বাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবাটের অমুত্বাদ ও টীকা-সহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ—(ভিনিশ)।

৪। যুরোপীয় প্রচলিত ভাষার অমুত্বাদ।

(ক) ইংরেজি সংস্করণ—১৫৭০ অব্দ। লণ্ডননগর; পুনরায় ১৬৬১ অব্দ।

(খ) ফরাসী—পারিস ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) জার্মান ১৫৬২। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

(ঘ) ইতালীয়—১৫৪৩। (ঙ) ওলন্দাজ ১৬০৬ কিংবা ১৬০৮ (চ) সুইস ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়—১৬৭৩ খৃঃ অব্দ।

সাধারণতঃ ইয়ুরিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে উইলিয়ামসনের ইংরেজি অমুত্বাদ এবং হর্সলির লাতিন অমুত্বাদ পাঠ্য করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুরিডের সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক।

আকিমিডিস, অপলোনিসাস, থিরন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই এই বিদ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন সারাসেনগণ (Saracens) উক্ত নগর অধিকার করিল, তখন পর্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌরবাবিহিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ

জ্যোতির্বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হিপারকাস্ (Hipparchus) মেনেলস্ (Menelaus), থিওডোসিয়াস্ (Theodosius) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নিম্নে গ্রীসীর জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল।

খ্রিস্টপূর্ব—৬০০ খৃঃ অব্দ, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরাস্ ৫৫০, অনাক্সাগোরাস্, ইনোপাইডিস্, হিপোক্র্যাতিস্ ৪৫০, থিওডোসিয়াস্, আর্কিমিডিস্ ৩৮৫, অরিসটার্কাস্ ৩৫০, পারিসিয়াস্, প্লেটো ৩১০, মেনেক্সান্দ্রাস্, দিনোসজাস্, ইয়ুডক্সাস্ নিয়োলাইডিস্, লিয়ন, অমিরাস্ থিয়ুডিয়াস্, সিজিপিলাস্, হারমোটিমস্, ফিলিপাস্, ইয়ুক্লিড ২৮৫, আর্কিমিডিস্ ২৪০, অপলোনিয়াস্ ২৪০, ইরাতোসথেনিস্ ২৪০, নিকোম্যোউস্ ১৫০, হিপারকাস্ ১৫০, হিপাসিক্লিস্ ১৩০, গেমিনাস্ ১০০, থিওডোসিয়াস্ ১০০, মেনেসস্ ৮০ খৃঃ অব্দে, টলেমি ১২৫, পপাস্ ৩২০, সিরিনাস্ ৩২০, ডাইরেক্লিস্, প্রোক্লস্ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্, ইয়ুটোসিয়াস্ ৫৪০।

সরলরেখা, বৃত্ত এবং স্থলীক্ষেত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বীজগণিতের নিয়ম প্রস্তুত হইতে পারে এবং এই নিয়মে সরলরেখা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব অতি সহজে আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্যকলাপ নির্বাহিত হইত, কিন্তু সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঙ্গ (Monge) চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলেন। পরিস্ফুটিত বিজ্ঞান ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও পরিসর স্থির করা যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট দুইটি সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, সেই বিন্দুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, সুতরাং দুইটি সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পতিত লম্ব জানা থাকিলে, কোন একটা সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই বিন্দুর কোন বিভাগের সমস্ত ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি বিভাগটী বক্র হয়, তবে ক্রমিক বক্রকণ্ডালি বিন্দু দ্বারা ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়। মঙ্গ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে এবিধর পরিস্ফুটনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ পণ্ডিতগণ পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্নবশীল হইলেন। তাহার চিত্রবিজ্ঞান ও স্থলীক্ষেত্রের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোবাগী হইলেন। মঙ্গের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (Pure) জ্যামিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

পূর্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, পাটীগণিত এবং জ্যামিতিই গণিতশাস্ত্রের প্রধান দুইটা শাখা। লোকে যখন স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহার পাটীগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সমতলোপরি অঙ্কিত যনক্ষেত্র, বৃত্ত, স্থলী এবং নলাকৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈখিকক্ষেত্রের বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

ইয়ুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অদ্ভাবধি অনেকেই জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টাকা, টিল্লনী, অম্বলীলনী প্রভৃতি দ্বারা ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা বৈরাগ্য প্রাপ্ত ও সুবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না।

ইয়ুক্লিডের পরেই লেজেন্ডারের (Legendre's) জ্যামিতি-খানির নাম করা যাইতে পারে। লেজেন্ডারের জ্যামিতি-পাঠে ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং যনক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্রমণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুযায়ীক্ষেত্র এবং যনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাকৃতি ও বর্জুলাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হয়। এইসমস্তই জ্যামিতি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম-বিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে যনক্ষেত্র অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয় লোক কর্তৃক জ্যামিতি শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। জেহুইটগণ যখন ধর্মপ্রচার করিবার জন্য চীন দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিদ্রুত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম এবং পরিমিত্তির কিরদণ-

মাত্র তাহার। অবগত ছিল। গাবিল (Gaubil) বলেন, খ্রিষ্টের ২০০ বৎসর পূর্বে বহুগুলি নিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিমান্যে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় বহুর্কর্ষের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাচুর্য্য ছিল, সেই সময়ে আখ্যাগবিগণের পরিমাপযুক্ত বহুবৈদীনীর্ঘ্যের জন্ম জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আখ্যা-জ্যামিতির মূলসূত্র আমরা বোধায়ন প্রভৃতি ঋষিরচিত গুণসূত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ক্ষেত্রাব্যবহার ও গুণসূত্র দেখে।]

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ শঙ্করদীক্ষিত গুরুবহুর্কর্ষের শতপত্রাক্রমের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপত্রের ঐ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্বে রচিত হইয়াছে। শতপত্রাক্রম, কাত্যায়নস্রোতসূত্র প্রভৃতি বহুর্কর্ষদায়ী গ্রন্থে বৈদীনীর্ঘ্যের প্রয়োগনীয়তা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক্রপস্থলে জ্যামিতি বা গুণসূত্রের মূল বিষয় যে অতি পূর্বকালেই আখ্যাগবিদগণের মনে উদ্ভিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে যেমন পূর্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিত্রের বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনটি বাহুর পরিমাপ প্রদত্ত থাকিলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিমিতি ও ব্যাসের সূত্র অস্থপাত (৩°১৪১৬ঃ১) ভাস্করাচার্য্য অবগত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৩°১৬ঃ১ অস্থপাত কল্পনা করিয়াছিলেন। যুরোপে প্রথমোক্ত সূত্র অস্থপাত ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই অস্থপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, পরে যুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে নৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও ভারতে জ্যামিতির প্রথম অমূল্যলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ বেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ ভারতীয়গণ অর্জবকার করিয়াছেন। বৈদিক গুণসূত্র পাঠে একরূপ নিশ্চয় করা যায় যে, ভারতেই পাস্কাভ জ্যামিতির একপ্রকার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্তে জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু একজননার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিহরিদিগের গ্রন্থেও জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইজিপ্ত, ভারতবর্ষ

কিংবা অন্ত কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্য ঐগীত ‘রেখাগণিত’ হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। জ্যামিতির (quadrature of the circle) বিবরণী চীনগণ খৃষ্টীয় শতকের বহুপূর্বেই জানিত। যুরোপীয়দিগের মধ্যে আর্কিমিডিস প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জ্যায়স্ (জি) অয়মনোরতিশয়ন প্রশস্তঃ বৃদ্ধো বা ইতি প্রশস্ত-বৃদ্ধ-বা ঈয়স্ জ্যাদেশচ (জ্যায়াদীর্ঘসঃ) পা ৩৪।১২০) ১ বৃদ্ধতম। পর্যায়—বর্ষায়ান্, দশমী, প্রশস্ত, অতিবৃদ্ধ, দশমীহ। (জটায়র) ২ জীর্ণ। ৩ প্রশস্ত।

“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্যায়ানেত্যালোক্যেত্যঃ।”

(ছান্দোগ্যউ°)

ত্রিঘাৎ ভীষ। জ্যোষ্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী।

“জ্যায়নী চেৎ কর্ণগণ্তে মতা বুদ্ধির্জনাধিন।” (গীতা ৩।১)

জ্যায়িষ্ঠ (জি) জ্যোষ্ঠ। “জ্যোষ্ঠজ্যায়িষ্ঠভোগানাং নাভিজঃ কিং জনাধিন।” (হরিবংশ)

জ্যাবাজ্জ (জি) বলবান্ ধম্।

“নিত্যং জ্যাবাজ্জঃ” (ঋক্ ৩।৫৩২৪)

‘জ্যাবাজ্জঃ বলং ধম্ঃ’ (সারণ)

জ্যোত্বতভগিনী (দেশজ) জ্যোষ্ঠাতের কন্যা।

জ্যোত্বতভাই (দেশজ) জ্যোষ্ঠাতের পুত্র।

জ্যোত্বশুর (দেশজ) যশুরের জ্যোষ্ঠভ্রাতা।

জ্যোত্বশুভ্রী (দেশজ) যশুরের জ্যোষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যোষ্ঠা (দেশজ) জ্যোষ্ঠাত, পিতার জ্যোষ্ঠভ্রাতা।

জ্যোষ্ঠাই (দেশজ) পিতার জ্যোষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যোতা (দেশজ) জ্যোষ্ঠাত।

জ্যোষ্ঠ (জি) অয়মনোরতিশয়ন বৃদ্ধঃ প্রশস্তোবা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্ত-ইতন্ ততো জ্যাদেশঃ। ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্ত। ৩ অগ্রজ ভ্রাতা।

“জ্যাদভুবনেবু জ্যোষ্ঠঃ।” (ঋক্ ১০।১২০।১)

‘জ্যোষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ’ (সারণ)

জ্যোষ্ঠনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণু জ্যোষ্ঠী, সা অম্বিন্ মাসে পুনরণ, সংজ্যাপ্রযুক্তবাং হ্রস্বঃ। ৬ জ্যোষ্ঠ, জ্যোষ্ঠমাস। (মেদিনী) ৭ পরমেশ্বর।

“জপানঃ প্রোণদঃ প্রোণো জ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।” (বিষ্ণুসং)

৮ প্রাণ।

“প্রাণোবা জ্যোষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” (ছান্দোগ্য উ°)

জ্যোষ্ঠতম (জি) অতিশয়ন জ্যোষ্ঠঃ জ্যোষ্ঠতমঃ। অতিশয়

জ্যোষ্ঠ ইজ্জ। “সত্যং জ্যোষ্ঠতমায়” (ঋক্ ২।১৭।১)

‘জ্যোষ্ঠতমায় অতিশয়েন জ্যোষ্ঠায় ইজ্জায়’ (সারণ)

জ্যোত্বতা (জী) জ্যোত্ব ভাবে তল। জ্যোত্ব, প্রশস্ততম।

“বময়োশ্চৈব গর্ভেষ্ণু জ্যোত্বতা স্মৃতা।” (মহু ৯।১২৬)

গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রসূত হইবে, তাহারই জ্যোত্বতা থাকিবে।

জীদিগের জ্যোত্বতা নাই। “জ্যোত্বতা নাস্তি হি ত্রিষাঃ”

(মহু ৯।১৩৪)

জ্যোত্বতাত (পুং) তাত্ত্ব জ্যোত্ব: ৩তং, রাজসুদাদিষাং পূর্ণ-
নিপাতঃ। পিতার জ্যোত্বতাত।

জ্যোত্বতাতি (ত্রি) জ্যোত্ব।

“ইনপা জ্যোত্বতাতিঃ” (শুক ৫।৩।৪৪)

‘জ্যোত্বতাতিঃ জ্যোত্বঃ’ (সায়ণ)

জ্যোত্বত্ব (জী) জ্যোত্ব ভাবে ত্ব। জ্যোত্বতা।

জ্যোত্বপাল (পুং) কামীরের একজন রাজা।

“কোষ্ঠে শুরজ্যোত্বপালদয়ন্তংসংক্রিয়োক্ততাঃ।” (রাজতরং ৮।১৪৪৯)

জ্যোত্বপুংকর (জী) জ্যোত্ব প্রশস্তং পুংকরং কর্মধা। পুংকরতীর্থ।

“পুংকরং জ্যোত্বমাগম্য বিশ্বামিত্রঃ নদর্শ হ। (রামা ১।৬২।২)

[পুংকর দেখ।]

জ্যোত্ববর্ণ (পুং) বর্ণনাং জ্যোত্বঃ বর্ণেষু জ্যোত্বো বা ৬৭ তং,
রাজসুদাদিষাং পূর্ণনিপাতঃ। ব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে
ব্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “বর্ণনাং ব্রাহ্মণশ্চিহ্ন”
বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাহ্মণ।

জ্যোত্ববলা (জী) জ্যোত্বাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্মধা। সহদেবী-
শতা। (রাজনিঃ)

জ্যোত্বরাজ, অতি শ্রেষ্ঠ। “জ্যোত্বরাজঃ ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণম্পত।”
(শুক ২।২৩।১)

‘জ্যোত্বরাজঃ জ্যোত্বাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজন্তঃ।’ (সায়ণ)

জ্যোত্ববাণী (জী) জ্যোত্বা বাণী কর্মধা। কানীহিত জ্যোত্ব-
বাণীভেদ। [জ্যোত্বস্থান দেখ।]

জ্যোত্ববৃত্তি (জী) জ্যোত্ব বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৩তং। কনিষ্ঠ-
ভ্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার।

“যো জ্যোত্বো জ্যোত্ববৃত্তিঃ স্যাম্মাত্যেব ন পিত্তেব নঃ।

অজ্যোত্ববৃত্তির্বন্ত স্যাসংসংপূজাস্ত বহুবৎ॥” (মহু ৯।১১০)

যদি জ্যোত্ব ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার স্তায়
পূজনীয় এবং যদি জ্যোত্ববৃত্তি (উত্তম ব্যবহার) না করেন,
তাহা হইলে মাতৃলাদি বহুর স্তায় তিনি পূজনীয়।

জ্যোত্বশুশ্রূ (জী) জ্যোত্বা শাস্ত্রা বহুরিব সংজ্ঞাং পুংবস্তাবঃ।

পত্নীর জ্যোত্বা ভগিনী, বড় শাশু। (হেমচন্দ্র)

জ্যোত্বসামন্ (জী) জ্যোত্ব সাম কর্মধা। সামভেদ। এই সাম
অধারনাক্ত ব্রতবিশেষ। গের বৎসর প্রভৃতি জ্যোত্বসাম।

“বামদেব্যাং বৃহৎসাম জ্যোত্বসাম বৎসরং।” (হানপারিকাত)

“মুক্কাণং দিবো অরতিঃ পৃথিব্যা বৈখানরমৃত

অজাতমম্বিং কবিং সত্ত্বাজমতিথিং জনানামসরঃ।”

(সামার্চি ১প্র° ১অ° ১দ° ৫ক°) ইত্যাদি গেরসাম।

জ্যোত্বস্থান (জী) জ্যোত্ব স্থানঃ কর্মধা। কানীহিত তীর্থভেদ।

ইহার বিবরণ কানীখণ্ডে এক্রপ লিখিত আছে।

কানীধামে জ্যোত্বমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দশী তিথিবৃন্ত
অম্বরাধানক্রে মহাদেব জৈগীষব্যোর শুভায় প্রবেশ করেন।

এই কারণে সেই স্থান জ্যোত্বস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং ঐ
পূর্ণদিনে সকল লোকেরই ঐ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই

স্থানে ঐ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যোত্ব (প্রধান) হয় এবং
ঐ স্থানে জ্যোত্বেশ্বর নামে শিব আপনাই প্রোভূত হইয়া-

ছিলেন। এই জ্যোত্বেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্জিত পাপ
সকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ জ্যোত্ববাণীতে দান করিয়া

জ্যোত্বেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনরীক জন্মগ্রহণ
করিতে হয় না। এই জ্যোত্বেশ্বর শিবের নিকটে সর্কসিদ্ধি-

প্রদায়িনী জ্যোত্বা গৌরী আপনাই আবির্ভূত হন। জ্যোত্ব-
মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যোত্বা গৌরীর সমীপে মহোৎসব

করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্ত সমস্ত রাজি
জাগরণ করিবে। অতি দুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যোত্ববাণীতে

দান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যোত্বা গৌরীকে প্রণাম
করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দূর হয়।

যদি কেহ প্রথমে কানীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে
জ্যোত্বেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। [কানী দেখ।]

জ্যোত্বা (জী) জ্যোত্ব-টাপ্। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টা নক্ষত্রের
মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শূকর-

দন্তাকৃতি তিনটা নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র
এবং শুগ মিশ্র। (দীপিকা)

“সংকীর্ণিতপুত্রবিবিধৈঃ সমেতো

বিভাধিতোভ্যন্তলসংপ্রতাপঃ।

শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠো বিকলম্ভাবো

জ্যোত্বা ভবেৎ বস্ত চ জন্মকালে॥” (কোজীপ্রাণীপ)

এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে বশবী, বহুপুত্রসম্পন্ন,
ধনবান্, অতি প্রতাপশালী, লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও বিকলম্ভাব হয়।

২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাজুলী। (হেমচন্দ্র)

৪ পদ্মা (রাজনিঃ) ৫ বীরদানিারিকাতভেদ।

“পরিণীতভে নসি তর্ক্যুর্নধিকদেহা।” (রসমঞ্জরী)

যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়া হয়, সেই নারী জ্যোতি।

৩ অলম্বী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সাগরমন্ডন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্বে ইনি উৎপিত হন, এই জন্ত ইহার নাম জ্যোতি। দেবগণ কীরসাগর মন্ডন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যোতিদেবী রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আবির্ভূতা হন। ইনি কীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্য্যই বা করিতে হইবে এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা আমার প্রতি আদেশ করিয়া বাধিত করুন। তখন সকল দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, যে শুভাননে! যাহাদের গৃহ সর্বদা বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভষ্ম ও কেশাদিচিহ্নিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাবী ও মিথ্যাবাদী, যাহারা সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্বদা অন্তর্নিহিত থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্বদা তাহাদিগকে হুং, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং যে চূর্মতি পাদশোচ (পাদধোত) না করিয়া মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহারা তৃণ, অজ্বর ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দন্ডধাবন করে এবং যাহারা রাজিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, শিগু, গুড়ন, ছত্রাক, বিড়বরাহ, বিষ, কোশাতকী ফল, অলাবু ও ত্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি কলির বস্ত্রতা হইয়া স্মৃতে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া দেবগণ তাহাকে বিদারিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্ডন করিতে আরম্ভ করেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

সমুদ্রমন্ডনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্বে ইহার উৎপত্তি হয়, কিন্তু দেবান্নরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে ভ্রুঙ্গসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে পত্নীয়ে স্বীকার করেন, ইনিও তাহার প্রতি অহরন্তর ছিলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

দীপাবিতালক্ষ্মীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়।

[অলম্বী দেখ।]

জ্যোতিমূল্য (পুং) জ্যোতিঃ সূক্ষ্মা বা নক্ষত্রমুদ্রিত পৌর্ণ-
মাতাঃ ইতি হ। জ্যোতিমূল্য। (ত্রিকাণ্ডশেখ)

“জ্যোতিমূল্যমিচ্ছতি মাসমাচারপূর্বকম্” (শকাবলিভাষ্য)

জ্যোতিষ্ক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য।

জ্যোতিষ্ম (স্ত্রী) জ্যোতিঃ সর্বরোগনাশিনীঃ জ্যোতিঃ অম্ব কৰ্ম্মধা।

জ্যোতিষ্মা হল, চলিত কথায় জ্যোতিষ্মাল।

“জ্যোতিষ্মা জ্যোতিষ্মাঃ জ্যোতিষ্মাঃ জ্যোতিষ্মাঃ” (তিলক)

জ্যোতিষ্মা হল, চলিত কথায় জ্যোতিষ্মাল।

শালিতুল্লগানীঃ জ্যোতিষ্মাঃ জ্যোতিষ্মাঃ” (বৈজয়)

ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—গুলগরিমিত তুল্লগ চূর্ণ করিয়া অষ্টকণ অধিক অলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ক্রিষ্ণ তাম্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই অল সকল কৰ্ম্মে গ্রহণীয় ও বিশেষ উপকারী।

জ্যোতিষ্মা (পুং) জ্যোতিঃ আশ্রমোক্ত বহুরী। গার্হস্থ্যজ্যমী, যিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থ্যশ্রম সকল আশ্রমের জ্যোতি, এই জন্ত এই আশ্রমাবলীয়া সর্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যোতিষ্মিন্ (পুং) আশ্রমোক্ত আশ্রম-ইনি, জ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমী কৰ্ম্মধা। যিতীয়াশ্রমী, গৃহী।

“বয়ঃ যোহোহপ্যশ্রমিণো জ্ঞানেনানেন চাৰ্হৎ।

গৃহস্থেনৈব ধার্য্যতে তন্ময়ঃ জ্যোতিষ্মোগৃহী” (মহু ৩।৭৮)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটা আশ্রমই গার্হস্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্ত প্রাণ ধারণ করে, সেই প্রকার এই গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিয়া জন্ত সকল আশ্রমীই হইতে পারে যায়।

জ্যোতি (স্ত্রী) জ্যোতিঃ গৌরাভী। পত্নীগৃহগোষ্ঠা, চলিত কথায় জ্যোতি, টিক্‌টিকী। পর্যায়—মূলী, মূলী, জ্যোতিষ্মা, গৃহ-গোষ্ঠিকা, মূলী, টুক্‌টুকী, শঙ্কুজা, গৃহাপিকা। (শব্দরত্নাবলী)

অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে—জ্যোতি যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে স্বজন ও ধনিরোগ এবং বাসভাগে পতিত হইলে লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কৰ্ণদেশে পড়িলে রাজ্য-লাভ এবং হস্ত পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয় *।

গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতে এই প্রকার লিখিত আছে, গমনকালে উর্দ্ধে শব্দ করিলে বিত্তলাভ, পূর্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অধিকোণে ভয়, দক্ষিণে অমিত্র, নৈঋতকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধমালি, উত্তরে দিব্যান্ননা এবং ঈশানকোণে মরণ হয়। +

* “সিপতিত যুদি পত্নী দক্ষিণাঙ্গে নরপাং

ব্রহ্মনধনবিরোগো লাভো বাসভাগে।

উরসি পিসি পৃষ্ঠে কৰ্ণদেশে রাজ্যঃ

করচরণহরিণা সর্বসৌখ্যঃ ধনমতি” (জ্যোতিষ্ম)

+ “যিতঃ ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুল্যং নষ্টে হস্তাঙ্গঃ ভয়ঃ

বাসানধিকঃ স্বরবিধি কলিভাঃ সমুদ্রাভয়ঃ।

পার্বাঃ বরবস্ত্রগন্ধমালিঃ দিব্যান্ননা চোত্তরে

ঈশানঃ মরণং ভয়ঃ সিংহিতঃ সিংহলক্ষণঃ ধনরঃ”

“জ্যোতিষ্মতে স্ত্রুতং পোষমূঃ কেচিৎ কোষিধাঃ” (তিথিভাষ্য)

জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যোষ্ঠানক্ৰয়ুজা পৌর্ণমাসী জ্যোষ্ঠ-অণ্‌ ভীষ চ, সা
অসিন্‌ মাসে ইতি পুনরণ্‌। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসী-
দিন জ্যোষ্ঠানক্ৰয় হয়। এই মাসে সূর্য্য বুধরাশিতে উদিত
হইলে তাহাকে সৌরজ্যোষ্ঠ বলে। সূর্য্য বুধরাশি হইলে শুক্র
প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্তা পর্য্যন্ত চাত্রজ্যোষ্ঠ।
পর্য্যায়—শুক্র, (অমর) জ্যোষ্ঠ। (শব্দরত্নাবলী)

“বিশেষভূতি: পুরুষ: স্ত্রীত্র: কন্যাহিত: ভাৎ খলু দীর্ঘস্রুত:।
বিভিন্নবুদ্ধিবিহ্বাং বরিতো জ্যোষ্ঠাতিথানে জননং হি বস্ত ॥”

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে মানব জন্মিলে সর্ব্বদা বিদেশবাসী ও ভীক
বুদ্ধিসম্পন্ন, কন্যায়ুক্ত, দীর্ঘস্রুতী ও শ্রেষ্ঠ হয়।

“জ্যোষ্ঠে মাসি ক্রিতিভূতদিনে আত্মবী মর্ত্যলোকে ॥”

(তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্নবী মর্ত্যলোকে আগমন
করেন।

জ্যৈষ্ঠসামন্‌ (পুং) জ্যোষ্ঠ: সাম অধীতে য: স ইত্যণ্‌।

১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা।

জ্যোষ্ঠিনেয় (পুং, জী) জ্যোষ্ঠায়া: জিহ্বা: অপত্য: ঠক্‌, ইনঙ্‌ চ।

জ্যোষ্ঠা বা প্রধানা জীৱ অপত্য।

“জ্যোষ্ঠো জ্যোষ্ঠিনেয়: স্তবীত” (ভাণ্ডব ব্রা° ২।১২)

জ্যৈষ্ঠী (জী) জ্যোষ্ঠানক্ৰয়ুজা পৌর্ণমাসীত্যণ্‌ ভীষ চ। ১

জ্যোষ্ঠপূর্ণিমা। (শব্দরত্নাবলী)

এই দিন মঘন্তরা হয়। এই মঘন্তরাতে দানাদি করিলে
তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মঘন্তরা দেখ] জ্যোষ্ঠেব স্যার্থে
অণ্‌ ভীষ্‌। ২ জ্যৈষ্ঠী। (টিক্‌টিকী)

জ্যোষ্ঠ্য (স্ত্রী) জ্যোষ্ঠন্ত ভাব: জ্যোষ্ঠ-অণ্‌। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজ্যোষ্ঠত্ব।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যোষ্ঠাং ক্রিয়য়াণাম্‌ বীৰ্য্যতা:।

বৈজ্ঞান্যং ধাত্তধনত: পুত্রাণামেব জঘাত: ॥ (মহু ২।১৫৫)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যোষ্ঠ,
ক্সত্রিদিগের মধ্যে বীৰ্য্যাম্বুসারে, বৈশম্‌দিগের মধ্যে ধন-
ধাত্তাম্বুসারে ও পুত্রদিগের মধ্যে জঘাম্বুসারে জ্যোষ্ঠত্ব হয়।

জ্যোক্ত (অব্যয়) জ্যো-উক্‌। ১ কালভূয়স্‌, দীর্ঘকাল।

২ প্রব। ৩ জীৱার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থটি) ৫ উজ্জলত্ব।

“মম জ্যোক্ত চ সূর্য্যং হৃশে” (ঋক্‌ ১।২৩২১) ‘জ্যোক্ত চিরং’

(সারণ) ‘সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোক্ত জীবতি’ (ছান্দোগ্যে উ°)

‘জ্যোক্ত উজ্জল’ (ভাষ্য)।

জ্যোতিষগ্র (ত্রি) জ্যোতি: অগ্রে বস্ত বহত্বী। আলিত্য প্রযুথ।

“প্রজা আৰ্য্যা জ্যোতিষগ্রঃ” (ঋক্‌ ৭।৩৩৭) ‘জ্যোতিষগ্রা

আদিত্যপ্রযুথঃ’ (সারণ)

জ্যোতিষরনীক (ত্রি) জ্যোতি: অনীকে বস্ত বহত্বী। জ্যোতি-
মূৰ্ধ, অগ্নি।

“জ্যোতিষরনীকোহস্ত” (ঋক্‌ ৭।৩৫১৪)

‘জ্যোতিষরনীকো জ্যোতিষুধোহগ্নিঃ’ (সারণ)

জ্যোতিরাঅন্‌ (পুং) জ্যোতিরাঅা বস্ত বহত্বী। সূর্য্যাদি।

“যথাহয়ং জ্যোতিরাঅা বিবস্বান্‌” (ঋতি)

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিবা ইকতি ইনি-গতো-অচ্‌। খজোত।

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) ‘জ্যোতিরিব ইকতি ইগ-ল্য। খীট-
বিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত
কথায় জোনাকীপোকা। পর্য্যায়—খজোত, ধ্বাস্তোদেব, তমো-
মণি, দৃষ্টিবজ্জ, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেঘক, জ্যোতি-
বীজ, নিমেঘকৃক।

জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিবাঃ ঈশ: ৬তৎ। সূর্য্য। পরমেশ্বর।

জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বর: ৬তৎ। পর-
মেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান।
তাহার জ্যোতি: দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে।

“স্বক: সাক: শতানন্দো নমি জ্যোতির্গণেশ্বর: ॥” (বিষ্ণুসং)

জ্যোতিরীশ্বর, ইহার অন্ত নাম কবিশেশ্বর। ইনি বীরে-
শ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্তসমা-
গম নামক প্রহসনদ্বয় প্রণেতা। শেখোক্ত প্রহ্ম কর্ণটিরাজ
নরসিংহের আদেশে রচনা করেন।

জ্যোতির্গ্রহ (পুং) জ্যোতিবাঃ গ্রহনক্ৰতাদীনাম্‌ গ্রহ: ৬তৎ।

জ্যোতি:শাঃ।

জ্যোতির্জ্ঞ (ত্রি) জ্যোতি: জ্ঞানতি য: স; জ্যোতি: জ্ঞা-ক।

জ্যোতির্বিদ।

জ্যোতির্ময় (ত্রি) জ্যোতিরাঅাক: প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্‌। ১ জ্যোতি-
রাঅাক, জ্যোতি:স্বরূপ। ২ জ্যোতি:পূর্ণ।

“ঋবীন্‌ জ্যোতির্ময়ান্‌ সপ্ত সম্ভার স্রবশাসন: ॥”

(কুমারসম্ভব ৬ স)

জ্যোতির্ময়, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়হিতিমল্লের
পুত্র।

জ্যোতির্বিজ্ঞ (স্ত্রী) জ্যোতির্ময়: বিজ্ঞ:। ১ মহাদেব।

প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ
ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারায়ণরূপী
পুরুষের নাতিপদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্তব্যতা
বিমুক্ত হইয়া গয়ের নালযধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উৎখিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের
সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। ইহাতে
ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্তা

আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্য কালারিসদৃশ জ্যোতির্লোকের উৎপত্তি হয়। এই যুগ্ম সহস্র সহস্র অসি-জালায় ব্যাপ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, ইনি অনোপম্য ও অব্যক্ত*। এই লিঙ্গ নানাহানে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু*)

বৈতনাথমাহাত্ম্যে জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

- ১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ।
- ২, ত্রীশৈলে বল্লিকার্জুন।
- ৩, উজ্জয়িনীতে মহাকাল।
- ৪, নর্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার।
- ৫, হিমালয়ে কেদার।
- ৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর।
- ৭, বারাগনীতে বিশ্বেশ্বর।
- ৮, গোমতীতীরে ত্র্যম্বক।
- ৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।
- ১০, ষারকার নাগেশ।
- ১১, সেতুবন্ধে রামেশ।
- ১২, শিবালয়ে হৃক্ষেশ্বর।

শেবোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরায় শিবলিঙ্গ হইবে।

জ্যোতির্বিদ্যুৎ (পুং) জ্যোতির্বাৎ সূর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেতি বিদ্যুৎ-কিপ্। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ।

“দৃষ্ট। জ্যোতির্বিদ্যো বৈতান্ দদ্যাৎগাং কাকনঃ মহীং।”

(যাজ্ঞ* ১০৩৩)

জ্যোতির্বিদ্যুৎকে দেখিয়া গোহরিণ্য প্রভৃতি দান করিবে।

জ্যোতির্বিদ্যা (স্ত্রী) জ্যোতির্বাৎ সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যা-জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬৩২। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধুমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও মুখলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বীজ (স্ত্রী) জ্যোতির্বীজমিবাশ্চ জ্যোতির্বো বীজমিবা বা। খন্ডোত্ত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা*)

জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতির্বাৎ লোকঃ ৬৩২। ১ কালচক্র-

প্রবর্তক অবলোক। ২ সেই লৌকাধিপতি পরমেশ্বর। জ্যোতির্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিবরণ ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে বে স্থান, তাহাকেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা যায়। উত্তানপাদের পুত্র এবং কল্মাঙ্গীবিদ্যেগের উপজীব্য হইয়া আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অদি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম তাহার সহিত একতালেই নিযুক্ত হইয়া সন্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নিমেষশূন্য অক্ষুটবেগে ভগবান্ কাল যে সকল গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, এবং পরমেশ্বর কর্তৃক তাহাদিগের স্তম্ভস্বরূপে নিয়োজিত হইয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ প্রভৃতি পশুগণ ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে এবং চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া একেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্মাঙ্গ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। জ্যোতির্গণের গতি কার্য্যবিনির্দিষ্ট, যেমন কর্ম্মসম্বন্ধে মেষ ও শ্রেনাদি পক্ষী বায়ুবেশে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, (পতিত হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে স্রষ্ট হয় না। ভগবান্ বাহুদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে একটা শিশুমারের আকারে করুণা করিয়া বর্ণন করেন; ঐ শিশুমার কুণ্ডলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। উহার মুখাঙ্গে এবং লাল্লুলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; লাল্লুলের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটদেশে সপ্তর্ষি বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত হইয়া আছে। ঐ শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্নব পর্য্যন্ত চতুর্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহা-তেই কুণ্ডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উত্তর পার্শ্বের অবয়ব-সংখ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীৰী এবং উদরে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।

পুনর্নব ও পুষ্যা বথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূল্য দক্ষিণ ও বামকর্ণে বথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। মধ্য প্রভৃতি অক্ষুণ্ণা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্শ্বের এবং যুগপরি

* “বিদ্যায়নসমার্কক প্রবেদার্থঃ দ্বারোগি।

জ্যোতির্লিঙ্গঃ তদোৎপন্নমণ্ডলার্থম্ভূতং।

জালাশালাসহস্রোতাং কালানলচরোপমঃ।

করুণাভিবিম্বিতমাদিগম্যাত্মবর্জিতং।

অনোপম্যাবিনির্দিষ্টমব্যক্তঃ বিশ্বসত্ত্ববৎ।” (শিবপু* জাগন*)

প্রভৃতি পূর্বভাত্রপদ পর্যন্ত উত্তরায়ণ সপ্তরীষ অষ্টনক্ষত্র উহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও জ্যোতিষাংশে দক্ষিণ ও বামদিকে স্থাপিত হইয়াছে, আর উহার উত্তর হনুতে অগস্ত্যা, অধর হনুতে বম, যুধে মঙ্গল, উপরে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আশ্বিনা, ক্রময়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনী-কুমারস্বর, গ্রীণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্কাদে কেতু এবং বোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই আহার ভগবান্ ত্রিবিষ্ণুর সর্কাদেবময়রূপ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্বক সংযতচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে, “নমো জ্যোতির্লোকায কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায় অবিনোমহীত”

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

(ভাগ ৫১২৩ অঃ)

জ্যোতির্হস্তা (ক্রী) জ্যোতীর্কপং হস্তঃ শরীরং যতঃ বহতী।
হুর্গাদেবী।

“হস্তঃ শরীরমিত্যহর্হস্তঃ গমনং তথা।

জ্যোতিষ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতির্হতা ততঃ স্তুতা ॥”

(দেবীপুরাণ ৪৫ অঃ)

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া কথিত হয়, তিনিই জ্যোতির্হতা।

জ্যোতিষচক্র (ক্রী) জ্যোতির্ষয়ঃ চক্রং জ্যোতির্ভিঃ নক্ষত্রৈ-
র্ষটিভ্যঃ চক্রং বা। অধিভাদ্রাদি নক্ষত্রষটিভ্যঃ মেঘাদি ষাণ্ণশরাশি-
সংবলিত নভোমণ্ডলস্থিত মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরাণে জ্যোতিষচক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—
তুমি হইতে লক্ষ্যযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ
যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্র-
মণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ
যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি,
বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ
যোজন উপর সপ্তারিমণ্ডল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র,
নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তারিমণ্ডল হইতে এক
লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিষচক্রের নাভিস্বরূপ ভ্রুবমণ্ডল
অবস্থান করিতেছে। এখান হইতেই সূর্য্যের গমনাধি হইয়া
থাকে এবং সেই জন্ত দিবা রাত্রি ও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি এবং
সূর্য্যের উদয় অস্ত হয়। সূর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন
হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সন্ধ্যাপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি
হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার দুইপার্শ্ব

স্থানে উদয় ও অস্ত হইবে, এই উদয় ও অস্ত সূর্য্যের সম-
হ্রস্রপাত স্থানে হইয়া থাকে। যাহারা নিশাবসানে প্রথমতঃ
সূর্য্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে
সূর্য্য অদৃশ্য হইল, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাস্তবিক
সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না, সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয়
ও অস্ত নামে অভিহিত।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে ইন্দ্ৰাধি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও
তাহার সমুখবর্তী ছই পুর, পার্শ্বস্থ ছই কোণ কিরণ দ্বারা স্পর্শ
করেন এবং অগ্ন্যাধি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও
তাহার সমুখস্থ ছই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্তী ছই পুর কিরণ
দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্তমান
এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও
অস্ত দ্বারাই পূর্ব ও পশ্চিমদিক্ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ
নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পূর্ব এবং
যে দিকে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সূর্য্য অন্তগত
হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়
এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে প্রবেশ করে, এই জন্ত
সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রথর কিরণ বহির্গত হয়। সূর্য্য
সূর্য্যের দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে
গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্ত
জল দিবসে ঈষৎ তাত্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্রবর্ণ দেখা যায়।
সূর্য্য যখন পুরুষবীণে পৃথিবীর ত্রিংশতমভাগে গমন করেন,
তখন তাহার মোহুর্ভিকী গতি আরম্ভ হয়। এইরূপে
কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর ভ্রায় ভ্রমণ করিতে করিতে
পৃথিবীর ত্রিংশভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয়
অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশভাগ
অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। ককট হইতে ধনুঃ
পর্য্যন্ত রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে
মিথুনরাশি পর্য্যন্ত সূর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। সূর্য্য এই
উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে
গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপূর্বক অহোরাত্র সমান
করিয়া বিবৃৎগতি অবলম্বন করেন। সেই সমস্ত ক্রমশঃ
রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুন-
রাশি ভোগ করিয়া উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন।
পরে ককট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইল।
কুলালচক্রের প্রান্তবর্তী জন্ত বেষ্পন ক্রম গমন করে, সেইরূপ
সূর্য্য দক্ষিণায়ণে ক্রম গমন করেন। বাবুবেগবলে অতি ক্রম
গমন করার অল্পকালেই একস্থান হইতে অস্ত প্রকটস্থানে
উপস্থিত হন। দক্ষিণায়ণে সূর্য্য দিবসে শীতগ্রামী হইয়া দিবে

ষাদশ মুহূর্তে জ্যোতিষচক্রের পূর্বার্দ্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্তে অপরাধি অতিক্রম করেন। সূত্রার দক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে দ্রুতগামী হন; সূত্রার দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্পকালে অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিষচক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত গত হয়, তাহাতে দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্কিউলার দশনক্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্কিউলার দশনক্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে রাত্রিতে ষাদশ মুহূর্তে এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে ষাদশ মুহূর্তে এবং রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্তে গমন করেন। ঐকমণ্ডল কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ছায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া এক অহোরাত্রি সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সূত্রার ষাদশ রাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে ভ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু রাশির ভোগেই দিব্যরাত্রির ভ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত।

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্তী আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংক্রমণ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রিকে ছোট, বড় ও সমান করেন; অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং সমান গতিতে সমান হয়। যখন সূর্য্য স্বেচ ও তুল্য রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্রি সকল অস্ত্রান্ত বৈবশ্যতা

প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবস বৃদ্ধি এবং মাসে মাসে এক এক ষষ্ঠী করিয়া রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্রি সকলের বিপর্যয় হয় অর্থাৎ দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্য তুল্য বা মেঘ রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুল্য ও মেঘাখ্য বিষুব হয়, তাহা সমরাত্রিদ্বিবি অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের পরিমাণ (অয়নাংশ বিশেষে পূর্ণাঙ্গের ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) সমান হয়। সূর্য্য মেঘের ও তুল্য প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য—অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে পূর্ণ ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক দিন) বিষুব নামক শূদ্রে অবস্থিত থাকে, সূত্রার অহোরাত্রি সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্তাখ্যক বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেঘান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে বৃশ্চিকারস্ত্রে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুল্যার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেঘান্তভাগে অবস্থান করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে—কেবল যে জ্যোতিষচক্রে সূর্য্যই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অন্তর্মিত ও উদ্ভিত হন, এরূপ নহে। সূর্য্যের সহিত অস্ত্রান্ত গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও এই জ্যোতিষচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হইতেছে। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ জ্যোতিষচক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় সেইরূপ জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—সূর্য্যই উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির ভ্রাস বৃদ্ধি সঞ্চদে অস্ত্রান্ত পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে। সূর্য্য গগনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ করেন। এই মুহূর্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মোহুর্ভিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণ-কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠায় শেষ সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন এবং অহোরাত্রি ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ* হন, পরে ক্রীয়েদগমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া বর্ষ শাকবীপের উত্তরবর্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর দিক্‌গুলোর পরিমাণ ১৮০০০০৫৮ যোজন। উত্তরভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অঙ্গবীথি। অঙ্গবীথিতে মৃগা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগবীথিতে অর্জিৎ, পূর্বাষাঢ়া ও স্বাতীর উদয় হয়।

কাঠাঘরের অন্তর ১০৩১৬৬ যোজন। কাঠাঘর ও রেখাঘরের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা ৭১০০০০৭৫ যোজন। এই কাঠাঘরের বাহ ও অভ্যন্তরভেদে দুইটা রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহভাগে ১৮০ মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। ইহার নাম মণ্ডলের বিকৃত। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যাহই মণ্ডলক্রমাসূত্রে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও দ্রুত গতি অসূত্রে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে দ্রুত এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অসূত্রে দিবা ও রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র (কী) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং। সূর্য্যাদিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রভেদ। যে শাস্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃশাস্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।]

বেদ সকল যজ্ঞকর্ম্মীয়ক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান আবশ্যক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই জন্ত জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ। **জ্যোতিষ (কী)** জ্যোতিঃ অস্তি অস্ত জ্যোতিঃ অচ্। যে শাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয় যতদূর আবিস্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু যজ্ঞগণের শুভাশুভনির্ধারণক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ কহে। সামুদ্রিক, দৈবগণনা ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত।

* বিষুবস্তলের পরিমাণ ৩০১০০০৮১ যোজন।

প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত; উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোষ্টি, জাতক, সামুদ্রিক ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার জ্যোতিষের (Astronomy) বিষয় সামান্যরূপে লিখিতেছি।

অন্ত সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান। ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাঙ্গো অনন্ত কোশলময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনন্তশ্রুতমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট আকৃতি, ভীষণ অনন্তভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাভীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্রাণ হইয়া পড়ে; অসীম নভোমণ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দ্রুত মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া অণু অপেক্ষাও আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর স্থায় উহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে আবর্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্দ্র, ইহার বলয়দ্বয়, চন্দ্রমণ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিকত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহাদিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ, ছায়াপথ, নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ওজ্জ্বল্য ও আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্ম্ময়ী তারকারাজিবিরাজিত গগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাঙ্করে বিশ্বপতির অপার মহিমা পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত সম্প্রতি যুরোপীয়গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তুলিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে ঐ সকল বস্তুবিচার ক্ষমতা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের স্থায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

“জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্বকৃত্রয়াদিধিষ্ঠিতং

তৎ কীর্ত্ত্যোপনয়নং নাম মুনিভিঃ সংকীৰ্ত্ত্যতে সংহিতা।

স্বচ্ছন্দগণিতেন বা গ্রহগতিস্ত্রাতিধানমসৌ
হোরাভ্যাস্তবিনশ্চর্য কথিতঃ স্বকৃত্যোগ্যেঃপরম্ ॥”

(বৃহৎসং ১৯)

নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্বক্কে বিভক্ত ;—
সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। বাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের
বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্বক্ক, যে স্বক্কে গণিত দ্বারা
গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং বাহাতে অঙ্গনির্ণয়
অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্বক্কে
হোরা বলে।

তাক্ষরাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিগণিতাধায়ে লিখিয়াছেন—

“কৃত্যাদিপ্রলয়ান্তকালকলনানামপ্রভেদঃ ক্রমা-
চ্চারম্ দ্বাসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রস্তুতখা সোত্তরাঃ।

ভূমিধ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কখনঃ যদ্যদি যথোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদ্যান্ততোহত্র গণিতস্বক্কপ্রবন্ধে বৃধৈঃ ॥ ৯

জ্ঞান জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্বক্কদেশা অপি
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারসারচতুরপ্রশ্নৈকিকিংকরঃ।

যঃ সিদ্ধান্তমনস্তযুক্তিবিভক্তং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা
রাজা চিত্রময়োগেথবা যুগতিঃ কাষ্টজ কঞ্জিরবঃ ॥ ১০

যোষিৎ প্রোষিতনূতনপ্রিয়তমা যদ্বদ ভাতুচকৈঃ

জ্যোতিঃশাস্ত্রমিদং তথৈব বিবৃথাঃ সিদ্ধান্তহীনং জগুঃ ॥” ১১

আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ
জ্যোতির্ষয় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিরূপণরূপ ছই প্রকার
গণনা এবং যদ্বাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান বাহাতে
নির্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের
একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার
প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে
চিত্রময় রাজা ও কাষ্টনির্মিত সিংহের ছায় কোন কার্য্যকারী
হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র অভিনব
প্রোষিতভর্তৃকা ত্রীর ছায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।

আবার তিনি গোলাধায়ে লিখিয়াছেন—

“দ্বিবিধগণিতমুক্তঃ ব্যক্তমব্যক্তমুক্তঃ

ভদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পঠিষ্ঠঃ।

যদি ভবতি ভদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং

প্রপঠিতুমধিকারী সোহস্তথা নামধারী ॥”

গণিত ছইপ্রকার—ব্যক্ত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত
অর্থাৎ বীজগণিত। এই ছই প্রকার গণিতশাস্ত্র যিনি
জ্ঞানেন এবং শব্দশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন,
তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি
নামধারীমাত্র।

যুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (Astronomy) প্রধানতঃ
তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical
or Mathematical A.) ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব,
আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি
গণিত সাহায্যে স্বল্পরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়।

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical A.) যে শক্তিপ্রভাবে
জ্যোতিষ্কগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল
নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা উহারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে
ঐ সকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ্ক সকলের গতি-
বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (Sidereal A.) এই বিভাগে তার-
জগতের বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে।

তত্ত্বিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (Practical A.) আর
একটা বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জ্যোতির্ষিষ্ঠা-
বিষয়ক বহুবিধ যদ্বাদি সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি-
বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসর্গিক
নিয়মজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ-
মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি
আবিষ্কারের একমাত্র কারণ।

এই বিভাগে শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল,
গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল, সূর্য্য,
জ্যোতিষবৃত্ত, ধুমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি
শব্দে দ্রষ্টব্য। এরূপে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা যায় যে,
প্রাচীনকালে বাসন্ত বিসুব্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকার
সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের স্থলবিশেষে (২।১০।১০)
উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ
হইত। পরে যখন শারদ বিসুব্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ
হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশা-
পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিসুব্দিন
কৃত্তিকাপূর্ণ সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপূর্ণ বিসুব্দিন
হইতে বর্ষারম্ভ করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা
করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে
স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বৃষ্টিতে পারা
যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিসুব্দিন কৃত্তিকা-
সংক্রমিত হইবে।

অখেরদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসন্ত বিসুব্দিন
মৃগশিরাপূর্ণ সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত

অধ্যাপক বালগদাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭।৪।৮) বর্ণিত আছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাই বৎসরের আরম্ভ স্থচনা করে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রে যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সজ্জাটি হইত।

২। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সজ্জাটি হইলে বাসন্ত্য বিষুবদিন অবশ্যই যুগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শক যুগশিরার প্রতিলক্ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাণিনিতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। যুগশিরাপুঞ্জ দ্বারা ইহা যে বৎসর স্থচিত হইত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে দুইটা কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চন্দ্রদ্বারা নববর্ষ স্থচিত হইত, এরূপ অস্বাভাবিক করিলে অগ্রহায়ণী শক ব্যাকরণানুসারে যুগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) চন্দ্রদ্বারা বর্ষ স্থচিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন অথবা বাসন্ত্য বিষুবদিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত দুইটা বর্ষ-রম্ভপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হইলে বাসন্ত্য বিষুবদিন রেবতীর ২৭শ পশ্চাতে অবস্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তরূপ নহে। সূত্রগ্রন্থ প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুযায়ী জ্যোতিষিক অবস্থিতি ১২০০০ পূঃ খৃঃ অঙ্কে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বর্তিকালের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত সমর্থন করা যাইতে পারে না।

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সজ্জাটি হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্রীষ্মায়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম মাস বা পক্ষকে পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রোত্যয়ন বা প্রোতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে প্রোতপক্ষ বলেন।

৪। যখন বাসন্ত্য বিষুবদিন যুগশিরাসংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমান্তরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং ঋমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগই অর্জবৃত্তকে

বুঝায়। আকাশগঙ্গা, ঋমলোকে কুরুরের অবস্থিতি, বুজের যুগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে প্রচলিত আছে, সেগুলি অস্বাভাবিক করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাসন্ত্য বিষুবদিন যুগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাদে এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের Orion কথাটি হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লুটার্ক বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটি ইজিপ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই। Orion কথা অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ, অথবা Oros = সীমা এবং Aion = কাল বা বর্ষ এই দুইটা কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অস্বাভাবিকতা যাইতে পারে। Orion কথাটি প্রাচীনকালে নববর্ষারম্ভ এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের Orion, Canis & Ursa কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, শব্দ এবং স্বর্ষ্য কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্ষ্য যুগশিরাসংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

(ক) “বর্ষ শেষ হইলে কুরুর স্বর্ষ্যকিরণ জাগরিত করিবে” (ঋগ্বেদ (১।১৬।১।১৩))। ইহার সরলার্থ এই যে, প্রথম স্বর্ষ্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের রাত্রি হয়। স্বর্ষ্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে স্ব তাহাকে প্রবেশিত করিবে। অর্থাৎ বাসন্ত্য বিষুবদিনে যুগশিরাসংক্রমিত হইতে পারে।

(খ) ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৪-৫) ইন্দ্র স্বর্ষ্যকে বলিতেছেন, হে ক্ষমতাশালী ব্যাকপতি! যখন উর্দ্ধে উদিত হইয়া তুমি আমাদের আলায়ে আসিবে, তখন যুগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ স্বর্ষ্য যুগশিরাসংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং স্বর্ষ্য যখন ইন্দ্রালায়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘটনা সজ্জাটি হয়।

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে উক্ত হইল না।

উপরে বাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনীর পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসন্ত্য বিষুবদিন যুগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০০০ পূঃ খৃঃ অঙ্কে যুগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদিনের পূর্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও কান্বন এবং পুনর্নসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিবৃৎদ্ব্যুত্ত ও অয়ন সপ্তদ্বীপ বর্ষচক্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

১। পুনর্নসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অদিতিকে অর্চনা করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্তি' সং)

২। সজের বিবৃৎদ্ব্যুত্তের চারিদিন পূর্বে অভিজিৎ দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি সূর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জ 'প্রবেশ' এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত অবশ্যই পুনর্নসু-সংক্রমিত, ইহা অস্বাভাবিক যাইতে পারে।

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ-নির্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রস্তুত হইত।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপূর্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহার প্রথমতঃ বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারম্ভগণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্নসু হইতে মৃগশিরা (ঋগ্বেদ), মৃগশিরা হইতে রোহিণী (ঐতর্য্য), রোহিণী হইতে কৃত্তিকা (তৈত্তি' সং), কৃত্তিকা হইতে ভরগী (বেদান্তজ্যোতিষ) এবং ভরগী হইতে অশ্বিনী। (স্ব্যাসিকান্ত ইত্যাদি)

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইহার কিছু পরে হরিতালিকা পুনর্নসু-সংক্রমিত ছিল। ৪০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা মৃগশিরা-সংক্রমিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক জ্যাকবি (Jacobi) বলেন, ঋগ্বেদে আমরা প্রথমেই বর্ষাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে যে স্থানে (পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ঋতুর অতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষাকাল গ্রীষ্মায়নে সন্ধ্যা হইত।

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা কন্তনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপূর্ণ। সুতরাং ভাদ্রপদই বর্ষাকালের প্রথমমাস, কারণ পূর্ণিমে উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীষ্মায়ন বর্ষাকালের সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ-সূত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

গোভিলসূত্রে প্রোষ্ঠপদের পূর্ণিমায় উপাকরণ হিরীকৃত

হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিভাশিকারম্ভকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিভাশিকাকাল আরম্ভ হইত। পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বারা তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্তন হেতু ঋতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঋগ্বেদের পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকায় নাম প্রথম বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কৌবীতিক্রমণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফল্গু দ্বারা বর্ষের মূখ এবং পূর্নফল্গু দ্বারা পূচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়-ক্রমণের টাকায় পূর্নফল্গু বর্ষের অন্তর্য্যায়ি এবং উত্তরফল্গু প্রথম রাত্ৰি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অস্বাভাবিক যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন উত্তরফল্গু ছেদ করিয়া স্থাপিত হইত।

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করিবার জন্য কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্তে শারদ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিবৃৎদ্ব্যুত্ত অথবা পূর্ণিমা কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অনুমান সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মায়ন উত্তরফল্গু এবং শীতায়ন পূর্নভাদ্রপদ সংক্রমিত হইলে শারদ বিবৃৎদ্ব্যুত্ত মূল্য এবং বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনানুসারে মূল্য প্রথম নক্ষত্র এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যোষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; ইহার প্রাচীন নাম জ্যোষ্ঠী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)।

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ। ইহা মৃগশিরা শব্দবাচক; ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে মৃগশিরা বলিতে বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত বুঝাইত; সুতরাং ইহা স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকাল নক্ষত্রে সন্ধ্যা হইত এবং প্রথম মাসের নাম মার্গশিরা ছিল।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্তন ঘটয়াছিল। ঋগ্বেদে যে প্রকার বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র দৈনন্দিন্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই ছিল। অধ্যাপক জ্যাকবি বলেন, স্ব্যাসিকান্তানুসারে হরীটনি (Whitney) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বাসন্ত বিবৃৎদ্ব্যুত্ত কৃত্তিকা এবং গ্রীষ্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৪১৫শ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অরনসিদ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রন্থে বেরূপ অরন অবস্থানিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্র-মালাসমূহের গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অথেষে বেরূপ অরন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অঙ্কে নির্ণীত হইয়াছিল।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত সূর্যের (ও কুমের) ২৬০০০ বর্ষে ২৩ই বিহুভাঙ্গবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ত-কক্ষের চারিদিকে আবর্তিত হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই সূর্যের কিছু নিকট-বর্তী হয়। যে অত্যাশ্চর্য নক্ষত্র কোন সময়ে সূর্যের অতি-শয় নিকটবর্তী হয়, তাহাকে সূর্যের নক্ষত্র (North star) এবং সূর্যের হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির বলিলেও বিশেষ কোণ দোষ হয় না, তাহাকে প্রবনক্ষত্র (Pole-star) বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবাহমুহুর্তে প্রবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক জেকবি বলেন, ডাকনার কুস্তনের (Kustner) গণনা * অনুসারে এই প্রবনক্ষত্র ড্রেকিনস্ (Draconis) নামক উত্তর অর্ধগোলক নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়।

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ নক্ষত্র আধুনিক প্রবনক্ষত্র (Pole-star) অপেক্ষা সূর্যের অধিক নিকট-বর্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটাকেই প্রবনক্ষত্র বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র আবর্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটাকে পৃথক করাও অতি সহজ ছিল।

জ্যোতির্বিদ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃঃ অঙ্কে প্রবনক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদানুসারে অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্ট-জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে

জ্যোতির্বিদ্যা অল্পবিস্তর হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ অণুযায় ও সন্দেহ নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে—ব্রহ্মা (পিতামহ), বশিষ্ঠ, অত্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কল্কপ, পরাশর, মনু ও আচার্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। তৎপরে অপর জ্যোতির্বিদগণ আবির্ভূত হন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদগণ মধ্যেও বহু দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে। ডাকনারাচার্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—বিষুবক্রান্তি ও দ্যাডীমণ্ডলের সম্পাতবিন্দুকে ক্রান্তিপাত কহে। ইহার পরিবর্তন বিলোমগতিশীল এবং এক করে ৩০,০০০। মুজালা ও অস্ত্রাজ পণ্ডিতদিগের মতে ক্রান্তিপাত ও অয়নের পরিবর্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়েরই এক আবর্তন। কিন্তু স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের টীকাকার লিখিতেছেন যে, এক করে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্তন হয়, ডাকনারাচার্য এরূপ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ডাকনারাচার্যের উক্ত অংশের সহিত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। শেখোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ-চক্র এক যুগে ৬০০ বার পূর্ণাভিমুখে আবর্তিত হয়। এই সংখ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পূরণ করিলে এবং তাহাকে, বাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ধরুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীর বিভিন্ন উপায় অবলম্বনপূর্বক ডাকনারাচার্য ও স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্বিদ নিযুতহানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন, কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে কল্প তাহার বিংশাংশ। মুনীর বলেন, ব্যাটা (বি=বিংশ অষ্টা=৩৭) শব্দের অর্থ বিশ ৩৭; সুতরাং ডাকনারাচার্যের উক্ত অংশের অর্থ ৩০,০০০ × ২০। তিনি শেষকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বর্ঘ্য দ্বারা ইহার পরিবর্তন প্রকাশিত হয় এবং ইহার বিলোমগতি এক করে তিন অযুত।

লঘুবশিষ্ঠ, শাকলসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০০ বার পরিবর্তনের বিষয় লিখিত আছে, এবং অস্ত্রাজ গ্রন্থে বিষুব-ক্রান্তির পরিমাপন একযুগে ৬০০, ইহা স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে। প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘ ও তুলারদিশের আরম্ভ স্থল হইতে ২৭° পূর্ব ও পশ্চিম দীর্ঘার মধ্যে ক্রান্তিপাতের (জলবিষুবের) যে আলম্বন লক্ষিত হয়, তাহাই ইহার আবর্তন। আর্ঘ্যভট্টের গ্রন্থেও এই অত সমর্থিত হইয়াছে।

* Dr. Kustner ৫০০০ পূঃ অঙ্ক হইতে ১০০ পূঃ অঙ্কের উত্তর অর্ধগোলক বক্রাবলী গণনা করিয়া নিম্নলিখিত কল্প প্রকাশ করিয়াছেন:—

Draconis	3.0 magni- tude	40°38' Polar dist	4700 B.C.
"	2.3	0°06'	2780 "
"	2.3	4°044'	1290 "
Urea minoris	2.0	6°026'	1060 "
"	2.0	0°028'	2100 A.D.

কিন্তু আমরা সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি বলেন, এককালে আলখনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫২, এবং আলখন ২৭ ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়া ২৪ ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়।

ডাক্তর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ত স্থানে মুজালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিচক্রের ষাশ চক্রের মধ্য দিয়া বার্ষিক ১১:১১ ৫১:১১ গতিতে অরনাবর্তন হয়। তিনি করণকুতুহল গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অরনচলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অষ্টাঙ্গ জ্যোতির্বিদগণ তাঁহার বা মুজালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ডাক্তর, মুজাল এবং বিষ্ণুচন্দ্রই ক্রান্তিপাত ও অরনান্তবৃত্তের পূর্ণাবর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশ্ববৃন্দনের সাময়িক গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। ডাক্তরচার্য্য বলেন, পূর্বে অরন চলন তত্ত পরিস্ফুট ছিল না, তজ্জন্মই সৌরসিদ্ধান্ত প্রকৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই।

ব্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেবভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া অরনের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক আবর্তন হয় না। এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অরনান্তবৃত্তের পরিবর্তন ব্রহ্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক গতি স্বীকার করিতেন না।

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অরনের আবর্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলখনপ্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বিরীকৃত হইয়াছে যে, আর্ঘ্যভট্টই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও ক্রান্তিপাত আলখনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

যুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষবিদগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেস (Arzel) * দেশান্তর যোজনের ১০০ পূর্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক অংশ বেগগামী পরিলখনের উল্লেখ করিয়াছেন। অলফনাস

(Alphonsus) প্রমুখ পণ্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আলখন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবাব (Mahammed Ben Jaber) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী। ইনি অলবাটানী (Albatani) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে ইহার গ্রন্থেই আলখনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলবাটানী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে জনৈক পণ্ডিত ৮০ পূর্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮০ কিংবা ৮৪ বর্ষে এক অংশ বেগগামী দ্বিগ্ন নক্ষত্রদিগের আলখনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দেশ করেন নাই। অলবাটানী টলেমির মতের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এমিয়াস পশ্চিমবিকস্ জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক অংশ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা সূর্য্যলিঙ্গান্ত-প্রমুখ পণ্ডিতদিগের নির্দ্ধারিত আলখনগতির সহিত প্রায় সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরিলখনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অস্বাভাবিক করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্ঘ্যভট্টের গ্রন্থেই ২৪ সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল ক্রান্তিপাত পরিলখনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ অলবাটানীর ১০০ বৎসর পূর্ববর্তী জনৈক আরবদেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতীয় জ্যোতিষের নিয়মমুতরায়েই জ্যোতিষিক নির্ধারিত পণ্ডিত করিয়াছেন।

পূর্বোক্তলিখিত বিষয় অস্বাভাবিক করিলে একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অরন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহারা ইহার প্রথম আবিষ্কর্তা। যখন যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতবৈধ ছিল, তাহার ১০০ বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ অরন-চলনের সমগতির অত্রান্ত সীমাংসার উপনীত হইয়াছিলেন। এই গতির অত্রুত বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার লিখিয়াছেন, পৌলিশ†, রোমক,

* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

† পুলিশ, ক্রিসেন ও বিষ্ণুচন্দ্র বখাফনে পৌলিশ, রোমকসিদ্ধান্ত ও বাসিটসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে কলিতজ্যোতিষে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎপল উক্ত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের কোন বচন হইতে নিরূপিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্বেষার্ক হইতে নিরূপিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্বেষার্ক হইতে সূর্যের গতি প্রভাবান্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; এখন পুনর্নব্ব হইতে প্রভাববর্তন আরম্ভ হয়। পরবর্তী গ্রন্থকার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম (পিতামহ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনরূপে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

বরাহমিহির অনেকস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ককটের প্রায়শ্ছেই গ্রীষ্মায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রন্থেও উক্তরূপ আভাস পাওয়া যায়।

কোলব্রুক সাহেব বলেন, বর্তমান সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে সঞ্চিত হইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার একখানির সারাংশ ‘বিষ্ণুধর্মোত্তর’ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া দিলেও আর্য্যভট্টের গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা হ্রস্বতরঙ্গের অয়নচলনের পরিমাণ নিকারিত করিয়াছিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলক্ষনের বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অল্পকোন প্রদেশীয় জ্যোতিষিগণ এতৎ সন্দেহ কিছুই অবগত ছিলেন না।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার টীকাকার উক্ত আর্য্যভট্টবচনে দৃষ্ট হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতিষিক পৃথিবীর আকর্ষক গতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু আমরা গ্রহনক্ষত্রাদির অস্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে হেরাক্লাইডিস্ (Heraclides), এবং

একফনটাস্ (Ecphantus) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী অল্পকোন বস্তু দ্বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা নিজেই শূন্যতরে স্থির আছে এবং ইহা সূর্যের বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে, এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী শূন্যমার্গেই নিরগামিনী হয়, জৈনদিগের এই মত ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর তাঁহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাস্কর্য্য নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। মুনীষর শ্লোক উক্ত করিয়া ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ)-সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক স্থূলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি টীকারূপ।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ কক্ষায়ুতে পরিভ্রমণ করে। বায়ুর বেগে ইহারা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, গ্রহযুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমণ্ডলের বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের সুবিধা হেতু নীচোচ্চবৃত্ততঃ ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, পাঁচটা ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে আবর্তিত হয়।

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্তিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং অপোলোনিয়াস্ (Apollonius) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ কার্নিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সান্নিধ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু টলেমি পাঁচটা ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য যে বৃত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্রাসের কারণ নির্দেশ করিবার জন্য প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বৃহৎ গ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্দ্রের কেন্দ্রের যে বৃত্ত কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

হিন্দুজ্যোতিষিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের জায়। তাহাদের মতে, নীচোচ্চবৃত্তের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্রতর, অন্তঃস্থ অংশে অধুপাতাভ্যাসী। কোন কোন হিন্দুজ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার। কেহ

কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাদের নীচোক্তবৃত্ত আদৌ অণ্ডাকার নহে। আর্ঘ্যভট্ট ও স্বর্ষ্যসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়েই বলেন, গ্রহগণের নীচোক্তবৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহাদের শীত্বোক্ষে অবস্থিত। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোক্তবৃত্ত ডিম্বাকার, অপর সকল বৃত্তাকার।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও অজ্ঞাত কয়েকটা বিষয় অবগত হইবার জন্ত কর্ণের নির্দেশ করেন। স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রের কৈত্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাহারা বলেন, নীচোক্তবৃত্তের মধ্যে সমকেন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের স্থানে স্থানে মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হ্রাসযতন হইয়াছে, তাহা কৈত্রিক সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান।

শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া তাহার যীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অণুক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভুক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত হইতে নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত।

ব্রহ্মগুপ্ত স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই গ্রহণের নিকটবর্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আর্ঘ্যভট্ট, ত্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাহার জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক করে গ্রন্থাদির আবর্তনাদি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্তন করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, বিজ্ঞানযোক্ত্যের পুরাণের অন্তর্গত পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্বেত্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের আবিষ্কর্তা নছেন; ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অনেক দ্রোণ সন্নিবেশিত আছে।

বরাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্বর্ষ্যসিদ্ধান্তের মত অমূল্য হইয়াছে। স্বর্ষ্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্তন একযুগে ৩৬৪২০০; কিন্তু বরাহসংহিতার ৩৬৪২২৪ উক্ত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য বলেন, আর্ঘ্যভট্টের মতানুসারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্তন

নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্তী এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্তীকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রাহুভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাহাদের নামোল্লেখ ও তাহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত লোকাবলী লক্ষিত হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

গ্রীকপণ্ডিতগণ গ্রহদিগের বেঙ্গণ মধ্যগতি অবধারিত করিয়াছেন, হিন্দুপণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। কোলক্স সাহেব বলেন, “এ বিষয়ে টলেমির গণনাই সূক্ষ্মতর হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজ্যোতিষিগণের গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ।”

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্বারা সহজেই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুজ্যোতিষিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন যুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অল্প কোন শাস্ত্রের অংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাদের অমূল্যদ্রব্য ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা বহুতর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু, চীন, কাশ্মীরী ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থনকারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হাইটনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষ-বিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকোকেস, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্ত হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বার্গেস সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্দ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। আনুমানিক প্রমাণ দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্বিদগণ তাহাদের ছাত্র। (Burgess' Surya Siddhanta) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদ্বত্তরে অধ্যাপক খিবে লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্বকালে কেবলমাত্র ২৪টা নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ বহুকাল হইতেই ২৭১২৮টা নক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সূত্ররূপে বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়

অবগত হন নাই। হারনরপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বলভ্রের মতে—যবনজ্যোতিষ পারস্তভাষায় লিখিত, তাহা হইতে আৰ্য্যজ্যোতির্বিদগণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনার হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্বিদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তবাসী স্নেহগণই গ্রীক অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে হইতেই হিন্দুদিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ পশ্চিমপ্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক ঘটনাবলীর তালিকা খৃষ্ট পূর্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু ঐ তালিকার কোন্ কোন্ দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং কখন ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহণের দিন ব্যতীত সূক্ষ্মরূপে সময় নির্দিষ্ট হয় নাই। চীন-সম্রাটগণ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন; গ্রহণ বলিয়া দিতে না পারিলে উহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়; একজ্ঞ তর প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস হইতে বিরত করিবার জন্ত চীনগণ গ্রহণসময়ের ভরানক চাঁৎকার ও ঢকা, কাশী ইত্যাদি বাজ করিত। চীনদিগের বর্ণিত ঐ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টেলমির পূর্ব্ববর্তী একটা রাজ্য গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। বাহা হউক, বহু পূর্ব্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের কালাবর্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিত। গ্রহণের ঐ কালাবর্ত মিটন (Meton) গ্রীসে প্রচার করেন; ভদ্রবধি উহা মিটনিক কালাবর্ত (Metonic) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী পূর্বে ইহার শঙ্কুছায়া দ্বারা ক্রান্তিপাত নিরূপণ করিত। চীনগণ বলে, ২২১ পূঃ অঙ্গে সম্রাট হিংছি হংটি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ তর করিয়া কেলেন, তজ্জন্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ ও গণনানিয়মাণি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ষ্ট্রী ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অরনচলনের (Precession of the equinoxes) বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্বে হইতেই গ্রহণের গতির বিষয় অবগত ছিল।

প্রাচীন কাল্দীয়গণ প্রত্যেক দর্শন করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ববর্তী আচার্য্যদিগের প্রণীত নিয়মাবলী অমূল্যরূপে করিয়া জ্যোতিকগণের উন্নয়ন ও গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার করিলে আরিষ্টটল্ আলেকসান্দ্রার আদেশে তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বর্ণনা অতিরিক্ত বলিয়া অনেকে অস্বীকার করেন। টেলমি ইহা হইতে ৩টা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাচীনটা ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দের অধিক পুরাতন নহে। ঐ সকল গ্রহে গ্রহণসময়ের ঘণ্টামাত্র নির্দিষ্ট এবং সূর্য্যাদির প্রত্যংশের পান পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রহণ দৃষ্টে স্থানি চক্ষের গতির শীঘ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্বে যে বেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। কাল্দীয়গণের সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণের আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার ৬৫৮৫ দিনে একটা কালাবর্ত ঘরিত। এই সময়ে ২২৩টা চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও প্রত্যংশের পরিমাণাদি প্রায় অমূল্যরূপে হইয়া থাকে। ইহার জলঘড়ি দ্বারা সময়, শঙ্কুছায়া দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত এবং অর্দ্ধচক্রাকৃতি সূর্য্য-ঘড়ি দ্বারা গগনমণ্ডলে সূর্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্দীয়গণই সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্কার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উক্ত অঙ্গের ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বৃধ ও শুক্রগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহার জানিত। কিন্তু ঐ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

ইহাদের কয়েকটা পিরামিড যেরূপ সূক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে নির্মিত, তাহাতে অনেকে অস্বীকার করেন, জ্যোতিকমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহার নির্মিত হইয়াছিল। বাহা হউক, কিরূপে ছায়া দ্বারা পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেলুস সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগকে শিক্ষা দেয়। মিসরীয়গণ তাহাকে বলে, সূর্য্য হইবার পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ম্মণ্য ও হীনাবস্থা ছিল।

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কর্তা। খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্বে থেলুস (Thales) গ্রীকদিগের মধ্যে

জ্যোতির্বিদ্যা প্রচলিত করেন। ইনিই সর্বপ্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে পৃথিবীর গোলময় প্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিক-দিগকে যবতারার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ভলুক (Ursa Menor)-নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিগ্ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু খেলসের অনেক মত অসঙ্গত; তন্মধ্যে একটা এই, ইনি পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রাক্লিত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেন।

খেলসের পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণের কয়েকটা মতের সহিত আধুনিক মতের সোসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

আনেক্সিমান্ডিস (Anaximandis) নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আন্থিক আবর্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে পৃথ্যালোকে দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে নদীপর্কতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্তী গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানগণের মধ্যে পিথাগোরাস প্রাধান্য। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহার চতুর্দিকে পরিক্রমণ করিতেছে। ইনিই সর্বপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুক্রতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্তু ইহার মত ইহার পরবর্ত্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে কোপার্নিকাস (Copernicus) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐমত বিশদরূপে সমর্থন করেন।

পিথাগোরাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আলেক-সান্দারের সমকালবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে সকল জ্যোতির্বিদ্যে প্রচলিত হন, তন্মধ্যে মিটন (Meton) (খৃঃ পূঃ ৪৩২) সুনামখ্যাত কালাবর্ত্ত প্রচার, ইউডোজাস গ্রীসে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং সিরাকিউজবাসী নাইসেটাস (Nicetas) মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আন্থিক আবর্তন স্থির করেন।

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্ততার আলেকসান্দ্রিয়ানগরে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য প্রথরবৃদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনা-প্রসূত বলিয়া গণ্য ছিল; ঐ সকল আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধতাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানগণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের কক্ষ এবং ত্রিকোণমিতিক বস্তাদি সাহায্যে তারা প্রভৃতির কোদিক দূরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত

পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে সূর্যমণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর পরিমাপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

এই জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে টিমোচারিস (Timocharis) ও আরিস্টাইলস (Aristyllus) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তিকালে হিপার্কাস্ জ্যোতির্বিজ্ঞানগতি (Precession of the equinoxes) নির্ণয় করেন। অটোলিকাস্ (Autolycus)-প্রণীত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীক-ভাষায় সর্ব প্রাচীন।

ইহার পর পুরোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা প্রেষ্ঠতম জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস্ (Hipparchus) জন্মগ্রহণ করেন (১৬০—১২৫ খৃঃ পূঃ)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উদ্ভাবন ও স্বয়ং জ্যোতির্বিজ্ঞান ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি প্রায় ১০৮১টা তারার অবস্থান নির্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত করেন; ঐ তালিকা ইহা প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্ অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্বতন জ্যোতির্বিজ্ঞানগণ অপেক্ষা দৃষ্টরূপে সূর্যের গতির গড় হ্রাস বৃদ্ধি এবং সৌর বৎসরের পরিমাপ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্দ্রত্ব, মন্দকাল ও চন্দ্রকক্ষার বক্রতা নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহার প্রায় দুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্দ্রিয়ানগরে টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১০০—১৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞান, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন।

ইহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিক্রমণ (Libration of the Moon) প্রাধান্য। আলোকের বক্রীভবন ইহার আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তন্নিমিত্ত তাঁহার আরও কয়েকটা ভ্রাম্যক মত তৎপরবর্ত্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি দেখ।] হিপার্কাস্ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত বর্ণন ও অনেক স্থলে দৃষ্টরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপার্কাসের মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নতি একরূপ শেব হইল। তৎপরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞান কলিতজ্যোতিষের আলোচনা এবং পূর্ব পূর্ব জ্যোতির্বিদগণের মতাদির টীকা, সমালোচনা ও সংশোধনাদি করিয়াই কাল হইলেন।

ইহার পর আরবিগণের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ

পণ্ডিতগণ অঙ্গগ্রহণ করেন। ৭৬২ খৃঃ অব্দে আরবগণ জ্যোতিষ আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মন্সুর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হরুণ-অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিজ্ঞার বখেট উন্নতিসাধন ও আলোচনার বখেট উৎসাহ প্রদান করেন। শেষোক্ত সম্রাটের স্বয়ং জ্যোতির্বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিতেন। বাহা হউক আরবগণ এই বিজ্ঞার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহার গ্রীক জ্যোতিষকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণনা ও গ্রহ পর্যবেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক হৃদয় হইত। ইহার ক্রান্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও হৃদয়রূপে এবং অয়নান্ত বর্ষ (Tropical year) প্রায় সেকেন্ড পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। অল্-বাতানি (৮৮০ খৃঃ অব্দ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্বিদ। ইনি সূর্যের মনোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন।

হিপার্কাস্ হইতে কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক জ্যোতির্বিদ অঙ্গগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্-বাতানি সর্বপ্রধান জ্যোতিষ-পর্যবেক্ষক।

ইবন্-মুনি (১০০০ খৃঃ অব্দ) নামে জনৈক মিসরীয় অক্ষাংশবিদ পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্দ্রক নিরূপণ করেন। ইনি দিগলর হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তন্মধ্যে ইহার অনেক গণনাদি আছে। ঐ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার সময়ে ত্রিকোণমিতি অক্ষাংশ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পারস্যের উত্তরভাগে জলিস্থার উত্তরাধিকারিগণ একটা মান-মন্দির নির্মাণ করেন; তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সময়কালে তৈমুরের একজন পৌত্র ১৪০৩ খৃঃ অব্দে তারাগণের একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা তাত্‌কালিক সকল তালিকা অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞার অবনতি এবং পশ্চিমযুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৩০ খৃঃ অব্দে জর্জিয়ার ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে আরবী আলম্যাগেস্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খৃঃ অব্দে ক্যাস্টাইলের দশমঅলফো আরব ও যিহুদীদিগের সাহায্যে যুরোপীয় ভাষার সর্বপ্রথম জ্যোতিষ বিষয়ক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞা আলোচনার পোকে উৎসাহ বর্জন করেন। ঐ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে একতাব্যাপ্য।

১২২০ খৃঃ অব্দে হোলিউড (Holy wood) নামের টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অনু দি স্ফিয়ার্স (On the spheres) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। ঐ পুস্তক তৎকালে খুব প্রসংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বিজ্ঞার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। তবে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

তৎপরে বিখ্যাত কোপার্নিকাস্ আবিষ্কৃত হন (জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইনি প্রচলিত টলেমির মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটা বিস্তৃত মত উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। কোপার্নিকাস্ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিস্তৃত মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের কথিত মতের ছায়া। ইহার মতে সূর্যমণ্ডল ত্রক্ষাণ্ডের কেন্দ্রে স্থলে অচলভাবে অবস্থিত; ইহার চতুর্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন দূরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকাল-পরিচিত সূর্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী গ্রহগণের নাম যথা—সূর্য, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সৌরজগৎ হইতে করনাতীত দূরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। তারাগণের পূর্ণ হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আন্থিক আবর্তন জন্ত উহা সংঘটিত হয়। এবাদ আছে, কোপার্নিকাস্ এইরূপ মত প্রচার করিতে সাহসী না হইয়া উহা কথিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু হাম্বলট্ (Humboldt) বলেন, কোপার্নিকাস্ তেজস্বিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত On the revolution of the heavenly bodies নামক পুস্তকছাপা দেখিয়া অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক দণ্ডী পরেই তাহার প্রাণনাশ হয়।

কোপার্নিকাসের পরবর্তী রেকর্ডি (Record) ইংরাজী ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞা ও গোলকতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম রচনা করেন।

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্বিদ অঙ্গগ্রহণ করেন, টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিদ্রবী, অধ্যবসায়ী

ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্বিদ। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অব্দে গতানু হন।

টাইকো ব্রাহি কোপনিকাসের মত খণ্ডন করিতে সিয়া অপবশভাগী হইয়াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপনিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবে গণ্য হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্রাহি স্থির নক্ষত্র সকলের একটি বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত, চন্দ্ৰের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্র-গতি (Refraction) নির্ণয় করেন।

টাইকো-ব্রাহির অমুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কেপলার (Kepler) জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্দ)।

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অনুযায়ী কেপলারের নিয়মাবলী (Kepler's Lanes) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপনিকাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন।

গ্যালিলিও (Galileo) জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ অব্দ) সর্বপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ।]

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠের বন্ধুরত আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারিচন্দ্ৰ, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য্যমণ্ডলে কলক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা প্রভৃতি অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নূতন মতের প্রবর্তনা জ্ঞান যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অবশেষে তাঁহাকে মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকূলাচরণ করুন এবং দার্শনিকগণ যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত অগতির প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে।

ইহার পর ইংলণ্ডে জ্যোতির্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব্দ) প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম (Logarithm) দ্বারা জ্যোতির্গণনার অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, পরিমাপ ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্যাসিনি (Cassini) রাশিচক্রে আলোক (Zodiacal light), বৃহস্পতির চন্দ্ৰচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া

উহাদের গতি, শনিগ্রহের দুইটা বলয় ও চারিটা চন্দ্ৰ প্রভৃতি অনেক আবিষ্কার করেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও তাহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃদ্ধ হইতে পক্ষ আঁতা পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন ঐ মহান আবিষ্কারে মনোযোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই*। ইহা ভিন্ন নিউটন সূচীক্ষেদ্রাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর দ্বিৎ চেপ্টা গোল আকার, চন্দ্ৰ ও জোয়ারভাটার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।

নিউটনের সমকালে ফ্লামস্টিড (Flamsteed), হ্যালি (Hally) প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ভাষা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের দূরবীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক নক্ষত্রের সৃষ্টি ও অক্ষাংশের উন্নতিহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহতী উন্নতি সাধিত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হার্শেল ইউরেনাস (Uranus) নামে একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪০ ফিট দীর্ঘ দূরবীক্ষণ সাহায্যে ছায়াপথ বিশিষ্ট করিয়া তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনাসের দুইটা চন্দ্ৰ, শনিগ্রহের আরও দুইটা চন্দ্ৰ প্রভৃতির বিষয়, নীহারিকার রহস্য এবং দ্বন্দ্ব (Double stars) ও ত্রি (Triple stars) তারকা আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও অনেকানেক জ্যোতির্বিদগণের অধ্যবসার শুণে ও যজ্ঞাদির সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর আরম্ভেই ৪টা ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এ পর্য্যন্ত (১৮৯৫ খৃঃ অব্দ) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা।

ইউরেনাস গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অনেকে অমুমান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্য কোন অনির্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জ্ঞান সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার (Leverrier) নামে জটনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্বিদ ইহা দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত ঐ গ্রহের আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত নিশ্চয়

* নিউটনের বহু পুঙ্খানুপুঙ্খ "আকর্ষণিক" নামে মাধ্যাকর্ষণ ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গোলাধার ২৫৭)

করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বাসিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্রহ বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্বে কেপ্তিউজ নগরে এডাম্‌স্ (M. Adams) আরও সূক্ষ্মতর গণনা দ্বারা নেপচুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহা চালিসকে (M. Challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি হুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্যমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন।

এখন যুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। প্রায় সকল সূক্ষ্মতা দেশেই জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতির্বিদগণের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তথ্য বাহির হইয়া, জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্বির ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদগণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশ-মণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সূক্ষ্মরূপে নির্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনা সকল বর্তমানের স্থায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটো-গ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন যুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিজ্ঞা অশূন্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিঃ শাস্ত্রঃ অধীতে উদ্গা-
দিষ্যৎ ঠক্। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

জ্যোতিষিন্ (ত্রি) জ্যোতিষঃ জ্ঞেয়ম্ভেন অন্ত্যন্ত ইনি।
জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ।

জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিষশাস্ত্রাঃ ইতি-অচ্চা ত্রীপ্। তারা।

জ্যোতিষ্ক (পুং) জ্যোতিষিণ্যে কারতি কৈ-ক। ১ মেখিকা
বীজ, মেখী। (রাজনি*) ২ চিত্রকবুক, চিতে গাছ। চিত্রক-

বীজের তৈল দুই সহযোগে সর্জিকা ও হিন্দু মিশ্রিত করিয়া
ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকিৎসা
২৪ অ*) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৪ মেঘের শৃঙ্গভেদ,
এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়।

“তদীশভাগে ভক্তাদ্রে: শৃঙ্গমাদিত্যসন্নিভং।

যতং জ্যোতিষ্কমিত্যাহ: সদা পশুপতে: প্রিয়ং ॥”

৫ গ্রহতারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য
বহুবচনান্ত।

জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ্। জ্যোতিষতীলতা।

জ্যোতিষ্কং (ত্রি) জ্যোতিঃ কয়োতি জ্যোতিঃ কৃ-কিপ্।
আদিত্য। “জ্যোতিষ্কতো অধ্বরন্ত” (শব্দ ১০।৩৬।১)।

‘জ্যোতিষ্কতো আদিত্যাধ্যাত্ত তেজস:’ (সারণ)

জ্যোতিষ্কোম (পুং) জ্যোতিষি স্তোমা যন্ত বহরী (জ্যোতি-
রায়ুঃ স্তোমঃ। পা ৮।৩।৮৩) ইতি যত্বং। সুনামখ্যাত যজ্ঞ-
বিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ ব্রাহ্মণের
আবশ্যক এবং এই যজ্ঞ সমাপনান্তে ১২শত গো দক্ষিণা
দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।]

জ্যোতিস্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পথ্য ৬তং। আকাশ।

জ্যোতিষ্মৎ (ত্রি) জ্যোতিষশাস্ত্র মতুপ্। ১ জ্যোতিষ্যুক্ত,
প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ প্লক্ষবীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মৎ ত্রীপ্। (Cordiospermum
halicacabum) ১ লতাবিশেষ, লতা ফটুকী, বনউচ্ছে। হিন্দু-
স্থানে উমিজিনী, করহী, মালকঙ্গুরী বসিয়া থাকে। সংস্কৃত
পর্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, ফুটবন্ধনী, পুতৈতলা, ইঙ্গুলী,
পারাবতাক্ষি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতি-
র্লতা, সুপিল্লা, দীপা, মেখ্যা, মতিদা, দুর্জরা, সরস্বতী,
অমৃতা। সূক্ষ্ম জ্যোতিষ্মতীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, ককিৎ,
কটু, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্রদ,
দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি*) তীক্ষ্ণ ত্রণ ও
বিফোটকনাশক। (রাজব*) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক,
অত্যাঞ্চ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্তুতিপ্রদ (ভাবপ্রা*) *।

* ইহা একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহা আকৃতি উল্লেখ্য সূক্ষ্ম;
একতর ডাকা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার কল কোবা-
কার সূক্ষ্মআবরণ দ্বারা আবৃত ও তিনটি শিরায়ুক্ত মধ্যে তিনটি করিয়া
বীজ আছে, ঐ কল প্রথমাবস্থায় ককিৎ অল্প বর্ষ হয়, যদি কোনগতিকে
কেহ টিপ দেয়, তাহা হইলে পট করিয়া একটা। পদ্য হয়, এই অল্প বাল-
কের। ইহা কীড়ার জন্য ব্যবহার করে। ইহা দুই আতি, ব্রহ্মজাতীয়
জ্যোতিষ্মতী প্রায় বর্ষাদি প্রদেশে দেখা যায়, সহ্য জ্যোতিষ্মতী কান্দীয়াহি
প্রদেশে অধিক আছে।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত সপ্তপ্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

“বিশোকাবা জ্যোতিষ্যতী” (পাত* দ*) সম্বন্ধে প্রকাশ-
বতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পরিণামরহিত অতএব
হঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্বেধ্য সাধিত হয়,
সাদ্বিকপ্রকাশ হইলেই সর্বদা সুখ অমৃতত্ব হইতে থাকে,
তখন রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে
না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সম্বন্ধরূপ
ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্ধিত হয় ও সর্বপ্রকার
বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা
জন্মে। তখন জ্যোতিষ্যতী বা চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি
হয়। (পাত* দ*) ৩ অমিগুণী। [অমিলোক দেখ।]
৪ রাজি। (রাজনি*) ৫ নদীবিশেষ।

“সরস্বতী প্রভবতি তমাজ্যোতিষ্যতী তু যা।

অবগাঢ়ে হ্যাতয়তঃ সমুজ্জৌ পূৰ্ণপশ্চিমৌ॥” (মৎস্রপু* ১২.১৬৫)

জ্যোতিস্ (পুং) জ্যোততে হ্যাততে বা হ্যাত-ইহ্ন দ্য জাদেশ
বা জ্যাত-ইহ্ন। ১ স্ব্য। ২ অয়ি। (মেদিনী) ৩ মেধিকারক্ষ।
(রাজনি*) ৪ নেত্রকনীপিকা মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ।
(শব্দার্থচি) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ। (শব্দচ*) (ক্লী) ৭ স্বয়ং-
প্রকাশ, সর্বাভাসক চৈতন্য। ৮ অয়িষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যা-
ভেদ। ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণু স*) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে
পর্যব্যক্ত।

‘জ্যোতিষ্চরণাভিধানাৎ’ (বেদান্তহ* ১।১১।২৪) ‘চক্-

বৃত্তে নিরোধকং শার্করাদিকং তমঃ তস্তা এবাহুগ্রাহকাদিকং
জ্যোতিঃ’ (ভাষ্য) চক্ষুবৃত্তির নিরোধকারী শার্করী প্রভৃতিই
তমঃ, তাহার অহুগ্রাহক আদিতা প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজো
দ্রব্যমাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্ত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং
তত্ত্বং যত্র বহবী। জ্যোতিষ। রতুনন্দনকৃত জ্যোতিঃ সৃষ্টকীয়
গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই
সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ত্ব।

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ
গ্রন্থবিশেষ।

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিষের রথোহস্ত, জ্যোতিষঃ রথইব
বা। ১ ঋবনকত্র, জ্যোতির্মণ্ডল ইহাকে আশ্রয় করিয়া
আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্দিষ্টজাতীয়
সর্প। (বিষ)

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিষ্চ রসঃ, (বহু)। নক্ষত্র ও পারদরস।

“কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভা” (রাসা* ২।৯৪।৬)

জ্যোতীরূপস্বয়ম্ (পুং) জ্যোতিঃরূপং যত্র তাদৃশঃ যঃ

স্বয়ম্। ব্রহ্মা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্গর্ভ, এই ব্রহ্ম ইহার নাম
জ্যোতীরূপস্বয়ম্।

জ্যোৎস্না (ক্লী) জ্যোতিরন্তাত্মাং নিপাতনাং ন প্রত্যয়ঃ
উপধালোপশ্চ, (জ্যোৎস্নাতমিস্তেতি। পা ৫।২।১১৪) ১
কৌমুদী, চন্দ্রজ্যোতিঃ। পর্যায়—চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা,
চন্দ্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, সীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎস্নায়ুক্ত
রাজি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাধারী)
চলিত কথায় বিজ্ঞ। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, (রাজনি*)
কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

৪ শ্বেতধোবা। (রাজব*) ৫ দুর্গা।

“জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দ্ররূপায়ৈ স্বধায়ৈ সত্যতঃ নমঃ।” (চণ্ডী ৫ অং)

৬ প্রভাতকাল।

“জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্সন্ধ্যা যাতীবীয়তে।”

(বিষ্ণুপু* ১।৫।৩৬)

জ্যোৎস্নাকালী (ক্লী) সোমের কন্যা, ইনি বরুণপুত্র
পুঙ্করের পত্নী।

“রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ।

জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহ দ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ঃ॥”

(ভারত ৫।১৭ অং)

জ্যোৎস্নাদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিস্রা, কুণ্ডল, কুতূপ, বিসর্প,
বিপাদিক, এই কয়টা জ্যোৎস্নাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল
শব্দের উত্তর অং হয়।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎস্নাপ্রিয়া যত্র বহবী, চকোর।
(হেম*)

জ্যোৎস্নাবৎ (ত্রি) জ্যোৎস্না অন্ত্যস্ত জ্যোৎস্না-মতুপ।
জ্যোৎস্নায়ুক্ত।

জ্যোৎস্নাবৃক্ষ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার,
(ত্রিকা*) চলিত কথায় পিলসুজ।

জ্যোৎস্নী (ক্লী) জ্যোৎস্না অন্ত্যস্ত ইত্যণ্ ঙীপ্ চ। সংজ্ঞা-
পূর্বকস্ত বিধেয়নিত্যত্বাৎ ন রক্তিঃ।

১ চন্দ্রিকায়ুক্ত রাজি। ২ পটোলিকা। (অমর) চলিত
কথায় বিজ্ঞ। ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ*)

জ্যোৎস্নেশ (পুং) জ্যোৎস্নায়াদিশঃ ৬তৎ। জ্যোৎস্নার অধিপতি।

জ্যোতিব (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ্। জ্যোতিষ সৃষ্টকীয়।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিষঃ অধীতে বেদ বা উক্তাদি* ঠক্।
জ্যোতির্বিদ, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষাধ্যায়ী।

জ্যোৎস্ন (ত্রি) জ্যোৎস্না অস্তিত্বঃ ইত্যণ্। দীপ্ত, জ্যোৎস্নায়ুক্ত।

জ্যোৎস্নিকা (ক্লী) জ্যোৎস্না অস্তি যতঃ ইতি ঠক্ পূর্ববৃদ্ধি-
টাপ্ চ। জ্যোৎস্নায়ুক্ত রাজি। (শব্দর*)

জ্বর (পূং) অরতি জীর্ণোভবত্যানেন অর-করণে ঘঞ্। অরণ, শ্বনাম ষ্যাত রোগভেদ; পর্যায়—জুতি, অরি, আতঙ্ক, রোগ-পৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সজ্ঞাপ।

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য-দিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ ‘শরীরং ব্যাধি-মন্দিরং’ এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিকব্যাধি আশ্লেষ, সৌম এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও তামস এই দুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধরা হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ার্থ, কৰ্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যা-যোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগ-জ্বক কহে। শরীরদোষসম্বৃত রোগের নাম শারীরিক; ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাভিঘ্ননিত রোগের নাম আগজ্বক এবং প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভজনিত রোগের নাম মানসিক।

মনুষ্যগণ অরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং অজ্ঞাত যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত কারণ অর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই অর জন্মে। অর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অজ্ঞাত রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ জ্ঞাত ইহার নাম অর। অর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক ও হুশিকিংস্ত, অজ্ঞ কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। অর প্রাণি-গণের প্রাণনাশক; দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের সজ্ঞাপোৎপাদক; প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসরতাকারক। অরে শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ অরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং অরাক্রান্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, অর সকল রোগের রাজা, ক্লরকোপানলসম্বৃত এবং সৰ্ব-লোকপ্রভাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে ষ্যাত। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রাইই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও

মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কৰ্মফল দ্বারা দেবতা লাভ এবং কৰ্মফল ক্ষয় হইলে পুনরুদার স্বর্ণচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। দেহে দেহভাগ থাক। প্রযুক্তই মানবগণ অরের প্রভাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর ত্রিধ্যক্খ্যোনিজাত প্রাণিগণ অরে নিরতিশয় বিপর্যয় হয়।

হরিবংশে অরের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব বাণরাজার জন্ত ‘অর’ নামক একজন ঘোড়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে ত্রীকৃষ্ণ বলরাম ও প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার উদ্ধারার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাবিধি বাণের সহিত তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্য-সেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালাস্তক সদৃশ ভীষণমুষ্টি অর ভদ্রাঙ্গ লইয়া সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। অরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্থর সহস্র সহস্র ঘন গর্জিতের জ্বা, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিয়া জুড়ণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাক্রান্ত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত ক্ষিপ্তের জ্বা *। অর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরা-জিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ত্রীকৃষ্ণের সহিত অরের সৰ্বলোকভয়ঙ্কর ধ্বংস আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ত্রীকৃষ্ণ অরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উত্তত হইবেন, অমনি সে অতর্কিত ভাবে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন ত্রীকৃষ্ণের শরীরে অরবেশ হওয়াতে রোমাক্র, জুড়ণ, শ্বাসপতন, আলস্ত ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। ত্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শরীরে অরবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই অর বিনাশের নিমিত্ত অজ্ঞ এক অরের সৃষ্টি করিলেন। ত্রীকৃষ্ণ এই নবসৃষ্ট বৈষ্ণব অরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বায় বলে পূর্বপ্রবিষ্ট অরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উত্তত হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সেই সময় অরকে রক্ষা করিবার জ্ঞাত কৃষ্ণের উদ্দেশে একটা আকাশবাণী শ্রুত হইল। ত্রীকৃষ্ণ অরকে পরিত্যাগ করিলেন।

* অরের রূপ বর্ণনা সিদ্ধান্ত আনন্দিক নহে। বাহ্যে অরাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা তখন আর নিম্নলিখিতরূপই হইয়া থাকে।

অর কৃষ্ণের হস্তে জীবন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট একটা বর প্রার্থনা করিল। অর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, আপনি এসর হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে আমি ভিন্ন অস্ত্র কোন অর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। পূর্বের জায় তুমিই একমাত্র অর থাকিবে; দ্বিতীয় অর যাহা আমি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, উহা আমার শরীরে লীন হইবে। ত্রীকৃষ্ণ অরকে আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্পজাতির মধ্যে তুমি যেক্ষেপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুর্দশ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে ঐক্যাহিক, খোরক ও চতুর্ধক নামে বিচরণ করিবে। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কাঁট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফল মধ্যে আতুর্ধ্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উষর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোত্তেদ, পর্কত মধ্যে গৈরিক, গো মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া তুমি বিচরণ করিবে। তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণিমাতেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত অস্ত্র কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না।

অরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা উপাখ্যান আছে। পূর্বে জৈতায়ুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ ব্রতাবলম্বন করিলে অন্তরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন তিনি মহাদ্বা মহর্ষিদিগের তপোবিষ্য হইতেছে জানিয়াও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অশুভকল্প হইয়াও মহাদেবের প্রাণী বজ্রভাগ করন না করিয়া বজ্রের সিন্ধিকারক বেদোক্ত পাণ্ডপত মস্ত্র এবং শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আত্মবিশিষ্ট প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে দক্ষ কর্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং রোজ্রভাব অবলম্বনপূর্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়া বজ্রবিষকারী উল্লিখিত অশুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধায়িসম্বীর্ণিত শক্রনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে

দক্ষ প্রজাপতির বজ্র ধ্বংস হইল এবং দেব ও ত্রুতগণ সন্তুষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তুত করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাদিগের স্তুতবে সন্তুষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সর্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন ঐ ক্রোধায়ী মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভিলাষী দেখিল। তখন তাঁহার সমুদখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে অর স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে অরের সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্তাপ, অকৃতি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই গুলি অরের স্বাভাবিকী শক্তি।

সমনস্ত একমাত্র শরীরই অরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক অরের প্রধান লক্ষণ। অরে আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয় না, এরূপ প্রাণী জগতে বিদ্যমান নাই।

সাধারণতঃ জরাৎপতির কারণ দুই প্রকার—সামান্য এবং প্রধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারাদিই সামান্য কারণ এবং জল, বায়ু, দেশ, কাল প্রভৃতির দ্ব্যণ ভাব প্রধান কারণ।

শারীরিক বাতপিত্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ অরের প্রকৃতি। কোন অরই দোষের সংশ্লব ব্যতিরেকে কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই অরই ক্ষয়, পাণ্ডু ও মৃত্যু এবং দুষ্কৃতি হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

হুঙ্কতসংহিতায় লিখিত আছে অর অষ্ট প্রকার—ইহা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুদ্বারা কুপিত হইয়া আশাশয়ে গমনপূর্বক স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল সহযোগে রসধাতু আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বারা শ্বৈর ও রস-

* অরের ক্রোধসম্বৃত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অর স্বভাবতঃ পিত্তাশ্রয়, কারণ, ক্রোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্গ প্রকার অরেই পিত্তবিশাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য। বায়ুভ্রষ্ট ও বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উষ্ণ নাই এবং উষ্ণ ভিন্ন অর নাই। শ্বত্ৰুয়াং, সকল প্রকার অরেই পিত্তের পক্ষে যে সকল ত্র্য অহিতকর, তাহা পরিভাষ করা উচিত।

বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে অঠমানল মন্দীভূত হয়। সোমের একোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে অন্ন প্রকাশ পায়। অন্ন অগ্নিরা ক্রমশঃ বদ্ধিত এবং স্বক, মূত্র ও পুরীষাদি দোষা-
হুগারে বিবৰ্ণ হয়।

মিথ্যা আহার বিহার বা দেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত বা অন্ত কোন রোগোৎপত্তি হেতু বা শরীরে ত্রণাদি পাককালে অথবা শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা অত্যন্ত আহারাদির বা অতুর বিপর্যায় এবং ওষধি বা পুষ্ণ গন্ধ হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অতিচার বা অভিশাপ অথবা কালনিক শব্দা অন্ত এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা জীলোক-
দিগের স্তম্ভাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; এবং উদ্ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ অঠমানি বিক্লিপ্ত হইয়া সৰ্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সৰ্বদেহ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং সৰ্বদেহ এককালে বায় বদ্ধ হয়। শ্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে অন্ন বলা যায়। বায়ু পিত্ত স্নেহা ইহাদের একএকটি পৃথক্ ভাবে কিংবা দুইটি বা তিনটি একত্র দ্রুতি হইলে এবং আগন্তুক কারণে অন্ন জন্মে। অন্ন অষ্টবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈয়িক, বাতপৈত্তিক বাতস্নৈয়িক, পিত্তস্নৈয়িক, সারিপাতিক এবং আগন্তুক।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে মানবগণের অন্ন অগ্নিরা থাকে; যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাত-
পিত্ত, পিত্তস্নেহা, বাতস্নেহা, বাতপিত্তস্নেহা এবং আগন্তুক।

কক্ষগুণবিশিষ্ট বস্ত, লঘু বস্ত, শীতল বস্ত, পরিশ্রম, বমন
বিহরেন এবং আত্মপন, (নিরুহবতি) প্রভৃতির অতিশয় উপ-
যোগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ,
উষেগ, শোক, শোণিতপ্রাব, রাজিভাগরণ, এবং বিষম প্রকারে
(বিপরীত ভাবে) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু,
প্রকৃতি হইয়া উঠে। পরে সেই প্রকৃতিবায়ু আমাশয়ে প্রবিষ্ট
হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত
হয়; অনন্তর রস এবং শ্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন
ও পাকায়িকে মন্দীভূত করিয়া পকাশর হইতে উন্মাকে
বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়।
এই সময় বাত অঙ্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতজর হইলে নিরলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।
কণে কণে শারীরিক উষ্ণতাবের এবং অন্নবেগ ও

মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থার,
দিবসের অন্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ষাকালে এই অঙ্গের
আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে নথ,
নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্মের অত্যন্ত পরুণতা এবং
অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়।

শরীরে নানা প্রকার ক্লিষ্ট ভাব এবং নানা প্রকার চলাচল
বেদনা, পাদদ্বয়ে স্নিগ্ধিনি বেদনা, শিথিলকোষ্টেন অর্থাৎমাংস
মোড়া দেওয়ার স্থায় বোধ, জাহ্নু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ,
উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্বক, বাহু, অঙ্গ এবং বক্ষঃ
প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মুদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অব-
পীড়িত এবং অবতুরবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হৃৎস্তম্ভ, কর্ণে
বন্ বন্ শব্দ, শঙ্খস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষার রস
অথচ রসান্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কর্ণশোথ, পিপাসা,
হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুষ্কহৃদি, শুষ্ককাস, হাঁচি, উল্কারনিরোধ,
অন্নরসযুক্ত নিজীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, জৃম্বা,
বিনাম (বেদনা বিশেষ), কাম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ,
ভ্রম (চক্রস্থিতের স্থায় ভ্রমযুক্ত বস্ত দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা,
লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণবস্ত অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি
দ্বারা অল্পপশর এবং তদ্বিপরীত বস্ত দ্বারা উপশর প্রভৃতি
বাতজরের লক্ষণ।

উষ্ণ, অন্ন, লবণ, ক্ষার, কটু, শুষ্কপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত
তীক্ষ্ণরসযুক্ত বস্ত দ্বারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং
অতিশয় অমিসত্ত্বাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ
সচরাচর পৈত্তিক অঙ্গের আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার
ব্যক্তিদ্বিগের শরীরগত পিত্ত প্রকৃতি হইয়া আমাশর হইতে
উন্মাকে প্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং শ্বেদবহ-
স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পিত্তের দ্রব্য হেতু অঠমা-
নিকে মন্দীভূত ও পকাশর হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্লিপ্ত
করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সন্নিবিষ্ট হইলে
পিত্তজরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্তজর হইলে এক
সময়েই অঙ্গের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়।

আহারের পরিপাকাবস্থার, মধ্যাহ্ন সময়ের, অর্দ্ধরাত্রের এবং
প্রায়ই শরৎকালে এই অন্ন প্রকাশ পায়। এই অঙ্গের মুখে কটু
রসতা এবং নাসিকা, মুখ, কর্ণ, এবং তালুদেশে পক্‌তা বোধ;
ভৃক্ষা, ভ্রম, মোহ, মূছা, পিত্তবমন, অতীসার, আহারে
অপ্রস্তুতি, বর্ষ, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কেঠিরোগের
উৎপত্তি হয়। নথ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্মের অত্যন্ত
হরিণবর্ণতা অথবা হরিজাবর্ণতা জন্মে। শরীর অতি-
শয় উষ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজরাক্রান্ত

ব্যক্তি নীতল স্থানে থাকিতে ও নীতল জব্য ভক্ষণ করিতে অতি-শয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্ত্রসমূহ দ্বারা ইহার অঙ্গুণশর এবং তথিপরীত বস্ত্রদ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

শিথ, মধুর, শুষ্ক, নীতল, পিচ্ছিল, অন্ন এবং লবণ প্রভৃতি জব্যবাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং বাহারা দিবানিহা, হর্ষ ও ব্যাঘ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের স্নেহা প্রকৃপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ সৈন্যিক অর্থাৎ কক্ষজের আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহা-দিগের প্রকৃপিত স্নেহা আশ্রয়ণে প্রবেশ করিয়া উন্নয়ন সহিত মিলিত ও ভুক্তব্রব্যের পরিপাক জন্ত রসধাতুকে প্রাপ্ত হয়। পরে রস এবং বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পূর্বক পকাশর হইতে উন্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়া হেতু কক্ষজের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক সময়েই কক্ষজের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত হয়। ভোজন মাংস, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে ও প্রায়শঃ বসন্তকালে এই জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকারে শরীরের শুষ্কতা, আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখ নাসিকাদি দ্বারা কক্ষজ, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, হৃদয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্তিমিতভাব (আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত বোধ), ছর্দি, অগ্নির মুহুতা, নিদ্রার আধিক্য, হস্তপাদির তত্ত্বতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নথ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্মেণ অন্ত্যস্ত নীতলতা অমুভব এবং শরীরে নীতলস্পর্শ পীড়কার উপায় হয়। কক্ষজ-ক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গুণশর এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট-বস্ত্র দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

বিষমশন (অভ্যাশের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন), অনশন, গতুগরিবর্তন, গতুবাগতি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতুতে স্বচ্ছদ্বারী গ্রীষ্মশীতাদির অভাব), অসহ-নীর গন্ধাদির আশ্রয়, বিবদ্বিষিত জলপান অথবা সংযোগ, বিষের উপযোগ, পর্কতাদির উপস্বেষ, স্নেহ, বেদ, বমন, আহা-পন, অঙ্গবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অথবা প্রয়োগ, স্ত্রীদিগের বিষম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের পর অহিতাচারাদি ও পূর্বোক্ত বাতপিত্তস্নেহা জন্ত সকলের মিত্রিত্ব হেতু শিরাবের অথবা ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য দ্বারা একই সময়ে বায়ুপিত্ত কক্ষ প্রকৃপিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার প্রকৃপিত দোষসমূহ উল্লিখিত আ-পূর্বিক জর আনয়ন করে। এই জ্বরের লক্ষণসমূহের মিত্রি-

ভাব বিশেষ বর্ণন করিয়া ছই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে স্বল্প এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সারিগাতিক জর বলা হইয়া থাকে।

অভিঘাত, অভিঘল, অভিচার এবং অভিশাপ হেতু অথ-পূর্বক আগন্তক জর জন্মিয়া থাকে।

আগন্তকজর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাতঃ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কক্ষ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্ত জ্বরে বায়ু শরীরগত হুই শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিঘল জর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু জর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয়।

আগন্তক জরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী; ইহার চিকিৎসা ও সমু-খানের বিধি জন্ত প্রকার জর হইতে পৃথক।

শুষ্ক সন্তাপ দ্বারা অমুভূত জরকে অভিগ্রায় বিশেষ হেতু দোষজ ও আগন্তক ভেদে ছই প্রকার বলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্য হেতু জর বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও সপ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়।

বিষভক্ষণ জন্ত আগন্তক জ্বরে রোগীর মুখ শ্রামবর্ণ, অতি-সার, জ্বরে অরুচি, পিপাসা, তৌদ (স্বচিবিহবৎ বেদনা) এবং মুচ্ছা উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ্ণ ও বধির জ্ঞান হেতু জর উৎপন্ন হইলে মুচ্ছা, শিরোবেদনা, ক্ষবধু (হাঁচি) এবং বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষাধুরূপ রমণীপ্রাপ্তি-হেতু জর উৎপন্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও জ্বরে অরুচি জন্মে; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে। কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজর হইলে মুচ্ছা, শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তন্যধরে ও বদনে বর্ণো-লম এবং ক্রনয়ে দাহ জন্মে।

কখন কখন জ্বর ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধ জন্ত জ্বরে কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাত্ত্বিকজ্বরে উবেগ, অনর্থক হাত ও রোদন এবং শরীর-কম্পন জন্মে। কখন কখন এই জ্বরে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ এবং পিপাসা উপ-স্থিত হয়। বাগ্ধত বলেন, এই জ্বরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে শারীরিক উষ্ণতা, বিফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মুচ্ছা জন্মে। এই জর প্রত্যাহই বন্ধিত হইতে থাকে।

প্রাপ্তি, অরতি (কার্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরত, নয়নদ্রব (চক্ষু হুলহল করা), শীত, বায়ু ও মৌসে মুহুহ ইচ্ছার পরিবর্তন, জন্ত, অঙ্গমর্দ (পাত্রেণ কামড়ানি), শুষ্কতা,

রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রসন্নতা ও শীতাত্ত্ব এই সকল লক্ষণ জরের কিঞ্চিৎ পূর্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্ত জরে অতি জ্বর, পিত্ত জন্ত জরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত জরে অগ্নি অরুচি হয়। ত্রিদোষ জরে সকল লক্ষণ এবং বন্দজ জরে দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, বাস, তন্দ্রা, অকস্মাৎ, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, শুভ্র, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিণামক, উদ্বাহ, দস্ত্রাববর্ণ, দন্তের মলিনতা, জিহ্বা ধ্বংসার্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদোষে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ নাসিকা প্রভৃতি শ্রোত পথের পাক, জ্বর (কৌথ পাড়া), অচৈতন্ত, শ্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অন্ন নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ জরে লক্ষিত হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় জরের পূর্বলক্ষণ নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মুখের বৈরত, শরীরের শুষ্কতা, অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণতা, চক্ষুঘরের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, অরুচি, জ্বা, বিনাম, বেপথু (কম্প), ভ্রম, ভ্রম প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দ, শীত, বাত এবং আতপ প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাষ, অরুচি, অপরিপাক, শরীরের দুর্বলতা, অঙ্গমর্দ, অঙ্গের অবসন্নতা, অন্ন-প্রাণতা (শারীরিক বলের অন্নতা), দীর্ঘস্থতা, অলসতা, উপস্থিত কার্যের হানি, নিজ কার্যের প্রতিজ্ঞতা, গুরুজনের বাক্যে অভ্যাস, বালকের প্রতি বিবেচ প্রকাশ, নিজ ধর্ম্যে চিন্তারাহিত্য, মালাধারণ, চন্দনাদি সেপন, ভোজন, ক্রেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিবেচ প্রকাশ এবং অন্ন, লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি। জরের প্রথমাবস্থায় সত্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

অনতি-উষ্ণ বা অনতি শীতলগাত্র, অন্নসংজ্ঞা, ভ্রাস্তৃষ্টি, বরভঙ্গ, জিহ্বা ধ্বংসার্শ, কর্ণভঙ্গ, পুরীষ মূত্র ও শ্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সূর্য (রক্তনিমীষন) ও নিভেজ (বৃক্ বেদ ভাঙ্গিয়া পড়ে), অগ্নি অরুচি, শরীর প্রত্যাহীন এবং বাস ও প্রলাপ এই লক্ষণগুলি অভিজ্ঞাস অথবা হতোজা নামক সারিগাতিক জরে * প্রকাশ পায়।

* চরকের মতে সারিগাতিক জর ১৩ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিনপ্রকার বর্ণা—বাতোষণ, পিত্তোষণ, কফোষণ। দুই দোষের আধিক্যে ৩ প্রকার বর্ণা—বাতপিত্তোষণ, বাতকফোষণ, পিত্তকফোষণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং অধিকতা ত্রেয়ে ৬ প্রকার, বর্ণা—অধিক বাত, অধিক পিত্ত, হীনকফ, অধিক বাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ এইরূপ ছয়প্রকার এবং তিনদোষেরই সমভাবে উৎপন্ন একপ্রকার। অয়েদনপকার সারিগাতিক-

সারিগাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। অতি-জ্ঞাস রোগে নিজা, ক্ষীণতা ওজোহানি ও গাত্র নিশ্পন্ন হইলে সংজ্ঞাস নামক সারিগাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি জন্ত ওষুঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রশূন্য ও শীত হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপ-বিশিষ্ট অন্ন লোমাক্ষিত, শিথিল, অন্নভাপ ও বেদনামুক্ত হয়। ইহা ওষুঃধাতু নিরোধ জন্ত ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, দশম অথবা ষাটশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে হয় এককালে রোগের শান্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়।

দুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জর জন্মে তাহার নাম বন্দজ। বন্দজ তিনপ্রকার—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জ্বা, আধান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিহানে বেদনা, দেহের ক্লেশতা ও অভিভাণ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এই গুলি বাতশৈতিক জরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের শুষ্কতা, অরুচি ও বিষ্টন্ত এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, শুভ্র, শ্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাশ, অঙ্গের অবসাদ, বমনোচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জরমুক্ত, ক্লেশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অন্নাবশিষ্ট দোষ বায়ুজ্ঞাতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটা কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ প্রকার জর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার জর সর্বদা অজ্ঞাত্যাক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে খ্যাত *। দিবসারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একস্থান হইতে অল্পস্থানে গমনপূর্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জর প্রকাশ করে। প্রলেপক জরে ধাতুঃশোষিত হয়। দোষ

কের নাম বর্ণা—বিকারক, আগুকারী, কম্পন, বমন, শীতকারী, তন্দ্র, কুটপাকল, সংমোহক, পাকল, বাস, ক্রচক, কর্ণটক এবং বৈদারক।

[সারিগাতিক দেখ।]

* আমাশয়, জ্বর, কর্ণ, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটা কফের স্থান। বিবাতাপ এবং রাত্রিকাল এই দুইটা জরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে একটা প্রকোপের কালে দোষ স্থানে বীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জর প্রকাশ করে। ইহাকে অজ্ঞাত্যাক জর কহে। এই জর প্রত্যহ বিবাতাপে একাপগাইয়া রাত্রিকালে অথবা রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়া বিবাতাপে বসে হয়; পুরস্কৃত সেইকালে জ্বরে দোষলীন থাকে। দোষ-স্থানে হিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জর উৎপাদন করে। ইহাকে তৃতীয়ক জর কহে। এই জর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় স্থিত করিয়া জর উৎপাদন করে। এই জর দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়; ইহাকে চাতুর্থক জর কহে।

হুই তিন বা চারিটা ককনান আশ্রয় করিয়া বিপদীয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে * ।

কেহ কেহ বলেন, বিষমজ্বর স্তম্ভবতই হইয়া থাকে । বাহ্য হটক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয় । তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও মজসজ্বজ্বর পিত্ত জন্ম হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মাপ্রধান বাতশ্লেষ্মা জন্ম প্রলেপক জ্বর জন্মে । সূক্ষ্ম অম্লবদ্ধ হইয়া যে সকল বিষম জ্বরের উদয় হয়, তাহা প্রায়ই দ্বিদোষ জন্ম জন্মিয়া থাকে ।

কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মাকর্তৃক শীত প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শাস্তি হইলে জ্বরাস্তে পিত্ত হেতু দাহ জন্মে । আবার কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্ত কর্তৃক দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হেতু শীত হয় । এই দুই প্রকার জ্বর দম্বল কারণে জন্মে । এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য ।

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টি দোষের কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জ্বর হয়, সে জ্বর সহজে বিচ্ছেদ হয় না ; এই জন্ম ইহাকেও বিষম জ্বর কহে । বেগের শাস্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয় ; কিন্তু দ্ব্যস্তরে নীন থাকে বলিয়া হৃৎস্পন্দপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না । জ্বরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অন্নদোষ অহিতাচার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে ।

শুক্লদোষ সকল রসবাহী শ্রোতদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সত্ত্ব জ্বর উৎপাদন করে । সত্ত্ব জ্বর নবজ্বরের জ্ঞায় দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত । অস্ত্রোচ্ছ্রাক মাংসগত । তৃতীয়কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থকজ্বর মজ্জা ও অস্থিগত । এই জ্বর অতি ভয়ানক । তৃত্যতিবঙ্গ জন্ম জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন । সাতদিন দশদিন বা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয়, তাহাকে সত্ত্বজ্বর বলে । সত্ত্বজ্বর জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে ছুইবার উদয় হয় । অস্ত্রোচ্ছ্রাক প্রতিদিন একবার, তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয় । দোষবেগের উদয়কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ মধ্যে

শাস্তভাবে থাকে অথবা দোষের পরিণাম হইয়া এককালে জ্বর ত্যাগ হয় । শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্ম জ্বর বলে । ইহাতে * প্রায়ই বাতশিত্তের প্রাবল্য থাকে । ভ্রম, জ্বর ও অভিঘাত জন্ম বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্বক জ্বর উৎপাদন করে । সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হটক না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার একটি বা দুইটি দোষের লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে ।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও বথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন ভাবভাবে থাকে । এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য ।

জ্বর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও জ্বরের ভেদে, অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই প্রকার । দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সত্ত্ব, সত্ত্ব, অস্ত্রোচ্ছ্রাক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচপ্রকার ; রস রক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাত পিত্তাদি ও আগন্তুক কারণ ভেদে আটপ্রকার ।

যে জ্বর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে জ্বর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজ্বর কহে । চিত্তের বিহ্বলতা, অরতি এবং মানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ । আর ইজির সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ ।

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে শীত ও উষ্ণ উভয় প্রকারই ইচ্ছা করে ।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, বর্ণরোগ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ এই সমুদায় অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ ।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অন্তত বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ ।

আমায় হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয় । অতএব জ্বরের পূর্বকণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহারীয় জল অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা লক্ষ্যমান করা কর্তব্য । তদনন্তর কবারপান, অভ্যাস, শ্বেদ, প্রস্নেহ, পরিষেক, অম্ললেপন, বমন, বিরোচন, আত্মপান, অম্বদান, উপশমন, সত্ত্বকর্ম, ঘৃণপান, অন্নন এবং কীর্ত্তোজন প্রভৃতি জ্বরের প্রকার ভেদে বথাবোধ্য বিধেয় ।

জ্বর রোগ হইলে শরীরে শুষ্কতা, নীনতা, ঔষেগ, অজীব-

* অভিঘাত জ্বর শরীরে বাত, দোষ এবং বিষপূর্ণ হয় ।

* চাতুর্থক জ্বর একদিন জ্বর ছুইদিন দুইদিন নয় থাকে, বিপদীয় এক দিন নয় থাকিয়া দুইদিন জ্বর থাকে । সত্ত্বজ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার প্রকাশিত ও দুইবার উদয় হয় । কিন্তু সত্ত্বজ্বর বিপদীয় অথবা জীব জ্বরভোগ হইয়া থাকে ।

সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অক্লেশন এবং জ্বলন উপস্থিত হয়।

রক্তস্রব্ব অরে রক্তজনিত পিচ্ছিকা, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ সরক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমতা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রাণ উপস্থিত হয়।

যাংস্রব্ব অরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, মানি, অতি-সার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অক্লেশন লক্ষিত হয়। অর মেদস্রব্ব হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, প্রাণ, অরতি, সুখের দৌর্গন্ধ, অনস্থিত্য, মানি এবং অরুচি জন্মে।

অর অস্থিগত হইলে বমন, বিরচন, অস্থিভেদ, কঠক্লেশন, অক্লেশন এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।

অর মজ্জাগত হইলে হিকা, শ্বাস, কাস, অক্লেশন, মর্ষোচ্ছ্বাস, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

শুক্রস্রব্ব অরে আত্মা শুক্রকরণ ও প্রাণবায়ুর বিনাশ করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে।

অর রস ও রক্তাপ্রিত হইলে সাধ্যা; যাংস্রব্ব, মেদ এবং অস্থিগত হইলে কক্লসাধ্যা আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

দোষ সকল সংকট হউক অথবা সান্নিপাতিকই হউক, সুপিত ও রসের অম্লগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্নির নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উদ্ভা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া স্রোত সকল রুদ্ধ করে; পরে সমস্ত দেহে ব্যাধি ও প্রবল হইয়া দেহে অত্যন্ত সত্তাপ উৎপাদন করে। ঐ সময় মায়ুষের সর্দা উচ্চ হয়।

নূতন অরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে স্রোত সকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না।

অরুচি, অবিপাক, উদরের শুষ্কতা, হৃদয়ের অবিক্রি, তন্দ্রা, আলস্ত, অবিচ্ছেদ্য সর্দা কঠিন অরের ভোগ, দোষের অপ্রযুক্তি, লালাস্রাব, ক্লান্ত (গা বমি বমি), ক্ষুধানিশ, সুখের বিশদতা, শরীরের শুষ্কতা, স্রব্বতা, শুষ্কতা, স্রব্বাধিক্য, মলের অশ্লিষ্টতা এবং শরীরের অক্লেশন—এইগুলি আম-অরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ ত্রবধাতু সকলের শুষ্কতা, শরীরের লঘুতা, অরের মুহুতা, দোষপ্রযুক্তি (মলস্রাবাদির উৎসর্গ), এবং অটোহ ভোগ—এইগুলি নিরাম অরের লক্ষণ।

নবজন্মের শিশুরা, মান, অজ্ঞান, শুক্লতর আহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্বমিকের বায়ু সেবন, ব্যায়াম এবং কথারবৃত্ত বস্ত্র সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যিক।

কর, নিরাসবায়ু, ভ্রম, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিভ্রম

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কোন কারণে অর হইলে প্রথমে উপবাস করা উচিত। উপবাস কলমারক হইলেও বাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে, কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার ফল হইতে পারে না।

তরুণজন্মে উপবাস, খেদ, ক্রিয়া, বস্যাং আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অশ্লিষ্টরসের পরিপাক হয়।

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় জনিত নূতনজন্মে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও মত্তপানজনিত রোগমাত্রই তিক্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পান করা কর্তব্য। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাতক, অরুচ, স্রোতঃশোধক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

তরুণজন্মে পিপাসা ও অরের শাস্তির জন্য মুখা, ক্ষেত-পাণ্ডা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঠ এই সমুদায় দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ হয় এবং বমির উষেগ থাকায় ঐ দোষ আপনা হইতে নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমন-কারক ঔষধ-প্রয়োগ করিয়া অরের মুখীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অত্থা তরুণজন্মে রোগীকে যতপূর্ব্বক বমন করান উচিত নহে। কারণ বলপূর্ব্বক বমন করাইলে অসহ্য হস্ত্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। অরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ু জন্ম হইলে স্বচ্ছ দ্রুতপান, পিত্তজন্ম হইলে বিরচন এবং কফজন্ম হইলে মুহু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্ম অর হইলে ত্রিধ ক্রিয়া বা বমন বিরচন প্রয়োজ্য নহে; লজ্জন কর্তব্য। অরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লজ্জন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্বাঙ্গোপকার প্রদায়ক। যতক্ষণ অন্নমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ অনশন কর্তব্য। বায়ু জন্ম ও কফ জন্ম মানসিক এবং দ্বিতীয় অরে লজ্জন কর্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল

* বায়ু জন্ম অরের পূর্ব্বরূপ অতিশয় জ্বলন, পিত্তজন্ম অরে শৈত্যবাহ এবং কফ জন্ম অরে অরুচি।

† বাহা বাহা শরীর লঘু হয় তাহাকেই লজ্জন বলে। অতএব কেবল অবশ্যই লজ্জন নহে। উপবাস, নির্ম্মিত্যবাস, বমন, বিরচন প্রভৃতি লজ্জনের মধ্যে গণ্য। দেহবতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদির লজ্জনের মধ্যে গণ্য নহে।

উপবাস এবং কখন বা বমন উপবাস এই উভয় দ্বারা দোষ কর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উত্তেক হইলে বিবেচনাপূর্বক লঘু আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী দেওয়া কর্তব্য। যে পর্যন্ত জরের মুহূর্তাব না হয়, অথবা যে পর্যন্ত জ্বররক্তের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত না হয়, তৎকাল পর্যন্ত যবাগু প্রভৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্ম্য রোগীর জ্বর, মতপায়ী ব্যক্তির জ্বর, মতপানজনিত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তকফাধিক্য জ্বর এবং উর্দ্ধগ-রক্তপিত্ত-রোগীর জরের পক্ষে যবাগু অহিতকর।

মদাত্ম্য রোগী প্রভৃতির জরে কিসমিস্ দাড়িম প্রভৃতি জ্বর কলের রসের সহিত তৈর্য্য ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সান্ধ্য ও বলা-হুসারে পাতলা সুগের যব অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিবে।

পরে ঐ সমুদায় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিद्यমান থাকে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষাখার অগ্রভাগ-দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বৈরক্ত দূর হয় এবং জ্বর ও পানের অভিল্যাব ও রসের অভিজ্ঞতা জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার পর দিন পাতন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। কারণ তরুণজরে কষায়রস সেবন করিলে দোষ সকল শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ার বন্ধ হইয়া বিষমজ্বর জন্মে। জরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে বৃত্তপান করা কর্তব্য। কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং লজ্জনের সম্যক্কল দেখা না যায়, তাহা হইলে বৃত্তপান করা উচিত নহে। এরূপস্থলে কষায় দ্বারা জ্বরশান্তির চেষ্টা করা কর্তব্য। যে পর্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে পর্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। উকোদক * দীপ্তকর, কফবিষেকর এবং বাতপিত্তের অহুশোমকর। কফবাত জ্ঞ জরে উকোদক হিতকর ও পিপাসা-শান্তিকর। ইহাতে দোষ ও শ্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জরে শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জ্বর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, মত বা বিষজ্ঞ জ্বর হইলে গাঙ্গেয়, নাগর, উশীর, পপটি ও উনীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে

পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক জ্বা সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিবে। পান করিবে। বায়ুজ্ঞ জরে পঞ্চমূলীয় কাথ, পিত্তজ্ঞ জরে মুখা, কটকী ও ইজ্রবের কাথ এবং কফজ্ঞ জরে শিরসাদির কাথ দোষের পরিপাচক। ছুই দোষ জ্ঞ জরে উভয় দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বর মুহু, দেহ লঘু এবং মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং এই অবস্থায় দোষ অহুসারে জ্বর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জরে কেহ বা ৭ দিনের পর, কেহ বা ১০ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য বলেন। পিত্ত জ্ঞ জরে অন্নদিনে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও অন্নদিন ঔষধ দেওয়া যায়। অপকদোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্বার জ্বর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। জ্বর-রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের ভায় প্রতি-কার করিবে। শ্রোতপথের বন্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠ-দেশে সমাগত হইলে জ্বর অন্নদিনের হইলেও বিরচন প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগী বলবান হইলে রোয়াজরে ক্রমে ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য জরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরচন, বায়ু জ্ঞ যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদার্বর্তরোগ-বিশিষ্ট জরে নিরুহবন্ত এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে দীপ্তাধিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অহুসারন বিধেয়। কফাতি-ভূত হইলে শিরোবিরচন কর্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইজ্রি প্রতিক্রিয়িত হয়। দুর্জগরোগীর উদর আখাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুঠ, শোলুফা, হিন্দু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল জ্বা অন্নরসে পেষণ করিয়া ঔষহ্য প্রয়োগ করিবে। উর্দ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের পাক্তি না হয়, শরীর ক্ষক হইলে সেই অবশিষ্ট দোষ বৃত্ত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কৃশ হইলে অন্নদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে রোগী জরে ক্লীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরচন না দিয়া বথেষ্ট ছুতপান করাইয়া অথবা নিরুহ দ্বারা মল নিঃসরণ করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরুহ প্রয়োগ করিলে শীত্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জরনাশ, হর্ষ এবং কৃতি জন্মে। উপ-বাস বা শ্রম জ্ঞ বাতাদিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাধি ব্যক্তির পক্ষে

* উকোদক এখানে উকাংদ্বার পান করা যু্য।

* বাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা চতুর্দশ ভাগ জলে পাক করিয়া অধিক জ্বা অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

মাংসরস ও অন্ন বিধেয়। কক্ষ জন্ত অন্ন মূল্যবান ও অন্ন এবং পিত্ত অন্ন শীতল মূল্যবান ও অন্ন শরীরার্থে ভোজন করিবে। বাতশৈথলিক অন্নোদ্যম বা আমলকী যোগে সুগন্ধ, বাত স্নেহাঙ্গুরে সুগন্ধের ঘৃষ এবং পিত্তস্নেহাঙ্গুরে পটল ও নিম্বফল অঙ্গুর সহিত ভোজন করা কর্তব্য। কক্ষ জন্ত অন্নটি হইলে ত্রিকটু সংযোগে ভক্ষণ বিধেয়। কৃষ্ণ, অন্নদোষবিশিষ্ট, ক্রীণ ও ক্রীণজরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত অন্ন দোষ বন্ধ থাকিলে বা দেহক্লান্ত হইলে এবং পিপাসা বা নাহ থাকিলে হৃৎপান দ্বারা কর। তরুণ অন্ন হৃৎপান অতি অবেধ; কিন্তু ক্রীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্ত অন্ন ও অম্মির ভোজন থাকিলে হৃৎপান করা বাইতে পারে।

পুরাতন অন্ন কক্ষপিত্তের ক্রীণতা হইলে যাহার পুরীষ রূপ ও বন্ধ এবং অম্মি সন্তোষ থাকে, তাহাকে অম্মবাসন দেওয়া কর্তব্য। ক্রীণজরে মস্তকে ভারবোধ, শূল এবং ইন্দ্রিয়স্রোত সকল আবদ্ধ থাকিল শিরোবিরেচনে অরুচিরও শাস্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় ক্রীণজরে চর্মমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আগন্তুক কারণ অম্মবদ্ধ হয়, ধূপ ও অল্পন প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় অন্নের শাস্তি হইতে পারে। ক্রীণ ব্যক্তি অধিক কালস্থায়ী সন্তোষক বা বিষমজরে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্তব্য। হৃৎ বা মাংসরস এ ঘূষে অতি উত্তম পথ্য। মূল্য, ময়ূর, চণক ও কুলথ এই সকলের ঘূষ অন্নরোগে আহার্য্য ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃথত, শরভ, কালপুঙ্খ, সুরঙ্গ, যুগমাতৃক এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসালী রোগীর পক্ষে ব্যবহার্য্য। অন্ন বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপযুক্ত কালে যথা পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, মেহসেবন, ব্যায়াম, সংশোধন, দান, অভ্যাস, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্তব্য নহে। অন্নকালে কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা অন্নের শাস্তি তৎকালে অম্মেব জন্মিতে পারে, এই জন্ত রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিরমিত আহার দেওয়া বিধেয়। অন্নের শাস্তি হইলেও যদি অরুচি, মেহের অবগাহ, অক্ষ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অম্মবন্ধের আশঙ্কায় শোধানী প্রয়োগ করিবে। ক্ষুধ্রতে উল্লিখিত হইয়াছে, সকল প্রকার অন্ন হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা চিকিৎসা করিবে। প্রম, কক্ষ ও অতিশীত জন্ত অন্ন মূল্যবান চিকিৎসা করিবে। অন্যান্য অবতরণকালে মৃতবৎসারিণের যে অন্ন হয়, তাহা দেহে কষ্টসায়ে চিকিৎসা করিবে।

অন্নরোগী অন্নাতিলবী হইলে পুরাতন বর্জ্যকথক, যবাগু

প্রভৃতি দাক্ষিণ্য রসদ্বারা অন্ন ও ভৃংগের ভৃংগা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পিত্তের আধিক্য থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ঐ যবাগু শীতল করিয়া ময়ূর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ্ব, যতি ও শিরঃপ্রদেশে বেদনা থাকে, তবে গোমূত্র ও কণ্টকারী দ্বারা রক্তশালী ধাতুর চাউলের মত প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অন্নাতিলবী ব্যক্তিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলভট্ট, ভট্ট, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা প্রস্তুত রক্তশালী পেষা পান করিতে দেওয়া উচিত। বাস, কাস এবং হিঙ্গা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগু পান করা কর্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপ্পল ও আমলকী দ্বারা যবের পেষা প্রস্তুত করিয়া মৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস, পিপ্পলের মূল, চৈ, চিতা ও ভট্ট দিয়া মত প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ষিত (কর্তনবৎ পীড়া) থাকিলে বেলভট্ট, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং শালশাণি এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগু পান করিবে। যে অন্নরোগীর পক্ষে ঘূষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত যুগ, ময়ূর, ছোলা, কুলথিকলাই অথবা ধনমূল দ্বারা ঘূষ প্রস্তুত করিবে। অন্ন পলতা, পটল, কুলক, আকল, কাকরোল এবং করলা এই সমুদায় শাক প্রশস্ত। অন্নরোগী আহারের পর তৃষ্ণা হইলে অম্মপানের নিমিত্ত উক্কজল, আর যে সকল অন্নরোগী মন্ডাসক্ত তাহাদিগকে দোষ ও বল অম্মসায়ে মত্ত প্রদান করিবে। নূতন অন্ন দোষ পরিপাকের জন্ত শুক, উক্ক, মিষ্ণ এবং কষায় দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে।

কষায়ক্রম—অন্ন শাস্তির নিমিত্ত সুখা এবং ক্ষেতপাপড়া দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে; অথবা ভট্ট, ক্ষেতপাপড়া এবং হরালভার কাথ কিংবা চিরতা, সুখা, শুক, ভট্ট, আকল, বেনারমূল এবং বালা এই সমুদায়ের কাথ পান করিতে দিবে।

ইন্দ্রবহ, শোণাল, আকল, শর্শ, কটকী, সূচিমূলী, আকুল, নিমছাল, পলতা, হরালভা, বট, সুখা, শোণারমূল, ষড়ম্বাল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে অন্নের শাস্তি হয়। মউয়া-মূল, সুখা, কিসমিস, গাভারীছাল, পক্ষবকল, বল্লালতা, বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ ব্যূষিত (দানী) করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই অন্নের শাস্তি হয়। অন্নরোগী ময়ূর ও ভৃংগ সহ-

যোগে তেউড়ী চূর্ণ লেহন বা এথবে মধু আধান করিয়া হুয়ের সহিত ত্রিকলাস পান বা হুয়ের সহিত শোণাশু কিংবা কিসমিসের রস পান, অথবা তেউড়ী ও কলাসডায় চূর্ণ হুয়ের সহিত পান করিলে অতিরে জর মুক্ত হয়। কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া হুয়াজ্জলান কিংবা পূর্বে কিস-মিসের রস পান করিয়া কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কাস, খাস, শিরঃশূল এবং পার্শ্বশূল হইতে মুক্তিলাভ করা বাইতে পারে। পক্ষ্মুল বারা হুয় সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জরের উপশম হয়।

মলমূত্রের পরিকটিকা থাকিলে অরোগী হুয়ের সহিত এরওমুলের কাথ পান করিবে অথবা হুয়ের সহিত বেলতুঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ হুয় পান করিলে পরিকটিকা জর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কটকারী, শুড় এবং শুঠ এই সমুদায় হুয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জর বিনষ্ট হয়। শুঠ, কিসমিস এবং খেজুর এই সমুদায় বারা হুয় সিদ্ধ করিয়া স্নাত, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জর বিনষ্ট হয়।

বায়ুজন্ম জরে শিল্পী, ভ্রামালতা, জাফা, শোলকা ও হরগু এই সকলের কাথ শুড়ের সহিত পান করিতে হয়; অথবা শুলকের কাথ দীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শদংট্রার (গোক্ষুরী) কাথ পাঁচাবশেষ থাকিতে শর্করা ও স্নাত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোলকা), বচ, কুড়, দেবদারু, হরগু, ধাত্ত, বেণামূল, মুখা এই সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। জাফা, শুলক, গাভারী, জারমাণা ও ভ্রামালতা এই সকলের কাথ শুড়সংযোগে সেবনীয়। শুলক ও শতমূলীর রস শুড়ের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবহাবিশেষে স্নাত-মর্দন, তৈল ও আলপেন প্রয়োগ করিতে হয়। জরের আয়া-বহা পরিপাক হইলে যদি বায়ুজন্ম উপগ্রহ থাকে, ও অপর কোন গোবের সংগ্রহ না থাকে, কেবল বাতজন্ম জর হয়, যদি জীর্ণজর বায়ুজন্ম হয় অর্থাৎ জর প্রোক্তকালে আরম্ভ হইয়া অধ্যাহকালে সম হয়, তবে স্নাতমর্দন বিধেয়। যদি লক্ষ্যকালে আরম্ভ হইয়া হুইগ্রহের মধ্যে সম হয়, তবে স্নাতপান করা কর্তব্য।

পিত্তজন্ম জরে শ্রীপদী (গাভারী), রক্তচন্দন, বেণামূল, পক্ষ্মক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমুলের কাথ শর্করাযোগে পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পক্ষ-কাঠ ও পক্ষ ইহাদিগের দীতল কাথ শর্করাযোগে পের। শুলক,

পক্ষকাঠ, লোহ, ভ্রামালতা ও উৎপল ইহাদিগের দীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। জাফা, আয়তন (কৌকাল) ও গাভারী ইহাদিগের কাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও তিত্ত দীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে এষল রক্ত-ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। দীতল জল মধু মিশ্র আকর্ষ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। বজ্রতৃষ্ণ ও চন্দন হুয়ের সহিত পাক করিবে; এই কাথ দীতল করিয়া পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। বিম্বা, তাম্বু, গলসেশ ও ক্রোম শুক হইলে পক্ষকাঠ, যষ্টিমধু, জাফা, উৎপল, রক্তোৎ-পল, কুটম্ব, বেণামূল, মরিচা ও গাভারকল ইহাদিগের কক মজ্জকে লেপ দিবে। যুথের বিরসতা থাকিলে মাতুলসুদের (টোবানেবুর) কেশর মধু ও লৈকব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে দাড়িষের কক বা জাফা ও খর্জুরের কক অথবা ইহাদিগের কাথ বা রসের গভূষ মূথ মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

কক জন্ম জরে ছাত্তিম, শুলক, নিম্ব, কুর্জক ইহাদের কাথ মধু সংযোগে অথবা জিফটু, নাগকেশর, হরিজা, কটকী ও ইজ্রব ইহাদের কাথ অথবা হরিজা, ত্রিফল, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিবা, বচ, কুট, ইজ্রব, মুখা এবং পটল ইহাদের কাথ মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। ভ্রামালতা, অতিবিবা, কুট, পুরা, হুয়ালতা, মুখা, ইহাদের কাথ, অথবা মুখা, ইজ্রব, ত্রিফলা, কটকী ও পক্ষবক, ইহাদের কাথ সেবনীয়।

বাতশ্লেষজন্মে রাজহুকাশির্দর্শের কাথ মধু সংযোগে উপ-যুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুভী, ধাত্তক, বামনহাটী, হরিতকী, দেবদারু, বচ, শ্রীপদী, মুখা, চিরতা ও কটুকলের কাথ মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জর দীপ্ত আরোগ্য হয়। খাস, কাস, দেহনির্গম, গলগ্রহ, হিকা, কঠশোথ, কামিশূল ও পার্শ্বশূল এই সকল উপগ্রহ উক্ত কাথ পানে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষজন্মে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, জাফা, মুখা ও ক্ষেত্রপটী ইহাদের কাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পপটী, ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুখা, জাফা ও নাগর ইহাদের কাথ মধু

* বিজয়িকংসকেরা হুহুট, বহু, তিত্তিম, বক এবং বর্জকপকী এই সমুদায়ের বাসের মিশ্রণপূর্বক জর অথবা জররসের সহিত বহা সময়ে জররোগীকে প্রদান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, বাসের রস এবং উক বলিয়া জরে প্রস্তুত মধে। কিন্তু সন্দেহ বারা যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে গাভারি আংশোপাধিক জিহ্মু কাল প্রবেশনা করিয়া উক এবং উক হইলে বাসের রস জররোগীকে প্রদান করিবেন।

সংযোগে সেবন করিবে। হুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা উক্তবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তরেমজারের শাস্তি হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বদালতা, কিসমিস্ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্তরেমজাপক ও অহুসোমজনক।

বাতপিত্ত রক্ত জরে চিরতা, গুলক, জাফা, আমলকী ও শঠী ইহাদের কাথ শুভসংযোগে সেবন করিবে। রাশা, বৃষোথ, ত্রিকলা ও সৌদালকল ইহাদের কথার সেবন করিলে বাতপিত্ত জরের শাস্তি হয়।

ত্রিদোষ রক্ত জরে প্রত্যেক দোষের শাস্তিকর ঔষধসকল একত্র সেবন করিবে। সকল জরেরই দোষের প্রাধান্ত অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃত্তিক (বিছুটী), বিব, মুখা, হৃদ ও জল একত্র পাক করিয়া হৃদ শেব থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জরের শাস্তি হয়। তিনভাগ জলে একভাগ হৃদসহ শিরীবরুকের সার সিদ্ধ করিয়া হৃদ শেব থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জরের শাস্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্জামূল ও দেবদাক প্রঃ ইহাদের কথার পানে জরের শাস্তি হয়। ত্রিদোষ রক্ত জরে ত্রিকলার কাথ দ্রুতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুখা, তটী ও কটকী এই সকল একত্র হুই তোলা পরিমাণে ঐষহুৎ জল দিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে সেবন করিবে। অধিকর, বিরোচক ও জরর এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটি বা দুইটি করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজন্য করিবে। বৃহতী, কটকারী, ইজ্রব, মুখা, দেবদাক, তট ও চই এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে সারিপাতিক জর নষ্ট হয়। শঠী, হৃদ, কটকারী, কীকড়াশুকী, ছুরালতা, গুলক, তট, আকন্দ, চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাধিবর্গ। এই শট্যাধিবর্গ সেবনে সারিপাতিক জরের ধ্বংস হয়। ইহা কাস, হৃৎপ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, খাস এবং তজ্রা প্রভৃতিতেও প্রশস্ত। বৃহতী, কটকারী, হৃদ, বামনহাটী, শঠী, কীকড়াশুকী, ছুরালতা, ইজ্রব, পলতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম বৃহত্যাধিবর্গ। ইহা সেবন করিলে সারিপাতিক জর দূর হইতে পারে।

বিষমজরে বমন বিরোচন প্রয়োগ করিতে হয়। দ্রীহোদর রোগের বিহিত দ্রুত, অথবা ত্রিকলার্চ শুভ সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলক, নিব, আমলকী এই সকলের কাথ একত্র সমুদায় পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দ্রুতযোগে লভন সেবনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুখা এবং হরীতকী এই পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে হুইটী তিনটী বা চৌইটী একত্র

কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। দ্রুত, হৃদ, চিসি, মধু এবং পিল্লনী একত্র বখাশাধ্য পরিমাণে সেবন করিলেও বিষমজরের শাস্তি হইতে পারে।

দশমূলীর কাথসহ পিল্লনী সেবনীয় অথবা পিল্লনী প্রতিদিন এক একটা বৃত্তি করিয়া সেবনপূর্বক হৃদ্যর ও মাংসরস এবং জর ভোজন করিবে। উত্তম মস্তপান ও কুহুট মাংস ভোজন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, গণিয়ারি ও ত্রিকলা ইহাদের কাথ দ্রুতসহ দ্রুত পাক করিয়া তাহাতে তিষকলোথ প্রক্ষেপ করিবে। এই দ্রুত সেবনে বিষমজরের শাস্তি হইতে পারে।

ইজ্রব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সত্তত জরে; পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ সত্ততক জরে; নিমহাল, পলতা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিসমিস্, মুখা এবং ইজ্রব এই সমুদায়ের কাথ অস্ত্রহুৎ জরে; চিরতা, গুলক, রক্তচন্দন এবং তট এই সমুদায়ের কাথ তৃতীয়ক জরে; গুলক, আমলকী এবং মুখা ইহাদের কাথ চাতুর্থক জরে প্রদান করিবে।

বাসক, গুলক, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বদালতা এবং ছুরালতা এই সমুদায়ের কাথ দ্রুত এবং দ্রুতের বিগুণ হৃদ, আর পিগুণ, মুখা, কিসমিস্, রক্তচন্দন, নীলোগুণ ও তট এই সমুদায়ের কক দ্বারা দ্রুত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজর নষ্ট হয়।

পিল্লনী, আতইচ, জাফা, জামালতা, বিব, রক্তচন্দন, কটকী, ইজ্রব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুখা, জায়মাগা, হিরা, আমলকী, তটী ও চিত্রক এই সকল দ্রুত পাক করিয়া পান করিলে বিষমজর-জীর্ণজর উপশান্ত হয়।

হৃদ দ্বারা জীর্ণজর মাত্রেই উপশম হইয়া থাকে। অতএব জীর্ণজরে ঔষধসিদ্ধ হৃদ পান করা কর্তব্য। *

গুলক, ত্রিকলা, বাসক, জায়মাগা ও বাস এই সকল জরোর কাথ এবং জাফা, পিল্লনী, মুখা, তটী, হৃদ ও চন্দন এই সকলের কক দ্রুত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজর আরোগ্য হয়। কলশী, বৃহতী, জাফা, জায়তী, নিব, গোমুয়, বলা, পপট, মুখা, শালপর্ণী ও বাস এই সকলের কাথে এবং বিগুণ হৃদে শঠী, তামলকী, ভাগী (বামনহাটী), দেব

* বেড়োলা, বোবুর, বাবুড়, চাকুলে, কটকারী, শালপাণি, নিমহাল, কেশপাণ্ডা, মুখা, বদালতা এবং ছুরালতা এই সমুদায়ের কাথ, আর কুয়াশলকী, শঠী, কিসমিস্, হৃদ, বেব এবং আমলকী এই সমুদায়ের কক ও হৃদ এই সমুদায় দ্বারা দ্রুত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জরের শাস্তি হয়।

(অভাবে অবগত) এবং কৃত্রিম এই সকলের ককে দ্রুত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর তাপ হয়। জীর্ণজ্বর দেহের রসাদিধাতুর বৈকল্যজনিতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব অরোগীকে বলকারক বৃংখনায়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। বিবমজ্বরে অরোগীর পানের নিমিত্ত জুয়া ও জুরামণ্ড এবং তকণের নিমিত্ত কুটু, তিলির ও মধুরের মাংস প্রদান করিবে। বটপল্লব, হরীতকী, ত্রিফলার কাথ কিংবা শুগন্ধের রস সেবন করিলে বিবম জ্বর উপশান্ত হইতে পারে।

বিড়ল, ত্রিফলা, হুখা, মজিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়লু, এলাইচ, এলাবালুক, রক্তচন্দন, দেবদাক, বহিষ্ঠ, কুট, হরিদ্রা, পতিনী, ভাষাভক্ত, অনন্তমূল, হরেনু, তুতুং, দন্তী, বচ, তালীশ নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও বৃত্তের বিশুদ্ধ হুত, এই সকল সহযোগে দ্রুত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-দ্রুত। কল্যাণদ্রুত পান করিলে বিবমজ্বর বিনষ্ট হয়। বিবমজ্বর আসিবার সময় যুক্তিপূরক মেহ ও বেদ প্রদান করিয়া নীলবহু, কোকঁদি-ঝোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই সমূহের কাথ পান করিবে।

বিবমজ্বরে বহু মাত্রার দ্রুত পান করিয়া বমন করিবে; অরোগমনের সময় জ্বরের সহিত প্রচুর পরিমাণে দ্রুত পান করিয়া শরন, আস্থাপন বা বমন করিবে। এই জ্বরে বিড়ালের বিটা চূর্ণের সহিত পান অথবা বুকের গোমর দধির মণ্ড বা জুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে। এই জ্বরে পিপ্পল, ত্রিফলা, দধি, তক্ত, দ্রুত, * ও পঙ্কগবা প্রয়োগ কর বিধেয়। ব্যাঙ্গের বসা ও হিঙ্গু উভয় তুল্যা পরিমাণে লইয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা, অথবা সিংহের বসা পুরাতন দ্রুতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈন্ধবের সহিত নত গ্রহণ করিলে বিবমজ্বরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, পিপ্পলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা সেবণ করিয়া চক্ষুঘরে অঞ্জন দিলে বিবমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। শুগুণ্ডল, নিমপাতা, বচ, কুট, হরীতকী, বেতসর্পণ, বব এবং দ্রুত এই সমূহের দ্রব্য দ্বারা হুণ প্রদান করিলে বিবমজ্বর নষ্ট হয়। বিবমজ্বরে ভোজনের পূর্বে তিলতৈলের সহিত রক্তনের কক সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীৰ্য্য মাংস তকণ করা কর্তব্য।

* পঙ্কগবা সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে ত্রিফলা, ত্রিফল, জুয়া, হরিদ্রা, হাড়হরিদ্রা, বহুল, বচ, বিড়ল, ত্রিফল, চুখা ও দেবদাক এই সকল একত্র করিবে। ইহা সেবনে বিবমজ্বর আরোগ্য হয়। বসা অথবা তলকবোমে পঙ্কগবা পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

দ্রুতবিদ্যা ও বজ্রাবেশ এবং ভাঙ্গন দ্বারা কৃত্তিকজ্বর জ্বরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা বানসিক জ্বরের এবং দ্রুতমর্দন ও রসোদন ভোজন দ্বারা জ্বর ও কীণতা-জ্বর জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জ্বর জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জ্বর জ্বর দান, বস্ত্রদান ও আতিথ্য-ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

চরকসংহিতার লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং কৃত্তিকজ্বরজনিত জ্বরে দৈবব্যাপাশ্রয় (বলিমদলাদি) ও যুক্তি-ব্যাপাশ্রয় (কব্যাদি) সর্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য।

অভিযাত জ্বর জ্বরে উক্তক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর মিষ্ট কব্য অথবা দোষাহুসারে অভ্যর্থিত ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

দ্রুতপান, দ্রুতভোজ, রক্তমোক্ষণ, মত্তপান এবং সাত্ব্যামাসে রসের সহিত অরজোজন দ্বারা অভ্যর্থিতজনিত জ্বরের উপশম হয়।

কোন প্রকার ঔষধের পক্ষে বা বিবমজ্বর জ্বরে বিবম ও পিত্তের চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে সর্বগন্ধার কাথ প্রয়োজ্য। নিধ ও দেবদাকের কাথ বা মালতীপুষ্পের কাথও সেবনীয়।

মত্তপানী ব্যক্তির আনাহুজ্বর জ্বরে মদিরা ও মাংস রসের সেবন এবং কক অথবা ব্রণরোগীর জ্বর কক ত্রণ চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

আবাস, অভিলষিত বস্ত্রভাষ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কাম্য ও মনোজব্ব, পিত্তর চিকিৎসা এবং সর্বাঙ্গ দ্বারা শীঘ্রই ক্রোধজনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা এবং ক্রোধজনিত জ্বর কাম দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক-জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল ও জ্বরের বেগ চিন্তা করিতে করিতে অরাজক হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিধর দ্বারা উক্ত কাল ও বেগবিধরক দ্রুত নষ্ট করিলে সেই ব্যক্তির জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উক্তজ্বরে ইজাহুসারে শীতলঅভ্যাস, প্রোহে এবং পরিবেক; আর শীতজ্বরে উষ্ণঅভ্যাস, প্রোহে ও পরিবেক প্রয়োগ করা হইতে পারে। ককজ্বর ও বায়ুজ্বর জ্বরে রোগী শীতকর্ষক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্ণ দ্বারা অঙ্গে সেপ দিবে এবং উষ্ণ কার্যই বিধেয়। ঔষধক কাণ্ডী, গোমুত্র এবং শুক হরিমণ্ড সেবন করিবে। অথবা পলাশের কক সেপন বা রাধা, বায়ুইজলনী এবং সজিনাবীজ একত্র কক ও

লেপন কর্তব্য। শুষ্ক সহযোগে জ্বর ও তৈল অভ্যাঙ্গে
প্রয়োগ। এ অবস্থার আরবখাদিগণের কাথ বিশেষ হিত-
কর। বাতর ত্র্যেবার ভেষজ কাথে অবগাহন কর্তব্য।
এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোক্ত অঙ্গ-সেচন দ্বারা শীত নিবা-
রণ ও গায়ে ক্রকাক্ত লেপন করাইবে। পরে রূপকোবন-
সম্প্রদায় শীতলতাই প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে।
রোগীর শরীর শুষ্ক হইলে সেই ত্রীকে অগ্নীভ করিবে।
বাতস্নেহবহু-শ্বেদ, অর এবং পানীর প্রভৃতি দ্বারা শীতজর
শান্তি হয়। অন্তর্কর্মাতি তৈল অভ্যাঙ্গে শীতজরের আও
শান্তি হয়।

সহন-মোত-বৃত্ত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অভ্যাঙ্গ
করিলে দাহযুক্ত জরের শান্তি হয়। মধু, কাঁচী, ছত্র, দধি, বৃত্ত
ও জলদ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতস্পর্শ
বলিয়া সমস্ত দাহজরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাতিভূত
হইলে পুষ্করপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, কল্লার (ভুঁদি)
পত্র এবং নির্মল কৌমী (রেশমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রসেক
করিয়া তাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে
সুখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বারা সুশীতল সুবর্ণ, শম্ব, প্রবাল, মণি
এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমালা-
ধারণ, চন্দনোদকবর্ষী শীতবাতাবহ উৎপল, পদ্ম এবং তালবৃন্ত
প্রভৃতি দ্বারা ব্যয়ন করিবে। সরল, চন্দনচর্চিত এবং মণি
মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও
দাহজরের শান্তি হয়।

মধু ও কেনাদ্রব্যক নিষপত্রের জলপান করাইয়া বমন করা-
ইলে দাহের শান্তি হয়। পতর্ধোত বৃত্ত; মাধাইয়া কোল ও
আমলকীলহ কিংবা শুকখাতের কাঁচী সহযোগে বনকজু লেপন
করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পদ্য অন্নপিষ্ট
করিয়া লইয়া বা পলাশতরুর পত্রব জলে সেবনপূর্বক কেনা-
ইয়া কিংবা বদরীপত্রব ও নিষপত্র কেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ
প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ তৃষ্ণা ও জ্বরের শান্তি হয়।
এক গোরা বহু চারি ভোলা মজিষ্ঠা এবং একশত পল অন্ন
এই সকল বোগে এক প্রহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল
অরদাহ শান্তিকর। শুক্রোষাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা
উৎপলাদিগণ পিবিয়া লেপন করিবে। উৎপলগণের কাথ
ও অন্ন সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যাঙ্গে প্রয়োগ করিবে
কিংবা এই কাথ শীতল করিয়া দাহার্জ রোগীকে তাহাতে
অবগাহন করাইবে।

অর রোগ হইলে বমন ও উপবাস, রক্ত হইলে সেক
প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ, বাস ও মেহ হইলে বিরেচন এবং

উপবাস, অগ্নি ও মজ্জাপিত হইলে নিরুহ ও অমুখাসন প্রদান
করা কর্তব্য।

অরশান্তির নিমিত্ত পিপ্পল, ইন্দ্রযব অথবা বটীমধুর সহিত
মদনকল ও উৎকল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও
জল বা ইন্দ্রযব অথবা লবণোদক কিংবা হস্ত বা শুর্ণপ দ্বারা
বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিস ও আমলকীর রস দ্বারা
অথবা কেবল আমলকীর রস দ্বতে সন্তলন করিয়া বমনের
নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে।

পলতা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোণাল, বলা, গন্ধতণ্ডুল,
কটকী, গোব্রু, মরনাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা এই সমু-
দায় অর্দ্ধোদক দ্বতে সিদ্ধ করিয়া ছত্র শ্বেদ থাকিতে নামাইয়া
তাহাতে বৃত্ত, মধু, মদনকল, সুখা, পিপ্পল, বটীমধু ও ইন্দ্রযব এই
সমুদায়ের কক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে অর বিনষ্ট
হয়। শোণাল, বেণার মূল, মরনাফল, শালপাণি, পুষ্কর্ণী,
মারশণী এবং মূলপর্ণী এই সমুদায়ের কাথ করিয়া তাহাতে
প্রিয়দ্রু, মরনাফল, সুখা, শলুকা এবং বটী মধু এই সমুদায়ের
কক আর বৃত্ত, শুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় অরর। রক্ত-
চন্দন, অগরুকাঠ, গাভারী, পলতা, বটীমধু এবং নীলোৎপল
এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ মেহ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা মেহবস্তি
প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত অরর।

বাহুভজ জরে বাতর মধুর ত্র্যব্যযোগে নিরুহ বস্তি অথবা
দোষ ও বল অনুসারে অমুখাসন প্রবৃত্ত। পিত্ত জর
জরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে
শীত কাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া বস্তি প্রয়োগ
করা বিশেষ। বাতনা থাকিলে আশ্রাদির বক্, শম্ব,
চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অজুন, মজিষ্ঠা, মূগাল ও পদ্ম এই
সকল উত্তররূপে পিবিয়া ছত্র, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি
প্রয়োগ করা কর্তব্য। কক জর জরে আরবখাদিগণ কাথ,
পিপ্পলাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। হিদোষ
অন্য ও সন্নিপাত জরে বোহাছায়ে ত্র্যব্য মিলিত করিয়া
বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত জর জরে মধুর ও তিক্ত ত্র্যব্য
মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। স্নেহজর জরে
কই ও তিক্ত ত্র্যব্য সহযোগে বৃত্ত পাক করিয়া বস্তি
কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তক ককপূর্ণ বোষ হইলে
শিরোবিরোচন প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী, বটীমধু, বেদ, পিপ্পল, মরিচ, বট, ককি, রামা,
বেড়েলা, শুঁঠ, শলুকা এবং শতমূলী এই সমুদায়ের কক
ছত্র ও জল দ্বারা তৈল এবং বৃত্তপাক করিয়া অমুখাসিক
মেহ প্রস্তুত করিবে। এই মেহ অতিশয় অরর। পলতা

নিম্নোক্ত, শুষ্ক, ষট্ঠি এবং ময়নাকল দ্বারা সিক্তমেহ অতি উৎকৃষ্ট অম্ববাসন।

লাকা, তটী, হরিদ্রা, সূরা, মজ্জিকা, মজ্জিকা ও হরিদ্রাকী ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল কাবহারে অর আরোগ্য হয়।

বজ্রভূষণ, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তর্ষদ, অর্জুন, শিরীষ, শিরিকার্থ, মজ্জিকা, শুষ্ক, বাসক, কটকী, ক্ষেত্রপার্বটী, বেণামূল, বচ, গজপিল্লি এবং সুখা এই সমুদায়ের কাথে তৈলপাক করিবে, ইহাতে অর বিনষ্ট হয়।

অররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিশূল ও জীমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, শুড় এবং শুঠ এই সমুদায় ছন্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও অর বিনষ্ট হয়।

বাতক, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্তজ অরে লজ্জন হিতকর নহে। সংশয়ন-ঔষধ দ্বারা এই সকল অরের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

অষ্টম দিবসে অর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির দোষ সকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অরারি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থার বিশেষরূপে শুক্লতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, না হয় অধিক দিবস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জ্ঞাত ব্যক্তিক অরে সহসা অত্যন্ত শুষ্ক বা অভিশয় সিদ্ধ ভোজন করা কর্তব্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তিক অরে পিত্ত বা কফের অনুবদ্ধ না থাকে, সেই ব্যক্তিক অরে অরোক্ত চিকিৎসার ক্রম অপেক্ষা না করিয়া, অভ্যাসাদি চিকিৎসা ও কবার পান করাইয়া মাংসলব্ধ অর-ভোজন করা বিধেয়।

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অর, রেদ্যার ভাগ অধিক এবং শরীরে উদ্রা কম, অথবা মূহ-উদ্রা, তাহাদের ককপ্রধান অর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই অরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লজ্জন এবং অন্নোপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কবারাদি প্রয়োগ করিতে হয়।

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্ব অরে দুইটি দোষের একটীর উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতা দ্বারা এবং সন্নিপাত অরে তিনটি দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষত্রয়ের সমতা অনুসারে, বৈকৃত বিবেচনাপূর্ব্বক যথোক্ত ঔষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের চিকিৎসা করিবেন। সন্নিপাত অরবাসনে যদি কর্ণের মূল-প্রদেশে নিদারুণ শোথ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি সে অর হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির অর রক্তসহ হওয়ার শীত, উষ্ণ, শিথল এবং রক্ত প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ত না

হয়, রক্ত বোষণ করিলে সে অর প্রশমিত হইয়া থাকে। যে অর বীর্ণ, অভিব্যক্ত এবং বিকোটক হেঁচু হইয়া; সে অরে যদি ককপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ শুষ্ক পান করা কর্তব্য।

শুক্রতে লিখিত আছে, যে দিন অরের উদয় হইবে সেই দিবস অরের পূর্বে নিবিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌবাধ্যাবান দ্বারা রোগিকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অরবাসনে রাখিবে; অথবা অভিশয় অভিত্যন্দী বা শুক্লতর অথবা আহার করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে; অথবা তীক্ষ্ণ মত্ত বা অরদারক দ্রুত, কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন দ্রুত পান করাইবে; কিংবা সমধিক বিরোচন অথবা পূর্বে শ্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরুত্ত বস্তি প্রয়োগ করিবে।

অরভাগকালে মস্তিষ্কের কঠিনতা, বমি, অঙ্গলক্ষণ, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, বর্ষ, কম্প, অবসন্নতা, প্রলাপ, সর্কালের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং অরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগিকে ক্রুদ্ধের দ্বারা দেখায়, তাহার দোষযুক্ত মল সশক ও অভিশয় বেগে নির্গত হয়। যে সমুদায় অর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সমুদায় অরের ভাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। অরভাগ হইলে মস্তিষ্কের ক্রান্তি, সজ্ঞা ও ব্যাধির নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্মলতা এবং স্বাভাবিক স্বপ্ন উপস্থিত হয়।

অরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান না হয়; ততদিন ব্যায়াম, ক্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়ম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় অরাক্রান্ত হয়।

অচুচিতরূপে শোষ সকল নিসারিত হওয়ার পর, যে অরের নিবৃত্তি হয়, অরমাত্র অপচারেই সেই অর পুনরায় আগমন করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত অরে কষ্ট ভোগ করিয়া ছুর্জল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার অর একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অরকাল মধ্যেই তাহার প্রাণ বিনাশ হয়; কিংবা দোষ সকলক্রমশঃ ধাতুসমূহে পরিপাক পাইয়া অর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, মানি, পাতুতা, অরুচি, কণ্ঠ, উৎকর্ষ, পীড়কা এবং অসিমান্য ইহার মধ্যে কোন না কোন একটা উপস্থিত হয়।

পুনরাবৃত্ত অরে অভ্যাস, উত্তর্জন, স্নান, ধূপ, অন্ন এবং তিক্ত দ্রুত অত্যন্ত হিতকর। শুক্রতে উক্ত হইয়াছে, হাগের কিংবা মেঘের চর্ণলোম, বচ, কুড়, পলম্বা এবং নিম্বপত্র, মধুযোগে ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে।

পিল্লী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল ও সৈন্যপী, এই সকলের

অল্প চক্ষু প্রয়োজ্য। চিরতা, কটুকী, মুখা ক্লেংপাণ্ডা এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শাস্তি হয়।

নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষুদ্র অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে। ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও সময় সময় রোগের শাস্তি হইতে পারে; কিন্তু পথ্যের প্রতি অব-হেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জ্বরে পরিবেশ, প্রবেহ, স্নেহপান, সংশোধকঔষধ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, তৃণাশ্রয়, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লব্ধন, * জ্বরের মধ্যে পান, জ্বরের অন্তে জ্বর ঔষধ এবং জ্বর মুক্ত হইলে বিরচন প্রয়োগ করিবে। সর্বজ্বরেই পিপাসা রোধ করিয়া একেবারে জল পান না করা অমুচিত। তৃষ্ণার্ত হইলে প্রাণ ধারণের জন্য কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্তব্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিপাসা সহ করা ও বায়ু সেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও করা যাইতে পারে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল ভলপান করা উচিত নয়। বাতশৈশ্নিক এবং কফ জ্বরে গরম জল হিতকর, তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অম্ললোমকারক এবং দোষ ও স্রোতঃসমূহের মূছতা-সম্পাদক।

পণ্ডিতগণ জ্বরের আরম্ভাবধি পশুপাণ্ডি পর্যন্ত তরুণজ্বর, ষাটশরাদি পর্যন্ত মধ্যজ্বর, ষাটশরাদির পর জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকেন।

বাতজনিত জ্বরে সপ্তমদিবসে, পিত্তজ্বরে দশমদিবসে, এবং শৈশ্নিক জ্বরে ষাটশরাদিবে ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে ঔষধ পান করাইবে; সাতদিবসের মধ্যেও যদি নিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শার্ঙ্গের বলিয়াছেন, বাতজ্বরে গুলঞ্চ, পিণ্ডলীমূল ও শুভ্রসিদ্ধ পান প্রস্তুত করিয়া অথবা ইন্দ্রবজ্রত পান সপ্তমদিবসে প্রয়োগ করিবে। পান ও ঔষধ সেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক যথোচিত চিকিৎসা করিবেন।

* রোগী অধিক দুর্বল না হয়, এইরূপ লব্ধন দিয়া চিকিৎসা করা উচিত। বাহ্যকে বমন করান হইয়াছে, তাহাকে লব্ধন দিবে, কিন্তু লব্ধন ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। পূর্বভোজ, বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল ও ভয়বীল ইত্যাদিগকে উপায় করাইবে না। ইত্যাদিগকে সামান্য পান ও নিরাম-জ্বরে লব্ধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নপ্রদান পথ্য প্রদান করিবে।

আমজ্বরে দোষাপহারক ঔষধ পান করান কর্তব্য নহে। উপদ্রবহীন আমজ্বরে পান ব্যবস্থেয়। শুভ্রী, দেবদারু, রৌহিণী (অতাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। খেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বরই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্তটিকে সংশমনীয় কথায় কহে।

রূপ ও অন্ন দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আরম্ভাবধি পান বাতজ পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ জ্বরেই হিতকর।

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর, উপোষিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ঔষধ অপ্রস্তুত। নিষাদিচূর্ণ, হরিতক্যাধিশুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্বপ্রকার জ্বরনাশক।

উদকমঞ্জরীর সেবন করিলে অতি উগ্রতর স্রোতঃজ্বরও একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল দেওয়া কর্তব্য। জ্বরধূমকেতু আদার রসসহ তিন দিবস সেবন করিলেই নবজ্বর; এবং মহাজ্বরাজ্বর দুই রতি প্রমাণ লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরবীটিকা, নবজ্বরহর-বটী প্রভৃতি ঔষধ নবজ্বরনাশক। খাসকুঠাররস সর্বপ্রকার জ্বর। হতাসনরস ও রবিস্বন্দরস সেবনে সর্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রসপর্পটী প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রসদোষ ও মলের পাক হইয়া ক্ষুধা উদ্ভিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান করা যাইতে পারে।

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা কর্তব্য। ভাজা জীরাচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয় এবং মনের প্রশমতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

কল্লতরুর ও ত্রিপুরতৈবরস আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাত ও কফজজ্বর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশৈশ্ন-জ্বরে বেদ প্রদান করিলে স্রোতঃসমূহের মূছতা সম্পাদন ও অগ্নি নিজ আশ্রয়ে আনীত হয়। বাতজ্বরে পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-সাধিত রক্ত-

শালিতপ্ত-কৃত পেয়া পান করিতে দিবে। কাস, খাস বা হিকা থাকিলে পঞ্চমূলীসাবিত পেয়া আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত।

চতুর্ভূজিকা ও অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে শৈল্পিকজর উপশান্ত হয়।

পঞ্চকোল, শিগ্গলাদিকাথ, চিরাতিদিকাথ, দশমূলীকাথ প্রভৃতি সেবনে বাতশৈল্পিকজর বিনষ্ট হয়। এই জরে বালুকা-শ্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতঠিক, কণ্টকার্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীক প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মজরনাশক।

ত্রিদোষ জরে প্রথমতঃ কফনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা প্রশমিত হইলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত জরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই জরে লজ্জন, বালুকাশ্বেদ, নস্ত্র, নিঃশ্বাস (কফ নির্গম), অবলেহ এবং অজ্ঞান প্রয়োগ করা কর্তব্য।

সূক্ষ্মতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাতজর পুনরায় বন্ধিত হইয়া, হয় উপশান্ত হয় নতুবা রোগীকে বিনাশ করে।

সন্নিপাত জরে যাহার পিপাসা, পার্শ্ববেদনা ও তালু শোথ থাকে, তাহাকে অপর শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন-রূপেই উচিত নহে।

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে সন্নিপাত জরের উপশম হইতে পারে। মৃতসঞ্জীবনীবাটিকা, ত্রিনেত্ররস, ভৈরবরস, অম্বিকুমাররস, অমৃতাদিবাটিকা প্রভৃতি ঔষধ সন্নিপাতজরনাশক।

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শূল্যাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত।

পিপ্পলী, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, করঞ্জবীজ, ধূতুরবীজ, আম-লকী, হরীতকী, বহেড়া, খেতসর্ষপ, হিঙ্গু ও শুষ্ঠী এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ জরাক্রান্ত ব্যক্তিরও চৈতন্ত্য সম্পাদিত হয়।

আগন্তুক জরে লজ্জন কর্তব্য নহে। ব্যাধ, বন্ধন, শ্রম, বৃদ্ধি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জর হইলে প্রথমতঃ হৃৎ ও মাংসরসযুক্ত জর দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। পথপর্ঘাটন হেতু জর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্ৰা সেবন করিবে। ওষধিগন্ধ জরকে সর্বগন্ধকৃত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। সহদেবার মূল বথাবিধানের কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের মধ্যে ভৌতিকজর বিনষ্ট হয়।

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচপ্রকার বিষমজর প্রায়ই

সান্নিপাতিক। পুরোনিখিত সম্ভাব্য পাঁচপ্রকার বিষমজর ভিন্ন অপর চাতুর্ভূজকের বিপর্যয় 'চাতুর্ভূজবিপর্যয়' নামক জরও বিষমজর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই জর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জর মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি এবং অন্ত দিবসে থাকেনা। যে জর মধ্যে একদিবস হইয়া আন্ত এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক-বিপর্যয়' বলে।

বিষম জরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

যে বিষমজরে শরীর গুরুতর অথচ সর্বদ্বারা প্রলিপ্তের ভ্রায় বোধ হয় এবং সর্বদাই জর বেগের সহিত জর অবস্থিতি করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজর কহে।

সর্বপ্রকার বিষম জরই ত্রিদোষের একোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা কর্তব্য। বিষমজররোগীকে বমনবিরচনাদি দ্বারা শোধান করিয়া স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ জল ও পানীয় সেবন করাইয়া জরের শমতা সাধন করিবে।

শুষ্ঠীকাথ, দুর্জলজ্জেরাস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ প্রভৃতি সেবনে তৃষ্ণ জল জন্ম (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্ম) জর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যে জরে রোগী সবল ও দোষের অম্লতা থাকে এবং অন্ত কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জর সাধ্য।

জরের উপদ্রব ১০টা—খাস, মুর্ছা, অকচি, বমি, পিপাসা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, হিকা, কাস ও দাহ।

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব হৃত্যই বিলম্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটা অচিরে জীবন ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা উচিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, হরালতা, জ্যোৎস্নী (বিজা), কঁকড়া-শুলী, পদ্মকণ্ঠ, পুষ্করমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমল্লীর বীজ ইহাদের কাথ সেবনে খাস নষ্ট হয়।

বায়নহাটী, নিয়, মুখা, হরীতকী, শুলক, চিরতা, বাসক, আতাইচ, বলাড়মূল, কটকী, বচ, জিকটু, শোণাছাল, কুটল-ছাল, রাসা, হরালতা, পলতা, পারুল, শটী, গোজিহ্বা, রাখালশা, তেউড়ী, ত্রাঙ্গীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরিজা, দারুহরিজা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন করিলে খাস, কাস, হিকা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়।

শিশু, জ্বরকল ও কাঁকড়াশূলী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। একখানি দা বনধুটের অধিতে তন্তু করিয়া গরুরেশ দধি করিলে শ্বাস নিশ্বাস বিলুপ্ত হয়।

আদার রস দ্বারা নস্ত করিলে এবং মধু, লৈলব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটরা অন্ন প্রয়োগ করিলে মুছাঁ নিবৃত্ত হয়। শীতলজল চকুতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও সুগন্ধি পুষ্পের জাপ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ু সেবন এবং কোমল কদলীগন্ধ স্পর্শ করাইলেও মুছাঁ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আদার রস, অন্নরস এবং লৈলব একত্র করিয়া ক্ষবল করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলকের কাথ শীতল করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া শান করিলে অথবা বিটলবর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্বাস কমন প্রাপ্ত হয়।

গোড়ানেবু, ছোলকনেবু, দাড়িম, কুল এবং পালাং এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেগন করিলে পিপাসা ও মুখের অভাবের যে কুলকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আকর্ষণ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু বটের ত্বরি এবং ঐ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

বলবান্ ব্যক্তিরিগের অতীসার হইলে উপবাস করা বিধেয়। গুলক, কুড়চিহাল, মুখা, চিরাতা, নিম্ব, আতাইচ এবং শুঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শুঠ, গুলক, কুড়চি ও মৃত দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। আকন্দ, গুলক, ক্ষেংপাণড়া, মুখা, শুঠ, চিরাতা ও ইজ্রবব ইহাদের কাথ সর্পপ্রকার অতীসারনাশক। হরীতকী, সৌদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ সেবন করিলে মলক্ষতা নষ্ট হয়।

সৈন্ধব অতি ক্ষুদ্র চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্ত করিলে হিকা নষ্ট হয়। শুঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্ত করিলে অথবা হিজুর ধূপ দিলেও হিকা নষ্ট হয়।

শিশু, শিশুর মূল, বহেড়া, ক্ষেংপাণড়া ও শুঠ এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা বাসকপাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্করমূল (অজাবে কুড়), ডিকটু, কাঁকড়াশূলী, কারকল, ছরালতা ও কুজকীরা; এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস প্রশান্ত হয়।

দাহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

বহির্বেগজ্বর এবং প্রাকৃত জ্বর (অর্থাৎ বর্ষা পরৎ ও বলতকালে যথাক্রমে বাতজ্বর শিতজ্বর ও ককজ্বর হইলে) সুখসাধ্য। প্রকৃতজ্বরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে।

বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তর্বেগ জ্বরও কষ্টসাধ্য।

কীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গভীর ও দৈর্ঘ্য-রাজিক জ্বর অসাধ্য। যে বলবান্ জ্বর কর্তৃক রোগীর মস্তকে হঠাৎ গীমন্তবৎ হয়, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর আত্যন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস এবং অত্যন্ত মলক্ষতা জন্মে, তাহাকে গভীর জ্বর বলে।

জ্বরের পূর্বে জ্বরের মধ্যে অথবা জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, ক্লান্তসাধ্য ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

যে জ্বর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্ হয় এবং বহু লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে জ্বরের উৎপত্তি মাজ্জাই রোগীর চকু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বিনাশ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে ব্যক্তি জ্বরে হতজ্ঞান ও বিপত্ত্যর্হবৃত্ত হয়, উখান-শক্তি না থাকা প্রযুক্ত পতিতের দ্রাব্য শয্যা শয়ন করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত দাহ অথচ বাহ্য শীতদ্বারা পীড়িত হয়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

যে জ্বররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুর রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাম্প্রতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, তাহার জীবনে আশা নাই। যে জ্বরে রোগীর হিকা, শ্বাস, পিপাসা, মুছাঁ, চক্ষুর বিষম ও কীণতা উপস্থিত হয় এবং সর্দা শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্বর রোগীর প্রাণনাশ করে। যে জ্বরে রোগীর প্রভা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, শরীরের কীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের সহিত গভীর জ্বর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জ্বরে শিরের শুষ্কতা এবং অত্যন্ত শুক্রবর্ণ হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রাণনাশক।

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বর অথবা দৈর্ঘ্যরাজিক জ্বর হয়, তাহার জ্বর অসাধ্য। কীণকার ও কক্ষ ব্যক্তি গভীর জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিরোগ হয়।

যে জ্বর অশাপ, ব্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ হয়, সেই জ্বর সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে।

ইরোপে ও আমেরিকার চিকিৎসা সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও ফিজিওপ্যাথি ভিন্ন ভিন্ন বক্তৃতা প্রদানিত। এলো-

গাংগি মতে অরের নিদান ও চিকিৎসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

অর কাহাকে বলে যুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধিকে অর নামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্পণ দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকো (Vircho) বলিয়াছেন যে, নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ায় বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত ফিলী (Tissues) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্বেক্ত কারণ দুইটাকেই অস্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিবাক্ত হইলে সমস্ত শরীরের তাপ পরিবর্তিত হয় এবং তাহাতেই অর হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক ফিলির ধ্বংস হেতু দৈনিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই অরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শারীরিক সম্ভাপ বৃদ্ধিকেই অরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায়। অর হইলে শারীরিক সম্ভাপ বৃদ্ধি ব্যতীত খাস ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং শ্বেদনির্গম ও মূত্রাদির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সম্ভবিত হয়, তাহার মধ্যে অরোগই অধিক। আবার নানাবিধ অরভুক্ত রোগীর সংখ্যা সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া অরে পীড়িত। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা অতীবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেনসিসাই (Lancisi) বলেন যে, উত্তীক্ষাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়।

২। ডাক্তার কটক্লিফ (Cutcliff) স্থির করিয়াছেন যে সমতল ভূমি, নিম্ন ভূমি, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ আর্দ্রতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে রীতিমত বাষ্পোৎসর্গ ঘোষণা করে, তবে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

৩। ডাক্তার স্মিথ (Dr. Smith) বলেন, মৃত্তিকা যত আর্দ্র হইবে এবং গায়েই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উঠিত হইবে, ম্যালেরিয়া বিবের ততই আধিক্য হইবে।

৪। ডাক্তার ওল্ডহাম (Oldham) বলেন, শীতলতার হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্রাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইবে।

৫। ডাক্তার মুর (Dr. Moor) স্থির করিয়াছেন যে,

উত্তীক্ষণগণিত অলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। “ম্যালেরিয়া” একটি ইতালীয় শব্দ; ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই বিবের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

(ক) বাসবাটীর চতুর্দিকস্থ গাছোপাশী পরিষ্কার রাখা ও বাহাতে পুষ্করিণীর জল সতাপাতা পচিয়া নষ্ট না হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া মনোযোগী থাকা কর্তব্য।

(খ) অগ্নি ও ধূম্রায়া ম্যালেরিয়া বিব নষ্ট হয়।

(গ) বাটীর চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা ধার্য্য দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়।

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিব অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে বস্ত্রের সমস্ত বস্ত্র ধার্য্য নানিকিছার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া কর্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ্ণ রোজ এবং হেমন্তের দ্রুত শিশির অরোগীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

(ঙ) প্রত্যয়ে কোথাও যাইতে হইলে মুখপ্রাকালনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু ডাক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত।

(চ) আমাশয়ের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের অর্ধেক পর্য্যন্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে। এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত। এই সময়ে ক্ষেপণপড়া, গুলক প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ঔষধের স্থায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। হেলেকা, পলতা প্রভৃতি ব্যঞ্জননের সহিত আহাৰ্য্য করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-সম্ভূত অর সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—
১। সন্নিবাস অর (Intermittent fever) ও ২। সন্নিবাস অর (Remittent fever)।

সন্নিবাস অর। এই অরকে পর্য্যায়-অর বলা যায়। এই অর সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হয়; অরের বিরামাবস্থায় রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। এই অরের কারণ বিবিধ—পূর্ববর্তী ও উদ্ভীপক।

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিকালীন, অধিক ছরাসান, অতিশয় গ্রীষ্মসর্গ ইত্যাদি; (খ) রক্তের অমিত্তক্যবৃদ্ধি; (গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস; এইগুলিই এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ।

দুষ্কি, অধিক পরিমাণে অক্সিজেন (Carbon) বা অক্সিজেন (Albumen) মিশ্রিত খাদ্যাদি ভক্ষণ; উত্তীক্ষণাদি বিগলিত অলপান, উত্তপ্তপুষ্কিবিবের বায়ুসেবন প্রভৃতি এই অরের উদ্ভীপক কারণ।

লক্ষণ। এই অরে তিনটা অবস্থা হইয়া থাকে, যথা—
শৈত্যাৱস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ষাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ
হাই উঠিয়া শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ঘৰ্ম্ম আকৃষ্ট
হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মস্তকবেদনা, শি-
ষিবা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকৃষ্টন হেতু
নাড়ী বেগবতী ও স্পন্দন ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্ধঘণ্টা
হইতে তিনঘণ্টা পর্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়।
তখন শারীরিক শীতলতা বিদূরিত হইয়া ঘৰ্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক ও
উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী তুল্লা ও পূর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের
শীড়া বর্ধিত হইয়া চক্ষুর আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত
পিপাসা উপস্থিত এবং প্রাণবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়া-
বস্থা আরম্ভ হইবার পূর্বে অর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপাদি
উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জ্বালা উৎপন্ন হয় ও খাস প্রবাহ শীঘ্র
শীঘ্র হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্বে দুর্বল থাকিলে অথবা
প্রাচীন হইলে কখন কখন অরকালে অচেতন হইয়া পড়ে।
প্রাণ, উদরক্ষীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত
হয়। কিন্তু অরভাগ্য হইলেই রোগী আপনাকে স্নেহ বোধ
করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে গ্ৰীবা ও যকৃতের
প্রদাহ এবং কখন কখন অরকালে উদরায়ম আসিয়া
উপনীত হয়।

প্রকারভেদ—সবিরাম অর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা—
কোটিডিয়ান (Quotidian), টার্সিয়ান (Tertian) ও কোয়ার্টান
(Quartan)। যে অর প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে,
তাহাকে ঐক্যিক (Quotidian), বাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ
তৃতীয় দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যিক
(Tertian) এবং বাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক
নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুর্থিক (Quartan) অর
কহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম
অরের মধ্যে ঐক্যিক অর প্রাতে, ত্র্যিক বেলা বিপ্রহরে
এবং চাতুর্থিক অপরাহ্নে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা কারণে
এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।
অর নিরন্তর সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের
লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কখন কখন দুইটা পর্যায় এক
দিবসে বাটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে অর আরম্ভ হইয়া বৈকালে
মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন
হইয়া থাকে। এইপ্রকার অরকে ডবল কোটিডিয়ান কহে।
এইরূপ ডবল টার্সিয়ান ও ডবল কোয়ার্টান অরও দেখিতে
পাওয়া যায়।

সবিরাম অর কখন কখন স্বল্পবিরাম অর বলিয়া ভ্রম হইতে
পারে। কিন্তু তাপমানব্র ব্যবহার করিলে সবিরাম অর
সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই অরের সম্পূর্ণ বিরাম উপ-
স্থিত হয়, কিন্তু স্বল্পবিরাম অরে সেরূপ হয় না। শারীরিক
তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ।
সবিরাম অরে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

১। এই অরে শৈত্যাৱস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ষাবস্থা পরে
পরে সমভাবে উপস্থিত হয়।

২। শৈত্যাৱস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে
এবং কম্পের সহিত অর উপস্থিত হয়।

৩। ঐক্যিক অর এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দিষ্ট
সময়ে মগ্ন হয়। অর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ
স্নেহ মনে করে।

৪। এই অরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয়
যে তাপমানব্রের পারদ ১০৫° হইতে ১০৮° পর্যন্ত উঠে।
কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া থাকে ও রোগী তখন
শীতবোধ করে।

স্বল্পবিরাম অরের লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

১। এই অরে সবিরাম অরের তিনটা অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও
সমভাবে কখন প্রকাশ পায় না।

২। শৈত্যাৱস্থায় অতি সামান্যরূপে প্রকাশ পায়, কখন
বা আদৌ প্রকাশ পায় না। শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত
হয় না।

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ঘর্ষাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এই অরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময়
কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। অরের
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। ১, যদি রক্ত দূষিত হইয়া অর হয়, তবে
তৎসংশোধনে ব্রহ্মবানু হওয়া কর্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে
প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে
তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, ঝিল্লীর (Tissues)
ক্ষণে হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া বোধ
হইলে উত্তেজক ঔষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যিক।
৪, অরের শান্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্দ্ধনার্থ কিয়দিন
পর্যন্ত বলকারক ঔষধ (Tonic) ব্যবহার করা কর্তব্য।

সবিরাম অরের তিনটা অবস্থার পৃথক পৃথক চিকিৎসা
করা উচিত।

১ম—শীতলাৱস্থা। বাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার

উপায় করা কর্তব্য। সামান্য শীতলাবস্থার রোগীকে লেপ কবল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা ও সেবনার্থ গরম জল, গরম চা, গরম কাকি কিংবা কর্পূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত স্নান বাবস্থা করা বাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগী অবসর ও শুশ্রূষাজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মূরু হইয়া পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থার রোগীর হই বগলে দুইটা গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপাদাদি ও বক্ষঃস্থলে ঘেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহ্যে দুইখানা করিয়া চারিখানা রাইসরিবার পলত্রা এবং নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিতে দিবে।

টিংচর মক্স	১৫ বিন্দু।
টিং সিন্‌কোনা কম	৩০ "
জাঃ গ্যালিসাই	৩০ "
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	১৫ "

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থার উন্নতি অমুসায়ে প্রতিমাত্রা ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহৃত। যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শু'টের শু'ডা উত্তমরূপে মালিস করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ মর্দনার্থ দিবে।

ক্লোরোফর্ম	৩ ড্রাম।
লিঃ সেপিন্স	৪ "

মর্দনের জন্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অর আসিলে কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জল সিকন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটা দিবে। রোগী সংজ্ঞালভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পটাশ ব্রোমাইড	১০ গ্রেণ।
টিং বেলেডোনা	৫ বিন্দু।

একোয়া এনিসি মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ৪ ড্রাম—

এক মাত্রা।

বালকদিগের জন্য—

টিং বেলেডোনা	অর্ধবিন্দু।
পটাশ ব্রোমাইড	১ গ্রেণ।
সল্‌ ক্যানাই	৩ বিন্দু।
মোরি ভিজান জল	১ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারম্ভ হইতে রোগীকে ১৫২০ বিন্দু লডেনম (টিং ওপিয়াই) সেবন করা

ইলে কম্প সত্ত্ব দূরীভূত এবং অয়ের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ মেক-পণ্ডের উপর মর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প হ্র হ্র এবং অরও কমিয়া যায়।

লিঃ সেপিন্স	৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই	" "

মর্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২য়—উত্তাপাবস্থা। এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন দ্রব্য রক্ত অমি-বার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক; নহিলে দিবেনা। পিপাসা থাকিলে মিক্স পানীয় সেবন করিতে দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। যদি অত্যন্ত গাত্রবাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে ঐষহক জলে কিংবা ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে এবং তাহাতে গাত্রমার্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। কিন্তু দ্রুত ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে।

যদি রোগী মস্তকবেদনার অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটা লাগাইবে। ইহাতে যদি উক্ত লক্ষণের নিবারিত না হয়, তবে পূর্ককথিত পটা স্বেদনাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

ম্যাগনেশিয়া সল্‌ফ	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর	১৫ বিন্দু।
ভাইনাম ইপিক্যাক	৫ "
লাইঃ এমনিয়া এসিটেট্‌স্	২ ড্রাম।
সিরপ্‌ লিমন্	২ "

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

* নিম্নলিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিবে।

ডাবেরজল বা পোলিপপল	২ ঔন্স।
ক্রিষ্টাল সুগার	২ ড্রাম।
সোডা বাইকার্ব	২ স্কু।
অইল সেপিন্স	১ বিন্দু।

এই কয়েকটি দ্রব্য একটা পাথরবাটী কিংবা বাটর পায়ে ওলিয়া লইবে। এরপ আর একটা পায়ে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড তুলিবে; তৎপরে পাতি কিংবা কাগজীসের রস অল্প পরিমাণে লইবে। পরে পাথরের রোগীর সমুখে লইয়া, উত্তর পাকিষ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অভ্যস্ত দুর্বল হইলে অথবা ৮।১০ দিন অর কোগ করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র ৪।৬ ড্রাম এরণ্ডতৈল (Castor Oil) অর বিচ্ছেদকালে সেবন করাইবে। অরের প্রকোপাবস্থায় বিরেক্ত ঔষধ সেবন করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

পটাস্ সাইট্রাস্	৫ গ্রেণ।
পটাস্ এসিটাস্	৭ " "
টিং সিনকোনা কম	২০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমম কম	১০ " "
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটস্	২ ড্রাম।
কপূরের জল	১ ঔন্স।

একমাত্র। আবশ্যক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। এই ঔষধটী অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করাইলে ঘর্ম ও প্রস্রাব হইয়া রোগীর সন্ধিত রস সকল দূরীভূত হয়।

সিরপ্ রোজি	১ ড্রাম।
পটাস্ সাইট্রাস্	৭ গ্রেণ।
টিং হায়াসায়ামস্	১০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথর	২০ " "

ডিক্কসন্ সিনকোনা মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ঔন্স, এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

অরের সহিত গাড়ে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে উপকার হইতে পারে।

গাড়ে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্ উঠাইয়া দিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদি রোগী অর ও উদরায়ম পীড়া এককালে ভোগ করিতে থাকে; তবে নিম্নলিখিত মিশ্র ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

লাইঃ আমনিয়া এসিটেটস্	১ ড্রাম।
ডাইনাম্ ইশিকাক্	৮ বিন্দু।
বিসমথ নাইট্রাস্	৮ গ্রেণ।
টিং কার্ডেমম কম	৩০ বিন্দু।
— কাইনো	১০ " "
— ক্যাটিকিউ	২০ " "
মোরির জল	১ ঔন্স।

একমাত্র। বিসমথ, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই কয়েকটী ঔষধ উদরায়ম-নিবারক।

৩য়—বর্শাবস্থা। এই অবস্থায় অরের পুনরাক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা

করিয়া জলদাও, দুধশাক বা আয়াকট ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর গা মুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। অরের হ্রাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান হইতে পারে। ইহার প্রয়োগের মাত্রা বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। অবস্থা বিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ সেবন করান হইতে পারে। যে সকল অরে কোলাঙ্গ (গডনাবস্থা) হইবার সম্ভাবনা, সেই অরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

একুপ অবস্থায় এক বা দুই গ্রেণ কুইনাইন, ত্রাণী বা অজ কোন উত্তেজক ঔষধের সহিত সেবন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কুইনাইনের পরিবর্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন অরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারান্তে সেবনীয়—মাত্রা ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচর্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জল শ্বেতবর্ণ কাঁটা দ্বারা আতৃত, যোজকত্বক্ রক্তিম, অক্ষিপটে ভারবোধ, পেটে বেদনা অমৃতভব, বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সপর্ধ্যায় অরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় ত্রালিসিন অথবা ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সল্ফেট অব বিবারিন সেবন করা হইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগনিয়েরি বলেন, দেশীয় নেবুর কাথ (Decoction of Lemon) কুইনাইনের স্থায় অরয়। অর আসিবার ৪ ঘণ্টা পূর্বে হইতে ইহা সেবন করিলে আর অর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, এই কাথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে। অর আসিবার এক অথবা অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে ১৫।২০ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় রিজর্সিন (Resorcin) সেবন করিলে আর অর আসিতে পারে না। সবিরাম অরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কুইনাইন বটিকাধারে সেবন করিতে হইলে, ইহার সহিত সাইট্রিক এসিড, একমাত্রা কলম্বা, চিরতা, ট্যারেকসিকম, কনকেকসন্ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই কয়েকটী ঔষধের যে কোন একটার ২।৩ গ্রেণ মিশাইয়া লইলেই চলিতে পারে।

অরের বিরক্তাবস্থায় চিকিৎসা।—অর বিচ্ছেদে রোগী হিমাল হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্মনিবারার্থে যে ত্রাণী ও যুগনাভী মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫।৭ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সল্ফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় অর

আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ অবস্থার পথ্যে অল্প মাংসের কাথ, ছুট, বেদানা, সাজ, বার্গি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যদি অরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনার কুইনাইন বা ভুকলামগ্রী বমি হইয়া উঠিয়া পড়ে। তবে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য লেমনেড, ভাবেল জল, বরফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত না হয়, তবে নান্নির উপর কড়ার নিরে একখানি রাইলরিবার পলত্রা দিবে এবং নিয়ের মিশ্রটি সেবন করাইবে।

বিগমথ নাইট্রাস	...	৭ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল	...	২ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	...	১০ "
সিরপ লেমন	...	১ ড্রাম।
গোলাপ জল	...	১ "

চোয়ান (Distilled) জল মিশাইয়া সর্বসমেত ৪ ড্রাম এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যা-হুসারে ১২০ বন্ট। অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি ইহাতেও ঔষধ উঠিয়া যায়, তবে মলধারে কুইনাইন স্বেতসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্তব্য; অথবা বৃক্-ভেদ করিয়া 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ' দ্বারা নিউট্রাল কুই-নাইন শরীরাত্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত।

অররোগীর মস্তিষ্ক নষকে ছইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলেদেখা যায়, রোগী মুহু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করি-তেছে, তাহার নয়ন মুজিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও জিহ্বা স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থার বৃত্তিতে হইবে যে রোগীর স্নায়ুগুণ দুর্বল হইয়াছে। মস্তিষ্কবরণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণ ও বেগবন্তী, হস্ত ও জিহ্বা উগ্রাধা করিবার ভাব ধারণ করে। মস্তিষ্কবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া থাকে যে আত্মবিক ছর্কল রোগীকেও ২৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মস্তিষ্কবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের জন্য পূর্বে যে গ্যালিসাই ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং ছুট মাংসের কাথ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্বে যে ব্রোমাইড পটাস

সংযুক্ত ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে; মস্তক দুগুন করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে মস্তকে রাইসরিবার পলত্রা দিবে।

সবিরাম জরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্রীহা ও বক্তের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ন্যালেরিয়াই বক্ত-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। প্রীহা ও বক্ত অজ্ঞাত রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [প্রীহা ও বক্ত শব্দ দেখ।] সবিরাম জরে অনেক সময় বক্তের বিশৃ-ঙ্খলা হেতু পাণ্ডু, জাভা বা কামল (Jaundice) উপস্থিত হয়। বক্তের উপাদানের ধ্বংস বা হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা প্রভৃতি কারণ হইতে এই প্রীহা জন্মে। [পাণ্ডু শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যে সকল সবিরামজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রস্ত, তাহা-দিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্তের উপর তর্পিণ তেলের স্বেদ দিতে হয়।

পুরাতন জ্বর (Chronic fever)—এই জরে সময় সময় প্রীহা ও বক্ত উভয়ই বর্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া আইসে—পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করার রক্ত কণিকার হ্রাস ও স্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। যোগীর চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শালা হয়। শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, অশীর্ণ, বমন, অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদাধিতে শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তাভা ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে চিকিৎসা হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। রোগী যদি জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মিশ্রটি জরের বিরাম অথবা হ্রাসাবস্থার প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কুইনাইন	...	২০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	...	৫ বিন্দু
পটাস ফ্লোয়াস	...	৪ গ্রেণ
ডাঃ কবরম	...	৪ ড্রাম
টিং নরকটিকা	...	৩ বিন্দু
চোয়ান জল (Distilled water)	...	৪ ড্রাম।

একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জ্বর ভোগ করিতে থাকে, তবে নিয়ের ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার

না থাকিলে এই ঔষধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে—

সুইনাইন	২ গ্রেণ।
ফেরি সল্ফ	১ "
পল্ড কলবা	২ "
— জিঞ্জর	২ "

একজ করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রত্যহ সেব-
নীয়। দ্রীহা ও বৃক্কতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন
লাগাইবে। যদি নাসিকা, দস্তম্বাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান
হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ৩০১৪০ বিলু টিংচর ফেরিপার-
ক্লোরাইড এক ঔল শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে
লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা কন্ডিস্ ফ্লুইড
(Condy's fluid) দ্বারা ক্ষতস্থান ধোত করাইবে—

কার্বলিক এসিড	১ ড্রাম।
চোয়ান জল	১ পাইন্ট

একজ করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে
সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকি উচিত। এরূপ
অবস্থায় অল্প কোন ঔষধ দ্বারা অর নিবারণ করা উচিত;
যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অন্ত্যন্ন মাত্রায় সুইনাইন
ব্যবহার করিবে।

উদরামর থাকিলে ১৫ বিলু টিংচর ঔল ও এক ঔল
ইনকিউসন কলবা একজ করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২৩ বার
সেবন করিতে দিবে।

অরকালে সাণ্ড, বার্গি, আরাকট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা
করিবে। অর বিরত হইলে, প্রাতে সন্ধ্যা পুরাতন চাউলের
অর, মুগের দাইল, ডাল ও মৎস্যের মৎস্যের ঝোল এবং রাজি-
কালে ছশাণ্ড ব্যবহৃত। উদরামর থাকিলে ছুই নিষিদ্ধ।
রোগীকে কোন প্রকারে ঘন ছুই পান করিতে দেওয়া বিধেয়
নহে। ১০-১২ দিবস অন্তর গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।
অধিক পরিশ্রম বা রাজি আগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্রববিরাম অর (Remittent fever)—এই অর ম্যালেরিয়া
হইতে উৎপন্ন হয়, উচ্চপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক।
স্রববিরাম অরকে এই অর যে গুরুতর তাহাতে আর
সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য
(Simple) ও জটিল (Complicated)। যে স্রববিরাম অরে
সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং বাহ্যতে
আন্তর্য্যিক ব্রণাদির আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া
পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ার এই প্রকার অরের কারণ বলিয়া
ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক
দুর্বলতা প্রযুক্ত এই অরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্রব-
কালেই এই অরের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও
বসন্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই অরে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই অরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, স্রববিরাম
অর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই
অরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (Remission) দেখা যায় না,
অতি অল্পমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়া
যায়। সচরাচর স্রববিরাম অরের রেমিশন (বিরাম) প্রাতঃ-
কালে হইয়া উক্ত সংখ্যা ৪৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার
পর পুনরায় অর প্রকাশ পায়। এই অরের ভোগকালের
কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১-২২ দিন পর্য্যন্ত এই অর
বর্তমান থাকে। এই অরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়,
তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ,
পাকায় ও বৃক্ক বেদনা, বিবিধা, কোষ্ঠ কাঠি, স্রব
প্রলাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম,
নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত স্রব ইত্যাদি প্রধান।
এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুদ্ধিতে
পারা যায় না, বৎসামান্য বিরাম হইয়া অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়।
এই অর অতিশয় প্রবল হইলে চর্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও
অপরিষ্কার, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দন্তে মল
স্রব, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈকল্য ও
পরিশেষে অচেতনত্বের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উপসর্গ ও আত্মবলিক রোগ। এই অরে নানা প্রকার
উপসর্গ ও আত্মবলিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি
প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে—

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা দুইপ্রকারে লক্ষিত হয়—

(ক) রক্তাধিক্য (Congestion of blood) রক্তস্রবালনের
অত্যধিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মস্তিষ্কভিত্তরে রক্ত লক্ষিত হয়।
ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃস্বরে
বকিতে থাকে। এই অবস্থায় শিরঃপীড়া, রক্তিম চর্ম, স্রব-
চিত কণীকিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, স্রবগামী নাড়ী, গ্রীবা ও
শব্দবোধের ধমনীসমূহের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি
উপসর্গ লক্ষিত হয়।

(খ) শোণিত মোক্ষণ (Depletion of blood) হইলে
স্রাবিক মৌর্য্যল্যপ্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মুছ প্রলাপ বকিতে
থাকে। এইকালে কণী নাড়ী, শুষ্ক ও কম্পিত জিহ্বা, তন্দ্রা,
অচেতন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

২। মস্তিষ্কবরণপ্রদাহ (Meningitis) এই প্রদাহ উৎপন্ন হইলে রোগী কিশোর জ্ঞান শূন্য হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হঠাৎ করে এবং হস্ত পদাদির পেশীসমূহে আকোপ উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্দ্রা ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়।

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ।

(খ) ফুগুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা। ইহাতে বমন, বিবমিষা ও হিকা উপস্থিত হয়।

৬। যকৃতের রক্তাধিক্য বা পাণ্ডু।

৭। মূত্রা-বিয়ক্তি।

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণ-মূলের প্রদাহ হেতু পূয়োৎপত্তি হয়।

৯। যকৃত, মূত্রা ও পাকশয়ের রক্তাধিক্য হেতু সময় সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়।

১০। বৃককে (Kidney) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনি-উরিয়া (মাণ্ডুস্কুম্ম) দৃষ্ট হয়।

১১। ক্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ার পর্যায়ক্রমে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতা হেতু কখন কখন বাতরোগ, মাংসপেশীতে বাতপ্রায় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে।

১৩। পাকশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের উপর বেদনা হয় ও গ্যাসট্রেলজিয়া (Gastralagia) উৎকাস প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন ও ভেদ হয়।

স্নায়বিক জরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে ও উপসর্গাদির যত হ্রাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। স্নায়বিক জর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জরমিশ্র (Fever mixture) ব্যবহৃত করা হইয়াছে, স্নায়বিক জরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত পানীয় ব্যবহৃত করিবে।

এসিড টার্ট্রেট অব পটাশ	...	১ ড্রাম।
লেমন অইল	...	২ বিন্দু।
জিনি	...	১ আউন্স।
জল	...	২৪ " "

একত্র করিয়া জর জর সেবনীয়। কোঠ বহু থাকিলে কম্পাউন্ড জলাপ পাউডার (Compound jalap powder),

এরকস্টল (Castor oil) ইত্যাদি ব্যবহৃত করিবে। যদি বিবমিষা থাকে, তবে ৫।৭।১০ গ্রেন পরিমাণে পল্ড ইপিকাক (Pulv. Ipecac) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত পুরিয়া উপর্গ্যুপরি ২ দিন দিবাভাগে দুইটী করিয়া সুখের মধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

ক্যালমেল (Calomel) ... ২ গ্রেন।

পল্ড ইপিকাক ... ১০ "

একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দুর্বল হইলে বমনকারক বা বিরেকক ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে গৃহের গবাকাদি বন্ধ করিয়া উষ্ণজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সম্বর উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা তাহার সর্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ষ নিঃসৃত হইয়া শরীর শীতল হয়।

বদ্ধিত ভাপ কমাইবার জন্য কখন কখন টিঃচর একোনা-ইট (Tr. aconite) ২ বিন্দু মাত্রায় ২০ ঘট্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

অতিশয় গাত্রদাহ থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ইথর জল একত্র মিশাইয়া তদ্বারা গাত্রাধোত করাইবে। এই-রূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবহৃত করিবে।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোট, ব্রাউ, টিঃচর সিনকোনা কম্পাউন্ড (Tr. cinchona compound),

ক্লোরিক ইথর (Chloric ether) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। তদ্বা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে

গ্রীবার পঞ্চাদেশে সর্বপটী (Mustard plaster) এবং মস্তকে শীতলজল অথবা নিম্নোক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে।

এমন মিউরিয়াস্ ... ১ ঔন্স।

রেক্টিফায়েড স্পিরিট ... ২ "

গোলাপ জল ... ৮ "

একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে স্নায় বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া মস্তকে পটী দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে ল্যঃ লিট (Liquor Lytte) ৫।৬ বার গ্রীবার পঞ্চাদেশে প্রয়োগ করিবে।

যদি হিকা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডায়ের জল অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত করিবে।

বিসমথ নাইট্রাট্ ... ৫ গ্রেন।

হাইড্রোসিয়ারনিক এসিড ডিল ... ৩ বিন্দু।

স্পিরিট ক্লোরোকরম্ ... ১৫ "

লাইঃ সর্কি হাইড্রোঃ ক্লোরোটস্ ... ১৫ "

জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ঔন্স। একত্র এক মাত্রা।
১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

এই পীড়ার অনেক সময় পেট কাঁপিয়া থাকে; তাঁপিল তৈল সামান্তরূপে মর্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ কোন উপকার না হয়, তবে তাঁপিল তৈল ও হিঙ্গুর অরিষ্ট (Tr. assafoetida) পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্নের যে কোন ঔষধটী ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

টিংচর কাইনো	১০ ড্রাম।
বিসমথ নাইট্রাস্	১০ গ্রেণ।
মিশ্চিউরা ক্রিটি	৪ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। অথবা—

সোডি বাইকার্ব	২ গ্রেণ।
পল্ড ইপিকাক	১০ "
বিসমথ নাইট্রাস্	৫ "
মর্কিয়া	১০ "

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা।

রক্তাশায় থাকিলে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

বিসমথ নাইট্রাস্	৫ গ্রেণ।
কুইনাইন	২ "
পল্ড ইপিকাক	১০ "
—ওপিয়াই	১০ "

একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২।৩টা।

অরের হ্রাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যদি অবসন্ন-বস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাল ও তাহার নাড়ী দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট আনোনিএসোম্যাটিকস্	১৫ বিন্দু।
—নাইট্রিক ইথর	১৫ "
ভাইনন্স গ্যালিসাই	২ "
টিংচর মধ	১৫ "

কর্ণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। প্রীহা বর্জিত বোধ করিলে তদুপরি পরম জলের স্বেদ দিয়া অথবা টিংচর বা সিসিমেন্ট আইও-ভাইনের প্রলেপ দিয়া নিরূপিত মিশ্র অরকালে সেবন করিতে দিবে।

এমন মিউরিয়াস্ ... ৫ গ্রেণ।

পটাস ব্রোমাইড	৫ গ্রেণ।
পটাস ক্লোরাই	৭ "
ডিঃ সিন্‌কোনা	১ ঔন্স।

এক মাত্রা। দিবসে ৩।৪ মাত্রা সেবনীয়। অরের বেগ-মন্দীভূত হইলে নিরূপিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে—

কুইনাইন	২ গ্রেণ।
ডাঃ সলফিউরিক এসিড	১০ বিন্দু।
ফেরি সল্ফ	২ গ্রেণ।
ম্যাগনেসিয়া সলফাস্	২ "
টিংচর সিনামন কম	২ ড্রাম।
চোয়ান জল	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে ম্যাগনেসিয়া সলফাস্ পরিচ্যোগ করিবে। Syrup of lactate of Iron, Phosphate of Iron, অথবা Ferri iodide সেবন করাইলে অনেক সময় প্রীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যকৃতের বিবৃদ্ধি হইলে তদুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে সর্বপ পলস্তা ব্যবহার করিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে—

এমন মিউরিয়াস্	৫ গ্রেণ।
লাঃ ট্যারেকসিকম	২০ বিন্দু।
ডাঃ নাইট্রিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড	১০ "
ইনঃ চিরেতা	১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। এই অরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাই-নাম্ ইপিকাক্ ৫।১০ বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউন্ড ২ ড্রাম, কুইনাইন মিশ্র অথবা অরমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া সেবন করাইবে।

পূর্কোনিখিত ঔষধাদি সেবন করিয়া অর মুক্ত হইবার পরও কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্তব্য। কারণ সখিরাম অরে রক্তাধিক্যবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া পড়ে। অর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থার ঔষধাদি সেবনে বিরত থাকিলে, পুনরায় অরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্ত জ্ঞান পরিবর্তন করা আবশ্যক, নতুবা পরীর উত্তমরূপ সলব হয় না। তৃতীয়তঃ কুইনাইন সেবনে অর ২।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বৃত্তীভূত হয় না। অর সম্যক প্রকারে নাশ করিবার জন্ত কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্তব্য, নতুবা কুইনাইন বহু

জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রত্যহ নিয়মসূচীসারে এটিকিন্স গিরাপ সেবন করা উচিত। নিয়মিত মিশ্রী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জ্বর হইবার কে ন আশঙ্কা থাকে না।

কুইনাইন	১৫ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	১০ বিস্ফ
টিং কেরিপারক্লোরাইড	১০ "
টিং নক্সভমিকা	৩ "
টিং কলখা	১৫ "
ইনঃ কোরাসিয়া	৪ ড্রাম।

একত্র এক মাত্রা।

অবিরাম জ্বর (Continued fever)—এই জ্বর হুলতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—১ সামান্য অবিরাম জ্বর (Simple continued fever), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever), ৩ আত্মিক জ্বর (Typhoid fever), ৪ পোনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)।

সামান্য অবিরাম জ্বর—শীতলতা, আর্জিতা ও অতিশয় উত্তাপ হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জ্বর জন্মিয়া থাকে। এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না।

নিদান। জ্বর প্রকাশের পূর্বে রোগী আলস্ত, মস্তক ও সমস্ত গায়ে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অশুভব করে। পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জ্বর প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ঝক্ ঝক্ ও মুখমণ্ডল রক্তিম হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অশুভব করে। জ্বর প্রকাশের পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অধিমাসা ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন শ্রাপা বকিতে থাকে।

শারীরিক উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই জ্বরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিংবা উদরাময় হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে শ্রাব হইলে, রোগীর জীবন-নাশ হইতে পারে। বালকদিগের দন্তোদেদকালে অথবা অল্প মধ্যে কুস্মি থাকিলে এই জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। সলফেট অব ম্যাগনেসিয়া (এপশম্ সল্ট) ৪ ড্রাম, অথবা সিডলিক পাউডার ব্যবহের। অল্প পরিষ্কার হইলে নিম্নের মিশ্রী ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার এমোনি এসিটেটস্	২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	১০ "
ডাইনম্ ইপিফাক	৮ বিস্ফ
পটাশ নাইট্রাস্	৪ গ্রেণ।

কপূরের জল সংযোগ করিয়া সর্বসমেত ১ গুণ একমাত্রা।

২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্তব্য। দন্তোদগমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিবে। অল্পে কুস্মি থাকিলে বয়সসূচীসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া রাত্রিকালে, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত ভাতোনাটাইন দিয়া, প্রাতে এরণ্ডতৈল দ্বারা অল্প পরিষ্কার করাইবে। যখন জ্বরের বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাপ্ত, আরাকট প্রভৃতি লঘু জ্বায পথ্য দিবে।

মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever)। ভারতবর্ষে পূর্বে এই ব্যাধি আদৌ ছিল না; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বর আত্মিক জ্বর অপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্বে হইতেই শীতান (Scurvy) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর জ্বায ভক্ষণ, সর্বদা দুর্গন্ধ জাগ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্ক জ্বর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর্ম হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— ১ Typhus abdominalis, ও ২ Typhus exanthematicus; শেযোক্ত প্রকার জ্বর ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে।

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্বল্য, অতিশয় শিরো-বেদনা, আলস্ত, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জ্বরের প্রথম লক্ষণ। আত্মিক জ্বর অপেক্ষা ইহার আক্রমণ ডরাবহ। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শয্যা-শায়ী হইতে হয়। এই পীড়ার সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি প্রথমতঃ বন্ধস্থলে বা ক্ষুদ্রদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হৃৎপদারিত্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একবার অদৃশ্য হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুট হয়। ইহাদের সংখ্যাসূচীসারে পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে জ্বর

কক্ষগণ ধারণ করে। ২১০ দিবসের মধ্যে শিল্পলবণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ কক্ষগণ দেখায় ও তদবস্থ লক্ষণ লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। নাকীয়া ক্রতগতি, দুর্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদির কাম্পন, শব্দাবরণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদর স্ফীতি, কাস, হিকা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিত্বর্তী হয়; কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক অর আক্সিক অরের দ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মস্তিষ্ক অর মন্থরিকা ও আরক্ত অরের (Scarlet fever) দ্বারা বিবাক্ত্র্য ভ্রব্য বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত হইবামাত্র গৃহস্থগণের বাধ্যপন্থ্যোগী নিয়মসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ কর্তব্য। বাহাতে রোগীর গৃহে বিস্তৃত বায়ু সঞ্চারিত হয়, শয্যা পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের জনতা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত ভ্রব্যাদি রাখিবে না। দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্ত হরিতন (Chlorine) অথবা অন্তবিধ সংক্রমণগ্রহ ভ্রব্য ব্যবহার করিবে। রোগীর সন্নিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্ত বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক ঔষধাদি সেবন করা ইবে। অররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত। আরাকুট, মাংস (অত্যবে মৎস্তের কাণ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্বল হইলে সাণ্ড, আরাকুট বা কাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১২৫ Exshaw brandy মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এক সময়ে অধিক আহার বেওয়া কর্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ পুনঃ পথ্য বেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন ভ্রব্য আহার করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে অস্ত্র-কূট হইবার সম্ভাবনা। এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা করা যাইতে পারে; এই জন্ত রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য বেওয়া আবশ্যক। রোগী নিত্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়া আহার করাইবে।

মস্তিষ্ক অর বায়ুবিধগের পক্ষে ভ্রত সঙ্কটজনক নহে। ডাক্তার অলিসন্ (Dr. Alison) এই রোগে মৃত্যুসংখ্যার নিরবিচ্ছিন্নতা তালিকা দিয়াছেন—

বয়স	আক্রমণ	মৃত্যু
১৫ বৎসরের ন্যূন	৮০	২
১৫—৩০	১৪২	১১
৩০—৫০	২৩	১৭
৫০ বৎসরের উর্দ্ধ	১৭	৭

বয়সের আধিক্যের সহিত এই অরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। জীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ অধিকতর সাম্ভাব্যিক; কিন্তু গর্ভবতী জীলোকগণ এই রোগ-ক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্বদা প্রহুদ্র ও যাহারা তামাক সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই অরে আক্রান্ত হয় না, কারণ রোগীকেও এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক মস্তিষ্ক অর চিকিৎসা করা কর্তব্য। ঔষধ প্রয়োগে এই অরের তত উপশম দেখা যায় না। বাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবে। যাহারা এই রোগে অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্শ্বের মধ্যে অতি পাতলা রক্তাশ্রাবী পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিলডেনব্রাণ্ড বলেন, এই অরে মারবিক সংজ্ঞাস হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে।

আক্সিক অর (Typhoid fever)—এই অর কাহাকেও হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মস্তক-বেদনা, হস্তপদাদির কাম্পানি, অধিমাত্রা ও অল্প অল্প শীত অনুভব করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে রোগীর নাকী স্ফীত, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় অরের প্রকোপ এবং পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে রাত্রিকালে দুই একটা কয়িয়া মুহু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ উচ্চারণ করিতে থাকে। জিহ্বা ক্রমে উজ্জল রক্তবর্ণ ও কাটা কাটা এবং হস্ত শৈবালবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। শরীরের অন্ত্যন্ত উত্তাপ ও অতিশয় এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

অরের বেগ সন্ধ্যার আকাশে ও রাত্রিতে অধিক এবং প্রাতে অল্প হয়। অতিশয় উপস্থিত হইয়া সামান্য পীড়ার

প্রতিদিন ৭৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে ২৫০০ বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাড়ে রাখিলে, তাহা ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে--নিম্নে সার এবং উপরে তরলাংশ থাকে।

আত্মিক অরে নাড়ীর বেগ ক্ষুণ্ণ, গাত্রে রক্তাভ উত্তেজ, কর্কশ শ্বাসশব্দ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শসহিষ্ণুতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই অরে মূত্র হইলে মধ্যাঙ্ক-স্ফ-গ্রন্থি ও প্রীহা-বিবুদ্ধি, বিবৃদ্ধকৃত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এই অরে যে উত্তেজ জন্মে, তাহার অপ্রভাগ স্পষ্ট অথবা চৌরস্ নহে, তাহা গোলাকার। চাপ দিলে উত্তেজগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া নইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। এই উত্তেজগুলি ৩৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যহ অথবা দুইদিবস অন্তর নূতন উত্তেজ জন্মে। সাধারণতঃ উদর ও বক্ষঃকাটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উত্তেজ দেখা যায়। রোগের সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি হয়। ৩৪ সপ্তাহ এই অরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিবসে ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আত্মিক অরে নাড়ীর নৈমিত্তিক স্পন্দিত ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়।

এই অর সাম্প্রতিক হইলে অস্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অক্ষিপ্তলিকা প্রসারিত এবং শেবভাগে উদর হইতেও রক্তস্রাব হয়। আরোগ্যোন্মুখ পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে অর, উদরাময় ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানবদ্ধ প্রয়োগ করিয়া প্রায় সর্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারীরিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে, তদবস্থারগর্ভে ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এই অরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ সপ্তাহে অরে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী সান্নিপাতিকাবস্থার পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশা করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর স্নাত্যশয় ও জিহ্বার কার্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোগীর প্রস্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

আত্মিক অর সংক্রামকবর্ণাক্রান্ত। অররোগীর পুরীষে অসংক্রামক বীজ থাকে। সুতরাং রোগী যে পাড়ে মলত্যাগ

করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থান ও স্থান ব্যবহার করা উচিত নহে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃদু-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক অরে বেরূপ লবণসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আত্মিক অরে তাহা ব্যবহার করা যায় না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমোনিয়া (Ammonia) ও মস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপদ্রব নিবারণের জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এই অরের আক্রমণের পূর্বাভাস নির্ণয়িত উপায় অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে রোগীকে ধারাদান করা যাইবে, পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে বর্ষণ করিয়া দিবে; অথবা তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প বিরেচক ঔষধ সেবন বা উষ্ণজলে স্নান করা যাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটি উপায়ই অবলম্বন করিবে। কখন কখন স্বৈরজনক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। অরের প্রথমাবস্থায় ঈষদ্রব্য তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্বেগ থাকিলে কোনরূপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় কোন প্রকার যত্ন হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অরের প্রথম অবস্থায় ত্রোগী দুর্বল হইয়া না পড়িলে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন আত্যাত্মিক যত্ন প্রাপ্ত হইলে জলোকা ধারা সে স্থানের রক্তমোক্ষণ করা যাইবে। কিন্তু ১০ দিবস গত হইলে কিংবা এই অর ক্রান্তিক মস্তিষ্কঅরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্তমোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা। অষ্টাহের পূর্বে ক্যালমেল কিংবা কাব্যাবতিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবহৃত হয়। অথবা বুদ্ধি উত্তীর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্তন বা কোষ্ঠ কাঠি না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অন্নভোজ্য কপূরের সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। নির্ণয়িত ঔষধটীও বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়া এসিটেটস্ ২ ওল।

আমনাইস্ মিউরিয়াটস্ ৪ গ্রেণ।

নিরপ্ লিমনিস্ ১ ওল।

সায়মণ্ডল প্রাপ্ত হইলে শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বকের ও অরের কিরা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই অবস্থার পল্লভা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহার পূর্বে পল্লভা ব্যবহার

করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিম্নদেশে কিংবা পায়ের ডিমে পলঙ্গ লাগাইবে।

এই কালে কর্পূরমিশ্রিত ঔষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা Arnica অথবা Angelica root এর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উচ্চাস হইলে Hydrargyrum Cum creta এবং কাবাচিড়িন (Rhubarb) কিংবা জৈব লবণাক্ত ত্রব্যের সহিত শেবোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ দিবসগত হইলেও যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্যমান না থাকে, তবে লিঃ আমোনিয়া এসিটেটসের সহিত কর্পূরের মিশ্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। Alkaline carbonates এবং citric acid কর্পূরমিশ্রের সহিত একত্র সেবনেও সফল হইতে পারে। নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আমোনিয়া এসিটেট কিংবা সাইট্রিক এসিড ও কার্বনেটের কাথ বা সিনকোনা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুসফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্যে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্তব্য। যদি ফুসফুস ক্রিয়া প্রদাহজনিত অথবা কোন উপসর্গ অথবা আভ্যন্তরিত হৃদয়ের অপক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর রক্তজীব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে Mistura ammoniaci কিংবা Decoctum polygalæ, কর্পূর, আমোনিয়া বা টিংচর ক্যান্থারের সহিত প্রয়োগ করিবে। বল হ্রাস হইলে লঘু পথ্যের সহিত মধু ব্যবহৃত। রোগীর গায় ত্রানেল দ্বারা আবৃত রাখা কর্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া Ipecacuanha, ক্যালমেল বা কর্পূরের সহিত এবং অহিফেন বা পোক্তরস ব্যবহার্য। শরীর শীতল ও পাত্ত, নাড়ী দুর্বল এবং আকৃতির সংকোচ হইলে Blygala, ammonia, camphor, stimulating tonics এবং মধু ব্যবহৃত। যদি উদর স্পর্শসহিষ্ণু এবং বায়ুগত হয়, তবে হিষ্ণু কিংবা extract of rue কিংবা ইহার সহিত উর্দুপক্ষে ২ ওঁজ তর্পিন মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে camphor এবং extract of poppies সহিত chloruret of lime ব্যবস্থা করিবে। যদি রক্তজীব হয়, তবে superacetate of lead with opium কিংবা acetate of morphine অথবা extract of poppy ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

যদি তালু অতিশয় উষ্ণ বা মত্তকে বেদনা হয়, কোন পেশীর আকোপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, নাসা প্রভৃতির অস্বাভাবিক

অবস্থার মত্তকে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক হয়, তবে মত্তকদেহ বাহ্যতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে গ্রীবার পূর্বভাগে, কর্ণের নিম্নে বা পায়ের ডিমে পলঙ্গ দিবে। এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অন্নমাত্রায় কর্পূর Nitric সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থার অচেতনতা, ক্রম ও দুর্বল নাড়ী, অতিশয় শ্বাস বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩৪ ঘণ্টা অন্তর ১।৩৪ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর নাইট্রারের সহিত সেবন করিতে দিবে। বাহ্যতে প্রেছাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্ত্রা লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পলঙ্গ ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের নিম্নপ্রদেশে উচ্চল ঢালিয়া দিলেও তন্ত্রা উপশমিত হয়। স্নায়বিক অবস্থার musk, ether, cinchona প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

আত্মিক অরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির উদ্বেগ থাকিলে nitrate of potash কিংবা muriate of ammonia ব্যবহৃত। ইহার সহিত উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা থাকিলে camphor-mixture, solution of the acetate of ammonia, nitrate of potash এবং spirits of ether একত্র ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহে acetate of morphine কিংবা তর্পিনের উষ্ণ দ্রব অবলোহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। camphor, ammonia, ethers, musk, valerian, ও opium বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিকা দূর হয়। অয়ের প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে আত্মবরণ প্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাগানে ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিভক্ত হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে সিনকোনা ক্রাফ কিংবা chlorate of potash ও chloric ether মিশ্রিত valerian ব্যবস্থা করিবে। Compound tincture nitrate of potash এবং subcarbonate of soda সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রসূ। শরীরের অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ২।৩ গ্রেণ কর্পূর-মিশ্রিত বটিকা সেবনীয়। ডাক্তার ট্রিভেল বলেন, muriate of soda ২০ গ্রেণ, subcarbonate of soda ৩০ গ্রেণ এবং chlorate of potash ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

২১০ ঘণ্টা অঙ্গুর সেবন করিলে এই অঙ্গুর শীঘ্র দূরীভূত হইতে পারে।

মস্তক অঙ্গুর পূর্ণ ও প্রথমাবস্থার আঙ্গুর অঙ্গুরে বিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তক অঙ্গুরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। দায়বিক অবস্থার পলত্ৰা ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এসি-টেট্র আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পূর ব্যবহার। Arnica ব্যবহার করিলে তজ্জা, অমি ও প্রলাপ উপশান্ত হয়। সাধারণতঃ আঙ্গুর অঙ্গুরে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এই অঙ্গুরে তাহা ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। Angelica ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রদাহ হইলে তদাশ্রয় ঔষধ ব্যবহার। দায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক ঔষধ দিবে। দায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হইলে camphor, ammonia, ether, musk, cinchona, serpentaria, wine, opium মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় phosphorus উপকারী। মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলত্ৰা ও camphor এবং arnica ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনরূপ ক্ষত হইলে বাহাতে পুষ্কোৎপত্তি হয়, তজ্জা পুষ্কো-টিসাদি দিবে; কোনপ্রকার পচা ক্ষত হইলে chloride, kreosote, powdered bark, turpentine প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্তব্য। মস্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে belladonna ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আঙ্গুর অঙ্গুর প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু বাহাতে বিত্তক ও নাস্তিশীতোষ্ণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বারি, সাণ্ড বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে। ভুজলী প্রদাহ থাকিলে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে; কিন্তু ঘর্ম্ম উৎপাদনের রক্ত উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য নয়। দায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু বাহাতে বায়ু দৃষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা বিশেষ পরিষ্কার এবং তাহার জিহবা ও মুখ উত্তমরূপে ধোত করিয়া দিবে। ঈষৎ উষ্ণ পানীয় এবং আরাঙ্কট অথবা সূপ প্রভৃতি খাদ্য লবণ-মিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনরূপ ফলা খাইতে দিবে না। মস্তক অঙ্গুরে বাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ণা-বস্থা প্রাপ্ত হয়, তজ্জা ঔষধ ব্যবহার ও কণ্ঠপকথন করিবে।

আঙ্গুর, মস্তক ও শরীরের অঙ্গুর লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল—

আঙ্গুর অঙ্গুর।—১, উত্তেজক ও জ্বরবন্ত পট্টা বায়ু দৃষিত করে, সেই দৃষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রকাশ বায়ু অথবা গাত্রচর্ম্ম হইতে এই পীড়ার বিব সংক্রমণ দ্বারা অঙ্গুর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না।

২, সুখমণ্ডল উজ্জল, গণ্ডমণ্ডল আরক্ত, কপীলিকা প্রসা-রিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিব্যাপেকা রাস্তিতে প্রবল হয়।

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে।

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া অর্ধসিক চাউলের দ্বারা মল নির্গত হয়। মলে ঘর্ম্ম হয় না, কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শাস প্রকাশে ঘর্ম্ম পানোয়া যায় না।

৫, ইহার উত্তেজক পোলাকার বা অগ্ন্যকার ইয়া চর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উঠে ইয়া থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অঙ্গ-সংখ্যায় পরে বহু সংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়; কিন্তু কখন হস্তপাদাদিতে হয় না।

৬, উদরাদান ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগীর উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।

৭, হিতিকালের নিশ্চয়তা নাই।

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

মস্তক অঙ্গুর। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অব-স্থিতি ও অপরিস্ফুটতা হেতু এই অঙ্গুর উৎপত্তি হয়। রোগীর শাস প্রকাশ ও ঘর্ম্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিব অঙ্গ ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

২, সুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্য, কপীলিকা সঙ্কুচিত, প্রলাপ অধিরত, কিন্তু মুহু লক্ষিত হয়।

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে না।

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও ঘর্ম্মকৃত্ত মল-নিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নির্গম পরিলক্ষিত হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তস্রাব হয় না।

৫, উত্তেজক লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাযুক্ত; ইহার কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম্ম হইতে উচ্চ-শীর্ণ হয় না। সুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপাদাদি প্রদেশে বহল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৬, উদরাদান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ হয় না।

৭, হিতিকাল তিন পণ্ডাঃ

স্বল্পবিরাম হয়। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে।

২, পাণ্ডু বর্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাত দেখায়। বিবিম্বা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ।

৩, কখন কখন উদরাগ্নান ও উদরায় বর্তমান থাকে। মন্দের বর্ণ শূন্য হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না।

৪, গায়ে ফুসফুড়ি বহির্গত হয় না।

পৌনঃপুনিকজ্বর (Relapsing)। এই জ্বর স্বল্পকাল স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্যন্ত থাকে। এই জ্বর ইংরাজিতে ইহাকে short fever, five or seven day fever অথবা scinocha কহে। এই জ্বর এক্ষণিক্রমে ৭২ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় আবার চতুর্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এ জ্বর আদৌ সংক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদূর সংক্রামক যে অনেক সময় পশুমনির্জিত বস্ত্র দ্বারা অস্ত্র শরীরে পরিচালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল রক্তক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধোত করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজ্বর Typhus fever জ্ঞাত সংক্রামক। এই জ্বরে একই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জ্বর শ্রীযুৎ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ। এই জ্বরের পূর্বাবস্থার বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, হঠাৎ এক বস্তীর মধ্যে রোগী একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জ্বর আসিবার পূর্বে শীত, কম্প, মত্তক ও গুঠদেশে বেদনা, কণ্ঠস্থের স্বম্ স্বম্ শব্দাচ্ছব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বরে মূখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্ম উষ্ণ হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকশযের অবচ্ছন্নতা অহুভূত হইয়া যমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বন্ধ থাকে, কখন কখন বা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরায় জন্মে। এই সময় সর্ব শরীর বর্ণাঙ্ক হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণগুলির হ্রাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জ্বর বৃদ্ধি হয়—শারীরিক উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি হইয়া থাকে। পঞ্চম দিবসে দাঁড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে রোগী কেবলমাত্র মত্তকবেদনা অহুভব করে। জিহ্বা বেত-বলাবৃত্ত ও উহার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র

বিশেষতঃ মূখমণ্ডল হরিত্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে বর্ণ নিঃস্থত হয়। রক্তশাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে হঠাৎ জ্বর উপশান্ত হয়; কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের সহিত জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়। মত্তিক বা আত্মিক জ্বরের দ্বারা ইহাতে কোনরূপ উত্তেজ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র গাত্রচর্ম ও প্রস্তাব পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত্ত ও শুষ্ক হইলে পীড়া গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপসর্গ—এই জ্বরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিস প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয়। এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণাগর্ভা স্ত্রীলোক এই জ্বরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। জরত্যাগকালে সূক্ষ্ম হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

এই জ্বরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে নিঃস্থত না হওয়ার উহার স্বক্কারাংশ (urea) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মূচ্ছা উপস্থিত হইয়া তাহার শ্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া উপসর্গরূপে বর্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। সাধারণতঃ দারিত্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক জ্বরের কারণ; তজ্জন্য সর্বপ্রায়ে উহা নিরাকরণ করা কর্তব্য। এই জ্বরে ঔষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ঔষধ ব্যবহার। শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের একটা বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্ম ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। জ্বর বাহাতে পুনরায় না আসিতে পারে, তজ্জন্য কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মত্তক গরম হইলে শীতল জলের পটী লাগাইবে। সূত্রবধ বিপ্লব হইলে লাইম জ্বল সেবন করিতে দিবে। দৌর্লভ্য এই রোগের সাধারণ ধর্ম; অতএব প্রথম হইতেই সুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে শৌহ ও কুইনাইন দ্বিগুণ বলকারক ঔষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।

বাত্তিকজ্বর (Ardent fever)। এই জ্বর কোনরূপ বিব হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্ম কখন এক শরীর হইতে অস্ত্র শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রথম রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত

পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই অরের উৎপত্তি হয়। দুই তিন দিবস রোগী অনবরত অর ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্দ্রা থাকিলে, দিবাভাসনে অরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পীড়া গুরুতর হইরাছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই অরে মলাশি, মস্তকে ও গায়ে বেদনা এবং কখন কখন কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজরে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

চিকিৎসা। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিয়ত এবং মৃদু বিরচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শিরঃপীড়া বর্জন্য মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর স্নানিত্রা হইলে এই অরের শান্তি হয়। অরভ্যাগে শরীর দুর্বল হইলে ত্রাণ ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

নাসাজর (Nasal polypus)। নাসিকাভ্যন্তরে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই অর উৎপাদন করে। এই অরে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাংশে অত্যন্ত বেদনা হয়। এত তীব্র বেদনা অহুত হয় যে শরীর সমুখদিকে নত করা যায় না। নাসাজরে অস্ত্রাশ্র লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা স্ফুট ঘারা ছিন্ন করিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে অর ভাল হয়। রক্তস্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে। দুই একদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্যক। যাহারা এই পীড়ার পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি প্রত্যহ মুখপ্রকাশন-কালে দস্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নম্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ার বারংবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ঔষ্মিক জ্বর (Eruptive fever)। শারীরিক রক্ত বিবাক্ত ও আভ্যন্তরিক বস্তুর কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহা সাধারণতঃ বিবিধ—হাম (measles) এবং মসুরিকা। [হাম ও মসুরিকা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পীতজ্বর (Yellow fever)। আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এই অরের প্রকোপ দেখা যায়। এই অরে অনেক লোক বৃত্তাস্থে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্ত-দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই অরে বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেস্ট (Dr. Gillkrest) বলেন, "এই অরে শরীর আংশিক অথবা সাধারণভাবে পীত-

বর্ণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।" অস্ত্রাজ অরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই অরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়।

অনেকে অনুমান করেন, ১৭২০ খৃঃ অব্দে গ্রানাদা ধীপে এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া অস্ত্রাজ হানে বিস্তৃত হই-রাছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্বে গ্রানাদাধীপে যে সমস্ত মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তাহাও কোন সন্দেহ নাই।

এই অরাক্রমণের দুই তিন দিবস পূর্বে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্যে বিশেষ অক্ষতি জন্মে। সময় সময় বমির উবেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ডে, পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অহুত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় দুই প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, অক্ষতি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্বদা উষ্ণ অথবা অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্ষণোপাম এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। প্রথমতঃই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং রোগী পিত্তবমন করিতে থাকে।

সাধারণতঃ এই অর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষু-গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা এবং জলস্রাবাদি-র্বেচনি জন্মে। রোগী চিত্ত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও ক্ষীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, ক্ষীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর তারা বেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্ম প্রায়ই উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। জিহ্বা ক্ষীত এবং যেতবর্ণ মলমারা আবৃত হয়। এইকালে বমন থাকে না, কিন্তু ঐযং কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থা থাকে, পরে দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপনা বিধায়ে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিত্তাঙ্গীভূত দেখায়। চক্ষু ঐযং পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকাগ্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ হয়। রোগ বতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে, গাত্রের বর্ণ অহুশারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সত্তাপ জন্মে, চাপ দিলে রোগী বেদনা অহুত করে। এই কালে অত্যন্ত

দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রাণাধি অতিশয় অল্প ও শীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরি-
ত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অল্প গন্ধ
নিঃসৃত, আনের অতিশয় বিশুদ্ধতা, রোগীর ত্বরা ও প্রাণাধি
আরম্ভ হয়। কখন কখন স্নায়বিক চিহ্ন ও প্রেরণীয় রস-
জটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা দুইদিন হইতে সাতদিন পর্যন্ত
বর্তমান থাকে। পরে মুখশ্রী অতিশয় সমুচিত, চক্ষু পূর্ণ দৃষ্টি
নষ্ট, গাত্রের কৃষ্ণ চিহ্ন, হিষ্টা উজ্জল রক্তবর্ণ, শিপাসা অতিশয়
বর্ধিত ও তীক্ষ্ণ এবং কৃষ্ণ স্নেহাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যু-
কাল নিকটবর্তী হইলে রোগী অতিশয় অবসর হইয়া পড়ে,
তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রাণাসকালে একপ্রকার
শব্দ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্মবিশিষ্ট হইয়া
পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা
ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী
অত্যন্তভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্বদা প্রকাশিত হয় না।
সাধারণতঃ শীতজ্বর তিন প্রকার—১ প্রদাহিক, ২ আবাসাদিক
ও ৩ সাক্ষাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (In-
flammatory) এবং দুর্বল ব্যক্তিগণ আবাসাদিক (Adynamic)
শীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিক অত্যধিক উদ্দীপনা ও
রোগ শীঘ্রই সাক্ষাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আবাসাদিক নাতীর
গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪৫ দিনেই রোগী অবসর
হইয়া পড়ে। সাক্ষাতিক রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুগ্রস্ত
বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায়
না, অনেকেরই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে
পতিত হয়। শীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে অনেকেরই
প্রাণ ত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন বত
রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণ-
বিরোগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে শ্বক ও বলিষ্ঠ
লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ
অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক
হ্রাসীভৌক প্রদেশ এই জ্বরের আক্রমণ-বহির্ভূত নহে।

চিকিৎসা। শীতজ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলে এক মত
নহে। প্রধানতঃ প্রদাহনাশক ও উত্তেজক এই দুই প্রকার
উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয়
প্রদাহনাশক নতুবা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

প্রদাহনাশক ঔষধের মধ্যে রক্তক্ষোষণের বিধি পূর্বে
প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারক ব্যবহার
করা হয়। প্রদাহ লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে রক্তক্ষোষণ করা

হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিসেকক, বমনকারক ও শীতল
ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে স্বল্পবিরাম জ্বরের
লক্ষণ দেখিলে ফুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি
ঔষধ উত্তীর্ণ না পড়ে, তবে saline medicine প্রয়োগে
উপকার হইতে পারে।

অনেকে বলেন, জৈবিক ও উদ্ভেদিক পদার্থ পরিচা য়ে
বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবেশিত হইয়া
শীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সংক্রামক। রোগীর শরীর
হইতে বিষাক্ত বাষ্প অল্প শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে
শীড়িত করে।

লোহিত বা আরক্ত জ্বর (scarlet fever)। এই জ্বর চর্ম-
পুষ্ণিকা রোগের অন্তর্গত। গলকত এই জ্বরের একটা প্রধান
লক্ষণ। জ্বর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রের রক্তবর্ণ
পিত্ত উঠে, বষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্যিক শ্বসিয়া পড়ে।
অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত
করেন যথা, ১ সরল (S. Simple) ২ গলকত (S. anginosa)
ও ৩ সাক্ষাতিক (S. maligna)।

প্রথম প্রকার জ্বরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলকত
হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলকত উভয়ই বিদ্যমান
থাকে; তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত বস্ত্র অবসর হইয়া
পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও অত্যধিক দৌর্বল্য
প্রকাশ হয়। জ্বরের পূর্বকণ্ঠে কম্প, আলস্ত, মাথা ধরা,
নাড়ীর গতি ক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, ত্বরা, ক্ষুধার হানি এবং
জিহ্বাশেপ লক্ষিত হয়। জ্বর প্রকাশিত হইলেই রোগী গল-
দেশে প্রদাহ অনুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিকিৎ
শ্রীত দেখায়। ক্রমে মুণের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া
উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ করে,
শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত
দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে
দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।
এই উদ্ভেদগুলি অতি মন্থণ, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু
কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃষ্ট হয়। সেই পিত্তের
বারে সময় সময় ঘামটি দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলি ৩৪ দিন
পর্যন্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অদৃষ্ট হইতে
আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটাও দেখা যায় না।
পরে বাহ্যিক শ্বসিকর ভ্রূর অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া
বাইতে থাকে। জ্বর প্রকাশের পর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে
চর্মশ্বলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উত্তীর্ণ হইলে জ্বরের
হ্রাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের হ্রাস হয়। এই কালে

রোগী প্রায়ই প্রাণ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্মখলনের পর প্রস্রাবে অণুসাংশ দৃষ্ট হয়।

সাম্প্রতিক লোহিত জরে উদ্ভেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। কখন কখন উদ্ভেদগুলি উদ্ভিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা নীলাভ চিহ্নের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী হ্রস্ব, শরীর শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ লোহিত জরে অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। অল্প প্রকার লোহিত জর শীঘ্রই মস্তিষ্ক জরের আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও হ্রস্ব, জিহ্বা শুষ্ক পিঙ্গল-বর্ণ ও কম্পাযিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, দাঁত ও পচা ক্ষত হয়। নলীধারে সঞ্চিত স্লেমাহেতু রোগী নিঃশ্বাস প্রাশাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জর ঔষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জরও (S. anginosa) আশঙ্কাজনক। প্রদাহ অথবা মস্তিষ্কে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত হেতু এই রোগ সাম্প্রতিক হইয়া পড়ে। অসন্নাপ্রসব-দিগের পক্ষে এই রোগের মূহ আক্রমণও বিশেষ সম্ভব-জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত কল ফলিতে পারে। যে সমস্ত বালক একবার আরক্তজরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভয় হইয়া যায়। তাহার কারণ, গণ্ডমালা স্বল্পীয় ক্ষত, শিরষক্ৰোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি কোন না কোন একটা রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জর-মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (anasarca) আক্রান্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই লোহিত জরের আক্রমণ মূহ হইলে উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জরশান্তির পর যখন নূতন বাহ্যিক উত্তেজিত আরক্ত করে, তখন রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লোহিত জর অন্ত্রাঙ্গ চর্মগুপিকারোগের জায় বহুবাপী হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মূহ কখন বা কঠোর ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সরল লোহিত জরে (S. simplex) রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয়

প্রকার লোহিত জরে গাত্রচর্ম উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জরের বেগ প্রবল হয় এবং রোগী প্রাণ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে জলোকা প্রয়োগ করিবে; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ তন্দ্রাবহ উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে citrate of ammonia, carbonate of ammonia সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃসৃত হয়, তৎপ্রতি মূহ বিবেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাম্প্রতিক জরে হুইটী কারণে বিপদ হইতে পারে। শরীর ও দায়বিক স্নিগ্ধিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তৎপ্রতি প্রবেশকে দূষিত করিয়া কেলে। অন্নমাত্র চর্ম বা গলক্ষত হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসর হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় wine এবং bark অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর নলীধারে (fances) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর বিধাক করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক quinine অথবা wine সেবন করাইবে। Chloride of soda সহিত nitrate of silver মিশ্রিত করিয়া অথবা কাণ্ডির সংক্রামণে দ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পুরোক্ত দ্রব তাহার নাসারন্ধ্রে ও নলীধারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

লোহিত জরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টা ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১, এক পাইন্ট জলে এক ড্রাম পরিমাণ chlorate of potash মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১০ পাইন্ট পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প পরিমাণে chlorine জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ পাইন্ট পরিমাণে ব্যবহের। ৩, Beef-tea, wine প্রভৃতির সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ carbonate of ammonia মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পিত্তানি উদ্ভিবার পর লোহিত জরের সহিত হামের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জরের ভাবীকল নির্ণয় করা অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সম্যকরূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর গৃহের সাজ সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজরের বিষ অনেকদিন পর্য্যন্ত সঞ্চিত থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন (Dr. Watson) বলেন, এক বৎসর পরে এক গণ্ড জ্বানেল হইতে বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে শীতিল করিয়াছিল।

ক্ষয়জর (Hectic fever)। এই জর অত্যন্তভাবে প্রকাশিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাহ্নে,

সারাক্ষে ও আহারের পর অরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম ও উদরাময় প্রকাশিত হয়। এই জরে রোগী ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ভাগ্য অথবা প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, হৃদরোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জ্বর সম্বন্ধ। ক্ষয় কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পুষ্ণকর, ক্ষত, বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযন্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক বিলীনের কোনরূপ পরিবর্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীর পাণ্ডু ও ক্ষীণ, মধ্যাক্ষে ও সারাক্ষে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস অতি ক্রান্ত ও গাত্রচর্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জ্বরের বেগ প্রথমতঃ অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়—সায়ংকালে অতিশয় বর্ধিত হইয়া পড়ে। রোগী জ্বরের পূর্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব করে। গাত্রচর্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্মসিক্ত হয়। সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মূত্র কখন পাণ্ডু, কখন বা অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন কখন মূত্রের নিম্নভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গওদেশে অধিক সময় রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মৃণ ও কটকশূন্য, শেষে ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্যাস, চক্ষু কোটরগত, কিন্তু উজ্জল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও ক্লান্ত, ললাটদেশ সঙ্কুচিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া যায়, শুষ্ক ও পদে শোথ দেখা দেয়, স্ননিদ্রা হয় না। তাহার শরীর সর্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উদ্বেজনার হ্রাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে। শ্বাস-যন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ, নিদ্রাবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিস্তারিত থাকে।

অনেক ভবিষ্যৎ ক্ষয়জ্বরের তিনটা অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন;— ১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জ্বর-বিরামকাল বৃদ্ধিতে পায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী সচরাচর ক্রান্ত ও জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় ক্রান্ত, রোগীর হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাদক বর্ষোৎসব

লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ৩, এই কালে উদরাময়, শরীরের নিরাংশে শোথ, অত্যন্ত ক্লান্ততা ও অতিশয় বলহানি হয়।

ক্ষয়জ্বর নানাভাগে বিভক্ত—১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃস্থলগত, ৩, জননেন্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, বক্ষঃস্থলীয় ইত্যাদি।

১ পাকস্থলীগত (Gastri-hectic) ক্ষয়জ্বরে পিপাসা, মুখ শুষ্কতা, অমিয়াম্বা, উল্কার, বৃক জালা প্রভৃতি বিচ্যমান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় ক্লান্ত ও পাণ্ডু এবং তাহার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে নাক ফুটা, স্নায়িকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে।

২ কণ্ঠনলীকৃত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার বায়ুনলীপ্রদাহ, হৃদস্থলের কোনরূপ বিকৃতি, কিংবা বক্ষঃস্থলগত পরিবর্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (pectoral) ক্ষয়জ্বর জন্মে।

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা হেতু জননেন্দ্রিয়গত (genital) ক্ষয় জ্বর উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অথবা হৃদস্থলের পীড়া হেতু যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় হুমসায়।

৪ হৃদস্থল অথবা পরিপাচক স্নায়িক বিলী হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তস্রাবযুক্ত (haemorrhagic) ক্ষয় জ্বর প্রকাশিত হয়।

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত গাত্র উদ্বেদ বর্তমান থাকিলে চিকিৎসকগণ তাহাকে ত্বকগত (cutaneous) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জ্বর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন। কোন প্রধান অভি-লম্বিত বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করিলে, দুঃখ হেতু সর্বদা চিন্তা-মগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তুর অভাব হেতু সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যক্ষ্ম ও হৃদস্থলাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়া কঠিন ক্ষয়জ্বর উৎপাদন করে। শারীরিক মালিষ্ঠ ও ক্লান্ততা, জ্বরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, দৌর্ভাগ্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ম, হৃদস্থল বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে।

ক্ষয় জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ

বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারীরিক বিলীর কোন নিরন্তর অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন স্থানে পুষ্ণ সঞ্চিত কিংবা গুটিল রোগ হেতু ক্ষয়জর উৎপন্ন হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ না হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। এই জরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্যই ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভের আশা অল্প। পরিপাকক স্লেমিক বিলীর কোন পীড়ার সহিত ক্ষয়জর সংশ্লিষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিষ্কৃত রাখিবে ও অন্নমাত্রায় *ipecacuanha* ও *anodynes* মিশ্রিত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া *acetate of ammonia* অথবা অল্প পরিমাণ *nitrate of potash* ও *spirit of nitre* এর সহিত *cinchona* কিংবা অল্প কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক বিলীর পরিবর্তন হইলে *liquor potassic* অথবা *Brandish's alkaline solution* ও *conium* ব্যবস্থ্যয়।

বক্ষস্থলগত জরে *sulphate of zinks*, *sulphuric acid* এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ঔষধ প্রাপ্ত।

মূত্রাশয়গত জরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যুবে গাত্রোথান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুভ্রব্যাহার, মাদকভ্রব্য, ভ্রমণ এবং সমুদ্র যাত্রা পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ হেতু ক্ষয় জর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও বাহাতে সেই দূষিত অংশের সংস্বে অপর অল্প দূষিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বিধেয়।

Opium, *morphine*, *hop*, *henbane*, *hemlock* প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার বায়ুসেবন, বলকারক ঔষধ, পচননিবারক ও স্ফোটক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া *acetate of ammonia* এবং *acetate of morphine* মিশ্র, *potash* ও *chlorate* নির্যাস এবং মাদক ভ্রব্যের সহিত কপূর ব্যবহার করিবে।

Acetate of ammonia ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া

ব্যবহার করিলে গাত্রোথান ও অতিরিক্ত ঘর্ষণাঙ্গম নিবারিত হয়। মুহু বলকারক ও শৈত্যকারক ঔষধের সহিত *Prussic acid* মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা নিবারিত হয়।

ক্ষয়জর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাখা, গাজী ও ছাগলের দুধ, মগু, টাটকা মাখন, অতি পুরাতন রম মত্তমিশ্রিত দুধ, চিকড়ি মাছ, বলকারক অজ্ঞাত খাদ্য ও আঙ্গুর কল প্রভৃতি ব্যবস্থ্যয়। পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা হারমিটেজ মত্ত ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই জরকে বিলেপীজরও বলা হইয়া থাকে।

হৃতিকাজর (*Puerperal fever*)—গর্ভিণী সন্তান-প্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জর প্রকাশ পায়। এই জর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার গুচ (*Dr. Gooch*) বলেন, হৃতিকাজর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আঙ্গিক। ডাক্তার লী (*Dr. Robert Lee*) এবং ফর্গুসনের (*Dr. Ferguson*) মতে, ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রদাহিক হৃতিকাজর (*Inflammatory*)। অগ্ন্যবরণ-প্রদাহ এবং কখন কখন জ্বরায়ু, অগ্ন্যধার ও মূত্রাশয়াদির উত্তেজনা হেতু এই জর উৎপন্ন হয়। প্রথমে শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীঘ্রই কমিয়া যায়; পরে বিবমিবা, বমন, ঘোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা অসহ্য হইতে থাকে। ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা মলাবৃত ও প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়।

এই জর ১০।১১ দিন স্থায়ী হয়, কখন কখন রোগী প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আঙ্গিক হৃতিকাজর (*Typhoid puerperal fever*) এই রোগ অতিশয় সজ্জাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত হয়। এই জর সামান্য আঙ্গিক জরের সহিত সম্বন্ধ এবং আঙ্গিক জরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

এই রোগে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কখন কখন দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [হৃতিকাজর দেখে।]

স্বেদজর (*swcating or miliary fever*) শারীরিক

অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম হইয়া এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে গাত্রে প্রিয়দ্রব উত্তেজ জন্মে। শ্বেদ জ্বর বেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জ্বরের প্রভাব একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মুহূর্ত্ত হইলে রোগী অবসাদ, ক্ষুধাহীন, চক্ষুদেখে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। মুখ চট্টটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত্ত হয়; কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের অস্বাদ, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং অতিশয় ক্ষুধা, উত্তেজনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্কালে উত্তেজ বহির্গত হয়; সর্করাই ঘর্ম বিভ্রমণ এবং ইহা হইতে পচা ঘাসের গন্ধের জ্ঞান এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। উপসর্গ-গুলি ১৪।১৫ দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ ৮।৯ দিনেই অন্তর্হিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে জ্বর আসিবার কয়েক দিন পূর্বে হইতেই রোগী অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহীন অনুভব করিতে থাকে। শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকবৃদ্ধি, অতিশয় মস্তক পীড়া, বিবমিষা, খালকৃচ্ছ, মেহদগ্ধ, প্রত্যঙ্গ ও উদরোচ্চারণে বেদনা, অত্যধিক ঘর্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তজ্জা, প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অস্বপ্নপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় রক্তিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। শ্বেদ জ্বরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২।৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জ্বর শান্তির আশা করা যাইতে পারে।

৪০° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে শ্বেদজ্বরের প্রভাব লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও হাওয়ায়ুক্ত স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, অতিরিক্ত তড়িদ্ভিষ্মবায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক।

চিকিৎসা। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরি-বর্তন, শ্বেদ অরাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। এই জ্বরের মুহূর্ত্ত আক্রমণে ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া কুফল উৎপাদন করিতে না পারে, তজ্জন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হ্রাস হইতে পারে। পলঙ্কা, সর্বপলিপ ও বিরোচক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উত্তেজ বহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ বলেন, প্রথমাবস্থায় শীতল জলসিক্তনে উপকার পাওয়া

যায়। আর্দ্রকারক পুষ্টিশ্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন ঔষধ পিচকারি প্রয়োগে উত্তর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে উত্তরবেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ নিবারিত হয়। মুহূর্ত্তসে রক্তাধিক্য হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্য প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে camphor, ammonia, serpentaria প্রভৃতি ব্যবহৃত।

পথ্য। প্রথম ৪।৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক খাদ্য দিবে না; লেহনীয় ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঠা কিংবা কুড়ুটের জুই সেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। অত্যন্ত সংক্রামক রোগের জ্ঞান শ্বেদজ্বরেও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

প্রদাহিক জ্বর (inflammatory fever)। এই জ্বরে মস্তক, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র চর্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী ক্ষুদ্র, অত্যন্ত পিপাসা, রক্তিত ও অল্প পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদপিণ্ড ও ধমনী বা শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রোট, অধিক মেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে প্রদাহিক জ্বরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-সংস্রব না হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশান্ত হইয়া থাকে।

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে কঠিন এবং তজ্জন কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক জ্বর জন্মিয়া থাকে। শীত ও বসন্তকালে এই জ্বর দেখা দেয়। সরল অবস্থায় এই জ্বর আদৌ সংক্রামক বা বেশব্যাপক নহে।

এই রোগ যত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে থাকে; জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই রোগে বালকদিগের তজ্জা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে। তৃতীয় ও কখন কখন পঞ্চম দিবসে জ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন প্রদাহিক জ্বরে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই জ্বর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। সচরাচর ৩র্থ কিংবা ৪ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা। সরল ও কঠিন উত্তরবিধ প্রাথমিক অরেই একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় হৃদযন্ত্রের শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমৌল্য ব্যবহা করা বাইতে পারে। পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবহের। এই অরে কোন অবস্থায় বমনকারক ঔষধ উপকারী নহে। Nitrate of potash, nitrate of soda, muriate of ammonia উত্তেজককালে ব্যবহের। এক জুপল নাইটার ও ১২ গ্রা ৭ মিউরিএট অব অ্যামোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে পলত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে মস্তকে পলত্রা দেওয়া বাইতে পারে—অন্ত সময় নহে।

সাধারণতঃ নুতন মহাবীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই অর দেখিতে পাওয়া যায়। এই অরে সমুদ্রজল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের সহিত nitrate of potash ও muriate of ammonia মিশ্র কিংবা citrate অথবা tartarate of potash ব্যবহারে বখেট উপকারের আশা করা বাইতে পারে। কখন কখন এই অর স্বল্পবিষমজরের স্তায় হইয়া উঠে। তখন বিরামাবস্থায় sulphate of quinine ব্যবহার করা আবশ্যিক।

পৈত্তিকজ্বর (Bilio-gastric fever)। শীত, কশ্ম, পরিপাচক স্রোতা ও পিত্তের বিকৃতি এই জ্বরের নিদান। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ দেখবাগক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বস্তার পর ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রধান ও মাদক-সেবী ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

কাশ্ব ও উত্তীক্ষণাদি পটীয়া বিধাক্ত অথবা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অতিশয় রোজ অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও কোষ প্রকাশ করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের পূর্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, গৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেগনা, অমিয়াদা, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও স্লেচ্ছাকৃত, সুব চট্‌চটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃ-পীড়া, বমন, দাৰ্দ্ৰ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেগনা, চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, বাস কেশিতে কষ্ট ও নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মূত্র অল্প পরিমিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জ্বরে সময় সময় শরীরের উষ্ণাংশে বর্ণ কিছু গাঢ়তর উষ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম দিবসে প্রোক্তকালে জ্বরের বিরাম দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম

ও ৮ম দিবস পর্য্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এই কালে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্দ্রা, প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জ্বর ৭ দিনের মধ্যেই উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশ করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন বক্ষঃ-কোটক বা পীড়া, কখন বা স্বল্পবিষম বা সবিষম অরে পরিণত হয়।

চিকিৎসা। জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্বে বমনকারক ঔষধ, গরম স্নেহ, বিরেচক ঔষধ, Citrate of potash, nitrate of potash এবং muriate of ammonia ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রাথমিক ও স্বল্পবিষম জ্বরে যে যে ঔষধ ব্যবহের, শৈতিকজ্বরেও প্রায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

মৈরিকজ্বর (Mucous fever)—এই জ্বরে শীত, স্রোতা নির্গম, গৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেগনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম লুপ্ত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্য্য, অত্যধিক রাত্রিভাগরণ, নিয়ম ও আর্দ্রস্থানে বাস, রোজ ও আলোকের অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অপচাৰ, অপরিমিত বিরেচকাদি সেবন, অস্বাভাবিক প্রভৃতি কারণে এই জ্বর জন্মে। শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শরীরের শুষ্কতা ও বিরমতা, ক্ষুধাহানি, বেগনা, অনিদ্রা অথবা, অল্প উল্কার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জ্বর প্রকাশের পূর্বে উপস্থিত হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে ভারবোধ, উদরাদান, জ্বরের শিথিলতা, জিহ্বা স্লেচ্ছাকৃত, মুখ বিরল, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন মৈরিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা ও সময় সময় ক্রিমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জ্বরবেগ বৃদ্ধি ও সেই সময় গাঢ় অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা বাইবার অসামর্থ্য, বিবাদ, চাক্ষু্য, সর্কাদে বেগনা, কাস, কণ্ঠে শব্দ, বদীরতা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

এই জ্বর দুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীর ও নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলক্ষি হয়। কিন্তু বিরাম বহু লম্বা হয়, রোগও তত্বে বেশী দিন স্থায়ী হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইকালে পথ্যের প্রভি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ও রোগীকে আর্দ্র বা শীতলস্থানে ও বাহিরের বায়ুতে রাখিতে

দেওয়া উচিত নহে। দৈনন্দিক জ্বর পুনরায় প্রকাশ পাইলে লবিরাম বা ব্রনবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ঔষধ, পরে অহিফেন ও নাইটর, তৎপরে কর্ণু ও হাইড্রাগিয়ারাম (Hydragryum cumcetra), শেষে য়ুহুবিরেচক, বল-কারক ঔষধ ও খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। বমন বিরাম হইবে, তখন সল্ফেট অব্ কুইনাইন সেবন করাইবে।

কালাজ্বর (Black fever)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল হইয়া যায়। আসামে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

ডেঙ্গোজ্বর। ২৫২৩ বৎসর গত হইল, এই জ্বর আমা-রিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা হইতে আইসে। এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দি বর্তমান থাকে। এই জ্বর ৫৬ দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা প্রাণত্যাগ করে।

ইনফ্লুয়েন্সা (Influenza)। এটিও যুরোপীয় জ্বর। উক্ত প্রধানদেশে ইহার তত প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। পূর্বে আমা-দের দেশে এ জ্বর আদৌ ছিল না; ৭৮ বৎসর হইল ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে রোগী সর্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজ্বরের জায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্যন্ত জ্বর বিস্তারিত থাকে, পরে অদৃষ্ট হয়।

উপরে যতপ্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রায় অধিকান্ধই পূর্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার ঔষধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উক্ত প্রধানদেশে) সেবন ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাদ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছন্নাদি পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে। অনেক জ্বর সংক্রামক ধর্মাক্রান্ত; অতরাং ক্রমশঃ দেশবাসী হইয়া ভারতের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে।

সিহে জ্বর সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যে জ্বরের যে অবস্থায় যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

১। লবিরাম জ্বর।

একোনাইট—অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ, জ্বরকালে কাস, মানসিক ও দ্বারবিক বিশৃঙ্খলা, বন্ধে আক্ষেপ, ধ্বংস।

এণ্টিমনি—পাকস্থলীগত অম্লত্ব, জিহ্বা খেত মলান্বিত, অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চটুটে ঘর্ম।

এশিস্‌মেল—পর্ষায়ক্রমে ঘর্ম ও শুকতাপ্রকাশ, বাম-পার্শ্বে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টান্বিত।

আর্সেনিক—শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম উষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতান্বিত, জ্বরকালে অতিশয় যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জ্বর বৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেলেডোনা—অতিশয় জ্বর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা জ্বর জ্বরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব।

ব্রাইওনিয়া—অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, বন্ধে উদরে ও যকৃততে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুষ্ক, রোগী অতিশয় ক্রোধপরায়ণ।

ক্যাল-কার্ব—শীত, কখন দাহ, ক্রিষ্ণ বহিরতা, পা আর্দ্রবস্ত্রাবৃত্তের জায় বোধ, নোঁরুল্যা, ভ্রমি ও শ্বাসহ্রস্বতা, উদরাময়, খেতাত মল, অমিয়ামা।

ক্যাপসিকাম—শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, পুনরায় শীত, উষ্ণ বস্ত্র অতিলাব, জ্বরকালে তন্দ্রা ও ঘর্ম, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কার্বো ভিজিটেব্লিস্—দস্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনান্বিত, পরে জ্বরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বমনোচ্ছ। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন কাটিয়া যায় এইরূপ অনুভব।

সেড্রন্—অত্যন্ত শীত, অঙ্গাঙ্গ, শরীরের নিম্নাংশ ছিড়িয়া যার এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা।

কামোমিলা—জ্বর শীত, অতিশয় দাহ ও বেদ, দাহ-কালে অত্যন্ত তৃষ্ণা; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক রক্তবর্ণ, অপরাধিক পাণ্ডুবর্ণ, প্রস্রাব।

চারনা—বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং ধ্বংস হইয়া জ্বর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে বন বন শব্দ, ভ্রমি, স্রীহা ও যকৃততে বেদনা, মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেহ, পচা বা গলিত ক্রব্যোদগত বাশনির্গম।

সিনা—বমি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বরবৃদ্ধিকালে যুরে অতিশয়

শোধ, সর্জন্য নাসিকা কণ্ঠন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কণীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা পরিষ্কার।

ইউগেটোপার্ম—শীতের পূর্ব হইতেই শিপাসা আরম্ভ, আবহলক্ষণ; প্রাতে ৭১২ ঘটিকায় সময় অরবেণ বৃষ্টি, শীতভোগ-কালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, বর্ষ।

পেরম্—শীত, শিপাসা, মাথাধরা, তৃষ্ণাত ধমনী ক্ষীতি, চক্ষুর চারিপার্শ্ব স্থানের ক্ষীতি, যোগীয়া খায় ভাই উঠিয়া পড়ে, সামান্য চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোধ।

জেলুমিসিয়াম্—প্রথমে শীত পরে বর্ষ, দাহ, দারবিক চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহ্য।

ইগ্নেসিয়া—কেবলমাত্র শীতের সময় শিপাসা; বাহ্য উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কীপনি, অরকালে গায়ে শীতপর্ণিকা।

ইপিকাক্—অতিশয় শৈত্য, অন্ন উত্তাপ অথবা অতিশয় উত্তাপ, অন্ন শৈত্য, হাই উঠিয়া অর বৃষ্টি, মুখে অতিশয় লাল্য সক্রিয়, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। অর বিচ্ছেদকালে পাকস্থলীগত পরিবর্তন।

লাইকোপোডিয়াম্—অপরাক্ত ৪টার সময় অর হ্রাস, পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্জন্য ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র রক্তবর্ণ।

নক্সটিকা—রাত্রিতে কিংবা প্রত্যুষে অর বৃষ্টি, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতিশয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ; পৃষ্ঠদেশের নিম্ন প্রান্তস্থ অস্থিতে বেদনা, অবকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বস্কে বেদনা ও বমন।

ওপিয়ম্—তত্ত্বা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিকা ধ্বনি, হা করিয়া বাসপ্রস্থান লওয়া, নিশ্বাস প্রস্থানকালে নাকডাকা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ ও ক্ষীতি।

পলুস্যাটিল—অপরাক্তে ও সারাহে অরের অধিক আক্রমণ, যুগপৎ শীত ও দাহ, প্রেরা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত্ত, প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্য অস্বস্থ হইলেই অরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছল, অগ্নিমান্দ্য।

ফুইনাইন সলফ—একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, কপ্প, ওষ্ঠ, নখ নীলাভ, মুখপাণ্ডু, অত্যন্ত দাহ, শিপাসা।

রস্টেল—দিবসের শেষাংশে অর বৃষ্টি, প্রোক্তাদির আক্ষেপ, জ্বৰ্ণ, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, দাহকালে শীতপর্ণিকার উদ্বেগ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস।

সেব্‌কাস্—অতিশয় বর্ষ, শীতহেতু শরীর হৃৎকণ্ঠী বোধ, তৃষ্ণা কাস, হাত ও পা বরকের দ্বারা শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ।

সিপিয়া—শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, ভ্রমি, শিপাসা অত্যন্ত, মূত্র পাণ্ডুবর্ণ ও হৃৎকণ্ঠক।

সলফর—সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে শিপাসা ও অবসান, পরে অরের আক্রমণ, শৈত্য, শিপাসা ও হাতে পায়ে দাহ-অস্বস্ত্য, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্জল্য, প্রাতঃকালে উদরাময়।

ভেরাট আলব্—অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, বর্ষা-বহ্য অতিশয় শিপাসা, অতিশয় বলাহানি, বমন, উদরাময়।

একথানি কবল গরমজলে ডিঙাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, শৈত্যাবস্থার রোগীর হাটু পর্য্যন্ত উহা ধরা আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল খাইতে দিবে।

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুয়াইতে পারিলে উপকার হয়। বাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

২। ব্রহ্ম-বিরাটময়।

একোনাইট—শীত, অতিশয় অর, তৃষ্ণা, মুখলাল, বন-নিশ্বাস, জল ব্যতীত সর্জন্য জ্বৰোই অরুচি, পিত্তবমন, প্রেরা অর রক্তবর্ণ, বস্কে প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

ত্রাওনিয়া—মস্তকধ্বন, দৌর্জল্য, বমি, কপালে ভারবোধ, মাথাধরা, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা খেত অথবা শীত মলাবৃত্ত, খাত্তে ও পানীয়ে বিকৃত আশ্বাস, মলবদ্ধতা, শুষ্ক, শক্তমল, প্রদাহহৃৎক ভাব।

ক্যামোমিলা—রোগী অতিশয় জোঁড়া, জিহ্বা শাদা অথবা শীত মলাবৃত্ত, অরুচি, বমন, উদরক্ষীতি, মল সব্ধ ও জল-যুক্ত; কামল-রোগীর দ্বারা মুখাকৃতি।

চায়না—শীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাঢ়চর্শ শীতল ও নীলবর্ণ, কাণে শব্দ, ভ্রমি, বস্কে ও গ্রীহাদেশে বেদনা, আকৃতি মান, পাণ্ডু।

কর্ণাস্—মাথাধরা, কণীনিকার বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে দাহ, শীতলতার উল্লেখ, মুখাধানি, পেটে হৃৎকণ্ঠ শব্দ, দৌর্জল্য, মল ক্রমবর্ণ, পিত্তযুক্ত।

জেলুমিসিয়াম্—চোখের পাতার ভারবোধ, বস্কে রক্তাধিক্য, ভ্রমি, অরুচির দর্শন, পাঁর অতিশয় বেদনাবোধ। চক্ষু এবং দারবিক ও অপস্থার রোগাক্রান্ত গ্রীষ্ম পক্ষে ব্যৱহৃত।

ইপিকাক্—ভীষ মাথা ধরা, জিহ্বা খেত অথবা শীত মলাবৃত্ত, প্রাতঃকালে বিকৃত আশ্বাস, অনবরত বিবমিষা, তৃষ্ণা জ্বা ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অথবা কেনিল ওড়ের দ্বারা।

লেক্টোডিয়া—ললাটের সমুখভাগে সর্জন্য মাথাধরা,

জিহ্বার মধ্যভাগে পীতবর্ণ; পিত্তবমন, যকৃতের তীব্র বাতনা অস্বভাব, ত্রাণা; মল কৃষ্ণ অথবা মুক্তিকাবর্ণ কম্পবোধ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

মারিকিউরিস—মুখ পাণ্ডু, পীত অথবা মুক্তিকাবর্ণ; হৃগ্ধক-মুক্ত নিঃশ্বাস; ওষ্ঠ কপোল ও মাড়ী ফোটক, উদরদেশে স্পর্শসিহ্ন, যকৃতে ঘরগা, উদরামর, মল গাঢ় লব্ধবর্ণ অথবা গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মুখে গাঢ় রক্তবর্ণ।

মলকমিকা—রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং একা থাকিতে অস্তিমারী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উল্কার, ছুতুদ্রব্য অথবা হৃগ্ধক স্নেহাবমন, পেটে সফোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতঃকালে অবস্থা অতিশয় মন্দ।

পোডোকাইলাম্—মনের প্রকৃত্তানাম, জিহ্বার দাঁতের কামড়ের দ্বারা দাগ, তীব্র আশ্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন, মুখে কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদনা।

পলুসটিলা—অতিশয় বিষম, প্রতিক্রিয়ায় বিরক্ত, উঠিলেই অস্বভাব দর্শন ও ভ্রমি, আধিক্যপালে মাথা ধরা, চোখ নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবে। মুখে হৃগ্ধক, বিষমিবা, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল অলমুক্ত অথবা পিত্তের দ্বারা লব্ধ।

সল্ফার—নিত্যন্ত ক্ষুধিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমি বোধ, তালু সর্দঙ্গা গরম, অরুচি, জ্বালাহানি, কটু উল্কার, যকৃতে ধোঁচ, প্রাতঃকালে উদরামর।

অরুচিকালে রোগীকে অন্ন আহার দিবে। তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করিবার জন্য পীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্য। উপশমকালে তাত, শত চূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাখন প্রভৃতি সেবন করাইবে। জ্বর, চা, শাকসবজী, স্থপককল ক্রমে ক্রমে ব্যবহার্য। যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সংকলিত হয়, তজ্জন ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সহযোগে রোগীর শরীর মুছাইরা দিবে।

৩। আত্মিক অর।

একোনাইট—শৈত্য, একজর, নাড়ী বেগবতী, হাশ, তীব্র পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, দায়বিক উত্তেজনা; মাথাধরা (যেন কর্ণাল কাটিয়া গড়ে); ভ্রমি।

ব্যাণ্টিসিয়া—মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, জিহ্বা মলাবৃত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও শুষ্ক, দৃশ্যকরী, নিঃশ্বাসে হৃগ্ধক, হৃদিত ও হৃগ্ধকায়ক উদরামর, বর্ধ, মুখে ও মল অতিশয় হৃগ্ধকমুক্ত।

ব্রাওমিদা—মুখ রক্তবর্ণ ও ক্ষীত, ওষ্ঠ শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ ও

কাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহ্বালেশ, অতিশয় মাথাধরা, দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কলন, অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, মুখ শুষ্কতা, বমন, হৃগ্ধকতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ কাঠি, শুষ্কশক্তি মল।

বেলেডোনা—মুখ ক্ষীত ও রক্তবর্ণ, কপীলিকা প্রসারিত, মুখমুখে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্দ আলোক ও গোলযোগ অসহ্যবোধ প্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লক্ষন ও ধাবন, নিদ্রোচ্ছা, কিন্তু নিদ্রার অক্ষমতা, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ, উদরগহ্বরে স্পর্শসিহ্নতা, শয্যা অসহ্যবোধ।

রসটক্স—অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও ক্ষীত, চক্ষু প্রদেশে নীল দাগ, ওষ্ঠ শুষ্ক পাণ্ডু অথবা কৃষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ ও মন্থণ অথবা অপ্রত্যগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, প্রবণ-শক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরামর, অনিচ্ছার মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ।

আর্শেনিক—মুখ পাণ্ডু ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল দর্শ, সর্ঙ্গা ওষ্ঠ চোবা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও কাটা, জিহ্বা শুষ্ক নীলাভ বা কৃষ্ণ এবং উহা বর্ধিত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, প্রায় সর্ঙ্গদাই অন্ন অন্ন অলপান, তন্দ্রা ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও ঘরগা, যুতুভয় ও চাকলা।

এপিস্টিমেল—অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্কতা, গিলিবার কষ্ট, পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠি অথবা সর্ঙ্গদা হৃগ্ধকমুক্ত, সুরক্ত শৈল্পিক মল, বন্ধ ও উদরে প্রিয়স্বৎ উত্তেজ, অতিশয় দৌর্যল।

আর্গিকা—উদাসভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও মধ্যস্থলে পাণ্ডু চিহ্ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্ঙ্গদা বেদনাবোধ এবং তজ্জন পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্তন, শয্যা শব্দ বোধ, অনিচ্ছায় প্রত্যাব।

লাইকোপোডিয়াস্—মুখশ্রী পীত ও মুক্তিকাবৎ, জিহ্বা শুষ্ক কাণ ও স্নেহাবৃত্ত; প্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া প্রথান ত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাজিয়া গড়া; কপোলদেশে বর্ধলকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও ভারবোধ, একা থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মুখে রক্তবর্ণ বালুকাবৎ পদার্থ, কামপার্শ্ব হইতে অসিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে অত্যন্ত প্রহাশ, অপরাহ্নে ওটা হইতে ৮টা পর্যন্ত অবস্থা মন্দ।

মারিকিউরিস—অত্যন্ত দৌর্যল, দন্তে বিকল আশ্বাদ, দন্তমূল ক্ষীত ও ক্ষতমুক্ত; উদর ও যকৃতে বেদনা, বর্ধ, লব্ধ পীতবর্ণ, কক্ষিকারে ও রাত্রিতে অতিশয় ব্রমি।

কস্ এসিড—অতিশয় ঔদাসীন্য, কথা কহিতে অনিচ্ছা, ক্যাল ফালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে শুড় শুড় শব্দ, জলবৎ উদরাময়, নাড়ী দুর্বল ও সময় সময় স্পন্দনহীনতা।

ক্যাক কার্ভ—বুক ধুকধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও চাকলা, নৈরাস্ত, নিম্নিত হইলে কুচিন্তা হেতু আগরণ, শুক কাস, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট।

কার্বো তেলিটেবলিস্—মুখ পাণ্ডু ও সমুচিত; চক্ষু কোটর-গত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; জিহ্বা শুক, কৃষ্ণবর্ণ এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শ্বেতাংশ শীতল ও ঘণ্ডাক্ত।

ওপিয়াম্—মুখ ক্ষীত, তজ্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্নীলিত, নাড়ী দুর্বল অথবা শীতগতিসম্পন্ন; মূত্রহীন মলত্যাগ।

ফস্ফরস্—তজ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুক ও কাল, মানসিক হুতির হীনতা, অল্প প্রলাপ, শীতল বস্ত্র অভিল্যব, পীতজব্য বমন, দৌরল্যা, উদরে ঝালিবোধ।

ককিউলাস্—দ্বায়বিক দৌরল্যা, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট কখন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ।

কলচিকম্—মুখ সমুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, নীলবর্ণ জিহ্বা ও শীতল নিঃশ্বাস।

জেলুমিসিয়াম্—দ্বায়বিক উপসর্গ, মস্তকে অতিশয় ভার বোধ, জিহ্বা পীতভা, শাদা অথবা পাণ্ডু, দ্বায়বিক শৈত্য, দাঁত কড়মড়ি, পিপাসা, অজ্ঞান।

হ্যামেলিস্—অতিশয় রক্তপ্রাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে বেদনাবোধ, রক্তপ্রাব।

হাইড্রিসিয়ামস্—মুখ ক্ষীত ও রক্তাক্ত, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, অতিশয় প্রলাপ, বাকুশক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্যা খুঁটনি ও বিড় বিড় শব্দ, অতিশয় চাকলা, শয্যা হইতে লক্ষন ও অজ্ঞান যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিকা ঘূর্ণমান, অঙ্গ আকোপ।

লাকেসিস্—জিহ্বা শুক রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, ওষ্ঠ কাটা ও রক্তাক্ত; অচেতন্ত, প্রলাপ, স্পর্শসিদ্ধিতা, নিজার পর উপসর্গের আধিক্য। রোগী মনে করে সে মরিয়াছে এবং আন্তোষ্টিক্রিয়ার উত্তোষ করা হইতেছে।

ট্র্যামোনিয়াম্—জ্ঞানহানি, অনবয়ত কখন, সর্বদা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, শয্যা হইতে অজ্ঞান যাইবার ইচ্ছা, দন্তশর্করা, ওষ্ঠ ক্ষত, জলপানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন প্রবণ ও বাকুশক্তির হ্রাস, অনিচ্ছা মলত্যাগ।

পল্‌সটিলা—পাকস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উচ্ছ্বাস ও শৈত্যের

সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পটামালের গন্ধ; বিবমিষা, মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা ধারাপ ও অতিশয় বিষাদ।

মিউরিয়াটিক এসিড—রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত অবসন্ন, শয্যার গড়াগড়ি, বৃহৎ প্রলাপ, বিছানা খুঁটনি, নিজাকালে নাকভাঙা, নালান্ধরণ, অনিচ্ছা প্রস্রাব ও মলত্যাগ, গৃহদেশ হইতে রক্তপ্রাব।

নাইট্রিক এসিড—তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে বেদনা, অঙ্গ হইতে রক্তপ্রাব ও উদরে স্পর্শসিদ্ধিতা, প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত।

টারটার এম্—খাসকৃষ্ণ, উৎকাস, প্রেরানির্ববের অজীব, শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্ফুস ক্ষীত।

জিন্‌ক্—সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাঁহাকেও চিনিতে পারে না), প্রলাপ, ক্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা, সর্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তকের আঁশের বিকৃতি।

রোগীর গৃহে বিস্তৃত বায়ুর বন্যাবস্ত এবং সংক্রমণই অব্যাহার দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট করা কর্তব্য। শয্যাকতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে।

অরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১০০ ডিগ্রী উষ্ণতলে রোগীর দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্রধারা আবৃত করিবে। যদি মস্তক উষ্ণ অথবা বহুশীত হয় কিংবা যদি প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিড়াইয়া তদ্বারা মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহ্বরে যত্রণ থাকিলে উষ্ণজলের স্বেদ অথবা পাতলা গুলটিস্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্য। অল্পপরিমাণে বিস্তৃত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। টাটকা মাখন, শর্করূর্ণ, মত্ত প্রভৃতি ব্যবহারে। রোগীর বল রক্ষা করিবার জন্য জ্বর ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অস্ত্র কোনরূপ অস্ত্র থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যাহাতে দন্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছানত জলপান করিতে দিবে।

৪। ছর্দিঅর।

একোনাইট্—শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ; শুক কাস, ভয়, চিন্তা ও চাকলা।

অলিয়াম্‌ সিপা—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যধিক জল নিসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাঁচি।

আম কাঁচ—চক্ষুপ্রদেশে উচ্চতা ও বয়রা, শুক হৃদি, নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুককাস।

আর্সেনিক—অতিরিক্ত হাঁচি, হৃদিনির্গম, নাসিকামেধে উচ্চতা ও বয়রাবোধ, শিশা, চাকলা ও অবসাদ।

ব্যান্টিসিয়া—সন্ধিদেশে বেদনামুত্তব, গলদেশে কণ্ঠরন ও কাসবেগ, মস্তকের সমুখভাগে পীড়া, নাসিকা হইতে গাঢ় স্লেয়া নির্গম।

বেলেডোনা—কনকনে মাথাধরা, শুক ঘোষরাকাস, তন্ত্রা-ধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থ্য, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন।
ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্ত-কতা-অভিলাষ।

ক্যামোমিলা—কক্ষ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনতাব।

হিপার সল্কার—গলদেশে খোঁচ, ঘূর্ণরী কাস, স্লেয়া কিছু পাতলা।

ইপিকাক্—চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষ স্লেয়ার বড় বড় শব্দ, বিবমিষা ও স্লেয়া বমন, হাঁপির ছায় খাসকষ্ট।

কালিত্রো—কাস শব্দ ও আঠাল স্লেয়া নির্গম, ত্রাণশক্তির হানি।

লাকেসিস্—গলদেশে স্পর্শসহিষ্ণুতা, অপরাক্তে ও নিত্যর পর উপসর্গবৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—প্রায় অনবরত হাঁচি ও কক্ষ নির্গম, রাত্রিতে ঘর্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ।

পল্গাটিনা—আশ্বাদ ও ত্রাণশক্তির হানি, দন্ত ও কর্ণ-শূল, শীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্ণস্থানেও শীতবোধ, শীতবর্ণ স্লেয়ানির্গম, বিষয় ভাব।

সিপিয়া—নাসিকা ক্ষীত ও ক্ষতযুক্ত, শুক হৃদি, প্রাতঃ-কালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ।

৫। স্তিতিকাজর।

একোনাইট্—গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত শিপিাসা, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হ্রাস, মূত্ৰাভ্যয়।

আর্সেনিক—অতিশয় বয়রা, চাকলা ও মূত্ৰাভ্যয়; শীতল পানীয়ে অভিলাষ; বিপ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি।

বেলেডোনা—আকস্মিক বেদনা; উদরগহ্বরে অতিশয় উচ্চতা, কৌকানি, নিজাকালে উদ্রফন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ।

ব্রাইওনিয়া—বিবমিষা, অচেতনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা—জরায়ুদেশে এসববেদনাবৎ বয়রা, অবি-রতা, মূত্র অতিরিক্ত ও লীৎ রক্তিত, মস্তকদেশে উষ্ণ ঘর্ম।

হায়োসিয়ামস্—প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, থিচুনি, বিড়-বিড় শব্দ ও বিছানা খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্ধ্য অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনতাব।

ইপিকাক্—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বেদনার চলাচলি, বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্ত নিঃসরণ, সবুজ ও সজল মল।

ক্রিয়োসোট্—তলপেটে দাহ ও কৌকানি, গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা, জরায়ু যৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদর-গহ্বরে শীতবোধ।

লাকেসিস্—জরায়ুতে স্পর্শসহিষ্ণুতা, নিজার পর বৃদ্ধি, গাত্রচর্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ।

মারকিউরিয়স্—পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শসহিষ্ণুতা, জিহ্বা আর্দ্র, অতিশয় শিপিাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম।

নক্সডোমিকা—কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণে কিম কিম শব্দ, সমস্ত শরীরে ভারবোধ।

রস্টঞ্জ—অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গগুলির বলশূন্যতা, জিহ্বা শুক ও অগ্রভাগ লাল।

ভেরাট অল্ভ—বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ শীতল, মুখ মূতবৎ পাতু, ঘর্মশিষ্ণু, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ।

রোগিগীকে ভোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে পাতলা পুলটিস অথবা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২১০ বার গর্ভাশয় ও বোনিপ্রদেশ কার্বলিকএসিড দ্বারা যৌত করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তক ও তাহার গৃহ বিস্তৃকবায়ু পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। ঔষাহিক অবস্থায় লঘু মণ্ড ও বার্ণি; পরে জ্বর, হৃৎ, ডিহ, কল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৬। লোহিতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় শিপিাসা, অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষা ও বমন।

আলান্থাস্—অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়দ্রুবৎ উত্তেজ, অতি-রিক্ত বমন, তন্ত্রা ও অস্থিরতা।

এপি স্ মেল্—ভীক পিত্তানি, জিহ্বা অতিশয় লাল ও ক্ষত-যুক্ত, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্লেয়ানির্গম, গলকত, উদরগহ্বরে স্পর্শসহিষ্ণুতা।

আর্সেনিক—অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত বয়রা, চাকলা ও মূত্ৰাভ্যয়, অত্যধিক শিপিাসা, নিঃশ্বাসকালে বড় বড় শব্দ, দুর্গন্ধ উদরাময়।

ব্যান্টিসিয়া—নদী রক্তবর্ণ, হামবৎ উত্তেজ, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধ-যুক্ত, জিহ্বা কাটা ও ক্ষতযুক্ত, লীৎ প্রলাপ, দন্তে ও ওষ্ঠে শর্করা।

বেলেডোনা—উত্তেজগুলি মন্থণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা

শেষতর্পণ ও কষ্টকর, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রাকালে চমকিত ভাব ও উল্লসন।

ক্যালেকেরিয়া কার্ব—গলদেশ ক্ষীত ও শক্ত, মুখ পাণ্ডু ও শোথযুক্ত।

ক্যান্ডর—হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উচ্চ নিঃশ্বাস, কপালে উচ্চ বর্ণ; উত্তেজগুলির আকস্মিক বিলীনতা।

ইপিকাক—বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অম্লধ, গাত্রকণ্ডুরন, অনিদ্রা, নৈরাশ্র।

লাইকোপোডিয়াস্—ভাস্কর, মূত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসারোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ।

মিউরিয়াটিক এসিড—বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে পুঙ্খ ক্ষরণ, গাত্র পাণ্ডু ও মুখ রক্তবর্ণ।

ওপিয়াম্—অতিশয় তন্দ্রা, বমন, বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু-উন্নীলন।

রস্‌ট্র—পিত্তানি গাঢ় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডুরনযুক্ত, তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জরবেগ ও অস্থিরতা; সন্ধিহানে বেদনা, সর্পিদা স্থানপরিবর্তন।

সল্‌কান্—সমস্ত শরীর উজ্জল রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডুরন, চীৎকার, উল্লসন। (অন্ত্র ঔষধে ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য।)

জিন্‌ক্—মস্তিষ্কে আসন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচেতন, সর্পিদা হেঁচকা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেঁচনি, দস্ত কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু স্থির, শরীর বরফবৎ শীতল।

গোহিত-জরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা) ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দমা ও সংক্রামাপহ জ্বরের বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

রোগীকে পৃথক্ গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিস্তৃত বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যিক।

কণ্ডুরন নিবারণ করিবার জন্য গাজে নারিকেল তৈল (Cocoa-butter) মাখাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্ (Glycerine) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম বেদ কিংবা পল্‌টিস্ প্রয়োগ করিলে সক্ষিত স্বেদা গলদেশ হইতে স্থানান্তরিত হয়।

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে হৃৎ, বরফ, যণ্ড, কমলানবুর রস ইত্যাদি। বিস্তৃত জল পান করিতে দিবে। সুরাবীর্ষ্য-স্বকীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যজ্য। সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে লুণ, লুণক রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। পীতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও স্বেদাবমন।

বেলেডোনা—কন্‌বনে মাথাধরা, ভরদ্বয় প্রলাপ, জিহ্বা রক্তিত ও মলারূত; পৃষ্ঠ ও মেহদণ্ড প্রভৃতি স্থানে স্কেচ ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্বল্য।

ব্রাইওনিয়া—চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা খোলা; উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচেতনতা; নির্জনতা অতিলাব; অত্যন্ত উত্তেজন।

ক্যান্ডর—শরীর অতিশয় শীতল, মূত্রে অত্যন্ত অবসাদ।

কাহারিস্—অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব, সংজাহীনতা।

আরজেন্ট নাইট্—হৃৎক মল ও পাণ্ডু বমি।

আর্সেনিক—চক্ষু কোটরগত, নাসিকা স্‌স্রাবত, ইচ্ছা-পূর্বক বমন, পাণ্ডু ও কাল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, অত্যন্ত পিপাসা, আন্ত্র অবসাদ, অতিশয় চাকলা ও মূত্ৰাভ্রয়।

কার্বো-ভেজি—(শেবাযস্থা) মুখ পাণ্ডু, রক্তস্রাব, প্রবল মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যঞ্জন ইচ্ছা, নিঃসৃত পদার্থে অতিশয় দুর্গন্ধ।

ক্রোটালস্—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও ক্ষীত, হৃৎক মল।

ইপিকাক্—অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল।

মারিকউরিয়াস্—অত্যন্ত বর্ণ, স্থিতি শক্তির হানি, ভ্রমি, পিত্ত ও স্বেদ-বমন, উদরাময়।

নক্সটিকা—গাত্রচর্ম পীতবর্ণ, ক্রোধজন্যতা, অঙ্গ ও পিত্ত-ময় দ্রব্য বমন, উদরে স্কেচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

কুইনাইন্—অঙ্গ-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবহেয়।

টার্ট এস্—বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত শীতল বর্ণ, নাড়ী দুর্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা।

ভেরাট্ আল্‌ব্—মুখ পীতবর্ণ অথবা সবুজবৎ, শীতল বর্ণ, পিত্ত বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয়-অভিলাষ; অত্যন্ত দৌর্বল্য, প্রত্যঙ্গ স্কেচ, নাড়ী স্পন্দন প্রায় অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথম অবস্থায় অঙ্গ পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত বিস্তৃত জল, চা, কমলানবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবহেয়। ক্রমে হৃৎ, মাখন, জ্বা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৮। চিত্রজ্বর (Spotted fever)—

একোনাইট্—শৈত্য, চাকলা, পিপাসা, অঙ্গ অতিশয় বেদনা, মূত্ৰাভ্রয়।

আর্পিকা—প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গন (Soreness), গারে কাল দাগ (কালশিরাবৎ), ঐষার পেশীতে অতিশয় দৌরল্য বোধ।

বেলেডোনা—অতিশয় কন্কনে মাথাধরা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর পনার্থ দর্শন, কণ্ঠনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিভ্রম।

চায়না সল্ফর—অবলাদ হেতু চক্ষু নিম্নলীন, অত্যন্ত অবলাদ, মেহদগ্ধে বেদনা।

সিমিসিকিউগা—মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ বেন ছুটিয়া পড়িবে এইরূপ বোধ, জিহ্বা ক্ষীত, কণিক সঙ্কোচন।

ফ্রেটলাস—ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শরীরের সর্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুকধুকনি, অতি অমে অমে চক্ষু উন্মীলন।

জেলসিমিয়াম—মস্তকের পশ্চাদিকে বেদনা, মস্তক-বোধ, অক্ষিপুটে সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হ্রাস, নাড়ী হ্রাস, শ্বাস কষ্ট, বিবমিষা, বমন।

লাইকোপোডিয়াম—সংজাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্ত্যনাশক শিরঃপীড়া, নাসারন্ধ্রের বীজনের জার গতি, নিম্ন চোয়াল সঙ্কুচিত, প্রত্যঙ্গ অথবা সর্ব শরীরে টান।

ওগিরাম—চৈতন্ত্যবিলোপ, বৃহৎ নিশ্বাস, মস্তকে রক্তাধিক্য, কেরোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, বর্ষ কালে অবস্থা মন্যতর।

এই অরের প্রথমাবস্থার ঘর্মোদ্বেক করিতে পারিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া অন্ন পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম না হয়, ততক্ষণ অর্জযটী অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উকজলে ধারাদান ও কখনে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্মোদ্বেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। Hypodermic injections of Pilocarpin (সিকি গ্রেন) কিংবা Fl Extra Tabarandi (১০ হইতে ৩০ বিন্দু) প্রয়োগ করিলেও ঘর্মোদ্বেক হইতে পারে।

পথ্য। প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য ব্যবহৃত। পরে ক্রমে ক্রমে জ্ব, হৃৎ, ডিম প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

২। বাস্তবোগমুক্তজর।

একোলাইট—একজর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা।

আর্পিকা—প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অঙ্গ কর্তৃক আহত হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, ক্ষীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—দাহ, ভীত যন্ত্রণা, বর্ষ, শৈত্য, শিথিলতা।

বেলেডোনা—অধিবেদনা, সন্ধিস্থানে জিলিক ও বেদনা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব।

ব্রাইওনিয়া—অকচি, মুখ শুষ্ক, শিথিলতা, কোষ্ঠ শক্ত ও পাণ্ড।

কান্শোফাইলাম—কব্জা ও অঙ্গুলিগ্রহিতে ব্যতিক বেদনা, অতিশয় জর, দায়বিক চাক্ষুশ্য।

ক্যামোমিলা—যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক লাল ও অপর দিক পাণ্ড, অধিকত যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব।

কেলিডোনিয়াম—শরীর ক্ষীত ও প্রস্তরবৎ শক্ত, কোষ্ঠ মেঘপূরীষবৎ।

কল্চিকম্—অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, হৃৎকম্প।

মারিকউরিয়ন্—অতিরিক্ত বর্ষ, সবুজ উদয়াময়, পীড়িত অংশ পাণ্ডবর্ণ।

সিগেলিয়া—ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা।

সল্ফর—ভীত যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় অবলাদ।

বাতজরযুক্ত ব্যক্তির গায়ে ক্রানেল ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিভ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ম রোধ হয় এরূপ কোন কার্য করা বিধেয় নহে।

জর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কখনে শয়ন করাইবে তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

পথ্য। শক্তের খেতসার, মাশু, উত্তম পক্ষফল প্রভৃতি লঘুপাকদ্রব্য ব্যবহৃত। বিগুদ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে অরোগপ্তির কল। অধিনী নক্ষত্রে জর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে দুই দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরার পাঁচ দিন, পুনর্বসু, পুষ্যা ও হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেষাতে নয় দিন, মঘর এক মাস, পূর্নকল্পনী, শ্রাবী ও শ্রবণাতে দুই মাস, উত্তরকল্পনী, জিহা, জ্যেষ্ঠা, পূর্নাব্দা, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে দুই দিন, অশ্বিনা ও শতভিষাতে দশ দিন ভোগ হয়। আশ্বা, মূল্য ও পূর্নভাদ্রপদ নক্ষত্রে জর হইলে মৃত্যু হয়।

যদি অমেবা, শতভিষা, আর্জা, শ্রাবী, মূল্য, পূর্নকল্পনী, পূর্নাব্দা ও পূর্নভাদ্রপদ নক্ষত্রে জর, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী নবমী ও কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে জর হয় আর চন্দ্র ও তারার তদ্বিনা থাকে, তাহা হইলে ভাষ্কর নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

জন্মবারে জর হইলে ৭ দিন, মঙ্গলবারে ৯ দিন, মঙ্গল

বারে ১০ দিন, বৃথবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্র-
বারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়।

নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জ্বর হয় এবং তাহাতে যদি চতু ও
ভাঙ্গা শুক্র থাকে, তাহা হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ত্তি)

শীত জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শাস্তি করা
আবশ্যক।

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, বারদোষে ধাতু ও তিথিদোষে আতপ
তত্ত্ব উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিগ্রহে দান করিবে।

“আরোগ্যং ভাঙ্গারারিচ্ছেৎ” ভাঙ্গর হইতে আরোগ্যলাভ
করিবে, এই বচনানুসারে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তোত্র ও সূর্য্যকবচ
প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরসাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয়
এই প্রকার লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বর হইলে ২ দিন,
রোগহীতে ৩ দিন, মৃগশিরা ৫ দিন, জ্যেষ্ঠার মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও
পূর্য্যায় ৭ দিন, অশ্লেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে
২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীতে ১৫ দিন,
হস্তায় ৭ দিন, চিত্তার ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিষাখায়
২০ দিন, অশ্বরাধায় ১০ দিন, জ্যেষ্ঠায় ১৫ দিন, মূল্যায় মৃত্যু,
পূর্বাষাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস,
ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিষায় ১০ দিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে ১২ দিন,
অহির্ভাদ্রে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও
জরহীতে মৃত্যু হয়। (ভৈষজ্যরং ধৃত গৌরীকঙ্কাদিকা)

আত জ্বররোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জ্বর-
বলি দেওয়া আবশ্যক। [জ্বরবলি দেখ।]

জ্বরকালকেতুরস (পুং) জ্বরক কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বর-
নাশক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ,
বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা, হরিতাল এই সকল
দ্রব্য সমভাগে সিংহের আটায় মর্দন করিয়া গজপুটে পাক
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অল্পপান
মধু। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই
ঔষধ তবানীকে বলিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যরং জ্বরাদি)

জ্বরকুঞ্জরপারীক্ষারস (পুং) জ্বর-এব কুঞ্জরমতঃ পারীক্ষাঃ
সিংহ ইব। জ্বর ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—
মুছিত রস ২ তোলা, অত্র ১ তোলা, মৌপা, স্বর্ণমাকিক,
রসায়ন, মীলক, তাম্র, মৃত্যু, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি-
মটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমমার (পাকাসোনা ও কাহারও
কাহারও মতে জুঁতিয়া) ইহারে প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই
সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কীকই, ভুলসী, পুনর্ব্বা,
শুশিয়ারি, ভূইমাদামা, দোবাণজা, তিরতা, পর, গুলক, ঈশ-
কুল, লতাকটকী, সুদানি ও সন্ধকেশল ইহারে প্রত্যেকের

রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দন করিবে; ইহার বটিকা
৪ রতি প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। অল্পপান, পানের রস;
ইহা অতিশয় অমিষবর্জক ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং
কাস, খাস, প্রেমহ, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী ও ক্রমসংক
জ্বরও আত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরং)

জ্বরকেশলিন্ (পুং) জ্বরক কেশরী ৩৩৭। জ্বরনাশক ঔষধ-
বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, বিষ, ভট্ট,
পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জরপাল
এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে চুইয়া ভুলসীর রসে মর্দন
করিবে। পরে ১ তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দাঁলকের
পক্ষে সর্পপ্রমাণ। অল্পপান শীতজ্বরে চিনি, লরিপাতজ্বরে
মরিচ, হাছজ্বরে পিপুল ও কীরা।

জ্বরদ্ব (পুং) জ্বরং হস্তি হন-টক্। ১ শুক্লটী। ২ বাত্ক।
(রাজনিং) (ত্রি) ৩ জ্বরনাশক।

জ্বরধুমকেতুরস (পুং) জ্বরক ধুমকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক
ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, লম্বকফেন,
হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আহার রসে তিন
গ্রহের মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (ভৈষজ্যরং)

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ (স্ত্রী) জ্বর এবং নাগ তত্ত নবুহইব বং চূর্ণঃ।
জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—লৌহ,
অত্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, রস, পারদ, গন্ধক, সজিনা-
বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ,
আকনাদি, বট, হরিজা, দারুহরিজা, বেণারমূল, চিতামূল,
দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, শ্ববতক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র,
বংশলোচন, কটকারীর রস ও মূল, শঠী, তেজপত্র, ভট্ট,
পিপুল, মরিচ, গুলক, ধজা, কটকী, ক্ষেপাপাড়া, মুখা,
বালা, বেলগুঠ ও বটমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ
৪ ভাগ, তালজটাফার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ,
চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিকিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়া
লইবে। এই চূর্ণ ঔষধের পরিমাণ ১ মাষা হইতে ২ মাষা
পর্যন্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর,
কামলা, পাণ্ডু, গ্রীহা, শোথ, ভ্রম, ভ্রুকা, কাস, শূল, রক্ত
প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে
শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সন্ততাদি জ্বর,
করজ্বর, ধাতুজ্বর, কামজ ও শোকজ্বর, ভূতবেশজ্বর,
অতিবারজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, চাতুর্ধিকজ্বর, জীর্ণজ্বর,
বিষমজ্বর, গ্রীহাজ্বর, উদরী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভ্রম, ভ্রুকা,
কাস, শূল, ক্রম, বহুৎ, জ্বরশূল, আমবাচ এবং পুষ্টি, কটী,
কাহ ও পার্শ্ব বেদনা বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যরং)

জ্বরভৈরবচূর্ণ (১) জ্বর ভৈরব-ইব নাশক চূর্ণ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ভট্টী, বলাচূর, নিমহাল, ছমালতা, হরীতকী, মুখা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশূলী, শতশূলী, ক্ষেতলাগড়া, পিপুলমূল, রাখালশামূল, কুড়, শঠী, বৃক্ষাশূল, পিপুল, হরিজা, মাক্‌হরিজা, লোধ, রক্তচন্দন, কটীশাঙ্গলি, ইজবব, সুটলছাল, বটমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়োলা, আতাইচ, কটীকী, তাম্রশূলী, পদ্মকাঠ, বদামী, শালগাণি, মরিচ, গুলক, বেলগুঁঠ, বালা, পঞ্চপর্ণী, তেলগজ, শুকুবব, আমলা, চাকুলে, গটোলগজ, শোধিতগন্ধক, পারদ, শোধ, অম ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ সমুদার চূর্ণের সমষ্টি অর্দ্ধে চিত্রাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাঝা হইতে ৪ মাঝা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই চূর্ণঔষধ সকল প্রকার বক্‌ৎ, গ্রীহা, অম্বহুজি, অম্বিনালা, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আত উপকারপ্রদ এবং ইহা বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও গাফু প্রভৃতি বিবিধরোগনাশক। (ভৈবজ্যার)

জ্বরভৈরবরস (২) জ্বর ভৈরবরস যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—জিকটু, জিকলা, দোহাগার খই, বিব, গন্ধক, পারদ ও জরপাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘলঘলের রসে একদিন মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অস্থপান পানের রস; পথ্য মুগের ডাইল ও জাফা। ইহা সর্পিগতিক জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। (ভৈবজ্যার)

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (৩) জ্বর এব মাতঙ্গ তজ কেশরীব। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, ববকার, সাতিকার, সৈন্ধবলবণ, নিষবীজ, ইঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাঝা, জরপাল ২ মাঝা, বিব ২ মাঝা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য নিমিলাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১১০ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অস্থপান উত্তম। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আব, অজীর্ণ, কামলা, গাফু ও জঠররোগ নাশ হয়। এই ঔষধ তেজক। (ভৈবজ্যার)

জ্বরমুরারিরস (৪) জ্বরঃ মুর ইব তত অরি যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, বিব ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধূতুরাবীজ ১৬ তোলা। এই হলে কাহার কাহার মতে ১৬ তোলা জরপাল, ভেটেকী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বটীর কাখে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টভ, আমবাত, কাস, শ্বাস, বক্‌ৎ, গ্রীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈবজ্যার)

জ্বররাজ, বৈষকোক্ত জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী ১ ভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মাক্ষিকাকৃত তোকবর্ণ মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, ৫ ভাগ শুষ্ক (ভাত্র) ও ৩ ভাগ ভ্রাতাক একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে বজ্রীকীর (সিজের আটা) দ্বারা দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন পর্যন্ত জ্বাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দন করিয়া ৫ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাশাস্ত্রসংগ্রহ)

জ্বরবলি, জ্বররোগের শাস্তির লজ পূজাবিশেষ। তত্ত্বলচূর্ণ দ্বারা পুজলিকা নির্মাণ করিয়া হরিজা দ্বারা লেপ দিয়া বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং তাহার চারিদিকে চারিটা শীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়া হরিজারসপূর্ণ চারিটা পুটিকা (অখণ্ডপত্র নির্মিত ঠোকা) চারিকোণে স্থাপন করিবে; পরে সমস্তপূর্বক জ্বরের ধান করিয়া ক্রীত নব কর্দক ও গন্ধপুশাদি দ্বারা পূজা করিয়া সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আনতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। ওঁ নমো তগবতে গন্ধভাসনার জ্যাকার শত্যান্তরস্তুতঃ স্বাহা, ওঁ কঁ টঁ পঁ ন বৈনভেয়ার নমঃ, ওঁ হ্রীং কঃ ক্ষেত্রপালার নমঃ, ওঁ ঠঠ ভোভো জর শূশু শূহলহ গজ্জগজ্জ ঐকাহিকং ত্রাহিকং ত্রাহিকং চাকুর্ধকঃ আর্দ্রমাসিকং নৈমিরিকং মোহুর্ধিকং কটু কটু হ্রীং কটু কটু হল হল মুক মুক কুম্যং গজ্জ স্বাহা।

এইরূপে দিনজর পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে শ্রাদ্ধে অথবা চতুশ্রাথে বিসর্জন করিবে। এই পূজা বসন্তবাতীর দক্ষিণদিকে কোন বিস্তৃত স্থানে করিতে হয়। (ভৈবজ্যার)

জ্বরশূলহররস (৫) জ্বর শূলং বেরনাং হরতি হ-অহ। জ্বর ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কচ্ছলী করিবে। এই কচ্ছলী একটা ভাঙে মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটা তাম্রপাত্রে অধোমুখ করিয়া আব্বাধন করিবে। পরে সর্দিবল লেপিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া বহুপূর্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২০ রতি। জীরক ও গৈন্ধবলবণ চর্কণাথে পাণের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাকুর্ধকাদি হয় নষ্ট হয়। (ভৈবজ্যার)

চিকিৎসাশাস্ত্রসংগ্রহ মতে ২ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একপাত্রে বা জিন্ন জিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন করিয়া তাম্রপাত্রে ঢাকা দিবে। এই পাত্রে মদ্য দিয়া পুনরায়

আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কঙ্কণী করিবে।
প্রোতে সেবনী।

জ্বরসিংহরস (পুং) অরঃ অরুণপক্ষে সিংহ ইবং রসঃ। অর-
নাশক ঔষধবিশেষ। প্রোক্ত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক,
হরিতাল ও ভেলায় সুতী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজ-
বুকের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে। পরে ঐ
মর্দিত ঔষধ একটী হাঁড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সন্ধ্যা ঢাকা
দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা চূর্ণীতে স্থাপন-
পূর্বক চুই প্রহর জ্বাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন
ভূদ্বারাজ, গণ্ডদুর্গা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে।
পরে চূর্ণ করিয়া ইহা অতি সরপূর্বক রক্ষা করিবে। এই
ঔষধ জরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়।

(ভৈবজ্যার*)

জ্বরহস্ত (ত্রি) অরঃ হস্তি হন-ভূত। অরনাশক (স্ত্রী) মল্লিকা।
(রাজনি*)

জ্বরায়ি (পুং) অর অয়িরিব। অরুণ অগ্নি, পর্যায় আধি-
মহা। (হারাবলী)

জ্বরাকুশরস (পুং) অরত অরুণ ইবং রসঃ। অরনাশক
ঔষধবিশেষ। ইহার প্রোক্ত প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক
ও বিব প্রত্যেক ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ
মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা
করিবে, অস্থপান নেবুর বীজের শাঁস ও আদার রস, ইহাতে
সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই
২ ভাগ, বিব ১ ভাগ, দস্তাবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয়
চূর্ণ করিবে। অস্থপান ১ মাষা চিনি। ঔষধ সেবনান্তে
কিকিৎ জলপান করা উচিত। ইহা ভেদিজ্বরাকুশ বলিয়া
বিখ্যাত, এই জ্বরাকুশ ত্রিদোষজ্বরনাশক।

৩য় প্রকার। তাত্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র
উজ্জেশাতার রসে মর্দন করিয়া ভূদ্বারব্রজে পাক করিবে।
পরে সিজের আটায় মর্দন ও ভূদ্বারব্রজে পাক করিয়া ২ রতি
প্রমাণ বটিকা করিবে। অস্থপান আদার রস। এই ঔষধ
সেবন করিলে ঐকান্তিক, ব্যাধিক, অ্যাহিক, চাতুর্ভক ও শিত-
সংবৃত্ত বিষমজর আত প্রশমিত হয়।

৪র্থ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তট্ট,
সোহাগার খই, হরিতাল ও বিব প্রত্যেকে এক এক তোলা;
এই সকল একত্র মর্দন করিয়া ভূদ্বারাকুশে তিন দিন ভাবনা
দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রোক্ত করিবে।
অস্থপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা বিবদ অরনাশক।

৫য় প্রকার। মরিচ, সোহাগার খই, লবচুর্ণ, পারদ, গন্ধক
ও বিব একত্র মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রোক্ত
করিবে। অস্থপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, মোহিত, মংতপিত ও বিব ইহাদের
প্রত্যেক ১ তোলা; ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত তাত্র ২
তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া গোড়ানেবুর
রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
ইহার অস্থপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। (ভৈবজ্যার*)
জ্বরাকুশী (স্ত্রী) অরঃ অকতি অক-অচ্চ সৌরাসিদ্ধা জীব। ভজ-
দন্তিকা। (রাজনি*)

জ্বরাতীসার (পুং) অরযুক্তো অতীসারঃ। অরযুক্ত অতি-
সার রোগবিশেষ। যদি শৈথিল্যের পিত্তজাত অতিসার অথবা
অতীসারেরোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দুয়ের
সাম্যতাবহেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়।
তদ্ব জ্বর ও তদ্ব অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত হইরাছে, জ্বরাতী-
সারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত,
কারণ উহার পুরস্কার বর্দ্ধক। অরর ঔষধ সকল প্রায়ই ডেবক,
অতীসারের ঔষধ সকল ধারক, সুতরাং জ্বরর ঔষধ সেবনে
অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ঔষধ সেবনে জ্বরর বৃদ্ধি হয়।
জ্বরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লজ্জন ও পাচক ঔষধ ব্যবহার,
কারণ রসের সদ্ধতির জ্বর বা অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে
পারে না। লজ্জন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের
বল হ্রাস হয়। (ভৈবজ্যার* জ্বরাতীসার) [অর দেখ।]

জ্বরাকুশক (পুং) অরত অন্তক ইবং ৬তং। ১ নেপালনিধ।
২ আরথ, চলিত কথায় সোঁদাল। (রাজনি*)

জ্বরাকুশকরস (পুং) অরত অন্তক ইবং রসঃ। অরনাশক ঔষধ-
বিশেষ। ইহার প্রোক্ত প্রণালী এইরূপ—তাত্র, গন্ধক, পারদ,
সোহাগার খই, স্বর্ণমাকিক, দোহ, হিঙ্গুল, অত্র, রসজিন ও
শর্প এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিষাধির কাথে ৩
দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অস্থপান
মধু; ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈবজ্যার*)

জ্বরপিহা (স্ত্রী) অরঃ অপহতি নাসরতি অপ-হন ভ। ১ বিদ-
পত্রী, চলিত কথায় বেগুণঠ। (শকট) (ত্রি) ২ অরনাশক।

জ্বরাকুশরস (পুং) অরত অরিঃ বঃ রসঃ। অরনাশক ঔষধবিশেষ।
প্রোক্ত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাত্র, সীসা,
অত্র, সোহাগা, বিটুলবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে
লইয়া মর্দন করিয়া গোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া
ভুজ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রোক্ত করিবে। অস্থপান
আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (ভৈবজ্যার*)

জ্বরাজ্য (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অন্ন, তাম্র, রস, গন্ধক ও বিব প্রত্যেক ২ মাষা, মৃত্যাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ খটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অমুপান দিবে; ইহা সেবনে নানাবিধ জ্বর, প্রীহা, বক্‌ৎ, শুষ্ক, অধিমাশ্য, শোথ, কাশ, ঝাঁস, তৃষা, কন্দ, দাহ, শীত, বমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

জ্বরানিহন (পুং) জ্বরত্ব অনিহিব বঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিব ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের সমান লৌহ ও অন্ন, লৌহখলে লৌহমণ্ড বায়া মিস্রাদ্রব্যজরসে মর্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও অরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান পানের রস; ইহাতে ধাতু, বিষমজ্বর, বক্‌ৎ, শুষ্ক, উদর, প্রীহা, ঝরগু প্রভৃতি রোগ আঁও বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

জ্বরিত (ত্রি) অরোহিত সঞ্জাতঃ জর-ইতচ্ (তদন্ত সঞ্জাতঃ তারকাদিত্যইতচ্। পা ৪।২।৩৬) জরযুক্ত, জররোগী।

জ্বরিন্ (ত্রি) অরোহন্ত্যত জর-ইনি। জরযুক্ত।

জল (পুং) জল-জচ্। জল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট।

জলকা (স্ত্রী) জল-ধূল্ জিরাং টাপ্। অমিশ্রা (হেম) আঙনের বস্ত্রিকা।

জলৎ (পুং) জল-শত্ দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্যায়—জমৎ, কণালীকিন, জলনাতবন, ময়লাভবন, অর্জিস্, শোচিস্, তপস্, তেজস্, হর, হৃগি, শূদ্র এই একাদশটী জলতি নামধেয়। (বেদনিষট্ ১ অঃ)

জলান (ত্রি) জল-জ্। ১ দীপ্তিশীল। ২ অরি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ (অমর) ৪ জালা, অমিশ্রা। ৫ দাহাদিজলিত অন্তর্যকর অমৃতব।

জলনাস্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহস্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্রয়-জিহ্নে স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমতে আগমন করিবারাজাই ইনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব-সমুচ্চর নারী জলদেবতা একদা বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! জলনাস্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সঙ্গার পরিভ্রমণ করেন নাই, কিংবা ৬ প্রকার পারমিতারও তাহারা কেহ পারমিতা ছিলেন না; তথাপি তাহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। প্রথান দেবতা উত্তর করিলেন, তাহারা সকলেই স্বর্গ-প্রভাসের অর্জনা করিতেন এবং সেইজন্মই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিলেন, সুরেশ্বরপ্রভের রাজ্যকালে সর্ক

প্রকার চিকিৎসাসাধ্যবিদ্যার অস্তিত্বের নামে এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ম হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু ব্যক্তি ও অক্সতা হেতু অস্তিত্বের তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজ্যকে রোগমুক্ত করিলেন।

জলাধর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা যখন তিনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরো-বরটী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহস্র মন্ত্র বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এই জন্ত সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্জ প্রকাশিত হইয়া সেই সরোবরস্থ মন্ত্রদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্ত তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জলবাহন নিকটবর্তী কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া বাহাতে সরোবরের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট জল সুর্যের প্রভরকরণে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্ত কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে ২০টী হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরো-বর পরিপূর্ণ ও মন্ত্রদিগকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিলেন। পরে তিনি হাঁটু পর্যন্ত জল মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথ্য বিহিত অর্চনার পর তাহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর ত্রয়জিহ্নে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। “নমস্তস্তৈ ভগবতে রত্ন-শিখিনে” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মন্ত্রদিগকে বৌদ্ধ-ধর্মের কয়েকটী গুঢ়মত শিক্ষা দিলেন।

মন্ত্রগণ সেইরাজ্যেই গতান্ন হইল এবং পূর্বোক্ত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। জলনাস্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলেই পূর্বে দশ সহস্র মন্ত্ররূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন।

জলনাশ্মান্ (পুং) জলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ম্মণঃ। স্বর্গ্যকান্তমপি। (রাশনি)

জলন্ত (শেষজ) প্রকলিত, দীপ্ত।

জলিত (ত্রি) জল-জ্। ১ দধ। (মেদিনী) ২ উজ্জল, দীপ্ত।

জলিনী (স্ত্রী) জল-ইনি-স্ত্রীপ্। সূর্য্যী সত্য। (রাশনি)

জাল (পুং, স্ত্রী) জল-প। ১ অমিশ্রা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত।

(স্ত্রী) ৩ দ্বারঃ। (শব্দরত্ন) (পুং) ভাবে জ্। ৪ দীপ্তি।

জলাধরগঙ্গা (পুং) জলাধরনাম যো গঙ্গা। জলাধরদত্ত নামক সুরেশ্বরপ্রভের [জলাধর দেব]।

জালা (জী) জাল-টাপু। ১ দখার। ২ অশিখা। ৩ খনাম-
খ্যাতা ক্ষেত্র পত্নী।

“জল: খলু তদ্বৎসহিতরমুপবেমে জালাংনাম।” (ভার০ ১১৫১২৫)

জল তদ্বৎসহিতা জালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার
পক্ষে মতিনার নামে পুস্ত্র হয়।

জালাজিহ্ন (পুং) জালা শিথৈব জিহ্বা যন্ত বহত্রী। ১ অগ্নি।
(হেম) ২ চিত্রকব্জভেদ।

জালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উতাক্ত।

জালান (দেশজ) ক্রেশ দেওন, উৎপীড়ন।

জালামালিনী (জী) জালানাং মালা অন্ত্যত ইনি জীপু।

দেবীবেশে। ইহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত
হইয়াছে। “ঐ নমঃ ভগবতি। জালামালিনি গুণগণপরি-
বৃত্তে হুং কটু বাহা” এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গস্তাস করিবে। পরে
“ঐ নমঃ জননঃ প্রোক্তঃ ভগবতীতি শিরঃ স্তুতং। জালামালি-
নীতি চ শিখা গুণগণপরিবৃত্তে। ততঃ বর্ষবাহাঃ স্তুতাক্তং
জাতিযুক্তং স্তুতং তনৌ।” এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গস্তাস করিবে।

“ঐ নমঃ জননায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র ২০ দিন ধরিয়া অষ্টসহস্র
জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই
মন্ত্র স্রগ মায়েই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রমার)

জালাবক্ত (পুং) জালাব বক্তৃ মন্ত্র বহত্রী। শিব। (ত্রক্ষপুং)

জালিন্ (পুং) জল-গিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ শিখাযুক্ত।

জালেখর (পুং) মৎস্তপুরাণোক্ত তীর্থবেশে।

জালামুখী (জী) জালৈব মুখং প্রধানং যন্ত বহত্রী। পীঠভেদ।
এই স্থানে ভৈরবের নাম উগ্রভ এবং ভৈরবীর নাম অম্বিকা।
[পীঠ দেখ।]

পদ্মাবতীদেশে কাল্‌ড়া জেলার অন্তর্গত দেৱা তহসীলের
একটি প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ৩১° ৫২' ৩৪"
উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২১' ৯" পূঃ। নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর-
পশ্চিমে কাল্‌ড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর
উত্তরসীমাবর্তী ঢালা নামক ছুরারোহ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে
এই নগর অবস্থিত। পূর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল,
এখনও ইহার পূর্ব কাঁঠির বিস্তর ক্ষয়শেষে দেখিতে পাওয়া
যায়। তন্ত্রাদির মতে, ইহা একটি মহাপীঠ, সতীদেহ বিষ্ণু
কর্ষক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়।

পর্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ও
এক প্রকার দাহ বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ সংযোগ
করিলে বাষ্প জলিত থাকে। ঐ স্থানকে দেবীর জলন্তমুখ
স্বলে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম জালামুখী হইয়াছে।
প্রস্রবণের উপর একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের

বিত্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটি চৌবাচ্চা হইতে
জল ও অন্ন অন্ন দাহ বাষ্প নির্গত হয়। মন্দিরের বাহ্যঙ্গণ
স্বতঃসংযোগে বাষ্প অনেককণ প্রজলিত রাখে। রণজিৎ-
সিংহ মন্দিরের অন্তস্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। প্রেতি-
ম্বিন বহুসংখ্যক বাত্মী এই তীর্থদর্শনে আইসে। অধিবনরাণে
এখানে একটি পর্ব হয়, তদুপলক্ষে বিস্তর বাত্মীর সমাগম
হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, যে পূর্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ
এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়া
এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ-
কুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগবতীর পূজা করেন
ও একটি মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমান মন্দির পর্বতপার্শ্বে
প্রস্রবণের উপর নির্মিত। ইহার চূড়া ও গুহজ স্বর্ণমণ্ডিত,
খড়্গাসিংহ প্রদত্ত রজতনির্মিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে
সর্কাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ কপাট-
দর্শনে এতদূর ক্রীত হয়েন যে, ইহার একটি আদর্শ প্রস্তত
করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমূর্তি নাই।

মন্দিরের অন্তস্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অন্ন
পরিমাণে দাহ বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে ঐ অগ্নি জলদ্বয়
নামক দৈত্যের যুগ্মনিঃসৃত। কথিত আছে, মহাদেব ঐ
হৃদ্বস্ত দৈত্যকে পরাভ করিয়া পর্বত চাশা দেন, ঐ দৈত্যের
মুখ হইতে অস্ত্রাশি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। [জালদ্বয় দেখ।]
যাহা হউক বর্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কুণ্ড
দেবীর উচ্চাময়ী মুখ বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্মশালা,
পাখনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্মিত সরাই আছে; দরিদ্র
তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে
বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাস
করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার
বাজার স্রব্ধ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমূর্তি, জগমালা প্রভৃতি
উপাসনা সামগ্রী দৃষ্ট হয়।

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্বত্য প্রবাহাত ও
সমতলের প্রবাহাতের বিনিময় হয়। রণানীর মধ্যে কুলু
হইতে অহিকেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টা উষ্ণ-
প্রস্রবণ আছে। ঐ সকল প্রস্রবণের জলে লবণ ও কিরং
পরিমাণে পটাসিয়ম আইওডাইড মিশ্রিত আছে, তজ্জন্ত উহা
পান করিলে কবের প্রকার রোগ আরাম হয়। জালামুখী
নগরে একটি থানা, ডাকঘর ও বিভাগর আছে।

কোলু সমর হইতে জালামুখীর প্রস্রবণ ও দাহ বাষ্পোদগম

আরক্ত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুপূর্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব প্রদেশের একই পর্কতে শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ঐ উষ্ণপ্রস্রবণ জালামুখীর অমিকুণ্ড হইবে। হিন্দুসিগের

মধ্যে প্রবাদ, মিল্লিখর কিরোজশাহ তোগলক জালামুখীদেবীর দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া কাল্‌ড়া দেশ জয় করেন। মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, কিরোজশাহ কোতূহল পরবশ হইয়া জালামুখীর ঐ আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনার্থ গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ ঐরূপ রটাইয়া থাকিবে।

বা

বা, বাঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চব্বিগের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ-
কাল অক্ষরমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণ
করিতে আভ্যন্তরিক প্রবন্ধে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু
স্পর্শ। বাহ্যপ্রবন্ধ সংবারণ, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ বর্ণ
মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকাক্ষাসকালে বামকরাস্থিমূলে ইহার
জ্ঞাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা
কুণ্ডলী, মোক্ষরূপিণী, বিদ্যাস্ততার জার রক্তাকার, উচ্চল
তেলোযুক্ত, সর্দনা সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেব-
ময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিদ্যু ও ত্রিশক্তিযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান। “ধ্যানমন্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণু কমলাননে।

সন্তপ্তহেমবর্ণাভাঃ রক্তাধরবিভূষিতাম্।

রক্তচন্দনলিপ্তাদীঃ রক্তমালাবিভূষিতাম্।

চতুর্দশভূজাঃ দেবীঃ রত্নহারোচ্ছাঃ পরাম্।

ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাঃ তাং ভয়ন্তঃ লক্ষ্যং লভেৎ।” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাচক শব্দ—ঝড়ার, শুধ, মার্গী,
অর্থর, বায়ু, সন্মন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল,
হ্রিত, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্হস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহ, রস,
রূপ, আকম্পিত, মুচকল, হুর্ধ্বুখ, নষ্ট, আত্মাবান্, বিকটা,
কুচমণ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাস্থল, সুপর্কক, দক্ষহাস,
অট্টহাস, পুণ্যাত্মা ও বাঞ্জনস্বর।

মাত্রাদ্বিতে ইহার প্রথম বিভাগে ভয় ও মরণ হয়।

“ভয়মরণকরো ঝড়ো” (বৃত্তরত্ন টী.)

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ভ। (অশ্বেষিণ দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১)

১ ঝড়াবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ। (শব্দরত্ন) ৪ ঝিটীশ।

৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী)

ঝকড়া (দেশজ) কলহ। কুল্ল। বিবাদ।

ঝকনৌদ, মধ্যভারতের ভোপাবার এজেলার অন্তর্গত ঝাবুয়া
রাজ্যের একটি নগর। এই নগর সর্দারপুর হইতে ১৫ মাইল
দূরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে
একজন ঠাকুর ঐর্ধাৎ প্রধান সামন্ত বাস করেন।

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে)। কমাত্রি বর্ণ।

“ঝকারঃ পরমেশানি।” (কামধেনুতন্ত্র)

ঝকিক্ (দেশজ) ভৎসনা, ধমক, প্রতিক্রিয়া।

ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথা।

ঝক্‌ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তিময়। ২ দীপ্তি। ৩ ওচ্ছল্য।

ঝক্‌ঝক্সিয়া (দেশজ) ঝক্‌ঝক্‌।

ঝক্‌মক্ (দেশজ) ঝক্‌ঝক্‌।

ঝক্‌মক্সিনি (দেশজ) ঝক্‌মক্‌ করা।

ঝক্‌মারী (দেশজ) ১ ক্রী। ২ অপরাধ। ৩ অমৃত্যু। ৪ খেদ।

ঝগতি (অব্য) ঝটতি-পূর্বো। শীত্ৰ।

ঝগঝগায়মান (জি) ঝগঝগ-ক্যড্ শানচ্। (কর্তৃঃক্যড্
সলোপচ্। পা ৩।১।১১) দেবীপায়মান।

“প্রভানিকররশ্মিভিঃ ঝগঝগায়মানাং শুকাং।” (দেবীপুং)

ঝঙ্কার (পুং) ক্‌-ঘঞ্-কারঃ ঝন্ ইত্যব্যাক্তশব্দত্ কারঃ করণঃ
যজ। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুঞ্জন। ২ ঝন্ ঝন্ শব্দ। ৩ অব্যাক্তধ্বনি।

“প্রায়কো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ।” (বজ্রালসেন)

ঝঙ্কারিণী (ত্ৰী) ঝঙ্কার অত্যর্থে ইনি ত্ৰীপু। ১ গলা। ২ ঝিটীশ।

ঝঙ্কারিত (জি) ঝঙ্কার-ইতচ্ (তার) ঝঙ্কারযুক্ত।

ঝঙ্কিল (দেশজ) একজাতীয় বড় বক।

ঝঙ্কতা (ত্ৰী) তারাদেবতা।

“ঝঝরী ঝঙ্কতা ঝিরা ঝরী ঝঝরিকা তথা।” (তারাসহস্রনাম)

ঝঙ্কতি (ত্ৰী) ক্‌-জি কৃতিঃ ঝন্ ইত্যব্যাক্তশব্দত্ কৃতিঃ করণঃ
যজ। কাংতাদির ধ্বনি। (শব্দার্থিঃ)

ঝজ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটি জেলা। এই
জেলা মুলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষাঃ ৩° ৩৫' হইতে
৩২° ৪' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭১° ৩৯' হইতে ৭৩° ৩৮' পূঃ।
পরিমাণকল অনুসারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টি জেলার
মধ্যে ঝজ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসী সংখ্যা অনুসারে
ষড়্বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও শুজরান্‌বালা,
পশ্চিমে দেরাইস্‌মাইলখী এবং পূর্বদক্ষিণে মণ্ডগমরি, মুলতান
ও মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণকল ৫৭০২ বর্গমাইল। ঝজ নগরের
উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী আদালত
প্রভৃতি আছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের দ্যায়। পূর্বভাগ
রেচনা দোয়াবের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বতমর, তাহার পর হইতে
চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের সঙ্গম পর্যন্ত ত্রিকোণ ভূমি,
পরে ঐ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়া সিন্ধুনাগর দোয়াব
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমার
কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ।
পূর্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্রোতে স্থানে বালুকাময়
ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কুলবর্তী ভূভাগ এবং
বিতস্তা নদীর সহিত সঙ্গমস্থলের উপর ও নিরি উত্তরদিকে
চন্দ্রভাগার পশ্চিমকূলবর্তী স্থানের ভূমি উর্বরা ও বহুজন-
সমাকর্ষ। চন্দ্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্বে উর্বর নিম্নভূমি
সহসা জনশূন্য অস্বর্কর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিত্ততা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী ভূভাগ অহরুর্কর, কেবল নদী-তীরে চাব হয়। বিত্ততার পর পায়ে সিদ্ধলাগর খাড়ি নামক উচ্চ পাহাড় পর্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্বর। সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও অবশিষ্ট সমস্তই অহরুর্কর। অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতা-শুষ্ক ভূভাগ এবং উত্তরপূর্বাংশে একটা প্রাচীন নদীর শুষ্ক গর্ভ পড়িয়া আছে।

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিরটের নিকটবর্তী পর্বতের নানাহানের খাত হইতে প্রস্তর খোঁদিত হয়। ঐ সমস্ত প্রস্তরে জাঁতা, খল, শিল, কটাবেলনের পিড়ি, প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরণ পর্বতে লৌহের খনি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্যন্ত উন্মোচিত হয় নাই। দক্ষিণসীমান্ত ললেরা হইতে মংস্ত বাইয়া মূলতানে বিস্তৃত হয়। হিংস্র জন্তুর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িঙ্গা, বনবিড়াল প্রধান; মৃগ, শূকর ও শশকাদি নির্জন অরণ্যে দৃষ্ট হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ডাল হইতে কার হয়। ঐ বৃক্ষ বিত্ততা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচনা নোয়াবের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার অন্তর্গত সঙ্গল-বালতীর নামক পাহাড়ের উপরিভূত বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া জেনারেল কনিংহাম স্থির করেন যে, ঐ স্থানই পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রন্থ বর্ণিত সাগল ও গ্রীক ঐতিহাসিক-গণের সঙ্গল। ঐ পাহাড় শুজরানুবারা সীমায় অবস্থিত এবং উভয়দিকে দুইটা জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বে ঐ জলাভূমিতে গভীর হ্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আজিও ঐ প্রদেশকে মদ্র-দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজা সাগল আক্রমণ করে। মহা-রাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শক্র-দিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, স্বর্ণ মর্ত্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণ-কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দর সঙ্গল রাজ্যের আক্রমণে বাতিবাস্ত হইয়া গঙ্গা-কূলবর্তী প্রদেশ জরে লাক্ত থাকেন এবং ঐ স্থান আক্রমণ করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি হুঙ্কারম্বা ছিল, ইহার দুই দিকে গভীর হ্রদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু কষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। চীনপরি-ব্রাজক হিউএন্সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব্দে শাকল পরিদর্শন করেন,

তৎকালে উহার ভয় প্রাচীর বর্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের ত্পাকৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র সহর ছিল। হিউএন্সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কনিংহাম সাহেব শাকলের অবস্থান নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন। এখনও এখানে একটা বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। দুইটা টোপ অর্থাৎ ত্পও আছে, তন্মধ্যে একটা মহারাজ অশোকনির্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত শেরকোট আলেকসান্দর কর্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিউএন্সিয়াং পরে এই স্থানকে একটা প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করেন।

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালগঞ্জ-বংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট। এই শিয়ালগঞ্জগণ মূলতান ও শাহ-পুরের মধ্যবর্তী এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহার দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন; অবশেষে রণজিৎসিংহ ইহারদিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। স্বদেশের শিয়ালগঞ্জ রাজপুত্রকুলোত্তর এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইহাদের আদিপুত্রময় রায়শঙ্কর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল ঐ নগর জ্যাগ করিয়া মোগল-প্রাপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন শাকর-গঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া শিয়াল মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়াল-কোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাগক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহার অপৌত্র মালখা ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগা-তীরে স্বদেশীয়াল নির্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মালখা সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া স্বদেশ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

উনিবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে শিখগণ পয়াকান্ত হইয়া উঠে। ভল্লী প্রদেশের কর্মসিং হুগু স্বদেশ জেলার চিনিরট হর্গ অধি-কার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ ঐ হর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ইহার পর রণজিৎসিংহ স্বদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আক্কাখা বার্ষিক ৭০ সহস্র টাকা ও একটা অশ্বী প্রদানে অসীকার করিয়া অব্যাহতি পান।

ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় বঙ্গ আক্রমণ করেন, আন্ধ্র খাঁ পলাইয়া মূলতানে আশ্রয় লয়েন। রণজিৎসিংহ সর্দার কতেসিংকে বঙ্গের সর্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, আন্ধ্র খাঁ পুনরায় পূর্বোক্ত করদানে তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ মূলতান অধিকার করিয়া তাঁহার শত্রু মুজাফর খাঁকে সাহায্য করা অপরাধে আন্ধ্র খাঁকে বন্দী করিলেন। তাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আন্ধ্র খাঁকে একটা জায়গীর প্রদান করেন। আন্ধ্রদের পর তৎপুত্র ইনারেত খাঁ আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইম্মাইল খাঁ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে বঙ্গ জেলা গবর্নমেন্টের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইম্মাইল খাঁ বিদ্রোহী রাজগণের দমনে গবর্নমেন্টের সাহায্য করার এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করার, গবর্নমেন্ট তাঁহাকে আজীবন একটা জায়গীর ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গজেলার মাধিয়ানা, বঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই তিনটা নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

প্রথমোক্ত দুইটা নগর ফলে একটা নগর বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অস্ত্রাচ্ছ উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট ও আন্ধ্রদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহনীলও অপেক্ষাকৃত উর্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কচিং কোনস্থানে লম্বদার অর্থাৎ মোড়লের কূপের চতুর্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি ঘর প্রজার কুটার এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাটকি (মূলতানী)।

এই জেলার কেবল ২০ অংশনাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী। কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। নদীকূল হইতে কিছু দূরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল জন্মে, অধিক দূরের উচ্চভূমি অলুর্ধর। নদীকূলে অনেক সময় পলি-পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বজ্রার উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শতক্ষেত্র ভাসিয়া যায়; এখানে ধান জন্মে না। বসন্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিকন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে।

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি পশুচারণের

উপযোগী। পশুচৌর্য্য অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্ব্বদাই শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উষ্ট্র পালন করিতে ভালবাসে। বঙ্গের অশ্ব সর্ব্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী পঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অঙ্গ-সারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন শতদ্বারাই খাজনা দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা দিয়া রাজস্ব প্রদান করে।

বঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইয়াবতীতীর ও সুলতানাবাদ জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্ত আমদানী হয়। বঙ্গ ও মাধিয়ানা নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। কাবুলী বণিকগণ ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা ও রূপার জরি এবং চর্মের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মূলতান হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার মধ্যে শেরকোট, বঙ্গ, মাধিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া গিয়াছে। অপর একটা রাস্তা মণ্ডগমরী জেলায় লাহোর-মূলতান-রেলওয়ের বিচাবরী স্টেশন হইতে চাহ-ভরেরী দিয়া দেরা-ইম্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিচাবরী, দেরাইম্মাইল খাঁ ও বঙ্গ নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিদ্ধ-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের লাহোর ও মূলতান শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। বিস্তৃত ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিম্নে একটা নৌসৈতু প্রস্তুত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ঐ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ বণিকতরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে।

ভূমির রাজস্ব ও অস্ত্রাচ্ছ কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও নাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্তুতের ভূমি হইতেও গবর্নমেন্টের বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিসনর, ২ জন একট্রী আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ও অস্ত্রাচ্ছ রাজকর্ম্মচারী ও পুলিশ দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাধিয়ানা নগরে জেলার আদালত জেলখানা ও গবর্নমেন্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। শাসনকার্য্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেলা ৩টা তহনীল ও ২৫টা থানায় বিভক্ত। বঙ্গ, মাধিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট ও আন্ধ্রদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই জেলার জনবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ব্যাধির মধ্যে জ্বর ও বসন্ত প্রধান। বঙ্গ, মাধিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট, আন্ধ্রদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্নমেন্টের দাতব্য ঔষধালয় আছে।

২ পঞ্চাব প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ঝঞ্জন নদীর তীরস্থ তহসীল। এই তহসীল চম্রভাগা নদীর উত্তরতীরস্থ কতক স্থান লইয়া গঠিত। পরিমাণকল ২০৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই জেলায় আদালত সকল ও ৪টি থানা আছে।

৩ পঞ্চাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঞ্জন নদীর একটা প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ৩১° ১৬' ১৬" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২১' ৪৫" পূঃ। ঝঞ্জন দুইমাইল দক্ষিণে মাঝিয়ানা নগর অবস্থিত, এই স্থানেই সম্ভ্রতি রাজকীয় আদালত আছে। ঝঞ্জন ও মাঝিয়ানা একই মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত এবং একটা নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দুই নগরের লোকসংখ্যা ২৩,২০০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান ১১,৩৩৪। চম্রভাগা নদীর বর্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল পূর্বে এবং বিস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঐ নগরস্থ অবস্থিত। ঝঞ্জন নগর নিম্ন-ভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্তী। সরকারী কার্যালয় প্রভৃতি মাঝিয়ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ঝঞ্জন অবনতি হইয়াছে। সহরের মধ্যে একটীমাত্র বড় রাস্তা, উহার দুইপার্শ্বে একই প্রকার ইষ্টকনির্মিত গৃহ। গৃহ সমুদায় ইষ্টকখণ্ডদ্বারা বাঁধান, উহাতে নদীমা প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় ও তথায় একটা খরগা, ঔষধালয় ও থানা আছে। শিরাল-বংশীয় মালবা ১৪৬২ খৃঃ অব্দে পুরাতন ঝঞ্জন নগর নির্মাণ করে। ঐ নগর বহুকাল ঝঞ্জন মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে ঐ নগর ছিল, পরে বহুকাল হইল চম্রভাগার প্রোতে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। বর্তমান নগর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঞ্জন বর্তমান নাথসাহেবের পূর্বপুরুষ লালনাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের একপার্শ্বে দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অগ্নীতিকর বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অপরদিক হইতে দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্জবন, আটালিকা প্রভৃতি শোভিত মনোরম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশ শিরাল ও জঙ্গি। এখানে বিস্তর দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তুত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা খরিদ করিয়া লয়। উজীরবাদ ও নিয়ানবাসি হইতে শত আমদানি হয়।

ঝঞ্জন (জী) ১ খাদুনির্মিত দ্রব্যের আধাতে উৎপন্ন বস্তু বস্তু। ২ অধ্যাক্ষনি।

ঝঞ্জন (জী) ঝঞ্জন। "বঞ্জন ঝঞ্জনী বিদ্যাং চকমকী।"

ঝঞ্জনী (জী) অস্ত্রের শব্দ।

ঝঞ্জন (জী) বস্তু ইত্যাক্ষণঃ ক্রিয়া কটতি-বেগেন বহতীতি কট-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। ৩ প্রচণ্ডানিল। (শব্দরত্ন) বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক প্রকার ঘনঘর। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁক। ইহাকে ঝাঁকরও বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগে ক্ষয় হুজ, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঘণ্টা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘন বস্তুর আদি-এরূপ অসুমান হয়। এ দেশে মাল্ল্য বস্ত্র বলিয়া গণ্য।

ঝঞ্জনটি (দেশজ) ১ ব্যস্ততা। ২ হুঃখ। ৩ ক্রোধ।

ঝঞ্জনটিয়া (দেশজ) যে ঝঞ্জনটি করে, বিশৃঙ্খলকারী।

ঝঞ্জনিল (পুং) ঝঞ্জননিয়ুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলোঃ কর্ণধা। ১ বর্ষাকালের বায়ু। ২ ঝঞ্জনবাত। (ত্রিকা)

ঝঞ্জনাক্রান্ত (পুং) ঝঞ্জননিয়ুক্তো মাক্রান্তঃ মধ্যলোঃ কর্ণধা। বেগবান বায়ু।

ঝঞ্জনপুর, ত্রিহস্তের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬° ১৬' অক্ষাংশ ও ৮৬° ১১' দ্রাঘিমাংশ মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছোটবলানের পূর্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতাপগঞ্জ ও ত্রীগঞ্জ নামে দুইটা বাজার আছে। প্রথমটী প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের জালিকার নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্ত ঝঞ্জনপুর বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া নিকটবর্তী মুরনম্ গ্রামবাসী শিবরতনগিরি নামক জনৈক মোহান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্জনপুরে আসিয়া তাঁহার একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি ঝঞ্জনপুরে বাস করিবে তাহার পুত্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটা বাড়ী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গৃহনির্মিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্মাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের অধারাগীর্ণ গর্ভবতী হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্বে এইস্থানে কোন রাজপুত্রবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ হতরসিংহ তাহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে অর্চনা করিবার জন্য বহুদূর হইতে লোক আসে। পিতল নির্মিত দ্রব্যের জন্তও এই স্থান বিখ্যাত; এই স্থানের

পানের বাটা ও গলাজলী অতিশয় ক্ষুদ্র। বাজারে শস্তের বড় বড় কারবার আছে। ঝড়ারপুর হইতে হিয়াঘাট, মধুবনী, নরায় প্রভৃতি স্থানে রাত্তা হওয়ার ব্যবসায় দিন দিন বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিরাই ঝারভল হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত একটা বৃহৎ রাত্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

ঝুঞ্জাবায়ু (পুং) ঝুঞ্জানিয়ুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো*। ঝুঞ্জাবাত। বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্ বায়ু।

ঝটক (পুং স্ত্রী) অস্ত্রজ বর্ণবিশেষঃ।

“উপাসরণো ঝটকশ্চ কুপে দ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।” (অত্রি)

ঝটা (স্ত্রী) ঝট-জটাপ্। ১ শীত্ৰ। ২ অলকী। (শকার্ধচি*) (দেশজ) ঝাটা।

ঝটি (পুং) ঝটতি পরস্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ঔপাদিক ইন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (শব্দর*) (দেশজ) ঝাটি।

ঝটিতি (অব্য) ঝট-ক্ৰিপ্ ঝট ইন্-ক্ৰিন্। ১ দ্রুত। ২ শীত্ৰ। পর্যায় আক্, অঙ্গলা, আত্মীয়, সপদি, দ্রাক্, মংকু, সত্ভঃ, তংকণ। (অমর)

“তাক্তা গেহং ঝটিতি যমুনামধুকুলং জগাম।” (পদ্মাবতী)

ঝট্ (দেশজ) ১ শীত্ৰ। ২ দ্রুত। ৩ আচাধিতে।

ঝট্কা (হিন্দি) ঝড়।

ঝট্‌কান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত।

ঝট্‌ঝট্ (দেশজ) ১ বিচলিত হওয়া। ২ তাড়াতাড়ি।

ঝটপট্ (দেশজ) শীত্ৰ, তাড়াতাড়ি।

ঝড় (দেশজ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দিকে প্রায় ২৫ কোশ গভীর বায়ুশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুশি নানা কারণে সর্বদাই চঞ্চল যখন ইহা মুহুমুদহিলোলে মধুর গন্ধবহ রূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ করে। অনেক সময় এই বায়ুশি নানা নৈসর্গিক কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে প্রবাহিত হয় এবং কখন কখন মুহূর্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মূলিত, গৃহাবলী বিপর্যস্ত, উজান সকল লগুতগু, নৌকা প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এই বেগবান্ বায়ুশিকে সচরাচর ঝড় কহে। হিন্দু পুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। তাহার কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন (কিউমু অর্থাৎ ঝড়ের অধিপতী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন

কখন ভিন্ন ভিন্ন দিকবাহী-ঝড় রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন।

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ক হইতে সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। ঘুরোপীয় পণ্ডিতগণ বায়ুমানবজ দ্বারা অনেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে পারেন। পূর্ক সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে ঝড়ের পূর্কলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তদ্বারাই ভবি-
ষ্যৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উন্নয়ত কালে সূর্যের ছবি, মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ সকল নিতান্ত অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রথম শব্দ দেখ।]

ঘুরোপীয়দিগের প্রথমে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ু-
রাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য-
বেক্ষণ করিবার লজ্জা যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহারা ঝড়ের প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্কসূচনাদি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক পরিবর্তনাদির তালিকা পর্যাপ্ত রূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সুদৃঢ় অভ্রান্ত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। ঘুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সুল মর্ম নিম্নে নিখিত হইতেছে।

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে বায়ুশিও নিশ্চল হইত এবং বায়ুপ্রবাহ হইত না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলক-নিবন্ধন নিরক্ষ-
রেখার উভয় পার্শ্ববর্তী কতক স্থানেই—সূর্য্যাকিরণ লম্বাভাবে পতিত হয়; সূর্য্যর্যং মেরুপ্রদেশের অপেক্ষা নিরক্ষদেশে অধিক উত্তপ্ত হয়। ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ু-
রাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া উর্কে উঠিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে। এই রূপে ভূপৃষ্ঠে নিরন্তর উত্তর ও দক্ষিণমেরু-
প্রদেশ হইতে বায়ুশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ু-
সাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুশি মেরু-
দিশাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ক দিকে বেগে আবর্তন করিতেছে, সূর্য্যর্যং ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরল ভাবে আসিতে পারেনা। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপূর্কদিক্

হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্বদক্ষিণ হইতে আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অসমান সংস্থান, স্রাবী ও অত্যুচ্চ পর্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্তী না হইয়া নানা স্থানে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমবায়ু (Monsoon) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। (ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপ্রবাহ এবং তত্ত্ব শব্দে লিখিত হইবে)।

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, স্রুতরং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে বায়ুরাশি ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ সমস্ত বিভিন্নমুখী বায়ু একত্র সংঘটিত হইয়া আবর্তন করিতে করিতে গমন করে। এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবায়ু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা অভ্যন্তর মাত্র ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গমন করে। কিন্তু কখন কখন ঐ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে ১০০০/১২০০ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায়ুপ্রবাহ ভীষণ বড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ-গৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। প্রাকৃততত্ত্ববিদগণিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় দেখি, তৎসমুদয়ই এক একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ু মাত্র। এই সকল ঘূর্ণবায়ু ১ হইতে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ মাইল ব্যাসসূক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবায়ু ৮/১০ দিন পর্যন্ত বিद्यমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন (Cyclone) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকা-চক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্ত্যাবপন্ন, উহার চতুর্দিকে চক্রাকারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবায়ু গমন কালে একই সময়ে নানা স্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল থাকে, স্রুতরং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় প্রথমে এক দিক দিয়া ঝড় হয়, পরে কতকগুলি শান্ত থাকিয়া আবার ঠিক বিপরীত দিক হইতে ঝড় আইসে।

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে ও শেষে ছই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদি একটা ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্র আমাদের উত্তর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে

তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বহিবে, পরে ঐ বায়ু পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে।

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই ঝড়ের বা ঘূর্ণবায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ঐ ব্যাপ্ত স্থান ঠিক গোলা নহে, কতকটা অসমবৃত্তাভাসের স্থায়। ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুবাস ছই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। যে দিকে ঘূর্ণবায়ু গমন করে, সেই দিকেই গুরুবাস বিস্তৃত থাকে, লঘুবাস গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থান করে। বৃত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালব্ধ ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটি নিয়ম নিয়ে প্রদত্ত হইল—

১, ঝড়বায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিচক্রের পর্যন্ত মধ্যবর্তী অংশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বাণিজ্যবায়ু-প্রবাহের আরম্ভস্থলে শীতকালে কিংবা মৌসুমবায়ু পরিবর্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয়না, কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। বরং ইহার ছই দিকে একই দ্রাঘিমাংশ পরস্পর ১০/১২ অংশ অন্তরে ছইটা ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুনা গিয়াছে। উভয় গোলাক্কেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও শেষভাগে পূর্বমুখে গমন করে। সর্বত্রই উহাদের গতি নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে।

২, ইহাদের গতি বিকৃত্যাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের চতুর্দিকে কাটাকাট প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্তন করিতে করিতে ঘূর্ণবায়ু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলাক্কে এই আবর্তন ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা বক্রপে ঘুরে, তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দক্ষিণগোলাক্কে এই আবর্তন ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ।

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর স্থায়। ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহুর পূর্বদিকে বিস্তৃত। ঐ শীর্ষ উত্তরগোলাক্কে প্রায় ৩০ ও দক্ষিণগোলাক্কে প্রায় ২৬ রেখার কোন বায়োম্যন্তররেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকটস্থ ঐ ক্ষেপণীর পূর্ব-প্রান্তে সূর্যের অক্ষুট ক্রান্তির (Declination of the sun) সমপরিমাণ অক্ষরেখার বক্রাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিম-মুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বমুখে গমন করিতে থাকে। শেষভাগে ইহা ক্রমাগত নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় তুসান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহার গমনকালে নিরক্ষ-রেখার নিকটবর্তী হইতে থাকে।

৪, ঘূর্ণবায়ু সকলের গতি পৃথিবীর নানাভানে নানাক্রমে, এমন কি একস্থানে একই ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকার ইহাদের গতি বর্ষায় ২ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১০ মাইল হইতে অন্তর ২ মাইল হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ বর্ষায় ২ হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন ঘূর্ণবায়ু এত আশ্চর্য গমন করে যে, ইহাদিগকে ব্লিগ বলিয়া ব্রহ্ম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবায়ুর ঝড় বহুকাল পর্যন্ত এক দিক হইতেই প্রবাহিত হয়।

৫, সচরাচর এই সকল ঝড়াবাতের ব্যাস ৫০০।৬০০ মাইল; কখন কখন ৫০ মাইল পর্যন্ত, আবার কোন কোন সময় ১০০০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে। গমনকালে কখন আকৃষ্টিত কখন বা প্রসারিত হয় এবং আকৃষ্টকালে অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১০০ বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরে আসিলেই উহার প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কখন কখন ঐ ব্যাস ১০০০ মাইল পর্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝড়াবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা ৩৫০ মাইল। কখন ইহা ৬০০ মাইল আবার কখন ১৫০ মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাভেগ ভীষণ রূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহার ২৪০ মাইলের অধিক ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীনসাগরের টাইফুন সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

ঘূর্ণবায়ু আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবায়ুর গতি একই দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্বাঙ্গেকা প্রবল হয়। আবার যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্বাঙ্গেকা অল্প। এই দুই বিন্দু গমনপথের উত্তর পার্শ্বে পরস্পর বিপরীত ভাগে অঙ্কুরিত করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পূর্বমুখে গমন করে। সুতরাং উত্তরগোলার্কে অগ্রগামী ঘূর্ণবায়ুর ডানদিকের এবং দক্ষিণগোলার্কে বামদিকের ঝড় সর্বাঙ্গেকা বেগযুক্ত।

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক সেই দিক হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর গতি সেই দিক হইতেই হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহার চারিদিকে সঙ্কট দিক হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ঐ ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, ঐ অংশ বায়ু যে দিক হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক হইতে ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্বদিক হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকে হইতে পারে।

ঘূর্ণবায়ুর গতি বর্ষায় ২ হইতে ৪০ মাইল, কখন কখন তাহার অধিক হইয়া থাকে। ইহাচারি ঝড়ের বেগ বুঝা যায় না। ঝটিকাচক্রের আবর্তনবেগ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। একজন্ম কখন কখন ঝড়ের বেগ বর্ষায় ৮০।৯০ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবায়ু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে ১ মাইল বা তাহার কিছুদধিক হইয়া থাকে। ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ ঝড়ই ভয়ানক, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মন্দির, পাথর বাহা সমুখে পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সকল ঝড় স্ভাব্যতঃ উর্দ্ধগন্ত্য কয়েক ঘণ্টা এক স্থানে বিস্তারিত থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১০ বা ততোধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ঝড় ঘূর্ণবায়ুজনিত নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠের সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আনিজ পর্বতের নিকট প্রবল হইয়া ঝড়রূপে পরিণত হয়। পার্শ্বপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্দিষ্টবাদের চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে সম্মুখ বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উচ্চবায়ু লঘু হইয়া উর্দ্ধগমনকালে প্রবাহ দ্বারা পর্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘনীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে; তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্বতপার্শ্ব দিয়া বেগে নিম্নদিকে ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যতজেন আছে। প্রফেসর টেলার (Taylor) সাহেবের মতে স্থানীয় ভাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উর্দ্ধগত হইলে চতুর্দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতিঘাতে ও পৃথিবীর আবর্তন জন্ম ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটা বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ ব্লানফোর্ড (Blanford) বলেন, কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুশক্তি স্রাব্য বাষ্পাশী ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিবর্তিত হইলে তথাকার বায়ুস্রাব অব্যত

হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুর্দিকস্থ বায়ু ঐ স্থানে ধাবিত হইয়া ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেখোক্ত মতই ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া এখন সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে যে স্থানে বায়ুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান হইতে ঐ অল্প চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। যদি চতুর্দিকস্থ বায়ুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি বেগে ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে বায়ুমানবস্ত্রে (Barometer) পারদের অবনতি দেখিলে সেই সময় যদি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা। নাবিকগণ এই উপায়েই ঝড় প্রভৃতি পূর্বে জানিতে পারিয়া সাবধান হয় এবং অনেক দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিব্রাজ্য পায়।

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল সমুদ্রে দিরা নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান বস্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে যখনই যন্ত্র পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২৫ ইঞ্চ পর্যন্ত হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলেই অবনতি সর্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটা লব কিংবা একপার্শ্ব ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, এবং ঐ ঘূর্ণ জন্ত কেন্দ্রোপসারিণী শক্তি দ্বারা কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্য কেন্দ্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ পুনঃ আবর্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাহার কারণ বলেন যে, কেবল কেন্দ্রোপসারিণী শক্তিতে ঐ অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০০ মাইল হয় এবং ঝড় প্রান্তভাগে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তাহাপি ইহার কেন্দ্রোপসারিণী শক্তি যন্ত্র পারদকে ২৫ ইঞ্চির অধিক অবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচর পূর্ণ এক ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক ঝড়ের পূর্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির চাপের অসমতাশ্রয়িত্ব বায়ুমান-বস্ত্রে পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত

অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে। তজ্জন্ত যন্ত্র পারদের এইরূপ অধিক স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে হইবে, একটা ঝড় অবশ্যস্বার্থী। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, ঐ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানবস্ত্রে পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপর একটা জাহাজ ঐ দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝড় শেষ হইবার পূর্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। পিভিটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে।

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র ঐ পরিবর্তন হয়, ঝড়ের প্রকোপও ততই অধিক হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্বে পারদ সহসা অবনত হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অল্পসারে ঐ অবনতির তারতম্য হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে ঐ অবনতি ২৫ ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্র পারদ ২০-২০ ইঞ্চি হইতে ২৬-৩০ ইঞ্চ পর্যন্ত নামিয়া পড়ে।

ঝড়ের পূর্ণলক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, ক্রান্ত ও নিঃশ্বাস প্রস্থানে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্চ আলো-ভাবে এক দিক হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাবে লক্ষিত হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মেঘ ও বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পূর্বে তাপমানবস্ত্রে তাপের আধিক্য দেখা যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অল্পভব না হইয়া যদি পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীঘ্র আর একটা ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্রে উত্তোলিত ও উচ্চ তরঙ্গাকারে ক্লাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহুদূর পর্যন্ত প্রাবিত করিয়া ফেলে। এই তরঙ্গ দুই প্রকার,— একটা তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ু কর্তৃক বিভাঙিত হইয়া ইহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুর্দিকস্থ ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের কোন প্রদেশে কোন সময় কোনদিক হইতে ঝড় আইসে, তাহা এ পর্যন্ত নিঃসংশয়পূর্ণে স্থিরীকৃত হয় নাই। পশ্চিমভারতীয়সাগরপুঞ্জে তৎকালের বর্ষা শেষে দ্ব্যর্থ বধন

মতকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্যন্ত ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চমাসে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তত্তির দক্ষিণপশ্চিমে মৌসুমবায়ু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন) ঝড় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব-সাগরে উত্তর প্রকার মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই ঝড় হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হেনরী পিডিংটন (Henry Peddington) সাহেব, ১৮৩৯ হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্যন্ত সমুদ্রে যে সমুদ্র ঝড় হয়, সে সমুদ্র সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবায়ু! তিনি ঐ সকল ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন।

মাদ্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক। ১৭৪৬ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তথায় ১৭টা অতিশয় ভীষণ ঝড় হইয়া বহু উপাত্য সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পিডিংটন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টার উল্লেখ আছে। ব্রান্-ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২টা, ফেব্রুয়ারি ০, মার্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২০, নবেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বরমাসে ৩টা সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেম্বর হইতে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত যে কয়েকটা ঝড় হয়, সেই সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু বহিবার সময়ে কখন কখন উত্তরভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল।

কাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে এক দিক্ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুকাল বায়ু শান্তভাবে ধারণ করে এবং আকাশ নির্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত দিক্ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল ঝটিকার গতি পূর্বোক্ত নিয়মাত্মক অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর উত্তরাংশে ঝড় পূর্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু প্রায়ই দক্ষিণপূর্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে গমন করে।

মাদ্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে অনেকবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঝড়ের উৎপাদক ঘূর্ণবায়ু পূর্বদক্ষিণপূর্বদিক্ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ভ্রমৎ পরিবর্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইল ও ইহাদের আবর্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি বিশ্রহরের সময় মাদ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি লাবোডনে মাদ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন বা ভীয়ে নিকিপ্ত হইল। ৩ খানি ফরাসী নৌকার প্রায় ১২ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সকলেই গত্যস্ত হইল।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালুরের নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় ঐ রূপেই বহিতে থাকে। পেট্রোকার জাহাজ পোর্টোনডো হইতে অনতিদূরে জলমগ্ন হয়; কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা পায়। দেবীকোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও তন্মধ্যস্থ ৫২৭ জন কর্মচারী ও আরোহী জলমগ্ন হয়। সেণ্ট ডেভিড ফোর্টের অনতিদূরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও বাবতীর ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে ৩১ই অক্টোবরও একটা ভয়ানক ঝড় হয়।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি পুন্ডিচেরীতে ভীষণ ঝড় হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইরাছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়; অপর ৪ খানির মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাসল প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ ভীয়ে

নিকশিত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১০০ জন আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র ৭ জন যুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় প্রাপ্যতাগ করে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ২১এ অক্টোবর মাস্ত্রাজে এবল ঝড় হয়। তাহাতে পোতাশ্রয়ের বত জাহাজ নদর করিয়াছিল, সমুদায় বিনষ্ট হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০০ দেশীয় পোত তীরে নিকশিত হইল। ইংলণ্ডের দুইখানি জাহাজ মাস্ত্রাজ নামাইয়া কটে বোদাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু সংখ্যক প্রজা মাস্ত্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টিনি তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত বদ্ধ করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর এবল বাত্যা প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বায়ুমানবদ্রে পারদের উন্নতি ২৯.৪৬৫ ইঞ্চির কম ছিল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ১রা মে মাস্ত্রাজে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্যন্ত বেলা-ভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া যায়।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২৪এ অক্টোবর মাস্ত্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া একবারে থামিয়া যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে পুনরায় পূর্বদিক প্রবল ঝড় আইসে। এই ঘূর্ণবায়ু মাস্ত্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে। বায়ুমানবদ্রে পারদ ২৮.৭৮ ইঞ্চি পর্যন্ত নামিয়া পড়ে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ৩০এ অক্টোবর মাস্ত্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাক্র ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্ধঘণ্টা কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় ষিঙণ বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বায়ুমান-বদ্রে পারদ ২৮.২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবায়ু নগরের উপর দিয়া গমন করে।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মাস্ত্রাজ নগরের মানমন্দিরের বায়ুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙিয়া যায়।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর সমুদ্রপৃষ্ঠতলে ভয়ানক ঝড় হয়। ঝড়ের একোপে সমুদ্র ক্ষীত হইয়া উঠে এবং উপকূল ভাগে ১২।১৩ মাইল পর্যন্ত এমন কি এক স্থানে

১৭ মাইল পর্যন্ত প্রায় ৭৮০ বর্গ মাইল স্থান প্রাবিত করে। এই ভীষণ প্রাবনে প্রায় ৩০০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ঝটিকা দ্বারা স্কন্দরবনের সমুদ্র ক্ষতি হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে হরিণঘাটা ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ বর্তমান সমগ্র বরিশাল ও বাখরগঞ্জ জেলা ঝড় দ্বারা ভাঙিত সাগরতরঙ্গে প্রাবিত হইয়া যায়। [চক্রবীণ দেখ।] তৎপরেই মগ ও পর্তুগীজ সমুদ্রগণ ইহার দুর্দশার একশেষ করে। ১৮২২ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ পুনরায় জলপ্রাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১০০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়।

একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতার এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতা প্রাবিত করে। তাহাতে প্রায় ৩০০০০ শ্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে লক্ষীপুরের নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের এবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দিকস্থ ৩০০ শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহস্র লোক ভাসিয়া যায়। মেঘনা নদীর মোহানার অনেক ঝড়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের এবল ঝড়ে সমস্ত সাগরবীণ ১০ ফিট গভীর জলে ডুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও যুরোপীয় তত্ত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সন্দীপ ঝড়ে জলপ্রাবিত হয়।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার একটা এবল ঝড় হইয়া বিস্তর প্রাণনষ্ট করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গমন করে। এই ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৬০ হাজার মণ বোঝাই করা জাহাজাদি ভয় এবং তীরে নিকশিত বা জলমগ্ন এবং প্রায় ৩০০ মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়। এই ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম-মুখে বালেঘর ও হিলদীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয়। তৎপরে তথা হইতে ঐ ঝড় এই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার উপনীত হয় এবং কলকানগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো-পাহাড়ে গিয়া ধামে। এই ঝড়ের প্রত্যগেই বহু অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিরবীর উভয় কূলবর্তী প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত স্থান জল-প্রাবিত করে। কলিকাতা ও হাবড়ার প্রায় ১২৬৪৮১ গৃহ ভাসিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার ও স্কন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও বিস্তর স্থানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলার প্রায়

এই অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্রাচীরে ভাসিয়া যায়। সম্ভ্রান্তি বহু অর্থব্যয়ে ২৫৩০ বৎসরের পরিশ্রমের পর স্তম্ভরবন প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জব্দপ্রাচীরের হস্ত হইতে রক্ষা করা হই-
 রাহে। ঝড়ে কলিকাতার যেকোন বহুসংখ্যক অধিবাসী সহসা অকালে কালকবলে পতিত হইরাছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বাল্‌ফোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্ ও লণ্ডন অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইত। এই ঝড়ে প্রায় ২০০ জাহাজ ও ৭০০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া প্রভৃতি উর্ধ্বা ধাতুক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। এই সকল দ্বীপ জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় দ্বারা হইতে পারে। বায়ুরাশির অসাধারণ শক্ত্যাব ও আকাশের রক্তমাংসা দ্বারা তথাকার অধিবাসীগণ পূর্বেই ঝড়ের আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন ১লা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নদীর জল অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইয়া ১০ হইতে ৪০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। প্রায় ৪টা পর্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। ইহাতে প্রায় ১.৬৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে।

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বনভগড় জায়গীরের একটা সহর। অক্ষা° ২৮° ১৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১' পূঃ। এই সহর দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার পথে অবস্থিত।

ঝড়ি (দেশজ) ১ ঝটিকা। ২ বাত্যা।

ঝড়িয়া (করিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ঝাড় প্রদেশ ও জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়া বা করিয়া হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার খাণ্ডা-খাণ্ড অনেকাংশে নিকট। ইহারা অনেক অল্পতর দেহভার উপাসনা করে।

২ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্বে বহুহস্তী ধরিত।

ঝড়ঝাণা (অব্য) ঋণভাড়া। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ অব্যক্ত শব্দযুক্ত। ৩ ঋণকণ শব্দ।

“সর্বং ঋণকণাত্মমালীভালবনেষিব” (ভারত জী° ১২ অঃ) ঋণাঋণায়মান (যি) ঋণকণ-কাড়, শানহু। বাহা ঋণকণ শব্দে শব্দিত হইতেছে।

ঋণসিংহ, তলীনামক শিখ সম্প্রদায়ের একজন নেতা। ইহার পিতা তলী মিছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তাহার দুই পত্নী; একের গর্ভে ঋণসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অন্যের গর্ভে চড়ংসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বহুসিংহ অন্তর্গত করেন। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঋণসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহারই সময়ে তলী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ঋণসিংহ ও তলী ব্রাহ্মণ বহুসংখ্যক সন্ন্যাস শিখসর্দারগণের সহিত লড়াই স্থাপন করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঋণসিংহ মুলতান আক্রমণ করিয়া শতক্রতীয়ে মুসলমান-শাসনকর্তা সুলতানী এবং দাউদপুর-গণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি অল্পদূরে পাকপতন হইয়াজোর মধ্য সীমা বলিয়া ধার্য হইল।

ইহার পর ঋণসিংহ কন্থর আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মুলতানের নবাবের সহিত সন্ধিজন করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদ-পুরগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগান সৈন্যগণ শিখদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল।

পর বৎসর ঋণসিংহ অনেক শিখসর্দার ও প্রভূত সৈন্য লইয়া পুনরায় মুলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মুলতানে অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তখলু নামক একজন শাসনকর্তা ঋণার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঋণসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুলতানকে পরাজিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্য দ্বারা দুর্গ অরক্ষিত করিলেন। শরিফ বেগ হতাশ হইয়া ধরেরপুরে পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুলতান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঋণসিংহ বনুচ প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া মানুখেন্ড ও কালাবাব অধিকার করিলেন। মুলতানের ধ্বংস-বশেষে নিশ্চিত সুলতান আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পর তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া তথায় তলী-কেলা নামে একটা ইষ্টকনির্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমন্ডির পশ্চাতে আজিও বিদ্যমান আছে।

তাহার পর ঋণসিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছদ্মদিগকে

পরাজিত করিয়া বিখ্যাত ভদ্রী-কামান জম্মজমা * পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া তথাকার কহিয়া মিছিলের সর্দার জয়সিংহ ও স্ককর-চাকিয়া মিছিলের সর্দার চড়ংসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিবস দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দার চড়ংসিংহের বন্দুক ফাটিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন কহিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে ঝগুসিংহ স্বজাতি শিখজাতীয় জনৈক অমুচর কর্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই হুরায়া জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হর। ঝগুসিংহের মৃত্যুর পর কহিয়াগণ সহজেই বিজয়ী হইল। গগুসিংহ জ্যোতের পদাভিবিক্ত হইলেন।

ঝক্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝক্তি এই প্রয়োগ হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি।

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্দ কায়ঃ করণং যত্র। ঝন্ ঝন্ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

* উদ্বেলভুক্তবল্লিককণকনংকারঃ কণং বার্যাতাম্। (কালিদাস)

ঝন্ঝান্, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাকরনগর জেলার শামলি তহসীলের একটি কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০' ৫৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫' ৪৫" পূঃ। এই সহর মুজাকরনগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে ঘমুনানদী ও খালের মধ্যবর্তী সমপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে পূর্বে একটি ইষ্টকরচিত দুর্গ ছিল। এখনও ইহাতে একটি মসজিদ এবং শাহ আবদুল্ল রজাক ও তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। ঐ সকল কবরও মসজিদ সজ্জা হি জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত হয়। উহাদের গুণ্ডে নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্যযুক্ত পুষ্প সকল বিভূষিত আছে। দরগা ইমাম সাহেব নামক অট্টালিকা সর্বাঙ্গেক্ষা প্রাচীন। সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলময় হইয়া যায়। জর, বসন্ত ও ওলাউঠা এখানকার সাধারণ রোগ। এখানে একটি থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝন্দিমুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৭° ২২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯' পূঃ। এই সহর আগ্রা হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। **ঝন্নিবাল**, অকুবরের সমকালবর্তী জনৈক জ্ঞানী কবির। আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দর্শী পণ্ডিত-

গণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, লাহোরের নিকটস্থ ঝন্নি হইতে ঝন্নিবাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া মুলতানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, ঐ স্থানেই দাউদের জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ঝপুঝপু (দেশজ) শীত্র শীত্র।

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফরজাবাদ জেলায় অব্যোধ্যনগরের দক্ষিণস্থ একটি মুক্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামকেট দুর্গ নির্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যাহ সন্ধ্যায় ঐ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটী আসিত, তাহাতেই ঐ পাহাড় হইয়াছে। তজ্জন্মই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ ঝুড়ীঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপূর্তত।

ঝব্বুঝিবু, নবাব হাসেনখাঁর পত্নী। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুজাকরনগরের ১৫ মাইল পূর্বে মোর্গা নামক স্থানে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি চম্ভনর।

ঝমুঝমু (দেশজ) বৃষ্টিপাতের শব্দ। তজ্জপ শব্দ।

ঝমর (দেশজ) মলের শব্দ।

ঝমরঝমরু (দেশজ) মলের বা অলঙ্কারের শব্দ।

ঝম্প (পুং) পূর্বোদয়াদিভ্যে প্রয়োগোঃ সাধ্যাঃ। ১ লক্ষ্। ২ স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাহর) ভাবে অ টা প্ ঝম্পা। (জটী) "পূজাঙ্কোদিলংসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাংশ তাঃ" (মহাবীরচ)। **ঝম্পন**, পার্শ্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পান্ডা, ইহা চারি ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উত্তীয়ার বা নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। ঝম্পন বাহকদিগকে ঝম্পনি, ঝাপানি বা ঝপানি কহে।

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকার্যিত গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ক-ক অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অক্-অণ্। যে ঝাপ দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দিচ)।

ঝম্পারু (পুং) ঝম্পাং লক্ষ্ণং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-তু (বাহলকাং) অথবা ঝম্পেন আর্হতি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ঋ উ। বানর, কপি। (শব্দর)।

ঝম্পাশিন্ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছায় পতন্বন অস্মাতি তন্মরতি ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাপ দিয়া ধায়। মন্তরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। স্রিয়াং ভীন্ ঝম্পাশিনী।

ঝম্পিন্ (পুং) ঝম্পাঃ অন্ত্যন্ত ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। (শব্দর)।

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১৫ ডিসেম্বর রাজিতে সর্ হেনরি হার্ডিজ য়িয়ার-সহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন লাহোর-নিউক্লিয়ারের ঘারবেশে রক্ষিত আছে।

ঝন্মর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝন্মর

গ্রাম বদান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্বে বোম্বাই-বরদা এবং মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ বাংলা রাজপুত এবং বদানের জমিদারিগণের দায়াদ।

ঝর (পুং) কৃ. অহ। ১ নির্ঝর। ২ পর্কতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ।

“স তচ্ছক্কুটো ভবন্ প্রভাবরচক্রমিমাভনোতি যৎ।” (নৈষধ)

ঝরকা (দেশজ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা।

ঝরগ (দেশজ) ঝরিয়া পড়া, নিঃসরণ।

ঝরগা (দেশজ) ১ শৈলনিঃসৃত জল ২ নির্ঝর।

ঝরা (স্ত্রী) ঝর। (অমরটী) ভরত

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্ত্যর্থ ইভচ্। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট। ২ গলিত।

ঝরিয়া, বাংলার মানস্ক জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা ও একটি জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২০০ বর্গমাইল। ঝরিয়ার রাজা গবর্নমেন্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন।

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাংলার মধ্যে সর্বোচ্চ গাছাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বপশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। এই খনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়লা আছে। নিম্নতর স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভস্মের ভাগ শতকরা ২.৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর এবং ইহার উপনদী জমুনিয়া, কাটুরি, কাড়ুরি, ছোট কাড়ুরি ও ইজুরি প্রভৃতি নদী এই কয়লা ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অবিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভূভাগের স্তর সকল বহান্নিহ্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

ঝরী (স্ত্রী) ঝর।

ঝরুমতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চেতিয়া-বন সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন ক্ষসাবিশিষ্ট নগর।

ঝরহরীয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরানপুর জেলায় রুড়কী তহসীলের একটি সহর। এই নগর শাহরানপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে শাহরানপুর জেলার পূর্ববর্তী জমৈনক শাসনকর্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্মিত একটি মসজিদ এবং একটি কূপ আছে।

ঝরর (পুং) ঝর ইত্যব্যাক্ষসং রাতিতি ঝর-রা-ক। অথবা ঝর-অর। (বহুবচনাৎ) ১ বাস্তবিশেষ। (অমর) ২ চন্দ্রপূটাজ্জাদিত কাঠস্থান। (অমরটী) ৩ ডিগুম। ৪ ডেঙ্গুরী। ৫ পটহ। (ভরতৃথত বৈকৃষ্ট)। ঝর্যতে বিজতে

ইতি ঝর ভৎসৈ-অর। ৬ কলিমুগ। ঝররো ঝরশক ইত্যাক্ষত ইতি অহ। ৭ নমবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক পুত্রবিশেষ।

“হিরণ্যাক স্ততাঃ পঞ্চ বিভাঃসঃ স্তমহাবল।

ঝররঃ শকুনিষ্টেব ভূতসত্তাপনস্তথা।

মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।” (হরিবংশ)

৯ বেত্রনির্মিত দণ্ডবিশেষ।

“কাকনোক্ষীবিপত্তজ বেত্রঝররপাণয়ঃ।” (ভা° জী° ৯১ অঃ)

১০ পাকসাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঝরা; ইহার পর্যায়—ঝলকী, ঝলী, ঝগরী, ঝররী।

(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিরে পতিত জলের শব্দ। ২ ঝাঝ। ৩ ঝাঝরা। ৪ কাড়া।

ঝরঝরক (পুং) ঝরর-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিমুগ। (ত্রিকা°)

ঝরঝরা (স্ত্রী) ঝরতে নিল্যতে ইতি ঝর ভৎসৈ ঝর অন্ দ্বিরাং টাপ্। ১ বেত্রা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ জলশব্দবিশেষ।

“কিটীশবল্যা ঝকারকারিণী ঝরঝরাবতী।” (কাশী° ২৯৬১)

৩ তারাদেবী।

ঝরঝরাবতী (স্ত্রী) ঝরঝরা অস্ত্যর্থ মতৃপ্। মতৃ বঃ দ্বিরাং ভীষ্। ১ গঙ্গা। ২ কিটী।

ঝরঝরিকা (স্ত্রী) তারিণী।

ঝরঝরিন্ (পুং) ঝরঝরা অস্ত্যর্থ ইনি। শিব। “সং গদী স্বঃ শরী বাপী খট্টাঙ্গী ঝরঝরী তথা।” (ভারত শা° ২৮৬ অঃ)

ঝরঝরা (স্ত্রী) ঝরঝর গৌরাদিভ্যং ভীষ্। ঝরঝর বাস্তবিশেষ।

“গোমুখাড্ধরাগাক ভেরীনাং মুরজঃ সহ।

ঝরঝরী ডিগুমানাক ব্যাক্তর মহাশ্বনাঃ।” (হরিবংশ)

ঝরঝরীক (পুং) ঝরঝরকন্। ১ শরীর। (উণাদিকোষ) ২ দেশ। ৩ চিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি)

ঝলক (দেশজ) ১ অজল পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ঔজ্জ্বল্য, চাক্চিক্য, দীপ্তি।

ঝলকম (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝলজ্বালা (স্ত্রী) ঝগজ্জ ইত্যব্যাক্ষসং অস্ত্যত্ব ইতি ঝলজ্জাল অহ। ১ হস্তিকর্ণাফালনজাত শব্দবিশেষ। (ত্রিকা°)

(দেশজ) ১ ছল ছল দৃষ্টি। ২ ঝুলন।

ঝলন (দেশজ) ঝাল দেওয়া, গাইন দ্বারা জোড় দেওয়া।

ঝলা (স্ত্রী) ঝরা পৃথো°। ১ কজ্জা। ২ আতপোদ্গি। (মেদিনী)

ঝলরী (স্ত্রী) ঝল-রাড্। ১ ছড়ক। ২ ঝরঝরবাস্তবিশেষ।

৩ বাগচক্র। ৪ কেশচক্র। (মেদিনী)

(দেশজ) ১ কৌকড়ান চুল।

ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্ঘল। ২ স্তম্ভর। ৩ স্তম্ভী।

ঝলু, উত্তরগণ্ঠিম প্রদেশে বিজ্ঞানীর জেলার বিজ্ঞানীর তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ২৯° ২০' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৫' ৩০" পূঃ। ইহা বিজ্ঞানীর নগরের ৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্ত বিখ্যাত।

ঝলুবাং (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ২ ঝুলে থাকা।

ঝলু (দেশজ) ১ ভরজপাত। ২ চেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ।

ঝলোনী, উত্তরগণ্ঠিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর তহসীলে চান্দেদীর গ্রাম ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটি পাহাড়ের উপর প্রায় ১৮ ফিট উচ্চ একখণ্ড চীরা অর্থাৎ শিলাকলকে ১৩৫১ সংবেতে (১২২৪ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে এক শিলালিপি আছে।

ঝলুন (দেশজ) ঝলক্ উঠা।

ঝল্ল (পুং স্ত্রী) ঝচ্ ক্রিপ, তং লাতি লাক। ত্রাত্যক্সিয় হইতে জাত বর্ণসম্বন্ধবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য।

“ঝল্লোমল্লস্ত রাজস্তাং ত্রাত্য্যং নিচ্ছিবিরেবচ।” (মহু)

মহু ইহাদের শত্রুত্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

“ঝল্লামল্লানটান্চৈব পুরুষাঃ শত্রুত্বয়ঃ।

দূতপানগ্রসক্তাশ্চ জঘন্তা রাজসী গতিঃ।”

ঝল্লক (স্ত্রী) ঝচ্ ক্রিপ, তং লাতি লাক অথবা ঝল্ল স্বার্থে কন্। যে শব্দ করে। কাংশনির্মিত করতাল বাজবিশেষ, ঝাঁজ।

“শিবগারে ঝল্লকক্ স্বর্ঘ্যাগারে চ শম্বকম।

দুর্গাগারে বংশিবাত্তং মধুরীক ন বাদরেব ॥” (তিথিতত্ত্ব)

ঝল্লকণ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়া তৎ স্বর ইব কণ্ঠঃ যন্ত বহুব্রী। পারাবত। ; হারা°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝচ্-অরন্ পৃথো°। ১ ঝর্ঝর বাজবিশেষ। ২ হুড়ু। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেসি°)।

৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়°)

ঝল্লরী (স্ত্রী) [ঝল্লরা দেখ।]

ঝল্লিকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃথো°। ১ উর্ধ্বনপট, যে বস্ত্র ধারা গাত্রে মলা তোলা যায়। ২ ছোতা। (মেসি°) ৩ নীপ্তি। ৪ উর্ধ্বনমল। (শব্দর°) ৫ স্বর্ঘ্যশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝ।

ঝল্লী (স্ত্রী) ঝল-ভীষ্। ঝর্ঝরবাত্ত।

ঝল্লীষক (স্ত্রী) নৃত্যতেন। “ঝল্লীষকন্ত পরমেব কৃষ্ণঃ স্ববংশোবাং নরদেব পার্শ্ব।” (হরিব° ১৪৮ অঃ)

ঝল্লেলি (পুং) তর্কলাসক, টেকুরার বাটুল।

ঝল্লোল (পুং) ঝচ্-ক্রিপ, তথাকৃতঃ সন্ লোঃ পৃথো°। [ঝল্লেলি দেখ।]

ঝল্‌সান (দেশজ) অর্জুন, আধপোড়া।

ঝয় (স্ত্রী) ঝব গ্রাহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়°) ২ বন।

ঝন (পুং, স্ত্রী) ঝব কর্মণি ষ। ১ মন্ত্ৰ। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিবাৎ

ভীষ্। “বংশীকলেন বড়িশেন ঝরীরিবাশ্বান্।” (আদল-

হুন্দা°) ২ মকর। “ঝবাণং মকরশাস্ত্রি” (সীতা°) ৩ মীন-

রাশি। “স্বাশ্বকন্ত পরিত্যজ্য ঝবং সংক্রমতে রবিঃ।” (মল-

ত°) ঝব ভাবে-ক। ১ ভাপ। (মেসি°) ২ গ্রীষ্ম, গরমী।

ঝবকেতু (পুং) ঝবঃ কেতুঃ যন্ত বহুব্রী। মদন। (হলয়ুধ°)

ঝনা (স্ত্রী) ঝব-অচ্ টাপ্। নাগবলা। (অমর°)।

ঝঝাক (পুং) ঝবঃ অক্কে যন্ত বহুব্রী। ১ কন্দর্প। উপাচার ক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম°)

ঝঝাশন (পুং, স্ত্রী) ঝব-অশ-ল্য। শিশুমার। (ত্রিকা°)

ঝঝোদরী (স্ত্রী) ঝযন্ত উদরং উৎপত্তিস্থানতয়া অন্ত্যন্ত। মন্ত্ৰ-গন্ধনারী ব্যাসমাতা। (ত্রিকা°) উপরিচর নুপের শুক্রে ত্রজার শাপে মন্ত্ৰযোনিপ্রাপ্তা অত্রিকা নাম্নী কোন অপ্সরার গর্ভে মন্ত্ৰগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ° ৬৩ অঃ)

ঝা (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ।

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা।

এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, উহার বিজ্ঞান, হলদা ও মিরবারি (ব্রাহ্মী) জাতীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহিষ, ছাগ, মেঘ, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তৃত, কৃষিকার্য্য আদৌ হয় না। এখানে নন্দার নামে একটি মাত্র গ্রাম আছে।

বহুসংখ্যক মৃত্তিকাতৃপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়ায়, এখানে পূর্বে অসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশেও একটি নগর স্থাপন করিয়া যান।

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Tamaric Indica)। এই বৃক্ষ বহু-প্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, আবার কোন কোন প্রকার ৮।১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ যুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্ত, আফগানিস্তান, সিংহল ও পূর্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে কাউগুড়ের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকলগাছ সরল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-বিশিষ্ট, পত্র সকল ঐষ্মযুক্ত কেশের ভায় এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ। সামান্ত বায়ু বহিলেই উহা হইতে দুর্ব্ব বাতায় ভায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। ইহাদের ফল প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেহিতে গিহুর ভায়; শুক হইলে কোষ সকল কাটিয়া বীজ বিহীন হয়।

এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও কঙ্করময় ভূমিতেই উদ্ভবরূপে বর্ধিত হয়। সরোবরের বেঁড়া, পুকুরিগীড়ার এবং বাঁধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য কাউগাছ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার কাঠ অতিশয় শক্ত, উপরের অসারভাগ বেঁটবর্ণ, পার্শ্বভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লালল ও অজস্র মোটা কার্ঘ্যেই কাউকাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক লম্বা উহাতে বাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই কাঠে জালানি ব্যতীত অপর কার্ঘ্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা কুড়ি তৈয়ার হয়। একপ্রকার কাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে। পার্শ্ববর্তী লোকেরা এজন্য উহারই জালানি করে। কাউ কাঠের ভয় অত্যন্ত কারুণ্ডসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় হইতেই গাছ জন্মে।

একপ্রকার ছোট কাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং শাখার ছায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরোবর তীরে বা উদ্ভানে শোভার্ব রোপিত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার কাউগাছের পত্র জীবৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও শুষ্কবদ্ধ। এই প্রকার কাউকে লালকাউ বা রক্তকাউ কহে।

একপ্রকার কাউগাছের কচি পত্রব জীবৎ লবণাক্ত। মূলভানের নিকট দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্তে এই পত্রব তিলান জলদ্বারা কচি প্রস্তুত করে।

অনেক কাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস করিয়া কলের ছায় শুটকা উৎপন্ন করে। এই সকল শুটকা মাক্রফলের ছায় এবং অতিশয় তিক্তকষার গুণসম্পন্ন। এই গাছের ছালও তিক্তকষার গুণযুক্ত। এই উভয় প্রকার দ্রব্যই বহুদূর রক্ষিত ও চামড়া ত্রয় করিতে ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কোচক ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় কতালি ধোত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত উপকারী। বৃক্ষের পত্রবও এই সকল কার্ঘ্যে সময় সময় ব্যবহৃত হয়। কাউগাছের গুটি ছোটময়ন, বড়ময়ন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে এই সকল গুটি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে রপ্তানী হয়।

কাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরবদেশে সিনাই পর্বতে একরূপ কাউগাছ জন্মে, উহারের সারের কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে। এই সকল ছাতা বৃক্ষশর্করা হইতে জন্মে। এদেশে একরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু কিছু প্রভৃতি অনেক স্থলে কাউবৃক্ষ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার মিষ্টল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাউগাছকা (দেশজ) একপ্রকার কদম্বীয় বৃক্ষ।

কাউয়ানেনবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু গাছ।

কাঁই (দেশজ) ভঙ্গ, হাই।

কাঁইমরিচ (দেশজ) শালমরিচ।

কাঁইশাখী (দেশজ) থানা খাইবার সময় যে সর্বপ খাবহার করে, রাইসরিবা।

কাঁক (দেশজ) হল, মূহ। "হাঁকে হাঁকে কাঁকে কাঁকে টাকি শেল রাখে।" (ঐধ্যর্মমূল ২৪৪)

কাঁকন (দেশজ) ১ কুকিয়া গড়া। ২ তর্জান পর্জন।

কাঁকা (দেশজ) বংশনির্ধৃত ভারবহ পাড়।

কাঁঝ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কাঁসরের বাত। ৩ কোপানি বা বিরক্তি তাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ ভেলঙ্কর পদার্থের তেল। ৫ উদ্ভাপ। ৬ উগ্রতা।

কাঁঝর (দেশজ) ১ বহু ছিন্নযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কাঁসর।

কাঁঝরী (দেশজ) কাঁঝরী।

কাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিন্নযুক্ত দাবী, যে হাতার অনেক ছিন্ন আছে। ২ অলসেচন পাড়।

কাঁঝলি (দেশজ) ১ অজরগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলমান। ৪ খেঁকি।

কাঁঝী (দেশজ) সূর্য্যাকিরণের তীক্ষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হইলে যেন কাঁঝী শব্দ হয়।

কাঁঝি (দেশজ) অলস লতাভেদ। *Utricularia Fasciculata* ইহা বসন্তকালে ক্ষুদ্র অপরিহার্য অলের উপর বিস্তার জন্মিয়া থাকে।

কাঁটি (দেশজ) সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার।

কাঁটন (দেশজ) কাড়িরা পরিষ্কার করা।

কাঁটা (দেশজ) সম্মার্জনী, খাজরা।

কাঁটী (দেশজ) খড়ের ছাওনি।

কাঁটো (দেশজ) শীত, ক্রত।

কাঁপ (দেশজ) ১ লক্ষ। ২ চড়কে উৎসবকালে দক হইতে লক্ষ দেওয়া।

"ভক্তগণে বলে রাণী সবে বাও ঘর।

কাঁপায়ে তালিব তুমি শালে দিবে ভর।" (ঐধ্যর্ম ৩৭১)

কাঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটা পদ এবং লম্বাআঁচর তাল, বোল বণা

+ | | | | |
ধা পে ধা পে মিন্ জা কে খা কে মিন্ :
(সঙ্গীতধর্ম)

কাঁপসময়ালি (দেশজ) মহাদেবের উৎসব রিগেব, চড়কের

সময় বা কোন শিবাংশবের দিনে শিবমন্ড্রে দীক্ষিত লম্বাসিগণ শিবের ঐক্টি কামনার মন্ডের উপরিভাগ হইতে কাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চতুকের সময় হইয়া থাকে।

কাঁপনি (দেশজ) লক্ষ প্রদান।

“কাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎগাত।” (বিদ্যাসুন্দর)

কাঁপা (দেশজ) মন্ডকের আভরণবিশেষ।

কাঁপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। মন্ডের উপর দাঁড়াইয়া ছুইদলে সাপ লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করিয়া থাকে।

কাঁপানিয়া (দেশজ) কাঁপানকারী।

কাঁপিপেটারী (দেশজ) [কাঁপী দেখ।]

কাঁপী (দেশজ) বেত্রাদি নির্মিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক।

কাঁসি (কালা) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটা বিভাগ। এই বিভাগে কাঁসি, জলাউন ও ললিতপুর এই তিনটা জেলা আছে। অক্ষা° ২৪° ১১' হইতে ২৬° ২৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৪' এবং ৭৯° ৫৫' পূঃ। এই বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বৃন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। পরিমাণকল ৪৯৮০৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টা নগর আছে। এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির সংখ্যাই সর্বাধিক। অজ্ঞাত জাতি কাছি, লোধি, আছীর, কোরি, কুড়মি, বেগিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই বর্ষাক্রমে সংখ্যার অল্প।

মৌ, কানী ও ললিতপুর এই তিনটা প্রধান নগর। এই বিভাগে ৩১টা দেওয়ানী ও কলেজেরী এবং ৩২টা কোম্বারী আদালত আছে।

কাঁসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটা জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩' ৪৫" হইতে ২৫° ৪৮' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২২' ১৫" হইতে ৭৯° ২৭' ৩০" পূঃ। পরিমাণকল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা কাঁসি বিভাগের অধীনে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালির ও শামঠার রাজ্য ও জলাউন জেলা। পূর্বে ধানুন্দী ও তাহার পারে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উজ্জী রাজ্য এবং পশ্চিমে দাড়িরা, গোয়ালির ও ধনিরাধানী রাজ্য।

এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। উহাদের ছই চারিটা গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথার জেলার ইংরাজ শাসনাধীন ছই একটা গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তন্মধ্যে অনেক সময় বিশেষতঃ দ্বৈতক সময়ে শাসনকার্যের বিশেষ

অসুবিধা ঘটে। প্রাচীন কাঁসিনগর এখন গোয়ালির রাজ্যের অন্তর্গত; ঐ প্রাচীন কাঁসির সন্নিহিত কাঁসি নোয়াবাদ নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মৌনগর সর্বাধিক অধিক জনাকীর্ণ।

বৃন্দেলখণ্ডের পার্শ্বতা প্রদেশের একাংশ লইয়া কাঁসি জেলা গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিদ্যাপ্রণীর প্রাচীনস্থিত অল্পক পর্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্বে হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ ক্রতবেগে উত্তরাভিমুখে যমুনায় নিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিকাংশ প্রদেশ তৃণাদি পূর্ণ, সাহস্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি অমিয়া থাকে। কয়ীর দুর্গ উহাদের উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অল্পক একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ভ সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অনেক সুরোবর নির্মিত হইয়াছে। এই সকল সুরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্টদিক পাকা গাঁথনি দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ। ইহাদের অনেকগুলি প্রায় ২০০ বর্ষ পূর্বে মহোদার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছে। কয়েকটা বৃষ্টি ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে বৃন্দেলরাজগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। কাঁসির প্রায় ১২ মাইল পূর্বে বারোয়াসাগর নামক সুরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল পূর্বে অর্জর সুরোবর। তাহার ৮ মাইল পূর্বে স্থিত কাচুনের সুরোবর বৃহৎ।

কাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি উপযোগী। পাছক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক তিনটা নদী কাঁসিকে প্রায় বেঁধীন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদীতে বজ্র হইয়া কাঁসির অজ্ঞাত স্থানের সম্ভব একবারে বজ্র হইয়া যায়। গবর্মেট দক্ষিত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ৭০০০০ বিঘা। কাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউদাকার (পলাশ) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ তির বাস বিক্রয় করিয়া ও গবর্মেটের বিস্তার লাভ হয়। অরণ্যে বাঘ, চিত্রবাঘ, তরকু, নানা-জাতীর হরিণ, বজ্র কুকুর ইত্যাদি বাস করে।

ইতিহাস। অনেকে অল্পমান করেন পরিহার রাজপুত্রেরাই প্রথমে কাঁসিতে রাজ্যস্থাপন করেন; তৎপূর্বে ইহা আদিম অসত্য জাতির বাসস্থান ছিল। আদিম পরিহারগণ

এক অজস্রকালে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া রাজ্য শাসন করেন। তিনি প্রজাগণের শ্রিয় ছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পলাশের নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণভ্যাগ করিলেন। বাঁসি প্রদেশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল এবং অলাউন ও চন্দ্রেরী জেলার সহিত একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। বৃত্ত গঙ্গাধরের পত্নী বাঁসির রাণীকে একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর আতিক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও অস্ত্রাভ্যর্থবিগর্হিত ব্যাপারের কথা চতুর্দিকে প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বাঁসি সহজেই যোগ দিল। এই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্যদলের করেক জন সহস্রা বিদ্রোহী হইয়া ভুলি, বাকদ ও অর্ধভাঙার প্রভৃতি অধিকার করিল। অনেক ইংরাজ কর্মচারী হত হইল। প্রায় ৩৬ জন একটা দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গলাবল ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক অভয়দানে জীবনে আশা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। বাঁসির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু অস্ত্রাভ্যর্থ বিদ্রোহী সর্দারগণ তাহাতে সম্মত না হওয়ার পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। উজ্জীর সর্দারগণ বাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অস্ত্রাভাবে নিরাশ্রয় প্রাণভ্যাগ করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এক্ষণে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে বহুকাল পরে কথঞ্চিৎ উহার কতি পূরণ হয়। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এই এপ্রেল বাঁসি অধিকার করিলেন এবং কান্নী অভিযুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপহিত হইল। অবশেষে ১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (Colonel Liddel) পরিচালিত সৈন্যগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিধ্বস্ত করিল। ইহার পর আরও কয়েকটা সামান্য সামান্য যুদ্ধ ঘটে, অবশেষে দীর্ঘকাল মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই বাঁসির রাণী ভাতিয়া ভোপিন্দ পলায়ন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের সিরিফোর্সের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাভূত হন। [সন্ন্যাসী বৈশ্য] তদবধি বাঁসি জেলা ইংরাজ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। হুতিক বা বজ্র প্রভৃতি দৈব বিড়ম্বনা ভিন্ন সম্রাতি কোন বিদ্রোহ ঘটে নাই।

বাঁসিতে দৈবী ও মাহুদী আপদের সমান উপদ্রব। কখনও

দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা দ্রুতধারে বৃষ্টি দেশ উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ববর্তী মহারাষ্ট্র ও অস্ত্রাভ্যর্থ রাজগণ এরূপ নিশীড়ন করিয়া প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীনভাবে কথঞ্চিৎ আধিকারিকা করিত, তাহার উপর রাষ্ট্র-বিদ্বেষে দেশ ছাড়বার করিয়া ফেলিত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন এই জেলা ইংরাজ শাসনাধিন্ত হয়, তখন ইহার অধিবাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। কৃষকবর্গ সমস্তই মহাজনদিগের নিকট ঋণকালে বড়িত ছিল। হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে ঋণ পিতা হইতে পুত্র গমন করে, কিন্তু উত্তম ঋণদায়ে অধম ঋণের তুসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত ভূমি নীলামের প্রথাও প্রবর্তিত হওয়ার অধিবাসিগণের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে দুর্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। হুতিক ও বজ্রও কথাই নাই। অবশেষে গবর্নেন্ট বাঁসি জেলাকে এইরূপ নিভান্ত দরিদ্র দেখিয়া প্রজাতুলের হিতার্থ ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তথায় এক নতুন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা দ্বারা ঋণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভূম্যধিকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ স্থলে তাহাদের ঋণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি ঐ ঋণের প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরূপস্থলে ঋণ কমাইয়া কিংবা অধম ঋণকে একবারে মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্যের জন্য একজন পৃথক অজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত অসংখ্য দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্নেন্ট অতি অল্প সুদে টাকা কর্কষ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়েই তাহাদের ঋণশোধ হইল না, তখন গবর্নেন্ট ঐ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল নিয়ম স্থাপন জন্য প্রজাতুলের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এখানে গবর্নেন্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার অস্ত্রাভ্যর্থ হান অপেক্ষা অনেক কম।

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই বাঁসি জেলার ভাঙ্গ অন্ন অধিবাসীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আর নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু কয়েকটা হুতিকে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণভ্যাগ করে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৭২ পর্যন্ত ঐ আট বৎসরে প্রায় ৩০,৬১৬ জন প্রজা হান হয় অর্থাৎ দোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

ইহার লোকসংখ্যা অন্নমাত্র। বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বরাজগণের অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহী সিপাহী-দিগের উৎপীড়নে এবং বস্তা, ছুভিক, দেশবাসী মহামারী প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংবা দেশ-ত্যাগ করিয়া বাহিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসির পরিমাণফল প্রায় ২২২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ২,৮৬,০০০ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্বাশ্রয়ী বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঝাঁসির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুপক্ষ্য অধিবাসীগণের বড়ই বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তন্মিহ পায়সী ও ব্রাহ্ম ২৪ জন বাস করে এবং কর্ণোপলক্ষে অনেক খৃষ্টান সৈন্ত, কর্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তন্মিহ রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্শি, আইয়র, কোরী, লোখি প্রভৃতি জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও অল্পসংখ্যক বাস করে। আইয়রগণ ১০৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, রাজপুতগণ ৬৬, লোখিগণ ৬৮, কুর্শিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭৮১ গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুলেলা জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীগুর্, শুড়সরাই, বড়বাসাগর ও ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টা নগরে পঞ্চ সহস্রাধিক লোক বাস করে। ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও মিউনিসিপালিটি থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে।

কৃষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অমূল্য, তাহার উপর প্রায়ই বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপারে জলসেচনের অনুবিধা হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সূক্ষ্ম হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শতাব্দিক কষ্টকণ্ড পর্যাপ্ত হইয়া থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে। রবি শস্যের মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ষপাদি প্রধান। শরৎকালে জোয়ার, বাজরা, তিল, কার্পাস এবং কোনো জন্মে। এতন্মিহ রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্য আইচ নামক বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার প্রধান বাণিজ্য জব্য ও সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে। মাউরাগি-

পুরের বিখ্যাত খেলার কাণড় এই আল বা আছ দ্বারা রক্ষিত হয়। ঝাঁসি ও বুলেলাখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আছ বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব আদান করে, অনেক স্থলে আটের পরিবর্তে শত ফের করিয়া তথাকার শস্তের অভাব ঘোচন হয়। অনেক সময় শতক্ষেত্রে অধিক দান জমিয়া শস্তের সমৃদ্ধ ক্ষতি করিত, সম্ভ্রতি বহু কষ্টে নির্মূল করা হইয়াছে। ঝাঁসির উৎপন্ন শস্ত ঝাঁসিতেই সঞ্চালন হয় না, তথাপি জুবৎসরে আশান্তিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কষ্টক-পরিমাণে শস্তাদি রপ্তানী হইতেছে।

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারভাবে এখন অকর্মণ্য হইয়া বাহিতেছে এবং অত্যন্ত স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা হউক সম্ভ্রতি গবর্মেণ্ট ঐ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রই অতি দরিদ্র, একটা অল্পমাত্র হইলেই তাহাদের সর্বনাশ হয়, তখন মহাজনের নিকট ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বেতবা ও বসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, সুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্দশাপন্ন, ঋণ ছাড়া কেহ নাই। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ববর্তী রাজাদিগের ভ্রায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, পরে গবর্মেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সদয় হইয়াছেন। এখন এখানকার রাজস্ব অস্বাভাবিক হানি অপেক্ষা অনেক কম।

ঝাঁসিতে দৈব বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অল্পমাত্র, অনাবৃষ্টি, বস্তা, মহামারী প্রভৃতি বিরল নহে। ছুভিক প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, জুবৎসরে ঝাঁসিতে মোটামুটি যত শত উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে না, সুতরাং তাহার উপর অল্পমাত্র হইলেই ছুভিক আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭, ১৮৪৭, ১৮৬৬-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ছুভিক হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট ছুভিক সময়ে সাহায্যসামর্থ্য কর্ম (Relief work) থ্রিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্তাদি রপ্তানি করিয়া প্রজাগণের দুঃখ ঘোচন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় রিলিফকার্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

বাণিজ্য। ঝাঁসি হইতে শস্ত রপ্তানী হয় না, বরং অনেক পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্তে ঝাঁসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্তর্স্থানে প্রেরিত হয়।

শির জবাবদি নাই বলিলেই হয়, কেবলমাত্র খেরুরা নামক লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার বা ইহার পার্শ্বে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কান্দি দিয়া কাশপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুস্বারা সুগম পথ আছে। অজ্ঞাত রাস্তাগুলি বস্তার সময় অকর্ণণ্য হইয়া যায়।

শাসন। ঝাঁসি বেতনাবতীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ এখানে একই জন রাজকর্মচারী দেওয়ানী, কোজদারী ও খাজনাবিশয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ৪ জন তহসীলদার দ্বারা শাসনকার্য সম্পন্ন হয়। ঝাঁসি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদের বাস করেন। এখানে ১০টা কোজদারী ও ১০টা দেওয়ানি আদালত আছে। তত্ত্বির পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৩০০। জেলার সদরে একটা জেল ও মাউনগরে একটা হাজত আছে। কয়েদীদের অধিকাংশই চৌধ্যাপরাধে বন্দী।

এখানে বিভাগশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে।

এই জেলা ২টা তহসীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টা মিউনিসিপালিটি আছে; একটা মাউ-রাণীগুপ্তে ও অপরটা ঝাঁসি শেয়াবাদ নগরে।

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে নূতন নগরের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। ঝাঁসি জেলার মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল পরিবর্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনিবার জন্য অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্যন্ত কোন কল হয় নাই।

অন্যদৃষ্টি, বৃক্ষলতাশূন্য পর্বত ও বনপ্রদেশের তাপ বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাভাবিক। বৎসরে গড় তাপাংশ কারণহিটের ৮০°।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গড় ২০ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫.২৪ ইঞ্চি। পয় বৎসর ৫০.৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। অধিবাসীগণ প্রায়ই অম্বাহারে ছুর্দল, ছুতরাং সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণী-পুন্ডে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে ছুইটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম ভাগের একটা তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল। এই তহসীল বেতনাবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্বত-ময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্তী রাজগণের আমাবলী বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ বর্গমাইল স্থানে শস্তাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টা দেওয়ানি আদালত ও ১১টা থানা আছে।

ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার সদর। অক্ষা° ২৫° ২৭' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭' ৩০" পূঃ। এই সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের প্রাচীর-সম্মুখিত অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাঁসি দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্গের নিম্নে গবর্মেণ্টের আদালত, সৈন্যনিবাস ও অজ্ঞাত গৃহাদি বিদ্যমান আছে। মহারাজ-সেনাপতি এই দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ রাজবাটি ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পূর্বে ইহাতে ৩০৮০টা কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই দুর্গ অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির পূর্বে পার্শ্বপ্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তখন অপরান্ত্র পর্যন্ত ছায়াতেও তাপমানসম্মে ১০৮° তাপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বেতনাবতী নদীতে বস্তা হইলে ইহার সহিত চতুর্দিকের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, থানা, বিভাগলয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

ঝাঁসির রাণী [লক্ষ্মীবাই দেব]।

ঝাঁসুত (স্রী) ঝামিতাব্যক্তশক্ত কৃতঃ করণং বজ্র বহব্রী।

১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পায়জোর। ২ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাঁজুরি (দেশজ) রজনবস্ত্রভেদ। কোন জিনিস তাজা হইলে ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝুরী দেখ।]

ঝাঁজুর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটা তহসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাভর, নজাকগড় নামক ঝিলের নিকটেই স্থান জলাভর। পরিমাণমল ৪৬৯ বর্গমাইল। বাজরা, জোয়ার, মুখা, বব, ছোলা, গোধূম প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন তহসীলদার ও একজন অনারারি মাজিস্ট্রেট বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। ২টা দেওয়ানি, ৩টা কোজদারী ও ছুইটা থানা আছে। রিবারি-কিরোজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে।

২ পজাব প্রদেশের রোহতক জেলার ঝাজির তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। পূর্বে এই নগর একটা দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইংরাজ গবর্নেন্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষা° ২৮° ৩৬' ৩৩" উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৪' ১০" পূঃ। দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লী নগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত হইবার সমকালে ঝাজির নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের হুতিক্কে এই নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহ আলমের জটনক সেনাপতি মৃত্যুজার্থীর পুত্র নিজামত আলিখাঁ ঝাজিরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ ছই সহোদর সহ সিদ্ধিয়ার রাজসরকারে কর্ম করেন এবং সিদ্ধিয়া হইতে প্রভূত বৃত্তি ও ঝাজির, বাহাদুরগড় ও পতাওকির (প্রতাপকি) নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্নেন্ট ঐ দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাৎকালিক নবাব আবদুল রহমণখাঁ ও বাহাদুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে যোগদান করার উদ্দেশ্যে মৃত হন এবং ঝাজিরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্নেন্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই নতুন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্তু অবশেষে ঝাজির জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সম্পত্তি ইহার বাণিজ্যের হীনদশ। শস্ত ও দেশীয় জবা-জাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মুগ্ধর পাড়াদি বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহসীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দিকে পুরাতন পুষ্করিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়।

ঝাজির, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহর জেলার একটা নগর। অক্ষা° ২৮° ১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২' ১৫" পূঃ। এই নগর বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ূনের সহবাত্মী মহম্মদখাঁ নামক জটনক বেতুচী এই নগর স্থাপন করেন, পরে ইহা যত পলায়িত ও সমাজচ্যুত বোম্বোটিকারিগের আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাজির বহুসংখ্যক বেতুচী অস্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটা ডাকঘর, থানা ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর স্থাপিত করদ্বারা চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হয়।

ঝাট (পুং) ঝট-বঞ। ১ নিকুজ, লতাগৃহ। ২ কাষ্ঠার, দুর্গমবন। ৩ কতহান প্রভৃতি পরিহারকরণ। (বেদিনী) (দেশজ) ৪ শিখ, ক্ষত।

“ঝাট অন্ন দেহ রাজা না করিও হেলা।” (শ্রীধর্ম্মম ৪১০০)

ঝাটল (পুং) ঝাটঃ লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলযুক্ত, পশ্চিমে ঘণ্টাপাটল এই নামে খ্যাত।

ঝাটা (স্ত্রী) ঝট-গিচ্-অচ্ ততটাপ্। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় ভূই আমলা।

ঝাটামলা (স্ত্রী) ঝাট-বঞ, আমলা।

ঝাটশাসী আমলাচেতি কর্ণধা। ভূম্যামলকী।

ঝাটিকা (স্ত্রী) ঝাট স্বার্থে কন্, টাপ্ অত-ইৎ। ভূম্যামলকী।

ঝাড় (দেশজ) ১ গুল্ম, তবক। ২ কটিকাদি নির্মিত আলোক-আধার।

ঝাড়ন (দেশজ) ১ সজ্জা দ্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা ঝাড়াইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সং-মার্জন, নিমূলিকরণ, নির্মূলকরণ।

ঝাড়ল (দেশজ) ঝাড়যুক্ত, গুল্মযুক্ত।

ঝাড়ু (দেশজ) ১ পরিহার করা। ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ।

ঝাড়াকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে ধূলধোরাও বলে। ইহারা পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ধূলধোরা বা দেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেকী শ্রেণীস্থ মুসলমান, কিন্তু ধর্মে অস্বাশ্রয়। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে কাজির দ্বারা কার্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরণ আজিও গোমাস ভক্ষণ করে না, হিন্দু দেব দেবীর পূজা ও হিন্দুপূর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণরোপা বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুকবগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও শ্রামবর্ণ, মস্তক মুগুন করিয়া দীর্ঘশূণ্ঠ রাখে এবং হিন্দুদিগের ছায় শিরচ্ছদ ধারণ করে। জীগণ পরিহার পরিচ্ছন্ন এবং খল্লী-কৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও নিত্যব্যায়ী; কিন্তু অত্যন্ত ভাড়ী-প্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটমিশ্রিত হিন্দুস্থানী।

ঝাড়ী (দেশজ) গুল্ম।

ঝাড়ীপথ (দেশজ) গুল্মযুক্ত রাস্তা।

ঝাড়ু (দেশজ) ঝাড়িবার জিনিস, সমার্কনী।

ঝাড়ুকেশ (হিন্দী) ঝাড়ু ওয়ালা।

ঝাড়ু বরদার (পারসী) ঝাড়ু ওয়ালা, যে ঝাড় দেয়।

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ শুকিয়া বা কুঁড়িয়া যাওয়া। ২ জ্ঞান।

ঝাপা (দেশজ) ঝাপা।

ঝাপ্সা (দেশজ) অশ্লষ্ট।

ঝাপ্সারুদ্রি (দেশজ) অশ্লীল দৃষ্টি বাড়া।

ঝাবুক (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ঝাবুয়া (ঝাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন একটি দেশীয় রাজ্য। রতননগরের সহিত ইহার পরিমাণকল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তদ্ব্যতীত অল্প অংশই কৃষি ও বাসের উপযোগী। অক্ষা° ২২° ৩২' হইতে ২৩° ১৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৭' হইতে ৭৫° ৬' পূঃ। ইহার উত্তরে কুশলগড়, রতন ও শৈলানরাজ্য, পূর্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে কালিঙ্গপুর ও জোবাট, পশ্চিমে মোহাদ ও পাঁচমহালজেলার জালোদ উপবিভাগ।

এবার আছে, গ্রাম আড়াই শতাব্দী পূর্বে এখানে ঝাবু নামক নামে একজন বিখ্যাত ভীলদস্যু বাস করিত, তাহার নামাচরণেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে। ইহার বর্তমান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত ও যোধপুরের রাজ্যদিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিশণদাস নামা এই বংশীয় একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট আলাউদ্দীনের বদবিজয়ের সহায়তা করেন ও গুজরাটের শাসনকর্তার হত্যাকারী ভীলদস্যুদিগকে দমন করেন। সম্রাট প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়রাই ঝাবুয়া রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুত্থানের সময় হোলকার ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজ্যের উপর চৌথ আদায়ের ভারার্ণণ করেন। এখনও হোলকার ঝাবুয়ারাজ্যের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্থতায় কতক করের পরিবর্তে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হোলকারকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঝাবুয়ার গণদণ্ড বর্ষীয় রাজা সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তার সাহায্য করেন। ইহার মাস্তুলরূপ ১১টি তোপ ছিল হয়।

পূর্বে ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্বতাকার। ঐ সকল পর্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নর্মদা নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্বত সকল উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লোহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিপ্রয় অভাবে ঐ সকল প্রায় কোন কার্যে আইসে না। শস্ত পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তরুল, কুরা, মুগ, উরি, বাবলি ও সামলি বর্ষাকালে জন্মে। গোম্ব ও ছোলা রবিশস্ত মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কাপাস ও অহি-ফেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোলা ও শোধক বিদেশে রপ্তানী

হয়। পিটলাবার ও অন্তান্ত সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রসুন, পলাতু এবং অন্তান্ত সকল প্রকার শাক সব্জি উৎপন্ন হয়। শস্তক্ষেত্রে সকল ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্তান্ত উর্বরস্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রাণগণ কত জমি চাষ করে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। একত্র এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া কৃষক কত জোড়া বলদ দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্য হয়। ভীলপাটেল অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিতেছে।

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল ও ভীলাল জাতীয়; ইহার পরিপ্রয়ী ও কৃষিনিপুণ।

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাণ্ডা তিনটি নগর আছে। ঐ তিন নগরে এবং রম্ভাপুর নামক গ্রামে বিভাগালয় আছে। বাহা হউক বিভাগশিক্ষার তাসূখ যত্র নাই। ঝাবুয়ার রাজ্য ৫০ জন অখারোহী ও ২০০ জন পদাতি সৈন্ত রাখেন। রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটি রাস্তা গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়া-রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮' পূঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। নগরের চতুর্দিক স্থিতিকানিষ্ঠিত এক প্রাচীর আছে। একটা পর্বতের পূর্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দিকে এই নগর নিষ্ঠিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অশ্রুত বৃক্ষরাশি-মণ্ডিত পর্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বছর কুর্খপৃষ্ঠবৎ এবং অসমান। সরোবরতীরে বিদ্র্যাহত ঝাবুয়ারাজ্যের এক স্থিতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই নগরের জলবায়ু ভাল নহে। এখানে বিভাগালয়, ডাকঘর ও দাঁতবা ঔষধালয় আছে।

ঝাবু (দেশজ) ঝাঁপ।

ঝামক (স্রী) কম-মূল। অতিশয় পকইষ্টক, পোড়াইট, কামা।
ঝামর (পুং) ঝামর রাতি রা-ক। তরুশান (শব্দর) চলিত কথায় টেকুরা শাণ, টেকুরা প্রভৃতি শাণ দিব্যার সূত্র প্রস্তর।
ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজল-ভারাক্রান্ত।

ঝামা (দেশজ) অত্যন্ত দৃঢ় ইষ্টক।

ঝাম্কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাটিয়া-বাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্কা গ্রাম কুকাবাড় নামক ঠেগনের ১০ মাইল দক্ষিণে তবনগর-দোণ্ডাল রেলপথের ধোয়াজি শাখারেলপথে অবস্থিত।

ঝামুতি (ঝাপতি) সিন্ধুপ্রদেশের দীরদিগের রাজকীরপোত।

এই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন কাপুতি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টা মাস্তুল, দুইটা প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২৫ ফিট মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টা দাঁড় বাহিয়া সরোবর কাপুতি পরিচালন করে। করাটি ও মুগাল-ভিনেই ইহা প্রধানতঃ নির্মিত হইয়া থাকে।

কাপ্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটে কাটিয়াবাড়ের কালাবাড় বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জমিদারী। কাপ্পোদার গ্রাম লাখতার হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে, বদান টেশনের ১০ মাইল পূর্বে; বোম্বাই, বরনা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ কালাবাণীর রাজপুত এবং বদানের তালুকদারদিগের ভাগ্যই কহে।

কার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লতা।

কারা (দেশজ) উচ্চস্থান হইতে অন্ন অন্ন জল সেচন, আর্বাগণ বৈশাখমাসে শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণকে কাহার বসান এবং তুলনীগাছেও কারা দিয়া থাকেন, এইরূপ কারা দেওয়া অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্তও কারা দেওয়া হয়।

কারী (দেশজ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়ু।

কারোলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোই রাজ্যের একটা নগর। অক্ষা° ২৪° ৫৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪' পূঃ। ইহা উদয়-পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং সিরোইর ১০ মাইল পূর্বদক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

কার্বান (পুং) স্বর্করবাদনঃ শিরমন্ত স্বর্কর-অনু। স্বর্কর বাতকারী।

কার্বরিক (পুং) স্বর্কর-ঠক্। স্বর্কর বাতকারী।

কাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ্ণ, তীব্র। ২ পাইন।

কালকাটা (মহারাজগঞ্জ) বালারাম বাথরগঞ্জ জেলার একটা গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটি। অক্ষা° ২২° ৩৬' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৫' পূঃ। কালকাটা ও নাল্টিট নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ববালারাম মধ্যে ইহাও কড়িকাঠের একটা প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ স্কন্দরীকাঠ এখান হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। তৎসঙ্গে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে অতিবৎসর কান্তিকমাসে দেওরালী অর্থাৎ উৎসবের সময় একটা মেলা হইয়া থাকে।

কালকাসু (দেশজ) কালরন্ধন।

কালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ।

কালন (দেশজ) ১ ধাতুপাঞ্জরি ভগ্ন হইলে তাহার ছিন্নরোধ করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন সংযোজন, পাইন দেওন।

কালারু (হিন্দী) ১ চাকটিকামর কৌকড়াম বস্ত্রবস্ত্র। ২ খটী ও চক্রাভপাদির বেটনবস্ত্র। ৩ জীলোকসিনের পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

কালরদারু (হিন্দী) কালরদুক।

কালা, গুজরাট প্রদেশের একটা রাজপুত জাতি। ইহার সকলেই হলবুড়ের অধিপত্যকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করে। টুঙ্গাহেব অহুমান করেন ইহার অগহিরবাড় রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ক্ষত্রের পর কালাগণ বিত্তীয় প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। কালাবুখবাহন নামক সোরাষ্ট্রবাসী একশাখা, আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহার, হর্য, চন্দ্র, ক্ষিপ্রা অমিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান বা রাজপুতনার এই জাতীয়েরা প্রায় বাস করেন। দিব্যর রাজবংশকেতু মহামাণী মহাবীর প্রতাপসিংহ কালাদিগকে রাজপুতনার আনয়ন ও প্রকৃত সমানে ভূষিত করেন। বৎকালে অকবর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ঐ প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন জটনক কালা বীরপুরুষ নিজ অহুচরণ সমেত প্রতাপের অহুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে কড়া দান করিয়া মাজের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ দক্ষিণপার্শ্বে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজগণ কালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই কালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিত্তীয় প্রদেশের নাম কালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে বাকানের, হলবুড় ও ত্রাংত্রা প্রধান। কালাদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার কোজদারগণ এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত কালাবাড়ের রাজগণ কালাবংশীয়।

কালাপতিমাসা, কালাকুলোত্তর রাজপুত বীর। ইনি চিরস্মরণীয় হলদিবাটের যুদ্ধে ভারত নৃপতিজুলগোরব হর্যাবংশীয় মহাবীর রাণা প্রতাপসিংহের সাহায্যে সমুদ্র সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষরকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ যখন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণত্যাগ এবং তাঁহার সহিত এক মহাবীরত্বব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দিকে পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগল সৈন্য রাণার মন্তকোপরি রাজচিহ্ন অহুসরণ করিয়া তাঁহাকে বেটন করে। বীরবর কালাপতিমাসা এই সমুদ্র বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সার্বজন্য মাত্র অহুচর সমেত প্রতাপের রাজচিহ্ন নিজ মন্তকোপরি রাখিয়া রণাঙ্গণে অংশগ্রহণ করিলেন। মোগলগণ

কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাঁহাকেই রাণা বোধে বেঠন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থভাগ ও প্রতাপসিংহের মরণত। ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে সুবর্ণাকরে প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের রাণার রাজচিহ্ন বহন করিয়া রাণার দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঝালাবান, সিদ্ধনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটা প্রদেশ। এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশের একটা মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমানিত হয়। রাজপুতনার স্ত্রীর এখানেও শিশুহত্যা চলিত ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্তী একটা গুহায় বহুসংখ্যক শুষ্ক শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল। **ঝাল্লোদার**, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য একপ্রকার পাকী। ইহার দুই পটবস্ত্র নির্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ কার্য্যযুক্ত ঝালর দ্বারা সুশোভিত।

ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত। বৃহত্তম খণ্ডের উত্তরে কোটারাজ্য, পূর্বে সিন্ধিয়ার রাজ্য ও টঙ্করাজ্যের একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওয়ার রাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজ্যের অধিকৃত বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝালরাপত্তন অবস্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান নগর। রূপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত এবং আরতনে অতি ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়ারাজ্য; পূর্বে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণকূল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১৪৫৫, সহর ২টা।

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটা উচ্চ মালভূমি। ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০০ ফিট এবং দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ পর্বতাকীর্ণ, উপত্যকা প্রদেশে ধরস্রোতা নদীনিচর প্রবাহিত। পর্বত সকল বহুবিধ বৃক্ষভূমিপূর্ণ। স্থানে স্থানে

চতুঃপার্শ্ববর্তী পর্বত সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদ বিরাজিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শস্ত-কল কৃষ্যাদিসম্বন্ধিত বন্দর প্রান্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটা উচ্চ মালভূমি এবং অল্পলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্বরা এবং অহিফেন ও অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মুক্তিকা সকল তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়ুলি। তন্মধ্যে ১ম প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মুক্তিকাই সর্বাপেক্ষা উর্বরা। ২য় প্রকার জমি দ্রব ও পাণ্ডুবর্ণ এবং উর্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় প্রকার জমি সর্বাপেক্ষা অহরুর।

পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্বাংশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটা বৃহৎ নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরখানা ও ভাচুর্গির নিকট পারবাননদীতে এবং ভুরিলিয়ার নিকট নেবাজনদীতে খেয়াঘাট আছে। কালিসিন্ধু নদী এই রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়া প্রায় ৩০ মাইল প্রস্তরাদির উপর দিয়া গমন করিয়াছে। থৈরানী ও তৌড়াসার নিকট ঐ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম ভাগে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে করিতে অবশেষে কালিসিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ধুর দ্বারা উচ্চ নীচ বা অঙ্গম নহে, অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ স্পর্শ করে। সূকত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি নামে আর একটা নদী রাজ্যের কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালা নামক রাজপুত বংশোদ্ভব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবার প্রদেশে হলবুড় নামক স্থানের সর্দার ছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দারের মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অস্ত্রচর সহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন করেন। পশ্চিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওসিংহের বিষয় আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দলা গ্রাম দান করিয়া কোজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধুসিংহের পর তৎপুত্র মনসিংহ কোজদার হইলেন, ক্রমে ঐ

পদ তাঁহাদের বংশাশ্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের পর হিম্মৎসিংহ এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ-বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিমসিংহ কোটাসৈন্ত লইয়া জয়পুরের সৈন্তদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়া রাজার সহিত জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হইয়া উদয়পুরে গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্য্য দ্বারা শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজা পুনরায় জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমদসিংহ এবং কোটারাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার স্মৃশান শুণে কোটারাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল এবং কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোটারাজ্যের সম্রাতি ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত কালাবার নামক রাজ্যের একাংশ লইয়া একটি পৃথক্ রাজ্যস্থাপনের বন্দোবস্ত করিল। তদনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১২ লক্ষমুদ্রা আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ৩ অংশ লইয়া এই কালাবার রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজ্যের ঋণক্রমেও ৩ অংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অনুসারে ইনি ইংরাজের আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা রাজস্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্ত সাহায্য করিবার দ্রষ্টব্য ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের উপাধি মহারাজা ও তাঁহাকে ১৫টা মাল্ল তোপ প্রদান করিয়া অস্ত্রাস্ত্র রাজপুতরাজগণের সমান মর্যাদাপন্ন করা হইল। মদনসিংহের পর পৃথ্বীসিংহ কালাবারের রাজা হইলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি কতিপয় যুরোপীয় কর্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দস্তকপুত্র ভকতসিংহ রাজা হইলেন। ইনি নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন জনৈক ইংরাজকর্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য চলিত। পরে ভকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক নাম ধারণপূর্বক ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে বখাবিধি শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। কালাবারের রাজা ১৫টা মাল্লতোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্ত, ৪২৫ জন অঝারোহী, ৩২৬৬ জন পদাতিক সৈন্ত এবং ২০টা বড় ও ৭৫টা ছোট কামান রাখেন। কালাবারে প্রায় সকলপ্রকার শস্তই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই নগরে রপ্তানী হয়।

শাহাবাদে বাজরা এবং অন্যত্র সর্বত্র জোয়ার, গোধূম ও অহিফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সচরাচর কৃপদ্বারা জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে; অন্ননীচেই জল পাওয়া যায়। কালাবারপত্তনের একটা বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জলসেচন হয়।

১৬৭ জন অঝারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈন্ত শাস্তি রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা প্রস্তুত, কদল বা বস্ত্রবরন করে।

এখানে বিদ্যালয়গুলি ভাল ব্যবস্থা নাই, তবে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত কালাবারপত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটা বিদ্যালয় আছে, উহাতে ইংরাজী, উর্দু ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচারকার্য্যে তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহসীলের উপর আপীল করিবার আদালত। সর্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে হয়। রাজকোষ হইতে ৫টা দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে।

অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭ জন মুসলমান। এখানে সন্ধিয়া (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাস করে। কালাবারে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার ইহাদের বর্ণ নাতিগোর নাতিব্রহ্ম অর্থাৎ সন্ধ্যার স্ত্রায় মাঝামাঝি। সন্ধিয়াগণ বলে উহার একজাতির রাজপুত ও শাদ্দুলবাদন জনৈক রাজার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যতিচারী এবং অনেকেই তত্ত্বর। ইহাদের জীলোকেরা অঝারোহণ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজ্যের মধ্যে ৫১½ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস শকটাদি গমনের উপযোগী। ৮৯½ মাইল রাস্তা বর্ষা ভিন্ন অল্প সময়ের সুগম নহে। কালাবারপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, কোটা প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়া বোম্বাই নগরের সহিত অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও হরবতী হইতে শস্ত এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানি হয়।

কালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বহুবিধ পাত্র, পিতলের বাসন এবং বার্মিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত।

জলবায়ু। কালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর।

রাজপুতনার উত্তরভাগের স্ত্রায় এখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম হয় না, গ্রীষ্মকালে দিব্যভাগে ছায়াতে তাপাংশ কা° ৮৫° হইতে ৮৮° পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু দ্রব ও মনোরম, শীতকালে প্রায় তুহিনপাত হইয়া থাকে।

ঝালুরা-পতন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি
স্বকৈত, নন্দাহারখানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাজুর প্রধান
প্রধান নগর।

ঝালাবার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া-
বাড়ের একটি প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুত
জাতি হইতে ঐ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝালাগণই এখান-
কার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের
উত্তরপূর্বভাগে রন নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত।
জাংজা, বাঙ্কনের, লিখ্‌ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটা ক্ষুদ্ররাজ্য
ঝালাবারের অন্তর্গত। জাংজার রাজাই ঝালা সমাজের নেতা
বলিয়া আদৃত হইলেন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪০০ বর্গমাইল,
গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টা নগর আছে।

ঝালি (জী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজারাম।
ইহার প্রস্তুত প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,
অগক আত্মফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা
হিসু মিলিত করিয়া উত্তমরূপে চটুকাইয়া লইলে তাহাকে
ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কড়ুনাশক ও কঠ-
শোধক, ইহা অন্ন অন্ন করিয়া পান করিলে কচি ও অগ্নি
প্রদীপক হইয়া থাকে।

“আত্মমামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণাধিতং।

ভুংং হিসুবুতং পুতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥” (ভাবপ্রঃ)

ঝালিদা ১ (ঝালদা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মান-
ভূম জেলার একটি পরগণা। পরিমাণফল ১২৮০০৮ বর্গমাইল।

২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার
ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পূর্বে এখানে বন্দুক ও
উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শত্রু-আইন জন্ম ইহার
আর সে গোরব নাই। এখানে একটি প্রস্তরময়ী গোমুর্তি
আছে। প্রবাদ আছে, পূর্বে এক কপিলা গাভী পঞ্চকোট
রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে ঐ
স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

ঝালুয়া (দেশজ) ঝালুয়ক।

ঝালেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটি
ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দার সিদ্ধিয়ারাজের নিকট
হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর লইয়া ভূমির স্বত্বভোগ
করিয়াছেন।

ঝালোতার-আজগাঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার
মোহান তহসীলের একটি পরগণা। এই পরগণা মোহান
ওরাসের দক্ষিণে এবং হুতার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল
২৮ বর্গমাইল; তদ্ব্যতীত ৫৫ মাইল কবির উপদ্বীপ, অযোধ্যা-

রোহিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। কুসুমি
উহার একটি ঠেঁশন। ইহাতে ৫টা হাট আছে।

ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল
জেলার অন্তর্গত দাহোদ উপবিভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ।
অক্ষা° ২২° ২৫' ৫০" হইতে ২৩° ৩৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৬'
হইতে ৭৪° ২০' ২৫" পূঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্বে মধ্যভারতের
চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে
এবং পশ্চিমে রেবাকায়া। অগমনদী ইহার পূর্বভাগে
প্রবাহিত। মাটির অন্ন নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কুপ-
হারাই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্য-
পথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার
দাহোদ থানার উক্ত ঝালোদ খণ্ডের একটি নগর। অক্ষা°
২৩° ৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১০' পূঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী
ভীল ও কোল। পূর্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টা নগরযুক্ত
পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্ত, কার্পাস,
ধাতুপাত্রাদি এবং গজদন্ত নির্মিত রংলাম-বলয়ের অহুসরণে
লাম্বানির্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী
হইয়া থাকে। মসজিদ, দেবালয় ও ইটক নির্মিত প্রকাণ্ড
বাটী সকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে। নগর সম্মুখানে
একটা স্রবৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার
পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত।

ঝালুরা-পতন (পতন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার
রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৩২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২'
পূঃ। অমিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটি পর্বত
শ্রেণীর সাহস্রদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে
পর্বতের অধিত্যকা বাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য
এক স্রবৎ প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বাঁধ প্রস্তুত হই-
য়াছে। ঐ বাঁধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী
বিরাজিত। বাঁধের পার্শ্বের নগরগুলি প্রায় সরোবর জলের
সমোচ্ছায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্বতের পাদদেশ
পর্যন্ত স্রবৎ উঠান সকল ঐ সরোবরজলে সেচিত হয়।
সরোবরদিক্‌ ভিন্ন নগরের অপর ভিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও
পরিধা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০০০ শত গজ দূরে চম্ব-
ভাগা নদী পশ্চিমদিক্‌ হইতে প্রবাহিত। নগর হইতে প্রায়
১৫০ ফিট উর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গে একটি ক্ষুদ্র হর্গ আছে।

প্রাচীন ঝালুরা-পতননগর বর্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে
চম্বভাগাভীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে
অনেকে অনেক রূপ কহিয়া থাকেন। টড বলেন, এখানে

পূর্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, ঐ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা নিনাদিত হইত। ঐ সকল ঘণ্টা হইতে ইহার নাম ঝালু-পতন অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধমালা শোভিত প্রাচীন চজ্জাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই চজ্জাবতী নগরীর একটা মন্দির 'সাতনোহেণী' অর্থাৎ সাত কচ্ছা নূতন ঝালু-পতনের নিকট অজ্ঞাপি বিদ্যমান আছে। [চজ্জাবতী দেখ।] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালু-রাজপুত্রদিগের হইতেই ঝালু-পতন নাম হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ বসেন, ঝালু অর্থে প্রজবর্ণ পতন অর্থে নগর অর্থাৎ নিকটবর্তী পর্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝালু-পতন এবং ইহার ৪ মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরস্থ স্থাপন করেন। জলিম-সিংহ অরপুর নগরের আদর্শে উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঝালু-পতনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই আদেশ খোদিত করিয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ নগরে আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং সে যে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না কেন তাহার ১০ পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্যদেশ রহিত করা হইয়াছে। ছাই নগর পাকারাত্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝালু-পতন ও ছাউনি একটা পাকারাত্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজা রাণীর প্রাসাদ ও রাজ-কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝালু-পতনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। ঐ স্থানেই রাজকীয় টাঁকশাল ও অস্ত্রাঙ্ক কার্খস্থান আছে। ঝালু-পতন নগর নিজগণগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝালু-পতনের প্রায় দ্বিগুণ। ছাউনির মধ্যস্থ রাজবাটী একটা চতুর্ভুজ দৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা জলাশয় ও তাহার নিয়ে বহুসংখ্যক উদ্ভান আছে। ছাউনি দুর্গ একটা উচ্চ পার্বত্যভূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গব্রাউন দুর্গ হইতে ২½ মাইল দূরবর্তী। ছাউনিতে পরিকৃত জল পর্যাপ্তরূপ পাওয়া যায় না।

ঝাবু (পুং) বা ঝাইতি শব্দক্কা বাতি গচ্ছতি বা ডু। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত কথা ঝাউ, (শব্দরং)

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। পর্যায় শিচুল, ঝাবু, ঝাবু, (শব্দরং) অফল, বহুগ্রহি (শব্দচং)

ঝি (দেশজ) তনয়া, কচ্ছা, "তনিয়া এতেক স্ত্রীতি, বলেন গোয়ালী পরিভূট হেমন্তের ঝি।" (শ্রীধর্মমং ২:৬৪)

"এবুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি।" (কবিকং)

ঝিউড়ী (দেশজ) কচ্ছা, দুহিতা।

ঝিক (দেশজ) রজনশাভাদি রাখিবার জন্ত মাটি বা পাথরের ঠেক।

ঝিকর (দেশজ) উত্তাপে কঠিন।

ঝিকরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Alangium hexapetahim)

ঝিক (দেশজ) ১ হেচকাটান। ২ দাঁড় দিয়া নৌকার গতিস্থ সাহায্য করা।

ঝিকি (দেশজ) [ঝিলী দেখ।]

ঝিক্মিক (দেশজ) ছটা, দীপ্তি।

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত লোহার্গা জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী।

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা সহর। যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিরাদক নদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটা খুলান সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নীলকর সাহেব মেকেজীর নামানুসারে নিকটবর্তী হাটের নাম মেকেজীহাট হইয়াছে। ঝিগারগাছা হইতে শান্তিপুর যাইবার পথ সোজা ও সুগম বলিয়া বহুসংখ্যক শান্তিপুরের বেগারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত জন্য শান্তিপুরে লইয়া যায়। ঝিগারগাছাতেও কতক পরিমাণে চিনি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা (Luffa-acutangula) শতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল বিশেষ। এই ফল তরকারীরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার বীজ রোপণ করে। বর্ষাকালে লতা বর্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের ডাল পুঁতিয়া দিতে হয়। অনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়া যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে। বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫০৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন ঝিঙ্গা প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার ছাল চাচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট জন্মে ও অখাদ্য হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল-গুলি সন্ধ্যার পূর্বে প্রক্ষুটিত হয়। বাঁকড়া, বর্জগান প্রভৃতি অঞ্চলে পল্লীগামে সকলে ঝিঙ্গাফল ফুটিসেই সন্ধ্যার আগমন স্থির করে।

ঝিঙ্গাক (স্ত্রী) গিগি আকন-পুণ্ডোরাদিখ্যং সাধুঃ। ফল-বিশেষ, চলিত কথা ঝিঙ্গা (হিন্দী) খটুরো, ঝিম্নী। ইহার গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাৎ ও মন্দাঘিকারক। (রাজবং)

ঝিঙ্গিনী (স্ত্রী) গিগি-গিনি, পুণ্ডোরাদিখ্যং সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী বৃক্ষ (ভাবপ্রং) ২ উষা (শব্দরং)

ঝিকী (জী) মিসিং-অহ-ভীষ পুথোদরাতিয়াং সাধুঃ। ঝিকীনী!
বৃক্ষ (ভাবপ্রা) চলিত কথা ঝিকাগাছ।

ঝিকিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত
হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার
মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা)

ঝিক্সু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে যুজঃফরনগর জেলার একটা সহর।
কর্ণাল হইতে মিরাতের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্বে
এই সহর অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৩১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৭' পূঃ।

ঝিক্সিম (পুং) কিম্ব ইত্যব্যক্ত শব্দঃ কৃত্বা স্বমতি অতি বৃক্ষ-
দান্ দহতিত্যর্থঃ স্বম-অহ-পুথোদরাতিয়াং সাধুঃ। দাবানল
(হারাবলী)

ঝিক্সিরা (জী) ক্ষুণবিশেষ। [ঝিক্সিরা দেখ]

ঝিক্সিরিটী, ক্ষুণবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিক্সিরীটা।
পর্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিক্সিরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা।
ইহার গুণ কটু, গীত, কষায়, রক্তাভীসারনাশক, বৃদ্ধ, সন্ত-
পনধ, বলা ও মহিষীক্ষীর বর্জক। (রাজনি)

ঝিক্সী (জী) ঝিঞ্জা, ইত্যব্যক্তশব্দোহন্ত্যাতাঃ অহ ততো
ভীষ। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথা ঝিঝিপোকা।

“ঝিক্সীব্যাক্ত মধুরাক্তজী মধুরাক্তিঃ।” (আগম)

ঝিক্টিকা (জী) ঝিক্টি, ক্ষুণ। (ঝিক্টি দেখ।)

ঝিক্টি (জী) ঝিমতি কৃত্বা রটতীতি রট-অহ ভীষত্যাং
পুথোদরাতিয়াং সাধুঃ। সন্ধটক ক্ষুদ্রপুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত
কথা ঝাঁটা ও ঝিটা, (হিন্দী) কটলটেরা। পর্যায়—সেরীয়ক
(অমর) কটকুরট, গৈরয়ক, ঝিক্টিকা (রাজনি) নীল-
ঝিক্টির পর্যায়—বানা, দানী, অর্জগল, বাণ, অর্জগল (অমরটী)
সহচর, নীলকুরটক। অরুণঝিক্টির পর্যায়—কুরবক। পীত-
ঝিক্টির পর্যায় কুরটক, সহচরী, সহচর, সহচর, বীর, পীত-
পুষ্প, দানী, কুরটক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দস্তাময়, শূল,
বাত, কফ, শোথ, কাশ ও বৃগদোষ নাশক (রাজনি) ২
কুরক ত্বণ।

ঝিক্টিশ (পুং) ১ ঝাঁটী, ঝাঁটি মূল। ২ শিব।

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্র, শব্দজাতীয় জলচর প্রাণীর শুক
গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে ছুড়াদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার
ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র।

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা
উপবিভাগ। পরিমাণকল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর
সংখ্যা ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮ জন লোক
বাস করে। পূর্বে এই স্থান ভূষণ উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল।
১৮৬১ খৃঃ অব্দের নীলকর-হাকিমার মাগধার কতকংশ

লইয়া এখানে একটা স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই
উপবিভাগে ১টা দেওরানি আদালত, ১টা মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টরের আদালত, ১টা ছোটআদালত, ৩টা রেজিষ্টারী
আফিস এবং ৩টা থানা আছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাই-
দহ উপবিভাগের সদর ও একটা সহর। অক্ষা° ২৩° ৩২'
৫০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ১৫' পূঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭
মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে
চিনি, তুণ ও লবঙ্গ বিস্তারিত বাণিজ্য হইয়া থাকে।
নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়,
কিন্তু ঐ নদীতে অনেক সময় অতি অসমাত্র জল থাকে।
ইষ্টারন-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্যন্ত একটা
রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের সময় এই সহরে
ভূষণ থানার অধীন একটা চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খৃঃ
অব্দে ইহা মাক্দ্দশাহী বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়।
পরে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে একটা উপবিভাগের সদর হইয়াছে।

এবাদ আছে, পূর্বে ঝিনাইদহের চতুঃপার্শ্বে লাঠিরালগণ
মাছুষ-মারিয়া সর্বত্র কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটা
বৃহৎ পুষ্করিণীতেই তত্ত্বেরা ঐ কার্য করিত। অতাপি ঐ
পুষ্করিণীটির চক্ষুরো, বা মাড়িধাপা ইত্যাদি নামবরা
চক্ষুংগাটন, দস্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারই মনে উদয়
হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটা
পান্থিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত জব্য হইতেই স্থানীয়
কালীঠাকুরের জন্ত মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের
নিকটবর্তী চুয়াডাঙ্গা নামক একটা গ্রামে পাঁচু-পাঁচুই নামে
এক ঠাকুর আছে, বহুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনার
উহার পূজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক
উচ্চ এবং শুক ও স্বাস্থ্যকর।

ঝিন্দ্, ১ পঞ্জাবগবর্মেন্টের শাসনাধীন শতজুনদীর পূর্বাধীন-
বর্তী একটা দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটা পৃথক পৃথক থানা
লইয়া এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণকল ১২৩২
বর্গমাইল। এই রাজ্য জুলকিয়ান্ [পাতিয়ালা দেখ] রাজ্য
সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে
দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক অধুমোদিত হয়। কিন্দের রাজগণ
চিরকাল ইংরাজের মদলাকাজী মহারাজারদিগের অধঃ-
পতনের পর কিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর
সাহায্য করেন। বৎকালে লর্ডলেক (Lord Lake) বিপাশা-
তীরে হোলকারের অল্পসরণ করেন, তখন উক্ত রাজা দ্বারা
বিশেষ উপকৃত হইলেন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ

লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট ও সিদ্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত ভূমি সমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজা-দিগের পাতিয়ালা রাজের পরই বিন্দের রাজার সম্রাট। ফুলকিয়া-বংশের স্থাপনিতা চৌধুরীফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র তিলক বিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দের আফগান শাসন-কর্তা জেনথাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিন্দু ও লক্ষিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান ও তাঁহার বস্ত্রতা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাজস্ব বাকি পড়ায় সম্রাটের উজীর নাজিবখাঁ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সম্রাট তথায় তাহাকে ৩ বৎসর কাল কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুত্র মেহের-সিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যগমন করেন এবং সম্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্রকে মৃত ও রাজ্যোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া ছিলেন।

১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুত্র, বিন্দের তৎকালিক রাজা স্বরূপসিংহের নিকট শিরহিন্দ বিভাগের জন্ত ১৫০ টা উদ্ভূত প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাকা দণ্ড করিলেন। রাজা এই অপবাদ অপবয়ন জন্ত এরূপ আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পূর্বে অপরাধ বিস্মৃত হইল এবং তিনি ইংরাজের নিকট আসূত হইলেন। ইহার পর শেখ ইমামউদ্দীন কান্দীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে বিন্দু রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ নিজ সৈন্তদল প্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্বের ১০ সহস্র টাকা অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত হইল তাহা মছে, প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বার্ষিক ৩ তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং গবর্নমেন্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। বিন্দু রাজ ইহার পরিবর্তে তাঁহার সৈন্তদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, রাজ্যমধ্যে রাস্তা সকল অসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারণ করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। গবর্নমেন্ট

ইহাতে প্রীত হইয়া তাহাকে আরও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিন্দের রাজা স্বরূপসিংহ সর্বপ্রাণে বিদ্রোহীসৈন্তদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার সৈন্তগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত ইংরাজের পার্শ্ব-যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ সেনা-পতির প্রশংসাজ্ঞান হইয়াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে বিন্দের একদল সৈন্ত এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উদ্বিগ্নকে ধস্তাবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটা লুপ্তিত কামান পুরস্কার দেন। আর একদল বিন্দু সৈন্ত দিল্লীর ২০ মাইল উত্তরস্থ বাবপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাত হইতে ইংরাজসৈন্ত যমুনা পার হইয়া বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। বাসি, হিমার, রোহ-তক্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী বিন্দু প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রাজা অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন।

ইংরাজগবর্নমেন্ট রাজার এই দক্ষবিশীর্ণ সাহায্যে অতিশয় প্রীত হইয়া প্রকাশভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ প্রকাশ করিলেন। বিন্দের ২০ মাইল দক্ষিণস্থ দাদুরি বিদ্রোহী নবাবের প্রায় বার্ষিক ১০,৩,০০০ টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

আরও সংক্রমণ নিকটবর্তী বার্ষিক প্রায় ১৩,৮১৩ টাকা আয়ের ১৩টা গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মাত্ত্বরূপ বিদ্রোহী মির্জা অকবরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাঁহাকে দান করা হইল। রাজা ফর্জন্দ, দিলবান্দ, রসিক-উল-ইতিকাদ রাজা স্বরূপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মান্য তোপ সংখ্যা বৃদ্ধিত হইল এবং আরও অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংক্রমের সর্দারগণ ইহার অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী অবর্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা নাইট প্রাণ্ড কমান্ডার ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তৎপুত্র বীরপ্রসূতি সমরকুশল স্ববুদ্ধি রত্নবীরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস, আই উপাধি-ধারী এবং মাত্ত্বরূপে ১১টা তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব নিযুক্ত হন।

বিন্দন রাজ্যে ৪১৪টি গ্রাম এবং ৮টি সহর আছে। রাজস্ব আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা। বিন্দনের রাজা ১২টি কামান ২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য রাখেন। ইহার প্রায় ২৪ জন অশ্বারোহী ইংরাজ-বিভাগে কার্য্য করে।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত বিন্দন রাজধানী। অক্ষা° ২৯° ১৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২০' পূঃ। এই নগর কিরোজশাহের খালের পার্শ্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দিকের ভূমি উর্বরা, বহুসংখ্যক কিংকক তরু চতুর্দিকে বিস্তারিত আছে। নগরের বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিন্দনের রাজা এই নগরে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ, আদালত, বিজ্ঞান্য প্রভৃতি এই স্থানে অবস্থিত।

বিন্দন, মহারানী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা মহিষী এবং মহারাজ দলিপসিংহের মাতা। ইহার দ্বাভা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাজ্যের উজীর ছিলেন এবং অবশেষে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হওয়া নিহত হন।

রণজিৎসিংহের বিবাহিতা পরীগণের মধ্যে বিন্দন সর্বোৎকর্ষিতা তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন, এজন্য রণজিৎ তাঁহাকে স্নেহ-ভরে মাঃ বুঝি অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহস্রভায়ে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাজিরায় কয়েক মাস পূর্বে মহারানী বিন্দন দলিপসিংহকে প্রেরণ করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে দরদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১০১টি শিখ তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্দিগন্ত বিধোষিত করে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোক গমনের পর যথাক্রমে খজাসিংহ, নওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের ক্ষুভার পর পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারানী বিন্দন তাঁহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। খজাসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহারানী বিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, লম্বিত্ব, নিজীকতা প্রভৃতি গুণাবলীনি এবং অতিশয় ভেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি লক্ষ্যমানে সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং অকৃত্রিম মনোভীর্য্য অনেক ইহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান দোষ এই বীরদললক্ষ্যে সাক্ষাৎসাক্ষ পরিতোষের অঙ্গুপম করিয়াছিল। ইনি বীর চরিত্র

নিকলস্ রাশিতে সমর্থ করেন নাই। বাহা হউক বিন্দন প্রতিদিন দরবারে আসীন হইয়া সর্দার ও পকারত অর্থাৎ খালসাইসৈন্যের আধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরদল খালসাইসৈন্য রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারানী এই লালসিংহের প্রতি নিরতিশয় অসুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া একদা তেজস্বী হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুলা মহারানীকে প্রোক্ষিত দরবারে তৎপনা করিলেন। রাণীর কোপে তাহার শীঘ্রই লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকালে খালসাইসৈন্য কর্তৃক হত হইল। এইরূপে রাণী নিজ দোষে বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা মহারানীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার অঙ্গুপম লালসিংহ রাজ্যের সমুদ্র-পদবীহ হইল। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খালসাইসৈন্যগণকে অশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অঙ্গুপম। পেশবারা সিংহকে গোপনে বড়য়ত্রে দ্বারা হত্যা করার জবাহিরসিংহ রাণী বিন্দন ও দলিপের সম্মুখেই খালসাইসৈন্য কর্তৃক নিহত হইল। মহারানী ভ্রাতৃশোকে একান্ত অধীর হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকেও নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্বাসিত হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তেজসিংহ সেনাপতিগণে নিযুক্ত হইল। প্রথম শিখবৃদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর মহারানী ইংরাজের পরাক্রমে উৎসাহিত হইয়া বড়য়ত্রে লিপ্ত হন। ভাইরওয়ারার সন্ধি অনুসারে দলিপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজ গবর্নেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারানীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপস্থত করা হইল। ইতিপূর্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে বড়য়ত্রে লিপ্ত থাকি অপরাধে লালসিংহ মাসিক দুই সহস্রটাকা মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারাপন্নীতে নির্বাসিত হন। বাহা হউক মহারানী রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং গোপনে সর্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রায় পাঠিতে লাগিল। রেসিডেন্ট এই সকল ব্যাপার গবর্নরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় তিনি শিখ মহারাজকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ

দিলেন। তদনুসারে সর্দারগণের মত লইয়া রেসিডেন্ট মহা-
রাণীকে সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে নিজ
অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া বাইবার অহুমতি দেওয়া হইল।
বৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রসক্ত হয়, তখনও এই ভেল-
স্বিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবিয়া কিছু-
মাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়া
মাসিক ৪০০০ টারি সহস্র টাকা ধাৰ্য্য হয়। সেখোপুরে
তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ভাৱ অবস্থান করিতে লাগিলেন।
তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা ব্যতীত তিনি আর কাহারও
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার এই
অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি
নিজ উকীল দ্বারা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় গবর্নমেন্টের নিকট
জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্নরজেনারল সে কথায়
কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য
মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অন্যায়সেই
বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেন্ট
যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ
সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর
হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। বিল্মন আশ্চ-
র্য্যাকার নিমিত্ত ব্যস্তব্যস্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল
বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রত্ন অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর
হইতে বারাগনীতে প্রেরিত হইলেন।

তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার সম্মান রক্ষা
ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নূতন স্থানে বিদ্বস্ত
ইংরাজকর্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে
তাঁহার কোন বড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী
হইবেন ও তাঁহার অবস্থান আরও কঠকর হইবে। এই
সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র
টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর বিল্মনের আর একটা বিপদ
উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বিদ্রোহে ও বড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া
তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্নমেন্ট
বাঞ্ছাশূন্য করিল। দুইজন সন্ন্যাস্ত বিবি কর্তৃক তাঁহার পরি-
চারিকগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অহুমতান করিয়া বিদ্রোহচক
পত্রাদির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না।
কিন্তু তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে
তাঁহার ব্যয় সমুদান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল।
তিনি মিউমার্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্বারা নিজ
দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্নমেন্ট তাহাতে কর্ণপাত

করিলেন না। মিউমার্চ বিশাতে ভারতসভার মহারাণীর
হইয়া আবেদন করিবার অল্প ৫০,০০০ টাকা প্রার্থনা করি-
লেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃস্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,
সুতরাং তিনি আশ্রয়কার একবারে হতাশ হইলেন।

এদিকে রণজিংমহিষীর পঞ্জাব হইতে নিক্কাসনে খালসা-
সৈন্য নিত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর
মাতৃহানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নিক্কাসিত ও প্রণীড়িত
হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।
অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল-
হৌসীকৃত মহারাণী বিল্মনের এই নিক্কাসন ২য় শিখযুদ্ধের
অন্ততম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়মবাল-
ক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যক্রূপে শিখসৈন্য কর্তৃক পরাজিত
হইলে মহারাণী বিল্মন গবর্নরজেনারেলের নিকট এক
প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত
করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই
বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব
অগ্রাহ্য হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য একেবারে পরা-
জিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের
আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ
অধিকারভুক্ত হইল, শিখমহারাজ বৃত্তিহীন মৃত্যুপূরে
প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধবা রণজিং-
মহিষী বিল্মন বারাগনী হইতে চনারে নীত হইলেন। তথায়
১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কোশলে কারাবাস
হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।
বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপা-
লের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয়
ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গলবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে
নেপালস্থ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্নমেন্ট
এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাঞ্ছাশূন্য
করিলেন ও মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই
বাসের আদেশ দিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলণ্ডে যাত্রা করি-
লেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু
নানাকারণে বিল্মনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গ-
লবাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ বিল্মন নেপাল
হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গলবাহাদুরের অসহ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাভ্র-
শিকার এবং জননীর অল্প একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারত-
বর্ষে আগমন করিলেন। গবর্নরজেনারল বিল্মনকে নেপাল

হইতে আসিবার অসুখতি দিলেন। মহারাজী বহুকাল পরে পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, “আমি আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।” এই সময়ে মহারাজীর পূর্ব সৌন্দর্য্য-রাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। জর্কিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ, মলিন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি চনার দুর্গে যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি কেলিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্ত আদিষ্ট হইলে মহারাজী বিন্দন ও অনেক অল্পচর অল্পচরী দলিপের সহিত বিলাত যাত্রা করিল। লণ্ডন নগরে লাক্সটার-গেটের নিকটে একটি প্রকাণ্ড বাটীতে তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তথায় তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা পরিধান করিয়া দলিপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন বিন্দনের প্রভাবে তাঁহার সে ধর্ম্মভার শিথিল হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে অন্তরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাজীর জন্ত লণ্ডনে একটি পৃথক বাটী ভাড়া লওয়া হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে মহারাজী বিন্দন লণ্ডন নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন ঐ শব সংকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেননাালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্রাট ইংরাজ সনাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার সংস্কার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্ম্মদা-সলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীরকেশরী রঞ্জিতমহিষী দৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রে সকল অবস্থার পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বিন্ধুবাড়া, গুজরাটের কাঠিরাবাড় মধ্যে ঝালাবার উপবিভাগের একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণকল ১৬৫ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭টি গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্নেন্টকে ১১০৭১ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ কোলিজাতীয়। পূর্বে এখানে তিনটি লবণের কারখানা ছিল, ইংরাজগবর্নেন্ট ভালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ কতিপয় দিয়া ঐ সকল কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন।

রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎসব হয়। সমিহিত রণের কতকাংশ করেকটি বীপ সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিন্দন নামে বৃহত্তম বীপ প্রায় ১০ বর্গমাইল প্রস্থত। এই বীপে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ভোটুবা নামক একটি উচ্চ প্রস্তবণ আছে। প্রবাদ, বিন্দন নামে অনেক নরপতি এই ভোটুবাতে মন করিয়া হুরারোগ্য কুটব্যাহি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিরাবাড় ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত বিন্ধুবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩° ২১' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৪২' পূঃ। এই নগর বহুপ্রাচীন, আজিও একটি দুর্গ, একটি পর্তুগীষোদিত বৃহৎ পুষ্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক বহুসংখ্যক শিলাকলক, তথ্য ভোরণবার প্রভৃতি বিস্তারিত আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান খ্রীউদাল নাম খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ঐ উদাল অগ্নিহবিষাড়পতনের অধিপতি শিক্কার জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্মভূমি বিন্ধুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্মাণ করেন। আক্ষদাবাদের সুলতান বিন্ধুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অক্‌বর অধিকার করিয়া এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটি থানা স্থাপন করেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্তমান ভালুকদারগণের পূর্বপুরুষ কাভোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার ভালুকদারগণ ত্রাশ্রা সাম্রাজ্যিক ঝালাবংশোদ্ভব, কিন্তু কোলিদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পতিত হইয়াছেন। কথিত আছে, বুঙ্কো নামক অনেক রবারি বিন্ধুবাড়া স্থাপন করেন। বোম্বাই, বরলা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রিশাখার খাড়াখোড়া ষ্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে বিন্ধুবাড়া অবস্থিত। এখানে একটি ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

বিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটি নদী, জামালপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাকরশাহী দিয়া বয়ুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না। অল্প সময়ে নৌকাদি গতায়ত্ত করিতে পারে।

বিম, বাঙ্গালার জিহত্তজেলার একটি নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ পড়ে, তজ্জন্ত নৌকাযাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫০ মণ বোম্বাই লইয়া এখুতা নৌকা শোলবর্ষ পর্য্যন্ত যায়।

বিন্নন (দেশজ) তজ্জাবেশ, নিজা আসিলে চক্ষুঃ সুদীর্ঘ চুলা।

বিন্না (দেশজ) ১ খাজী। ২ মাতামহী বা পিতামহী।

বিন্নিক (দেশজ) ১ বিভ্রান্ততার আলো। ২ ধীরে ধীরে।

“বিভূতি মাধবম গায়, বিন্নিকে বিন্নিকে যায়।” (কবিক)

বিরক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিদ্ধগ্রন্থেশ্বর করাচি জেলার একটি উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ৪' হইতে ২৪° ২৬' ০" উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৬' ১৫" হইতে ৬৮° ২২' ০" পূঃ। ইহার উত্তরে সেহবান, কোহিহানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্বে ও দক্ষিণে সিদ্ধনদ ও উহার শাখা সমুদ্র এবং পশ্চিমে সমুদ্র ও করাচি তালুক। পরিমাপকাল ২৯৯৭ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ ঠ্টা, মীরপুরসক্কা ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটি তালুক এবং ঐ তিন তালুক আবার ২০টি তল্লায় বিভক্ত। ইহাতে ৪৮টি নগর ও ১৪২টি গ্রাম আছে।

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্বতময় ও অশুষ্কর মরুভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ঝড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদ সকল বিরাজিত। পূর্বাংশে সিদ্ধতীরবর্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্বতময় ও অশুষ্কর। এই অংশেই একটি পাহাড়ের উপর বিরক নগর নির্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পল্লময় ও সমতল, ইহার মধ্যে মধ্যে খাল ও সিদ্ধনদের শাখা সকল প্রবাহিত। ইহাদের ছয়টি প্রধান শাখার নাম—পিতি, জুনা, রিছাল, হজামুরো, কটকাবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হজামুরো অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল, তৎপরে বর্ধিত হইয়া এখন সিদ্ধনদের বৃহত্তম মোহানায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্বকূলে নাবিকদিগের সুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটি আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, উহা প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্নমেন্টের ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টি খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ মাইল। ইহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১০২১টি খাল আছে। বাঘাড়, কল্লি ও সিয়ান এই তিনটি সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বজ্রা হইয়া অনেক গোক্ষ, ছাগল প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোটিরি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ এই সকল বজ্রায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উপবিভাগের নানাস্থানে জলবায়ু নানাপ্রকার; বিরক ও তরিকটবর্তী স্থান শাস্ত্রিক, আবার ঠ্টা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান জর, উদয়ময় প্রভৃতি রোগের আবাস বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ প্রায়ই প্রোক্ষিত হয়। সম্রাটীটকা দিয়া রসস্তের একোপ কমিয়াছে। বারিকগড় বৃষ্টিপাত ৭১ ইঞ্চি। সমুদ্রকাত কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জ্বল গোধুম উৎপন্ন হয় না।

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উদ্ভিদ সমুদায় প্রায় করাচি জেলার অন্তর্গত স্থানের জায়। পূর্বে ও উত্তরপশ্চিমভাগ ব্যতীত সর্বত্র ভূমি পল্লিময়। বজ্রজন্তুর মধ্যে শূগল, বেকড়ে, বেকশিরাণ, স্পহ, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি

দৃষ্ট হয়। কুকুর প্রায় বৃহৎ বৃহৎ পর্বতে দেখা যায়। বহু বিধ হাংস, বজ্রহাংস, সারস, বক, হাড়গিলা, ভিত্তির প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে।

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি সুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক অত্যন্ত অধিক। সিদ্ধগ্রন্থেশ্বর কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ যে, অপরিচিত ব্যক্তির আগ্রসর হইয়া মহাবিপদজনক। হজামুরোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারাজলজাত ওষুধাদিতে চক্র নির্মাণ করে। ইন্দুরের সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে উহার শত্রুক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহার মাটির নীচে শত্রু সঞ্চয় করিয়া রাখে। কুবকগণ অজ্ঞান হইলে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত বাহির করিয়া লয়। এখানকার উষ্ট্র আরবদেশের উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্মঠ ও শীতলায়ী।

অরণ্যে প্রধানতঃ বাবলাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য ১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তালপুরমীরদিগের বহু রোপিত হয়। ২০টি মাছ ধরিবার স্থান আছে, অতি বৎসর নীলামে ঐ সকল বিক্রয় হয়।

অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্বাংশে করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের জায়। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭৮ ভাগ। অনেক শিখ এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খৃষ্টান, রিহলী ও পারসীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ৩ জন মুক্তিদার, ২ জন কোতোয়াল ও ২০ জন তল্লাদার বা আবগারি কর্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টি কোলনারী আদালত ও ২৪টি থানা ছিল।

বিরক, ঠ্টা ও কোটিনগরে দাতব্যঔষ্যালয় ও মিউনিসিপালিটি আছে।

ধরিক ও রবি দুইপ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্তক্ষেত্রে প্রায় ১/৩ অংশ খাজ রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অল্পমানে অজান্ত শস্ত আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। সিদ্ধনদ এবং ঝড় অর্থাৎ হ্রদ সকলে বিস্তর মৎস্য দ্রব্য হয়।

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অজান্ত স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও চর্শ প্রধান। বজ্র, নানাবিধ খাজদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও শস্ত আমদানি হয়। পূর্বে ঠ্টার হিট এবং হুল্লর মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আমদানি নাই। উপবিভাগের স্থানে স্থানে প্রায় ৪০টি মেলা হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রায় ৩৬০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ও ঠাঁটা দিয়া কোটরি পর্যন্ত বৃহৎ সামরিক বন্দর বিরক উপ-বিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টা ধর্মশালা এবং ৩৬টা খোরখাট আছে। সিদ্ধ-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬০ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টা স্টেশনের নাম—রণপেখানি, জলশাহী, জোনাবাদ, কিস্মীর, মেটিং ও বোলারি।

কিরক উপবিভাগে প্রবৃত্তাবিভাগের কোতুলকাকর্ষক বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্তি বিস্তৃত আছে। তন্মধ্যে স্থায়ী ৭ম শতাব্দীর প্রাচীন ভাষার নগরের ধ্বংসাবশেষ, স্থায়ী ১৪শ শতাব্দীতে নির্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর কালানুগোচী এবং ঐ স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠাঁটার নিকটবর্তী মাকলিপার্কতস্থ প্রাচীন গোরস্থান সর্বাঙ্গপক্ষে কোতুলক ও বিশ্বরজনক। এই গোরস্থান পার্কতপুটে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিতা সকল সময়ের নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিস্তৃত আছে। ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোবের মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জনৈক ইংরাজ রেসমব্যবসায়ীর সমাধি-মন্দির প্রধান।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিদ্ধপ্রদেশে করাচি জেলার উক্ত কিরক উপবিভাগের একটা সহর। অক্ষা° ২৫° ৩৬' উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ১৭' ৪৪" পূঃ। এই নগর সিদ্ধতীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত এবং সিদ্ধনদের প্রবাহীর জ্বাল দণ্ডারমান। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর চার্লস নেপিয়র কিরকের পরিবর্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্যনিবাস হইয়াছে বলিয়া হৃৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিরক হইতে উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোটরি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে ঠাঁটা ও ১০ মাইল দূরে মেটিং স্টেশন পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

এখানে পূর্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্শ্বভাষাভাষীদের যে-বিনিময়ে ভণ্ডানাদি শস্ত ক্রয় করিত। এখন কোটরি হইতে করাচি পর্যন্ত রেলপথ হওয়ায় কিরকের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। বর্তমান শিল্পজাতের মধ্যে উষ্ট্রের পুটের জন্ত একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং মুসিন নামে একরূপ জোরা দীর্ঘকালহারী কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে কিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে ৩৫০ ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর তাহার বাসস্থান অবস্থিত। তথা হইতে কিরকনগর, সিদ্ধনদী এবং চারিদিকে

বহুদূর পর্যন্ত দৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিরকের উত্তান সকল অতি মনোহর। চতুর্দিকে শস্তক্ষেত্রে ধান, বাজরা, শগ, তামাক ও ইক্ষু আছে। এখানে ৩টা ধর্মশালা, একটা গবর্নমেন্টবিদ্যালয়, একটা অধীনস্থ জেলখানা, একটা বাজার ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

কিরি, ১ আসামের একটা নদী। ইহা বরাইল পর্যন্ত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপরদিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত হইয়াছে। উভয়পার্শ্বে-দুর্ভেদ্য গিরিমালায় মধ্যবর্তী সর্পিণ উপত্যাকাংশে এই নদী প্রবাহিত।

২ সিন্ধিয়া রাজ্যের একটা নগর। এই নগর কোটা হইতে কন্নীর পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮' পূঃ। কিল্ল, বজ্রাজলপ্রাণিত নিয়ন্ত্রণদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। পূর্ববাস্তালায় কিল্ল সকল অতি বিখ্যাত। গ্রীষ্মে ও ঋতু পার্কতে অপরিস্রব বৃষ্টিপাতে সূক্ষ্ম ও অপরাপর নদী ক্ষীণ হইয়া উঠে এবং কুল ছাড়াইয়া চতুর্দিকস্থ নিম্নভূমি প্রাণিত করিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে বর্ষাকালে জলপ্রাণিত হইয়া বহুদিন পর্যন্ত তদবস্থায় থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা বাহির হয় মাত্র। জলপ্রাণন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হ্রদের জায় প্রতীতমান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর সকল দীপের জায় বিরাজ করিতে থাকে। এইকালে নৌকা দ্বারা যথাতথ্য গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধনে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপার্কতের গোড়া হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত ও হুন্দরবন পর্যন্ত এই কিল্ল বিস্তৃত। শীতকালে এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে শৈবাল ও জলজ জন্তু পূর্ণ থাকে। মধ্যে মধ্যে এই কিল্ল তৃণপত্রাদি লঘু দ্রব্যনির্মিত ভাসমান-দীপ সকল অতি মন্দ বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়।

নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্বস্থ পথাল হ্রদ হিন্দুজ-গণের কীর্তি। এই জলাশয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাঙ্গপক্ষে বৃহৎ।

কিরি (গ্রী) কিরিত্যাক্তশব্দোৎপত্তাঃ ইন্। কিল্লী।

কিরিকা (গ্রী) কিল্লীতি অব্যাক্তশব্দেন কার্যতি পদ্যারত, কৈ-ক টাপ্। কিল্লী, কিল্লিপোকা।

কিল্লী (গ্রী) কিল্লি ইত্যব্যাক্তশব্দোৎপত্তাঃ অচ্ তীব্। কিল্লী (পদ্যরঃ)

কিল্লম্, পঞ্জাবের ছোটনাগড়ের দক্ষিণাধীন দাবলগিঞ্জি বিভাগের

একটা জেলা। অক্ষা° ৩২° ৩৬' হইতে ৩৩° ১৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫১' হইতে ৭৩° ৫০' পূঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টা জেলার মধ্যে এই জেলা পরিমাণকণাহুসারে ২ম এবং অধিবাসীর সংখ্যাহুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকরা প্রায় ৩.৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩.১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্বে বিত্ততা (কিলম্ব) নদী, দক্ষিণে বিত্ততা নদী ও শাহপুর জেলা এবং পশ্চিমে বরু ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণকল ৩৯১০ বর্গমাইল। কিলম্বনগর শাসনকার্য্য ও বাণিজ্য্যির সদর।

খিলম্বের ভূমি রাবলপিণ্ডির জায় পার্শ্বতা না হইলেও সমতল নহে। লবণপর্কত হিমালয়ের একটা শাখা, এই প্রদেশে অবস্থিত। এই শাখা চুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরাল ভাবে পূর্ক হইতে পশ্চিমদিকে জেলার মেরুদণ্ডের জায় বিস্তৃত। পর্কতের পাদদেশে বিত্ততাভীরবর্তী সমতল ভূমি অতিশয় উর্বরা এবং অগণ্য বর্দ্ধিহু গ্রাম দ্বারা অশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে চুরারোহ এবং স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণ গছরাগি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্কতে লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্তই উহার নাম লবণপর্কত হইরাছে। খিউরাতে গবর্মেন্টের তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। জামল ওআছাদিত গিরিদরী দিয়া প্রাবাহিতা স্রোতবিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম বেশ বিস্তৃত থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে আসিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর ঐ জলে সেচন কার্য্য হয় না। উল্লিখিত চুই পর্কতভ্রমীর মধ্যে একটা স্থান মালভূমির উপর চতুর্দিকে অচ্চপর্কতবেষ্টিত কলারকহার হ্রদ বিস্মাজিত। এই হ্রদের চুই প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃষ্ট কতকটা মরুসাগরের অচ্চরূপ লবণময় কূল তৃণশূন্য বা জলপ্রাণী বিবর্জিত অপর প্রান্ত আবার জামল বনরাজি-পরিবেষ্টিত এবং হংস-কারওবাদি অসংখ্য কলনারী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণপর্কতের উত্তর প্রদেশ উচ্চ বহুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে নদীপ্রপাতাদি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ অগণ্য পর্কতমালভূমী রাবলপিণ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। লবণপর্কতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিদ্ধ ও পূর্কভাগের জল বিত্ততার আসিয়া পড়ে। এই বিত্ততা নদী জেলার পূর্ক ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০০ মাইল স্থানে সীমাক্রমে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি খিলম্ব নগরের কিলম্ব উপর পর্য্যন্ত যাত্রায়াত করিতে পারে।

লবণপর্কত বহুবিধ মূল্যবান আকরিক শস্য পূর্ণ। মনোহর মর্মর ও অট্টালিকা-নির্মাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার চূর্ণ-প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। তত্ত্বিন্ন বহুপ্রকার খনিজ বর্দ্ধব্র, কয়লা, গন্ধক, মেটেটেল এবং কপ, ভাস্ক, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্কতে বাহির হয়। কোন কোন স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, মিল্পর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বাকিয়া চাঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে বত লবণ খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্ততঃ লবণ ব্যতীত অজ্ঞাত আকরিক হইতে জেলার অল্পই লাভ হইয়া থাকে। সস্ত্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার আকরিক হইতে আয়ের একটা পন্থা বাহির হইরাছে। খিউরা, সর্দি, মকরাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মকরাচ পিড, দালোত ও কুনালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা তত উৎকৃষ্ট নহে।

ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্কতে পাণ্ডরেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্তমান পুরাতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্সান্দর এই জেলারই কোন স্থানে বিত্ততা (হাইডালুপেন্স) ভীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অচ্চমান করেন, বর্তমান জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিত্ততা উত্তীর্ণ হইয়া যে দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমিহিত মন্যামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত।

জঞ্জয়া ও কাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপূর্ক হইতেই এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার পর গজরগণ পূর্ক ও আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গজরজাতি রাবলপিণ্ডি ও কিলম্বে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিল। [রাবলপিণ্ডি দেখে।] মোগলসম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে গজরনৃপতিগণ সম্রাটের সর্কাপেক্ষা বিখ্যাত ও সম্রাট সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসম্রাজ্যের অধঃপতনের পর অজ্ঞাত সমীপবর্তী স্থানের জায় কিলম্ব ও শিখরাজ্য-ভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গজরসিংহ গজররাজকে পরাভ করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্কতবাসী পার্শ্বভাষীগণকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অজয়ের রণজিৎসিংহ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখ-রাজ্যভুক্ত করিলেন। লাহোর দরবার এক কঠোররূপে রাজস্ব

আদার করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই ইহার পূর্বতন অঙ্গু, গকর ও আওবান জমিদারগণ কুসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জাতিগণ নূতন জমিদার হইয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই হয়। ইহার পূর্ক জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক গ্রাম দখল করে না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত বিলম্বও ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্শ্বত্যা-জাতি একপ দমিত ও শাস্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে তথায় রাজত্ব ও শাসন বিবরে অশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছু-মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্তির অনেক ভগ্নাবশেষ পণ্ডিত আছে। কাতাসের ভগ্নমন্দির সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের যবে নির্মিত হয়। মালোত ও শিবগড়াত্তেও কয়েকটা দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবণপর্বতের চূড়া-রোহি শূন্য সকলে অবস্থিত দোহতক, গিরিক ও কুশাকর্ষণ সাময়িক ইতিহাস লেখকদিগের কোতুহল ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার বিদেশীয়গণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বিলম্ব জেলাকে বহুসংখ্যক চূর্ণাদি দ্বারা স্তরকিত এবং ইহার অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল।

বিলম্বের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ জন মুসলমান এবং ১০ জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আরোরা অর্থাৎ কুবকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাতি, আওবান, অঙ্গু, ভটি, ওজার ও গকর প্রধান।

বিলম্ব, পিণ্ডাদানখা, লওবা, তলগঞ্জ, চকওবাণ ও ভাউন এই ছয়টা প্রধান নগরে পক্ষসহস্রাধিক অধিবাসী-বসতি করে। ইহাদের মধ্যে বিলম্ব ও পিণ্ডাদান প্রধান বাণিজ্য স্থান।

পল্লীগ্রামের পৃথগুণি মুক্তিকা কিংবা অদগ ইষ্টকনির্মিত। অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির স্তরে পীথা হয়। সম্প্রতি ধনবান ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। সন্ন্যাসদিগের দ্বারদেশ চিত্র বিচিত্র ও গৃহান্তর স্তরকিত। এখানে সকলেই গৃহ-গুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

গোধূম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। ভুট্টা,

তুলা ও বব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই ভক্ষণ করে।

এই জেলায় ৩৯১০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্তু পণ্ডিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য অগুরুত্ব ভূমি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধূম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে উপযোগিতারসারে ধাতাদি আবাদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ার কুবকগণ পূর্ব-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শতক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। কুবকগণ নদীতীরে বা উপত্যকার কুপ খনন করিয়া তদ্বারা নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটা কুপের জলে অতি অল্পমাত্র ভূমি সিক্ত হয়। কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডই কুবক এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া বর সহকারে কর্ষণ করে যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একটা ফসল অনবরত জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ বাঁধাইয়া জলসঞ্চয় ও তদ্বারা ক্ষেত্রের সেচন কার্য সমাধা হয়, কিন্তু একপ বাঁধপ্রান্তত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্য কুবকের সাধ্যাভীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাষিয়া অনেক কার্যে ঐ রূপ বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক সুবিধা হইতেছে। কুবকদিগের অবস্থা মোটের উপর শ্রদ্ধল, খণ্ড অনেকেরই নাই। একটা বিষয় বহুঅংশে বিতর্ক হওয়াতেই অনেকে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সন্ন্যাস ব্যক্তি সম্প্রতি নিজ নিজ বিষয় অথও রাধিবীর ভক্ত এক উপায় বাহির করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরম্পর লড়াই করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে জিতবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

বিলম্বের এক একটা গ্রাম অন্তান্ত স্থানের গ্রাম অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; বৃহত্তমগুলির দুই একটা ১০০।১৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল গ্রামপতিগণ অন্তান্ত স্থানের গ্রাম-পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাগর। অধিকাংশ স্থানেই উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। ঐ খাজনার হার স্থানভেদে উৎপন্ন শক্তের ১ হইতে ২ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ঘোশা, কামার ও কুমার সকলকেই প্রায় শত বার্ষিক বেতন প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর শত কাটিবার সময় কাশীর হইতে অনেক মজুর এখানে

আসিয়া কর্ম করে এবং কর্ম শেষ হইলে পুনরায় কান্দীরে ফিরিয়া যায়।

বাণিজ্য। ঝিলম্ ও পিণ্ডাদান নগর এই জেলার বাণিজ্যের দুইটি প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে দক্ষিণে প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিদ্ধ ও রাবলপিণ্ডিতে গোধূমাদি শত, উত্তর ও পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ সকলে রেশম ও কার্পাসবস্ত্র এবং চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে পিত্তল ও তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীযুগে মুলতান পর্যন্ত প্রস্তর আনীত হইয়া থাকে। পঞ্জাব নদীর গর্ভে রেলওয়ে কোম্পানি তরকাবালার প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, ঐ প্রস্তর দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জা নির্মিত হইয়াছে। পাছাড়ের বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাঠি নৌকা, রেল ও গোয়ালুড়ী দ্বারা বহু স্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর হুরিয়া হুরিয়া চর্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্ত কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসরে প্রেরিত হয়। আমদানির মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসর ও মুলতান হইতে খাতু, কান্দীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্যএসিয়ার দ্রব্যজাত প্রধান। কান্দীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

জেলার মধ্য পর্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি হইতে গবর্নমেন্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মণ লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে। একরূপ নিকট পাথরিয়াকরণা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্ভ্রান্ত মক্কাচ খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট করলা উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে লাগিতেছে।

শিল্পজাত। ঝিলম্ ও পিণ্ডাদানে নৌকা নির্মিত হয়। মুলতানপুরের নিকটে গুরুগণ একটা কাচের কারখানা খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেশম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার মুগর পাখাদি বেশ সস্তা। তত্ত্বিত আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণ-পর্বতের নিম্নস্থিত সকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে ক্রীড়িকা নির্মাণ করে।

লাহোর হইতে পেশাবর পর্যন্ত পাকারাত্তা এই জেলার প্রায় ৩০ মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর পাকারাত্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮ মাইল পথে শকটাদি বাইতে পারে। নদীর গর্ভে রেলওয়ে জেলার দক্ষিণপূর্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার

অন্তর্গত ষ্টেশন সকলের নাম—ঝিলম্, দিনা, দোমেলী এবং সোহাবা। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউয়ার লবণখনি পর্যন্ত একটা শাখা রেলপথ আছে। ঝিলম্বের নিকট বিত্ততা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিম্নে একটা পুখু অংশ দিয়া মনুয়াদি গমনাগমনের পথ আছে। ঝিলম্ জেলার পূর্বদিকে বিত্ততা নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল পর্যন্ত নৌকা দি বাতায়ত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান পাকা রাস্তার পার্শ্বে ধবরের ভার আছে। চৈত্রমাসের শেষ ৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; কাতাস্ নগরে হিন্দুদিগের, অপরটা চোয়া সৈয়দানশাহ নগরে মুসলমান-দিগের যত্নে হয়। এতোক মেলার নুনাধিক ৪০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শাসনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনার, ২ জন সহকারী ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার, ৪ জন তহসীলদার ও তাঁহাদের অধীনহ কর্মচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়িকার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেদি থেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে প্রায় ১৮টা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শালন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত এই জেলা ৪টা তহসীলে বিভক্ত—ঝিলম্, পিণ্ডাদান খাঁ, চকবাল ও তলগঞ্জ।

ঝিলম্ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্তু লবণখনির কর্ম-চারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর দুর্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিণ্ডাদান খাঁর চারিদিকে অনেক সময় জরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত, ওলাউটা প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪.১১ ইঞ্চি।

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্ জেলার পূর্বাংশের তহসীল। পরিমাণকল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহসীলে জেলার সদর আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টা থানা আছে।

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটা মিউনিসিপালিটি আছে। অক্ষা ৩২° ৩৫' ২৬" উঃ, দ্রাঘি ৭০° ৪৬' ৩৬" পূঃ। ঝিলম্বনগর বিত্ততা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ জন; তন্মধ্যে হিন্দু ৪২৫০, মুসলমান ৭০৭০, শিখ ১০৬০।

অবশিষ্ট খুটান, জৈন, পারদী ও রিহনী। রেলপথ হওয়ার ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে।

বর্তমান ঝিল্লয়নগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এখানে উক্ত প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে এখানে একটা সৈন্দের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্যন্ত ঝিল্লয়ে ঐ বিভাগের কমিশনার বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কমিশনারের আফিস রাবলশিঙিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির ক্ষয় নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সম্ভ্রান্তি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে লাহোরে গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্ত ইহার বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয় নাই।

ঝিল্লয়ের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ মুক্তিকানির্মিত, নদীতীরে কয়েকটা স্থলর অট্টালিকা আছে। রাত্তাগুলি স্থলর বাধান, নর্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকানির্মাণে ঝিল্লয় বিখ্যাত।

সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্বে সরকারী আদালত ও সৈন্ডনিবাস অবস্থিত। এখানে সরকারী উজান, জীড়াস্থান, সৈন্ডদিগের গির্জা, জেলখানা, দাতব্যঔষ্যালয়, মিউনিসিপাল-গৃহ ও দুইটা সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রান্তরময় ভূগুপ্তশূন্য কঠিন প্রান্তরে সৈন্ডনিবাস অবস্থিত।

ঝিল্লয়, পঞ্চনদের একটা নদী, বিস্তৃত নদী। [বিস্তৃত দেখ] ঝিল্লিমিলি, ১ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রম্মি। ২ একপ্রকার পাতলা কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দার জন্ত ব্যবহৃত হয়; বিরলানুকুল রঞ্জিত পট্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ জানালার খড়খড়ী।

ঝিল্লি (পুং) বাস্তবিশেষ। [ঝিল্লী দেখ।]

দেবতাপূজার সময়ে পঞ্চবিধ বাস্তবের বিধান আছে, ঝিল্লি ইহাদের মধ্যে একটা—

“বর্ণাশ্রম স্তবাক্ষরী মৃদকো ঝিল্লিরেব চ।

পঞ্চানাম পুণ্যতে বাস্তব দেবতারাহনেবু চ ॥” (শকার্ণাতি)

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিল্লি ইত্যব্যক্তকণ্য লিঙ্গান্তি লিঙ্গ-ভি আর্থে কনু। ১ ঝিল্লী, ঝিল্লিপোকা।

“ঝিল্লিকা বিরক্তে দীর্ঘে ক্রমজীব সমস্ততঃ ॥” (রামা-২১৯৬১১)

২ সূর্য্যারমির ভেজাঃবিশেষ, ঝাঁঝী, চিক্‌চিক্‌।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লি ভিঃ। কীটবিশেষ, ঝিল্লিপোকা, পর্য্যায়—ঝিল্লিকা, ঝিল্লীকা, ঝিল্লিকা, ঝীককা, ঝিল্লী, চীলিকা, চীলিকা, চিলী, ভুলারী, চীলকা, চীলী, চীলকা।

“অদৃশ্য ঝিল্লীশনকর্ণশূল উলূকবাগুন্দিব্যবিতাত্তরায়াম্ ॥”

(ভাগবত ৬১০৫)

ঝিল্লীকণ্ঠ (পুং) ঝিল্লীবৎ কণ্ঠঃ কণ্ঠশব্দো বস্ত্র বহরী। গৃহকপোত।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিল্লিপোকা।

ঝিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কনু ততটাপ্। ঝিল্লি।

ঝী (দেশজ) কড়া, তনয়া।

“ঘর বড় এত বড় আইবড় খী ॥” (বিজ্ঞানবল্লভ)

ঝীপুত (দেশজ) হুহিতাপুত্র।

ঝীবুকা (দেশজ) ভুলার কীট, পোকা।

ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অজ্ঞাত প্রাণী লাফাইবার সময় যে গতি অবলম্বন করে।

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিগদ, দার, ভার। ৩ টলা, হেলাদোলা, টলমল।

ঝুঁজকাবেলা (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধাতু।

ঝুঁটি (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্ট।

ঝুঁটিমুটি (হিন্দী) মিথ্যা।

ঝুঁটা (দেশজ) উচ্ছিষ্ট, আহ্বারবিশিষ্ট।

ঝুঁটাঝুঁটি (দেশজ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটাঝুটি।

ঝুঁটি (দেশজ) মিথ্যা, টিকী।

ঝুঁটামূলবুলী (দেশজ) একপ্রকার বুলবুলী পক্ষী। (Lanius jacosus)

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাঁটিয়া দেওন।

ঝুড়ী (দেশজ) বংশ বা বেজাদি নির্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝুঞ্জমু (ঝুন্‌ঝুন্‌) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার একটা পরগণা ও একটা নগর। অক্ষা° ২৮° ৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৪' ৪৫" পূঃ। এই নগর দিল্লী হইতে ১২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। ভাষায়ে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। একটা পূর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ঐ পূর্ব্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দারের প্রত্যেকের এক একটা দুর্গ ছিল। এখানে কাঠের উপর স্থলর খোদাই হয়।

ঝুঝারসিংহ, (স্বভার) জনৈক বৃন্দোলা রাজা। ইহার পিতা বীরসিংহদেব সলিমের প্রেরিতবার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণনাশ করেন। স্বভারের পুত্রের নাম বিজয়সিংহ।

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মধুরার পথস্থিত একটা

নগর। অক্ষা° ২৮° ৩৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪০' পূঃ। এই নগর বিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজাগণ এই নগর জর্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা কিচুকাল তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন দবাব বাস করেন।

ঝুড়ীশাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Andropogon laxum) ঝুপ্ট (পং) লুট-অচ্ পূবোদরাদিবাং সাধুঃ। ১ কাণ্ডহীনবৃক্ষ। ২ তৃণ। ৩ শুষ্ক।

ঝুন (দেশজ) পাকা নারিকেল।

ঝুপ্ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীঘ্র পড়ন। ২ অবগাহন।

ঝুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রগৃহ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা বেত্রাদি নির্মিত পাত্রবিশেষ। ৩ শুষ্ক।

“মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী অন্যায় ঘটা,

ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে।” (কবিকঙ্কণ)

ঝুপি (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Impatiens Jhumpi, Buch.)

ঝুপুং (দেশজ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া।

ঝুম্ (দেশজ) ১ মোন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, ঘোট।

ঝুম্কা (দেশজ) কর্ণাভরণবিশেষ।

ঝুম্ঝুম (দেশজ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ।

ঝুম্ঝুমী (দেশজ) বালক বালিকাদিগের খেলনাবিশেষ।

ঝুম্মা (দেশজ) ১ লোমশ। ২ বহুর।

ঝুম্মিরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য।

“প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহলা মাখীকমধুরা মুহঃ।

এতৈব ঝুম্মিরিলোকে বর্ণাদিনিয়মোচ্ছিতা ॥

অতো লক্ষণমেতস্তা নোদাহারি বিশেষতঃ।

ইদং হি শালিগং স্তব্ধং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং ॥” (সঙ্গীতদামা)

এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মুহু ও প্রিয় হইবে।

ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়-দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর ছই বা ততোধিক স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে জমীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপূর্ণ। [কবি শব্দ দেখ।]

ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া।

ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৩২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১০' পূঃ। এই নগর যোধপুরের ১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

ঝুরণ (দেশজ) খলন। চুরান।

ঝুরা (দেশজ) ১ ছোট। ২ শুঁড়া। একপ্রকার, ইকরা।

ঝুরাঝারা (দেশজ) খণ্ড, ইকরা, অংশ।

ঝুরী (দেশজ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

ঝুরঝুরু (দেশজ) অন্ন অন্ন, মল্ল মল্ল।

ঝুল্ (হিন্দী) ১ হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আন্তরণ।

২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তজ্রপ কোন প্রকার

স্থল দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির ভাবে স্থল জাল ছিড়িয়া ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্মই সম্ভবতঃ ঐ নাম হইয়াছে।

ঝুলন (দেশজ) ত্রীকক্ষের উৎসববিশেষ। এই উৎসব প্রাণ-মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসবে ত্রীকক্ষের দোলারোহণ ও পূজা হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ।]

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী।

ঝুল্লা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্তান্ত পার্শ্বতীর নদীর উপরিত্ব ঝুলান সেতু। এই সকল ঝুলার নির্মাণ-প্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্বতে দৃঢ়বদ্ধ এক বা দুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধা থাকে। ঐ দড়িতে একটি ঝুড়ি অর্থাৎ একটি লোক বসিবার মত একটি চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে অন্ত এক ব্যক্তি টানিয়া এপার ওপার করে।

ঝুল্লা (দেশজ) দোলা।

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরে ব্যগ্রতাভাব।

ঝুলি (দেশজ) বস্ত্রখণ্ডচিত্ত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি।

ঝুলী (দেশজ) থলি।

ঝুস্‌তুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদী-তীরবর্তী একটি সহর। অক্ষা° ২২° ৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৫' পূঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩০ মাইল দূরে পূর্বদক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলাহাবাদ জেলায় আলাহাবাদ নগরের সন্নিহিত গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটি সহর। অক্ষা° ২৫° ২৬' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° পূঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেরাঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে নদী অতিশয় সঞ্চীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাবির্ভিত্তি কেশিনগর বা অতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অকবরের সময়ে আলাহাবাদ,

মুসি ও জশাণাবান এই তিনটী নগর আলাহাবাদ শ্রবীর সদর ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণমিতিক জরিপের একটি আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝুলি (পুং) কুম্ভক ভেদ। (জী) দুই দৈবজ্ঞতি। (মেরিনী)

ঝোকোইন্দুর (দেশজ) এক প্রকার ইন্দুর। (Mus Jencus)

ঝেটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ।

ঝেটা (দেশজ) সন্মার্জনী।

ঝেটুমানিয়া (দেশজ) যে ঝাঁট দেয়।

ঝেটানী (দেশজ) আবর্জনা, ময়লা।

ঝেতলা (দেশজ) মাছের ইত্যাদি।

ঝোক (দেশজ) হেলিয়া গড়ন।

ঝোকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া।

ঝোক্তি (দেশজ) দারী।

ঝোটন (দেশজ) বাহার ঝোট বা জটা আছে।

ঝোড় (পুং) ১ শুষ্ক। ২ সুপারিগাছ। ৩ জল। (ভূরিগ্ররোগ)

ঝোড়ন (দেশজ) গাছের ছাট।

ঝোড়া (দেশজ) বংশ বা বেত্রনির্ধিত পাত্রবিশেষ।

ঝোড়া (ঝোড়িয়া থকি) ছোটনাগপুরের এক জাতি। অনেকে অহুমান করেন, ইহারা গোড় জাতিরই একটা শাখা মাত্র।

কেহ কেহ অহুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত; বাঙ্গালা হইতে

আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। শোহারডাঙ্গা জেলার বীর

ও কেশলপুর পরগণায় ইহাঙ্গির উপাধি বেহায়া। ঝোড়া

মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত্র বলিয়া পরিচয়

দেয়। বীর পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের

রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে

অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করণ-মহল সকলে

ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ভর করে। এই

বৃত্তি অতি কঠোর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদ্যোগের সংস্থান হয় না। ঝোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্ভর্য্যবির বাসুকা ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই ঝোড় বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া হইয়াছে।

শোহারডাঙ্গার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কান্তপ, কৃষ্ণাশ্রয় ও নাগ। বঙ্গভ্রমণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ নিবেদন সর্বত্র প্রতিপাদিত হয় না। ইহারা হিন্দু-মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ, শান্তি ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের জমিসংস্কার করে; তবে কুঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবগণ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানগণের বিবাহ দেয়।

ঝোড়ান (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটন।

ঝোপ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ শুষ্ক।

ঝোপড়া (দেশজ) ১ কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি।

ঝোর (দেশজ) জল-প্রণালী, জল থাইবার পথ।

ঝোরণ (দেশজ) খলন।

ঝোরণা (দেশজ) নদীমা।

ঝোরা (দেশজ) নদীমা, প্রণালী, সুহরী।

ঝোল (দেশজ) জুব, ব্যঙ্গনের রস।

“গুহ্মাংস জননী রাঙ্কিল ঝোলে ঝালে।” (জীৱধর্ম্ম ৩২৩২)

ঝোলা (দেশজ) ১ থলি। ২ পাতলা।

ঝোলাগুড় (দেশজ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়।

ঝোলান (দেশজ) স্ফাইয়া দেওন।

ঝোলানি (দেশজ) পাতলা।

ঝোলি (দেশজ) থলি।

এ

এ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, বিত্তীয়বর্ণের পঞ্চম।
ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অস্থানাসিক। ইহার উৎ-
পত্তিস্থান নাসিকাস্থগত তালু। এই বর্ণ অর্ধমাত্রা কালধারা
উচ্চারিত হয়।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি দ্বিহারা মধ্যভাগ ধারা
তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ।

বাছ প্রবর্ত—বোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অনগ্রাণ বর্ণ
মধ্যে পরিগণিত।

মাতৃকাক্রান্তে বামহস্তের অঙ্গুল্যাগ্রে জ্ঞান করিতে হয়।
বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও
দক্ষিণে কুণ্ডলী করিবে, পরে ঋক্ একটা মাত্রা টানিয়া নিম্ন-
দিকের বামভাগ কুক্তি করিয়া দিবে। এই অক্ষরে ধ্বং,
ইন্দু ও বহুগ সর্কদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্র মতে ইহার পর্যায়
বা বাচক শব্দ—একার, বোথনী, বিখা, কুণ্ডলী, মঘদ, বিয়ং,
কোমারী, নাগবিজ্ঞানী, মধ্যাকুলনথ, বক, শর্কেশ, চুগিতা,
বুদ্ধি, স্বর্গায়া, ঘর্ষরথনি, ধর্ম্মকপাদ, স্রুথ, বিরজা,
চন্দ্রনেখরী, গায়ন, পুশ্পধা, রাগায়া ও বরাঙ্কিত।
(বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অতীট-
লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

“চতুর্ভুজাং ধ্বজবর্ণাং কৃষ্ণাধরবিভূষিতাম্।

নানালঙ্কারসমুচ্চাং জটামুকুটরাজিতাম্ ॥

ঈবজাতমুখীং নিত্যং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।

এবং ধ্যাখা ব্রহ্মরূপাং তদন্তঃ দশধা অপেং ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

ব্রহ্মরূপাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার
জপ করিবে।

কামধেনুতন্ত্র মতে একারের স্বরূপ—সদা দীর্ঘরসংযুক্ত,
রক্তবিদ্যারূপাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবমর, পঞ্চপ্রাণায়ক,
ত্রিশক্তি সমন্বিত ও ত্রিবিম্বযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যের সর্গপ্রথমে এই অক্ষরের বিজ্ঞান করিলে তন্ত্র ও
মুক্ত্য হয়।

“ভয়মরণকরো ঋকো।” (বৃহস্পতি)

এ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ষরথনি। (একারকোষ)
৩ বলীবর্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী) গণপাঠে ধাতুর
যদি এ অক্ষর (ভিৎ) যায়, তাহা হইলে ধাতু উত্তরপদী
বলিয়া জানিবে।

একার (পুং) এ স্বরূপে কারঃ। এ স্বরূপবর্ণ।

“একারো বোধনী বিখা।” (বর্ণাভিধান)

“একার ঘর্ষরথনি গায়ন একার।

একার করিয়া এস একারে আমার ॥”

এ (পুং) ১ প্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং
ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অক্ষরবিশেষ, এই অক্ষর
বর্তমান ক্র প্রত্যয়বোধক। (বোপদেব)

প্রাক্ত (পুং) প্রি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে বস্ত বহরী। প্রি
প্রত্যয়ান্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হয়। মুণ্ডবোধ
ব্যাকরণের পরিচ্ছদবিশেষ, যথা—প্রাক্তপাদ।

ট

ট বাঞ্ছনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্ণের প্রথম। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রায় মূর্দ্ধস্থান দ্বারা জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ। বাহ্যপ্রায় বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। মাতৃকাভাসে দক্ষিণক্ষিতি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ভাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উর্দ্ধাধিক্রমে একটা রেখা টানিবে, পরে নিম্নদিকে কুণ্ডলী করিয়া দিবে, পরে একটা মাত্রা কোণগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে কুণ্ডল, যম ও বায়ু নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রমতে ইহার পর্যায় বা বাচক শব্দ ২৭টি যথা—টকার, কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধনি, মুকুন্দ, বিনদা, পৃথী, বৈকুণ্ঠী, বাকগী, দক্ষাঙ্গক, অর্দ্ধচন্দ্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, বৃহস্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রোমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি, মহাধনুঃ, ভ্রাগায়া, জুম্ব, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্র মতে টকারের স্বরূপ—ইহা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটিবিহাঙ্গতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিশুণ্ডেপেত, ত্রিশক্তিসমমিত ও ত্রিবিম্বযুক্ত।

“টকারঃ চঞ্চলাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।

কোটিবিহাঙ্গতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥

পঞ্চপ্রাণযুক্তং বর্ণং শুণ্ডত্রয়সমমিতম্।

ত্রিশক্তিসমিতং বর্ণং ত্রিবিম্বসমিতং সদা ॥” (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অতীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

“মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভেক্ষণাম্।

দশবাহুসমায়ুক্তাং সর্ঙ্গালঙ্কারসংযুতাম্ ॥

পরমোক্তপ্রদাং নিত্যং সদা স্মেরমুখীং পরাম্।

এবং ধ্যান্য ব্রহ্মরূপাং তদ্ব্যক্তং দশধা অপেক্ষ ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই অতীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কার্যের সর্গ প্রথমে ইহার বিভাস করিলে খেদ হয়।

“টঠী খেদ হুখে।” (বৃত্তরং টাং)

ট (টী) টল্-ড। ১ করক, নারিকেলের মালা। (বিখ) (পুং)

২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃস্বন, শব্দ। (মেদিনী)

টক্ (দেশজ) অন্ন, খাট।

টকতন্ত্রী (জী) অঃবাঃদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাস্তবস্ত্র। (সঙ্গীতদর্শন)

টকার (পুং) টব্রহ্মণে কারঃ। ট, টব্রহ্মণ অক্ষর।

টকুয়া (দেশজ) অন্ন, খাট।

টক্ৰ (দেশজ) টাকুর, হুত্রাপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

টক্‌টক্‌ (দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ।

টক্‌টকিয়া (দেশজ) গাঢ়বর্ণ।

টক্‌ (পুং) টক্-কক্ পৃষোদরাদিভ্যাং উপধালোপস্ক। দেশবিশেষ।

টক্‌দেশ (পুং) টক্‌কঃ, টক্‌ক্‌ ইতি নাম্না খ্যাতঃ দেশঃ কৰ্ম্মণাং।

পঞ্জাবস্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন জনপদ-বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টক্‌দেশ শুজ্জরাজ্যের একাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্‌ জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়ং টক্‌রাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার টক্‌রাজ্য বিপাশার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্বরা; শর্গ, রোপ্য, তাম্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবায়ু উষ্ণ এবং ঝটিকার প্রাচুর্য্য অধিক। অধিবাসিগণ কার্যতৎপর ও বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশল্যে পরিধান করিত। টক্‌রাজ্য রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। হিউএনসিয়ংয়ের বিবরণে জানা যায়, তৎকালে টক্‌ বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১০টা মাত্র সত্ত্বারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আভিযেয় ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তুকদিগের এবং দীন হীনদিগের শুশ্রূষা করিত।

টক্‌দেশীয় (পুং) টক্‌কদেশে ভবঃ ইতি হ। বাস্তুকশাক, চলিত কথায় বেতোশাক। (জিকাং) (ত্রি) টক্‌দেশোৎপন্ন।

টক্‌র (পুং) আঘাত করা, গুতা মারা।

টকারিকা, চন্দ্রেন্দ্ররাজ ভোজবর্ম্মার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে উল্লিখিত একটা প্রাচীন নগর। ঐ লিপি মতে—এই নগর কার্যস্থ-নিবাসভূত ছত্রিশটা নগরের মধ্যে সর্গপ্রধান এবং বাস্তব্য কার্যগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাসস্থান ছিল।

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাঙ্ক গণবিশেষ, ইহার আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিবরণ ছন্দোঃপ্রহে এই প্রকার লিখিত আছে, যথা—

(১) ১ শিব, (২) ২ শশী, (৩) ৩ দিনপতি,

(৪) ৪ সুরপতি, (৫) ৫ শেষ, (৬) ৬ অহি,

(৭) ৭ সরোজ, (৮) ৮ খাতা, (৯) ৯ কলি, (১০) ১০ চন্দ্র,

(১১) ১১ জব, (১২) ১২ ধর্ম্ম, (১৩) ১৩ শালিকর।

টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ কারবিশেষঃ গরহিব। ১ টঙ্কণকার, সোহাগ। ২ হোলাবিলাসবিশয়।

(ক্ৰী) ৩ কেকরাক, টেরা। (মেসিনী) (তগর শব্দজ) পুষ্পবিশেষ। (Tabernaemontana coronaria) [ভগর দেখা]

টগুরা (দেশজ) চালাক, সেয়ানা।

টগুরিয়া (দেশজ) ১ বহুভাবী, বাচাল।

টঙ্ক (পুং) টক-বঞ। ১ কোপ। ২ কোব। ৩ খুঁজা। ৪ গ্রাব-দারণ, গাবাগভেদক অস্ত্রবিশেষ। (ক্ৰী) ৫ জঙ্ক। (মেসিনী)

৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাষার এক টঙ্ক হয়। (বৈয়াক) (পুং ক্ৰী) ৭ নীলকণিকা। ৮ খনিজ। ৯ দর্প।

(হেয়) ১০ পরন্ত। ১১ রাজ্য। (শব্দার্থি)

“দার্যাতাং চৈব টকোতৈঃ খনিজৈশ্চ পুরী ক্রতম্” (হরিবং ৯২ অঃ)

“শীতং কবারং মধুরং টঙ্কং মাকৃতকৃৎসরঃ” (সুশ্রুত সুত্রঃ ৪৬)

১২ পর্কতের প্রান্তভাগ। ১৩ পর্কতের উত্তরপ্রদেশ।

১৪ বিদীর্ণ প্রান্তরভাগ। ১৫ রাগবিশেষ, ক্ৰী, কনাদা ও তৈরব যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। স্বরগ্রাম—

সা, ধ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতরং)

টঙ্ক (তোঙ্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোঙ্ক এজেন্সীর শাসনাধীন একটা দেশীয় মুসলমান রাজ্য। রাজপুতনার মধ্যে এই একটা মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজা কর্তৃক শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টা বিভাগ লইয়া সংগঠিত; যথা—টঙ্ক, আলিগড়-রামপুর, নিভের, শিরবা, চাপরা এবং সিরোজ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩০০। রাজস্ব আদায় ১২ লক্ষ টাকা।

টঙ্কের অধিপতিগণ বনোয়ার সম্প্রদায়ের পাঠান। সন্ধান্ট মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে ভালখী নামে জনৈক পাঠান নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈন্ত-বিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার পুত্র হোয়াতখী মোরাদাবাদে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হোয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপনিতা বিখ্যাত আমীরখী জন্ম গ্রহণ করেন।

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অশুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্তরাও হোল্কারের সেনানায়ক হইয়া সিক্রিমা, পেশোবা ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হোল্কার আমীরকে টঙ্করাজ্য দান করিলেন। ইহার পর আমীরখী পরস্পর বিবাদে প্রযুক্ত জরপুর ও বোধপুর রাজঘরকে একবার এ পক্ষ পরে অপরপক্ষ অব-

লম্বন করিয়া উত্তর রাজ্যেই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাঁহার দুর্দান্ত সৈন্তগণ উত্তর রাজ্যই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমদে ২৫ সহস্র পিণ্ডারী তাঁহার দলভুক্ত হইল। ইংরাজগবর্নেন্ট তাঁহাকে এই ব্যবসার হইতে নিবৃত্ত করিলে তাঁহার সেনাদল রাজপুতানার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব হেটিংস পিণ্ডারিদিগের দমন-বাসনার আমীরকে হোল্কার-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সৈন্তদল বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। প্রতিবাদ করা বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্নেন্ট ক্রয় করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরদুর্গ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়।

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উজীর মহম্মদখী এবং তাঁহার পর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখী টঙ্কের নবাব হন। ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অজ্ঞার অত্যাচারে প্রেরণ দান হেতু ইংরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার পুত্র বর্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখী নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার-মহম্মদ ইব্রাহিম-আলি-খাঁ-বাহাদুর সৈলত জঙ্গ, জি, সি, এন্, আই। নবাবকে কর দিতে হয় না। ইহার মাজ্বররূপ ১৭টা তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টা কামান, ১৭৫ জন গোলকাজ সৈন্ত, ৫৩৩ অশ্বারোহী ও ২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন।

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোঙ্করাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ১০' ৪২" উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০' ৬" পূঃ। বনাস নদীর দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জরপুর ও বন্দীনগরের আর মধ্যপথে অবস্থিত। নগরের আরতন বৃহৎ এবং চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মুক্তিকানিধিত একটা দুর্গ আছে।

টঙ্ক (পুং) টঙ্কতে টক বঞ-সংজ্ঞায় কন্। রজতমুদ্রা, তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা। (অমরটী)

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককত পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাকশালের অধিপতি। (সারসং)

টঙ্ককশালা (ক্ৰী) টঙ্ককত শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাকশাল।

টঙ্কটীক (পুং) টঙ্কইব টীকতে টীক-ক। শিব। (ত্রিকা°)

টঙ্কণ (পুং) টক-ন্। পুণ্ডোরাদিকাৎ গম্। কারবিশেষ, সোহাগ। পর্যায়—গাচনক, মালতীরজঃ, মোহনেশ্বন, রসশোধন, টঙ্কণকার, রজকার, রসাদিক, শোহজাবী, রসম, ভুজগ, রজদ, বর্জুল, কনক, দার, মণি, ধাতুবল্লভ,

মালতীভীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহগুজ্জিকারক, স্বর্ণপাচক । (রত্নমালা) । ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, শ্বাবরাদি বিব, কাশ ও শ্বাসনাশক । (রাজনি)) অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, কৃষ্ণ । (ভাবপ্র)) ইহার শোধানাদির বিবর বৈভক্তগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—অন্নদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া সকল কার্যে প্রয়োগ করিবে ।

“অগ্নেন ভাবিতং চূর্ণং সর্বকারণ্যেযু যোজয়েৎ ।” (বৈভক্ত)

অথেনে টঙ্কণ কাক্ষিক অগ্নে নিক্ষেপ করিবে, পরে অন্ন হইতে তুলিয়া একদিন রোদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমুখ গোমুত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে তাহাকে জ্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া নারিকেলপাত্রে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে । টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং ইহা সর্বকারণ্যে নিরোগ্য করিতে পারা যায় ।

ইহা অয়িকর, কৃষ্ণ, ককনাশক, রোচন ও লঘু । (রসচ) (ভাবে লুট) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাঁকা দেওয়া, পাইন দিয়া থালা । ৩ অর্থভেদ ।

“টঙ্কণধরনধরখণ্ডিতহরিতালপাণ্ডুলেন ।” (কাদম্বরী)

৪ দেশবিশেষ ।

“কঙ্কট-টঙ্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কোঙ্কণাভীরাঃ ।”

(বৃহৎসংহিতা ১৪১২২)

টঙ্কণাদিষটী, বৈভক্তকোক্ত ঔষধবিশেষ । প্রস্তুত প্রণালী যথা—সোহাগার খই, শুঠ, গজক, পায়ল, বিব, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মানদায়ের রসে মর্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা শীঘ্র অগ্নিদীপ্তিকর ।

টঙ্কপতি (পুং) টঙ্কত পতিঃ ৬৩৭ । টাঁকশালের কর্তা ।

টঙ্কপাণি, উড়িষ্যার একটা গ্রাম । এই গ্রাম ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দিকস্থ ৪৫টা পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা এবং কুণ্ডলে-খরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত । কাহারও মতে তীর্থযাত্রী-গণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্তব্য ।

টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অত্যর্থে মতুপু মত বঃ । পূর্বতভেদ ।

“টঙ্কবস্ত্রং শিখরিণং বন্দে প্রস্তবণং গিরিম্ ।” (রামা) ৩।৫৫।৪৪)

টঙ্কবিজ্ঞান (স্ত্রী) টঙ্কত বিজ্ঞানঃ ৬৩৭ । নানাদেবী ও নানাকালীন টঙ্কপরিজ্ঞানার্থ বিজ্ঞা । [মুদ্রা দেখ ।]

টঙ্কবিশোধন (স্ত্রী) টঙ্কত বিশোধনঃ ৬৩৭ । মুদ্রার বিত্তজি সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাঁকা খাট করা ।

টঙ্কশালা (স্ত্রী) টঙ্কত শালা ৬৩৭ । টাঁকশাল । [টাঁকশাল দেখ ।]

টঙ্কা (স্ত্রী) টঙ্ক-অচ্-টাপু । ১ জজ্বা । (মেদি) ২ তারাদেবী ।

“টঙ্কারকারিণী টাঁকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা ।” (তারাসহস্রনাম)

৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণ, ত্রিষড়্জ ও আদি মুচ্ছনাযুক্ত ।

“শয্যা স্রুগুপ্তঃ নলিনীদলানাং বিরোগিণী বীক্ষ্য বিষয়চিত্তম্ ।

স্রবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা কাস্তঃ ভজন্তী কিল টঙ্কসংজ্ঞা ॥” (হনুমা)

স্রবর্ণবর্ণা বিরোগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কাস্তকে বিষয়চিত্ত দেখিয়া ভজনা করিলে টঙ্কসংজ্ঞা হয় ।

স্বরগ্রাম—“স, খ, গ, ম, প, ধ, নি, স ।” (হনুমাং সংসাসং)

টঙ্কানক (পুং) টঙ্কঃ ক্রোধঃ আনয়তি উদীপয়তি, টঙ্ক-অন্-গিচ্-ধূল । ব্রহ্মদাক্ষবৃক্ষ, চলিতকথার বামগণাছা । (শব্দচ))

টঙ্কার (পুং) টং চিত্ত-বিকৃতিং কুরোতি কৃ-কর্ণগাণ্ । ১ বিশ্বর ।

২ শিজিনীধ্বনি । ৩ ধনুকের ছিগার শব্দ । (মেদিনী)

“টঙ্কারনৃত্যংকলোলা টাঁকনীয়া মহাতটা ।” (কাশীধং ২৯৬৯)

(কৃ-বঞ্-টং ইত্যব্যক্তশব্দস্ত কারঃ করণং বজ্র) ৪ ধ্বনিমাত্র ।

“শৃগালোলুকটাকরৈঃ প্রণেত্রশিবাঃ শিবাঃ ।” (ভাগ ৩।১৩৯)

টঙ্কারকারিণী (স্ত্রী) টঙ্কারন্ত কারিণী, কৃ-গিনি-ভীপু । তারাদেবী ।

“টঙ্কারকারিণী টাঁকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা ।” (তারাসহস্রনাম)

টঙ্কারী (স্ত্রী) টঙ্কঃ ঋচ্ছতি ঋ-কর্ণগাণ্ ততঃ ভীষ্ । বৃক্ষভেদ, চলিত কথার টেকারী । ইহার ফলের গুণ—বাতপ্লেহ, শোথ ও উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু । (রাজনি))

টঙ্কিত (ত্রি) টঙ্ক-ক্ । ১ উল্লিখিত । ২ বন্ধ, যাহা টাঁকা হই-
য়াছে । ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিগার ধ্বনি হইয়াছে ।

“নাক্ষত্রং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোখাপিতং স্থানতঃ ।” (উডট)

টঙ্ক (পুং স্ত্রী) টঙ্ক পুণ্ডোরাদিত্যাং সাধুঃ । ধনিজ, ধননাজ ।

২ পরশু, টাঁকী । ৩ জজ্বা । (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা । (শব্দচ))

৫ পরিমাণবিশেষ, চারি মাষাণ এক টঙ্ক হয় । (বৈদ্যক)

টঙ্কণ (পুং স্ত্রী) টঙ্কণ-পুণ্ডোর সাধুঃ । টঙ্কণ, সোহাগা ।

টঙ্কিনী (স্ত্রী) টঙ্ক-গিনি পুণ্ডোর সাধুঃ । বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি ।

টটাটিটা (দেশজ) সামান্যরূপ, তুচ্ছ ।

টট্টনী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নীড় গোরাং ভীষ্ । জোড়ী, জোড়ী, টট্টকী । [জোড়ী দেখ ।]

টট্টরী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং রাতী রা-ক গোরাদিং ভীষ্ । ১ পটহ-
বাস্য, ঢাকের বাদ্য । ২ লম্বাবাদ্য । ৩ মিথ্যাবাদ্য । (মেদিনী)

টট্টা (বা টট্টা), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে

করাচি জেলার স্মিরক উপবিভাগের একটা তালুক । পরি-
মাণকল ১০২৩ বর্গমাইল । অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই

মুসলমান ।

২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালু-
কের প্রধান নগর । অক্ষা° ২৪° ৪৪' উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° পূঃ ।

অধিবাসীগণ নগর টটা বলে। এই নগর সিদ্ধনদীর ৭ মাইল পশ্চিমে করাচি নগরের ৫০ মাইল পূর্বে এবং খিরকনগরের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্বতের একপ্রান্তে অবস্থিত।

পূর্বে নগরের চারিদিক সিদ্ধনদীর জলে প্রাবৃত হইত। এখনও বজার পর অনেক স্থল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দূষিত করিয়া অর প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টটার জলবায়ু অস্বাস্থ্য-কর বলিয়া বিখ্যাত।

সিদ্ধ-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী স্টেশন হইতে টটা ১৩ মাইল দূরবর্তী। ইহার মধ্যবর্তী পথ জঙ্গর বাধান ও জঙ্গম। এখানে একজন মুখ্তিয়ারকার ও তপ্পাদারের আকিস এবং থানা আছে। এতদ্বিধ গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটা জেলখানা আছে। সমিহিত মাকলী পর্বতে প্রসিদ্ধ গোরহান, তাহার অনতিদূরে ফোজ-দারী আদালত এবং ডেপুটিকমেন্টের বাঙ্গলা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে টটা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮০ সহস্র অধিবাসী প্রাণ-ত্যাগ করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্তরাজ নাদিরশাহের টটা-প্রবেশ কালে তথায় ৪০ সহস্র তত্ত্বাব, ২০ সহস্র অস্ত্রাস্ত্র শিরাজীবী এবং ৬০ সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্তেন জে উড অহুমান করেন, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টটার অধিবাসী ১০ সহস্রের অধিক ছিল না। টটার বর্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্বের তুলনায় নাম মাত্র। সম্ভ্রুতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট, কার্পাস বস্ত্র এবং ছিট প্রভৃতি হয়, কিন্তু মাক্কেটারের প্রত্যাযোগিতায় তাহারও হ্রাস উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শস্ত, স্ত্রুত, চিনি ও রেশম এবং রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেশম বস্ত্র, শস্ত এবং চর্ম প্রধান।

টটা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জমাসজিদ উল্লেখযোগ্য। এই নগর অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজ দস্যগণ এই নগর লুণ্ঠন করে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অক্টবর সিদ্ধপ্রদেশ আক্রমণকালে এই নগর উৎসর্গ করেন।

সম্রাট শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে টটার মসজিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমাসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া ঐ মসজিদ আজও জঙ্গর

রাখিয়াছে। টটার নিকটে মাকলীপর্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু-প্রাচীন বিখ্যাত গোরহান আছে।

টটুর (পুং) টটু ইত্যব্যাকৃশকং রাতি রা-ক। তেরীর শব্দ।

টড, (কর্ণেল জেমস্ টড) বহুকাল রাজপুতনার (উদয়পুরে) ইংরাজরেসিডেন্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনার অবস্থান-কালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্ব যোহিত হইয়া এই জাতির ইতিবৃত্ত অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের পর বিখ্যাত রাজহানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাজপুতনার দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, নৌজ্ঞাত প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিমিত হইয়া উহারিগের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় ও পূজ্য ছিলেন; নরপতিগণ তাঁহাকে পরম হিতৈষী বহু বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

টনক (দেশজ) স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, “কপালে টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে।”

টনটনানি (দেশজ) আলাবিশেষ, বেদনা।

টপ্ (দেশজ) ফোঁটা ফোঁটা জলপতনের শব্দ।

টপাটপ্ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টপ্কাণি (দেশজ) লাফাইয়া পড়া।

টপ্পেয়াল (দেশজ) থেয়াল এবং টপ্পা এই উভয়বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা যায়।

টপ্পা (হিন্দী) ১ পরগণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ; ইহাতে এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে। ২ একপ্রকার সঙ্গীত।

টম্‌টম্, ডুই চাকার থোলা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ।

টলন (ক্ৰী) টল-ভাবে লুট। বিক্রম, বিচলিত হওন, টলা, খলন।

টলা (দেশজ) বিচলিত হওয়া।

টলিত (ত্রি) টল-ক্র। বিচলিত, যে টলিয়াছে।

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়াস্ টলেমিরাস্। ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিরে প্রোভূর্ত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার রচিত জ্যোতিষ, ভূগোলবিজ্ঞানবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অত্যাধি বর্তমান আছে, এবং বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র যুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে অত্রাঙ্ক এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মাও সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অত্যাধি টলেমীর

মত বলিয়া গ্রহণ। তাঁহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করিতেছে। টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নতুন মত এবং চন্দ্রের ভূপাত্তরসংস্কার (Evection) আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতের বিশেষ কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্কগণের প্রত্যেক বক্রগতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্বাঙ্গপেক্ষা গুরুপদার্থ মুক্তিকা সর্বপ্রথমে অবস্থিত। মুক্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বায়ুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির পরে তেলেরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক স্বল্প পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বল্প স্তর-মণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দিকে বহুদূরে উপযুগ্মি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে প্রত্যেকে এক একটা জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্তনের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে। এই সকল স্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তর পৃথিবীর সর্বাঙ্গপেক্ষা নিকটবর্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নক্ষত্রগণের স্তরমণ্ডল যথাক্রমে দূরবর্তী। টলেমীর পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ ক্রান্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত স্থানানবয়ম মণ্ডল এবং দিব্যারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্ত দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ ঘণ্টায় পূর্ণ হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্তন করে এবং নিজ গতি দ্বারা অজ্ঞাত মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। ইহাকেই প্রাইমাম মোবিলি (Primum mobile) অর্থাৎ গতির আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্বিদগণ এই সকল মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যেক ঘটনা সকলের স্বাস্থ্য ও বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের গতির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্ত পৃথিবীকে সূর্য্যাপ্রতি মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে একপার্শ্বে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির হ্রাস হইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে বলা হইত ইহার নিজ নিজ স্তরে একটা স্থির বিন্দুর চতুর্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রামিত হয়। স্তরস্থ বস্তুর ভিতরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি একদিকে এবং বাহিরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে নানারূপ জটিল ও চুর্ক্ষোধ্য নিয়ম কল্পনা দ্বারা জ্যোতিষ্কবিষয়ক তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত

হইতে লাগিল। অবশেষে কোপার্নিকাস্ এই সমস্ত ভ্রান্তমতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিস্তৃত মত আবিষ্কার করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীর মত অজ্ঞাত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্জন গৃহীত হইয়াছিল।

জ্যোতিষের জ্ঞান টলেমী-প্রণীত ভূগোল শাস্ত্র খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব পূর্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন ও পরিবর্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ ২২টা মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ পশ্চিমে কেনারিওপ হইতে পূর্বে ভারতবর্ষের পূর্বস্থ জাম, মলয় ও চীন পর্য্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষাঙ্ক ও দ্রাঘিমাঙ্কর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিওপ হইতে দ্রাঘিমাঙ্কর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০° অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তুত দ্রাঘিমাঙ্কর ও অক্ষাঙ্করও অনেকগুলি নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে ১৮০° অর্থাৎ গোলাক্ধি ধরিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা ১২০°র অধিক নহে।

টলেমী (সোটার), প্রিয়দর্শির অনুশাসনপত্রে ইনি তুরময় নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পুরস্কৃত। সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকিদনীরো ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিণ্ডার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাঁহাকে লেগাসের করে সমর্পণ করেন।

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেক্সান্ডারের একজন সেনাপতি ছিলেন, এই কার্যে তিনি অনেক সুখ্যাতিলাভ করেন। মহাবীর আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেক্সান্ডার ফ্লিও-মেনেসকে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহার বিস্তার অর্থ ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান হইয়া, টলেমী ক্রমে লিবিয়া ও আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

৩২১ খৃঃ পূর্বাংশে পারসিকাস্ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর

টলেমী সিলো-সিরিয়া, ফিনিকিয়া, জুদিয়া ও সাইপ্রাসীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি শোভাবাহীদিগের সুবিধার জন্য বন্দরের উপর একটা বৃহৎ আলোকগৃহ নির্মাণ করাইলেন। যুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য এইখান দিয়া এসিয়ার নানাবাহানে রপ্তানী হইতে লাগিল।

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটা সুবৃহৎ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যসাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ১০০ ফিট ও ৩০ ফিট গভীর।

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার সুখসমৃদ্ধির খ্যাতি দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পালঙ্কা-ইনের যিহুদিগণ উদ্ধার হইয়া আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদিগকে এক ধর্ম্মবৃত্তে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে যিহুদিগণ আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে আইনিস্ ও জুপিটার দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল।

২৮৩ খৃঃ পূর্বাব্দে টলেমী ইহলোক পমিত্যাগ করেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিজ্ঞোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এপিপেটাসের কন্যা ইয়ুডিডিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সন্তান জন্মিলেও আপন কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাসকে রাজ্য দিয়া যান।

২ উপাধি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ খৃঃ পূর্বাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার দুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিজ্ঞপাশ্রয় উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেন। কাহারও মতে, ২৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি বাণিজ্য ও বিজ্ঞান প্রকৃত উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনিই দিওনিসিয়াসকে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। ভূমধ্যস্র ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌকা ভাসিত। হরমোসুবন্দরে বিপদপাত হওয়ার বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্য-শোভা সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্সান্দ্রিয়ানগরীও সেই সঙ্গে সমৃদ্ধি অসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান প্রত্নাত্মক দিমিত্রিয়াস্ ফিলারেতেসের অনুরোধে তিনি অরীস্তিয়া নামক এক যিহুদী পণ্ডিতকে জেরুজালেমে প্রেরণ করেন এবং তথাকার প্রধান বাসকে একখানি বাইবেলের পুথি ও ১২

জন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহায়ই সময়ে হিব্রু বাইবেল্ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়।

টলেমী ফিলাডেলফাস্ বর্তমান ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী আরসেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্ শাখা পর্যন্ত একটা খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খৃঃ পূর্বাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। টলেমী ইউয়ারগেতিস্, টলেমী ফিলাডেলফাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়া ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার দিখিয়কালে শত্রুগণ সুবিধা পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি শীঘ্রই বিজ্ঞোৎসাহী নির্ধারিত হয়। অস্ত্রয়োকের পরী ইহার ভগিনী। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অস্ত্রয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার সুশাসন-শ্রমে ইনি ইউয়ারগেতিস্ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২২১ খৃঃ পূর্বাব্দে পুত্রের বিষপ্রদোষে ইহলোক পমিত্যাগ করেন, ইহার পুত্রের নাম টলেমী ফিলোপিত্তস্ অর্থাৎ পিতৃহত্যা। এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাধের আত্মীয়বর্গকে বিষপ্রদোষে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। যিহুদি জাতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২০৪ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেনেল সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাজগণের রাজত্ব কালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল।

টলুটল (দেশজ) চঞ্চল, নড় নড়।

টলুদা (দেশজ) লতাবিশেষ। (Babusa talda)

টলুমল (দেশজ) নড়া, কাঁপা।

টলুমলিয়া (দেশজ) ইতস্ততঃ নড়া।

টলুবা (দেশজ) অস্থির।

টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংজ্ঞাস্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই কয়টা বর্ণ লইয়া টবর্গ।

টবর, (হিন্দী টাবর) ১ পুরুষিণী, জলাশয়। ২ কুটীর। ৩ জাতি কুটুম পরিবার।

“আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা।

কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া।” (কবিক*)

টহল (দেশজ) ডিম্বাকর জন্তু গান করিয়া কয়লা পরিভ্রমণ।

টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়।

টহলন (দেশজ) ১ গান করিতে করিতে পর্যটন। ২ অখাদির শ্রম নিবারণের জন্য শটন: শটন: পাদবিহরণ।

টহলা (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ।

টহলানিয়া (দেশজ) গোলমাল করা।

টহলিয়া (দেশজ) টহলদার।

টা (জী) টলতি এলরে তুকশান্দো বা টল-ড: টাপ্। পৃথিবী।

টাউরণ (দেশজ) শীতে কম্পমান।

টাকন (দেশজ) ১ জবোর প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২

সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা।

টাকনিয়া (দেশজ) ১ জবোর প্রতি দাম লিখিয়া দেওরা। ২

সেলাই করিয়া দেওরা।

টাকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শব্দের অপভ্রংশ) মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানা স্থানে প্রাচীন হিন্দু-রাজগণের নামাক্রিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিস্তৃতা প্রভৃতি অতি বিস্ময়। এই সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎকালিক নগরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালার আপনাদের রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্সান্দারের সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্যন্ত যে কত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতি আরই ভিন্ন ভিন্ন। [মুদ্রা দেখে।]

রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছিল না। রাজকীয় টঙ্কশালায় শিল্পীগণ হস্তদ্বারা এক একটা করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি অতি বিস্তৃত হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্মিত বলিয়া ততদূর সন্দেহ নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্যসাধনে তাঁহাদের ভাদ্রশয় বহু না থাকাই তাহার কারণ হইবে।

আলেক্সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে তাঁহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্তাগণ গ্রীক অঙ্করে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্তী শাসনকর্তাগণ গ্রীক ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন।

মোগল সম্রাটগণ মুদ্রার সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ বিধানের সম্যক্ বশ করেন। ভারতবর্ষ-বিস্তৃতিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালার মুসলমান-মুদ্রার পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্রাটগণের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লী টঙ্কশালার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট অকবরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ৪২টা নগরে টাকশাল ছিল। এই সমস্ত টাকশালে যে যে স্থানে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম, দিল্লী, বাদালা, গুজরাটস্থ আন্ধ্রাবাদ ও কাবুল এই চারি স্থানের টাকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কান্দীর, লাহোর, মুলতান ও তাড়া এই দশ স্থানের টাকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অলবার, বদাউন, বারাণসী, ভাকুর, বহিরা, পাটন, জোনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, কিল্লাজা, কলী, গোয়ালির, গোরকপুর, কলানুর, লক্ষৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ, শিয়ালকোট, সরোজ, শাহরানপুর, সারদপুর, শমল, কনৌজ ও রতসুদর (রণতন্তপুর) এই অষ্টাবিংশতি নগরের টাকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাকশালে যে সকল কর্মচারী, দিল্লী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১ দারোগা। ইনি টাকশালার কার্যাব্যাহক স্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং জায়গার ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

২ শিরাকী বা শরাফ—স্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির বিস্তৃতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার ঐক্য-কর্মপর্যবসিত করিত, স্তত্রায় সুনিপুণ ও জায়গার ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

৩ আমিন। দারোগার সহকারী।

৪ মুশরিক। দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রক্ষক।

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাকশালে যোগাইতেন।

৬ কোষাধ্যক্ষ। ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন।

৭ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্মচারীই আহরী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

৮ ওজন সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা স্ফন্দ্রপে ওজন করিত।

৯ ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১০ মিশ্র স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাকি প্রস্তুত করিবার লোক। এই ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাকি প্রস্তুত করিয়া শরাককে দেখাইত। শরাক বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে এই সকল বিশোধন করিবার অজমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে এই সকল চাকি ছুঁটের আঙুণে বহবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

১১ বিস্তৃত ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাকি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুজার আকার ও পরিমাণমুযারী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইম্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুজার অল্প হাঁচ প্রস্তুত করিত। অকবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মোলানা-আলি-আজল নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইম্পাতের হাঁচ প্রস্তুত করিত।

১৩ সিকাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়া ছুইটা হাঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর একব্যক্তি (পাটুক্টি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

১৪ সন্কা। বিত্তক রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তুত করিত।

১৫ কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিত্তক রৌপ্যের পাতা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হইত।

১৬ কস্নিনী। এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিত্তক কি না পরীক্ষা করিত এবং বিত্তক না হইলে ইচ্ছামুযারী বিত্তক করিয়া লইত।

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্রেদ খুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক করিয়া লইত।

স্বর্ণরৌপ্যাদি বিত্তক করিতে তাম্র, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং গন্ধক সোহাগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

১৯ পাইকার। নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধূলা প্রভৃতি ক্রেদ করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক করিয়া লইত।

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গোলাইত।

২১ থকশো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য স্বর্ণরৌপ্যাদি বিত্তক করিয়া লইলে থকশো টাকশালা বাঁটাইয়া ধূলা বাড়ী লইয়া যায় এবং উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারও এই উপায়ে বিত্তর উপার্জন করিত।

সম্রাট অকবরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিত্তক স্বর্ণ রৌপ্যে নির্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠনও পূর্ণাঙ্গেকা অনেকাংশে মনোহর করেন।

অকবরের টাকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। [মুদ্রা দেখ।] ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুর্ভুজ।

স্বর্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য হুজি হইত, তাহার কতকংশ কুশলকারীদিগের বেতন দাবত

খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

দ্বিতীয় বৌদ্ধশতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত যুরোপে মুজার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্যন্ত ধাতুর পাত কাটিয়া হাঁচিয়া এবং হাতুড়ি দ্বারা ছুইদিকে পিটিয়া ছাপ মারিয়া হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান হইত না। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে একজন কয়সী খোদকার জু দ্বারা চাপদ্বারা ছাপ কুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের টাকশালে বাম্পীর কলে পরিচালিত প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্বত্র প্রচলিত। এখন যে প্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহার খান টাকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক প্রত্যেক খান স্বর্ণপরীক্ষা করিয়া উহাদের বিত্তকতা পরপর লিখিয়া রাখেন। ইহার পর স্বর্ণের খান শক্ত মুটিতে গুলিতে দেওয়া হয়। মুটির স্বর্ণ প্রথর উত্তপ্তে গুলিয়া গেলে উহাতে যথোপযুক্ত তাম্র মিশাইয়া স্বর্ণকে নির্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিত্তক স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিত্তক রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার খাদ থাকে। যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকার ও পরিমাণভেদে লোহার-ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমুদায় বাট বাম্পীরকলে পরিচালিত ঘূর্ণমান ইম্পাতের স্রব্ধ জাঁতের মধ্য দিয়া বহবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই সকল পাতা সর্বত্র সমান পুরু করিবার অল্প উহাদিগকে পোড়াইয়া আবার ইম্পাতের জাঁতে তার টানার ভায় টানিয়া লয়। অভিপ্রেত মুদ্রামুযারী পাতলা হইলে ঐ সমস্ত পাত একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি প্রত্যেক পাত হইতে নমুনা স্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ ১ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক ভারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই পরিত্যক্ত হয়।

ঐ সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাম্পীর চক দ্বারা পরিচালিত ছেনী দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য সম্পন্ন করে। এইরূপে একটা বালক প্রতি মিনিটে ৬০-৭০ টা চাকি কাটিতে পারে।

চাকি কাটা হইলে ঐ ব্যবসির ক্ষয় পাতা আবার গলাইবার স্থানে প্রেরিত হয়।

ইহার পর প্রত্যেকটা খণ্ড ওজন করিয়া দেখা হয়। যদি কোনটা কম পড়ে, সেগুলি পৃথক রাখিয়া পরে পুনরায় গলাইতে দেওয়া হয়। যেগুলি বেশী হয়, সেগুলিকে ঘষিয়া ঠিক করিয়া সমানগুলির সহিত মূদ্রিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। ইতিপূর্বে প্রত্যেক খণ্ডকে লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়া দেখে, যদি কোনটার বাজনা ঠিক না হয়, তবে তাহা কালা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

মুদ্রা সকলের প্রান্তভাগে খাঁজ কাটিবার জন্য উহাদিগকে প্রথমে ঘর দ্বারা দুইটা গোলাকার ইম্পাতে ফেলিয়া পাশদিকে চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুদ্রার প্রান্তভাগ মধ্য অপেক্ষা পুরু হইয়া উঠে এবং মুদ্রাও ঠিক গোলাকার হয়। অতঃপর পোড়াইয়া নরম করিয়া লইলেই মূদ্রিত করিবার উপযুক্ত করা হইল। কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে করিতে ঐ সকল অমূদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হইয়া যায়। ঐ মলিন হইয়া উঠিবার জন্য উহাদিগকে গন্ধক দ্রাবকমিশ্রিত ফুটন্ত জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়া হয়। ঐ ধৌত খণ্ড সকল অন্তর করাতের গুঁড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ঐহং তাপে শুক করিয়া লইতে হয়। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নূতন মুদ্রার যে চাক্তিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় না।

অনন্তর ঐ সমস্ত খণ্ড মূদ্রিত করিবার জন্য জাঁতঘরে নীত হয়। একটা প্রকাণ্ড স্রবুট লোহার যন্ত্রে দুই দিকের দুইটা ছাঁচ ঠিক উপযুগ্মি দৃঢ় বন্ধ থাকে। নিম্নের ছাঁচটিতে একটা শাদা খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বাষ্পীয়কলের তেজে উপরিস্থ সমস্ত বস্তুসহ উপরের ছাঁচ আসিয়া ঐ খণ্ডের উপর চাপ দেয়, ইহাতে মুদ্রার দুই দিকে একবারেই ছাপ পড়ে। পার্শ্বে খাঁজ কাটাও এই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের ছাঁচের চারিদিকে বলসাকৃতি একটা ইম্পাতে দৃঢ় বেঁধী থাকে। যেমন উপরের ছাঁচ ভীষণতঃ মুদ্রার উপর চাপিয়া পড়ে, অমনি পার্শ্বের বলয়ও পার্শ্বস্থিত চাপ দিয়া খাঁজ কাটিয়া ফেলে। এইরূপে একটির পর অন্য একটা করিয়া সমস্ত মূদ্রিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ছাঁচের মধ্যে মুদ্রা ধরা ও তাহা হইতে লওয়া কলদারাই হইয়া থাকে। ইহার পর সমস্ত মুদ্রা ধলি বন্ধ করিয়া প্রত্যেক ধলি হইতে যথেষ্ট হই চারিটা মুদ্রা লইয়া পরীক্ষা করা হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রবেশে আনয়ন করেন। ১৮৬০—৬১ খৃঃ অব্দে যাত্রাজে একটা টাকশাল স্থাপিত হয়।

১৭৫২—৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার একটা টাকশাল স্থাপন করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতার টাকশাল স্থাপন করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মূল্য বৎসর বৎসর এত ভ্রাসবৃত্তি হইত যে, একজন স্নানক শিরাজি ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মূল্য নিরূপণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে টাকশালের কর্তৃপক্ষগণ সর্বত্র এক সাধারণ মুদ্রা চালানিবার প্রস্তাব করিলেন। সিকা টাকা আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাকা সমস্ত ভাদিয়া কলিকাতার টাকশালে সিকা টাকার পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে গবর্নরজেনারেল টাকশালের অধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত পুরাতন মুদ্রাকে সিকা টাকার পরিবর্তন করিবার জন্য পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও টাকশাল স্থাপিত হউক।

ইতিপূর্বে পর্য্যাপ্ত মুসলমান সন্ন্যাসিদিগের মুদ্রার প্রায়ই সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুদ্রার আকার অপেক্ষা ছাঁচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মূদ্রিত অক্ষরাদিও বেশী উচ্চ থাকিত, অতঃপর দুই লোকে মোহরের এক পার্শ্ব ঘষিয়া বা চাচিয়া লইলে সহজে ধরা যাইত না। বাস্তবিক এইরূপে মোহরাদির অনেক ক্ষয় হইত। এখন এই প্রভারণ্য এড়াইবার জন্য টাকশালের অধ্যক্ষ পার্শ্বে দাগ কাটা, স্রবু ও অল্প অল্প মূদ্রিত অতি সূক্ষ্ম মোহর প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ মোহর সমস্ত ছাপটাই পড়িত এবং পার্শ্বে চোট থাকা জন্য কোন দিকে ঘষিলে বা চাচিলে সহজেই ধরা যাইতে পারিত।

ঐ বর্ষে আগষ্টমাসে গবর্নরজেনারেলের আদেশে টাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদেও কলিকাতার টাকশালের ঠিক অল্পরূপ টাকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সকল টাকাতে সনের পত্রিবর্গে সন্ন্যাসিদিগের রাজত্বের ১২শ বর্ষাঙ্ক মূদ্রিত থাকিত। এই টাকা কোম্পানীর অধিকৃত বাবতীর আদেশে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে টাকা ও পাটনার টাকশাল বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাকশালও উন্নিহিত হয়।

তখনও কান্দী, করকাবাদ, বরেনী, আলাহাবাদ, গৌরক-পুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ব্যবহার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু অনেককালে টাকশালের কর্তৃচরিত্রগণের অসদ্যবহারে মুদ্রা হীনমূল্য হইতে লাগিল। প্রবর্তিত বখালাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

দুইয় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই কোম্পানীর অধিকৃত

বিত্তীয় প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রচলনের কথা হইল।
বাছাইকৃত নবাবিকৃত ও করদ প্রদেশসমূহে নূতন নূতন
মুদ্রা চলিতে লাগিল।

পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন মুদ্রার পরিণত করি-
বার জন্য সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাকশাল স্থাপিত
হইয়াছিল।

সম্রাট সমগ্র ভারতবর্ষে নিজা, করতাবাদী, গোরক্ষপুরী,
বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উত্তীর্ণা গিয়া সর্বত্র ১৮০
গ্রেণ (ট্র) ওজনের টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৮০৫
খৃষ্টাব্দে মাত্রাজের টাকশাল উত্তীর্ণা বার এবং উহার কল
প্রভৃতি সমস্ত বোঝাই ও কলিকাতার টাকশালে আনীত হয়।
ইহার পর কলিকাতা ও বোঝাই টাকশালেই সমস্ত ভারত-
বর্ষের মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অতীত স্থানের টাক-
শাল নিম্নোক্তনবোধে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন বোঝাই
ও কলিকাতার টাকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে। এই
দুই স্থানের টাকা প্রভৃতি ঠিক একই প্রকার।

এতদ্বির অনেক করদ ও নিজ রাজ্যের নিজ নিজ রাজ-
ধানীতে টাকশাল আছে। এই সকল টাকশালে স্থানীয়
প্রদেশের মুদ্রা টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

টাকা (দেশজ) ১ নীবন, সেলাই। ২ পূর্বস্থচনা করা, আগ
বাড়াইয়া বলা।

টাকু (দেশজ) মস্তকের কেনউঠা রোগবিশেষ। [ইঙ্গলুপ দেখ।]

টাকপড়া (দেশজ) [ইঙ্গলুপ দেখ।]

টাকুরা (দেশজ) লিঙ্গা ও কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান।

টাকা (দেশজ) ১ রোপ্যমুদ্রা, টকা, তকা।

টাকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Pistia stratiotes)

টাকাহার (দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি লতা।

টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল
দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটি গবর্নমেন্ট

হাই এন্ট্রাস (বোডিং) স্কুল, একটি বালিকাবিদ্যালয় এবং
একটি নাত্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান বাহ্যিকর।

এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে
অনেক জমিদারের বাস, ইহার রাজা বসন্তরায়ের বংশ-
সম্প্রদ। বর্গীর কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটি

সুপ্রসিদ্ধ পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম
পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাকুয়া (দেশজ) টাকুর, হুত্র পাক দিবার বহুবিশেষ।

টাকুর (দেশজ) হুত্রপাক দিবার বহুবিশেষ।

টাকুরাই (দেশজ) অঙ্গপ্রস্থ, খেঁচা, টাকুরিয়া।

টাকু (স্ত্রী) টকেন তরলেন নিবৃত্ত। মস্তবিশেষ, এই মস্ত টকুরূপ
নীলবর্ণিখের রসে প্রস্তুত হয়। মস্ত বাদন প্রকার—পানস,

জাক, মাধুক, খার্কুর, তাল, ঐকব, মাখীক, টাক, মাখীক,
এরের ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মস্ত। বাদন
প্রকার যতের নাম মুদ্রা ও তাহা অতি গর্হিত। পুরোঁক
একাদশ প্রকার মস্ত পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হই,
ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস।

“ব্রাহ্মকুটম্বধূরপদসাদেশে বো মসঃ।

সন্তোভাত্ত পীড়া তঃ ব্রাহ্মধুগোং বিজোভবঃ ॥” (পুণ্ড্রা)।

[মস্ত দেখ।]

টাকুমাখীক (স্ত্রী) মস্তবিশেষ। এই মস্ত শতাব্দীর, উচ্চস্থল
রস এবং পদ্ম মধু দ্বারা একত্র করিয়া প্রস্তুত হয়।

“শতাব্দীর উচ্চস্থলঃ লক্ষণপদ্মমেষ চ।

মধুনা সহ সন্ধানঃ টাকুমাখীকীরিতং ॥” (তন্ত্র)।

টাকুর (পুং) উচ্চতম টাকুর রাত্তিরাক। বেচ্ছাচারী, পাণ্ডা,
নাগবীট। (জিকা)।

টাকু (দেশজ) ১ সাহায়া। ২ পা। ৩ সোঁকান।

টাকুন (দেশজ) ১ স্থলন। ২ পার্শ্বীয় টাটুখোড়া।

“পার্কৃত্য টাকুন তাকী বাছিয়া কিনিগ বাঙ্গী

গজ কিনে পর্ত্তের চূড়া ॥” (কবিক)।

টাকু (দেশজ) স্থলা।

টাকুাইল, বাংলার ময়মনসিংহ জেলার একটি নগর এবং
আশিয়া মহাস্থান নগর। এই নগর যমুনার একটি শাখা
লহঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাকুাইলে নিকটবর্তী গ্রাম সকল
লইয়া একটি মিউনিসিপালিটি আছে। অধিবাসী সংখ্যা
(১৮৯১ খৃঃ অব্দে) ১৭৯৭৩। তদন্থ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং
মুসলমান ৫৭০৭। এখানে দুইটা উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয়
লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য
হইয়া থাকে।

টাকুান (দেশজ) লখিত করণ, স্থলান।

টাকুপ্রদীপ (দেশজ) স্থলান আলো, আকাশপ্রদীপ।

টাকী (দেশজ) কুঠার, পরস্ত।

টাকি (দেশজ) ভাস্কর্যনির্মিত পাত্রবিশেষ, পুজার নিমিত্ত
ভাস্কর্য পাত্র।

টাকী, সিদ্ধদেশই নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সোমীর-
বংশোদ্ভব চতুর্দশ রাজা জামনঙ্গল কর্তৃক স্থাপিত। এই
নগর সিদ্ধনগর তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ কোশ অন্তরে
পর্তুগীশদিগে অবস্থিত। বর্ধাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদ্র
প্রদেশ জলমগ্ন হয়; ইহা কেবল বীপের ভাঙ্গ ভাসমান থাকে।

ইহার পথ সমুদ্র অতি অপ্রশস্ত ও অপরিহার্য, কিন্তু ইহার
ব্যবস্থা উত্তম, ইহার চতুর্দিকের জমি উর্বরা। [টটা দেশ]

টটান (দেশ) ১ কন্ কন্ করা। ২ ভাষা।

টটানী (দেশ) অত্যন্ত বেগুন।

টটি (দেশ) পর্দা, বেড়া, মাদুর।

টটী (দেশ) ১ জুজগাছ। ২ পশুদের পর্দা বা বেড়া দেখায়।

টটু (দেশ) দেশীয় ছোটমাতীর বেড়া।

টটুয়া (দেশ) স্বর্বাধিকরণে শুকাইয়া থাকে।

টটুকা (দেশ) ভাষা, নৃত্য, বাগী ময়।

টাতা (টাটা) বাঙ্গালার মাগধবেলার একটি প্রাচীন নগর।

এই নগর ধোড়ের নিকট গঙ্গার উপর পায়ে অবস্থিত ছিল,
গৌড়নগর নামে হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গালার রাজধানী
হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা
এখন স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবতঃ এই স্থান পাগুলা নদীগর্ভে
হীন হইয়া গিয়াছে। অজিও এই স্থানে একটি গ্রাম টাটা বা
টাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস-
লেখক ষ্টুয়ার্ট মাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশ্রুতি হইবার ১১
বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান নৃপতি সুলেমান শাহ-
কব্রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাটা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন
করেন। মোগল-সম্রাট অকবরের সময়ে টাটা নগর অগ্নয়ুগ
ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে
বিজোহী জুজশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্মার ভয়ে
রাজমহল হইতে টাটার পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরা-
জিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকার বাঙ্গালার
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল।

টান (দেশ) ১ আক্রমণ। ২ কর্ষণ। ৩ আকর্ষণ।

টানন (দেশ) আকর্ষণ।

টানলহ (দেশ) আকর্ষণ সহ করিবার ক্ষমতা।

টানা (দেশ) ১ রজ্জ্ব প্রভৃতি দ্বারা বস্তবস্ত্রের সংযোগ, করণ।
২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জুজ। ৩ বাঙ্গালার মুসলমান
নবাবদিগের সময়কার একটি দুর্গ।

টানাজিনিয়া (দেশ) একপ্রকার ঘাস। (Poa punctata)

টানাতারি (দেশ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ।

টানানি (দেশ) হাঁকা, চাপা। ২ আকর্ষণ।

টান্টোজ (দেশ) ১ অপরিহার্য, কর্ষণ। ২ আকর্ষণ।

টাপর (দেশ) উত্তম আশ্রয়, খাবড়, চাপড়।

টাপু (দেশ) বীণবিশেষ।

টাবানি (দেশ) একপ্রকার মেরু। (Citrus-acida)

টামটাম (দেশ) ছোটকাটা।

টামটাম (দেশ) সংগৃহীত বস্ত্রের নানাবিধিক না হওয়া।

টাম (পু) টাম পুয়া গছটি ক-অ-। ১ জুজ, পোটক।
২ রজ্জ্ব। ৩ লজ্জ।

টাল (দেশ) ১ বীর্ণহৃৎকা, বিলম্ব করা। ২ হলনা।

টালন (দেশ) ১ হলনা। ২ বীর্ণহৃৎকা।

টালটালি (দেশ) পরস্পর বিলম্ব করা।

টালি (দেশ) মেলে পাতিবার জন্য যে চক্ষুক্ষণাভূতি ইষ্টক
ব্যবহার করা হয়, টাইল।

টালুমটাল (দেশ) ১ বুধা বিলম্ব করা। ২ হলনা করা।

টালুমটালী (দেশ) বিলম্ব করা।

টি, সংজ্ঞা পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংজ্ঞা
ভাবার সমার্থে "টা" ব্যবহৃত হয়।

টিয়া (দেশ) তোতাপাখী।

টিকম (দেশ) বহুকালহীন।

টিকর (দেশ) উন্নত, আগি, জালাদ।

টিকরা (দেশ) পক্ষীবিশেষ। (Sylvia olivacea)

টিকা (দেশ) ১ অজ্ঞানদি দ্বারা প্রভুত অধিগ্রহণের প্রথা।
২ বসন্তরোগ নিবারণের জন্য হতে কতকরণ। [টিকা দেশ]

টিকার (দেশ) যে টিকা দেখে।

টিকায়েরায়, মক্কোএর নবাব আসফউল্লাহর দেওয়ান
(১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব্দ)। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।
হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেইকবি টিকায়েরায়ের বিশেষ
আহুকৃত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্ত তিন কবিই তাহার কীর্ত্তন
করিয়া গিয়াছেন।

টিকারা (দেশ) হস্তবান্ধবিশেষ, ধামাল।

টিকারী, গরাজেলার অন্তর্গত একটি সহর। অক্ষা ২৪° ৫৩'
৩৬" উঃ ও দ্রাঘি ৮৪° ৫২' ৫০" পূঃ। প্রধানগরীর ১৫ মাইল
উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা
১১৫০১। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। প্রতিলোককে
৮০ হিসাবে টেক্স দিতে হয়।

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শ্রমের আক্রমণ
হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ
নির্মাণ করেন। দুর্গপ্রাচীরের মুরহর কামান রাখিবার
স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে।

ইতিহাস। এখানকার রাজবংশ নিজাত জম্মাটীন নামে।
নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগলশাসনের বিশৃঙ্খলা ফলি-
বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ বীরসিংহ প্রায়হৃত্যু হল।
এখনে তিনি একজন সামান্য কামিয়ার মাত্র ছিলেন। তাঁহার
পুত্র হুম্মারসিংহ বঙ্গ-বেহারের স্থাপত্য আদীর্ঘকালকে

মহারাজবিরোধের বিরুদ্ধে সাহায্য করার এবং পাটনার বিজোহ-
করনে লক্ষ্যকাম হওয়ার "রাজা" উপাধি লাভ করেন।
রাজা মুনরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অস্কা-
রাসেই আপনাদের সম্পত্তির বহুটী উন্নতিসাধন করিলেন।
অল্প দিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবাং, একিল, তিলাবার, দধনাইর,
আলুটি ও গহারা এবং অমরাখু ও বাঁহের পরগণার অধিকাংশ
আপনাদের অধিকারভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহার ও
রামগড়ের নানান স্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অকসেবে
তাঁহারই এক জমাদার হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিনাশ করে।
মুনরের তিন পুত্র বনিরাদসিংহ, কতেসিংহ ও নেহালসিংহ।
কেহ কেহ বলেন, ঐ তিনজনেই মুনরের জ্যেষ্ঠপুত্র, তিনি
কেবল জ্যেষ্ঠ বনিরাদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বনিরাদসিংহ শাস্তিপ্রিয়। ইংরাজের সহিত তাঁহার বেশ
সভাব ছিল। তিনি আত্মগত স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগকে
এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে।
পত্র পাইয়া কাসিমজাদী অত্যন্ত ক্রোধ হইয়া বনিরাদ ও তাঁহার
জ্যেষ্ঠপুত্রকে পাটনার আনাইয়া তাঁহাদের প্রাণনাশ করেন।
উক্ত ঘটনার কিছু পূর্বে বনিরাদের এক পুত্রসন্তান জন্মিত
হইয়াছিল। কাসিমজাদী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার
জন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার
জন্ত তাহাকে এক ঘুঁটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিরাদের
প্রধান কর্মচারী মল্লীসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন।
বন্ধারের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দলিল রাখপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা
করিয়াছিলেন। এই রাখকুমারের নাম মিজলিংসিংহ। সেতাব-
রারের শাসনকালে মিজলিংসিংহ আপনাদের সমস্ত সম্পত্তিই
হারায়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (Mr. Law) বেহারের
কলেक्टर হইয়া গেলে মিজলিং পূর্বসম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার
হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইলেন। ইংরাজসরকারও তাঁহাকে
'মহারাজ' বলিয়া স্বীকার করিলেন। ধরকদি জেলায়
কোলহান নামক স্থানে বিজোহ উপস্থিত হইলে মিজলিং
সঙ্গেতে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়া
বন্দোবস্তের এক বৃহৎ সন্মেলন বনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার
বন্ধে টিকারীরাওঁর আর বিস্তৃত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৪১
খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হিতনারায়ণ ১/০ আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র
অননারায়ণ সিংহ ১০/০ আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে
১০ই নবেম্বর হিতনারায়ণ "মহারাজ" উপাধি এবং লর্ড
হাভিঞ্জের নিকট দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি সেবধিকৃত ও

বার্ষিক ছিলেন। নিজ সহধর্মিণী মহারানী ইন্ড্রজিৎকুমারীর
হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনার গলভীতে অভিষিক্ত
করেন। এখানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্ড্রজিৎকুমারীর মৃত্যুর পরে রাজ্যের সমস্তিক উন্নতি
ও প্রাণপণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির
অনুমতি লইয়া নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ
করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তাঁহা-
দের ভবিষ্যৎ দাবীদাওরা সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া দেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী লাভ করিয়া হই-
লেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজ' উপাধি ও হুটন-
গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ৩৫০০ টাকা মূল্যের খেলাত পাই-
লেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন
কার্যে উপস্থিত হইতে হইবে না উদ্ভিষ্ট ও ক্ষমতা লাভ
করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি
করজাবাদের অন্তর্গত অকোথামানক স্থানে একটা এবং
পরামেলার ধর্মশালা নামক স্থানে আর একটা বৃহৎ দেবালয়
নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

মুনরাররপেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর
তাঁহার দুই ভ্রাতা রাণী অম্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী
সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী
আপনাদের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে
গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখানো অম্বমেধকুমারী এর দত্তক
লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়া
বসিলেন। অম্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধি-
কার সাব্যস্ত করিলেন।

মহারানী ইন্ড্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, বাসকা প্রভৃতি নান্যতীর্থ
পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনস্থানে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।
তাঁহার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁহার পুত্রবধূ
মহারানী রামকৃষ্ণকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

ইন্ড্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটনা ও
বৃন্দাবনে দুইটা বৃহৎ দেবালয় নির্মাণ করেন। তিনি সিপাহী-
বিদ্রোহের সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত কলিকাতা বাইবার
পথস্থিত ভলুচটী নিরাপত্তা রাখিয়াছিলেন।

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই।
তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধিকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরা-
ধিকারী। মহারানী রাজকৃষ্ণকুমারী অতিশয় দানশীল। তাঁহার
বন্ধে টিকারীরাওঁর নানান স্থানে অতিথিশালা ও বিদ্যালয়
স্থাপিত হইয়াছে। তৎকর্ত্ত প্রতিবর্ষে জিশ্বজার টাকা দান
করিতে হয়।

টিকারীয়ার আয়—৪৬২৬০ টাকা, গবর্মেণ্ট রাজস্ব ১১২৪০০।

টিকটিকি, সরীসৃগবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব বিভ্রম সাহে। প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর কুকলাস, গোঁধা এবং প্রকাণ্ডকার কুস্তুরাদির সহিত সম-জাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিকটিকির আকার অনেক আংশেই কুকলাসের মত, কিন্তু অবয়ব অগোচরিত থাকা এবং কোমল ও হুল। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণু হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের ফোটারাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। সমগ্র পুরাতন মহাদীপেই টিকটিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীট পতঙ্গ ধরিতা ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রাণীপের নিকট কীট ভক্ষণ জন্য টিকটিকি থাকিতে দেখা যায়।

টিকটিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্য ব্যাঙ্গাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, এমিকে টিকটিকি পলায়ন করে। বাহা হউক, পুচ্ছ খসিয়া গেলে উহা আবার গলাইয়া উঠে।

ইহারা সুখায়া মধ্যে মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করে, ঐ শব্দ হইতেই ইহাদের নাম টিকটিকি হইয়াছে। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, ঐ শব্দ নিকটবর্তে রাজাদির শুভাশুভ নির্দেশ করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্বিদ বরাহের পুত্রবধু মুখরা থনা অনেক সময় যন্ত্রের গণনা শুণ্ডন করিয়া সর্বসমক্ষেই নিজের বিতৃষ্ণ মত প্রকাশ করিত। ইহাতে বরাহ লজ্জিত হইয়া পুত্রবধুর সিন্ধা কাটিতে আদেশ দেন। থনার ঐ সিন্ধাই টিকটিকি হইয়া অত্যাতি লোককে শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে।

একজন নির্ভাবান্ হিন্দু রাজাকালে বা কোন শুভকার্য-রন্তে টিকটিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্যে অগ্রসর হইয়া। পরীক্ষার স্থানভেদে ইহার পতনেও ঐরূপ কল হুচনা করে।

টিকটিকী (দেশজ) গৃহগোবিন্দা, জেগী। [জোজী দেখ।]

টিটিকার (দেশজ) অবজা, নিলা বা ভৎসনাত্মক শব্দ।

টিটি (দেশজ) পক্ষীবিশেষ (Parra jacana)

টিটিভ (পুং) টিটীত্যাক্ষশব্দ ভগতি ভগ-ড। পক্ষীবিশেষ, কোকিলিক, টিটরগাবী।

টিটিভক (পুং) টিটিভ-বার্ধে কন্। টিটিভপক্ষী, টিটিরি।

টিটিলা (স্ত্রী) সখ্যাবিশেষ। ১০০ নাগবেল এক টিটিলা।

টিটিভক (পুং) টিটীত্যাক্ষশব্দ ভগতি ভগ-ড। পক্ষীবিশেষ, টিটিরিগাবী, টিটী। পর্যায় টিটিভক, টিটিভক। ইহার মাংস-ভক্ষণ বিজ্ঞানীগণের নিবিড়।

“অনির্দিষ্টাংচৈকশব্দাং টিটিভক বিবর্তয়েৎ।” (মহু ৪১১১)

এই লোকের মেধাতিথিভাবে টিটিভ শব্দে শব্দনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“টিটিভ: শব্দনিরেষ, টিটিভি বো বাপতো। প্রায়শ শব্দানুকরণনিমিত্তঃ শব্দনীনাং নামধেরপ্রতিগততত্ত্বকং নিরুক্তকারণে কাকইতি শব্দানুকৃতিত্ববিদং শব্দনিষু বহুলাং” (মহুতাং মেধাতিং ৪১১১) কাক শব্দের অনুকৃতিমাত্র, বাস্তবিক টিটিভ শব্দে কাক নহে। ২ অরোদশ মনস্তরীর ইচ্ছাপ্রকৃতি দানববিশেষ। নারায়ণ মায়ুরূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (গরুড়পুঃ ৮৭ অঃ)

৩ বরুণের সত্যরক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্যধর্মরহিত।

(ভারত ২।১।১৫)

টিটিভক (পুং) টিটিভ-বার্ধে কন্। টিটিভ।

টিটিনিকা (স্ত্রী) ১ অম্মুশিরীষিকা, ঘোঁক। (ভাবপ্রঃ) ২ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

টিটিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় টাউশ। পর্যায় রোমশ-ফল, তিলিশ, মুনির্নির্ভিত, তিটিশ। ইহার গুণ—রোচক, ভেদক, পিত্তরোয়া ও অঙ্গরীনাশক, স্নীতল, বাতল, কৃষ্ণ ও মূত্রল। (ভাবপ্রঃ)

টিপ (দেশজ) ১ কপালচিহ্ন, ঘোঁটা। ২ চিঠী, হুতী।

টিপনি (দেশজ) গৃহরূপে আবাস করণ।

টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা।

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আন্তে আন্তে।

টিপুশাহ, আর্কটের একজন এসিক মুসলমান কবির। ইহার নামাশুসারেই মহিহুদের শাসনকর্তা বিখ্যাত টিপুহুলতানের নামকরণ হয়। টিপুহুলতানের পিতা হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক কবির আসিয়া থাকে। কবীরা ভাষায় টিপু শব্দে ব্যাঙ্গ বৃক্ষণ।

টিপুহুলতান, মহিহুদেরাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি স্বয়ংগ্ৰহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহারাজী সেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অঝোরাহীসহ গভীর নিশিখে শত্রুভরে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহারাজীকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দরআলি দেখ।]

যখন টিপু ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাজ-দিগের বোমতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু সাহেব শটসেড রাজাদের চারিখিক্ জুটন করিতেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিলে, টিপুসাহেব ৫০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অঝারোই লইয়া কর্ণেল বেবীর পতিরোধার্থ পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। এই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেবীকে আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেষ্টির মনুয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্য আর্কটামুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্যকুশল দর্শনে ইংরাজসেনানায়ক পর্যন্ত চমৎকৃত হইরাছিলেন। যে দিন ইংরাজসেনানায়ক আর্গি অভিযুখে যাত্রা করেন, হায়দর টিপুকে বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া আর্গিতে পাঠাইয়া দেন। আর্গিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি সার আয়ার কুটের সেই জুড়ই আর্গির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্গির নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু অবিধা পাইয়া ব্রীটশসৈন্তের উপর অবলম্বনে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল, সে দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার আয়ার কুট মাত্রাজে গৃহপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২০এ নবেম্বর, কর্ণেল হাথারটন পোনানি অভিযুখে সৈন্ত চালনা করেন। টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত ব্রীটশসৈন্তদ্বিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্বদাই রণক্ষেত্রে থাকিতেন।

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণ-ত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ ভাবিয়া পুর্ণিমা ও কৃষ্ণাও নামক মন্ত্রীদ্বয় তাঁহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। হায়দরের বিতীর পুত্র আবদুল করিম গোপনে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ছইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বড়বর করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী-দ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই বড়বর প্রকাশ হইয়া পড়িল; মন্ত্রীদ্বয় বথাকালে বিস্তৃত অস্ত্রের পাঠাইয়া টিপুকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু লক্ষ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া

চমৎকৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল; অসত্যগণ টিপুকে মনুনে উপবেশন করিবার জন্য আহ্বোধ করিলেন; কিন্তু অচ্যুত টিপু অতিশয় পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে আহ্বোধ রক্ষা করিতে পরাক্রম হইলেন। অচ্যুত মন্ত্রীদ্বয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে মৃত্যু হইলেন।

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিম্বর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিসন্ধি আঁটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা হারাইলেন। টিপু মৃত্যু হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোযোগ করেন নাই; তিনি কর্ণটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল উঠাইয়া আনিলেন; পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্ত রহিল। হেটিন্স সার আয়ার কুটকে আবার মাত্রাজে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু ব্রুসেনাপতি রোগে ও পথকটে জাহাজেই লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক ব্রী ভারতে আসিয়া পৌছিলেন এবং ১০ই এপ্রেল কুন্ডাপুরে ফরাসীসেনার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্ণাকালে টিপুর সহিত যোগ দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধিস্থাপিত হয়। ব্রী যে সকল ফরাসীসেনা টিপুর কার্যে রাখিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ার তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।



এদিকে বোম্বাই প্রদেশে টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল ম্যাথুকে পাঠাইয়াছিলেন। মহিম্বরের অধিত্যকায়িত বেদুর ইংরাজ-অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিতা এই স্থান রক্ষা

করিয়াছিল, কিন্তু শেবেরকার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সন্ধিপূর্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপু পরাজিত ইংরাজসৈন্যগণকে মহিম্বরহর্ষণে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

বেঙ্গুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্য লইয়া বঙ্গবীর অজিতপুরে আগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাথেরলের অধীনে ৭০০ ইংরাজ ও ২৮০০ দেশীয় সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২রা আগষ্ট পর্যন্ত তাহারা টিপুর প্রবল আক্রমণ সহ করিয়াছিল। তৎপরে ৩০এ আত্মসমর্পণ পর্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; কিন্তু রসদের অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া ডেলিচারী অজিতপুরে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল জুলাইট্ ১০০০০ সৈন্য লইয়া দিল্লীজল, পালঘাটচেরী ও কোরমাতুর অধিকার করেন, এখন তিনিও মহিম্বর রাজধানী আক্রমণ করিতে আগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈন্য মহিম্বরের উত্তর-পূর্বাংশে কার্ণারাকো উপস্থিত ছিল; টিপু অত্যাচারে তাহার রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা মহিম্বরের পূর্বতন রাজাকে ব্রুটশ সাহায্যে টিপু হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় ইংরাজগণের অনেকটা সুবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টিন বড়লাটের উপদেশ না শুনিয়া টিপু সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রাজ্যের মজীসভা টিপুর নিকট হুইজন কমিশনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথা তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যে ফিরাইয়া পাঠান।

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আগ্রহী করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিম্বর-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টিন আপন ইচ্ছামত টিপু দুতের সহিত আবার কমিশনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাঁহাদিগকে বিজ্ঞপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাহারা লাহিত হইতে লাগিলেন। বঙ্গবীর তাহাদের তাঁবুর সম্মুখে হুইটী কান্দিকাঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুষের বাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই সন্ধি। তাহারা বহুকষ্টে শুণ্ডভাবে একখানি ইংরাজজাহাজে উত্তীর্ণ পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিলেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ১২ই মার্চ টিপু এক অমাত্য লিখিত করেন—“ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত্ত মতকে ও সন্ধিপত্র হস্তে বঙ্গবীর; হই বন্দী ধরিয়া কতই খোলাস ও বন্দোবস্ত কর কণা বহিরা সন্ধিগরে সম্মতি দানে অহরোধ করেন। পুণ্য ও হারিহরবানের উকীলগণ এই সময় বিশেষ অল্পনর বিনয়

করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সম্মত হইয়াছিলেন।” এই লিখিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাহ বিলম্ব বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। সন্ধি অম্বলারে ১৮ জন ইংরাজ-রাজপুরুষ, ২০০ ইংরাজ ও ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। তাহাদেরই মুখে টিপু অত্যাচারের বিবরণ, জেনারেল ম্যাথু ও অপর ইংরাজ-সেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বঙ্গবীর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন; কিন্তু নানাকড়-বিশিষ্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে টিপুসুলতানের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত হইল।

এদিকে নানাকড়বিশিষ্ট টিপু নিকট চৌধ আদায় করিতে আগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌধপ্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় যোঁরতর যুদ্ধ ঘটবে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে জুলাইমাসে নানাকড়বিশিষ্ট জীমানদীতীরে বাৎসির নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপু বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শ্রুতই টিপু কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিজামের নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে তাঁহার স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। এই অসম্মত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি টিপু বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাকড়বিশিষ্টের সহিত যে অভিসন্ধি আঁটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু দেখিলেন ক্রমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও ব্রুটান-দিগকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়-গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি সর্বোযোগ্য করিলেন। তাঁহার সেনাদল বৃহত্তর হইল, মহারাষ্ট্র-দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তবর্তি বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সুলতান টিপু সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বিলম্বিত সহস্রাংশে প্রের বিবেচনা করিয়া প্রায় সহস্র সহস্র আশ্রয় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন;

তাহাতে নানাকড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইরাছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহণ বৃথা। টিপু বেরুগ বল সঙ্কর করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ করাসীসেনানায়কের বয়ে বেরুগ শিক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নানাকড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মঙ্গলুরের সন্ধি অমুসারে ইংরাজেরা মধ্যস্থ থাকিতে বাধ্য হইরাছিলেন, কাজেই নানাকড়নবিশ সাহায্য-প্রার্থী হইরা বাৎগিরের নিকট নিত্যান ও বেরুগের সাধোজি ডোল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরস্পরে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধোষণ ও মহিষুররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য এক সন্ধিপত্র স্থির হইল।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে টিপু কি তাহারি তাহাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদমি কিরিয়া পাইলেন। টিপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা নগর এবং বাকি টাকা এক বৎসর মধ্যে শোধ হইবে। টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিগ্রহণে সম্মত হইলেন, তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না; নিজামের সহিত আবার তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুহুলতানে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ বর্ষের শেষে গণ্টুর-সরকার সমর্পণ করিবার জন্য বড়লাট কাণ্ডেন কেনাওরকে পাঠাইরাছিলেন। এখানে একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইরাছিল, কিন্তু নিজাম গণ্টুর সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপতনের সন্ধি অমুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের বেসকল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইংরাজগবর্নমেন্টের নিকট সৈন্ত চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার তাহাতেও সন্তোষ নাই হইয়া তিনি টিপুহুলতানকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি কোরাণ গ্রহ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন; দূত আসিয়া টিপুর নিকট জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা বেরুগ ক্ষমতাপালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাজে আমাদের ধর্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাহুয়ে বন্ধ হইয়া স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত। অচ্যুত টিপুহুলতান বৈবাহিক হুজুরে বন্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি নীচঘরে কড়া দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পর-

স্পরে যৌর শক্ততা বৃদ্ধি হইল; টিপুহুলতান মসলিপতনের সন্ধি নিতান্ত দোষাবদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ ঐ সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। এদিকে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ-বিশেষ শক্তি চালনা সম্বন্ধে অপকপাত থাকিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মঙ্গলুরের সন্ধি অমুসারে জিবাছুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। জিবাছুররাজ ওলন্দাজবিশেষের নিকট হইতে কোরল্লুর ও আরাকুটি নামে দুইটী নগর সম্রাতি জয় করেন। টিপু ঐ দুই নগর কোট্টীনরাজের হইরা চাহিয়া বলিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যখন ঐ দুই নগর তাঁহার আশ্রিত কোট্টীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্দাজেরা কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ জিবাছুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মাজ্জাজের ইংরাজ-অধ্যক্ষ হলান্ড সাহেবকে অমুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া জিবাছুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বলিলেন। জিবাছুররাজ পর্ত্ত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমান্থ দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া কেলে। এতদিন টিপু জিবাছুররাজের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন জিবাছুর-রাজ্য দুর্ভেদ ছিল, কোন দিক দিয়া সৈন্তপ্রবেশের পথ ছিল না। এখন সুবিধা পাইয়া টিপু সৈন্তচালনা করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি জিবাছুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। মাজ্জাজ-গবর্নমেন্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। জিবাছুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নানাকড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মার্চ মাসে ইংরাজবিশেষের সহিত সন্ধি করিলেন। জুলাই মাসে নিজামের সহিতও ঐ হুজুরে এক সন্ধি হইল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ মাজ্জাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজকে সৈন্ত পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২৬এ মে, ১৫০০০ সৈন্য লইয়া ইংরাজসেনাপতি ব্রিটিনপন্নী হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্তগণ কোরল্লুর উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিল্লিগল ইংরাজের অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিষুরের সীমান উপস্থিত। টিপুহুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বিপুল বিক্রমে পক্ষর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ কর্ণেল কুইডকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক গুর্টপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শক্তসৈন্ত টিপু কিছু করিতে পারিল না-বটে, কিন্তু এদিকে বলবার উপকূল

কর্ণেল হারটলি টিপু সেনাধ্যক্ষ হোসেনআলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রসৈন্তগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া টিপু অপর সেনাপতি বদর-উল-জমান ও ফুজুব-উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া ধারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এনিকে নিজাম সৈন্তে কপালদুর্গ ও বাহাদুরবন্দ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও বৃদ্ধপ্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল অটল সাহসে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দেখিলেন টিপু সহজে বন্দীভূত হইবার নহে, তাহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি মহিষুরের গিরিসঙ্কট মোগলী-খাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে কৌশলক্রমে বল্লুর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপু সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ রাজিকালে শত্রুগণ অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। নিজামের প্রায় ১০ হাজার সৈন্ত আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা সন্দেহইয়া ত্রিরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি আবরুজ্বী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। এই বিষয় বিপদের সময় টিপু যখন দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছে তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনায় সমস্ত সৈন্ত একত্র করিয়া রাজধানী রক্ষার্থ যত্নবান্ হইলেন। ১০ই এপ্রেল অরিকেরা নামক স্থানে শত্রুদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

১০ই এপ্রেল রাজিকালে বড়লাট দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা ত্রিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের অয়লাভে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তাঁহার সৈন্তগণের রসদ জুয়াইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ নিবটবর্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাঁহার মালগাড়ী ও ভাণ্ডার লুট করিলেন।

তৎকালে বড়লাট বিষয় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাণ্ডেন লিটল্ পরশুরামরাও পরিচালিত মহারাষ্ট্র সেনাদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। বাহা হউক, দ্বিতীয়বার যুদ্ধে কিছুই কল হইল না। এবার টিপুকে

চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামরাও ও কাণ্ডেন লিটল্ বহুসৈন্ত লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম সৈন্ত ও ইংরাজসৈন্ত লইয়া উত্তরপূর্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্র-বীর হরিপুত্রের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন।

টিপুও মহোৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য ও সম্মান রক্ষার জন্ত উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে নিরোগ করিলেন।

এনিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অসম সাহসে নন্দীদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ, রায়কোট প্রভৃতি দুর্গ সকল জয় করিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জাহ্নুরায়ী মাসে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রসৈন্ত সহ মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্রয়ারী ত্রিরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাজসেনাপতি জেনারেল আবরুজ্বী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া টিপুকে আক্রমণ করিল। এতদিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না,' এখন সেই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনায় এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।"

২৪এ ক্ষেত্রয়ারী, সুলতান লেফটেনাণ্ট চামারস্ নামক এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারেল আবরুজ্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপু প্রতিজ্ঞাবান্ বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। বাহা হউক এখন কোড়গরাজের অজ্ঞাই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে টিপু আপনায় ছই পুত্রকে ইংরাজ শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজপক্ষীয় সকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রানুসারে টিপু পুত্রদ্বয় ইংরাজ শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনায় অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্তী অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অর্ধেক নগদ ও অর্ধেক একবর্ষ মধ্যে দিবার কথা রহিল।

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিল

না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রসারিতকরণের জন্য অনেক ব্যয় করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের ও মহারাজের সেনানায়কগণ ঋণ্ডভাবে টিপুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। টিপুও পুরোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এতদিন তিনি জুযোগে যুদ্ধে ছিলেন। এখন উক্ত সেনাপতিগণের আরোচনার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা এই যুদ্ধের জাতিতে পারিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মণিঙ্গন গবর্নরজেনারেল হইয়া আসিলেন। টিপুহুলতানের গতিবিধির উপরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য পড়িল। তখন যুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতগত ফরাসী সৈন্তদিককেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী কর্মচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈন্তদিককে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাঁহার নৌ-সেনাদলের সাহায্যার্থ মরিচসহরে ফরাসী-শাসনকর্ত্তা জেনারেল মলার্-টিক্কে ৩০,০০০ সৈন্তের অল্প লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরাবাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসা রেমন ও ১৫০০০ সৈন্ত লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্যকালে টিপুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিন্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর ডি বইন্ ৪০,০০০ সৈন্ত ও ৪৫০টা কামান সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তত।

লর্ড মণিঙ্গন ইংরাজদিগের বিপক্ষে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মাস্ত্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিস্কে ত্রীদশপতন অভিযুগে অবিলম্বে সৈন্তচালনা করিতে আদেশ করিলেন।

তখন মাস্ত্রাজে ৮০০০ মাত্র সৈন্ত ছিল। মাস্ত্রাজের কোষাগারও তখন এক প্রকার শূন্য। সুতরাং মাস্ত্রাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধোষণ অসম্মত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁহাদের যুক্তি না শুনিয়া অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্ মুলককে (মীর আলমকে) টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান ইজিপ্টে উপস্থিত। কখন ভারতে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় অবিলম্বে কার্যোদ্ধার করা চাই স্থির করিয়া বড়লাট আপন ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলসলি (ডাবী ডিউক অব

ওয়েলিংটনকে) ৩৩ সংখ্যক পরাতিবদল ও ৩০০০ লিপাই সৈন্ত সঙ্গে দিয়া মাস্ত্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য বরং মাস্ত্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই কর্ণেল ডোভটন বড়লাটের পত্র লইয়া টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। বাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংগ্রহ না রাখেন, সেই কথা জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল।

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তিনি ইংরাজগবর্নমেন্টের বরাবরই মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্নমেন্টকে সৈন্ত পাঠাইতে এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই পদার্পণ করিবেন, এ সংক্ষেপে টিপু অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। কৌশলক্রমে সেই পত্র তাঁহার শত্রুগণের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা তুরুকের স্থলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়া টিপুকে সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ক্রোধে পরিণত হইলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০০০ ইংরাজ-সেনা ও ১০,০০০ নিজামসৈন্ত বেঙ্গল হইতে যাত্রা করিল। এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারেল ট্যুর্ট ও হার্টলির অধীনে ৬০০০ সৈন্ত অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ জেনারেল হারিস্ বঙ্গলুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, কোড়গরাজ্যের সীমায় সলাশীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে টিপু ২০০০ সৈন্ত বিনষ্ট হয়।

এখন স্থলতান আপনার নির্ব্বাচিত সৈন্ত লইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ মার্চ মালবলী নামক স্থানে টিপু সৈন্ত পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের টিপুও ভীত ও ভ্রমোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার নিরাশ্রয়বাণী যেন জলন্ত অক্ষরে তাঁহার হৃদিপটে উদ্ভিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনেক কর্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন ইংরাজসেনাপতি হারিস্ মুশীলা নামক কাবেরী নদীর একটা অজানিত ঢড়া পার হই-

রাছেন, শীঘ্রই ঐরূপপতন আক্রমণ করিবেন। তখন সন্ধির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্ সৈন্যগণের রসদ খুঁজিয়া আসিরাছে দেখিয়া কালবিলাস না করিয়া ঐরূপপতন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। এই এক্সেল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি তাবির সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্ ছই কোটি টাকা ও অর্ধেক রাজ্য চাহিয়া বলিলেন। তাহার প্রত্যাশের টিপু বলিয়াছিলেন, “এরূপ দৃষ্টিত প্রস্তাবে সন্দেহ হওয়া অপেক্ষা বীরের ছাত্র মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের পুত্র, বীরের ছাত্র আপনাদিগের সন্মান রক্ষা করিতে জানেন।” সেই দিন তিনি আপনাদিগের প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন, “আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সন্মান ও ধর্মরক্ষার জন্য আত্মবিশর্জন করিব। যিনি এই মহাকাব্যে ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন।”

হুলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাণের সমতা বিসর্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনে নাই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইরাছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২য় মে দুর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ৩রা, চারি ছালার সৈন্য গড়বাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্গ-ভাঙিতে আরম্ভ করিল। টিপুহুলতান নিজে রণসাজে সাজিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপু প্রতি বিধাতা বাম, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ দুর্গবাসী সন্ধ্যার প্রাকালে আত্মগর্ষণ করিতে লাগিল। দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণ দেখিল, বীর টিপুহুলতান আপন সন্ধান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রণব্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময় টিপু দুর্গরক্ষার্থে আপনি যুদ্ধ করিতে ছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চাদিক্ হইতে গুপ্তভাবে তাহাকে বিনাশ করেন।

বাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ হর্ডেজ ঐরূপপতন দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাসমারোহে যুদ্ধলানগ্রা অস্থানে টিপুহুলতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইল। বীরমদে ইংরাজের দুর্জয় কামান টিপু সন্ধান ও ঐরূপপতনবিজয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে মহিষ্য হইতে কণ্ঠস্বরী যুদ্ধলান রাজকৈরও শেধ হইল।

এই যুদ্ধে জরলাভ করিয়া বড়লাট মর্নিংটন ওরেলসলি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে বিখ্যাত। ঐরূপপতন দুর্গ জয় করিয়া ইংরাজেরা নগর

ছই কোটি টাকা, ২২৯৮৮ কামান, ৪২৪০০০ শিকল ও দৌহ-নির্মিত গুলি গোলা এবং ৩৫০০ মণ বাদ্য পাইয়াছিলেন।

লালবাঘ উভানে হারনের সমাধিসন্ধিরে টিপু সমাহিত হন। টিপু অতিশয় অভ্যাতারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার অনেক সঙ্গুণও ছিল। তিনি নিত্য নূতন ভাববাসিতেন। তিনি দেশের শির ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার আশায় হইতে বহুসাধ্যক সংকৃত-গ্রন্থ, কোরাণের অর্থবাদ ও হিন্দুধর্ম বিশেষতঃ যোগল-সাক্ষ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, এখন কলিকাতার পুস্তকশ্রমে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে।

টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বিদ্যানু ছিলেন, পারস্তভাষার ছইখানি গ্রন্থও লিখিত করিয়া গিয়াছেন; তাহার একখানির নাম ‘ফরমাণ-বনাম আলীরাজ’ এবং অপর খানির নাম ‘কত-উলু মজাহিদীন’। এছাড়া আপনাদিগের জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টিপু পরিবারবর্গ প্রথমে বেঙ্গুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের স্তুবিধা না হওয়ার সন্দেহে কলিকাতার আনীত হইলেন। এখন টিপু গৌড় ও পৌত্তী-গণ সকলেই ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের স্তুতিভাষী। রসাপাগলা বা টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন।

টিমুক (আরবী) ১ মত্ৰিক। ২ গর্ক।

টিমকী (আরবী) গর্কিত।

টিমুটিমু (দেশজ) ১ অন্ন অন্ন জলা। ২ কীর্ণ অবস্থা।

টিমুটিমা (দেশজ) মিটি মিটি জলা।

টিয়া (দেশজ) তোতাধারী।

টিলিয়া (দেশজ) শুষ্কবিশেষ।

টিল্কা (দেশজ) বুদ্ধবিশেষ।

টী (জী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম ব্যাকার।

টাকা (জী) টাক্যতে গম্যতে ব্যাধতে বানয়া টাক-ব্যঞ্জে ক-টাপ্ চ। ১ ব্যাধ্যাগ্রহ, বাহা ধারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রহের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আধ্যাত্মব্যাধ্যাত্ম, বিবৃতি, ব্যাখ্যান।

“নম্বা ভগবতীঃ হুর্গা টাকাঃ হুর্গাধ্বজঃ” (দায়ভাগ)

টাকা (দেশজ) বসন্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য বহু শরীরে অজ্ঞানরা বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওরাকে টাকা দেওরা করে। বহুশূরকাল হইতেই এদেশে টাকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। বহুত ও পোকের বসন্তের কত হইতে পূজ বা রস গিয়াই টাকা দেওরা হইত। এই পূজ বা রসকে বীজ

কহে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্ষ্যঋষিগণ
তাহা অবগত ছিলেন। মহুত্তের বীজদ্বারা টীকা দিলে বসন্ত
ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারা অনেকের প্রাণ-
নাশ পর্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টীকার সে ভয় নাই, ইহাতে
সর্বশরীরে গোবসন্তের রস মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু উহার
প্রকোপ মহুত্ত-বসন্তের জ্ঞার তীব্র নহে। এমন কি ইহার
বসন্ত-প্রতিরোধকতা শক্তি মহুত্তবীজ হইতে কোন অংশেই
নূন নহে।

বসন্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার
উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন
স্থানে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া
দিলেই টীকা দেওয়া হইল। সচরাচর বাহ ও হস্তেই টীকা
দেওয়া হয়। চর্মগ্লেহ করিবার জন্য সূচী বা তীক্ষ্ণর ছুরিকা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নীওতাল প্রভৃতি অলতা জাতি অস্ত্র-
দ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ৩৪ বা
তোতাদিক স্থানে ফোকা করে, পরে ঐ ফোকা ভাঙ্গিয়া উহাতে
বীজ লাগাইয়া দেয়। ফলে ইহা দ্বারা টীকা দেওয়ার ফল
মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত আমাদের দেশে মহুত্তবীজ দ্বারা
টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাদালাটীকা এবং
বর্তমান প্রাণীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীকা কহে।
বাদালা-টীকা রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতগণ শীঘ্রই সুস্থিয়া
পাকিয়া উঠে এবং অর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসন্ত বাহির
হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উত্তীর্ণ হইবে বলে। বাদালা-
টীকা লইলে এদেশে বতদিন টীকা না শুকার, ততদিন আপন
পরিবারবর্গ সকলেই শুকাচারে থাকে, নিরাস্থি ভক্ষণ করে,
বজ্রাদি কাটিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসন্ত হইলে যেরূপ
পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই অতিপালন করে। [মহুরিকা
দেখ।] বাস্তবিক বাদালাটীকা কৃত্রিমবসন্ত তির আর কিছুই
নহে। গোবীজের টীকা লইলে ঐ সকল কঠোর নিয়ম
পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

ইংরাজী টীকার গোবসন্ত নামক স্তব্ধব্যাদি শরীরে
সংক্রামিত হয়। মহুরিকার সহিত তুলনার ইহার দ্বারা-
য়ক শক্তি অতি সামান্য ও অল্প বয়সকারক। সম্প্রতি এই
টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। গবর্মেন্ট মহুত্ত-বসন্তের
বীজদ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং
সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীকা দিবার কেন্দ্রস্থান
স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক
লোককে শিক্ষিত করিয়া প্রাণে প্রাণে টীকা দিবার জ্ঞান

প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্ত কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হয়
না। কলিকাতার সাধারণতঃ বলিষ্ঠ সুস্থকার গাভী বা বৎসের
বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টীকা দেওয়া হয়।
অজ্ঞাত স্থানে গবর্মেন্ট কর্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা
বাহিয়া, টীকা দেওয়ার প্রথা বর্ত বিদ্যুত হইতেছে, বসন্তরোগে
মৃতের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতেছে।

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination)
কহে। ইহার অর্থ ভ্যাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসন্তরোগ মহুত্ত
শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (Jennar) নামে একজন
চিকিৎসক এই মহোপকারী বিষয় দ্বারা প্রথম উদ্ভাবন
করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষার নিয়মিত কয়েকটা
বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন।

১ গো-বসন্তরোগ মহুত্তশরীরে সংক্রামিত করিলে তাহার
মহুরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরে বসন্ত
ব্যতীত অজ্ঞকারণে উৎপন্ন বসন্তের জ্ঞার পরিদৃষ্টমান সুস্থি
হইতে টীকা দিলে তাহাতে বসন্ত ভয় বিদূরিত হয় না।
৩ সুবিধামত সকল সময়েই নিম্নে অস্ত্রবৈজ্ঞানিক গোবীজের টীকা
দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টীকা দিলে
তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং ঐ তৃতীয় হইতে আবার
অন্ত লোককে, এইরূপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা
যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ-
ভাবে গো-বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার জ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়।

টীকা দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ে মনোযোগ
রাখিতে হইবে। নিকটে বসন্তের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে
শিশুদিগকে দুর্বল অবস্থায় টীকা দেওয়া ব্যবস্থা নয়। পেটের
দীড়া কিংবা চর্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কু-
কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীকা দেওয়া উচিত নয়।
সচরাচর দেখা যায় এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই
অধিকমাত্রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে
সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীকা দেওয়া উচিত।
ডাঃ সিটন (Dr. Seaton) বলেন, বড় বড় নগরে স্থলকার
সবল শিশুকে ১ মাস ১৫ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত।
অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুকে ২০ মাসে এবং নিভাত টীকা দিবার
অনুপস্থিত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টীকা
দেওয়া কর্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উত্তীর্ণ টীকা হইতে বীজ
গ্রহণ করা উচিত। আগল বীজ একই বন। অপর টীকার
পাতলা বীজদ্বারা টীকা দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালক-
বালিকা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ

ভ্রামলবর্ণ, বন, চিকণ ও পরিষ্কার স্বক্‌বিশিষ্ট শিশুদেহেই সর্বোৎকৃষ্ট বীজ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টীকা দেওয়াই প্রস্তুত। টীকা-দেওয়া শিশু না পাওয়া গেলে অগত্যা রক্তিত বীজ দ্বারা টীকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য ভাল বীজ না মিলিলে টীকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটা পরিপক টীকার উপর অল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫১৬ জনকে টীকা দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫১৬ জনকে টীকা দিবার নিমিত্ত গজদন্তনির্মিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া লওয়া বাইতে পারে।

কিরাপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। বাহ্য উপরিভাগই টীকা দিবার প্রস্তুত স্থান। এই স্থানের চৰ্ম টান করিয়া ধরিয়া একটা পরিষ্কার সূতীক বীজদ্রবীকৃত ছুরিকার মুখ দ্বারা জীবৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়া দিবে। ইহার পর চৰ্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে থাকিয়া যায়। ফলে চৰ্মের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোষিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। একস্থানে টীকা দিলে যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাহুতে ২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্তব্য। শলাকার শুষ্কবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উত্তপ্ত বা বাষ্পে ভ্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ ঢেঁরাকাটা করিয়া স্বক্‌ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ প্রায় দুয়ানি সমান স্থানে কতকগুলি চোট দিয়া উহাতে বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি বিঁধ দিয়া পরে ঐ সকলকে ঢেঁরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেয়। এই শেষোক্ত প্রকারে টীকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে সর্বোৎকৃষ্ট। ভাল টীকা দেওয়া হইলে ঐ স্থান ২।৩ দিনে জীবৎ স্থলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫।৬ দিনে মধ্যভাগ অবনত আনীর খেতবর্ণ ক্ষুদ্র হইয়া উঠে। ইহাতে পূজ জন্মে। অষ্টম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও দশম দিবসে ইহার চারিদিক রক্তবর্ণ হইয়া স্থলিয়া উঠে, একাদশ দিবসে ক্ষুদ্র আরও ক্ষীণ হইলে মধ্যভাগের অবনতি দূর হয়। চারিদিকের স্থলা স্থান ১ ইঞ্চি হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর আরো দশ কি চতুর্দশ দিবসে ব্রণ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে শুকাইয়া শুষ্ক উঠিয়া যায়। পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত প্রায় ক্ষুদ্র থাকে না। খোলা উঠিয়া ঐ স্থান গোল, আত্মবিশেষ লোমশূন্য, চিকণ, জীবৎ নির্য এবং বিশুদ্ধ বা স্বক্‌ দ্বিত্বক হইয়া থাকে।

টীকা উঠিলে প্রায়ই চৰ্মে রক্ততা, পাকবস্ত্রের বিশুদ্ধতা, বগলের শিরা স্থলা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অধিক যত্নাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাঁক যায় না। টীকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় টীকা অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে টীকা রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত রূপে শুকাই তাহাই বসন্তনিবারক, ইহার সম্ভাব্য হইলে সে টীকার ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টীকা ঠিক নিয়ম মত উঠে না। ইহা নানা কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টীকারাগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অল্পপ-যোগিতা, তৃতীয়তঃ বস্ত্র ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক সময় টীকা নিষ্ফল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে না; চতুর্থতঃ টীকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে টীকা না দিয়া বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার।

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণরূপে টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩০ গুণ বসন্ত-নিবারক এবং সর্বাঙ্গেরা নিষ্কৃষ্ট টীকাও একবারে টীকা না দেওয়া অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসন্তনিবারক। আরও দেখা গিয়াছে যে, টীকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহা হইলে উহা তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকেও তত বিকৃত করিয়া ফেলে না।

একবার টীকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক যখন দেখা যায় যে একবার বসন্তপ্রাপ্তি ব্যক্তি পুনরায় বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া উচিত। টীকা দস্তুরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টীকা লইলে অনেকটা নিরাপদ থাকে। কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা তদপেক্ষাও শীঘ্র শীঘ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন।

টীকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ ঘটতে পারে। যে শিশুর টীকা হইতে বীজ লওয়া হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদ্রব প্রভৃতি রোগের সংগ্রহ থাকিলে তত্ত্ব রোগ সহজ বাসক-মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এমনই শিশুর পিতা মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না পরীক্ষা করা কর্তব্য। আবার অনেক ডাক্তারের মত এই যে, টীকা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হয় না।

মহুয়া ও গোবর বসন্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ সেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক

একই ব্যাধি। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, গোককে
মহুয়া-বীজের টীকা দেওয়ার তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে
তাহার বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেওয়ার প্রকৃত গোবীজের ভায়
কল হইয়াছে। সুতরাং মহুয়া ও গোকের বসন্ত একই রোগ
বলিয়া অনুমান হয়। অথাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়।
অথবীজ দ্বারা টীকা দিয়াও গোবীজের ভায় কল হইয়াছে।
বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থার বাহারা
প্রতিপালন করে বা উহাদের ছদ্মাদি পান করে, তাহারা আরই
বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পূর্বকালে ভারতবাসীরা গোবীজ ও মহুয়াবীজ সুবিধা মত যে
কোন বীজ লইয়া টীকা দিতেন। এসম্বন্ধে ধ্বস্তুরি বলিয়াছেন—

“ধেহুস্তমম্বরিকা নরাণাঞ্চ মহুরিকা।

তজ্জলং বাহমূল্যাক শত্রাস্তেন গৃহীতবান্ ॥

বাহমূলে চ শত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।

তজ্জলং রক্তমিলিতং ফোটকঅরসম্ভবম্ ॥”

ধ্বস্তুরিকৃত শাস্ত্রের গ্রন্থ।

ধেহুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাহমূলে যে মহুরিকা হয়,
তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহমূলে প্রবেশ
করাইবে। শত্রুদ্বারা বাহমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস
রক্তের সহিত মিলিত হইয়া ফোটকঅর উৎপাদন করে।

টীকাকার (পং) টীকাং করোতি কৃষ্ণ। টীকা প্রস্তুতকর্তা,
যিনি টীকা করেন।

টীপ (দেশজ) কপালে চিহ্ন বা ফোঁটা।

টুকি (দেশজ) আঘাত করা।

টুটা (দেশজ) গলদেশ, গ্রীবা।

টুক (দেশজ) অন্নাঘাত।

টুকনী (দেশজ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

টুকরা (দেশজ) খণ্ড, বস্তুর কণ্ঠিত অংশ।

টুকরাটুকরা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

টুকুরী (দেশজ) বংশাদি রচিতপাত, ঝড়ী।

টুকি (দেশজ) আঘাত।

টুকটুক (দেশজ) ১ অন্ন শব্দ। ২ রক্তবর্ণ।

টুকটুকিয়া (দেশজ) ১ উজ্জল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ।

টুট (দেশজ) ১ ভল। ২ কম, হ্রাস।

“শত্রুর সন্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম।” (প্রীতর্ষমঙ্গল ২।১০১)

টুটন (দেশজ) ছেঁড়া, ভাঙা।

টুটান (দেশজ) অন্নকরণ, কমান।

“ভগ্নতা করেন গৌরী হরণদ আশে।

আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥” (কবিকল্প)

টুটী (দেশজ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা।

“কিন্তু মারাবল, আমি টুটী বাহবলে।” (মাইকেল)

টুটুক (পং) টুটু ইত্যব্যক্ত্যর্থঃ কারতি কৈ-ক। ১ পক্ষী-
বিশেষ, চলিত কথায় টুটুনি পাখী। (শব্দচ) ২ স্রোতাক-
বৃক্ষ, সোনালু। ৩ ক্ষুণ্ণদির বৃক্ষ। ৪ (ত্রি) অন্ন। (মেদিনী)
৫ ক্ষুর। (বিখ) (জী) ৬ টকিনীবৃক্ষ। (শব্দচ)

টুন্টুন্ (দেশজ) ঐরূপ শব্দভেদ।

টুন্টুনি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [টুটুক দেখ।]

টুন্টুনী, ১ একতত্ত্ব বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ২ কাচনির্মিত
যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকাব্য)

টুনাকা (জী) তালমূলী বৃক্ষ। (শব্দচ)

টুপী (দেশজ) তাজ, মস্তকাবরণবস্ত্র।

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল।

টুম্‌টাম্ (দেশজ) অন্ন।

টেংরা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। [টেঙ্গরা দেখ।]

টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয়া গিয়াছে।

টেঁকন (দেশজ) আঁটা।

টেঁকশাল, [টাঁকশাল দেখ।]

টেঁকা (দেশজ) ১ সেলাই করা। ২ মনে মনে হির করা।

টেঁকেটেঁকে (দেশজ) হির করিয়া।

টেঁটা (দেশজ) নোহময় অস্ত্রবিশেষ।

টেঁপা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

টেঁপাগোজা (দেশজ) টিপিয়া শুষ্কিরা রাখা।

টেঁপাটোঁপা (দেশজ) ছটপুট।

টেঁপাল, টোঁপাল (দেশজ) ছটপুট।

টেঁকুয়া (দেশজ) ১ বাহার টাক আছে। টাকু।

টেঙ্গ (দেশজ) ঠাঙ্গ, পা।

টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Macrones vittatus) ইহা-
দের গ্রীবা সর্কদেহের মধ্যে স্থূলতম, ক্রমে পশ্চাদিকে হ্রাস।
মুখ বৃহৎ, শরীর মণ্ডুরাদি মৎস্তের ভায় শব্দহীন এবং মুখে
দীর্ঘ শুষ্ক থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ লেহৎ পীতভাঙ কৃষ্ণবর্ণ,
অথবা রোপোর ভায় উজ্জল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে।
বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই ছইপার্শ্বে ও
পৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটা করিয়া তিনটা কাঁটা আছে,
এই কাঁটা তিনটা ইহাদের অস্ত্ররূপ। যদি ইহার
কোনরূপে ঐ কাঁটা দ্বারা বিধিতে পার, তাহা হইলে মনুষ্যকেও
অনেককণ পর্জাত ইহার বস্ত্রণায় আহির হইতে হয়। এই
মৎস্তের আর একটা বিশেষত্ব যে, ইহার শব্দ উৎপাদন
করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহার রাগে একপ্রকার

গুন গুন শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাঁটা বিধিরা দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রভেদ আছে। কোন কোন জাতি ৪৫ ইঞ্চি, আবার কোন কোন জাতি ৮১০ ইঞ্চি বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মাক্রোলের একপ্রকার টেলেরামাছ কাল এবং ৪৫০টা রূপার ভার ডোলায়ুক্ত হয়। বাল্যলার অনেক টেলেরামাছ ঠিক রূপার ভার উদ্ভল। এই মাছ সুখাত এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে বৃহত্তর জাতীয় টেলেরামাছ আড় মাছ বলে।

টেল্লী (দেশজ) টেচাড়ির ছুবড়ী।

টেডা (দেশজ) অসমান।

টেডাদৃষ্টি (দেশজ) টেরা।

টেনা (দেশজ) কোপীন।

টেন (ইংরাজী) মাশিবার ঘর।

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া থরা।

টের (দেশজ) জানা।

টেরক (মি) কেকর-পুর্বোদরা সাধুঃ। বজ্রচক্ষু, টের।
পর্বাদ—বলির, কেকর, কের। (শব্দঃ)

টেরচা (দেশজ) অসমান, ঈষৎ হেলান।

টেরা (দেশজ) হাঁহার চকুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে।

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অসমান দেখা।

টেরীপুঁচী (দেশজ) একপ্রকার পুঁচী।

টেরে (দেশজ) কোণে।

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (Tele & Grapho) দুইটী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন; ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে যে কোন ঘরাদি দ্বারা বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই অগ্নিবারা সঙ্কেতাদি বহুদূরবর্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি লুপ্তমান চিহ্ন এবং বন্ধুকধ্বনি, ভেরীধ্বনি, ঘড়ি ও ঢকাবাদ্য দূরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইত, উহার অর্থ তাহার পূর্বে হইতেই উত্তরপক্ষে নির্দিষ্ট করা থাকিত। সুতরাং এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইতে পারে না। সম্প্রতি তাক্তিত দ্বারা ইহা সর্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য সম্পন্ন হইতেছে; ইহা দ্বারা যে কোন সংবাদ অভিপ্রায় বহুদূর প্রদেশেও দ্রুতরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। [ইহার বিবরণ তাক্তিতবার্তাবহ শব্দ দেখ।]

বহিঃ তাক্তিতবার্তাবহ দ্বারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের উপায় অতি আধুনিক, দ্রুত সঙ্কেত দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক

সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দূরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্বে শব্দর অঙ্গকন-জ্ঞাপনার উদ্ভাবনে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। একিলস্ বর্ণিত আগামেধুননের বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসলংবাদ প্রেরীত্বক অনলমালা দ্বারা বহুদূরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কটলগে একতারা কাঠের অগ্নিবারা ইংরাজ-দিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটী দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আগমন এবং চারিটী পাখাশাশি অগ্নি দ্বারা শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি। মাক্রোলেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত বটে, তথাপি ধূম দ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারা হইত। প্রজ্বলিত মশাল নানাদিকে ব্রাহ্মীরা ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়া আবার বাহির করিয়াও সঙ্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্তে মশালাদি দ্বারা অক্ষর-নির্দেশ করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাক্তার রবার্ট হুক (Dr. Robert Hooke) উচ্চ শুভাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়া দূর হইতে সংবাদ-প্রদানের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। রাক্তিতে অক্ষরের পরিবর্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার উপায় করেন। ফলতঃ ঐ সকল অক্ষর সাধারণে বুঝিত না। ইহার প্রায় ২০ বর্ষ পরে আমণ্টন (M. Amonton) ফ্রান্সে হকের অক্ষররূপ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ দুইটার কোনটাই অধিক কার্যকারী হয় নাই। ১৭৯০ বা ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চাপি (M. Chappe) যে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে করাসীগবর্মেট কর্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটা বৃহৎ T-এর ভায়। তদ্বৎ ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাঠের অগ্রভাগে, অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির দুই প্রান্তে আবার দুই খণ্ড কাঠ সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল খণ্ডই রজ্জ্ব দ্বারা টানিয়া নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত করা হইত। ঐ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অক্ষ কিংবা এক একটা শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্দ কিংবা বাক্য সকল পুত্রকে লেখা থাকিত, লঙ্কেতদ্বারা সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। করাসীগবর্মের সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ত্রিভুজি দেখা হইত। কোন দেশে

একরূপ চিত্র প্রদর্শন করিলে পরবর্তী ষ্টেশনে ভৎসনাৎ ঐ চিত্র প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা হইতে আবার অস্ত্রহানে এইরূপে শীঘ্র অতিদূর স্থানে দিয়া পৌছিত।

চাপির পর এডওয়ার্থ সাহেব (Edgeworth) ইংলেণ্ডে একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি সংখ্যা নির্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্ অর্থ পুস্তকে লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খুঁজিয়া লইতে হইত।

পর্যায় সাহেবের টেলিগ্রাফে একটা বৃহৎ কাঠের চৌকাঠে ছয়টা প্রকোষ্ঠে ছয়টা কপাট সংযুক্ত থাকিত। ঐ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা বাইত। সুতরাং ইচ্ছাযে নানাতাবে বন্ধ ও খোলা অবস্থায় নানা সংকেত দ্বারা অক্ষরাদি সূচিত হইত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলেণ্ডে লণ্ডনে হইতে ডোবর পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেবোক্ত টেলিগ্রাফের জীবৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা ৭ মিনিটে ডোবর হইতে লণ্ডনে সংবাদ প্রেরিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর অনেকে নানারূপ পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধন করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই সময়ে একটা খুঁটিতে দুই বা তিনটা বাহ দ্বারা টেলিগ্রাফ করিত।

পূর্বোক্ত নানা প্রকার সংকেতের বহুপ্রকার পরিবর্তন করিয়া অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলেণ্ড ও যুরোপে প্রচলিত হয়। এইরূপ সংকেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্যকতা অতি অপরিসীম হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সংকেত করিবার জন্য প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের ভায় উহাতেও সংখ্যা নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নৌ-সেনা বিভাগ হইতে এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ ব্যাক্য সংকেত দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি কোন সংবাদ ঐ ৪০০ সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন ঐ টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য হইত না। ইহা দেখিয়া লর্ড হোম পোপহাম (Sir Home Popham) পতাকা দ্বারা অক্ষর দ্বিধ করিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তিনি মৃতদেহ সংকেতের বিবরণ দিয়া কলিকাতার একবাণি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে ঐ পুস্তক লণ্ডনে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া ছাপা হয়।

বাহ্য হউক এইরূপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও

অবিধানক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ণণ্য হইয়া যায়। বায়ুশিশি কুআটিকায় থাকিলে দূরস্থ সংকেত দৃষ্ট হয় না। বহুদূরে শব্দাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জ্বদ্বারা দূরস্থিত স্থানের বস্তু বাজাইয়া এবং জল বা বায়ুপূর্ণ নলসংযোগাদি দ্বারা সংকেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তড়িতের আবিষ্কার এবং বাতুমর তারদ্বারা ইহা অতিশীঘ্র স্থানান্তরে পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্তন হইল। সম্ভ্রতি স্থলভাগে সর্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ চলিতেছে। [তড়িতবার্তাবহ দেখে।]

টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি=দূর ও ফোন=শ্রবণ করা এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ-ব্যয় অর্থাৎ বহুদূরে বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করা যায়।

দুইটা বাঁশ, কাগজ কিংবা টিনের চোলা একদিক কাগজ চর্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক-গাছি দীর্ঘসূত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ দুইটা চোলায় একটীতে কথা কহিলে অপর চোলায় ঐ শব্দ অবিকল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোলায় কাগ রানিয়া তাহা শুনিতে হয়। ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অল্প-দূরে কথাবার্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দূর হইলে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্দ নাকিত্বের হইয়া থাকে। নিম্নে তড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেভাবে বহুদূর হইতেও শব্দাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

একটা চুম্বকদণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক স্ত্র-স্তম্ভিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারের দুইটা মূখ একদিকে দুইটা বন্ধনী ক্রুর সহিত সংযুক্ত থাকে। পরে ঐ তারজড়ান চুম্বক একটা নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে একটা অতি পাতলা লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বন্ধ থাকে। লোহার পাতা কাঠের খোলার মধ্যে চারিদিকে আঁটা এবং উহার মধ্যস্থলে চুম্বকের অপরদিকে খোলা থাকে। এই প্রান্তের কাঠের খোলার আকার চুম্বকের মত হয়।

টেলিফোন দ্বারা কথাপকথন করিতে হইলে দুইটা এই-রূপ ব্যস্তের প্রয়োজন, একটা বলিবার ও অপরটা শুনিবার জন্য। প্রথমতঃ ঐ দুইটা নল রেসমস্তম্ভিত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটার চুম্বকের উপর জড়ান তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী দ্বারা একতঃ দীর্ঘ তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটির একটা ক্রুর সহিত বন্ধ করিতে হয়। অপর দুইটা ক্রুর হয় অল্প তারদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিতে হয়, কিংবা প্রত্যেকটা ক্রুর তার দিয়া

পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর প্রথম চুলীতে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় নলের চুলী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে পাইবে। ইহাতে কণ্ঠধর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং জীবৎ নাকিস্থরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্ণপরিচিত স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায়। সাগর-মধ্যস্থ তারবারা প্রায় ৬০।১০ মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ তারবারা প্রায় ২০০ মাইল পরস্পর দূরস্থিত হইয়াছে এই উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্কার অতীব আশ্চর্য ও বিস্ময়জনক।

কিরূপে দূরতরী নলে প্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শব্দ বায়ুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্দ দেখ।] মুখ-নির্গত শব্দতরঙ্গ চুলীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে ইহার দ্বারা প্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন স্থল লোহার পাতাও কম্পিত হইয়া থাকে। এইরূপ কম্পন লোহার পাতার একবার অগ্রে ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য, ঐ কম্পন এত দ্রুত ও অল্পদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে পাই না। বাহা হউক, এইরূপ কম্পন জন্ত নিকটস্থ চুষকদণ্ডের শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুষকের চতুর্দিকস্থ তারকুণ্ডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে তাড়িত স্রোত উৎপন্ন করে। [চুষক দেখ।] এই তাড়িত-প্রবাহ তারবারা দূরস্থ টেলোনে নীত হয় এবং তথার চুষকদণ্ডের চতুর্দিকস্থ কুণ্ডলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবার চুষকের শক্তি হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার স্থল পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়া কম্পিত হইতে থাকে এবং এই কম্পন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও প্রথম নলস্থ পাতার কম্পনের অবিকল অল্পরূপ বলিয়া তথার ক্ষীণতর, কিন্তু অল্পরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুষকের পরিবর্তে গৌহাণ্ড স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়া উহাকে অস্থায়ী চুষকে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে।

কোন ভাবে অতি ক্ষীণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিলে অল্প টেলিকোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিকোনের তারের তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বাহ্যবহের তারস্থ প্রবাহ অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিকোনে প্রবণ-বোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তারের নিকটে টেলিকোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হইয়া টক্ টক্ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেল টেলিকোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭

খৃষ্টাব্দে জার্মানরাষ্ট্রে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্ভ্রুতি টেলিকোনের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিকোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত বথেষ্ট সংবাদ প্রেরণ করা যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিকোন দ্বারা কথা কহিতে হইলে একবাড়ী হইতে অত্যন্ত বাড়ী পর্যন্ত তার রাখিতে হয় না। সকল বাড়ীর টেলিকোনের তার একটা সাধারণ টেলিকোন আকসেস সংযুক্ত থাকে। তথার ইচ্ছামত যে কোন ঘরে বাড়ীর টেলিকোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিকোনে তার সংযুক্ত থাকে।

টোকা (দেশজ) ১ কাটা। ২ হুচী দ্বারা সেলাই করা। ৩ প্রতি কথার উত্তর। ৪ অল্পদ্রবত। ৫ পত্র বা বংশরচিত ছত্রবিশেষ। “বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোকাছাটা।

জীবিকার হেতু একচিড়ে” (কবিকব্ধ)

টোকর (দেশজ) টোকর, আঘাত।

টোকা (দেশজ) ১ বংশের চেয়োড়িনির্মিত ছত্র বা মস্তকাবরণ। ২ গোকাথেকে। ৩ একজনের ঘাড়ে দোব চাপান। ৪ প্রত্যুত্তর।

টোকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাভেদ। (Pistia stratiotes)

টোধানআলু (দেশজ) এক জাতীয় আলু।

টোঙ্গর (দেশজ) স্নেহের প্রতি বৃণা বা বিবেচনাক শব্দ।

টোটা (দেশজ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুকরা। ৪ দৈনিক শ্রমের খলিমধ্যে বান্ধবের মোড়ক থাকে, সেই মোড়কের মুখ দিকে ছিঁড়িয়া বন্ধকে বান্ধ দালািতে হয়, এই মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিরোধ দেখ।]

টোটে (দেশজ) বুধা হুরিয়া বেড়ান।

টোডরমল, সম্রাট অকবরের স্থানামগ্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব ও অল্পতম সেনাপতি। অবোধার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম হয়। মাসির-উল্-উমরা অল্পম্বারে ইহার জন্মস্থান-লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস। টোডরমলের অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাতা অতিকষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। টোডরমল অতি অল্পবয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মাতার মনোহরণ নিবা-রণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের অধীনে একটা কার্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট ইহার শুণ-গ্রামে অতীব প্রীত হইয়া ইহাকে লিপিকরকার্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি কার্যক্ষমতার শীঘ্রই উচ্চ হইতে উচ্চতরপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৭২ হিজরার বধন সন্ধ্যাট খানজাহানের বিক্রেতে অতি-
 যান করেন, তখন টোডরমল সন্ধ্যাটের অধীনে সৈনিক
 বিভাগে কার্য করিতেন। সন্ধ্যাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে
 অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্তখানের
 ভূমিপরমাণ নির্ধারণ ও আত্মস্বত্বীয় বন্দোবস্ত করিবার জন্ত
 টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে
 তিনি অসুস্থ ক্রমতঃ প্রকাশ এবং সন্ধ্যাটের আদেশানুসারে
 মুনিমখাঁর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে
 দাউদখাঁ বিজোহী হইরাছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার
 জন্তই মুনিমখাঁ ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে
 টোডরমল অশম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া অয়লাভ
 করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁজালম নিহত হন এবং
 মুনিমখাঁর অথ অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন
 করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া
 আশ্চর্য সাহসের সহিত বিশুদ্ধগণকে পরাজিত করেন। ইহার
 পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজত্ব বন্দোবস্ত করিয়া সন্ধ্যাট
 দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খানজাহানের
 সহকারীরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্বের ভায় দাউদকে
 পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ, মোগলমারির
 যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ
 সন্ধ্যাট অশ্বারের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া হরিপুর নামক স্থানে
 সৈন্তাধায়া স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল
 বর্ধমান হইতে ছিন্তুআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমখাঁ
 এইস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ
 ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাটসৈন্ত বাহাতে উড়িষ্যার প্রবেশ
 করিতে না পারে, তৎক্ষণে কার্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াসখাঁ
 লক্ষ্য নামক জনৈক মুসলমান সন্ধ্যাটসৈন্তদ্বিগণকে একটা সহজ
 পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমখাঁ গন্তব্যস্থানে প্রবেশ
 করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া
 পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাঁহার অহুসরণে প্রবৃত্ত
 হইয়া তত্ক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের
 নিকট সৈন্তসংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে-
 ছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনিম-
 খাঁকে তাঁহার সহিত শীঘ্রী সম্মিলিত হইতে লিখিয়া পাঠা-
 ইলেন। মুনিম উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্ত একত্র হইয়া
 কটকানিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত
 একটা লড়াই হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে
 বিজয় যাত্রা প্রেরিত হইলেন। যখন তিনি আন্ধ্রাবাদ নামক
 স্থানে উজীরখাঁর সহিত সন্ধ্যাটের কার্যের বন্দোবস্ত করিতে-

ছিলেন, তখন মুজাফ্ফর হুসেনের প্রেরিতদার খীরখানি
 ওলাবী বিজোহী হইলেন। উজীরখাঁ টোডরমলকে দুর্গে আশ্রয়
 গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ
 অঙ্গুলারে কার্য না করিয়া আন্ধ্রাবাদের ১২ কোশ দূরে
 খোলকোদা নামক স্থানে কাইরা বিজোহীর পরামর্শদাতা ও
 প্রধান লহর মুজাফ্ফরকে পরাজিত করিলেন।

এই বৎসর সন্ধ্যাট টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত
 করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজা টোডরমল নামে
 সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

মুজাফ্ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিজোহীগণ বঙ্গ ও
 বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সন্ধ্যাট
 রাজা টোডরমল ও শাদিকখাঁকে কতপুর্নশিক্রি হইতে
 বেহারে গমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুহিবখানি ও
 মহম্মদ মলুমখাঁ সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেখোক্ত ব্যক্তি
 ৩০০০ অশ্বশিক্রি অখারোহী সৈন্ত লইয়া টোডরমলের
 সহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিজোহীদিগের
 প্রমুখিত হইতেছিল। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মলুমখাঁকে
 কোনরূপে অবশেষ রাখিলেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সন্ধ্যাটের
 গোচর করিলেন।

বঙ্গদেশের বিজোহীগণ যুদ্ধের নিকট শিবির সংস্থাপন
 করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল খীর শিবিরে
 বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় প্রকান্তভাবে যুদ্ধ করিতে
 না পারিয়া যুদ্ধের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্গ অবরোধ-
 কালে হমায়ুন ফরমিলি ও তরখানদিবানী নামক দুইজন
 সেনাপতি বিজোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেক্কাদিন
 অবরোধ হওয়ার দুর্গমধ্যে থাক্তের অভাব হইতে লাগিল।
 টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের
 সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ
 সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া
 পড়িল। মলুম-ই-কাবুলী, দমিণ বেহার এবং আরববাহাদুর
 পাটনা অতিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিক-
 খাঁ মলুমের অঙ্গুলারে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 মলুম একটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা অতিমুখে পলায়ন
 করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিল্লীসম্রাজ্যভুক্ত
 করিলেন।

১৭০ হিজরার টোডরমল দাওয়ান (দীওয়ান) পদে উন্নীত
 হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজত্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়মের
 উদ্ভাবন করেন। এই রাজত্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই
 রাজা টোডরমল এক অধিক প্রদিক্রি লাভ করিয়াছেন।

এ সময় টোডরমল মৃত্যু সন্ধ্যায় অনেক পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৩ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই চারি প্রকার মোহরের মূল্যও চারি প্রকার ছিল; যথা— ৪০০, ৩০০, ২০০ ও ১০০ দাম। এই সময় তিন প্রকার তাক প্রচলিত হয়; মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩০ ও ২০ দাম। পূর্বে হিন্দুসম্প্রদায় রাজকীয় হিসাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখিতেন। টোডরমল নিষেধ করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত রাজকাৰ্য্যই পারস্তভাষায় লিখিতে হইবে। তখন হইতেই বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জননের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্তভাষা শিখা করিতে লাগিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্ত উদ্ভূত ভাষায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

অনেক কল্পিত বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় ঘৃণা করিত; এমন কি তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার কুপ্রভুতি চরিতার্থ করিবার জন্ত একদিন রাজিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সোভাগ্যক্রমে সে আঘাতে রাজা টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় নাই। সেই সন্ধ্যায় তৎক্ষণাৎ মৃত ও নিহত হইল।

মুসলমানগণকে দমন করিবার জন্ত রাজা বীরবল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্ত টোডরমল প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে অকবর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোর-রক্ষার ভার রাজা টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যান।

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় কার্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্ত রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্মচর্চার জীবনের অবশিষ্টকাল বাগন করিবার জন্ত সম্রাট সন্ন্যাসে প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট নিত্যকাল অনিচ্ছায় সন্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অবস্থিত করিতেছিলেন, তখন সম্রাট তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাগমনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, তিনি ১৬০৮ বিজয়ার গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। সম্রাট অকবরের শুভাশুভকারিণীগণের মধ্যে টোডরমল একজন

অধার। ইহার কার্য্যদক্ষতাও অকবরের রাজত্বে অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাটের প্রধান সভাসদদিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের ভার রাজা টোডরমলের নামও লকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজ-ওপে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজত্ব নিয়ম-স্থাপন লক্ষ্যে অসাধারণ নৈপুণ্যের ভার তাঁহার সাহস ও অসীম ছিল।

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদেহী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট টোডরমল লক্ষ্যে অনেক অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট উত্তর করিতেন, ‘টোডরমলের ভার প্রভূত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি হারা-ভূত করিতে পারেন না।’ শেষে আবুলফজলও রাজা টোডরমলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা এবং ধর্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।

রাজা টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যাহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্তি অর্চনা করিতেন এবং পূজাদি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সহিত পলায়নকালে একদিন তাড়াতাড়িতে তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট অতিকষ্টে তাঁহার মানসিক চ্যুতের সাধন করেন।

পূর্বে হিন্দুগণ কোন কন্যা দিয়া ধর্মোচ্ছ্রাণের নিমিত্তও কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অকবর রাজা টোডরমলের পরামর্শানুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

কর আদায়ের কোন নির্ধারিত নিয়ম না থাকার প্রজা ও ভূম্যধিকারিদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা টোডরমলের সাহায্যে অকবর কৃষি-বিষয়ে নূতন নিয়ম করেন। প্রাচীন হিন্দুস্মৃতি অনুসারে অকবরের রাজত্ব নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, পরে প্রতি জমীতে বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম প্রতিবৎসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উক্তরূপে কর আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইত; এইজন্য অবশেষে বৎসরবৎসরের জন্ত প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। রাজা টোডরমল উভোগী হইয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বকসরের প্রায় পঞ্চদশ ক্রমের নিকটই রাজা টোডরমলের দাম পরিচিত। রাজত্বের বন্দোবস্তের

জন্মই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি কবিত্রিরূপে জনগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিগ্রস্ত হইতে পলাইয়া গিয়া থাকেন। কিন্তু অব্যাহার তাঁহার পূর্ববাস ছিল।

তিনি পারত ভারত ভাগবতপুরাণ অঙ্কন করিয়াছিলেন। নীতিসম্মত ও তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে।

রাজা টোডরমলের নাম কেহ কেহ 'তোদরমল' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু টোডরাসন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত— ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্মশাস্ত্রখণ্ড আবার আচার, কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত।

টোডরমল, সম্রাটশাহজাহানের অনেক সভাসদ। তৎকালে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টোড়ী, রাগিণীবিশেষ। [টোড়ী দেখ।]

টোণ (তুণশব্দে অপভ্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ এক প্রকার দড়ি।

টোণা (দেশজ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ।

টোপ (দেশজ) ১ মস্তকের আবরণ। ২ টুপি। ৩ গরীর উপরে উঠা ইঁদুরা বস্ত্রখণ্ড।

টোপতোলা (দেশজ) ১ গরীতে টোপ উঠান। ২ বাগনাবির উপর অলঙ্কার করা।

টোপবৎ (দেশজ) মুক্ত। (Convex)

টোপার (দেশজ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বহুদেশে বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাহাত্ম্যকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথমে সোনার চুড়ী, লরী, অঙ্গ প্রভৃতি দিয়া সুশুভ করিয়া প্রস্তুত হয়।

টোপা (দেশজ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষুদ্র পিঠকার। ৩ বিলু বিলু পড়া।

টোপান (দেশজ) চোরান, অথবা বিলু বিলু নিঃসরণ।

টোপাবড়ি (দেশজ) জুড়াকার বড়ি।

টোপি (হিন্দী) টুপি।

টোল, ১ চতুর্থাতি, সংস্কৃত বিভাশিকার হান। জীবনের উন্নতি করিতে হইলে বিভাশিকার আবশ্যক; যে সমাজের লোক যত শিক্ষিত, তাহার ততই জগতের ও আশ্রয় উন্নতি লাভন করিতে সক্ষম। একমাত্র বিভাশিকাই সকল প্রকার উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যজাতীর শোকবিগের মধ্যে বিভাশিকার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্ধারিত আছে; আমাদের দেশেও সেইরূপ বিভাশিকার হান টোল। কত দিন হইতে এই টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুষ্কর, কিন্তু একই বিষয়লা করিয়া দেখিলে

পরেই অস্বীকৃত হয়, যে ইহা ব্রহ্মচর্যের অংশমাত্র। যে দিন হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্যপ্রথা চিরদিনের মত একবারে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোল-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্যের অত্যাবশ্যকই আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির অন্যতম কারণ।

পূর্বকালে ব্রহ্মচর্য-বালকগণ কি প্রকারে গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষা করিতেন, এই বিষয় বিবরণ করিতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্যের বিবরণ আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে যখন হিন্দুধর্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চার্বণিক বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী বিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাইতে পারে।

ব্রহ্মচর্য-বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ উপনীত হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট কিংকিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে সেই বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় গঠিত হইত? তাহার বিবরণ মন্তব্য লিখিয়াছেন—

*উপনয়ন গুরু: শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছোচসামিতঃ।

আচারমরিকার্যঞ্চ সঙ্কোপাসনমেব চ॥" (মন্তব্য ২/৬৯)

গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্গপ্রথমে শৌচ, আচার, অমরিকার্য ও সঙ্কোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

বালকের হৃদয় নবনীতের ভায় স্বকোমল, শৈশবকাল হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে সেইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্যপ্রণালী জীবনের জীবিতভাব প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই বালকের শিক্ষাকার্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিভাশিকা নহে। যে বিভাশিকা করিলে মনুষ্য সেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই প্রকৃত বিভাশিকা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাহার জ্ঞানিতেন, ছাত্রবিগের অন্তঃকরণকে নির্মল করাইতে না পারিলে আশ্রয় ও বাহ্য বিবরণের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিভক্ত লব্ধের কারণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিক হৃদয় উৎপন্ন হয় না, এই জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্বে মানসিক নির্মলতা আবশ্যক। এই নির্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শৌচও বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। সুদৃষ্টি দ্বারা বাহ্যশৌচ, মানসিক মনোভাব

শৌচ; এই উভয়বিধ শৌচ সম্পন্ন হইলে স্বরূপে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, এই জন্তই আৰ্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়নের পূর্বেই শৌচশিক্ষা দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি ছদ্দিন! শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। শৌচশিক্ষা হইলে আৰ্য্যঋষিগণ আচার শিক্ষা দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থার কোন্ কোন্ প্রযোজ্য সেবা ও কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা।

প্রচুরী সমাবর্তন কাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত বিধি ও নিবেদন পাঠন করিবেন।

বিধি। প্রথমে ইন্ড্রিয়জয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোময়, কুশ, সমিধ্ আদি আহরণ, সন্ধ্যাক্ষণের গৃহ হইতে মাধুকরী বৃত্তি অঙ্গুসারে ভিক্ষারসংগ্রহ, জ্ঞান, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সারংপ্রাতঃহোম, বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্গ প্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃ-বৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতালাভন, গুরুজনের প্রতি সন্মান।

নিবেদন। মধু, মাংস, গন্ধ, মালা, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণীহিংসা, সর্কাদি ভৈলমর্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্পণাচ্ছক ও ছয় ব্যবহার, বিষরাভিলাস, ক্রোধ, লোভ, ক্রীসঙ্গ, মৃত্যু, গীত, বাজ, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্কৃত্য-প্রয়োগ, পরের দেহোদ্দেশ্যে, মিথ্যাকথন, সন্দেহপ্রায়, ক্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ষণ, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্ৰিতে ভোজন। এই সকল বিধি ও নিবেদ্যাক্ত ব্রতনিয়ম পাঠনপূর্বক প্রচুরী সাংযতজির হইয়া বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষালাভ করিবে। ষালকের চিত্তকেত্রেক বিভাবীক বপনের উপযোগী করাই এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

পূর্বকালে ঋষিগণ যিনি যত শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা অঙ্গুসারে তাহাদেরও এক একটা উপাধি হইত, ঐ উপাধি হইতেই তিনি কত শিষ্যকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা বাইত। এই জন্ত কথ্যবিদ্যাবি কুলপতি লব্ধে অভিহিত হইতেন।

“মুনীনাং দশসাহস্রং বোধরত্নানিগোবদ্যত।

অধ্যাপনতি বিপ্রাঃ স বৈ কুলপতিঃ শ্রুতঃ ৪” (বহু)

যিনি দশ সহস্র মুনিকে অজ্ঞানি দ্বারা পালন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। তখন এতোক ঋষি সাধ্যাঙ্গুসারে শিষ্য রাখিয়া

অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপূর্বক ব্রহ্মচর্য-প্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার তার পূর্বমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের হস্তেই ভ্রষ্ট রহিল, প্রকৃত শিক্ষা সেই দিন হইতেই বিদূরিত হইল। এখন উপনয়নের পর ত্রৈবর্ষিক বালক-গণ গুরুগৃহে বাইরা অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রতি-নিবর্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাধাবিধি নিয়ম রহিল না, অবনতির ও হ্রাসপাত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই অজ্ঞা-বধি প্রায় এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে টোলপ্রণালী প্রবর্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যা-ঙ্গুসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিভাগশিক্ষা দেন, কিন্তু পূর্বের ছাত্র আচারাদি কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু আনকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এইরূপ প্রথা লোপপ্রায়। পূর্বে এমন গ্রাম ছিলনা, যেখানে ২৪টা টোল না ছিল। এখন ১০১৫ গ্রাম অঙ্গুসন্ধান করিলে এক আধ-খানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিকৃতভাবে পরিচালিত। বর্তমান সময়ে টোলের এইরূপ ছয়বছা দেখিয়া পূর্বের ছাত্র বাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত গবর্মেন্ট হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া পূর্বের ছাত্র বাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই বহুবান্ হইরাছেন। মূল্যায়োড়, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটা টোল সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী বিজাতীয় নিয়মাবস্থার চালিত হইতেছে; পূর্বের ছাত্র কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেক্রূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল ও বাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বিনা অর্থ সাহায্যে একজন বালক সর্গ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের ধর্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ার এরূপ সুন্দর নিয়ম অবলম্বনপ্রায়। ধীরে ধীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেক্রূপ এই প্রণালীর আদর দেখা বাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২ কুটীর। ৩ বাতুর পাড় বা অলঙ্কারাদিতে চোট লাগা।

টোলখাওয়া (দেশজ) টোল পড়া, বাহাতে টোল রা চোট লাগিয়াছে।

টোলমারা [টোলখাওয়া দেখ।]

টোলা (দেশজ) পালী, পাড়া। বধা, বেনেটোলাং

টৌড়ী, রাগিনীবিশেষ।

ট্যামট্যামী (দেশজ) ছোট ভবনা বা বাহা।

৪

৪ ব্যঞ্জনবর্ণের জ্যেষ্ঠত্ব অক্ষর। টবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। অর্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আত্মান্তর প্রায় ও জিহ্বা মধ্যস্থার।

মূর্ধস্থান স্পর্শ। বাহুপ্রস্থর বিবার, বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

মাতৃকাক্রান্তে দক্ষিণ আয়তে স্ত্রীকরিতে হয়।

বর্ণোচ্চারণতন্ত্রে ইহার লিখন প্রকার এইরূপ—একটি বেঙণের মত বর্জুলাকার রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগে একটা মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্সনা অবস্থান করেন।

“বার্তাকুবর্জুলাকারো রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ।

তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাদয়ঃ প্রিয়ে।

মাত্রাহীনস্তু কুশিখাঠকারঃ পরমেশ্বরী।”

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

ইহার ধ্যান—

“ধানমন্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণু কামলাননে।

পূর্ণচন্দ্রপ্রভাং দেবীং বিকসংপক্জেক্ষণাম্॥

সুন্দরীং যোড়শভুজাং ধর্ম্মকামার্মমৌক্ষণাম্।

এবং ধাত্বা ব্রহ্মরূপাং তস্মাত্ত্বং দশধা জপেৎ॥”

এই দেবী পূর্ণচন্দ্রের স্তার প্রভা ও প্রস্ফুটিত পঙ্খের মত নয়নযুক্তা, সুন্দরী, যোড়শভুজা এবং ধর্ম্মকামার্মমৌক্ষণারিনী।

কামধেনুতন্ত্রে ইহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে—

ইহা মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী, পীতবিন্ধ্যাস্তাকার, ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিদু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

ইহার ৩১টা বাচক শব্দ আছে, যথা—শূভ, মঙ্গরী, বীজ, পর্ণিনী, লালগী, ক্ষমা, বনজ, নন্দন, জিহ্বা, সুন্দর, সূর্য্যক, সুখা, বর্জুলা, কুন্তল, বহি, অমৃত, চন্দ্রমণ্ডল, দক্ষজা, অনুকম্ভাব, দেবভক্ত, বৃহদ্ধনি, একপাশ, বিস্তৃতি, ললাট, সর্সমিজ্জক, সুবর, নলিনী, বিষ্ণু, মহেশ, প্রামগী, শশী। (নানাতন্ত্র) কাব্যের প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে দ্বন্দ্ব হয়।

“টঠৌ খেমহুঃখোঃ” (বৃহৎ সূ. টা.)

পদ্যের আদিতে এই শব্দ বিস্তার করিলে শোভা হয়।

“ঠঃ শোভাং ভো বিশোভাং।” (বৃহৎ সূ. টা.)

ঠ (পুং) ঠ-সূর্য্যো মাধুঃ বা ঠরতে তী বাহলক্যে-ড। ১ লিখ।

২ মহাধনি। ৩ চন্দ্রমণ্ডল। (একাক্ষরকোং) ৪ মণ্ডল।

৫ শূভ। ৬ লোকপোচর। (মেদিনী) শূভশব্দে বিদ্যুরূপ বর্ণবিশেষ।

“ভদ্রধটবরং বোলয়িষ্য।” (কপূরতত্ত্ব)

ঠক (দেশজ) ঠগ, পরমানিকারক, পরনিম্নক, প্রভারক।

“ঠকের মধুর বাণী, একচিহ্নে রামা শুনি,

ধাত ঘরে করে নিরীক্ষণ॥” (কবিকং)

ঠকা (দেশজ) প্রভারিত।

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা প্রভারণা করিবার ইচ্ছা।

ঠকান (দেশজ) ১ প্রভারণ। ২ অপ্রতিভকরণ।

ঠকামি (দেশজ) ১ পরমানি, পরনিম্ন। ২ প্রভারণ।

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার।

“ঠকারং চক্ৰলাপাদি।” (কামধেনুতন্ত্র)

ঠকুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিশেষ। ৩ দেববিষয়বৎ পুজনীয় ব্যক্তি।

“সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠকুরঃ॥” (অনন্তলং)

ঠক্ঠক্ (দেশজ) ১ ইত্যাক্ষর শব্দ। ২ কঠিন, শক্ত।

ঠক্ঠকিয়া (দেশজ) সেরানা, চালাক।

ঠক্ঠকী (দেশজ) সত্ৰটাবহা।

ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বক্ক, ডাকাইত। ২ বিধাত দহ্মা সম্ভার। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহার ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আগাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পথ সকল এই ভীষণ দহ্মাসকুল হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধবরের রাজত্বকালে প্রায় ৫০০ ঠগ এতাবার প্রাণদত্তে দগ্ধিত হয়। দিল্লী ও আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে, সে অস্ত্র পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের মলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাত্ত দেবতা কালী।

ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—ইহার দিল্লীর নিকটস্থ প্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সপ্তজাতি হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে ইহার মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেবীর উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,—যে কোন সময়ে এক ছুর্দ্ব অন্ধবরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়।

হুছে কালী অম্বরকে বক্সাঘাতে ধড় ধড় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অম্বর রক্তবীৰ, হুতরাং তাহার তুড়ল-পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অম্বর জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কালী এই সকল অম্বরকেও কাটিয়া ফেলিলেন, আবার এই সকলের রক্তবিন্দু হইতে অনাখ্যা মানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি উহাদিগকে বড়ই কষ্টদেবন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তখন তিনি দুই বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উত্তরীর-নির্দিষ্ট কীদ প্রদান করিলেন। তাহারা এই কীদ সাহায্যে অম্বরগণের গলায় কীদ দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ার আর অম্বর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অম্বর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী এই বীরদ্বয়ের উপর সন্তোষ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে এই কীদ অর্পণ করিলেন এবং পূজাপোজারি ক্রমে উহা দ্বারা জীবিকা উপার্জননের বর প্রদান করেন। এই বীরদ্বয় ঠগদিগের আদি-পুরুষ। প্রবাদানুযায়ী ঠগগণ বংশাঙ্কক্রেম নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার দ্বার ক্রটি প্রকৃতি জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্বদাই চারিদিকে ইহাদের চর থাকিত এবং কোথাও নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তদ্বারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। অনেক সময় ইহারা দল বান্ধিয়া অসংখ্য সংখ্যায় বহির্গত হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত স্বেচ্ছায় মত তাহাদের সন্ধান রাখিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা একত্র ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাদৃশ্য ও বন্ধন প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের হুতসিকি বৃদ্ধিতে পারিত না। পরে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইলেই ঠগ অতর্কিতভাবে এই হুতসিকি পথিকের গলায় কীদ দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হুত-পথিকের মর্য্যাসর্ব্বশ লুপ্ত করিয়া উহার বুকদেশে গোপনে এমন স্থানে গুঁতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত না। যে সকল ষোড়শতমাব্দে করিলে তাহাদের শীঘ্র বোঝা হইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা তাহাদের নিকটস্থ পলায়ন বন্ধিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণে লোক-সম্মতই ঠগের কীদে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবশ্য-প্রাণ সৈনিক কিংবা প্রভুর অর্পণবিবাহক কৃত্র প্রাণই ঠগের কবলে পড়িত। কিন্তু ঠগেরা জীলোক, কবি, গন্ধাধন-বাহক, গোপা, কল,

বাড়ুয়াল, নট প্রভৃতি নীচজাতীরকে অথবা মজুর, কবি ও শিখকে কখন বধ করিত না। ইহাদের একত্রপ সমাজিক ভাষা ছিল, তাহা অপরে বৃদ্ধি না। দলব ঠগেরা উপযোগিতাহীনকে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে তুল্য-ইয়া অভিপ্রোক্ত হাথে লইয়া আসিত, কেহ গলায় কীদ দিয়া মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ সর্গ বৃদ্ধিরা শব্দ গুঁতিল। দল ও সাহসী ঠগগণ দৃষ্টিত ব্যবসায় অংশ পাইত।

ঠগেরা সাধারণ দলব নত কেবল দল্য-বৃদ্ধি দ্বারাই পরস্পরের সহিত সন্ধন নহে। ইহারা রীতিমত সমাজসংগঠন করিয়া ভিন্নভাষি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষাঙ্কমিক নরহত্যা ও চৌর্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাদের বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা ব্যবসায়ই তাহাদের কুলধর্ম্ম। হুতরাং যে বত নিরুদারগণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই বত প্রাশংসনীয় এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক এই পাবক সারকদিগের মনে কিছুমান ধর্ম্মতত্ত্ব বা অমৃত্যু ছিলনা। হুতরাং এই নির্দয় ভীষণ নরহত্যা ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্য আঘাতও লাগিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও একত্র বীতংস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্বে আপনাদের উপাত্তদেবতা তবানীর পূজা করিয়া তাহার প্রীতি ও আশীর্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্ধলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা। নিত্যকাল হুতরাং ব্যক্তি নিজ পরিবার-বর্গের লিকট আপন হৃদয় গোপন রাখে, কাছাকেও তাহাদিগকে নিজের দ্বার অসংপথ্যবলী করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে পুত্র প্রকৃতিকে রীতিমত নরহত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম বালকগণ চরমপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হুত পথিকদিগের শব্দেই দেখান হইত। তাহারা ঠগদিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে তুল্যইয়া এবং অজ্ঞাত-সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন ইহারা উপস্থিত হইয়া উদ্ভিত, তখন সর্ব্বশেষ ইহাদের উচ্চারণে হুতান্ত লীলা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন কীদ হুত প্রদত্ত হইত। এই ব্যাপারে লীকিত করিবার সময় একটা উৎসব হইত এবং লীকাঙ্ক কালীর পূজা দিয়া করিয়া তাহার কপালে লীকাঙ্কোচ্চ দিয়া তাহাকে কালীর প্রদানী একত্রপ শুভ বাইতে দিত। প্রবাদ—এই প্রদানী শুভের শক্তি অতি ভীষণ, ইহা খাইলেই সে একজন পাকা ঠগ হইত।

ঐগেরা একই চতুষ্রতা ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের খাবসার পরিচালন করিত যে, কখন খুত হইত না। ইহার বিচারকদিগকে প্রভুত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলারন করিত। মধ্যভারতের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে অধিকাংশ সর্দার রাজকর্মচারী, কেবল যে ইহাদের দোরাত্তো উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাহারা তাহাদের চৌধালস্বধনের অংশ পর্যন্ত নিরসিতরূপে গ্রহণ করিতেন। অনেকে আরের প্রকৃষ্ট পদ্ম বসিয়া ইহাদিগকে নিজ শাসনের মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ব্ব থাকিত যে, ইহারা ঐ এদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে না। সুতরাং অজ্ঞান হইতে এই উপায়ে অর্থাৎ আনয়ন করিলে কেহই অস্বক্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং একপন্থে ঠগদিগকে বাহিরা বাহির করা একরূপ অসম্ভব।” কেহ ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূত্যাগে এই নৃশংস ব্যবসার অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে উহা নিবারিত হয়।

যেদ্বারা এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে প্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রায় ১০০০ লোক প্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে সকল প্রাণনাশ পাণ্ডুরা যায়, তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার সর্বপ্রথম ইংরাজ গবর্নমেন্টের কর্ণগোচর হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বোরাবের নানাহানে কুপে ৩০ টা শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে কাশ্মির স্রীমানের চেষ্টার গবর্নেন্ট জ্ঞাত হইলেন যে, তারতবর্ষের কোন স্থানই একবারে ঠগবর্জিত নহে। এই মুহুর্তে আচার্য দমন করিবার জন্য গবর্নেন্ট এক নতুন বিভাগ স্থাপন করিলেন। ঐ ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্মচারিগণ অপর্যায়ীদিগকে প্রেলোভন দেখাইয়া ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি দেশীয় রাজ্যদিগের শাসন-যথো, সর্বত্র এই বীভৎস ঠগ-অভ্যুত্থান-নিবারণে বহুশ্রমিকর হইয়া ইংরাজগবর্নেন্ট যে ৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হারদরাবাদ, সাগর ও জব্বলপুর প্রায় ২০০০ ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪৬৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত; তন্মধ্যে ৩৬২ জনের বিচারে প্রাপক, ৯০২ জনের নির্দাল, ৭৭ জনের

জীবন কারাবাস, ৩৯২ জনের নিষিদ্ধকাল কারাবাস, ২১ জনের দুষ্টি, ১১ জন পদাতক, ৩৯ জন বিচারককালেই মৃত্যু এবং অবশিষ্ট ২৫০ জন রাজার সাক্ষী বলিদা পণ্য হয় *। কনিসিয়ার-গের কনিস-নগরই হইত। উক্ত দণ্ডিত ঠগদিগের মধ্যে কেহ কেহ ২০০ শতাধিক নরহত্যা করিয়াছে বলিদা স্বীকার করে।

ঐগদিগকে ভ্রাম্যমাণীকৃত হুডিয়ারা জীবিকানির্ভার
করিতে শিকাদিবার জন্ত জব্বলপুরের মধ্য জেলখানার
এক কার্যালয় স্থাপিত হইল এবং তঁহাদের ঐগশিষ্ট ও যুগ্মগণ
উর্গা ও কার্পাসদ্বয়ের বস্ত্রবন্দন ও তাহু প্রস্তুত বিষয়ে
শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের
আর কোথাও ঐগের নাম শুনা গেল না। লর্ড বেটিন্ধের শাসন-
কালে ভারতবর্ষে সতীদাহের জার এই একটা ভীষণ ব্যাপারও
দ্রুত হইল। ঐগ-নিবারণক বিভাগের কৰ্মচারীগণকে
পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইরাছিল। কোন
ঐগ অভিযুক্ত হইলে প্রাক্তনভাবে তাহার বিচার হইত।
বলা বাহুল্য, উক্তবিভাগের কৰ্মচারীগণের কার্যাকুশলতা
কঠোররূপে কর্তব্য পরায়ণতা ও তৎপরতা জন্ত শীঘ্রই বহু
সংখ্যক ঐগ ধৃত হইতে লাগিল, নানাহানে ভুরি ভুরি শব্দেহ
বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ বিভাগ অবিচলিত
উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিভ্রান্ত অধ্যবসায় সাহায্যে
কঠোর আইন দ্বারা শীঘ্রই ঐগ নিবারণ করিয়া, পশ্চিদিগকে
নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঐগ-বিভাগ নিজ কার্য
সুসম্পন্ন করিয়া অবসর হইল।

ਠਗਾਏ (ਸੇਖਰ) ਠਕਾਮਿ ।

ଟମ୍ବୁ, ଟମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଷଟ୍ଟନାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଟମ୍ବୁଷ୍ଟି ।

চট্টো (দেশজ) করুণ, ভীক, অশ্রীভিকর।

ঠাট্টা (দেশজ) ঠাট্টা, তামাসা। ২ সিদ্ধ প্রদেশের অন্তর্গত
বিখ্যাত নগর [ট্টা দেখ।]

ਠੇਠਾਵਾੜ (ਹਿੰਦੀ) ਭਾਂਡ, ਪਰਿਵਾਸਕਾਰੀ।

চট্টোপাধ্যায় (হিন্দী) ভাষাসা, পরিহাস।

ਠਠ (ਅਧ) ਅਨੁਕਰਣ ਸ਼ਬਦ । ਚਮਿਤ ਕਥਾਰ ਠਨ ਠਨ ਸ਼ਬਦ ।

“ব্রাহ্মণ্যৈবেকৈ মদবিহ্বলারাঃ ককাক্ষাতো হেমবটন্তরণাঃ ।

গোপানমাক্রহ চকার শব্দ ঠাং ঠাং ঠাং ঠাং ঠাং হঃ ॥^{১০}

(महानिष्ठिक)

ॐॐॐ (अवा) अवाक भव, ठन् ठन् भव।

ଠାଣୀ (ଦିନୀ) ଠାଣୀ, ନୀତନ ।

ঠাকুই (হিন্দী) শীতলদ্রব্য, শান্তিকর দ্রব্য।

ঠাকী (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কক, সন্দি।

ঠান্মনিয়া (দেশজ) চকল।

ঠান (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শব্দ।

ঠানক (দেশজ) হেলিয়া হুলিয়া বাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা।

ঠান (দেশজ উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা।

ঠান্ডর (দেশজ) হির করা, মনোযোগপূর্বক দেখা।

ঠাওয়ান (দেশজ) মনঃসংযোগপূর্বক দেখা, চিন্তন, হিরকরা, বিবেচনা করা।

ঠাই (দেশজ) স্থান।

“তাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা।” (বিদ্যাসুন্দর)

ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলায়। (Dolichos pilosus)

ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ৩ রাজ্য। ৪ পূজনীয় ব্যক্তি।

“কতকালে ঠাকুর বৃত্তিতে এলে ছলে।” (শ্রীধর্মম* ১১০০)

“ধর্মশাল নামে ছিল গোড়ের ঠাকুর।” (শ্রীধর্মম* ২১২)

ঠাকুরকোটা (দেশজ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর।

ঠাকুরঘর (দেশজ) দেবতার গৃহ।

ঠাকুরকী (দেশজ) ১ খণ্ডরক্তা, স্রালিকা। ২ গুরুকর্তা।

ঠাকুরণ (দেশজ) ১ যশ, শাওড়ী। ২ দেবী প্রতিমা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহ, পিতার পিতা।

ঠাকুরদাদী (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরদ্বার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অধীন একটি তহনীল। অক্ষা° ২৯° ১১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪' পূঃ; মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তহনীলের মধ্যবর্তী বহুস্থানে বিস্তর খেরা বা তুপ পড়িয়া আছে।

ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত রাজবংশসম্বৃত সম্রাট শীরাণী গোষ্ঠি। ইহার ইংরাজদেরবারে বিশেষ সম্মানিত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট গুরুবারাক্রমে ‘মহারাজ’ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহার সকলেই ভট্টনারায়ণবংশসম্বৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে মহারাজ হারিকানাথ ঠাকুর, অগস্ত্যকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি লক্ষগ্রহণ করিয়াছেন। [শীরাণী দেখ।]

ঠাকুরবাটা (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। ৩ গুরুষোভম ক্ষেত্রেও ঠাকুরবাটা কহিয়া থাকে।

ঠাকুরবাপ (দেশজ) পিতামহ।

ঠাকুরমা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরাণী (দেশজ) ১ দেবী, দেবপ্রতিমা। ২ ভক্তপত্নী। ৩ শাওড়ী। ৪ মাতা স্ত্রী।

ঠাকুরাণী দ্বিতী (দেশজ) পিতামহী।

ঠাকুরালি (দেশজ) ১ কর্ণধ্বজ। ২ সম্মান।

ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটি পরাক্রান্ত রাজবংশ।

লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামন্ত অশ্বত্থা আবির্ভূত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। আপন শৌর্যবীর্যবশে ইনি বিত্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধিকার স্বীকার করিলেও স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের পার্শ্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩০০০ কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ১১১ খৃঃ পূর্বাব্দে) অশ্বত্থা রাজ্যভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই পূর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া তথায় নিজ সখ্য চালাইয়া আসেন। খ্রিষ্ট, হোয়ান্টি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, অশ্বত্থা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু উক্ত পার্শ্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

গোলমার্টিটোল-শিলালিপি অগ্রসারে অশ্বত্থা ও লিচ্ছবিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দিষ্ট স্মৃতিতে খোদিত হয়। উক্ত যুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ঐ অক্ষ-শব্দ-সংবৎ জাপক এবং তৎপরে অশ্বত্থা প্রভৃতির লিপিতে যে অক্ষ আছে, তাহা হর্ষসম্বৎ জাপক বলিয়া হির করিয়াছেন।

হর্ষবর্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং নেপালদর্শন করিতে ও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, মহাজানী অশ্বত্থা তাঁহার অনেক পূর্বেই ইহলোক পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। পার্শ্বতীয়বংশাবলীতে লিখিত আছে অশ্বত্থা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজ্যভিষেকের পূর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া সখ্য প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। খ্রিষ্ট প্রভৃতি পুরাবিদগণ পার্শ্বতীয়বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষবলিয়া হির করিয়া-ছেন। যখন উক্ত বংশাবলীমতে অশ্বত্থা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার পূর্বে সখ্য প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন পূর্বেই অশ্বত্থার মৃত্যু হইয়া ছিল, তখন হর্ষের কর্তৃক নেপালের সখ্য প্রচার সম্ভবপর নয়। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 184, and Dr. Hoernle's Synchronistic Table in Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1889, pt. I.

ক্ষেত্রয়ারি দেপালে গিয়াছিলেন*। বেপাল হইতে অংগবর্মার সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪৫ অঙ্ক আছে। যুরোপীয় পুরাবিদগণ এই অঙ্ক হর্ব-সম্বৎসরপত্র হিঁর করিয়াছেন। ডাক্তার বুল্লার ও গ্রিই লাহেবের মতে ৬০৮-৭ + খৃষ্টাব্দে হর্বসম্বৎ আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অংগবর্মী (৩০৩ + ৩৯) ৩৪২ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন, কিন্তু চীনাগ্নিগণ্যকর বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই অংগবর্মার কৃত্য হইয়াছিল। এক্ষণে হলে অংগবর্মার শিলালিপিকর্তিত অঙ্ক হর্বসম্বৎসরপত্র বদিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্বে অংগবর্মার সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎসরপত্র শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা শক সম্বৎসরপত্র এবং অংগবর্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তসম্বৎসরপত্র ধরিয়া লইলে অমর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তসম্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের লিঙ্গবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [গুপ্ত-রাজবংশ শব্দ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে আপনার সম্বৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে অংগবর্মার পরাক্রম নেপালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপূর্বেই (অর্থাৎ ৩১৯ + ৩৪৮ = ৪৫৩ খৃষ্টাব্দের অনতিপরে) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অংগবর্মার পর তদংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, সাময়িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্বত্যবংশাবলীর মতে অংগবর্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্মী, তৎপরে যথাক্রমে ভীমা-জ্জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, শঙ্করদেব, বর্দ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষ্মীকাম-দেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না হওয়ার তাহার মৃত্যুর পর নবাকোটের ঠাকুরীবাংশীয় ভাস্কর-দেব সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর যথাক্রমে বলদেব, পদ্মদেব, নাগার্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হন। তাহার মৃত্যুর পর অংগবর্মার বংশীয় আর এক শাখাজুত বামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পর পুত্রাদি ক্রমে বামদেব, হর্বদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, নন্দদেব, রুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিন্দেব, অভয়রায় ও অনিন্দরায়

রাজা হন। অনিন্দরায়ের সময় কণাটকবংশীয় নার্সিংদেব নেপাল-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এইখানেই ঠাকুরীবাংশের রাজত্ব স্থায়। এখনও নেপালের নানাখানে ঠাকুরীবাংশের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও উহারা আপনা-দিগকে রাজবংশীয় বলিয়া লক্ষ্যনিত ও পৌরবাধিত বোধ করেন।

ঠাকুরগ (দেশজ) ১ শাণ্ডী। ২ দেবীপ্রতিমা।

ঠাট (দেশজ) ১ প্রকৃত বিবর গোপন করিয়া অঙ্ক ভাং প্রকাশ করা, ছলনা করা। ২ ভাবভঙ্গী।

“আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।

এবে বুড়া তবু কিছু শুঁড়া আছে শেষে॥” (বিভাসলর)

৩ ঠাট। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ দৈন্ত্রশ্রেণী।

“এবেশে অজরতটে তুপতির ঠাট।” (শ্রীধর্মদল ২।৮১)

ঠাটর (দেশজ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা।

ঠাট্টা (দেশজ) পরিহাস, বিজ্ঞপ, উপহাস।

ঠাট্টামক (দেশজ) ১ অঙ্ক ভঙ্গিমা। ২ জাঁকজমক।

ঠাঠর, ভবিষ্যৎসম্বৎ বর্ণিত স্বর্ণভূমির মধ্যভাগে কাশীর যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। মুসল-মান রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠাঠেরা বা কাংশকার বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোলাপসিংহ নামে একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাহার নির্মিত। তাহার পর গোতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। এখন পূর্ণসমৃদ্ধি বিগুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের বাস। (ব্রহ্মণ ৫৭।২৩৭-২৪৬)

ঠাড় (দেশজ) খাড়া, গোলা।

ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটা গ্রাম। এখানে হিন্দু-মবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্মণ ৫৭।২৩৭)

ঠাড়েস্বরী, এক প্রকার সমাধি। ইহার দিবারাজ দণ্ডার-মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম সম্পন্ন করেন এবং সমুদ্রে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভাবেই নিভা যান।

ঠাণ্ডা (দেশজ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ।

ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ বাহাতে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঠাণ্ডী (দেশজ) ১ কক, সরসী। ২ বাতরোগ।

ঠাপ (দেশজ) অঙ্গের কাঁকা হানে অপরের অঙ্গ দ্বারা আঘাত।

* Cunningham's Ancient Geography of India, p. 555.

† Bühler's Note on the Twenty-three inscriptions from Nepal, p. 45; and Fleet's Inscriptions of the Gupta king.

ঠাম (দেশজ) ১ ভলী। ২ মনোহর, চাকু, সুদৃঢ়।
 ঠায় (দেশজ) হিরডাবে।
 ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, দ্বিভিত, ইসারা।
 ঠারণ (দেশজ) সঙ্কেত করণ।
 ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুবারা ইসারা।
 ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টি নিষ্কেপ। ২ চক্ষুবারা সঙ্কেত।
 ঠাস্ (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, ঘেঁসাবেঁসি।
 ঠাসন (দেশজ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘণ করণ।
 ঠাসা (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা।
 ঠাসাঠাসি (দেশজ) চাপাচাপি, ঘেঁসাবেঁসি।
 ঠাহর (দেশজ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা।
 ঠাহরণ (দেশজ) ১ বিবেচনা করিয়া দেখা। ২ সঙ্কল্প করণ।
 ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ।
 ঠিকঠাক্ (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ।
 ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জগৎপ্রজ্ঞা, বাহাতে জগৎ লয়াদি
 ঠিক করিয়া লিখিত থাকে।
 ঠিকরণ (দেশজ) ১ সরিয়া পড়া। ২ বিচলিত হইয়া। ৩ স্থান
 ভ্রষ্ট হওয়া।
 ঠিকরা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে
 পড়িয়া কিরিয়া আসে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার
 কলাই। (*Dolichos pilosus*) ৩ কলিকার তামাক সাজিবার
 পূর্বে গর্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়।
 ঠিকরী (দেশজ) খোলা, খাবরা।
 ঠিকা (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ণ। ২ অন্ন সময়ের জন্ত অধিকৃত।
 যথা—ঠিকাজরী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী।
 ঠিকানা (দেশজ) অবধারিত স্থান, বসতির নির্দেশন।
 ঠিকিরী (দেশজ) বৃকভেদ (*Phaseolus radiatus*)
 ঠিন্মিনা (দেশজ) রোগে বা দুর্বলতায় কম্পমান বা ঢকল।
 ঠিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট।
 চুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, ধাংজ, ঝিকিট ও লুম অথবা
 বারোক্রা ও বেহাগ বেগে উৎপন্ন। (সং-রত্না) ২ তাল-
 বিশেষ। ইহা চারিমাঝার তাল, দুই তাল ও দুই ফাঁক।
 বোল বধা—

+	.	.	.
(১) বেধা,	কিটি,	বেধা,	কিটি :
(২) ভাজাকি	হুন্	ধা	ধুয়া :
(৩) ধাক্,	ধিন্	বেধা,	গেদিন্ :
(৪) ধাগে,	ধিন্ধিন্	ধাগে,	ধিন্ধিন্ :

(সং-রত্না)

ঠুটা (দেশজ) ১ বিকলাল। ২ বাহার হাত নাই।
 ঠুকনি (দেশজ) বা, আঘাত।
 ঠুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।
 ঠুকি (দেশজ) আঘাত করা, বা মারা।
 ঠুকুঠুকনি (দেশজ) কাঠে কাঠে আঘাত।
 ঠুঠুন্ (দেশজ) ইত্যাকার শব্দ।
 ঠুঠুননি (দেশজ) ছোট ঘটীর ঠুঠুন্ শব্দ।
 ঠুনকা (দেশজ) ১ ভক্তপ্রবণ, যাহা অন্ন আঘাতেই ভাঙ্গিয়া
 যায়। ২ জীলোকের অনুরোগবিশেষ।
 ঠুলি (দেশজ) ১ গো অখাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চন্ডমা।
 ঠেটা (দেশজ) ১ অব্যথা। ২ কর্কশভাবী, কেইয়া, বেহায়া।
 “বুড়ি বলে ঠেটা বেটা ঘানা আন্ বাটে।” (ঐধ্যর্মমঙ্গল ১।১২৮)
 ঠেটামি (দেশজ) অব্যথাভা।
 ঠেটা (দেশজ) ১ খাট কাপড়। ২ অব্যথা জীলোক।
 ঠেক (দেশজ) ১ তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন,
 আটক। ৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ।
 ঠেকনা (দেশজ) অবলম্বন নও, ঠেস।
 ঠেকা (দেশজ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া।
 “অভাগী আপন মোখে ঠেকে গেল ফাঁদে।” (ঐধ্যর্মমঙ্গল ১।২০৭)
 ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরস্পরে পরস্পরের কার্যে বাধা
 দেওয়া।
 ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ।
 ঠেকানি (দেশজ) বাধা, প্রতিবন্ধ।
 ঠেকার (দেশজ) অহকার, দস্ত, বাচালতা।
 ঠেকারিয়া (দেশজ) অহকারী, দান্তিক, বাচাল।
 ঠেকারী (দেশজ) অহকারী, বাচাল।
 ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধা বিপত্তিময়।
 ঠেকুয়া (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস।
 ঠেঙ্গ (দেশজ) পা।
 ঠেঙ্গা (দেশজ) নড়, লাঠি।
 ঠেঙ্গাঠেঙ্গি (দেশজ) লাঠিলাঠি।
 ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ার।
 ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা।
 ঠেলন (দেশজ) হেলন, অমাজকরণ, দুরীকরণ।
 ঠেলা (দেশজ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ।
 ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরস্পরে ধাক্কা।
 ঠেলান (দেশজ) ধাক্কা মারা।
 ঠেশ (দেশজ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক্কা লাগা।
 ঠেস (দেশজ) ঠেস।

চেসাঠেসি (দেশজ) গায়খায় লাগা।
 চেস্ঠাস্ (দেশজ) ১ অবলম্ব, চেকে।
 চেষ্টা (দেশজ) ভট, চু।
 চেষ্টিকাটা (দেশজ) ১ ধূত, প্রগল্ভ, ছট। ২ বাচাল।
 চেষ্টিচেষ্টে (দেশজ) বুধে বুধে।
 চৌকন (দেশজ) আঘাত করণ, থাকা।
 চৌকর (দেশজ) আঘাত।
 চৌকরণ (দেশজ) মুখবারা অন্ন অন্ন স্পর্শ বা আঘাত করা।
 চৌকা (দেশজ) আঘাত।
 চৌকান (দেশজ) অপরাধ করা।

চৌকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা।
 চৌকচাপরা (দেশজ) বৃত্তবৃত্তে, সহজে সঙ্কট নয়।
 চৌনা (দেশজ) অল্পি ধারা গালে আঘাত করা।
 "করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ,
 খুন্না মারিল চৌনা।" (কবিকঙ্কণ)
 চৌস (দেশজ) ১ গলিত বাতুর চৌটা। ২ কোকা। ৩ ফুলিয়া উঠা।
 চৌসেঠাসে (দেশজ) সংক্ষেপে।
 চৌর (দেশজ) নিশ্চরতা।
 চ্যাড় (দেশজ) পান, চরণ, পা।
 চ্যাটা (দেশজ) অত্যাচারী, ছট, বঞ্চক।

ড

ড বাজনবর্ণের আরোহণ ও টবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মুখ। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রবর, জিহ্বামধ্যারা মুখস্থান স্পর্শ, বাহ্যপ্রবর সংবায়, নাভ, ঘোষ ও অর প্রাণ। মাতৃকাঙ্কাসে দক্ষিণপাদগুণকে জ্ঞাস করিতে হয়।

বর্ণোচ্চারণতত্ত্ব ইহার লিখনগণ্যকী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—উচ্চারণক্রমে একটি রেখা টানিয়া মধ্যে আকৃষ্ণিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লম্বী, মূরমুজী ও ভবানী নিত্য বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ও মহাশক্তি মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

“উচ্চারণক্রমভোরোখা মধ্যে আকৃষ্ণিতা তথা।

লম্বীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা ॥” (বর্ণোচ্চারণতত্ত্ব)

বর্ণাভিধানতত্ত্ব ইহার বাচকশব্দ যথা,—স্থিতি, দারুণ, নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কোমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ত্রিবক্র, নদক, ধ্বনি, দুঃস্বপ্ন, জটিলী, ভীমা, বিজিল্প, পৃথিবী, সতী, কোরগিরি, ক্ষমা, কান্তি, নাভি, স্বাভী, লোচন।

ইহার স্বরূপ—সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিদ্যযুক্ত, চতুর্জ্ঞানময়, আয়তবস্তুযুক্ত ও পীত-বিদ্যাম্বিতাকার। (কামধেনুতত্ত্ব) ইহার ধ্যান—

“জবাসিন্দুরসকাশাং বরাভয়করাং পরাম্।

ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যং পরমোক্তপ্রদায়িনীং ॥

এবং ধ্যান ব্রহ্মরূপাং তদ্ব্যক্তং দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারণতত্ত্ব)

ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দুর সঙ্গী, অভয়প্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, বরদায়িনী, নিত্য ও ব্রহ্মরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অতীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই অক্ষর পত্নের আদিতে বিভাস করিলে শোভা হয়।

“ডঃ শোভাং চো বিশোভাং” (বৃত্ত-রংটাং)

ড (পুং) ডভতে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুল-
কাৎ ড। ১ শিব। ২ শঙ্ক। ৩ ত্রাস। (একাক্ষরকোষ)

৪ বাডবাধি। (জী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী)

ডকার (পুং) ড কারপ্রত্যয়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ।

ডকারী (জী) চণ্ডালের ঢকা।

ডগণ (পুং) হ্রস্বোগ্রহোক্ত পাঁচভাগে বিভক্তগণবিশেষ। যথা
(১১ গণ ১) (১১২ গণ ২) (১১৫ গণ ৩) (১১৮ গণ ৪)
(১১১ গণ ৫)

ডক্কে, ভারতবর্ষীয় আনন্দ বরবিশেষ।

ডগমগ (দেশজ) নিমগ্ন, আবিষ্ট।

“ডগমগ তহু রসের তরে।

ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥” (বিভাসনর)

ডগর (দেশজ) ঢকা, ঢাক।

ডগা (দেশজ) বৃক্ষাণ্ড, আগা, অগ্রভাগ, অপক, কচি।

ডগাকড়ি (দেশজ) বৃহদাকার কচি।

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত।

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক।

ডগিরা (দেশজ) উচ্চ, বৃহৎ।

ডগিরাকলা (দেশজ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা অব্যবহার্য।

ডগুডগিয়া (দেশজ) উচ্ছল, রক্তবর্ণ।

ডঙ্কা (জী) ডমিত্যব্যক্তশব্দং কারতি কৈ-ক টাপ্। ১ হৃদুভিধ্বনি, শোকদিগকে জানান দিবার জন্ত বাদিত হয়। ২ টিকারা।

ডঙ্কোনি (দেশজ) ডানকোনি লতা। (Pladera decussata)

ডঙ্গর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ficus hirsuta)

ডঙ্গরখীরেণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডঙ্গুরী (জী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গু-অচ্ পূর্বো-
সাধুঃ গোরাং ভীষ্। লতাকল, দীর্ঘককটী, চলিত কথায়
কাঁকড়ী। পর্যায় ডাঙ্গুরী, দীর্ঘকাকটী, দঙ্গুরী, ডঙ্গুরী,
নামগুণ্ডী, গন্ধদন্তফলা। ইহার গুণ—শীতল, কটিকারক, দাহ,
পিত্ত, অস্ত্রদোষ, অর্শ, জাড্য ও মূত্ররোধদৌষনাশক, তর্পণ
ও গোলা। (রাজনিঃ)

ডগু (দেশজ) দণ্ড।

ডগু (দেশজ) ১ দণ্ড, লাঠি। ২ পাখীর দাঁড়। ৩ আলোক-
পাত্র। ৪ অবলম্ব দণ্ড।

ডগু (দেশজ) শব্দেব অপভ্রংশ) ১ দণ্ডী। ২ বাহার দণ্ড হইয়াছে।

ডম (পুং) ডং নীচযোনিভ্যাং ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্কর-
জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রহ্মবৈবর্ত মতে চাণ্ডালী
গর্ভে লেটের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ-পুং)
[ডোম দেখ।]

ডম্বর (জী) বৃ-ভাবে অণু ময়ং পলায়নং ডেন ত্রাসেন ময়ং
পলায়নং ওরা-তৎ। ১ ভীতিদ্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া
পলায়ন। পর্যায় শৃগালিকা, বিজ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী)
(পুং) ডেন ভয়েন ময়ো ভূতিরিব স্বর বহুতী। ২ পরচক্র-
নিভর। ৩ অজ্ঞকলহ, দাঙ্গা, মারামারি। পর্যায় বিপ্লব, ডিম্ব,
বিষ, ডামর। (ভরত)

“ভদ্রকণোহির্বেতুঃ সত্ব ককঃ কৃত্যবহঃ প্রোক্তঃ।

বিদ্যুস্তাশ্বক্ প্রোচ্যাং শাস্ত্রাণ্যো ডমরুসকরি।” (গর্গ)

ডমরিন্ (পুং) ডমর-গিনি। ছোট ডমর।

ডমরু (পুং) ভসিত্যব্যক্তিশব্দে কচ্ছতি ভস ক-কু (খৃগাদয়শ্চ।

উপ ১১৩৮) ইতি স্বত্রেণ নিপাতনং সাধুঃ। বাতবিশেষ, কপালিবোমিবাস্ত। (ভরত) টলিত কথার উগুড়িগ। আখ্য-
নিগের একটা প্রাচীন ও পুঁজু আদিকবছর। সাপুড়িয়ার।
ইহা বাজাইয়া সাপবেলায় ভুজুক ও ধানর-জীড়কেরাও ইহা
ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অভিশপ্ত প্রিয়। যোগীরা
এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে।

“বাদয়ন্ ভদ্রকং যোগী

যত্র কৃত্যশ্রমে হিতঃ।” (যোগসার)

মহাদেবের হাতে এই যন্ত্র সর্গদার রহিয়াছে।

“ত্রিশূল-ডমরুসকরঃ।” (শিবধান।)

এই গ্রাম্যযন্ত্রের ছইমুখ চর্মযারা আচ্ছাদিত ও ইহার
মধ্যভাগ সর্পিণ। তথায় দুইটা প্রস্তুতে দুইটা সীসক-গুড়িকা
আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে
থাকে। (যন্ত্রকোশ)

২ বিস্ময়, চমৎকার। (ত্রিকা)

ডমরুক (স্ত্রী) ডমরু-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তত্ত্বোক্ত যন্ত্রোত্তম।

ডমরুমধ্য (পুং) ডমরু ইব মধ্যঃ যন্ত বহুব্রী। যোজক। যে
সর্পিণ ভূভাগ ছই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

ডমরুসার, পূর্ববঙ্গের একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভং ব্রহ্মণ ১৯৪২)
ডম্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র। একটা বৃহৎ চক্রাকৃতি
কাঠখণ্ডের একদিকে চর্মআচ্ছাদনপূর্বক ইহা নির্মিত হয়।

ইহা উত্তরপশ্চিমাকালেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকোশ)

ডম্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমুহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন।

“অজাবুকে ঔষি প্রোক্তে প্রোভাতে মেঘভবয়ঃ।” (চারণ্য)

৩ ধাতুদত্ত কুমারাহুচরভেদ।

“ডম্বরভবরৌ চেব দদৌ ধাতা মহাঘনে।” (ভারত ৯৪৭ অঃ)
৪ বিস্তার। ৫ বিশাস।

ডম্বন (স্ত্রী) ভীয়েতে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডিকরণে লুট্।

১ কর্ণাধ, পাকী, ভুলি। ভী ভাবে লুট্। ২ নভোগতি,
আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া।

ডর (হিন্দী) ভয়, আগ, শঙ্কা।

“নিবেদন নাহি করি ডরে।” (কবিকল্প)

ডরকরঞ্জ (দেশজ) ডহর করঞ্জ। (Galedupa arborea)

ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ার।

ডরাগিয়া (দেশজ) ভীত, আশঙ্কিত।

ডলিন (দেশজ) ১ কোন কিছু দ্বারা ঘর্ষণ। ২ কটা হেলিয়ার যন্ত্র।

ডলনা (দেশজ) বেলিয়ার কাঠ বা সাধারণর যন্ত্র।

ডলা (দেশজ) ১ ঘা। ২ বেলা।

ডলান (দেশজ) ১ ঘা। ২ বেলা।

ডল্লক (স্ত্রী) ১ বংশাদিনির্মিত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায়
ডালা। ব্রহ্মদিতে ডলকে ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উপবীত ও
বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়।

“ত্রিশতঞ্চ বট্যবিকং ডলকং বস্ত্রসংযুক্তং।

সভোজ্যং সোপবীতকং সোপহারং মনোহরং।” (ব্রহ্মবৈ পুং)

২ কাশ্মীরের এক রাজ।

“অলুষ্ঠয়ংপ্রজা নিত্যং ডলকো নাম দৈশিকঃ।”

(রাজতর ৭।১৪৯)

ডল্লনাচার্য্য, নিবন্ধসংগ্রহ নামধের হস্ততের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম ভরত।

ডবিথ (পুং) ১ কাঠময় যুগ। “ডিথঃ কাঠময়োহস্তী ডবিথ-
স্তময়ো যুগঃ।” (অপদ্যাব্য) ২ দ্রব্যবাচি সংজ্ঞাতেন।

“দ্রব্যশব্দাঃ একব্যক্তিবাচিনো হিরহরডিথডবিথাদয়ঃ।”

(সাহিত্যদর্পণ)

ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অভিশয় নিয়ন্ত্রণ। ২ নৌকার খোল।

ডহরকরঞ্জ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Galedupa arborea)

ডহালা (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম।

[ডাহল দেখ।]

ডহু (পুং) দহতি তাপয়তি সর্গশরীরং দহ-কু (খৃগাদয়শ্চ।

উপ ১১৩৮) ইতি স্বত্রেণ নিপাতনং সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ,

ডেও, মাদার। হিন্দী ডইহার। পর্যায় লকুচ, লিকুচ।

(অমর)। ইহার গুণ গুরু, ত্রিদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক।

(রাজনি)। [লকুচ দেখ।]

ডহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও।

ডহু (পুং) পৃথো সাধুঃ। ডহ, ডেও।

ডা (স্ত্রী) ডী-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ডাকিনী। (মেদিনী)

ডা (আরবী) হসেনের মুকুমারপার্থ মুসলমানদিগের উৎসববিশেষ।

ডাইন (দেশজ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী।

ডাইনকোনা (দেশজ) মন্তবিশেষ, ডানকোণ।

ডাইনপনা (দেশজ) ডাকিনীর কার্য। লুহক।

ডাইনহাত (দেশজ) দক্ষিণহস্ত।

ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, লুহকিনী, দারাদিনী।

ডাঁট (দেশজ) অঙ্গক, কঠিন।

ডাঁটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দণ্ডিত
করণ।

উঁটি (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ শাখা। ৩ ভীড়। ৪ দণ্ডিত।

উঁটাল (দেশজ) দণ্ড বা শাখাহীন।

উঁটি (দেশজ) ক্ষুদ্রদণ্ড।

উঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন দণ্ড। ২ পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড।

উঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, ঘোঁড়কাক। [কাক দেখ।]

উঁড়া (দেশজ) ১ মেহদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া। [মেহদণ্ড দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দণ্ডায়মান, দাঁড়া।

উঁড়ান (দেশজ) উঠা, দণ্ডায়মান, দাঁড়ান।

উঁড়াশ (দেশজ) বৃহৎকার কিত্ত নিরীহ সর্পবিশেষ। (Coluber boeiformis, Shaw.)

উঁড়িকা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus barbiger, Buch.)

উঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার উঁড় বহে। ২ ছেদ।

উঁড়ুকা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির।

উঁপ (দেশজ) রেল, বাশের খুঁটি।

উঁশ (দেশজ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ।]

উঁশা (দেশজ) ১ বর্ণপরিবর্তন (পরিপক্কের ভাব)। ২ চক্রবাক্য।

উঁশাল (দেশজ) পাকার মত হওয়া।

ডাক (দেশজ) ১ ডাক পক্ষীবিশেষ। ২ আছান। ৩ শব্দ, চীৎকার। ৪ একটা ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনন্দ বস। (যন্ত্রকো*)

ডাকঘরচ (দেশজ) ডাকে যাইবার মাছুল, পোষ্টেজ।

ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। (Post-office)

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিত্যক আধুনিক নয়। বহুদিন হইতেই রাজত্ববর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্যের সুবিধার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহারা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি লইয়া ক্রতবেগে একস্থান হইতে অত্থানে ওথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রাদি লইয়া ক্রতবেগে অত্থানে এইরূপে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময় মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে ও আমেরিকার মেক্সিকোবাসী প্রাচীন অজন্তক জাতির * মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। রোমসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথ্যরও বহুতর ডাক-বিভাগ ছিল, তাহাকে (Cursus publicus) বলা হইত †।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা ১৪শ শতাব্দীর সময় তাহার

অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিশ্ববৈর সময় ফ্রান্সের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া-রাজ্যের আর্থক্লো ফ্রান্স (Franz von Thun) ও ট্যাক্সিস (Taxi) সার্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমে তাহারা ফ্রেন্স ও জিরানীর মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কএকটা ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে তাহাদিগের বহু বহু বৃদ্ধিত নেপলস ও জিনিশ পর্যন্ত ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শেরশাহের বহু যোড়ার ডাক এবং দিল্লীর অকুবরের বহু মোগলসাম্রাজ্যের সর্বস্থানে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্য ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাকিখা নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে; “বাদশাহ অকুবর যে নতুন নিয়ম প্রচলন করেন, তন্মধ্যে ‘ডাক-মেবড়া’ একটা উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল।” ‡ আবুল-ফজলের আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে; ‘মেবড়াগণ মেব্যাটের অধিবাসী, তাহারা ক্রতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বহুদূর হইতে অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহারা উত্তম গুণের বলিগুণ গণ্য।’

ইংলণ্ডরাজ ১ম চার্লসের সময় গ্রেটব্রুটনে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্নমেন্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি পিটের মন্ত্রীত্বকালে ডাকের অভাবাত্মকতা ইংরাজ সাধারণে উপলব্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ডাক প্রচলিত হয়।

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের সমধিক উপকার সাধিত হইলেও পূর্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্তমান উনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুত্রবংশের সুবিধা ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ার বাণিজ্যাদিরও কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড-হিল-ইংরাজদিগকে যে কোন দূরের চিঠি হটক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কাঁচা ওজননের পত্রাদিতে এক পেনি ধরচা দিতে সন্মত করাইলেন। যুরোপের অপরপার দেশেও অতি অল্পদিন মধ্যেই সকলে

* Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I, ch. II.

† A. T. Hadley's Cyclopaedia of Political Science &c., art 'Post-office'.

‡ Khafi-khan, I. p. 342.

রাউল্যাঙ-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ-শাসনকর্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্বপ্রথম সার্কুলার ডাকবিভাগ স্থাপন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অট্রিয়া হইতে সর্বপ্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিন মধ্যেই জগতের সকল অঙ্গভূমিতেই অবলম্বিত হইল।

পূর্বে দেশভেদে ডাকব্যয়চার স্বায়ত্ত্ব কমবেশ ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন (International postal union) হইল। তদনুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল না।

এখন সকল অঙ্গভূমিতেই প্রধান প্রধান নগরে ও প্রামাণ্যে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ডাক হইতে সকল লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের রাজার অধীন।

ডাকচৌকিয়া (দেশজ) যে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়।

ডাকচৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়।

ডাকডোক (দেশজ) শব্দ, স্বর।

ডাকন্ (দেশজ) আস্থান করা, ডাকা, হাঁকা, চেষ্টান।

ডাকপত্র (দেশজ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্র আসে।

ডাকপুস্তক, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি বচন বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচলিত আছে। লোকে এই গুলিকে ডাকপুস্তকের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মাত্ৰ করে। এই সকল বচন প্রায় ধনার বচনের মত এবং রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্গম, গৃহস্থিগী ও কুগৃহস্থিগীর লক্ষণ, শিশুর শুশ্রূষা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে সংক্ষেপে লক্ষ্যনির্গম, বিবাহগণনা, যাত্রাদি বিষয়ক উপদেশ, বর্ষাগণনা প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। এই সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষক-বিগের লক্ষ্য রচিত হইয়াছিল। ডাকপুস্তক নিজেও ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বচন দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি কৃষিকারী এবং জাতিতে গোয়াল ছিলেন। বথা—

“আর ব্যয় করে শাত্তীকে গৃহে।

সর্বকাল স্বামীকে পূজে।

তাহাকে বর্ষ আপুনি বুকে।

যোজে কাঁটা কুটার রাখে।

খড় কাঠা বর্ষকে বাড়ে।

কুট ভাবে ডাকগোয়ালে।

এ গৃহস্থিতে বর না টলে।”

“গৃহস্থি হইয়া রূপে বলে।

স্বামী পীড়ি পায়ে তেলে।”

বর নাশে অল্প কালে।

কুট ভাবে ডাক গোয়ালে।” ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, ভীক-বিষয় জ্ঞান, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্যোতিষ জ্ঞান প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু এই সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত বলিয়া বোধ হয়। ডাকবাঙ্গলা (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে রাজপুস্তক বা ভ্রমণকারীগণের সুবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ বর। ডাকবালা (হিন্দী) ডাকপেয়ালা, যে ডাকঘরের পত্রাদি বিলি করে।

ডাকা (দেশজ) ১ আস্থান করা। ২ ডাকাইত, দস্যু, সাহসী চোর।

ডাকাইত (দেশজ) প্রকান্ত চোর, দস্যু। [দস্যু দেখ।]

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রকান্ত ভাবে লুণ্ঠনাদি করে এবং গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের যথাসম্পদ লইয়া গ্রহণ করে। পূর্বে আমাদের দেশে ডাকাইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভক্ত। কোন স্থলে ডাকাইতী করিতে যাইলে কালীপূজা না করিয়া বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া আসিয়া পুনরায় কালীপূজা দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে। তাহার কথানুসারে আর আর সকলে চলে, লুণ্ঠনজাত অর্থ সকলে ভাগ করিয়া লয়।

“হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।

বিসেস ডাকাত তুমি অজ্ঞ কেহ রৈতে।” (শ্রীধর্মমঙ্গল ৪।১১২)

ডাকাইতী (দেশজ) দস্যুত্ব, ডাকাইতের কার্য।

ডাকাবুকা (দেশজ) সাহসী, নিষ্ঠুর।

ডাকিনী (স্ত্রী) ডার ভরদানার অকতি ব্রজতি ডার-অক-ইনি, বা ডাকানাং সমূহ; ইতি ডাক-ইনি (খলদিভ্যাইনির্বক্তব্যঃ। পা ৪।২।৫১ বাস্তিক) ১ কালীর গণবিশেষ।

“সার্ক ডাকিনীনাং বিকটানাং জিকোটটিঃ।” (ব্রহ্মপু.)

২ শিব-সেবিত্রী, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে।

৩ জীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের অস্থূহ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অল্প বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্বতীর অঙ্গচর। ইহাকে সংহার-শক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্যের ও তাহার মন্ত্রের উপাত্ত দেবতা।

“ডাকিনী শাকিনী ভূত-শ্রেতবেভালসাক্ষাৎ।” (কাশীখ ৩০ অঃ)

ভোটেশবানীগণ এখনও ডাকিনীর উপাসনা করিয়া থাকে।

ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্যু।

ডাকুয়া (দেশজ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদা।

ডাগর (দেশজ) ইহুৎ, বড়, প্রকাণ্ড।

ডাক্তি (গ্রী) ডাডাং শব্দ, ঘণ্টাকাঁশরের শব্দ।

ডাক (দেশজ) কোম জব্য-কুলাইয়া রাখিবার অবলম্ব।

ডাক্তরী (গ্রী) ডাক্তরী পুথো সাধুঃ। দার্ককর্তা, চলিত কথায় কীকর্তী। (রাজনিঃ)

ডাক্তাশ (দেশজ) অস্থুশ।

ডাক্সা (দেশজ) ১ নির্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান।

ডাক্সাগ্রাম, বারভঙ্গের অন্তর্গত কর্মশোণির ও ফ্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রাম। (ভং ব্রহ্মণ ৪৭।১৬৩)

ডাক্সাগড়গড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাক্সাঘেচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাক্সাপথ (দেশজ) স্থলপথ।

ডাড় (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা।

ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ।

ডাড়ি (দেশজ) কীটের তীক্ষ্ণ পদ।

ডাড়কা (দেশজ) শৃঙ্গল, জিঞ্জির, বেড়ী।

“হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।

চরণে ভাঙকা দিয়া তোলে মহাবীর” (কবিকল্পণ)

ডাঙা (দেশজ) মণ্ড।

ডানি (দেশজ) পক্ষ, পাখা।

ডানকোণা, ক্ষুদ্র মন্তবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে পুঁটি মাছের মত, আইব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের স্থায় ইহাদের চক্ষু হইতে পুচ্ছ পর্যন্ত একটি উজ্জল লোহিত বর্ণের খা দেখা যায় এবং চক্ষুর চারিদিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাকেই শোকে মাছের সিন্দুর কাঞ্চল পরা বলে। পুষ্করী, খাল, বিল প্রভৃতির অন্ন খণ্ডে ইহাদিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাব (দেশজ) নেওয়ারাতি, অগক ও জলপূর্ণ নারিকেল। যে নারিকেলের মধ্যে অন্ন অন্ন রাখা হইয়াছে।

ডাবর (দেশজ) পাত্রবিশেষ।

“সুগন্ধ সন্ধান মাংস রূপার ডাবরে।

চাকিরা সোণার খাল ঢাকিল উপরে।” (শ্রীধর্মবিল ৪২০৬)

ডাবরী (দেশজ) জলপাত্রভেদ।

ডাবা (দেশজ) ১ পাজভেদ। ২ বাসন। ৩ কঁকবিশেষ।

ডাবু (দেশজ) জলপাত্র।

ডামর (পুঃ) মহাদেবকথিত তরুশাখবিশেষ, এই তরুর সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বায়াহীত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ বেগডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ২০৫০৩। ২ শিবডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০০৭। ৩ দুর্গাডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫০০৩। ৪ সারস্বতডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৯০০৩। ৫ ব্রহ্মডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭১০০৩। ৬ গন্ধর্ভডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০০০৩। (বারাহীত) [তরু দেখ।] ২ চমৎকার। ৩ গর্ভ, আটোপ। “রতিগলিতে লগিতে কুহুমনি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে।”

(গীতগোবিন্দ ১২।২২)

৪ কীটক্রবিশেষ।

“পঞ্চমোগিরিকোটশ্চ বর্ষঃ কোটশ্চ ডামরঃ।” (সময়ামৃত)

৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। “উৎপাদিতখা চান্ড ঠানবন্ধুচ ডামরঃ।”

(প্রয়োগসার)

ডামর (হিন্দী) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল।

ডামাডোল (দেশজ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ।

ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ৪২৭ বর্গমাইল। [হাজিপুর দেখ।] এই উপবিভাগে ডায়মণ্ডহারবার, দেবীপুর, বাঁকি-পুর, করী ও মথুরাপুর এই ৫টা থানা আছে। ৩টা দেওয়ানি ও ৩টা কোজদারী আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়। বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ষড়কাবর্ষে ইহার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে এবং সমুদ্র ক্ষতি হয়। প্রায় ৪৬২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের হর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দূরত্ব অনেক হ্র হইয়াছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ড-হারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামানুসারেই উপবিভাগের নাম হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার শব্দের অর্থ (ডায়মণ্ড=হীরক, হারবার=পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। জাগীরদার বাস-স্থলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষাঃ ২২° ১১' ১৮" উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৮° ১৩' ৩৭" পূঃ। পূর্বে এই স্থানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আহাজ সকল নদর করিয়া থাকিত। এখন এখনো একটি টেলিগ্রাফ আকিল ও একটি কুত-ঘর আছে। যে সকল

জাহাজ নদী দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করে, বন্দরাদ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতায় টেলিগ্রাফ গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। বাহা হউক, এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন চিকের মধ্যে একটি গোরস্থান বিদ্যমান আছে। এখন রেলপথে ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাত্র। এই রেলপথ কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টার্ন স্টেট রেলপথের সোণাপুর স্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল এবং নদী দ্বারা জলপথে ৪১ মাইল।

৩ ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের একটি ২৩ মাইল দীর্ঘ খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্যন্ত বিস্তৃত।

ডাল (দেশজ, দলশম্বের অপভ্রংশ) শাখা, বৃক্ষজ।

ডালুকচু (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (Sagitharia Cordifolia)

ডালচিনি (দারুচিনি শব্দজ) [দারুচিনি দেখ।]

ডালনা (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাধ মাধ ঝোল।

ডালহৌসি, প্রকৃত নাম জেমস অণ্ড্রু ব্রোণ রামসে, দশম আর্ল এবং প্রথম মারকুইস অব ডালহৌসি (James Andrew Broun Ramsay, tenth Earl and first Marquis of Dalhousie)। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হার্ভিটনমারারে কলস্টাউনের ব্রোণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। প্রথমে হারোর বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট-চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্রজ ছই সহোদরের মৃত্যু হওয়ার ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড রামসে (Lord Ramsay) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটব্রিটনের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন কার্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্নরজেনারল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ই জানুয়ারী কার্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ২০এ ফেব্রুয়ারি কার্য পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের পেয়ে ভাইকাউন্ট হার্ভিট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ডালহৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। সমস্ত প্রদেশই একরূপ শান্তিস্থ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মূলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সুনামের মৃত্যু হওয়ার তৎপূর্ব মূলরাজ মূলতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩০ লক্ষ

টাকা ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, এই নিয়মে লাহোর দরবার তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মূলরাজ অভিযয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু প্রেরণার জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার স্ববোগ খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় লাহোর দরবারে অভিযয় বিশ্বাসী উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামন্তগণের মধ্যে প্রকৃত একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ টাকা অথবা নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মূলরাজ সহজে না আইসে, তবে তাহাকে বলপূর্বক আনিবার জন্য একদল সৈন্তও পাঠাইয়া দিলেন। এক্ষেত্রে মূলরাজও অলস ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলরাজের সহিত একটি যুদ্ধ হইল।

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটি সন্ধি করাইয়া দিলেন। সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ার তিনি মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, রেসিডেন্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে অহরোধ করিলেন যেন তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা না হয়। রেসিডেন্ট লরেন্স সাহেব এই অহরোধ রক্ষা করিবেন এই মর্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ, স্তর ফ্রেডারিক কারি (Sir Frederic Currie) সাহেব রেসিডেন্ট হইয়া লাহোরে আসিলেন। মূলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য লরেন্স সাহেব তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্সের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। নুতন রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভায় মূলরাজের পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাহা গৃহীত হইল।

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান হইল। তাঁহার সহিত অগনিউ (Agnew) এবং অণ্ডারসন (Anderson) নামক দুইজন ইংরাজকর্মচারী গমন করিলেন। ১৮ই এপ্রেল, ইহার সপ্তম্ভে মূলতান দুর্গের নিকট এড়-গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নুতন দেওয়ানকে দুর্গ অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ ও পূর্বকথিত দুইজন ইংরাজকর্মচারী দুইদল গুরুখানিস্তের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহার দুর্গপরিখার

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মুলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অগ্নিউ স্নাহেবকে ঘর্ষাঘাতে অব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাহাকে ছুইটা গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিচায়মে পড়িয়া পেল। মুলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আশ্রয়স্থলে অতিমুখে স্বীয় অবশেষে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মুলরাজের কএকজন সৈন্য অগ্নারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে মৃতের জ্ঞান কেলিয়া রাখিয়া স্থানে চলিয়া গেল। অগ্নিউ কিঞ্চিৎ স্থস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেন্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মুলরাজকে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ ও দোষাবিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মুলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রাভ্যাসে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মুলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য বাহাই হইত না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মুলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩৪ দিবস মধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে ঝাঁসিংহ, ৮১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কৰ্মচারী ব্যতীত অস্ত্রান্ত সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অস্ত্র কোন আশা নাই দেখিয়া মুলরাজের নিকট বশ্তাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মুলরাজ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন ঝাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মুলতানের সৈন্যগণ বোর রবে তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল এবং ঝাঁসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকৰ্মচারীস্বয়ংকে নিহত করিল। মুলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেন্ট সাহেব ছই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মুলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএকদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২৩এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর-

দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিখাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেন্ট কারি সাহেব মুলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দারগণ মুলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণার লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেন্টকে বার বার অগ্ররোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলার প্রধান সেনাপতি লর্ড গাকের নিকট নিরলিখিত মর্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত ভারতের জ্ঞান রক্ষা ও রাজনৈতিক আর্থসাধনোদ্দেশ্যে লাহোর দরবারের সৈন্যের অভাবেও বাহাতে ইংরাজসৈন্য মুলতান দূর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাক তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রীসভাভিত্তি গবর্নরজেনারেল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধবাহার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্নিনু সাহেব স্থস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেন্যান্ট এডওয়ার্ডস সাহেবকেও সম্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস সাহেব সেই পত্র পাইয়া অতীত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুলতানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআনামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিখ্যাততা সন্দেহ সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মুলরাজ চম্রভাগানদী পার হইয়া লিইআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস সাহেব তখন সিল্লনদের অপরপারে গিরং দূর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাও কতকগুলি মুলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে—ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বহুবলপুরের নবাব শত্ৰু পার হইয়া মুলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরাগাজিখী অবরোধ করিল। মুলরাজ জলাধার উপর এই প্রদেশের শাসনভার ভারত করিয়াছিলেন। জলাধার প্রধান শত্রু খোবরাখী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলাধারকে আক্রমণ করিল। জলাধারজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামকস্থানে একটা যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মুলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস্ পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করার অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধনাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটা কুড় কুড় হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুকণ যুদ্ধের পর মুলরাজ গুরুত্বপূর্ণ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুকরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্তী হইল। দুর্গ অধিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্মে এডওয়ার্ডস্ সাহেব সাহোরে রেসিডেন্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাং তখনই দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পর পাঁচবার পূর্বেই রেসিডেন্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুসারে বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুর রাখিবার জন্ত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দুর্গের উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্ত ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস্ সাহেব অভিযান করিলেন। বহুবলপুর হইতে লোক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১২০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ২০২ পদাতি ও ৩০২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কটলাও, এডওয়ার্ডস্, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মুলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি হুটপেখরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আশ্রয়মর্গণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত শ্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মুলরাজের মনে নূতন আশা অজুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সেরসিংহ এ পর্যন্ত তলখা নামক স্থানে অবস্থিত করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অমরতলা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিকি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মুলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া

তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মুলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মুলরাজের শঙ্কে সম্মুখ দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজরাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মুলরাজ এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন না, সেরসিংহ অল্প প্রদেবে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্ররম্বিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মুলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্ত তিনি দুর্গ সংহার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কান্দাহারে সর্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণও এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্ত নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। বাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্ত তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মুলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আশ্রয়মর্গণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আশ্রয়মর্গণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মুলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আশ্রয়ক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গিরি আশ্রয়মর্গণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। সাহোরে মুলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্দাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্ররম্বিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া আশপাশে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্ত মহম্মদের জাভা পুস্তান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স, তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউরি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্নমেন্টের সমুহ বিপদ। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফ্‌গাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্তসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ্‌আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চম্ভাভাগা অভিযুখে একদল সৈন্ত চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতে ছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হাবলক ও কিউরটন নিহত হন। পরে ত্বর জোসেফ থাক ওয়েল ও লর্ডগাফ্‌ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্ত আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্‌ ডিগ্‌লি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এখানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিত করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্ত তিনি কুহুল নামক স্থানে গমন করিতে সক্ষম করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সমুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ্‌ তৎক্ষণাৎ তীত করিবার জন্ত কএকটি তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ্‌ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্তদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিন-বাগার যুদ্ধ। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারি দিনটা শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্তগণ যেক্ষণ অসীম সাহস, অমিতভৈরব ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজ

দিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফ্‌র সৈন্ত অভ্যস্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ক্রকস্‌, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্ত নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টা কামান ও ৮টা পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাজি উপস্থিত হয়; রাজির শেবাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্তই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অসীমায়িত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অন্তঃশয় শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্ত গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড গাফ্‌ তথায় বাইরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “জৈন্যের অহুগ্রহেই ইংরাজসৈন্ত একরূপ আশ্চর্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।” চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্ত পাঠাইবার জন্ত ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু সে সৈন্ত আসিবার পূর্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্‌ তাহার প্রানষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিস্তৃত অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা ইংরাজগবর্নমেন্টের নিকট বশুত্ব স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাব শাসন সঙ্কট কি করা হইবে ডালহৌসি পূর্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহের পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের স্বহস্ত চিরকালের জন্ত ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজ্যের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্তগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনা দোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্র নিম্নলিখিত ৫টি নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের অধুনা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি ব্রীটিশগবর্মেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনূর ইংলণ্ডের রাজার শিরোদেশে অংশীভূত হইল।

(৪) গবর্নরজেনারাল যেখানে মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) ‘মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর’ এই আখ্যা তাঁহার ব্যবসায়িক থাকিবে ও তিনি যথোচিত মন্ত্রের সহিত ব্যবহৃত হইবেন বা তিনি ৪ লক্ষের অন্যান্য এবং ৫ লক্ষের অধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২২এ মার্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

‘ভারতগবর্মেণ্ট পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টের আর অধিক রাজ্য বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্মেণ্টের রাজ্য অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং বাহাদুরের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই বাহাদুরগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই বাহাদুরগকে শাস্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্নরজেনারাল বাধ্য হইরাছেন। এই হেতু গবর্নরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাব রাজ্য শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।’

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখবৃদ্ধ দেখ।]

চিলিবালাইয়ের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্মচারীই স্তর চার্লস নেপিয়রকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাষে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সাহেব নেপিয়রের ক্ষমতার অতিশয় চর্চাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়র উভয়ের মধ্যে মনোবিকার

জন্মিতে লাগিল, এবং একবৎসর বাইতে না বাইতে এই মনোবিকার অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের প্রকাশ্য বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্যের করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস নেপিয়র গবর্নরজেনারাল অথবা স্প্রিম কোর্টের অমুমতি না লইয়া গবর্মেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডালহৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়র ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিসৈন্যদিগকে কর্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পঞ্জাবীরা এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টি এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটারী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অডজুট্যান্ট জেনারালের নিকট নিয়মামুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রী-সভাভিষিক্ত গবর্নরজেনারাল অতিশয় চ্যুত ও অসন্তুষ্ট হইরাছেন। এক ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানানি বাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থারই কোন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা গবর্নরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র স্প্রিম-গবর্মেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্তর চার্লস নেপিয়র পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলাযোগ সম্যক্রূপে নিবারণ হইতে না হইতে অল্পদিকে আবার বগল্‌সুতি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটি নিয়ম ছিল যে, ব্রীটিশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুনের শাসনকর্তা ইংরাজ-বণিকদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমুদ্র অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্মে কতিপয় বণিক ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতার এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। কতিপয়র আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যান্সবার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুন বাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্নরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেজুগের শাসনকর্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিবরীতে যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে লক্ষ্যে থাকার ডালহৌসি ল্যান্ডবার্টের সহিত উত্তর গবর্নমেন্টের মিত্রতা রক্ষা হেতু রেজুগের শাসন-কর্তাকে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও গিলেন এবং সেনাপত্যিক এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেজুগে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেজুগে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কোম্পানি লিখিলেন যে, রেজুগের শাসন-কর্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এইজন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্মরাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্তার সহিত বাগদাদ না করিয়া ল্যান্ডবার্ট বুদ্ধিমত্তায়ই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ বাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া সতর্ক করিয়া গিলেন। হরত ব্রহ্মরাজ পক্ষের উত্তর না দিতে পারেন অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এইজন্য গবর্নরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে বাহাতে এই অনিশ্চিত সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তৎক্ষণ মোগলদলের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যিক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানুয়ারি আবার হইতে উত্তর আসিল যে রেজুগে অস্ত্র শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে কিসাৰ্ণ এবং অস্ত্র ২ জন কর্তৃত্ব করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাহা তাহিয়াছিল, কার্যতঃ তাঁহার বিপরীত ঘটিল। রেজুগে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল "শাসন-কর্তা নিমিত্ত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্মত: এই উত্তর শুনিয়া হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তৎক্ষণই বিশেষ অবমানিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য ল্যান্ডবার্টের আদেশানুসারে কিসাৰ্ণ আব্রাহামের একখানি আশঙ্কাজনক আওক করিলেন।

ইহাতে সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকৃতভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যান্ডবার্ট সংবাদ দিয়ার অস্ত্র কলিকাতার আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিয়মিত দপ্তরে একখানি পত্র লিখিলেন;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেজুগের বর্তমান শাসন-কর্তার কার্য অস্বাভাবিক করিবেন এবং বুটান-কর্তারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তৎক্ষণ মন্ত্রী দ্বারা হুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুইজন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিকদিগের অর্থহানি হেতু আব্রাহাম ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ গবর্নমেন্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) ল্যান্ডবার্ট অসুস্থ্যে একজন এজেন্ট রেজুগে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজের প্রজামায়েই তাঁহাকে বধোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেজুগের বর্তমান শাসনকর্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্বে তদনুসারে কার্য না করিলে সমরানল প্রজলিত হইবে।

এই পত্র আবার পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য না করার উত্তর গচ্ছই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড্ডউইন ২৮এ মার্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টনের সহিত মিলিত হইলেন। মাস্তাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্ডউইন অবিগল্যে মার্ভাবানু আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেজুগে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার অগ্রবিন্তর বাধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। বাহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ভাবানু পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সম্মতিতে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাঁহার পরাধীন্য করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহার ইংরাজের বশীভূত হইবে না তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবার অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টার্নেটন প্রায় পর্য্যন্ত বাইরা অধিবাসীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও অগণন ভীত হইল না। বৈধি গবর্নরজেনারাল ডালহৌসি স্বয়ং

দেখুণে বাঁজা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথ্য উপস্থিত হইলেন। দশদিবস তথ্য অবস্থিতিপূর্বক অধিকতর সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চন্দ্র পুনরায় প্রোম অভিযুগে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এখানে কোনরূপ বাধা দিল না। ইংরাজসৈন্ত ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহার পেশ অধিকার করিল। গডউইন অসংখ্যক সৈন্তের সহিত মেজর হিলকে তথ্য রাখিয়া নিজে রেজুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ংদিবস পরেই পেশ পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্ত চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্ত একদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেশ হইতে প্রস্থান করিল। পেশ পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেশ অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

“ব্রহ্মরাজের কর্তৃত্বাধীনে হস্তে বৃটীশ-প্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দয়বার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার গবর্ণরজেনারাল অন্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্ত উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইরাছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্তগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেশ প্রদেশ ইংরাজসৈন্তের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্নমেন্টের দ্বারা উপযুক্ত দাবী আবারাজ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাহাকে যে, বর্ণেই অযোগ্য দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করেন নাই এবং তাহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি বখাসময়ে বশীভূত করেন নাই। অতএব গডবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্য মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অত্যাধি পেশ-প্রদেশ বৃটীশগবর্নমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্ত আসিলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্রই কর্তৃত্বাধী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেশ-অধিবাসিদিগকে বৃটীশগবর্নমেন্টের বক্তৃতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ার গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উক্ত রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্নমেন্টের সহিত তাহার পূর্ব

মিত্রতার সম্বন্ধ না হন কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উপস্থাপন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজ্য ও রাজবংশ নির্মালিত হইবে।

ইয়াবতী নদীর বুধ ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার খবরবোয় অতাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে হৃত্তিক উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ্য অতিশয় অশ্রয় হইয়া উঠিলেন। তাহার দ্বাতা তৎপন্ন অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্য প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণা-পত্রাহসারেই ব্রহ্মরাজ্যপ্রতিনিধিগণ সন্ধির স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন; কেবলমাত্র পেশুর প্রান্তরীমা মিদ নামক স্থান নির্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছুনিয়ম কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, বাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, একপ সন্ধিপত্র রাজ্য স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহা-দিগকে চণিয়া বাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতর রূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সম্মত হইলেন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি পার্কটোম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্নমেন্টকে ভারতের সর্বোৎকর্ষ এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ক্ষমতাস্বরূপ হইরাছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্যবৃটীশ শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপূত্রক ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারার বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য। সাতারার রাজা বৃটীশগবর্নমেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এইজন্য এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন না। এইজন্যই সাতারার সেনার রাজ্যের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে ক্যোমলি-রাজ্যের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটিও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। ক্যোমলি রাজ্যও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চম প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অমৃত্যু না হইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার জ্ঞান এ রাজ্যটিও ডালহৌসি প্রাপ্ত করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন; কিন্তু এটি মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ ক্যোমলি-রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক ডালহৌসি দেশীয় রাজ্য প্রাপ্তে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুরক্ষা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্বে একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মামুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিরলিখিতরূপে মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন;—

ব্রীটিশগবর্নমেন্টের করণ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজ্য মৃত্যুর একদিবস পূর্বে একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্বে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারেনা এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ববর্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটি ব্রীটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার জ্ঞান ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অমূল্যমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাত্রিপ্রদেশের বৃহত্তম রাজ্যটি বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্সে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১২ই ডিসেম্বর গতাত্ম হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতী ছিলনা।

তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য গ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন;—

‘এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করার রাজ্যটি পুনরায় ব্রীটিশগবর্নমেন্টের হস্তে পতিত হইরাছে; যে অধিকার হস্তগত হইরাছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ

অবগতির্যোগ জ্ঞান ও বিচারামুসারে অবশ্যকর্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ অবগতির্যোগ সর্বতোভাবে অবিধেয়।’

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজপ্রশংসার প্রভু প্রাপ্ত করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটি রাজ্য ব্রীটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তেল্লুররাজ্য ব্রীটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্যশিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য প্রাপ্ত করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নতুন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মুজাউন্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ মুছাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযোধ্যার শাসনকর্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ণধ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্নরজেনারালগণ ইহাদিগকে রাজ্যে স্বেচ্ছা স্বাধীন করিতে পুনঃ পুনঃ অহরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিজ অযোধ্যায় গমন করিয়া তখনকার অযোধ্যার শাসনকর্তাকে জুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্যে স্বেচ্ছাবশত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্তা। তিনি হার্ডিজের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ও রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্নর-জেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেন্ট সুলতান সাহেবকে রাজ্য পরিত্রাণ-পূর্বক সমস্ত বিষয় সমাধক অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে সুলতান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইরাছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়-গণেরই সর্বাপেক্ষা ইচ্ছা দেখা বাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটির অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি একদেশের সহিত বৃদ্ধ ও পারত-
রাজের সহিত শত্রুতা আশঙ্কা হেতু তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য
অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির
ভারত-শাসনকাল হুয়াইরা আসিয়াছিল। তিনি ডিরেইটর-
দিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি
আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা
যা যা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবেন।
ডিরেইটরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করি-
লেন এবং অযোধ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের
ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্বে অযোধ্যার
সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা
বুটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮০৭ খৃঃ অব্দে
অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজ গবর্নমেন্টের দুইটি সন্ধি হয়।
পূর্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্ত্তব্যগণের পরামর্শ অনুসারে
নবাব রাজ্যের সীমিত করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার
অর্দ্ধাংশ বুটীশ গবর্নমেন্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে
রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ কর্ত্তব্যগণ উৎপীড়িত
প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং
ব্যয়তিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে,
শেবার্ড সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্তসংখ্যাহেতু বার্ষিক
১৬০০০০ টাকা ইংরাজ গবর্নমেন্টকে দিতে হইবে, এ কথাও
উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেইটরগণ
এই অংশ অমমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্ত রাখিবার
খরচের অল্প নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্বেই
প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর
কোন অংশই ডিরেইটরগণ অগ্রাহ করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বুটীশ গবর্নমেন্ট অযোধ্যা-
রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেন্ট
আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লিখিলেন;—“বাদা-
বাদকালে হস্ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮০৭ খৃঃ অব্দের
সন্ধির কথা উৎখাপিত করিবেন। রেসিডেন্ট অবগত আছেন
যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেইটরগণ অমমোদন করেন নাই।
রেসিডেন্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮০৭ খৃঃ
অব্দের সন্ধির সৈন্ত সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না,
ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান
হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয়
কষ্টজনক ও ব্যাহুলতাব্যক্ত বলিয়া অনুভূত হইবে। ১৮৪৫

খৃঃ অব্দে গবর্নমেন্ট কর্ত্তক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত
ছিল। অযোধ্যা অশাসনের জন্য ১৮০৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি
অনুসারে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা
উৎখাপিত হইলে রাজা আনিতে পারিবে যে সন্ধিপত্র ডিরে-
ইটরগণ অগ্রাহ করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে
হইবে যে, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত
করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্যে দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা
বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্বাহ করিবার
জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা
কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ
অবহেলা হইয়াছে, এইজন্য মরীসভাধিষ্ঠিত গবর্নমেন্টজেনারাল
দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব ইহা প্রকাশ
করিতে সম্পূর্ণ অধীন।”

ডালহৌসি ১৮০৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কুটরাজ-
নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র
কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন
অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বুটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত
করিবার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সমস্ত
করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।
নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড
ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত
করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, “অযোধ্যার প্রজাদিগের
প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্বাদে উপর
নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।” এ স্থলে
বলা আবশ্যক যে অযোধ্যা বুটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার
অল্প কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই।
পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অস্ত্রায় আক্রমণকারী ও
রাজ্যলিপ্সুরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি
অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য
না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা
সূচিক করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই ঘোষণা
নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন।
তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লোহবস্ত্র প্রস্তুত হইতে-
ছিল এবং স্থানে স্থানে বাপীর বানও চলিতে আরম্ভ
করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাক-
রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক
তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও
পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পদো-

প্রাণীকর বলাবল্য হয়। এই কাৰ্য্যের জন্য তিনি পরিবর্তনকারী বিভাগের নৃতন বলাবল্য করিয়াছিলেন। সাধারণ উপকারার্থ তিনি আর একটি কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কাৰ্য্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াসাত্মক। যাহাতে জন ব্যয়ে পক্ষ দ্বারা লোকে পরস্পরের সুবাদ অবলম্বিত হইতে পারে, ভ্রমজ তিনি ডাকের নৃতন বলাবল্য করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাগ্রাশাসনাদিও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটি স্মরণ। স্বাধ্বাশপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম পরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না এই দুই বিষয়ে তিনি নৃতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া পর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকাৰ্য্যে অক্ষতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন পাতিভূষণ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম দ্বাদশ দিনই বৃষ্টি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯ই ডিসেম্বর তাঁহার জীবনীলা শেষ হইল।

পর্ড ডালহৌসি প্রথম বুদ্ধিদাম্পন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিস্মৃত করিতে পূর্ক হইতেই কৃতসঙ্কম হইয়া তিনি ভারতের বৃত্তিকার পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাফল্যভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উন্নততমর স্থপিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সংকাৰ্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসংকাৰ্য্যে ভূষিয়া রহিয়াছে। একজজরাজপতির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ার তাঁহার অস্বাভাবিক পক্ষি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। বাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞরূপে বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অজ্ঞান করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্তী সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ ইহার কিছুই অজ্ঞান নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকার কালে তিনি যে সতর্কতার অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটি প্রধান পরিবর্তন সন্ধানিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেন্ট সভায় বিলীকৃত হইল যে, বতদিন

পার্লিয়েন্ট কোন নৃতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজ্য কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডের রাজ্যে প্রতিনিবন্ধরূপে কোম্পানীর শাসনাধীনই থাকিবে। অরমিণ পরেই কোন পরিবর্তন ঘটবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর অধিকারীগণ ডিরেক্টরদিগের পক্ষা কদাইরা ২৪ জন দ্বারা ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজনী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটি নিয়মও হইল। পূর্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আর্নিটাইট সার্জন ও সিভিল সার্জেন্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্তৃকারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেক্টেন্যান্টগবর্নরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্দিষ্ট পাত্রবিশেষ। [ভ্রমক দেখ।] ২ সিক্কপ।

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডালিম (দেশজ) খনামখাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দালিম দেখ।]

ডাহুল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড* ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিদ্ধপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিদ্ধদেশ, মূলতান ও সিদ্ধকুলবর্তী বহুতর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার ভুক্ত ছিল। ইহার রাজত্বের পূর্ক হইতে আরবগণ সিদ্ধপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া বাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবল বন্দরে আরবদিগের একটি জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইহার কতিপয়গণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দাবী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্তা নিজ প্রাত্যুপ্ত মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রতৃত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-ব-সিন-প-চিহ্নিত বিজয়ী আরবসেনা নিরুপ (বর্তমান হারদরবার) প্রতৃত নগর অর করিতে উত্তরা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ প্রাত্যুপ্ত অরসিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারত হইতে আরও ২০০০ অধিবাহী-সৈন্য আসিয়া

মহম্মদ কাসিমের সহিত বোঙ্গ দেওয়ার জরসিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্-কাসিম রাজধানী আরো অধিকস্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে লম্বা সৈন্যদল লইয়া বেন্-কাসিমের বিরুদ্ধে অগ্রদারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্-কাসিম এক হুসুদুহানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকদিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির স্বয়ং হতীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্তৃক বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হতীও ঐ সময়ে এক অলঙ্ঘন্য অশ্ব গোলার আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অত্যধিক বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অর্ধে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনরুত্থার উৎসাহিত করিতে ও হুসুদুহানে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দ্বাধাওর মধ্যবর্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জরসিংহ ও বিশ্ববারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষার প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসম্বল হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিখ্যাত মন্ত্রী জরসিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটা সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অগ্রদারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জরসিংহ পুর্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহার। মহম্মদ কাসিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহাদিগকে বলিকাকে উপহার দিবার সম্মত করেন। উভয়ে বলিকের তাত্কালিক রাজধানী দামকাসু নগরে বলিক ওয়ালিদদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে কোঠা করণশরৎ বলিকাকে বলিল, “ধর্ম্মাবতার আমার। আপনার যোগ্য নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।” বলিক এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার গত্যাসত্য বিচার সা করিয়াই একেবারে

মহম্মদ কাসিমকে চর্রের ধলিয়া মধ্যে পুঁহিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং দখাসমরে বেন্-কাসিমের শব চর্র ভঙ্গ্যমধ্যে বলিক-নরকে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ দর্শনে উচ্ছ্বাস করিয়া কহিলেন, “এতদিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যাকথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্কৃত্তের প্রাণনাশ করাইয়াছি।” এইরূপে ডাহিরের কন্যাদয় শিক্তিনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) বাতুহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) (Gallinula phoenicure) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল খেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্ত্র নিয়ন্তাণ গাঢ় ধূসরবর্ণ; চক্ষু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রোক্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর শোহিতবর্ণ এবং পদবহর হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২ ইঞ্চি ইয়া থাকে।

ইহার। নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, খিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র শুষ্কভূমিতে বাস করিতে ভালবাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উড়ান ও শত্রুক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া নৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহার। অতি সহজে নিবিড় শুষ্কাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্ত ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহার। শত্রু এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেক শিকার করিবার জন্ত ডাকপাখী পুঁহিয়া থাকে। রাতিকালে উচ্ছ্বাসে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অজ্ঞাত ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফীদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহার। বাস করে। ডাহুক আত্মীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটা ক্ষুদ্র পরগণা। ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটা নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২' পূঃ। এখানে একটা দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত, স্তম্ভরাং বৎসরের মধ্যে অবিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিস্তারিত আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজ-প্রাসাদ অজ্ঞাপি পুঁই হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ় ও

সুন্দর, এবং সমগ্র শুভ প্রাণীরাই মনোহর ও সুন্দর খোদ-
কার্যে চিত্র বিচित्रিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক
পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নবাব
খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন,
কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্বার তরতপুরের রাজার
অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর ইংরাজ-
সেনা হোলকরের অহম্মদ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে
অনেক সৈন্ত ডিগের হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল
ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ
অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর
১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার হুর্গ ও নগর ইংরাজের
অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য
ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বৃন্দসিংহ এখানকার
হুর্গ নির্মাণ করেন। তরতপুর হুর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের
সুদূর নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া কেলা হয়। [তরতপুর দেখ।]
ডিগবাজী (দেশজ) সমুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্টাইয়া
পড়া।

ডিগ্বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্বাজী খাঁর।
ডিগ্রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।
ডিসন (দেশজ) উন্নয়ন, উৎপন্ন।
ডিসর (পুং) ডসর পুংসো সাধু:। ১ ডসর। ২ হুর্গ, শঠ,
ডেগর। ৩ ক্রোশ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দরং)
ডিসরামি (দেশজ) নীচতা, অপহুঁতা।
ডিস্রা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, জোখি। যথা—
“কোবেয় যতেক জবা ডিস্রা তুলি।”
ডিস্রাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রাকৃৎ। (Anus acuta)
ডিস্রাচালক (দেশজ) পোতবাহী।
ডিস্রান (দেশজ) উন্নয়ন।
ডিস্রি, বোয়াই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিদ্ধপ্রদেশে থরেরপুর
রাজ্যের একটা হুর্গ। অক্ষা° ২৬° ৫২' উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ৪০'
পূঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিস্রী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।
ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালভিত্ত বোগভেদ। যৌবনকালে
যুখে যে ব্রণ ভয়ে।
“যৌবনে ডিডকাস্থে বিশেষাচ্ছর্দনং বিতং।” (সুশ্রুঃ)
এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধূতা, বচ, দোত্র,
ও তুর্গ অথবা রোত্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া
প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুতঃ)
ডিডিম (পুং) প্রত্নতত্ত্বের পক্ষী। (সুশ্রুতঃ) [প্রত্নতত্ত্ব দেখ।]

ডিডিম (পুং) ডিডীতি শব্দে মাতি মা-ক। রক্তভেদ,
আর্ধ্যদিগের প্রাচীন আনন্দ রত্নবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

“আর্ধ্যবালচরিতপ্রত্নাবনাডিডিমঃ।” (বীরচঃ)

২ কৃষ্ণাকল, পানী আমলা। (শব্দচঃ)

ডিডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিডির (পুং) হিঙির পুংসো সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেমঃ)

ডিডিরমোদক (স্ত্রী) ডিডির ইব মোদকঃ মোদি-ধূলী।
গুণন। [গুণন দেখ।]

ডিডিশ (পুং) ডিঙিক পুংসো সাধুঃ। ডিঙিশব্দ, চলিত কথায়
ঢাঙশ। ইহার গুণ—কটিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেমানাশক,
শীতল, বাতল, রূক্ষ, মূত্রল ও অঙ্গারীনাশক। (ভাবপ্রঃ)

ডিডির (পুং) হিঙির পুংসো সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা।

ডিথ (পুং) ১ কাঠময় হস্তী।

“ডিথ কাঠময়োহস্তী ভবিষ্যত্তয়য়োমুগঃ।” (অপভ্রংশঃ)

২ একব্যক্তিমাত্র বোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদঃ)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

“শ্রামকপো যুবা বিদ্বান্ সন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।

সর্কশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিথ ইত্যভিধীয়তে॥” (কলাপাধ্যাঃ টীকা)

ভ্রামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্, সন্দরঃ, প্রিয়দর্শন ও সর্কশাস্ত্রবেত্তা
হইলে ডিথ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যাব্যাকরণনাটকভেদ, এই দৃশ্য-
কাব্যে মায়, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, কোথ, উদ্ভাসাদিবেষ্টিত
উপরাগ বাহ্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে
রোজরস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্গ ৪টা, বিকৃত্তক ও
প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
যক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত প্রেত ও পিশাচাদি
অত্যন্ত উদ্ভূত হইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীধীন (নাটক
প্রসিদ্ধ রচনা বিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ
রহিত হইবে। শান্ত, হান্ত ও শূদ্রার এই ৩টা রস ইহাতে
বর্জনীয়। অস্ত ৩টা রস প্রাণীও হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদঃ)
[নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ব-ঞ। ১ ভর। ২ কল। ৩ মূলমূল। ৪ ডমর।
৫ ডমরনি। ৬ অণ্ড। ৭ গীহা। ৮ বিলম্ব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিবাৎ জায়তে ডিব-জ-ন-ড। অণ্ডজ, ডিব
হইতে বাহ্যরূপে জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের হাঁচ। অণ্ডসম্বন্ধে শীতান্দ।

ডিম্বাহব (স্ত্রী) ডিম্বঃ ভরণনিয়ুক্তঃ আহবঃ কর্ণধ্যঃ। সমুদ্র
হুহু, যে হুহু রাধা নাই।

“ডিবাংবহতানাক বিদ্যাতা পার্থিবেন চ ।” (মহু ৫১০৫)।

এই ডিবাংবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অপৌচ হয়।

ডিম্বিকা (জী) ডিব-খুল-টাণ্। ১ কামুকী। ২ জলবিষ। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দরত্ন)

ডিম্ব (পুং) ডিম্ব-অচ্। ১ শিশু।

“ভদ্রান্তেহদন্তে মহিতনতিভিজেপিতশতং ।” (রসিকরত্ন)

২ মূৰ্খ। বিরূপকোবে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্বক (পুং) ডিম্ব স্বার্থেকন্। ১ বালক। ২ শাশুদেবশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাশুনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্যগুণশালিনী দুই ভাৰ্য্যা ছিল। ব্রহ্মদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীষয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, ‘রাজন্! তোমার আরাধনায় নিত্য প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।’ রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, ‘ভগবন্! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটা পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ তথাস্ত্ব বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।’

কালক্রমে রাজমহিষীষয় শব্দরপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীৰ্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্বক।

ক্রমে হংস ও ডিম্বকের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা বাহার অংশে জয়গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শব্দরের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রান্তে গমন করিয়া তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীৰ্য্য ও অস্ত্রবল সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইহাদের তপস্তায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ‘ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের দুইকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাঙ্কি করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন ব্রহ্মদত্ত সমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অস্ত্রাভি যত অস্ত্র কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধ যাত্রা করিব, তৎকালে দুইটা মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।’ মহাদেব তথাস্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূত-প্রধাম কুণ্ডোদর ও বিরূপাককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,

‘বৎস বিরূপাক! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধ যাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইহাদের সহায়তা করিও।’

এইরূপে ইহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেব দানব প্রভৃতির অজ্ঞেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া যুগ্মস্বার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক যুগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহন-পূর্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, ‘আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আগ্নেয় গমন করিবেন, আমার পিতা রাজহরযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দ্বিধিক্কারার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদের পুরাজিত করে এমন কেহই বীর নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদের পুরাজিত করিতে পারিবে না।’

মুনিগণ কহিলেন, ‘রাজন্! যদি ইহাই হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই শয্যা আপনার আগ্নেয় গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম।’ অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করতীরের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ চুর্কাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান্ চুর্কাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাব্যর বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বাকৌ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্মিক ও ধর্মজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মুঢ় সেই সর্বোৎকৃষ্ট গৃহহাশ্রম ব্যতীত অশ্রম আশ্রম করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূৰ্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বকনাই করিয়া থাকে। ইহারা বেক্রপ ঘোর মুঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন মহামূৰ্খই বা এই চুর্কতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া উত্তরই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় চুর্কাসা সরিধান্নে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, ‘ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি

এ কি কার্য করিতেছে, তুমি বাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই বা কোন আশ্রয়, তুমি গৃহস্থশ্রম পরিভ্যাগ করিয়া এ কোন শর সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বোরভর দন্ডই এরূপ অহুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাপ করিবে, তুমি সকলকেই দগ্ধকৈ পাতিত করিবে। তুমি অরং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্তা নাই, এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিভ্যাগ করিয়া লম্বর গৃহী হও, পঞ্চবজের অহুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মামবগণের পরম সুখান্দ।

চুর্কাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন জিলোক তন্ন্যাস হইল। তিনি সেই যোষারূপনেত্রে নৃপতিধ্বজকে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিওনা। আমি সমস্ত নরপতিকৈ দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান তোমাদিগকে ইহার কল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোচ্চত হইলেন। তখন বীরবর তাহাকে প্রস্থানোচ্চত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতাভের স্তায় জরুবুদ্ধিতে তাহার কোণীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদুদ্বলনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিক্‌ক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাজ্যোতিষের মহর্ষির শিষ্য, কমণ্ডলু, দারুমবিদল, দণ্ড ও পাণ্ড সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর চুর্কাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া ঐক্ককের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কক্ষ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সম্বর আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিক্‌ক রাজস্বয়জ্ঞের নিমিত্ত ঐক্ককের নিকট দ্রুত প্রেরণ করিলেন। ঐক্কক ইহাদের অভিযম ঐক্যতা জানিতে পারিয়া সম্বর যুদ্ধার্থ আস্থান করিলেন।

পথমধ্যে উভয় দলে অভিযম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐক্কক হংসের সহিত ও সাতাকি ডিক্‌কের সহিত বোরভর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐক্কক হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীমুদ্রে বাইরা ঐক্ককের সহিত বোরভর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিক্‌ক হংস ঐক্কক কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিভ্যাগ করিয়া বম্বনার জলে প্রবেশপূর্বক

নিজ জিন্সা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আশ্রয়ত্যাগীশে বোরভরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিক্‌কচক্র (ক্ৰী) ডিক্‌ক ইব চক্র। ময়ূর্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিক্‌কজ (ত্রি) ডিক্‌ক হইতে বাহ্যায় জন্ম গ্রহণ করে।

ডিক্‌কা (ক্ৰী) ডিক্‌ক-টাপ। অতি শিঙ।

ডিল্লী, যোগলসাজ্রাজ্যের রাজধানী। বর্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]
"জম্বালা গোড় মর্দা ভ্রমরবরূপঃ ধ্বজডিল্লীজবর্ণাঃ।"

(গোপীনাথপুর-শিলাকলক)

ডিহি (পারত ডিহ) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটা ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব নির্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-কিপ্ত তত্ততরপ্। নভোগতি যুক্ত ভর।

"তস্মাদিমা অজা অরা-ডীতরা।" (শতপথব্রা। ৪।৪।৫।৫)

ডীন (ক্ৰী) ডী-ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগ-গতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ভ্রমরং ভ্রমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকং।" (যুগ্মমালতী)

ডীনডীনক (ক্ৰী) ডীনের সহ-ডীনকং নিশ্চিতং পতনং।

পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্ৰী) ডীনের সহ অবডীনকং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অজ্ঞের গতিমিশ্রণ।

ডুকুরণ (দেশজ) চিংকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগুডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাস্তবস্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অঘতর। ২ বৃক্ষ।

ডুডুড (পুং) ডুডুঃ সন্ ততি-ভা-ক। সর্পবিশেষ, টোড়াসাপ।

পর্বার—রাজিল, হুগুড, নাগভুং, ডুডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সাপূর।

বিড়ালে ডুডু দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্মমং ২।২৪)

ডুগুড (পুং) ডুগুডিত শব্দং লাতি-লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেচা। পর্বার—ক্ষুদ্রোলুক, শাকুনের, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃক্ষাবী, বিশালাক, ভরতর। (রাজনিঃ)

ডুপ্পে (প্রকৃত নাম ড্রাপিন্স জোসেফ ডুপ্পে) ভারতবর্ষীয় করাসী-অধিকারের বিখ্যাত শাসনকর্তা ও সেনাপতি। ইনি করাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্ততম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্পে ভারতীয় করাসী অধিকারের প্রধান সহর পুঁচিরের মন্ত্রীসভার প্রধান সভ্যের পদে প্রাপ্ত হন। দশ কংসর এই পদে কার্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে তখন-

দগরের কুটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা লব্ধকাবে এই কার্য সম্পন্ন করার তিনি শীঘ্রই কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পুন্ডিচেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ভূমি এতদিন পর্যন্ত ফরাসী ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তথিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রাধান্য পাইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুন্ডিচেরির শাসনকর্তা হইয়া আচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বৃদ্ধির কারবার জন্ত কমনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে ব্রীটিশ ও ওলন্দাজদিগেরও বাণিজ্যকুঠি নির্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্য ব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট ত্রিভুক্তি ও সম্পাদন করিয়াছিল। ভূমি দেখিলেন যে, বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্যন্তর বৃদ্ধিবলে ও নৈশূণ্যভূষণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতিনীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনোমুখ্যতা অস্বিকৃত করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এইকালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্বল শাসনকর্তা কোন বলবান সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনাদের স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী গবর্নর ভূমিও এই সময়ে নিজ চিরপোষিতা আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। জীর সাহায্যে ভূমি স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার জী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্মিণীর সহায়তায়

ভূমি ফরাসীসাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে যুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উত্তর কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতি ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ভূমির সহিত একযোগে কক্ষ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুন্ডিচেরিতে পৌছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুন্ডিচেরিতে উপনীত হইলে, গবর্নর ভূমি তাঁহাকে সর্বাঙ্গিকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি স্নেহা পরবশ হইয়াছেন প্রথমেই তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। ভূমি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে বুদ্ধি তাহার অধিকারসীমায় সঙ্কট হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনেকে অল্পকাল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতার তিনি অতিশয় ঘেঘরভর হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতা-চরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুতাবধি লাবোর্ডোনে ও ভূমির সর্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্যে হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনে পূর্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাস্ত্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিয়া ২৫এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মাস্ত্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মাস্ত্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ভূমি এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মাস্ত্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অঙ্গভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে সীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অজমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগের মাস্ত্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এই মর্মে ভূমির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ভূমি নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে আত্মর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ভূমি লাবোর্ডোনেকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মাস্ত্রাজ দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে যত প্রদান

করেন, কারণ বিশ্বদীপ্ত পুঁদিচেরির শাসনকর্তার বিচার্য। কিন্তু এই পর আসিবার পূর্বেই দুর্গ প্রত্যাগমনের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আশ্রয়স্থান জ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীনজনোচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্পের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্রমতা আছে, একথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্পের নিত্য দান্তিকতা ও তাঁহাদের পরম্পরের কার্যের প্রতিফল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্পে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারাবদ্ধ করিয়া খীর প্রভূষ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক হড়-বধ করিতে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মাস্ত্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসী সৈন্যের হানি হইবে এই মর্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য সম্পন্ন না হইলে তিনি মাস্ত্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবোর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সম্মতি ডুপ্পেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্পে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্যন্ত সম্যক্রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত যাহাতে মাস্ত্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যাগমন করা না হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও এককথানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্পে ও লাবোর্ডোনে একমত হইয়া কার্য করিলে তাহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানেই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতই ইহারা এই-কালে যের বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্পে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে সক্ষম হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্পের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মাস্ত্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনবারউদ্দীন এতদিন পর্যন্ত মাস্ত্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যাগীত হইল না দেখিয়া ১০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাক্ষেমখাঁকে বলপূর্বক উক্ত নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্পে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্পের নিকট হইতে যে ছইজন পুত্র আসিয়াছিল, মহাক্ষেমখাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্পে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাত্ত বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্ধুকে অনেক যোগদানের প্রাণ হারাষ্টল, অবশিষ্ট প্রায়তরে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাক্ষেম তাঁহার সৈন্য

একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এখানে তিনি সমুদ্র ও পশ্চাৎ উত্তরদিক হইতে ফরাসিসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্পে এখন একটা স্থিতি কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মাস্ত্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অনুগ্রহ রাখিলেন না। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্নমেন্টের কোষভূক্ত হইল এবং তাহারা হয় মুক্তবন্দী স্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্বক সেন্টডেভিড দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে দ্বত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মাস্ত্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্পে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেন্টডেভিড দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য উত্তোষী হইলেন। ডুপ্পে মাস্ত্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্পের আদেশানুসারে ডেভিড দুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ যুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাক্ষেমখাঁ ৩০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্পের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ২ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্তী একটা স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাক্ষেমখাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করার ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সাময়িক সজ্জা বুধা হওয়ার আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্পে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্পের আশা কলবর্তী হইল না। ডুপ্পে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মাস্ত্রাজের নিকটবর্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তরদিক হইতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতার তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংগ্রহ রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত করাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেপ্টেম্বিতে দুর্গ হইতে পুনরায় নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুর্নিতেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্পে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও করাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। করাসীসৈন্য নিষ্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ অনুরব শুনা গেল যে, ডুপ্পে শীত্রেই ডেভিড-দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম বড়বয়স প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্পে শ্রুতবাসিক পুর্নিতাসহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিককে করাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন। ইংরাজগণের এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্পে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেপ্টেম্বিতে দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত সৈন্য লইয়া পুর্নিতেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্পে চারিদিকে করাসী-প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজ-বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের জীৱতা বিবরক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মাস্তাজ হাযাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যুরোপে ইংরাজ ও করাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ার এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মাস্তাজ ফিরিয়া পাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্পে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক যুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপ্ত ছিলেন। তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়া করাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ

অব্দে চাঁদসাহেব জিচিনগঞ্জের বিধবা-স্নাতিকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী তোনুসে চাঁদ-সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত জিচিনগঞ্জ অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার জী পুত্রদিককে গোপনে ডুপ্পের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও করাসী-যুদ্ধকালে আর্ক-টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্ত কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন করাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্পে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের জী পুর্নিতেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্পের জীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্পের জীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ডুপ্পে তাঁহার জীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদ-সাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং করাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সন্দেহ করাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের জী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুর্নিতেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং করাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ-পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহার পুর্নিতেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্ত ডুপ্পে তাহাদিককে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুর্নিতেরির নিকটবর্তী ৮১ খানি গ্রাম করাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্পে চাঁদসাহেব ও মজফরকে জিচিনগঞ্জ অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহাম্মদজালাল

সংগ্রহ লইয়াছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ব্রিটিশগণি না বাইরা তত্ত্বাবধায় গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিরক্ষী) আশিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহার এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, ভূপেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহার পুঁদ্রিচেরি অভিযুখে আগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেব ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহামুদ্বস্তাশি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ভূপে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ভূপের সহিত দৈনিক বিভাগের কর্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিলনা। কোন অপ্রকৃত কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্ম সমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; চাঁদসাহেবের সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অল্পত বাইরা আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার ভূপে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কোশলে স্বীয় প্রভার অক্ষুর রাশিতে বহুবান্ হইলেন। তিনি চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্য-গণ বিজোহিতাবগণিষ্ঠ নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাঁহাতে নাজিরজঙ্গের ক্ষয়ীণ সামন্তগণ বিমোহী হয়, তাহাযে বিশেষ চেষ্টা করিতে ভূপে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাজ তদন্তরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটা বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ভূপে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারাই সেইস্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদ আলি জীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বৃসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিজিহর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের ক্রতকার্য্যতার অতিশয় ভীত হইয়া ভূপের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদ্রিচেরিতে হুঁজুন দূত পাঠাইলেন। ভূপে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন;—মজফরজঙ্গ বিযুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মসলিপত্তন ও তদবধী প্রদেশ সমুদ্র

ফরাসীদিগকে প্রেরণ হউক। নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে সীত্বত হইলেন না। তিনি বৃদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। ভূপে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দারদিগের সহিত যত্নবর করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ভূপেও টৌচে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয় লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমুদ্র ফরাসীদিগকে এবং ২০ লক্ষ টাকা ভূপেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। মজফর ভূপেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন পাঠান সর্দার ভূপের যত্নবরে লিপ্ত ছিল তাহার দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজিরজঙ্গের ধনস্বর তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ভূপে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদামুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ভূপে কুশানদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগল-প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদ্রিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তন্নির অল্প কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ভূপে সলাবজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় মহম্মদ আলি ব্রিটিশগণিতে অবস্থিত করিতে-ছিলেন। ভূপে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। এখন অবধি ভূপের সৈন্য আর প্রতি যুদ্ধই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যুর পর ভূপে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকবিশ বৎসর তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত্য স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুজ্ঞা আলি ৮০০০০ টাকা প্রদান করার শীর্ষই ভূপের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইতাজসৈন্য ফরাসী-দিগের পিছি হর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ার পলায়ন করিল। ইহাতে ভূপের মনে বর্ধে আশার উদয় হইল;

কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ার ভূমির আশালতা তত্কাইরা গেল। বাহা হউক, ভূমি সম্পূর্ণরূপে নিকংসাং হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্ত তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দ্রুতগত কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিমুর-সৈন্য ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী-দিগের সহিত মিলিত হইল। পুন্দিচেরিতে রণবান্ধ বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্ত কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য কর্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ভূমেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ভূমের অতি-প্রায় অজ্ঞান ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ক্ষীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমমুহূর্তে মাজাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মাজাজ-গবর্নেন্টও সন্ধির প্রস্তাব অগ্রমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্ত এতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্যতঃ সন্ধি হইল না। উত্তমপক্ষীয় এতিনিধিগণ কিছুদিন বাদাম্বাবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ভূমের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তির ইচ্ছা করিতে-ছিলেন। তাঁহারা ভূমেকে অল্পযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুন্দিচেরির গবর্নর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট তারিতে উপস্থিত হইয়া ভূমের নিকট হইতে শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ভূমি পুন্দিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

বাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে বথোগযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরা জা-বুদ্ধি করিবার জন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া-ছিলেন। ফরাসী গবর্নেন্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমগণিগের হস্ত হইতে আশ্রয়দাপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্ত

বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই সর্বশাস্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন।

ভূমি প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুল শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্ত সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ভূমের নাম চিরসম্বন্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বৃদ্ধন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, বাহারা জলে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবাক (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিপশেদ। (Dol-chick) ২ একজাতীয় হাঁস। (Anus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবরূপাধী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুয়া (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সস্কৃত উড়ুর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র-জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত-সমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌন্দর্য্য থাকিলেও আকর্ষণত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার তায়, আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ অথবা দী বৃক্ষের স্তায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফলও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোর হইতে খোপা খোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের ব্রহ্মদেশ এবং শাখা প্রশা-খার সন্ধিস্থান সকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফল দেখিলে-রাজা হয়, বাতবিকই ডুমুরের ফল দেখা যায় না।

উদ্ভিদবৈদ্য পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অবধ, পাঁড়, বটবুকাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই স্বক্কেদ করিলে দুধের জার আঠা নির্গত হইয়া থাকে, এই আঠা হইতে রবরের জার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েক প্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিবরণ লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (*Ficus glomerata*) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাদালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চন্দার ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাফা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারভাগার যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের পত্র, মূল স্বক্ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈজ্ঞানিক কৰ্ত্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ঔহার ইহার ছালের জল বিরেকক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধোত করিবার জন্ত ব্যবহার করেন। ব্যাধ ও বিভ্রাণ দংশনেও ইহা বিবরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয় রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্বর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আটকিন্সন সাহেব (*Atkinson*) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রহ বসন্তের জ্বর পর্যাণ্ডুলি দ্বয়ে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে ময়ূরিকা জন্ত শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজো-রোগ, মূত্ররোগ, মেহবটিকরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরামররোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। এই ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সন্ত ডুমুরের রস অনেক ধাতুযুক্ত ঔষধের অংশুরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায়না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুগন্ধ নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত

ফল পাঁচটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও হৃদ্বিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেবাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অত্যন্ত শুল্ক, লম্ব, তন্তুর ও মোটা দানা-বিশিষ্ট, অঙ্গের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্ত অনেকস্থানেই ইহা কুপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সৈঁচিবার জন্ত ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাক-ডুমুর (*Ficus hispida*) ইহার গাছ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সকল, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট পর্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেকক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোম্বা-প্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুধবতী গাভীকে দুধ শুকাইবার জন্ত ও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্বেদীয় মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ জ্ঞেয় হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জালানী ব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীর লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। এই সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (*Ficus Roxburghii*) এই বৃক্ষ হিমালয়প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট উর্দ্ধ পর্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতজাতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতার পখাদির খাদ্য হয়।

ভূই ডুমুর (*Ficus heterophylla*) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে শুষ্ক। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার আভিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্তস্বাদুগন্ধ। ঔহার চূর্ণ

ধনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি দ্বারাণে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার কল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাংলাদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলার একটি নগর। এই নগর ভাগীরথীতীরে নমসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২' ১৩" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮' ৫০" পূঃ। পূর্বে এইস্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এইস্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। স্বর্গাত্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি সিবা-ভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে, নৌকাদি রাখিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিখ্যাত বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিস্মৃত ছিল না। এই দুর্ভুক্ত পথশ্রান্ত পথিক-দিগকে রাত্রিসময়গে অতি সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিম্নাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দান্ত ব্যক্তিকর্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিস্রুত থাকায় বিখ্যাত বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিশের চক্রে ধূলা দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার অনেক অশুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য সমধর্মাবলম্বী দম্পতিগের মনে ভীতিসঞ্চার জন্য বিখ্যাতকে যে স্থানে ধরা হয়, সেইস্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিখ্যাত কখন দরিক্রমে উৎপীড়িত করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অরে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মপুত্র-বর্গিত ভোজদেশের অন্তর্গত দিচ্চাপ্রদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্তমান ডুমুরাওন বলিয়া অসু-মিত হয়।) ভবিষ্যৎকালের মতে, এখানে ভূমিহারক আতীত প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাধি নির্মাণ করেন। (ভূ-ব্রহ্ম ৩১ অঃ)

ডুমুরাওন, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।

এখানে ডুমুরাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুমুরাওনের রাজগণ পদ্য নামক রাজপুত্রকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্য-ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিংহলসিংহ সর্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজ-সিংহকে সোপাঙ্কিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্বপুরুষগণের রাজধানী ডুমুরাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বজ্রারে ও অপর শাখা অগনীশপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট রাজ্য উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রত্নপ্রতাপ-সাহি, শাক্যভাসাহি, হোবিলসাহি, হুমধারীসিংহ ও বিক্রমসিংহ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের ঐতিজ্ঞান হইয়াছিলেন। আলমগীর, করুণশিরার, মহম্মদশাহ ও শাহ-আলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক আরম্মীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বজ্রারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়-প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর সন্মুখের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেইজন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্কু-ইন্স অফ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাজুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদসিংহ অতি জন্ম বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অমদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ার মহেশ্বরবরসিংহ বাহাজুর ডুমুরাওন রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় ব্রীটিশ গবর্নেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অগনীশপুরে ইহার জ্যতি কুমারসিংহ বিজোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবরসিংহের বয়েই অতিজরকাল মধ্যেই বিজোহীগণ পরাক্রান্ত ও শাসিত হইয়াছিল। এই লক্ষ্য কারণে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রীটিশগবর্নেন্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহার বর্তমানের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুমুরাওনরাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুমুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রবীণ ভূভাগের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যৎকালে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ঘোষমাগে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রবীণে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হই-লেন। তাঁহার হস্ত হইতে ভক্ত পতিত হইল। পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ণ লক্ষ হইতে লাগিল। চন্দ্রবীণের ত্র্যম্পগণ তদ্রূপে বেদবিধিক্রমে ভক্তের পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিব-ভক্ত সন্ত হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্মিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ভক্ত পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুমুর বা ডুমুর নামে খ্যাত হয়। (ভূ-ব্রহ্ম ১৩ অঃ)

ডুহুর (শব্দ) ডুহুর। [ডুহুর দেখ।]

ডুহুরপর্শী (শব্দ) নদীবৃক্ষ।

ডুরিয়া (দেশ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুহুরপালক।

ডুরী (দেশ) ১ হুটি। ২ পাকভাণ্ড, তবলা ইত্যাদি বাজ-
বজের পার্বে যে চাকার বকলী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।

ডুরীপড়া (দেশ) হুটি পড়া, পটিপড়া।

ডুরীহারি, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহার ডুরী অর্থাৎ কাপাস-
হস্তের ও পটুহস্তের বস্ত্র পরিধান করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে
ডুরীহার বলে।

ডুলি (শব্দ) হলি পুষোঁ মাধু। ১ হলি, কমঠী, কলপঠী।

২ বানবিশেষ। ইহাতে ক্রীলোকেরা যাত্রাভ্রমণ করে।

ডুলিকা (শব্দ) ডুলিয়িৎ কারতি কৈ-ক। খলনাকার পক্ষবিশেষ।

ডুলী (শব্দ) ডুলি-ডুলি। চিরীশাক।

ডেউয়া (দেশ) ডেও, মাদর।

ডেউয়া-পিলীড়া (দেশ) কলকার বড় জাতীর পিলীলিকা।

ডেউতে (দেশ) ১ দণ্ডিত।

ডেঁপ (দেশ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।

ডেকরা (দেশ) ডলর, হুট, বনমাইস।

ডেকরামি (দেশ) ডেকরার কার্য।

ডেকরী (দেশ) যে ক্রীলোক হুটামি বা বনমাইনী করে,
নিহুর ক্রী।

ডেগ (পারসী) তাত্র বা লোহনির্মিত স্থালীপাত্র।

ডেগরা (দেশ) ১ বৃহৎ, শঠ। ২ উচ্ছ্রমল।

ডেকুর (দেশ) মৎসুগ, উকুণ।

ডেকুরা (দেশ) ১ এক প্রকার ভল। ২ যে পুরুষের ক্রী নাই।

ডেকুরাশাক (দেশ) এক প্রকার গুল্ম।

ডেড় (দেশ) অর্ধাধিক এক, সার্ধেক।

ডেড়ী (দেশ) অভাব, দরিদ্রতা।

ডেনা (দেশ) গন্ধ, ডানা, পাখা।

ডেমার্ক, যুরোপের উত্তরাল্পর্কী একটি দেশ। অক্ষাঃ ৫৩° ২০'
হইতে ৫৭° ৫৫' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮° ৫' হইতে ১২° ৪৫'
পূঃ। ইহার উত্তরে ফারোয়া উপদ্বীপ, পূর্বে কাটিগাট ও
বাউগ প্রদেশী ও বাটিক সাগর, দক্ষিণে জর্জিয়ার কককাল
এবং পশ্চিমে জর্জি সাগর বা বিনেবারগিসের ভাঙ্গার
পশ্চিম মহাসাগর।

জিলঙ, কিউনন, লালঙ প্রভৃতি বীপ, জলিঙ
উপরীপ ও বাটিকনাসহর কর্ভোরাস বীপ নাই। এই রাজ্য
মহাপ্রতিঃ পূর্বে রেন্ডিক হোস্টিন ও পোরেনবার্গ নামক
হইত। এরোপ ডেমার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে

জর্জিয়ার সহিত যুদ্ধে ডেমার্ক এই দুই প্রদেশ হারাইয়াছে।
বর্তমান রাজ্যের পরিমাপকল ১৪৭৮২ বর্গমাইল; অধিবাসীর
আর অর্ধেক কৃষিকারী। আর একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

ইহার জটিল ও উপবীপ যুরোপের সহিত সংলগ্ন এবং
উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে আর ৩০০
মাইল, বিস্তার পূর্বপশ্চিমে নানা স্থানে নানারূপ; কোন স্থানে
৩০ মাইল সাত্র কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল
ভাগের দৈর্ঘ্য আর ১১০০ মাইল, কিন্তু এই স্থলীয় উপকূলের
অধিকাংশ স্থানেই জল নিত্যত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া,
কুত্র বীপ ও বালুকা বাঁধ থাকার বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

বীপ সকলের মধ্যে জিলঙ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী
কোপেনহেগেন এই বীপে অবস্থিত। এই বীপের ভূমি নিম্ন
এবং আর সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট উচ্চ। স্থানে
স্থানে ছুই একটা বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র-
পৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলঙ ও জটিলঙের
মধ্যে কিউনন বীপ অবস্থিত। লালঙ, সোলাঙ, ফল্টার,
বোরেন প্রভৃতি কুত্র বীপ কিউনন ও জিলঙের দক্ষিণে অব-
স্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সমুদ্রের সাগরের অল্প গভীরতা
হুটে অসংখ্য বহু, বহুপূর্বে এই সমস্ত বীপ পূর্বে জুইডেন ও
পশ্চিমে জটিলঙ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল;
কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া কুত্র কুত্র বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেমার্ক খাদ্যী অর্থাৎ দেশের মধ্যে অধিষ্ট সাগরশাখা
বিস্তার। উত্তরভাগে লিম-লোর্ড খাদ্যী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।
১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তে অপ্রশস্ত বোলক ভাসিয়া
গিয়া ইহা জর্জি-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।
ডেমার্ক কুত্র কুত্র বৃহৎ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্বত ও
বৃহৎ নদী নাই। কুত্র কুত্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং
অনেক ক্রান্তিম খাল আছে।

সমুদ্র-সমুদ্রিত বলিয়া ডেমার্ক শীতপ্রবলের প্রকোপ
ভাঙ্গুণ অধিক নহে। বার্ষিক অনেক সময় শরৎ ও শরৎকাল।
বড়দিনের পূর্বে এবং ক্যানন গড় হইলে শীতের প্রথমতা
আর থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসামান্যরূপে
উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয়
পরিবর্তনশীল, বৃষ্টি ও কুয়াটিকা আর বারিষা থাকে। রাজধানী
কোপেনহেগেনের তাপাংশ শীতকালে ৩২°২, বসন্তকালে
৫৩°৫, গ্রীষ্মকালে ৬০°৫ এবং শরৎকালে ৪৯°০ কাঁ।

ভূমি উর্বরা এবং গোবুদ, ধান, রাই প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য
উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলঙ বীপে কল শাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অর্থ বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুইদিক দ্বারা লোকে গোনোবাসি প্রতিষ্ঠান করে। 'বাড়ী' ও 'নদী' সকলে মৎস্ত প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরবার আজ্ঞা আছে, এই সকল হইতে বিত্তর আয় হয়। তুন্ড্র ও বিত্তর উভয়গোষ্ঠিত হয়; কিন্তু উহা রাজ্যের একচেটিয়া। জটিলের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড় মৎস্ত পাওয়া যায়। ইহা হইতে কড়-মিতার অয়েল প্রস্তুতি প্রস্তুত হয়। তিমিত পাওয়া যায়। ডেনমার্কের আকরিক বিয়ল। বর্ণহোলন্ বীপে গাধরিয়া করলা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঠও বহুল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। শস্ত, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ্য, ছাগ, মেঘ, অখগবাসি পশু, চৰ্ম্ম, চৰ্কি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্ত, কড়, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেশমবস্ত্র, শোধ, নানাবিধ কলকজা, মস্ত, কল, চা, তামাক, কাকি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেনমার্কের সৈন্তসংখ্যা ৫০,৫২২ জন, প্রয়োজন মত এই সংখ্যা বর্ধিত হইতে পারে। ৩৭১ বৃদ্ধ জাহাজ ও তাহাতে ২২৭১ কামান এবং ১২৭০ জন সৈন্ত ও কর্মচারী আছে।

ডেনমার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮২ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮২-৯০ খৃঃ অব্দে ৩১৯২,০০০। ডেনমার্কের বিভাগিকার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিভাগিকা করাইতে প্রত্যেক অভি-ভাবকই বাধ্য। ডেনমার্কের সকল বিদ্যালয়েই রাজ্যের অধীন।

ডেনমার্কের রাজাদিগকে সুধার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে সুধারের সংস্কার ডেনমার্ক প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছে। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

ডেনমার্কের তির তির সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেন-হেগেন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) সামান্য আদালতে সর্ব প্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিশ্চিতির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্বে এই রাজ্যে কংগ্রেসনিক রাজ-নির্বাহে প্রচলিত

ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডেরিকের রাজত্বকালে রাজ্যশাসন ক্ষমতা বংশাধিকৃত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অনন্তই ইচ্ছায় ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে জটল ও বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান-প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটা সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডেরিক কর্তৃক ডেনমার্কের বর্তমান শাসনপ্রণালী বহুস্থল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীসভার আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত;—Folksting and Landsting। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটান পার্লামেন্টের House of Commons এর সমতুল্য।

ডেনমার্কের রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোন রূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রীগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউন্ট এবং ব্যারন এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর মাজ্জ প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজ্যের একটা মন্ত্রীসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য দ্বারা গঠিত।

নিম্নোক্তগণ অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের স্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্ম-বিসর্জন করিতে ইচ্ছা অগ্ন্যাজ্ঞাও কুণ্ঠিত নহে। ডেনমার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য-জ্ঞান প্রশংসার্য।

সিমরি (Cymri)-গণই ডেনমার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অভিনের অধীনে গবর্ণণ আসিয়া এইস্থানে বাস করে। এইকালে ডেনমার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসীগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। অধিবাসীগণ বিনডার (Bønder) এবং ট্রেল (Trelle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেবোক্তগণ কৃষিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকালে খ্রীস্টাব্দগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারাই ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১২৬ খৃঃ অব্দে ডেমার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) অধঃগমনে হইতে অনেক ক্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময়ের উক্ত রাজা অলগেরি-রাস্ কর্তৃক ধৃতধর্ম দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্টধর্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪২ খৃঃ অব্দে এসটিউসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেমার্ক ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত দক্ষিণাভিমার রাজ্য হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটি পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টকার ডেমার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেমার্কের এবং ১৫২০ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্বাচনোচ্চসারে ডেমার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেমার্ককে অতিশয় ক্ষমতামূলী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করার ডেমার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে Arvo-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর আর এক শতাব্দী ক্রমকণ অতিশয় অধীনতা সহ করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেমার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার রাজত্বকালে সুজাযত্নের স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও গবর্নমেন্টের অব্যাহত ব্যবস্থা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সীয় অপরায়ণ রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করার ডেমার্ক আর নেটলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে নেপলন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেমার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে ছুই-ডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্জবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুতাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুতাব প্রকটবুদ্ধির অবতারণা করিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জরলাত করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেমার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে বহুই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেমার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেমার্কের বর্তমান রাজার নাম ১ম খৃষ্টিয়ান।

ডেবরা (দেশ) স্কট, উন্নত।

ডেবরি (দেশ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশ) কিছুদিনের জন্য কোনখানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাডান্সামুগুর (দেশ) মাটির চাপ বা খোঁড়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহরিয়, কানি প্রদেশের পূর্বভাগে কর্মনাশ নদীকূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যৎ-ব্রহ্মধর্মের মতে এখানে পূর্বকালে তাত্কারাক্ষী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ড° ব্রহ্ম ৫৮ অঃ)

ডেহুয়া (দেশ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশ) লক্ষীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশ) ১ ভর পাইয়া অক্ষুট করে রোদন করা। ২ ছুড়পোষ্য বালকের উচ্চহাস্ত।

ডোকলা (দেশ) উদরভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশ) এক প্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশ) ভালবুঝ বা কলার বালদো-নির্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (জী) স্তম্ভবিশেষ, হিন্দী করেসুয়া। [ডোড়ী দেখ।]

ডোড়ী (জী) স্তম্ভবিশেষ। পর্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবলী, দীর্ঘপত্রা, স্তম্ভপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, ক্ষক, বাত, কঠামর, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং কটিকর। (রাজনিঃ)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাপ্রদেশে বিতক্ত। ইহাদের উৎপত্তি লক্ষ্যে বিবিধ আধ্যাত্মিক স্মৃতিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্শ্বতী সমস্ত জাতিকে আহ্বারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপ্ত ভক্ত সকলের শেষে নিমন্ত্রণ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অজ্ঞাত জাতীয় লোকদিগের আহ্বার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুণ্ণ পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষাপত্রী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্মৃতিতে পাওয়া যায় যে, সে 'ছুটা-খাই' অর্থাৎ উচ্ছিন্নভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি লক্ষ্যে এই প্রবাদটি সম্পূর্ণ অজাত।

ইহারা বলে বাম্পী জাতীর শ্রেণীগীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীর জীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ডম দেখ।]

সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আছুরিয়া, বিশভলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। থাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে কএকজন লোক একটা মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্ত তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটা চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সংস্কারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের জীলোকগণ ধাত্তীর কাণ্য করার তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চূপড়ি, বাঁকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ভাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোড় বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্ত গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বুঢ়া প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মুলের জী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়া অঞ্চল ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু তৈয়ারি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপ্তিও জী গ্রহণ করে না।

অজ্ঞাজাতীর কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নিকট অর্থ ও নিকটবর্তী ডোমদিগকে একটা ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কস্তার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিক বয়স কোন কস্তাকে অবিবাহিত রাখিলে সমাজে কস্তার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কস্তার গণ ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কস্তার পিতাও কস্তাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কস্তার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩ পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কস্তার পিতাকে তাহার কস্তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কস্তার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কস্তার কপালে সিন্দুর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কস্তা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কস্তা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চিত হইয়া থাকেন।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বঙ্গ ও সিন্দুরদানই সাল্লা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মূর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিগরীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'মাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে বিখণ্ড করিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুন্সেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্ত পঞ্চায়তকে একটা শূকর দেয়। যদি কেহ কোন জীর সত্য নষ্ট করে, তবে পূর্বস্বামীকে ৯টা টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা, সরদার, প্রধান, মজান, মরার, গোরেত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সম্মানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ভ্রাম্য পুরোহিত না থাকার ইহাদের ধর্মার্হতান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনের-পণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য নির্বাহ করে। যদি ভাগিনের অথবা ভাগিনের-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্তা মন্ড্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলার দেবরীয়া এবং অন্তান্ত জেলায় ধর্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ভোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য নির্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষাঙ্গকমিক। অঙ্গুলিতে তাম্র অঙ্গুরি দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় নাপিতগণ পুরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ভোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্মরাজ ও ইহাদিগের প্রধান উপাস্ত। ইহারা ভাঙ্ক এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাক-পূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ভোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ববঙ্গের অনেক ভোম শোভন-ভক্তকে শুষ্করূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশ্চন্দ্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বথ বিখ্যামিত্যে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জাতিতে তাহার নিজ ধর্ম প্রসারিত করেন; তদবধি ভোমগণ ঐ ধর্ম প্রতাপন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ববঙ্গে শ্রাবণিয়ার পূজা ভোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটা শূকর বলি দিয়া একটা পাজে উহার শোণিত ও অপর একটা পাজে ছদ্ম এবং তিন পাজে স্ত্রী নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাজে কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাজে ছদ্ম, চারিপাজে স্ত্রী, একটা নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্বে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্বত্র একটা প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণ সময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটা তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ভোমদিগেরই প্রাপ্য ছিল। সম্ভ্রান্তি গ্রহচাৰ্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশলি সাহেব অহুমান করেন, এই প্রথা দ্বারা প্রভীত হয় যে ভোমগণ পূর্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্থ্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ভোমগণ বাঙ্গালার ভোমদিগের অপেক্ষা হিন্দু-মানিতে অনেক পক্ষাৎপন্ন। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সমস্ত পূজা করিলেও ভ্রামসিংহ, রক্তমালা,

গোহিল, গেয়েয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে ভ্রামসিংহকে অনেক ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অহুমান করেন। ভ্রামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভলের দেওধা নামক স্থানে ইহার এক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। অন্তান্ত দেবতা সকলের বিবরণ এবং আকার প্রকার ভোমদিগের ধর্মজ্ঞানের জায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভর উপস্থিত হইলে ভোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে একটা গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ভোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। ভ্রামসিংহও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গরুর নিকটস্থ মগরিয়া ভোমগণ বিখ্যাত ডাকহিত। কেহ ডাকহিত করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থ সন্ধ্যারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অহুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদ মাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার অল্প প্রতিমূর্ত্তি প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্কি বিবত পরিমিত স্থানে গোময়-জলে একটা মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জল পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণহস্তে ভোম-দিগের বিখ্যাত কাটাঁরি লইয়া তদ্বারা বামবাহতে একস্থানে কর্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ রক্ত ঠাণ্ডা কোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃত্যুর দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যালস্ক ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অহুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ভোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার বা পোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। বাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ভোমদিগকে পূর্বে রাত্রিযোগেই মৃতসংস্কার করিতে বাধ্য করার ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ভোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্ভ্রান্তি অধিকাংশ স্থানেই মাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মৃতের সংস্কার সম্পন্ন হইলে সকলে দান করিয়া, ক্রমাগত লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রোতাদ্বার উদ্দেশে অন্ন ও মৃত উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্যন্ত কেহ মংল বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস ভোজন ও মজাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অধিসংকার করে; কচিং পুতিয়া ফেলা হয়। ভবে ওলাউঠা, বনজ প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিক বর্ষব্যয়ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই অস্বচ্ছ যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্যে যেরূপ নৃশংস, তদ্বারা সকলের বিশ্বাস ইহারা দয়া মায়ী লেশশূন্য। ইহাদের পান দোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা বাহ্য কিছু উপার্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে; ভবিষ্যতের জন্ম কিছুই সঞ্চিত রাখেনা। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জ্ঞানীদের কার্য করিবার জন্ম একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করিবার জন্ম প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাজী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বৃষ্টি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ অশানঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ সংস্কারের বিশেষ অনুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিত্তা সজ্জিত করিয়া দেয়। অগ্নি, খড়্গ প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্যের জন্ম মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানস্বারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই অশানঘাটের কার্যে নিযুক্ত থাকেনা; কিন্তু মৃতদেহ সংস্কারের পূর্বে ও পরবর্তী কার্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসার ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ জ্ঞান বাধাবোধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অম্ব, কুক্কট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোপার স্পৃষ্ট জব্য খায়না। এই সম্বন্ধে একটা গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ স্বপ্নত ভক্ত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভি-

যুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দভপুটে কতকগুলি কাপড় বোকাই করিয়া জনৈক ধোবাকে বাইতে দেখিল এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিলনা; পক্ষান্তরে তাহাকে কষ্ট কথা বলায় সে প্রহারপূর্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দভটাকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দভহত্যার জন্ম তাহার মনে অতিশয় অসুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপ-কার্যের মূল দেখিয়া ধোপা জাতিকে অতিশয় ঘৃণার্থ বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন জব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অমুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরেনা বা কুক্কর মারে না। ইহারা কাঠের বাট লাগান দা ব্যবহার করেন। এই দেশবাসী ডোমগণ কুক্করহত্যা করেনা বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুক্কর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জন করে।

ঝাঁকা, চূপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের রাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাল্যাদি করে। ইহাদের জ্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাঁজ করিয়া থাকে। কাহারও মতে, চৌধুরীভুক্তি চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন এক স্থানে থাকেনা। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌধুরীভুক্তি চরিতার্থ করিয়া অন্ততঃ চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গরীবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম এখন পর্যন্তও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভূত স্বীকার করেনা, ধর্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্তৃক তাহাদিগের ধর্মাস্থান নির্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটা নাম ধর্মরাজ। সর্বপ্রথমে কালডোম ধর্মরাজের পুরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুত্রকে লিখিত আছে, গোড়েশ্বর ধর্মপাল মহামদকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রজাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্মরাজ রজাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভায়রনের

রাজার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ার লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে বুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যা পাঠাইলেন। ধর্মরাজের অগ্রগৃহে লাউসেন প্রতিকার্যেই কৃতকার্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেরকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মত্ত ও শূকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধদয় বৌদ্ধধর্ম হইতে ধর্ম-রাজপুজার সৃষ্টি ধর্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের স্তায় ডোমগণও পক্ষ দ্রব্য ব্যাধি দেবতার অর্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংস দ্বারা ধর্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রীতি হয়। মন্ত্রটি এই;—

“ধন্তাশ্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কার্যনিদানম্।

নাকারং নাদিরূপং নাস্তি লগ্নম্ বস্ত (৭)

যোগীশ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্বলোকৈক্যনাথম্

তৎ তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতৃ বঃ শ্রুতমুখিঃ ॥”

এই মন্ত্রটি সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্মাহুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোট-দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্মপাল নামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল-বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহরক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট বীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তত্ত্ববিদ্যাবাগী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নদী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে বাইরা ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজ বা ডোমচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎগত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অল্পকাল হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্মনামক বৌদ্ধ-

তাত্ত্বিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার শিষ্য হইল। ডোমচার্য্যের অদ্বুত ক্ষমতা দেখিয়া রাজ্য দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাহাকে মাজ করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্মের শেষকালে ধর্ম উপাসনা প্রবর্তিত হয়। ধর্মরাজের অর্চনা বৌদ্ধ উপাসনার তাত্ত্বিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অস্ত্রাদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি-সম্মতিগের উপাসনা, পরিত্যক্ত এবং দিকপাল, ধর্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। *

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ববঙ্গের ডোম-দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গায়বর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ ত্রাণ্ডি শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও স্থগিত কার্য্য করিয়া কালধাপন করিতেছে। ইহাদের আচার ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে দান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। “স্পৃষ্টা প্রমাদতঃ দ্বাভ্য গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।”

(মৎস্যস্মৃতি-৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধূসবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত গোরখপুর জেলার একটা প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখপুর নগরের প্রায় ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে যোহিন ও রাণ্ডি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে যোহিন নদী, দক্ষিণে রাণ্ডিনদী, উত্তরপূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ককরাছায়া নদী। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দিকই স্বাভাবিক পরিধা-পরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে স্রুত দুর্গে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্বে একটা দুর্জয় দুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নত্বের উপর ইংরাজদিগের একটা

আবাস নির্মিত হইয়াছে। গোরখপুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে বায়ুপরিবর্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাটার রাজগণ কর্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগড় হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহার। তৎপূর্ববর্তী ডোমরাজ্যদিগকে কাটিরা রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাটার নাম দ্বারাও এরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোম রাজগণ দ্বারাই* নির্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্তমান সমস্ত গোরখপুর এবং রাণ্ডি-নদীতীরে বহুদূর পর্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অত্য়াপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমরদার, ডোমকৈবা, ডোমরা, ডোমহাট, ডোমরিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুর্ভুজ এবং অতি বৃহৎ ও পুরা*।

ডোমনা (ঘাটনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের জী।

ডোম্বর, কর্ণাটকপ্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (স্রী) দোব রা-ড পৃথো* সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-হস্ত, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু জীলোকেরা বামকরে ও পুরুষেরা দক্ষিণকরে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।]

ডোরক (স্রী) ডোর স্বার্থে কন্। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনহস্ত।

"চতুর্দশসমায়ুক্তং কুহুমাক্তং সুডোরকম্ ॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরজী (জী) ডোরমিব ডয়তে জী-ড গৌরা* জীষু। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অন্ন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) খাড়া দি রক্ষণপাত, ইহা নল বা বাশে নির্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডোণ্ডু (দেশজ) ডুণ্ডু পক্ষী।

ডোল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, চপ, মূর্তি।

ডোপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) দিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন।

* Cunningham's Archaeological Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ট

ট টকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দশ, এবং টবর্ণের চতুর্থাংশ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অর্দ্ধমাত্র। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রবৃত্ত, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রবৃত্ত সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকাক্রান্তে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে স্থাপন করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোচ্চারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণদিকে উর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটা রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটা কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

“উর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গত।

ততঃ সা কুণ্ডলীরাপা বিষ্ণুঃ ॥” (বর্ণোচ্চারতঃ)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ টকা, নির্ণয়, শূর, যজ্ঞেশ, ধনদেব, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেদা, ঋদ্ধি, নিগুণ, নিধন, ধনি, বিদ্যেশ, পালিনী, তরুবারিণী, কোড়পুচ্ছক, এলাপুর, বগায়া, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্রঃ)। এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরাকুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চশাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যাজ্ঞাতকার। (কামধেনুতঃ) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

“রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপদ্মলোচনাম্।

অষ্টাদশভূজাং জীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥

এবং দ্বাখ্যা ব্রহ্মরূপাং তদাত্ম্যং দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতঃ)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, শোচন রক্তপদ্মভূজা, ইনি অষ্টাদশভূজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষ প্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিভাস্ত্য করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ট (পুং) চৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং চৌক-ড। ১ টকা। ২ কুজর।

৩ কুজর-লাঙ্গুল। ৪ নিগুণ। ৫ ধনি।

টক্ (দেশজ) ধাকা, টেলা।

টক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

টকটক্ (দেশজ) স্তম্ভরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

টকার (পুং) চ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। চ-স্বরূপবর্ণ।

“টকারং প্রণমাম্যহং ॥” (কামধেনুতঃ)

টক (পুং) দেশবিশেষ, চলিতকথায় ঢাকা। (ভূরিপ্রঃ)

টকা (স্ত্রী) টক্ ইতি গজীৱশব্দেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্ চ।

বাঙবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্যায়—ঘণ:পটহ, বিজয়-

মর্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র, দক্ষিণমুখে ছইটী দণ্ডদ্বারা বাসিত হয়। ইহার উপর পক্ষীয় পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকোঃ)

টকানাদচলভজলা (স্ত্রী) টকায় নাদ ইব চলৎ জলং যন্তাঃ বহতী। গঙ্গা। (কাণীধঃ)

টকারবা (স্ত্রী) টকায় রবইব যন্তাঃ বহতী। তারিণীদেবী। টকারী (স্ত্রী) টক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণু গোরঃ জীঘ্। তারিণী।

“টকারবা চ টকারী টকারবরবটকা।” (ভারতসহস্রনামস্তোঃ)

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাজিক প্রস্তাববিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(I) ১ ধ্বজা, (II) ২ তাল, (III) ৩ তাণ্ডব।

টঙ্গ (দেশজ) ১ থল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

টণ্টী (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

“টণ্টী বাক্যস্বরূপা চ টকারাক্ষররূপিণী।” (কুত্ৰযাঃ)

টনা (দেশজ) কৃশ, ছর্ব্বল, শুষ্ক, স্নান।

টপ (দেশজ) ১ মূর্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্তনাজ গান-বিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্তনক্ষে নৃতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্বরূপ পরিবর্তন করিয়া টপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্তন দেখ।]

টল (দেশজ) ১ পর্য্যভাষিত হইতে নির্গত জল। ২ নিয়ন্ত্রণ।

টলাটলি (দেশজ) বাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

টলান (দেশজ) টলাটলি করা।

টলানী (দেশজ) ১ বস্ত্রা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

টল্ক (দেশজ) আলগা, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

টলকুন (দেশজ) আলগা হওয়া।

টল্‌টল (দেশজ) ১ আলগা। ২ স্থল্লর বা স্থল্লী দেখান।

টল্‌টলিয়া (দেশজ) আলগা।

টলুন (দেশজ) নিঃসরণ, ভয় হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া পড়ন।

টলা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া পড়া।

টাক (দেশজ) টকা, পটহ, বৃহৎ বায়াময়।

টাকচেকী (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

টাকন (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃত্তকরণ। ২ লুকান।

টাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

টাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ববঙ্গের একটি বিভাগ।

অক্ষা° ২১° ৪৮' হইতে ২৫° ২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০' হইতে ৯১° ১৮' পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্বে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটা জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ববঙ্গের একটি জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬' ৩০" হইতে ২৪° ২০' ১২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭' ৫০" হইতে ৯১° ১' ১০" পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অঙ্গাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরীনদী এই সমতলের মধ্যে পূর্বে হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষ্মিয়ানদী কর্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বজ্রাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দম ও তদুপরি গলিত উত্তীর্ণস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মিয়ানদীর উত্তরতীর উচ্চ এবং গভীর জলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাহাড় অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই চূর্ণ শুষ্ক বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অম্লজল এবং বজ্রাশয়সমূহ অরণ্যময়। সম্ভ্রুতি এই বিভাগে কৃষিবিদ্যারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খাল সকলের চতুর্পার্শ্বস্থ ভূমি ধান, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষ্মিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত ভূমি পল্লভূমি এবং উর্বরা। পূর্বোক্তরখণ্ড লক্ষ্মিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্তী এবং অধিকাংশ পল্লভূমি, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেকস্থান বজ্রাশয় প্রাপ্ত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা

উর্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট হইতে ১৪ ফিট পর্যন্ত বজ্রাশয় জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ঐ স্থান একটি প্রশস্ত ভূমির দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ভাঙ্গাশ্রম গ্রাম সকল নির্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধাতুক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্ভ্রুতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাঠ প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলায় নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়ালখা, কীর্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লক্ষ্মিয়া, মৈদীখালী ও গাজীখালী নামক ৭টি নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বজ্রাশয় সময় পরিবর্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী সকলের মধ্যে হিলদামারী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অল্প নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাদ্বল ঔষধিযুক্ত বাতীত এখানে বিশেষ কোন ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জলজ সকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী সকল হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অজ্ঞাত স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫০ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ঔৎসর্গিকবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেধ-সম্রদায় ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ী অর্থাৎ সূত্রধর, বাকুই, বেগিয়া, গোরালা, ধোপা, নাগিত, কুস্তকার, জেলে, কর্মকার, কৈবর্ত, যুগী, চাষা, শুড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল ও কোচজাতিও হিন্দুধর্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভেদে অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্বে মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহার পৃষ্ঠগীত, আর্মেনীয়, গ্রীক, যুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরঙ্গী অর্থাৎ পৃষ্ঠগীত খৃষ্টান ও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ভর করে। ইহারা গোয়ালনগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টা নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মানিকগঞ্জ, ৪ চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্মিয়ানদীর পরস্পর বিপরীতভীতে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাগিচ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টা বাতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখযোগ্য। যথা সুরবগ্রাম, ইহাই পূর্ব-বাক্সালার সর্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী; ফিরঙ্গীবাক্সার পৃষ্ঠগীতদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর সাভার ও ছু-ছুরিয়া। শেষোক্ত দুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভুইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্তি কহে। তত্ত্বিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের অনেক কীর্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতিসাধন হওয়ায় এবং কৃষিজাত জীবের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কুম্ভফল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদারদিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংশয় নাই।

কৃষি। বাক্সালার অভ্যন্তরস্থানের ভাষা এখানেও ততুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান প্রধানতঃ উৎপন্ন

হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান, ৩ বোরোধান, এবং ৪ উড়ি ধান অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধানই প্রধান। ঢাকায় যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলায় পর্যাপ্ত হয় না, অতঃস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অভ্যন্তরস্থানের মধ্যে জোয়ার, বাক্সরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুম্ভফল, ইক্ষু, পাণ, শুবাক, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তুলা চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্বে এখানকার তুলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল; তাহা হইতেই ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুম্ভফল প্রভৃতিই অভ্যন্তরে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধানক্ষেত্র অধিকাংশই বজাঙ্গে প্রাবৃত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করেনা, অল্প খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ৩ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধানক্ষেত্রে ধান কাটিয়া লইলে আবার বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজা প্রভৃতি দৈব দুর্লিপাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শত হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বজা এবং তৎপরেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬২ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শত মহাব্ব হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অভ্যন্তর জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরেই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। সুতরাং যাত্রাত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তা সকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত আরও দুইটা রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পজীবের মধ্যে ঢাকায় কার্পাস-বস্ত্র, শয্য ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্মিত বহুবিধ পদার্থ, মুস্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিত্রকর্ষ্য প্রধান। পূর্বে ঢাকার কার্পাস সূত্র-নির্মিত অতি হৃদয় নানাপ্রকার মল্লিকা মল্লিকা সর্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অভ্যাপি যুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলকারীও সেরূপ আশ্চর্য মলমল প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু এখন কাটিতি না থাকায় ঢাকার পে গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। বাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্ত হুতা কাটিত এবং যে সকল তত্ত্বাবধায় ঐ সকল ভূবনবিখ্যাত মলমল সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্ণাস হইতে উহার হুতা হইত অনেকের মতে তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্ত চরকা কাটা অর্ধছটাক নাত্র হুতার মূল্য ৫০ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও হুই একজন তত্ত্বাবধায় হুই চারিজন সৌধিন ব্যক্তির কোঁতুল-নিবারণার্থ বরাত মত হুই চারিখানি মলমল বুনিয়া থাকে। তত্ত্বাবয়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার-নির্মাতাগণ এবং শাস্ত্রবৈজ্ঞানিকগণের অবস্থা এরূপ নহে; তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্মশালায় কর্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বণ্য ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বিগণ এখানে নানাবিধ বাস্তব, খোদকারী, স্বর্ণরৌপ্যের ক্ষিতা, হস্তীদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, স্কুলতোলা সাদী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটা বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সম্ভ্রুতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। যুরোপীয়, সিহদী, মুসলমান, মাড়-বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্ভ্রুতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সমিহিত মদনগঞ্জ বর্ধিষ্ণু নগর। এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাহান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূর-দেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলার শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর বাতীত অজ্ঞাত অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাব্লিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়-গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গব-মেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তত্ত্বিগ ইংরাজী বিজ্ঞানও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটা কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাহানের বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের অজ ঢাকার মাদ্রাসা আছে।

প্রাসনকার্যের সুবিধার জন্ত এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এই চারিটা উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১২টা থানার বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দিকে প্রস্তুত নদী বেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দিক জলাভর হইয়া উঠে। এই বর্ষাকালের শেষভাগ এখানে বড়ই অগ্নিতিকর। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৪ ইঞ্চি। গড় বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮° ৮' ফা°। ঢাকার ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের যে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগ সকলের মধ্যে জ্বর, কোরুণ্ড, গলগণ্ড, আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগামবাসিদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও বক্তব্য নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতিসংগঠন এবং পরিকৃত জলপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে একটা পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণি-প্রতিষ্ঠিত একটা সদাশ্রিত ও ৯টা অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকা-বিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্বকালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাতারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গোড়ের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিখ্যাতের তাজশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয় *।

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচলিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্তী স্থান পূর্বকালে সমতট নামে খ্যাত ছিল। উত্তর নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্বোক্ত ডবাক বলিয়া অস্বীকৃত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামাঙ্কনায় এই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

তথ্য-ব্রহ্মণ্ডে লিখিত আছে—

‘এখানে ঢাকারাজ্যের মহাকাশী অবস্থান করেন, সেই জন্ত দেবীর শোকেই এই স্থানকে ঢকা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম আদ্যিরপতন’ (১) (আহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয়-বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ।] বৌদ্ধপ্রাধান্তকালে গোড়ের অপর্যাংশে বৌদ্ধধর্মের পূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্বসমুদ্রে পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্ত এখানে কালিয়া নামে একটা জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী গোড়রাজ্য পালবংশীয়-রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণাভ্যন্তর তিব্বতের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দী) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গোড় শব্দ দেখ।]

শাস্তাত্মবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ ভ্রামলবর্মা (পূর্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাহুদেবের মন্দিরে ভট্টভবদেবের এক প্রস্ততি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিস্তারিত ছিলেন। সেনবংশীয়-রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বঙ্গের এই ভিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কোশলক্রমে সঙ্গীরা অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন গোড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া

আলেন। তৎপূর্ব এখানে লক্ষণসেনের অপর পুত্র বিশ্বকপ-সেন শাসনকর্তা অধঃ ছিলেন। এখন তিনিও বনবিগের সহিত বৃদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও সমস্ত স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর মহাসেন (১) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেন-রাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনৌজামাধব বা হুজুমর্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে মিল্লীসম্রাট বলবন্ত তুগ্রিগণ্যাকে শাসন করিবার জন্ত গোড়-রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনৌজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্তই লক্ষণাবতীর সুবানার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বলবন্ত প্রত্যাগমন করিলে সুবানারগণও দনৌজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজা বাধ্য হইয়া সুবর্ণগ্রামে পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রবীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমান-দিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্তমান করিমপুর ও বাথরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রবীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রবীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রবীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈভবংশীয় বঙ্গাল নামে এক ব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আরোহণে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে ‘বঙ্গালচরিত’ রচনা করেন। তাঁহার সময় যে রাজবাড়ী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বঙ্গাল-বাড়ী ও বঙ্গালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাস এইরূপ, তিনি বাবা আদম নামে এক মুসলমান কবিরের সহিত বৃদ্ধ করিতে যান। বৃদ্ধবাক্যকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পাররা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অধিকৃষ্টে বীপ দিয়া প্রাপত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বঙ্গালেরই জয় হইল। তিনি যেখন এক সরোবরে নামিয়া আপনীর রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে বসিবে, সেই অবকাশে তাঁহার পাররাটও উড়িয়া যান। একিকে পাররাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অধিকৃষ্টে বীপ দিয়া সকলেই প্রাপত্যাগ করিল। বঙ্গাল করিয়া আসিয়া সেই ঘটনাস্থলে অভিশপ্ত শোকাফুর হইয়া সেই জলন্ত অধিকৃষ্টে রূপ প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্ত আর কেহ রহিল

(১) ‘বৃদ্ধকাজিতে বৈভববংশীয়রাজত্ব’।

হাশিমিয়ায় বংশবিস্তারিত পড়ুনঃ ২৪৭।

তম দেবী মহাকাশী ঢাকারাজ্যেরা বসে।

গাঙ্গাতি পড়ুনঃ চতুর্থসংস্করণে বৈভববংশঃ।

(২) ব্রহ্মণ্ড ১৯ অঃ।

(৩) ‘বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেব’ সন্ধিতে পূর্ববর্ণিত।

প্রত্যাগমনে বঙ্গালঃ দিবা বৈভববংশঃ।

কাশ্মীরকবিদ্যাসার কালিখ্যাংগাঃ কালিখ্যাংগাঃ।

(৪) রাজত্ববিশিষ্ট ৩০৮২।

লা। ঢাকা-জেলা পুনরায় বন কবলিত হইল। কাহারও মতে তখনও ভাবল ও শাতার প্রকৃতি স্থানে হিন্দু-অসিয়ারগণ স্বাধীনভাবে রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোপগলক পূৰ্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন। এই সময়ে বলরাজ্য লক্ষণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেখোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন শিহা-লুন গ্রহণ করিয়া সুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিককাল ঐক্য প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সাগমুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপ্রতিহত চেষ্টার সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্তী সোণারগাঁর রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিভ্যাগ করিলেন। রাজাখাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ জিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনায় শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জের চতুঃপার্শ্ব প্রদেশগুলি জলালাবাদ ও কতরাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার উত্তরাধিকারীগণ মোগলদিগের নিকট পরাজিত হন। ইহার সন্ত্রাট অকবর কর্তৃক মধাবঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যা ও ঢাকার বাইরা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইহাদের একজন সর্দার ওসমানখাঁ কর্তৃক নির বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিশোধ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ বর্ষাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে হুলতান মহম্মদ খাঁ ঢাকা পরিভ্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে শীরজুয়া রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকার রাজধানী করা হইল। শীরজুয়ার শাসনকালেই ঢাকার সর্বাঙ্গের অধিক উন্নতি সাধিত হইয়া-

ছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধা দিবার জন্য তিনি লক্ষ্মী ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরকুপুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়। সারেস্বাখীর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিজ্ঞা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহার সময় ইষ্টকালর নির্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সারেস্বাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটা গৃহ এখনও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সারেস্বাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সন্ত্রাট অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিকদিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সন্ত্রাট হইয়া বঙ্গদেশের রাজত্ব বর্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলীখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সন্ত্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সন্ত্রাট পোস্তের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য বড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে বড়যন্ত্রকারীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে বাইরা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সন্ত্রাট সমস্ত অবগত হইয়া পোস্তকে বেহায়ে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলীখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসন সময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্বপ্রদেশ-শাসনের ভার একজন নায়ক অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফউল্লা জিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্তী অবিকাশ-নায়কবই অধীন কর্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে বাইরা বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসীদিগের বধাসকর্ষ হরণ করিয়া লণ্ডতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাদশার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজবন্দুকীর প্রথম বিভাগের কার্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও কোজদারী অভিযোগাদি বিত্তীয়

বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উত্তর বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটি দেওয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কোর্টলি স্থাপিত হয়। নারেন্দ্র-গণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কোর্টলি ইহাদের কার্যের প্রতিবাদ করা বাইতে পারিত। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কোর্টলি উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ৬ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটিকে নবাবা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবাবার আর ব্যয়িত হইত। নবাবা আবার কতকগুলি ভালুক বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্তে এই ভালুকের উপস্থব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহার্থ সরকার আলি, আহসাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওরাব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমিদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অজ্ঞাত প্রধান প্রধান মুসলমান পক্ষ-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়-নির্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নারেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাজার চৌধ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সারের আদায় হইত।

(১) নৌকাপ্রস্তুত, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অজ্ঞাত যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) বাহারী বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাণ, খড় প্রভৃতি আসিত। (৫) বাহারী মুকুলজ্ঞ প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দুর প্রস্তুত। (৭) পাণ বিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে বাহারী ব্যবসা করিত। (১১) দোকানদার প্রভৃতি। (১২) বানর, ভল্লুক, সর্পকীড়া প্রভৃতি কার্যে বাহারী নিযুক্ত থাকিত।

(১৩) গারক। (১৪) কাঠরিজর। (১৫) গুজলপরিদর্শন-কারী কর্মচারিগণও শতকরা ১০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাটদিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা ৮৮ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অজ্ঞাত প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাবরগঞ্জ ও করিমপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট সারের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিকোণ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়াছেন।

ঢাকার ৭০৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০৮ জমিদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেখোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলার ১৩৫০ খানির জমিদারীস্ব গবর্নমেন্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্নমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে একান্ত নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটি দিবস ঢাকা কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্নমেন্ট প্রথমে এই গুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্নমেন্টের কোন লব্ধ না থাকায় অথবা অল্প জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্নমেন্ট এ গুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের শ্রায় করাসী ও গুলন্দাজগণ ঢাকার বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান-দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসার ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের প্রশংসা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসার ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাকেটরি মহামদে ঢাকার তাঁতিগুলি নির্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথার ব্যবসার আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আর কম হওয়ার ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকার তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিজোহ উল্লেখযোগ্য। ৭০ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিত করিত। সীরাটের

সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহিদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটশগবর্মেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বৃদ্ধিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। যুরোপীয় ও যুরেশিয়গণও নগর রক্ষার্থ সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে চট্টগ্রামের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবর্মেণ্ট ঢাকায় সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫টার সময় সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে যুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নোসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহিগণ সহজেই গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে, সিপাহিগণ বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্তরায় উভয়পক্ষে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। সিপাহিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া কান্দিতো দণ্ডিত হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্ত বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তর্গত এবং পূর্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্‌গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্ত বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭২২০ এবং ২৫৮২৮০ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ ঢাকায় পরিবর্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, জল্লরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত আহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১২৮২২০ টাকা কর ধাৰ্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ।

পরিমাপকল ১২৬৬ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টা থানা আছে; যথা লালবাগ, সাতার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তর-তীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩' উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬' ২৫" পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসীসংখ্যা ৮২০২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ৭৬ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১১ মাইল বিস্তৃত। দোলাই-খাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটি, একটা পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটা নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটা রাজবন্দী প্রাপ্ত এবং উভয়পার্শ্বে জুলার হাফাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিম-প্রান্তে চক অর্ধাৎ হাট অবস্থিত। যুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় ২ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্মেনীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি সঙ্গীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তবায় ও শম্মবণিকদিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তবাসীর সমুখভাগ ৬৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ী সকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব-সমুদ্রিক অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্‌ আহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটি চিহ্ন বিদ্যমান আছে—জুলতান মহম্মদ সুজা নির্মিত কাটরা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটিও এখন তদ্যাবশেষ মাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠী সকলও নদী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দেখ—

Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. V.

ও পৰ্ব্বতীজ সমুগল কর্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহা-
দিগের আক্রমণ হইতে এই এদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত
১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়।
১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রভিক্তিত
মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার
অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমুদ্রের সময়
ঢাকানগর বহুলনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে
১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুলী গ্রামে অর-
ণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মসজিদ প্রভৃতির ভগ্না-
বশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের
মলমল বহু সমাধির সুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন
এখানকার হিন্দু তত্ত্বাবগণ বংশগণসম্মতিক্রমে ঢাকাই-মল-
মলের প্রত্ন উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সুসজ্জা, বরনগারি-
পাটো এবং চিকণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কেহই ইহা-
দের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সুস-
জ্জা উৎপাদন করিতে ভূতলে অভুলনীর বলিয়া বিবেচিত
হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া
কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ
টাকা ঢাকাই মসলিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর
প্রারম্ভে মাঝেমাঝে তত্ত্বাবদিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মল-
মলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঢাকার মলমলের কাটুতি কমিতে
লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির
কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির বিত্তীয় কারণ।
তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না।
এতদিন বহুব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল।
এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার অধিবাসিগণ নিঃশ্ব হইয়া
পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিল। অতাপি তত্ত্বাবগণের চরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরি-
ত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮১০
খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসীসংখ্যা ২ লক্ষের অনূন বলিয়া
অল্পমতি হয়, কিন্তু ২৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবল
মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসী
সংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের
সমুহ বিস্তার হওয়ার দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরি-
মাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্বে গৌরব
লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দ্রুতশা মাত্র। সম্ভ্রুতি
ঢাকার মসলিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক
জন তত্ত্বাব ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সূক্ষ্ম ও সুস
মসলিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধা-
জনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটা বৃহৎ
নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। সদনগর ও নারায়ণ-
গঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার
বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্তী
নগর অপেক্ষা অধিক। তুলা, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম এবং
বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জনবায়ু অতিশয় কদর্য ছিল। বর্ষা-
কালে চতুর্দিক জলময় হইয়া বাওয়ার অনেক রোগ উৎপন্ন
হইত। সংপ্রতি বিস্তৃত জল প্রাণ্ডির সুবিধা হওয়ার ঢাকা
অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিটফোর্ড
হাসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে
চিকিৎসিত হয়।

(দেশজ) ৫ ঢাণা। লুকান। ৬ আছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, গ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। এই
পরগণার মধ্যেই অন্যতম্যাত 'ঢাকা দক্ষিণ' গ্রাম। ইহা
গ্রীহট্টের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ ভীর্ষস্থান বলিয়া পরিগণিত
ও শুণ্ডবৃন্দাবন নামে খ্যাত।

এই গ্রাম গ্রীহট্ট সহর হইতে সাত কোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব-
কোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাধা
রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও বাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ
একটা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি
বহুসংখ্যক লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ গ্রীহট্টজন্মদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের
জন্মস্থান ও তাঁহার পিতামহ। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই
এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর
অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ-দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্তোদয়াবলী এবং পরবর্তী
মনসোত্তোবলী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ
বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস।
জগন্নাথ নববীণে অধ্যয়ন করেন, নববীণের নীলাঘর
চক্রবর্তীর হস্তি। শতীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবা-
হের পর তিনি নববীণেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু-
দিন পরে তিনি সপরিবারে শিবদর্শনে আগমন করেন,
এখানে শতীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই গ্রীহট্টজন্মদেব।
গর্ভাবস্থায় শতীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্বার নববীণ গমন
করেন, বিদায়ের পূর্বে শতীকে তাঁহার বাহুবলী জহুরোদ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটাবার ঢাকা-দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে খাওড়ীর অল্পরোধ শতীদেবী পুত্রকে জানাইরাহিলেন, কিন্তু মৌর্য সন্ন্যাসের পূর্বে জীহটে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি জীহটে চাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্বোক্ত গ্রন্থেরে বর্ণিত আছে যে, হুঁকা বীর পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটা মূর্তি দেন, একটা শ্রীকৃষ্ণমূর্তি অপরটা তাঁহার। এই মূর্তি দুইটা প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ-খোর বিষয় যে, এই দুইটা মূর্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্তি দুইটার প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভার দূরীভূত হইল। আজিও মিশ্রবংশের অস্ত কোন জীবিকা নাই, এই মূর্তি পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আর হয় তাহা হইতেই একটা বংশ (১৮ বর ব্রাহ্মণ) প্রতি-পালিত হয়, এইজন্তই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

“গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।

* * * * *

অতি গুপ্ত বিহার করেন আশ্চর্য্যাম।

নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম ॥” (ম° স°)

এই উপেক্ষা মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্বোক্ত মূর্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন ‘ঠাকুরবাড়ী’ নামে প্রসিদ্ধ। এই ‘ঠাকুরবাড়ীর’ সমুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনাৎসবই অধিক আকর্ষণকের সহিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত চাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ ‘গোপেশ্বর শিব’ আছেন, ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই কোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাডোড়া (দেশজ) পর্দা, বেড়া।

ঢাকাটোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ সূক্ষ্মায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাড়কারী, যে ঢাক বাজার।

ঢাকুনী (দেশজ) আবারণী, আচ্ছাদনী, পর্দা।

ঢাপা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

চামরা (জী) হংসী। (সম্ভাষিত)।

চামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

চাল (পুং) চৌক-অচ্চ। পূবে° সাধুঃ। চন্দ্রনির্জিতকলক।

চালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, কোলা। ২ খালি করা।

চালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, বাহাতে জোড় থাকেনা কেবল পিটির গড়া হয়।

চালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে কোলা।

চালি [চালী দেখ।]

চালী (জি) চালমতান্তি চালইনি। চালবিশিষ্ট, চাল-ধারী, চন্দ্রী।

“চালিপক্ষরকরী ঢকারবর্ণরূপিণী।” (অরপূর্ণাতো°)

চালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

চিপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুঘামারা।

চিপি (দেশজ) উচ্ছহান।

চিপী (দেশজ) উচ্ছহান, তুপ, ঢিবি, রাশি।

চিপ্ল্যা (দেশজ) লুটি।

চিবি (দেশজ) [চিপী দেখ।]

চিমা (দেশজ) মুহ, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

চিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টধুঙ।

চিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আরা। ২ অলস।

চিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

চীলা (দেশজ) [চিলা দেখ।]

চীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

চু (দেশজ) মস্তক ধারা আঘাত।

চুড়ু (দেশজ) অবেষণ, অহস্কান।

চুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত করণ।

চুন্টন (জী) চুন্ট-লুটি। অবেষণ, বোজন, টোড়ন।

চুন্টি (পুং) চুতাতে হসৌ চুন্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কালীখণ্ডে লিখিত আছে—

“অবেষণে চুন্টিরং প্রথিতোহরিখাতুঃ

সর্গার্থচুন্টিতত্তরা তব চুন্টিনাম।

কালীপ্রবেশমপি কো লভতেহত দেবী

তোষং বিনা তব বিনায়ক চুন্টিরাজ ॥” (কালীখ°)

চুন্টি এই ধাতু জগতে অবেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অবেষিত (জাত), এইজন্তই তোমার নাম চুন্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কালীতে প্রবেশ করিতে পারেনা, তুমি আমার অন্তর্দক্ষে চুন্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া তত্ত্বগণকে অবেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পার্থ প্রদান করিতেছ, এইজন্তই তোমার নাম চুন্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমালাদি দ্বারা চুণ্ডি-
রাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অমৃতের হইয়া কাশীতে
অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে দ্বারা পূজা করে,
তাহারাও এ জগতের অতীত লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লাচতুর্থীতে নরকরাত্ত করিয়া যে সকল ব্যক্তি
চুণ্ডিগণেশের পূজা করে, শুক্লাতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া
নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে,
তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ
করে। (কাশীখণ্ড ৭৭ অঃ) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিষ প্রকার। ৩ মাসাদি-
নির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রাচার্য্য রাজা, ইহারই উৎসাহে
বিখ্যাত চণ্ডিপ্রতাপ নামে একখানি বৃহৎ
স্থিতিবদ্ধ প্রকাশ করেন।

চুণ্ডিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী, পার্শ্বপুরবাসী
নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণ-
য়ন করেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাঁচুয়া যার—ঋণভঙ্গাধায়,
কুণ্ডকল্পলতা, গ্রন্থকলোৎপত্তি, গ্রন্থাধিবাদাহরণ, জাতক-
কৌশল, জাতকাত্তরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাত্তরণ, পঞ্চাঙ্গ-
ফল, রাজযোগাধায়, শিষ্টাধায়, অনন্তরচিত সুধারসের
সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুষ্ক প্রভৃতি।

ইহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বোধায়নীর চাতুর্মাসী প্রারোগ্যরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্রোত-প্রণেতা।

চুণ্ডিরাজ লল্লু, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপরীকাদান,
বর্গধারকটিক প্রযোগ এবং বোধায়নীরহোত্রসামাজ্য রচনা
করেন।

চুণ্ডিরাজ ব্যাসযজ্ঞনু, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি
১৭১০ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে এক-
খানি সঙ্গীত পুস্তক ও পরে মুজারাকসটীকা রচনা করেন।

চুণ্ডু ভ (পুং) ভুণ্ডু, চোঁড়া সাপ।

চুপ্ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব্দ।

চুলুচুলু (দেশজ) ১ সিজাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব।
২ ঝিমঝিম।

চুলু (দেশজ) সিজাবেশে নড়া বা মাথা ঘোলান।

চুহু (দেশজ) ১ শুভা মারা। ২ চু দেওয়া।

চুসণ (দেশজ) ১ চু দেওয়া। ২ শুভা মারণ।

চুষণা (দেশজ) ১ কর্ণত হইয়াও বে কিছু করেন। ২
অপব্যয়কারী।

চুষাচুষি (দেশজ) পরস্পর ভৃত্তা মারা, চু দেওয়া।

চেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিমোল। ২ খেয়াল।

চেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

চেঁকি (দেশজ) ততুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

চেঁকিশালা (দেশজ) টেকিগৃহ, টেকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঁয়া উড়িতে খোঁসলা।

শয়ন করিতে তারে দিবা টেকিশালা" (কবিক চণ্ডী)

চেঁটা (দেশজ) শঠ, হুট, ধল।

চেঁটরা (দেশজ) চকাদানপূর্বক ঘোষণা করা, কোন
একটি বিষয় সাধারণে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল
বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর
একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন
করিয়া থাকে।

চেঁড়িয়া (দেশজ) যে চেঁড়া দেয়।

চেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে
রামখিঙ্গা বলে।

চেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

চেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেণ বৃক্ষের ফল। ২ কর্ণাত্তরণ-
বিশেষ। ৩ বাতঃস্রব বিশেষ।

চেঁপ (দেশজ) পদ্মের বীজকোষ।

চেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিক্রপ। ২ দৌবচক দৃষ্টান্ত।

চেঁক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

চেঁক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

চেঁকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

চেঁকাটোকা (দেশজ) আঘরণ, আচ্ছাদন।

চেঁকুর (দেশজ) হিকা।

চেঁঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

চেঁমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনারিকার সংঘটনকারক,
কোটনা।

চেঁমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

চেঁমনী (দেশজ) উপপত্নী।

চেঁমসা (দেশজ) বাতঃস্রব বিশেষ।

চেঁম্বী (দেশজ) উপপত্নী।

চেঁর (দেশজ) বহু, অনেক।

চেঁরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোক-
দিগের দত্তবস্ত্রের চেঁরাকার চিহ্ন।

চেঁরি (দেশজ) রাশি, শুদ্ধ, সুস্থ।

চেঁলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টক খণ্ড।

ঢোলপুর, রাধাপুতনার উত্তরপূর্বকোণে একটি দেশীয়

রাজ্য অক্ষা° ২৩° ২২' এবং ২৩° ৫৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৬' ও ৭৮° ১১' পূঃ। এই রাজ্যটি উত্তরপূর্বে হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করোলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি কর্তৃচাৰী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃতি ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকর্ষক পরিবর্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে বাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজবাটীটাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশ বাণগঙ্গা (অথবা উত্তরগা) নদী। ঢোলপুরে পার্কটী ও মোর্ক নামে ইহার দুইটা শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটা নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ভে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটা রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ভে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইল মধ্যে চুণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্তী ভূমি অম্লস্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দমামিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাধেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্তের পক্ষে অমূল্য। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তুলা ও ধাতু জন্মে। কৃপ ও পুষ্করী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কুপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র জুখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাজবরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপরিভার বংশধরগণই জমিদার প্রতিনিধিত্ব। যতদিন পর্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিরম আছে, সেই নিরম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে

পারেন। পতিত জমি পুষ্করী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারভগ্নত।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্বাধিক। রাজপুত, গুজ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দী তালুকের গুজ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিকারী। বৈষ্ণব ধর্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরগী এবং রাজাধেরা এই চারিটা প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শী, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাধেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্যন্ত ৩টা ভাল রাস্তা আছে। সিদ্ধিমা ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটি ৫টা তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দী ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলারি, (৫) রাজাধেরা। উক্ত তহসীলগুলিতে যথাক্রমে ৫, ৭, ২, ৩ ও ২টা তালুক আছে। সৈন্ত দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবনমৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্যের পরামর্শের জন্য কোন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিশ ও বিচার বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তা, কিন্তু কোন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি খানা কাড়ি এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বন-বিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাগ্রাণ ব্রীটিশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চি। এই রাজ্যে ৩টা দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তেজমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাধা দিয়াছিলেন। অকবরের সময় ঢোলপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্বে রক্তবৃক্ষ নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুজাজ্জের মধ্যে ঢোলপুরে একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুজাজ্জকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্তৃগণ জাতিবংশীয়। ইহাদের পূর্ব-পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোরালিয়রের নিকটবর্তী গোহদ নামক একটা গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোলপুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট অকবর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্তৃগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইহারা মহারাজ্যদিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণিপথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাজ্যদিগের অধঃপতনের পর গোহদরাজ গোরালিয়র অধিকার নিজ স্বাধীনতা প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিম্ভর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ব্বত্র একটা সন্ধি হইল যে, ব্রিটিশগবর্নমেন্ট মহারাণাকে মহারাজ্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্ত সাহায্য করিবেন এবং জয়পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তার মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্নমেন্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোরালিয়র ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অমজি ইক্সিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অজ্ঞাত এককটা স্থান ব্রিটিশগবর্নমেন্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট মহারাণা লকিম্ভরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাহার অধীন জনপদগুলি কিয়দংশ দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ব্রিটিশগবর্নমেন্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার জন্মপূরবার্থ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বর এবং রজ্জির পরগণা প্রদান করিলেন। এই রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ার তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ

মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিজোহকালে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ভগবন্তসিংহ ব্রিটিশগবর্নমেন্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইন্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রার প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভার ও দিল্লীর-বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মানার্থ ১৫টা তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অঝারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টা কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে যেত ও রক্তবর্ণ বালুকাশস্তরের খাম, খিলান, বক্র ও অজ্ঞাত আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্যের ভারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের ভ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিতলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাঠনির্মিত খেলনা ও অজ্ঞাত দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ষিক করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৪২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬' পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ডট্রাক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোরালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মধতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেরা নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোরালিয়র পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া টেট রেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মধতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনন্দেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎপুত্র হুমায়ুন চর্ম্মধতী নদীর গর্ভশরী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট অকবর এখানে একটা উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহ কর্তৃক

নির্ধিত। কার্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত ও নানাবিধ পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটা মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্থানদানাদি করিয়া থাকে। এই ব্রহ্ম প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দিকে অনুন ১১৪টা দেবালয় আছে। কাস্তনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সমুদ্র নগরেও একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটি ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহ-লব্ধিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢো (দেশজ) ১ ভার বহন ২ আসিয়া বুথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অঘেষণ, খুঁজান।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অঘেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্তন্যাদির পরিণাম করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে বতটা ধরে।

চোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

চোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

চোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

চোটামিশ্র, আণকুমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রীকবিরেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢকা তদাকারং লাতি লাক পুষো সাধুঃ। ১ বাস্তবস্থবিশেষ, স্তম্ভধারলে এই বাস্তবের নাম পাওয়া যায়। ইহা একটি গ্রাম্য বহির্বারিক যন্ত্র। ঢোলক অপেক্ষা কিছু বড়। এই বাস্তব একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাণিত হয়। ইহা গলদেশে খুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ) ২ রাগ-বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেখব যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরং)

ঢোলক (পুং) ঢোল-স্বার্থে কন্। ঢোলের অল্পকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্মিত হয়। বাম মুখে থরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। সুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভাযন্ত্র এবং যাত্রা, পাঁচালী ও ঐক্যতান বাস্তব প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকোষ)

ঢোলকলম্বী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (*Ipomoea grandiflora*.)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, বিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ টলা, নড়া। ২ বিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোল অন্ত্যস্ত ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ শুভা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষণ (দেশজ) শুভা মারণ।

চোকন (স্ত্রী) চোক-লুই। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

৭

৭ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্ণের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অঙ্কমাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক শব্দ, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে বহুবিষয়ের প্রভেদ। বাহু শব্দ, সংবার, নাদ, ঘোষ, অন্নপ্রাণ। মাতৃকাক্রোদে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদানুলিমূলে গ্রাস করিতে হয়। তন্মধ্যে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটা রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে উর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্বার বামদিক হইতে অধোগত করিয়া উর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অঙ্করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্বদা বিরাজিত আছেন।

“কুণ্ডলীম্বগতা রেখা মধ্যতন্তুত উর্দ্ধতঃ।

বামাদধোগতা সৈব পুনরুর্দ্ধং গতা শ্রিয়ে ॥

ব্রহ্মেশ বিষ্ণুরূপা সা চতুর্ভুগফলপ্রদা।” (বর্ণোদ্ধারতঃ)

ইহার বাচক শব্দ—নিশ্চ'ণ, রতি, জ্ঞান, জন্তু, পক্ষি-বাহন, জয়া, জন্ত, নরকজিৎ, নিকল, যোগিনীপ্রিয়, বিমুখ, কোটী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, জিনেত্র, মাহুতী, ব্যোম, দক্ষপাদানুলীমুখ, মাধব, শম্বিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিছালতাকার, পঞ্চ-দেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, জিহ্বাযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তৎসমুদ্র ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুতঃ) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

“বিভূজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।

রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

এবং ধ্যান্তা ব্রহ্মরূপাং তদ্ব্যবঃ দশধা জপেৎ।” (বর্ণোদ্ধারতঃ)

ইনি বিভূজা, বরদায়িনী, পল্লোলোচনা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অঙ্কর বিজ্ঞাস করিলে মরণ হয়।

(বৃত্তম্ টা°)

৭ (পুং) ৭ খ-ড পূষো সাধুঃ। ১ বিদুদেব, বুদ্ধবিশেষ।

২ ভূষণ। ৩ ভগবর্ত্তিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ও

নির্গয়। ৬ জ্ঞান (একাকরকো°)

“গন্ধ গণ্ডে জ্ঞান গন্ধ গন্ধার নির্গয়।

গন্ধরূপা রক্ষা কর গ হইল ক্ষয় ॥”

গন্ধার (পুং) গন্ধরূপে কার প্রত্যয়ঃ। গন্ধরূপবর্ণ, গন্ধার।
গন্ধবিধান (স্ত্রী) গন্ধ বিধানং ৬তৎ। গন্ধবিষয়ক বিধান,
পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ঋ, র ও ব এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে
মূর্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্ণ, পবর্ণ, য, ব, হ ও অম্-
স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্ধণ্য হয় না এবং ন ত্রিভিন্ন ভবণ
যুক্ত (ভ, ধ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ঋ, ব থাকে, আর অন্তপদে দন্ত্য ন
থাকে, তাহা হইলে ন মূর্ধণ্য হয় না।

যদি অত্র পদস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা
বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঐপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত
থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন,
ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন
মূর্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন
বিকল্পে মূর্ধণ্য হয়; কিন্তু তিরিকা, ঈরিকা, হরিত্রা, তিমিরা,
বিদারী ও কন্দার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্ধণ্য
হয় না।

শত্রু পদ হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়,
তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা
ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্রক্ষ, আশ্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত
বন শব্দের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়।

প্র, নির, অন্তর, অগ্রে এই কয় শব্দের পরস্থিত বনশব্দের
ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়। অন্ত পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান
শব্দের ন বিকল্পে মূর্ধণ্য হয়।

বয়স্ অর্থ বুঝাইলে জি ও চতুর্ শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন
শব্দের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ক, অপগ প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ শব্দের ন
নিত্য মূর্ধণ্য হয়।

পয়, পার, উত্তর, চাত্র ও নারী শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন
শব্দের ন নিত্য মূর্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নীশব্দের ন মূর্ধণ্য হয়।

শূর্ণের পরস্থিত নথের ন এবং প্র, ফ্র, ধর ও বাতী
শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্ধণ্য হয়।

গিরি নদী, স্বর্ণদী, গিরিনিভব, গিরিনব, গিরিনব, চক্র-
নদী, চক্রনিভব, তুর্গাযান, মাধোণ, আর্গরন এই সকল শব্দের
ন বিকল্পে মূর্দ্ধগ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নিম্ন এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের
পর যদি নদ, নম, নশ, নহ, নী, হু, হুদ, অন, হন এই সকল
ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধগ্য হয়।

যদি হন ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে
মূর্দ্ধগ্য হয়।

হন ধাতুর হ স্থানে ব হইলে ন মূর্দ্ধগ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নিম্ন এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের
পর নিম্ন, নিম্ন, নিম্ন এই তিন ধাতুর বিকল্পে মূর্দ্ধগ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিহ ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধগ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য
মূর্দ্ধগ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ, গড, দা, ধা, হন, নদ, পদ, দান,

দো, দো, দে, ধে, মা, বা, জা, জা, বণ, বহ, শম, চি, দিহ
এই সকল ধাতুর পূর্ববর্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধগ্য হয়।

ধাতুর পূর্বে প্র, পরা, পরি, নিম্ন এই চারি উপসর্গ
অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃতপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধগ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্য-
বর্ণের পূর্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর
বিহিত কৃতপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধগ্য হয়।

গ্যাত্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃতপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধগ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কন, গন, পায়, বেশ, কল্প এই সকল ধাতু
গ্যাত্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্দ্ধগ্য হয় না।

কৃত প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধগ্য হয় না।

নশ ধাতুর শ মূর্দ্ধগ্য হইলে গ মূর্দ্ধগ্য হয়।

কুভাদির ন মূর্দ্ধগ্য হয় না।

গ্য (পূ) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

“গ্যচারণৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়তঃ।” (ছান্দোগ্য উপঃ)

ত

ত ব্যঞ্জন বর্ণের বোড়শবর্ণ। ত বর্ণের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রা-
কাল দ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে
আভ্যন্তরিক শব্দ দন্তমূল দ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রবৃত্ত বিবার, বাস ও অব্যব। ইহার উচ্চারণস্থান
দন্ত। মাত্রাক্রান্তে বামনিভবে জ্ঞাস করিতে হয়।

তত্র মতে, ইহার লিখনপ্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটা বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে
কুণ্ডলী করিয়া বাহ্য ও দক্ষিণদিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

“আদৌ বিন্দুস্তোমসাধ্যো কুণ্ডলীশ্চমবাপ্য শা।

দক্ষাধামগতানিত্যা ব্রহ্মবিকীর্ণশশিঃ ॥” (বর্ণোচ্চারতঃ)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, তজ্জি, শক্তি, তজ্জি,
জটা, স্বজী, বামদ্বিহ, (বামনিভব), বামকটা, কামিনী,
মধ্যকর্ণক, আবাহী, তওকুত, কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, ররক,

শ্রামমুখী, বারাহী, মকর, অরুণা, স্নগত, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধজাহ্ন,
কোষ্টপুচ্ছক, গজ, বিশ্ব, মরুৎ, ছজ, অমরাধা, সৌরক,
জয়ন্তী, পুলক, ত্রাণ্ডি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্রঃ)
ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে।
ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবায়ক।
এই বর্ণ ত্রিশক্রিয়ুজ এবং আদ্যাদিত্যোপেত ত্রিবিদ্যুজ ও
পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুতঃ)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক
অচিরে অজীর্ণশয্য করিতে পারে। ধ্যান—

“চতুর্ভূজাং মহাশাস্তাং মহামোক্ষপ্রদারিনীম্।

সদাবোড়শবর্ষীয়াং রক্তাশ্রমধরাং পরাম্ ॥

নানালঙ্কারভূষাং বা সর্কদিক্টিপ্রদারিনীম্।

এবং ধ্যানা তস্মৈ তত্ত্বং দশাং জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতঃ)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটা হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্বদা বোদ্ধশব্দীরা, রক্তবজ্র-পরিধারী ও নানাভূষণ ধারী পরিপোষিতা—ইনি সাধক-দিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ষ মাজাবুতে প্রথমে আরোগ করিলে কল ধন লাভ হয়। "তোবোমাকলবুধনাপহরণ" (বুধর দী)।

ত (পুং) তক-ড। ১ চৌর। ২ অমৃত। ৩ পুঙ্খ। ৪ ক্রোড়। ৫ রেখ। (মেনিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ) ৮ রয়। ৯ অগতমেব, বৃহ। ১০ গৌরববর্জিত। ১১ ক্রোষ্টপুঙ্খ। (একাকরকো) (জী) (জী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবার্ষ প্রত্যবে (ত বলিলে বখন তিনটা বর্ষ বুঝাইবে) আদি হইতে শুক ও অশ্বাটী লঘু গণবিশেষ (১১) অর্থাৎ প্রথম ২টা শুক ও শেষটা লঘু হইবে। "সোহন্তশুক কথিতো-হন্তালবৃত্তঃ।" (ছন্দোম)।

তংহু (পুং) তসি-উন। পুরুবংশীর নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতিনারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংহু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটা পুত্র ছিল। কিন্তু তংহু নিজ বীরা-বলে পুরুবংশ উদ্ধার ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত অঃ ৯৪-৯৫)

তাজব (আরবী) তাজব, আশ্চর্য।

তালক (আরবী) ১ সন্ধ্য। ২ চিন্তা। ৩ বাগিচা। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য।

তউ (দেশজ) ডাওয়া, পাকপাতভেদ।

তংখা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখাদার (পারসী) ১ বেতনভূক। ২ যে বেতন বা হার নির্দিষ্ট করে।

তক (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (জি) তং গৌরববর্জিতঃ যথাতথা কারতি কৈ-ক। ১ নির্দিষ্ট। "ইয়ন্তকঃ কুন্তকন্তকং" (অক ১১২১১৫) 'তকং কুংসিতং' (সারণ) তক-অহ। ২ সরস্বতী। "তকাবরং প্রবামহে ইদং মধু" (কাত্যায় শ্রো কৃ ১৩৩২১) ও অশ্লিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানত" (অক ১১২১০৬) 'তকবানত অগৎ গতেরক্ষত।' (সারণ)

তকৎ (অব্য) তক বা-অতি। অতিশয় অন্ন। "তকৎহু তে মন্যতি তকৎহু তে মন্যতি" (অক ১১৩৩১৪) 'তকমিতি মন্যতি অত্যন্নমিৎ।' (সারণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমশীল জাতি। ইহারা ভৈলজ ভাষার কথা বলে। প্রান্তর কাটিয়া জাঁতা নির্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। উজ্জ্বল ইহাদিগকে

চাকি-করনে-ওয়ালা ও পাথরীও কহিয়া থাকে। ইহারা একস্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানান্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। স্টাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা উহার মূর্তি পড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্তি হস্ত্যানের মূর্তির ভায়। ইহারা তৃণজাতি নির্দিষ্ট ভূমিতে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করেনা, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরী (জী) তং নিলিতং কয়োতি কু-টীপু। কুংসিত-কারিণী জী। "তেভিনদ্রিতকরীং" (ভৈতী স* ৩৩১০১১)

তকল্লবী (আরবী তকলীফ শব্দ) বিরক্ত, বিশদগ্ৰস্ত, দারগ্রস্ত।

তকারী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দানন।

তকার (পুং) ত-শরপে-কার। ত শরপণ বর্ণ।

"এবং ধাত্বা তকারত তরং দশধা লপেৎ ॥" (কামধেনুত)। তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতি-বিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের মুজফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট অরঙ্গজেব কর্তৃক তাঁহার মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অজ্ঞাত মুসলমান-দিগের অমুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হস্ত শরঙ্গ ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। জীলোকেরা মরাঠী কামিনী-গণের ভ্রাতৃ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। ঘনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণ করাই ইহাদের উপজী-বিকা। ইহারা মিতব্যরী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানান্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সম্রাটগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মুজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অজ্ঞাত উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা স্ত্রী সম্ভারভূক্ত, কিন্তু শূকর মাংস ভোজন করে এবং স্টাই ও মরিয়াই ঠাণ্ডারকে মাজ করে। সকলে রীতিমত সমাজও করেনা। মুসলমান ধর্ম্মচরণের মধ্যে কেবল মাত্র হস্ত-মিয়ারই কাক-হয়। ইহাদের সমাজ-পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মাজ করে। জিনিসই ইহাদের বিবাহাদি রেকর্ডেরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহার সন্ধানদিগকে বিভাগের পাঠার না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আমদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহার সম্ভবতঃ তেলিগ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহার বসিষ্ঠ, কথঠ ও কুসবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষার কথোপকথন করিলেও ইহার পরস্পরে তৈলগী ভাষার কথাবার্তী করে। গো ও পুকের প্রভৃতি ভিন্ন অল্প মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি চাদর পরিয়া জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। জীলোকেরা মরাঠী জীলোকের দ্বার শাটী ও কোর্ডা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবদির সময়ে সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিকার-পরিচ্ছদ, পরিশ্রমী, মিভাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। জীলোকেরা ঘুঁটে কাঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটরা জাতা নির্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহার ভৈরবীদেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পূর্ণমাসে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পোরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কস্তাকর্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কস্তার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রহিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুঙ্কদেয় বহবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের দ্বার সন্ধানদিগকে বিভাগিকা করার না অথবা কোন নৃতন ব্যবসারে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অঙ্গগোলাকার বালিস। ২ টেস। ৩ বিশ্বাস।

তকি (আরবী) নিশ্চরতা।

তকিল (জি) তক-ইলহ (মিথিলাদেশ)। উৎ ১৫৩) ১ খুঁট। ২ ওষধ। (উচ্চারণ)।

তকিলা (জী) তকিলা-পাণ্ড। ওষধ। (উচ্চারণ)

তকু (জি) তক-গজো-উনু। গতিশীল। "পুরুষেধন্তিৎ তকবে" (বহু ১৫৭৫) 'তকবে তকতি গতিকর্তা ঔপাদিক উনু প্রত্যয়ঃ লোমমথিগজন্তে'। (সারণ)

তকু, আতিবিশেষ। তকুজাতি রামলসিঙি বিভাগের অক্ষা ৩৩° ১৭' উঃ এবং দ্রাঘি ৭২° ৪২' ১৫" পূঃ মধ্যে শাহমেরি

গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তকু-জাতির নামানুসারেই তকশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্বকালে সমগ্র সিদ্ধনাগর দোয়ার ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গজরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মজদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তকদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিলস্ট্রেটস্ এবং কাহিরান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তকগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া ছিলেন, তখন তকশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে ৪০০ খৃঃ অব্দেও তকবংশীয় রাজগণ তকশিলা প্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্বেই সিদ্ধনাগর দোয়ার তকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিদ্ধনদীর তটবর্তী আটক নগরে এখনও তকজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজভরদ্বীপী পাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্ম ২০০ খৃঃ অব্দে তকদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তকদেশ গুজরুর উত্তরপূর্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উত্তর পার্শ্বে অনেক তকের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাসলেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিদ্ধ প্রদেশে যে ৩টা আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তকজাতি তাহার একটা। কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, তকশিলা প্রদেশ হইতে আক্রান্ত হইলে তকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধপ্রদেশে যাওয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আবার ত্রুণ তকরাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক মল্লফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

উডসাহেবের মতে তকক তকবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মন্মথের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তকগণ নাগের উপাসনা করিত। তকশিলার রাজার দুইটা একাও সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্বে তকজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সপ্পল্লা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

অথু, রামনগর এবং কক্কাবার প্রভৃতির পার্শ্বভাগে দেশে তত্ত্বজাতি বাস করে। তত্ত্বগণ অনাধ্যবংশসম্বৃত, রাজপুত্র প্রাপেক্ষা নিকট; ইহাদের সামাজিক মর্যাদা জাতিদিগের ভার। তত্ত্বসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদা তত্ত্বের সহিত একত্র আহার করার জটিলমধ্যে পরিগণিত হইরাছেন। তত্ত্বদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্ট করিলে ইহাদিগকে অনাধ্যা বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরানীয় বংশোদ্ভূত এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলার অনেক তত্ত্ব বাস করে। ইহাদের প্রায় ৬ অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তত্ত্ব (স্ত্রী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিমটু)

তত্ত্ব [বৈ] ১ চর্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তত্ত্বনাশন (স্ত্রী) বসন্তনাশকারী।

তত্ত্ব (স্ত্রী) ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তত্ত্বপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তত্ত্ব-ই-মুসলমান, ১ কাশ্মীরের একটি পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২৫০ ফিট এবং চতুর্দিকে সমতল হইতে সহস্র ফিট উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫০' পূঃ। এই পর্বতের চূড়া হইতে দৃষ্ট করিলে চতুর্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুরানমণ্ডিতপর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্বতের চূড়াতেই জ্যোৎস্বের দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটি মসজিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী মুসলমান পর্বতের সর্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটি চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণ-দিকের চূড়াতে সলোমনের তত্ত্ব আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটি যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট উচ্চ। পর্বতচূড়া হইতে চতুর্দিকের দৃষ্ট অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্বত-শীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্বতের অনেকস্থান তক্ষলতা-শূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ সরদানে দুইটি পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পল্লবর্তী শীতকাল পর্যন্ত জল থাকে।

তত্ত্বপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটি সহর। অক্ষা° ২২° ৮' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪৪' ৩০" পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তত্ত্বসিংহ আধুনিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটি করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিকৃত জল পাওয়া যায়।

তত্ত্বা (পারসী) চোটাল কাঠখণ্ড।

তত্ত্বারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাকী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তত্ত্বী (দেশজ) ১ ছোট তত্ত্বা। ২ স্প্রেটের মত তক্ষাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকৎ হাসৎ অহতি তক-বৎ (তকিশসি চয়তি জনিত্যো যদ্যচাঃ। পা ৬।৪।৬৫ ইতি বৃহত্ত্বা বাস্তিকোক্ত্য। যৎ) নহনী।

তক্র (স্ত্রী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি হ্রস্ব তন্-রক (স্মারিতকীতি। উণ ২।১৩) হ্রস্ববিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্বনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ষোল। পর্কার—গোরসজ, ষোল, কালসের, বিদোড়িত, দম্বাহত, অরিত, অন্ন, উদম্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার ষোল, মথিত, তক্র, উদম্বিৎ ও ছছিকা। তন্মধ্যে সেরের সহিত নির্জল দধি মন্বন করিলে তাহাকে ষোল বলা যায়। সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্বন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্বন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্বন করিলে তাহাকে উদম্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্বন দ্বারা নবনীত উৎকৃত করিলে তাহাকে ছছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ষোল দেখ।]

মথিত কক ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অন্নরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, অম্লবীর্ণিকারক, গুরুবর্দ্ধক, স্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, পোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, স্রীহা, শুষ্ক, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, বেদ, ক্ষেমা ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং কক্ষতাযারা কক মট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্রেশ অমৃতত্ব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তক্রপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদ্যমঃ। কফবর্জক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিশাশক। হৃদিকা। শীতবীৰ্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, শিলাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অমি-দীপ্তিকারক।

যে তক্রেশ দ্ব্যত সম্যক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রেশ দ্ব্যত অরুণমিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে দ্ব্যত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্জক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুষ্ক, সৈন্ধব ও অন্নরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসময়িত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

শুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারী।

অপকৃতক্রেশ গুণ—কোষ্ঠিগত কফনাশক, কিন্তু কঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পকৃতক্র—পীনস, খাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাদিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে শ্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের জায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্বল শরীরে মূচ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেবা নহে। (ভাবপ্র* তক্রবর্ণ) তক্রকৃচ্ছিকা। (জী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উদ্ধৃত্যং জাতা কৃচ্ছিকা। ছানা, গরম হৃৎ অন্নসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুরুদ্ধিকর, রক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিশু (পুং) তক্রেশ জাতঃ পিশুঃ। তক্রচুষ্ট হৃৎপিশু, ছানা।

“দগ্না তক্রেশ বা চুষ্টং হৃৎং বজ্রং হ্রবাসনা।

দ্রব্যভাগেন হীনং বৎ তক্রপিশুঃ স উচ্যতে ॥”

দধি ও তক্র দ্বারা হৃৎ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া

রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রব্যভাগ হ্রাস হইলে পিশুবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিশু বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিন্দু (ক্লী) কথংবেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পাচিতঃ মাংসং। তক্রমাং-যোগে পক্কাংস, আধুনী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে দ্ব্যত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘূতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মুছ মুছ অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্জক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্র*)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বামনয়তি বাম-পিচ্ছু-। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অটঅচ্। মহানদঃ।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেশ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঙ্কলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রেশ সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোণ, শুষ্ক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণী-রোগে ব্যবহার্য্য। (চক্রদত্ত)

তক্রারু (আরবী) ১ বাদাহবাদ। ২ পুনরুজ্জি।

“কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্রারু।

দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥” (বিদ্যাসুন্দর)

তক্রারী (আরবী) ১ বিরজিজনক। ২ কেকাগিয়া। ৩ বাদাহবাদজনক, বিবাদী।

তক্রলীফ (আরবী) বন্ডাট, দায়, ক্রেশ, বিপত্তি।

তক্র (ত্রি) তক্র গতো ব। গমনশীল। “তকো নেতা তদিদ্বপু-রুপমা।” (শব্দ ১৬৬১৩) “তকো গমনশীলঃ।” (শায়ণ)

তক্রন্ (ত্রি) তক্র গতো বগিপ্। ১ গতিশীল। “তকান তুর্গিবনা দিগজি” (শব্দ ১৬৬২) তক্র-সহনে বগিপ্। ২ চৌর। “নিম্ভ উষসন্তক বীরিব” (শব্দ ১১৫১৫) “তকো স্তেনঃ তত্র বেতা গজা।” (শায়ণ)

তক্রবী (ত্রি) তকানাং চৌরাণাং বীঃ গতিঃ ৩তৎ। চৌর-দিগের গতিবিশেষ। “তগমীটে তক্রবীয়ে।” (শব্দ ১১৩৪৫)

‘তক্রবীয়ে তক্ররাণাং বজ্রবিঘাতিনাম্ অজ্ঞাত গমনায়।’ (শায়ণ)

তক্ষবারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেয়া-ইয়াইলখা জেলার একটা নগর। ইহা কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেয়া-ইয়াইলখা নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০' পূঃ। অধিবাসিগণ গন্ধপুত্র ও আট জাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ স্ফুল্ড।

তক্ষাল-বাল, পেশাবর জেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতিয় রাস্তায়, বর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটাকে স্থানীয় লোকে তক্ষাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তক্ষাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সফল স্তূপ অতি বৃহৎ। তক্ষাল-বাল-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে ছইটা পুরুষ ও একটা স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটা বুদ্ধদেবের ও একটা কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমূর্ত্তি অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামায়ণ ভরতের পুত্র।

“তক্ষঃ পুরুষ ইত্যাত্তাং ভরতস্ত মহীপতে।” (ভাগ০ ৯।১১।১২)

২ বৃক্কের পুত্র। (ভাগ০ ৯।২৪।৪২)

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ধূল। ১ সর্পবিশেষ, অষ্টনাগের মধ্যে একটা।

“অনন্তো বাহুকি পদ্মো মহাপদ্মোহথ তক্ষকঃ।” (ভারত ১)

পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাহুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কক্ষগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শূদ্রী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্ত রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্প-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া এবং বাহুকি মহর্ষি আশ্বিনিকে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋষিক-দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভয়নাং করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ভ্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তক্ষকও ভয়বিহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত পানকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আত্মীক মহারাজ জনমেজয়ের নিকট সর্প বজ্র নিবায়িত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি পং)

[পরীক্ষিত, জনমেজয়, আত্মীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-শ্রমুথ পণ্ডিতগণ বলেন, তক্ষগণ তক্ষকের সন্তান। টডনাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

ঘুরোপীয় পুরাবিদগণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটা কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডব-মাহাকালে অর্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক্ষক এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তক্ষদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক্ষক অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটা মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডনাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরঙ্গজাতির শাখা। ইহার প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহার ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহার প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডনাহের বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশ অধিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। শুক্লকর ও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলার অনেকস্থলে তক্ষক একটা গ্রাম্যদেবতা।

“মহুরং নিষপত্রঞ্চ যোহতি মেবগতে রবৌ।

অতিরোষাধিতস্তত তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥” (লিখিত)

রবি মেঘ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে)

যাহারা মহুর ও নিষপত্র তক্ষক করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা। “তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি” তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মহুর ও নিষপত্র-তক্ষক সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্মা। (শব্দর) ৩ ক্রমভেদ। (হেম*) ৪ সঙ্কল-
জাতিবিশেষ, ছুতার। হৃৎকের ঔরসে বিপ্রকস্তার গর্ভে জন্ম।
[হৃৎধর দেখ।] ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ* ৯।২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্রান্ত নড়াতিয়াং ছ কৃচ্চ। তক্ষবিশিষ্ট।
তক্ষণ (ক্রী) তক্ষ তনুকরণে ভাবে লুট্। ক্লশকরণ, চাঁচা
ছোলা, অস্ত্র দ্বারা কাঠকে সম ও মসৃণ করা, রৈদা দেওয়া।
কাঠ তক্ষণ করিলে বিত্তুক হয়।

“প্রোক্ষণং সংহতানাক্ষ দারবাণাক্ষ তক্ষণং।” (মহু ৫।১১৫)

তক্ষণী (ক্রী) তক্ষাতে হনয়া তক্ষ-করণে লুট্ চিহ্নাৎ ভীপ্।
বাসী অস্ত্র, বাইস, ইহা দ্বারা কাঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়।
[বাসী দেখ।]

তক্ষন্ (পুং) তক্ষ-কনিন্ (কনিন্ যুয়ুভিতফিরাঙ্গীতি। উণ্
১।১৫৬) ষ্টী, ছুতার। “আপ্তেন তক্ষা ভিষগ্বেব তংক্ষণং।”
(মাঘ ১।২।২৫)

২ বিশ্বকর্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ-
কর্তৃমাত্র। দ্বির্বাৎ ভীপ্। উপধায় লোপ করিয়া তক্ষী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ
বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিদ্ধনদের তট পর্য্যন্ত
আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত
যোগ দান করেন।

আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব
কুন্দ কুন্দ রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগণ প্রায় সর্বদাই
পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু
অধিক ক্ষমতামণী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া
তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভারতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজ-
ধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে।
(ভারত ১।৩।২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্প-যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন। (ভারত স্বর্গাধ্যায় ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গবাইল ভূমির উপর
বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি
বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন।
এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয়
প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা অমত্র নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্বরা। এইস্থানে অনেক
নদী ও নিষ্কর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে।
অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্বে অনেক
সম্ভারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।
অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কালে
তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস
পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-
পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারও এই
রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস
পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষ-
শিলার প্রচলিত ছিল।

চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া
যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা
প্রচলিত সেই ভাষার কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে তাকরি
অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোরম। রাজধানীর উত্তর-
পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল
অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত
হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্বে অশোকনির্মিত
গম্বর। প্রবাদ এই গম্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিত
ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে
অশোক একটা স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ণ দিবসে
নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদগণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিস্তৃত নদীর তটে
তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায়
রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা
স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেক-
সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময়
তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্যবংশীয়গণ
কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তক্ষ-
শিলা নগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণালও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা ব্রহ্মোটাইডিসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুবাণ-কুলোত্তব কনিক অসিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্তৃগণ তক্ষশিলা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্তৃদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপিবানি পাইছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারিদিকে গ্রীকসহরগুলির মত প্রাচীর এবং সহর মধ্যে কতকগুলি গলি ছিল। কাটায়াস নগর মধ্যে একটা সূর্যের মন্দির, একটা উদ্যান ও একটা মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটা প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভ-বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অল্প পর্যায়ে তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষশিলাকে চৌ-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কান্দীশের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিলনা; কিন্তু অতি অল্পই মহাবান মতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্তী। প্রিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটা সিঙ্ঘনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সিঙ্ঘনদী হইতে পূর্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনদিগের লিপি অনুসারে কলকসরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল; ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার আশ্রয় মগধরাজ বিম্বসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিম্বসারের আদেশানুসারে জুমি আসিয়া নগর

অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হইলে অশোকের উপর এই কার্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটি টাকা ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও ত্পগুপ্তি এখনও ইহার পূর্ব গোরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অত্মাণি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণদিক হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারখানা, (৬) শির-মুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্যজনক। পঞ্জাবের অজ্ঞাত স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছকোটের ভত্মনালের নিকটবর্তী স্থান অতিশয় উর্বরা। ট্রাবো এবং প্রিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহধেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলার অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গের কার্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ও অজ্ঞাত কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচীন তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিন্ডি জেলার ৩০° ১৭' উঃ, অক্ষা° এবং ৭২° ৪২' ১৫" পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটা অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। এই নগর গুরুদ্বিগের রাজধানী ছিল। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেবলভূপতি যুধাঞ্জিৎ এই রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অমরোধ করিলে ভরত গুরুদ্বিগেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভরত রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথার স্থাপন করিলেন। রামায়ণে তক্ষশিলা সিঙ্ঘনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাদি (পুঃ) তক্ষশিলা আদি ষড় বহরী। পানিন্দ্রাক-গণবিশেষ, সোহ্মাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলার উক্ত প্রথমাক্ত ও ঘটকের উক্ত বর্ণনাক্রমে অণু-ও ঘণ্-হয়, তক্ষশিলা,

বৎসোদ্ধরণ, কৈশিক, প্রায়ী, হগল, কোটুক, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিরর, কাণ্ডধার, পর্কত, অবলান, বর্কর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪০৭৯৩)

তক্ষশিলাবতী (জী) তক্ষশিলা বিষভেদ্যঃ তক্ষশিলা-মতুপ (বক্ষাভিত্যন্ত) পা ৪০৮৮৬) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্ষসীর্ (আরবী) দোব। এদেশে চলিত কথায় তক্ষসীর্ বলে।

তক্ষসীর্দারু (পারসী) দোবী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তথত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তথতা (পারসী) কাঠকলক, চওড়া কাঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাক্ষর গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটা বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (য়্য)। “কথিতোত্তলঘুতঃ” (ছন্দোম্)

তগর (পুং) তত্ত্ব ক্রোড়িত গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগর-মূল। কাশ্মীরে তরবট ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্যায়—কালাহুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নভ, জিহ্ব, দীপন, তগরপাদিক, বিনত্র, কুক্কিত, বণ্ড, নহব, দন্তহন্ত, বর্ধণ, পিণ্ডীতগরক, পার্শ্ব, রাজহর্ষণ, কালাহুশারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোদাগ, তরনাশক ও পথ্য। (রাজনিঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুই প্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটির নাম কালাহুশারীতগর, পর্যায় কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টির নাম পিণ্ডীতগর। পর্যায়—দন্তহন্তী ও বর্ধণ। এই উভয়বিধ তগরই উক্তবীর্ষ্য, মধুররস, দ্রব, লঘু এবং বিষ, অপম্মার, শূল, অকিরোগ ও জিদোষনাশক।

সাধারণতঃ বাহা নদী সমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাছক বা তগরপাছক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্বাংশে শলুন এবং থালাইন, উল্লানী ও জাটারগ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Tabernaemontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নুমান্তর দন্তহন্ত, তাহা হইলে জলকচুরী নামক নদীজ কটোলাভীর্ কোঠরমধ্যকুক্কিত নীলপুষ্প শাক তগরপাছক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাছকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্ত উহাকে নীলপুষ্প বলাই সমত।

২ তগরমূলজাত গন্ধজব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, মদনা

কাটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, উপরজল, এই পুষ্প শুভ্রবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্যায়—সিতপুষ্প, ফালগর্ণ, কটুজল। (শব্দঃ)

এই পুষ্প নারায়ণপুজা প্রভৃতিতে প্রযুক্ত।

“প্রিয়কুচকন্যাভ্যাক্ষিণেন তগরেণ চ।

পৃথগেবাহুলিস্থেত কেশরেণ চ বৃদ্ধিমান্” (ভারত ১৩।১০।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পূর্বে দশদিনের পথে অবস্থিত এবং বহু প্রান্তরকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্তমান অবস্থান ঠিক নির্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত তগবানলাইজ্বী বলেন, পুণা জেলায় বর্তমান জুয়ার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুয়ার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গৃহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অহমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলা-বাড়ীর নিকটবর্তী। এই শিলাবাড়ী নাম সাদৃশ্য হেতু শিলাহার রাজ্যের সংস্রব অহমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগর নগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুয়ার নগরের অবস্থান লেনাজি, মানমাদ ও শিবনের এই তিনটা পর্কত অর্থাৎ জিগিরির মধ্যবর্তী, সুতরাং জিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুয়ারনগর পৈঠান (প্রাচীন) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রকলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ কলকে তগরনগরবাদী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অহমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে।

তগরপাদিক (জী) তগরজ পাদো মূলমন্ত্যজ ইতি ঠন। তগর, গন্ধজব্যবিশেষ।

তগরপাদী (জী) তগরঃ গন্ধজব্যভেদঃ পাদে মূলমন্ত্যঃ জাতিত্বাৎ জীবঃ। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থঃ)

• Bombay Gazetteer, vol. xviii, part ii, p. 211.

তগলুর (আরবী) তহরুপ, ষাট্টি ।

তগলুরী (আরবী) হল, চাকুরী ।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদার করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা ।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে জমিদার বা গবর্নেন্ট প্রজাদিগকে যে কর্ত্ত্ব দেন ।

তগীল (আরবী) পরিবর্তন, বদল ।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্ । ১ পাষণ্ডভেদনাত্র, পাথরকাটা বাটালি ।

২ দুঃখ দ্বারা জীবনধারণ । ৩ প্রিয় বিরহ জন্ত সন্তাপ । ৪ ভয় ।

(ভরত) কর্ণশি যজ্ঞ । ৫ পরিধের বসন । (রমানাথ)

তঙ্কন (স্ত্রী) তক-ভাবে লুট । কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা । সংস্কৃত টক শব্দ হইতে উৎপন্ন ।

পূর্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহু স্থানে তঙ্কা প্রচলিত

ছিল । এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্কা নামক মুদ্রা প্রচলিত

হইয়া থাকে । মুসলমান রাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ

শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত ।

সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কা পরিবর্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে ।

এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কা শব্দও

সেই অর্থে প্রচলিত ছিল ।

বর্তমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ণচরী ও

সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি

প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্না কহে ।

তঙ্কণ (পুং) ১ ভোট দেয়ী অর্থ । [বোটক দেখ ।] ২ সকল

প্রধান পুণ্য বর্ণিত একটা প্রাচীন জনপদ, বর্তমান আফগান-

স্থানের নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয় । [আর্য্যাবর্ত দেখ ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যন্ত বহুব্রী । তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল

অপেক্ষা না করিয়া বাহ্যরা স্বভাব অহুসারে কার্য্য করে ।

তজ্জ (ত্রি) ততো তন্মাং জায়তে জন-ড । তাহা হইতে জাত ।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী ড,

তেন তজ্জলেন অনিতি অন-কিপ্ । তাহা হইতে জাত,

তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ,

অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং

তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে ।

“সর্বং ধর্ম্মিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাণীত ।” (ছান্দোগ্য)

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি ।” (শ্রুতি)

বাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মাইতেছে, বাহাতেই

জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে বাহাতেই লীন হইবে,

তাহাই ব্রহ্ম ।

“যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যানিহুগাণমে ।

যস্মিন্চ প্রথমঃ যান্তি পুনরেব যুগলরে ।” (যুতি)

আদি সর্গকালে বাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে,

যুগলরে বাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম । [ব্রহ্ম দেখ ।]

তজ্জী (স্ত্রী) তৎ নিশ্চিতং অবতে জ্-কিপ্, গোরাং ভীষ্ ।

হিঙ্গুপত্রীযুক্ত । (রাজনি)

তজ্জক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক ।

তজ্জকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী ।

তজ্জাম (হিন্দী) চতুর্দোলবিশেষ । ইহার আকার অনেকাংশে

এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাকীর মত । পশ্চিম-

ভারতে রাজস্বয়ং ও বিবাহাদি সময়ে অজ্ঞাত লোক

তজ্জামে চড়িয়া থাকেন । চারি বা ছয়জন লোকে স্বন্ধে

করিয়া বহন করে ।

তজ্জোর, তজ্জোর, (তজ্জাবুর) মাজাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত

ইংরাজ শাসনাধীন একটা জেলা । অক্ষা° ২° ৪২' হইতে

১১° ২৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৬' হইতে ৭৯° ৫৪' পূঃ । পরিমাপফল

৩৬৫৪ বর্গমাইল । ইহার উত্তরে কোলকর্ণ নদী ত্রিচিনগলি ও

দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে, পূর্বে ও দক্ষিণ-

পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মহুরা জেলা এবং পশ্চিমে

মহুরা ও ত্রিচিনগলী জেলা অবস্থিত । এই জেলা দক্ষিণ

কর্ণাটের একটা অংশ । তজ্জোর নগর জেলার সদর ।

কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত ।

তজ্জোর জেলা মাজাজ প্রেসিডেন্সীর উপবন দ্বীপ ।

ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুলাশ্রিত

কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধাতু প্রসব

করে । বহুসংখ্যক পরঃপ্রাণী এই খণ্ডকে জালের ভায়ে

আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও স্থলরূপে এই

সকল খাল দ্বারা শতক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায় ।

তজ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ,

কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই । উপকূল

ভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্ত জঙ্গল আছে কেবল

মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ

পর্যন্ত একটা বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয় ।

এখানে প্রান্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না ।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির

দুই গজ মাত্র নিম্নে একটা প্রান্তরতর বাহির হয় । এই প্রান্তর

কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্মাণোগোযোগী । নগরপত্তনের

দক্ষিণে মুক্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শম্ব ও শম্ব কাদির বিস্তীর্ণ

স্তর খোদিত হইয়াছে । এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল সঞ্চিত শিলিরাশি পত্তিত হইয়াছে। এইরূপ ভুক্তির মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের শুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্তাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অসুন্দর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এক্ষণ জীষণ তরঙ্গাবাত হয়, যে সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পারেনা।

ততুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধাত্ত উৎপাদন করে। স্ততরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিয়ন্তান সক্ষেই অধিকাংশ ধাত্তের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানন্ নামক দুই প্রকার ধাত্তের চাষ হয়। কার ধাত্ত জৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানন্ ধাত্ত আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্তের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাঙ্গরা, ককু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপে যেখানে জলসেচনের সুবিধা নাই, এক্ষণ ভূমিতে কিংবা ধাত্তক্ষেত্রে ধাত্ত কাটিবার পর ঐ সকল শস্তের চাষ করে।

ভজোরে শাক সবজী স্থূলতঃ গৃহসংযুক্ত উত্থান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূল্য, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তার কদলী, তাম্বুল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংযুক্ত পত্তিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তত্তিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব-প্রান্তে কালীবীর অন্তরীপের নিকট বালুকামৃত্তিতেই বিতীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও জাপ অতি তীব্র, প্রধানতঃ নতরূপে কিংবা তাম্বুলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কু ও ট্রেটলসেটলমেন্ট প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ব্যতীত অশব সর্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশ পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয়না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্ত এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ২ অংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াভাতিশূন্ত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীরূপে কর্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বজ্রাধারা ভূমি প্রাণিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জন্মিতে গো-মেঘাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্বরা করা হয়। তত্তিন্ন গোমরগলিত উদ্ভিদ্ধ, তন্ন ও আবর্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ভজোরে জেলার স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্বেই বহুসংখ্যক খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর নীমার প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাল হয়না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮ মাইল পূর্বে কাবেরী নদী, ভজোরে জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধাত্ত উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯১০ ফিট নিম্ন। স্ততরাং অতি অল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জটৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই ভজোরের উর্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্ত ইহাকে ভজোরের উর্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এক প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রত্যক্ষনির্দিষ্ট এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ কিট, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ কিট এবং উচ্চতার ১৫ হইতে ১৮ কিট। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলকণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়; তাহাতে কাবেরীর শাখার জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোলকণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শ্রেণ্যকৃত দুইটা আনিকট দ্বারা তজ্ঞোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আরতাদীন করা হইয়াছে। কোলকণের উপর আনিকট হওয়ার ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিক্ত হইত, এখন আর ততদূর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্বে আনিকটের ৭০ মাইল নিম্নে আর একটা আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলকণ হইতে দুইটা খাল কাটিয়া একটা আর্কট (অককহ) ও অপরটা তজ্ঞোর নগর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরজনবায়াখাল কহে। তত্তির আরও অনেক খাল খাতি হইয়াছে এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহুবিকীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। বাহা হটক ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বঙ্গা বাহন্যা, নদী দ্বারা ই প্রায় ১৫ অংশ শতক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্ষুরিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তজ্ঞোরে বহু অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ভিক্ষপাক নাই বলি-
লেই হয়। সমুদ্রকূলে বায়ুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাঘর্ষ
বিভাজিত লাগুয়তরজ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে
না। পূর্নভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী
বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল অমিয়া
দেশ প্রাপ্ত করিতে পারেনা।

ব্যবসা বাণিজ্য—তজ্ঞোরের সর্বত্র গতিবিধির বিশেষ
সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটা শাখা
ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটা শাখা জিটিনপলী হইতে
উপকূল দিয়া নগরপত্তন নগর এবং অপর শাখা তজ্ঞোর নগর
হইতে বহির্গত হইয়া সাত্তাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার
মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর
সেতুসম্বলিত সাত্তাজ আছে। একটা ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া
নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকার প্রধানতঃ বেদ-
রভম্ নামক স্থানের উৎপাদ্য লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তজ্ঞোরের নানাবিধ ধাতুর ভার, পট্টনজ,
কাপেট, কাষ্ঠ নির্মিত নানাবিধ বস্তু প্রধাম। কার্পাসবস্ত্র,
কার্পাসপত্র, সুযোগ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ট্রেটসে

সেটল্‌স্‌কেট্‌ ও সিংহলবীণ হইতে শুবাক্‌ প্রভৃতি আমদানী
হয়। রপ্তানী জব্যের মধ্যে তুতুলই প্রধান।

তজ্ঞোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অভ্যন্তরস্থানের ভার
সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম-
বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় তাত্র পর্যন্ত
প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমা-
গত দুই বর্ষের অধিককাল ব্যাপী হয়না। আশ্বিন বা
কার্তিক হইতে পৌষ পর্যন্ত উত্তরপূর্ববায়ু বহে। এই সময়ে
বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিককণ স্থায়ী হয়। এই
কালে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া
থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে তাত্র হইতে
অগ্রহারণ পর্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সময়
গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাভেনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায়
১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্যন্ত হইয়া থাকে।

বড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায় ঘটিয়া থাকে। বড়ের সময়ে
নৌকাঝাহাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ষ উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তজ্ঞোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়েনা। পূর্বে
তজ্ঞোরে গোলরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুন্ত-
ঘোনম্ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর,
বসন্ত ও ওলাউরা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া
পড়ে। জেলার প্রায় ৩৭টা ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহু-
সংখ্যক লোক বিনাব্যায়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টা
নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহার বেলিয়ার
(মজুর), বেঙ্গলর (কৃষক), পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেষভবন (দৌবর),
ইদৈয়ার (মেঘপালক), কন্দনর (কারিগর), কৈকনার
(তত্ত্বাবয়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (ভাড়িকর) ও
শেঠি (বণিক), অঘতান্ (নাপিত), বেরান্ (ধোপা), কুশ-
বন (কুস্তকার), ক্ষত্রিয়, কণকণ (লেখক) প্রভৃতি প্রধান।
মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গব্বর
প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তত্তির খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্প
সংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তজ্ঞাপুরী-মাহাশ্মো তজ্ঞাবুরের উপত্যকায় বিবরণ এইরূপ
পাওয়া যায়। তজ্ঞান্ নামক এক রাক্ষস তজ্ঞাবুরে অতিশয়
দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রাণিভিত হওয়ার
বিষু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিকুর
নিকট প্রাণনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর
প্রসিদ্ধ হয়। তজ্ঞান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাজ্যের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তজ্জাপুর ও তামিল তজ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তজ্জাবুর নগর ঠিক কোন সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেন্দুর নামক স্থানে এবং ইহার ঋৎস হইবার পর কুন্তুঘাণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তজ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অম্মশাসন হইতে জানা যায় যে রাজা কুলোত্তম এই অম্মশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অম্মমান করা যাইতে পারে, যে রাজা কুলোত্তম চোল কিংবা তাঁহার পিতা তজ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ভক্তার বুর্নেল সাহেব চোলরাজবংশের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তম চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তজ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তজ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজপত্নী ক্রমে চক্কা হইলেন।

তজ্জাবুর-বুর্নাবারি-চরিত নামক হস্তলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রকৃত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তজ্জাবুর রাজ্যভূক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগররাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের ভূমূল যুদ্ধের পর তজ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তজ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোধ করিলেন। ইহার শ্রালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তজ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে তজ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ঋৎস সাধিত হইলে সেই সময় হইতে ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত

রাজগণ স্বাধীনভাবে তজ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অরুণভোলা, পদ্মকোটে, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটা দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পূর্বাঙ্গীজগণ নন্দপত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেনারেরা ট্রান্সজুব্বার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করে।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রায় তজ্জাবুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মহারাজ শোক্তানাথ নায়ক তজ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুলিয়া রাজকন্ডার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দেলবার বেট-ক্কান্না নায়ককে তজ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দবীক্ষিত বাধা দিলেন; কিন্তু দেলবার তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তজ্জাবুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার বীরপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগুহে রাখিয়া তাহার চতুর্পার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সন্ধ্যা পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রায় যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তজ্জাবুর শাসনভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিম-কোণে এই ব্যাপার ঘটয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভয়াবহতার থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তজ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্তানাথনায়ক একজনপারী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্তানাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তজ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্বে খাজী বিজয়রায়বের একটা নাবালক পুত্রকে লইয়া নন্দপত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটার আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৫৭ বৎসর পর বিজয়রায়ব রায়ের অজ্ঞাতম রয়-সম (সেক্রেটারী) বেনকন্না নামক কোন নিরোগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও খাজীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তজ্জাবুরের নায়কদিগের হুখে অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজি বিজা-

পুরের সেনানায়কের পথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাজবের অগ্রাশ্রয়স্থ পুত্র সিংহ-মালদাসকে তজাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-জুলতান একেবারেই আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোকাবাদের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘট-রাছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আরাধপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাসিত করিয়া সিংহমালদাসকে তজাবুরের রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকরা আশা করিয়া ছিলেন যে, সিংহমাল রাজ্য হইলে তিনি মন্ত্রী হইবেন। কিন্তু খাজীর অনুরোধে শেঠীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেন-করা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এ বিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-জুল-তানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তজাবুর গ্রহণ মানসে নৈসর্গে উক্ত রাজ্য অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। বেনকরাও রাজ-বাগীতে রটাইয়া দিলেন যে সমুদ্রবিপদ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনার অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তশাতে তজাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে, তজাবুরে মহারাজার রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটয়া থাকিবে।

একোজির অগ্রতম পুত্র তজাজীর ৫ পুত্র। তজাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ সন্তান বাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাইপে নামক একজন সচিব-রূপনারী কোন ক্রীলোকের পুত্রকে একাজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সন্তান বাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের অস্ত্র সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অজ্ঞাত মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর যত্নবশে বৃষ্টিতে পারিয়া তজাজীর ২য় পুত্র শরভোজীকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তজাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ করেকজন রাজা-মাত্যের সাহায্যে শরভোজীকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে অল্পকাল পরে নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত শিথিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শরাজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেটে ডেভিড হুগের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদে বৃষ্টিতে পারিয়া গোপনে

ইংরাজদিগের সহিত বন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজ্যপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আরোজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শরাজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের তরে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত শিথিয়া দেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্ত মহোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যে চাঁদ-সাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তজাবুররাজাকে পুরস্কার স্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ হাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লগাহ নামে ২টা প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শকোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি বকোজীকে কার্য হইতে অবসর দেন। সুয়ারিও উজা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তজাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া বকোজীর শরণ লইলেন। বকোজী মহারাজার সেনা-পতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে করাসি-সেনানায়ক তজাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলকাতার বাঁধ কাটরা দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজ-দিগের সাহায্যে কোলকাতা নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লেহেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৮ লক্ষ টাকার খত শিথিয়া দিয়াছিলেন, তাহা করাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য করাসিগবর্ণর কাউন্ট লালি করেকজন লুণ্ঠন করিয়া তজাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বাকর ও রসদ হুমাইয়া যায়। তিনি মানে মানে করিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপ-সিংহ তাঁহার অহুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থে অভিযন্ত্রণ করিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ৭৭ পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে প্রতাপসিংহ করেকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি তাবিলেন যে, তজাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মালভারের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হই-লেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সন্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য কোলিকাতার অগ্রতম

সমস্ত জোসিরাই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস্ (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৪ বায়ে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশরাপন্নীর নিকটে নেন্দুরনামক স্থানে একটা বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রাণনাশ ও ব্যয়ে ত্রিশরাপন্নীর শাসনকর্তা মহাজিউহা নির্দোষ করিয়া ছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান জাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অহুমতি দিলেন না। এইকালে তুলজাজী তক্তাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তক্তাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঞ্জর রাজা ৮ বৎসর পূর্বে তক্তাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তক্তাবুর আক্রমণ করিতে ক্রতসকর হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তক্তাবুর হুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও মুক্ত ব্যয় স্বরূপ ৩২৫০ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঞ্জর রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন; আর্পি, জিবাছর, ইলা-নাহা ও কৈলানী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মারাবরম্ ও কুন্তখোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্য নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস্ পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তক্তাবুর রাজ্যের বিক্রয়ে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিগাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দরআলি ও মহারাজী-দিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিক্রয়ে বদ্ধবদ্ধ করিতে

ছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেন্টেম্বর মাসে তক্তাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তক্তাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্ণমেন্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মাজাজগবর্ণমেন্টের অভিশর অজ্ঞার হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মাজাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মাজাজগবর্ণরের অহুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্ত সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্ত তক্তাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অহুমতি ভিন্ন রাজা অন্য কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তক্তাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্তের ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তক্তাবুরের হুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্তসম্পন্ন হয় নাই ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া শয়ঃ রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মাজাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শাস্ত সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অহুমত্বান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাগলী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতামতানুসারে দেখা গেল যে দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্চুইস অব ওয়েলসেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্যে পরিণত করেন।

রাজকাৰ্য্যে শরভোজীর অন্তিমভুক্তাশ্রয়িত মাস্ত্রাজ গবৰ্ণেণ্ট
তাহার অধি স্বৰূপ কিছুকাল রাখাশাসন করেন।

১৭২৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়,
তাহাতে অবধারিত হইরাছিল যে, বৃটীশ গবৰ্ণেণ্ট রাজ্য
প্রতিনিধিস্বরূপ তত্ত্বাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে
থাকিয়া একলক্ষ পেনেডো ও সমস্ত আয়ের ২ অংশ মাত্র
পাইবেন। এই সন্ধি অমুসারে তত্ত্বাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত
প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহা-
রাজারবংশীর রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব
করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ গ্রাপ্ত
হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্বে এক দস্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু মাকুইন্স অব ডালহৌসি সে দস্তক স্বীকার না
করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তত্ত্বাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করি-
লেন। রাজশরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

এখন তত্ত্বাবুরের সে পূর্ব স্মি আর নাই। দুর্গটি স্থানে
স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার
হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ নিজ কুসম্পত্তি রিসিবিরের
হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১৪ লক্ষ টাকা।
তত্ত্বাবুরের সন্ন্যাসীমহল নামক পুস্তকাগার যত্নের সহিত
সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক
হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তত্ত্বাবুরে বুদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে
স্বতন্ত্ররূপে স্থানীয় মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার
গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড
নন্দীর মূর্তি আছে, তাহার সম্মুখে একটা প্রবাদ ভূমিতে
পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্বে ছোট ছিল, কোন
সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আরতনে
বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে
লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না
করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চক তাহা দেখিয়া
সন্তোষোৎসাহে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর
পশ্চাতে একটা বৃহৎ লৌহস্তর প্রোক মারিয়া দিলেন; সেই
অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায়
আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা বাহা হউক, কিন্তু এরূপ
বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অস্তিত্ব দেখা যায় না।

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তত্ত্বাবুর সকল প্রকার শিল্প,
বাড়মর, সুরবিজ্ঞা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিজ্ঞার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।
এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু

এখনও তত্ত্বাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয়
মনোরম। হাবতাবে কলিকাতার আর্টস্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তত্ত্বাবুর জেলার প্রধান
উপবিভাগ। পরিমাণকূল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয়
রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তত্ত্বাবুর
নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মাস্ত্রাজ : প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তত্ত্বাবুর জেলার প্রধান
নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তত্ত্বাবুর। অক্ষা° ১০° ৪৭'
উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১০' ২৪" পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের
একটা স্টেশন। অধিবাসী সংখ্যা ৪৪০৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪০৪,
মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪০৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার অজ, কলেজের, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি বাস
করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ-
বংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিদ্যাভূমিলন
প্রভৃতির কেন্দ্র স্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের
কীর্তি এবং পূর্বতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির
ভূবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১২০ ফিট উচ্চ। তন্নিম্নেই মন্দিরেই
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে
কোন কোনটার গঠনপ্রণালী ও নির্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে
আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্তি, ব্রহ্মমূর্তি
প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তত্ত্বাবুরের তদ্যাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে।
দুর্গের প্রাচীরাত্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজ-
প্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ষাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয়
ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।
মাস্ত্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল
পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তত্ত্বাবুর নগর স্থান স্থান শিল্পকার্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার
রেসমী কার্পেট, স্থান খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার
খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তত্ত্বাবুর হইতে পূর্বদিকে সমুদ্র-
কূলে নগপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত
রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (জি) ভট-অহ। নদী প্রভৃতির কুল, তীর, জলাশয়ের
জলভাগের অব্যবহিত পরবর্তী স্থলভাগ।

“কর্তব্যমার্গে ভ্রাজতে ব্রহ্মভাত তটাবৃত্তাঃ” (হরি°৩৭:৫৫)

(স্ত্রী) ২ উচ্চক্রেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব
সর্বপ্রধান বলিয়া তাহার নাম তট।

“নমস্তটায় তটায় তটানাং পতয়ে নমঃ।” (ভারত ১২।২৮৪।৬৩)
(ত্রি) ৪ উচ্চিৎ।

তটগ (পুং) তড়াগ পুৰো সাধুঃ। তড়াগ। (বিরূপকোঃ)
(ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত।
২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাহারা সদস্য কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।

“সমীরঙ্গদামিব নীরভঙ্গা ময়া তটস্থমুপকৃতোহসি।”
(নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত।

৬ উদাসীন, যাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

“তটস্থঃ শব্দভে” (জাগদীশ্বাদৌ ভূরিঞঃ)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে, বিশেষণটা বলিলে বিশেষ কিছু মর্থ না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে;—কলস এবং কুন্ত, এই স্থলে কুন্ত, কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুন্তের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুন্ত শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুন্তের বিশেষ কিছু মর্থই বুঝা যায় না। কুন্ত বলিলেও ঘেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ফাঁক পদার্থ-টা কিরূপ,” তখন আপনি কহিলেন ফাঁকটা শূন্য পদার্থ, কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্থই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেই পূর্বে ঘেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অল্প কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অল্প কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে। “তত্ত্বিষ্মে সতি তত্ত্বোধকস্ব। তথাচ স্বরূপং তটস্থং বিদ্যালক্ষণং ত্রাং স্বরূপস্ত বোধো যতো লক্ষণাত্ম্যং। স্বরূপে প্রবিষ্টাং স্বরূপেই প্রবিষ্টাং যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলক ॥” (বেদান্তসাং)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্তের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়।

তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা

করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাক। ও যেখানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টা পরিজ্ঞাত হইল। অতএব এই কথাটা তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিংস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তরূপ, ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিং বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্তা, তিনি হর্তা ও বিধাতা, তখন কর্তৃক, হর্তৃক বিধাতৃদ্বাদি গুণের সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃবশক্তি ও পালয়িত্বাদি শক্তি-গুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথকভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অল্প কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্ বা তটং অকতি অক-অণ্। তড়াগ। তটাবাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭৩৭। বপ্রজীড়া, বুধ প্রভৃতির শূলদ্বাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।

“অভ্যন্তস্তি তটাবাতঃ নির্জিতৈরাবতঃ গজাঃ।” (কুমারসং)

তটিনী (স্ত্রী) তটমন্ত্যস্তাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্ ততো-ঙীয্। তীর, তট, প্রান্তভাগ।

“বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাটি,

করজোড়া লোহার শিকলি।” (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্চ্যত্ব অহতি তট-যৎ। শিব। “নমস্তটায় তটায়” (ভারত ১২।২৮৪।৬৩)

তড়গ (পুং) তড়াগ পুৰো সাধুঃ। তড়াগ। (বিরূপকোঃ)

তড়তড় (দেশজ) অযত্ন শব্দ, ব্যষ্টিগতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীষ, তড়াতাড়ি।

“ধাঁও ধাঁও ধম্মা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।

চৌদিকে চকল সৈন্ত সাজে তড়বড়ি ॥” (কবিকং ২।১৬০)

তড়াক (পুং) তড়্যতে অহিততে উদ্গিহতিঃ তড়-আক (পিনা-কাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক জিয়াং টাপ্। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। ভাবে। ২ আঘাত। (সংস্কৃৎসাং উপাং)। ৩ প্রতা। (উচ্চল)

তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি সিপাত্তান্নাং
লাধুঃ।) ১ বরকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্যায়—
পদ্মাকর, তড়াক, ভটাক, ভড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুকুরিণী দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত
ভূমিতাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।
২৪ অঙ্গুলিতে একহস্ত, চারিহস্তে একধনুঃ হ্রদ।

ইহার একশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে
পুকুরিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয়
তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্জক, বাহু,
কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত।
(রাজব*) যে ব্যক্তি বথাবিধি তড়াগোগোৎসর্গ করেন, তাহার
এককর ব্রহ্মালয়ে ও ভৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন।
[উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুকুরিণীপ্রতিষ্ঠা দেখ।]

কাশ্যবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সঙ্গুল,
হেমন্ত ও শিশিরকালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও
গ্রীষ্মকালে রাজস্বয়জ্ঞ সঙ্গুল ফলদায়ক।

“প্রাবৃত্তিকালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।

শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যজ্ঞফলদায়কম্ ॥

বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।

অশ্বমেধসমং গ্রীষ্মবসন্তসমং স্থিতং ॥

গ্রীষ্মেহপি তু স্থিতং তোয়ং রাজস্বয়ফলাধিকম্ ॥” (পদ্মপুরাণ)

যাহারা তড়াগোগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই
ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোগোৎসর্গ করিলেই সফল
যজ্ঞের ফললাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি)
২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তড়য়ত্যাভঃ তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাডে
দিলুকচ্। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ। [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা বস্তাঃ বহবী।
কুমারসুন্দর মাতৃভেদ।

“কেশবদ্বী ক্রটিনামা ক্রোশনাত্ম তড়িৎপ্রভা।”

(ভারত শল্য ৪৭ অ*)

* “এশতভূমিতাগোহা বহু সংবৎসরোদিতঃ।

জলাশয়তড়াগঃস্যান্দিভ্যাহঃ শাল্লকোবিহঃ।” (শকার্ণচি*)

“চতুর্বিংশাদ্ভো হস্তো ধনুস্তত্চতুস্তরঃ।

শত ধনুস্তরকৈব তাতং পুকুরিণী ভবা।

এতৎ পঞ্চতঃ প্রোক্ত তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ।” (বলিষ্ট)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬৩৭।
বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিজ্ঞতেহস্ত মতুপ্ মন্ত বঃ, অপদাস্তব্যাৎ
তন্ত ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মূলক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িৎবিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িৎবৎ জিহ্বাঃ ভীপ্। তড়িৎবিশিষ্ট,
তড়িহাক্ত।

“সমুদিতমিচ্চয়েন তড়িত্বতীঃ লঘরতা শরদধ্বদংস্থতিম্।”

(কিরাত* ৫৪)

তড়িদপর্ক (পুং) তড়িতো গর্ভে যন্ত বহবী। মেঘ। “তড়িদপর্ক-
শ্বতবঃ সমুদ্রাঃ।” (ঐতহাশ* উ* ৪ অ*)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদান্বকঃ স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ
স্বরূপ, বিদ্যুতের সঙ্গুল।

“তড়িন্ময়েকুন্নিষিঠৈর্বিলোচনৈঃ।” (কুমার ৫২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ অধিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে-অ।
২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডতে নৃত্যতি তণ্ড-রুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। জিহ্বাঃ
ভীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (স্ত্রী) ৪ গৃহদাক-
বিশেষ। ৫ ভরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মাদ্যাবহুল।
৭ উপঘাতক। (স্ত্রী) ৮ পরিকার। ৯ বহরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর
মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইহার আরাধনায়
ক্রীত হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি
তোমার প্রতি পরম ক্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ
বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী,
দ্রব্যজ্ঞানসম্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে।
মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র
যজুর্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পতরু প্রণয়ন করিয়াছিলেন।
(ভারত অঙ্ক* ১৬।১৭ অ*)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপাল ভেদ, নন্দিকেশ্বর।

“নন্দী ভৃগুরিটঙ্কধু নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বর।” (মল্লিনাথখতকো*)

তণ্ডুরীণ (পুং) তণ্ডা অন্ত্যার্থে উরচ্ তন্ড ভবঃ হঃ। ১ কীট
মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ষর (স্ত্রী) তণ্ডুলে-ভব হঃ লত রঃ।
৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং স্ত্রী) তণ্ডাতে আহততে তর্জ্জ-উল্ছ (সানসিবর্গ-
নীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিম্বব খাজ, চলিতকথায় চাউল,
ধান ভানিয়া তুব প্রভৃতি পরিভাষ্য করিলে যে অংশ
অবশিষ্ট থাকে।

“শস্তং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সত্ব্যং খাজমুচ্যতে।

নিম্ববত্ণুলঃ প্রোক্তঃ শিরসরমুদাহৃতঃ ॥” (আ* ত*)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্ত, ভূষযুক্ত হইলে ধাতু ও ভূষ রহিত হইলে তাহাকে তুলা বলা যায়। ঐ তুলা সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতুলের অন্ন খাওয়া চকু প্রস্তুত করিয়া স্বর্ধ্যদেবকে নিবেদন করিলে তুলাসংখ্যক স্বর্ধ্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ত্ব)।

ভারতবর্ষের প্রধান ধাতু। প্রধান বাণিজ্যদ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভূট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্ত খাজরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তুলা যে ভক্ষ্যদ্রব্যরূপে চলেনা, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধাতু জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসীই অন্নবিস্তার চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাংলাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অজ্ঞাত উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অল্প দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তুলাই প্রধানতঃ আমাদের জীবনী-শক্তি রক্ষা করে।

লালস্বারা মুক্তিকা কর্ণণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধাতু, স্মৃতাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। স্মৃদুষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তুলা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধচাউল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধচাউল কহে। দক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পরদিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ার মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানি হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৫৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐহ-নুত-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাগিরের সিদ্ধচাউলের অন্ন

ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অল্প কোন চাউলও ভক্ত বিধবাদের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধাতুভেদে চাউলও আমন, আউল, বোয়ো প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অল্প কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বাল্যামের চাউল আমন শ্রেণীর অন্তর্গত।

টেকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে ভূষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে এক পালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাহারা ভূষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। টেকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলাশ, মুড়ী, পিঠক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। পিঠক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভারতের চাউল প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্তরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্বে যুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্বে হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদেবের অধর্কবন্দে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন্ দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু শুক। পুরাতন তুলা অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তুলা পীড়িত ও আশুপ্ৰায়মুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলাচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগু প্রস্তুত হয়। এই যবাগুও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তুলা ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্য স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তুলা, ছদ্ম ও মিষ্ট খাদ্য যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউয়েল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দি প্রভৃতি ব্যারামে সময় সময় তুলা ব্যবহার; তপ্তজল ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তুলা প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পকু ও পরিশোধে শোষিত তুলাকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রচকগণ অজ্ঞাত শস্তাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভারতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। সকল চাউলের ৩৭ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষার-জানের অংশ কম। চালুনিজল বিশেষ সিদ্ধকারী। প্রাদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুস্বাদু। অত্ররোগে এই কাথ ব্যবহৃত হয়। ততুলের পলুটিস ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরামররোগে চালের জল কথারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান পান্য তত্ত্ব। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অম্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি প্রদেশে এক একার অগুরু চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর খেতবর্ণ এবং সুস্বাদুবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চ-প্রদেশজাত তত্ত্ব সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমাল্য জমে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্ত চাউলের গুঁড়ার ও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে তিকাইয়া জাঁতার পিষিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রোজে শুকাইয়া বিক্রয় করে অথবা চাউল রোজে শুকাইয়া পরে জাঁতার ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। যুরোপীয়গণ ও দেশীয় খুঁটানগণ ওপার নামক তত্ত্বচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্ট-পরিমাণে আহ্বার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে;—

জল	১২.৮
অণুলাল	৭.৩
খেতসার	৭৮.৩
তৈলাক্ত পদার্থ	৬
তন্ত	৪
জল	৩

এক সেয় পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেয়ের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি কম। তাহাদের

কেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য বে পরিমাণ জল তাহদের সহিত শুষিয়া বাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। জস্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুক চাউলে যবক্ষারজান ৭.৫৫, কার্বোহাইড্রেটস ৯০.৭৫, চর্কি ৮, এবং খনিজপদার্থ ৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আপুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোরার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাজার ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ ভাতই আহ্বার করে। মাস্ত্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইয়ের পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসবজি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহ্বারে তত্ত্বের যবক্ষারের নূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, স্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণ চাউল চালান হয় ও বাহার রেলস্টেরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা বাইতে পারে। কুজ কুজ নদী দিয়া নৌকা করিয়া একস্থান হইতে অগ্রা যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫০৭৭৩০ মণ আমদানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩০৫০২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩০২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭০৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৪৯৭১৩, ফালগাঠি হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩০৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতার আইসে। বর্তমান হইতেও কলিকাতার রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভূটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৪২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্বোক্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ হইতে ৫৮৬০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাঁচিতি সর্বাধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-ব্রুটেন। যুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ বীণে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্জ রাভোও আমদানি পূর্ববৎসরের ভায়ে হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। এম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি স্বগন্ধযুক্ত। তদ্রূপকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিরলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান-গণ পিঙ্গিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কঁকরযুক্ত, স্তরমাত্র অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়গড়ত ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত স্থানের প্রতি অধিবাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়লা, বাওয়া, খামা, রোয়া, দাল, ভেসলান, বোয়ৈলা-বাইটা, স্ব্যামণি, লেপি, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এখানে আখিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম আছে। বাকরগঞ্জ জেলায় আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাবে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদিয়া জেলায় কাঁচিকমালে ফলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাঁচিনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, রোপা এবং ভুঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলপিন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে হুজুমান, লহহান এবং ভেবান চাউল প্রধান। বানকুজ জেলায় চাউলের নাম পোকা হুহান এবং

আমন। উড়িষ্যার নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;— সাতিকা, ফুলিয়া, আখিনা, থৈরা, কলাজুর, রাঁধ, মতরা, ধলিআদিয়া, বৃণভিত্তোগ, গোপালভোগ, বাসমতী, বন্ধিরি, পিরা, কলুয়া, দাদুয়া, লক্ষীনারায়ণশ্রিয়, বামনবহা, অন্তরখা, সরিষাফুল, হুদসর, নিয়ালি, দোকশালি, হার্বসাতিয়া, বকরি, ইকিরি, চৌলি, হাকরা ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মাজাজ হইতে ২৫৭৭১৩৩ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটব্রুটেনে গিয়াছিল। লুয়া, (কদম, কলবন, চিনা, জদম), কার, (হুটা পেরম), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিনিনি, পুনৈসা, পেইরি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মাজাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং শিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবট্ট চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সমস্ত এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মুগনাভিগন্ধি তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্ধেক। এই চাউলের ডাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হলুতা, গর্ভা, কুড়ি, তর্গা, মহাড়ি, পতনি, আখিমোরি, কৌক-শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, ঝালি, কপূরচীনা, গজেশ্বর, বেদিক, গলবেল, অঞ্জনবা, বকী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তত্ত্ব। পিঙ্গিত, উয়া, পুয়া, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তার চাউল পঞ্জাবের আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রক্তপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোয়া, বেগমি, খোলা, রতক, স্বথচেন, মুজি, খহু, কলেনা প্রভৃতি তত্ত্ব এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৪২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিমুর চাউল সর্বাধিক উত্তম। চতুরী, রাধাবালাম, আয়মোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, হুদরাম, কেল তেলাসি, লানহেনি, সারিহানি, হকনুনি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তত্ত্ব পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম শর্গার প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশের তত্ত্ব-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮১

হইতে ১৮২০ খৃঃ পর্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির ব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যান্য চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভুটান, তেয়াক প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহ, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, ব্রা, রুই, অনরা প্রভৃতি তত্ত্ব প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮২-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ১/৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহত কারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া কোমিনি, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তত্ত্ব গ্রেটব্রিটন, মান্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, অস্ট্রী প্রভৃতি যুরোপীয় দেশে প্রায় ১০২৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্ত প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিসসহর, কনিও, ইটকোষ্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৫৬ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল ভিন প্রকার কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মন্ডের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত শুভ রুচিকর নহে। এই তত্ত্ব দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মন্ড প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল যুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল যুরোপীয়গণ তক্ষার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মন্ড প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২২৯,২২২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মন্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে শুদ্ধ দিতে হয়। এই শুদ্ধ শতকরা ১৫ টাকা

অবধারিত আছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৬৪,৯৮৫ টাকা শুদ্ধ আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তত্ত্ব বিদেশে চলিয়া যাইত না। অতঃপর শুধন মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল দীর্ঘই অন্তর দূরীত হয়। অতঃপর ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল যুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ার ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অরকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্র-তম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সারেন্সবার্ণার শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকার ৮/ মণ করিয়া তত্ত্ব বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকার ১২।১০ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে হুর্ভিক্ষে জনন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ভট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্ন গুণ। শালি-ধাত্তের যে তত্ত্ব হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিল ও অন্নতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, স্বরপ্রদায়ক, শুক্রবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্ধক, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্ধক। দক্ষভূমিজাত শালি-ধাত্তের তত্ত্ব-গুণ—কষায়রস, লঘুপাকী, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ণ করিয়া খাদ্য বপন করিলে যে খাদ্য জন্মে তাহার তত্ত্বের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। শুষ্ক, কফ ও শুক্রবর্ধক, কষায়রস, মলের অন্নতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহার তত্ত্বের গুণ ঈষৎ তিক্তস্নিগ্ধ, মধুর, কষায় রস, পিত্তর, কফনাশক, বায়ু ও অম্লিবর্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া রাখা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিত-খাদ্য কহে। ইহার তত্ত্ব গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্ধক, বলকারক, পিত্তর, কফবর্ধক, মলের অন্নতাকারক, শুষ্ক এবং শীতবীৰ্য্য।

অবাপিতধাত্তের অর্থাৎ বুন্যধাত্তের তত্ত্ব বাপিতধাত্তের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধাত্তের তত্ত্ব নুতন অবস্থার শুক্রবর্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তত্ত্ব, রোপ্য-
রোপ্য ধাত্তের তত্ত্ব অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুশাকী।
শালিধাত্ত তত্ত্বের মধ্যে রক্তশালি ধাত্ত তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ। এই
তত্ত্বকে দাউদ্দানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক,
বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্ধক, শ্ব-
স্রাসাদক, শুক্রবর্ধক, অমিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা,
অন্ন, বিষ, রূগ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি
প্রভৃতি ধাত্তের তত্ত্ব রক্তশালি তত্ত্ব অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত।
ত্রীহিধাত্তের তত্ত্ব মধুর বিপাক, শীতবীৰ্য্য, স্নেহ ও অভিঘন্য
এবং মলবেরিক ও বটিকতত্ত্ব সন্নিহিত। এই বটিকধাত্তের
তত্ত্ব উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ত্রীহিতত্ত্বও
কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, লঘু, মলবেরিক
বাত্ত, পিত্তনাশক এবং শালিতত্ত্বের স্থায় গুণযুক্ত। এই
বটিকধাত্ত তত্ত্ব অনেক প্রকার—তন্মধ্যে বটিকধাত্ত-তত্ত্বই
ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তত্ত্ব লঘু, স্নিগ্ধ,
ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মূত্রবীৰ্য্য, ধারক, বলকারক, অন্ন-
নাশক এবং রক্তশালি তত্ত্বের স্থায় গুণযুক্ত।

তৃণধাত্তের তত্ত্ব—স্নেহ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু,
বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রূক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্ধক,
মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্কুধাত্তের তত্ত্ব বায়ুবর্ধক, শরীরের উপচরকারক, ভয়
সন্ধানকারক, গুরু, কক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্ধক এবং অতিশয়
গুণকর। চীনাকধাত্তের তত্ত্বের গুণ কঙ্কু তত্ত্বের সন্নিহিত।

শ্রামাক ধাত্ত-তত্ত্ব শোষক, রূক্ষ, বায়ুবর্ধক, কফ এবং
পিত্তনাশক। কোত্রব-তত্ত্ব বায়ুবর্ধক, ধারক, শীতবীৰ্য্য,
পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোত্রবধাত্ত তত্ত্ব উষ্ণবীৰ্য্য, ধারক
এবং অত্যন্ত বায়ুবর্ধক। নীবার-তত্ত্ব, (উড়ীধানের চাউল)
শীতবীৰ্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কক্ষ ও বায়ুজনক।

নূতন তত্ত্ব মধুর রস, গুরু এবং কক্ষকারক। পুরাতন
তত্ত্ব লঘু, হিতজনক। ধাত্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে
পুরাতন হয়। এই ধাত্তের তত্ত্বকে পুরাতন তত্ত্ব বলা যায়।

তত্ত্ব পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীৰ্য্য হ্রাস
হয় না। যেসকল পুরাতন হইলে ক্রমেই বীর্য্য বীৰ্য্য হ্রাস হইতে
থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধাত্ত দেখ।]

অগ্রহারণমাসে নবায় অর্থাৎ পার্শ্ব প্রাক্ক করিয়া নূতন
তত্ত্ব খাইতে হয়। অগ্রহারণমাসে নবায় না করিতে পারিলে
মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্শ্ব প্রাক্ক করিয়া নূতন তত্ত্ব আত্মীয়
স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্শ্ব প্রাক্ক
করিতে না পারেন, তাঁহার অন্তঃস্থ বেবড়া ও পিত্ত্বিগের

উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তত্ত্ব ভোজন বিধেয়।
শুভদিনে চন্দ্র ও তারা বিতর্জিতে নব তত্ত্ব-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর।
[নবায় দেখ।] ব্রহ্ম তত্ত্বের গুণ, রূক্ষ, স্নেহগ্ধি ও কক্ষ-
নাশক, পিত্তকারী। (রাজব)।

২ বিড়ঙ্গ। “পুংসি স্ত্রীবে বিড়ঙ্গঃ তাত্ কুমিয়োজ্ঞনানশনঃ।

তত্ত্বকচ্চ তথা বেলমমোঘা চিত্রতত্ত্বা ॥” (ভাবপ্রকাশ)

[বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তত্ত্বলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টা বেত-
স্বর্গে এক তত্ত্ব হয়।

“সিতস্বর্গপাঠকং তত্ত্বলোভবেৎ ॥” (বৃহৎসংহিতা ৮.১১২)

তত্ত্বলপরীক্ষা (জী) তত্ত্বলেন পরীক্ষা ৩তং। দিব্যবিশেষ,
নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায়
চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে
বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—
তত্ত্ব উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতামান-
জলে একটা নূতন যুগ্মপাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই
রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া
যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের
উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে
পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একথানা ভূজপত্রের
উপর অথবা ভূজপত্রের অভাবে পিঙ্গলপত্রের উপর এই
মন্ত্র লিখিলেন।

“আদিত্যচন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ ধৌত্বীমিরাপোহ্নয়ঃ যমশ্চ।

অহশ্চ রাশিঞ্চ উভে চ স্কন্ধো ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্ত বৃত্তং ॥”

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তত্ত্ব
চর্ষণ করিতে দিবে। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু
শুদ্ধ হইবে এবং চর্ষণ করিয়া ভূজপত্রে বা পিঙ্গলপত্রে নিষ্টি-
বন ভাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক
তাহাকে অপরাধায়াসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তত্ত্বলা (জী) তত্ত্ব-উল্লং তত্ঠাপ। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমলা
বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজব)।

তত্ত্বলানু (জী) তত্ত্বলক্ষণিতঃ অমুঃ মধ্যালো। তত্ত্বলোদক,
চাউল ধোয়া জল, চেলুনীজল। পর্যায়—জোঠাষ, তত্ত্বলো-
দক, তত্ত্বলোথ। পল পরিমিত তত্ত্ব ৮ গুণ জলে নিক্ষেপ
করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার
জল বিশেষ হিতকর। (বৈজ্ঞক)

তত্ত্বলিকাজ্রা (পুং স্ত্রী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন
করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক
প্রাপ্ত হয়।

"অঙ্গুষ্ঠাঙ্গাদিপার্বত্য গচ্ছতত্ত্বলিকাশ্রমঃ।

ন তুর্গতিস্বাপোতি ব্রহ্মলোকক গচ্ছতি ॥"

(ভারত বন ৮২ অঃ)

তত্ত্বলী (স্ত্রী) তত্ত্বল-স্ত্রী। ১ ব্যবহৃত্য লতা। ২ শশাঙ্কলী
করুচী। ৩ তত্ত্বলীয়শাক। (রাজনি)

তত্ত্বলীক (পুং) তত্ত্বলীর কায়তি কৈ-কঃ। তত্ত্বলীয়শাক।

তত্ত্বলীয় (পুং) তত্ত্বলায় তত্ত্বলার হিতঃ তত্ত্বল-হ। (বিভাষা-
হবিরপুণ্ডিতঃ। পা ৪।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায়
চাপানটে ক্ষুদ্রনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চব-
রাই ও অন্নমরুবা। পর্যায়—অন্নমারিষ, তত্ত্বলীক, তত্ত্বল,
তত্ত্বলী, তত্ত্বলীক, গ্রাহিগ, বহুবীর্ঘ্য, মেঘনাদ, ঘনবন,
হুশাক, পথ্যশাক, ক্ষুর্জু, বনিতাক্ষর, বীর, তত্ত্বলনামা।

(Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর,
বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমশাক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য।

ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক,
মধুর, বিপাকোদাহ ও শোষণাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশের মতে চাপানটের পর্যায়—কাওর, তত্ত্বলেরক,
তত্ত্বলী, তত্ত্বলী, বীর, বিবর, অন্নমারিষ। ইহার গুণ—লঘু,

শীতবীর্ঘ্য, রুক্ষ, পিত্তর, কফনাশক, বৃক্কোদাহক, মলমূত্র-
নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্রঃ)

আরও আর এক প্রকার তত্ত্বলীয় দেখা যায়, তাহাকে
পানীয়তত্ত্বলীয় কহে। এই জল তত্ত্বলীয়ককট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তত্ত্বলীয়ক ককটং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্রঃ)

ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তর, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্রঃ)

তত্ত্বলীয়ক (পুং) ১ তত্ত্বলীয়শাক, চাপানটশাক। ২ বিড়ঙ্গ।
তত্ত্বলীয়কমূল (স্ত্রী) তত্ত্বলীয়কমূলং ৩তং। তত্ত্বলীয় শাকের

মূল, কাটা নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, মেঘনাদনাশক,
রক্তোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রব্রনাশক। (আজৈয়সংহিতা)

তত্ত্বলীয়িক। (স্ত্রী) তত্ত্বলীয় স্বার্থে কন্ ত্রিয়ার টাপ কাশি
অতইৎ। বিড়ঙ্গ। (রাজনি)

তত্ত্বলু (পুং) তত্ত্বল পুংবা উষে দাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দরঃ)

তত্ত্বলের (পুং) তত্ত্বল বাহুল্যার্থে বহু। তত্ত্বলীয় শাক।
তত্ত্বলেরক (পুং) তত্ত্বলের স্বার্থে কন্। তত্ত্বলীয় শাক।

তত্ত্বলোথ (স্ত্রী) তত্ত্বলাৎ উত্তীর্ণত উৎ-হা-কঃ। তত্ত্বলায়,
চাউল খোদা জল, চেননী জল। [তত্ত্বলায় দেখ।]

তত্ত্বলোদক (স্ত্রী) তত্ত্বলত উদকঃ ৩তং। তত্ত্বলকালিত
জল, চেননী জল। [তত্ত্বলায় দেখ।]

তত্ত্বলোচ (পুং) তত্ত্বলানামোচঃ ৩তং। ১ তত্ত্বলরাশি। ২
তত্ত্বলরাশির ভায় দৃষ্টমান বলিয়া বেড়বাঁশ।

তত্ত্বলু (পুং) ৩২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত।
[ভক্তি দেখ।]

তত্ত্ব (অব্য) ১ হেতু। (অমর)

"তদক্ষমগ্রং মঘবন্ মহাক্রতো।" (ঋগ্ ৩।৪৬)

তত্ত্ব এই অব্যয় শব্দ হেতুর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-
কিপ্। ২ বিস্তারক। (স্ত্রী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।

"ঐং তত্ত্ব সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণ্ডবিধিঃ সূতঃ।

ব্রাহ্মণ্যন্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥" (গীতা ১৭।২০)

তত্ত্ব তৎ সং ব্রহ্মের এই জিবিধ নাম। এই জিবিধ নাম
দ্বারা পূর্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত
ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও ভগ্ন উৎসর্গপূর্বক
উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্বনাম) বুদ্ধিহ।

তত্ত্ব, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্তে
এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যন্তদোমিন্যাসম্বন্ধঃ।" (শব্দশঃ)

যৎ ও তত্ত্ব শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ
করিলেই তত্ত্ব শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তত্ত্ব
শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের
প্রয়োগ না করিলেও চণিতে পারে।

তত্ত্ব (স্ত্রী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃগ্ভ্যাং কিচ্। উৎ
৭।৮) ১ বীণাদিবাণ্ড যন্ত্র, যে সকল বায়ু যন্ত্র তত্ত্ব বা তার
সংযোগে বাদিত হয়।

"সততমৃগতহীনঃ তিরকীকৃত্য সড়ঙ্গঃ।" (মাঘ ১১ সঃ)

"সততঃ বীণাদিবাণ্ডসহিতং।" (মজ্জিমণি)

যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রজনী, তবুয়া,
কাহান, সুরশঙ্কার, এসরাগ, একতারা ও গোবীন্দ প্রভৃতি।

(যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে
বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এসরাগ
ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলিগ্র বা কোণযোগে বাদিত হয়,

উহাদিগকে অঙ্গুলিগ্রযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতরঃ) (ত্রি) তন-ক।
২ বিস্তারিত। ৩ বাণ্ড। ৪ বায়ু। (স্ত্রী) ভাবে ক্ত।

৫ বিস্তার, সন্ধান। ৬ পিত্ত। ৭ পুত্র। "কাকুরহং ততো
ভিষক্" (কক্ ৯।১১২০) "ততইতি সন্ধান নাম তত্ত্বতে

হৃদাৎ ততঃ পিত্তা তত্ত্বতে হসৌ ততঃ পুত্রো বা" (সায়ণ)

তত্ত্ব (স্ত্রী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অন্নমাত্রা।

তত্ত্বদিন (শেষজ) সেই অবধি।

তত্ত্বমুক্তি (পুং) তত্ত্বং ধর্মসত্ত্বতিং হৃদতি বহি কাময়তে কামান্
হৃদ-ত্ব বশ-ক্টিহ। ধর্মসত্ত্বতিনোদক, ধর্মসত্ত্বতিকামুক।

"অগাপশজ্ঞতত্ত্বমুক্তি" (শব্দ ৪।৩৪০) "তত্ত্বং ধর্মসত্ত্বতিং
হৃদতি বহি কাময়তে কামান্ তত্ত্বমুক্তি।" (সায়ণ)

ততপত্নী (স্ত্রী) ততঃ বিহৃতঃ পত্নঃ যতঃ বহতী। কদলীহুত,
কলাগাছ। (শব্দচ)

তত্ত্ব (ত্রি) তেবাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো বোহসৌ তদ্ ভত্তমহ্।
(বা বহুনাং জাতিগরিপ্রের ভত্তমহ্। পা ৫।৩।১৩)

বহুস মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।

“স এতমেব পুরুষঃ ব্রহ্ম তত্তমমপশুদিতঃ।”

(ঐতরেয়ব্রহ্মসূত্র ৩।১২।১৩)

তত্তর (ত্রি) তরোর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো বোহসৌ তদ্ ভত্তরহ্।
(কিংবদন্তো নির্দ্ধারিতো যদোরেকতঃ ভত্তরহ্। পা ৫।৩।১২)
হই অনেকের মধ্যে তিনি।

ততন্ (অব্য) তদ্-তসিন্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিশ-
কৃতিতে তসিন্ হয়। অনন্তর, তরমিত, সেই হেতু, তথায়, সেই
স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিন্ প্রত্যয়
হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীক্ষায়াং বিষ্ণুঃ। তাহার পর
‘তাহার পর। “ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা” (শব্দতঃ ১ অং)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়ো রয়োর্মধ্যে একস্তাতিপরে
ততঃ-তরপ্। হেতু স্বরূপ দুইটির মধ্যে একটির উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহুনাং মধ্যে একস্তাতি-
পরে ততঃ তমপ্। হেতু স্বরূপ বহুর মধ্যে একটির উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্ত্য ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রাত্য,
তদাগত, তত্রাত্য, তৎসম্বন্ধি। “ততস্তয়াং বিনিবৃত্তমকমা” (মাঘ)

ততামহ্ (পুং) ততস্ত পিতৃঃ পিতা পিতরি ততঃ ডামহঃ।
পিতামহ। “অদ্যাকং ভাবকানমবনতানাং ততামহ।” (ভাগ্য
৩।১৪১) কোন কোন পুত্রকে তত ভত এই রূপ পাঠ
দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-জিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমুহ। ৩ বিস্তার। “বিশ্রবঃ
ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুক্তাক্রিভিঃ পরলো।” (শব্দতঃ ১)

(ত্রি) তৎ পরিমাণঃ যেবাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ,
ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) ভাবভীনাং পুরণী ভাবং ডতি তিথুভাগমঃ ভীপ্
বেদে অবশ্যকজ্ঞাপঃ। ভাবতের পুরণীভূত। “পরিমিতেশ
ততিথীং সমাং” (শব্দতঃ ১।১৮।১৫) ‘ভাবতিথীমিতি
প্রাপ্তে হান্সনোবশকজ্ঞাপঃ।’ (ভাষ্য)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধা। তত প্রকার।

“তাবস্তেজস্ততিধা বাজিনানি” (অথর্ববেদ ১২।২।৩২)

ততুরি (ত্রি) তুর্যং হিংসার্যাং কিংবদন্ত্যু পূর্বো সাধুঃ। ১ হিংসক।
“দন্তো দ্যায়্য তিরতে ততুরিঃ” (শব্দতঃ ৩।৬৮।১) ‘ততুরিহিং-

সকঃ’ (সারণ) ২ তায়ক। “দন্তুর্মিহাংবরণং ততুরিঃ”
(শব্দতঃ ৪।৩২।২) ‘ততুরিঃ তায়কঃ’ (সারণ)

ততুপি [ততুপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃঞ-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চালৌ কালশ্চেতি কর্ণধাং। ১ বর্তমানকাল।
২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো বস্ত বহতী। ৩ তৎ
কালবৃত্তি। “প্রতিনিধৌ তৎকালো” (কাত্যায়ন শ্রৌ ১।৪।১৫)

‘সকালো বতাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রথামোনির্দেশঃ প্রতিনি-
ধেতৎকালবৃত্তিঃ বতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো বো মুখ্য-
জ্যোত্যাভাবঃ’ (কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্ কালে কার্যকালে ধী উপস্থিতা
বুদ্ধির্ভবত বহতী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই
সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (স্ত্রী) বিটলবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ।
সেই সময় বাহা ঘটরাছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭ তৎ। সেই
সময় বাহা উৎপন্ন হইরাছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেদনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ণ যত
বহতী। কর্ণকরণশীল, বেদন বিনা ভাববহনাদি কর্তা,
কর্ণকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চালৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ণধাং। সত্ত, তখনই,
সেইক্ষণে। “আগন্তে তত্রা তিবজেব তৎক্ষণঃ।” (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্ত্ব ল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (স্ত্রী) তনোতি সর্কমিতঃ তন-কিপ্ তুচ্চ পূর্বো সাধুঃ।

তত্ত্ব ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাদার্থ। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর)

৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমায়া। “সর্কং ধ্বিনং ব্রহ্ম ব্রহ্মবেদং

সর্কং” (প্রতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ, বাহা কিছু আছে,

তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাস্তব। ৬ চেতঃ। ৭ বস্ত।

৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিাদি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিভ্রাণমান জগৎ, কার্য দেখিয়া ইহার কারণ

অজ্ঞান করাই সঙ্গত। পূর্বে বস্ত না থাকিলে কোন বস্ত

উৎপন্ন হয় না। মহতের শূন্য থাক। যেমন অসম্ভব,

অসৎ অর্থাৎ অবস্ত হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও যেইরূপ

অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তই উপাদানকারণ আছে,

ইহা তত্ত্বঃ প্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্যুকা হইতে বট ও সূত্র হইতে পট্ট ইত্যাদি। অতএব প্রতীপন্ন হইল যে এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অস্ত্র কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদিকারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সমূহের আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটা গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণজন্ম নাহে, পদার্থ জন্ম।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাধিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ৰ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, শব্দ, বাত্, পানি, পায়ু, পাদ, উপহ, শল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্রিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহ ও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপ কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার মহত্ত্ব, মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * (সাংখ্যঃ)

পাতঞ্জলসূত্রের মতে তত্ত্ব বড়-বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-

বিংশতি ও ঈশ্বর; মার্যাবাদী বৈদ্যাস্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই এক মাত্র পরমার্থতত্ত্ব, তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নাহে, কেবল মার্যাক্রিয়। "সর্বং ধর্মিণং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাত্মিক অস্ত্র তত্ত্বান্তর নাই।

মার্য্য পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মার্য্যাবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু হৃদান্তরে তিনি নিত্য মুক্ত-স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যাস্তিকেরা একটা উপমা দিয়া এই দুইটা পরম্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখার, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মার্য্যাবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নিঃস্বর্ণ, নির্দিকার ও চিহ্নর স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্তা, সর্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নাহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অস্ত্র কোন তত্ত্ব নাই। [বিদ্যুৎ বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বটতত্ত্ব ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্রিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, শব্দ, চক্ৰ, নাসিকা, জিহ্বা, বাত্, পানি, পায়ু, পাদ, উপহ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্রিতি, শ্রোত্র, শব্দ, চক্ৰ, শ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শুক্তাবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতের তত্ত্ব-ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার শ্বেদকল অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম বা স্বভাব। শুক্তাবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। নব্যে যে ব্যক্তিঞ্চিৎ স্থায়ি দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

* "সব্বরাজতমস্যাঃ সাংখ্যাবচ্ছিন্নত্বাৎ প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারঃ অহঙ্কারো পঞ্চতন্মাত্রাভ্যন্তরমিচ্ছিন্নঃ ততোজ্ঞেয়ঃ মূলভূতান্ পুরুষইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।" (সাংখ্যঃ ১৩১)

"প্রকৃতের্মহাভূতোহহঙ্কারত্বানন্যবোধনকঃ।

তন্মাসি ষোড়শকং পঞ্চোক্ত পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা)

শূন্যতাবাহীদিগের মতে, যুত্মার পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব শূন্যই সার, ইহা মুক্তবুদ্ধি কৃত্তাকিকদিগের প্রাণ। শূন্যবাহী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জ্ঞান করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্লসের মতে ক্ষিতি, অগ্নি, তেজ, মরুৎ, এই চারিটা তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্বাবর-জন্মায়ক পরিদৃষ্টমান জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই চারিটা ভিন্ন অজ্ঞ কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্লস)

কোন অর্হংদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হংদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম, পুণ্য, অতিকার এই ৫টা তত্ত্ব এই ৫টা তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হংদিগের মতে জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নিরুজ, মোক্ষ এই ৭টা তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

বৈতবাহী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামায়ুজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও ঐশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পান্তপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

ছোয়াতিবে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—তত্ত্ব ৫ প্রকার পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ অস্থি, মাংস, নখ, ঘৃক, লোম এই ৫টা পৃথীতত্ত্বের গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টা জলতত্ত্বের গুণ। নিত্রা, স্নুধা, তৃক্ষা, ক্রান্তি, আলস্ত এই ৫টা তেজতত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্লেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টা বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টা আকাশতত্ত্বের গুণ। আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথীতত্ত্বের ৫টা গুণ। জলের ৪টা গুণ। তেজের ৩টা গুণ। বায়ুর গুণ দুইটা। আকাশের এক গুণ। পৃথী গন্ধতম্য। জল রসতম্য। অমিরূপতম্য। বায়ু স্পর্শতম্য। আকাশ শব্দ তম্য। এই ৫টা পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথীতত্ত্ব কঠিন, জল নীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথীতত্ত্বের স্থান নাস্তির উপরদেশ, জল-তত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান সত্ত্বক।

তত্ত্বের ধার। পৃথীতত্ত্বের ধার মুখ, জলতত্ত্বের ধার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রধর, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের ধার কর্ণধর।

তত্ত্বধারের ক্রিয়া। পৃথীতত্ত্বধারের ক্রিয়া ভোজন, জল-ধারের ক্রিয়াবমন, অগ্নিধারের সৃষ্টি, বায়ু ধারের আশ্রাণ এবং আকাশধারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথীতত্ত্বের তরু, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের হৃৎক।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল
জল	পৃথী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি
অগ্নি	জল	পৃথী	আকাশ	বায়ু
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথী	আকাশ
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথী

প্রায় অনেককেই অবগত আছেন যে, খাস প্রাণাস অহরহ উভয় নাসিকার সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। খাস প্রাণাস জোয়ার ভাটার জায় চক্রে সূর্যের ও অস্তান্ত প্রহাতির আকর্ষণে এবং তিথি অহুসারে যথাসিরমে ইড়া পিঙ্গলা অর্ধাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুটে মধ্যে প্রথমতঃ সূর্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে খাস প্রাণাস বহন হয়, তৎকালে পৃথী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে স্থানের সন্ধান, তৃতীয়ে অয়ের চিহ্ন, চতুর্থো বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে ঘরপূর্বক বৃদ্ধাজলি দ্বারা উভয় নাসাপুটে ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারদ্বার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অজ্ঞ কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া খাস বহন হইবে। ঐ খাস বহনশ-

জল পর্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলার মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিবর চিত্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃখাস ফেলিলে চক্ৰকোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। জাহ্নুদেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এই রূপ কার্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকার পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবতী ১৮ জ্যেষ্ঠা ১৭ অশ্বরাধা ২২ শ্রবণা অভিজিৎ ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকা-পুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া খাস বহন হইবে। খাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলার কষার রস অল্পতর হয়, দর্পণে নিঃখাস ফেলিলে অর্ধচক্রাকৃতি ও ষেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে ষেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে ষেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্বাষাঢ়া ৯ অশ্লেষা ১৯ মূলা ৬ আর্দ্রা ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৪ শতভিষা। অমিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি উর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া খাস বহন হয়। প্রাধান্যের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদয় হয়। দর্পণে নিঃখাস-ত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ তাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে। স্বল্পদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী ৩ রুত্বিকা ৮ পুষ্যা ১০ মঘা ১১ পূর্বকর্কটী ২৫ পূর্বভাদ্রপদ ১৫ স্বাত্তি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—খাস তির্ধ্যাক্-গামী অর্থাৎ নাসাপুটে মধ্যে তির্ধ্যাক্রমে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলার অন্ন রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে খাস নিষ্ক্ষেপ করিলে গোদাকৃতি ও ক্রান্তবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাতিমূল ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বের নক্ষত্রগণের

নাম ১৬ বিশাখা ১২ উত্তরকর্কটী ১০ হস্তা ১৪ চিত্রা ৭ পুনর্কর ১ অশ্বিনী ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্বস্থান দ্বিরা বায়ু নির্গম হয়। সর্বগামী এইজন্ত পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলার কটুরসের উদয় হয়। দর্পণে নিঃখাস ফেলিতে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিত বর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে সন্ধ্যাক ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্বকার্যে নিফল। এজন্ত এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অমিতত্ত্বের কল্প, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রসন্ন হইলে কর্মের শুভফল হয়। বহিতত্ত্ব সময় প্রসন্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হয়। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রসন্ন হইলে হানি ও মৃত্যুর ফল হয়।

অমিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য করিবে। জলতত্ত্ব-বহনকালে শান্তিকার্য। বায়ুতত্ত্ব উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্ব স্তম্ভনাদি কার্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থির কার্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর কার্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্বদিকের, অমিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব উর্দ্ধ অর্থাৎ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়।—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্যন্ত), তৎপরে অমিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	০	আকাশ	০

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-কালে তত্ত্বের উদয়—

বস্তু	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই নিয়মে কোন সময় কোন তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা

জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞান (ত্রি) তত্ত্ব জ্ঞানান্তি তত্ত্ব-জ্ঞানকঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, বাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই হুঃখময় ইহা জানিয়া বাহার তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক।

[জীবমুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (কী) তত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানঃ ৬৩৭। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ামিকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল, বিতণ্ডা, হেতুভাস, হল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (জ্ঞানদর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিয়ন্তর হুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'স্বঃ, হুঃ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে, আমি পুরুষ নিঃশব্দ, নিঃশব্দ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি আমাকে এত-দিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই মতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া দিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদর্শন)

বেদান্তমতে জীব অবিভা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ছায় ব্রহ্মে পরিদৃষ্টমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে বাহা কিছু দেখা

যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিভাজিত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিভা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছু-তেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিভা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্বে বাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম" (প্রতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "স্বঃ অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদ-বাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ সংসার হুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর প্রতীত্যাক্য প্রমাণে ও তদনুসঙ্গলক্ষণে স্থির হয় যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের হুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসম্বন্ধ অমৃতত্বের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তত্ত্ব শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তোমাক সাজ' সে তোমাক সাজিল না, পরে আমি হুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তোমাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রতিষ্ঠ হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর কয়ে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সূতরায় শ্রবণের জন্ত তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা বিক্রমে স্বীকার করা যায়, এই জন্ত আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,

* "প্রমাণ-প্রমের-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল-বিতণ্ডা-হেতুভাস-হল-জাতি-নিগ্রহস্থান-তত্ত্বজ্ঞানী-প্রেরণা-বিস্তারঃ" (গৌতম-২)

চিন্তের অনিশ্চয়তা ও জ্ঞানান্তরীর পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-কল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণ-তার অভাব থাকে না। যেমন আমি সংযোগ থাকিলেও মণি-মহাদি প্রতিবন্ধকে নাই কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণকল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এ জন্মে প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্ত ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিখ্যাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অস্ত্র কিছু নহি এ অহুতব না হয়, তাহা হইলে নির্দিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নির্দিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অহুতব হিরতর হয়। অত্যা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নির্দিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সাহায্য। আপনায় ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরুহ হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুময়ী-চিকার জল ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃষ্টভ্রান্তি। স্মৃতরাং দৃষ্টপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই জ্ঞানবিশেষের বিলাস, অস্ত্র কিছু নহে, স্মৃতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের জ্ঞায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচালা হয়, তখন আপনা আপনি “অহং” অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই যৌক্ত অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাংখ্যিক, ন্যায়িক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, স্মৃতরাং শুণ্যতীত। এখন বাহ্য সূত্র হুঃখ বলিয়া জ্ঞান, সে অবস্থা সে সূত্র হুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (স্রী) তত্ত্বজ্ঞানজ্ঞ অহং ব্রহ্মস্মিতী সাক্ষাৎ-কায়জ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ব দর্শন ৩৩৭। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিন্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল

হুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানমতান্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, বাহার তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানিয়াছে। (পুং) ২ সার্বণি মনস্তত্ত্বের অবিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্রী) তত্ত্বদর্শিনোভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বঃ পশ্ততি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত ময়ুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (স্রী) তত্ত্বালোক, বাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (স্রী) তত্ত্বজ্ঞ নিরূপণঃ ৬-তৎ। স্বরূপনির্গয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্গয় (পুং) তত্ত্বজ্ঞ নির্গয়ঃ ৬-তৎ। স্বরূপাবধারণ, স্বরূপ-নিরূপণ, ব্রহ্মনির্গয়।

তত্ত্বজ্ঞাস (পুং) তত্ত্বজ্ঞাক বিজ্ঞপূজাদজ্ঞাসবিশেষ। এই জ্ঞাসের বিষয় তত্ত্বজ্ঞানে এই প্রকার লিখিত আছে; প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্ত সাধক এই জ্ঞাস করিবে।

“নম পরায়ৈত্বাক্ষ্য তত্তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ।” (গৌতমীয়তঃ)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ এতদ্বদং সর্বজ্ঞাত্রে।

ততোহুদয়মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিভ্রলেন্।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ এতদ্বদং হৃদি।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ মন্তকে।

ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ মুখে।

দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ হৃদি।

ধং নমঃ পরায় রসতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ শুভ্রে।

ভং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ প্রাণরোঃ।

ণং নমঃ পরায় শ্রোতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ শ্রোত্ররোঃ।

চং নমঃ পরায় স্বক্ তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ হৃতি।

ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বজ্ঞানে নমঃ চক্ষুরোঃ।

ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বজ্ঞানে নমঃ জিহ্বারোঃ।

টং নমঃ পরায় প্রাপ্তত্বাঙ্গনে নমঃ প্রাপ্যোঃ ।

ঞং নমঃ বাক্তত্বাঙ্গনে নমঃ বাচি ।

ঋং নমঃ পরায় পাণিত্বাঙ্গনে নমঃ পাণ্যোঃ ।

জং নমঃ পরায় পাদত্বাঙ্গনে নমঃ পাদ্যোঃ ।

ছং নমঃ পরায় পায়ুত্বাঙ্গনে নমঃ শুভে ।

চং নমঃ পরায় উপহৃত্ত্বাঙ্গনে নমঃ লিঙ্গে ।

ঙং নমঃ পরায় আকাশত্বাঙ্গনে নমঃ মূর্ধি ।

বং নমঃ পরায় বায়ুত্বাঙ্গনে নমঃ মুখে ।

গং নমঃ পরায় তেজস্ত্বাঙ্গনে নমঃ হৃদি ।

খং নমঃ পরায় জলত্বাঙ্গনে নমঃ লিঙ্গে ।

কং নমঃ পরায় পৃথিবীত্বাঙ্গনে নমঃ পাদ্যোঃ ।

ইত্যুচ্যতীকৃততত্ত্ব বিদ্যীত তত্ত্বজ্ঞানং ম পূৰ্ব্বক পরাক্র-
মত্যাগতং । ভূমপরায় চ তদাধ্বরমায়নে চ নত্যন্তমুকুরতু
তত্ত্বমমুকুরমেণ ॥

সকল বপুষি জীব্য প্রাণমায়োজ্যমধ্যে

জসতুমতিমহকার তত্ত্বং মনশ্চ ।

কমুখহৃদয়গুহ্যজিহ্বা বগোশব্দপূৰ্ব্বঃ

গুণগণমণ্ডকর্ণাদিহিতং শ্রোত্রপূৰ্ব্বঃ ॥

বাগাদীজিহ্ববর্গমায়নি নমেদাকাশপূৰ্ব্বঃ গগং ।

মূৰ্দ্ধান্ত হৃদয়ে শিরে চরণয়োঃ হংপুণ্ডরীকং হৃদি ।

শং নমঃ পরায় হংপুণ্ডরীকত্বাঙ্গনে নমঃ হৃদি ।

হং নমঃ পরায় ষাদশ-কলাব্যাণ্ড-স্বৰ্ণ্যমণ্ডল-ত্বাঙ্গনে নমঃ হৃদি ।

সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাণ্ড সোমমণ্ডল ত্বাঙ্গনে নমঃ হৃদি ।

রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাণ্ডবহ্নিমণ্ডলত্বাঙ্গনে নমঃ হৃদি ।

বং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-ত্বাঙ্গনে বায়ুদেবায় নমঃ মন্তকে ।

যং নমঃ পরায় পুরুষত্বাঙ্গনে সর্কর্ষণায় নমঃ মুখে ।

লং নমঃ পরায় বিশ্বত্বাঙ্গনে প্রহ্মায় নমঃ হৃদি ।

বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিত্বাঙ্গনেহনিকঙ্কায় নমঃ লিঙ্গে ।

লং নমঃ পরায় সর্কত্বাঙ্গনে নারায়ণায় নমঃ পাদ্যোঃ ।

কং নমঃ পরায় কোপত্বাঙ্গনে নৃসিংহায় নমঃ সর্কগায়ে ।

এবং তত্ত্বানি বিজ্ঞাত প্রাণায়ামঃ সমাচরেৎ । (তত্ত্বসাং)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্কাদি জ্ঞান করিয়া প্রাণা-
য়াম করিবে । যথা নিয়মে তত্ত্বজ্ঞান করিলে অচিরে সিদ্ধি-
লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা
প্রাপ্ত হয় ।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্ব প্রকাশঃ ৬তং । তত্ত্বদীপন ।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব ।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিজ্ঞেতন্ত তত্ত্ব-সকল । তত্ত্ববিশিষ্ট ।

তত্ত্বভাবী (ত্রি) তত্ত্বং ভাবতে ভাব-পিনি । যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী ।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের
চিত্তুর জেলার একটি সহর । অক্ষা° ১০° ৪১' উঃ, দ্রাঘি°
৭৬° ৪৬' পূঃ । এখানে একটি মুসলমানী আদালত আছে ।

তত্ত্বরায়র, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব
সন্ন্যাসী । ইনি তামিল ভাষার অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গান ।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বধ-পিনি । যথার্থবাদী ।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী ।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তত্ত্বোক্ত বধুবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ ।

“নাদবিন্দুসমাক্রান্ততত্ত্বরশ্মিসময়িতঃ ।”

‘তত্ত্বরশ্মিঃ বধুবীজঃ ॥’ (তত্ত্বসার)

তত্ত্ববিদ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ববিদ-কিপ্ । ১ তত্ত্বজ্ঞানী । পদার্থ
সকলের যথার্থজ্ঞাতা । [তত্ত্বজ্ঞ দেখ্যে ।]

২ পরমেশ্বর । “তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাক্ষা” (বিষ্ণুসং)

তত্ত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদে ।

তত্ত্বার্থসূত্রে (স্ত্রী) জৈনধর্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ,
ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ।

তত্ত্বানুসন্ধান (স্ত্রী) তত্ত্ব অনুসন্ধানঃ ৬তং । প্রকৃত অবস্থার
অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে
ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া ।

তত্ত্বানুসন্ধান্যিন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা-পিনি । যে তত্ত্বানুসন্ধান
করে, তত্ত্বাণ্বেষী ।

তত্ত্বাবধান (স্ত্রী) তত্ত্ব অনুবধানঃ ৬তং । কোন বিষয়
প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন,
অধ্যক্ষতা করা ।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্ব অনুবধায়কঃ ৬তং । তত্ত্বাবধানকারী,
যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে ।

তত্ত্বাবধারণ (পুং) তত্ত্ব অনুবধারণকঃ ৬তং । যিনি কোন
বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা ।

তত্ত্বাবধারণ (স্ত্রী) তত্ত্ব অনুবধারণঃ ৬তং । তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপ-
জ্ঞান, যথার্থবোধ ।

তত্ত্বাববোধ (পুং) তত্ত্ব অনুববোধঃ ৬তং । তত্ত্বজ্ঞান ।
[তত্ত্বজ্ঞান দেখ্যে ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রঃ যন্তাঃ বহুব্রী । হিঙ্গুপত্রী । (শব্দার্থচিৎ)

তৎপদ (স্ত্রী) তদিত্যি পদং কর্ণধা । বিষ্ণুর পরম পদ । “তত্ত্ব-
মসি খেতকেতো ইত্যাদিবা কাহং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি”
(প্রতি) হে খেতকেতো ! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক
মাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে ।

“তৎপদং দর্শিতং যেন তটৈঃ স্ত্রীভিরবে নমঃ ।” (আত্মিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্ত লক্ষ্যার্থঃ ৬৩৭। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধার স্বরূপ অল্পপহিত চৈতন্ত, চিংস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্ত বাচ্যঃ ৬৩৭। ব্রহ্ম, জ্ঞতি-প্রতিপাত্ত একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যত্ব অর্থঃ ৬৩৭। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপহিত সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্ত ও অল্পপহিত চৈতন্ত এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। “অজ্ঞানাদিসমূহঃ এতদ্পহিতসর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট-চৈতন্তঃ এতদল্পপহিতচৈতন্তত্বকৈতৎ ত্রয়ং তত্ত্বায়ামিণ্ডবৎ একত্বেনাব-ভাসমানঃ তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেহৈতৎ” (বেদান্তসূত্রীঃ)।

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্ত তত্ত্বমত্বাদিবাক্যস্ত অর্থঃ ৬৩৭। জগৎকারণ পরমায়া। “তৎ জগৎকারণং তৎ তৎপদার্থঃ স উচ্যতে” (বেদান্তসূত্রীঃ) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধি (ত্রি) তৎপদস্ত তত্ত্বমত্বাদিবাক্যস্ত অবিধা যত্র বহুত্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থঃ ব্রহ্ম।

“মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।

পরোক্ষ শব্দঃ সত্যাত্মাত্মকত্বংপদাবিধিঃ” (বেদান্তসূত্রীঃ) [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপন্ন (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যত্র বহুত্রী। ১ তদগত। ২ তদাসক্ত। (অমর) তন্মাত্রং পরং ৪৩৭। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রদান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

“অক্সোনিমেষস্ত স্বরামভাগঃ

স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্সঃ” (সিদ্ধান্তশিরোঃ)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তন্ টাপ্। ১ সচেততা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যত্র বহুত্রী। ১ তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রদান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্ত হয়, অর্থাৎ ছই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—ষষ্ঠীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর ষষ্ঠীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষঃ। ২ রক্ত-ভেদ। (ধরণি) তত্ত্ব পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

“ও তৎপুরুষায় বিদ্যাহে মহাদেবায় ধীমহি” (ঐতিহ্য আ’ ১০।১৫।৬)

তৎপূর্ব (ত্রি) সএব পূর্বঃ কক্ষ্যধা। সর্ব প্রথম, তাহার পূর্ববর্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-কিপ্ তৎ ফলং যন্ত বহুত্রী বা তৎ বিকৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ ফলপ্রসঙ্গ, পদ্ম। ২ কৃষ্টনামক ওষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম স্রগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (স্ত্রী) তন্ত ফলং ৬৩৭। ৪ তাহার ফল।

তত্ত্ব (অব্য) তন্মিন্ তৎ-জন্। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। “কথং তত্র বিভাগঃ স্থাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ” (মহা ৯।১১২) তত্ত্বত্যা (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যায়ং তাপ্। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত। “মূচ্ছা মাপ্নোত্মাক্ষেপে স্তজ্যতোঃ ক্ষুধিতৈ মূচ্ছাঃ”

(ভাগ্য ৩০।১৬)

তত্ত্বভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্ নিত্যস্ বা স্পৃহুপতি সমাসঃ। পূজ্য, মাত্ত, প্লাব্যা। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্ দেখ।]

তত্ত্বস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্র স্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্ত সংক্রান্তঃ ৬৩৭। তদঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্ত সদৃশঃ ৬৩৭। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনস্তর (অব্য) তদনস্তর।

তৎস্থলাভিযুক্ত (ত্রি) তস্ত স্থলে অভিযুক্তঃ ৬ ও ৭৩৭। তাহার স্থলে অভিযুক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্ত স্বরূপঃ ৬৩৭। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা কৰোতি তৎসাধু-ক গিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী, তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহার-কর্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্ (প্রকার বচনে থাল্। পা ৪।৩২৩)। ১ সেই প্রকার। “যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু ভবতি” (শতপথব্রা’ ১৪।৭।২৭)।

২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্বপ্রতিবচন, পৃষ্টপ্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিশ্চিতপ্রতিবচনে তথা-ক-গমূল (যথা তথ্যোরন্থ্যপ্রতিবচনে। পা ৪।৩২৬) কোন প্রকারে করিয়া।

“তথাকরমহং ভোকো” (সিং কোঃ)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং পত্তং জ্ঞানং যত্র বহুত্রী বা যথা ন

পুনরাবৃত্তি ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ । ১ গৌতম বুদ্ধ,
সুগত, পূৰ্ণ পূৰ্ণ বুদ্ধের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া
তাহার নাম তথাগত । [বুদ্ধ দেখ ।]

“যথাগতন্তে নুনঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সৌখিণি গত
স্থথাগতঃ ॥” (সৰ্ব্বদা বোধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ
আগতঃ ওতৎ । সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত । “নলং দৃষ্টা
তথাগতঃ” (ভারত ৩।৭।৫)

তথাগতগুৰ্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রতদ ।

তথাগতগুণাঙ্কানাচিস্ত্যাবিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধ-
শাস্ত্রভেদ ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা ।

তথাগতগুহুক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান
শাস্ত্রের মধ্যে একখানি ।

তথাগতভদ্রে, নাগার্জুনের একজন প্রধান শিষ্য ।

তথাগুণ (ত্রি) তজ্জপ গুণসম্পন্ন ।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিবচনঃ । তত্রাপি, তবুও,
পূৰ্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃষ্টীকরণ ।

“তথাচ ঐতদ্যে বহো নিগীতা নিগমেষপি ।” (মমু ৯।১৯)

তথাতা (ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্ । তথাহ, তথাভূতহ,
সেইপ্রকার ।

তথাত্ত (ক্রী) তথা ভাবে হ । তথাভূতহ, সেইপ্রকার ।

“তথাহ চেদিজ্জিন্নানাং উপবাতে কথং স্তুতিঃ ॥” (ভাষাণ ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ বচনঃ । তত্রাপি, তবুও, তাহা
হইলেও ।

“তথাপি মম সৰ্বস্বঃ রামঃ কমলগোচনঃ ॥” (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন ।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ কৃ-কর্তৃরি ক । সেই-
প্রকারে সম্পন্ন । “স্মরন্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং” (কুমারসং)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান ।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে ।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে কিরান ।

তথারাজ (পুং) তথুতি রাজতে রাজ-টচ্ । বুদ্ধ । (শকার্ণচি)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদ্রূপ ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যন্ত বহুব্রী । তাদৃশ, সেইপ্রকার ।

“তথাবিধ জ্ঞাবদশেষ মন্ত নঃ” (কুমারসং)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্তব্য ।

তথাত্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ ।

তথাস্ত (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক ।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত ।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ বচনঃ । ১ নিদর্শন । ২ প্রসিদ্ধি ।

(শকার্ণচি) ৩ পূৰ্ব্বোক্ত অর্থের দৃষ্টীকরণ, সমর্থন ।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ বচনঃ । তত্ৰ, সেইপ্রকার, তৎ-
সমুচ্চদাবধারণ । (শকার্ণচি)

“যথা নদী নদাঃ সৰ্কে সাগরে যান্তি সংহিতাং ।

তথৈবাস্মিণিঃ সৰ্কে গৃহে যান্তি সংহিতাঃ ॥” (মমু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চ বচনঃ । ১ সেইরূপই, সেই
প্রকারই । ২ রীতিপূৰ্ব্বক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, মনো-
যোগ ব্যতিরেকে ।

তথ্য (ক্রী) তথা-সাধু তথা-বৎ (তত্র সাধুঃ । পা ৪।৪।৯৮)

১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ ।

“তথ্যোনাপি ত্রবন্দ্যাপ্যো দন্ত্যং কার্ণাণগাবরং ॥” (মমু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্ব্যক্ত ।

তথ্যজ্ঞান (ক্রী) তথ্য জ্ঞানঃ ওতৎ । যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান ।

[তথ্যজ্ঞান দেখ ।]

তথ্যভাবিন্ (ত্রি) তথ্য ভাবে ভাব-গিনি । যথার্থবাদী,
সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে ।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যঃ বদতি বদ-গিনি । সত্যবাদী ।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্য বোধঃ ওতৎ । তথ্যজ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান ।
[জ্ঞান দেখ ।]

তথ্যমুসন্ধান (ক্রী) তথ্য অমুসন্ধানঃ ওতৎ । প্রকৃত
অবস্থার অমুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস,
তর্কাবেষণ ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি ভিক । ১ বুদ্ধিহরণামর্শবিশেষ, তিনি সেই ।

এই সৰ্ব্বনাম তন্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপান্তর
তিনি, তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি
বুঝাইবে । [তৎ দেখ ।]

তদংশ (পুং) তন্ত অংশঃ ওতৎ । তাহার ভাগ ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তন্ত অতিরিক্তঃ ওতৎ । তাহার অতিরিক্ত,
তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তত্তির,
তথ্যতিরিক্ত ।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত ।

তদনন্তর (ক্রী) তন্ত অনন্তরঃ ওতৎ । তাহার পর, তৎপরে ।

তদন্ত (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া । (পুং ক্রী)
অভিপ্রায়, মতলব, তদারক ।

তদ্র (ত্রি) তদেব অত্রঃ বত্ৰঃ বহুব্রী । তাদৃশ জ্ঞানদবস্থার
বৈরূপ অঙ্গাদি ভোজনশীল অধাবস্থায়ও সেই প্রকার ।

“তদ্রায় তদ্রসে তং তাগং” (অক্ ৮।৪৭।১৬)

‘বদেব আগরাবহার্য্যো ভোজ্যেনে এসিদ্ধঃ যথুপায়সাদি
ভদেব অন্নং বত্ সঃ। তাদৃশার প্রত্যাক্তোজনবৎ যদোহপি
ভোকে’ (সায়ণ) তত্ অন্নং ৩৩৭। তাহার অন্ন।

তদনন্ত্য (ক্ৰী) তদোন্ননন্ত্য ৩৩৭। কার্য্য ও কারণের
অন্তেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

“তদনন্ত্যমারম্ভণশকারিত্যঃ” (বেদান্তদঃ) বেদান্তদর্শনের
মতে কার্য্য ও কারণ এক; ইহারা বলেন শাস্ত্রভঃ ও মুক্তিতঃ
কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু
পদার্থাধিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে
ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্ সকল এক-
বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার
কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মুগ্ধর
জানা হয়। মুগ্ধরই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকার সকল নাম
ব্যতীত অস্ত কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই
ঘট শরাবাদের পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল
নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরা-
বাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই
উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা
বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অস্ত সংস্থান কালনিক, মৃত্তিকার
ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম বাতিরিক্ত কার্য্যভূত
জগৎ নাই। এ সমুদয় ব্রহ্ম; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অবী-
কার কর, তাহা হইলে ঋতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব
বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি
মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মুগ্ধত্বকি বা যেমন উষর ভূমির
অনতিরিক্ত; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদঃ)
[হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।]

তদনুরূপ (ত্রি) তত্ অনুরূপঃ ৩৩৭। তাহার মত, ভরূপ,
তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তত্ অনুসারঃ ৩৩৭। সেই অনুসারে, তাহা
রূপে সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-স-গিনি। তদনুসারী, সেই
অনুসারে যে চলে।

তদন্ত (ত্রি) তদানন্তঃ ৪৩৭। তাহা হইতে পৃথক্, তত্ত্বিন্ন।

তদন্ত্যবোধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্ত্যঃ বোধিতার্থঃ প্রসঙ্গঃ।
প্রমাণবোধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার
আত্মাত্মর, অন্তোক্ত্যত্র, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবোধিতার্থ-
প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তদভিন্নঃ ৪৩৭। তাহা হইতে অভিন্ন,
তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপম্ (অব্য) [১৬] তৎপ্রসবকর্ম্ম।

“শখন্তমঃ তদপা বহিরহাৎ” (শ্বক্ ২:৩৮:১)

তদর্প (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদ্বন্দিতক। “অন্তেবাসী বার্ধাঃ
অদর্পে যু ধর্ম্মকৃতো যু।” (দায়ভাগঃ) ২ তদতিথেয়। ৩ তৎ-
প্রয়োজন, সেই কারণ, তত্ত্বত্ত, তত্ত্বিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্ৰী) তত্ তদ্বিন্ নিষ্কিপ্ত অর্পণঃ ৩৩৭। তদ্বস্তর,
প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে স্তব্ধ বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদ্যোগ্য।

তদবধি (ক্ৰী) সঃ অবধি যদ্বিন্ তৎ বহতী। সেই অবধি,
সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থাবস্ত বহতী। যে সেই অবস্থায় আছে,
যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ক অবস্থার পরিবর্তন বা
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ব্যবাপন্ন।

তদা (অব্য) তদ্বিন্ কালে তদা। (তদোদা চ। পা ৫:৩:১৯)
তখন, সেই সময়ে। “ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি
মুর্জিতঃ” (মহু ১:৫৫)

তদান্মন (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তত্ত্বিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন,
তাহার সহিত এক।

তদাত্ত (ক্ৰী) তদা ইত্যন্ত ভাবঃ তদা-ত্। তৎকাল, বর্তমান কাল।

“তদায়ে চারিকং পীড়ং তদা সন্ধিঃ সমাপ্রয়েৎ” (মহু ৭:১৬৯)

তদানীং (অব্য) তদ্বিন্ কালে তদানীং (তদোদা চ। পা
৫:৩:১৯) তখন, সেই সময়ে। “নাসদানীমোদানীতদানীং”
(শ্বক্ ১:১২২:১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্ ভব ইতি ট্যু ট্য়াট্ চ। তদানন্ত, তৎ-
কালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতি রাধিবস্ত বহতী।
সেই অবধি, তদবধি। “তদা প্রভৃতোব বিমুক্তসঙ্গঃ” (কুমার)
তদাশক সকল স্থলেই প্রায় সমুদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়, কতিং
প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যত্ বহতী। প্রারম্ভ, আরম্ভ।

তদায়ুক্তক (পুং) তদ্বিন্ আয়ুক্তঃ ৭৩৭। স্বার্থে কন্। রাজ-
পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইৎ কিপ্ তুৎ। তদ্বিষয়ক ত্তোজ।

তদিত্ত্ব (ত্রি) তদিত্ত্বঃ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যত্ বহতী। তদ্বি-
ষয়ক ত্তোজ, যাহাদের প্রয়োজন আছে। “বরম্ বা তদিত্ত্বা
ইত্” (শ্বক্ ৮:২১:৬) ‘বদ্বিষয়কঃ ত্তোজঃ তদিত্ত্বঃ তদেবার্থঃ
প্রয়োজনং যোযা তদিত্ত্বাঃ’ (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বন্ধীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্ধ্বে।

তদেক (ত্রি) সএব একঃ প্রধানঃ যন্ত বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যন্ত বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। “তদোকসে পুরুশাকার বৃকে” (শুক ৩৩৫৭) ‘তদ্বহিরোকোনিলয়ে যন্ত তদৈ’ (সারণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ববলস্বরূপ। “সংস্রগৃহে বৃভক্তদোজা” (শুক ৫১৮) ‘সংপ্রসিদ্ধবলং তেজো বাতি তদেবোজো যন্ত তদুজঃ সর্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ’ (সারণ)

তদগত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তরিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদগুণ (ত্রি) তন্ত গুণ ইব গুণো হন্ত বহুব্রী। তদুপা গুণ-বৃত্ত, তদীয় গুণের দ্বারা গুণবিশিষ্ট। ২ অখালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিভাগ্য করিয়া অপরের অত্যাৎকট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। “তদগুণঃ স্বগুণভাগ্যদত্যাৎকটগুণগ্রহঃ” (সাহিত্যদ* ১০ প*) উদাহরণ—“পদ্মরাগায়তে নামামৌক্তিকং তেহধরস্বিবা” (সাহিত্যদ*)

তোমার নামামৌক্তিক অধর কাস্তিছারা পদ্মরাগ মণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নামামৌক্তিক নিম্নের গুণ পরিভাগ্য করিয়া অত্যাৎকট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদগুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তন্ত গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদগুণসংবিজ্ঞান। “তদগুণসংবিজ্ঞানং” (বেদান্তহ*) ‘তত্র প্রধানং গুণঃ বিশেষণং’ (ভাষ্য)

তদগুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্ত গুণীভূতস্ত বিশেষণস্ত সংবিজ্ঞানঃ সম্যক্জ্ঞানঃ যন্ত বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদগুণসংবিজ্ঞান ও অত্যাৎকট-সংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্তমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদগুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা “জীর্ণি লোচনানি যন্ত স জিহোচনঃ শিবঃ।” এখানে সমাস বাচ্যে “অর্থাৎ শিবো তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদগুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদগু (ত্রি) তৎগুণঃ কর্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইকণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্মধা। সেই দিন। “তদ্দিনং হি হুর্দ্ধিনং যদেব হরিহরকথামৃতং” (পদাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শকার্ধচিঃ)

তদ্বন (ত্রি) তদেব অব্যয়ানা হীনং ধনং যন্ত বহুব্রী। ১ কপণ।

(হেম*) কপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহার তাহাতে পর্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যর করিতে সক্ষম কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্য পরে তাহার তদ্বন এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্মধা। ২ সেই ধন। তন্ত ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্বশ্বিন্ (ত্রি) স ধর্ম যন্ত বহুব্রী। তদ্বশ্বতর্ধ্বযুক্ত।

তদ্বিত (ত্রি) তদৈব হিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিতের উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণগোক্ত প্রত্যয়-বিশেষ, তদ্বিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

“বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্তঃ প্রত্যয়ঃ তদ্বিতঃ মন্তঃ।

নামপ্রকৃতিকো নৈব মতিব্যাখ্যানিদোষতঃ”

“বিভক্ত্যাদ্যংশ কৃত্যোহন্তঃ প্রত্যয়ঃ তদ্বিতঃ” (শব্দ-শক্তিপ্র*) বিভক্তি ধাত্বাংশ ও কৃত্য প্রত্যয় হইতে ভিন্ন বে প্রত্যয় তাহাই তদ্বিত প্রত্যয়। তদ্বিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুসারে থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তদ্বিন্ লক্ষ্যে এব বলং যন্ত বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম*)

তদ্বাব (পুং) তন্ত ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম। যথা ঘটে ঘটন, গোতে গোষ। তদ্বিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বি-বয়ক চিন্তন। “সদা তদ্বাবভাবিতঃ” (গীতা)

তদ্বাবাপন্ন (ত্রি) তদ্বাবঃ আপন্নঃ ২তৎ। সেই ভাব প্রাপ্ত, তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ণা-বস্থার পরিবর্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্বিত্ত্ব (ত্রি) তদ্ব্যং ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্ত, তাহা হইতে পৃথক, তদন্ত, তদ্যতিরিক্ত।

তদ্ব্রাজ (পুং) তন্ত রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থ বিহিত তদ্বিত প্রত্যয়বিশেষ। “তে তদ্রাজা ইত্যেব-মাদয়ঃ প্রত্যয়ান্তদ্রাজসংজ্ঞক্য ভবন্তি” (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয় সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যদ্বিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদ্বদ্ব্যসারে।

তদ্ব্য (অব্য) তেন তুল্যং বা তদা তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যার্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তদ্ব্যেব তদ্ব্যেব বা ইত্যার্থে বতি। ২ তদুপা অর্থ, তৎসদৃশ। “তদ্ব্যতিনা বিশেষৈব-নির্ভুক্তৈ নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।” (শাংখ্যকাঃ) (ত্রি) তদ্ব্য অত্যর্থে বতুপ মন্ত ব। তদ্বিশিষ্ট, তদুপা, তাহার দ্বারা। “জব্যাদি ভবন্তি পৃথক্স্থলং” (ভাষাণ*) জিহাং জীব।

তদ্বস্তা (স্ত্রী) তবতো ভাবঃ তবৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। “পদার্থে
তত্র তবস্তা যোগ্যতা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥” (ভাবাণ্ ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। “তদ্বা এতৎ ভরত তবশায়”
(ঋক্ ২।১৪২) ‘তবশায় সোমকামার’ (সায়ণ)

তদ্বা [তবৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধি (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যত্র বহবী। তৎপ্রকার,
তদ্বিধি, সেই প্রকার। “ধর্মার্থো যত্র ন স্তাতাঃ শুক্রবা বাপি
তদ্বিধা ॥” (মহু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তদ্ব্যং ব্যতিরিক্তঃ এতৎ। তাহা হইতে
অন্ত, তাহা হইতে পৃথক, তস্তিন্ন, তদন্ত।

তন (পুং) ধন। “মিত্রা তনান রথাং বরুণে ॥” (ঋক্ ৮।
২৫২) ‘তদ্বস্তি মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি’ (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী’)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলি
মণিতনিভাঃ কয়ন্। উণ্ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।]
২ অল্পময় হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎসং)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ১ কস্তা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে
লতা। ৩ স্বতকুমারী। তনয়া শব্দ “প্রিয়াদিষু” প্রিয়াদির
মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ
পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যন্ত সঃ তনয়াজাতঃ
তনয়াজাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্ব (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্ব পুণ্যেদার সাধুঃ। ১ অশনি।
“অসিং পুরা তনয়িত্বো রচিতাৎ” (ঋক্ ৪।৩।১) ‘তনয়িত্ব-
রশনিঃ’ (সায়ণ) ২ মেঘ। “অজ একপাত্তনয়িত্বরূপঃ”
(ঋক্ ১০।৬৮।১১) ‘তনয়িত্ব মেষঃ’ (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশঃ তন-অনু। পৌত্রাদি। “মা শেব-
সা মা তনসা” (ঋক্ ৫।৭।১৪) ‘তনসা পৌত্রাদিনা’ (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অহ্ টাপ্। ধন। (নিষট্)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি
ধাতুর উত্তর সার্বধাতুক (লট্, লঙ্ বিধিগুণ) বিভক্তিতে
উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্ত্রতে ধাতুনামনেকার্থধাতু বধ্যতে হনয়া করণে
ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইৎ। বহুহনয়িত্ব। (শব্দার্থচিৎ)

তনিসন্ (পুং) তনোতীঃ তদ্ব-ইমনিচ্। ১ তদ্বৎ, হৃদয়,
কৃপতা। “বিরগাতপশুনিমানমভজত” (কাণ্) তনয়তি তদ্বৎ
করোতি তদ্বৎ গিচ্ছ ইমনিচ্। ২ বহুৎ। “অথ পার্থর্যো যথ তনিসো
বহুব্ধর্যোঃ” (শত্ ৩ ব্রা ২।৮।৩।১৭) ‘তনিসঃ বহুব্ধঃ’ (ভাট)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তদ্বৎ বা অয়মেবা মতি-
শয়েন তদ্বৎ তদ্ব-ইঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ
বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তদ্ব। “এতেষাং লোকানাং
অন্তরিক্শলোকতনিষ্ঠঃ” (শতপথব্রা ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহুমাং মধ্যে হৃদয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের
মধ্যে একজন, অতিশয় তদ্ব। “পক্ষপুচ্ছানি তনীয়ংসীব”
(শতপথ ব্রা ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ভীষ।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভূমুণী তুচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর।
২ বহু। “তদ্বভিরবহু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ” (শকুন্তলা)
(ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। “নমুলোমকেশদশনাং
মৃদুদীমৃদবেৎ স্ত্রিয়াং” (মহু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিং প্রভৃতি ক্লেশ। “অবিজ্ঞানক্লেশমুত্ত-
রেবাং প্রমুগ্ধতদ্ববিচ্ছিন্নোদারাপাং” (পাতঞ্জল সাধন ৪।)

অবিজ্ঞানই সকল প্রকার ছঃখের মূল, অনায়াতে আত্ম-
ভিমানের নামই অবিজ্ঞান। এক অবিজ্ঞান হইতেই অস্মি-
তাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ
চারি প্রকার—প্রমুগ্ধ, তদ্ব, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ
চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক
ব্যক্তিরকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারেনা, তাহাকে প্রমুগ্ধ বলা
যায়। যেমন বাগ্যাবস্থায় বাগকদিগের চিত্ত বাসনারূপে
অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা
ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা
দ্বারা স্ব কার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে
অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে
স্ব কার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তদ্ব বলা যায়।
যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা
উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন রূপ কার্য্য দেখাইতে পারে
না। যে ক্লেশ অল্প প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে,
তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সরিধান মাত্র
স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। “তদ্বনিধনধতোঃ
কেত্বকোণে জিলাতে ॥” (জাতকালকার)

তনুক (ত্রি) তদ্ব-পার্থে কন্। শরীর। [তদ্ব দেখ।]

তনুক্ষীর (পুং) তদ্ব অল্প ক্ষীর নির্ধারিতা যত্র বহবী। আত্ম-
তক বৃক, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তদ্ব দেখ।]

তনুচ্ছদ (পুং) তদ্বৎ দেহঃ ছাদয়তি ছাদেৰ্শঃ ব্রহ্মণ্ড।
(ছাদেৰ্শেহব্রূপসংগত। পা ৬।৪।২৬) কবচ, বর্ম, সাঁজোরা।

“মাতলিগত মাহেজ্জমায়ুমেত তদ্বচ্ছদ ॥” (বহু ১২।৪৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তদ্বা ছায়া যন্ত বহত্রী। ১ জালবর্ষরূক
বৃক্ষ। (রাজনি*)। (জী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অঙ্গ-
ছায়াযুক্ত। (জী) তদ্বা ছায়া কন্দ্বা। ৪ অঙ্গচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোদেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতি-
বোক্ত পদ হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (জী) তনুজ স্রিয়াং টাপ্। কত্ভা, ছহিতা।

তনুতা (জী) তনু-ভাবে তন্ টাপ্। তনুত্ব, অঙ্গত্ব, কৃশতা।

তনুত্যাঙ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-কিপ্। যে তনু ত্যাগ করে,
তনুত্যাগকারী। “যোগেনাস্তে তনুত্যাঙ্গাং” (রঘু ১৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৩তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (জী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ষ, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে
আঘাত নিবারণ জন্ত যে পৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা
হইয়া থাকে।

তনুত্রেবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিথতে অস্ত তনুত্র-মতুপ্। তনুত্র-
ধারী, বর্ষধারী।

তনুত্রাণ (জী) তনুত্রেয়তেহেনেন ত্রৈ করণে শ্রুট্। বর্ষা।

তনুত্বচ্ (জী) তদ্বা ত্বচ্ বক্তব্যং যস্যাঃ বহত্রী। ১ ক্ষুদ্রাঘি-
মন্ত বৃক্ষ, গগুরীগাছ। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রগগুর্যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনুনি কৃশানি পত্রানি যস্য বহত্রী। ১ ইস্রদী
বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অঙ্গ পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র।

তনুভব (পুং) তনোভবতি ভূ-অচ্ ৩তৎ। ১ পুত্র। “দৃষ্টতে
তনুভবঃ শিশিরায়শো” (বৃহৎসং ৭।১৮) (জী) কত্ভা।

তনুভদ্রা (জী) তনোঃ শরীরন্ত ভদ্রা ইব। নাসিকা। (শব্দর)

তনুভাব (পুং) পাতলা। “সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টেলিলাঃ” (শকু)

তনুভূমি (জী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ।

তনুভূৎ (ত্রি) তনুং বিতস্তি ভূ-কিপ্। দেহধারী। “ছায়া-
কলং তনুভূতাং শুভমাদধতি” (বৃহৎসং ৬।৭৯২)

তনুমধ্যা (জী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহত্রী। ১ কৃশমধ্যা।
২ বড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দঃবিশেষ, ইহার ১২।৫।৬
বর্ণ শুক। “মুর্তিমুরশ্চোরত্যাঙ্ক্যাক্রুপা আত্মাং মম চিত্তে
নিত্যং তনুমধ্যা। (ছন্দোমং) (ত্রি) ৩ অঙ্গ মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোদেহন্ত রস ইব। বর্ষ। (হারাবলী)

তনু(নু)রুট্ (পুং) তনো তদ্বাং বা রোহতি রুহ-কিপ্। লোম।

তনুরুহ (জী) তনো তদ্বাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন-উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্কাণঃ বাতঃ যজ বহত্রী। ১ নরকবিশেষ।

(ত্রি) ২ অঙ্গবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (জী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদসং। কবচ,
গম্বাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনুনি কৃশাণি বীজানি যন্ত বহত্রী। ২ রাজ
বদরবৃক্ষ, নারিকেলগুণ (রাজনি*) (ত্রি) ২ স্বদ্রবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ কুত্রঃ ব্রণো যজ বহত্রী। বন্দীকরোগ।

তনুস্ (জী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (জী) তনু অঙ্গং যথা তথা সঞ্চরতি সন্-চর-ণিনি
ভীপ্। যুবতী জী। (শব্দমালা)

তনুসর (পুং) তনোঃ সরতি তনু-স-অচ্ ৩তৎ। শ্বেদ, বর্ষ।

তনু(নু)হ্রদ (পুং) তনো হ্রদ ইব। পায়ু। (ত্রিকা*)

তনু (পুং) তনোতি তনুং তন-উ। ১ পুত্র।

“তাং বিথকো হবতে তনুকুথে” (শকু ৮।৮৬১) ‘তনোতি
কুলমিতি তনুঃ পুত্রঃ’ (সায়ণ) (জী) তনু-উত্। ২ শরীর।
৩ প্রজাপতি। ৪ গো। ৫ অশু। [তনুপাং দেখ।]

তনুকরণ (জী) অতনুং তনুং করণং অভূততস্তাবে চি। অঙ্গী-
করণ। “সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ” (পাতঞ্জলম্ ২।২)

তনুকু, অতনুং তনুং কয়োতি তনু অভূততস্তাবে চি ক্লেপোহধু-
প্রয়োগঃ। অঙ্গীকরণ, পূর্বে যাহা তনু (অঙ্গ) ছিল না তাহাকে
তনু করা।

তনুকুৎ (ত্রি) তনু-কৃ-কিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। “তনু-
বোধিপ্রমতিশ্চ” (শকু ১।৩১৯) ‘তনুকুৎ পুত্ররূপশরীর-
কারী’ (সায়ণ)

তনুকৃত (ত্রি) তনু-কৃ-কর্শপি ক্ত। ১ তষ্ট, অঙ্গীকৃত। (অমর)

তনুকুথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্ততি। “তা বাং বিথকো হবতে
তনুকুথে” (শকু ৮।৮৬১) ‘তনুকুথে তনোতি কুলমিতি তনুঃ
পুত্রঃ তন্ত বিথকোপো নিমিত্ত হবতে স্ততিভিরাষ্মযতি’ (রামায়ণ)

তনুজ (পুং) তদ্বাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনুজনি (পুং) তদ্বাঃ জনিঃ ৩তৎ। পুত্র। (জী) কত্ভা।

তনুজম্বন্ (পুং) তদ্বাঃ জম্ব ৩তৎ। পুত্র। (জী) কত্ভা।

তনুজা (জী) তনুজ-টাপ্। কত্ভা।

তনুজাঙ্গ (জী) পঙ্গ, পালক।

তনুতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাস।

তনুতজ্ (ত্রি) শরীরত্যাগ। “যে যুধ্যস্তে প্রধানেন্ শূরাসো
যে তনুত্যাঙ্গঃ” ‘তনুত্যাঙ্গঃ শরীরত্যাগঃ ত্যক্তারঃ’ (সায়ণ)

তনুদ্বি (ত্রি) শরীরদ্বয় বা নাশকারী।

তনুদেবতা (পুং) অগ্নিমূর্তিতেদ।

তনুদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনুদ্রব (পুং) তনোদ্রবতি উদ-হৃ-অচ্ ৩তৎ। পুত্র। (জী) কত্ভা।

তনুনং (জী) তদ্বা উনং। বায়ু।

তনুনপ (জী) তদ্বা উনং কৃশং পাতি পা-ক। স্তত, স্তত শরীরের
পুষ্টিসাধন করে এই জন্ত ইহার নাম তনুনপ।

তন্নপাৎ [পুং] তন্ম ন পাতরতি পত-পিহ্ কিপ্ ।
 (নন্নাংনপাৎ । পা ৬।৭।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা
 তন্নপাৎ যুক্তঃ অতি-অদ-কিপ্ । ১ অগ্নি । “তন্নপাৎচ্যতে
 গৰ্ভ আলরো” (ঞক্ ৩২।১১) “দোহগিগ্ননপাৎচ্যতে ।
 তন্ম শরীরগ্নি ন পাতরতি ন হহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ” (সারণ)
 ২ প্রজাপতির পৌত্র ।

“নরাসংসঃ প্রতিশুরো মিয়ানন্তনপাৎ” (যজুঃ ২০।৩৭)
 ‘তন্নপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিঃ তন্মঃ প্রজাপতিমরীচিঃ
 তন্ত নপাৎ পৌত্রঃ কন্তপাশ্রয়ঃ’ (বেদদীপ) (ক্রী) ৩ যুক্ত ।
 ৪ অধ্যাদেশক প্রযোজ্যভেদ । “তন্নপাৎ পথ স্ততস্ত যানাত্”
 (নিরুক্ত ৮।৬)

তন্নপু (পুং) তনোতি তন্ম পরমায়া তন্ত নপা পৌত্র ৬৩৭ ।
 বায়ু, তনুই পরমায়া, পরমায়া হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে,
 আকাশ হইতে বায়ু, এই জন্ত বায়ু পরমায়া পৌত্র । স্রুতি ও
 বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমায়া হইতে নিখিল জগতের
 উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু স্রুতি
 সমুদ্ভূত হইয়াছে । “এতদ্বাদানয়ন আকাশঃ সমুত আকাশ-
 ষায়ঃ” (স্রুতি)

তন্নপা (পুং) তন্ম পাতি পা-কিপ্ । জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিধারা
 ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রক্ত-
 মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই
 জন্ত জঠরাগ্নির নাম তন্নপা ।

“তন্নপা অগ্নাসি” (তন্ত্রবজ্ ৩।১৭) ‘জঠরানলেন ভুক্তারে
 কীর্ণে রসবীৰ্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি’ (ভাষ্য)
 ২ দেহপালকমাত্র । “উগ্রোহিবিভা তন্নপাঃ” (ঞক্ ৪।১৬২০)
 ‘তন্নপাঃ শরীরগাং পালকঃ ইন্দ্রঃ’ (সারণ)

তন্নপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষক । “দেবপরাশ্তনপানাঃ”
 (তৈত্তিরীয়সং ৪।৭।২।২)

তন্নপাবন (ত্রি) তন্ বা জীবনরক্ষাকারী ।

তন্নপূৰ্ণ (পুং) সোমযোগভেদ । [সোমযোগ দেখ ।]

তন্নবল (ক্রী) শরীর-বল ।

তন্নর (আরবী) উনান, চুলা ।

তন্নরুহ (ক্রী) তবঃ রোহতি রুহ-ক । ১ লোম । ২ পক্ষী-
 দিগের পক্ষ, পাখীর ডানা । ৩ পুত্র । ৪ গরুৎ । (হেম)

তন্নরুহাকুর (ত্রি) লোম । “নাতি সরোবর তথির উপর
 তন্নরুহাকুরাম” (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)

তন্নর্জ (পুং) উত্তম মহর পুত্র একজন নৃপ ।

“উত্তমেনান্ মহারাজ ন পুত্রান্ মনোরমান্ ।

ইব উর্জতনুর্জৎ মহুমধ্য এব চ ॥” (হরিবং ৭ অং)

তন্নবশিন্ (পুং) অগ্নি ।

তন্নশ্রু (ত্রি) শরীরভূষক ।

তন্নহবিস্ (ক্রী) বৈদিক তন্নরূপ হবিঃ । বেদমন্ত্রধারা সংস্কৃত
 স্তুতাদি হবনীর বস্ত্র । “ধামশাহাঙ্কে তন্নহবীষি নির্মপাত”
 (কাত্য° শ্রৌ ৪।১০।৭) ‘তন্নহবীষি অগ্নয়ে পবমানাদে-
 ত্যাদি’ (কক্)

তন্নহুদ [তন্নহুদ দেখ ।]

তন্নখা (পারসী) ১ অমুসন্ধান । ২ আলাজ করা । ৩ বেতন ।
 ৪ হার ।

তন্নখাদার (পারসী) বেতনভুক্ত ।

তন্তি (ক্রী) তন কর্ণগি কিচ্ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাত্যবশ্চ ।

১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জ্ব । “বৎসানাং ন তন্তয়ন্ত ইন্দ্র” (ঞক্
 ৬।২৪।৪) ‘তন্তিনাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জ্বঃ’ (সারণ) ২ গোমাতা ।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিঃ গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্ ।
 ১ গোমাতৃপালক । ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান-
 কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । “তেষাং গোসংখাং
 আসন্ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদ্রঃ” (ভারত বিরাট ১০ অং)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় ।
 কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ‘তন্ত্রিঃ বশীভূততাং
 পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং ।’

“তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নারাহং বিদিতস্তথা” (ভারত ৪।৩৯ অং)

তন্তু (পুং) তন্ততে বিদ্যুর্ঘ্যতে তন-তুন্ (সিত নিগমীতি । উণ্
 ১।৭০) ১ সূত্র । তন্মিলেতি মিদং শ্লোকঃ বিধং শাটব তন্তুয়
 (ভাগ ৯।২।৭) ২ গ্রাহ, হাল্লর । ৩ সস্তান, অপত্য । “তেষাং-
 মুৎপন্নতন্তনামপত্যং দায়মর্হতি ॥” (মহু ৯।২০০) ৪ তাঁত
 (Fibre) । [তাঁত দেখ ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্ । ১
 সর্প । (ক্রী) নাড়ী ।

তন্তুকার্ণ (ক্রী) তন্তুসমম্বিতঃ কাঠং মধ্যলোং । তন্তুয়ুক্ত কাঠ,
 তাঁতের কাঠ ।

তন্তুকী (ক্রী) তন্তুক জিহ্বাং ক্রীপ্ । নাড়ী । (রাজনিং)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলোং । কীটবিশেষ,
 কোষকার, শুটিপোকা ।

তন্তুগ (পুং) তন বাহুলক্যং তুন্ নিপাতনাৎ গৎ দন্ত্যনকা-
 রান্ত ইত্যোকে । গ্রাহ, হাল্লর । (হেম)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুনাগ ইব । গ্রাহ, হাল্লর ।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুনাভো বস্ত্র বহত্রী, অহ্ সমাসান্তঃ । লুতা,
 মাকড়সা ।

তন্তুনির্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্ঘাসো বস্ত্র বহত্রী । তালবৃক ।

তত্ত্বপর্বন (ক্লী) তত্ত্বোঃ যজ্ঞোপবীতস্বত্র দানরূপং পৰ্শ্ব যত্র
বহত্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌৰ্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই
তিথিতে তত্ত্ববান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।
“শিবা জিজ্ঞাস্যদিবসে সংক্রান্তৌ বিবুবারয়েন।
সজীর্থেহর্কবিধুগ্রাসে তত্ত্বদামনপৰ্শ্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্য্যাগো মাসকর্ণদীক্ষ শোধয়েৎ।” (স্মৃতি)
‘তত্ত্বপৰ্শ্ব পরমেধরোপবীতদানতিথিঃ’—শ্রাবণী পূর্ণিমা।
(রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত
দান অবশ্য কর্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্ম হস্তে রক্ষা-
তন্ত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিদ্ধিতে এই
প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে
বিধিপূৰ্ণক স্বান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে।
পরে অপরাহ্ন সময়ে রক্ষা গোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা
অর্পিত করিয়া তাহাতে স্ববর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।
তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাতন্ত্র বন্ধন করিয়া
দিবেন। মন্ত্র—

“যেন বন্ধো বলিরাজা দানবেজ্ঞো মহাবলঃ।

তেন দ্বামপি বয়ামি রক্ষে মা লে মা চল॥”

এই রক্ষাতন্ত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই
যথালক্ষি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই
রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াত্মক হইলে করিবে না। [রক্ষা-
বন্ধন দেখ।]

তত্ত্বভ (পুং) তত্ত্বরিব ভাতি ভাক। ১ সর্ষপ।

“মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকতত্ত্বভং তথা।

সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেবৈব্য নিবেদয়েৎ॥” (কালিকাপুং)

২ বৎস, বাছুর।

তত্ত্বমৎ (পুং) তত্ত্বঃ বিজ্ঞতে ২ত্ব তত্ত্ব-মতুপ্। অগ্নি।

তত্ত্বমতী (জি) তত্ত্বমৎ জিহ্বাং ভীষ্। সুরারির মাতা।

তত্ত্বর (ক্লী) তত্ত্বরত্যন্ত কুঞ্জারিত্যাৎ তত্ত্ব-র। মৃগাল। (শব্দর)

তত্ত্বল (ক্লী) তত্ত্ব-র রত ল বা তত্ত্ব-লচ্। মৃগাল। (হেম)

তত্ত্ববান (জি) বরন।

তত্ত্ববাপ (পুং) তত্ত্বন্ বপতি বপ-অন্। ১ তত্ত্ববায়, তাঁতি।

২ তত্ত্ব, তাঁতি। (শব্দমালা)

তত্ত্ববায় (পুং) তত্ত্বন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অন্। ১ লুতা,
মাকড়সা। ২ নবশাখা (শাখক)র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ,
তত্ত্ববায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ।]

বজ্রবরনোগজীবী লোক মাজ্জকেই তত্ত্ববায় বলে, স্তম্ভরায়
যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাজ্জ অবলম্বন করিয়াছে

তাহারা সকলেই নবশাখ অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ববায় জাতিসমুদ্বয়
নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করার এই
সাধারণ বৃত্তিবাধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া
থাকে, উহার শিবদাস বা দামদাসের বংশধর। এক দিন
ভাবে বিভোর হইয়া মৃত্যু করিতে করিতে মহাদেবের
শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ষ পতিত হয়; এই ঘর্ষ বিন্দু হইতে
তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ষ হইতে জন্ম বলিয়া
ইহার নাম দামদাস। অতঃপর মহাদেব একটা কুশ গ্রহণ
করিয়া উহা হইতে দামদাসের অষ্ট কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি
করিলেন। এই কুশবতী দামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের
চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন
হইতে চারি সম্প্রদায়ের তত্ত্ববায় সৃষ্টি হইল। জাতিকোমুদীর
মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার জ্ঞী হইতে তত্ত্ববায় উৎপন্ন।
পরশুরামের জাতিমালা মতে—

“তৈলিকাং মণিকন্ধ্যাং তত্ত্ববায়ন্ত সম্ভবঃ।”

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্ডার গর্ভে তত্ত্ববায়ের জন্ম
হইয়াছে।

রুদ্রবামলৌক জাতিমালা মতে—

“মণিবন্ধ্যাং ধানিকার্যাং তত্ত্ববায়ন্ত জন্মিবান্।

তত্ত্বন্ দম্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তত্ত্ববায়মবাধবান্॥

মণিবন্ধ্যাং তত্ত্ববায়ং গোপজীবন্ত সম্ভবঃ।”

মণিবন্ধের ঔরসে ও ধানিকারী-কন্ডার গর্ভে তত্ত্ববায়
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তত্ত্ব দিয়াছিল বলিয়া
তত্ত্ববায় নাম প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-
কন্ডার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মহুসংহিতার মতে—

“মৃগায়াং বৈশ্বসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃত্যঃ।

তত্ত্ববারো ভবন্ত্যেব বসুকাঃশ্রোপজীবিনঃ।

লীলকাঃ কেচিভুতৈবেব জীবনং বজ্রনির্গিতৌ॥”

ক্ষত্রিয়গীর গর্ভে বৈশ্বের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ
করিয়াছে। তত্ত্ববায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বজ্রনির্মাণ।
আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ষার ঔরসে শাপভট্টা স্বভাটীর
গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ষা এই অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন
শিরশাঙ্গ শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিন্নী
উৎপন্ন হয়। তত্ত্ববায় ইহাদেরই একতম।

বালালার তত্ত্ববায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা—
আখিনা বা আসন তাঁতি, ইহার আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল,
মধ্যকুল, মান্দারগ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।
বলরামী, বল, বড়ভাগিরা বা ঝাণানিরা, বারেন্দ্র, ছোটভাগিরা

বা কায়ত, তাঁতি কাতুর, ফোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িরালী, নীর, পাখ, পুরন্দরী, পূর্বকুল, রাঢ়ী ও উৎকরী।

বেহারে তত্ত্বাবয়গণ বৈশ্বর, বনোদিয়া, চামার, জৈখর, কাহার, কনোজিয়া, ত্রিহতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যার তত্ত্বাবয়গণ মাতিবংশতাতি, গালাতাতি ও হংসীতাতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাল্যালার তাঁতিদিগের উপাধি বরাশ, বসাক, ভড়, ভজ, বো, বিটু, চন্দ, ছগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, জই, প্রামাণিক, হংসী, বাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মেঘ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি দাস, মহাতো, মাঝি, মরাত ও মারিক।

বাল্যালার তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অসদাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস, ভরষাক, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মঋষি, গর্গঋষি, গৌতম, জনঋষি, কাক্তপ, কুল্যঋষি, মধুকুলা, পরাশর, শান্তিলা, সাবর্ণ ও বাস এই কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাক্তপ প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আখিনা তাঁতিই সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক। ইহার বংশে আখিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তত্ত্বাবয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আখিন তাঁতিদিগের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের জীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাঙ্গানিয়া ও ছোট ভাগিয়া বা কারতিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝাঙ্গানে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাঙ্গানিয়া বলে। শেযোক্ত তাঁতিগণ পূর্বে কায়েত ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করার জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্বে কোন সম্রাট তত্ত্বাবয় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তত্ত্বাবয় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশাশ্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা—বাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সম্ভার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তত্ত্বাবয় বাস করে। ইহার পতিত হইলেও আচার ব্যবহার পুত্র তত্ত্বাবয়গণের সমান।

ডাকার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্বে সেকরা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহার ও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পার। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকার বাস করে। অনেকেই সেকরাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি ধারা জীবিকা নির্বাহ করে।

পূর্ববঙ্গে বঙ্গতাতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহার নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের পূর্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্রদান করিয়া আসিতেছিল। বাহা হইক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পটবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে গুরুবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহার শাড়ী, উড়ানী, ডোরিমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকার কুল তোলার জন্ত প্রেরণ করে। পূর্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত হুঙ্গ হুজ প্রস্তুত হইত। জীলোকগণ চরকায় হস্ত ধারা ঐ হুঙ্গ হুজ প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্মিত হুঙ্গ হুজের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাচুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৮ গজ হুজ ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্বোৎকৃষ্ট হুঙ্গতম হুজ ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় জীগণ পূর্বের জায় হুতা কাটিতে পারেনা, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহার প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনোজিয়া ও ত্রিহতিয়া।

বেহারের চামারতাতি ও কাহারতাতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালার গুরু মহাশয় গিরি করিতেছে। গালাতাতিগণ হুঙ্গ বস্ত্র এবং হংসীতাতিগণ নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকার অনেক হিন্দুস্থানী বা মুসলিমরা তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেরাদা, সুটরা, মজুর ও মালি-গিরি এবং পাখাটানা ইত্যাদি কার্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবসন ও কুচিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ছই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহতিয়া। কনৌজিরাগণই সংখ্যার অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহতিয়াগণ পাক্যাবাহক, গারক, বাত্কর, সহিস, মাখি প্রভৃতি নিরুপ-বৃত্তি অবলম্বন করার সমাজে হয়।

বাঙ্গালার তত্ত্বাবধায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহা-দের বিবাহাদি অস্বাভাবিক নবশাখ জাতির জায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কস্তার বিবাহ দেয়। কস্তাদান করাই সমাজে সর্বত্র সম্মান-সূচক ও বশকর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর জায় কস্তাকর্তাকেও বরের বিড়া, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদ্বারা পণ দিয়া কস্তাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সাদা প্রচলিত আছে। জী স্বভাৱী কৌন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্বিবাহ গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতি-দিগের সমাজাতীয়া কৌন জীলোক ইহাদের উপপত্নী রূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখাদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ জী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোষ্ঠীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে শুদ্ধ রাধা সমাজ-নিবদ্ধ বলিয়া মনে করে। আলিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁক রাখেনা; বাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ গন্ধারত বা সমাজপতি নাই। সর্কাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অস্বাভাবিক নির্বন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি নীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যব-সায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্বত্রই তত্ত্বাবধায়গণ ভাটমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মা-ষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকার তত্ত্বাবধায়গণ এই সময় বিজয় অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও খাটা করিয়া রাজপথে পূর্ব বাহির করে। পূর্বে বসন ঢাকার

নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্তদল ও বাত্করগণ এই খাটা বোধান করিত। এখন ইহার জাঁক জমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকার ছই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তত্ত্বাবধায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের ছইটা পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই ছই পল্লী হইতে নবোৎসবের দিন এক একটা পূর্ব বাহির হয় এবং সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ ছই দল পরস্পর মুখোমুখি হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভরানিক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই ছই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পালাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব দিনে এবং অস্বদল পর দিনে পূর্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তত্ত্বাবধায়গণ কৃষ্ণের মুরলী-মোহন মূর্তির পূজা করে। নবাবপুরের তত্ত্বাবধায়গণ ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব নবাবশনত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দশে বহুসংখ্যক দেবমূর্তি, ঘানাদির উপর বহুসংখ্যক মল্লয়া পশাদির নানারূপ হাতোদীপক ও ব্যালব্যঞ্জক ছবি এবং নর্তকী, কবি প্রভৃতি কোড়কজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অলঙ্কারী দ্বারা লোক সকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পক্ষোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তত্ত্বাবধায়গণ দ্বাদশরতঃ এবং রাণানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু তাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে অস্তাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ চতুর্দশীর দিন ঐ উৎসব সমা-হিত হয়। পূর্বে ঐ উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ-তাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন রূপ। ছইটা বাসককে বহুমূল্য বেশভূষার ক্রয় ও নন্দনোপ-সাজাইয়া মহা আড়ম্বরে গীতবাডাদি সহ রাত্তার ভ্রমণ করে। তত্ত্বাবধায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ষার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দকি, ঘাকু, শানা প্রভৃতি ভয়ের কর সকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ষাপূজার প্রায় প্রতিমূর্তি গঠিত হয় না; অস্বাভাবিক শিল্পীদিগের দ্বারা বসাদিতেই বিশ্বকর্ষার অধিষ্ঠান জান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

ঐতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সমুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে ঐতব বা ঐতিগণের মধ্যে অতিঅল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি উপাসক। কনৌজিয়া ঐতিগণ মহামায়া রূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী ঐতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সমুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে একটি খাদি অর্থাৎ ছিন্নমুকু ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া ঐতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতিয়া ঐতব মূর্তির প্রবর্তিত ধর্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মূর্তির মত অনেকাংশেই নানকশাহের স্তায়। উহার মতাবলম্বী ঐতিগণ জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু ধর্মচরণের নানাবিধ বাহু অমুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে ধনী, গৌরীয়া, ধর্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন ঐতিগণ সৈদ্যার, কাকরবর প্রভৃতি তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেঘ বলি প্রদান করিয়া প্রেত পুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য সমাধা করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তত্ত্বাবয়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তত্ত্বাবয়দিগেরও পুরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তত্ত্বাবয়দিগের যাক্কতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হের হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মাজ লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের ঐতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে ঐতবাগণের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাক্ষিয়া পুরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেরই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনাচার্য্য ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ ঐতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতেছে। উক্তশ্রেণীর হিন্দুগণের অঙ্কুরণ করিয়া বেহারস্থ ঐতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। বাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্ভ্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে অঙ্গ গ্রহণ করেন না।

কোন ভীতি উক্ত কি নিয়ন্ত্রণীত তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডারাই জানিতে পারা যায়। উক্তশ্রেণীত তত্ত্বাবয়গণ বস্ত্রবরনের সময় ধৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্তু নিয়ন্ত্রণীত তত্ত্বাবয়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্ত ইহাদিগকে মেড়ো ভীতি কহে। বাঙ্গালার তত্ত্বাবয়গণ খাড়াখাড়া বিষয়ে অজ্ঞান নবশাখ জাতির স্তায়। ইহারা সমাজে মত্ত বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ ঐতবাগণের মত্তমাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মত্তপানের পূর্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি কোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবরনে তত্ত্বাবয়গণের উপ-জীবিকা। এই ব্যবসা উহার আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্রাতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতি-ষন্দিতার উদ্যোগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তত্ত্বাবয় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবরন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাগিচা, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আখিনা ও মড়িয়ালীদিগের প্রায় ৬ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিভাগ্য করিয়া অল্প ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা পুরুষাভ্যুক্রমিক বস্ত্রবরনবৃত্তি অল্পসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দ্রুদশই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবরন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারেনা। এ বিষয়ে এদেশে একটা প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটি এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবরন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস হুত্র, তন্দ্র প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অঙ্গুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং হুতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখানি তাঁহাকে দিতে হইবে। অন্তর বিশ্বকর্মা তত্ত্ব নির্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক পৃথক অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, শানার অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম ক্রীত হইয়া শিবদাসকে বরদিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, বেদ একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বয়সে। গৌরী তখান বলিলেন। এদিকে ইজ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া শ্বেল যে একখানি বজ্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বজ্র সঙ্কলন হইবে না। বাহাতে সে অনেক বজ্র বরন করে, তাহার উপার করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার সন্ন্যাসীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্ন্যাসী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, “কি বর লইয়াছ।” শিবদাস আন্তোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সন্ন্যাসীর প্রেরণা করিল; “ও কি বর লইয়াছ? একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজ কর্তৃক শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কণ্ঠি হইবে। যাও এখন বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিবে আর রোজ খাইবে।” শিবদাস স্ত্রীভুক্তির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা খেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান তত্ত্ববায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ শ্রীর মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অত্যাগি অজ্ঞ তত্ত্ববায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটির মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তত্ত্ববায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক নহে। তাঁতির নির্ভুক্তি ও ভীকৃতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহার নিরীহ, হুর্ল, স্বতঃই ভীক, উত্তমশৃঙ্খল ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শাস্তভাবে সহ করে, ক্ষমতা সবেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করে না। ইহাদের নির্ভুক্তিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ভুক্ত ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ভুক্তিতার এই প্রকার সানাকুশ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বস্ত্রাদ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চক্রে ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি বৈবন্ধনে বন্ধ আছে, আবার চাকী অর্থাৎ দলপতি আদিরা সুখ হইতে

খড়ের চাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্বার চক্ষে তুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা চাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তত্ত্ববায় পরম্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিড়শ্রাদ্ধ দিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশকে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশ যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ঈদ্রিতে দেখাইয়া দিতেছে, তাঁপ এখানে; তত্ত্ববায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি আল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিত ভাবে ইহাদের মানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তত্ত্ববায়দিগের নির্ভুক্তি-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিবেচ্য বুদ্ধি, পরনির্ভরতা ও তত্ত্ববায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরোধ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তত্ত্ববায় যুবক প্রথম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিশ্টি হইতেছেন। ইহার যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্বকর্মাণুশীলতা, উত্তমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তত্ত্ববায়গণের কুংসাধাৎ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জেলাত্যাগিগণ নির্ভুক্তির আদর্শ। [জেলা দেখ।]

তত্ত্ববায়গণের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তর-কুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসহস্তের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়ালী তাঁতিগণ কেবল পট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন হুত্র বস্ত্রবরন করে না; আখিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

চাকার তাঁতিগণ পূর্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে যে সকল অল্পের বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটা তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রবান, তজ্জৈব, দেশীয় কার্পাস হুত্রে নির্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, সুনী, (সরকার আলি) গদাঙ্গল ও তেরিমল। ৩য় প্রকার মসলিন সর্বোৎকৃষ্ট মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাক্য। ইহার হান্দাম, নিম্বতি, শগ, মল-
খালা ও গলাবক এই কয়টি ভিন্ন নাম।

২। ডেরিয়া—অর্থাৎ ডোয়া দেওয়া মলমল, যথা রাজ-
কোট, ঢাকান, পাঁচশাহীদার, বুটদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখাশ—চৌকাকাটা মলমল, যথা নকনশাহী,
আনিরদাশ, কবুতরখোশী, শাকুটী, বাজাদার ও ফুটিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্বে পূর্বে
মুন্সেপীর বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার,
লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদা-
নির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল,
তেজ্জা ও ধুবলীজাল সাধারণ।

৫। কসিনা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিজ্ঞা
বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের
ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওফি, নৌবাড়ি,
য়িহদী, আবিছুরা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তত্ত্ববায়দগু (পুং) তত্ত্ববায়ত দণ্ডঃ ৬৩৭। যেমা, তত্ত্ববায়-
সাধনদণ্ড।

তত্ত্ববিগ্রহা (স্ত্রী) তত্ত্বভিঃ নির্মিতে বিগ্রহো যন্তাঃ বহত্রী।
কদলী। (ত্রিকাং)

তত্ত্বশালা (স্ত্রী) তত্ত্ববপনার্থং বা শালা। তত্ত্ববপনগৃহ,
ভাঁতঘর।

তত্ত্বসমুত্ত (ত্রি) তত্ত্বভিঃ সমুত্তঃ ব্যাপ্তঃ ৩৩৭। হ্যাতবজ্র,
হজ্র বিম্বত বজ্র, সিদ্ধান কাপড়। পর্দায়—উত্ত, উত্ত, হ্যাত।
(অমর)

তত্ত্বসমুত্তি (স্ত্রী) তত্ত্বনাং সমুত্তিঃ ৩৩৭। বরন।

তত্ত্বসার (পুং) তত্ত্বঃ এব সারো যত্র বহত্রী। শুবাক বৃক,
সুপারি গাছ। (ত্রিকাং)

তত্ত্ব (স্ত্রী) তনোতি তত্ত্বতে বা তন-ব্রুন্ বা তত্রি কুটুংধারণে
যজ্ঞঃ। ১ কুটুংধতা, কুটুংধিগের ভরণাদি কার্য।

“সর্কীষুপারানর্থ সস্ত্রার্থ্য সমুদয়েৎ যত্র কুলজ তত্ত্বং।”
(ভারত ১৩৪৮৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, সীমাসী।

৪ কুটু প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ কাড়ন ময়। ৮

প্রধান। ৯ কার্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজ-

সমভিব্যাহারী লোক। ১৩ লেজ। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য।

১৬ ব্রহ্মাভিষ্ঠা। ১৭ ইতিভূতব্যত্যা। ১৮ হজ্র। ১৯

তত্ত্ববায়। ২০ যে তত্ত্ব দ্বারা তত্ত্ববায় বজ্র বরন করে, ভাঁত।

২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমুহ। ২৩ বজ্রবরনের সাবজী। ২৪

আজাদ। ২৫ রাজ্যশাসন। ২৬ রাজ্যের সমুদ্র-সম্পাদন।

২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অস্ত্রের উপর নির্ভর করা।

৩০ চর্মনির্মিত বস্ত্র রজ্জু। ৩১ বল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য,

অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আরক্ত। ৩৬

উত্তমার্গ প্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৮ বিধির

অন্তে অঙ্গসমুদায়। “দর্শনোপমাসৌ তু পূর্বে ব্যাখ্যাতাম-

ত্ত্বস্তত্ত্বভার্যারজ্ঞাং।” (আবং শ্রৌঃ ১।১৩০) ‘তত্ত্বমঙ্গসংহতিঃ

বিধ্যস্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংহাজপাশ্চঃ প্রধানস্য তত্ত্বপাং

তত্ত্বমিত্যুচ্যতে।’ (কর্ক)

৩৯ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম,

যামল ও তত্ত্ব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতত্ত্বের মতে—

“স্মৃষ্টি প্রলয়শ্চ বদেবতানাম্ যথার্কনম্।

সাধনকৈব সর্কেষাং পুরস্চরণমেব চ ॥

যট্কার্মসাধনকৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ।

সপ্তভির্লক্ষণৈশ্চৈব যুক্তমাগমং তদ্বিধুর্ধাঃ ॥”

স্মৃষ্টি, প্রলয়, দেবভাগ্যের পূজা, সকলের সাধন, পুরস্চ-

রণ, যট্কার্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ

থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ ময়নির্গয় এব চ।

দেবতানাক সংস্থানং তীর্থানাকৈব বর্ণনম্ ॥

তথৈবাত্মমধর্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।

সংস্থানকৈব ভূতানাম্ যজ্ঞাণাকৈব নির্গয়ঃ ॥

উৎপত্তিবিব্রধানাক তরুণাং কল্পসংজিতম্।

সংস্থানং জ্যোতিষাকৈব পুরাণাখ্যানমেব চ ॥

কোষস্য কখনকৈব ব্রতানাম্ পরিভাবণম্।

শৌচাশৌচস্ত চাখ্যানং নরকাণাক বর্ণনম্ ॥

হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসাকৈব লক্ষণম্।

রাজধর্মো দানধর্মো যুগধর্মস্তথৈব চ ॥

ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাখ্যানবর্ণনম্।

ইত্যাদিলক্ষণৈশ্চৈব তত্ত্বমিত্যুভিধীয়তে ॥”

স্মৃষ্টি, লয়, ময়নির্গয়, দেবভাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন,

আত্মমধর্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যজ্ঞনির্গয়, নিরুদ-

গণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষসংস্থান,

পুরাণাখ্যান, কোষকখন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী পুরু-

ষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আখ্যা-

ন্বিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তত্ত্ব

বলা যায়।

“স্মৃষ্টি জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যগ্রহীপনম্।

ক্রমব্রহ্ম বর্ণভেদো জ্যোতিষস্তথৈব চ ॥

যুগধর্মস্ত সংস্কারো যামলস্যাইলক্ষণম্।

স্মৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম, এই আটটা যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোট দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

“আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্ধমৈশ্বরং স্মৃতম্ ॥

কল্পচতুর্বিধং প্রোক্তং আগমো ডামরস্তথা ।

যামলশ্চ তথা তত্ত্বং তেষাং তেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥”

আগম তিন প্রকার, চতুর্ধমৈশ্বর্য। কল্প ও চারি প্রকার— আগম, ডামর, যামল ও তত্ত্ব এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

“চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীন্যি পার্শ্বতঃ ।

সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুজ্ঞানান্ত্র ভূমিষু ॥

কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ ।

পাণ্ডুমোহনায়ৈব বিকলানীহ স্মৃতিষু ॥”

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুজ্ঞান ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাণ্ডু মোহনের অস্ত্র, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্দোষতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

“কলিকাম্বদীনানাং বিজ্ঞাতীনাম্ সুরেশ্বরী ।

মেধ্যমেধাবিচার্যাণাং ন শুভিঃ শ্রোতকর্মণা ।

ন সংহিতাত্তৈঃ স্মৃতিভিঃ স্মৃতিসংহিতাদি

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।

বিনা হ্যগমমার্গেন কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রিয়ে ॥

ঐতিস্মৃতিপুরাণাদৌ মরৈবোক্তং পুরা শিবে ।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেং সুরীঃ ॥” ২ উঃ ।

কলিদোষে দীন ভ্রাক্ষণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। স্মৃতরাং বেদবিহিত কর্মদ্বারা তাহার কল্পে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

“কলাবাগমমুদ্বজ্য যোহুজমার্গে প্রবর্ততে ।

ন তত্র গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥”

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লেখন করিয়া অস্ত্রমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—লিঙ্গরই তাহার সঙ্গতি হইল।

“নিরীয্যাঃ শ্রোতজাতীয়া বিধীনোরগা ইব ।

সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে যুক্তা ইব ॥

পাকালিকা যথা ভিত্তৌ সর্কেজিরসমধিতাঃ ।

অমুরশক্তাঃ কার্যেযু তথাস্তে যন্ত্রাশয়ঃ ॥

অস্ত্রমন্ত্রৈঃ কৃতঃ কর্ম বক্ষ্যাজীসকমো যথা ।

ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্তাং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

কলাবজ্ঞানিতৈর্দ্বার্যৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ ।

তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কৃপং খনতি হর্ষতিঃ ॥

কলৌ তন্ত্রাদিতা মজ্জাঃ সিদ্ধান্তুর্গলপ্রদাঃ ।

শত্ভাঃ কর্মসু সর্কেযু জগৎকক্রিয়াদিষু ॥”

এখন বৈদিক মন্ত্রদল বিবহীন সর্পের জ্ঞান বিবহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রোতা ও বাপয়যুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃতভূত্ব হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুস্তিকা ঘেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অস্ত্রাশ্রয় মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বক্ষ্যাজীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অস্ত্র মন্ত্রদ্বারা কার্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রম মাত্র। কলিকালে অস্ত্র শাস্ত্রোক্ত বিধিধারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নিরীকোষ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কৃপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্মেই প্রশস্ত।

এই জগৎই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিব্যক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কল্যাণবতন্ত্রে লিখিত আছে, যন দিবে, জ্ঞী দিবে, আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে—

১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ ভারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সমর্যচারতন্ত্র, ১২ ভৈরব-তন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশবতন্ত্র, ১৬ কুহুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিম্বকেশ্বরতন্ত্র, ২০ সন্মোহনতন্ত্র, ২১ গোতমীরতন্ত্র, ২২ বৃহৎগোতমীরতন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চান্দ্রীতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ যুগমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরব, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিভক্ত, ৩৩ চিত্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উদয়ভৈরব-তন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্রামৃত,

* কল্যাণপুস্তকালে প্রদত্ত ত্রিবিধ।

৩৮ মহাক্ষেত্রকারিতত্ত্ব, ৩৯ বারবীরতত্ত্ব, ৪০ ভোড়লতত্ত্ব, ৪১ মালিনীতত্ত্ব, ৪২ ললিততত্ত্ব, ৪৩ ত্রিশক্তিভূত, ৪৪ রাজ-
রাজেশ্বরীতত্ত্ব, ৪৫ মহামোহনরোক্ততত্ত্ব, ৪৬ গবাক্ততত্ত্ব, ৪৭
গাক্ষতত্ত্ব, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতত্ত্ব, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০
হংসমোহনেশ্বর, ৫১ কামধেনুতত্ত্ব, ৫২ বর্ণবিলাসতত্ত্ব, ৫৩ মায়াতত্ত্ব,
৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুলিকাতত্ত্ব, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭
লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬০ আদিজামল,
৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পমূত্র।
এতদ্বিধি আরও কতকগুলি তাত্ত্বিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়।
যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম,
৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর,
৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্গস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্গস্ব,
১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিবা, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব,
১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ,
২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়,
২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব,
২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেকুতত্ত্ব, ৩১ চতুঃশতী,
৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫
তারাপ্রদীপ, ৩৬ শঙ্করচন্দ্রোদয়, ৩৭ বটত্রিংশতস্বক, ৩৮
লক্ষ্মীনির্ঘর, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ,
৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫
জক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার,
৪৯ কামরত্ন, ৫০ ক্রিয়াসার, ৫১ আগমদীপিকা, ৫২ ভাব-
চূড়ামণি, ৫৩ তত্ত্বচূড়ামণি, ৫৪ বৃহৎত্রীকম, ৫৫ ত্রীকম, ৫৬
সিদ্ধান্তশেখর, ৫৭ গণেশবিমর্শিনী, ৫৮ মন্ত্রসুখাবলী, ৫৮
তত্ত্বকোমুদী, ৬০ তত্ত্বকোমুদী, ৬১ মন্ত্রতত্ত্বপ্রকাশ, ৬২ রামার্জন-
চন্দ্রিকা, ৬৩ শারদাতিলক, ৬৪ জ্ঞানার্ণব, ৬৫ সারসমুচ্চর,
৬৬ কল্পক্রম, ৬৭ জ্ঞানমালা, ৬৮ পুরাচর্যচন্দ্রিকা, ৬৯
আগমোত্তর, ৭০ তত্ত্বসাগর, ৭১ সারসংগ্রহ, ৭২ দেব-
প্রকাশিনী, ৭৩ তত্ত্বার্ণব, ৭৪ ক্রমদীপিকা, ৭৫ তারারহস্য,
৭৬ জ্ঞানরহস্য, ৭৭ তত্ত্বরত্ন, ৭৮ তত্ত্বপ্রদীপ, ৭৯ তারাবিলাস,
৭৯ বিশ্বমাতৃকা, ৮০ প্রপঞ্চসার, ৮১ তত্ত্বসার, ৮২ রত্নাবলী।
এ ছাড়া মহাসিদ্ধিসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতত্ত্ব, দেবাগম,
নিবন্ধতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, কামাখ্যাতত্ত্ব, মহাকাশতত্ত্ব, বহুচিন্তামণি,
কালীবিলাস ও মহাচীনতত্ত্বের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তত্ত্ব ব্যতীত আরও কতকগুলি তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকাশ, আচার-
সারতত্ত্ব, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অম্বদাকর, ব্রহ্মজ্ঞান-
মহাতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, চিন্তামণিতত্ত্ব, দক্ষিণাকর,

গৌরীকঙ্কলিকাতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, জ্ঞানগোলাস, গ্রন্থমালতত্ত্ব,
ঈশানসংহিতা, অপরাহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতত্ত্ব, কৈবল্য-
তত্ত্ব, জ্ঞানসঙ্কলিনীতত্ত্ব, কোলিকার্দনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা,
কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্জনতত্ত্ব, নির্মাণতত্ত্ব, মহারিক্সীগতত্ত্ব,
বৃহদ্রিক্সীগতত্ত্ব, বরদাতত্ত্ব, মাতৃকাতত্ত্বতত্ত্ব, নিগমকল্পক্রম, নিগম-
তত্ত্বসার, নিরুক্তরতত্ত্ব, পিচ্ছিলাতত্ত্ব, পীঠনির্ঘর, পুরাচর্য-
বিবেক, পুরাচর্যগরসোল্লাস, শক্তিসমুদয়তত্ত্ব, সরস্বতীতত্ত্ব,
শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, শ্রীদেবর, জ্ঞানাকল্পতত্ত্ব, জ্ঞানার্জন-
চন্দ্রিকা, জ্ঞানাপ্রদীপ, তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, তত্ত্বা-
নন্দতরঙ্গিনী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চর, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতত্ত্ব,
বীজচিন্তামণিতত্ত্ব, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল প্রভৃতি।

বারাহীতত্ত্ব তত্ত্বসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ
নির্দিষ্ট হইয়াছে—

তত্ত্বের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তত্ত্বের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮০০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতত্ত্ব	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২০০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫০১০	কামেশ্বরীতত্ত্ব	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তত্ত্বরাজ	২০২০
যোগ	১০৩১১	হরগৌরীতত্ত্ব (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০২০	হরগৌরীতত্ত্ব (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তত্ত্বনির্ঘর	২৮
অমৃতভুক্তি	৫০০৫	কুলিকাতত্ত্ব (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুলিকাতত্ত্ব (২য়)	৬০০০
সিদ্ধস্বরূপ	৫০০৬	কুলিকাতত্ত্ব (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতত্ত্ব	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যাহারিতত্ত্ব	৮৮০০
হর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতত্ত্ব	৫৫০৫
সারস্বত	২২০৫	দেবীতত্ত্ব	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৬
গাক্ষতত্ত্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতত্ত্ব	২২০৫
আদিজামল	৩৫৩০০	আতাত্ত্ব	২২২১৫
ব্রহ্মজামল	২২১০০	যোগিনীতত্ত্ব (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুজামল	২৪০২০	যোগিনীতত্ত্ব (২য়)	৬০০৩
রুদ্রজামল	৬৪ ৬৫	বারাহীতত্ত্ব	০
গণেশজামল	১০৩২৩	গবাক্ততত্ত্ব	৬৫২৫
আদিভ্যামল	১২০০০	নারায়ণীতত্ত্ব	৫০২৩৩
নীলপঙ্কজা	৫০০০	মুদ্রানীতত্ত্ব (১ম)	৪৪২০

ভক্তের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	ভক্তের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
যামকেশ্বর	২৫	মৃডানীভক্ত (২য়)	৩০০০
মৃদুভক্ত	১৩২০	মৃডানীভক্ত (৩য়)	৩০

বারাহাতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুস্ত, ভার্গব, সিন্ধু বাজ্রবাক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রস্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তার; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডী-ক্রম, ৪ সম্পূটোত্তর, ৫ হেবজ, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকর, ৯ যোগাধর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্রযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্রামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকল, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকলক্রম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভি-ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চর, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চর, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনগরীক্ষা, ২৮ সাধন-কল্পলতা, ৩০ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ শুভাসিদ্ধি, ৩২ উদ্ভান, ৩৩ নাগার্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রস্বয়ং, ৩৯ বরীতি, ৪০ ভার্য, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি-কর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ কঙ্ককুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসংকার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাধরপীঠ, ৫৪ উদ্ভামর, ৫৫ বজ্রকরাধন, ৫৬ নৈরাশ, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমাত্তক, ৬০ মঞ্জু, ৬১ তন্ত্রসমুচ্চর, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হরগ্রীব, ৬৪ সর্দার, ৬৫ নামগঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামগঙ্গীতি, ৬৭ গুণোৎপাদনামগঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বলভক্তিলক, ৭১ নিশারবোণাধর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধার্মিকসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অল্পবা-
লিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র ঋগ্যজু নামে আখ্যাত, ঋগ্যজু
৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ
আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড,
উপদেশ, ভব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।
নিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে

তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে
চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে,
তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন যুতিসংহিতার চতুর্দশ
বিভাগ উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই।
এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি
কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আখ্যাত বলায় গ্রহণ
করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারগোচ্চাটনবশীকরণাদি
আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্বসংহিতার দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু
তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ
স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না।
অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়েপনিষদে আমরা সর্বপ্রথম তন্ত্রের
লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-
অষ্টভূজ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস হুত
হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা
করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্-
বর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অঙ্কুরণে
বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ
শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্ক-
বানিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতা-
ব্দীর পূর্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্বে
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের
৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবলিঙ্গ। তুলিয়া
নন্দী শিবলিঙ্গাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে
অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

“ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমমুদ্রতাঃ।

পাষণ্ডিনন্তে ভবজ সচ্ছাত্রপরিপাশিনঃ॥

নষ্টশৌচা মুচ্ছধিরা জটাত্মাধিধারিণঃ।

বিশত শিবলীকারা যত্র দেব সুরাসবন্ ॥

ব্রহ্মা চ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব যদ্যুয়ং পরিনিম্ভা।

সেতুং বিধরণং পুংসামত পাষণ্ডমাপ্রিতঃ ॥”

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং বাহ্যিক
তাহাদের অঙ্কবর্তী হইবে, তাহার সংশাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাকারী
ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মুচ্ছবৃত্তি
ব্যক্তিরাই জটাত্মধারী হইয়া শিবলীকার্য্য প্রবেশ করুক,
যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরগীর। তোমরা শাস্ত্রের
মর্য্যাদাসম্মত ব্রহ্ম বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের লিঙ্গা করিয়াছ, এই
কল্প তোমাদিগকে পাষণ্ডাপ্রিত কহিলাম।

পরপূরণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ঋষ্ট করিবার অভিষ্ট শিব নামের দোহাই দিয়াই পাবত্তীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যেভাবে পাবত্তীমত কথিত, তন্মতে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গোড়ীর বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেবও তাত্ত্বিকদিগকে পাবত্তী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তাত্ত্বিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএনসিয়াং ভারতে আসিয়া এখনকার নানাসম্রাজ্যের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তাত্ত্বিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে ভোটদেশে বৌদ্ধতত্ত্ব অনুবাসিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হিউএনসিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তত্ত্বশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দী মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্বে অবশ্যই মূল তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিস্তৃত মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দক্ষিণাচার অনেকের বিশ্বাস, অষ্টমতাবাদী শঙ্করাচার্য্যই তাত্ত্বিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তত্ত্বমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার তত্ত্বরাজ্যে লিখিত আছে, গোড়, কেরল ও কান্দীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিস্তৃত শাক্ত। কিন্তু আমরা গোড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তাত্ত্বিকগণের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাত্ত্বিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্রদায় ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তাত্ত্বিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গ বৈষ্ণব শাক্তের প্রাধান্ত, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গোড়ের তাত্ত্বিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই গোড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্মতে বৈষ্ণব পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গোড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাজ, বর্ণোদ্ধারতত্ত্ব প্রভৃতি তন্মতে বৈষ্ণব বর্ণমালায় লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর

কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্মতে লিপি এখন কেবল বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং এরূপ লিপিগুলক তত্ত্বও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশয়ের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে তিব্বতে গিয়া তাত্ত্বিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গোড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তাত্ত্বিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাবায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডোহাই, পাবাগড়, আন্ধ্রাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্দিরীকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্মথপুর প্রচলন আছে, তাহাও তাত্ত্বিকদিগের প্রাধান্ত-কালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্মথপুর নিম্ন পূর্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তাত্ত্বিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্রদায় মধ্যে এরূপ মন্মথপুরগ্রহণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তত্ত্বই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনী-তন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তত্ত্ব যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্লিপ্ততত্ত্ব সর্বত্র বিশেষ আদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তত্ত্বখানি রচনা করেন। শক্তিরজ্জ্বাকরে বৃহন্নীলগতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিত্যত আধুনিক প্রাণভোগিনী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তত্ত্বসংগ্রহে মহানির্লিপ্ততন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ডন, ইন্ডোজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজগমনের পর যে ঐ তত্ত্ব রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাত্ত বিবরণ। তন্ত্রে প্রোক্তঃসরণ, দানবিধি, ত্রিগুণ-ধারণ, ভূতভক্তি, ভূতশক্তি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুষ্পচরণ, কল্যাণভাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্মাতৃকা, চিত্রাভাস, নামানি-বিজ্ঞা, নিত্যানিবিজ্ঞা, মূলবিজ্ঞা, তত্ত্বভাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

দশবিভাঙ্গাল, পাণ্ডিনীর, নিতাপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংহার, শুক্লাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রারম্ভিত, নিষ্পূর্ণপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, ত্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সৰ্ব্বতোভাষাদিচক্রনির্ণয়, বহ্নিরূপণ, পূজাহংসন, নান্দীশ্রীক, মবয়োনি, কোলশ্রীক, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গজ্ঞান, মহাবোতাঙ্গান, মহাজ্ঞান, সম্বোহনজ্ঞান, সৌভাগ্যবর্ধনজ্ঞান, অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবস্থাাদি নির্ণয় প্রভৃতি মানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহুটাকাকার কুলুকভট্ট লিখিয়াছেন—

“বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব বিবিধা শ্রুতিকীর্তিতাঃ।”

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দিষ্ট আছে।

অতরাং কুলুকভট্টের মতে তত্ত্বকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

“আগতঃ শিববক্তৃত্তো গতোপি গিরিজালয়ে।

মথ তত্ত্ব হৃদভোজে তন্মালাগম উচ্যতে ॥”

হে ছগে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়গড়ে মথ হইয়াছে, সেই জন্তই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

“কৃত্তে শ্রুতুক্ত আচারত্বতোয়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।

ধাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্ ॥”

বিষ্ণুমলে বর্ণিত আছে—

“আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ বজ্জেৎ সুধী।

নহি দেবাঃ প্রদীদন্তি কলৌ চাত্তবিধানতঃ ॥”

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অহুসারেই পূজা করিবে, অপর কোম নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

“পঞ্চমন্ত্রৈর্বৈদীক্ষাধাগমোক্ত শৃণু শ্রিয়ে।

বাং কৃত্তা কলিকালে চ সৰ্ব্বাভীষ্টে লভেরঃ ॥”

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, বাহা করিলে মানব কলিকালে সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তত্ত্ব মতে, সৰ্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কৃত্ত্যে অধিকার নাই।

গৌতমীরতন্ত্রে লিখিত আছে—

“বিজ্ঞানাকল্পগনীতানাং স্বপৰ্য্যায়নাদিহু।

যথাধিকারো নাতীহ লক্ষ্যোপাসনকৰ্ম্মহু ॥

তথা হৃদীক্ষিতানাক মন্ত্রতত্ত্বার্জুনাদিহু।

নাধিকারোহন্ত্যতঃ সূর্য্যাদান্নান শিবসংস্কৃতম্ ॥”

যেমন বিজ্ঞানগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং

সদ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ণে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতত্ত্ব ও পূজাদি কৰ্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেই জন্ত শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

“দদাতি দিব্যতাবকৈঃ ক্ষিপুয়াং পাপসমুত্তিঃ।

তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুমুতিত্তত্ত্বপারগৈঃ ॥

বাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ জ্ঞানো বর্ষশতৈরপি।”

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসমুত্তি নাশ করে বলিয়া তত্ত্বপারগ মুনি কর্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। বাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সঙ্গুরু চাই। দীক্ষাশুরুর লক্ষণ এইরূপ—

“শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।

পঞ্চতত্ত্বার্জকো যন্ত সঙ্গুরুঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥

সিদ্ধোহসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুতিঃ শিষ্যপালকঃ।

চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সঙ্গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥

অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্।

তত্ত্বং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি যএব সঙ্গুরুশ্চ সঃ ॥

সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।

নিগ্রহাহুগ্রহে শক্তঃ সঙ্গুরুর্গায়তে বৃথৈঃ ॥

পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থঃ প্রকীর্তিতম্।

শুরুপাদাযুজে তন্ত্রির্বৈভব সঙ্গুরুঃ স্মৃতঃ ॥” (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তত্ত্বসম্মত বাক্যাবাদী, তত্ত্বমন্ত্র সম-ভাবে বাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সৰ্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ, সৰ্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সৰ্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্তন করিয়া থাকেন, শুরুর পাদ-পদ্মে বাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সঙ্গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্ত সকল প্রধান তত্ত্ব লিখিত আছে—

“অজ্ঞানং তিমিরাক্ত জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া।

নেত্রমুদ্রীলিতং যেন তন্মৈ ত্রীশুরুবে নমঃ ॥”

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অজ্ঞানশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই ত্রীশুরুকে নমস্কার।

যেমন শুরুর শিষ্য ও তত্ত্বরূপ চাই। গৌতমীরতন্ত্রে লিখিত আছে—

“শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধান্তা পূর্ব্ববর্ধপরায়ণঃ।

অদীতবেদকুশলঃ শিষ্যমাহুহিতে রতঃ ॥

বর্ষবিধিকর্মকর্তা চ শুক্লভূত্বাৎ রতঃ ।
 সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ ॥
 হিতৈষী ঐশিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্মকৃতঃ ।
 বাঘনঃ কার্যবৃদ্ধিঞ্চ কৃৎসন্যশে রতঃ ॥
 অনিত্যকর্মগত্যাঙ্গী নিত্যাহুতানতঃপরঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্তো জিতমোহবিমৎসরঃ ॥
 গুরুবৎ গুরুপুত্রো তৎকলত্রাদিহু তক্তিমান্ ।
 এবমিধো ভবেচ্ছিত্যবিতরো গুরুদ্বন্দ্ববৎ ॥
 বর্ষেকং ভবেচ্ছোগ্যো বিপ্রঃ সর্লগুণাবিতঃ ।
 বর্ষধরে তু রাজ্ঞো বৈভক্ত বৎসরৈরজিতিঃ ॥
 চতুর্ভিবৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ।
 বদা শিষ্যো ভবেদযোগ্যঃ কুপরা সৎগুরুস্তথা ॥
 কুপরা পরয়া সম্যগ্ দীক্ষায়া বিধিমাচরণং ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্ধপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক, গুরুসেবার অমুরক, সর্লগুণ তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃতমর্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, ঐশীগণের সর্লদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জ্ঞাত কর্মকারী, কার্যমনোবাক্যো বাবজীবন গুরুসেবার নিরত, অনিত্য কর্মত্যাগকারী, সর্লদা তত্ত্বাহুতানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্ত জয়কারী, মোহ ও মৎসর বিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত তক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে ; অতঃপ্রকার শিষ্য গুরুর দ্বন্দ্বদায়ক । সর্লগুণাবিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত । শিষ্য উপযুক্ত হইলে সৎগুরু কুপাপূরক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন ।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই । যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতৃমরণং ন গৃহীরাভ্যামা মাতামহত চ ।

সোদরজ্ঞ কনিষ্ঠত্ব বৈরিপক্ষাশ্রিতত্ব চ ॥"

পিতা, মাতামহ, সোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীদের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ।

কামাখ্যাভ্যাসের মতে—

"অঙ্গং ধর্মং তথা ক্রমং বরজ্ঞানবৃত্তং পুনঃ ।

সামান্তকোলাং বরদে বর্জয়েদতিমান্ সদা ॥

উদাসীনঃ বিশেষণ বর্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ ।

উদাসীনমুখাদীক্ষা বক্ষ্যা নারী বধা শ্রিয়ে ॥

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাহুদাসীনত্ব পামরঃ ।

অতিবিক্রো ভবেদেবি বিরতত্ব পদে পদে ॥

সর্লং হি বিকলং ভক্ত নরকং যান্তি চাভিমে ।" (৮ অঃ)

অঙ্গ, ধর্ম, ক্রম, বরজ্ঞানী, সামান্ত কোল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে । বক্ষ্যা নারী বধন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও ভজ্ঞপ । যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অতিবিক্র হই, তাহা হইলে তাহার পদে পদে বিষ ঘটিয়া থাকে । তাহার সকলই বিকল । অস্তিম্বে নরকে গমন করে ।

গণেশবিমর্ষিগীতন্ত্রের মতে—

"যতেদীক্ষা পিতৃদীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ ।

বিবিক্রাপ্রশিগো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা ॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহহ্যশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে ।

কৃত্তবামলে লিখিত আছে—

"ন পরীং দীক্ষয়েত্কর্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সূতাম্ ।

ন পুত্রক তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পরীং স দীক্ষয়েৎ ।

শক্তিধেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥"

পতি পরীকে, পিতা কত্থা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন । পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পরীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিই নিবন্ধন কত্থা বলিয়া গণ্য নহেন ।

গণেশবিমর্ষিগীতন্ত্রের মতে—

"প্রমাদায়া তথাজ্ঞানাং পিতৃদীক্ষা সমাচরন্ ।

প্রারচিত্তং ততঃ কত্থা পুনর্দীক্ষাং সমাচরণেৎ ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রারচিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে ।

কৃষ্ণানন্দ তত্ত্বশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—

"বৈকবে বৈকবো গ্রাহঃ শৈবে শৈবশত শক্তিকে ।

শৈবঃ শাক্তোপি সর্লত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ ॥"

বৈকবের বৈকব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ । শৈব ও শাক্ত সর্লত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে ।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে ।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্য গুরবো মুখ্য দাক্ষিণাত্যাস্থ অধ্যমঃ ।

গৌড়দেশোক্তবা নৃনা কামরূপোক্তবাত্থা ।

কলিঙ্গাত্থা যে প্রোক্তা অধ্যমন্তে ঈজাঃ স্বতাঃ ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য অধ্যম, গৌড় ও কামরূপীর ব্রাহ্মণগণ তরপেকা নৃন, কলিঙ্গাদি অধ্যম ।

বিজ্ঞাধরাচার্য্যদ্বিত জামল বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রঃ শাটকোপগনভবঃ ।

অতঃকোরি প্রতিষ্ঠানা অবস্তান্ত গুরুতম্যঃ ॥

গোড়া শাষোত্তবা সোরা মাগধা কেরলাস্তথা।

কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥

কর্ণাট-নৰ্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোত্তবাস্তথা।

কলিঙ্গাশ্চ কবলাশ্চ কাষোজাশ্চাধমা মতাঃ ॥”

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতীষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গোড়, শাব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থান-বাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নৰ্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কবল ও কাষোজবাসী গুরু অধম।

তাত্ত্বিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ জীপুত্র সকলেরই সমান অধিকার। গোতমীরত্নের প্রথমেই লিখিত আছে—

“সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।”

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

“শূদ্রাণাং প্রাণবঃ দেবি চতুর্দশধরং প্রিয়ে।

নাদবিন্দুসমায়ুক্তঃ জীর্ণাঙ্কব বরাননে ॥

মনৌ স্বাহা চ বা দেবি শূদ্রোচ্চাৰ্ণা ন সংশয়ঃ।

হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাঃ ন চোচ্চরেৎ।

মন্ত্রোপ্যাহো নান্তি শূদ্রে বিধবীজং বিনা প্রিয়ে ॥”

হে দেবি! শূদ্রের ও জীর্ণগণের প্রাণব বা বীজমন্ত্র নাদ-বিন্দুসমায়ুক্ত চতুর্দশ ধর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিধবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

“কৃষ্ণপক্ষ চাষ্টম্যাঃ শুভে লগ্নে শুভেহহনি।

পূৰ্ণভাদ্রপদায়ুক্তে মিত্ততারাধিসংযুতে ॥

অথবা অহুস্মাধায়াঃ রেবত্যাং বা প্রশস্ততে।

জানীয়াচ্ছোভনং কালং চজ্ঞাৎগ্রহণং প্রতি ॥

ইবে মাসি বিশেষণে কঠিকে চ বিশেষতঃ।

মহাষ্টম্যাং বিশেষণে ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।

রোহিণী প্রবণাত্রী চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।

পুষ্টা শততিভা টেব দীক্ষানক্ষত্রচ্যুতে ॥”

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্ত-তারাদিযুক্ত পূৰ্ণভাদ্রপদ, অহুস্মাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চজ্ঞাগ্রহণ কালে, অশ্বিন বা কার্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ ধর্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, প্রবণা, জারী, ধনিষ্ঠা, উত্তরারাত্রা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরকান্তনী, পুষ্টা ও শততিভা এই নয়টা দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাশুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

“বিষ্ণুর্বিষ্ণুতন্থান্য সৌরঃ সৌরবিদ্যাং মতঃ।

গাণপত্যন্ত দেবেশি গণদীক্ষাপ্রবর্তকঃ।

শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্বত্র দীক্ষাবাসী ন সংশয়ঃ ॥”

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর এবং গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাত্ত বিভিন্ন দেব-মূর্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্ট-দেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখে।]

তাত্ত্বিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখার ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

“সর্বের শাক্তা বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।

আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা ॥”

সকল বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপা-সকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্য)।

আচারভেদ। তাত্ত্বিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

“সর্বোচ্চাশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।

বৈষ্ণবাহুতমং শৈবং শৈবাদিক্ণিগমুত্তমম্ ॥

দক্ষিণাহুতমং বামং বাম্যাং সিদ্ধান্তমুত্তমম্।

সিদ্ধান্তাহুতমং কোলাং কোলাং পরতরং নহি ॥”

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবা-চার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কোলাচার উত্তম। কোলাচারের পর আর নাই।

বেদাচার। প্রাণতোষিণীযুক্ত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

“বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বাঙ্গহৃদরি।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপার গুরুং নবা বনামতিঃ ॥

আনন্দনাথ শব্দাত্তে পূজয়েদথ সাধকঃ।

সহস্রারবুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্ত পঞ্চতিঃ ॥

প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিত্তয়েৎ পরমাক্ষরাম্ ॥”

সর্বাঙ্গহৃদরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উত্তিগা গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রলগ্নয়ে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাপতিক্রমে চিত্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—“বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিরমতঃপরঃ।

মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিত্তৈব কারয়েৎ ॥

হিংসাঃ নিম্নাঙ্ক কোটিয়াং বর্জয়েদ্ব্যাসতোজ্ঞানম্।

রাত্রৌ নান্যাক যত্রক স্পৃশ্যৈব কথ্যচন ॥

বেদাচারের বিধি অহুসারে সর্বদা নিয়মতঃপর হইবে, মৈথুন বা জাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিম্না, কুটিলাঙ ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কখন বাশা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—“বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবহিতম্।

জরিশেষং মহাদেবি। কেরলঃ পণ্ডবতিনম্ ॥”

শৈব ও শাক্তের বৈকল্প বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তত্ত্বপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে ইহাতে কেবল পণ্ডিত্যের ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—“বেদাচারক্রমেণৈব পুঙ্খয়েৎ পরমেশ্বরীম্।

বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেদ্ব্যসনন্যাবীঃ ॥”

বেদাচার ক্রমাহুসারে আভাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—

“পঞ্চতন্ত্রং পুণ্ড্রপঞ্চ পুঙ্খয়েৎ কুলযোবিতম্।

বামাচারোত্তমোত্তমো বামা কুহা যজ্ঞেৎ পরাম্ ॥” (আচারভেদ ত’)

পঞ্চতন্ত্র অথবা পঞ্চ মকার, পুণ্ড্র অর্থাৎ রক্তবস্ত্রের রক্ত ও কুলদ্বার পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরা শক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—“শুদ্ধাশুদ্ধং তবৎ শুদ্ধং শোভনাদেব পার্জতি।

এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্ ॥”

পার্জতি। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সমদাচারতত্ত্বে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—

“দেবপুজারতোনিত্যং তথা বিকুপরো দিবা।

নক্তং ত্র্যব্যাদিকং সর্গং বখালাভেন চোত্তমম্।

বিধিবৎ ক্রিয়তে তত্ত্বা স সর্গক কলং লভেৎ ॥”

যে সর্বদা দেবপুজার নিয়ম, দিবার বিকুপরাগ হইয়া রাত্রিকালে বখালাভ ও তত্ত্বভাবে বখাবিধি মন্ত্রদান ও মন্ত্রপান করে, সে সকল বল প্রাপ্ত হয়।

কৌশাচার—“সিদ্ধান্তনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।

নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্র সাধনে ॥

কটিং শিষ্টঃ কটিং জটঃ কটিং ভূতপিশাচবৎ।

নানাবেশধর্য কৌশাঃ বিচরতি মহীতলে ॥

কর্ম্মে চন্দ্রনেহ তিরঃ মিত্রে পত্নৌ তথা শ্রীরে।

অশানে জঘনে দেবি তন্তৈব কাঞ্চনে তুণে।

ন তেদো বস্ত্র দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ ॥” (নিভ্যাত্তর)

দিক্‌কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি।

মহামন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন জট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুলা, এই প্রকার নানা বেশধারী

কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। শ্রীরে! কর্ম্ম ও চন্দ্রনে, মিত্র ও শক্রতে ভেদ নাই, অশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তুণে বাহার

ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিভ্যাত্তরে ও কুলার্গবে সাত প্রকার আচারের

কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার

এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতত্ত্বসম্বন্ধে

লিখিত আছে—

“দক্ষিণাচারতত্ত্বোক্তং কথ্য তজ্জুদ্বৈবৈকম্ ॥”

দক্ষিণাচার তত্ত্বে যেরূপ কথ্যপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে,

তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণাচারীরা বেদোক্ত বিধি অহুসারে অর্থাৎ

পণ্ডিত্যে ভগবতীর অর্চনা করিয়া থাকেন। তাহারা বামা-

চারীদের মত মন্ত্রমাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন

না। দক্ষিণাচারতত্ত্বের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাধিক

বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দক্ষিণাচারে অনেক

দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাত্তরে (৪র্থ পটল)

পণ্ডিত্যের বিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

“পঞ্চতন্ত্রং ন গৃহ্যতি তত্ত্ব নিম্নাং কয়োতি ন।

শিবেন গদিতং বস্ত্র তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্।

নিম্নায়াঃ পাতকং বেতি পাশবঃ স প্রকীর্তিতঃ।

তত্ত্বাচারং বদাম্যাপ্ত শূণ্ণ সংশয়নাসকম্।

হবিষ্যং ভক্ষয়েতিত্যং তাব্দুলং ন স্পৃশেদপি।

ঋতুস্মাতাং বিনা নারীঃ কামভাবে নহি স্পৃশেৎ।

পরজিয়ং কামভাবে দৃষ্টা সঙ্গং সমুৎসজেৎ।

সত্যজ্ঞেয়ং স্ত্রীমাংসানি পশবো নিত্যমেব চ।

গন্ধমাংসানি বহ্মাণি চীরাণি এতচ্ছের চ।

দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।

কণ্ডপুল্লারিষাংসল্যাং কুর্ধ্যারিত্যং সমাস্কুলঃ।

ঐশ্বর্য্যঃ প্রার্থয়েন্নৈব যততি তত্ত্বন তাজেৎ।

সদাশান্তং সমাকুর্ধ্যাদ্ যদি সতি ধনানি চ।

কার্পিকোহানু কিপেৎ সর্কানহকারাদিকান্ততঃ।

বিশেষেণ মহাদেবি। ক্রোধং সংবর্জয়েদপি।

কর্ম্মাচিন্দীকরেন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরী।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্তথা বচনে মম।

অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভাভ্যগ্নদানং কয়োতি চ।

সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীপাশং প্রোক্ষয়েৎ।

ইত্যাদি বহুধাচার্য্য কতিদ্বয়ঃ পশ্যামহিঃ ।

তথাপি চ ন মোক্ষঃ ত্যাংসিকিষ্টেণ কদাচন ।

যদি চক্রমণে শক্ত খণ্ডাধারে সদা নমঃ ।

পশ্যাত্যং সদা কুর্বাৎ কিঞ্চ সিদ্ধির্ন জায়তে ।

অধুৰীণে কসৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন ।

পশুর্নত্যাং পশুর্নত্যাং পশুর্নত্যাং শিবাজ্ঞয়া ।”

যাহারা পশুতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না ।

শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাণকার্য্য নিন্দ-
নীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত । তেঁমার
সন্দেহ ভগ্ননের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ
কর । প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাহুল স্পর্শ করে না,
ঋতুনাভা নিজ ভাৰ্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে
দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ
করে, মন্ত্র মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমালা, বস্ত্র ও চীর
কখন লয় না, সর্কদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে
গৃহে যায়, পুস্তকখাদিগকে অতি ঘেহের চক্ষে দেখে, তাহার
ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করেনা;
ধন থাকিলে সর্কদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন
কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ
মহাদেবি । তাহার ক্রোধ বর্জন করিয়া থাকে । পরমেশ্বরী !
এরূপ পশুদিগকে কখন নীক্ষা দিতে নাই । সত্য সত্যই
বলিতেছি, আমার কথা কখন অশ্রুতা হইবে না । অজ্ঞানে
বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর
শাপভাগী হইবে । এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে,
ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না । পশ্যাত্যং যতই কেন
করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না । হে দেবি ! শিবের
আজ্ঞা এই অধুৰীণে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না ।

এই বঙ্গদেশে তাত্ত্বিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই
বুঝায় । কাহারও মতে ইহার অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত
আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত । এখনকার
বঙ্গীয় তাত্ত্বিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়চার
মিশ্রিত দেখা যায় । কিন্তু প্রকৃত তাত্ত্বিকেরা একথা স্বীকার
করেন না ।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

“আচারো বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদভঃ ।

জন্মমাত্রঃ দক্ষিণঃ হি অভিষেকেন বামকম্ভঃ”

দেবি ! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদঃ আচার দুই
প্রকার । জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয় ।

তাব । উক্ত পাটলী আচার সিদ্ধি হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ

তিনটা ভাবের কথা বর্ণিত আছে । যথা পশুভাব, বীরভাব
ও দিব্যভাব । বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

“জন্মমাত্রঃ পশুভাবঃ বর্ষবোধশকাবধি ।

ততশ্চ বীরভাবস্ত বাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ ।

দ্বিতীয়াংশে বীরভাবঃ তৃতীয়া দিব্যভাবকঃ ।

এবং ভাবজন্মের পূর্বে ভাবমৈত্র্য ভবেৎ শ্রিয়ে ।

ঐক্যজ্ঞানং কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ ।

ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাস্যসেৎ ।”

জন্মমাত্র বোধশব্দ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে
পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব । এই
ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয় । ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার,
এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে । তাবই
মানসধর্ম্ম, সর্কদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত ।

কুজিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

“ভাবশ্চ জিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ ।

বিষয়ঃ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি ।

জীমরঞ্চ জগৎ সর্কঃ পুরুষঃ শিবরূপিনম্ ।

অভেদে চিন্তয়েৎ যন্ত স এব দেবতাত্মকঃ ।

নিত্যান্নং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যাক্ষণপূর্ণানম্ ।

নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ ।

বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং শুরৌ দেবে তথৈব চ ।

মহ্রেটচ দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা ।

বলিবস্ত্রং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্থিতে ।

শক্রং ব্রহ্মসমং দেবি চিন্তয়েৎ মহেশ্বরী ।

অরুণৈব মহেশানি সর্কৈবাং পরিবর্জয়েৎ ।

শুরোরগ্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্কসিদ্ধয়ে ।

কদম্ব্যাক্ষ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জয়েৎ ।

সত্যাক্ষ কথয়েদেবিন মিত্যা চ কদাচন ।

কেবলং দিব্যতাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।”

তাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু । হে কুল-
সুন্দরি ! এই বিষ দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ জীমর ও পুরুষ
শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা
দিব্য । সে নিত্যদান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যাক্ষণপূর্ণা, নির্ম্মল
বসন পরিধান, বেদশাস্ত্রের ও দেবতার দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও
পিতৃদেবপূজার অটুতর নিষ্ঠা, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য,
শক্রমিত্রে সমজ্ঞান, কদম্ব ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে
সর্কদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে । সর্কদা সত্য কথা কহিবে ;
কখন মিথ্যা কথা বলিবে না ।

শিদ্ধিলাভের ১০ম পটলে—

“দিব্যবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরী ॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভরানকঃ ।
দিব্যবীরৈর্মহেশানি জারতে সিদ্ধিকন্তমা ॥
দিব্যো বীরে ন ভেদোহস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ ।
দিব্যবীরো প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বভাবোত্তমো মতৌ ॥
বিনা শক্তিং ন পূজ্যন্তি যন্তমাংসং বিনা প্রিয়ে ।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনকপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥
জীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপাশ্রয়কঃ কুশঃ ।
অভাবে সৰ্ব্বদ্রব্যাগামমুচ্চরঃ কলৌ যুগে ।
অথবা পরমেশানি মানসং সৰ্ম্মমাচরেৎ ॥
মানস্ত মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা ।
যত্র ভুক্তা মহাপূজা মানসং ভোজনস্ত তৎ ॥
স্বকীর্যং পরকীর্যং বা মানসস্ত রমেৎ স্মরিতঃ ।
মানসং মন্ত্রমাংসাদি স্বীকুর্য্যং সাধকোত্তমঃ ॥
স্বল্পকুসুমং তদ্ব্যমানসং সপ্তমাচরেৎ ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং ।
সৰ্ব্বস্ত মানসং কুর্য্যন্তেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ ।
ন কলৌ প্রকৃত্যচারঃ সৎপরায়ণনি নৈব সঃ ॥
মানসেনৈব ভাবেন সৰ্ম্মসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥”

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম । বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে । শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক । দিব্য ও বীরভাবে প্রোক্ত নাই । বীরভাব অতি উচ্চত । সৰ্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিধ বর্ণিত হইছে । শক্তি বা মন্ত্র, মন্ত্র, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই । জীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যায়ক কুশ । সৰ্ব্ব-দ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অমুচ্চর আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ত্ত করিবে । মানসমান, সৰ্ম্মদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজ্যভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীর্য বা পরকীর্য নারীর রমণ করিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মন্ত্রমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বল্পকুসুম ও উপাচার দিবে । মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে । কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই । এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সৰ্ম্মসিদ্ধি লাভ হয় ।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্বেই লিখিত হইয়াছে । ক্রতু-যামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

“হৃগাপূজা বিষ্ণুপূজা শিবপূজা নিত্যশঃ ।

অবস্তাং হি যঃ কয়োতি স পশুভবঃ স্তবঃ ॥

কেবলং শিবপূজা যঃ কয়োতি চ সাধকঃ ।
পশুনাং মধ্যস্তঃ শ্রীমান্ শিবরা সহ চোত্তমঃ ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশুনাং মধ্যমঃ স্তবঃ ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্য্যন্তি সৰ্ম্মদা ॥
পশুনামধ্যমাঃ প্রোক্তা নরকাহা ন সংশয়ঃ ।
স্বং সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসেবনম্ ।
কৃষ্ণাঙ্গসৰ্ম্মভূতানাং নারিকানাং মহাপ্রভো ।
যক্ষীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং ॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা ।
তথা শ্রীভারতব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ ॥
তেষামসাধ্যাতুতাদিদেবতা সৰ্ম্মকামহা ।
ব্রহ্মসেবাং পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাং পরোক্ষনঃ ॥”

যে নিতাই হৃগাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম । পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপ-দেবতার সৰ্ম্মদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ । যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সৰ্ম্মভূত, নারিকা, যক্ষীণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে । আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও ভারতব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, স্তবরাং সাধনযোগ্য নহে । বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে ।

কৃত্রয়ামলের মতে—

“পশুভাবস্থিতো মস্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাশ্চ ॥
যদি পূৰ্ণাপরমহং মহাকৌলিকদেবতাম্ ॥
কুলমার্গস্থিতো মস্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতঃ ।
যদি বিভাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাশ্চ ॥
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহুস্তি সরোত্তমাঃ ।
বাহ্যকরক্রমলভ্যতপতরন্তে ন সংশয়ঃ ॥”

যদি পূৰ্ণাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল শিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে । মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয় । বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে । যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাহ্যকরতত্ত্বভার অবিপত্তি অর্থাৎ বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে ।

অভিবেদ্য । আত্মিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপুঙ্খ বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

“অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কোলিকী।

এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিরোজয়েৎ ॥...৷

নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কোলিকী।

বসেচ্চ যৌবনং বাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥”

বীর ও কুলঙ্গী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলঙ্গীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টিভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তাত্ত্বিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তাত্ত্বিককার্য্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই ক্রিয়ার নাম পট্টিভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

“গুরুপদটিমার্গেণ বোধং কুর্য্যাচ্চিক্ষণঃ।

পাশমুক্তক্ষণাক্রিয় পরানন্দমরো ৷৷৷৷

বোধবিধা শিবঃ সাক্ষার পুনর্জন্ম ৷৷৷৷

এবা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবি ৷৷৷৷

সঙ্গীতবদীনযুক্তেন সুরয়া পুরিতে ৷৷৷৷

অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্ত আচার্য্যস্তাত্ত পার্কতি ॥

পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃত্যুশ্চ কুলনারিকে।

সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসামুখ্যাপুং ৷৷৷৷

তেন মুক্তিং ব্রহ্মতীতি শাস্তবী বাক্যমব্রবীৎ ॥”

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদেষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও রেশ পরিশুভ্র হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। মৎস্তমতাদিমুক্ত এই কঠোর দীক্ষার জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে কুলনারিকে। যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসামুখ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

“বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমালীহ্নগজয়েৎ।

গুপ্তভাবেন কুর্য্যন্তো নরায়োক্তং বয়ঃ পুরা ॥

প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবন্ধনঃ।

নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্ ॥

নাভিষেকং বিনা কোণঃ কেবলং মন্তসেবনাৎ।

পূর্ণাভিষিক্তঃ কোলঃ তাত্ত্বজ্ঞাবীণঃ কুলার্জকঃ ॥

তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্নে সর্কবিষোপপাতয়ে।

যথাশক্ত্যুপচারেণ বিয়েৎ পূজয়েৎগুরুঃ ॥

গুরুশ্রেণাধিকারীত্যাং শুভপূর্ণাভিষেচনে।

ভদ্রাভিষিক্ত কোলেন তৎসর্কং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥

খাত্তাং বিন্দুসংযুক্তং বীজমন্ত প্রকীর্ত্তিতম্।

গণকেহস্ত ঋষিচ্ছন্দো নীচুয়িত্ত দেবতা ॥

কর্তব্যকর্ম্মণো বিশ্বশাস্তার্থে বিনিয়োগিতা।

ষড়্ দীর্ঘযুক্তমুলেন বড়ালানি সমাচরেৎ ॥

প্রাণায়াম ততঃ কৃৎযা ধ্যয়েৎগণপতিং শিবে।

সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মেদধানং ॥

খড়্গপাশাঙ্কুশেষ্টাত্তকরবিলম্বাক্ষীপূর্ণকুন্তং।

বালেন্দুদীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূর্বাঙ্গগুণং ॥

ভোগীশ্রী বহুভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং।

ধ্যাইবৎ মানসৈ বিষ্টা। শীঠশক্তিং প্রাপুজয়েৎ ॥

তীত্রা চ জালিনী নন্দা ভোগরা কামরূপিনী।

উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিয়বিনাশিনী ॥

পূর্ব্বাদিতোহর্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।

পুনর্ধাওয়া গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারটকঃ ॥

অভ্যর্চ্য চ চতুর্দিকু গণেশং গণনায়েকং।

গণনাথং গণক্ৰীড়ং যজ্ঞেৎ কোলিনিসত্তমঃ ॥

একদণ্ডং বক্রভুগুং লম্বোদরগজাননো।

মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিশ্বনাশনং ॥

ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দিকৃপালাংশ্চ প্রাপুজয়েৎ।

তেষামন্ত্রানি সংপূজ্য বিয়রাং বিসর্জয়েৎ ॥

এবং সংপূজ্য বিয়েশমধিবাসনমাচরেৎ।

ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ ব্রহ্মজ্ঞান কুলসাধকান্ ॥

ততঃ পরদিনে দাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।

আজমুক্ততাপান্যঃ ক্ষারার্থং তিলকানন্দম্ ॥

উৎসৃজেৎ কোলতৃপ্যার্থং ভৌতীকৈকমপি প্রিয়ে।

অর্ধ্যং দত্তা দিনেশার ব্রহ্মবিজ্ঞবগ্রহান্ ॥

অর্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বহুধারাং প্রকল্পয়েৎ।

কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বুদ্ধিশ্রাং সমাচরেৎ ॥

ততো দ্বা গুরোঃ পার্থঃ শ্রুণো শ্রীর্থেদৈবদং।

এহি নাম কুলচারণলিনীকুলব্রজত ॥

স্বংপাদাভোরুহচ্ছায়াং দেহি মুক্তিং কপালিনে ॥

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ তত্ত্বপূর্ণাভিষেচনে ॥
 নির্যাসঃ কৰ্ণশঃ সিদ্ধিযুগৈশ্চিৎ প্রসাদতঃ ।
 শিবশক্ত্যাক্ষর্যং বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
 মনোরথমসী সিদ্ধিকারিত্যং শিবশাসনাৎ ।
 ইখমাজ্ঞাং শুভোঃ প্রাপ্য সৰ্বোপশ্রবশান্তরে ॥
 আয়ুৰ্দ্ধী বলায়োগ্যায়ান্তো সঙ্কল্পমাত্রয়েৎ ।
 তত্ত্ব কৃতসঙ্কল্পো বহ্নালকারত্ববৈঃ ॥
 কারণৈঃ শুদ্ধিসিদ্ধিতেরত্যাক্ষ্যং বৃন্দাদ্গুরুং ।
 অকর্মণ্যাহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিহ্নিতে ॥
 চিত্তধ্বজপতাকান্তিঃ কলপুষ্পেণ শোভিতে ।
 কিত্বিনীজালমালাভিচ্ছত্রাতপবিভূষিতে ॥
 যতপ্রদীপাবলিসিদ্ধিমোলেপবিবর্জিতে ।
 কপূরসিদ্ধিতেষু গৈরিকপুটৈঃ স্নানসিদ্ধিতে ॥
 ব্যজ্রনৈশ্চামরৈর্বৈদ্যৈর্গণাভৈরলঙ্কিতে ।
 সার্বভৌমিত্যং দেবীমুক্তকৈশ্চতুরঙ্গলাং ॥
 রচয়ন্তু স্বয়ং তত্ত্ব চূর্ণৈরক্ষতসমুদৈঃ ।
 পীতরক্তাসিতথেষতস্ত্র্যমলৈঃ স্নানোহরৈঃ ।
 মণ্ডলাং সৰ্বভোক্তাঃ বিদধ্যাং ত্রীশুরুসমুদৈঃ ॥
 য য কলোক্তবিধিনা কুর্ধ্যাদর্কা বিধিক্রিয়াং ।
 কৃষা পুরোক্তবিধিনা পঙ্কতস্থানি শোধয়েৎ ॥
 সংশোধ্য পঙ্কতস্থানি পূরকক্লিত মণ্ডলে ।
 অর্ঘ্যং বা রাজতং তাত্র্যং যুগ্মং ঘটমেব বা ॥
 কালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যাক্তবিচারিতম্ ।
 স্থাপয়েৎ কুবীজেন সিন্দুরেণাক্ষয়েৎ ত্রিযা ॥
 ককার্যভৈরবকামাভৈরবগৈর্ধিম্বিভূষিতৈঃ ।
 মূলমন্ত্রপ্রজাপেণ পুরয়েৎ কারণেন তং ॥
 অথবা তীর্থভোয়েন শুদ্ধেন পান্যসপিবা ॥
 নবরত্নং স্নবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ৰিপেৎ ।
 পনসোড়শব্রাহ্মণকুলত্রিসমুদ্রং ॥
 পল্লবং তদুপে দধ্যাৎগুত্বেন কৃপানিধিঃ ।
 সরাং নার্তিককাপি কলাকৃতসমবিতং ॥
 রমাং মায়্যং সমুচ্চায়াং স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি ।
 ধরীদ্বারস্থেয়ং প্রীত্যং ততঃ ধরাননে ॥
 শক্তৌ রক্তং শিবং বিকৌ খেতবাসঃ প্রকীর্তিতং ।
 স্থাং হীং মায়্যং রমাং স্থাং হিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
 নিঃক্ৰিপ্য পঙ্কতস্থানি নবপাণ্ডিণি বিতসেৎ ।
 রাজতং শক্তিপাত্রং ত্র্যম্বকপাত্রং হিরণ্যম্ ॥
 ত্রীপাত্রং মহাপদ্মং তাম্রাভ্রজানি কল্পয়েৎ ।
 পান্যপান্যকৌহলান পান্যনি পরিবর্জয়েৎ ॥

শক্ত্যা একরয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা অপূজনে ।
 পাত্রাণাং স্থাপনং কৃষা শুক্লং দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
 ততঃসমুদয়ং পূর্ণপটমভ্যর্কয়েৎ স্বয়ীঃ ।
 দর্শয়িত্বা যুগ্মদীপৌ সৰ্বকৃতবলিং হরেৎ ॥
 প্রাণারামং ততঃ কৃষা ধ্যায়া বাহু মহেশ্বরীম্ ।
 শশক্ত্যা পুঙ্করেদ্রিষ্টাং বিতশাষ্টাং বিবর্জয়েৎ ॥
 হোমন্ত কৃষা নিশাৎ কুমারীশক্তিসাধনং ।
 পুষ্পচন্দনবাসোতিরক্কয়েৎ স শুক্লং শিবং ॥
 অমৃগুহুত কোল মে শিখ্যং প্রতিকুলত্রতাঃ ।
 পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবত্তিরহুমন্ততাম্ ॥
 এবং পূজিত চক্রেণ তে ক্রয়ুগ্ধর্মাদরাৎ ।
 মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাশ্রয়ঃ ॥
 শিখ্যো ভবতি পূর্ণন্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ ।
 শিখ্যেণ চ শুক্লদেবীমর্জয়িত্বাচিত্তে ঘটে ॥
 কামং মায়্যং রমাং জপ্তাং চালয়েদনটমুদম্ ।
 উত্তীষ্ঠ ত্র্যম্ব কলসমুত্তরাত্মিন্যং শুক্লং ॥
 মন্ত্রেণৈতর্বক্ষ্যমাণৈরভিষেকে কৃপায়িতঃ ।
 শুভপূর্ণাভিষেকস্ত সন্যাসিব যথিঃ স্মৃতঃ ॥
 ছন্দোহুইপু দেবতাত্তা প্রণবঃ বীজমীরিতং ।
 শুভপূর্ণাভিষেকঃ, ত্র্যম্বকঃ, বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥”

সত্য, ত্রেতা ও ত্র্যম্বক-এই পূর্ণাভিষেকের বিধান
 সত্যশ্রয় গুণ ছিল। কান্ড গুণভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া
 মানবগণ মোক্ষলাভ লাভিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব
 বৃদ্ধি হইবে, তখন কুল্যচারী মানবগণ রাজিকালে বা দিবসে
 প্রকৃতভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে
 কেবল মন্ত্রসেবন করিলেই কোল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভি-
 ষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চক চক্রাধীশ্বর ও কোল হইতে
 পাবেন। অভিষেকের পূর্বে দিন শুক্ল সর্ববিধ শাস্তির উদ্দেশে
 যথাপক্তি উপচার দ্বারা বিষরাজের পূজা করিবেন। যদি শুক্ল
 শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে
 অভিষিক্ত কোল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

এই বর্ষের অন্তিম বর্ষে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ)
 গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের কবি গণক,
 ছন্দঃ নীহুৎ, দেবতা বিদ্য, কর্তব্যকর্মের বিষয়ান্তির নিমিত্ত
 বিনিয়োগ কর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টি দীর্ঘবর ব্রহ্ম মূল

* ব্রহ্মাদিত্যাস বখা—অন্ত গণপতিবীজমন্ত্র গণককবিঃ
 নীহুৎছন্দো বিদ্যো দেবতা কর্তব্যাত্ত পূর্ণাভিষেককর্মণো
 বিষয়ান্ত্যার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় কন্ডে নমঃ।
 মুখে নীহুৎছন্দে নমঃ। হৃদয়ে বিদ্যায় দেবতায়ৈ নমঃ।
 কর্তব্যাত্ত শুভপূর্ণাভিষেককর্মণো বিষয়ান্ত্যার্থে বিনিয়োগঃ।

বস্তু দ্বারা বড়লভাস করিবে *। অনন্তর প্রাণারাম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্ধুরের দ্বার রক্তবর্ণ, যিনি ময়নজরবিশিষ্ট, বাহার ভরত হুগতর, যিনি বাহচতুর্ভুজ দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অশ্বপু ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুভদ্বারা বাকীপূর্ণ কৃত্ত ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা বাহার মৌলি শোভমান হইতেছে, বাহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, বাহার গণ্ডহর সর্পদ্বা মদশ্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; বাহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজন কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া (প্রথম উচ্চারণপূর্বক চতুর্থা বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গুরু পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তি-দিগের পূজা করিবে। তীত্রা, জালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিষবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রথমে পাঠপূর্বক নমঃ পঞ্চাঙ্গ নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিক-শ্রেষ্ঠ পুনর্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতন্ত্ররূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাহার চতুর্দিক, গণেশ, গণনাথ, গণনাথ, গণজীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূতাত, বিরূপাক্ষ ইহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ত্রাসী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্-

* অজুত প্রভৃতি বড়লভাস যথা—গায়ত্রীভাষ্য নমঃ।
গীঃ তর্জনীভাষ্য বাহা। গুং মধ্যমাভাষ্য ববটু। গৈম্ অনামিকাভাষ্য হুম্। গোং কনিষ্ঠাভাষ্য বোবটু। গঃ ক্র-তলপৃষ্ঠাভাষ্য অজ্ঞার কটু। ছদরা দি বড়লভাস যথা—গাং ছদরার নমঃ। গীঃ পিরসে বাহা। গুং শিখাটৈ ববটু। গৈং কবচার হুম্। গোং নেত্রদ্বারার বোবটু। গঃ ক্রতল পৃষ্ঠা-ভাষ্য অজ্ঞার কটু।

† গং এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্বক প্রাণারাম করিতে হইবে।

‡ পূর্বদিকে, এতে গুরুপুষ্পে ও তীত্রাটৈ নমঃ। অধি কোণে, এতে গুরুপুষ্পে ও জালিনীটৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ও গজাটৈ নমঃ। নৈঋতকোণে, ও ভোগদাটৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ও কামরূপিণী নমঃ। বায়ুকোণে, ও উগ্রাটৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ও তেজস্বতী নমঃ। ঈশানকোণে, ও সত্যাটৈ নমঃ। মধ্য, ও বিষবিনাশিনী নমঃ।

পালের পূজা করিয়া বিষ্ণুপাদিগের অঙ্গসমুদায়ের পূজা পূর্বক (বিষ্ণুরাজ কনক এই বাক্য দ্বারা) বিষ্ণুরাজের বিল-র্জন করিবে।

এইরূপে বিষ্ণুরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে ধ্যানপূর্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুণ্যের কয়ের নিমিত্ত তিলকাক্ষন উৎসর্গ করিবে।** প্রিঃ। তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটা ভোজ্য উৎসর্গ করিবে ††। পরে স্বর্ঘ্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইহাদের পূজা করিয়া বহুধারা দিবে। পরে কর্ণের অভ্যাধার কামনার বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিবে।

অনন্তর শুক্ল নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বসন্ত। কৃপানিধে। এখন আমার মতকে ভবদীর চরণ কমলের দ্বারা প্রদান করুন। মহাতাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্বিয়ে কার্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞাফলস্বারে পূর্ণাভিষেকে অতি-

** এতে গুরুপুষ্পে ও কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গুরুপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ। এতে গুরুপুষ্পে ও গণনাথায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ও তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক রাশিহে ডাকরে অমুকতিথৌ অমুকবারে জঘূরীপাক্তগতভারতবর্ষৈক-দেশস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক-বেদান্তগতামুকশাখাধারী শ্রীঅমুকদেবশর্মা আভ্যাক্তদেশেব হ্রত পুত্রকরকামঃ অমুকগোত্রার অমুকপ্রবরার ভারতবর্ষৈক দেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তগতামুকশাখাধারিনে শ্রীঅমুকদেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাকনসহিতান্ তিপানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিল কাকন উৎসর্গ করিবে।

ও তৎসদন্ত অমুকে মাসি * অমুক পক্ষে অমুক রাশিহে ডাকরে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুক-প্রবরঃ অমুকবেদান্তগতামুক শাখাধারী শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৌলপরিভূক্তিকামঃ অমুকগোত্রার অমুকপ্রবরার অমুক-বেদান্তগতামুকশাখাধারিনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলার দাতুং ভোলাসহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

রিত হইবে। মহেশ্বরের আশীর্বাদে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিব গুরুর নিকট এই আশা প্রার্থ্য হইয়া সর্বোপায় শক্তির নিমিত্ত এবং আত্ম, লক্ষী, বল ও আশীর্বাদ প্রার্থির নিমিত্ত সংকল্প করিবে ॥

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও ক্ষুদ্র লিখিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্জনা করিয়া বরণ করিবে ॥

গুরু গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। এই গৃহে মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্ল-
রাশি দ্বারা সজ্জিত থাকিবে। কিম্বদীপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র
শক্তিকাসমূহের দ্বালায় বিদ্যুৎ বিচিত্র চক্ৰাতপ দ্বারা এই
গৃহ আলোকিত হইবে। সে স্থলে একদল বৃত্তপ্রদীপশ্রেণী আলিয়া
দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে
না। কপূর লিখিত শালনির্ধান নির্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান
স্বাসিত হইবে। টানাপাখা, ভালবুত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও
বর্ষণাদি দ্বারা সেই গৃহ অসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অন্ত্যস্তরে চারি দিকস্থি উক্ত সর্পি হস্ত-
পরিমিত ধূম্রী বেদী রচনা করিবেন। অন্তর পীত, রক্ত,
কৃষ্ণ, খেত, শ্রামল, এই পঞ্চবর্ণের অঙ্কত চূর্ণ দ্বারা স্তম্ভনোহর
সর্বতোভিত্ত বস্তু রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কলোক্ত
বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদার কার্য সমাপন করিয়া
মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্বকরিত সর্বতোভিত্ত বস্তুগুলির
উপরি, সূর্য নির্মিত, রক্ত নির্মিত, তাম্র নির্মিত, অথবা

• ও তৎসদৃশ অমুক মাসি অমুক রাশিহে ভাকরে
অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক
গোত্রঃ অমুকঐবরঃ অমুক বেদী অমুকপাখ্যাদারী কুমারিকা-
খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্মা
নিঃশেখোপজ্ঞবশাভিকামঃ আয়ুলক্ষীবলারোগ্যকামশ শুভ-
পূর্ণাতিবেচনমহঃ করিতে। এই বাক্য পাঠ করিয়া
সংকল্প করিবে।

• ও তৎসদৃশ অমুক মাসি অমুক রাশিহে ভাকরে
অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক
গোত্রঃ অমুকঐবরঃ অমুক বেদী অমুকপাখ্যাদারী কুমারিকা-
খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্মা
অমুক গোত্রঃ অমুক ঐবরঃ অমুক বেদীনম অমুক পাখা-
খ্যারিনঃ কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেীয়ামুক গ্রামনিবা-
সিনঃ শ্রীমন্তমুকানন্দনাথঃ গুরুবেদন ভবন্ত্য বজ্রালকারাদি-
ভিরহঃ বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ
করিবে।

মুত্তিকা নির্মিত ঘট আনয়নপূর্বক কট্ট এই বস্ত্র দ্বারা এই ঘট
প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দরি ও অন্ধক বিলেপনপূর্বক
প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহা এই মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে
শ্রী এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে।
অনন্তর চক্রেবিন্দুবিভূষিত কৃষ্ণ অথবা অপর্যাপ্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের
মহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা এই ঘট পূর্ণ
করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিদ্যুৎ সলিল দ্বারা
ঘট পূর্ণ করিয়া পঞ্চাশৎ নবরত্ন বা সূর্য এই ঘট মধ্যে নিক্ষেপ
করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু এই এই বীজ উচ্চারণ-
পূর্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উড়ুধর, অখণ্ড, বকুল ও আম্র,
এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রী হ্রী এই মন্ত্র উচ্চা-
রণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসম্বিত সূর্যময়, রক্তময়,
তাম্রময় বা মুগের শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরা-
ননে। বস্ত্রমূল দ্বারা এই ঘটের প্রীতাবদ্ধন করিবে। শিবে।
শক্তিময়ে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুময়ে খেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে
হ্রী হ্রী হ্রী শ্রী হ্রীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্বক হিরীকৃত
অস্ত্র ঘট পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিভাজ্য করিবে।

শক্তিপাত্র ব্রহ্মতনির্মিত, গুরুপাত্র সূর্যনির্মিত, শ্রীপাত্র
মহাশিবিরচিত ও অস্ত্র সমুদার পাত্র তাম্র নির্মিত করিতে
হইবে। মহাশিবীর পূজাকালে পাখ্যানির্মিত পাত্র, কাঠ-
নির্মিত পাত্র ও লৌহনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া
শক্ত্যানুসারে অস্ত্র পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে।
পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ
ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত-
পূর্ণ ঘটের অর্জনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্বক
পূর্বোক্ত বস্ত্রপাঠ করিয়া সর্বভূত বলি প্রদান করিবে।
অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া বজ্রলঙ্ঘন করিবে।
পরে প্রাণারাম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্বক
অশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে,
কোন মতে বিস্তরিত করিবে না। শিবে। সৎগুরু,
হোম পর্যন্ত সমুদার কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুণ্য চন্দন ও বস্ত্র
দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিসাধকদিগকে অর্চিত করি-
বেন। হে কুলশ্রুত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের
প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাতিবেক সংকারে
আপনারা অহুগ্রহ প্রদান করুন।

চক্রেবর এইরূপ প্রসন্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্বক
বলিবেন যে, মহামার্যার প্রসাদে এবং পরমেশ্বার প্রভাবে
আপনকার শিষ্য পরমভক্তপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

অর্জিত বটের ঊপরি স্ত্রী স্ত্রী এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্জল বট চালাইয়া করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিলাভ ও দেবতা ব্রহ্মকলস তুমি উদ্যান কর। আমার শিশু তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

শুক এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃশায়ুক্ত ভ্রমরে উত্তরাতিমুখে শিয়াকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাতিবেকে ঋষি সদাশিব, হনুঃ অহুটপু, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাতিবেকার্থে বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে।

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

“শুভবস্তুাতিবিষক্ভ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
 দুর্গা লক্ষ্মী ভবান্ত্র্যামতিবিষক্ভ মাতরঃ ॥
 যোড়নী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দিনী ।
 এতাস্ত্র্যামতিবিষক্ভ মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥
 জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ পরম্বতী ।
 এতাস্ত্র্যামতিবিষক্ভ বগলা বরদা শিবা ॥
 নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ।
 ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী স্ত্র্যতিবিষক্ভ শক্তরঃ ॥
 ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা ।
 প্রজ্ঞাপতির্দেবী শান্তিরতিবিষক্ভ তে সদা ॥
 মহাকালী মহালক্ষ্মীমহানীলপরম্বতী ।
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিক্ত সর্ঙ্গদা ॥
 মন্ত্রঃ কুর্শো বরাহচ নৃসিংহো বামনস্তথা ।
 রামো ভার্গবরামস্বামতিবিষক্ভ বারিণা ॥
 অসিতোল্লস্কচণ্ডঃ ক্রোধোদভরকরঃ ।
 কপালী ভীষণশ্চামতিবিষক্ভ বারিণা ॥
 কালী কপালিনী কুমা কুরুকুমা বিরোধিনী ।
 বিপ্রচিন্তামহোগ্রাস্ত্র্যামতিবিষক্ভ সর্ঙ্গদা ॥
 ইন্দ্রোয়িঃ শমনোরক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা ।
 ধনমন্ত মহেশানঃ সিক্তমায়ঃ দিগ্বীরাঃ ॥
 রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ ।
 রাহুঃ কেতুঃ শুনকজা অভিষিক্ত তে গ্রহা ॥

• মন্ত্র বধা—এবার শুভপূর্ণাতিবেকমজ্ঞাণঃ সদাশিব ঋষিরহুটপুছল আত্মকালী দেবতা ও বীজ শুভপূর্ণাতিবেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মূখে অহুটপু ছন্দসে নমঃ। স্বহরে আদ্যাটের কালিকাটের দেবতারে নমঃ। শুক্রে ও বীজার সময়ঃ। শুভপূর্ণাতিবেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিভাস করিতে হইবে।

নকত্রঃ করণং যোগো যারিঃ শ্বেদকৈবিকানি চ ॥
 শতুমোহায়নকায়মতিবিষক্ভ সর্ঙ্গদা ॥
 লবণেশুহরাসর্গসিদ্ধিহয়নকায়কঃ ॥
 সমুদ্রাতিবিষক্ভ মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥
 থলা স্বর্ষ্যস্বতা রেখা চন্দ্রভাণা পরম্বতী ॥
 পরম্বগুণী কুতী শ্বেতগণা চ কৌশিকী ॥
 অনন্তাত্মা মহানাগাঃ স্পর্গাত্মা পতত্রিণঃ ।
 তরবঃ কল্পবৃক্ষাত্মাঃ সিক্তঃ স্বাঃ দিগ্বীরাঃ ॥
 পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ ।
 পূর্ণাতিবেকসন্তী অভিষিক্ত পাণ্ডবা ॥
 দৌর্গাধ্যঃ দ্বর্ষশোরেণা দৌর্মেনস্তঃ তথা শুভঃ ।
 বিনশ্চত্বিবেকেণ কালীবীজেন তড়িতাঃ ॥
 ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা য়ে রিষ্টকারিণঃ ।
 বিজ্ঞাত্তে বিনশ্চন্ত রমাবীজেন তড়িতাঃ ॥
 অভিচারকৃত্য দোষা বৈরিসম্রোদ্ধবাস্চ যে ।
 মনোবাক্কারজাদোষা বিনশ্চত্বিবেচনাং ॥
 নশ্চত্বিগদঃ সর্গাঃ সম্পদঃ সন্ত হুহিরাঃ ।
 অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্ত মনোরথাঃ ॥
 ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মট্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্ ।
 পশোমুখানকমন্ত্রং পুনঃ সংপ্রাণয়েদুত্তরঃ ॥
 পূর্নোক্ত নামা সংবোধ্য জাপয়ন্ শক্তিসাধকান্ ।
 মন্ত্রানন্দনাথান্ত্র্যামায়ানং কৌলিকো শুরঃ ॥
 ঋতমন্ত্রশুরোব্রহ্মে সংপূজ্য নিম্ন দেবতাম্ ।
 পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ শুক্লমত্যর্কয়েজতঃ ॥
 গোভূহিরণ্যবাসাঙ্গি নানালঙ্করণানি চ ।
 শুরবে দক্ষিণাং দক্ষা যজ্ঞে কৌলান্ শিবান্ধকাম্ ॥
 কৃতকৌলার্কিনো দীর্ঘঃ শান্তোহুতিবিনম্রাতিভঃ ॥
 ত্রিপুরোচ্চরণো স্পৃষ্টা ভক্ত্যা নম্বেদমর্ষরেণ ॥
 ত্রিমাধ জগতাং নাথ মর্যাদ করুণানিধে ।
 পরম্বতপ্রদানেন পুরমায়ম্মনোরথম্ ।
 আজ্ঞাং য়ে দীর্ঘতাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ ।
 সজ্জিয়ার বিনীতার দদামি পরমাম্বতপুষ্টিম্ ॥
 চক্রেণ পরমেশান কৌলপঞ্চভাসর ।
 কৃতার্থঃ কুরু সংশিবাং দেহামুটৈ কুলাম্বতম্ ॥
 আজ্ঞামাদার কৌলীশং পরমাম্বতপুষ্টিম্ ।
 সজ্জিকং পামপাত্রং শিবাহুতে সর্বপণে ॥
 হস্তস্থিত্যঃ গুরুদেবীঃ ক্রবসংলগ্নভয়না ।
 স্বস্ত্যশিবাচ্চ কৌলানাং কুর্কে চ ভিলকং জপে ॥
 তত্তাঃ প্রমুদতত্বানি কৌলেক্যঃ পরিবেশয়ন্ ॥

চক্রাঙ্কটানবিধিনা বিবধ্যাং পানতোজনম্ ।

ইতি তে কথিতং দেবি ভক্তপূর্ণাভিবেচনম্ ।

ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবম্বলসাদনম্ ॥

নবরাত্র্যং সপ্তরাত্র্যং পঞ্চরাত্র্যং ত্রিরাত্র্যকম্ ।

অথবাশোক্তরাত্র্যকং কুর্বাণ্যং পূর্ণাভিবেচনম্ ॥

সংস্কারেহস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকরাস্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

নবরাত্র্যং বিধাতব্যং সৰ্ব্বতোভ্যস্তমঙলম্ ॥

নবনাতং সপ্তরাত্র্যে পঞ্চাঙ্কং পঞ্চরাত্র্যকে ।

ত্রিরাত্র্যে বৈকরাত্র্যে চ পদ্মমষ্টদলং ত্রিরাত্র্যে ॥

মঙলে সৰ্ব্বতোভ্যস্তে নবনাভেহপি সাধকৈঃ ।

হৃদ্যপানীয়া নব ঘটাস্তাঃ পঞ্চাঙ্কং পঞ্চসংখ্যকাস্তাঃ ॥

নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটক্ষেপঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

অষ্টাবরণদেবাংস্তে কেশরাস্মিন্ পূজয়েৎ ॥

পূর্ণাভিষেকসিদ্ধান্যং কৌলান্যং নির্দলশাস্ত্রনাম্ ।

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ জ্ঞাপাৎ ব্রব্যভুক্তির্কীর্ত্তয়তে ॥”

শুদ্ধগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। হুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ঘোড়শী, তারিণী, নিত্য্য, স্বাহা, মহিষমর্দিনী ইহারা মন্ত্রপুতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বঙ্গলা, বরদা, শিবা, ইহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, মৌরী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, তন্ত্রকালী, ভূটী, পুটী, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইহারা সৰ্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, অচণ্ডা ইহারা সৰ্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মংস্ত, কুর্দ, বরাহ, নুসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইহারা সৰ্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুদ্র, চণ্ড, ক্রোধোদ্ভূত, ভয়ঙ্কর, কপালী, জীবগ, ইহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুলা, কুরুকুলা, বিরোধিনী, বিগ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইহারা সৰ্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, শিতৃপতি, নৈৰ্ভত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টমুখগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অগ্নি প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি করণগণ, বিকৃত প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, চন্দ্রগণ কৃষ্ণগণ, রিদগণ, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি ঋতুসংসার, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ

ইহারা সৰ্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুর্যাসমুদ্র, স্বতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, হৃদয়সমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপুতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চম্পভাগা, সরস্বতী, সরযু, গওকী, কুতী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইহারা মন্ত্রপুতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাহুকি, গয় প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কুরুবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্লতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতল-চারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার হুর্ভাগা, অবশ, রোগ, দৌৰ্দ্দন্য, ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, ঘোগিনীগণ, ইহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্ট-কারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অতিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কারিক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ হ্রিতত্তর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিবা পুত্র নিকট নীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ণনাম গ্রহণ-পূর্বক শিষ্যকে সযোধান করিয়া আনন্দনাথস্ত নাম প্রদান করিবেন। শিবা গুরু মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতষো-পচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অতীত দেবতার পূজা করিয়া গুরু-পূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, কুমি, হুর্বণ, বজ্র, পেরুদ্রা, জলকার এই সমুদায় দক্ষিণাশ্রয়ান করিয়া সাংসার শিবম্বলগণ কৌল-দিগের পূজা করিবে। পরে জানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চনাপূর্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া তজ্জি লহকারে ত্রিগুণ চরণস্পর্শপূর্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, জ্ঞানার্থ আপনি লগতের নাথ, আদ্যার নাথ ও ককণ-নিধি। আপনি পরমাত্ম প্রদানপূর্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ। আপনারা প্রত্যেক শিবম্বলী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

আমি এই বিনয়দম্পন সংশ্লিষ্টকে পরমামৃত প্রদান করি।
(কৌলগণ কহিবেন), চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।
আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্কর স্বরূপ। আপনি এই
সংশ্লিষ্টকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত নিউন।

পরে গুরু কৌলদিগের অমুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি
সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্ট হস্তে সমর্পণ করি-
বেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে বহুদয়ে আনয়ন করিয়া
স্রবসংলগ্ন ভদ্র দ্বারা বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক
করিয়া দিবেন। অনন্তর প্রসাদতরঙ্গ সমুদার কৌলদিগকে
পরিবেশন করিয়া চক্রাচ্যুতানের বিধানাঙ্কসারে পান ও ভোজন
করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ পূর্ণাভিষেক কহি-
লাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবকলাভ হয়।

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি
পূর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশ্বর! এই সংস্কারে পাঁচটি কর
আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্কতো-
ভক্তমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে সপ্তরাত্রি অভিষেক
হলে নবনাভমণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক হলে পঞ্চাঙ্গমণ্ডল,
ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক হলে অষ্টদলপদ্ম রচনা
করিতে হইবে। সাধকগণ সর্কতোভক্তমণ্ডলে এবং নব-
নাভমণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাঙ্গমণ্ডলে পাঁচটি ঘট
স্থাপন করিবে। অষ্টদলপদ্ম হলে একটি মাত্র ঘট স্থাপন
করিতে হইবে। এই পদ্মের কেন্দ্রদিকে অঙ্গদেবতা ও
আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। বাহারা পূর্ণাভি-
ষেকে অভিষিক্ত কোল, বাহারা নির্মল হৃদয়, তাঁহাদের দর্শন,
স্পর্শন বা শ্রাব্য দ্বারা ভ্রাতৃ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধক ও সাধিকা। তাত্ত্বিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণ ও
ভেদে বর্ণিত আছে। নিম্নতর ভেদে (১১শ পটলে) মতে—

“আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে।

তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥

নিরাশঙ্ক সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বর।

ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥

শক্তিমাত্রং বজ্রেশ্বরী ভক্তো বোগপারায়ণঃ।

অভিষেকেন সৈবেশৈ তৈরবো ভারতে ভূবি ॥

অবধৃতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলস্বশরি।

অশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলবোধিৎপারায়ণঃ ॥

কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সূরা।

নির্ঘন্যে নিরঙ্করো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ ॥

শুদ্ধদেবরতঃ শান্তো দৃঢ়াঙ্গাব্যবহিক্তঃ।

রক্তচন্দনলিঙাকো রক্তকোপীনমুখঃ ॥

উদারচিত্তঃ সর্কজ বৈষ্ণবচারভংগরঃ।

কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবন্দ্য ॥

কুলসঙ্কেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিপারয়ঃ।

মহাবলো মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ ॥

নিত্যকর্ণশি নিষ্ঠাতো দত্তহিংসাবিবর্জিতঃ।

পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ ভাদ্রপকাররতঃ সদা।

বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ ॥

সর্কদানন্দহরঃ কুমারীপূজনে রতঃ।

এবং যদি ভবেদ্বীর তদেব হীনজাং যজ্ঞেৎ ॥

দিব্যোহপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্।

কুলঞ্চ সর্কজাতীনাং পূজনীয়ঃ কুলার্চনে ॥

অশানে নির্জনে রম্যে ত্রিপাশ্তে শূভ্রমণ্ডলে।

গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥”

প্রিয়ে। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়।

তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার—
নিরাশঙ্ক, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন
করিবে। বোগপারায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পূজা করিবে।
দেবেশি! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে তৈরব এবং দিব্য ও
বীরচারী অবধৃত হইয়া থাকে। অশানাগমে নিষ্ঠাবান,
কুলশাস্ত্রপারায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য
বলিদানে রত, বন্দ্যহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু
ও দেবতার প্রতি অমুরক, শান্ত, দৃঢ়াঙ্গজারহিত, অঙ্গের রক্ত
চন্দনলিষ্ট, রক্তবর্ণের কোপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল
সময়ে বৈষ্ণবচারভংগর, কুলাচাররত, বীরচারী, কুলমার্গে
পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলশাস্ত্রবিপারয়, মহাদানবান, বুদ্ধি-
মান, অতি সাহসী, ভদ্রাচারী, নিত্যকর্ণনিষ্ঠ, দত্ত ও হিংসা-
বর্জিত, পরনিন্দাসহিষ্ণু, সর্কদা পরোপকারে নিরত,
বীরাসনে সমাসীন, পিতৃভূমিগত, সর্কদাই আনন্দিত,
কুমারীপূজনে রত। এইরূপ হইলে বীর তাত্ত্বিকসাধনে
হীনজা যজন করিবে। দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে।
কুলপূজায় সকল আতির কুলশাস্ত্রী পূজনীয়া। অশানে নির্জনে
বা রমণীয় স্থানে, ত্রিপাশাপাশে ও শূভ্র মণ্ডলে গ্রাম বা হ্রদভেদে
মধ্যে কুলপূজা করিবে।

সাধিকার লক্ষণ—

“নির্লোভা কামনাহীন নির্লজ্জা দত্তবর্জিতা।

শিবসমাগতা সাধবী বেচ্ছা বিপরীতগা ॥

চতুর্বেশিতা রক্তা প্রশস্তা কুলপূজনে।

চতুর্বেশিতবানাক পুরন্দর্যা বিবীরতে ॥

বর্ণশঙ্করতো ভাতা হীনজা পরিকীর্তিতা।

লক্ষ্য লাহিতভাষা বা সা সাঙ্কাদ্ভবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যভবানাক সা দীক্ষা কুলপূজনে ।
শ্রাদ্ধগো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাতা কোশিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাগ্যদীক্ষিতাম্ ।
শক্তিমাত্রাং যজেশ্বরীং শ্রাদ্ধযোগনমাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সৰ্বদা ।
শাক্তরী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাগ্যদৈবক্ষরী ।
সৰ্বদা সাধনে যোগ্যা সাধকানাং কুলার্চনে ॥” (নিরু* ১১ প*)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, মন্ত নাই, যে সাধকী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, সেইজ্ঞার বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারি বর্ণজাতা রমণীই কুলপূজার প্রশস্ত । চারি বর্ণের কুলদ্বারাই পুরস্চরণের বিধান আছে । বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত । যাহার মুখমণ্ডল লজ্জার আভা সে সাঙ্ক্য ভুবনেশ্বরী । একপন নানা জাতীয়া রমণীই কুলপূজার দীক্ষিত করা যাইতে পারে । শ্রাদ্ধগো হীনজাতীয় দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে । কোশিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চনা করিবে । বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা শ্রাদ্ধযোগনমা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে । হীনজা মাত্রেই সৰ্বদা দীক্ষিতা । শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অদৈবক্ষরী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে ।

সঙ্কেত । তাত্ত্বিক উপাসক মাত্রেই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক । নহিলে কুলপূজার তাহার আদৌ অধিকার নাই অথবা চক্র মধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে । নিরুত্তরতয়ে—

“ক্রমসঙ্কেতকঙ্কেব পূজাসঙ্কেতমেব চ ।

মন্ত্রসঙ্কেতকঙ্কেব মন্ত্রসঙ্কেতকন্তথা ॥

লিখনং মন্ত্রপ্রাণং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ ।

সঙ্কেতজ্ঞঃ বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥

নিফলং পূজনং দেবি হুংখং তন্ত শব্দে পদে ।

সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাতিবেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥

কুলদ্রষ্টা পাপিষ্ঠিতং ত্যজেশ্বরীচক্রকে ।” (নিরু* ১০ প*)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত তাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিফল ও

পদে পদে তাহার হুংখ হইয়া থাকে । যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু ক্রমসঙ্কেতের অতিবিকৃত নহে, সে কুলদ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে ।

ক্রমসঙ্কেত ।

খপুশ, স্বয়ম্ভুত্বম, কুণ্ডোভব, গোলোভব, বজ্রপুশ, উল্লাস, প্রোচ ইত্যাদি ।

তত্ত্বে ঐ সকল তাত্ত্বিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে । আবার অনেক সাংকেতিক শব্দের অর্থ অতিবিকৃত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না ।

স্বয়ম্ভুত্বম প্রথম অতুমতীর রজঃ । যথা—

“হরসম্পর্কহীনায়ালতায়ঃ কামসন্ধিরে ।

জাতং কুহুমমাদৌ যদ্বাহাদেব্য নিবেদয়েৎ ॥

স্বয়ম্ভুত্বমং দেবি রক্তচন্দনসংজিতম্ ।

তথা ত্রিশূলপুশঞ্চ বজ্রপুশং বরাননে ॥

অমুকরঃ লোহিতাক্চন্দনং হরবলভঃ ।” (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প*)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংশ্লিষ্ট ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ জীলোকের যৌনি হইতে যে কুহুম অর্থাৎ রজঃ হর, তাহাকেই স্বয়ম্ভুত্বম বা রক্তচন্দন বলা যায় । ইহার অভাবে ত্রিশূলপুশ ও বজ্রপুশ (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে । ইহার অমুকর শিবপ্রিয় লোহিতাক্চন্দন ।

কুণ্ডোভব অর্থাৎ সধবা জীলোকের রজঃ । যথা—

“দীর্ঘভূক্তনারীগাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে ।

তন্তা ভগন্ত যদ্রব্যং তৎকুণ্ডোভবমুচ্যতে ॥”

(সমর্যচারিত্ত ২য় প*)

গোলোভব অর্থাৎ বিধবা জীলোকের রজঃ । যথা—

“মৃতভূক্তনারীগাং পঞ্চমং কারয়েৎ ।

তন্তা ভগন্ত যদ্রব্যং তৎগোলোভবমুচ্যতে ॥”

কুলার্গবের মতে—

“তত্ত্বজ্ঞঃ ভাদ্রারম্ভঃ কথিতং কুলনারিকে ।

কথিতভক্তগোলাসে, হরুণং মুখমখিকে ॥

যৌবনং মনসঃ সন্ধ্যাশ্রাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে ।

অলনং হুং মনোবাচাং প্রোচ ইত্যভিধীয়তে ॥”

তত্ত্বজ্ঞকে আরম্ভ, অরণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোলাস, দৃষ্টি মন ও কথার অলনের নাম প্রোচ ইত্যাদি ।

পূজা-সঙ্কেত । তত্ত্বজ্ঞারে উক্ত হইয়াছে—

“অব্যাপাং বাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং অব্যাসংহতিঃ ।

হাটকং রাজতং তাত্রঃ দারকতমুদারিণি ॥

উপচারবিধানে তত্ত্বজ্ঞাব্যাসংহতিঃ ।

আসনে পঞ্চপুষ্পাশি স্বাগতে বটচক্ৰঃ পশু ॥

* “অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্ব্যোগং হরতো জগৎ ।

এগত মদনা দেবীং চুবৎ মদনা সন্ধ্যং ।

মন্দরীং বাগরীং বৃহৎ । এবং সন্ধিহরমরঃ ।

স এবং কালিকাপুত্রঃ সন্ধিনিব ইহাপরঃ ॥” (নিরু* ১১ প*)

জলং শ্রামাকদুর্গা চ বিষ্ণুজ্ঞানভিত্তিরিতম্ ।
 পাদো চার্যো জলং তাবদপকপুশ্পাকং জবা ।
 দুর্গাভিলাশ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ যেতসর্বপাঃ ।
 জাতীকলবদক-ককোলশচ বটপলম্ ।
 প্রোক্তমাত্মনং কাংস্তে মধুপকঃ যুতঃ মধুঃ ॥
 দগ্না সহ পলৈকত্ব ভুক্তং বাঢ়ি তথাচ মে ।
 পরিমার্গত্ব পঞ্চাশৎ পলং নানার্থসম্ভবঃ ॥
 নির্মলেনোরেকনাথ সর্কত্ব পরিপূর্ণতা ।
 মলিনং গর্হিতং সর্কং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ ॥
 বিতস্তিমাজ্ঞানধিকং বাসোযুক্তস্ত নূতনম্ ।
 স্বর্ণাদ্যভরণাশ্চেবং মুস্তাভরণযুতানি চ ॥
 চন্দনাগুরুকপূরপঞ্চং গন্ধফলাবধি ।
 নানারিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥
 কাংস্তাদিনির্মিত্তে পাঠে ধূপো গুগুণ্ডসু কৰ্ণভাক্ ।
 সপ্তবর্তীসু সংযুক্তো দীপস্যাকতুরঙ্গুলঃ ॥
 যাবত্তক্ষং তবেৎ পুংসস্তাবদন্যাজ্ঞানদিনে ।
 নৈবেদ্যং বিবিধং বস্ত্রভক্ষাদিকচতুর্বিধম্ ॥
 কপূরাদিযুতা বস্তি সা চ কার্পাসনির্মিতা ।
 সপ্তবর্তীসু সংযুক্তো দীপস্তাকতুরঙ্গুলঃ ।
 শিলাপিষ্টঃ চন্দনায়াঃ সপ্তধা বস্ত্রেরন্নরঃ ।
 কাথিং তাত্ৰাদিপাঠে তৎ প্রীত্যে হরিমেধসঃ ।
 দুর্গাকৃতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ত্ব শতাবিকম্ ।
 উত্তমোহয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে মতি সর্কদা ।
 এবামভাবে সর্কেযাং যথাশক্ত্যাত্তু পূজয়েৎ ।
 অমুকল্পং বিবর্জ্যেজ্ঞ জবাগাং বিভবে সতি ॥
 জবায় বত সংখ্যা পাঠের তত সংখ্যা বৃথিতে হইবে ।
 উপচারে জবা বলিলে সুবর্ণ, রক্তত, তাম্র ও কাংস্ত এই
 চারিট। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, বট পুষ্পে বাগত, চারি পল
 জলে পায়া, শ্রামাক (বিষ্ণুজ্ঞান) অপরাঞ্জিতা, গন্ধপুষ্প,
 জাতপতঙ্গুল, দুর্গা, তিল, কুশাগ্র, যেতসর্বপ, জায়কল, লবঙ্গ ও
 ককোল এই সকলে অর্ঘ্য, বটপল পরিমিত জলে আচমন,
 কাংস্তপাঠে যুত মধু ও দধি দিয়া মধুপক, একপল বিষ্ণুক জলে
 আচমন, ৫০ পল বিষ্ণুক জলে দান, বিতস্তিমাজ্ঞান অধিক
 হইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি
 দ্বারা আভরণ, চন্দন অম্বুজ ও কপূর গন্ধ, ৫০ প্রকারের
 অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্তাদি পাঠে ধূনা ও গুগুণ্ডসু দ্বারা ধূপ,
 সপ্তবর্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ । একটা পুঙ্কবে যে পরিমাণ
 জবাভক্ষণ করিতে পারে, তাহার দ্বারা নৈবেদ্য । (এই
 নৈবেদ্যে বিবিধ প্রকার বস্ত্র দিতে হয়, থায়া বস্ত্র ৪ প্রকারের

কমনা হয়) । কার্পাসাদি যুজ দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টি
 বস্ত্রি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কপূর সংযুক্ত করিয়া প্রজলিত
 করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে
 বলনা বৃথিতে হইবে । (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাত্ৰাদিপাঠে
 এই সকল কার্য্য করিবে) ।

দুর্গাকৃত বলিলে একশতের অধিক দুর্গা ও অঙ্কত লইতে
 হয় । ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি । এই বিধি
 অহুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগাশিত হইয়া
 অস্তকালে হরির পুরে গমন করে । বিভবহীন ব্যক্তির পক্ষে
 যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে । এই অমুকর
 ধনবানের পক্ষে নহে । ধনবান ব্যক্তি এইরূপ অমুকর
 করিলে তাহা নিফল ।

মন্ত্রসংকেত অর্থাৎ বীজ । যেমন জুবনেশ্বরী বীজ ।

“নকুলীশোহগ্নিমাক্ষাণো বামনেত্রাধিচক্রবান্ ॥”

নকুলীশ শব্দে ‘হু’, অগ্নি শব্দে ‘হু’, বামনেত্র শব্দে ‘জৈ’,
 এবং অধিচক্র শব্দে ‘ও’, এই সমুদায়ে হ্রী এই মন্ত্রটী উচ্চার
 হইল ।

কালাবীজ যথা—

“বর্গায়াং বহিঃসংযুক্তং রতিবিন্দুসমম্বিতম্ ॥”

বর্গায়া শব্দে ‘কু’ বহিঃ শব্দে ‘বু’ রতি শব্দে ‘জৈ’ এবং
 বিন্দু ‘ও’ ইহাতে ক্রী এই মন্ত্র উচ্চার হইল । এই সাংকেতিক
 পদসমূহকে মন্ত্র সংকেত বলা যায় । [বীজ শব্দে বিবৃত্ত
 বিবরণ জটিল ।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে,
 তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সংকেত জানানকে
 যন্ত্রসংকেত বলা যায় । [যন্ত্র শব্দ দেখে] ।

বীরাচারপূজা । তত্ত্ব বীরাচারপূজা একটা প্রধান অঙ্গ ।
 কুললাস-দীপিকার তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

“আনো দীপনী দেবেশি বক্তব্য বীরপূজিতে ।

যন্ত্র বিজ্ঞানমাজ্ঞেয় জীবযুক্তো ভবেন্নরঃ ॥

সর্কেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্তিতা ।

অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন ॥

বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরী ।

সাধকো জ্ঞানমাজ্ঞেয় ভবেন্নুক্তো মহানবঃ ॥

তৎকূলে নৈব দারিদ্র্যং তদোপায়ে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ ।

প্রাণং দেহাৎ ধনং দেহাৎ কুলং দেহাৎ স্ত্রিয়োহপি চ ॥

এনাং বিজ্ঞাঃ মহেশানি ন দভ্যৎ যত কতচিৎ ।

কালী বীজময়ং সূর্য্যুগলং তদনন্তরম্ ॥

লক্ষাবীজময়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা ।

পুনঃপ্রবেশ বীজানি বহিঃকালবর্ষিণীঃ ।
 ভৈরবোহং যবিঃ প্রোক্ত উচ্চিক্ৰন্দ উদাহৃতম্ ।
 দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তত্ত্বগোপিতা ॥
 বীজশক্তিঃ দেক্ষিণী কুরুং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে ।
 অলঙ্কারকরতাসৌ মায়রা পরিকীর্তিতৌ ॥
 করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীঃ দিগম্বরীম্ ।
 চতুর্ভুজাঃ মহাদেবীঃ সুওমালা-বিকৃষিতাম্ ॥
 সত্তাঃ কৃত্য শিরঃ খল্লাবামোদীধঃকরাভুজাম্ ।
 অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণাধোদ্বিপাণিকাম্ ॥
 মহাদেবপ্রভাঃ ভ্রামাঃ করকঙ্কালকাষিতাম্ ।
 কঠাবশক্তমুক্তালীগলক্রদিরচরিতাম্ ॥
 ঘোরদংষ্ট্রাঃ করালভাঃ পীনোরতপারোধরাম্ ।
 শবরূপ-মহাদেব-হরোরোগরি-সংস্থিতাম্ ॥
 মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ।
 এবং ধ্যায়া প্রযত্নেন মঠে সীংসৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥
 রক্তপুষ্পে রক্তপদ্মে রক্তাধরমম্বিতৈঃ ।
 সংপূজ্য যত্নতো ময়ী পরিবারান্ সমর্চয়েৎ ॥
 পীঠপূজাং ততো দেবি আধারশক্তিপূর্বকম্ ।
 প্রকৃতিং কন্ঠকৈব শেষঃ পৃথীং তথৈব চ ॥
 সুধাধ্বিঃ মণিধীপং চিত্তামণিগুহং তথা ।
 প্রশানং পারিজাতক তদ্বূলে মণিবেদিকাম্ ॥
 ততোপরি মণেঃ পীঠং ভূসেং সাধকসত্তমঃ ।
 চতুর্দিক্ সুবীণীং দেবান্ শিবান্চ নরমুণ্ডকান্ ॥
 ধর্ম্মাভ্যর্থাদীঃসৈব ও হ্রীং জ্ঞানাত্মনো নমঃ ।
 কেশরেশু চ পূর্বাদিবিজ্ঞা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥
 কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ ।
 জিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোময়ী ॥
 কালীঃ কপালিনীঃ কুলাঃ কুরুকুলাং বিরোধিনীম্ ।
 বিপ্রোচিত্তাঃ মহেশানি বহিঃ যট্টকোণকে বৃধঃ ॥
 উগ্রাশ্রুপ্রভাঃ দীপ্তাঃ ভূসেং পত্রজিকোণকে ।
 যাত্রাঃ মুদ্রাঃ সিংহকৈব ভূসেচ্ছাত্রজিকোণকে ॥
 সর্মাঃ ভ্রামা অসিকরা সুওমালা-বিকৃষিতাঃ ।
 তর্জনীঃ বাসহতেন ধারবত্যাঃ চচিহ্নিতাঃ ॥
 দিগাম্বরাসমুখাঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ ।
 এবং ধ্যায়া প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকৈঃ ॥
 ত্র্যক্ষীঃ কাশ্যদীকৈব তথা মহেশ্বরীঃ প্রিয়ে ।
 অপরাধিতাক কোমারীঃ বারাহীমর্চয়েদ্বৃধাঃ ॥
 নারসিংহীঃ প্রপূজ্যেব ততো দক্ষিণতো বজ্রং ।
 মহাকালং বজ্রং দেবি বিপরীতরতাতুরে ॥

দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ ।
 এবং সংপূজ্য যত্নেন যজ্ঞে মনমনস্তথাঃ ॥
 বিনা মন্ত্রং বিনা মাংসং যদি দেবীঃ প্রপূজয়েৎ ।
 দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক-মন্মুতে ॥”
 বীর্যচারণ পূজাতে প্রথমে দীপনী আবৃত্তক । বাহ্য
 জ্ঞানিলে মনুষ্য জীবমুক্ত হয় । এইজন্য সকল দেবতার
 দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে
 কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না । সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার
 ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়,
 তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না । প্রাণ,
 ধন, কুল, এমন কি জীও দান করিতে পার, কিন্তু এই মন্ত্র
 যাহাকে তাহাকে দান করিবে না । কালীর বীজধর, তাহার
 পর কুরুবীজধর ও লজ্জাবীজধর, দেবী দক্ষিণকালিকা,
 পুনর্বার এই সকল বীজ হইবে । ইহার ঋষি ভৈরব,
 ছন্দ উচ্চিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী ।
 ইহার বীজ কুরু ও লজ্জাশক্তি, অলঙ্কার ও করতাস
 মায়াবীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে ।
 করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা,
 ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প
 ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রাধিত হইয়া ভক্তিপূর্বক পূজা
 করিতে হয় ।
 তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে
 হয় । প্রকৃতি, কন্ঠ, শেষ, পৃথী, সুধাধ্বি, মণিধীপ, চিত্তা-
 মণিগুহ, প্রশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা
 প্রস্তুত করিবে । তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ স্তম্ভ
 করিবে । চারিদিকে মুগি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি
 ও হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন স্তম্ভ করিবে ।
 পরে কালী, কপালিনী কুলা, কুরুকুলা, বিরোধিনী, বিপ্র-
 চিত্তা, এই সকলকে সাধক, বহিঃ যট্টকোণে স্তম্ভ করিবে ।
 উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রজিকোণে এবং যাত্রা, মুদ্রা ও
 মিত্রা অন্ত্র ত্রিকোণে স্তম্ভ করিবে ।
 পরে “সর্মাঃ ভ্রামা অসিকরা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান
 করিয়া অষ্টপদ্রে ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে ।
 পরে সাধক ত্র্যক্ষী, নারসিংগী, বারহবরী, অপরাধিতা,
 কোমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে । পরে নারসিংহীকে পূজা
 করিয়া তাহার পর দক্ষিণে বাগ করিবে । বিপরীত রতাতুরে
 মহাকাল বাগ করিবে । সাধক অনন্তচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ,
 মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে বস্ত্রপূর্বক পূজা করিবে । মন্ত্র ও মাংস
 ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল শাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারি ব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।

“বিনা পরক্ৰিয়া দেবি জপেং যদি তু সাধকঃ ।
শতকোটিজপেনৈব তত্ত্ব সিদ্ধি র্ন জায়তে ॥
জিয়োগতি জিয়োগ্রাণাঃ জিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ।
নারীগাং স্বরণে কালী স্মৃতিভা স্তায় সংশয়ঃ ॥
কঠে কঠং মুখে বক্তৃং বক্তোজং চোরসি প্রিয়ে ।
তত্বে কুলরসং দেবি পারয়িত্বা যথোচিতম্ ॥
স্বয়ং পীত্বা জপেনস্ত্যং সিদ্ধির্ভবতি নাশুখা ।”

সাধক পরম্পরী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে জীই একমাত্র গতি, জীই একমাত্র প্রাণ, জীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্বরণে কালীকে স্বরণ করা হয়। কঠে কঠ, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্তোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অশুখা হইলে সিদ্ধি হইবে না।

ইহাতে অনধিকারী।

“এতত্ত্ব চ প্রয়োগেন মানিষ্যন্ত প্রজায়তে।

কালিকামন্ত্রবর্গেণ নাধিকারী স উচ্যতে ॥

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে বাহার মানি উপস্থিত হয়, সে বীরচাঁদার পূজার অনধিকারী।

পুরশ্চরণ—

“লক্ষ্মাক্ষজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।

কজিয়ানান্ দ্বিলক্ষং স্তাং বৈশ্ণবানাঞ্চ দ্বিলক্ষকম্ ॥

শূড়ানাস্ত চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।

লক্ষ্মাক্ষাঃ জপেদেবি হবিষ্যাণী দিব্যভূতিঃ ॥

রাজ্যে নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।

কুলনারীগণোপেতো জপেনস্ত্যমনশুধীঃ ॥

এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।

তদ্বিশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্বিশাংশাভিবেচনম্ ॥

তদ্বিশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীৰ্ত্তিতং পরমেশ্বরী।

পুষ্পীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ ॥

এবং প্রয়োগমাজেপ সিদ্ধো ভবতি নাশুখা।

বাক্সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্দলং প্রিয়ে ॥

ধনেনাপি কুবেরস্তাং বিত্তয়া স্তাং বৃহস্পতিঃ।

আকল্লোজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তির্নবাপ্নুয়াৎ ॥”

লক্ষ্মাক্ষ জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের দ্বিলক্ষ ও শূড়দিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্বক হবিষ্যাণী

হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীভুক্ত হইয়া অনন্তচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ স্নেহজন করাইবে। পুষ্পীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধি হয়, ইহার অশুখা হইলে হয় না। বাক্সিদ্ধি হইলে নির্দল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সন্তুষ্ট, বিত্তাভ্যন্তে বৃহস্পতি তুষ্ট এবং জীবন কলান্ত হারী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

“প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা হৃৎকমরী ভবেৎ।

লোহিতং বা ভবেদেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ ॥

সুরাপাত্রং ভবেৎ শূভ্রং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।

কলাকলান্তর্য্যেকং পুষ্পং পুষ্পান্তর্য্যং ভবেৎ ॥

নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।

এবং জ্ঞাত্বা সাধকেজ্ঞো জায়তে চ ক্রমেণ তু ॥”

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই হৃৎকমরী ও মাংস পুষ্প স্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূভ্র হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

“সৌবর্ণং রাজতর্পণং তথা মৌক্তিকমেব চ।

বিক্রমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি ॥

প্রোক্তং মালাচতুর্লক্ষ সমভাগেন মালিকাং।

গ্রথয়েৎ পট্টহরেণ পুষ্পীণী গৃহবিন্ধিনী ॥

লোহিতেন বরারোহে সর্পীকারাং স্নেহাভিনাম্।

স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যান মকরন্দেণ পার্কৃতি।

তারং মায়া কূর্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।

বহি কাস্ত্রাং সমুচ্চায শতং জপ্যতিমস্তয়েৎ ॥

স্নাপয়েৎ পীঠমধ্যোক্ত শূভ্রাগারে বরাননে।

তত্ত্বস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা বরতঃ সূধীঃ ॥

জ্ঞাত্বা সিদ্ধিঞ্চ নিকটে মহোৎসবমাচরেৎ।

ঘোড়শালাং সুযুবতীং সমানীর প্রযত্নতঃ ॥

তামুযুতীং স্বয়ং গঠেৎ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণী।

দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দ্বিপুটৈঃ স্নগন্ধিতঃ ॥

পূজয়িত্বা চ মিঠাইরে ভোজয়েতাতাং বরাননাম্।

আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ ॥

ততো মস্ত্রী রময়েতাতাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।

তত্ত্বাহন্তে ততো মালাং দত্ত্বা তাং বাচয়েৎ ॥

নীত্বা মালাং তদা দত্ত্বাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েততঃ।

তদা জপেদর্দ্ধরাজ্যে শাক্যং ভবতি নাশুখা ॥”

স্বর্ণ, বোঁশা, মৌক্তিক, বিক্রম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের
মালা পটস্থ হারা প্রদত্ত করিয়া তাহা হারা গৃহবর্তিনী
পুষ্ণী ত্রীকে প্রদত্ত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মক্ষরদ
হারা দান করাইবে। অনন্তর বহিকান্তা (বাহা) উচ্চারণ
করিয়া অভিসমরণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মালিকা
দান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে
জানিয়া মহোৎসব করিবে। বোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে বস্ত্র-
পূর্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্নান করাইবে।
পরে দিবাগন্ধার স্নগন্ধ পুশ ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া
তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্নান পান করিবে।
সেই সময়ে যদি ঐ বোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা
হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা
দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে
নিশ্চয় সাধক হইবে, ইহার অন্তথা হইবে না।

“তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেষুঃ।

পর্যাক্ত চতুঃপার্শ্বে পটস্থঃ মনোরমঃ।

বজ্রা বাবিশতিঃ গ্রিহঃ রমাপুটিতমূলকৈঃ।

নিবিশ্রব স্নরকার্থং পাকালীং সৈন্ধবীং তথা।

বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বজ্রোপরি নিধাপয়েৎ।

বোড়শাঙ্গং পরলতাং গণিকাক বিশেষতঃ।

সমানীয়প্রযত্নেন দিব্যপুশ্ণনিবেদয়েৎ।

ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি কৌমকং পরিধাপয়েৎ।

লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈঃ ভূষণৈঃ স্নমৎ।

রময়েৎ পরয়া তন্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে।

জপতর্জকপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্তথা।

বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন।

তন্মাদানৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়রেবুধঃ।”

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি জানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি
না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্যাক্তের চতুঃ-
পার্শ্বে মনোরম পটস্থ হোয়াবিশতি গ্রিহ রমাপুটিত মূলক
দ্বারা বন্ধ করিয়া নিম্নের স্নকার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মাদ্বারা
পাকালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে
সাধক যত্নসহকারে বোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া
তাহাকে দিব্যপুশ্ণ নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ
ও কৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা
করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাতর্জক দ্বারা তাহাকে
রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ

করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি
হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্বে বস্ত্রপূর্বক স্নান মদ্যপান
করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

“তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চক্রহোমঃ প্রকল্পয়েৎ।

নিম্বিধে নির্ভয়ো দেবি শ্রদানে প্রান্তরে তথা।

গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃৎবা পাদশোচাদিপূর্বকং।

ষট্শরোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা।

তাম্রং বা তম্রহেশানি বিভবাহুক্রমেণ তু।

কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।

উপচারৈঃ বর্থাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ।

দেবীপূজাং বিধাতৈব পিষ্টক পরিদাপয়েৎ।

চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্তুলম্।

ততশ্চকং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ।

রক্তাং ঘনাং বলাকাক নীলাং কালীং কলাবতীং।

ধারৈবু পূজয়েন্নরী লোকপালান্ প্রযত্নতঃ।

গ্রাহ্যং সংপূজয়েন্নরী চতুঃকোণক্রমেণ তু।

হবির্দ্বারাং হনেনন্নরী যথাশক্ত্যা ততশ্চকং।

প্রাথয়েৎ মূলমঙ্গলং মধুনা সিদ্ধিহেতবে।

হুবা সংচ্ছাদয়েন্নরী ততো দক্ষিণকালিকাম্।

ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথ্যচরেৎ।

পিষ্টবর্তুলসংখ্যাতং স্তব্ধগাদি প্রজায়তে।

একেনৈব অযোগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।

তথা হোমো বিতীয়েন রোগ্যং বাপি স্নরেশ্বরীম্।

তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং গোহং তুর্ধ্যোণ চ স্তবং।

এষামন্ততম্যং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুখ্যম্।

সিদ্ধায়াং কালিকায়াক নেত্রং দ্রুমভুমুচ্যতে।

শুকমূলমিদং সর্গং তন্মাদানৌ সমর্চয়েৎ।

তন্ত্র প্রসাদমাত্রোণ সিদ্ধোভবতি নান্তথা।”

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক
চক্র হোম করিবে। সাধক শ্রদানে বা প্রান্তরে নিম্বিধ সময়ে
নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশোচাদি পূর্বক
বিভবাহুসারে স্বর্ণ, রক্ত, বা তাম্রময় ষট্ স্থাপন করিয়া
পূজা করিবে। দেবী পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে
না। এই প্রকারে বর্থাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্ট প্রস্তুত
করিবে। বর্তুলাকার চতুঃপিষ্টক বস্ত্রপূর্বক চক্রে রাখিয়া
চক্রপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক
রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে
লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুঃকোণ ক্রমে গ্রহ-
দিগকে পূজা এবং বর্থাশক্তি হবির্দ্বারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল

মন্ত্র ও মধুবারা হোম, এবং ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বস্তু ল সংখ্যা-হুগারে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রোগ্য, তৃতীয় তাত্র, চতুর্থ দ্বারা দৌহ হয়, ইহাদের অল্পতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রজ হস্ত নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরু মূলক, গুরু বাতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্ত সর্ব প্রথম গুরুর অর্চনা করিবে এবং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অজ্ঞাথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।

অমাবান্ত্য দিনে চৈব নিশীথে গত সাধকঃ ॥

শ্রাদ্ধশানে প্রান্তরে বাপি গন্ধা দেবীং প্রপূজয়েৎ।

মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥

নৈবেদ্যৈঃ সামিষাট্মৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিন।

ঐবোম্বেহিতবস্ত্রেণ স্পর্শভরণভূষিতৈঃ ॥

জপমূলং ক্রোধরুদ্ধং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।

প্রণমেদগুব্ধমাবনিশং গিরিসম্ভবে ॥

নিশায়া মুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বর।

যদি ভীতির্ভবেত্তত তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ ॥

দক্ষাদিত্তিবিধায়ৈব মনসেব মহেশ্বরেৎ।

অবশ্যং ক্ষরতে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে ॥

যদি তত্র ভবেদেবি শব্দো গুণগুণভবেৎ।

ততঃ পরলভাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ ॥

তদা ভবতি চার্কসি দেববাণী সুশোভনা।

সিদ্ধিমাভ্যশ্রকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্তার দিন নিশীথরায়ে ত্বরন্বিত হইয়া শ্রাদ্ধ অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মন্ত্র, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষার, রক্তবস্ত্র ও স্পর্শভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হুইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দক্ষাদিত্তি হইয়া মনে মনে পরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইস্থানে গুণ ও শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলভ্যে আসক্ত হইয়া

পুনর্বার কার্য্য আদ্রুত করিবে এবং জাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জামিরা মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগবাগমথাচরেৎ।

কামিনীং যুবতীং যন্তাং পুশিতাক বিশেষতঃ ॥

ভামানীয় প্রব্রুজেন শব্দ ভূষণমথাচরেৎ।

ভামুদ্ব্যং যন্তং গঠৈ কুবৈর্গঠননৈবত্বা ॥

মিষ্টাটৈর্ জোজ্জ্বলিতা চ তক্ত্যা পরময়া শিবে।

তাঃ বিব্রাজাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদ্বক্ততরুগে ॥

ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।

তত্বেব রময়েৎ যন্তঃ রক্তচন্দনযাবতৈঃ ॥

ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগন্তনীং।

পূজয়েদষ্টপদেভু মধ্যো দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥

রক্তগঠৈ রক্তমাণ্যৈ রক্তবস্ত্রে মনোরমৈঃ ॥

পূজয়েত্তক্তিতো মত্নী দেবীদর্শনকাম্যয়া।

এতন্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা ॥

লতাস্ত রময়েদেবি যাবচ্ছোমং কেরতি ন।

পুশিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ ॥

ঐ নমস্তে ভগমালাটৈ ভগরূপধরে শুভে।

ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষকদারিনি ॥

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি।

অবশ্যং কথয়েৎ কাঙ্ক্ষা নাত্র কার্য্য। বিচারণা ॥

ইতি তে কথিতং দেবি শুভাহাৎশুভতরং পরং।

প্রকাশ্যং কার্য্যাহনিঃ জ্ঞাৎ তস্মাৎ যজ্ঞেন গোপয়েৎ ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগবাগ করিবে। যুবতী পুশিণী কামিনীকে যন্ত্রপূর্বক আনিয়া তাহাকে সাধক শব্দ গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টার ভোজন করাইয়া বিব্রাজা করিয়া, উজ্জ্বল স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও রক্তকর দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগবাগে ভগই নাশা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপদ মধ্যো দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাণ্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রক্ত থাকিবে। পরে পুশিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ঐ ভগমালাটৈনমঃ, ভূমি ভগরূপধারিণী, ভূমি মহাভাগা ভূমিই একমাত্র মোক্ষদারিণী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। ভোমার অল্পগ্রহে জামার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় শুভতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

“অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।

কুহুমং চন্দনং চক্সং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥

জপেং সহস্রং দেবেশি দেবীকৈব অপূজয়েৎ।

কামিনী পূজয়েৎ তত্যা তস্তা মুচুনি কারয়েৎ॥

ভিলকং বস্ত্রমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।

রমা বাণী তবানী চ সর্ব্বসম্বোধিনী তথা ॥

ওষুতা পরমেশানি বহিকান্তাবিধির্ম্মহুঃ।

অনেন শতজপেন ভিলকং মুচুনি কারয়েৎ॥

কলাঞ্চ পূজয়েচ্ছান্না নানাতরগভূষিতাম্।

পারয়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ বস্ত্রভং ॥

জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।

এবং ভূষা বরারোহে ততো যত্নঃ সমাচরেৎ ॥

অথবা দেবদেবেশি নমীভূম বিচক্ষণঃ।

নমাং পরলতাং পশ্চন্ জপেং মন্ত্রমন্ত্রধীঃ ॥

বামোত্তরং সমারভ্য বামধরমতস্ত্রিতঃ।

মন্ত্রমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়িষ্যেদেবতাম্ ॥

রক্ষার্থং ভূগণাশিত্ত্বং স্বপার্শ্বেপি নিয়োজয়েৎ।

গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা ॥

বলিভিঃ সামিষ্যামৈশ্চ যজ্ঞে পরমসুন্দরি।

স্বতপ্রদীপং প্রজ্জ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চয়েৎ ॥

ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ ॥

অথবা নিরমীভূষা ভূতলিপ্যাঙ্গুসংপুটম্।

জপেং প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবেৎ”

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুহুম, চন্দন ও চক্স (কপূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ওষুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মন্ত্বে ভিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাতরগ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে বহুপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্ন সহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নয় হইয়া এবং তাহাকে নম্রা করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্তচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

বামোত্তরে আরম্ভ করিয়া বামধর অন্তস্ত্রিত তাবে মন্ত্র ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আশ্ব-রক্ষার নিমিত্ত খজাধারী হইবে এবং পার্শ্বরক্ষা করিবে।

অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষ্য দ্বারা যাগ করিবে এবং স্বত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবীকে অর্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিরমী হইয়া ভূতলিপ্যাঙ্গুসংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

“দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাননমেষ চ।

কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাতরগভূষিতাম্ ॥

মাংসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গন্তসাম্বসঃ।

মহাপূজাং প্রকুব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ ॥

মঠে মাংসৈশ্চ বিবিধৈরুপচারৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।

সংপূজ্য বিবিধভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে ॥

সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।

সাক্ষাদার্য্যতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিস্তসুসমোনরঃ।

অঙ্গনং পাছকাসিদ্ধিঃ খজাসিদ্ধির্বরাননে ॥

অঙ্গরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।

তথা মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

দেবচৌ শতশতং তন্ত্র বস্ত্রা ভবন্তি হি।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তমিচ্ছতি ॥

তত্রৈব চোৎকা সর্বা নরন্তি নাত্র সংশয়ঃ।

রস্তা বা য়তচী বা যদি জপ্যতি সাধকঃ ॥

তদৈব বাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

ইচ্ছাসুত্যা ভবেদেবি কিমন্ত্যং কথ্যামি তে ॥”

অথবা সাধক হবিষ্যানী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাতরগভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথে সময়ে নির্জরে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মন্ত্র মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিবিধ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাছকা সিদ্ধি, খজাসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চৌদ্দ প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেই স্থলে চোৎকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রস্তা, য়তচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহার উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছাসুত্যা হইবে।

“অথবা গণিকাং গম্বা পূজয়েৎ ভক্তিতাবতঃ।

তয়া সহ জপেজ্ঞঃ পিবেদনিশবাসঃ ॥

নিবেত্ত পরয়া ভক্ত্যা পায়েরস্তাং প্রযত্নতঃ ।
এবং জাহ্না বিধানন্ত মাসমেকং বরাননে ॥
প্রাতঃ হোময়েদিহান্ নিত্যং ত্রাণপ্রভোজনম্ ।
মাসপূর্ণ সাধকেক্রো নিশীথে চ লতায়ুতঃ ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
মহাতিমিরমধ্যাহ্নে জপেদ্যত্রমনন্তধীঃ ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে ।”

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে । তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তি সহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে । এই প্রকারে একমাস কাল অমুষ্ঠান করিবে । প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ত্রাণগ ভোজন করাইবে । মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথে রাত্রে লতায়ুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যাহ্নিত হইয়া অনন্তচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে ।

“অথবাণি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরয়েৎ ।
নরমুণ্ডঃ সমানীয় মার্জ্জারতাপি পার্কতি ॥
গোমুণ্ডঃ সাজ্রমাণীয় ভূমো নিকিপ্য যত্নতঃ ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যান্য তু সাধকঃ ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমমিতঃ ।
জপেতু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাত্ কাৰ্য্যা বিচারণা ॥”

অথবা সাধক প্রয়োগ বিধি অমুষ্ঠান করিবে । সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্বক আনিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময় পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে । অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে ।

“অথবা বনিতাং রম্যাং গন্ধা দেবেশি যত্নতঃ ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ পূর্ণেণ তু পূরয়েৎ ॥
ভদ্র্যোনৌ কুঙ্কমকৈব তৎকর্ণে ক্রোড়মেব চ ।
ভতো ভুক্ত্বা তু ত্যাং কান্তাং তদ্বস্ত্রং পরমেশ্বরী ॥
তৎ কুঙ্কমক তৎক্রোড়মেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ ।
তদেব তিলকং কৃৎবা নিশীথে গতসাধকসঃ ॥
সহস্রজ্ঞ জপেৎ যত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা ।”

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে পূর্ণ পূরণ করিবে । যোনিতে কুঙ্কম ও

কর্ণে ক্রোড় প্রদান করিবে । পরে স্বস্ত্র সহকারে সেই কুঙ্কমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে । তিলক করিয়া নিশীথে রাত্রে নির্ভর হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন ।

“অথবাণি শরীরোথকধিরেণ বরাননে ।
যন্ত্রং নির্দ্বায় যত্নেন ভক্ত দেবীং সমর্চয়েৎ ॥
মন্ত্রমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুশ্পৈ বরাননে ।
সহস্রজ্ঞপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নাতথা ॥”

অথবা সাধক শরীর হইতে উথিত কৃথির দ্বারা যন্ত্র নির্দ্বায় করিয়া মন্ত্র ও মাংস উপচার এবং অর্কপুশ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্তচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধি হইবে ।

“অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ স্বধী ।
উপবাসয়ঃ কৃৎবা কুৰ্য্যাৎ স্নানমতস্ত্রিতঃ ॥
ততো দেবীং সমভ্যর্চ ধূপদীপৈ র্ননোরমৈঃ ।
হবিষ্যারৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্যতঃ ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা জিয়া সার্কং নিশীথে গতসাধকসঃ ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্দরাননে ॥”

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া ছইটী উপবাস করিবে, পরে অতস্ত্রিত ভাবে স্নান করিবে, ধূপ দীপ ও হবিষ্যার নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যার ভোজন করিবে ।

ভোজন ও পান করিয়া জীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভর হইয়া সহস্র জপ করিবে । তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে ।

“অথবা বটমূলহো দিগ্বাসামুক্তকেশবান্ ।
লতাভিকর্ষেতিতোভূত্বা জপেদ্যত্রমনন্তধীঃ ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদেবি নাত্ কাৰ্য্যা বিচারণা ॥”

পূর্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটকমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্তচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে । তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে ।

“এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষারজায়তে ।
ভতো দেবি ! শ্রবক্ষ্যামি উপায়ঃ পরমাত্মতম্ ॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষারজায়তে ।
দ্বিতীয়ং বাপি কুব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে ॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি ততোপায়ঃ বদামি তে ।
বস্ত্রে শুক্রে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি ॥
পুতলীং রক্তদেব্যাঃ সর্কবয়বহস্তনরীম্ ।
পূজয়েৎ ক্রোড়স্থপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্ননোহটরৈঃ ॥

তত্ত্ব দেবীঃ জপেৎ যত্নে সবভার্জ্য বহুব্রহ্মণঃ ।

রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥

ততঃ শাক্যবীকাক্ষেন নিষকারণেন বা জিহবে ।

বহিঃ প্রজাল্যা যত্নেন তত্র কলিঃ প্রপূজয়েৎ ॥

ততঃ পুস্তলিকা ভাস্ত্রে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননেন ।

সিন্দূরপুস্তলীং দেবি ততো বহৌ তু ত্যাপয়েৎ ॥

ভাঙ্করেৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ ।

ক্ষালয়েৎ শুদ্ধহৃদেন অথবা দধিবারিণা ॥

ততো হংকারঃ প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরী ।

ততঃ শাক্যং ভবেদেবি নাম কাৰ্য্য বিচারণা ॥”

পূর্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর শাক্যং না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাত্মত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটা প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্ন একটা পুস্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা কোষদ্বয়ে ঐ মূর্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর বস্ত্রে রক্তচন্দনলিখিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাক্যলীকাঠ বা নিষকাঠ দ্বারা বকি প্রজলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুস্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দূর পুস্তলী বহিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা ভাঙ্কন ও রক্ষা করিবে। পরে হৃৎ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হৃৎকার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী শাক্যং হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

“অথবা ভাঙ্করেৎ দেবি । নারসিংহেন পার্শ্বাতিঃ ।

হবিষ্যন্তী দিবা তুষা ব্রহ্মচারিণমোনরঃ ॥

রাজৌ তাম্বুজপুস্তাকৌ লতামণ্ডলমধ্যগঃ ।

নারসিংহেন দেবেশি পুষ্টিতস্ত মন্ত্রং জপেৎ ॥

ততো লক্ষজপেনৈব শাক্যং ভবতি নাস্তথা ।

অবস্ত্যং জারতে শাক্যং মট্টমৈব বচনং বধ্যা ॥”

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে ভক্তি করিবে।

দিবাতে হবিষ্যন্তী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বুল চর্ষণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুষ্টিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী শাক্যং হইয়া থাকেন। ইহাতে বিদ্যুদ্ভাও সন্দেহ নাই।

“অথরাপি বরারোহে নোকালোহেন পার্শ্বাতিঃ ।

শূলং নির্দ্বারং বহুতন পটে দেবীং কল্পয়েৎ ॥

তাং পূজয়েৎ অথয়েৎ রক্তচন্দনপুস্তকৈঃ ।

পূজয়িত্বা অথয়েৎ ততঃ পীঠদেবতাং ॥

আবাহুঃ বিধিবস্তৃত্যা জপেনাম্রমণ্ডলীঃ ।

শূলং সংপূজয়েৎ তত্রাতীতং পরমহৃৎভবম্ ॥

ওঁ মহাশূল সমস্তভ্যাং সর্ববৈভ্যাক্তকারিণেঃ ।

অস্ত্রবরং লক্ষ্যার্থ্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ।

উত্তমে নৈব দা কালী আরাতি চ ন সংশয়ঃ ।

অবস্ত্যং জারতে শাক্যং মট্টমৈব বচনং বধ্যা ॥”

পূর্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী শাক্যং না হন, তাহা হইলে নোকালোহ দ্বারা শূল নির্দ্বার করিবে এবং যত্রপূর্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুস্ত দ্বারা ভক্তি-সহকারে তীর্থাৎ এবং পীঠ দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্বক অন্তর্ভুক্তিতে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। “ওঁ মহাশূল” এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় শাক্যং হইবেন।

“অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্রতঃ ।

পূর্বপত্রে কুঙ্কমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥

বিলিখ্য ভূবি দেবেশি তত্র কান্ত্যং সমানয়েৎ ।

তদগাত্রো পূজয়েদেবীঃ নানান্ডরশংসৃত্যম্ ॥

নিশীথে তু জপেনম্রমণ্ডলকান্তে কান্তয়া সহ ।

জপেনম্রমঃ সহস্রতঃ ততঃ শাক্যং ভবেদ্রবম্ ॥

ইতি তে কথিতং দেবি শুভাহুঃ শুভতরং পরম্ ।

অপ্রকাশমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥”

পূর্বোপায়ে শাক্যং না হইলে কুঙ্কম ও স্বর্ণশলাকা দ্বারা শত কালিকা বীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রো দেবীকে পূজা করিবে। নির্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী শাক্যং হইবেন। ইহা অতিশয় শুভতর ও অপ্রকাশ, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

“শ্রদধানকালিকারান্ত কলামামুপবেশনম্ ।

কলামানে মহেশানি কুমারীমাগ উচ্যতে ॥

অষ্টবর্ষাতু বা বালা দ্বাদশার্থো মহেশ্বরী ।

দ্বাপরেণ চ তুংগার্ধে মিষ্টভোজনভোজিতা ॥

পূজয়েৎ শরদা তৃত্যা দ্বয়ং ভূজীত সাধকঃ ।

পারয়েৎ আসবৎ বস্ত্রাং স্বরূপাশি পিবেত্ততঃ ॥

সকারক সকারক লকারেণ সমস্তিতম্ ।

জপেনম্রটোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥

তদভ্যর্জ্য প্রবর্তেন ক্রবা বক্ষসি সাধকঃ ।

অলঙ্কারদ্বয়ং দেবি জপেনম্রমণ্ডলীঃ ॥

এতদ্বিন্দু সময়ে দেবী সক্তি সিদ্ধিতি সা যদা ।
তদা ত্যাং সময়ে ময়ী পীড়া ন কার্যতে কথ্য ॥
শনৈরধরপানক শনৈর্বকোজমর্দনম্ ।
শনৈশ্চ শনৈবেশক শনৈরশ্লিষনং প্রিয়ে ।
বস্ত্রং কার্যতে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী ।
এবং প্রয়োগেতু কালী নাক্যং ভবতি নান্তথা ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যং গুহ্যতরং পরং ।
ভক্তিহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ বিধিহীনক বস্তবেৎ ॥
তদাসিদ্ধিবিলম্বেন নিফলং নৈব জায়তে ।
অবিশ্বাসো নকর্ষব্যং আলস্যং নৈব পার্জতি ॥
সর্লেক্ষ্যঃ স্তবব্য্যাগাং সারমুক্ততা পার্জতি ।
চন্দ্রমধ্যে যথা সর্পি কর্ণ মধ্যে যথা নলঃ ।
তথা সমুদ্রতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংসারঃ ।
স্বয়ং সিদ্ধা হি তে স্তব্যঃ সর্বতন্ত্রেব গোপিতা ।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রমুখতঃ ॥

এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরুপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এইজন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা হুংসাধ্য।

এই বীরচারণপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্ব হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সঙ্গুকের উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সঙ্গুকের ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ভাবার্থ নিরূপণ গুরুপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যাতীত নহে।

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

“মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি চূর্ণতম ।
মটো বাংলৈস্তথা মংত্র মূত্রাতিমৈথুনৈরপি ॥
জীভিঃ সার্কঃ মহাদাধু রক্তরং জগদধিকা ।
অন্তথা চ মহানিষ্কা শীততে পণ্ডিতৈঃ স্ত্রৈঃ ॥
কারেণ মনসা বাচ্য তদ্বাস্তবো পরোত্তমবেৎ ।
কালিকা ভারিণী নীলকং গৃহীত্বা মস্ত্রসেবনম্ ॥
ন করোতি ময়েবম্ভস কলৌ পত্ততো ভবেৎ ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জগজ্জোমমহিকৃতঃ ॥
অত্রাঙ্গম্ সত্রৈবকঃ সএব হস্তিমুখকঃ ॥

শুনীমুদ্রমং তত্ত ভর্ণণঃ বং পিতৃমপি ।
কালীতারামস্রাপ্য বীরচারণঃ কয়েতি য় ॥
শূদ্রং তচ্ছরীরেণ প্রাধুমাং স ন চাভুজা ।
বা সুরা সর্লেক্ষ্যার্থে কথিতা তুবি মুক্তিকা ॥
ভক্তা নাম ভবেদেবি ভীর্ণপানঃ সুহৃদ্র তম্ ।
শূত্রাপাং তক্ষব্যোগ্যানাং ধ্রুয়াংসং দেবনির্ধিতম্ ॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবং প্রোক্তা সা তদ্বিকৃতসা ।
ভোক্তা বোগ্যাচ্চ কথিতা যে বে মংত্রা বরানসে ॥
তে রহস্তে ময়া প্রোক্তা নীনঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ।
পৃথুকা ততুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ ॥
তত্ত নাম ভবেদেবি মুক্তা মুক্তিপ্রদায়িনী ।
ভগলিক্ত যোগেন মৈথুন যতবেৎ প্রিয়ে ॥
তত্তনাম ভবেদেবি পঞ্চম পরিকীর্তিতং ।
প্রথমস্ত ভবেৎ মদ্যং মাংসকৈব বিতীরকম্ ॥
মংত্রকৈব তৃতীরং স্ত্রাং মূত্রাকৈব চতুর্থিকা ।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাং পঞ্চতে নামতঃ স্ত্রতাঃ ॥

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ পঞ্চমকার মাতীত তান্ত্রিকের কোন কার্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতা-দিগেরও চূর্ণত, মদ্য, মাংস, মংত্র, মূত্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদধিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্যেই সিদ্ধি হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামস্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জগ হোম প্রভৃতি কার্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অত্রাঙ্গ ও হস্তিমুখ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুরুয়ের মূত্রতুলা। যে ব্যক্তি কালী ও তারামস্র প্রাপ্ত হইয়া বীরচারণ করে না, তাহার শূদ্র প্রাপ্ত হয়। সকল কার্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই স্রা, এই স্রার নামই তীর্থ ও পান।

বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস তক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে মাংসই বিস্তৃত মাংস। রহস্তে যে সকল নীন ভোক্তাবোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহার সিদ্ধিপ্রদায়ক মংত্র। পৃথুক, ততুলা-ভ্রষ্ট, গোধূম, চনকাদি ইহার নাম মূত্রা, এই মূত্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ লিক্তযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, বিতীর মাংস, তৃতীর মংত্র, চতুর্থ মূত্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ স্রায়েই পঞ্চমকার।

পঞ্চমকারের অর্থ।

“মারামলাহি শমনাং বোক্ষমার্গনিরূপণং ।
অষ্টহুংখাদিরিহাংসংততি পরিকীর্তিতম্ ॥

মাদ্যজ্ঞানাদেবি সধিদানন্দদানতঃ।
সর্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্বৈষু মম প্রাপ্তপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রঃ কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেণু ভাস্তিকেনং কুরতে প্রিয়ে।
তত্ত্ব সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রঃ কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাত্তত্ত্ব হৃৎকঃ।”

যাহা হইতে মায়া মলাদি প্রেমমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও ঐষ্ট প্রকার ক্রমের অভাব হয়, তাহার নাম মন্ত্র। মাদ্য-জনন, সধিদাদিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয় এই জন্ত ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্যে আমার প্রাপ্তত্বা প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এই জন্ত তাহার সিদ্ধিও অস-ম্ভব। আনন্দই পরম ব্রহ্ম, পঞ্চমকার তাহার হৃৎক।

“অনন্যং সেবিত্বাচ্চ রাজত্বং সর্বদা প্রিয়ে।

আনন্দজননাদেবি সুরেতি প্রতিবীৰ্ত্তিতা।

মুদং কুর্ত্তি দেবানাং মনাসি জীবয়ন্তি চ।

তদ্বাদুত্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী।”

উক্তম লোক সকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন হেতু, এই জন্ত ইহার নাম সুর। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন জীবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এই জন্ত ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল নির্ণয় তন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

“অষ্টৈশ্চাঃ পরং মোক্ষং মন্ত্রপানেন শৈলজে।

মাংসভক্ষণমাজেণ সাক্ষারানায়গো ভবেৎ।

মন্ত্রভক্ষণমাজেণ কালী প্রত্যক্ষতামিযাৎ।

মুদ্রাসেবনমাজেণ ভূপুরো বিষ্ণুরূপধ্বং।

মৈথুনেন মহাযোগী মম ভূগো নসংশয়ঃ।”

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্চাঃ ও পরমোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণ মাজেই সাক্ষাৎ নারায়ণ লাভ হয়। মন্ত্র ভক্ষণ সময়েই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাজেই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) ভূলা হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানকল।—

“জব্যং মধুঃ তথা মন্ত্রং মাংসঃ মুদ্রা চ মৈথুনম্।

মকারপঞ্চমং যুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্।

কন্ডাকোটিপ্রদানতঃ হেমভারশতানি চ।

কদমাপ্রোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ।

পৃথিবীহেমসংপূর্ণা দ্বা বৎসলমাপ্যুদাৎ।

ভংগুগাং কৌলিকে দ্বা তৃতীয়ং প্রথমায়ুতম্।

দ্বিতীয়ং প্রথমায়ুতম্ বো দ্বাৎ কুলযোগিনে।

তৃত্যক্তি মাতরঃ সর্বাঃ যোগিষ্ঠো ভৈরবাদয়ঃ।

অথমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানায়হর্ষীণাম্।

ভংফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রা।

গব্যং কোটিপ্রদানেন মৎপুণ্যং লভতে নরঃ।

ভংপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্ত্র প্রদানতঃ।

পঞ্চমেন বিনা জব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাদমঃ।

ভংসর্গং নিকলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

চাণ্ডালী চর্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।

মন্ত্রকর্ত্তী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবলভা।

অষ্টৈতাঃ কুলযোগিষ্ঠাঃ সর্বাদিকপ্রদায়কাঃ।”

মধু, মন্ত্র, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিলে। কোটি কন্ডা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার স্রবণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক কার্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। স্রবণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় জব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় জব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাত্র সকল, যোগিনী সকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোধান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মন্ত্র সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাদম পঞ্চমকার ভিন্ন জব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্মকারী, মাতঙ্গী, মন্ত্রকারিণী, মন্ত্রকর্ত্তী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবলভা এই চারি কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার পোদন করিতে হয়।

“সংশোধনমনাচর্য্য জীষু মদ্যোষু সাধকঃ।

আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ ত্যাজ্য ক্রুদা ভবতি সুলারী।”

যে সাধক পঞ্চমকার পোদন না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপ্রতি দেবী ক্রুদা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তারিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকার সাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

“পূজয়েৎ বহুযয়েন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।

এবং ক্রুদা লভেৎ সিদ্ধিং নান্তত্বদৃষ্টিগোচরে।

শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চাক্ষে স্তোতানে।

তত্ত্বজানমিষং প্রোক্তং বৈকবে শৃণু যতঃ।

ভক্তত্ব মনত্ব মনত্বঃ কুরেখরি।

দেবত্বঃ ধ্যানত্বঃ পকত্বঃ বরাননে॥”

কৌলিক অতিশয় বহু সহকারে পকত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। শৈব, শাক্ত, শাণ্ডিল্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পকত্ব জানিতে হইবে। ভক্তত্ব, মনত্ব, বনত্ব, সেব-
ত্ব ও ধ্যানত্ব এই পকত্ব।

মাংসাদি শোধন।—

“বক্ষ্যেৎ পরমেশানি মাংসাদেঃ পোধানং প্রিয়ে।

পূর্ব্বং মণ্ডলং কৃত্বা পুজয়েৎ মণ্ডলোপরি॥

আধারশক্তিঃ কুর্শ্বক্ অনন্তঃ পৃথিবীং তথা।

তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মংস্তং মুদ্রাঞ্চ পার্শ্বতঃ॥

হঁ বীজেন সংমদ্র্য কটুকটৈঃ প্রোক্ষণকরং।

বাজপেন চ খেদ্বাদিঃ ধর্ষয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

ততো মাংসং বধুত্বৈব ত্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।

ভুক্তিমন্তঃ পঠেত্ততা। মূলমন্তঃ সমুচ্চরৎ।

পবিত্রং কুর্ক দেবেশি মাংসং মংস্তং কুলেশ্বরি।

মুদ্রাং শতোত্তরং দিব্যাং পূজার্থং কুলনারিকৈঃ॥

ততো হঁ কটু বারুণঞ্চ ততোপরি জপেৎ প্রিয়ে।

মূলমন্তঃ তন্মধ্যে দশধা জপনকরং॥”

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ভাৱ মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কুর্শ্ব, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মংস্ত, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হঁ এই বীজ মন্ত সংমদ্রিত করিয়া কটু এই মন্ত দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং খেদ্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করা-
ইকে। তাহার পর মায়াবীজ, বধুবীজ ও ত্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত উচ্চারণপূর্ব্বক ভুক্তিপূর্ব্বক “পবিত্রং কুর্ক দেবেশি” এই ভুক্তিমন্ত পাঠ করিবে এবং হঁ কটু এই মন্ত তাহার উপর ও মূল মন্ত তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মংস্ত, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে বটুকোণাস্বর্গত ত্রিকোণবিন্দু দিগ্বিধা বৃত্তচতুষ্টয় বিধানপূর্ব্বক সামান্যত্ব্যাদক দ্বারা অভ্যাসিত করিয়া তাহাতে “আধারশক্তিতো নমঃ” এই মন্ত দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

“নমঃ” এই মন্ত দ্বারা আধারপাত্র প্রোক্ষিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক “মং বক্ষিমণ্ডলার দশকলাধানে
নমঃ” এই মন্ত দ্বারা পূজা করিয়া “কটু” এই মন্ত দ্বারা কলস প্রোক্ষিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাংসাদিভুক্তিত

করিয়া আধারপাত্রি দেবী এই নিবেদনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর “মং বক্ষিমণ্ডলার দশকলাধানে নমঃ” এই মন্ত দ্বারা আধার পূজা করিয়া “অং অরুমণ্ডলার দশ-
কলাধানে নমঃ” এই মন্তে কলস, “উং সোমরমণ্ডলার ক্ষেত্র-
কলাধানে নমঃ” এই মন্তে পূজা করিবে। তাহার পর কটু এই মন্তে দর্ভ দ্বারা স্তম্ভাঙ্কিত করিয়া “হঁং” এই মন্তে অব্যঙকিত করিবে। পরে মূলমন্তে বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যাস করিয়া মূলমন্ত দ্বারা তিনবার পঙ্কগ্রহণ করিবে। “ও” এই মন্তে কুণ্ডে পুষ্প প্রদান করিবে। “হ্রোঃ” এই মন্তে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। “হ্রোঃ হ্রোঃ নমঃ” এই মন্তে পূজা করিয়া জীঃ জীঃ পরমহামিনি পরমাকাশপুত্রবাহিনি চন্দ্রসুখ্যামি-
ভক্তিগি পাত্রঃ বিশ বিশ বাহা” এই মন্তে ষট ধরিত্রা দশবার জপ করিবে। “ঐং জীং জীঃ আনন্দেশ্বরঃ বিশ্বহে সুখা-
দেবো ধীমহে। জ্যোতির্জনানীধরঃ প্রচোদমাং” এই মন্ত পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অস্ত্রশাপবিমোচনমন্তঃ—

“অস্ত্রচ্চ শূণ্ণং দেবেশি বধা পানাসিকর্ম্মণি।

দোষো ন কারতে দেবি তান্ বৈ মজান্ শূণ্ণং মে ॥

একমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মহুত্বমন্তঃ প্রবন্ম।

কচোত্তরং ব্রহ্মহুত্বং তেন তে নাশরাম্যাহুঃ

সুখ্যমণ্ডলং কুণ্ডে বরুণালয়সমুদ্রে।

অমাবীল্যমরে দেবি শুক্রশাপাধিযুক্ত্যাম্ ॥”

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত দ্বারা স্র্যাকে অতিমমিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত দেবীর ষট ধরিত্রা তিনবার জপ করিতে হইবে। “ও বা বী বৃ বৈ বো বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতাটৈ স্র্যাদেবো
নমঃ” এই মন্ত তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

“ও শী শী শূ শৈ শো শঃ শুক্রে শাপাধিযুক্তিটাতৈ
স্র্যাদেবো নমঃ” এই মন্ত দশবার জপ করিতে হইবে, এই
রূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

“ঐং জীং জীং জীং জীং জীং জীং জীং জীং জীং জীং
বিমোচয় অমৃতং জীবর জীবর বাহা,” এই মন্ত দশবার জপ
করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যভুক্তি—

“ও হংসঃ শুচিসমুদ্রতরীকঃ সঙ্কোভ্য বেদিসদতিগি-
দুরোনসং। বৃন্দবনসুতদুঃখোমসদজা গোলা শতজা অজিলা
শতং বৃহৎ।” এই মন্ত জ্বের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর ত্র্যয় মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দ-
ভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্বে পঞ্চমকারের বিবরণ বর্ণিত হইল, অনেকের মনে
ধারণা হইতে পারে যে পঞ্চমকার সেবন পূণ্যপ্রদ, কিন্তু
শোধন ও সাধন ভিন্ন মন্তপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে
পঞ্চমকারের বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

“বহবঃ কৌলিকং ধর্মং বিখ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।

অবুধ্যা কল্পরক্তীং পায়স্পর্শ্যবিনোহিতাঃ ॥

মন্তপানেন মনুষ্য যদি সিদ্ধি লাভেত বৈ।

মন্তপানরতাঃ সর্কে সিদ্ধিঃ গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যগতির্ভবেৎ।

লোকে মাংসপানঃ সর্কে পুণ্যভাজো ভবতি হি।

শ্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবতি বৈ।

সর্কেহপি কন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্ত্র্যাঃ শ্রীনিবেশনাং ॥

বৃথাপানকং দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।

বয়ম্হাপানকং দেবি বেদাদিমু নিরুপিতম্ ॥

অনায়েন্নমনালোচ্যামশৃঙ্গকাপ্যাপেরক্ষৎ।

মন্তঃ মাংসং পশুনাক্ত কৌলিকানাং মহাকলম্ ॥

অমেধ্যানি বিজাতীনাং মন্তাক্তকাপিশৈব তু।

বাদশাখ্যং মহামন্তং সর্কেবামমং স্মৃতম্ ॥

সুরা বৈ মলমরানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে।

তন্মাংসং ত্রাঙ্গণ রাজক্চৌ বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥

সুরাদর্শনমাত্রেণ সুর্যাং সুর্যাবলোকনম্।

তৎসমাজ্ঞাপ্যমাত্রেণ প্রাণারামজয়েৎ চরেৎ ॥

আজ্ঞাসুত্যাং তবেৎ মমো জলে চোপবাসদহঃ।

উর্দ্ধং নাভেজিরাজন্ত মন্তস্ত স্পর্শনে বিধিঃ ॥

সুরাপানেহজ্ঞানকৃতে জলস্তীং তাং বিনিষ্কিপেৎ।

মুখে তরা বিনিষ্কিপে ততঃ শুদ্ধিমবাগ্ন্যাং ॥

মন্তমাংসাদিদোষস্ত প্রারচিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।

অবিধানেন যোহন্ত্যাং আদ্যার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে ॥

নিবলেররকে ঘোরে দিনানি পত্তরোমতিঃ।

সখিতানি চুরাচারতির্থ্যাংঘোনিবু জারতে ॥

অনুমন্তা বিশ্বসিতা নিহতা ক্রয়বিক্রী।

সংকর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ বাসিতাটৌ চ খাতকাঃ ॥

ধনেন চ ক্রেতা হস্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।

খাতকেখাতবন্ধাত্মামিত্যেব ত্রিবিধোবধঃ ॥

মাংসসম্পর্শনং কৃত্বা সুর্যদর্শনমচরেৎ।

তদ্বাদবিধিনা মাংসং মন্তক নাচরেৎ কচিৎ ॥

বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রীদতি।” (কুলার্ণবতন্ত্র)

অনেক লোক বিখ্যাজ্ঞান দ্বারা বিভূষিত হইয়া মন্তাপান
করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা
তাহাদের ভ্রম মাত্র। মন্তপান করিলেই যদি সিদ্ধি লাভ হইত,
তাহা হইলে মন্তপানমাত্র সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত।
মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই
পুণ্যশালী হইতে পারে। শ্রী সন্তোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ
হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনারামলভ্য,
কিন্তু বৃথা যে মন্তপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে
সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার
মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অম্পৃশ্য,
অনায়েন্ন এবং অপের। কৌলিক কার্য্যেই কেবল কলপ্রম।

সকল প্রকার মহাই বিজ্ঞানিগের অপের। অনেক
মলই সুরা, সেইজন্য বিজ্ঞানিগণ ইহা সেবন করিবে না।
যদি কোন ক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সুর্য্য
দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আভ্রাণ করেন, তাহা
হইলে প্রাণারামতন্ত্র আচরণ করিতে হইবে। আজ্ঞাসুত্যাং
জলে ময় হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আভ্রাণ
জন্ত পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে
নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে
সুরাস্পর্শজন্ত পাপ দূর হয়। অজ্ঞান কৃত সুরাপান করিলে
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা
হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্ত পাপ মুক্ত হয়। মন্ত ও
মাংসাদি দোষের প্রারচিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের
শ্রীতির নিমিত্ত বাহারা মন্ত ও মাংসাদি হনন করে, তাহার
হতপতুর রোম সংখ্যাছলারে ঘোর নরকে বাস করে এবং
পরে তির্থ্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পত্তহত্যার খাতক,
অনুমন্তা, বিশ্বসিতা, নিহতা, ক্রী, বিক্রী, সংকর্ত্তা,
উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এইজন্য
মাংস অবলোকন করিলে সুর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু
বিধিবৎ অর্থাৎ সঙ্গুতর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার
সেবন করিলে পরমার্থ তত্ত্ব লাভ হয়। অজ্ঞাত সকলই
নিফল ও বিশেষ পাপজনক। এইজন্য তাত্ত্বিক কোন
কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল।—

“সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্ব্যবহতি পার্শ্বতি।

ভৎসকং সত্যাতাং যতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥”

নারী শোখিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই
নারী বাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমানও
সংশয় নাই।

শক্তিশোধন ।—

“ইহানীং কথরিয়াসি নারীগাং শোধনং প্রিয়ে ।

অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি ॥

ভালে চ মণ্ডলং কুর্ধ্যাৎ ত্রৈপুৰং সিন্ধুরেণ চ ।

নয়নে কঙ্কলং দদ্যাৎ মূলমস্ত্রং জপেৎ স্বধীঃ ॥

অষ্টোক্তং বিবিধৈঃ ক্রিয়ৈঃ ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ ।

ভাব্যং বদনে দদ্যাৎ দিষ্টমুখিঃ বিভাব্য চ ॥

ততঃ বড়লমন্ত্রেণ বড়লজ্ঞাসমাচরেৎ ।

মাতৃকাং ততোজ্ঞাত্ব অঘাদিষ্ঠাসমাচরেৎ ॥

মূলেণ ব্যাপকং কৃতা মুক্তিং মূলং শতং জপেৎ ॥

হৃদয়ে কামবীজং বধুবীজং সংজপেৎ ॥

নাভৌ শ্রী গুহ্যদেশে চ সৰ্ববীজং পার্শ্বতি ।

মৌলৌ চ বাগ্ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্ ॥

শক্তিবীজং জপেদ্বারী সৰ্বসিদ্ধীধরো ভবেৎ ।

বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণে চৈব মহেশ্বরী ॥

এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রাপ্যতে ।”

নারী শুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া

অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিরেখা স্থাপিত করিবে ।

কপালে সিন্ধুর দ্বারা ত্রৈপুৰ মণ্ডল করিবে । নয়নে কঙ্কল

প্রদান করিবে । পরে সাধক মূল মন্ত্র জপ করিবে । অষ্ট

বিবিধ জব্য দ্বারা শাক্ত মন্ত্রে তাহাকে সম্ভাবণা করিবে । বদনে

ভাব্য প্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্র ভাবনা করিয়া বড়ল-

মন্ত্র দ্বারা বড়লজ্ঞাস করিতে হইবে । পরে মাতৃকাজ্ঞাস

করিয়া অঘাদিষ্ঠাস করিবে । মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া

মন্ত্রকে শত মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে । হৃদয়ে কামবীজ

ও বধুবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সৰ্ববীজ, মৌলিতে

কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে ।

বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান

করিলে নারী শুদ্ধি হয় ।

“স্বৰ্য্যকোটিপ্রতীকাংশঃ চক্ৰকোটিমূলতলম্ ।

অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্তং ত্রিলোচনম্ ॥

অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্ ।

ব্রহ্মরূঢ়ং নীলকণ্ঠং সৰ্বভরণভূষিতম্ ।

কপালখণ্ডাধরং ঘণ্টাডমরুধারিনম্ ॥

পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদ্যামূলধারণম্ ।

বজ্রাধেটকপট্টাশ্রয়ধরং শূলদণ্ডধরম্ ॥

বিচিত্রং খেটকং সুভং বরদাম্বরপাশিনম্ ॥

লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥”

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া “হসঙ্কমলবরম্ আনন্দৈতরবার

ববটু” এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দৈতরবকে তিনবার পূজা করিবে ।

পরে আনন্দৈতরবীকে ধ্যান করিতে হইবে ।

“ভাবয়েচ্চ জ্বাং দেবীং চক্ৰকোটিভূতপ্রভাং ।

হিমকুলেন্দ্রবলং পঞ্চবক্তং ত্রিলোচনম্ ॥

অষ্টাদশভুজমুত্তমং সৰ্বানন্দকরোত্তমম্ ।

প্রহসন্তীং বিশালাকীং দেবদেবত্ব সমুখীম্ ॥”

এইরূপে আনন্দৈতরবীর ধ্যান করিয়া “হসঙ্ক মলবররীং

জ্বাদেবৈব ববটু” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া জব্য মধ্যে শক্তচক্ৰ

লিখিবে এবং ক্রমায়ুসারে “হং লং কং” মন্ত্রে লিখিতে হইবে ।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির বোণ হস্ত, এই জন্ত জব্য

মধ্যে অমৃতত্ব চিত্তা করিয়া থেয়মুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে,

“বং” এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা

স্বরূপ সেই জব্য চিত্তা করিবে । এইরূপে জব্যশুদ্ধি হয় ।

“এতত্ত্ব কারণং দেবি জয়সম্মনিবেষিতম্ ।

অতএব তত্ত্বানাম স্মরেতি ভুবনজয়ে ॥

অস্তাঃ গন্ধঃ কেশবস্ত তেন গন্ধেন কোলিকঃ ।

পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্ ॥”

দেবলম্বে ইহা সেবন করেন, এই জন্ত ত্রিভুবনে ইহার

নাম স্মরা এবং এই স্মরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা

কোলিক পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে ।

মাংসশোধন । “ও প্রভঞ্চিকু স্তবতে বীৰ্য্যেণ যুগোন

ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যন্তোক্তম্ ত্রিষু বিক্রমে যিমত্তি ভুবনানি ।

বিষ্টা ।” এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয় ।

মংস্তশুদ্ধি—“ও তবিকো পরমং পদং সনা পশন্তি পুরঃ

দিবীব চক্ৰভাতং । ও তবিশ্রাণো বিপত্ত বোজাপ্রবাসঃ সমি-

ক্ৰতে বিজোৰ্গং পরমং পদং” এই মন্ত্র দ্বারা মংস্তশুদ্ধি করিবে ।

মুদ্রাশুদ্ধি—“ও বিষ্ণুর্ধোনিং করয়তু ষষ্ঠী রূপাশি

পিংসতু আদিকতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাকু তে ।

গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী ।

গর্ভং তে অম্বিনৌ দেবা বাধতাঃ পুংসরাজৌ ॥”

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রা শুদ্ধি করিবে । পূর্বে যে সকল

বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয় ।

কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরু দরকার ।

সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছাছায়ায় করিতে

পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল

লাভ হইবে না ।

চক্রাঙ্কন । সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রাঙ্কন করিয়া থাকেন ।

ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার । নিশীথরাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে

হয় ।

বীরচক্রঃ—“বীরচক্রঃ প্রবক্ষ্যামি যেন শিখ্যন্তি সাধকঃ।

অনয়া পূজয়া দেব দেবসিদ্ধিঃ প্রাপ্যতে ॥
শক্তে যেন সমগ্রাদি বৎপ্রশস্তঃ নিবেদয়েৎ।
তুচরাণাং খেচরাণাং ভক্তদ্বাঃসঃ স্তবধর ॥
মুক্তা সর্বাণি বাস্তানি মুক্তানি পরমেধরি।
খেতপীতক পুষ্পাণি রক্তাণি চ বিশেষতঃ ॥
অষ্টবীরক বড়বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
করয়েৎ বীরপাশিতং খণ্ডলান্দ্র হৃদয়ী ॥
বীরৈভ্যো দক্ষিণাং দত্তাং আচার্য্যার বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতককৈবং ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্ ॥
নাশয়েৎ তৎকণাদেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনক ভক্তকং নিফলং তবৎ ॥”

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-
প্রভাবে সাধক সকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে
সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত জ্ঞেয় নিবেদন করিবে।

তুচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ।
সকল প্রকার বাস্তাই মুক্তা, খেত, পীত, ও রক্তপুষ্প, আনয়ন
করিবে। বড়বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে বাহা
লাভ হয়, তাহা করনা করিবে। এইরূপ করনা করিলে
বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা
দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র
প্রভাবানুসারে তৎকণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন
চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিফল।

রাজচক্রঃ—“চতুর্ভূজাভূষাশ্চিত্ত ব্রহ্মণা স্তবনোহরা।

যামিনী যোগিনীচৈব রক্তকী শপটী তথা ॥

কৈবর্তকমুৎপন্ন পক্ষশক্তিহরিতা।

এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিবেদিতা ॥

অর্পয়েৎ যথুমদ্যক শুদ্ধিজাগ্রসম্ভবা।

ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিদীরতে ॥

ষষ্টিবর্ষসংজ্ঞা দিবলোকং বহীরতে ॥”

অভিশয় রূপবতী স্তবনোহরা চতুর্ভূজা কুমারী এইরূপ
যামিনী, যোগিনী, রক্তকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্তী ইহারাই
পক্ষশক্তি, এই পক্ষকন্যা সাধক কর্তৃক নিবেদিতা হইলে
প্রশস্তা হয়। পরে যথু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে
রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্রঃ—“দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি বৎসুতৈঃ ক্রিয়তে সদা।

শক্তব্রহ্ম বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা ॥

রাজবেস্তা নাগরী চ শুণ্ডবেস্তা তথা প্রিয়ে।

দেববেস্তা ব্রহ্মবেস্তা শক্তয়ঃ পক্ষদেবতা ॥

রাজসেবাপন্ন রাজবেস্তা শুণ্ডা চ কোলজা।

দেববেস্তা মৃত্যুকারী ব্রহ্মবেস্তা চ তীর্থগা ॥

নাগরী কতচিত্ত কতা রক্তাকামরজবলা।

পটেকতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥”

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতা সকল সর্বাঙ্গ
যে দেবচক্রের অঙ্কন করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে
রাজবেস্তা, নাগরী, শুণ্ডবেস্তা, দেববেস্তা ও ব্রহ্মবেস্তা এই
পঞ্চবেস্তাই পক্ষশক্তি। রাজসেবাপন্নরূপা রাজবেস্তা, কোলজা
শুণ্ডবেস্তা, মৃত্যুকারিণী দেববেস্তা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেস্তা এবং
যে কোন রজবলা কতা নাগরী এই পঞ্চ বেস্তা, ইহাদিগকে
দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

“রাজচক্রে রাজদং শ্রাং মহাচক্রে সমুদ্রদম্।

দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্ ॥”

রাজচক্রাঙ্কন করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমুদ্র, দেব-
চক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষ লাভি হয়। (ব্রহ্মসামল)।

“পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণু বরানন।

চক্রং পক্ষবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥

রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।

বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্ ॥”

পঞ্চচক্রে বাহা বাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে,
চক্র পক্ষবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহা-
চক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পঁচা চক্র।

“পঞ্চচক্রে ব্রহ্মদেব্যা বীরচ কুলসম্বরী।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থচ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥

ব্রহ্মচারী গৃহস্থচ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।

যোগিতাঃ পূজ্যতে দেবি সর্গচক্রে কামিনী ॥

মাতা চ ভগিনী চৈব হুহিতা চ সূয়া তথা।

শুক্রপত্নী চ পটেকতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥

গৌরী বাগ্যথবা সাক্ষী সুরা শতা কুলেশ্বরী।

শুদ্ধিচাপোত্তবা শক্তা তৃতীয়া বেনসম্ভবা ॥

মুক্তা গোপমজা শক্তা স্বয়ম্ভুসম্ভবা।

কুণ্ডগোলোত্তবং জ্যেষ্ঠং অমুকলং নিয়োজয়েৎ ॥”

বীর পঞ্চচক্রে বাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ও পঞ্চচক্রে
পূজা করিতে পারে। যোগিণী সকল চক্রেই কামিনীপূজা
করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী হুহিতা, সূয়া (পুত্রবধূ),
শুক্রপত্নী এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়।
গৌরী, সাক্ষী, সুরা, মুক্তা, স্বয়ম্ভুসম, কুণ্ডগোলোত্তবজ্যেষ্ঠ
এই সকল জ্যেষ্ঠ অমুকলে অঙ্গোপ করিতে হইবে।

“রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমহুকরঞ্চ চন্দনম্ ।
বজ্রালঙ্কারভূষাণৈর্গন্ধমালাহুদমপনম্ ॥
পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা দেবভাষ্যো নিবেদয়েৎ ।
ভক্ত্যা নানাবিধং জব্যং নানাবজ্রসমধিকৃতম্ ॥
আগবৎ শুদ্ধিসংযুক্তং তীর্থো দত্তাং পুনঃ পুনঃ ।
প্রণমেৎ প্রজপেদন্তঃ দুই। ভাষ্যং সহস্রকম্ ॥
অঙ্গং নৈব শৃশেভ্যাসাং শৃশেভ্যঃ নরকং ব্রজেৎ ।
মধুমতা সদা ভাষ্যং ন বপতি মনুষ্পবঃ ॥
ভক্তনৈব ভবেৎ সর্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥”

রক্তচন্দন ও অহুকরে শ্বেতচন্দন বজ্র অলঙ্কার প্রভৃতি
দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তি সহকারে দেবভাষ্যে
নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ত্যা জব্য, চিত্র বিচিত্র বজ্র
প্রভৃতি এবং আগবৎ শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ
প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন-
পূর্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে
না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়।
সেই মধুমতাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা
ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

“মাতা ভগ্নী মূষা কচ্ছা বীরপত্নী কুলেশ্বরী ।
মহাশক্তি যজ্ঞেশ্বতঃ পঞ্চশক্তিঃ পুনঃ পুনঃ ॥
জব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্যে শিবযোজনম্ ।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ শ্রাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥
মহাব্যাধির্ভবেদেবি ধনহানিঃ প্রজারতে ।
সদৈব হুঃখযামোতি সর্বং তস্তা বিনশতি ॥
আত্মক গোড়িকং শ্রোত্রং দ্বিতীয়ং কুকুটোত্তমং ।
তৃতীয়ং রোহিতং শ্রোত্রং চতুর্থং মাসসম্ভবম্ ।
করবীরোত্তমং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্ ।
পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ ।
অষ্টম্যাক চতুর্দশাং অমারাক কুজেহসনি ॥
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তিঃ প্রপূজয়েৎ ।
গুরুপদে গুণোৎসাহে চতুর্দশমী তিথৌ ॥
মহাচক্রে যজ্ঞে ভক্ত্যা সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কচ্ছা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী
ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়।
জব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ
বোজন করিবে না। বোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব
নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্বদা হুঃখ ভোগ

ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম গোড়ী, দ্বিতীয়
কুকুটোত্তম, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসসম্ভব, করবীর পুষ্প,
চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্বক বৈবীর পূজা
করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত বাটহাজার বর্ষ
দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্তা
অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্বক পঞ্চ
শক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য
গুরুপদে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে
ভক্তিপূর্বক বাগ করিবে।

মাতা ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কথা লিখিত
হইল, ঐ পাঁচটা শব্দই পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুক্তর
তত্ত্ব ১০ম পটলে লিখিত আছে—

“ভূমীজকম্ভকা মাতা হুহিতা রজকীজতা।

খপচী চ খসা জেয়া কাপালী চ মূষা মূতা ॥

যোগিনী নিজশক্তিঃ শ্রাং পঞ্চকম্ভাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

মাতা বলিলে রাজকম্ভা, হুহিতা বলিলে রজকীর কচ্ছা,
খসা বলিলে চণ্ডালী, মূষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই
যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কচ্ছা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

“দেবচক্রে অবক্ষ্যামি শৃণু বরবর্গিনি।

বিদগ্ধা সর্বজাতীনাং পঞ্চকম্ভাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

গোড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পঙ্কিসম্ভবম্ ।

তৃতীয়ং শালমৎস্তং চতুর্থং ধাত্তসম্ভবম্ ॥

সুগন্ধি গন্ধপুষ্পকং দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ ।

দেবচক্রে যজ্ঞে শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে ॥

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকম্ভাঃ প্রপূজয়েৎ ।

পঞ্চকম্ভাঃ যজ্ঞচক্রে নাতিরিক্তাঃ কদাচন ॥

লোভাঘা কামতো বাপি ছলাঘা বরবর্গিনি।

যদি শ্রাং সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

অষ্টম্যাক চতুর্দশাং পঞ্চরোদয়োরপি।

পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ ॥

দিব্যবীর্যবিত্তো মতী যজ্ঞে শক্তিঃ বলিয়সীম্ ॥”

দেবচক্রে বিবর কথিত হইতেছে—

সর্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ঐটা কচ্ছা, ফলজ রম্য গোড়িক,
দ্বিতীয় পঙ্কিসম্ভব, তৃতীয় শালমৎস্ত, চতুর্থ ধাত্তসম্ভব ও
সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে
হইবে। দেবচক্রে শক্তি বাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়।
পঞ্চকম্ভা চক্রে বাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত
বাগ করিবে না। লোভ হেতু অথবা ছল বা কামাঙ্ক্ষাসে
ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে পতি হয়। উক্তর পক্ষেই সঠিক ও চতুর্দশী ভিত্তিতে শিকড়নি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

“সিদ্ধমতী ভবেৎ বীরো ন বীরো মতপানকঃ।
অভিযিক্তো ভবেৎ বীরো অভিরিক্তা চ কৌলিকী।

এবং বীরশক্তিঃ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
সাক্ষিক্তো মলেক্তো স্যাবিক্তা চ কৌলিকী।

যেহেতু রোরবঃ বাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
এবং ক্রমঃ বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ বহি।

সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রোরবঃ নরকং ব্রজেৎ।
সর্বমন্তঃ সর্বভুক্তিঃ সর্বমীনঃ কুলেশ্বরী।

সর্বমুদ্রাং সর্বপুশাং স্বরভুকুহুমন্তা।
কুণ্ডগোলোদবং জব্যং নানারসসমমিতম্।

প্রদত্তাং সাধকো প্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ।
অশক্তিঃ পুঙ্খয়েত্তত্র তদ্বজ্রিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।

চব্যক জ্যোত্বোত্তোপ্রোহং কনিষ্ঠার নিবেদয়েৎ।
একাসনে ন ভূজীত ভোজনং নৈকভোজনে।

পরম্পরমুখম্পর্শং নকর্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।

আনীর হীনজাং দেবীঃ শক্তিময়ঃ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজাং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।

মধুসূক্তার বীর্যম যো মদ্য্যং হীনজাং স্মৃতাম্।
বকু কোটিসহস্রং তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে।

বীর্যম শক্তিদানম্ বীরচক্রে বিবীরতে।
চক্রভিমে চরেৎ মানং রোরবঃ নরকং ব্রজেৎ।

যাতয়েৎগোপয়েথাপি ন নিম্নের নিরীকরয়েৎ।
কামঃ ক্রোধঃ মাৎসর্যঃ বিকারঃ লোভমেব চ।

কুংসা নিন্দা ছরালাপঃ গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
মদ্রঃ মুদ্রামকমালাং যোনিঃ বীরসকলম্।

মণ্ডলক ঘটং পীঠং সিদ্ধিভব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং কেজঃ দেবীক যোগিনীং।

কুলাচারঃ গুরুভূতীঃ মনসাপি ন নিম্নয়েৎ।
মাতৃযোগিঃ পণ্ডকীড়াং নয়াং স্ত্রীমুরভতনীং।

কাঙ্কন কোতিভাঃ কাঙ্কঃ কামভো নাবলোকয়েৎ।
দেবীঃ গুরুঃ স্বধাং বিদ্যাং প্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়ায়জ্ঞানম্।

যোগিনীং ভৈরবীতন্ত্রং অষ্টকপ্রপুসয়েৎ।
বিদ্যাভাঃ হুহিতা ভয়ী মূষা পত্নী চ পক্ষী।

পণ্ডচক্রে বশেকীমান্ পণ্ডবভোবধঃ চরেৎ।
গন্ধপুশক মাণ্যক বদ্যাত্যভরণানি চ।

সিন্ধুশাণ্ডককতুরীং নানাপুশাপি স্থখরি।

ভক্যং নানাবিধং জব্যং কমাং নানাবিধং প্রিয়ে।

এতচ্চ বাগগং বস্ত ভক্যো ভাক্তো নিবেদয়েৎ।

বটবর্ষলহর্যাপি কিত্তো সাক্ষাৎ জ্যক্লেশবম্।

বীরচক্রে স্তম্বসিদ্ধি ভৈরবো ন লংঘয়ঃ।

অনাবত্যাং চতুর্দশাং পক্ষমৌককরোরশি।

অশানের গতে নার্ষেৎ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।”

মন্ত্রলিঙ্গ হইলেই বীর হয়, মদ্র্য পান করিলে বীর হয় না। বথাবিধি অভিরিক্ত হইলে বীর ও বথাবিধি অভিবিক্ত হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিবিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া বাগ করিবে না, এবং করিলে রোরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম দ্ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধি হানি হয়, রোরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সঞ্চল রকম মন্ত, সর্ব মুদ্রা, সর্ব পুশা, স্বরভুকুহুম, কুণ্ডগোলোদব জব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে এবং অশক্তি পূজা করিবে। ভক্য জব্য জ্যোত্বাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরম্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপায়ে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মদ্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসূক্ত বীরকে যে হীনজা কত্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রোরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য, বিকার, লোভ, কুংসা, নিন্দা, ছরালাপ, এই ৮টা গুণ রাখিবে।

মদ্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসকল, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিভব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত বীর সন্তান, কেজ, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুভূতী ইহা-দিগকে মনেঃ নিন্দা করিবে না।

মাতৃযোগি, পণ্ডকীড়া, মদ্রাঙ্গী, উরভতনী, কাঙ্ক কোতিভা কাঙ্ক, ইহাদিগকে কাষ ভাবে অবলোকন করিবে না। দেবী, গুরু, স্বধা, বিদ্যা, প্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতন্ত্র ও অষ্টক পূজা করিবে।

পণ্ডচক্র—মাতা, হুহিতা, ভয়ী, মূষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তি-সমবিতা হইয়া পণ্ডচক্রে বাগ করিবে। ইহাতে পণ্ডবং

কুটি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মালা, বস্ত্রাদি আচরণ, নিম্নর, অশুক, কতুরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ত্তিকপূর্বক তাহাদিগকে সিবেন্দন করিবে। এই প্রকার পদ্ধতিকে বাগ করিলে বাট্ট হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হই, বীরচক্রে মন্ত্র সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছু ব্যয় সংশয় নাই। উক্ত পক্ষের অমাবস্তা ও চতুর্দশীতে স্থানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতর)

"ন নিলেং ন হনেং বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।

এতচ্চক্রগতাং বার্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।

তেভ্যো ভোজনং কুকীত নাহিতঞ্চ লমচরয়েৎ।

ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রবরতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিসাক্ত ব্যক্তিদ্বিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ত্তিকপূর্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং বস্ত্র-পূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাগতোবনী) বীরসাধন।—

"পুরস্চরণম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরয়েৎ।

সমাক্ষপরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাধিতা।

জায়তে তত্র কর্তব্য্য সাধকৈ বীরসাধনা।

পুত্রদারধনস্বৈলোভমোহবিবর্জিতঃ।

মন্ত্র বা সাধরিধ্যামি দেহঃ বা পাতয়াম্যহম্।

প্রতিজ্ঞাসীদুশীং কৃষ্য বলিভ্রব্যাপি চিত্তয়েৎ।

বস্ত্র মন্ত্রস্ত বদ্ধ্যং তস্তদ্য ব্যক্ত সাধকৈঃ।

শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পূর্বতনমিনি।

সর্বেষাং জীবহীনানাং জন্তুনাং বীরসাধনে।

ব্রাহ্মণো গোময়ং তাক্ত্য সাধয়েৎ বীরসাধনম্।

মহাশবঃ প্রশস্তাঃ শূদ্রাঃ প্রাধান্যে বীরসাধনে।

ব্রাহ্মণস্ত জিন্নঃ তাক্ত্য সাধয়েৎ বীরসাধনম্।

কুশাঃ প্ররোগকর্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্গসিদ্ধয়ে।

উক্সঃ শিবর্ষাৎ যদি বা পক্ষ্যা তরুণং যদি।

সপ্তমাস্টমসানীয়াং গর্ভদং যদি বা শবম্।

চাণ্ডালঃ চাকিত্তক শীতঃ সিদ্ধিকলপ্রদম্।

বষ্ট্রপ্রভৃতিবিধিং জন্তং বা বিক্রেত মুতম্।

শবমানীর কর্তব্যঃ না হরয়েৎ খেচ্ছয়া ভূতম্।

গ্রীরগপতিভক্ত্যাপুত্রং বর্জ্যং হি ভবেন্দম্।

কুটামিরোগসংযুক্তং বুদ্ধভিন্নং শবং হরয়েৎ।

ন হর্তিকং বৃত্তং বাপি ন পর্ষ্য বিতর্কৈব বা।

গ্রীরগনদৃশং ক্রপং সর্ষবা পরিমর্জয়েৎ।...

পূজাপারের নদীতীরে বিষমূল চতুর্দশে।

স্থানে বা বিশেষণে নীচা চোদ্দুতা ক্রময়েৎ।

পূজাপারের অরণ্যে বা নীচা চৈব বিকৃতয়েৎ।

সংস্থাপ্য কৃশপখ্যাদাং পুষ্কং নিব্যাক্ষিপণম্।

আনীর স্থাপনেরদ্বারা ক্রপকালং লমচরয়েৎ।

শীতমন্ত্র সমালিখ্য পক্ষপুশ্যাদিভিত্তকঃ।

অত্যাচ্চ্য চাননং দধা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ।

ভক্তঃ শবাজে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়ঃ চরয়েৎ।

কৃষেন্দ্রী কড়ম্বাঃ কৃষাঃ কতিধা মানবোক্তম্।

ভক্তঃ শবং কালমিখা স্থাপয়েচ্চ প্রবরতঃ।

যদি বস্ত্রেন ন তিষ্ঠেৎ তৈরব্যাক্ত তত্র ভবেৎ।

এলালবলকপূর্ণরাজ্যধিরসার্বভৌমঃ।

ভাষুণং তমুখে মজাৎ শবং কুর্ঘ্যাদধোমুখম্।

স্থাপয়িত্বা চ তৎপুষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।

বাহুদ্বয়াদিকটাস্তং চকুরজং বিধায় চ।

মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলষ্টকনমমিতম্।

ততঃশৈলেশ্বরমিনং কল্যাত্তরিতং ভূসেৎ।

পূজাজব্যঃ সরিষৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।

সংস্থাপ্য শবমত্যাচ্চ্য তত্র চারোহণং কবেৎ।

কৃশান্ পদন্তলে দধা শবকেশান্ প্রসার্য চ।

দৃঢ়ং নিবধ্য কুটিকাং তঞ্চ দেবব্রহ্মসিগম্।

তচ্চ দেহং স্ত্রুংপূজ্য পঠেৎস্বায়ং সমুখে।

ওং জীমতীকৃতরাজ্যাবত্যাচনতাত্যুঃ।

আহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাশিপ।

ইতি পাদন্তলে তত্র ত্রিকোণবস্ত্রমালিখৎ।"

সাধক পুরস্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সমাক্ষ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনার প্রবৃত্ত হইবে। বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র দার ও ধনদায়ি প্রভি দেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলি, দ্রব্য সকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোমর ত্যাগ করিয়া শব সাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসম্মানে ক্রীড়াগ করিয়া সাবনা করিতে হইবে। এরোগকর্তৃরিগের পক্ষে কুইই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিওবা। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তকবা ঋতুগ্রাসীর গর্ভজ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা সন্মাননা করিলে আত্ম কল লাভ হয়।

যদি প্রকৃতি দ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ বেচাণাল বসি, মূল, বকল বা বস্ত্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিজুত জলময় বা সমুদ্র হুখে পলায়ন পরাধু হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি মূল্যের কাস্তিবিশিষ্ট, শৌর্যবান ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাদনার্য তাহার শব আদরন করিবে ৷

ক্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিভ্যাগ করিতে হইবে। যেছাপূর্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ শৌকের শব গ্রহণ করিবে না। দ্রুতিকে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাদনের অঙ্গপমুক্ত। ক্রীজন সমুদ্র রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জনীয়।

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাদন বীরচর্যাদিগের একটা প্রধান সাধন, এই অস্ত্র ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূত্র গৃহে, নদীতীরে, পর্বতে, নির্জনস্থানে, বিষহৃৎ মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সন্নীপবর্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টবী বা চতুর্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীর মঙ্গলবারে বিপ্রহর রাজিতে শবসাদনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিবে এবং গীঠ মন্ত্র লিখিয়া গন্ধ-পুষাদি দ্বারা অর্জনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্বক দেবতাদিগের আশায়ন (তুষ্টি) আদরন করিবে। ভুবনেশী ও অন্তে কই এই প্ররোগ করিবে। তাহার পর শব প্রকাশিত করিয়া বহুপূর্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যেরূপ যদি স্থাপিত না হয় তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কপূর, জাতি, ধূসর ও অর্জক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাহুল প্রদান করিবে। তৎপূর্বে স্থাপিত করিয়া চক্ষন বিলম্বিত করিবে, পরে মূল আনি করিয়া কটদেশ পর্যন্ত চতুর্দশ মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দশমুক অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার

পর চৈলেশ, অজিন, কবলাস্তরিত করিয়া জ্ঞান করিবে এবং সন্নিকটে পূজা দ্রব্য সকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্জনা করিতে হইবে এবং জাহাতে আনোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে, শবকে প্রদান করিয়া তাহাতে মূর্তি বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেববরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উক্তি হইয়া “ভীম-ভীক-ভয়াভাব” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণময় লিখিবে।

“তেনোখাতুং ন শক্নোতি শবস্ত নিশ্চলো ভবেৎ।

উপবিশ্ত পুনস্তত্র বাহু নিঃসার্যাপাদয়োঃ ॥

হস্তয়ো কুশমাস্তীৰ্য্য পাদো তত্র নিধাপয়েৎ ॥

ওষ্ঠৌ তু সংপৃষ্টকৃৎ স্থিরচিত্তং স্থিরেজ্রিয়ঃ ॥

সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথ্যচরয়েৎ ॥

চলাসনাত্ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েতু তম্ ॥

যৎপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্ ॥

দিনান্তরে চ দাতুমি শ্রনাম কথয় মে ॥

ইত্যুক্তা সংকুতেনৈব নির্ভয়স্ত পুনর্জপেৎ ॥

ততশ্চৈয়ধুরং বস্ত্রি বস্ত্রব্যং শীলয়া নৈব ॥

ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বস্ত্রস্ত প্রার্থয়েন্নরঃ ॥

যদি সত্যং ন কুর্য্যাক্ত বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥

তদা পুনর্জপেজীমান্ একাগ্রযতমানসঃ ॥

সত্যো ক্রতে বরং লভা সত্যভেদস্তু অপাদিকম্ ॥

ফলং জাতমিদং জায়া কুটিকাং মোচয়েন্ততঃ ॥

শবং প্রকাশ্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্ ॥

পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে দ্বিপেৎ ॥

শবং জলে চ গর্ভে বা নিঃক্ষিপ্য দানমাত্রয়েৎ ॥

ততশ্চ বগুহং গভা বলিং দত্ত্বা দিনান্তরে ॥

পুত্রয়িত্বা ততো দেবীং বাচিতোহং বলিপ্রিয়ম্ ॥

তেন গৃহস্ত সর্গে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্ ॥

পরেহপি নিত্যমাত্রার্থ্যঃ পঞ্চগব্যং পিবেন্ততঃ ॥

ব্রাহ্মণান্ জোজরেক্ত্য পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্ ॥

সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাক্টেব দশাবধি ॥

ততঃ দ্বাষাচ চুক্রাচ নিবসিহুতমে স্থলে ॥

যদি ন ত্রাং বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিত্যং জ্ঞেৎ ॥

তেন চৈরিনং ন ত্রাং তদা দেবী প্রকৃপ্যতি ॥

জিন্নাজং বা বভ্রাজং বা নবরাত্রক গোপয়েৎ ॥

ক্রীণব্যাদপি পক্ষেতু তদা ব্যাধিং বিনিধিয়েৎ ॥

গীতং প্রথা চ ব্যাধিহো নিশ্চক্ মৃত্যুদর্পনাৎ ॥

০. বসিবিদ্যঃ পূজাবিধ্যঃ বসুবিদ্যঃ পরায়নকম্।

বসুবিদ্যঃ সর্পবিদ্যঃ চাণ্ডালকাস্তিহৃতকম্।

তরুণঃ তরুণঃ শূরঃ রণে নষ্টঃ বহুবলম্।

পলায়নবিদ্যুক মৃত্যুং বহুবলম্। ০. তরুণারমৃত ভাবকৃত্যাদি।

যদি বসি দিবা। নাক্য তদাত্মকতায় ভজেৎ।

পঞ্চদশ দিনং বাবং দেহে দেবত সংস্থিতঃ ॥

না বীজব্যাং পদপুণে বহির্বাতি বদা ভবেৎ।

তদা বজ্র পরিত্যজ্য গুহ্যায়সনাক্ষরম্ ॥

গোত্রাঙ্গণবিনন্দ্যাক ন সুবীজ কদাচন।

দেবগোত্রাঙ্গণানীশে সংপুণেং প্রোভাং তুতিঃ ॥

প্রোতিনিত্যক্রিয়াস্তে চ বিশ্বপজ্ঞোদকং পিবেৎ।

ততঃ সাত্বা চ পদারাব প্রাপ্তে বোক্তৃপবাসরে ॥

স্বাহাতঃ মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।

এবং শতদ্রব্যপূৰ্ণং দেবং বৈ তর্পয়েচ্ছলে ॥

স্নানতর্পণমুহুর্ত্ত নত্বাদেবত তর্পণম্।

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥

ইতি ভূক্তা বরান ভোগান অস্তে বাতি হরেঃ পদম্।”

পদতলে জিকোণ বর লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পান দ্বারা বাহ্যের নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদময় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠ-দ্বয় সংপৃষ্ট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেজির হইবে। এইরূপে অনন্তচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অল্পষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম একাধক করুন। সংকল্পে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভর হইয়া পুনর্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্তচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর কল হই-রাছে ইহা জানিয়া স্তুতিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্বক পান বহন মোচন করাইবে এবং পানচক্ষ মোচন করাইয়া পূজাভ্যাস জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে পদন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমি কর্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং জাহ্নবী পদবিন পঞ্চদশ

পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম বহন বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করার তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নির্ধন না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি ব্রীহদা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গিত গ্রহণ করিলে বধির, বৃত্তা দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিব্যভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অভিক্রম করিবে। যে যেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গদ বজ্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বজ্র পরিত্যাগ করিয়া অভ্র বজ্র গ্রহণ করিবে। গোত্রাঙ্গণ ইহাদিগের কখনই নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিশ্বপজ্ঞোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গলাস্নান করিয়া স্বাহাত মূল উচ্চারণপূর্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে।

এই প্রকারে তিন শতের উচ্চরণে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অস্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলভক্ত)

তত্ত্ব মতে স্মৃতিভাষ—

“নিরাকারং নিঃস্বর্ণক ভূতিনিদ্রাবিবর্জিতম্।

সুনিত্যং সর্বকর্তারং বর্ণাভীতাং সুশিষ্টমম্ ॥

সংজ্ঞাবিরহিতং শাস্তং কিমাকারং অতিষ্ঠিতং।

তদ্ব্যাহংপতির্দেবেশ কিমাকারং জায়তে ॥

শব্দর উবাচ।

শুণু দেবি পরং তবং বর্ণাভীতাক বৈখরীঃ।

ভগালয়া ভগাভীতাং ভূতিনিদ্রাবিবর্জিতাম্ ॥

আকাররহিতাং সিত্যাং রোগশোকাদিবর্জিতাম্।

পূজাব্যোগক দেবেশি স্বরূপংপতিকারণম্ ॥

যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়তে শুণু তৎ পিবে।

আকাশাক্ষায়তে বাসুদৈরোক্ষংপততে রবিঃ ॥

রবেক্ষংপততে ভোরং তোরোক্ষংপততে মহীঃ।

পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা তবেষুঃ পর্জ্যতান্নভে ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থং কুর্নপুটে হৃদভক্যঃ।

তদুদ্ভি বায়ুকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব হিতাঃ ॥

কারণ্য বারিমধ্যেতু কুর্শচরতি নিত্যশঃ ।

অববেব জিশুলেন পাণরামি পুনঃ পুনঃ ॥

হে দেবেন । নিরাকার, নিঃস্বর্ণ ভক্তিনন্দ্যাবিবর্জিত, বর্ণাতিত, সুনিশ্চল, সত্য্যাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন । মহাদেব পার্শ্বতীর এই প্রস্নে পার্শ্বতীকে কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! প্রেষ্ঠভব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।

ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্যতীতা, ভক্তি ও নিন্দ্যাবিবর্জিতা, আকার-রহিতা, নিত্য্য রোগ ও শোকাদি বর্জিতা শক্তি স্বরূপেই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি । প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই এটা পঞ্চ ভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । কুর্শপুটে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মতকে বাসুদাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে । কারণ বারিমধ্যে কুর্শ বিচরণ করে, আমি জিশুল দ্বারা পুনঃ পুনঃ পালন করি ।

শ্রীচণ্ডিকোবাচ ।

কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো ।

তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ইহ যৎ জিরতে কৰ্ম তৎপরম্রোপভূত্যাতে ।

জীবত্বপ্ৰলোকেব দেহাদেহান্তরং ব্রহ্মেৎ ॥

সংপ্রাপ্য চ্যোতমং দেহং দেহং ত্যজতি পূৰ্ব্বকম্ ।

ইতি শ্রুবা চ সা চতী পশ্যচ্চ পরমেশ্বরম্ ॥

শ্রীচণ্ডিকোবাচ ।

প্রাপ্তকোত্তরদেহস্ত পিণ্ডনানাদিকং কথম্ ।

শিব উবাচ ।

মৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মারাদেহং তদৈববি ।

মারাদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চাভবা ॥

বায়ুরূপেণ যতোমেহ আকাশস্থানিরাশ্রয়ঃ ।

ততশ্চ পিণ্ডনানেন বায়ুঃ হিরতয়ো জবেৎ ॥

প্রথমে মতকং দেহি জায়তে চ ক্রমাবধি ।

ততো বনপুং গচ্ছা ধৰ্ম্মাবধীৰিককং যৎ ॥

ভঙ্কক্ ॥ চাপরে কিকিং বরা কৰ্ম ন বিভতে ।

তদাভবা তদা জীবঃ প্রববৌ ব্রহ্মদানম্ ॥

তস্যাং কৰ্ম্মদ্বারেন বসিদ্ধাধুৰ্ভুতং ভবম্ ॥

মহারিদ্ধ্যাং ভাগ্যবশাৎ বসি প্রোষোতি সদুত্তরম্ ॥

তবজ্ঞানং মহেশানি বসি ভাগ্যবশাৎভবেৎ ।

তদৈব পশ্যতঃ যোক্তব্যং বায়ুজ্ঞানং তিষ্ঠতি ॥

ব্রাহ্মণত্বং মহামোক্ষং বায়ুজ্ঞানং কল্পিতম্ চ ।

সাক্ষ্যাকৌলভাত্তম্ পুত্রত্বং মহালৌকিকম্ ॥

মহাবিজ্ঞানপ্রদানেন পুনরাগমনং নহি ।

বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে ন্যশে তু সৰ্বমোক্ষং বরা শিব ॥

তদা সৰ্বতঃ নির্মাণং তবভ্যো বন সংশয়ঃ ।

শ্রীচণ্ডিকোবাচ ।

বৃহৎব্রহ্মাণ্ডবাচে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর ।

তৎ সৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি দেহোহন্তি মাং প্রতি ॥

শিব উবাচ ।

ব্রহ্মাণ্ডত্বং বাহুদেহো ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ হিতাঃ ।

অনন্তত্বং প্রমাণত্বং কিং বজ্রং শক্যতে ময়া ॥

স এব নির্মিতং সৰ্বং সৈব সৰ্বং মহেশ্বরি ॥

মহুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিবরণ আমার শুনিতে নিতান্ত অনিচ্ছা হইয়াছে । হে শিব ! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন । মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিলেন, হে শিব ! মহুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কৰ্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অহুষ্ঠান করে, সেই কৰ্ম্মদ্বারায় পরলোকে স্বৰ্গ নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে । জলোক (জৌক) যেমন ভূপ হইতে ভূগাত্রের গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে । জলোক একটী ভূপ আশ্রয় না করিলে পূৰ্ব্ণ ভূপ পরিভ্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূৰ্ব্ণদেহ পরিভ্রমণ করে না । পার্শ্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূৰ্ব্ণদেহ পরিভ্রমণ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে । আপনি অন্তগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন । এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিব ! মরণের সময় মারাদেহ হয়, মারারূপ দেহ ইহা বায়ুরূপ, এই মারাদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে । যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয় ।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু হির হয়, তৎপরে ক্রমে মতক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তর অবস্থায় সকল হয়, তাহার পর যবপুং গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য দ্বারা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্ণ ও স্নায়ক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম থাকে না, সেই সময় জীব যথেষ্ট আত্মকমে প্রকাশ্যানে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মাচরণে উত্তমা প্রকৃতি তদুপাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব বহুদিন পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন পর্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সান্ন্যাস ও শূদ্র সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহু দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হয়?

“প্রকৃত্যায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা স্ত্রীযাতে জগৎ।

তোয়াস্তব্ধবৃন্দং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে ॥

প্রকৃত্যায়তে সর্গং প্রকৃত্যা স্ত্রীযাতে জগৎ।

তোয়াস্তব্ধবৃন্দং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে ॥

তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্ধথা কচিং।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যায়তে জগৎ ॥

তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।” (নিরীণতত্ত্ব)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বৃন্দুস হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তাত্ত্বিকত্ব।—

“জীৱণাং বা স্মরকেবীং পুংসুণাং বা স্মরং প্রিয়ে।

স্মরেষা নিকলং ব্রহ্ম সন্নিধানলক্ষণিণী ॥

স্মরং যোষির চ পুমান্ ন যণ্ডো ন জড়ঃ সূতঃ।

তথাপি কল্পবলীং জীৱশ্চেন চ ব্রহ্মতে ॥

সাধকানাং হিতার্থায় অল্পায়া রূপধারিণী ॥”

সেই সন্নিধানলক্ষণিণী দেবীকে জীৱণেই হটক, পুং-সুণেই হটক অথবা নিকল ব্রহ্ম ভাবেই হটক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি জীৱ নহেন, পুরুষও নহেন, যণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন জী-বাচক, তাঁহাতে তজ্জন জী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের সকলের লভ্যই রূপধারিণী।

প্রাপকগণের লিখিত হইরাছে—

“ভামেভাং কুণ্ডলীত্যেকো সত্যোক্তরনাং বিদ্বাঃ।

না রোতি সত্যং দেবী কুণ্ডলীতকল্পনিদ্ ॥”

সেই মহাপতি কুণ্ডলীতলিনী বৌদ্ধজগণের স্বরূপ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরন্তর স্মরণলীতবৎ শুদ্ধ শুদ্ধ জ্ঞান করিতেছেন।

সারদাভিলেক কথিত আছে—

“বোগিগাং স্বরূপোক্তো নৃত্যাতী নৃত্যমঙ্গলা।

আধারে সর্বভূতানাং স্বরূপী বিদ্বান্ধাতিঃ ॥

শ্রীমদ্বৈক্যমোদেবী সর্বমায়ুতা ভিত্তিঃ।

কুণ্ডলীভূতসর্গাণামকপ্রিয়মুণেশ্বরী ॥

সর্ববেদময়ী দেবী সর্বময়ময়ী শিবা।

সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ স্বরূপাৎ স্বরূপতয়া বিদ্বাঃ।

ত্রিধামজননী দেবী শঙ্করব্রহ্মরূপিণী ॥”

তিনি বোগিগণের স্বরূপরোজে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্বভূতের আধারে বিদ্বাতের আকারে স্ফূর্তি পাইতেছেন, তিনি সার্ব জীবলগাধারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্গগণের অলম্বিত্রিধারিণী, সর্ববেদময়ী, সর্বময়ময়ী, সর্বতত্ত্বময়ী, স্বরূপ হইতেও স্বরূপতয়া, ত্রিলোকজননী ও শঙ্করব্রহ্মরূপিণী।

কুলাগর্বে বর্ণিত হইরাছে—

“যঃ শিবঃ সর্গঃ স্বরূপাঃ নিকলশোভাসাধারঃ।

যোমাকারো হ্যননন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে ॥

অতএব গুরুঃ সাক্ষাৎস্বরূপঃ সমাপ্রতিঃ।

ভক্ত্যা সংপূজয়েদেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রবচ্ছতি ॥

শিবোহমাকৃতির্দেবি! নরপূর্ণগোচরা নহি।

তস্মাৎ শ্রীশঙ্করপেণ শিভান্ধ রূপাধি সর্গনা ॥

মহাস্বচর্মা নহঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।

অশিষ্টাঙ্গগ্রহাধার গুণং পর্যটতি কিতৌ ॥

সত্যতত্ত্বলক্ষণীয় নিরহকারমাকৃতিঃ।

শিবঃ রূপানিধিগোকে সঙ্গোদীর্ঘহিচৈটিতঃ ॥”

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্গ, নিকল, উন্নতা, অব্যয়,

যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এই জন্ত পরম গুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে তত্ত্বপূর্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি মূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিব স্ফূর্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোবর স্ফূর্তি বহুস্তরের নরন গোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেই ক্ষত সরলোচ্চক প্রকরণ অবলম্বনপূর্বক
আমি শিত্তলুপ্তক কর্তব্য রক্ষা করি। বহুচর্চা করত হইয়া
সাক্ষ্য পরম সিব বশিতকর্তব্যে অগ্রহ করিবার ক্ষমতা
রূপে পৃথিবীতে জন্ম করিতেছেন।

এই ক্ষমতা আত্মিক ক্ষমতা এক আদম এক বস্তু এবং
সর্বোচ্চ একপুত্রার বিধান লক্ষিত হয়।

তত্ত্বমতে কল্পাপ্রবের লক্ষ্যভাষ্য—

“কথং বা জ্ঞাতং পুত্রাঃ তত্ত্বম্ জ্ঞাতং বা জ্ঞিতং।

পদমধ্যে গতে তত্ত্বম্ সত্যভিত্তে জ্ঞাতং।

পুরুষত চ বহুভাঃ তত্ত্বম্ বা চাখিকং ভবেৎ।

তদা কল্পা ভবেদেবি বিপরীতাং পুমান্ ভবেৎ॥

উত্তমোত্তম্যভ্যন্তরীণ ভবতি নিশ্চিতম্।”

(মাতৃকাক্ষেপতত্ত্ব)

জী ও পুরুষ সহযোগে পুত্র কল্পাদির উৎপত্তি হয়।
দ্রী পুরুষ সহযোগে তত্ত্ব পদমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে
পুরুষের তত্ত্বাধিকার হইলে কল্পা, জীর রজো অধিক হইলে
পুত্র, এবং তত্ত্ব ও রজঃ তুল্য হইলে জীব হয়।

এই মত আয়ুর্বেদে প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্রাশ্রুতঃ। নির্মাণতত্ত্ব বৃহদ্রাশ্রুতের স্বরূপ এই-
রূপ নির্ণীত হইয়াছে :—

প্রথমে মেরুপর্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার
মধ্যদেশে মহাবীরা নদী প্রবাহিত। এই অমেরু উর্ব্বদেশে
সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে
চতুর্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার উর্ধ্বে ব্রহ্মপদ।
সেই চতুর্দশদল পদ্মের নিয়মণে বীজকোষে মনোহর বলয়-
কারে বসে সমুদ্রবেষ্টিত কিত্তিক অবস্থিত। এই কিত্তিকের
মধ্যদেশে চতুর্দশ ও মনোহর অধ্বীপ, ইহার চারিদিকে
নীলাচল, মলয়, চত্রেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও তাম্রাচল
অবস্থিত। এই সকল পর্বতের শূন্য হইতে ভূগোলমতাকীর্ণ
নানাবিধ পর্বত ব্যতিরিক্ত হইয়াছে।

ঐ পদ্মের উর্ব্বভাগে বহু পুত্র ও চতুর্দশবৃত্ত জীম নামক
পদ, পদমধ্যে রাজকোষে মনোহর সিন্দুরবর্ণ ভুবলোক।
এখানে কল্পী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই
অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে ঞ্জোলোক, এখানে
রাখিকাক্ষী ও বিষ্ণুসুন্দরীর রূপ অবস্থান করেন। ইহার
তথ্য ও ব্যতিরিক্ত ঞ্জোলোক, এখানে ইন্দ্রাদি দেবকাদিগকে
কোথায়।

বীজকোষের ব্যতিরিক্ত অপর সকল। তথ্য ও রাখিকাক্ষী নদী
সকল প্রস্থাপিত। এই পদ্মের উর্ব্বদেশে বহুপুত্র নীলবর্ণ

ব্যোমরূপ ও সলযুক্ত রূপক মহাপুত্র আছে, ইহারই অপর
নাম সলোক। এখানেই কল্পাধর, তত্ত্বকালী প্রভৃতি বাস
করেন। এই পদ্মের উর্ব্বদেশে সানন্দপদোক্তিত পোদবর্ণ
পদমূলক আছে, ইহারই মহলোক। এখানে ইন্দ্রের বামভাগে
মহাবিন্দ্যা অবস্থান করেন। এই মহলোকের মায়ায় গোলোক
অপেক্ষা শতগুণ। তাহার উর্ধ্বে বোদশপদযুক্ত মোহাকার-
মাশক নির্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহারই জনলোক। এখানে
বামে গৌরী, দক্ষিণে সর্গাদিব বিরাজমান। এই পদ্মের উর্ধ্বে
পদ্মবদনবিশিষ্ট সানন্দপুত্র অবস্থিত, ইহারই তপোলোক। এখানে
শিবের বামভাগে সানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

“তপোলোকং গোলোকত চতুর্দশগুণং শিবে।

ব্রহ্মলোকেসু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥

তপসাপি ন সত্যোত তপোলোকমতঃ শিবে।

তপোলোকসমা নান্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥

সালোক্যং মহলোকং ত্য়াং সানন্দ্যং জনলোকে।

সায়ুজ্যং তপোলোকেসু নির্মাণং হি তদুর্দ্ধগে॥

অতো ব্রহ্মাণয়ো দেবান্তপোলোকার্ধিনঃ সদা।

তত্ত্ব লোকত মায়ায়াং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥”

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিদিক গুণ প্রধান,
ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপত্তা দ্বারা এই ভব-
লোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন
লোক নাই। মহলোকে সালোক্য, জনলোকে সানন্দ্য
এবং এই তপোলোকে সায়ুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই
নির্মাণ। ব্রহ্মা বি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা
করেন। এই লোকের মায়ায়া বসিতে সমর্থ নহি।

“কিমাকারঃ ব্রহ্মাণ্ডং তমে ব্রহ্মি মহেশ্বর।

সৃষ্টিপ্রকারঃ তন্মধ্যে কিমাকারং হি তদ্বিৎ॥

শব্দ উবাচ।

অন্তোরাকাশঃ ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্শ্বতিঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং বৃহদ্রাশ্রুতিকং হি তৎ।

যেহঃ পর্বতভূমধ্যে ভগ্না সপ্তকুলাচলাঃ॥

মূলানিমজ্জাক্ষাং বৈ অমেরু সীম পর্বতঃ।

হিতঃ মেরুরিখোভাগে ব্যাস্ত্যাক্ষোর্ব্বদেশতঃ॥

ভূলোকানি মহেশানি সপ্তকুর্ধ্ব ভ্রমণে হি।

ভাস্কর্য্যঃ সপ্তপাতালভিত্তিকৈঃ পরমেব হি।

সত্যলোকে নিরাকার। মহাভোজিঃকল্পপিণী।

মারয়জ্জ্বলিতাঙ্গানঃ চনকাকাররূপিণীঃ॥

হতপদ্যবিহিতাঃ চত্রেখ্যায়িকপিণীঃ।

মারয়কল্পমাকার্য্যঃ দিব্য ভিত্তিঃ যদোদরীঃ॥

শিবশক্তিবিভাগেন আরতে সৃষ্টিকরন।

এখনে আরতে পুজো ব্রহ্মসংজ্ঞা হি পার্শ্বতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরণ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্শ্বতী মহাদেবেকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্শ্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট জন্তর আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং হুগ্ন হুম্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরু পর্বত, ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, তক্ষিগান্ধ, ঞ্জপর্বত, বিষ্ণু, পারিষাত, এই ৭টা কুল পর্বত) মূল আদি করিয়া মজ্জক পর্যন্ত স্তম্ভের পর্বত মেরুর উর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তদর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপী মহাশক্তি মায়ার আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপী, এবং হস্ত-পদাদিরহিতা ও চক্রে সূর্য্যাদিস্বরূপী। এই মহাশক্তি মায়ারূপবশত ত্যাগ করিয়া উদ্ভূত হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি করন হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম ব্রহ্ম।

“শুণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু বরতঃ।

এতচ্ছৃণু শুভো ব্রহ্মা উবাচ সাদরঃ প্রিয়ে ॥

হাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি পুন্ডরীম্।

তচ্ছৃণু জগতাং মাতা স্বদেহাসমোহিনীং দদৌ ॥

বিতীরা সা মহাবিভা সান্বিতী পরমা কলা।

অতঃ সঙ্গং সমাসাত বেদবিত্তারণং কুরু ॥

অনার্যাসং সৃষ্টিকর্তা তবৎ মহীমণ্ডলে ॥”

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথার মিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি বিতীরা মহাবিভা ও পরমা কলা, ইহার নাম সান্বিতী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিত্তারণ কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনার্যসে সৃষ্টিকর্তা হইবে।

“বিতীরে আরতে পুজো বিষ্ণুঃ সত্বগুণাশ্রয়ঃ।

শুণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু বরতঃ ॥

স্তব দর্শনমাজ্ঞেয় নিকারী আরতে পূমান্।

কথং কয়ামি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিব ॥

দেহাজ্জটিক নির্গতা রদৌ তটৈ চ কালিকা।

ত্রিবৈকরী মহাবিভাঃ ত্রিবিভাঃ পরমেশ্বরীম্ ॥

ভামাজিতা মহাবিষ্ণুঃ পাণ্ডরভাবিনঃ জগৎ।

ভূতীরে আরতে পুজো মহাবোগী সদাশিবঃ ॥

তৎ দৃষ্টা সা মহাকালী ভূতীমুক্তাবনং হৃদাঃ।

শুণু পুত্র মহাবোগিন্ সখাক্যং হৃদয়ে কুরু ॥

হাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কালি মোহিনী।

অতঃ পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব ॥

শিব উবাচ।

যজ্ঞং মরি হে মাতঃ হাং বিনা নাস্তি মোহিনী ॥

সত্যমেতজ্জগতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।

অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন কয়ামি বিবাহকম্ ॥

কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বরতে।

তৎক্ষেণ সা মহাকালী দদৌ ভুবনরূপীম্ ॥

ভামাজিতা মহাবোগী সংহরতাবিলং জগৎ।

শক্তোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশাষ্টবিধা ভবেৎ ॥

কালীকাত্তা মহাবিভা হনেন পরমেশ্বরী।

ইতি তে কথিতং কান্তে যগা ব্রহ্মনিরুপমম্ ॥

গোপনীয়ং অয়ত্নেন বিজ্ঞোৎপত্তির্ঘণা শ্রিয়ে ॥”

তাহার পর বিতীরা পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু কহিলেন মহামায়া তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র তুমি বিবাহ কর, যেহেতু তোমার দর্শনমাজ্ঞেই লোক সকল নিকারী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতা! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অমুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈকরী ও ত্রিবিভা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ভূতীর পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাবোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় খ্রীত হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র, আমি যাঁহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অমুগ্রহ কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর জী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতা! তুমি ব্যতীত অন্য জী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্তি পরিহার করিয়া অন্তর্মুর্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনরূপীরাগ ধারণ করিলেন। ভুবনরূপী ও মহাশক্তি একই, মহাবোগী শিব এই

ভুবনস্বকীরকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টা বিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাতোড়ো ও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্শ্বতি! ইহাই ত্রৈলোক্যের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

*ঐতিহ্যিকোবাচ।

স্বপ্নপ্রসাদাচ্ছ তং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।

ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি কিতৌ সৃষ্টির্থা ভবেৎ॥

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু দেবি শ্রবণ্যমি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

সত্যলোকে মহাকালী মহাক্রম্বেণ সংপূটা।

চনকাকৃতিবিস্তার। চক্সস্বর্ধ্যাদিক্রপিকা॥

অনাদিক্রপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।

জলধমে র্থা দেবী ক্ষুদ্রস্তি বিক্ষুলিককাঃ॥

তত্ত্বাশ্চাত্তং পরং ব্রহ্ম বদা ভূমৌ পততাপি।

তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবতাপি॥

স্বাবরাদিযু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।

চতুরনীতিলক্ষং বৈ জয় চাপ্রোতি সোব্যয়ঃ॥

ততো লভেৎ পরেশানি মানুয্যাং চূর্ণভাঃ তদুম্।

যতো মানুযদেহস্ত ধর্ম্যধর্ম্যাদিপশ্চ সঃ॥

ততোহপি লভতে জয় পুনম্ ভূমবাপ্ত য়াৎ।

জায়ন্তে চ ত্রিযন্তে চ কর্ণপাশনিরস্রিতাঃ॥

চতুরনীতিসহস্রেণ নানাঘোনিষু শৈলজে।”

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্রিতিতে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্যলোকে মহাকালী মহাক্রম্বেণ সংপূর্ণিতা হন, এই মহাকালী চক্সস্বর্ধ্যাদি রূপ বিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ভায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীব সকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার জলধর্মির বিক্ষুলিক সকল ক্ষুদ্রিত হয়, কিন্তু ঐ বিক্ষুলিক যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীব সকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী, হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিবৃত্ত হন। স্বাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরনীতিলক্ষ জগদগরিগ্রহ করিয়া তাহার পর চূর্ণত মহদ্বজ্র প্রাপ্ত হয়; এই মহদ্বজ্র দেহই ধর্ম ও অধর্মের আকর। এই ধর্ম্যধর্ম্য দ্বারা-মানুষ একবার জন্ম পরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুস্থানে পতিত হয়। এইরূপে যানব সকল কর্ণপাশ দ্বারা নিরস্রিত হইয়া নানা প্রকার ঘোনিতে জন্ম করে।

তত্ত্বমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটা ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টা গুণ। অগ্নি, বায়ু, মল, স্বক, শোম এই ৫টা পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টা জলের গুণ। মিস্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রান্তি ও আলস্ত এই ৫টা তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপ, সঞ্চোচ ও প্রসব এই ৫টা বায়ুর গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টা আকাশের গুণ। সমুদারে পঞ্চভূতের এই ২৫টা গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, স্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধন ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবহৃত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও স্বক এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূভ্রময়, এই পরমাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূভ্রধাতু প্রাণ ইহাতেই গর্ভপিত্ত উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। স্বর্ধ্যা, চক্স, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুম্বে চক্স, নাতিম্বে দিবাকর, স্বর্ঘ্যের অগ্রে বায়ু ও চক্সের অগ্রে মন এবং স্বর্ঘ্যাগ্রে চিত্ত ও চক্সাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরায়ু বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরায়ু উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাজ্জা করে, কেই বা পান ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন স্নহুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাজ্জা করে, হতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্নহুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ণ করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাণ আচরণ করে, পাণ হইতেই বা কে-মুক্ত হয়? মন পাণ কার্য করে, মনই পাণে লিপ্ত হয়। মনই তদ্বনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি প্রকারে শিব হয়? স্রাস্তিবৃত্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, স্রাস্তি বৃত্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানাক হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে বোদ্ধ হয়?

বেদও বেদ নর, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীর সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তত্র পান করিয়া থাকে। ভগ্ন: ভগ্নতা নহে, ব্রহ্মচর্যই ভগ্নতা, যে ব্রহ্মচর্য প্রভাবে উৎকরেতা হওয়া যায়, সেই ভগ্নতা।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মমিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান না অমে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চক্ৰল-চিহ্নে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিহ্নে শিব বাস করেন, স্থিরচিহ্ন হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসুধালিনীতন্ত্র)

শুদ্র-লিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ।—

“বিপ্রোবা ক্সিয়ো বাপি বৈভ্রো বা নগনক্ষি।

পতয়ন্নরকে বোরে শূদ্রস্ত লিখনাং প্রিয়ে ॥

তস্মাদ্ শুদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।

শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যন্ত পঠ্যতে ॥

যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং আপ্নোতি মানবঃ।”

ব্রাহ্মণ, ক্সিয় বা বৈভ্র, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্ত শূদ্রলিখিত শুভ কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, জ্ঞাস, মুদ্রা, ছর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্বে বেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্র-জ্ঞানিতও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব-ছর্গা প্রভৃতি নাম শুনিই যেন বজ্রসম, ব্রহ্মডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী তারা বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে বেরূপ অসুত অসুত দেবমূর্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেক-কাদি দেবদেবীর মূর্তিও তরূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত ক্রমে জ্ঞাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত বিধানে সেইরূপ জ্ঞাস করিয়া থাকেন।

“বামাবর্তবিবর্তেন পূজান্তাসগ্রাহকিণম্।

বোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞতত্ত্বং চক্রদর্শনং ॥”

(অভিধানোত্তরঃ ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, মাধনের কোন নিরম নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থার হউক, সাধন করিবে।

“ন তিথিঃ ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।

শুচিনা বাপ্যশুচিবা ন শৌচমোরাক্রিয়া ॥

কালবেলাবিনিমুক্ত শৌচাচারবিবর্জয়েৎ।

তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগজঃ সর্বসম্বাদ্যতংপরঃ ॥

যিরিগহ্বরকুঞ্জেশু নদীতীরেশু সন্ময়ে।

মহোদধিতে রম্যো একবৃক্ষে শিবালয়ে ॥

মাতৃগৃহে অশ্বশানে বা উত্তানে বিবিধোত্তমে।

বিহারচৈত্যালয়ে গৃহে বাধ চতুঃপথে ॥

সাধয়েৎ যাদ্যকো যোগঃ সর্বকামফলপ্রদম্।”

(অভিধানোত্তরঃ)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, ছন্দাদি অতি শুভ বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল শুভবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

“আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাঃ বিস্তরাঃ।

ক্রিয়াজেদক্রমেণৈব সর্বতন্ত্রেভ্যস্তজ্ঞরা ॥

আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈজ্ঞাতকৈ শুখা।

অনুত্তরপদা বাচ প্রজাপারমিতাদয়ঃ ॥

বাহুশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।

যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্টিকং পদবিস্তয়েৎ ॥

সর্বাহারবিহারস্ত নির্জিহ্বেন চেতসা।

শতাক্ষরেণ সর্বেষাং মন্ত্রাণাং মূঢ়ভাবনা ॥

মালামন্ত্রঃ যোগনিভাঃ সর্বকামার্থসাধনং।

উত্তমে বাপি চোত্তরঃ যোগিনীজালসম্বয়ঃ।

মন্ত্রোক্তাক্ষর কবচো ছন্দয়ে ছন্দয়েন তু।

লিপিমণ্ডলবিভাসঃ বীরযোগিনীতন্ত্রবৎ।

সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমঃ।

শুভাদ্গুহ্যতরং রম্যং সর্বজ্ঞানসমুদয়ং।

আলয়ঃ সর্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাধ্যাপ্যত্বা।

এতত্ত্বম্ব কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।

তাবনৈবাক পরমাকশিসিকিরমুত্তমা।

ভাবয়েৎ অন্তঃস্থানি বজ্রসম্বন্ধমুগ্রাণ্যং।

অপ্রকাশ্যমিদং সর্বং গোপনীয়ং প্রবর্ততঃ ॥”

(অভিধানোত্তরঃ ৪পং)

বুদ্ধমত প্রতিপাত বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকার্যের নিলা ও গ্রহণে
নিবেশ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্তর্থা-করিয়া
থাকেন। পঞ্চমকার্যের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি প্রধান
অঙ্গ। যে মন্ত মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ
হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

“ନିତ୍ୟଂ ମହାମାରମତୋଽସୀ ମନିରାଶ୍ରବହୁର୍ନିତଂ ।”

“.....महामांसः शीघ्रं मृत्युं प्राप्नोति ।

“বহুচিন্তা মৃত্যুদ্বারে তাবয়েধীরনারক”।”

(অভিধান : ৪ পঃ)

বৌদ্ধতন্ত্রে শূণ্য ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনারক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বোমোড়ব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপুঞ্জ, বীরযাগ, ভগপুঞ্জ প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার শাসিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পত্রিকা ১ম অষ্টক)

তাত্ত্বিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের স্বাধীন অধিকার
করিয়েছে, সেইরূপ বৌদ্ধতাত্ত্বিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের
বহুনাথ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্যাবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্ণ
নামে তিব্বতের একজন লামা (খ্রীষ্ট ১৬শ শতাব্দে) বলিয়া-
ছেন, 'যে একান্ত তত্ত্বতঃ অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত
পথিকের জ্ঞান সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসংঘের নির্দিষ্ট
মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তত্ত্বক (স্টী) তত্ত্বাৎ নৃত্যবাপাৎ অচিরাপস্থতঃ তত্ত্ব-কন্
 (তত্ত্বাৎ অচিরাপস্থতঃ । প। ৫।২।৭০) নূতন বজ্র ।

“বসানতত্ত্বকমিডে মর্সানীনে তক্রবচৌ.” (ভটি)

তত্ত্বার্থ (স্বী) তত্ত্বং কাঠং । তত্ত্বহিত কাঠভেদ, তত্ত্ব-
বায়েস তুসী ।

उत्सृज (क्री) नागिन, मृच्छनाशिन । अश्वीन करण ।

তত্ত্বতা (দ্বী) তত্ত্ব ভাব: তত্ত্ব-তত্ত্ব টাপ। অননকোদেধে
নব্ব্ব প্রবৃত্তি, বহব্বিধ কার্যের উদেধে একটী কার্য করা,
এবং তাহাতেই বহব্বিধ কার্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে জান না করিয়া কোন কার্যই করিতে
নাই, কিন্তু একজন পুত্র, তর্পণ ও হোম করিবে।

“अमावा नाचरेण कर्म जगहोमादि विधेन ॥” (मङ्ग)

এই শাস্ত্রীর বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্যের
পর দ্বান আবশ্যক হইয়া উঠে। তৎক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান বীক্ষণ করিয়া।

সকলকর্মোদ্দেশে একবার দান করিলে সর্ব কর্মাদান দান
সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্যের পর দান করিতে হইবে না।

একজন মহতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে কিন্তু এই ব্রহ্ম-
হত্যা পাপনাশের জন্য এক একটা প্রারম্ভিত না করিয়া
যেকোনো একটা প্রারম্ভিত করিলে তাহাতে তত্ত্বাত্ত্বিকভাবে
সকল ব্রহ্মহত্যা ক্ষম পাপ নান হইবে। (স্মৃতি) *

তত্ত্বধারক (পুং) তত্ত্ব-তত্ত্বজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রহণ; ধারয়তি ধারি
 ধূল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্মকাণ্ডে যিনি পুস্তক
 ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তত্ত্বধারক বাতীত
 কোন পূজা বজ্র প্রভৃতির অমুষ্ঠান করিবে না। পূজাধিতে
 একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তত্ত্ব (পুস্তক)
 ধরিয়া বসিয়া দিবে।

“एकतत्र नियुक्त्यादपरसुखधारकः ।” (वृत्ति)

তদ্রূপ্যুক্তি (জী) জায়তে শরীরমনেন তত্ত্ব চিকিৎসিতং তত্ত্ব
 যুক্ত্যঃ ৬তং। সুপ্রত্যেক ৩২ প্রকার যুক্তিতেদ। অবিকরণ,
 যোগ, পদার্থ, হেতু, উদ্দেশ, নিদেশ, উপদেশ, অপদেশ,
 প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্ণ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্যয়,
 প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ণগত, নির্ণয়, অসম্মত, বিধান,
 অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, অসংজ্ঞা-
 নির্বচন, নিদর্শন, নিষেধ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ এই ৩২
 প্রকার তদ্রূপ্যুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তত্ত্বযুক্ত স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি ধারা বাক্য ও অর্থ ঘোষিত হয়। যে স্থলে অসম্বন্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বন্ধ বাক্যকে সম্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসম্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিবেশ ও অব্যাক্য সিদ্ধি এই তত্ত্বযুক্তি দ্বারা হয়।

"असहाति प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् ।

স্বাক্যনিষ্করশিচ ক্রিয়তে তদ্ব্যক্তিঃ ॥" (মুক্তা ৬৫ অ')

যে সকল স্থানের অর্থ পরিস্ফুট নাই, এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল এই তত্ত্বযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

০ ভাষা বানান ব্রহ্মবন্দনে সর্বোচ্চশেন সত্য প্রায়চিত্তে কৃত ব্রহ্মব-
ন্দন পাপমাশঃ : তত্ত্বভাষ্য হেতুভঃ : কদুইচৈক্যভাজী কৰ্ণঃ কালদেব-
কল্পণীনাঃ প্রেরণাত্মকবৈদ্যেতুভানানভেদে উৎকৃষ্টবিশেষ্যবৎ
ইতি : এবক জ্যোতিষবিকারী ভবতি বৈদে শৈলৈ চ কৰ্ণণ : পবিত্রাণাং
ভাষ্য জ্যোতিষ দ্বানে চ বিবিধবিশিষ্টঃ : { বিষ্ণু }

ইতি প্রিন্সিপালঃ কল্লংকার্ণাটক্যে তদ্বিনকর্তব্যানেককর্তব্যবৈকল্যেন
নকৃৎ অতিকষ্টকর্তব্যঃ ।” (প্রারম্ভিকভাষ্য)

১৩ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা
দীর্ঘজীবিত্যের অধ্যায়।

১২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অম্বর। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ
যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু
শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণ বিশিষ্ট, এইরূপ অম্বর
বুঝিতে হইবে।

৩ হেতুর্থ। এক অর্থ অন্তের সাধক হইলে তাহাকে হেতুর্থ
কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই
বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে
রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা
বাক্যার্থ নহে। যথা খাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরচন
দিতে নাই। এস্থলে বিরচন শব্দে ত্রিবৃৎপ্রভৃতি বিরচন-
বর্ণোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু অরুণ্ডতৈল বুঝিতে
হইবে না। কারণ বিরচনবর্ণে অরুণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে
প্রদেশ কহে। যথা চন্দের রাজবন্ধ্যা চরকোক্ত বিধিতে
প্রশমিত হইয়াছিল, এই জ্ঞাত অপরেরও রাজবন্ধ্যা এই বিধিতে
প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপে কখনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা
বাহু, অন্ন ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে
হইতেছে, এইজ্ঞাত ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্বক কখনকে
নির্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত
থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহু বায়ুর সহিত
আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহু বায়ু ও আভ্যন্তর
বায়ু এক নহে, এই বাক্যটি অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপ-
দেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই
জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জল পান না করিলে জলোদর
বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দেশকে অতি-
দেশ কহে। যথা হিকাখাসী তৃষ্ণাক্ত হইলে দশমূল বা দেব-
দাক্ষর কাথ বা মদিরা পান করিলে, যে হেতু সরিষাপাত জ্বরে
রোগীর খাস ও তৃষ্ণার আধিক্য থাকে। অতএব সরিষাপাত
জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান বাইতে

পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই
অতিরিক্ত নির্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের
বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের
চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরের অপথ্য তাহাও শুক্র-
শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর নির্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উন্মাদ
বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে
উন্মাদ থাকে না, তবে একান্ত নির্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন
বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্ণ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিভাষা
করিয়া নিয়ম নির্দেশ করাকে অপবর্ণ কহে। যথা দাড়িম ও
আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অন্নই পিত্তকর।

১৯ বিপর্যায়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্যায় কহে।
যথা বাহু, অন্ন ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও
কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্যায়ক্রমে নির্দেশ। যথা উদর
রোগ ৮ প্রকার নির্দেশ করিয়া পরে পর্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের
চিকিৎসা নির্ণীত হইয়াছে।

২২ অমুমত। পরমতের প্রতিবেদ না করাকে অমুমত
কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার একমাত্র
উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্বোক্তের পুনরুৎপত্তিকে অতীত-
বেক্ষণ কহে। যথা হৃৎস্থানের বিধি শোণিতীর অধ্যানে
রক্তপিত্ত রোগের কএকটি গুণ তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্তমান উল্লেখকে অনা-
গতাবেক্ষণ কহে। যথা জ্বর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যখন
বিরচনের বিষয় কল্পনানে দেখ।

২৭ অসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অস্ত্র কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না,
তাহাকে অসংজ্ঞা কহে। যথা চতুর্দশ শব্দের অর্থ আয়ুর্কোদে
বৈজ্ঞ, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ উচ্ছ। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া
যায়, তাহাকে উচ্ছ কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

ধাকিলে যোগ নির্বাহ করা কঠিন হয়, এক্ষণে অবশ্য এই কথা উদ্ধৃত হইল যে কেবল বায়ু লক্ষণ দেখিয়া বায়ু চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্তও হইতে হয়।

২৯ সমুদ্র। সমুদ্র শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অন্ন কল। এক্ষণে আমলকী প্রভৃতিও অন্ন হেতু বুদ্ধিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা যুগপিও যেকুণ প্রকৃষ্ট হয়, যুগ ও মাধ ধারা ত্রণও সেইরূপ প্রকৃষ্ট হয়।

৩১ নির্কচন। নিষ্কর করিয়া বলাকে নির্কচন কহে। যথা কুঠনাশক জব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিযোগ। এই বাক্যের অর্থ শাশনবাক্য (বা হকুম)। যথা যাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকরন বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অন্ন বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যাচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির ভীকৃত্য; মধ্যতা, নিষ্কৃষ্টতা-ভেদে বা অজ্ঞাত কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যাচ্চার কহে।

৩৫ উদ্ধার। হৃদয়ের অস্থবর্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিষাদি বুদ্ধিতে হইবে।

৩৬ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তত্ত্বযুক্তি প্রতিকার্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তত্ত্ববাপ (পুং) তত্ত্বঃ বপতি বপ-অণ্। ১ তত্ত্ববায়, তাঁতি। ২ লুতা, মাকড়সা।

তত্ত্ববায় (পুং) তত্ত্বঃ বয়তি বে-অণ্। তত্ত্ববার, তাঁতি। ইহার। সন্ধর জাতি। [তত্ত্ববায় দেখ।] মণিবন্ধের ঠরসে মণিকারীর গর্ভে তত্ত্ববায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মহুর মতভেদ দেখা যায়। মহুর মতে, ক্ষত্রিয়পীর গর্ভে বৈশ্যের ঠরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লুতা, মাকড়সা। আধারে বঞ্। ৩ তত্ত্ব, তাঁতি।

তত্ত্বসংস্থা (স্ত্রী) তত্ত্বস্ত সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তত্ত্বসংস্থিতি (স্ত্রী) তত্ত্বস্ত সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তত্ত্বহোম (পুং) তত্ত্বো হোমঃ ৩তৎ। তত্ত্বশাস্ত্র মতে অর্ঘ্যভিত্তি হোম। [হোম দেখ।]

তত্ত্বা (স্ত্রী) তত্ত্বি ভাবে অ টাপ্। অন্ন নিত্ৰা, তত্ত্বা। (বিদ্যাপকো°)

তত্ত্বাবিন্ (পুং) তত্ত্বঃ কালচক্রে একি গচ্ছতি পিদি।

কালচক্রগামী স্বর্গাদি। "তত্ত্বাবিনে নমো ভাবা পৃথিবীভ্যাং" (ভৃগুসূক্ত ৩৮২১) 'তত্ত্বতে ২নেন তত্ত্বঃ পটরচনায় শলাকায়ুক্তঃ বয়ভেদঃ তত্ত্বং নভসি কালচক্রমপি তত্ত্বযুচ্যতে।' (বেদদীপ)

তত্ত্বি (স্ত্রী) তত্ত্ব-ই (অবিভৃক্ত, তত্ত্বিভ্যাঃ। উণ্ ৩।৫৮) ১ তত্ত্বী। ২ তত্ত্বা।

তত্ত্বিকা (স্ত্রী) তত্ত্বী এব স্বার্থে কন্ পূর্নবচন। শুদ্ধুটী। [শুদ্ধুটী দেখ।]

তত্ত্বিজ্জ [তত্ত্বি দেখ।]

তত্ত্বিত (ত্রি) তত্ত্বা তত্ত্বাভাতা অস্ত তায়কাদিভাদিত্। আলম্বয়ুক্ত। "ধার্মিকো নিত্যভক্তস্ত পিতৃনিত্যমতত্ত্বিতঃ।" (ভারত ১২)

তত্ত্বিন্ [তত্ত্বিন্ দেখ।]

তত্ত্বিপাল [তত্ত্বিপাল দেখ।]

তত্ত্বিপালক (পুং) অয়জ্ঞ রাজা। (শব্দমালা)

তত্ত্বী (স্ত্রী) তত্ত্বয়তি মোহয়তি লোকান্ তত্ত্ব-ভীপ্। ১ বীণাশুণ। "নাতত্ত্বী বিদ্যাতে বীণা না চক্ৰো বিজ্ঞতে রথঃ।" (রামা° ২।৩৯২৯)

২ শুদ্ধুটী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু।

"ন লজ্জয়েৎ বৎস তত্ত্বীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মহু ৪।৩৮)

তত্ত্বীমুখ (পুং) হৃদয়ের অবস্থানভেদ।

তত্ত্বগ্র (স্ত্রী) তত্ত্ব-নাং অগ্রঃ ৬তৎ। হৃদয়ের অগ্রভাগ।

তত্ত্বী (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনিয় উর্ঘ্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তত্ত্বী এইরূপ দেখা যায়।

তত্ত্ব (স্ত্রী) তত্ত্ব বঞ্। পঙক্তিক্ষন্দঃ। "তত্ত্বঃ ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙক্তি বৈ তত্ত্বঃ ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তত্ত্বয়ু (ত্রি) তত্ত্বাং আলম্ব্য যাতি যাকৃ-পৃষো° সাধুঃ। আলম্ব-যুক্ত। "মোহু ব্রহ্মেব তত্ত্বয়ুর্ভবো বাজানঃ" (শুক ৮।৮১।৩০)

'তত্ত্বয়ুরালম্বয়ুক্তঃ।' (সায়ণ)

তত্ত্ববাপ (পুং) তত্ত্ববাপ পৃষো° সাধুঃ। তত্ত্ববায়, তাঁতি। [তত্ত্ববায় দেখ।]

তত্ত্ববায় (পুং) তত্ত্ববায় পৃষো° সাধুঃ। [তত্ত্ববায় দেখ।]

তত্ত্বা (স্ত্রী) তৎ জাতীতি তৎ জাক-বা তত্ত্ব-অবলাদে তত্ত্ব-বঞ্-তত্ত্বটাপ্। ১ নিত্ৰাবেশ, অন্ননিত্ৰা। ২ আলস্ত, অব-সমতা। পর্যায় প্রমীলা, তত্ত্বী, তত্ত্বি, তত্ত্বিকা, বিষয়জ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইঞ্জিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাতাব), জ্ঞান, ক্রম ও শরীরের শুদ্ধতা এবং নিত্ৰাত্বের বে ইচ্ছা, তাহাই তত্ত্বা বলিয়া জানিবে।

"ইঞ্জিয়ার্থে স সংবিত্তি গোরবঃ জ্ঞানং ক্রমঃ।

নিত্ৰাভ্যন্তর্য বভেহা তত্ত্ব তত্ত্বাং বিনির্দিশেৎ।" (নিদান)

তত্ত্ব উপস্থিত হইলে জ্ঞান (হাই) উঠিতে থাকে, পরীরের মানি বোধ হয় ও ইঞ্জিনের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তত্ত্বের প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতার ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। মধুর, মিষ্ট, শুষ্ক ও অন্নসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও ব্যাধাভাব (রোগজ্ঞান) হেতু কক্ষ বায়ু প্রেরিত হইয়া ক্ষয়কে আশ্রয় করিয়া ক্ষয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তত্ত্ব উপস্থিত হয়। এই তত্ত্ব উপস্থিত হইলে ক্ষয়ের ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইঞ্জিন সকলের শুষ্কতা, মনঃ ও বুদ্ধির অগ্রসরণতা জন্মে। * নিদ্রা ও তত্ত্ব। এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রার আগরিত হইলে স্রাস্তির বোধ হয়, আর তত্ত্বের আগরিত হইলে শ্রাস্তি বোধ হইতে থাকে। কক্ষনাশক বস্ত্র ও কটুতিক্ত তত্ত্ব অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তত্ত্বা বিনষ্ট হয়।

তত্ত্বা স্থখের ভাৰ্য্যা, নিদ্রার কষ্টা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচি*)

তত্ত্বানু (ত্রি) তত্ত্বা-আলুহ (স্পৃহি গৃহীতী। পা ৩।২।৫৮। ঈধরিভ্রায়ুক্ত, আলস্তযুক্ত। (জটধর)

তত্ত্বি (স্ত্রী) তদি সৌত্রোধাতু জিন্। (বঙ.কাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অন্ননিদ্রা, আলস্ত।

তত্ত্বিকা (স্ত্রী) তত্ত্বিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তত্ত্বি, তত্ত্বা।

তত্ত্বিজ (পুং) যদ্বংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিব* ৬৫ অ*)

তত্ত্বিত [তত্ত্বিত দেখ।]

তত্ত্বিতা (স্ত্রী) তত্ত্বিনো ভাবঃ তত্ত্বি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্ততা।

তত্ত্বিপাল (পুং) যদ্বংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ।

[তত্ত্বিজ দেখ।]

তত্ত্বী (স্ত্রী) তত্ত্বি ভীষ্। তত্ত্বা, নিদ্রাবেশ, আলস্ত, অত্যন্ত পরি-শ্রমাদি দ্বারা সর্বাঙ্গে ইঞ্জিরসমূহের অগ্রভূষ। [তত্ত্বা দেখ।]

তত্ত্ব (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তত্ত্বতত্ত্ব (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অস্বস্কান, বিশেষরূপে, স্মৃষ্টিস্মৃষ্টি।

তত্ত্বি (স্ত্রী) তত্ত্বজি-নী বাহুলকাং ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তত্ত্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

* "মধুর মিষ্টশুক্লরসেবনং চিন্তনাদিভিঃ।

শোকাধ্বাখাভাবকাজ বায়ুসৌধীভিতঃ কক্ষঃ।

যদানৌ সমবাক্ষ্য কক্ষঃ শুষ্করাজঃ।

সবায়ুগোতি জানাখীঃ কক্ষাত্তলোপজাতঃ।

ক্ষয়ঃ ব্যাকুলীভাবো বাক্চেট্টেঞ্জিরপৌরষম্।

সমোদ্যমসাদক তত্ত্বাণাং লক্ষণং মতং।" (চরক)

তত্ত্বিমিত্ত, তত্ত্ব, তত্ত্ব, তত্ত্ব, তত্ত্ব, তত্ত্ব।

তত্ত্বিবন্ধন (স্ত্রী) তৎ নিবন্ধনঃ কৰ্ণধা। সেই কারণ, সেই জ্ঞান। তত্ত্ব নিবন্ধনঃ ৩৩৭। সেই কারণযুক্ত।

তত্ত্বতত্ত্ব (স্ত্রী) তত্ত্ব মতঃ ৩৩৭ তত্ত্ব-তল্ টাপ্। সেই মত।

তত্ত্বা (স্ত্রী) তত্ত্ব মতঃ ৩৩৭। তাহার মত।

তত্ত্বাভাষ (ত্রি) তত্ত্বাভাষে তিষ্ঠতি স্বাক। তত্ত্বাভাষী, তাহার মতাবস্থিত।

তত্ত্বা (ত্রি) তত্ত্বাভাষঃ তত্ত্ব-মতঃ। তৎপরূপ, তত্ত্ব, তত্ত্বা-পন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তত্ত্বাঃ বিচ্ছিন্নাঃ বিপ্রাঃ প্রত্যাহং যৈ মন্যতে।" (হরিব* ১৭২ অঃ)

তত্ত্বাত্রী (স্ত্রী) তদেব এবার্থে মাত্রা বা সা মাত্রা যন্ত বহত্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সব, রসঃ ও তমোগুণাশ্রিত। প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্ত্বের অপর পর্যায় বৃদ্ধিত্ব।

সেই ত্রিগুণায়ুক্ত মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাবৃত্তি অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাংখ্যিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাংখ্যিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইঞ্জির ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাংখ্যিক সঞ্চয় প্রযুক্ত তন্মিত্র উৎপন্ন হয়। তন্মিত্র অর্থাৎ অস্বভূত স্বভাব বাহ্যিক্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিপ।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা বাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অবচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্রিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে বাহা হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই জ্ঞানানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-তন্মাত্রসংযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অণু এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সূক্ষ্মরূপে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা স্রোত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র স্বৰ্ণ দ্রুৎ ও মোহান্বক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্রুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের স্বৰ্ণ দ্রুৎ ও মোহ এই তিনটি ধর্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্রাদি ক্রমে স্বৰ্ণ দ্রুৎ ও মোহাদি রূপ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। স্রুতরাং এখানে বৃত্তিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের স্রুতরাং হেতু তাহা স্বৰ্ণ দ্রুৎাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার স্থূলগিত শব্দ প্রবল বেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বৰ্ণ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দ্রুৎ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ স্থূলগিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, স্রুতরাং তাহাতে স্বৰ্ণ বা দ্রুৎ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টি ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণ হেতু ইহা-দিগকে দর্শনবিদগণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টি প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

“ভূমিরাসোহনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইত্যীদং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥” (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্ত ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টিকে প্রকৃতির কার্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহার সকল কার্য। (সাংখ্যদ)। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (ত্রী) তন্মাত্রতা ভাবঃ তন্মাত্র-তল্-টাপ্। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসংক্রিয়।

তন্মাতা [তত্ত্ব দেখ।]

তন্মাতৃ (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুহ। (শতভ্রম্মিবনীতি। উণ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাজি। ৩ বাদ্য সঙ্গীতবদ্যবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সলোপশ্চ। ৪ গর্জন। “ন বেপসা তন্মাত্রেণ” (শক ১।৮।১২) ‘তন্মাতা ধোরণ গর্জনশব্দেন।’ (সারণ) ৫ অশনি। “হৃদোরিগ্র তন্মাতৃ” (শক ১।৫২।৬) ‘তন্মাতৃ শব্দকা-রিণঃ বজ্রঃ’ (সারণ) ৬ পর্বাঙ্ক। ‘আবিকৃণোমি তন্মাতৃ দৃষ্টিং’ (বৃহৎ উ) ‘তন্মাতৃ পর্বাঙ্ক।’ (ভাষ্য)

তন্ম্য (ত্রি) তন ল্যন্। অন্যদেশঃ। “বিহৃত রজাঃসি চিত্রা বিচরন্তি তন্ম্যঃ” (শক ৫।৩০।৫)

তদ্বী (ত্রী) তদ্বী-ত্ব (বোতো শব্দবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কুশারী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকঙ্কর এক ত্রী। “শৈব্যন্ত চ স্রুতাং তদ্বীং রূপেণাপন্নরাং সমাং।” (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।৩।১৬।২০।২৪ বর্ণ স্বরঃ, পঞ্চম, ষাটশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। “ভূতমুনীনৈবতিরহভতনাঃ সত্তো ভনয়ন্ত যদি ভবতি তদ্বী।” (ছন্দোমঃ)

তপ (পুং) তপ-অচ্। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্তা। “অশ্বকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপা ইমে।” (হরিবংশ ৪৬অঃ)

তপ (কৃ) কর (ত্রি) তপঃকরোতি কৃট। ১ যে তপস্তা-করে, তপস্তাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মন্ত্র, তপসোমাহ।

তপঃকুশ (ত্রি) তপসা কুশঃ ৩তৎ। ব্রতদ্বারা গীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশঃ সহতে সহ-অচ্। তপঃ-জনিত ক্লেশ যে সহ করে, ইন্দ্রিয় সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৩তৎ। তপস্তার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবে যন্ত বহরী। তপস্তা-পরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্তাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্তাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (ত্রী) ১ সূর্য্যকন্তা। এই কন্তা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভ-সন্তা, ইনি অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কৃষ্ণবংশীয় ঋক্স-রাজপুত্র সঘরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শুশ্রূষায় ভূষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সঘরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সঘরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সছাজি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম মুখে আরব সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভ্রাতৃত্বক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহ্যবৃত্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাশিমবৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৮ সাহিত্যদর্পণোক্ত ত্রীদিগের যৌবন কালে সম্ভবাত অলঙ্কার ভেদ।

“যৌবনে সম্ভাষ্যাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।”

(সাহিত্যদঃ ৩ পঃ)

ত্রীদিগের প্রিয় বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। “তপনঃ প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোচ্চেষ্টিতঃ।”

(সাহিত্যদঃ)

৮ অমিত্রঃ । (পুং) ৯ শিব । “বজ্রবাহার দাক্ষার তপ্যার
তপনয় চ ।” (ভারত শাং ২৮৬ অঃ) । (স্ত্রী) ১০ ভাপ । (ধরনি)
তপনকর (পুং) তপনত করঃ ৬৩৭ । স্বর্ধাকিরণ, রশ্মি ।
তপনচ্ছত্র (পুং) তপনঃ অভিক্রমঃ হ্রদো যত্র বহুতী ।
অমিত্যপত্র বৃক্ষ, হৃৎহৃৎ গাছ ।
তপনতনয় (পুং) তপনত তনয়ঃ ৬৩৭ । স্বর্ধাপুত্র, বয়,
কর্ণ, শনি, সূত্রীব প্রভৃতি ।
তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টীপ্ । ১ শবীবৃক্ষ, শাইগাছ ।
২ স্বর্ধাক্ষা বয়না, তপতী প্রভৃতি ।
তপনমণি (পুং) তপনঃ স্বর্ধাঃ ৩৭ প্রিয়ো মণিঃ । স্বর্ধাকান্তমণি ।
তপনাপ্ত (পুং) তপনত অন্তঃ ৬৩৭ । স্বর্ধাকিরণ, রশ্মি ।
তপনাত্মজ (পুং) বয়, কর্ণ প্রভৃতি । (স্ত্রী) তপনত
আত্মজা ৬৩৭ । স্বর্ধাক্ষা, গোদাবরী নদী, বয়না ।
তপনী (স্ত্রী) তপ্যতে পাপ মনসা তপ-লুটী-স্ত্রী । গোদাবরী
নদী । (হেমঃ)
তপনীয় (স্ত্রী) তপ-জনীয়ত্ব । ১ স্বর্ণ । ২ কনকধূত্ব । (ত্রি)
৩ বাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, বাহা সত্তপ্ত করা উচিত বা
আবশ্যক ।
তপনীয়ক (স্ত্রী) তপনীয় স্বার্থে কন্ । স্বর্ণ । (রাজনিঃ)
তপনেক (স্ত্রী) তপনত স্বর্ধাত ইষ্টঃ ৬৩৭ । তাত্র । (রাজনিঃ)
তপনোপল (পুং) তপন ইতি নান্না খ্যাতঃ য উপলঃ । স্বর্ধা-
কান্ত মণি ।
তপন্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র,
নববাহন দত্তের বন্ধু । (কথানঃ)
তপশ্চরণ (স্ত্রী) তপসঃ চরণঃ । তপশ্চর্যা, তপস্তা, তপঃ সাধন ।
তপশ্চর্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্যা ৬৩৭ । ব্রতচর্যা, তপস্তা ।
তপস্ (স্ত্রী) তপ-অনুত্ব । ১ বাহা দ্বারা মনঃ নির্মল হয়,
তামূল ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্রেশময় কর্মবিশেষ, তপস্তা, সুনিব্রত ।
২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ । ৩ স্তুতিপালা, শীত
ও উষ্ণ প্রভৃতি স্বন্দরীকৃতা । ৪ মৌনাদি ব্রত । ৫ শরীর
ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম) । ৬ শাস্ত্রাঙ্গণারে শরীর
ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন । ৭ ভট্টাধ্যা চাক্ষর্য প্রাণপাণ্ড্যাদি
প্রায়শ্চিত্ত । ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলাসোহপাধি । ৯ বাপ-
প্রহাবলবীর অসাধারণ ধর্ম ।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক ।

দেব, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ক্ষুদ্রতা, ব্রহ্মচর্যা,

ক অহিনো এই কর্তী শারীরিক তপঃ ।

হিত ও জিয়, সত্য, অহুবেগকর বাক্য ও বাধ্যতাজ্ঞান

(বিশি পূরক বেদাধ্যায়ন) এই কর্তী বাচিক তপঃ ।

মনঃ, প্রসাদ, সৌম্য, বৌদ, আত্মনিগ্রহ ও ভাবভক্তি
এই কর্তী মানসিক তপঃ ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার শাখিক, রাজসিক ও
তামসিক ।

বাহারা কলাকাজ্ঞা পরিপূর্ণ হইয়া পরম প্রজ্ঞা সহকারে
উক্ত ত্রিবিধ তপতার অমুষ্ঠান করেন, তাহা শাখিক তপঃ ।
বাহারা মনুষ্যসমাজে সংস্কার, সন্ধান ও পুণ্ড্রি লাভের
নিমিত্ত দত্ততরে উক্ত ত্রিবিধ তপতার অমুষ্ঠান করেন, সেই
পারত্রিক ফলপূর্ণ তপতাকে রাজস তপঃ এবং অতি ছয়াগ্রহ
দ্বারা পরের উৎসাহনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া
জন্মাইয়া বে তপস্তা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে ।*
(শ্রীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপতাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত
হইয়াছে—

“তপঃস্বাধ্যায়েরপ্রাণধানানি ক্রিয়াযোগঃ” (পাতঃ ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চাক্ষর্য প্রভৃতি তপস্তা দ্বারা চিত্তভক্তি
হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে । চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থার
উপনীত হয় ।

তপস্তা দ্বারা লোক সকল অভীষ্ট কল্যাণত করে । তপস্তা
দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয় । স্বর্ণলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া
যায় । ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের বাহা কিছু অভিলষিত
থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্তা দ্বারা লাভ হয় ।

এ অগতে তপোপাদিক লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না ।
মহুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ । ব্রাহ্মণগণ
বাহাতে জ্ঞান উপার্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন ।
ক্সিয়দিগের রক্ষণই তপঃ ক্সিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ ও শূত্র এই
তিন বর্ণকে বিশেষ বস্ত্র সহকারে রক্ষা করিবেন । এই রক্ষণই
তাহাদিগের একমাত্র তপস্তা । বৈজ্ঞদিগের বার্তাই (কুদি-
বাগিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্তা । শূত্রদিগের পক্ষে অর্থম
তিন বর্ণের সেবাই তপঃ ।

“ব্রাহ্মণত্ব তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রত্ব রক্ষণম্ ।

বৈজ্ঞত্ব তু তপো বার্তা তপঃ শূত্রত্ব সেবনম্” (মহঃ ১।১৫৬)

* “বেদবিজ্ঞানপাদীনাং পুণ্ড্রঃ শৌচব্রাহ্মণম্ ।

ব্রহ্মচর্যাঃ মনসো চ শারীরঃ তপ উচ্যতে ।

অনুবেগকরঃ বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।

ব্যাখ্যান্যাত্মসংকেতং বাহুযঃ তপ উচ্যতে ।

সমঃ প্রসাদঃ সৌম্যঃ বৌদঃ আত্মনিগ্রহঃ ।

ভাবসঃ শুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ।

ব্রহ্মণঃ পরায়ঃ তপঃ তপস্তা ত্রিবিধা নৈমঃ ।

অকলাকাজ্ঞাশক্তিভুক্তঃ শাখিকঃ পরিচক্রেতঃ”

সত্যযুগে তপস্বী প্রাধান্য ছিল, জ্যোতিষজ্ঞান, বাগদে
হুত্ব, কসিতে দানই প্রাধান্য। (মহু ১১৪৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্বী।
(মহু ২১৬৬) তপোমিহ ব্রাহ্মণগণ তপস্বী দ্বারা ত্রিভুবন
অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

“তপসেয়া” (শ্রুতযজুঃ ৭৩০) “তপসে মাঘার” (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম।

“বিনাশাস্ত্রদ্বয় ভূমিরাজ্যেই তপসঃ সূতঃ।” (মাঘ ২ স)

১৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপো-
লোক, এই লোক জনলোকের উর্ধ্বে, এই লোক তেজোময়।

বাহার্য বাহুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কৰ্ম
পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্বী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে
পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ বাহাদেবের পরিত্যক্ত
হইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং বাহার্য
শিলোহুত্ত্ব দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, বাহার্য গ্রীষ্মে অতি
কঠোর পঞ্চামিষাধ্য তপস্বী, বর্ষাকালে হৃদিশল্যায়ী, হেমন্ত ও
শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপস্কর্য্যা করেন,
তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

বাহার্য চাতুর্থাৎ ত্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়ম সকল পালন
করেন, সর্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান থাকেন, তাহার্য ব্রহ্মার আয়ুঃ
পরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপুঃ)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ হৃদ্য। ২ চক্ষু। (ত্রিকা) ৩ পক্ষী।

তপসোমুক্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে
সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্কৃৎ (পুং) তপঃ তপস্বাং তপতি তনুক্রোতি তক্ষ-অন্।
ইজ।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬৩৭। হরি।

“দশবর্ষমহাদ্রাণি তপসার্হন্তপস্পতিং” (ভাগবত ৪২৪।১৪)

তপস্বী (পুং) তপসি সাধুঃ ৭৭। ১ কান্তন মাস।

“তপাস্ত তপস্বী শৈশিরায়ুঃ” (শ্রুতযজুঃ ১৫৫৭)

২ অর্জুন, অর্জুনের কান্তন এক নাম ছিল। এই অস্ত্র তপস্বী ও
অর্জুনের নাম হইয়াছে। (কৌ) ৩ কুলপুত্র, ইন্দ্রকুল।

তপস্বীর তপস্ কাঙ্ক্ষ তপোভাবে যজ্ঞ। ৪ তপস্বরণ।

“সংস্কারমানপূজাঃ তপোভবেন চৈব ৭৭।

ত্রিভূতে ভবিহ যোক্তাঃ রাজসঃ চলসক্লবঃ।

মুদ্রাহোমাদ্বাদো ৭৭ পীড়য়া হ্রিতে তপঃ।

পরভোজনাদ্যর্থাৎ বা ভোজনাদ্যর্থাৎ ৭৭ (পীড়া ১০ অঃ)

“অধাতু বুদ্ধিরভবৎ তপস্তু তপস্বী” (ভারত ১০।১।১০)

৫ তপস মন্বন্তর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭।২৪)

তপস্বী (কৌ) তপস্বীর তপস্ কাঙ্ক্ষ (কর্ণপো রেবাহুতপো-
ভ্যাং বর্জিতোঃ। পা ৩।১।৫) ততো অ, ততঃ টাপ্।

তপঃ। পর্যায় ব্রতাদান, পরিচর্যা, নিয়মস্থিতি, ত্রতচর্যা।

(যেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্বীমন্ত্র (পুং কৌ) মন্ত্রভেদ, তপসে মাঘ, পর্যায় তপঃ-
কর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচঃ)

তপস্বী (কৌ) তপস্-মতুপ্ মন্ত ব। তপস্বী।

“তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্” (ঋক্ ৬।৫।৪) ‘তপস্বান্ তপস্বী’ (সায়ণ)

তপস্বিতা (কৌ) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল-টাপ্। তপস্বিক।

তপস্বিন্ (কৌ) তপো বিস্ততে হস্ত তপস্বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং
বিনীনী। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্যায়-তপস, পারিকাজী,
পারকাজী, তপোধন। (শব্দচঃ) চান্দ্রায়ণাদিত্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়-
গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্বীবিধিকে
তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্বক বেদাদি অধ্যয়ন সময় যথাশাস্ত্র
নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ
স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

বাহার্য একাধারে বশিষ্ঠ, নিয়মিত ও বৈদিকত্ব এই তিন
গুণ বিজ্ঞমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রম করিয়াছেন,
অনন্তমনা ও অনন্তকর্ম্ম হইয়া দেবতার আরাধনা করেন;
তিনিও তপস্বিদবাচ্য।

এ অগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়মুগ্ধে আসক্ত হইয়া এক-
কালে অবসর হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু,
জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া
তপস্বীবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাহার্য কায়মনো-
বাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশুদ্ধ ও সংসারে নির্গিষ্ঠ হইয়া
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক তপস্বীর অন্নভোজন করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে-তাহাদের উপর অন্নরূপ
জন্মাইতে পারে, অতএব লোকাধিকার উপেক্ষা প্রদর্শন
করা তপস্বীগণের উচিত। শুভকর্মে অন্নভোজন করিয়া যদি
হৃৎযোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহার্য বিস্তৃত থাকেন না।
তপস্বীর অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতাহুকম্পা, ক্রমা ও সাব-
ধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাহার্য অবহিতচিত্তে সর্বদা জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে
অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসন্তুষ্টতা এবং
ভবিষ্যৎ বা অজীত বিষয়ের অন্নভোজন হইতে সর্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর বর সহকারে তপস্তার ফল জানাৰ্জনে অতি-
নিষিদ্ধ হন। তাহাদিগের বেদবাক্যাহুীলনপ্রভাবে জ্ঞান
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ,
শত্ৰুতা, পক্ষবতা, ক্রুরভাপরিশূভ ও পরিমিত সভাব্যাক্য প্রয়োগ
করিয়া থাকেন। বাহ্যর সংসারে বিরাগ অন্নিবে, তিনি নিজ-
মুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সকল প্রকাশ করেন।
তপস্বিগণ সংসারভরে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য
সকল পরিত্যাগপূৰ্ণক সংসার যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা
ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহারা বীতশৃঙ্খল, পরিগ্রহ-
পরিশূভ, নির্জনবিহারী, অন্নাহারনিরত ও জিতেজিহ্ম। যিনি
তপস্তাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্কহুঁতানে একান্ত
অমুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্ত-
প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির
অগ্রে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধী-শক্তি
প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়-
সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেজিহ্ম হইয়া চিত্তকে বশীকৃত
করিলে ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতবে লীন হয়। ইন্দ্ৰি-
য়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্তার ফল
ব্রহ্মজ্ঞান অন্নে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিমুক্তবৃত্তি অবলম্বনপূৰ্ণক পর্যায়ক্রমে তত্ত্বল-
কণা, স্পর্শক মাংস, শাক, উষ্ণজল, পক্ষ্যবচূর্ণ, শল্লু ও ফল মূল
প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ ত্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন।
তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপূৰ্ণক আহার
নিয়মের অম্ববর্তী হওয়া উচিত।

তপস্তা কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্তব্য
নহে। অগ্নির জ্বালা ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়।
তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের জ্বালা তপস্তার ফল ব্রহ্মজ্ঞান
প্রকাশিত হইতে থাকে। জানাহুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও
সুশুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অতিভূত করে। আর
বুদ্ধি বৃত্তির অম্লগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া
থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাজরাজীত পরমাখ্যাকে ঐ
তিন অবস্থায়ুক বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র
অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্তাপ্রভাবে
পৃথক্ ও অপৃথক্ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়,
তখন তাহার স্মৃতি একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং
সেইকালে তপস্বিগণ তপস্তা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয়
করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মভাভে অধিকারী হন। [বিশেষ
বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অম্বকম্পার যোগ্য। ৩ ধীর। ৪ তপস্তারম্ভ, তপসে

মাহ। ৫ বৃত্তকরণ যুক। ৬ নারদ। (শব্দঃ) ৭ চতুর্থ মন্তকের
কল্পপাশ্রবণে অবিতেন। [তপসোমুত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত
বাদশব্দভরীর সপ্তবিভেদ। [তপোমুত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিনী স্ত্রিয়াঃ স্ত্রী। ১ তপোযুক্তা, তপস্তা-
পরায়ণী। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাপ্রাণিকী।
৫ ধীনা, হুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

“মদেকম্পূত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রহৃতবর্ষটো তপস্বিনী।”

(নৈবধ ১।১০৫)

তপস্বিপত্রে (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রে যন্ত বহত্বী। দমনক
যুক। (রাজনিঃ)

তপাত্যয় (পুং) তপস্ত গ্রীষ্মস্ত অত্যায়ো যন্ত বহত্বী। ১ বর্ষা-
কাল। “তপাত্যয়ে বারিভিক্ষিতানবৈঃ” (কুমারলঃ ৫।২০)
তপস্ত অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপাস্ত (পুং) তপস্ত অস্তো যন্ত বহত্বী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্ত
অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (বিদ্যপকোঃ)
তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্ত্ণ ইষ্টন তৃণোলোপঃ। ১
অতিশয় তাপক। “তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ” (ঋক্ ৪।৫।৪)
‘তপিষ্ঠেন শোচিষাতিশয়েন শত্রুণাং তাপকেন’ (সায়ণ)
২ অতিশয়তপ্ত। “তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্” (ঋক্ ৬।৫।৪) ‘হে
তপিষ্ঠ তপ্ততম অথে’ (সায়ণ)

তপিস্থ (ত্রি) তপ-ইস্থুৎ। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্ত্ণ-ঈয়স্, তৃণোলোপঃ।
১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্তাকারক। “তপস্তপীয়াং
তপতাংসমাহিতঃ” (ভাগ্য ২।১৮।)

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। “তপোম্পবিদ্রঃ বিতস্তং
দিবম্পতে” (ঋক্ ৯।৮০।২) ‘তপোঃ শত্রুণাং তাপকস্ত’ (সায়ণ)
২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। “তপুর্ব্বযুত” (ঋক্ ৭।১০।৪।২)
‘তপুস্তপ্তঃ’ (সায়ণ)

তপুর্গ (ত্রি) অগ্রভাগ উচ্চতায়ুক্ত।

তপুর্জন্ত (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত, অগ্নি।

তপুর্মুর্জন্ (পুং) বাহ্যর মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিৎ বেদে নেকারম্ভ ইৎ। তাপক।
“ব্রহ্মবিবে তপুষি হেতিমস্ত” (ঋক্ ৩০।৭।) ‘তপুষি তাপক’
(সায়ণ)

তপুযী (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াঃ স্ত্রী। জোষ। (নিঘটুঃ)

তপুপ্পা (ত্রি) আলো হইতে রক্ষা।

তপুন্ (পুং) তপতি তাপগতি বা তপ-উসি (অতিপূর্ব্বপীতি।

উৎ ২।১১৮) ১ সূত্র। ২ অগ্নি। ৩ তপস্বী। ৪ তপন।
‘তপস্বী যো অগ্নিঃ’ (বৃ ১।৩৫।১৬) ‘হে তপস্বী! তপস্বান-
রশ্মিযুক্ত’ (সারণ) (ঈ) ৫ তপনশীল। “তপস্বীতিতিঃ”
(বৃ ১।১৮।১২০) ‘তপস্বীতিতিতপনশীলাগ্নিঃ’ (সারণ)

তপোজ (জি) তপনঃ তপজাতঃ অগ্নিঃ জারতে জন-জ।
১ তপজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (জী) তপোজ-টাপ্। জন। “তপসো অগ্নেজাতা
তপোজাঃ অগ্নেই ধূমো জারতে ধূমান্জমজ্জাধূতিরগ্নেই এতা
জারতে তদ্বাদহ তপোজাঃ” (শ্রুতি)

তপজার অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি
হইতে ধূম, ধূম হইতে অজ (মেঘ) ও অজ হইতে বৃষ্টি হয়, এই
কজ বৃষ্টি তপজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটি তীর্থ।

তপোদান (ঈ) তপ ইব দানং যজ বহতী। তীর্থভেদ, পুণ্য
তীর্থের মধ্যে তপোদান একটি প্রধান তীর্থ। (ভারত
১৭৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (জি) তপোধনং যজ বহতী। ১ তপোরত, তপস্বী,
বাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আশঙ্কি নাই।
তপোধন নক্ষত্র মনঃ, বাক্য কার প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ
করেন, সেই পাপ তপজা দ্বারা নষ্ট হয়।

“যৎকিঞ্চিৎকরেনঃ কুর্যন্তি মনোবাও মূর্খিত্তির্জনাঃ।

তৎ সর্বং নির্দিষ্টত্যাগ তপনৈব তপোধনাঃ॥” (মহু ১।১।২৪২)

[তপস্বিন্ দেখ।]

(ঈ) তপ এব ধনং কর্মধা। ২ তপোদান ধন। (জি)

তপঃ ধনং মূল্যং বস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪
দমনক বৃক্ষ। (রাজনিং)

তপোধনা (জী) তপোধন-টাপ্। মুক্তীরীক। (মেদিনী)

তপোধর্ম (পুং) তপঃ এব ধর্মোযজ বহতী। ১ তপজাই
বাহাদের ধর্ম, তপস্বী। তপোধর্মঃ ৩৩৭। ২ তপজার ধর্ম।
৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম।

তপোমুতি (পুং) তপসি মুক্তিঃ সত্যোক্তো যজ বহতী। ১
তপোরত, তপস্বিবিষয়। ২ সপ্তবিভেদ, বাদশ মন্তব্যের চতুর্থ
সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (জি) তপসি নিষ্ঠা যজ বহতী। তপজানিরত।

তপোনিধি (পুং) তপএব নিধিঃ ধনং যজ বহতী। তপোধন,
তপস্বী। “বিধেঃ সারত্বনজাতো গ ধর্মঃ তপোনিধিঃ।” (মহু ১।১।২৪২)

তপোভূত (জি) তপোভূত্বিতি তপঃ ভূ কিপ্ ভূত। তপো-
ধারক, বাহারা তপজা ধারণ করে।

‘অগ্নে তপোভূতাঃ রাজান্ কনঃ পুণ্যত কর্মধাঃ’ (হরিবংশ ৮ অঃ)

তপোময় (জি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ প্রভাব্যপদার্থালোচনঃ
তদ্বাদ্বাক্যো বা তপস্-ময়ত্ব। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ প্রভাব্য
পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর।

“জরীময়ো ধর্মমরতপোময়ঃ” (ভাগবত ২।৪।১৮)

তপোময়ী (জী) তপোময়-টীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃবরদা।
“প্রবিত্ত বদরীঃ পুণ্যঃ মুনিভূতাঃ তপোময়ীঃ।” (হরিবংশ ২৬৪ অঃ)

তপোমুর্তি (পুং) তপঃ আলোচনভেদেব এব মূর্তি র্ত্ত বা
তপঃপ্রদানা মূর্তি র্ত্ত বহতী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী।
৩ সপ্তবিভেদ, বাদশ মন্তব্যের চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির
মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপসোমূর্তি দেখ।]

তপোমূল (জি) তপো মূলং যজ বহতী। ১ তপস্যাহেতু
স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মহুর পুত্রভেদ [তপস্যা দেখ।]

তপোযুক্ত (জি) তপস্যা যুক্তঃ ৩৩৭। তপস্যা দ্বায়ুক্ত।

তপোরতি (জি) তপসি রতি র্ত্তা বহতী। ১ তপঃপরায়ণ।
(পুং) ২ তামস মহুর পুত্রভেদ। [তপস্যা দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপস্যা রবিবির। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজো-
যুক্ত, তপস্বী। ২ বাদশ মন্তব্যের চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুত্র-
ভেদ সপ্তবিভেদ।

তপোরশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলোঃ কর্মধা।
উচ্ছ্রিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি-
কোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

“চতুঃকোটিগ্রমাণং তু তপোলোকোতি ভূতলাৎ।”

(কণীথ ২৪।২০)

তু প্রভৃতি ৭টি লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হই-
য়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভুলোক, নাভি হইতে ভুব-
লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক,
গ্রীবা হইতে জনলোক, অন্তর্য হইতে তপোলোক ও মস্তক
হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ ২।৪।৩৮৩৯)
[বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখ। (জিকাং)

তপোবন (ঈ) তপসো বনং ৩৩৭। ১ তপস-সেব্য বন-
বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রয় স্থান, যেখানে মুনিগণ কৃত্তির
নিষ্ঠা করিয়া তপজা করেন। ২ ভরমাক জীর্থবিশেষ, ব্রহ্মা-
বনস্থিত একটি বন। এইখানে গোপকজগৎ কাক্যাদনী-ব্রত
করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [ব্রহ্মবন দেখ।]

তপোবল (জী) তপস্বী বলং ৩৩৭। তপজার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবুত (জি) তপস্যা বৃত্তঃ ৩৩৭। তপজাদ্বারা বৃত্ত,

তপোভূত

ভগ্নোৎপাদন (পুং) ১. নষ্টবিশেষ । [ভগ্নমোহুর্ষি দেখ।]

→ ତାମିଳ ସହସ୍ର ପୁରାଣେ । [ତମିଳ ସେଧ ୧]

ଉତ୍ତ (ବି) ଉପାଦାନ । ୧ ନୟ । ୨ ଆମୟୁକ୍ତ ।

ଉତ୍ତରାକାଶ (ମି) : ଉଚ୍ଚତଃ ୧୯ କାକରା କର୍ମଧୀ : ଅଧିନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 ଦ୍ଵାରା ବିଭକ୍ତ କାକରା ।

“सुखं कर्तव्यं विदुषां नृपतिभिः सुखादिभिः सुखादिभिः” (इर्गोधानः)

তপ্তকৃত্ত (পু): অগ্নি: কৃত্তো বজ্র বহত্ৰী। নয়কভেদ। এই নয়ক অভিশপ্ত ভয়ানক, ইহাঙ্গ চারিদিকে তপ্তকৃত্ত সকল পরিবৃত্ত আছে। এই কৃত্তের মধ্যে দোহর্চণ ও তৈল পূর্ণ। রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বসন্তকাল চক্ষুর্দাকারী শোকরিগের মস্তক অধোমুখিক করিয়া এই কৃত্তমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেছে। গ্রন্থগণ নেত্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কৃত্তমধ্যে শিরঃ, গাত্র, বায়ু, মাংস, ত্বক ও অস্থি প্রভৃতি জীবীভূত হইলে বমিকিরণগণ দর্বা (হাতা) দ্বারা ইহা ঘূটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্তিত হইতেছে দুর্ভাগ্যবান লোকগণ
উদ্ভবিত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)
[বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকুচ্ছ (পুঃ স্ত্রী) তখনে জলহৃদ্যাদিনা আচারিতং কুচ্ছং
বত বা তখনে আচারিতং। হাদিশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই
ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তহৃদ্য, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত,
তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু,
সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে বিজগণ পাপ হইতে
বিস্কৃত হন। হৃদ্য উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাশ্প
উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে।
তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ হৃদয়ের উত্তপ্ত বাশ্প ভক্ষণ
করিবে। হৃদ্যাদি ভক্ষণের পরিমাণ যটপল জল, ত্রিণল হৃদ্য ও
এক পল ঘৃত।

প্রাণিক্তিব্যবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, স্নাত ও মল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইয়াকে চতুর্দশাধ্যাত্ত-ব্রত কহে *। [প্রাণিক্তি দেখ।]

০ “তথ্যকল্পঃ ক্রমঃ কুর্কম্‌ জাহঃ মাধঃ পিবেৎ‌ কুচিঃ ।
 বইপানানি যুতপ্তঃ জেহৎ‌ জ্বমহাভিঃ ॥
 প্রোভতে ত্রিগি হৃদৎ‌ যুতপ্তঃ পিবেৎ‌ জাহম্‌ ।
 পানং যুতপ্তঃ মধ্যাহ্নে জিহ্বিনঃ পিবেৎ‌ ॥
 বাহুতপ্তজাহঃ চাত্যঃ নির্ভেৎ‌ পাতকং‌ হিঃ” (যাজুয়ক)
 “তথ্যকল্পঃ ক্রমঃ কুর্কম্‌ জাহঃ মাধঃ পিবেৎ‌ ।
 একপানানি পানতঃ তথ্যকল্পঃ মাধঃ পিবেৎ‌ ॥
 একপানতঃ পানতঃ তথ্যকল্পঃ মাধঃ পিবেৎ‌ ॥ (প্রোভতে)

“उपश्रवणं चेतुः विप्रोः जलकीयसुखविधानम्”
 अत्रि. ब्राह्म. निवेदकान् नक्षत्रपरी नकाहितः” (मह. ३३।२३०)

তত্ত্বাধীশকৃষ্ণ (পু) বখানার পাবানার কৃত্তি।
 নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা-বালুকা বহু বহুব্রী । ১ নরক বিশেষ ।
[নরক দেখ ।] (জি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময় ।

"नक्तपामात्रः पविः उत्तवानुदक" (तांगवत ७७.२२)

তপ্তমায় (পুং) তপ্তং যাবসিতং স্তব্ধগদিকং বজ্জ বহরী।
 পরীক্ষাবিশেষ। একটা লৌহ বা তাম্রনির্মিত পাত্রে বিংশতি-
 পল তৈল ও দুত স্থাপন করিয়া অম্লিগুণ্যযোগে উত্তপ্ত করিতে
 হইবে। পরে তাহাতে এক বহা বৃক্ষ-নিষ্কাশ করিয়া
 বৃচ্ছালী ঝন্ডা জ্বালা উত্তোলন করিলে যদি আল্লী বহু বা
 বিফোটিদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া
 জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাক্ত, তাম্র, শোহ ও মৃগঃ পাণ্ড ধোত করিয়া
অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গম্ভীৰ্জ অথবা তৈল
নিষ্কপ্ত করিবে। পুণ্ড্র ঐক্ৰোড় বিধাৎ (বিচারক) ধর্মের আবাহন
ও পুণ্ড্র বিধাৎ করিয়া এই স্রবণা অসি স্তম্ভ করিবেক।

“উঃ পরঃ পবিত্রমমৃতং মৃত্যুং যজ্ঞকর্মসু ।

ନହ ପାବକ ପାପଃ ଅଃ ହିମଶୀତତତ୍ତୋ ଭବ ॥”

পরে যে ব্যক্তিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুধ, মতি, কৃতোপবাস ও আত্ম বস্তুভুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্বক

“ॐ स्वस्ति नमो भगवते वासुदेवाय ।

सांख्येयं पुण्यपापोत्थं ब्रूहि सत्यां कथं यय ॥”

এই সন্তোষার্থ করিয়া তত্ত্বাবধি উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত
দণ্ড না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিত্তক জানিতে হইবে।

(निवृत्तः) [निवृत्तः]

তত্ত্ববুজ্ঞা (দ্রী) তত্ত্বা অগ্নিসত্ত্বা ব্রজা কৰ্মধা। শরীরে ধাতুশেষ-
পযোগী অগ্নিসত্ত্বতত্ত্ব তত্ত্ববানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [ব্রজা বেধ।]

তপ্তব্রহ্ম (কী) তপ্তঃ ব্রহ্মঃ বর্ষধী অহ্ নদাসতি । ১-বহি।

२ उच्चैः ९ निर्धन शान्ति, अद्वैत अनधिगम्य शान्ति ।

তত্ত্ববোধিনী (২য়) আবুর্বেদোক কৈমবিশেষ ।

প্রকৃতপ্রাণী—সর্পগ ভৈল /৪ দেহ, বোফি, সজিদা,
 মুহুরা, হাসব, নিসিদা, আকল, দশমুল, করক, বেফেলা,
 প্রভেদের দশ /৪ দেহ। ককর্ষ পিণুল, বেফেলা, গুই,
 পিণুলমুল, চিতামুল, কটুকল, মুহুরাধীল, চই, জীল, ভুলনা,
 পলনবা, হরিয়া, বেবহাক, ইশদাঙ্গা, ককমুলা, মুক, কুরা-

লতা, কৃষ্ণাঙ্গীরা, সিজিআটা, আকন্দআটা, অরুণালবুল, বাগদানী, বিড়ল, দৈন্দক, বরুণার, রক্তচন্দন, সজিনালবুল, উৎপল, মরিচ, দইমধু, বাঁহা, কাঁকড়াশুকী, কটকারী ও বরুণ-হাল প্রত্যেক ছই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃশূলার এই ঔষধ বিশেষ কলগ্রাদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, অরোদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্রোমা, পলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, দীহা, স্লেদারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল ১৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত মুতুরা, (পুতিকী), ডহরকরজ, খাঁটী, অরুণী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক ছইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ মদনকল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণাঙ্গীরা, শুঠ, কটুকল, বরুণহাল, মুখা, হিজল, বেলতুঠ, হরিভাল, অবাশুশ, বিব, মনহাল, কাঁকড়াশুকী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বইচিসুল, প্রত্যেক ছই তোলা। ইহা ঘারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও অরোদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ কলগ্রাদ। (ঔষধসংগ্রহাবলী)

তপ্তরূপক (স্ত্রী) তপ্তঃ বহিঃশোথিতঃ রূপকঃ রূপাং কর্ণধা।
বিত্ত্ব রোপ্য। (রাহনি)

তপ্তশুশ্রুকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূশ্রী লোহপ্রতিমুর্জি যজ্ঞ তথাবিধং কুণ্ডং যজ্ঞ বহতী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্য্য (পুং) তপ্তা শূর্য্য যজ্ঞ বহতী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষ সকল অগম্যা জীতে ও নারী সকল অগম্যা পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষ সকল তপ্তলোহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারী সকল তপ্ত লোহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে *। [নরক দেখ।]

তপ্তস্নানকুণ্ড (স্ত্রী) তপ্তায়াঃ স্নানায় কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তার (স্ত্রী) তপ্তঃ অন্নং কর্ণধা। তপ্তজ্বর, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অযাত্তেহ জ্বর-লুটী-ভীপ্। ভূমিতে, দরিদ্রগণ সমস্ত হইরা যে ভূমি গ্রাস হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। “তপ্তায়নী মেহসি” (ভরুঘঙ্ ৫১০) “তপ্তং পুরুষ-

ময়তি প্রামোভীতি তপ্তায়নী। বোহি দরিদ্রকে অরহিতোহ-মিতি সম্ভাষ্যতে তং ভাগোপশান্ত্যর্থং প্রামোহি যথা তপ্তঃ সন্ময়ো যতঃ অয়তি সা তপ্তায়নী।” (বেদবীপ)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। “বজ্রাবাহার দাতার তপ্যার তপনায় চ।” (ভারত ১৩২৮৬ অং) (জি) ২ তপনীয়।

তপ্যাত্ত (জি) তপ-বত্বন্। তাপক স্বর্ষাদি। “স্বর্ষাত্তপতি-তপ্যাত্তবর্ষা” (ঋক ২২৪১০) ‘তপ্যাত্তপাকঃ স্বর্ষা’ (সারণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্বুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফরীক (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জার, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চূষক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ ত্তর। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ প্রৌণীভাগ।

তবকী (জি) তবকযুক্ত।

তবল (আরবী) বাধ্যবরভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবল।

তবলা (আরবী) বাগ্ন বহুবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মুলক, ইহা সভ্য বস্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহ পাত্রভেদ, তাওরা।

তবাক (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজ (আরবী) ১ অবধান, দৈন্তভাব। ২ ভাস। ৩ কাঁকড়া শিষ্টাচার।

তবাস (আরব্য) অহুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগবীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (Unona dumosa)

তবীল (আরবী) তহবীল, জিন্দা, বিশ্বাস, নির্ভর।

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (স্ত্রী) তামাত্যানেন তম করণে সংজ্ঞায়াং যঞার্থে ষ। ১ অন্ধকার। ২ পাদগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহ। (পুং) ৫ তমালবৃক।

তমক (পুং) তামাত্যাজ তম-বন্। বাসরোগ ভেদ, এই বাস রোগে তৃকা, বেদ, বম্বুপ্রার (সর্পরাগা বমি ২ করা) ও কৰ্ণ দুখুরিকা হয়। ছদিনে (মেঘাচ্ছদিন) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। “তমকবাসিহঃসাধ্যকুজসাধ্যতমভেবাঃ তমকঃ কঙ্ক উচ্যতে। জরঃ বাস। ন নিখ্যতি তমকে। দ্বর্কলভ চ।” (হৃক্ৰত)

তমক (স্ত্রী) তমাল বৃক। (Phyllanthus Emblica)

তমক (পুং) মক হাল।

* “বহিহ বা অগম্যাঃ ত্রিঃ পুরুষোহগম্যাঃ বা পুরুষং বোহি-দতিগচ্ছতি তাবমুজ কশরা ভাফরভক্তিগরা শূর্যা লোহমব্যা পুরুষমালিদবস্ত্রিয়ক পুরুষরূপরা শূর্যা।” (ভাগ ৫১৩১০)

তমলুক (খং) ইজেকোবি, মঞ্চক, বারাগা।

তমল (ত্রি) তম কাক্সার্য্য অতচ্। কৃষ্ণাশ্র, ত্রিভিত।

তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রভা অগ্নি বহরী। নরকভেদ।

[নরক দেখ।]

তমর (স্ত্রী) তমং রাস্তি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মাজাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটা গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯' ৩০" ও ১১° ৩০' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪' ৩০" ও ৭৬° ৫' ১৫" পূঃ। কালিকট হইতে মহিষুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমর-সেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাকি প্রভৃতির রপ্তানির জন্ত এই পথটা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হায়দার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্ত সুলতান টিপু এই পথটা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজু (পুং) তমইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ অর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্ত-নাশক। (রাজবং)

তমলা, একটা নদী, বর্তমান জেলায় উত্তরা গ্রামের পশ্চিমে দেয়গড় পরগণা হইতে উখিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ভোটারা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলায় একটা উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫০' ৩০" ও ২২° ০২' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ০৯' ৪৫" ও ৮৮° ১৪' পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মললক্ষপুর, স্ত্রীহাটা এবং নন্দীগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টা পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমার ৪টা ফৌজদারী, ২টা দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিশের কর্তৃত্বাধী ও ১৩৮ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমার ভূমির আর ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটা প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বে তমলুক হিজলির কলেজের অধীনে লবণ মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটা বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বদেশীর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল নিদর্শনই নিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ভায় বৃত্তদেব কবরিত করে। রাজপুত্রকুলোত্তব মহারাজ পূর্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ, ভাস্কর, হংসক, পুরুষক এবং বিভাধর নাম, তমলুকের এই

প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় নর না দেওয়ার ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে শোগল সম্রাট কর্তৃক রাজ্য-চ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্য-শাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণ-রায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা নিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং রুক্মপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহার পরাক্রমে ১৮০ এবং ১৮০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭২৫ অব্দে ১৮০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ১৮০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিচ্ছেদে একটা দেওয়ানী যৌক্তিকতা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দ-নারায়ণ রায় অসুস্থক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রজনীনারায়ণ রায় নামে দুইটা পোস্তপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ার ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণার কয়েকটা বাঁধ আছে; এই জন্ত বস্তার দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এই জন্ত এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সহজেই অন্তঃস্থ চালান দেওয়া বাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত এবং নানাবিধ শাকসবজি এই পরগণার বাণিজ্য দ্রব্য। এই পরগণার চিরহারা বনোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ভাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় বধেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেন্টের হস্তগত হইলে গবর্মেন্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া কেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অভিশ্রম কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানায় নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যগোষ্ঠ এই স্থানে আগমন করিত।

গভীর পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসী-
সিগকে দলিগি বা জমলিগি করে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত
আছে। রজাকর নামে তমলুকে একটা সহর ছিল। এই
নামের ক্ষত্রিয় ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রজাকর নামেই
প্রাচীন তমলুকের রূপশাসিতার বথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাপ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার
অধীনে ১৫২২ বর্গমি প্রায় আছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জনবহুল
হাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫
একর জমি জায়গীর আছে।

২. উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ১৭'
৫০" উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৭' ৩০" পূঃ, মেদিনীপুর জেলার
দক্ষিণপূর্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক
সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন
ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক।
তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটি বন্দর
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্বভাগে প্রসিদ্ধ
চীলপরিভ্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ধব-দানে আরো-
হণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ
পরে হিউএন্ড সিয়ং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও
তমলুককে বৌদ্ধধর্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া-
ছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই
স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ
অশোক নির্মিত ২৫০ ফিট উচ্চ একটা স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধ-
ধর্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার
বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজ-
বিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুত, পশম এবং
বক ও উকিয়ার বহুল্য প্রবাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে
বিশেষে রপ্তানি হইত। পূর্বের নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত
ছিল। সমুদ্র হুয়ে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ
ক্ষতি হয় নাই। ৩০৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ড সিয়ং এই নগরের
নির্দেশে সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৩০
মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গভীর মোহানার সুভিক্ষাকর
ভুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার তমলুক এখন গভীর নিকট হইতে হুয়ে
পড়িয়াছে। কৃষকগণ কৃপ ও পুষ্করী খনন করিবার সময়
হইতে ২০ ফিটের মধ্যে অনেক সামুদ্রিক ভুক্তি পায়।

প্রাচীন সমুদ্রবন্দরের শাসনকালে পরিখা ও দুর্গ প্রাচীর
দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটী নির্মাণ

করা হইয়াছিল। বর্তমান কৈবর্তরাজবংশের প্রাণবের পশ্চি-
মাংসে উক্ত সমুদ্রবন্দরের রাজবাটীর স্থাপত্যবশেষ দেখিতে
পাওয়া যায়; উহার অঙ্ক কোন ভিত্তি নাই। কৈবর্তরাজ-
প্রাণব রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর
অবস্থিত।

তমলুকের কর্ণভীমা (কালী) দেবীঃ মন্দির সর্বাধিক
প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্মাণ সময়ে অনেকগুলি আখ্যাতিকা
আছে। নিম্নের বর্ণনাতী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী
বিশ্বাস করে। সমুদ্রবন্দীর রাজা গুরুভরজের আদেশে
একজন ধীবর রাজার তক্ষার্ণ প্রত্যাহ শোলমাছ আনয়ন
করিত। একদিন ধীবর ছরদুইবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করি-
য়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া
তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন
উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন
করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সমুখে আবির্ভূত
হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বথাযথ সমস্ত
প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতগুলি মাছ ধরিয়া
তুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটা কুপের উল্লেখ
করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কুপের জল প্রক্ষেপ
করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর
অঙ্গুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যাহ রাজাকে মাছ বোগাইতে
লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া
রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ
আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
সে প্রথমে এই শুভ বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল;
কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই কৃতসজীব কুপের কথা
বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অঙ্গুগ্রহ পরবশ হইয়া
তাহার বসিতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কুপের বিষয়
প্রকাশ করায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গুহ হইতে অন্তর্হিত
হইলেন এবং প্রস্তর মূর্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায়
কুপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কুপী দেখা-
ইয়া দিল। রাজা কুপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি
সেই প্রস্তরমূর্তির উপর একটা মন্দির নির্মাণ করাইলেন।
সেই মন্দিরই বর্তমান কর্ণভীমার মন্দির। কথিত আছে,
এই কুপে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ হইলে তাহা স্বর্গে পরিণত
হইত। দেবীর মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রকীর্তিত।
বহুপুণ্যার্থে লিখিত আছে যে, বিধবর্জী আসিয়া এই মন্দির
লিখ্যার্থ করিয়াছিলেন। [ভাঙ্গলিগি দেখ।]

গভীর তমলুকের বর্তমান কৈবর্তবন্দীর রাজবংশ বংশের

তাহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। অপর একটা উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক এসিদ্ধ বণিক রূপনারায়ণ নদী দিয়া বাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবসোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটা স্বর্ণকলস লইয়া বাইতে দেখিলেন। কথা এসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্তী একটা বরগার জল পিতলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে বরগাটা দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিতল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইলেন। তিনি প্রত্যা-বর্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিরোনাম অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটি জিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটি ৩০ ফিট উচ্চ, পতনের উপর ইহা ৯ ফিট প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটা কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অঙ্কুশ হইলে বক্ষ্যানারীও সন্তান লাভ করে। জীগণ বৃক্ষের অঙ্কুশলাভার্থ তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট খুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাজীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে ভয়ানক কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধুমধামের সহিত অর্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দূরেই ইহার বেগ অতিশয় ভীত। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদী

৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটা মন্দির আছে। প্রবাদ, বৃদ্ধিরের অধর্মের ফলস্বরূপ তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অর্থ ব্যত করিলেন। সুতরাং অধর্মকক সৈন্তদিগের সেনাপতি অর্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ অসম্মত করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ বরং বিষ্ণু; এই জন্ত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আবদ্ধ করার তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তার অহুন্নয় করিলেন। সর্বদা কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তদ্ব্যতীত কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্তিযুগের নাম জিষ্ণু ও নারায়ণ। আর ৫৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটিকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্ত গোপ-জাতীয় কোন জ্ঞানী একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্র-লিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তে হইতে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহা হিন্দুধর্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্ত; অর্থাৎ পাণকলমিত, এই হই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্বকালে এই স্থানে ধর্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। বাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তি যথেষ্ট এইরূপ একটা আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কক্ষিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাহার পাতা হইতে তাম্রলিপ্তে স্বর্ণ পতিত হইল। দেবদর্শন দ্বারা লিপ্ত হওয়ার এই স্থান পরিভ্রমণে পদ্ধিগত; ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

বে, তারজন্মের দক্ষিণদিকস্থ তাম্রলিপ্ততীরে স্থান করিলে স্নানগণ সর্গপাণ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিস্রষ্ট হইল না। অতঃকোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাহাকে পৃথিবীর বাবতীর তীর্থে পর্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত বাবতীর অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক বর্ষলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্বতে তপতা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সমুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তাম্রলিপ্তে বাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে মাইয়া বর্গ-ভীমা ও জিহ্নুনাদায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্তী জলাশয়ে স্থান করিলেন। স্থান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে খলিত হইয়া পড়িল। এই জন্ত এই স্থানকে কপাল-মোচন কহে এবং ইহা একটা প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক বাত্মী পূর্বে যে স্থানে বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বাক্মী পর্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের আটানতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ূর-বংশ-সম্বৃত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ূরবংশপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিবরে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃ-সন্তান অবস্থায় গতান্বিত হন। ইহার মৃত্যুর পর কানু ভূঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই কানুভূঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত-রাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্তগণ আসিম নিবাসী ভূঁইয়াদিগের সম্ভূতি এবং ইহার পরবর্তিকালে হিন্দুধর্ম আশ্রয় করিয়াছে।

ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেও-রানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটা থানা, একটা দাতব্য ঔষধালয় ও একটা ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। [তাম্রলিপ্ত, মেসিটীপুত্র ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ এইরূপ।]

তমস্ (সী) তাম্যভসেন তম-অন্ব- (সর্গদাতৃত্যোহন্ব-
ঊণ্ ৪১৮৮) প্রকৃতির শুণ্‌বিশেষ।

তমস্ (পুং) তম-অন্ব- (অভ্যভিমিত্যীতি। ঊণ্ ৩১৯৭)
১ কৃপ। ২ অন্ধকার। (সী) ৩ নগর।

তমসা (সী) তমইব্‌ অমমত্যাঃ তম-অন্ব-সী-
নদী-

বিশেষ। ইহা একটা তীর্থস্থান, বাহার নাম স্নান করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

‘যজ্ঞাঃ স্রগাং তাম্যতি পাণং স্ম তমসা।’ (জয়মল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাজি অভিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অহুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা’ ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোন, নন্দীনা, সুরঙ্গা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিক্ষাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

‘মন্দাকিনী মশাণী চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।

চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥’

‘বিক্ষাপাদপ্রহতাশ নদ্যাণ্যাজাঃ শুভাঃ।’

(বামনপু’ ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, গাণবিনাশক এবং দৈব ও পৈতৃদ্বি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু’)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক’ ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্তমান নাম তোনু।

তমসা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেৱাছন জেলার প্রবাহিত একটা নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট-বর্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১° ৫’ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪০’ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট উচ্চ হইতে এই নদী উদ্ভিত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে কিয়দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও ইটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন ঘটে হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জোনসর, ববার এবং জুঙ্গল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গর্ব্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ত্রিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা পলবী নদীর সহিত মিশিয়াছে, পরে ৩০° ৩০’ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৮° ৫০’ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনার পক্ষিরাছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গ-স্থলে তমসারক যমুনাপেকা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

ভঙ্গাল দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উপত্যকায় ২৬ মাইল দূরে বামভট দিরা জরুলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে দীর্ঘাপুরের রাস্তা দিরা চলিতে হইলে ভঙ্গাল মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা বাতায়ত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪১২৫ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতনি, বেহায়া, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী ভঙ্গাল সহিত মিলিত হইয়াছে। দেৱা-ছনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা নীতার সমীপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভঙ্গালকৃত (ত্রি) ভঙ্গালকৃত।

ভঙ্গালক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে বাহা লিখিয়া দিয়া ভঙ্গালকের নিকট স্বর্ণ স্বরূপ অর্থাৎ গ্রহণ করে, খত।

ভঙ্গাল (ত্রি) ভঙ্গাল-কন। ভঙ্গাল-স্বরূপ।

ভঙ্গালকৃত (পুং) ভঙ্গাল: কান্ত: ৬তং। কস্তাদি* বিসর্গত সঃ।

ভঙ্গালসমূহ। "কপাতমস্তান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

ভঙ্গালকৃতি (স্ত্রী) ভঙ্গাল: কৃতি: ৬তং। ১ অক্ষকারসমূহ।

ভঙ্গাল। (মেদিনী)

ভঙ্গাল (ত্রি) ভঙ্গাল অন্তর্গত মতুপ্ মন্ত বঃ। ভঙ্গালকৃত।

ভঙ্গালকৃতি (স্ত্রী) ভঙ্গাল-কৃতিপ্। ১ রাজি। ২ হরিজা।

ভঙ্গালিন্ (ত্রি) ভঙ্গাল: ২তীতি ভঙ্গালিন্ দান্তবাং মধ্বর্থে ন ঙ্গির্গঃ। ১ ভঙ্গালকৃত।

ভঙ্গালিনী (স্ত্রী) ভঙ্গালিন্ ভীপ্। ১ রাজি। ২ হরিজা।

ভঙ্গাল, [ভঙ্গাল দেখ।]

ভঙ্গাল (পারলী) চড়, খাবড়।

ভঙ্গাল (আরবী) সম্পূর্ণ।

ভঙ্গাল (পুং স্ত্রী) ভঙ্গালে কাক্সাতে ভঙ্গাল-কালন্ (ভঙ্গালিন্) বিকৃতি। উৎ ১১১৭ ১ পত্রক, ভঙ্গালপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ-বিশেষ, ভঙ্গাল গাছ। পর্যায়—কালক্ক, ভাপিহ, নীলভাল, ভঙ্গালক, নীলক্ক, কালভাল, মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ ফুট হইতে ২৪১২৫ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারত-বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। ভঙ্গালের ফুল হইতে

শুষ্ক শাবা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। ভঙ্গাল কুম্ভ

অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভঙ্গাল করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আরও কলসায়ের ভায়া; উপরিভাগ কলসায়ের ভায়া মন্থণ, উজ্জল ও শীতলবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই কল ভীত অগ্রসরযুক্ত। ইহার বহির্ভুক্ত সর্বাঙ্গের অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অগ্নিকারিত হয়। কিন্তু এই অংশ ভঙ্গাল করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্যন্ত ঠাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ ভীত অগ্রসর যুক্ত ভঙ্গাল ফলের একরূপ সুবাস আছে। প্রাণ ভাঙ্গামাসে এই কল পাকে। এই কালে শুল্কালের ঐ কল বহু পরিমাণে ভঙ্গাল করে। ভঙ্গাল-ফলের আচার সুখান্ড নহে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, বলা, বৃদ্ধ, শৈত্য, শুষ্ক, কফ, পিত্ত, তৃকা, দাহ ও শ্রমশাস্তিকর। (রাঙ্গনি*)

এই বৃক্ষের সার শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ অক্ষ মলিন। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্যায়গত নীলভাল, কালভাল ও নীলক্ক শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল-ফলাকৃতি, তজ্জাত নীলভাল কালভাল কহে। ভঙ্গালদল পূর্ণ-বিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশবৃক্ষ।

ভঙ্গালক (স্ত্রী) ভঙ্গালপত্রবৎ বর্ণের কার্যত কৈ-ক।

১ সুনিম্ন শাক। ভঙ্গালমেব স্বার্থে কন। ২ পত্রক, ভঙ্গাল-পাত। ৩ ফলপত্র। (পুং) ৪ ভঙ্গালবৃক্ষ। [ভঙ্গাল দেখ।]

ভঙ্গালপত্রচন্দ্রনগন্ধ (পুং) বৃক্ষভেদ।

ভঙ্গালিকা (স্ত্রী) ভঙ্গাল: সন্ত্যক্ত ভঙ্গাল-কন। ১ ভঙ্গালিষ্ঠ প্রদেশ, ভঙ্গালক। ২ ভঙ্গালবী। ৩ ভঙ্গালমলী। (রাঙ্গনি*)

ভঙ্গালিনী (স্ত্রী) ভঙ্গালো ভঙ্গালবর্ণো ২ত্যাভ্য: ইতি ইনি ভীপ্। ২ ভঙ্গালিষ্ঠ, ভঙ্গালক। (হেম*)

ভঙ্গালী (স্ত্রী) ভঙ্গাল-কালন্ গোৱা* ভীপ্। ১ ভঙ্গালবী। ২ মল্লিকা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

ভঙ্গাল (পুং) ভঙ্গালে সারতে ২ত ভঙ্গাল-ইন্ (সর্বাধাতুভ্যো ইন্। উৎ ৪১১৭) ১ রাজি। ২ মোহ।

ভঙ্গালিন্ (ত্রি) ভঙ্গাল-বিশৃণু (শমিত্যভ্যো বিশৃণু। পা ৩২১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

* "বিশৃণুভ্যক্ মাধ্যক্ ভঙ্গালমলীকালং।

কলারং ভুলসীটব পত্রকং সুনিপুণকং॥

এতৎ পূর্ণবিত্তং ন ভাং যজ্ঞান্তং বলিকায়কং।" (বোধিনীভাষ্য)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬৩৭। নিশানাথ, চন্ড।
তমিষীচি (ত্ৰী) তমিং মোহং লিক্তি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াঃ
বধং পূবো' দীর্ঘঃ। ১ অক্ষরোভেদ।

"বাঃ কৃশাতমিষীচরোৎকর্শা মনোমহঃ" (অর্থক ২।২।৫)
(ত্রি) ২ বলবান্। "নিরজগন্ তমিষীচীরতৈবুঃ" (ঋক্ ৮।৪৮।১১)
'তমিষীচী বলবতঃ' (সারণ)

তমিস্র (স্ত্রী) তমোহস্ত্র্য (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা
৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাং সাধুঃ বা তমিস্রা অন্ত্যাক্ষর-
নাত্ অচ। ১ অঙ্কার। ২ জ্যো। ৩ নরকবিশেষ।
"অমঙ্গলানাক তমিস্রমুখং বিপর্যয়ঃ কেন তদেব কস্তচিৎ।"
(ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রঃ অঙ্কারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ
মধ্যলো'। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (ত্ৰী) তমো বহুবচনিত্ব অস্তাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি।
পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাং সাধুঃ। ১ অঙ্কার রাত্রি,
কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমন্ত্রতি,
অঙ্কার রাশি।

"সূর্য্যতপতা বরণায় নৃটে: কল্লত লোকস্ত কথং তমিস্রা।"
(রঘু ৫।১০)

তমী (ত্ৰী) তমি-ভীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিত্রা।
তমুট্টুহীয় (স্ত্রী) তমুট্টুহি ইত্যাদিকর্মধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইতিচ্ছ।
স্বকভেদ।

তমেক (ত্রি) তাম্যতি তম-এক। মানিযুক্ত।
"অতমেক বজ্রো হতমেক বজ্রমানস্ত প্রজা ভূয়াৎ।" (ভরুযজুঃ
১।২৪) 'তমু মানো তাম্যতীতি তমেক ঔণাদিক এক প্রত্যয়ঃ
ন তমেকঃ অতমেকঃ। ভক্ষাচ্ছাদনেন মানিরহিতো ভবতু।'
(বেদবীণা)

তমোগা (ত্রি) ১ অঙ্কারে গমনকারী। (পুং) ২ শুকের
নামান্তর।

তমোক্ত (পুং) রাহ।
তমোক্ত (পুং) তমসঃ শুণঃ ৬৩৭। প্রকৃতির তৃতীয় শুণ,
এই শুণের প্রাধান্য হইলে মহত্ব সকল কাম কোথাপি নীচ
প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোহ (পুং) তমোহঙ্কারং বা মোহং অজ্ঞানং হস্তি হন-
টক্। ১ সূর্য্য। ২ বহি। ৩ চন্ড। ৪ বৃক্। ৫ বিজু। ৬ শিব।
৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ১ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্ভব বহুত্ৰী জ্যোতি-
সিকণ, খজোত।

তমোদর্শন (স্ত্রী) শৈথিল্য অয়।

তমোহুদ (ত্রি) তমোহজ্ঞানং অঙ্কারং বা হনতি হন-কিপ্।
১ অমি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্ড। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোহুদ (পুং) তমোহুদতি হন-ক (ইৎপথজ্যেতি। পা
৩।১।১৩৫) ১ অমি। ২ চন্ড। ৩ বৃক্, প্রকৃতিপ্রেরক।
"ততঃ স্ববর্ত্তগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়দ্বং।

মহাত্মাদিবৃত্তোজাঃ প্রোহরাসীতমোহুদঃ।" (মহু ১।৬)
'তমোহুদঃ প্রলয়াবস্থাসংসকঃ।' (মেঘাতিথি)

(ত্রি) ৪ অঙ্কারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোহুত্কৃৎ (পুং) তমসোহুত্বং করোতি কৃ-কিপ্। ১ বিনি-
ময়ত্ব অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অঙ্কারনাশক।

তমোহুত্ব (স্ত্রী) গ্রহণ ভেদ, যে দশবিধ উপারে গ্রহণ হইতে
পারে, তাহার একটী।

তমোহুপহ (পুং) তমোহঙ্কারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে
ক্লেপ্তমসোঃ। পা ৭।২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্ড। ৩ অমি।
৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রতীপাদি। ৬ মোহনাশক।
"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নত্মৎ" (বেদান্তকাণ্ড)
বুদ্ধিধারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমতিমিরং ভিনন্তি নাশয়তি ভিন্-কিপ্।
১ খজোত। (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনাতি ভিদ-ক। ১ খজোত (ত্রি)
২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অঙ্কারভূত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অঙ্কারে মণিরিব। ১ খজোত।
২ গোমেদক মণি। (রাজনি)

তমোময় (ত্রি) তম আয়কঃ তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্।
১ অঙ্কারায়ক, অঙ্কারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাত্ম। ৩ তমঃ-
প্রচুর। (পুং) ৪ রাহ। "তমোময়ং সৈংহিকৈরুখাণ্যং"
(বৃহৎসং ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা
অঙ্কারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬৩৭। ১ সূর্য্য। ২ চন্ড।
৩ অমি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (ত্ৰী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাং ভীপ্।
অনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তামলিপ্ত,
বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্বপ্ন, বিজুগৃহঃ
(হেম) [তমলু দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যজ-বহব্রী। ১ রোগ।
তমসো বিকার ৬৩৭। তমোহুত্বের বিকার, নিজের ও আলস্য
প্রকৃতি [তমস্ দেখ।] ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শকার্ধট্)

তমোবুধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বধতে বৃহ-কিপ্। ১ মোহ

অন্ধকারে আচ্ছন্ন রজনীতে ভ্রমণশীল রাজধানী। ২ অজান
তরকার। "ভ্রমণতঃ বুধা তমোবুধঃ" (অঙ্ক ৭।১৪০।১) "তমোবুধঃ
তমসা আবরকৈশ্চ অন্ধকারেণ বাঁধাক্ষেপেণ বর্ধমানোহ তমসি
রাজৌ বর্ধমানৌ বা" (সারণ)

তমোহিনু (জি) তমো হন্তি হন-হিনু। ১ অজাননাশক।
"জ্যোতীরিং তম্ববৎ তমোহনং" (অঙ্ক ১।১০৪।১)
২ অন্ধকারনাশক বর্ষা চন্দ্র। "তমোহা যদি পাণেণ অনেপৈব
হি বীজিতঃ" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

তমোহর (জি) তমো হরতি হ-হুহু। ১ অজাননাশক।
২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ বর্ষা।

তম্পা (জী) তম্বতি গজ্জতি তম্ব-অহ পূমো সাধুঃ। সৌর-
ভেরী গাভী।

তম্বা (জী) তম্বতি তম্ব-অহ-টাণ্। গাভী।

তম্বিকা (জী) তম্ব-অহ-টাণ্ কাপি অত ইহং। গাভী। (হেমং)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, ভাগান।

তম্বীর (পুং) তম্ব-ঈরন্। যোগভেদ। "ববী রাশ্ত্রভোগোহস্তক-
গামী নীপাংগশ্চৈবুহঃ। দত্তেহস্তমৈ কাব্যকরতম্বীরো লম্ব-
কাব্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাঁবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাহুলী দেখ।]

তম্বোর, অযোধ্যার নীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটি
পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও
পশ্চিমে কুজি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ-
১২০ বর্গমাইল। এই পরগণার বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে
মহাবর নদী এবং পশ্চিমে বর্ধমান, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র
নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্বত্রই তরাই
এবং গাছের মুক্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, কেবল
জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার গ্রাম সকল
গ্রামই জল প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। চৌকা ও মহাবর নদী গ্রামই
প্রবাহপথ পরিবর্তন করে। এই ছইটী নদী যে যে গ্রামে
প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বোর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষ কার্যে
বিশেষ পুঙ্খ ও অভিজ্ঞ।

পরগণার ১৬৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি
ভালুক। ইহার ৪৩ খানি সোড় রাজপুতগণের অধিকার-
ভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহার ৪০ খানির
অধিকারী গোড়রাজপুত।

তম্বোর পরগণার সেয়া প্রভৃত হয়। একটা রাত্তা
পরগণা ভেদ করিয়া নীতাপুর হইতে মনাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত নীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটি সহর।
মনাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং নীতাপুর সহরের ৫৫ মাইল
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ৭০০ বৎসরের অধিককাল পুত হইল,
তাহা নীপণ এই মগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে
ইহার 'তম্বোর' নাম হইয়াছে।

আজাদবাদ গ্রাম তম্বোর মগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন
কুরমী লকারভের হস্তগত।

এই স্থানে একটি মূল, মাজার, মহাদেবের মন্দির ও
এক মহাম্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্মিত গ্রাম
সরোবরটা কমেই খাল প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্বে
একটা দুর্গ ছিল।

তম্বু (জি) তামাত্যানেন তম্ব করণে। দানিসাদন। "প্রতম্বা
অবপত্তমাসি" (অঙ্ক ১০।৭০।৫)

তম্বুফা (আরবী) তম্বু অর্থে চতুর্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্বে
রজনীযোগে চৌকীদারের জার গায়কগায়িকারা ষাটী ষাটী
ফিরিয়া গান করিত, সেই জন্ত আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে
তরকা বলা যায়। নর্তক-সম্প্রদায়।

তম্বু (পুং) তু ভাবে অণ্ (ধমোরণ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ,
পার হওয়া। ২ ক্রশাসু, অধি। ৩ বৃক্ষ। (ভূরিপ্রং) ৪ প্রত্যয়-
বিশেষ, ছয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে
ঋণবাচক শব্দের পর তম্বু প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি।
৭ সম্ভরণ। ৮ পারিগণি কড়ি।

"নীর্ধাশ্বনি বখাদেশং বখাকালং তরো ভবেৎ।" (মহু ৮।৪০।৬)

তরকশ (পারসী) তুগীর।

তরকলী (পারসী) তুগীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ,
ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পূর্বোদরাহুলোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বাকিগোতি কিণুতু। ব্যাঘ্রবিশেষ,
নেকড়িয়া বাঘ, পর্যায় তক্ষু, যুগানন, তরক্ষুক। (শকারং)

ইহারা মাংসপ্রী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সমূহ আকার ও
সর্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়নাও
বলে। (Hyana striata)। ইহাদের আকার কুকুরের
অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গায়ে চর্ম পিঙ্গলবর্ণ সোবানুত এবং
কপিশ রেখাচিত, কান ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের জাঁর দীর্ঘলোমা-
বিশিষ্ট। ইহাদের সমূহের পদব্র পশ্চাত্তের পদব্র
অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুঙ্খ ক্ষুদ্র। উদয়ের ভোর সকল
মুগ্ধ, পুষ্ঠের বর্ণ যোরাশ ধাকার, তাহার বক ভোরা সকল
মুগ্ধ লক্ষ্য হয় না।

ইহাদের মত হই পাটী অতি লম্বা ও চূড়, এমন কি অধি পর্য্যন্ত কর্তন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, সিংহল, আফ্রিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বাস করে। গভীর অরণ্যে ধর্মিক্তে ইহারা ভালবাসে না। বিরল ওষুধপূর্ণ পর্বতের ওহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত প্রভৃতি স্থানেই ইহারা বাস করে। দিবাভাগে পর্বতগুহার বা অরণ্য মধ্যে গর্তে নিজা বার এবং সন্ধ্যার পর অশ্বানে, লোকগণের ধারে বা প্রান্তরে আহার্যবেশে নির্গত হয়। ইহারা শব্দ মাংস খাওয়া ও উহার অধি চর্ষণ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গোক, ছাগল ইত্যাদি পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গর্জনে একরূপ বিকট শব্দ হয়, কুকুরেরা উহা শুনিলে দৌড়িয়া সেই দিকে যায়; তরঙ্গুও সেই সুযোগে তাহাকে ধরিয়া লয়। স্বভাবতঃ ইহারা ভীক প্রকৃতি। মানুষকে আর আক্রমণ করে না। সমস্ত ক্ষেত্রে ইহারা অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু পার্শ্বভা স্থানে ইহাদের ক্ষতগতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শৈশবাবস্থায় পোষমানাইলে ইহারা পোষ্যমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হয়। নানা স্থানে নানা প্রকার তরঙ্গু দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলেরই স্বভাবাদি আর একরূপ।

ইহাদের গুহ্বারের নিয়ে ধলির আকারে চর্চ কৌকড়ান, এই অল্প পূর্বে গ্রীক দেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করিত ইহারা উভয় লিঙ্গ। মিনি, ইলিয়াস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ আবার লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা একবর্ষ পুংলিঙ্গ থাকে, পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইরূপ আরও অনেক অলীক উপাখ্যান থাকার গ্রীক-ঐক্যলিঙ্গগণ ইহাদের অস্তিত্ব লোমাদি বাহ্যকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আখ্যায়িকাসম্পন্ন বোধে সাদরে রাখিয়া দিত।

তরঙ্গু (পুং) তরঙ্গু-স্বার্থে কন্। [তরঙ্গু দেখ।]

তরুণা (বিশী) তরুণ, ক্রতবেগ।

তরুণ (পুং) তরুণি প্রবতে ইতি তু-অবহ (তরুণ্যাদিত্যশ্চ। উৎ ১।১১২) উর্ধ্ব, চেত।

বায়ুধারা নদী প্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়া তির্ধ্যাক উর্দ্ধাভিভাবে বাইতে থাকে, এই প্রকার গতির নাম তরুণ। একমাত্র বায়ুই তরুণের কারণ। পর্য্যায় তরু, উর্ধ্ব, উর্ধ্বা, বিচি, বিচী, হলী, বিলি, লহরি, লহরী, জলভা, জ্বলি, উৎকলিকা, উর্ধ্বিকা। (জটায়ব) ২ বঙ্গ। ও হর প্রভৃতির লম্বাকাল, অর্থ প্রভৃতির প্রুত গমন। (উজ্জল)

তরুণক (পুং) তরুণ-স্বার্থে কন্। চেত। [তরুণ দেখ।]

তরুণভীক (পুং) তরুণেন ভীকঃ ৩৩৭। চতুর্দশমহর পুত্রতের তরুণিণী (স্ত্রী) তরুণিনী স্ত্রিয়াং স্ত্রীপু। নদী। "গজবালি-মহ-ভাণ্ডাং শোভিতানাং তরুণিণী।" (ভারত স্ত্রীঃ ২৪ অঃ)

তরুণিত (জি) তরুণঃ সন্ধ্যাকো ২২ তরুণিণীস্মিতত্। ১ জাত তরুণ। ২ চকল। ৩ ভবি বিশিষ্ট।

তরুণিন (জি) তরুণোহিত্যত তরুণ-ইনি। তরুণক।

তরুণমা (আরবী) অহুবা, এক ভাষা হইতে অল্প ভাষার প্রয়োগ।

তরুণা (আরবী) সঙ্গীতসংগ্রাম, একদল গানে প্রের করে, অপর একদল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। যে দল ভাল উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুসলমান নবাবগণের সময়ে এই গীতের বড় আদর ছিল। এখন আর সে রূপ আদর নাই। এখন অসত্য ও নিরপ্রেমী মুসলমানগণই প্রায় এই গান করিয়া থাকে। ইহা অসীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধির বর্ণে পরিচর পাওয়া যায়।

তরুণ (পুং) তীর্থ্যতে অনেক তৃ করণে লুট। ১ প্রব, ভেলক। ২ স্বর্ণ। (স্ত্রী) ভাবে লুট। ৩ প্রবনপূর্বক দেশান্তর গমন। ৪ পারগমন। ৫ সম্বরণ।

"ক্ষণমপি সজ্জনসম্মতিরেকা ভবতি ভবান্ববতরণে নৌকা।"

(মোহম্মদ ৬)

তরুণ-তারুণ, পঞ্জাবের অমৃতসর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটা তহসীল। এই তহসীলের সর্বত্রই প্রকাণ্ড প্রান্তর, ইহার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হইয়া থাকে। ভূ-পরিমাণ ৫২৬ বর্গমাইল। এই তহসীলের সহর এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৪০। তরুণতারুণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নধর্মীর বাস, মুসলমানের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক।

এই তহসীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ছোট, ইক্ষু, তুলা এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। তহসীলের বার্ষিক আয় ২২৬৯০ টাকা। এখানে ১টা ফোর্স-মারী ও ২টা দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেফ সমস্ত বিচার করিয়া থাকেন। এই তহসীলে ৪টা থানা এবং অনেকগুলি কনস্টেবল ও চৌকিদার আছে।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান সহর। অক্ষাঃ ৩১° ২৪' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭৪° ৫৮' পূঃ। অমৃতসর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে শতদ্রু ও বিশালা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক এই সহরে বাস করে।

ভরু নামক নগর পুত্র ভরু অর্জুন এই নগর স্থাপন করিয়াছেন। অর্জুন কর্তৃক নগর মধ্যে একটি মনোরম সরোবর ও তৎপার্শ্বে একটি শিখ ধর্ম-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। প্রবাদ, যে কুঠরোগী সন্তরন ধারা এই সরোবর পার হইতে পারে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে, এই জন্মই সহরের নাম ভরুণ-ভারুণ হইয়াছে। সরোবরের পার্শ্বস্থিত মন্দিরের প্রতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি এই মন্দিরকে বহুমূল্য জব্য দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উন্নতিভাগ তান্ত্রের গির্জাপাঠ দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন। উক্ত সরোবরের উত্তর তটে নবনৈহালসিংহ-নির্মিত উচ্চ স্তম্ভ মণ্ডারমান রহিয়াছে। ভরুণভারুণ মন্দির রাজধানী বলিয়া খ্যাত। ইহা বারি দোয়াবের মধ্যস্থল। এই স্থল ইতিহাসে শিখদিগের দুর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখনও এই স্থান হইতে ব্রীশ গবর্নমেন্ট বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

অমৃতসরের সহিত এই সহরের বাণিজ্য চলে। এই স্থানে লোহের পাত্র প্রস্তুত হয়।

ইহার কিছু দূরেই বারি দোয়াব খালের সোত্রাওনুশাখা। এই শাখা হইতে একটি নালা দিয়া ভরুণ-ভারুণের সরোবরে জল প্রবেশ করিয়া সরোবরকে জল পূর্ণ রাখে। এই নালাটি বিন্দের রাকার বায়ে নির্মিত হইয়াছে। এই সহরে বিচারালয়, পুলিশ থানা, সরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং বিদ্যালয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুঠ-রোগীদিগের জন্য যে কুঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। সহরের উপকণ্ঠে অনেক কুঠরোগীর বাস। ইহার কারণে, ভরু অর্জুন ইহাদের আদিপুরুষ।

ভরুণি (পুং) তীর্থাত্মানেন ভূ-অনি (অর্জিৎ স্ব ধর্মীতি। উৎ ২।১০৩) ১ স্বর্ঘ্য। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক। ৪ কিরণ। ৫ ভাত্র। (স্ত্রী) ৬ নৌকা। ৭ স্বতকুমারী। ৮ তারক, উকারকর্তা। ৯ শীতগতা।

“যেবা ধূং ভরুণী যো বহতি” (ঋক ৭।৬৭।৮) ‘ভরুণী ভারকান্’ (সায়ণ) ১০ শব্দকে উত্তীর্ণ করিয়া বর্তমান। “পুংসু ভরুণীর্নাবা” (ঋক ৩।৪২।৩) ‘পত্নীহৃতীর্ঘ্য বর্ততে ভরুণি’ (সায়ণ)

ভরুণি-ভরুণ (পুং) ভরুণে: স্বর্ঘ্যস্ত ভরুণ: ৩৩৭। স্বর্ঘ্যপুত্র ঋষ, শনি, কর্ণ।

ভরুণিধম্ম (পুং) শিব।

ভরুণিপেটক (পুং) ভরুণি: পেটক ইব। কাঠাধুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটায়ু)

ভরুণিপোত (পুং) ভরুণে: পোত ইব। কাঠাধুবাহিনী, জলতোলা কেটো। (জটায়ু)

ভরুণিধম্মি (পুং) ভরুণিধম্ম: শনি:। স্বর্ঘ্যগ্রহ শনি।

ভরুণিরত্ন (স্ত্রী) ভরুণি: স্বর্ঘ্য তৎ গ্রহঃ স্তম্ভ: স্ফাংলো কর্ণধা। পদ্মরাগমণি, শনি। (রাজনি)

ভরুণী (স্ত্রী) ভরুণি ভীষ্ম। ১ নৌকা। ২ পদ্মচারিণী লতা। ৩ স্বতকুমারী। (রাজনি)

ভরুণীসেন (পুং) বিভীষণের পুত্র ও একজন রামতরু। বিভীষণের কথার রামচন্দ্র ইহাকে খুন্সে স্থলে বিনাশ করেন। (কৃত্তিবাসী রামাং) বায়্যিক রামায়ণে এই ভরুণীসেনের কথা কিছুই লিখিত হয় নাই।

ভরুণী (জি) ভূ-অনীন্দ্র। ভরুণযোগ্য।

ভরুণ্ড (পুং স্ত্রী) ভরুণি প্রবতে ভূ বাহলকাং অণ্ডচ। ১ বড়িশী-স্বত্বক কাঠ, ছিপ, মৎস্ত ধরিবার স্ত্রের মধ্যে বন্ধ কাটা। ২ প্রব, ভেলা। ৩ নৌকা। ৪ কুন্তকুমারী বা কদলীপত্রের ভেলা। ৫ দেশবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী)

ভরুণ্ডক (স্ত্রী) ভরুণ্ড সংজ্ঞায় কন্। ১ তীর্থভেদ।

“ভতো গচ্ছত রাজেন্দ্র! ধারপাশঃ ভরুণ্ডকঃ।

ভরুণীর্ঘঃ স্তম্ভভ্যাং যজ্ঞেন্দ্রস্ত মহাশ্বনঃ॥” (ভারত বন ৮৩ অঃ)

[তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশীস্বত্বক লম্ব কাঠভেদ, মৎস্ত ধরিবার স্ত্রের মধ্যে বন্ধ কাটা।

“সংসারসাগরান্নবর্তনং ভরুণ্ডকম্॥” (কাশীখ ২২ অঃ)

ভরুণ্ডপাদা (স্ত্রী) ভরুণ্ড: প্রবনশীল: পাদ: প্রায়েন তুরীয়াং-শো যস্যা: বহতী। নৌকা। (শব্দর)

ভরুণ্ডী (স্ত্রী) ভরুণ্ডানরা ভরুণ্ড গৌরা ভীষ্ম। নৌকা। (শব্দর) হারাবলীতে ভরুণ্ড এইরূপ পাঠ আছে।

ভরুণ্ডসম (জি) ভরুণ্ড সমেত্যাদি ঋচ: সস্ত্যত্র। ইতি অহ। পাবমান স্তম্ভান্তর্গত স্তম্ভভেদ। [ভরুণ্ডসমন্দীর দেখ।]

ভরুণ্ডসমন্দীয় (স্ত্রী) পাবমানস্তম্ভান্তর্গত স্তম্ভভেদ, মানব সকল যদি অপ্রতিগ্রাহ (যাহা প্রতিগ্রহ করিতে পাশ কয়ে) অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগর্হিত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এই স্তম্ভ তিন দিন অপ করিলে পাশ হইতে বিমুক্ত হয়।

“প্রতিগ্রহা প্রতিগ্রাহঃ ভূক্তাচারঃ বিগর্হিতম্।

অপঃ ভরুণ্ডসমন্দীরঃ পুরতে মানবস্ত্রাহাং॥” (মহ ১।১২৫৪)

ভরুণ্ডি (আরবী) ১ সজ্জিত। ২ নিরম্মাধারী।

ভরুণ্ডম (জি) ভরুণ্ডি তমেতি প্রত্যার্যো বোধ্যতয়া অত্যত্র অহ। নানাধিক।

ভরুণ্ড (স্ত্রী) ভরুণ্ডানেন ভূ বাহলকাহি। ১ প্রব, ভেলা। ভূ কর্তরি অদি। ২ কারণ্ডব পক্ষী। (মেদিনী)

তরনী (জী) তরেন তরশেন নীহতে খণ্ডাতে নো খণ্ডনে
বক্শেৎক, গোরী ভীহ। কষ্টকৃত্তক বুক, কষ্টকৃত্তক।
পর্দার—তারনী, ভীহ, খুঁহ, নক্কাবীজক। ইহার ৩৭
তিজ, মধুর, শুক, বলা ও ককনাশক। (মাকনি)

তরচুন্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইন্তজাত করা। ২ চিক্কাফোল।

তরচুটী (জী) পকারডেম। ইহার প্রকৃত প্রণালী—বৃত্ত ও
দধি দ্বারা মর্দিত ফেণিবাভাসা একত্র করিয়া বটিকা
প্রস্তুত করিবে। পরে ঘূতে মল মল অগ্নিতে পাক করিয়া
কপূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরচুটী প্রস্তুত হয়।
ইহার ৩৭ বলা, পুষ্টিকর, হৃদয়, পিত্ত ও বায়ুনাশক; মিষ্টি ও
কককারক। (শর্কার্চি) *

তরদেবন্ (পু) শব্দ আক্রমণকারী ইহ।

তরদুন্ (পু) তরতীতি তু য়হ। (তুত্ববিবলীতি। উপ
৩।২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্রব, তেলা। ৩ ভেক। ৪ রাকস।

তরদুটী (জী) তরদু গোরা ভীহ। নোকা।

তরদুতক (জী) কুক্কেত্‌হ স্থান ভেদ। [কুক্কেত্‌হ দেখ।]

তরপণ্য (জী) তু ভাবে অণু তরতরণঃ তত পণ্য। আতর,
পারশি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, বিহু। ২ শেবনীয়া, ধার। ৩ মহা-
লের অন্তর্গত খোমভাদিগের কর্তৃবাদীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ্, চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রধান জমি বিভাগ। এই
বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে
গবর্নেন্ট কোমিসন এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব
স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত মহল জরিপ করিয়া
বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই
১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং
পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির
বন্দোবস্ত হইরাছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা
স্বত্ব গবর্নেন্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত
বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের
অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্নেন্ট পক্ষীয়
বন্দোবস্তকারী রিকটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌখাধিকার
বিসিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির

করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ
অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩০৮২ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের
বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩০২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮
হইল। এই কালে ৪৪৩,১০৭ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে
যোগ্য বার। কিন্তু অনেকগুলি জমী নষ্টশিথল হওয়ার ও
অজ্ঞাত কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক খানার অধীনে
ভিন্ন ভিন্ন মৌজার অথবা একই মৌজার বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এক্ষণ অবস্থিতি ও আকৃতি
সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ
বলেন, হুদায়ুন ও সেরসাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু পোড়
অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া
বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের হুদাদার অথবা তাহার
করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহার
প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে
তরফদার নামে পরিচিত। পোড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন
স্থলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী
দেখিয়া ইহার ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে
লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাহার বসতিভূত লোকদিগের
জন্ম কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ
চট্টগ্রাম কোমিসনের দ্বাৰা অনুসারে ১৩৬৪ হইতে ১৭৬০
খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্তৃক অধিকৃত হইল।
প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সম্মিলিত
ছিল। জরিপ-কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল,
গবর্নেন্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটি
কল্পনায় আমরা অবগত হই যে এক ব্যক্তির অনেকগুলি
উত্তরাধিকারী ছিল। সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত
করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক
মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক
এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-
রূপে পরিগণিত হইরাছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয়
একটি মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের
কর্ত্তকারী বর্গ তাহাদের কার্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কার স্বরূপ
কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহার
এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই
শেবে তরফ নামে খ্যাত হইরাছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে
কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্বপ্রাণে অধিক
বিজ্ঞিত।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ হই

* "বৃত্তম বর্ধিতাং বলা ফেণিক্যাবলোহিতঃ।

বিহার বটিকাভঙ্গ্য বৃত্তে মলানিবা পচেৎ।

প্রমিতাঃ বঙ্গপাকস কপূরঃ মিশ্রিতঃ।

ওত এতঃ কবরিতাভবতঃ জাঃ কৃতাঃ।" (শর্কার্চিভাষ্য)

হয়। জেলার মধ্যভাগেই তরুণের সংখ্যা অধিক। উত্তরাংশে কতকগুলি খানার অধীনে ইহার সংখ্যা সমধিক হয়।

তরমুজিকা (গ্রী) করপালিকা পুৰো* সাহু। খরমুজ, (বৈম*) [বঙ্গ দেখ।]

তরমুজ (পং) তরশানহ। যাহা হারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (গ্রি) ২ নদী প্রকৃতি পার হইতেছে।

তরমুজ [তরমুজ দেখ।]

তরমুজ (গ্রী) তরং তরলং অধুবৎ জায়তেহত জন বহুবচনাৎ ড। কলবিশেষ। এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্যায়—কালিন্দক, কলবীজ ও ফলবর্তুল। ইহার গুণ শীতল মল-রোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, শুক, বিট্টি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্ষফলের গুণ পিত্তহৃৎকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবি*) জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তুষাকুড়া হইয়া পিত্তকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদ্বন্দেবে তরমুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ু হয়।* এইজন্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাকান্ত)

প্রাচীন মহাদীপের প্রায় সর্ব দেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরমুজা, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরমুচ, তুরমুচ ও ক্রিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরমুজ ও কলিন্দ; বঙ্গভাষায় তরমুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরমুজ কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম ছিলপসন ও কচেরহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আরতনে বৃহৎ। ইহার খোলা মন্থণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পকতরমুজের খাণ্ডাংশ শীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ

শাদ। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে;—লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ দুটি জাতীয়; কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ও যুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভালবাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কুবকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষুক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কাঠিকমাসে পাকে। গ্রেট-ব্রিটনে তরমুজের চাষ অতিশয় কম; কিন্তু অধিবাসিদিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। যুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরোলিনা তরমুজকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রাচী হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশে হইতে পৃথিবীর অন্তর্গত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে আফ্রিকার বহু ভূভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্ত এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসবজি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকার ও এশিয়ার তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন দেশে জন্মিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীর অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটব্রিটনে ১৬ শতাব্দীর পূর্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন দেশে হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত-বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহার তরমুজের চাষ করিত। যুরোপীয়গণ বলে, দশম শতাব্দীর পূর্বে চীনদেশে তরমুজ ছিল না। সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রধান দেশেই যে তরমুজের প্রথম উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* জ্যৈষ্ঠে যাসি মহেশানি। পৌর্ণমাস্যং নিশাঙ্কক।

তুষাকুড়া মহাকালী ভদ্রকী পিত্তকাননে।

ভল্লভাষা ব্রহ্মপাতকৈ বলাঃ বস্তঃ তরমুজঃ।

ভল্লভকর্ণা তুষা বহবা সা হরপ্রিয়া।

যো মে বহবাৎ বলাঃ রসায় লিঙ্গিয়ারুতরমুজং।"

(উত্তরকামাকান্ত)

তরমুজের বীজ হইতে এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ ও পরিষ্কার তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা জ্বালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এই তৈল দ্বারা তক্ষাদ্রব্যও প্রস্তুত করে।

শৈত্যসম্পাদক ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তরমুজের বীজের প্ররোগ দেখা যায়। এই বীজ বিক্রমার্ধ প্রস্তুত থাকে এবং ইহার কাটিতিও বখেটে। ইহার গুণ মূত্রোৎপাদক, পীড়নকারক ও বলকর। বোম্বাই বিভাগেই ইহার বহু প্রচলন। তরমুজ মধ্যস্থিত অলপানে তৃক্ষা এবং মস্তিষ্কজের পচন নিবারিত হয়। ডাক্তার এনুসি ইহা ব্যবস্থা করিয়া বখেটে ফল পাইয়াছিলেন।

তরমুজের বীজ চাপা ও চেপ্টা এবং সকল স্থলির আকৃতি ও রস একরূপ নহে। বীজ শুকাইয়া রাখিলে তাহার শাঁস খাওয়া যায়।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যায় অনেক জমীতে তরমুজ উৎপন্ন হয়। বিকানীরে আপনা হইতেই বহুল পরিমাণে তরমুজ জন্মে। এখানে তরমুজের সংখ্যা এত অধিক যে, বৎসরের কয়েকমাস এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান খাদ্যের অংশ হইয়া উঠে। চুক্তিকালে তরমুজ ও এই জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া একরূপ ময়দা প্রস্তুত করিয়া অধিবাসিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ঘেরূপ সুবাস্ত তরমুজ জন্মে, ভারতবর্ষের অজ্ঞ কোন স্থানে সেদূরপাওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্বত্র বিখ্যাত। অতিশয় গরমের সময় এই তরমুজের সরবত অনেকেই পান করে।

পাতলা পূরীষ তরমুজের জমীর সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তরুল (পুং) তুলুহ (ব্রহ্মদিভ্যশ্চিৎ। উৎ ১।১০৮) ইতি কল-প্রত্যয়শ্চিৎ। ১ হারমধ্য মণি, ধূক্ষুধিক। ২ হার। ৩ তল। (জি) ৪ চপল। ৫ কামুক। ৬ বিতীর্ণ। ৭ ভাষর। ৮ মধ্যস্থত্বে। ৯ জীবীভূত পদার্থ। ১০ জনপদবিশেষ। ১১ তরমুজবাসী এই অর্থে তরুল শব্দ নিত্য ব্যবহৃত।

“বৎসানু কলিঙ্গানু তরলানু কানু বিকানপি। (ভারত ৮।৮।২০) ১২ হীরক রত্ন।

তরুলতা (জী) তরুলতাবে তলু জিয়াং টাপু। তরুলত, চকলতা।

তরুলনয়নী (জী) তরুলং নয়নং বত্ভাঃ বহতী। ১ চকলাক্ষি। ২ ছন্দোভেদ।

তরুললোচন (জি) তরুলং লোচনং বত্ভাঃ বহতী। ১ চকল নেত্র। (জী) তরুলং লোচনং কণ্ঠধা। ২ চকল নয়ন।

তরুললোচনা (জী) তরুলং লোচনং বত্ভাঃ বহতী। চকল-নয়না জী। (হেমং)

তরুলী (জী) তরুল-টাপু। ১ ববাগু। ২ জুয়া। ৩ মধুমক্ষিকা। (হেমং) তরুলিত (জি) তরুলমত সত্ত্বাত্ত তরুলাদিভ্যাদিত্ত্বং ববা তরুল ইবাচরতি তরুলং করোতি, তরুল-কিপু-শিত্ত্বং। জাত-ভারল্য। পৰ্য্যায়—প্রোৎখালিত, লুলিত, প্রোৎখিত, ক্রুত, চলিত, কল্পিত, ধূত, বেগ্নিত, আন্দোলিত। (হেমং)

“ব্যালোলঃ কেশপাশতরুলিতমলকৈঃ শ্বেদলোলৌ কণোলৌ।” (গীতগোবিন্দ ১২।১৫)

তরুলট (জী) কুলুভেদ। (Cassia auriculata)

তরুলারি (পুং) তরুলং সমাগতবিপুলবলং বারমতি সু-গিহু ইন্। খজাভেদ, তলবার। [অসি ও খজা দেখ।]

তরুলিৎ (আরবী) শিক। জীবিকা। আশ্রয়।

তরুলী (পারস) তরুলপক্ষের প্রথম সপ্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ সপ্ত দিন।

তরুল (জী) তুলু-অনু। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বানর। ৫ রোগ। (শকার্ণচিৎ)

“তিষ্ঠতু প্রধানমেব মণ্যহং তুল্যবাহতরসা জিতদ্বয়া।”

(রঘু ১।১৭৭)

তরুল (জী) তুলু বাহলকাং অসহ। ১ মাংস। “তরুলময়া পুরৌক্তভাগাঃ” (কাত্য। শ্রৌতহু ২৪।৫।২০)

“তরুলময়াঃ মাংসময়াঃ” (কক)। (জি) তরুল অস্ত্যর্থো অহ। ই রেগযুক্ত।

তরুলৎ (পুং জী) তরুল ইব আচরতি তরুল কিপ-শত্। সুগ-ভেদ। জিয়াং জীপু।

“অপমমত্তরুলসন্তী নু-তুলুঃ” (শুক ১০।১৫।৮) “তরুলময়া যুগন্তত পত্নী” (সারণ)

তরুলান (পুং) তরুলতানেন তুলু-আনু-ই-চ। নৌকা। (উজ্জল)

তরুলান (জী) তরুল অবতরণায় বৎ সানং স্তরত হানং বা। ১ ঘট, উত্তরণস্থান, ঘাট। ২ পারের ভাড়া নৌকার স্থান।

তরুলৎ (জি) তরুলং বলং বেগো বা অস্ত্যভেতি মতুলু-মত বঃ। ১ পুর। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ ময়ুর পুত্রভেদ।

“তরুলভীক বপ্রশ তরুলভুপ্র এব চ ॥” (হরিশ ৭।৮৮) জিয়াং জীপু।

তরুলিন্ (জি) তরুলং বেগঃ বলঃ বাস্ত্যত তরুল-বিনি (অনু-মারামেবাভজো বিনিঃ। পা ৫।২।১২১) ১ রেগযুক্ত। ২ পুর।

(পুং) ৩ গরুড়। ৪ বায়ু। (রাকনিং)। জিয়াং জীপু।

“নিভত শুভ্রো দেবী তরুলানী তরুলিনী” (ভাগ ৮।১০।৩১)

তরুল (আরবী) ভাব।

তরাই, হিমালয় পর্বতের পাদদেশস্থ একটা উপত্যকা। ইহার সর্বত্র একরূপ নহে। কোন স্থানে ১০, কোন স্থানে বা ৩০ মাইল বিস্তার দৃষ্ট হয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড বনভূমি; অবাধা হইতে আগাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের মেঘলাভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিত্ত্বক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কোফি এবং কুশীনদী দিয়া তাসাইরা এই সকল কাঠ অস্ত্র আনীত হয়।

নেপাল তরাইকে মোরাল কহে। তরাইর বৃত্তিকান্তর পর্যায়ক্রমে বালুকা, ককর এবং প্রস্তরময়। পর্বতের নিকট-বর্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়। সিকিম পর্বতের ২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত ককরস্তর বিস্তৃত।

এই প্রদেশে আয়ুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। বৎসরের ৯১০ মাস এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে। এই কালে কেহই তরাই ভূমি অতিক্রম করিতে পারেনা। খাসি পাহাড়ের উত্তরাংশে তরাই ব্রহ্মপুত্রের পর্য্যন্ত ৬০ মাইল বিস্তৃত। এই স্থানে অনেক উৎকৃষ্ট বৃক্ষ পাওয়া যায়। এপ্রেলের শেষ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যদি কোন যুরোপীয় এই প্রদেশে কোন সময়ে নিমিত্তাবস্থার থাকে, তবে সে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাপমাত্রা ৭৭° হইতে ৮০° ও নবেম্বরে ৭৫° হইতে ৭৭° পর্য্যন্ত উঠে। নেপাল রাজ্যের অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে; তাহা হইতে নেপাল রাজ্যের বহু আয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ এই প্রদেশ হইতে বহুমূল্য বৃক্ষ, তারাপন, গজদন্ত, নানাবিধ চৰ্ম্ম বুড়ীগণ্ডক নদী দিয়া কলিকাতার আনয়ন করে। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে যুদ্ধের পর নেপালরাজ কুমায়ুন ও অন্তর্গত একটা পার্বত্য প্রদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্নেন্টকে প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অবাধা ও বয়েলির উত্তরাংশে ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে সময় সময় লুণ্ঠন করিত। লর্ড মিণ্টো নেপাল দরবারকে এবিষয় অবগত করাইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড মররার শাসনকালে নেপালীদিগের অভ্যুত্থার বৃদ্ধি হওয়ার তিনি এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে জুইরাল নগর অধিকৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন দুই পক্ষ ছিল। অমরসিংহ অপার পক্ষীয় যুদ্ধের অগ্রহণ, কিন্তু অপার পক্ষ সন্ধি করিতে মত দিলেন। বাহা হউক, নেপাল গবর্নেন্ট ইংরাজ গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাম সা নেপালপক্ষ হইতে ইংরাজ পক্ষীয় গার্ডনার সাহেবকে আনাইলেন যে, নেপাল দরবার কালীনদীর পশ্চিম

অংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্নেন্টকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু তরাই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গার্ডনার প্রত্যাশায় বলিলেন যে, তরাই প্রদেশ না পাইলে বৃটীশ গবর্নেন্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন না। বাম সা পুনরায় বলিলেন, যে পার্বত্য প্রদেশে একমাত্র তরাই নেপালরাজের লাভজনক সম্পত্তি, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে পার্বত্য-প্রদেশে তাঁহার সমুদ্র ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্নেন্ট যদি এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। পূর্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেপালের সকল লোক যোগ দেয় নাই। কিন্তু তরাই প্রদেশ লইয়া যুদ্ধ হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপামর সকলেই ব্যক্তিগত ক্রোধ ও অন্তর্কলহ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে অগম্যাজ্ঞা বিধা করিত না। তাহা হইলে ফল যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। বৃটীশ-গবর্নেন্টও অবগত হইলেন যে, গোরখালি সৈন্তসামন্তগণ সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকূলে মত দিতেছে। গার্ডনার সাহেব বলিলেন যে, গবর্নর জেনারল এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন ইংরাজ অধিকারে ছিল; সেই সময় তাহার্য্য দেবিয়াছিলেন যে, এ অঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অস্বস্তিকর ও অধিবাতি-দিগকে সম্পূর্ণ আরত্যাধীন রাখাও কষ্টকর। স্মরণ্য এই প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিতে গবর্নর জেনারলের তাৎপর্য ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিপক্ষদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সৈন্তসমাজের আদেশ দিলেন। এদিকে গোরখালি-গণ বরপাণী (মকবানপুর), বিজিপুর, মহোত্তরি সবোত্তরি (মোরাজ) এবং পর্বতের পাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বৃটীশগবর্নেন্টকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গজরাজমিহ ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ব্রাউনএর সহিত সন্ধি নিষদ স্থির করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্নেন্ট কালীনদীর পশ্চিমাংশে পার্বত্যপ্রদেশ এবং যেটির পূর্বস্থ প্রদেশ পাইলেন। ১৫ দিন মধ্যে নেপালরাজ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অমরসিংহ অপার পক্ষীয়গণ দরবারে প্রদান হইয়া উঠার, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল না। উত্তরপক্ষে পুনরায় নতুন উৎসাহে যুদ্ধের আরোজন হইতে লাগিল। সামান্ত একটা যুদ্ধের পর উত্তরপক্ষ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখ গজরাজমিহ সন্ধির যে সর্ব অবধারিত করিয়াছিলেন, আর

সেই সর্ভগুলিই অব্যাহত ছিল; ক্ষেতলাভ ইংরাজগবর্নেন্ট তরাই-এর যে অংশ প্রাপ্ত হইরাছিলেন তাহার কতকংশ নেপাল দরবার করত পাইলেন, অবশ্য আরও অংশ তরাই-এর অংশ অবশ্য আরও নব্য এবং যেতি ও ভিত্তানদীর স্বাধীনতা জুড় অংশ সিকিমের রাজ্যকে প্রদত্ত হইল।

শারদানদীর সমীপবর্তী তরাইভূমি অল্প পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। ঈতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের গ্রামেরে গৃহপালিত পশুগণ খাল যায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা স্বত্তেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত তরানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ ভূপে আচ্ছাদিত। বামগিরা তালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুক্কায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গভীর বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে খিমল, বোদা এবং কোচ লুই হয়।

তরাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত ব্রীশ গবর্নমেন্টের অধীন একটা জেলা। অক্ষা° ২৮° ৫০' ৩০" ও ২৯° ২২' ৩০" উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৬' ও ৭৯° ৫৭' পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন জেলা, পূর্বে নেপাল ও শিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেন্সি, মুন্সাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজয়নগর। জেলার প্রধান সহর কাশীপুর, কিন্তু ঐযকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় বুরোপীয় কর্মচারিগণ নৈনিতাতে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত নৈনিতাতে তরাই-এর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্বে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জমপুত্র বনপ্রদেশে কতকগুলি নিখর আছে। এই নিখর-নিখর জল নানাবিধ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলার সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাই-এর দক্ষিণপূর্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ কিঃ ট্রাঙ্ক। উক্ত নদীগুলির তটদেশ স্রাব্যপথঃ অন্যান্য এবং নদীগর্ভে স্তরগুলিও অন্যান্য। তৃণময় প্রান্তরের উপর কিম্বা এই নদীগুলি চলিয়া গিয়াছে। নিরন্তর পাছড়ে প্রদেশ হইতে যে নদীগুলি উৎপত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে

সনিহনদী শারদা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই জেলার বেড়া নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিলিভিতের দিকটবর্তী স্থান ব্যতীত এই নদীর উপর দিয়া নৌকার বাতায়াক করা যায় না। শুধী নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া যায়। কিচু নদীর মোহন অতিশয় প্রবল। কুশি নদী কাশীপুর পরগণার প্রবাহিত। কিচু ও কুশিনদীর উৎপত্তি স্থলের মধ্যে পহ, তকরা, জোর এবং দবকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুল নদীই শেষে রামগঙ্গার পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, শূকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বহুলভ এই স্থানে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্শ্বত প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃ পুনঃ অধিবাসী-দিগকে অতিশয় প্রীতিভিত্তি করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা এবং ইহা ৮৪ কোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই অল্প তরাইকে তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকার পরিণত হইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌধ আদায় করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্য ও পলাতকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্শ্বত রাজ্যের অবনতি হইলে কাশীপুরের শাসনকর্তা জুয়োগ দেবিয়া বিজোহী হইলেন এবং অবশেষে অমোঘ্যর নবাবকে তরাই প্রদেশ সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে বখন রোহিলখণ্ড ইংরাজ-দিগের হস্তগত হয়, তখন নন্দরামের ভাতৃশ্রুজ শিবলাল এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাই-এর আশ্রুজ, কুপ প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে সমুন্নত ছিল। ব্রীশগবর্নমেন্টের অধীনে এই প্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্নেন্ট এই স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বীথ ও জলসেচন কার্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তরাই জেলার স্থিতি এবং ১৮৭০ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তরাই আশ্রুজ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

খার ও ভূজাগণ এই প্রদেশে সর্বদা বাস করে। অপরাপর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অল্পতালিয়া যায়। খার ও ভূজাগণ আপনাদিগকে রাজপুত্র বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। এই স্থানে একপ্রকার সক্রিয়ক রোগ আছে। এই রোগে অসুস্থ হইলে প্রায়ই

বৃত্তাস্থে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ ধাক ও ডুকাদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারেনা। ইহার বশে যে অনবরত শূকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহার এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। অর ও অন্নরোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বহুলতা নিমিত্ত ভরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, গোথ, গদারিয়া, লোহার, অহার, ভল্লী, কাহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলার কানীপুর ও যশপুর দুইটি প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

ভরাইএর জমী অতিশয় উর্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধাত্য। যব, গম, বাজরা, ছট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আনা, হরিত্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু অর্ধ, স্তবরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ার ভরাই জেলার কোন কোন গ্রাম-বাসিন্দাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বজারদিগের অনেক পণ্ড ভরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্বে ও পশ্চিম মুখে একটা রাস্তা আছে। এই রাস্তাটা পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা ভরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমস্তরাস্তা ভাবে অবস্থিত।

ভরাই জেলায় একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাঁহার সহকারী এবং কুত্রপুত্রের তহসীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের জোজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ূনের কমিলনারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। রাজপুর, গদারপুর এবং কুত্রপুত্রে এক একজন দেওয়ানী বিশিষ্ট মাজিস্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটা কানীপুর, বাজপুর, গদারপুর, কুত্রপুত্র, ফিলপুর, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টা পরগণায় বিভক্ত। কানীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অল্প

পরগণার কাহারও জমীতে মালিকানা নহে নাই। গবর্নমেন্টই সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলার পশ্চিমের মোকদমাই অধিক। পূর্বে মেঘাতি, ওজর ও আহীরগণ এই কার্যে অতিশয় লিপ্ত ছিল। ভরাই জেলার ৭টা পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিভাগের আছে। এস্থানের অনেক জীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ভরাই, দার্জিলিং জেলার একটা উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বঙ্গট্রেট রেলওয়ে ও দার্জিলিং হিমালয়-রেলওয়ে শেখ হইয়াছে। ভরাই উপবিভাগে ৪৩টা চা-বাগান আছে।

ভরাই প্রদেশ ব্রীটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্নমেন্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিং ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিমা কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করার সমগ্র ভরাই দার্জিলিংয়ের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর ভরাইএর নিয়ন্ত্রণাবলী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের অল্প জমির কর নির্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্বে ভরাই হইতে নিয়ন্ত্রিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও খিমালদিগের নিকট হইতে দাকর। (২) নিয় ভরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) ভরাইএর নিকটবর্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ অল্প পশুপালকদিগের নিকট শুদ্ধ। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুদ্ধ। (৭) অর্ধদত্ত। (৮) গামকদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইহাদের জোজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্ধারিত বেতন ও দস্তরি পাইত। ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার কালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

ভরাই প্রদেশে ৫৪৪টা জোত ছিল এবং প্রায় ১২৫০৭ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকার স্বত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষাচ্ছক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বুটান গবর্নমেন্টের প্রধান শাসন সময়ে চৌধুরীগণ দেও-
মানী ও কোজদারী কর্মতা হারাইলেন এবং তাঁহার বস্ত্র টাকা
রাজস্ব আদায় করিবে, তাহার শতকরা ১০ টাকা দান
পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন।
কোজদারীগণ তিন বৎসরের অধিকার স্বপ্ন পাইলেন এবং উক্ত
সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষ-
ভাবে বিরুদ্ধ হইল। তরাইবাসীগণ অনাবাদী জঙ্গল মহালে
পাঁচ বৎসরের জঙ্গ পাল-পাট্টা (নিজের অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের
জঙ্গ পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবল-
মাত্র কোজদারীগণের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ
গবর্নমেন্ট ১৮৫১ জ্যোতের উপর ৩০৭০০ টাকা কর স্থির
করিলেন। কর নিকারিত হইবারকালে গবর্নমেন্ট জমীর
জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ
দিলেন। তখনও চৌধুরীগণ বস্ত্র রাজস্ব আদায় করিত।
জুগারিস্টেণ্টেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জঙ্গ পালপাট্টা
দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্নমেন্টের আদেশে এই নিয়ম ও
১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া
গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০ টা জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্নমেন্ট
জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা
করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এগুলির সরাসরি
বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯ টা জোতের
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট জমি অল্পসারে ১০ আনা
হইতে ৮০ আনা পর্যন্ত প্রতি বিঘার আদায় করিতে
আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল
জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময়
ফুরাইতে লাগিল, তখন নতুন নিয়মে ইহাদের সহিত
বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫
বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অল্পসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ
করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদ্বয়কে
তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং
জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার
অধিষ্ট জমীকে গবর্নমেন্ট অতিরিক্ত বলিয়া বিধিমা রাখি-
লেন। এই সময় ৪২৬৬৩ বিঘা জমি বন-বিভাগের জঙ্গ
রাখা হইয়াছিল।

ভারত (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বীচান।

ভারত (পুং) ভারত ভরণ্য অর্থ, অর্থগতীয়তা। নৌক-
বিশেষ, ভড়। পর্যায়—হোড়, বহন, বার্কট, বহিহ। (ত্রিকাণ্ড)

ভারায়োন, বৃন্দেলখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ
চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটি স্বাধীনতার একশতের
কর্তৃত্বাধীন। জু.পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০৮০
টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালীগঞ্জের সামন্তক চৌবের
রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে ভারায়োন একটি।
জারগীরদার অর্থাৎ ভারায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক
সৈন্য আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে
উপাধিদারী। রাজধানীর নাম ভারায়োনখাল।

ভারালু (পুং) ভারত ভরণ্য অর্থ পর্যায়োতি-অল উণ।
নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

ভারাবগঞ্জ, অবোধার অন্তর্গত গোড়া জেলার একটি তহ-
সীল। ইহার উত্তরদিকে গোড়া ও উত্তোলি তহসীল, পূর্ব-
দিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্বকোণে ঘরনা নদী। জমির
পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমি
আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস
আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। নবাবগঞ্জ,
দিগসর, মহাদেও, ওআরিং এই চারিটা পরগণা ভারাবগঞ্জ
তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৪৪১০ টাকা।
১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটি দেওয়ানি, ২ টি কোজ-
দারী আদালত, ৪ টি থানা, ২০ জন পুলিশের কর্মচারী এবং
৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

ভারাহবান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটি প্রাচীন
সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্বে পরোক্ষী নদীর নিকট
অবস্থিত। এই সহরটি ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে
একটি জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটি এখন ধ্বংসপ্রায়।
কথিত আছে, প্রায় ২৬০ বর্ষ পূর্বে পরায় রাজা বসন্তরায়
এই দুর্গটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ
একটি স্তূপ ছিল। এই স্তূপের মধ্য দিয়া বাতাস
করা বাইত। এখন এই পথটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা
হইয়াছে। ৬ টি হিন্দু মন্দির ও ৪ টি মসজিদ সহজে বিভ্রান্ত
রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি
ও ভারাহবান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ
স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা স্বত্বাধীনে পূজ্য অমৃতরায়
এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বুটান গবর্নমেন্ট
তাহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০ টাকা হুতি দিতে
প্রতিশ্রুত হইলে তিনি ভারাহবানে বাস করিতে থাকেন।
এই স্থানে তিনি একটি ক্ষুদ্র জারগীর পাইয়াছিলেন।

স্বতন্ত্রাধারের পুত্র বিনায়করারের বৃত্তা হইলে বৃত্তি পদমণ্ডি
বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ভাহার বৃত্তক পুত্রবর
নারায়ণরও এবং মধুরাও বিব্রোহী সিংহাদিদের সহিত
নিশিত হইলেন। নারায়ণরও ১৮৩০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থার
হালারিধানে প্রাণভ্যাগ করেন; মধুরাওকে কমা করিয়া
বৃত্তি পদমণ্ডি ৩০০০ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

ভরাহবনে একটা বিজ্ঞানর ও একটা বাজার আছে।
এই সহরের পঞ্চাশট প্রভৃতি পরিবার করিবার ভক্ত এবং
পুলিশের ব্যয় নির্বাহার্থ এক প্রকার গ্রন্থকর আদায় করা
হইরা থাকে।

ভরাসু (দেশজ) ভাস, অকস্মাৎ ভর।

ভরী (স্রী) ভরতানয়া তুই (অহ ই: উণ্ ৪।১৩৮) ১ নৌকা।
২ বজ্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

ভরিক (পুং) ভরয় ভরগার হিত: তুঠনু। ১ প্রব, ভেলা।
তরে ভরগার্থ দেয়ত্তগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠনু। ৩ পার
গমনের শুকগ্রহণকারী।

“ভরিক: স্থলজ: শুকং গৃহ্নন দাপ্য: পণান দশ ॥”

(বাক্যবদ্য ২।২৬৬)

‘তীর্থাত্মনে ভরোনাবাদিত্তজ্ঞত: শুকং তদগ্রহণে অধি-
কৃতভরিক:’ (মিতাক্ষরা)

ভরিকা (স্রী) ভরিক-টাপ। নৌকা। (শব্দরং)

ভরিকিন্ (পুং) ভরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মালী, পাটনী।

ভরিনী (স্রী) ভরতরগং কৃত্যেদ্যাত্যাতা: ইতি ইনি ভীপ্।
নৌকা। (হেম)

ভরিত (জি) উত্তীর্ণ, পারগত।

ভরিতা (স্রী) ভরতরগং কৃত্যেদ্যাত্যাতা: তারকাদিত্যং
ইচ্ছ-টাপ। ১ তর্জনী। ২ গৃহন, গালা।

“সখি কালকূটক তাম্রকূটক ধ্বংসঃ।

অহিকেন: খর্জুরসস্তাডিকা ভরিতা তথা ॥” (কুলার্ণবতন্ত্র)

ভরিত্র (স্রী) ভরতন্যেন তুঠনু। ভরগাধন নৌকাবি।

ভরিয়্য, মিনাকপুর খেলার বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটা
খ্যাত গ্রাম।

ভরিরথ (পুং) তরে: রথইব পরিচালনাৎ। অরিজ, হাঁড়।

ভরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

ভরী (স্রী) ভরতানয়া তুই (অবিতুঃ-ভরিত্য ই: উণ্ ৩।১৫৮)

১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ জোপী, জল-
সেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

ভরীক্ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

ভরীয়াসু (জি) অভিধানে ভরীত ইবহন-ভূগোলোপঃ। অতি

পর ভরিক। “সনভভরীয়াসু” (শব্দ ৪।৪১।১২) ‘ভরীয়াসু
ভরিতব্যঃ’ (সারণ)

ভরীষ (পুং) তুইবৎ (কৃত্যাদীবৎ। উণ্ ৩।১৫৮)। ১ তর
গোমর। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবহার।
৫ মধুর। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্ণ।

ভরীষন্ (পুং) তুইবৎ ইবন্ নকারত নেৎ। ভরণ।

“বিধা আশাভরীষি।” (শব্দ ৫।১০।৩) ‘ভরীষি ভরণে’ (সারণ)

ভরীষী (স্রী) ভরীষ সংজ্ঞারঃ ভীষ্। ইন্দ্রকতা। (মেদিনী)

ভরু (পুং) ভরতি মমুদ্রাদিকমনেনেতি তুউ (তুমুণীতচরীতি।

উণ্ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (জি) ২ তারক। “তুতুর্ব: স্ব ভরুভারঃ”

(বিশ্বসং) “তুতুর্ব: স্বভরু: শোকভরুভারকঃ।” (ভাট্ট)

৩ তরুবিহার। “সংজ্ঞাভরুভারকঃ।” (শব্দ ৫।৪৪।৫)

‘তরুভারুভারকঃ’ (সারণ)

ভরুই (দেশজ) কলবিশেষ, একপ্রকার ঝিলা।

ভরুকুণি (পুং) ভরো বৃক্ষে কুণয়তি কুণ-ইন্। পক্ষীবিশেষ।
বাগ্ভদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

ভরুক (জি) তু-বাহলকাং উক্ণনু। ১ গো অশ্বাদির তারক।
২ গো অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

“বিপ্রভরুক আদদে” (শব্দ ৮।৪৬।৩২) ‘ভরুকে গবাধা-
দীনাং তারকে গবাভধিকৃতে বা’ (সারণ)

ভরুখণ্ড (পুং) ভরণাং সমূহঃ। (ভিকাদিত্যোহিণ্। পা ৪।২।৩৮
ইতি হ্রস্বত কাশিকায়ঃ বৃক্ষাদিত্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

ভরুজ (জি) ভরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

ভরুণ (স্রী) তুউনন্ (জো রশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৫৪) ১ কুজ-
পুষ্প, সৌভিজল। (পুং) ২ হুললীকর। ৩ এরওবৃক্ষ। (জি)
৪ বাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইরাছে, যুবা। ৫ নব, নূতন,
নবীন, অভিনব।

“ভরণং সর্ষপশাং নবৌদনঃ পিচ্ছিলানি নবীন।” (ছন্দো’)

ভরুণক (পুং) ভরণ-কন্। ১ ভরণ। ২ ভরণদধি।

ভরুজীবন (স্রী) ভরোজীবনং ভণৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

ভরুণজ্বর (পুং) ভরণশাসৌ জরশ্চেতি কর্ণধা। নবজর,
৭ দিন পর্যন্ত জরকে ভরণজর বলা যায়।

“আসপ্তরাজ ভরণং জরমাহর্ষপীবিণঃ।” (চক্রবর্ত্ত) [জর দেখঃ]

ভরুণদধি (স্রী) ভরণং ভরণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ণধা। পক্ষিনি-
ভীত দধি, পাঁচদিনের মই, এই দধিভরণ বিশেষ অহিতকর।

“দধি পক্ষিনিভীতং ভরণং দধি উচ্যতে।” (বৈভক)

দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে ভরণদধি বলা যায়।

“শুকং বাসং জিরোয়ুদৌবালাকৃত্রণং দধিঃ।

প্রভাতে মৈথুনং নিজা সত্যোপ্রাণহরণি বই ॥” (চারণ্য)

তরুণপ্রভাসুরি, ইনি চন্দ্রলোকোক্ত জিনকুলের শিষ্য। জিন-
কুলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন।
জিনগর ও জিনলক্ষি ইহার নিকট সুরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভাসুরি ১৪১১ সনতে শ্রাবকশ্রুতিক্রমগ্নত্ববিবরণ
নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণাঃ গৌরাদিবাং স্ত্রী। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬
বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

“তত্ত্বতরুণীজেন্দ্রা যাত্রিঃশবৎসরাবধি।” (ভাবপ্রঃ)

তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার
পর্য্যায়—যুবতী, তনুতী, যুৱতি, যুৱী, দিকরী, ধনিকা, ধনীকা।
২ যুৱতুমারী। ৩ দম্বীবৃক্ষ। ৪ চাঁড়া নামক গছত্রয়া।
৫ পুষ্পবিশেষ, সেন্টী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী,
গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভূদেহী, রামতরুণী, সুদলা, বহুপত্রিকা,
ভূদবরভা। ইহার গুণ শিশির, মিষ্ট, পিত্ত, দাহ, অর বুৎপাক,
তৃষ্ণা ও বিহর্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনিঃ)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল
হয়, ইহার একটা পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়।

“চন্দ্রকাং পুষ্পশতানশোকং পুষ্পমুত্তমং।

অশোকাং পুষ্পসাহস্রাং সেবতী পুষ্পমুত্তমং ॥” (নারসিংহপুঃ)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মাল। যত্র
বহব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

তরুতল (স্ত্রী) তরুণাং তলাং ৩৩৩। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা,
বৃক্ষমূলের চতুর্দিশবর্ষীয়স্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দিকে
যতদূর দ্বারা পড়ে। ২ তরুশরপা।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাণ।

তরুণাস্থি (স্ত্রী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুলীকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ
বৃক্ষে ভোলরতি দোলরতি বা তুল-বুল টাপি অত ইয়াং পুষ্যো
সাধুঃ। বাতুলি, বাতুলপক্ষী, এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলা
দণ্ডের দ্বারা স্থানিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুলীকা
পাঠ দেখা যায়।

তরুলীকা [তরুলীকা দেখ।]

তরুল (স্ত্রী) তুলু (প্রসিদ্ধভিত্তিতরুলতরুলতরুলভিত্তি।
পা ৩২৪৩৬) ইতি স্বরূপে নিশ্যতনং সিদ্ধং। ভারক। “অমৃত-
কতা বিপ্রোক্তঃ” (কঙ্ক ৩২৪৩২) “ভরুতা ভারবিতা” (সারণ)

তরুল (স্ত্রী) তুলু উর। ভারক।

“তরুভো অজতরুলীঃ” (শুক ৪২১২) “তরুলভারকঃ।” (সারণ)

তরুলীকা [তরুলীকা দেখ।]

তরুল (পুং) তরুলন্থইব। কটিক, কাটা। (হারাবলীঃ)

তরুলপুষ্টি (স্ত্রী) তরুণাং পুষ্টিঃ ৩৩৩। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুলভূজ (পুং) তরুল ভূজকে ভূজ-কিপ্। বন্দাক, পরগাছা।
(রাজনিঃ) বৃক্ষে ইহা জরিগলে শীতই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুলমূল (স্ত্রী) তরুণাং মূলং ৩৩৩। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুলগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিত্তন্থ বৃগইব মধ্যলোঃ। শাখাবৃগ,
বানর। (শব্দচঃ) ত্রিয়ারা আতিষাৎ স্ত্রীঃ।

তরুলরাগ (স্ত্রী) তরুণাং রাগো রক্তিমাতা যদ্যাং বহব্রী।
কিশলয়, নুতন পল্লব।

তরুলরাজ (পুং) তরুণাং রাজা ৩৩৩ অত্যুচ্চাং সমাসে ট্।
১ তালবৃক্ষ। (রাজনিঃ) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ
নরলোকে পুঙ্খিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্য ইহা তরুলরাজ।
“যদেতদা হন্তং স্বর্গাং তৎ স্বদর্শং মম্বা বিভো।

দেবোপভোগ্যমেতচ্চি তরুলরাজমুত্তমং।” (হরিবং ১২৪৫৫)

(স্ত্রি) তরুলশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুলহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রহক টাপ। ১ বন্দাক,
পরগাছা। (রাজনিঃ) (স্ত্রি) ২ বৃক্ষরোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটা হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪
মাইল পূর্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে।
হ্রদটা অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট
আসিয়া অর্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও বাস্তু্য
লাভের জন্য এই স্থানে আগমন করে।

মধ্য প্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছার এই
হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটা কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

এবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল গৌলীরা বর লইয়া মহা
সমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই
পথ দিয়া বাইবারকালে বরষাজীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব
তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল
পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সমুখে
উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের
জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও
নবোচ্চা বহু একত্র স্তুতিকা খনন করিলে একটা স্বর্ণপাত্র
উৎপত্তি হইবে এবং সেই স্বর্ণপাত্র জলে তাহারা পিপাসা
নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বহু
স্তুতিকা খনন করিবারাত্র একটা উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে
পরিপূর্ণ হইল। এই হ্রদের তটে একটা তালবৃক্ষ জন্মিল।
এই গাছটা প্রত্যহ দিনের বেলা পঙ্কজিত, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে

মাটির নীচে বসিয়া থাকে। এক দিন প্রত্যবে জনৈক বাতী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় স্থায়ীকরণে দৃঢ় এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ স্থলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্তে তথায় বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতি-মূর্তি দেখা গেল। একপণ্ড প্রবাদ আছে, পূর্বে বাত্রিগণ কার্যান্তে বৃক্ষে নোকা রাখিয়া থাকিত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নোকাগুলি প্রত্যাণ না করিয়া তাহার লঙ্ঘন লইয়া চলিল। কিন্তু নোকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নোকা উঠে নাই।

এই বৃক্ষের মধ্যে ঢাকের ছায়া শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃক্ষেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই বৃক্ষের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটা মন্দির দেখা যায়।

তক্ষরোহিণী (জী) তক্ষু রোহিত কহ-গিনি-ভীপু। বন্ধাক, পরগাছা। (রাজনিং)।

তক্ষলতা (দেশজ) একপ্রকার ফুলের লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তক্ষবলী (জী) তক্ষু বলী। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জড়কালতা। (রাজনিং)।

তক্ষবিটপ (পুং) তক্ষণাং বিটপঃ ৬তং। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল। তক্ষবিলাসিনী (জী) তরোবিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তক্ষশ (জি) তক্ষঃ অস্ত্রাজ তক্ষ-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছা-দিত্য শনৈলচঃ। পা ৫২।১০০।) তক্ষযুক্ত।

তক্ষশামিনু (জি) তরো তরুকেটে শাখায়াং বা শেতে নী-গিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়ার ভীপু।

তক্ষশু (জী) তরুশ্রুতি হিন্ত্যায় তরুশ আধারে কিপু। যুক্ত। "তক্ষুচা তরুশি কুথেতে" (ধৃক ৬২৫১৪) 'তরুশি যুক্তে' (সায়ণ)

তক্ষশু (জি) তু-উবশু। তারক। "অর্থঃ পরস্তাং তরস্ত-তরুঃ" (ধৃক ৬১৫১৩) 'তরুশ্রুতী' (সায়ণ)

তক্ষশ্রু (পুং) বৃক্ষশ্রুণী।

তক্ষশু (জি) তু-উসি। তারক। "কৃষাদদ্যন্ত তরুঃ" (ধৃক ৩২১৩) 'তরুশ্রুতরকঃ' (সায়ণ)

তক্ষসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তং। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাছ।

তক্ষশু (জি) তরো তিষ্ঠতি তরু-শাক। বৃক্ষহিত।

তক্ষশু (জী) তরুশ্রু-টাপু। বন্ধাক, পরগাছা।

তরুট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকল, পদ্মল, পদ্মের পেকেড়া, ইহার গুণ শুষ্ক, রিটতি, শীতল। (রাজবং)

তরুণক [তরুণক দেখ।]

তরুশ্রু (জি) তু-উবশু। ১ তরুশ্রুশল। ২ আপহৃদায়ক। "যং ন ইন্দ্রয়া তরুশ্রোত্রঃ" (ধৃক ৩১২৯১০) 'তরুশ্রোত্রা তরুশ্রুশলেন অস্মান্ আপত্যঃ উত্তরীকুঃ শক্তেন।' (সায়ণ) তরো (দেশজ) জড়, নিমিত্ত।

"তুমি মরবার তরো, সে তোমার চারনা।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাশ্রিত) সবুজবর্ণ বৃক্ষ।

তরোলি, যথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহনীলের একটা পলিগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৪০' ৪৬" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭' ৪৫" পূঃ। কৃষিকার্যের জন্তই এই পলিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটা মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হুট ও বাজার আছে।

তরোচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পলাব গবর্নমেন্টের অধীন একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭' ৩০" ৭৭° ৫১' পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরোচ পূর্বে সুরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরো-চের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু বার্ষিক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্যই করিতে পারিতেন না। তাহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজ্যকার্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্মে এক সনদ পাইলেন যে, তাহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরোচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরোচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদন্তগণ কর্তৃক রাজ্যকার্য নির্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্ত থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অহ। ১ আকাজক। ২ ব্যভিচারশকা-নিবর্তক উত্তেজ, অর্থাৎ অবিজাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দেহ পূর্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষ ব্যবহাপনপূর্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আলোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঙ্গন। ৪ আগমের অবিরোধী জ্ঞান। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অমুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যঃ ধর্মঃ যে ভাব্যঃ ন তাস্তর্কেন বোধয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গভীরার্থস্ত নিশ্চয়ঃ।" (বেদান্তপ্রা°)

১৪৫

যে সকল ভাব অতিমানব, কিছুতেই বাহ্য চিন্তার বিষয় হইতে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারেনা।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ তুচ্ছ নহে, ধর্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

“তর্কী প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।” (বেদান্তসূত্র*)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য তর্কদ্বারা অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্তম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রালম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমানের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অংশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অহুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অল্প পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যা (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্কেও মিথ্যা গ্রহন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এই জ্ঞান তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিখ্যাত। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অজ্ঞাত। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্লজ, এই কারণ তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটাও তর্কে অজ্ঞরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্লজ, গৌতম অসর্লজ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্লবিদিত অথচ তাহাদের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটা তর্কের অহুমান করিব অর্থাৎ অহুমান খাটাইয়া এমন একটা তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা দোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায়না যে একটাও অপ্রতিষ্ঠিত

তর্ক নাই। একটা না একটা প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পারা যে কোন কোন তর্কে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কদ্বারের অপ্রতিষ্ঠিত কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্লদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক।

তর্কের অজ্ঞ নাম কল্পনা, তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মহুও বলিয়াছেন—

“প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীষতঃ ॥

আর্থঃ ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেনাহুসন্ধন্তে সধর্মং বেদ নেতরঃ ॥” (মহু)

যাহারা ধর্মতত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রত্যক্ষ অহুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম-বিধি অহুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্লপুরুষ মুঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাদেরও মুঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্যোষণ অতিশয় অজ্ঞাত।

আরও দেখ সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্জ্ঞান বস্তুর অধীন, মহুয়ের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এই জ্ঞান সম্যক্জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জ্ঞান তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরম্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তাত্ত্বিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্জ্ঞান, আবার অন্য তাত্ত্বিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিবেন না, তাহা সম্যক্জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্জ্ঞান। অন্তএব বাহ্য একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, ভাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে?

এই জ্ঞাত তর্কধারা ইহা সীমাবদ্ধিত হয় না। চক্র হলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্তব্য, শাস্ত্র বৃত্তিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্র-অনুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিলিখিত হইরাছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুদ্ধিবাস্তব কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতর্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ্বন্দ্ব)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—
“অবিজ্ঞাততবে হর্থে কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থমুহন্তরকঃ।”
(গৌতমসূত্র ১৪০)

ব্যাপ্যের আরোপগ্রন্থক ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অর্থার্থ জ্ঞান। সূত্রে “কারণোপ-পত্তিতঃ” এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপগ্রন্থক এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কধারা কি কল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

“অবিজ্ঞাততবে হর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ।”

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এই জ্ঞাত তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উখিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ত্ত: জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি বাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটী ধূম নহে, এইটী বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের ক্ষতি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধের বলিয়া থাকে, এই পরিদৃষ্টমান বিচিত্র পদার্থ সকল

বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিজাকালে যে সকল ব্যাঙ্গ কি হস্তী মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার বস্ত্ত: ব্যাঙ্গ, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার আগ্রদবহার পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিজাকালে যে পদার্থ সকল অনুভূত হয়, নিজাতত্ত্ব হইলে এই পদার্থ সকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এ জ্ঞাত স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞান স্বরূপ হইলেও আগ্রদবহার যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃষ্ট-মান হইতেছে, ইহার কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল দেখিতেছি, ইহার জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃষ্টমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিনিয়ত আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাস্তবপদার্থ স্বপ্নিক জ্ঞানের ভ্রায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থার একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃষ্টমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান স্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। এই সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অব-ধারণ হইত না। এজ্ঞাত তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণি যাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানেনা।

ভ্রায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ভ্রায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাত বা আপাদিক অর্থাৎ (বাণ্য ব্যাপকভাবে) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শূলবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এই জ্ঞাত ব্যাপ্যের আরোপ-গ্রন্থক ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মল্লম্বের ব্যাপক শূন্য নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাত্তের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। একজ্ঞ জলাশয় যদি ধূম-বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মপ্রশ্ন, অজ্ঞাতপ্রশ্ন, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্মৃতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মপ্রশ্ন অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জ্ঞান ঐ আপত্তির নাম আত্মপ্রশ্ন হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা করে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বহ্নাদিজননে তুরী তত্ত্ব প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইঞ্জিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এই জ্ঞান উৎপত্তি, স্থিতি ও জপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মপ্রশ্নও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্মৃতে স্বজ্ঞ আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মপ্রশ্ন, যেমন একটা বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটা যদি এই বৃক্ষজাত হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না অর্থাৎ এই বৃক্ষটা জন্মাইবার পূর্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্বে আপনি কখন থাকে না। একজ্ঞ এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষ জ্ঞান নহে। অপর যে আপত্তিতে স্মৃতে স্মৃতিবৃত্তি আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মপ্রশ্ন। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পূর্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটা বিভীত আত্মপ্রশ্ন। যে আপত্তিতে স্ব-প্রত্যক্ষ স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা স্মৃতে স্বজ্ঞান

স্বরূপটা আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মপ্রশ্ন। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটা সর্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটা যদি এতদ্ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটা জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বৃত্তার।

স্মৃতে স্বাপেক্ষণী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অজ্ঞাতপ্রশ্ন কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজ্ঞ জ্ঞান স্মৃতি বৃত্তি, স্বজ্ঞান জ্ঞানময় ইহার মধ্যে যে কোনটা আপাদক হয়, সেই অজ্ঞাতপ্রশ্ন। যথা এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষজাত জাত, ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটা যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটা এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্বে অবশ্যই থাকিত, যে হেতু কারণ কার্যের পূর্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষের পূর্ববর্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটাও এই বৃক্ষের পূর্ববর্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটা এই বৃক্ষ জাতফলজাত নহে। এরূপ এই ঘটটা যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটা এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটা যদি এই ঘটজ্ঞান স্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটা জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্ম হইত এবং যে পদার্থটা স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অদীম আপত্তি দ্বারা কল্পনা প্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থাদোষ ভয়ে কোন একটা পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভক্ত্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্কায় অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্বণ ও স্তম্ভকর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু বদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্শ্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্বণীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের স্তানাদিক্য

ছিন্ন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়ই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকার উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থান্তরে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং বৈরাগ্য বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্ত সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অনবস্থা সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভরে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাজেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারেনা, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্ত সত্ত্ব কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাহার শরীর সৃষ্টিনীকাহাথেও পুনর্বার শরীরী সত্ত্ব পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাক্ষীর জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নিরীক্ষা হইতে পারেনা। এজন্য দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎ-প্রাণী স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সমাগরা পৃথিবী শূণ্য স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অজ্ঞ কোন স্রষ্টৃৎ সাক্ষীর আধারের উপর আছে, এইরূপ সম্ভোজাত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাক্ষীর আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধার-বস্তুর স্থিতির জন্ত পুনর্বার আর একটা সাক্ষীর আধার কল্পনা করিতে হয়।

এরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর কোন সাক্ষীর আধারাত্মক স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিরন্তর বিস্তৃত আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মপ্রসূ প্রভৃতি যে আপত্তি চতুর্ভূত উক্ত হইয়াছে, তন্নিরূপিত লক্ষণের নাম প্রমাণবোধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবোধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ধারণক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ধারণক, যথা ধূমে বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহির অমুদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহির ব্যাপ্তিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এজন্য তর্কদ্বারা ব্যাপ্তিচার সন্দেহ (বহির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিস্তৃতিতর অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহি ব্যাপ্তিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহি-ব্যাপ্তিচারী হয়, তাহা হইলে বহি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে বাহ্য হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যাপ্তিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহি-ব্যাপ্তিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহির ব্যাপ্তিনির্ধারণ জন্মে। একারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ধারণক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়পরিশোধক, যথা পূর্বত বহি বহির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পূর্বতে বহির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয়পরিশোধক। (গৌতমসূত্র)

করণে যৎ। ১ জ্ঞানশাস্ত্র। তর্কজ্ঞানশাস্ত্রের নামান্তর ভেদ। এই জ্ঞানশাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। জ্ঞানশাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

“প্রত্যক্ষমপ্যমুদিতস্তথোপমিত শাস্ত্রজঃ।” (ভাবাপ)

প্রত্যক্ষ, অমুদিত, উপমিত ও শাস্ত্রজ। তাহার মধ্যে অমুদিত খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জয়গ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, বলদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটা বিশেষ গৌরবের বিষয়। [জ্ঞান দেখ।]

১০. নীমাংগশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রনীমাংসা হয় এইজন্য নীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষা কারতি প্রকাশতে কৈ-ক।

১ বাচক। তর্কমতি তর্ক-ধূলু। ২ তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-গিনি। তর্ককারক, তাত্ত্বিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কান্বিতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজালা (ত্রি) ১ বাহাতে উদীপনা আছে। ২ বৌদ্ধ-শাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (স্ত্রী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তত্ত্বোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবানীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উভয় বলিতে পারে, তর্ক-শাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা বা বিভা তর্কত বিভা বা। জ্ঞান-

বিজ্ঞা, যুক্তিবিজ্ঞা। গৌতম প্রণীত প্রামাণ্য প্রমের প্রকৃতি বোদ্ধশ পরার্থরূপ বিজ্ঞা ও কণাবোদ্ধ বটুপদার্থরূপ বিজ্ঞা, আধীনিকী বিজ্ঞা।

*আধীনিকীঃ তর্কবিজ্ঞা মনুসংজ্ঞা নিরর্থিকাঃ।" (তা' ১৩৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (স্রী) তর্করূপঃ শাস্ত্রঃ মধ্যলোঃ। হারশাস্ত্র।

তর্কভাস (পুং) তর্কজ্ঞ ভাস্যাসঃ ৩৩৭। কৃতর্ক, বাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু বার্থতঃ তাহা কৃতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্রী) তর্কঃ প্রচ্ছতি ঞ-অণ্ (কর্মণ্যণ্। পা ৩।২।১১) ভীণ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সন্তরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈন্ত বা জন্জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, ওজরাটে বারিসংগি, জাবিড়ে চম্পাই বা ককুমসেবাই ও তৈলঙ্গে সইমিঙা বা সমিঙা বলে।

ভারতের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দান্ধি-গাতোয়ে কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেথানদীর তটে যে সকল স্থান বস্তার ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্ত ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল লড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পুরস্কর নিবারণ জন্ত ইহার পাতার পুনটিল হয়। আবার কোরও বা বাত রোগে ক্ষীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ ভেজকর, রক্তোন্নিঃসারক ও স্ফোটক, উদরাময়নাশক, অধিক রক্তোন্নিঃসারক ও প্রীহাবৃদ্ধিসংকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্ধাসও ব্যবহৃত হয়। পত্রাবে বীজ বাটিয়া মরমা মিসাইয়া খোসপাঁচড়ার প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিবাস, ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃত্তিক লংগন বরণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাটকা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্যন্ত খাইরা ক্রমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মতে ইহার শুণ শ্বাস, তিক্ত, কক ও বাতনাশক।

(বাতট ৬ অঃ)

২ সন্ধিকারিকা, শুশ্রূষীগাছ (তথ্যঃ) [গণিকারিকা দেখা।]

তর্কিত (জি) তর্ক-ক। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অসম্ভবিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রবর্ত্তবৃক্ষ, চাক্কেগাছ। [চক্রবর্ত্ত দেখা।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলহ। [তর্কিণ দেখা।]

তর্কিন্ (জি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিত-বিশেষ, বীমাংসক।

*ত্রৈবিভোহৈতুকতর্কী নৈরুক্তোদধর্মপাঠকঃ।" (মহু ১২।১১১)

তর্কু (স্রী) কৃত-উ নিপাতনাং সাধুঃ। অজনির্মাণব্রহ্ম, টেকো। পর্যায়—কপালনাটিকা, তর্কুটী, ব্রজলা। (হারাবলী)

তর্কুক (স্রী) তর্কু-বার্থে কন্। [তর্কু দেখা।]

তর্কুট (স্রী) তর্কয়তি অত্রোৎপাদকতরা শোভতে তর্ক-উটন। কর্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্রী) তর্কুটী স্তিরাং গোরাঃ ভীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখা।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কু-হিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলোঃ। টেকোর নিরহু মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্যায়—বর্তিনী, তর্কপিঠী, বর্জলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্রী) তর্কু-হিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখা।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুঃ লাসয়তি লস্-পিচ্-খল্। ঝলোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৩৩৭। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (জি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য।

তর্কু (পুং) তরকুঃ পুরোঃ সাধুঃ। তরকু, নেকড়েবাব।

তর্ক্য (পুং) তর্ক যৎ বাহুলকাৎ ৩৩৭। ববকার, সোরা।

তর্ধান, প্রাচীন তুরক ভাষায় সস্তম্ভচক উপাধি বিশেষ।

উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্ধান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরক-ভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্ধ কথাটা দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্ভ্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরগীরদিগের অভিজ্ঞানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরবধি ও তবরিগণ তর্ধানের স্থলে তেধুন্ লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্ত তাহারা এই কথাটা প্রয়োগ করে। চেলিজ থাকে বিনষ্ট করিবার জন্ প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ষট ও কলসক তাহা অবগত হইরা চেলিজকে বশিয়া দেয়। তাহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ার চেলিজ তাহাদের উত্তরকে তর্ধান উপাধি প্রদান করিলেন। ইহাদের সম্ভ্রান্তলভিগণও তর্ধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইহাদের বাস।

ভারতবর্ষে নিম্নসঙ্গে তর্ধানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈব্র এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুর্কবিন

বী.বধন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগসর হইতেছিলেন, তখন অযুঁন খাঁর এগোজ একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্ধান উপাধি দিলেন। এই অবধি সিদ্ধুদেশে তর্ধানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্ধানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্ধানগণ পারস্তের সম্রাটকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে থজরের খাকনদিগের কর্ণচারী বিশেষকে তর্ধান কহে।

ভারতে তর্ধান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটার বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিদ্ধ দেশে অযুঁনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাত্ত হইলে তর্ধানবংশ অযুঁনবংশের স্থানাদিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিদ্ধদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট অকবর গীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিদ্ধদেশ মোগল-সাম্রাজ্য তুচ্ছ করিলেন।

তর্জুন (স্ত্রী) তর্জ ভাবে লাটু। ১ ভৎসন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্বক নির্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আক্ষালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জননগর্জন (দেশজ) ১ ক্রোধবাক্য উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভৎসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জনী (স্ত্রী) তর্জন্ত্যনয়া তর্জ করণে লাটু উতঃ স্রিয়াং ভীপ্। অদ্বৈতমীপাঙ্গুলি। পর্যায় প্রদেশিনী।

“তর্জন্তুষ্ঠয়ো মধ্য পিতৃতীর্থ প্রচকতে।” (স্মৃতি)

তর্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তরোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুঠি করিয়া তর্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

“বামমুঠিং বিধার্য তর্জনীমধ্যমে ততঃ।

প্রসার্য তর্জনীমুদ্রা নির্দিষ্টা শূলপাণিনা।” (তন্ত্র*)

তর্জিক (পুং) তর্জ তর্জনমস্ত্যত্র তর্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, ভারতবর্ষ। (হেম*)

তর্জিত (ত্রি) তর্জ-ক্। ভৎসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্প (পুং) তর্পোতি তৃণাদিকং তক্ষতি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্পক (পুং) তর্প এব বার্থে কন্। ১ মতোজাত বৎস, কুমলে বাছুর। ২ পিতৃ বালক। (হেম*)

“গোকর্ণতর্পকোহয়ং তর্পোতৃপককঙ্কহু।” (অনর্থনা ২২৩)

তর্পি (পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতি তৃ-নি। ১ সূৰ্য্য। ২ প্রব, ভেলা। (শব্দার্থ*)

তর্পিত্রীক (স্ত্রী) তীর্থতানেন তৃ-ঈক (কর্করীকাদয়শ্চ। উপ ৪২০) ইতি নিপাতনাং সাধুঃ। ১ নোকা। কর্ত্তরি-ঈক।

(ত্রি) ২ পারশ। (মেদিনী)

তর্পিত্র্য (ত্রি) তৃ-ত্ব্য। তরগীয়।

তদু (স্ত্রী) তরতি প্রবতে তৃ-উ হ্রস্বগমশ্চ (ত্রো হ্রস্চ। উপ ১৯১) দাক্ষহস্তক, কাঠের হাতা, ভাড়ু।

তদ্যন্ (পুং) তদ বা মনিন্। ১ চবাল-ছিত্রাগ্রবেধ।

“দ্যদ্যুলং ত্রাদ্যুলং বা তদ্যতীক্রান্তং যুগত্।” (কাত্য° শ্রৌ° ৬।১৩০)

“তদ্যতীক্রান্তং চবালছিত্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং” (কর্ক)।

আধারের মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। “তদ্যদ্যন্তে পশ্চাত্তবতঃ”

(শত° ব্রা° ৩২।১২) “তদ্যদ্যন্তে ইতি যথোক্ত্যে মাসপ্রদেশয়োঃ

সদ্যদী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশে যুগত্যাংগে” (ভাব্য)।

তর্পণ (স্ত্রী) তৃপ-ঈণনে ভাবে লাটু। ১ তৃপ্তি, গ্রীণন। ২

যজ্ঞকর্ত্ত। তৃপ্যতি পিতরো যেন তৃপ-করণে লাটু। ৩ জল-

নান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ মহত্ব প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই

তর্পণ পঞ্চ মহাবজ্রান্তর্গত মহাবজ্রভেদ।

তর্পণ বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ

প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

রাতক বিলগণ তুতি হইয়া প্রাতঃ দেবগণ, ঋষিগণ ও

পিতৃগণের বধাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক

দ্বারা ভর্ত্তার ও ঋগুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন

তর্পণ করিবে।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

মান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ

তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকীর মান

নিত্য। এইগাদি নিমিত্ত মান নৈমিত্তিক। গদ্যাদি তীর্থে

যে মান তাহা কাম্যমান। চাণ্ডালাদিম্পর্শ, অশ্রু কর্ণ,

অশ্রুপাত, মৈথুন, হর্দন ও অম্প্রাঙ্গ স্পর্শ করিলে যে মান

করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক মান কহে। কিন্তু

এইরূপ নৈমিত্তিক মানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না।

পূর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য মান করিলেই তর্পণ

অবশ্য কর্তব্য। যে পুত্র নাতিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের

তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলাধী হইয়া তাহার দেহ-কর্ষিত

পান করেন, অতএব অতি বহুপূর্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে।

মান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মাদ্বারা যদি কোন

* “তর্পণতু তুতিঃ সূর্য্যাং প্রত্যহং রাতকো বিজঃ।

দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ বধাক্রমঃ।

তর্পণং প্রত্যহং কাৰ্য্যং তর্জঃ কুশতিলোরথৈঃ।

তৎপিতৃ তৎপিতৃশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্বকম্।” (আহিকৃত্য)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন দান না করা হয়; তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে “তর্পণং প্রত্যহংকার্যম্” ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

“নাতিকাত্যব্যাং বন্দ্যাপি ন তর্পয়তি বৈ জ্ঞতঃ।

পিমত্তি দেহকথিং পিতরো বৈ জ্ঞাত্বিনঃ॥” (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

তর্পণের নিত্যতা হেতু “ভুচি হইয়া তর্পণ করিবে” এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্তব্য। যে হেতু গন্ধ বজ্রান্তর্গত পিতৃবজ্ররূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিধিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃদানতর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন দান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শাভাতপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ দানাদ তর্পণ করিলেই অসম্বাদীন গন্ধ বজ্রান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মহু বলিয়াছেন, বিজগণ দান করিয়া জল দ্বারা পিতৃ-গণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃবজ্র ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

“বদেব তর্পয়ত্যতিঃ শিত্বন দ্বাধা বিশেষতমঃ।

তেনৈব সৰ্বমাপ্নোতু পিতৃবজ্রক্রিয়াকলম্॥” (মহু)

মহুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে দান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন দান ইত্যাদির অহুত্বের না থাকার অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃবজ্র তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে দান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাক তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন দান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাক তর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃদান না করিলে সূর্যোদয়ের পর যে দান হয়, তাহাকে অহঃদান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে দান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃদান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না।

কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্র সূর্যগ্রহণ ও অর্কোদয় প্রভৃতি যোগে দান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন দান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাক তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃদান করেন, তাহার মধ্যাহ্নদানান্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে

দান করা হয়, তাহা হইলেও দানের উপর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ রেজ্জাদি দ্বানিত কুপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না।

(কুপ সমীপে গবাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

“যম সর্কায় চোৎসৃষ্টে বজ্রাভোজ্যানিপানজম্।

তদ্বজ্যং সলিলং তাত সঠৈব পিতৃকর্ষণি।” (আহিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূন্দের ও মেঘাদি নিঃসৃত জল দ্বারা দান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ধোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত হানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

“নেষ্টকরচিত্তে হানে শিত্বং তর্পয়েৎ।” (শঙ্খ-লিখিত)

আর্জ বস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্জ বস্ত্র পরিভ্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নাগিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিসাথ জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অদ্বষ্ট ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে।

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার ঋণের ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

“রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃৎবা বস্ত্র সন্তর্পয়েৎ শিত্বন।

পিতরতর্পণিতাশ্চেন কথিরেন মলেন চ॥” (আহিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্র তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহার ও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্মিত তিলধানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া বিজগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিল তর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুপ, রোণ্য বা খণ্ডাঙ্গীর দক্ষিণ হস্তের অনামিকাত্তে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। দ্ব্য ও ত্রিগুণ

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রক্ততরুণ করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অল্প প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি করিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, বাদশী ও অমাবস্তানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জয়ন্তি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অন্ন ও বিষুৎসংক্রান্তি, গ্রহনকাল, যুগাদি, প্রোতপক্ষ, (মহালয়া-অমাবস্তার পূর্বাতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্তা পর্যন্ত প্রোতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রোতক্ষেত্রে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাত্র বা রোপ্যময় অথবা খড়্গানির্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বৃদ্ধিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া অল্প শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ভে নিক্ষেপ করিবে, বহিঃশুদ্ধ স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বাসহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্ত শাস্ত্রকারগণ একটা সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জনীতে রক্ত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে। “তর্জজ্ঞা রক্ততঃ ধার্ষ্যঃ স্বর্ণং ধার্ষ্যমনাময়া।

কুশকার্য্যকরং যস্মাত্তবজাঃ কুশাঃ কুশাঃ।” (আক্ষিকতত্ত্ব) সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রোতযুগ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদযুগ হইয়া করিবেন। দেব-গণ পূর্ক, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীকী ও অন্তরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও

উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্তব্য। দেবগণের ক্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অল্পরোপে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে বাদ দিয়া তদ্বৎ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বাক্ষবগণের তর্পণের পর স্নেহ-গণের তর্পণ করিবে। স্নেহ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যেরূপ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সৎসংস্কৃত পুণ্য নাশ হয়।

“ব্রাহ্মণাশ্চ যে বর্ণাদহ্মাভীষ্মায় নোজ্জলম্।

সৎসংস্কৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্ততি সত্তমঃ।” (আক্ষিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ, পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে ঋষিভাতাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দশ বমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্কমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

দ্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে “নমঃ নমঃ” উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিতৃদিগের নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা দ্রী ও শূদ্র করিবে। অল্পপণীত ও জীবৎপিতৃ ব্যক্তি প্রোততর্পণ ভিন্ন অল্প তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্বে দানবজ্ঞ নিশীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্বে দানবজ্ঞ নিশীড়ন করেন তাহার পিতৃগণ মনুষ্যগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণপ্ররোগ।—

পূর্কে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়সূসারে প্রাচীনা-বীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতান্তিপূর্ব্বক—

ওঃ কুরুক্ষেত্রঃ গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুত্রাণি চ।

তীর্থান্তেভ্যনি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্নিহ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জীর্ঘ আবাহন করিবে। পরে পূর্ব মুখে উপবীতি হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ঐ ব্রহ্মাচ্যুপাতাং, ঐ বিষ্ণুচ্যুপাতাং, ঐ অত্রচ্যুপাতাং, ঐ প্রজাপতিচ্যুপাতাং, ব্রহ্মা বি প্রত্যেক দেবতাতে ত্রিপুর সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঙ্গলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—
“ঐং দেবা বক্ষা কৃথা নাগা গন্ধর্বাশ্বরসোহমরাঃ।

ক্ৰূঃ সর্পাঃ স্থর্ণাশ্চ তরবো অঙ্গগা থগাঃ ॥

বিজ্ঞাধরা জলাধারা তথৈবাকাদগামিনঃ।

নিরাহারান্দযে জীবাঃ পাণে ধর্ষে রতান্দ য়ে ॥

তেষাম্যায়ন্যারৈরতদীরতে সলিলং মরাঃ”

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঙ্গলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতি হইয়া—

ঐ সনকশ্চ সনকশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।

কপিলশ্চাশ্বরিষ্টেব বোচুঃ পক্ষিশ্চকথা ॥

সর্ষেতে তুষ্টিমারাত্ত মন্দন্তেনাশুন্য সদা।

এই মন্ত্র হইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঙ্গলি জল দিবে। তৎপরে পূর্বমুখে উপবীতি হইয়া ‘ঐ মরীচি-চ্যুপাতাং, ঐ অজিচ্যুপাতাং, ঐ অজিরাচ্যুপাতাং, ঐ পলস্ত্য-চ্যুপাতাং, ঐ পলহচ্যুপাতাং, ঐ ক্রতুচ্যুপাতাং, ঐ প্রচেতা-চ্যুপাতাং, ঐ বশিষ্ঠচ্যুপাতাং, ঐ ভৃগুচ্যুপাতাং, ঐ নারদচ্যুপাতাং’ ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঙ্গলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতি হইয়া ‘ঐ অগ্নি-বাতা পিতরচ্যুপাতামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা, ঐ সোম্যাঃ, ঐ হবিষন্তঃ, ঐ উদপাঃ, ঐ স্কালিনঃ, ঐ বহিষদঃ, ঐ আজাপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঙ্গলি জল দিবে। পরে

ঐ যমায় ধর্ম্মরাজার মৃত্যুবে চান্তকায় চ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ॥

ঐতুঃসরায় দমায় নীলার পরমেষ্ঠিনে।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥”

এই মন্ত্রটা তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঙ্গলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দশ যমের প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করিয়া তিন তিন অঙ্গলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিনতর্পণ করিবে। কৃত্যঙ্গলি হইয়া—

‘ঐ আগচ্ছত্বে পিতর ইমং গৃহস্থপোহমুংলিঃ”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে

‘বিকুরোঃ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেববর্ষা তৃপাতামেতৎ সতিলোদকং তন্তৈ স্বধা।”

এই বাক্যটা তিনবার করিয়া তিন অঙ্গলি জল পিতৃ উদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঙ্গলি জল দিতে হইবে।

“বিকুরোঃ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপাতামেতৎ সতিলোদকং তন্তৈ স্বধা।” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঙ্গলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঙ্গলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃবা, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঙ্গলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ—

‘ঐ বৈয়োগ্রপ্রগোত্রায় সাক্তিপ্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষণে ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঙ্গলি জল দিবে।

ঐ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেজ্জিয়ঃ।

আভিরস্তিরবাপ্তোহু পুত্রপোত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥”

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ঐ অগ্নিদ্ব্যশ্চ যে জীবাঃ যেহপ্যদধ্যঃ কুলে মম।

তুমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিং ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঙ্গলি জল দিবে।

ঐ যে বাহুবাবাহুবাবা যেহস্তজয়নি বাহুবাঃ।

তে তুষ্টি মথিলাং যান্ত যে চান্নস্তোরকাজ্জিগ্ধঃ ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঙ্গলি জল দিবে। তৎপরে—

ঐ আত্রক্ষত্বনাম্রোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ষে মাতৃমাতামহাদরঃ ॥

অতীত কুলকেটানাং সপ্তবীণিনিবাসিনাং।

ময়া দন্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনজয়ঃ ॥”

এই মন্ত্রে তিন অঙ্গলি জল দিয়া “ঐ আত্রক্ষত্ববর্ষাভ্যঃ জগন্তৃপ্যতু ॥”

এই মন্ত্রে তিন অঙ্গলি জল দিবে। তৎপরে—

“ঐ বে চান্দ্র্যকং কুলে ভ্রাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃত্যুঃ।

তে তৃপ্যন্ত ময়া দন্তং বহ্নিনীড়নোহকং ॥”

এই মন্ত্রে দানবজ্ঞ নিন্দীভিত্ত করিয়া তুমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমঃ তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনে প্রীরক্তে সর্বদেবতাঃ ॥”

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে ।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

“ওঁ আত্রকন্তর পর্যন্তঃ অগত্‌ পাতৃ ।”

এই মন্ত্রে তিনবার অলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন ।

সংক্ষেপ তর্পণের সঙ্গীত—

“আত্রকন্তর পর্যন্তঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্ত সর্বক পিতরে মা তৃমাতামহাদয়ঃ ॥

অতীতকূলকোটীনাং সপ্তরীপনিবাসিনাং ।

আত্রকন্তুবনাকাদিদমন্ত তিলোদকঃ ॥”

শুদ্ধ ও যজুর্কেন্দ্রিগণ তর্পণকালে “তৃপ্যন্ত” এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা “ত্রক্সা তৃপ্যন্ত” “সনকন্ত সনকন্ত” এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন ।

“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ ।

তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তি ॥”

এই মন্ত্রদ্বারা প্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে ।

শুদ্ধগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে । আর

আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান ।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্কেন্দ্রীয় তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অমিষাত্মাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয় । জন্মান্তরী তিথিতে উৎকর্ষিত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়া প্রাক্কের ফল হয় । (আহিক্তব্য)

তত্ত্বমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য । সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্থলিত যে পরম অমৃত, সেই দ্বিবা অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয় । ইহার নাম আন্তর । আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ বে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাব্যরূপ হইয়া তর্পণ করায় নাম মানস তর্পণ । বিস্তৃত স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে । প্রথমে শুককে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে । প্রথমে বীজময় গ্রহণ করিয়া তাহার পর বিজা ও হস্তকুন্দ্রিতা (বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কখনের পর “তর্পর্যামি নমঃ” এই পদ প্রয়োগ করিবে ।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে । তর্পণের আদিতে “তৃপ্যতাং” এই পদ প্রয়োগ করিতে হয় ।

এই একাদে বিষ্ণু, কজ, প্রজাপতি, অবিরণ, পিতৃগণ ও

ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে । তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ক এই পদ প্রয়োগ করিবে * ।

তর্পণঘাট, মিনাজপুর জেলার সরহট পরগণার অধীন একটা পলিগ্রাম । পরগণার মধ্যে এই গ্রামটাই সমধিক খ্যাত । করতোয়া নদীতে অবস্থিত । ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে । প্রতিবৎসর চৈত্র কিংবা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে । মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয় ।

তর্পণী (জী) তৃপ-ণিচ্ করণে লুটী ভীপ্ । ১ শুক্লকন্দ বৃক্ । ২ গঙ্গা ।

“তর্পণী তীর্থতীর্থাচ্চ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী ।” (কাশীধ* ২৯।৩২)

(জি) ৩ তীতিদারিনী ।

তর্পণীয় (জি) তৃপ্তির যোগ্য ।

তর্পণেচ্ছ (পুং) তর্পণ ইচ্ছতি ইব উ নিপাতনাং সাধুঃ ।

১ ভীম । (জি) ২ তর্পণাকাজী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক ।

তর্পণিতব্য (জি) তৃপ-ণিচ্-তব্য । তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য ।

তর্পণী (জী) তর্পরতি প্রীণয়তি তৃপ-ণিচ্ গিনি, ততো ভীপ্ ।

পদ্মচারিণীজা । (শব্দচ*)

তর্পিত (জি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত । প্রীণিত, সন্তোষিত ।

তর্পিন্ (জি) তৃপ-ণিচ্ গিনি । তর্পক, প্রীণয়িতা ।

তর্পিলী (জী) তৃপ-ইল গৌরা ভীষ্ । পঞ্চকারিণী । এই অর্থে

তন্নিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায় । তর্পিলী কপিলকাদি* রহ ল, তন্নিলী । স্বার্থে কন্ । তর্পিলিকা, তন্নিলিকা ।

* তর্পণক ত্রিধা যোক্তং সাম্প্রত্যং তজ্জম্ব মে ।

সোমার্কাবলসংঘট্টাৎ স্থলিতং যংপরাস্তৃতং ।

ভেনাস্তেন দিব্যোত তর্পণেৎ পরদেবতাং ।

আন্তরং তর্পণং ত্তত্মানসং শূণু সাম্প্রত্যং ।

আত্মানং তন্ময়ং কৃৎস্না নরা সপ্তর্ষিতাক্ষবান্ ।

সক্কা সর্ককার্যেণু সঙ্ঘট্ট হিরমাসঃ ।

উপনিষ্টঃ ভ্রোহেণে তত্তর্পণমারভেৎ ।

তর্পরিত্য ত্তনান্যে মূলদেবীক তর্পণেৎ ।

বীজময়ং ততোবিদ্যা হস্তকুন্দ্রিতা তথা ।

ততো দেবতাঃ যবানাজে তর্পর্যামি নমঃ পথঃ ।

দেবানরীন্দ্রীন্দ্রৈক তর্পণেৎ কুলবারিগা ।

তর্পর্যামি প্রযুক্তীত তৃপ্যতাং বৃক ভৈরব ।

তদৈব পরমেশানি বিষ্ণুঃ কজঃ প্রজাপতিঃ ।

এবং যবদ্ব্যন্তর্য্যাপ পিতৃগণি চ ভৈরবান্ ।

তৃপ্যতাং কুলবারিতা পিতা ভৈরব তৃপ্যতাং ।

আখৌ ত্রিপুরপূর্ক তর্পণে বিদ্যিযোহেৎ ॥” (পঞ্চকর্তব্য*)

তৰ্ঘট (পুং) তৰ্ঘতি ক্রতং গচ্ছতি তৰ্ঘ বাহুল্যক্য অটন।

১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ, চাক্ষুণ্যে গচ্ছ। (রাজনি°)

তৰ্ঘন (স্ত্রী) তরতি ভূ-মনি (সর্গভূতভ্যো মনি। উণ্
৪।১৪৪) যুগাণ্ড, যজ্ঞীয়কার্ভের অগ্রভাগ।

তৰ্ঘ্য (পুং) ঋষিভেদ। “বধীয়াং বাহুব্ধঃ শ্রুতবিতৰ্ঘ্যঃ।”
(ঋক্ ৫।৪৪।১২) ‘শ্রুতস্ত বেদাচ তৰ্ঘ্যশ্চ’ (সারণ)

তৰ্ঘ (পুং) ত্ব তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।

“লবণার্ঘবপানেন তৰ্ঘোৎকৰ্ষমিবোষহন।

যং প্রাতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেজ্ঞাভ্যোহতজমুখঃ ॥”

(রাক্ত ৩।৪৮২)

তীৰ্ঘ্যতানেন তৃস (বৃত্তবহিনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্রব,
ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তৰ্ঘণ (স্ত্রী) ত্ব ভাবে ল্যট। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।

“নির্কিরা নিতরাং ভূময় সদিজ্জিগতৰ্ঘণাং ॥” (ভাগ ৯।৬।২৭)

তৰ্ঘিত (জি) তৰ্ঘোহত জাতঃ। তৰ্ঘ তারক্য ইতচ্। ১ ত্বিত,
পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।

“অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতৰ্ঘিতঃ।” (রামা ২।১০।৪।১)

তৰ্ঘুল (জি) ত্ব উল্। তৃষ্ণায়ুক্ত।

তৰ্ঘ্যাবৎ (জি) ত্বাবৎ বেদে পৃষো সাধুঃ। তৃষ্ণায়ুক্ত,
ত্বিত। “নিরুদ চিত্তমিবতৰ্ঘ্যাবান্।” (ঋক্ ১০।২৮।১০)

‘তৰ্ঘ্যাবান্ ত্বাবান্’ (সারণ)

তৰ্হন (জি) অনিষ্ট করা, দমন।

তৰ্হি (অব্য) তর্হিল্। সেই সময়, তজ্জন্ত, তবে।

“ভদ্রভাবে তদভাবাৎ শুল্কঃ তর্হি।” (সাংখ্য ২° ১।৪৩)

তল (পুং স্ত্রী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২
পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের
চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান, মধ্যাঙ্কালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা
তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮
স্বরূপ। (স্ত্রী) ৯ কানন। ১০ গর্ভ। ১১ জ্যাঘাতবারণ।
১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্ধ্যবীজ।
১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মূর্ত্তি। ১৭ সব্য
হস্ত ধারা তস্ত্রীবাদন। ১৮ গোষ্ঠা। ১৯ বৎসর। ২০ নরক
বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতির বাস
করিয়া থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব।

“তলস্তালঃ করস্থালী উর্দ্ধসংহননো মহান্।” (ভারত ১।৭।২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোড়া প্রভৃতি
প্রস্তুত করিবার জন্ত যে কাতিয়া ধারা ওষাদি কর্ত্তিত হয়,
তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তলবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিষের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধি-

পত্যকালে ইহার বার্ষিক একটা ভেড়া ও একপাড়া ঘৃত কর
স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (স্ত্রী) তলেন গভীর গর্ভেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী।
২ কলবিশেষ।

তলকর, ১ জমা বিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক
প্রচলিত। শুক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বিলের নাম। এই
জেলায় বতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটাই সর্বা-
পেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে
গেলেই এই বিলটা দেখা যায়।

তলকাড়, মহিষের রাজ্যে মহিষের জেলার অন্তর্গত একটা
তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্বকালে এই নগরটা
তলকাড়, তকাড়ু এবং তালকাড়ু নামেও খ্যাত ছিল।
মহিষের জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে
১২° ১১' উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫' পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত।
মহিষের নগর হইতে দক্ষিণপূর্বদিকে ২৮ মাইল গেলে
তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্ব কতকগুলি শৈব-
মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্বাংশ বালুকা
ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটা আছে তাহার
সম্মুখে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটা শুনা যায়। একদা এক
ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চনা করিবার জন্ত তলকাড়ে উপনীত
হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে
পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন
যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের
আবশ্যক তাহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার
সম্মুখান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও
নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চনা না করেন,
তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন।
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত
অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক
একটা কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটা মন্দিরে উপাসনা বাকী
থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্তোপায়
হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, বাহাতে অপর
মূর্ত্তিগুলি তাহার উপর প্রাধিক্য লাভ করিতে না পারেন,
তজ্জন্ত নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন।
তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা সমাক্রম হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাভূপে লক্ষ্যপূর্ণরূপে ঢাকা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র পর্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ১০ ফিট করিয়া বালুকাভূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাভূপে ৩০টা মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টার উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্বোপলক্ষে কীর্তিনারায়ণের মন্দিরের বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপ-সারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, লীড্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকার পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হরিবর্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অষ্ট এক রাজা তলকাড়ের দুর্গাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের অনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিমুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২° ২৩' ১০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪' ১০" পূঃ। এই স্থানে একটা দেব মন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন করে। কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্বোপলক্ষে বহুতর শোক এই স্থানে স্থান করিয়া থাকে। এই কালে কোড়গের প্রত্যেক পরিবাস মানার্থ একএকজন প্রতিনিধি

পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের অন্ন গবর্মেন্টের প্রায় ২৩২০১ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। “তলকোটত বীজেনু পচেহুং-কারিকায় শুভাং।” (জলত)

তলঘাট, মাজার বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্বকালে এই প্রদেশ কোলুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোলু-বংশীয় রষ্ট্র এবং গঙ্গরাজগণ চোল-রাজগণের পূর্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোলুবংশীয় রাজগণ নন্দীদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুলভজানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহারা চোলবংশ কর্তৃক আপনাদিগের অধিকার হ্রাস হন। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়সাল-বংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নারকগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরপতনের অবরোধের পর ইহা বৃটীশরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড়তে তাড় কর্ণগি ঘঞ্ ডত্ব ল। কলতল ঘারা বাদনীয় বাতভেদ। “আক্ষেটরন্থ খেলয়ন্ত তলতালঞ্চ বাদয়ন।” (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্র্যতে ত্রৈক। চন্দ্রনির্মিত দন্তানা।

তলত্রাণ (ক্লী) তলং করতলং ত্র্যতে ত্রৈকরণে লুটি। কর-তল রক্ষক, চন্দ্রময় গোধা বিশেষ, চন্দ্র নির্মিত দন্তানা।

তলদাবীশ (দেশজ) এক প্রকার কাঁপা অথচ সক্ষ বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপু (আরবী) ১ আস্থান। ২ হকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্ত ধ্বনিঃ ৬৩৭। করতলের শব্দ, হাততালি।

তলস্ব, পঞ্জাবে মুলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটা সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্বে এবং চম্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০° ৩১' উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২° ১' পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই স্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটা প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গের ইট ঘারা তলস্বের অনেক সৌধ নির্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইটগুলি প্রাচীন মুলতানের অট্টালিকার ইটের মত। অনেক মতে, আলেক্সান্দার এই স্থানে চম্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া-

ছিলেন এবং মসিদিগকে পরালিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মাদ্রুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিরা তলহ লুঠম ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটা নষ্ট করেন নাই।

তলহে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মাদ্রুদ লকের সময়ে (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটা নগরের জায়; দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গখায়া সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট পুরু ও ২০ ফিট উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর আর সমান উচ্চের অপর একটা প্রাচীর দেখা যায়। পূর্বে উভয়েরই লক্ষ্যভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। বর্তমান তলহ গ্রামে একটা পুলিশ, একটা ডাক-ঘর, একটা স্কুল ও একটা সরাই আছে। এগুলি একটা অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের আর ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা ছাউনি-স্থান ও ২টা উত্তম কূপ আছে।

তলপুন্ন [তলিপুন্ন দেখ।] মাল্লাজ বিভাগে মলবার জেলার একটা সহর।

২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটা সহর। কম্বরের (কনবোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্বে ১২° ২' ৫০" উঃ অক্ষা° ও ৭৫° ২৪' ১৬" পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী ও একটা মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিঙ্কল-নির্মিত। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অভিশয় মনোরম ও আশ্চর্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিরহ অংশ, উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যালা (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহার: ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনে: সদৃশং ভীমনিবনং।"

(রামা* ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্ত ভেদ: ৩তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুং) তলে জলমিয়ে থিতো মীনঃ। জলনিরহিত মৎস্য, চিলড়ী মাছ।

তলমুছ (স্ত্রী) তলস্ত চপেটস্ত আঘাতেন বৃদ্ধঃ। চপেটাঘাত দ্বারা বৃদ্ধ বিশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো*। পাতাল।

তলব (আরবী) [তলপ্ লেখ।]

তলব্চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (জি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহন্তি বা-ক। তল-বাণ্ডকারক। "তাদৃ-ভাবানন্দার তলবং" (বঙ্কু* ৩০।২০)

'তলবং তল-বাণ্ডবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাত্তদ। ২ তলবকারোপনিষদ।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটা পূর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২০ চেনৈন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলভুগা নদীতে জল আইসে, পূর্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অল্পায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশব্দপুরকুরা পরগণার পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পূর্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিগের প্রতি শ্রম বা অল্প কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (স্ত্রী) তলে বাহুতলে বারংতি বাসি লুট। ১ জ্যাঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ষভেদ, চামাটা। ২ খপা। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালা-বারের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টা পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংলীদার ২ জন।

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২২২ টাকা। প্রায় ৯১৫ টাকা ব্রিটিশগবর্নেন্টকে ও প্রায় ১৪০ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বান শাখার লখতর ষ্টেশনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকর্নাগের মন্দিরের জন্ত এই গ্রামটা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ের সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটা।

তলসারিক (স্ত্রী) তলে সারো বলং যন্ত বহরী কপু। ঘোটকের বন্ধস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম*) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র।

তলহান (স্ত্রী) তলস্ত জ্বরমিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের তেলো।

তলস্থিত (জি) তলে স্থিত: ৭৩৭। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (জি) তল জিয়াং টাপু। গোধা, জ্যাঘাতবারণা, জ্যাঘাত নিবারণ জন্ত বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মর আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৬৬ সন্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে জাজরদেব বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঁজ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটি তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক।

গম, বব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, ভুলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪২০ টাকা। এখানে একটি দেওয়ানি ও একটি ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২৫টা থানা আছে। একজন তালুকদার সকল প্রকার বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঁজ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫' ৩০" উঃ অক্ষা° ও ৭২° ২৮' পূঃ দ্রাঘিমাংশ এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের আরম্ভে জনৈক অরুণ সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্বাহিত হইতেছে। শিখরাজ্যে এবং বৃটীশ শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটি মালভূমির উপর নির্মিত। কতকগুলি শুধা দিয়া নগরের জল নিকাশ হইয়া যায়।

তলাগাঁজের নিকটবর্তী স্থানে বিবিধ শস্ত জন্মে। এখানকার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতার সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের জীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের মুলির (পরিধের বস্ত্রবিশেষ) দেশ বিদেশে সমানর দেখা যায়।

শিখ-আদিপত্য কালে করদার যে হুর্গে বাস করিতেন সেটা কর্দম নির্মিত। এখন এই হুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ আদিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটি সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটি স্কুল ও একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয় বিশেষ।

তলাগুচি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহ করণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আত্মকূল্য। ৪ মল বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (জী) তলমুখতি অন্ন কিপু জিয়াং জীম্। নলনির্মিত কট, বেত বা বংশনির্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবড়ের ভবনগর রাজ্যের একটি নগর। নগরটী চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১' ১৫" উঃ অক্ষা° ও ৭২° ৪' ৩০" পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। ইহার দূরত্ব একটি সূত্র দ্বারা ইহা ৮০০ ফিট উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটি হিন্দু মন্দির ও একটি সূন্নার পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিস্তৃত। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গম্বুর আছে। পূর্বে দ্রুম্যগণ এই শুধাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গম্বুরের দ্রুম্য দেখা যাইত।

তলাড়ু, তামিল ভাষার লিখিত কতকগুলি পত্র। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দিষ্ট পূর্বের দিনে মাস্ত্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি সূত্র সূত্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পত্রগুলি গান করে। এই পত্রের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাভ্যাসপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চঞ্চড়ু। এই পত্রটীর ভাষা বেশ মধুর। মাস্ত্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিম্নিত করিবার কালেও তলাড়ু গাহিয়া থাকে। পত্রগুলি পয়ার লক্ষ্যাক্রান্ত।

তলাতল (কী) নাস্তি তলং যন্ত্ৰতি অতলং তলাদপি অতলং।

পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটি পাতাল বিশেষ। এইখানে ময়দানব শিব কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°)

[পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিম্ন হওন, নিম্নজন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্ন স্ফাট মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩৩৭। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাশা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (জী) তলং বক্ষহলতলং বক্ষনস্থানযেনোত্তত তল-
ঠন। তলসারক, বোটকের বক্ষহলবক্ষনরজ্জু।

তলিৎ (জী) তড়িৎ উত্ত-ল। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থটি)

তলিত (জী) তল-তারকা ইত্যহ। ভূতমাংস, ভাঙ্গা মাংস।
তল মাংস বেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস
সম্যক সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘূতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই
প্রকারে স্নাতক হইলে পণ্ডিতগণ “তলিত” বলিয়া থাকেন।

“তলমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক প্রাপ্যতিভং।

পুনস্তদাভ্যো সজ্জং তলিতং প্রোচ্যাতে বুধৈঃ॥” (ভাবপ্রঃ)

ইহার গুণ বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোবাতু ও শুক্রবৃদ্ধি-
কারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, মিষ্ট, কচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-
সম্পাদক। (ভাবপ্রঃ)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্ত্রাতি ইনি। গোখাযুক্ত। “ততঃ কবচ-
ধারী চ তলী থঙ্গী শরাসনী।” (ভারত উত্তোঃ ১৫৭ অঃ)

তলিন্ (জী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতেতত্র তল-ইনন্ (তলি
পুলিত্যাং। উণ্ ২।৫০) ১ শয্যা (ত্রি) ২ বিয়ল। ৩
স্তোক। ৪ বজ্জ। ৫ দ্রক্ষল। (হেমঃ)

তলিম্ (জী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুটম, ছাত। ২
শয্যা। ৩ থঙ্গা। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন্ (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তু উনন্ (ত্রোরশ্চলোবা।
উণ্ ৩।৫৪) রত্ব লশ্চ। ১ বায়ু। ২ ঘূবা।

তলুনী (জী) তলুন-ভীষ। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রান্ধিবার জন্ত বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে লক্ষণং যন্ত বহব্রী। শূকর।
ত্রিঃ আতিহাৎ ভীষ।

তলেঙ্গ, পেশুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহা-
দিগকে তলেঙ্গ ও শ্রামবাসীগণ মিল-মোন বলিয়া থাকে।

তলেঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদীপে বাস করে।

পেশু, মার্ত্তাবান, মোলমেন এবং আমহারের অধিবাসীগণ মোন
নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে
প্রচলিত।

পেশুর ভাষাকে মোন (অথবা তলেঙ্গ) বলে। এই
ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত
ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ
পাওয়া যায়। মগ ও শ্রামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেন।

তলেঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে,
চুপে চুপে।

তলোদরী (জী) তলং নিয়মস্বরঃ যন্তাঃ বহব্রী ততঃ ভীষ।
কুশোদরী ভাষা, জী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাদেশ জেলার উত্তরপশ্চিম
অংশে অবস্থিত একটি উপবিভাগ। ছিথলি ও কাবী
নামক ২টি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে
হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য
ধর্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃষ্টের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃষ্ট
অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্বে হইতে পশ্চিমদিকে
বিস্তৃত। পাহাড়ের সাহস্রদেশে একটি বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়।
এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মুক্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উত্তীর্ণাদির সার মিশ্রিত।
যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাত-
পুরার পাদদেশের নিকটবর্তী ও পশ্চিমস্থ পলিগ্রামগুলিতে
ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও মলিয়ারোগ
সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত যুরোপীয়গণ
এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন।

ভূপ্রমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ
প্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট ইণ্ডিয়ান
পেনিনসুলা রেলওয়ের ভূষাবাল স্টেশনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে
এবং ধুলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪' উঃ অক্ষা°
এবং ৭৪° ১৮' ৩০" পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে
মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী
প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খাদেশ
জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ।
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাজুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া
বিক্রীত হয়। রোয়াবাস, তৈল এবং শস্তের ব্যবসায়ও
মন্দ নহে। খাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ-শকট এই স্থানে
নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক ধানির মূল্য
৪০।৪৫ টাকা।

তলোদার একটি ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (জী) তলে উৎকং যন্তাঃ বহব্রী; উৎকশব্দত
উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকাঃ)

তলু (জী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকাঃ)।

তলুতলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল (পুং জী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খণ্ডশি-
লপাংশকপর্ণপত্নাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা।
৩ দাস, জী।

শিহাবাদারগমনে জাতিভাষাগমে তথা।

শুরুতরতঃ কুর্ঘাং নাতা নিরুতিরূঢ়তে ॥" (সম্বর্জন ১৫৮)

তল্লক (পুং) তল্ল-কন্। শয্যাসংস্কারকর ভূতা।

তল্লকীট (পুং) তল্ল শয্যাসং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোক। "অমৈকং তল্লকীটং তলা শূদ্রোক্তবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈং)

তল্লগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটি পাহাড়।

তল্লজ (ত্রি) তল্ল জন-ড। জীর গর্তজাত, ক্ষেত্রজ গুত্র।

"য তল্লজঃ প্রমীতস্ত্রীবস্ত ব্যাধিত্ত বা ।" (মহু ৯।১৬৭)

তল্লন (স্ত্রী) তল্ল ইব আচরতি তল্ল-কিপ্-লুট্। ১ করিপৃষ্ঠ।

২ পৃষ্ঠাঙ্গির মাস, পিঠের ডাঁড়ার মাস। কোন কোন স্থলে তল্লন এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্লশীবন্ (ত্রি) শয্যাসারী, শয্যার বিশ্রামী।

তল্লী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্লেশ্বর [তল্লশীবন্ দেখ।]

তল্ল্য (পুং) তল্ল ভব তল্ল-যৎ। ১ ক্রতভেদ। "নমস্তল্ল্যায় গেহায়" (যজু ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্ল্য সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু।

"শতং তল্ল্য রাঙ্গপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা ১৩।১।৬২)

তল্ল (স্ত্রী) তল্লিন্ নীরতে লী-ড। ১ বিল, গর্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুকুরিণী ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মাস্তাক বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোতায়ম্ তালুকের একটি সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪' ৫৫" উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১' ৩৮" পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেরি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটি উপবিভাগ। এই স্থানে উত্তর-মলবার জেলার আদালত, জেল, শুল্ক-কার্যালয়, গব-মেন্টের অন্তর্ভুক্ত করেকটা কার্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্যালয় আছে। সহরটি বাণ্যকার ও দেখিতে বেশ সুজী। ইহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের জু-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটি দৃঢ় কর্দম নির্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটি এখনও দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটি সমতলভূমিকার দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বন্য আছে। দক্ষিণপূর্ব রশ্মি একজন

অধারোহী বোঝা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটি বন্য দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে একটি দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাকি, এলাচি ও চন্দনকাঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত ঘোড়ের উপর ১২৪.৩৪ ইঞ্চি।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসার করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজ্য ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচেরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমিদারী মধ্যে শুদ্ধ আদার ও বিচারাদি করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠি রেসিডেন্সের আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্ত আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্তী মহিষ্মরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্ত খাটপক্ষত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিটেণ্ডেন্টের কার্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজ্জতি লজ্জ-অহ্। প্রসক্ত-বাচক, প্রেত্ভাবোধক শব্দ। শব্দান্তর প্রযুক্ত্যমান এই শব্দ অজহমিল যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুহুর।

তল্লটি (দেশজ) প্রদেশ, বহুদ্রব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অহুসন্ধান, অন্বেষণ।

"অধর্ম্যে হইলি বাক, দিনে ভুজ তিন সাজ,
সতিনের না কর তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তল্লিন্ নীরতে লী-ড সংজ্ঞায়া কন্ কাপি অভ ইৎ। ১ কুলিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজ্জতি লজ্জ-অহ্ জিহাং ভীষ্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বকরণতী।

তল্ল (স্ত্রী) অগ্নিক্রিয়োর ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্লকার (পুং) নামবেদের শাখা ভেদ।

তব (ত্রি) যুস্মৎ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) কব-ক। তোমার, স্বামী, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (বাণিক) তোর, অরাজ।

"দুটোর শব্দ বেন তবকের জলি।

একবারে বাসের তালিল মাধার খুলি।" (প্রীতর্ক)

তবকী (বাণিক) তবকধারী।

তবকীর (কী) কু-অহ তবঃ কীরমিত কর্ণধা। কীর জল, হিন্দী তোরাকীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্রম, কাস, কক, খাস ও অলমোবনাশক। (রাজনি)

তবকীরী (কী) তবকীর ডীহু। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশী। (রাজনি)

তবর (কী) নির্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) কু-অহ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অহ। ববাস-শর্করা, চলিত কথায় মেনা। (রাজনি) [ববাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোত্তবঞ্চ (পুং) তবরাজোত্তবতি উৎ-কু-অহ। তব-রাজোত্তবঃ যঃ ঞ্ডঃ কর্ণধা। ববাসশর্করোত্তব ঞ্ড, মেনার খাঁড়। পর্যায়—সুধামোদক, ঞ্ডজোত্তবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধঞ্চ। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্ছা ও খাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটা তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গান্তর্থাৎ ছ। তবর্গভব বর্গ, তবর্গের বর্গ।

তবস্ (কী) কু-অহস্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিষট্) "অন্নাদিত্তং তবসা জবজঃ।" (শুক্ ৩৩০৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্ত্র (কী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্ত্র মল্লপাতি" (শুক্ ২২০৮) 'তবস্ত্রং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্ত্রং (কি) তবোহিত্যত মত্পু মত বঃ সান্ত্বয়ং মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উপতে তবসান্" (শুক্ ৯১৭১৪৬) 'তবসান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (কি) তবসা বলেন গীরতে গৈ কর্ণদি কিপু পূয়ো সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "সৃষ্টিঃ স সূব হবিরং তবাগাং।" (শুক্ ৪১৮১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)।

তবিপুলা (কী) বিপুলা ছলোভেদ, চারিটা অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।

"তোহংসেতৎপূরীভা তবৎ।" (বৃত্তঃ) "অঙ্কেচতুর্ধী-করাং পরং তগণচেৎ তপূরী তবিপুলা নামছন্দঃ।" (টীকা) তবিয়স্ (কি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী। তবিব (পুং) তব-টিবহ্ (তবেদিকা)। উপ্ ১১২১-১৩ ৩ বর্গ।

২ লম্বত্। ৩ ব্যবহার্য। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্গ। (কি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।

"বনো ব্রহ্মাণাং তবিতো বত্বধ। (শুক্ ৮৮৪১৮) 'তবিতঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)

কোন স্থলে তবীর এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিবী (কী) তবিব সংজ্ঞারং ভীহু। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকর্তা। ৪ বল। "ভৃক্ষরজাংসি তবিবীঃ প্রধানঃ।" (শুক্ ১১৩৪৪) 'তবিবীঃ বলং স্বকীরঃ প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিবীমৎ (কি) তবিবী অন্ত্যত মত্পু। দীপ্তিমৎ, দীপ্তি-যুক্ত। "তমন্নং তবিবীমত্তমেবাং" (শুক্ ৪১৮১১) 'তবিবীমত্তং দীপ্তিমত্তং' (সায়ণ)

তবিবীয়ু (কি) তবিবীর-উ। বল আচরণকারী, বলপ্রয়োগ-কারী। "বৃষপতবিবীযবঃ" (শুক্ ৮৪১১১) 'তবিবীযবঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিবীযৎ (কি) বলবান্, সাহসী।

তবিয্যা (কী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (কি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী। তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র। তষ্ঠ (কি) তক্ষ-স্ত। ১ তনুভূত, যাহা চাটিয়া স্থল করা হইরাছে। ২ বিধাকৃত। ৩ ভাঙিত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (কী) তক্ষ-ক্তিহ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিদার (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ, ইহার আত্মপ্রাকালে উপস্থিত হইরা করুণবরে মৃতব্যক্তির গুণাহুর্কীর্জন করে। ইহার অভিশর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্ঠ (পুং) তক্ষ-ত্ পূর্বোদরা কলোশে সাধুঃ। ১ অত্থর, ছুতার। ২ বিধকর্মা। ৩ আদিভ্যভেদ। (রবানার্থ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিঞ্চ।

(তনুবিভ্যাং কসরন্। উপ্ ৩৩৫)। ১ জসর, স্তব্ধবৈঠন।

"রসং পরিক্রতা ন রোহিতং ন মহাবীরতসরং ন বেম।"

(বালসনের সং ১৯৮৩)।

২ গুটিলাকার হুতা, এই জন্ত ঐ হুতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কোবের হুজ বিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কোঁকড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলায়, অদলে এবং বাঙ্গালার অন্যান্য কতিপয় স্থানে শাল,

শিয়াল, হরিভকী, বিভীভকী, আমলকী, কুহুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষ তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীর কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল ঐ সকল প্রদেশে তসর জন্মলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাবও বহু বিস্তৃত। তসরের চাব রেশম চাবের মত নহে। রেশমের চাবে ঘেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং বহুপূর্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাবে ঐ সকল প্রদেশে সেক্ষপ করে না। চাঁইবালা, হাকারিবাগ, লোহারভাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসর-চাব সেক্ষপ স্বসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসর-কীটদিগকে পশু পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা বাতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাব। পূর্বে হইতে কতকগুলি পরিপক বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথা সময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের জী পুরুষের সন্নিহন হয়। অবিলম্বেই জী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণু প্রসব করে। ঐ সকল অণু জৈব আটা স্তুরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণু প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য শেষ হইল। অণু প্রসব করিবার ৩৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুং-প্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণুগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্তমান থাকে।

ঐ সকল অণু হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহার ৩৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহার কিছুক্ষণ আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তরুভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩৪ ইঞ্চি হইতে ৫৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট পুরবর্ণ এবং নীল, সীত, গোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র বিচিত্র। চক্ষু দ্বারা উজ্জল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমন্তঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিঙ্গলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অজ্ঞান বনচর পক্ষী, কাঠমাক্কর, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে তসর-চাবীদিগকে অতি সতর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধ্বজ, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জললা ভাবার ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। স্তুরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকূটর নির্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল মূত্র ত্যাগ করিলেই জ্ঞান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যার ভোজন করে এবং তৃণশযায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক না হয় সে পর্য্যন্ত জী পুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। স্তুরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য নীওতাল, কোল, কুড়িম প্রভৃতি জাতীরেয়াই প্রধানতঃ তসর চাব করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্মাণ জন্ত ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় মুখ নিঃসৃত লাল দ্বারা একটা বৃত্ত নির্মাণ করে। এই লালটি পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরস্বরূপে পরিণত হয়। বৃত্ত নির্মিত হইলে ঐ সকল কীট মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমাধার ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে পুরোজ্ঞরূপে একটা কোব নির্মাণ করিয়া তদ্বধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোব বা গুটির আকার জৈব লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহার ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তম তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত স্তূর বাহিত্য করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা বাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহার পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিশ্পল ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোব কাটরা ইহারিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলবর্ণ অসাড় মাংসপিণ্ডবৎ কীট-বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহার নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিত্যজ্ঞ করিলে ইহার অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহার মৃত্যুর প্রজ্ঞাপতি-রূপে বাহির হয়।

শুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হইলে রক্ষকগণ উহা-দিগকে তুলিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। উহার অতি-জ্ঞতা দ্বারা কখন শুটি পরিপক ও তাদ্দিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুক কোব-মণ্ডিত তরুরাজিবহল বনভূমি পর্যাপ্ত কলশোভিত কলো-দ্যানের ভায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোব কাটিয়া দুই একটা পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ শুটি সংগ্রহ করিয়া বাতী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই শুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল শুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও কার দিয়া তদ্বাধ্যে শুটি সকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে শুটি গুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সে গুলি অ্যাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই শুটিই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলশুটি কহে। এই শুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষা-কৃত নিকট শুটির নাম ডারা, বঙাই, জাড়ুই। যে সকল শুটির মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহার রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, বৃকে, হুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল শুটি পরিপক হইবার পূর্বেই অকালে ভয় হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহার অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহার নিত্যজ্ঞ অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা শুটিগুলি একবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি শুটির বোটার নিকট হুতা চেলিয়া বাহির হইয়া যায়। স্তরায় উহা হইতে হুতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মূরিকাদি কর্তৃক কণ্ঠিত হইলে কোব অকর্ষণ্য হইয়া যায়। আঘাত শ্রাবণে আমপেতে, ডায়ে মুদল, আধিনে মুগা, কার্তিকে ডাবা, অগ্রহারণে বঙাই, পোষ ও মাঘে জাড়ুই শুটি উৎপন্ন হয়।

শুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অস্থ-সারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত শুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাইবাসা, সিংছন, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুলভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যব-সায়িগণ জলবাসাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল শুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহার আবার বাতুড়া, বিহুপুর, মেদিনীপুর,

সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগন্ত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল শুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ শুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরশুটি সংগ্র-হের সময় ঐ সকল হাট পূর্নোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাইবাসার অন্তর্গত হলুদ-পুতুর নামক হাটে 'এবং বড়ো শুড়া' নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল শুটির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্ত হাটে শুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত শুটি পৃথক্ পৃথক্ ভূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক ভূপ হইতে যথোচ্চা এক মুষ্টি শুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাখ বা চাখতি করা কহে, ঐ কয়েকটা শুটির চাখতিতে যেরূপ উৎকর্ষ বা অগর্ষ দাঁড়ার সমস্ত ভূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক ভূপের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুরতা, পুঠতা প্রভৃতির গুণাধুন্যে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত দালাল ও পাইকার দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা গণনা দ্বারা ঐ সকল শুটির মূল্য নির্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালাল-গণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনার নিয়ম ৪টিতে গণ্ডা ২০ গণ্ডার পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫টিতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক শুটির ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কৃত অর্থাৎ অজুমান দ্বারা এক এক ভূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা-স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার শুটির দর প্রতি কাহন ১২ হইতে ৭ টাকা পর্যন্ত, মধ্যম প্রকারের শুটির ৭ হইতে ৫ টাকা এবং নিকট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম শুটি জন্মিলে সর্বোৎকৃষ্ট শুটির দর ২০ হইতে ৬ টাকা, মধ্যমের দর ৭ হইতে ৫ টাকা এবং নিকট প্রকারের ৪ হইতে ২ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

শুটি-জগে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোথ মথো নিজে বার।

ক্ষেতাপণ এই সমস্ত শুটি ক্রম করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিজুপুর, জয়পুর এবং বর্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলার বদনগঞ্জ, শ্রীমবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাহানে প্রেরণ করে। এই সকল স্থানে শুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। এই সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তত্ত্বাবধারণ ক্রম করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তদ্বিকটবর্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

শুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্রম জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোথ কোমল হইয়া সহজে সূত্র উত্তীর্ণ থাকে এবং সূত্রের মলাও কতক কাটিয়া গিয়া সূত্র কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত শুটি শীতল ও পরিষ্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধোত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বৃষ্টি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাড়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪৫ বা ততোধিক শুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদের সকলের দ্বাই একত্র করিয়া একটা বাঁশের নাটাইয়ে শুটান হয়। সচরাচর জীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূত্র বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে শুটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসর-কীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসর-লাড়ু কহে এবং উপায়ে বোধে ভক্ষণ করে। তসর-কটিদীপণ এই তসরলাড়ুগুলি রাখিয়া দেয় এবং এই সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

শুটির পুষ্টিতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লক্ষ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট শুটি ১০।১২টী হইতেই ১ তোলা সূত্র বাহির হয়। শুটি নিকট হইলে জন্মস্থানে শুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূত্র অতি উত্তম হইলে টাকার ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

শুটির বৃষ্টি এবং সূত্র বাহির হইলে পর শুটির যে গোলা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও হ্রি তসর সূত্রাদিও

নষ্ট হয় না। এই সকল এবং কাটা শুটিগুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূত্র প্রস্তুত হয়। জীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার দ্বারা শিথিয়া লাভা করে এবং এই লাভা হইতে টাকুর দ্বারা সূত্র কাটিয়া থাকে। এই সকল সূত্রের যুগ্মী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব লক্ষ পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। হানভেনে এইরূপ কাপড়কে কেটরা, মটকা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের বাতাবিক বর্ণ গোখরের দ্বারা। উহা আবার সূক্ষ্মসূক্ষ্ম, হরিজা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্বারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূত্রের দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সূক্ষ্ম চিকণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিস্তৃত তসরের ধানে এবং তসরের টানা ও সূত্রের পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্তসূত্র প্রস্তুত হয়। এই সকল কাপড়ে সূক্ষ্ম ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের ধান প্রতি গজ ১৮ হইতে ১১।০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিজুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্য-কর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর ধার দি,

তার কড়ির বায় কি ?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূত্র জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সূক্ষ্ম ভোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে বাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ লব আছে, তাহার সূত্র আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী শুটি হইতে সূত্র তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহস্তার ভরেও কাঁচা শুটি হইতে সূত্র তুলে। বলা বাহুল্য এজন্য প্রণালীতে সূত্র উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূত্রের এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম পক্ষে প্রযোজ্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের অপমালা। ইহাতে ২৯ট বা তাহার অধিক শুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্তি, ছবি।

তক্ষর (পুং) তদ্ কয়োতি কৃ-অচ্ সূচী নলোপশ্চ। ১ চৌর, চৌর। ২ পুস্তকাক, পিড়িঙ্ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ।

৪ চৌরনাম গন্ধদ্রব্য।

“কামিনীকারকাস্তরে কুচপর্লভহুগমে।

নাসিক রমণঃ পাছ। তজ্ঞাস্তে অর তক্ষর ॥” (ভৰ্জহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তক্ষরতা (স্ত্রী) তক্ষরত্ভাৱঃ তক্ষর-তন্ ত্রিরাং টাপ্। চৌর্য্য, চৌরের ব্যবসা।

তক্ষরস্নায়ু (পুং) তক্ষরস্ত স্নায়ুবিদ নাড়িকা যত্নাঃ বহুব্রী। কাকানাসনভা। (রাজনি)

তক্ষরী (স্ত্রী) তক্ষর তদ্-ক চৌর্য্যার্থে ট, টিবাং ভীপ্। কোপনা নারী। (শকার্ণকরতঃ)

তক্ষব (স্ত্রী) চৈত্র বিবর-ঔবদ।

তক্ষিবন্ (জি) হা-কন্। হিত।

“স পাটলারঃ গবিতস্থিবাংসঃ।” (রঘু)

তক্ষু (জি) হা-কৃ বিষ্ণক। স্বাবর।

“দেহক সর্কসংখাতো অগৎ তক্ষুরিতি বিধা।” (ভাগ ৭।৭।২০)

তক্ষুস্ (পুং) হা-কৃসি বিষ্ণক। মানব। (নিষট্)

তস্ত (পুং) তদ্ ৬ একবৎ সর্ক। তাহার।

তস্তিন্ (পুং) তদ্ ৭ একবৎ সর্ক। তাহাতে।

তহম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। জন্তুধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, বাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহবিলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের জীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ।

জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়।

এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুরগণ উদ্ভেজনার জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে বেঙ্গল শুনার, তহলীল শুনিতেও তরুণ।

কজেরন ও মুহরের মধ্যবর্তী আরববংশীরা জীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-আশপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্ত শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহার এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহলীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত এক একটা প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটা তহলীল বলা যায়। একজন তহলীলদার

তহলীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহলীলদারই তহলীলের কর্তা।

তহলীলদারের প্রধান কার্য্য তহলীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহলীলদারদিগের দেওয়ানী ও কোজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহলীলদারের কার্যালয়কে সময় সময় তহলীল বলা হইয়া থাকে।

সব-কলেস্তের অথবা তহলীলের ভার্য্যিত কর্মচারীকে তহলীলদার বলে।

গবর্মেন্টের দ্বারা জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহলীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহলীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহলীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্ত তহলীলদার ও আরব্য তহলীল কথা হইতে হিন্দি তহলীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেন্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহলীলদার বলিলে পূর্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যালয়ের খাজাঙ্কীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহলীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহলীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্ত পক্ষী কর্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেশন, অণ্ডের উপর বসিয়া উচ্চতা করণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উদ্ভেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভাতার শব্দ, স্থান ভেদে তালুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক প্রাচীন ধর্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাহার জন্মস্থান অজ্ঞাত ও অসীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাহার বেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্ত তিনি ‘লাওচি’ অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুত্রকালরের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট তাহাকে মান্দারিগণের প্রধান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্মোপদেশ শিখা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওটি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্রাটকে প্রবর্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব প্রধান। তাওটি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিফিউরসের মতের অনুরাধী এবং কতকটা চার্লসের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবসুলভ হ্রস্বত্ব কামনা সকল পরিভাগ করিয়া হৃদয় ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্বতোভাবে সর্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। কখন কুচিন্তা অথবা শোকরূপ মুখকে মনে স্থান দান করিবে না।

লাওটি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথাক্রম হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এই জন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইবে, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি জী কি পুরুষ সকলেই অস্তিনব নীতিশিক্ষার ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প দিন মধ্যেই তাওটির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্বত্রই ইজ্ঞাকাল, প্রোতাদিষ্টান, ভবিষ্যবাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাটও তাওচিদিগের আপাত-মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া ছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তত্ত্বাক চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয় চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্ত দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাওচি ধর্মের অসারতা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন,

তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্বক তাওচি ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্মাদ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিরাসো প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্মাদ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাহার ত্রিচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্মাদ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদি নির্মিত পাত্র বিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মহস্ত। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গছের।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিচক্ৰ আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) আতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্ত্রবাস দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটা পল্লিগ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহু সংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারাতল্লরের কাণড় ও হুতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০০ গজ বিস্তৃত প্রান্তরের একটা সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বজ্রেশ্বর নামক কতকগুলি উচ্চ প্রস্তর আছে। [বজ্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলায় ডাউয়া গোপালপুর পরগণার একটা পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এই জন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাঠকলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, হিরণ্য।

“পক্ষ পনারিতে পাক, সুহিস্ত্র করে তাক,”

(ঐধ্যর্ম ৪৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকন (দেশজ) অবলোকন, দর্শন।

ভাকরিলিপি, বামিরান হইতে বনুনা নদীর তট পর্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম ভাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, ভাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তৎকাল বা ভাকগণ এই অক্ষর সৰ্ব্ব প্রথম প্রবর্তিত করে; এই জুড়ই তাহাঙ্গিরের নামানুসারে ইহার ভাকরি নাম হইয়াছে। সিদ্ধ নদীর পশ্চিম-দিকে ও পূর্বে নদীর পূর্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাশ্ণড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাশ্ণড়ার উৎকর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থেও ভাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬শী শতাব্দী স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানে ভাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জননের সহিত কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিত হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের জ্ঞান। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জননের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

ভাকারি, একটি গণগ্রাম। সাতারা ভাসগাঁও পথের দক্ষিণে, ণেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার আর ১ মাইল উত্তরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটি অত্যাস্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার লজ্জ ভাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। আর ২ মাইল পাহাড়ের উপর উত্তিরা কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্শ্বতীয় ভূমি আর ২০ গজ পর্যন্ত অনেকটী সমতল। কমলভৈরবীর খেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি আরতাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্বদিকে জল পর্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুতুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১'×১০'। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫'×১০ ফিট। আরতাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট উচ্চ কএকটা স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিরলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুর্ভুজাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটি সূচ্যাকার

গাধনি ও চূড়ার একটি কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, খেল-গামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্তী চন্দ্রের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। বাঘ মাসের ত্রুকাচতুর্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। গুরুপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্তির পাকী-বাতা হয়।

ভাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

ভাকিন্দু (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

ভাকিন্দে (আরবী) অতি শীঘ্র, সহজে।

ভাকে ভাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

ভাক্কক (ত্রি) তৎকালীয়া সম্বন্ধীয়।

ভাক্কণ্য (পুং স্ত্রী) তত্ত্বোৎপত্ত্যঃ তৎকন্-জ্ঞ তত্ত্বোৎপত্ত্যঃ। তৎকণ্ডের পুত্র।

ভাক্কশিল (ত্রি) তৎকশিলোহিভিনোহিত তৎকশিল-অণ্ (সিদ্ধতৎকশিলাদিভ্যোহণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তৎকশিলা-জাত বা তৎকশিলা হইতে আগত।

ভাক্ক (পুং স্ত্রী) তত্ত্বোৎপত্ত্যঃ তৎকন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২। তৎকণ্ডের অপত্য।

ভাগ (দেশজ) হিরলক্ষ্য, হির দৃষ্টি।

ভাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত ঘেবোদেশে ধৃত-হস্তবন্ধনস্থ।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈষ্ণবনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতস্থ ধারণ করে, তাহাকে ভাগা কহে। মহা-দেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্ষক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে লক্ষা-রিত হইতে না পারে, তদ্বৎসে ক্ষতস্থানের উর্দ্ধভাগে দৃঢ় বন্ধনজু।

"ভুলো ভুলো সাহি, লোচনে দংশিল অহি,

কোন খানে দিব ভাগা বন্ধ।" (কবিক)

৩ উর্দ্ধবাহতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

ভাগাড় (দেশজ) ১ চূর্ণ স্রবণী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ ঘেঁ-গটে চূর্ণ স্রবণী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

ভাগাড়ী (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

ভাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতি-যোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

ভাগাদা (আরবী) ১ অধ্যমর্গের নিকট প্রাপ্য অর্থের লজ্জ পীড়ন। ২ উত্তেজনা।

ভাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছলিক (পুং) তচ্ছল্যার্থে-বিহিতঃ ঠঞ। তচ্ছলীর্ধ
বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছল্য (স্ত্রী) তৎ শীলং যন্ত তন্ত ভাবঃ ষাঞ। নিয়ততৎ-
বভাব, তচ্ছলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরদ্বাগ,
মূলতঃ অধি-উপাসকের শিরদ্বাগকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার
অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে
বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক
প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়।
ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া
থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু
পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্ধচন্দ্রাকার তাজও
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির
কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত
হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গদার অঞ্চলবাসী
এক জাতি। সামন্তের পুত্র মগাল খাছর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (স্ত্রী) জ্যোতিষের এক বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন
প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

“ন শ্রাচ্ছতং কচন তাজকশাঞ্জীতং” (নীল’ তা’)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও
বদক্সানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে
অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানিস্থানে
বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব মুকঠিন। উজ-
বক, হাজার, আফগান, ব্রহ্মী ও তুর্কশাসিত এদেশে বাহারী
স্বামী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত এদেশে তুর্কি, পুজ, ব্রহ্মী এবং
বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্তই প্রচলিত।
আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত
ভাষা পারস্ত তাহারী তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই
পরিচিত। পারস্তদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটা
বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্বত্রই

তাজক বলিলে সফরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষকে বুঝায়।
বোখারার এই জাতি সর্ভ, আফগানিস্থানে নেহান্দ এবং বেলুচি-
স্থানে দেহবীর নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্তী ইরাণীয়-
দিগকে কাবুলি কহে। সিন্ধানের অধিকাংশ অধিবাসীই
তাজক। ইহারী তৃণাচ্ছাদিত ভূট্টারে বাস, মৎস্ত ও পক্ষী
শূন্ত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্বেই
বদক্সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ
পর্ষতে, উপত্যকায় ও উজান-পরিবেষ্টিত গলিতে বাস করে।
বদক্সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ভায় মুস্ত্রী নহে।
ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির ভায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস
করিতেছে। ইহারী পূর্বে অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরার
প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্বক ইসলাম
ধর্মে নীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও
মুস্ত্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারী অতিশয় ভীক,
অর্থ-গৃহ, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ-
পত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অধিপুঞ্জকের উচ্চীষ।
কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য ও ব্যবসারে অধিকতর রূপে
নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারী বিরত
নহে। ইহাদের যেরূপে মধ্যএসিয়ায় বোখারা, সভ্যতা ও
উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারী মানসিক
উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজ্ঞত্বগণ কর্তৃক
প্রদীপ্ত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে।
মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তির তাজক-বংশসম্ভূত।
বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ভদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত
হয়। ভয়ের সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত
সর্ভ পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্ভদিগের আকৃতি
ধর্ম হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প
বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে
পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ইমানগণ অনেক ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ
লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্বোধ্য—সাধারণ লোকে
এ পুস্তকের মধ্যে আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজক-
দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় হাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরখিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়।
গানকালে ইহারী মুহুরাসিগী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরবা অথবা পারস্য হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ণত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীর্য গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাটকা, রসাল।

তাজে (জি) তম্বজ সফাচে অদিক্রিনলোণো। শীত্ৰ। (নিবট্)

তাজস্ত্র (পুং) [১৫] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, ঝারভাঙ্গা জেলার একটা উপবিভাগ। ইহা পূর্বে ত্রিহতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জাম্মারী হইতে ঝারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটা মহকুমা লইয়া ঝারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮'১৫" ও ২৬°২'উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°০'৬" ৮৬°৪'পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টা থানা, একটা দেওয়ানি ও ২টা ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুন্সীফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিলসরায় রাস্তায় ২৫° ৫১'৩০" উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪০' পূঃ দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। এ স্থানে একটা স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটা পরগণা, এই পরগণার প্রচুর পরিমাণে ধাতু জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪ হইতে ৭ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে অতি বিধায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণার ৪৪টা জমীদারী আছে। পাইখতা ও খোমখতা জমীদারী ও করটা আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর আয় ৬০৯২ টাকা।

• **তাজপুর**, দিনাজপুর জেলার একটা পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ। অন্ন পরিপ্রমেই ক্ষেত্রের চাষ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণার সকল নদীর জল তীর ছাড়াইয়া উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়া ফেলে।

ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাক জন্মে। পূর্বে এখানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীর-গণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের হুর্ভিক্ষকালে হুর্ভিক্ষ-প্রাপীড়িত লোক-দিগের অন্ন ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটা রাস্তা প্রস্তুত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটি দ্রব্য ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। অন্ন অধিক কাল-স্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীশার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার বিজয়নগর পরগণার অধীন একটা গল্পগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটা প্রধান সৈন্যবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। কল্লগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটা যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটা জজ-আদালত ছিল; ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাণ্ডি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমেক্ষেত্র এবং নগরের মন্ডাওয়ারের ১০০ গজ পূর্বে বাগিচাক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে বে একটা প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃষ্ট অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজবাণ্ডির সম্ভার্য ইব্রাহিম মোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাগী নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটা উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মাক্কুদের অজ্ঞতম অমাত্য ছিলেন। সুলতান রমণী-সৌন্দর্যের অতিশয় সমাদর করিতেন। একদা

কৃষাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্ত মালিক সন্দের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অভিশর চিহ্নিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং কৃষাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত তিনি পূর্বেই তাহার নির্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কৃষাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। কৃষাকে সমভিষাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার বন্দগের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার বিচার করা হইয়াছে, ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তখন সুলতান কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত তিনি একটা কীৰ্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অতীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থ তাজবাণী নির্মিত হইল। কুপটী ৫২ ফিট গভীর।

তাজমহল, আগ্রাঙ্গরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রোজা বা তাজ্-কা রোজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে এটাও একটা।

সম্রাট শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুমতাজ্-ই-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ষা নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। মুমতাজের প্রকৃত নাম অর্জমন্দ-বাহু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাহার গর্ভস্থ শিশু কঁদিতেছে। তিনি সম্রাটকে ডাকিয়া কহিলেন,—‘প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। একরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্য-ধিকারী করেন। আর একটা নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটা হর্ষা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার একথাটিও যেন পূর্ণ হয়।’ বেগমের কথা সিদ্ধা হইল না, এসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে

ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

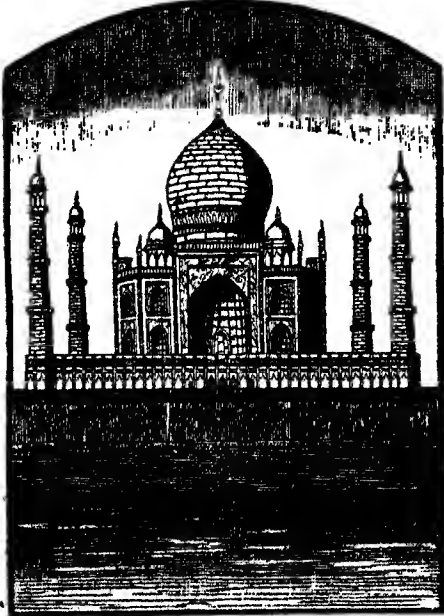
প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এই রূপ, তাহারা সকলেই এই মহা কার্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রাঙ্গরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভার্নার এই অল্পমাত্র অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ অধিক হইলেও ৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকাব্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট উচ্চ ও ৩১৩ ফিট খেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট উচ্চ এক একটা অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ খেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট বিস্তৃত ও ৮০ ফিট উচ্চ একটা প্রধান গুণ্ডাজ আছে। এই গুণ্ডাজের ভিতরেই ধিলানের মাতলায় খেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুণ্ডাজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাজী মুমতাজ-মহলের সমাধি এবং তাহারই পার্শ্বে সম্রাট শাহজহানের সমাধি বিজ্ঞান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুণ্ডাজালতি ২৬ ফিট ৮ ইঞ্চি আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাত্রারতের জন্ত নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব মধ্যবর্তী গৃহের ভিতর আলোক বাইবার বন্দুস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক ধিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জল খেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি দেওয়া আছে, তদ্ব্যতীত দিয়া বেশ আলোক বাইতে পারে। অকুবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটির কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান মণি প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক

খাঙ্ক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাঙ্গর কার্ণো অক্ষীক চুণী বা লালী, সবুজা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুঁত কুলের কাজ ও মালা রচনা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এমন কি একটি গোলাপকুলে তাহার প্রত্যেক পাকড়ীতে বহু প্রকার বর্ণ বেরুপ আরতন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুঁদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ণ মনোহর শিরনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী বেরুপ অসাধারণ শিরনৈপুণ্য ও ভাস্কর্যকার্যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কলনার ও ভাবুকের ভাবনার তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গণিয়াছে, তাহাই মৰ্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।



তাজমহল।

বহুকালের কথা নয় এলিঙ্গ ঠগদমনকারী কর্ণেল স্লিমান সূরীক একবার এই অল্পম ভারতীয় কীৰ্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিও সিলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি বখন আপনার অপরদিকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে?

স্লিমান-জাৰ্ণা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটি আমার উপর প্রকৃত হয়। বাস্তবিক যে সম্মী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে।

তাজের দুই পাশে দুইটা জিন্দাঘরমুক খেত মৰ্ম্মদের মসজিদ আছে। ডান ধারের মসজিদকে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাকী-গোপালের স্মার দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ার পিতলের গোলা, অর্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মসজিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজত্ব বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অঙ্ক) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুনতাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সম্মুখ খিলানে তুঘ্রা অঙ্করে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সূরা সকল লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তির স্বর্গীয় উদ্ভানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নুতন, টাটকা, সজীব, অশুদ্ধ।

তাজিক (রা) জ্যোতির্গ্রহ বিশেষ যখন চাৰ্ধ্যাকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্ত ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান বাদশ রাশির মধ্যে মেঘাদি চারি চারি রাশির বখাক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কক স্বভাব অর্থাৎ মেঘ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ু-স্বভাব, মিথুন, তুলা ও কৃত্ত এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও ককের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির ককস্বভাব।

মেঘ হইতে চারি চারি রাশি ক্রমে কজিরা চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেঘ, সিংহ ও ধনুঃ এই তিন রাশি কজির বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্ববর্ণ; মিথুন, তুলা ও কৃত্ত এই তিন রাশি পূজবর্ণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন

ইহার ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই রূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এই জন্ত প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ কল পরিকল্পনার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়।

জন্ম সময়ে রবি যে রাশির বৃত্ত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্টুতির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষপ্রবেশে গ্রহস্টুটানয়ন, চন্দ্রস্টুটানয়ন, প্রোজনত ও পশ্চাত্তত দণ্ডানয়ন। লগ্নখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্বৈকানচক্র, উক্ত নীচ কখন, লগ্নখণ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিত্রা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ দৃষ্টি-একরূপ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, বাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দর্শানয়ন, বর্ষরিষ্ট, বিচাররিষ্টভঙ্গ, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংকৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিয়ে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হৃদ্যবিবরণ, মুহানয়ন, ঈকবালাযোগ, ইহিহাযোগ, ইখ-শালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যমযাযোগ, মনুর্ভযোগ, কঙ্কলযোগ, গৈরিকবুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদাযোগ, হুকা-লিকুতযোগ, জুযোখ্য দবীখযোগ, তব্বীখযোগ, কুখাযোগ, ও হুরখযোগ, এই ১৬টা বোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুহাভাফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্ত বিলাপ-করণ ও শোক প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে ছেনেন ও হাস-নের কবরের যে প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্তমেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনায়ুক্ত অনেক নাট্যকান্দি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহার আমেরিকায় তাজিয়া কথা ব্যবহার

করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ক, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ক বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটা সহরের মধ্যে দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিবেদ্যাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটা ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অস্বাস্থ্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বন্ধস্থলে করাবাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎ-বর্তী হয়। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহার ব্রাহ্মণ-বংশীর নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাজিয়া নির্মাণ করেন।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গা হান্ধা মাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অসুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতি বিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাডাতে তাড় পূর্বো* ডত্ টঃ তথাভূতোহং চিহ্নং যন্ত বহুব্রী। কর্ণভরগণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (স্ত্রী) তটস্থ ভাবঃ ব্যাঞ্। ১ উদাসীন্ধ্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি* তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, গ্রাহ্য। ২ গুণন। কক্ষণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তুণাদি। ৫ পর্কত। ৬ হস্তের অলঙ্কার বিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-কন্। তাড়নকারী, গ্রাহ্যকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসী-ভেদ, স্নকেতু নামে কোন পরাক্রম-শালী বক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন। ব্রহ্মা তপস্তার প্রীত হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করেন। স্নকেতু ব্রহ্মার এইবরে কঙ্কার প্রাপ্ত হন, এই কঙ্কা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জন্তনন্দন স্নকের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্নককে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্ভত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসধ্বংস প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী তাহার তপোবান নষ্ট করিয়া প্রাণীপুত্র অরশো পরিণত করে। সেই অরশো

তাড়কালকল নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন দেবদেবী তাহাদের প্রতি অভিশপ্ত অত্যাচার করিত এবং বজ্রীয় বহির ধ্বংস আকাশে উল্লসিত হইতে দেখিলেই সমলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিষ উপাধন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর বজ্রাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই রূপে তাড়কা এই জগৎকে অবস্থিত করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য নশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণধারা স্রুত্রে নিক্ষেপ করেন। (রামায়ণ ১২৫-২৬ স)।

তাড়কাকল (স্রী) তারকেব নক্ষত্রমিব কলমন্ত বহরী।
বৃহৎসাল, এলাচ। (রামায়ণ)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। “মহানৃষিষ্ঠ কপিল
তথ্যবিতাড়কায়নঃ।” (ভারত আশ্রম ৪ অ)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কারাঃ অরিঃ ৩৩৭। তাড়কার শত্রু,
রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কারাঃ অপত্যঃ ১৮। তাড়কার পুত্র,
মারীচ। “মারীচঃ স্তন্যপুত্রস্তা তড়কারাং ব্যাধায়ত ॥”

(হরিবং ৩ অ)

তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্ (পাণিঘাতাভ্যৌ শিষিনি।
পা ৩২৫৫) তালবাবক শিল্পিতেন? কশাঘাত বা
বেজাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হস্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি
ঘাতি পিটিয়া শিল্পকর্ম করে।

তাড়ক (পুং) তাড়ঃ অক্ঃ চিহ্নং বস্ত্র বা তালং অজ্ঞাতে লক্ষ্যতে
অক্-অক্ লভ্য ডবং শক্কাতিবাং সাধুঃ। কর্ণভরণবিশেষ,
কাণ্ডতড়কা। পর্যায়—কর্ণদর্পণ, তাটক, কর্ণিকা, তালপত্র,
তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

“তাড়কান্দমেখলাশ্রয়ণরঞ্জীরতাং প্রাপিতাং” (মনসাধ্যান)
২ হস্তভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (স্রী) তাড়ি ভাবে লুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জন,
ভংসন।

“লাগনে বহুবোদোষাতাড়নে বহবোৎপাঃ।

তন্মাং পুত্রক শিষ্যক তাড়য়েন্নতু লাগয়েৎ ॥” (চাপক্য)।

২ নীলকান্তবিশয়ে নীলকণ্ঠী মন্ত্রসংহারবিশেষ।

“মন্ত্রবর্ণনং সমালিখ্য তাড়য়েন্নতুলাঙ্গলা।

প্রত্যেকং বাহুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদ্যতং ॥” (শারদাতি)

মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনধারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বাহুরীক্ষণা

(বংবীক) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়।
৪ শপন। ৫ শাসন, হত।

তাড়না (স্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভংসন।
৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্রী) তাড়ন দ্বিরাং ভীন্। অর্থতাড়নঘটি, কশা, চাবুক।
পর্যায়—চর্মঘটি, কশা, ভীমা, চর্মলালিকা। (শকমালা)

তাড়নীয়া (স্রী) তাড়-অনীয়া। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (স্রী) তালপত্রমিব লত ড। কর্ণভরণবিশেষ।
[তাড়ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন
একটা সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটা স্থাপিত হই-
য়াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্তরামের নামে উৎসর্গীকৃত
দুইটা মন্দির আছে। মন্দির দুইটা বিভিন্নভাষার কার্য
স্থাপিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়িয়িচ্ (স্রী) তাড়ি-ত্। তাড়নকারী, আঘাতকারী,
শাসনকারী।

তাড়িস (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ ঘটি-
শুষ্ক, তালপত্রাদির শুষ্ক। ৩ তন্দ্রা।

তাড়াগ (স্রী) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগভব জল, তড়াগের
জল। ইহার গুণ বায়ুবর্ধক, শ্বাস, কষায় ও কটুপাক।
হেমন্তকালে তড়াগ জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীত, ঝটতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃত করণ, দূরকরণ।

তাড়ি (স্রী) তাড়য়তি পঠেঃ শেভতে তড়-গিচ্-ইন্। বৃক্ষ-
বিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের
রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইন্দু, ধর্ম্মর, নিষ, মৈদের, মাকি-
কেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গৌলমূক রস পাওয়া যায়, বাহা
পান করিলে নোয়া হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। সুগার্ব-
তন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। বধা—

“সখিমা কালকুটক তাড়কুটক ধুস্তরম্।

অথিফেনং বর্জ্জরসতায়িকা তরিতা তথা ॥”

গুরুত্বত্রে ১৫৭ পটলে ইন্দুরস, বদরীরস, জম্বীরস, ধর্ম্মররস,
মাকিকেল ও ত্রাকারস মালক জব্য প্রভৃতির বিধান আছে।

“ইন্দুরসং সমানার পদ্যবিতং জলংকৃতম্।

বায়রং আঘটকৈব রসঃ খাঙ্করমেব চ ॥

মাকিকেলোত্তরতঃ ত্রাকারসরসংকৃতম্ ॥” [মত-দেশ।]

কুলাৰ্ণবতঃ ৫ম উদাসে লিখিত আছে—

“তালজা শুভনে শতা ধার্ম্যী সিপুনাশিনী।

নারিকেলতবা স্রীনা পানসী চ শুভপ্রদা।

মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যারিপুনাশিনী।

মৈত্রেয়্যাখ্যা কুলেশানি সৰ্দ্ধনা পাণহারিণী।”

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাহানে নেশার জন্ত তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈত্রেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাপ্রকৃতি থাকিলেও তাড়ি ও মত্ত এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা যোজ্য বা তাপে কেনা উঠিয়া তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং একরূপ রস পচাইয়া চোয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মত্ত বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের উর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটা আধার বা ভাণ্ড রাখিয়া দেয়। সচরাচর প্রতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ববৎ ভাল করিয়া চাচিয়া দেয়। এইরূপে বতরুণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরার রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাজি অথবা ফেনায়ুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাপ্রকৃতি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেন্টের আকবরী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেন্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্মূল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্ত-বীজের ঝড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। বাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেন্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

ভারত ও সিংহলের কটাওয়ালারা প্রায় সর্বত্রই পাউরুটি করিবার জন্ত এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে নিকাঁও প্রস্তুত হয়।

তাবপ্রকাশের মতে—

“তালজং তরুণং তৌরমতীব মদকম্মতম্।

অন্নীকৃতং তদা তু জ্ঞাং পিত্তকং বাতদোষহুং॥”

তালের টাটকা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অন্নরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেবীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের উর্দ্ধভাগে কাটিয়া চাচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব ও প্রাকালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে কেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈত্রেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মাদ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মাদ্রাজীরা মৈত্রেয়গাছ চাচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটা গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাটকা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা কেন্দ্রবৃত্ত তীব্র মাদকতাপ্রকৃতিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণের জাতিগণ অনেকেরই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁরাইয়া লইলে মৈত্রেয় জুরা (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—বেমল তালগাছের মোচ চাচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথা কাটিয়া চাচিয়া সেই রূপ রস বাহির হয়। আর্থ্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্ত, অপর রসের জন্ত। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্ত প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১১ হইতে ৩১ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনায়ুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এই জন্ত বাহাদুরের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার টাটকা রস লইয়া শীঘ্র আল

দ্বিগুণ হয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাদেশের বীপপুঞ্জও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম্ন—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্বে হইতেই যেখান হইতে রস হইবে, তথা হইতে এক প্রকার চুই চুই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস হইরাছে, শীঘ্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটা পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই-রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জগে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের শুঁড়ীর প্রায় অর্ধেকটা কাটিয়া দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মাক্সাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুরা প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণি-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দুরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ ভাবার্থে অণ্। বিদ্যাৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্ত শিরোনামগিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগি রহিয়াছে, জলভরনিমগ এই বাড়বাগি হইতে ধুমরাশি উথিত হয় এবং ঐ ধুমরাশি আকাশে বায়ুকর্জক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যামশি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যাৎ। অহুকুল ও প্রতিকুল বায়ুর আঘাতে উদ্ভাস্ত হইয়া পার্থিবাত্মের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকাল বর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। বাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, বাহাতে জলীর অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও বাহাতে তৈজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে। *

* "জল-জলনিমগে বাড়বাগিঃ বিতোঃসঃ"

সলিলভরনিমগাছখিতা ধূমশালাঃ।

বিষতি পদ্মনীতাঃ সর্কতভাঃ অব্যক্তিঃ

দ্যামশিকিরণবীণা বিদ্যুতকণ্ স্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোনামগি)

ইয়োপীর বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্বে অম্বাচ্ছাদিত পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সর্বাঙ্গ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও ইংরাজ কাবোন্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অতুক্তি হয় না। সভ্যতামনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

ইয়োপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কারের সাধন ও তাড়িত বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন ও কাবোন্ডিসের পর আঁপেরার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেনবিল (সর উইলিয়াম টমসন) ও ক্লার্ক মাক্সবেল ও হাটজের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আঁপেরার ফরাসী, হাটজ জার্মান এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত স্মরণীয় বিষয়। লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমান্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্তমান আছেন।

বর্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

* "অকস্মাৎবৈদ্যুতঃ তেজঃ পার্থিবাত্মকমিল্লিতম্।"

বাত্যাবহদ্রদ্রুতঘাত্যে প্রতিকুলাস্ফুল্লকরণঃ।

ধারোক্তং পত্ততি প্রায়ো হ্যাকাশপ্রাচ্যায়র্ষণে।

যতঃ প্রাচ্যুবি বৈবেতে পাংসব এসরতি হি।

তৎ জ্যো পার্থিবঃ চাপঃ তৈজসঃ তত্ত্বদ্বিভবত্।

জ্যো নির্বদ্যাতৈজঃ স্ফুলিঙ্গে বহুভূতং হ।" (সিদ্ধান্তশিরোনামগি)

ব্যবহারিক এরোগ হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই হুফর ; বর্তমান অবধি ভাড়াশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। ভাড়িতের ব্যবহারিক এরোগের জ্ঞান স্বতন্ত্র এবং আবশ্যিক। গ্রোহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি লগবিখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া ভাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্তমান অবধি সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

ভাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্ভ্রুতি আমরা সে বিতর্কাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

ভাড়িত কাহাকে বলে ?—ভাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যিক। একটা কাচের নগুকে রেশমী কামালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুকরোগুলি লাফাইয়া কাচনগুের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্রান্সেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিকুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক এই রূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিকুণীর ঊর্দ্ধগণ ঘর্ষণের ফলে কোন রূপ বিকৃতি দেখা যায় না ; ঘষিবার পূর্বে কাগজও খেঁচে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে, অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবিভূত আকর্ষণশক্তি বিশিষ্ট কাচনগু ও লাক্ষাদণ্ডকে ভাড়িতধর্ম্মাধিত বলা যায়। এই নূতন আবিস্কৃত ধর্ম্মের নাম ভাড়িত-ধর্ম্ম।

ভাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষার পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে ভাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটা দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় ভাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতু দ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই ভাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতির দ্রব্য পরস্পর দুই দিকে উভয়েই ভাড়িত-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে ভাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটা দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অল্প নানা কারণে ভাড়িতের বিকাশ পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে ভাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে ভাড়িতের বিকাশ হয়। তাহার আশ্চর্য্যকার জ্ঞান সেই ভাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় ভাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্বিত্ত ভাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

ভাড়িত-নিরূপণের উপায়।—ভাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জ্ঞান বিবিধ উপায় আছে। এক টুকরা সোলা এক গাছা হুতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে ভাড়িত-নিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন ভাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই সোলায় টুকরা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিঁড় করিয়া একটা পিতলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিতল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সুক্ষ লম্বু সোপার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে ভাড়ি-নিরূপণ বা ভাড়িীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অল্প কোন পদার্থে ভাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিতল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অল্প প্রান্তস্থ পাত দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

ভাড়িত বিধিবিধি।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ ভাড়িীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্রান্সেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা ভাড়িীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই ভাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুই খানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে ভাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিকল্প ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। হুতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড কুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া কুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুকরা গালা পশমে ঘষিয়া হুতার

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়।
স্থলভা দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে
বা টেলিয়া দেয়।

(২) গালায় তাড়িত গালায় তাড়িতকে বিকর্ষণ করে
বা টেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালায় তাড়িতকে আকর্ষণ করে
বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের তাড়িত ও
গালায় তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মযুক্ত। কাচের
তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালায় তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত
বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধনরাশির সহিত ঋণ রাশির যে সম্বন্ধ,
পাণ্ডার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের
যে সম্বন্ধ, পূর্ন মুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ,
ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ।
দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না,
গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন
অগ্র বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না;
সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-
তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র বল
সম্যক পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা
পাওনা থাকিলেও ঠিক সেই ফল; সেইরূপ ধন-তাড়িত
থানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে
কমিলেও ঠিক সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের
আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে তাহা বৃদ্ধিতে হইবে, তাহা হইতে
ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক তাহাই
বৃদ্ধিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অল্প সন্দেহ
নাই। এই দুই স্রণ রাখিতে হইবে যে ধন-তাড়িত ক
হইতে ধরে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত ক হইতে ধরে গেল,
উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাহী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া
ধন বলিবার পক্ষে কোন সুক্তি নাই। দুই বস্তু তাড়িতের
মধ্যে এককে ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের
তাড়িতকে ধন ও গালায় তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়া-
ইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন
দ্রব্যকে শুক রেশমী হুতা দিয়া শুক বায়ু মধ্যে বহু দিন

পর্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু
হুতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা
কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে
শীঘ্র তাড়িতধর্মের লোপ হয়। শুক হুতা ও বায়ু অপরি-
চালক এবং আর্দ্র হুতা, আর্দ্র বায়ু এবং মহাব্যের শরীর ও
ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর
দিয়া তাড়িত অস্ত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ
তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ গালা প্রভৃতি অপরি-
চালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই
স্থানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে
তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়।
এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আটকাইয়া রাখিতে
পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া
রাখিতে হইলে উহাকে শুক বায়ু মধ্যে শুক রেশমী হুতা
দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্মিত
দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র
থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জমে; তখন তাহার
গা বাহিয়া তাড়িত অস্ত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম,
পশম, বায়ু, তুলা, শুক কাঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল
প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ
উত্তম পরিচালক। মহাব্যের শরীর পরিচালক। কোন
দ্রব্য তাড়িত থাকিলে স্পর্শ মাত্র সেই তাড়িত অস্ত্র
চলিয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে
তাড়িতের ক্রিয়ায় প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হালকা দ্রব্যের
নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের
অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির ফুলিঙ্গ প্রভৃতি
তাড়িতের অন্তরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নি
ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া
তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুস্র
দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না,
অর্থাৎ একটা টিনের বাস্কর বা লোহার খাঁচার ভিতর হালকা
দ্রব্য বা তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাস্করের বা
খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও
সেই সকল হালকা দ্রব্যের উপর বা তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের উপর
উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল কারাদে
একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাস্কর রাঙতার মুড়িয়া বস্ত্রযোগে
তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া অসংখ্য তড়িৎবীক্ষণাদি
লইয়া সেই বাস্করের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাস্করের বাহির

হইতে সূর্য অগ্নিকুণ্ডল ইত্যন্ত বিকশিত হইতেছিল ; কিন্তু বায়ুর ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে ভাঙিতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে ভাঙিতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন ভাঙিতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে ভাঙিতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা কাঁচা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে ভাঙিত সঞ্চিত করিলে সমগ্র ভাঙিত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন ভাঙিতবিশিষ্ট দ্রব্য বায়ু বা ঝাঁচার মত কাঁচা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র ভাঙিত সেই বায়ুর বা ঝাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই দ্রব্যটী বাহির করিয়া তড়িৎবীজ-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র ভাঙিত বর্তমান নাই।

একটা ঝাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্বত্র ভাঙিতক্রিয়ার ক্ষুদ্রি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে সর্বত্রই ভাঙিত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অল্প ভাঙিত থাকে না। আবার পিঠেও সর্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা চিক্ বর্তুলাকৃতি তাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে ভাঙিত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উচু বা কুঁজ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও হ্রাজ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদ্র ভাঙিত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অল্প বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে ভাঙিতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, চিক্ সেই ধর্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি ভাঙিত জমিলে ভিতরে সমগ্র ভাঙিতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে ভাঙিত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের

ভিতর দিয়া ভাঙিতের বল প্রযুক্ত হয়। হইখও ভাঙিত-যুক্ত পদার্থ বাহ্য মধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান-নর ঠেল দেখা যায়। হুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাসে পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাসের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাসটী যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের ভাঙিত ও বাহিরের ভাঙিত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ ভাঙিতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইম্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ভাঙিতে ও ঝাঁকিতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, শুঁড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য এরূপে টানিতে, ভাঙিতে বা ঝাঁকিতে পারা যায় না। কাচকে ছুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যেখণ্ডে বাধা দেয়। খানিকটা কাধা লইয়া টানিতে গেলে কাধা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। ভাঙিতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে ভাঙিতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উচু নীচু, বা বড়ুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, তবু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ ঝাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে ভাঙিতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে ভাঙিতকে এক জায়গা হইতে অত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া ভাঙিত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে ভাঙিতের চাপের একটু ইতর বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা ভাঙিত জলের মত অবোধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে ভাঙিতের চাপের কোন ইতর বিশেষ থাকে না; সর্বত্র সমান চাপ হওয়ায় টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত ভাঙিতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উচ্চতা (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের বৎসামাত্র ইতরবিশেষ ঘটিলেই তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উচ্চতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উচ্চতা সর্বত্র সমান হইবে; একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উচ্চতা সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের সম্ভাব্য এই। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন সম্ভাব্য হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উচ্চতা সর্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চয় করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে, আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, বাহ্যতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উচ্চতা সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না যায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখানে হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উচ্চতা অধিক, সেখানে হইতে যেখানে উচ্চতা অল্প, সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা মাত্রই পাড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্তর্য যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অল্পে গড়াইয়া যায়, উভয়ই উচ্চতা সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতবাহিত প্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটা পিতলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া স্থতা দিয়া স্থলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্তমান। নিকটে উচ্চতা অধিক, বত দূরে যাইবে উচ্চতা ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উচ্চতা কম, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতসম্বন্ধ একটা ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উচ্চতা অধিক সেখানে হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখানে হইতে যেখানে বেশী, সেই

দূরে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তাড়িতবাহকীয় তাড়িতের অন্তিম-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাদ্যপাদি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। স্থূলভাবে তাড়িত পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন। এই পর্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনবনত।—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু উহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক জবোয় পিঠ হইতে অন্য জবোয় পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্চুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতবৃত্ত বস্ত্র আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্বত্র ও সর্বদা দ্রুত পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। এক স্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে; উভয়ের ধ্বংস বা ন্যাস হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা শিতলের কোন জিনিষ দিয়া ধর। পূর্বেক নিম্নমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উচ্চি বেশী, দূরে উচ্চি কম; কাঙ্কেই এই ধাতু দ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখ ও নিকটস্থ সেখানে উচ্চি অধিক, ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উচ্চি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্বে উহার পৃষ্ঠে কোনখানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উচ্চি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উচ্চি কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নতুন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিলিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উচ্চি অসমান হইলেই খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উচ্চি একটু বাড়িয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উচ্চি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উচ্চি অসমান থাকিতে পায় না, এবং সর্বত্র উচ্চি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার ক্ষুদ্রি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি ঋণেয় বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক আরগা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অল্প কোন না কোন স্থলে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগ-ফল শূন্য থাকে। মাইকেল ফারাদে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অল্প ধাতুর বাস কুনি হইতে ত্রাকাত করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত্ত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক-টার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দেশে ছুইলে যেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাঁটায় ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্তমান থাকে। তড়িৎীকণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের ভাঁটাটা সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িৎীকণে ধরা দেয়। আর ভাঁটাটা যদি বাহির করিবার পূর্বে ভিতরে বাক্সের গাভ্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর ভাঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশ মাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে ভাঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেঝে ও উপরের ছাদ সর্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িত-যুক্ত একটা ভাঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই স্থানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিহ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও বৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই শূন্যলব্ধি ভাঁটাটার পৃষ্ঠদেশ-বর্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বালকের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ বায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বালকের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে বতখানি ধন আসে, রেশমে ঠিক ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম তাহা আমরা নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, অগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চার করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততখানি ঋণের অল্প কোথাও লোপ হইবে। যোগকল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিস্ফিট বা পৃথক্কৃত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনই উচ্চতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উচ্চতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উচ্চতি তত কম হইবে। ধন অধিক উচ্চতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বৃষ্টিতে হইবে ঋণ ও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উচ্চতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উচ্চতি সর্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অব্যাহে চলিয়া সর্বত্র উচ্চতি সমান করিয়া লয়। সর্বত্রই উচ্চতি সমান করিবার কালে ধন-তাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ ছুইটা ধাতু দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটায় ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া ক্রোধের ভাবে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অবশ্য উহার

উচ্চতি পড়ে; তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উচ্চতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিসে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উচ্চতি পড়ে, একটা বড় জিনিসেও ততটুকু দিলে উচ্চতি ততটা পড়ে না। একখানা ধাতুর ও একটা চৌম্বক সমান জল চালিলে উচ্চতা ও বাষ্প চৌম্বক যত হয়, ধাতুর ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উচ্চতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। ছুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটার উচ্চতি অধিক সেখান হইতে যেটার কম সেইটার খানিকটা ধন-তাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উচ্চতি সমান হয়।

অস্ত্রাত্মক দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অস্ত্র দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উচ্চতির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত-যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উচ্চতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উচ্চতির সহজে হ্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উচ্চতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পৃথিবীর উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উচ্চতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উচ্চতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে বতঃ নিরসুখে যায়, তাপ যেমন গরম আরগা হইতে শীতল আরগার যায়, ধন-তাড়িতও তেমনই যেখানে উচ্চতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উচ্চতি কম সেই খানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চার করিয়া রাখিবার নরকার হইলে উচ্চতি বত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেইরূপ এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন-তাড়িত সঞ্চার করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উচ্চতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে থানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সমস্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার বে পিঠ প্রথম থালার সমুদীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালার বতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উচ্চতা হইত, নিকটে ঋণ থাকার উহার উচ্চতা ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উচ্চতা ততই কম হইবে। কাজেই একরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন তাড়িত সঞ্চার করিলেও উহার উচ্চতা বড় উঠে উঠে না। তাড়িত সঞ্চার করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাঙতা বৃদ্ধিতে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতার যত্ন তৈয়ারি হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি লাক্সাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে বতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাধিয়া রাখে, অস্ত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অস্ত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন জব্যের পিঠে থানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন জব্যের পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, থানিকটা ধনের সমুদখে থানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথটা এই যে সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি জব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অল্পকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ধন তাড়িত যেখানে উচ্চতা অধিক সেখানে হইতে যেখানে উচ্চতা অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্তী ঋণ তাড়িত বিপরীত মুখে বাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক

থাকিলে সহজে ধাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ ধাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গত্যাত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত হয়। একটা ভান্নার বা শিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়েই সেই ধাতু জব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের কল উভয় তাড়িতের সন্নিহন। সন্নিহন ঘটিলে সর্বত্র উচ্চতা সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, উচ্চতা সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সন্নিহন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্তী প্রদেশে উচ্চতা অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উচ্চতা কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উচ্চতা-বৈষম্যের ফলে ধন নিরন্তর ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে বাইতে চেষ্টা করে। যে দ্রুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহার পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আটকাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উচ্চতার বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক রাখিতে পারে না। ইন্স্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহ্যে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়; সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সন্নিহন ঘটে। সন্নিহনের পর আর উচ্চতার বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিলে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় জব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা জ্বলিয়া বা কাটিয়া যায়। সুখে বারুদের যত দাঙ্গ পদার্থ থাকিলে উহা

অগ্নিরা উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের কুলিঙ্গ, তাহার আত্মবলিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতবস্তুর সাহায্যে এই সকল ব্যাপার স্থল-রূপে দেখান যায়। আলোক শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অন্নমাত্রার অন্নজান, অজ্ঞানক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ স্থলর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইসলারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতবস্তুর উৎপাদিত এই অগ্নি কুলিঙ্গ ও তাহার আত্মবলিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেকামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উভয়েই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অগ্নয়ান করেন। যুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত যুড়ীতে সংলগ্ন অর্জিস্থতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে কুলিঙ্গ দিতে থাকে। অস্তান্ত পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও বজ্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ কুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদাত্মবলিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উচ্চ-তিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু বাহিত মেঘ প্রায় সর্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাধিয়া বৃহত্তর জলকণার পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উচ্চতা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্তী মেঘের পূর্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়।

উচ্চতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত কুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জনাধি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সন্নিহন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে বত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের বেধানে বেধানে উচ্চ, কুজ, হুচ্যাগ্র স্থান বর্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে চেলিয়া ধরে। এইরূপ চেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উচ্চতা কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবপণনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন হুচ্যাগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে চেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িত-বস্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে স্থানান্তরিত খাতুদও পুত্তিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্তী বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া খাতুদণ্ডের স্থল অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত কুলিঙ্গ সত্ত্বের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-কুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ খাতুদও দ্বারা মধ্যস্থ কলসাত্তের সত্তাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে হুচ্যাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার খালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তড়িত-বস্তু।—পর্যাপ্ত পরিমাণে তড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য ত্রিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রার তড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা মলাইয়া চাল। আর একখানা রেকাব কাচ বা অন্ত্র অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম খালার গালায় পিঠে ক্লাবেল বা বিড়ালের চামড়া বার দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তড়িতের সমুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধনতড়িত সংক্রমিত ও আবিস্তৃত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুভারও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন তড়িতের যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তড়িৎবহন বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্ত্র দ্রব্যের গায়ে তড়িত জন্মান হয়। সেই তড়িত আবার বড় বড় তড়িতাধারে কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামসদেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তড়িতশক্তির অভ্যন্তর অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তড়িৎবহনযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তড়িতের আধার স্বরূপ বর্তমান। আরম্ভে ক'রে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'রের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সমুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'রের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমস্ত ধনটা ক'রে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যস্থতী গ'কে একবার ক'রের নিকটে ও একবার গ'য়ের নিকটে লইয়া ধেনে এবং সাতকো মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে

ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উক্তর তড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট দূরীক্ষা অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ (Holtz), বন্স (Voss) বিন্সহরসৎ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্মিত তড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আলাকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তড়িতপ্রবাহ।—একটা তড়িতযন্ত্রের তড়িতাধারে খানিকটা তড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তামার তার দিয়া ঐ তড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনই সমগ্র তড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তড়িতাধারের উচ্চতর ভূমির উচ্চতর সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম হয়। প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাছ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তড়িত আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তড়িতের প্রবাহ তার মধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্থানান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তড়িতপ্রবাহ চলে। ঋণমধ্যে সঞ্চিত তড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধনতড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ তড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এ ফলেও তড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে এক পিঠ তড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উচ্চতর সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উচ্চতর সমান রাখা যায়, ততক্ষণই তড়িতের প্রবাহ এক অংশ হইতে অন্য অংশে চলিতে থাকিবে। উচ্চতর সমান হইলেই প্রবাহের রুদ্ধ হইবে।

তাড়িত-বস্তুর দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অল্প উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে ঋণে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে ঋণে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণতাড়িত ঋ হইতে ঋণে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতবস্তুর ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটি।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাণ্ডের গারে বা শব্দহীন মাছের গারে ধরিলে উহাদের নির্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অল্পে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কারী। খানিকটা জলে একটু লুন বা কয়েক কঁটা জাবক চালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাত এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিম্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈরার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকজাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকজাবকে একখণ্ড দস্তা ও অল্প একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই বিত্তীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্রাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা করলা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুখণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকজাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার অজ্ঞানক বায়ু উদ্ধৃত হইয়া তামা বা তথিখ অল্প বে ধাতু কোষে থাকে, তাহার গারে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এই অল্প সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্রাটিনম্ অথবা করলাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাঙ করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবকরজাবকে) আর্জ

করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত জাবক অজ্ঞানক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের অল্প বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, প্রোবের কোষে প্রাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে করলা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎপাদনের অল্প উহার ব্যবহার হয়। অজ্ঞানক পোড়াইবার অল্প নাইট্রিকের বদলে বাইক্লোরিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতকগুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমাগত সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈরার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেই কতকটা প্রতিবন্ধ ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধও বাড়িবে।

তাড়িতবস্তুর হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উচ্চতা খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উচ্চতা উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উর্ধ্ব হইতে বেগে গতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে আর সমতুল্যে ধীরে প্রবাহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে লোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বাহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তি ও এখানে প্রবাহ তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উচ্চতা খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার বৈপরীত্য ইতর বিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তামা ও লোহার বদলে অল্প দুই ধাতু, বিশেষতঃ এস্টিমনি (রসজল) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার অল্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা বোধানে এত কম যে সাধারণ পারদযুক্ত তাপমাত্রা-বস্তুর উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। চাঁদের

আলোর ও নক্ষত্রালোকের উত্পাদন আনিবার জন্য এই বস ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্যে অত্যন্ত উচ্চতর অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রকোষ বা তাপক প্রবাহে এ সকল কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য ইহাতে তাড়িত ক্ষুণ্ণাদি ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। ইহার উচ্চতর যন্ত্র তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাঝের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটিনম, সোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থল, তাহার প্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থল দেড়ের প্রতিবন্ধ খুব সামান্য।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথি মধ্যে ছই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ শীঘ্র হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলি যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্মের মধ্যে তিনটা প্রধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার কম হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জ্বলিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তার যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্লাটিনম ধাতুর পরি-

চালকতা কম; সুতরাং তাহা প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্তুলের ভিতর প্লাটিনম বা কয়লার স্থল তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রবাহী পথে তার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্তুলটিকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাসপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে ছই একটা কোষ চলে না। বহুসংখ্যক কোষ লাগি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া ছই টুকরা কয়লা দিতে হয়। ছই মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুকরা ও মধ্যগত বায়ুর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধূপ ধূপে আলো দেয়।

আজি কালি একরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যক কোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে থানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের ছই প্রান্ত হইতে আগত তার ছইটার মুখ জলে ডুবাই। জলে ছই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাই। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তার সংলগ্ন তাহার মুখে অজ্ঞান আর বেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অল্পজন উলগ্ন হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, কার পদার্থ ও দ্রাবক ও কারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাজাই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটয়া থাকে। কোন কোন বারবীর ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুসম, অল্পভাগ উপধাতুসম (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালয় তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলয় তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অল্প রাসায়নিক উপায়ে যোগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম (পটক), সোডিয়ম (সল্লিক) ক্যালসিয়ম (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্ভ্রান্ত করাণী মোরান সাহেব কুরিন (দীপক) নামক অত্যুগ্র বারবীর উপধাতু এই উপায়ে যোগিক পদার্থ মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক করিতে পারা যায় বলিয়া ভাঙিতপ্রবাহ আজ কাল গিণ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গারে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা স্বল্প আন্তরগ দেওয়াকে গিণ্টি করা বলে। এই সকল ধাতুগুটিত কোন সাধারণ পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে ভাঙিতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গারে গিণ্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তানয় ভায়ে আটকাইয়া সেই দ্রব্যমধ্যে ডুবাই। অচিরে উহার গারে ধাতুময় স্বল্প আবরণ জন্মিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থল আন্তরগ জমাইয়া উহার হাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া ভাঙিত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্ব ভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাঁটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে চায়; আর ভাঙিতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝা মাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্তী মুখ ডাহিনে পূর্বমুখে যায়। একটা উটাইলে আর সমস্ত উটায়।

চুম্বক শলাকাকে ভাঙিতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা ভাঙিত-বার্তাবাহের সৃষ্টি। কলিকাতার ভাঙিতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতার বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরালেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কোশল প্রচলিত আছে। আজ কাল এসেছে টেলিগ্রাফ ট্রেনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বক-লয় একটা হাতুড়ী 'টক টক' করিয়া সানাবিধ শব্দ করে,

অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফ এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে উল্লেখের স্থানান্তর। [ভাঙিতবার্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতদূরে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দিষ্ট হিঙ্গাব নাই। বস্তুতঃ ভাঙিত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দিষ্ট বেগ নাই। আজ কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী, যে ভাঙিত-প্রবাহ তন্মধ্যে অন্ত্যস্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ট্রেনে তার কোষে লয় করিবামাত্র তারে একটা ভাঙিতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ট্রেনে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌঁছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সূচাকল্পে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। রাস্গোর অধ্যাপক মর উইলিয়ম টম্‌সনের প্রতিভা সকল বাধা বিয় পরাজয় করিয়া তাহার নাম জগ-বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

ভাঙিত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেন্ডে তার দিয়া কতটা ভাঙিত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লিষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যায়। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তত-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিত্যন্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বসলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেঁটন করিতে হয়। যত পাক বেঁটন দিবে, প্রবাহের বলও তত শূণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা বাক্সে ঝুলাইয়া বাক্সের গারে তার জড়াইলে ভাঙিতের প্রবাহ-মাপক বস তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvanometer.)

ভাঙিত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—ভাঙিত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ভাঙিতপ্রবাহ স্বরূপেই সর্বাংশে চুম্বকধর্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বই প্রদেশে যে যে বাষ্পার খটে, ভাঙিত-প্রবাহের পার্শ্ব প্রদেশেও ঠিক সেই সেই বাষ্পার খটে। তারের একটা আঁটা তৈয়ার

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইয়া মাত্র উহা ঠিকই চুষকে পরিণত হয়। একটা বড় ইম্পাতের চুষকের পার্শ্ব লোহা রাখিলে উহা চুষকধর্ম পায়, চুষকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ ভাঙিত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুষক পায়, চুষক-শলাকা নির্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইম্পাতকে প্রবল চুষকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুষক দিয়া ঘরিলে ইম্পাত স্থায়ী চুষকে পরিণত হয়। তেমনি ইম্পাতের গায়ে ভাঙিতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুষকে পরিণত হয়। কাঁটা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুষকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুষক তৈয়ার করিবার জন্য ভাঙিতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবল প্রবাহ সাহায্যে কমভাঙ্গালী চুষক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের কলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া জুল্লর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Sobnoid বলে। বাজালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে ভাঙিত বহিলে উহা সর্কাসে চুষকের নেশের বা শলাকার অল্পরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আগনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুষকে চুষকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুষকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে। অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে ভাঙিতপ্রবাহ চালাইলে উহা চুষকধর্মাক্রান্ত ইম্পাতের খালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক বা পাশ উত্তরবর্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সমুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুই-টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। করানী পণ্ডিত আপ্যোষ প্রথমে উক্ত গণিত প্রোগ্রামে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি কারাদেও মক্বেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

ভাঙিত এজিন।—চুষকের পাশের প্রবেশকে চৌম্বক প্রবেশ বলিব। ঐ প্রবেশে লোহা রাখিলে তাহা চুষক পায়। চৌম্বক প্রবেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে

আর আর চুষকে বহুক্ষণে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুষকে যে তাবেই রাখ, ভাঙিতমাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্বক সরাইলেও পুনঃ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। ভাঙিতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রবেশ। সেখানেও চুষক বা অন্য ভাঙিতপ্রবাহ বহুক্ষণে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। তাহার ঘুরিয়া ঘিরিয়া আপনার নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রবেশে চুষক ও ভাঙিতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে ভাঙিতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক পরিবর্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল ভাঙিতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক প্রবেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রবেশে তারের অপর অংশ একরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবার মাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এজিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ ভাঙিত এজিনেও তৎসমুদয় নির্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এজিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা করলা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। ভাঙিত এজিনের কাজও ভাঙিতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকক্রাবকে দত্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকক্রাবকের সহিত দত্তার সংমিশ্রণ সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। করলা অপেক্ষা দত্তাতে বায়ু বাহুলা বলিয়া ভাঙিত এজিন বাষ্পীয় এজিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ভাঙিত-প্রবাহের সহিত চুষকের লব্ধ।—চুষকের সহিত ভাঙিত-প্রবাহের এই সাধন্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুষক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে ভাঙিতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অসুস্থমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অসুস্থমান সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহ মাত্রেয়ই (তাহাতে চুষকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু ভাঙিতের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত স্বরূপ। তাঁটা যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষ-রেখার উপর আবর্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক ভাঙিত-আবর্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহশিঙে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুষকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

তু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদে-
শে এই আবর্তনকল বর্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া
থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী
সমগ্র শূন্যপ্রদেশে ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দিকে এই
অদৃশ্য সর্ল্লদেশব্যাপী পদার্থেও তড়িতের ক্ষুর আবর্ত্তগুলি
বর্তমান। সেখানে এখানও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্ত-
গুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি
করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অকরেখা-
গুলি নির্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক
প্রদেশে তড়িতপ্রবাহ বস্তুজাত্রে স্থাপন করা চলে না।
সে আপনা হইতে একটা নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে
আপনা হইতে যেদিকে বাইতে চায়, উহাকে সেদিকে
অবাধে বাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে
চলিতে একটু কীণ হইল। বেন প্রবাহ যে মুখে চলিতে-
ছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া
পূর্বতন প্রবাহকে কীণ ও চূর্ণল করিয়া দিল। প্রবাহ বেদিকে
বাইতে চায়, উহাকে সেদিকে বাইতে দিও না; বলপূর্বক
উহার উলটা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ
আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। বেন আর একটা নূতন
প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্বতন প্রবাহকে বাড়িয়া দিল।
চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন
কীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন
প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়।
চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম
তড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল কারাদে ইহার আবি-
ষ্কর্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া
বেড়াইতেছে, উহাতে তড়িত-প্রবাহ একবারে অতিবাহীন
হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়।
উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ
হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের
কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে কল, চুম্বকে দূর হইতে তারের
নিকটে আনিলেও ঠিক সেই ফল। আবার তড়িত-প্রবাহ
সকল বিবরে চুম্বকের সন্নিহন; সুতরাং তারের নিকটে একটা
প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে
নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; অসাবিত্ত প্রবাহ এমন
দিকে বহিতে থাকে, বাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা
দেয়। এই হিসাবটা অরণ রাশিতে কোন্ মুখে প্রবাহ
জমিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ বোঁড়া চলিলে আরোহী

যেমন পশ্চাতে বৌকে, আর হঠাৎ খামিলে আরোহী সন্নিহনে
বৌকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তড়িত-প্রবাহ কোন
তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে বেন একটা বাধা পড়ে;
সহসা প্রবাহমান প্রান্তকে খামাইতে গেলে উহা ধামিতে চাহে
না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে।
চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের
আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক
প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তড়িত-
প্রবাহের প্রভাব বিস্তারিত। সেই প্রভাব সর্ল্লভ সমান না
হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প।
অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প
প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরি-
চালকে লইয়া বাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে
তড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি
ততক্ষণ। যদি উভয়দিক প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ
না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা বস্তু বেগে এক স্থান
হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল
ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তারের তারকে কয়েক পাক জড়া-
ইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে
থাকিলে খুব প্রবল তড়িত-প্রবাহ পাওয়া বাইতে পারে।
ব্যবহাপূর্বক তড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে
উগ্রতা ও উজ্জ্বলি বিষয়ে উহা তড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের
তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রুমকর্কের কুণ্ডলী (Roomkoff's coil) নামক
যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তড়িত-প্রবা-
হের উজ্জ্বলি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরি-
চালক বায়ুতে দিয়া যায়। ছ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তড়িত-
ক্ষুলি ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়।
প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে দিকি ইঞ্চি ক্ষুলি মিলে না।
বারবীর পদার্থে তড়িতক্ষুলি চলিলে যে সকল ব্যাপার
ঘটে, সে সমুদাই এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকারে
দেখান যাইতে পারে। গাইসলরের নলের কথা পূর্বে
বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বারবীর পদার্থ অল্প
মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ
বর্ণের বিভিন্ন আলোকের বিকাশ হয়। জুক্স সাহেব কাচের
নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করিয়া
কুণ্ডলীদ্বারা তড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিষমরকর ঘটনা
দেখাইয়াছেন। জুক্সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে
না বলিলেই হয়। গোটা কতক অণু এমিক্ ডিনিক্ হুটাইটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাক্তিক বহন করিয়া ইতস্ততঃ
ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক
প্রকৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে
ধাক্কা দিয়া বিভিন্ন উচ্চল বর্ণের আলোক বিকাশ করে।
জুক্স নলের এই সকল ব্যাপার অতি জ্ঞান ও মনোহর।

রুমকর্কের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাক্তিক প্রবাহ জন্মে, তাহা
একটানা অবিক্রম প্রবাহে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও
থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা
দশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছিন্নের
সংখ্যা যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়িয়া লক্ষক ও
নিম্নতরক তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উচ্চতা
শূন্য উচ্চ উঠান যায়, তাহা হইলে জুক্স নলকে আর যন্ত্রের
সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে
কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশে উচ্চল হইয়া
উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাক্তিক-
প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত
করে। আশ্চর্যের বিষয় যে যাহার শরীর ভেদ করিয়া যায়,
সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্কের যন্ত্রের বা
সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে
না; কিন্তু এই অত্যাগ্ৰ তাক্তিক-প্রবাহের ধাক্কা সেকণ্ডে
শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন
ব্যথাও ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর
যুবক নিচনা তেঙ্গা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত
করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরা-
ইলে পৃষ্ঠ ও উগ্র তাক্তিকপ্রবাহ জন্মে। পৃষ্ঠ অর্থে পরিমাণে
অধিক। উগ্র অর্থে উচ্চতা বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস,
গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজ কাল
বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে
প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইম্পাতের চুম্বক
ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাক্তিকপ্রবাহ বৃহৎ
লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত
করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে
তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেঁটন করিয়া চুম্বক
ভেদার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পূর্ণ হয়; চুম্বকের প্রত্যাবর্তন
ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েরই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া
পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্ত, ট্রেন চালা-
ইবার জন্ত ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্ত তাক্তিক-

প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে।
এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্ত বাশীর
এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারি ব্যাটারী জুক্স ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে
ইম্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়,
উহাকে ডাইনামো না বলিয়া মাগেটো বলা হয়। ডাক্তারী
ব্যাটারি জুক্স মাগেটো মাত্র। একটা ইম্পাতের চুম্বকের
কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে তাহাই রোগীর শরীরে
চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার
এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও
অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ
কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে
ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা প্রবাহ জন্মে। খানি-
কটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে
তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া
খানিকটা তাক্তিক ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার
গায়ে যেন তাক্তিকের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার
গায়ে ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়,
আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়।
আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকণ্ডে হাজার
বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা
পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলি প্রবেশ লাভেই একরকম
অসমর্থ হয়। কিয়দূর মাত্র প্রবেশের পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায়
বা উদ্ভাপে পরিণত হয়।

তাক্তিক-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন—ডাক্তারী
ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্কের যন্ত্র বা তেঙ্গার
যন্ত্রে তাক্তিকের একটানা প্রবাহ বহে না। প্রবাহটা একবার
এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন
আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের
ধারণা ছিল, তাক্তিকের এক একটা ক্ষুদ্র এক একটা ধাক্কা
মাত্র। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রের সঙ্গে খানিকটা ধনতাক্তিক
একমুখে ও ঋণতাক্তিক অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু
সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা ক্ষুদ্র একটা মাত্র ধাক্কা
নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন জারে বা
তাক্তিক যন্ত্রে ক হইতে খ মুখে, এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে
খানিকটা ধন তাক্তিক সহসা বাহু ভেদ করিয়া গেল; কলে
ক্ষুদ্র জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ
উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এমিক্ হইতে ওমিক্, আবার ওমিক্ হইতে এমিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ পতারাভ করে। এবাহ যার, আবার ফিরিয়া আসে। একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার; উহার দ্বিতিকাল সেকেন্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এমিক্ ওমিক্ পড়িয়া যায়। বহুসংখ্য যার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আলোলনের সমষ্টিকল একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনগত প্রতিবিম্ব দর্শনের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিক্ষারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটা কাটা বোধ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িতের আলোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উচ্চতা বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বার্থ। এই স্বার্থের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ করে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক ধর্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যার এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যার না; যখন যার তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালকে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিরংক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আলোলন চলে। এই আলোলন থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রের অন্তর্ধান হয় ও সর্বত্র উচ্চতা সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালক এই প্রভেদ। আবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যার, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতপ্রবাহ উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর ভাগে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তার চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক প্রবেশ। চৌম্বক একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চৌম্বক যার না। অসুস্থান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পার্শ্ব বিস্তার, বাহ্যে ঐ চৌম্বক বর্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে শূন্যস্থানও পদার্থ বিশেষে একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পার্শ্ববর্তী ইংরাজীতে ঐধর বলে; বায়ুমাধ্যম আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যবাপী পদার্থ বিশেষ। এই ঐধর বা আকাশ শূন্য অশূন্য ও অশূন্যের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন দ্বিত-হাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোহিত ও হইতে এই নক্ষত্র পর্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যার, অথচ আশ্চর্য যে

কাঠিন্যবিশেষে ইশাভ ও ইহার নিকট পরাভিত। এই আকাশ অক পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃ স্পন্দন ও আলোলন-ভাভ ধাক্কা চেষ্টা বহন করে। চেষ্টাগুলি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিন্নাশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্ব আকাশেই এই চৌম্বক ধর্ম দেয়। মাইকেল ফারাডে চৌম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সন্ধা আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দিষ্ট দিক আছে। চৌম্বক প্রবেশে এই স্পন্দনের দিককে ঘুরাইরা দিতে পারে। চৌম্বক ধর্ম যে আকাশেই ধর্ম ইহা হইতে ও অস্তিত্ব কারণেও অসুস্থিত হয়।

চৌম্বক ধর্ম যদি আকাশেরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া যন যন আলোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আলোলন উপস্থিত হইবে। অক পদার্থের অণু কল্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আলোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্মি বা চৌম্বকোর্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চৌম্বকেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্তী ও সহচরী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বই চৌম্বকের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চৌম্বকের তুলনা আবর্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিকল্প সন্ধা দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনবী ক্লার্ক মক্কেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তি দ্বারা মক্কেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কল্পন বা আলোলনমাত্র উহা করেক বৎসর হইল ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই আলোলনের কলে যে চতুঃপার্শ্ব আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্কেল তাহা অসুস্থানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল উর্ধ্বের অতিশ্রু প্রত্যাক করিতে পারেন নাই। জর্জ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্মির অতিশ্রু সকলকে প্রত্যাক করান। তদবধি

তাড়িতোশ্মি এক রকম চর্মচকুর গোচর হইয়াছে। চেউ-গুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকণ্ডে কত গুলি করিয়া চেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোশ্মিও ঠিক আলোকোশ্মির মত একলক্ষ ছিন্নাণী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোশ্মি সর্বাংশেই আলোকোশ্মিরই অমূ-রূপ, সদৃশ ও সমজাতীয়। মক্ষবেলের অস্থান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে কলিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রাধান।

ফলে তাড়িতের চেউ ও আলোকের চেউ সর্বাংশে সম-ধর্মী। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্তিত ও বিক্ষারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দিষ্ট দিক আছে, তাড়িতোশ্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দিষ্ট দিক আছে। তাড়িতের উর্ধ্বগতির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অত্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া বশবী হইয়াছেন।

উভয় উর্ধ্বের মধ্যে অল্প বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোশ্মির মধ্যেও আবার ছোট বড় আছে। সাধারণতঃ চকুর গোচর আলোকের চেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের চেউ গুলি খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ চেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র যনানো-লিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্যন্ত তাড়ি-তোশ্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট চেউদ্বারা হির হইল, এবং আলোকবিকাশ তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা বাইতে পারে। আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ বেশ তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ বেশ কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাতু সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাদ বা কাঠের সহিত কাপা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা বাইবে। উচ্চতির বৈষম্যে আকাশে

টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়ি-তের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশ-মাত্র একটা পরিবর্তন অমুভূত হয়। সেই জন্ত ধাতুময় পদার্থের গারে ভিন্ন অজ্ঞাত তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর বৎসামাত্র টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচাল-কের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর স্থিতিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দিকে আকাশে উর্ধ্ব উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্তৃক দশদা বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাতুর পর ধাতু, উর্ধ্বের পর উর্ধ্ব সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাতু সঞ্চালনে অক্ষম, ধাতু পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া গড়াইয়া যায়। ধাতু উহার গারে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দূর বাইতে বাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাবিলে তাহার অণুগুলি বেঁঠন করিয়া আকাশের আবর্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলিও হ্রত নির্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে লাগে। শুধু লোহা কেন অজ্ঞাত জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণনারস্ত হয়। ফারাদে দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম পাইতে পারে। তাড়িতের চেউগুলি বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গারে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্ত এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট চেউ-গুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গারে পড়িয়া কতকটা প্রতি-ফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই ষপিজির, তাপমানবহু প্রভৃতি দ্বারা ধরা পড়ে, উহা-

রই মধ্যে আবার কতকগুলো ছোট ছোট ডেউ চকুর দায়িত্ব
বলে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর
দিয়া তাড়িতের ডেউ বা আলোকের ডেউ বাইতে পারে না।
ধাতুপদার্থ মাঝে এই জন্ত আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রস্তুগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্তমান বর্ষের (১৮৯৬)
আরঞ্জে অস্ত্রিয়-অধ্যাপক রস্তুগেন (Rontgen) একটা নূতন
রস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ফ্রুক্স নলের কথা
বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদা-
র্থের গোটা কতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটছুটি করে ও
পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হইলে বিভিন্ন আলোক জন্মায়।
রস্তুগেন দেখাইয়াছেন, ফ্রুক্স নলের ভিতর হইতে একরকম
রশ্মি নির্গত হয়, বাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে
সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। কাঠ, কাগজ কাগজ প্রভৃতি অনচ্ছ
পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর
মধ্যে আলুমিনিয়ামকে সহজে ভেদ করে, নীলকে ভেদ
করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে বাইতে পারে
না। নলের বাহিরে অদ্ভুত রশ্মিশক্তি সরল রেখাক্রমে চলে।
বাহিরে ফটোগ্রাফিক্স জন্ত তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে
আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে।
বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল
করে। রাস্তায় যদি নীল বা কাচের মত জিনিষ থরা যায়,
বাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল
জব্যের ছায়া পড়ে। ময়ূষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই
রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই
রশ্মির পথে মাংস পড়িয়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া
পড়ে এবং কটোগ্রাফিক্স দ্বারা বা আলোককল্পন দ্বারা
সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর
কোন স্থান তাড়িলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও
সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা
সহজে ধরা পড়ে।

ফ্রুক্স নল ভিন্ন জন্ত উপায়ও এই রশ্মি উৎপাদনের
চেষ্টা কতক সকল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথি-
বীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ,
প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে।
বস্তুতঃ রস্তুগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন।
তাড়িত রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি
পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতাব্দীর পূর্বে তাড়িত কোড়কের লাসপ্রী
ছিল। সত্যি যন্ত্রের সত্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রস্তুগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬
অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ
সংকেতাদি দ্বারা পূর্বে দূরবর্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা
হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে।
কলতঃ, ঐ সমস্ত সংকেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থল-
ভাগে প্রেরণজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই
বিজ্ঞান বলে সর্বোৎকৃষ্ট বার্তাবাহকপে সর্বত্র নিয়োজিত
হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্তী
প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্যন্তরীণে সংবাদ প্রেরণ
করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে
তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্য-
দেশেই সম্যক্রূপে সম্ভাব্যতার লাগিতেছে এবং সন্ধি বিগ্রহ,
ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে।
সভ্য সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার
কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ
তাহার মূল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যন্ত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা
দ্বারা দূরবর্তী স্থানে সংকেত পরিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল।
১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ ওয়াটসন সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর
পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা
লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫০
খৃষ্টাব্দে স্কটস্ ম্যাগাজিন (Scots' Magazine) নামক পত্রি-
কায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা
যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি
কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে
২৪টা অক্ষরের জন্ত ২৪টা তারের প্রত্যেক এক একটা পিথ-
বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত
করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তত হয়। ঐ বর্ষেই জর্জসিতে রিউসার
(Reussar) পিথ-বলের পরিবর্তে সোণার দুইটা পাত ও
উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্বারা অক্ষর প্রকাশ
করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ বর্ণন-জনিত তাড়িত
(Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে
অনেক সময় কষ্টে সংকেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা
পরিভ্রম বৃদ্ধা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে
বল্টা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current electricity)
আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং স্থিতিমতে
তারের দ্বারা দূরানুদূরে প্রেরিত হইতে পারে এবং
তাহাতে ইহার শক্তিরও তাৎপর্ষ্য্য অগোচর হয় না।

কিন্তু প্রবাহতড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমরিং সাহেব (Sommering) ৩৫টি পৃথক পৃথক তার দ্বারা ৩৫টি জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অঁপেরার (Ampère) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্তে ২৫টি কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারন শিলিং (Baron Schilling) কুম্বরাজ্যে কেবল একটা মাত্র কোম্পাসের সূচীর পরিদোলন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গশ (Gauss) সাহেব দুইটা তার দ্বারা ৯০০০ ফিট দূরে একটা ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্তমান দর্পণতড়িতমান-বস্তুর (Mirror galvanometer) মত।

উহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন-হিল (Steinheil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তড়িতবাহ্যির বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্বপ্রথম তড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত অপর একটা তার না রাখিয়া একটা তারেরই দুই মুখ দুই টেশনে ভ্রূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটা তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এই সময় দুইটা কোম্পাসের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটা মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রনে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটা কাঁটা একটা ধন ও অপরটা ঋণ-তড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটা দ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্ত কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটা দ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তড়িত দ্বারা এই সমুদায় তড়িতবাহ্যি সম্পন্ন হইত।

একটা নোহেবের উপর অপরিচালক প্তবাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তড়িতপ্রোত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তড়িত প্রোত বন্ধ হইলে নোহের চুম্বকধর্ম নষ্ট হয়। এই রূপ তড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটা ঘণ্টার আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূল সূত্র। হাইট্টেন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে দক্ষা বাদিত করিয়া

টেলিগ্রাফ করিবার পূর্বে কেম্ব্রীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসারূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমেরিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হাইট্টেন ও কুক সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেটওয়েস্টার্ন রেলপথে সর্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটির নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কপা হয়। একটা কাঁটার যন্ত্রে একটা তার ও দুইটা কাঁটার যন্ত্রে দুইটা তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হাইট্টেন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তড়িত টেলিগ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তার অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তড়িত-বাহ্যিবাহের জন্ত এখন নানা দেশে নানা প্রকার তড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্বে ডানিয়েল সাহেবের তড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্তে বাইক্রোমট তড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আকিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্মিত ও দস্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্ত তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা শতুমর খুঁটির উপর সংযুক্ত চীনা মাটির অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি একরূপ কোশলে নির্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্য ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে বেথানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার শুটাপাঠা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে তারে তড়িতের অপচয় কম হয় ঘটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িতবার্তাবহের পূর্ব পূর্ব আবিষ্কাগণের বিবাস ছিল যে তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত একটি বিতীয় তার না থাকিলে বার্তাবহ কার্য হইতে পারে না। পূর্বোক্ত হাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লোহবর্ষ লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীর হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্তন জন্ত তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ঠেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটি তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারের যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতপ্রবাহ ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুকুরিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূসংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত বার্তাবহের মূল উপাদান তিনটি যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ঋতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটি যন্ত্র। ২য়, এক ঠেশন হইতে অপর ঠেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কোশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়াল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা স্থীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটি তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটি অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে উল্লিখিতভাবে একটি চুম্বকশলাকা লিখিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটি কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই ঘরের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ এই কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বকশলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই লক্ষ্যে বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালানাইরা এই কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়াল টেলিগ্রাফে একটি ডায়াল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৪টা অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বহু একটি কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্তী ঠেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। এই কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলিগ্রাফে বিস্তার সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিগৃহ্মণ হইয়া পড়ে। অব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটি বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটি লৌহ-দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক-ধর্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটি লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্মিত একটি তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। এই তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। এই চুম্বকের উপরিভাগে একটি লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটি ক্ষুদ্র শ্রিংঘারা এই দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর দিকে দণ্ডের শেষে একটি স্থল পেন্সিল বা স্থচী বদ্ধ থাকে। এই স্থচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটি কাগজের সূত্র ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ নির্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন এই তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অল্পপ্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা স্থচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ স্থচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইলেই শ্রিংঘার বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতপ্রবাহ অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা স্থচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। এই কাগজের ফিতা একটি চাকার জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির দ্বারা কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

বা হুটী অগ্নিবাহী বা কিছু অধিককাল কাগজে সংলগ্ন থাকিলে কাগজে বধাক্রমে একটা বিন্দু - বা রেখা— অঙ্কিত হয়। সম্রাতি অনেক স্থলে গেলিস বা হুটীর পরিবর্তে কালির হস্ত নল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর ভাঙিতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিজ্ঞাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিজ্ঞাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

A —	N —	1 —
B —	O —	2 —
C —	P —	3 —
D —	Q —	4 —
E —	R —	5 —
F —	S —	6 —
G —	T —	7 —
H —	U —	8 —
I —	V —	9 —
J —	W —	0 —
K —	X —	Understood —
L —	Y —	
M —	Z —	

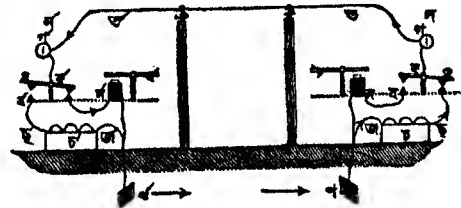
ছুইটা অক্ষরের মধ্যে একটা ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁক রাখা হয় এবং ছুইটা শব্দের মধ্যে উহার প্রায় বিস্তৃত স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্র \ এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং / চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা বধাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার জায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও হুচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটা ক্ষুদ্রকাঠের পিড়ি। উহার



উপর থ থবহানে নিবন্ধ চ চ ধাতুর দণ্ড অবস্থিত। ইহার ন প্রান্ত স ক্ষুদ্র শ্রিংখার সর্দঙ্গ দ ভারের সহিত সংলগ্ন থ নামক একটা ধাতুখণ্ডে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম উঠিয়া থাকে। ত লাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। ক ধাতুখণ্ড গ তারদ্বারা ভাঙিতকোষের এক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন। খ বাতুপিত দ তারদ্বারা ইন্ডিকেটর বা

নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন। হ টীনারাটী বা অপর অপরচালক পদার্থ-নির্মিত ক্ষুদ্র হাতল। উপরিস্থ চিহ্নে সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যন্ত্রগণ অবস্থা থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে ভাঙিতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া দ তারদ্বারা সংবাদনির্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া জুগুর্ডে প্রবেশ করে। নির্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সংকেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া মএম সহিত ভাঙিতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভাঙিতকোষ হইতে ভাঙিত-প্রবাহ স্তরায় চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অন্ন বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অন্ন বা অধিক-ক্ষণ ভাঙিতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর-বর্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। ছুইটা ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিহ্নে দেখা যাইতেছে ছুইটা ষ্টেশনের

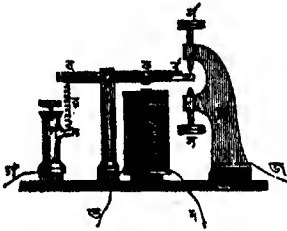


যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ' ভাঙিতকোষ যন্ত্র, ক ও ক' সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ন ও ন' সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দেশক, গ ও গ' ভাঙিতমান যন্ত্র এবং ত ও ত' লাইনের তার। চ ও চ' ভাঙিতকোষযন্ত্রের এক এক প্রান্ত ছ ও ছ' স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত জ ও জ' জুগুর্ডের সহিত সংযুক্ত চিহ্নে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ ভাঙিতকোষ হইতে ভাঙিতপ্রবাহ ক চাবির মধ্য ও গ' ভাঙিতমানযন্ত্র দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তথাকার গ' ভাঙিতমানযন্ত্র দিয়া ক' চাবিতে প্রবেশ করিতেছে। এই চাবি এখন ন নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া ভাঙিতপ্রবাহ তথায় গমন করিয়া

সংবাদ প্রাপ্তি করিতেছে এবং অবশেষে প' দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তড়িতমানব্রহ্মারা তড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্যালয়ে আরও কয়েকটি যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটি নির্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবাস বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দেশক যন্ত্রকে সম্যকভাৱে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ যন্ত্রের জন্ত একটি পৃথক তড়িতকোষ থাকে। ঐ তড়িতকোষের ছুটি মেরুর একটি সাক্ষাৎ ভাবে নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটি জ তার



দ্বারা রিলে যন্ত্রের ন এর সহিত সংলগ্ন। নির্দেশক-যন্ত্রের তড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প' দিয়া ব ক মেরুর সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তড়িত-প্রবাহ রিলে স্থিত তড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্যে দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তড়িতকোষের ছই মেরু সংযুক্ত হওয়ার উহার প্রবল তড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্যে দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি ন প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দেশক যন্ত্রে তড়িতপ্রবাহ

হ্রাস হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই রূপভাবে প্রবলতর তড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং লুপট সঞ্চেত নির্দেশ করে।

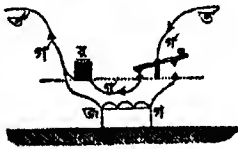
টেলিগ্রাফ-কার্যালয়ে কর্মচারীগণ বহুরূপ ক্ষিপ্ততার সহিত অস্বাভাবিক সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন ক্ষুদ্র কর্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০০০-টি শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দেশক যন্ত্রের তড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহমণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারা ই সঞ্চেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকার একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের স্থায় একটি যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তড়িতীয় চুম্বক একটি ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তড়িত-প্রবাহ অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোসের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্মচারীগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্ত একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাঠের তক্তায় একটি চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটি ধাতুর পাতা ও উহাতে একটি ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটি ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। প্রিংএর বলে হাতুড়ি ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ি দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অল্পদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টার আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবারাত্র তড়িতপ্রবাহ বন্ধিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ার প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্বাবস্থা পাইবারাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টার টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেবলি এই শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত এই যন্ত্র হইতে কোশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দেশক যন্ত্রে আসিতে দেয়।

অনেক সময় ঝড় মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারত্ব বাতাবিক তাড়িত বিদ্যুৎ হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিঘ্ন ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটা যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ। করাতের মত দুইটা তামার পাত লম্ব-ভাবে পাশাপাশি একপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটা লাইনের তার ও অপরটা ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্তাবাহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্তৃক উপচয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটা প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়া কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।



জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ অভিমুখে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত লাইনের তারে বাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সবে সবেই ঈঙ্গিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক

ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্তী ষ্টেশন সকলেও এই সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। একজ্ঞ দূরবর্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটা ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্তী ষ্টেশনের যদ্বাদি কিরূপে বিভক্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।



জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ' মেরুর সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়িত-তীয় চুষক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুযম্ব দণ্ড অপরদিকে ত লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ' দণ্ড সচরাচর শ্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুষকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু এই সময়ে চ চ' মেরুর চ প্রান্ত চুষকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ার জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ' দণ্ড ও দ দিয়া গ' গ' অভিমুখে ত লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক হইয়া যায়, সুতরাং ত তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, তত-ক্ষণ ত তারেও মধ্যবর্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্ম হানি হয় না।

এ পর্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালার ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বলা

বাহ্য্য ইহার ব্যাধি অত্যন্ত কুটিল এবং স্মৃতিগুণ কৰ্মচাৰী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিক টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অতাবনীয় কার্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্মাতাদিগকে আনন্দোৎসাহে পূর্ণ হৃদয়ে জানিবার যোগ্য।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত স্মৃতিগুণে থাকে না। বাহ্য্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্য প্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয় তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫৭৭টা বিদ্যুৎ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪৫ পদা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আলকাতরা-মাখান শূণ্য প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেঠন করা হয়। এইরূপে মধ্যম তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্বার ধুনা, তর্পিত তৈল, আলকাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাঁহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান প্রদানের অল্প দুইটা তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটা তার দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপ: যঃ পদার্থঃ কৰ্মধা। পদার্থবিশেষের বর্ণন দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িত্ত পরিচালকঃ ৬৩৭। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্তাবহঃ কৰ্মধা।

(Electric telegraph) তাড়িত দ্বারা দীর্ঘ সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের দ্বারা দীর্ঘ সংবাদ আইসে।

[তাড়িতবার্তা দেখ।]

তাড়িতবিরোজন (ক্ৰী) তাড়িত্ত বিরোজনঃ ৬৩৭।

(Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লব্ধ কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিরোজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্ৰী) তাড়িত্ত আকর্ষণঃ ৬৩৭। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িত্ত অপরিচালকঃ ৬৩৭। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিজ্ঞান ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (ক্ৰী) তাড়ী-ভীষু। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রক্ষম, তাড়িয়াং গাছ, পর্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

“শুব্যস্তমালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥” (রাধাকৃতঃ ৩৩২৮) ২ আভরণবিশেষ। (তুর্গসিংহ)

তাড়ুল (পুং) তাড়য়তি তড়-গিচ-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক। তাড়্য (ত্রি) তড়-গিচ-ৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড়্যমান (ত্রি) তড়-গিচ-শানচ। ১ বাস্তমান, পীড়্যমান, আহতমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাস্তভেদ, চক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্ৰী) তণ্ডিনা মুনির্নাকৃতঃ অণু। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্ৰী) তণ্ডিনা মুনির্নাকৃতঃ তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদাত্ম্যোতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণু। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য। “পুনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং ত্রীনৃত্যং লাত্মনৃত্যতে।” (শকার্ণাতি)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উচ্চনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তুর্গবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে বতালঃ স কার্ণ-ভরাত্যভেতি ঠন্। মহাদেবের ধারক নন্দী। (জিকা)। তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবঃ প্রিয়ঃ বস্তু বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়দাত্ত।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতী ঐ কৰ্ম্মণি ক্। নৃত্তিক।

- তাণ্ডি (ক্ৰী) তাঁড়েন মুনিনা কৃতঃ তাণ্ড-ইঞ। নৃত্যশাস্ত্র।
- তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ডোন প্রোক্তঃ অধীয়েতে ইতি ইনি বলাপঃ।

তণ্ডিমুনিত্ব তাণ্ডপ্রোক্ত শাখাধারী, বাহারা যজুর্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্বেদের কল্পত্ব প্রণয়ন করেন।
[তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গারি। যঞ। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ডী (ক্ৰী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ভীষ্ বলাপঃ। তণ্ডিমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাৎ (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ (হৃনিনভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩৯০)। অহুধান্তেতিতনৈর্গ-
লোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অন্নবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অহুধাঙ্গী। (ত্রি) ৪ পুত্র্য, মাজ।

“তন্মাতৃভ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথাইসি।” (রঘু ১৭২)।

(দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্ত পিতৃরিব গো বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী।
গুণতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (ক্ৰী) তাতশ্চ জনয়ত্ৰী চ। পিতা ও মাতা।
এই শব্দ নিত্য বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্ত পিতৃস্তল্যঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য,
পর্যায়—পিতৃসম, মনোজব, মনোজব, পিতৃসমিত, তাতুল।
(মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতঃ প্রশস্তঃ যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃত্ণ্ড।
ধ্বনন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লাক পুৰো পত্ৰ তঃ। ১ রোগ।
২ পাক। ৩ লোহকুট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি)
৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিভূত এক জাতি।
ইহারা যোগলশাখাভূক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে,
আফানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কক্সসাগরের পূর্বে
এবং হিমালয় মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া
আছে, তাহার অধিবাসীগণ যুরোপীয়দিগের নিকট তাতার
নামে পরিচিত। পূর্বে, কেবল যোগলজাতিই তাতার
নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জলিস্থার অভ্যুদয়ের পর যোগল-
শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়া-
ছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়ায় যোগলশাসনাধীন ভূভা-

গও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত
হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্তী তিব্বতের ভোটগণ,
রক্ক, খোভেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের সাকুজাতি
আপনাদিগকে তাতারবংশসম্বৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাছু
প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাস্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের
বাস। এই তাতার পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয়
পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোলা পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই
বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া
থাকে।

পূর্বকালে যে কিছিন্না, কেণ্ট ও গুলজাতি যুরোপের উত্তর
ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই
গিয়াছিল। গথ, হুণ, হুইদিম্, তানাল ও ক্রাক জাতিও
এই তাতারবংশসম্বৃত।

তাতারী ভাষা বলিলে সচরাচর হুই ভাব প্রকাশ পায়।
এসিয়ার ভ্রমণশীল হুণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত,
তাহা একটা, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-
এসিয়ায় যে ভাষার সহিত তুর্কক ভাষার অধিক সাদৃশ্য
দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিহ। ১ পুত্র। (জটায়ুর) তার ভাবে
ক্ৰিন্। (ক্ৰী) ২ বৃদ্ধি। “তদত্র ভবতা নিশ্চয়াশিবাং কাম-
মরিষ্টতাতিঃ” (বীরচ)।

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন্ কালে তবঃ তৎকাল-ঈঞ। (আপ-
দাদিপূর্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪২১১৬, অস্ত্র যত্রস্ত বার্তি-
কোক্ত্য ঈঞ)। তৎকালতব, তৎকালীন, সেই সময়ে বাহা
ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ভীষ্।

“ততঃপ্রাক্‌মণ্ডকৌ তু কুর্যাদেকাদশে তথা।

কর্ত্তৃত্বাৎকালিকী গুদ্রিতগুদ্রঃ পুনর্যেব সং॥” (গুদ্রিতবে শম্ভ)

মহাশুদ্ধ নিপাতে হাদশাহ অশোচ হয়। কিন্তু একাদশ
দিনে অশোচ সত্ত্বেও প্রাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ
প্রাদিকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক গুদ্রি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (ক্ৰী) তৎকালত।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তবসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (ক্ৰী) তাৎপর্য্য ভাবঃ তৎপর য়াঞ। ১ বক্তার
ইচ্ছা। ২ অতিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।

“আকাঙ্ক্ষা বক্তৃ রিচ্ছাত্ত্ব তাৎপর্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।” (ভাষ্যপ)

বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই
তাৎপর্য্যদ্বারা অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ

দিলেই পর্যাপ্ত হইবে। “গঙ্গায়াং ঘোবঃ” এই বাক্যটি বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোব এইরূপ বুঝার, তাৎপর্য্যামুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্তাদির বোধ হইতে পারে, “গঙ্গায়াং” এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু “গঙ্গায়াং” এই পদে গঙ্গা মধ্যে ও “ঘোব” পদে মৎস্তাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোবঃ” এই কথা বলিলে গঙ্গা মধ্যে মৎস্তাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় একরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোব বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যামুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ ছান্দসন্ত্যঃ দকারন্ত আত্মঃ। তৎকালীন।

“বিতাত্যা পিতরা ব আসতুঃ” (ঋক ১১৬১১২) ‘তাত্যা তৎকালীনো’ (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্ৰী) সেইরূপ স্তোম বা স্ততি।

তাৎস্থ (ক্ৰী) তাহাতে স্থিত।

তাধাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) দেই মত।

তাদর্থ্য (ক্ৰী) তদর্থত্ভ ভাবঃ তদর্থ-ত্ভঞ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কণ্ঠশি চ। পা ৫।১।২২৪)। ১ তদ্ব্যবহারিক, তদ্ব্যমিত। ২ তদর্থত, তদ্ব্যমিতার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্ৰী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন-ত্ভঞ। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ সম্বন্ধ।

তাদীত্বা (অব্য) তদানীং পুৰো* সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। “তাদীত্বা শক্রং ন কলা বিকিৎসে” (ঋক ১৩২।৪)

‘তাদীত্বা তদানীমিত্যন্ত পূর্বোদরাদিভ্যং বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।’ (সায়ণ)

তাদ্বী (ক্ৰী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশতে তদৃশ-ক্‌স, সর্বনাম টেয়াৎ। তাহার মত, সেইরূপ। “ততঃ প্রভৃতি তাদৃশ যোগ্যার্থপ্রাপ্তি-লালসঃ” (রাজত ৪১২২)।

তাদৃগ্‌বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যন্ত বহত্ৰী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশতে তদৃশ-কিন্ (ভাদাদিহু দৃশো হনালোচনে কক্। পা ৩।২।৬০) সর্বনামটেয়াৎ। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশতে তদৃশ-ক্‌ঞ। তাহার মত, দেখিতে তত্ব্য। “কতবিধং প্রেম পতিস্ত তাদৃশঃ।” (কুমারসং ৫৭)।

তাদৃশী (ক্ৰী) তাদৃশ-ভীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী।

“যাদৃশী ভাবনা বস্যা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” (উটট)

তাদৃশ্য (ক্ৰী) একধর্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন-ঘঞ। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাজভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিশ্রব্ধ্যাদির হেতু বংশাদি সাধ্য স্বর বিশেষ; অমূল্যে বিলোম গতিতে গমন ও মুচ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মুচ্ছনা সংশ্রিত, সপ্ত-স্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উপলক্ষ্যশীল। ইহা হইতে আবার ৮০০ কুট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো*)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরসিকেরে বিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, বাতক, সাতক ও সুরাতক। যে তানে অমূল্যে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অমূল্যে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে বাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে ১ তান।

দুই সুরে ২ তান।

তিন সুরে ৩ তান।

চারি সুরে ২৪ তান।

পাঁচ সুরে ১২০ তান।

ছয় সুরে ৭২০ তান।

সাত সুরে ৫০৪০ তান।

সমগ্র ৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরসিক*)

তানপুরা (দেশজ) সঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটা অলাবুনির্মিত ধর্ম বা ধ্বনিকোষ, একটা কাঠনির্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পটকা দ্বারা প্রোক্ত হয়। তুখক গন্ধর্ক এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। গীতবাস্তবের সময় সুর বিয়াস নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটা পিতলের ও দুইটা লোহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি দৌ দৌ পি
স স স প

তানপুরাতে যে চারিটা তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবন্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্ৰী) তনোভাবঃ তন-ঘঞ (ইগন্ধাক লঘুপূর্বাৎ। পা

* “বিতাত্যেভ্যে আরোপা বে মুচ্ছনা শেবসংজ্ঞাঃ।

ভানাজেত্বাদিনাশং সপ্তস্বরসম্বন্ধাঃ।

ভেদ্যেব ভবত্যেত কুটতানাঃ পৃথক পৃথক।

ভেদ্যঃ পুনঃপুনঃ প্রয়োগঃ পতিস্ত চ।” (সঙ্গীতদামোবধ)

১৫১৩১) শরীরের তত্ত্ব। “তানবং তত্ত্বাগায়ে দৌর্ঘ্য-
জমগাদিবং।” (উজ্জলনীলমণি)

তানবা (সুন্দী) তনোরপতাং পর্গাদিবাং যজ্ঞ। তত্ত্ব
অপত্য।

তানব্যায়নী (জী) তনোরপতাং জী তত্ত্ব শোহিতাদিবাং ফ,
ষিবাং ভী। তত্ত্বর অপত্য জী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল
লিখিয়াছেন সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায়
নাই। প্রথমে ইনি একজন গোড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে
গিরা হরিদাস ঋষীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-
রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি
সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে,
তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি
তকা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারত বিখ্যাত
হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম খুর অনেক চেষ্টা করিয়াও
তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও
তানসেনের অপূর্ণ গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে
দিল্লীতে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায়
আনিবার জন্ত জলানউদ্দীন কুচী প্রেরিত হইলেন। রাজা
রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন
না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন।
তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে
গান শুনান, সে দিন সম্রাট সঙ্গীতনারককে ছই লক্ষ টাকা
পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীখরের সহিত দেখা
করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান
গাহিতেন না। সম্রাট অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান
শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্ঠকে তান-
সেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ
হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরহুহিতাও
মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে
তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্বে
তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার
প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্ততিপ্রকাশ অথবা ভনিতা
থাকিত। (ঐ সকলের গান সহজ চক্ষে দেখিলেই বোধ হর
যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের
আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর
অথবা ‘তানসেনপতি অকবর’ এইরূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার
কণ্ঠ হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদ্যাস্তিক ভাবে
ব্রহ্মকে অগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটি
গান আছে।

“প্যারে! তুঁই ব্রহ্ম তুঁই বিষ্ণু তুঁই শেখ তুঁই মহেশ।

তুঁই আদ তুঁই নাম তুঁই অনাথ তুঁই গণেশ ॥

জলস্থল মস্তক বোম, তুঁই অকার বম সোম,

তুঁই উকার তুঁই মকার নিরোকার তুঁই ধনেশ।

তুঁই বেদ তুঁই পুরাণ, তুঁই হনীশ তুঁই কোরাণ,

তুঁই ধ্যান তুঁই জ্ঞান তুঁই ভুবনেশ।

তানসেন কহে ব্যান তুঁই সেন তুঁই রমণ।

তুঁই স্বর পলয়ন তুঁই বরণ তুঁই দিনেশ ॥”

মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তান-
সেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যু সপক্ষেও এক অপূর্ণ উপাখ্যান
শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র
হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন।
অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত
হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের বড়বন্দ করত। কিন্তু তাহাতে
কৃতকার্য না হইয়া সকলে ছিন্ন করিল, দীপকরাগ গাহিলে
গায়ক জলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে
বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। একদিন অক-
বর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।
সম্রাট তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অহরোধ করিলেন।
তাহারা সকলেই কহিল, ‘দীপক জানিনা, কেবল এক
মিঞা তানসেন জানেন।’ অকবর তানসেনকে দীপক
গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের
নিকট আসিয়া কহিলেন, “যদি আমাকে চান, তবে দীপক
গাহিতে আদেশ করিবেন না।” কিন্তু দীপক শুনিবার
জন্ত দিল্লীখরের অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। তিনি তান-
সেনের কথার কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি
করেন! আপন কন্ঠকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে
দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের
গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের
কন্ঠা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু
আশঙ্কা করিয়া তাহার হৃদয় বিকৃত হইল। * তানসেনও
দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে
আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাহার স্বরপ্রভার
* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সত্য নির্দোষ দীপ সমুহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্দোষ হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রের মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোয়ের উপর এখনও একটা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠের পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অধিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী বোগিয়া ও দরবারী কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন-ই-অকবরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশীয় প্যারসেন কাছনয়র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানুনপাত (ত্রি) তনুনপাৎ বা অগ্নি সম্বন্ধীয়।

তানুনপু (স্ত্রী) তনুনপা দেবতা অস্ত্র-অগ্নি। তনুনপু-দেব-তাক পূজালা, বায়ুর উদ্দেশ্যে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

“তানুনপু মন্তেতং” (কাত্যায়ণ শ্রোত্রী ৮।১।২৪) ‘এতদাভ্যং তানুনপু সঃ সঃ ভবতি’ (কক্ক)

তানুর (স্বঃ) তন-বাহুলকাৎ উরগ্। অলাবর্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণাঙ্গল।

তাস্ত (ত্রি) তম-ক্। ১ স্নান, পরিষ্কার। ২ ক্লাস্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্দশ, ক্ষীণ।

তাস্তব (স্ত্রী) তস্তোবিকারঃ অজ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তস্ত-নিপ্পিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত স্থল্য তার প্রস্তুত করা যায়।

তাস্তবতা (স্ত্রী) তাস্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম। যে গুণ থাকতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তত্ত্ব অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাস্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তাস্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সজ্জ তার হয়, এমন নহে। দৌহের তার বেদন স্থল্য হয়, পাত তেমন স্থল্য হয়

না। রাং ও নীলাকে শিটরা উত্তম পাত প্রস্তুত করা বাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্রাটিনম্, রোপ্য, তাজ, বর্ণ, নস্তা, রাং, নীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ববর্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্ত্রতঃ প্রাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তাস্তবতা গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ স্থল্য তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার বাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তাস্তব্য (পুংস্ত্রী) তস্তোঃ সস্তানস্ত অপত্যং গর্গাৎ যজ্। তস্তর অপত্য, সস্তানের অপত্য।

তাস্তব্যায়নো (স্ত্রী) তস্তোরপত্যঃ স্ত্রী য় বিধাৎ ভীষ্। তস্তর অপত্য স্ত্রী।

তাস্তিয়াটোপী (তাতিয়া টোপী) সিপাহী বিজ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী-বিজ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যাতিলাভ করেন, তাস্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে নান নহেন। কানপুরের বিজ্রোহে তাস্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইংহাম্, কলিন্স প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়রের বৃহত্তী চমু সিদ্ধিয়ার পক্ষ পরিভাগ করিয়া বিজ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাভীরাটকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাভীরাটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় আসির রাণী আপনার পার্শ্বময় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাস্তিয়া সেই সময় সৈন্ত রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত বৃটানসৈন্তের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তিনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কান্দী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্ত আসিয়া গোয়ালিয়ার অধিকার করিলে এবং আসির বীর রাণী শত্রুর তুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাস্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সজে বিস্তর সৈন্ত ও অর্থবল থাকার তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী-দিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটান গবর্নমেন্ট তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়া ছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপির তাস্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাস্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্খবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজত্ববর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোধ্য করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তাস্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জরপুরে তিনি চর পাঠাইয়া ছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তাস্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তাস্তিয়া স্বরূপে নর্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোকের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে তাঁহার সৈন্তগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্ত তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন। সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উবেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট সাহেব তাস্তিয়ার অগ্রসরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভাগ-বাড়ার নিকট রবার্ট একবার তাস্তিয়া সৈন্তের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিগতের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তাস্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তাস্তিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্তগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্তী। অবিলম্বে তুর্ধ্যক্ষনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তাস্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অথারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দূরদৃষ্ট ক্রমে তাস্তিয়ার সৈন্তগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তাস্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া বালুপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বালুপাটন একটা সুবিখ্যাত দেবী রাক্ষসের রাজধানী। তাস্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদিগের নিকট কর স্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০ টী কামান পাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তাস্তিয়া সৈন্ত বলে ও অর্থ বলে বিশেষ বলীয়ান। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাজী মাজেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তাস্তিয়ার

বিশ্বাস ছিল যে ইন্দোর অর করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাক্ষসের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাস্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখাট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্তে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাস্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিবান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্তগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে রণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তাস্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্তগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তাস্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

তাস্তিয়া নর্মদা নদী পার হইয়া দক্ষিণাংশে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্নেন্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তাস্তিয়া নর্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাস্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কাশুন নামক গ্রামে পৌঁছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্লও তাঁহার গতিরোধার্থ খিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাস্তিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া নর্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র বিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্তগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তাস্তিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটিশসৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অধোধ্য হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্তে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তাস্তিয়ার সৈন্তগণকে আক্রমণ করিয়া ৬ টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তাস্তিয়া ইজগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উদয়পুরের দুর্দশার এক

শেষ হইয়া ছিল। তবে উত্তরদল একত্র হওয়ার কতকটা আশার সন্ধান হইল। তাহারাই ক্রমবর্ধমান মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হলাম্‌স্‌ নসিরাবাদ হইতে ২৪ খণ্ডার মধ্যে ২৬ কোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিজোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে ভাষ্টিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভয়েংসাং হইয়া কতিপয় অশুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোজের নিকটবর্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মানসিংহ সিক্কিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিক্কিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্তই তিনি দল্ল্যবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। ভাষ্টিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ক হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি ভাষ্টিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়্যার মেজরমিডকে মানসিংহ ও ভাষ্টিয়াকে ধৃত করিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫২ খৃঃ অঙ্গ) ১ই মার্চ মিডনাহেবে যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মানসিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বুটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিক্কিয়া তাঁহার বেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার স্বপ্ন স্বচ্ছন্দ বুদ্ধির জন্ত ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করিবেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও ভাষ্টিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি কিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বুটীশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে ভাষ্টিয়াকে ধরিত। আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভায় অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া ভাষ্টিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড সাহেব তাহার উপর সদয় হইরাছেন। তখনও ভাষ্টিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি কিরোজশাহের কাছে বাইবেন। “আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব” বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রায়ে

বিজোহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে ভাষ্টিয়া প্রগাঢ় নিজার অভিভূত। বিখ্যাস্বাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় ভাষ্টিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে ভাষ্টিয়াকে সিক্কিতে পাঠান হইল। বিচারে ভাষ্টিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে ভাষ্টিয়া জবাব দিয়া ছিলেন, “আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।” ১৮ই এপ্রেল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই কয়টা কথা বলিয়া ছিলেন, “আমি নিজের জন্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নাই, আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।” [নানাসাহেব, সিপাহী বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

ভাষ্টিয়াটোল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দল্লা। মধ্য-প্রদেশে নিম্নার জেলার অন্তর্গত ঘাটকের নিকটবর্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কুবিজীবী ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্ম গ্রহণ করে।

তাঁহার বাল্যাবস্থার মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যালিক্ষার অসম্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সংগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও জায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষ্টিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শূলধর গ্রহণ করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গৌঁ গৌঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে গোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহার একত্র চাল করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়স্কালের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমার ভাষ্টিয়ার দায় হইল।

ভাস্কর্য্য মোকদ্দমার হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম
মধ্যম শিল্পী দেয়। এই অন্তায় অন্যাচারে তাহার একবৎসর
কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তাস্তিরা জেল হইতে কিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু
এইখানে বাস করিতে করিতে কড়কগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে
পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে থালাস পাইলে এবার আঁর ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে তাস্তিয়া পুনরায় পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তাস্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটা প্রধান কারণ। তাস্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাঁহাকে অন্ন অন্ন চুরি ও ডাকাইত করিতে হইত।

খড়োলাগ্রামে বিজনিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তাস্তিয়া তাহার নিকট হইতে বড়বস্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তাস্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটা লোকের বড়বস্ত্রে পুলিশ কর্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজমিয়া ও দৌলিরা এই দুই জন মৃত হয়। এই হাজতে তাক্সিয়ার অশুচর ভীল কএদী ১০-জন ছিল,— তাহারা হাজত বসে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তান্ত্রিয়া স্বদেশবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ কোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলায় লৌহনির্মিত হাসলী প্রভৃতি তান্ত্রিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তান্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়াছিল, তান্ত্রিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তান্ত্রিয়া রূপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্র-নিগড়ে দান করিত, যে অসহায়ে খাইতে পাইতেছেন না, তান্ত্রিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে রূপণ, বা দুর্দান্ত, তান্ত্রিয়া তাহার পক্ষে যথস্বরূপ।

যে যে লোক তাঁহাদের বিকল্পে বড়বড় করিয়াছিল এবং
তাঁহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জজ-চেষ্টা ছিল,
তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষকরণের ও প্রদান

করিল। তাহাদের বয়স বার শোড়াহীরা-মিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা-তেও যখন তাস্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্তোপায় হইয়া হোলকর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর-রাজও বৃত্তীশ পুলিশের সহিত এক মত হইয়া তাহার অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তান্ত্রিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তান্ত্রিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্ত্রিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তান্ত্রিককে ধরিত না পারার প্রধান কারণ, তান্ত্রিক্য
দরজের পিতা, বিপদের একমাত্র আশ্রয় দাতা। তান্ত্রিক্য
যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরজ প্রভৃতি লোক-
দিগকে সর্ব সঙ্কাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তাস্তিয়ার নিকট বিশেষ
রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকলক্ষেণে তান্ত্রিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড-
লীর নিকট বিশেষ সমানুত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে
তান্ত্রিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বান্যকাল হইতেই তাহার
এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তান্ত্রিককে ধরিবার নিমিত্ত গবর্নমেন্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিখ্যত কর্মচারী ও সৈন্যক পুলিশ কেহই কৃতকার্য হইতে পারিল না। তান্ত্রিকা এইরূপে কখন ইংরাজ রাজ্যে কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে ছুটিদিককে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতি মধ্যে তান্ত্রিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ নৌলিয়া ধৃত হইয়া
 টির নিরাসিত হইল। তান্ত্রিয়া অনেকগুলি ভাবাইতি
 করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সাম্যমুণ্ডি ধারণ করিয়া
 অবস্থান করিতে লাগিল।

তাতিয়া ৫-বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার-বর্ণনা অসম্ভব। তাহা হারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে কখন বা পুলিশকে প্রতারণা করিয়া-এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তাতিয়া কতগুলি পুলিশ কর্মচারীর মার কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তাতিয়ারি বন্দ। ৩৫-বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পশ্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দল্মাপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেণ্টকে দুইটা কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চলতি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেল-গাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের আশ্রয় মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উত্তম আর কিছুই নাই।

তান্ত্রিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইং-রাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্ত্রিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্ত্রিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই বড়বন্ধু তান্ত্রিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। তান্ত্রিয়ার অল্পচর-বর্ণ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

তান্ত্রিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গব-র্মেণ্টের আর আনন্দের পরিমীমা থাকিল না। পুলিশ কর্তৃ-চারী মাত্রই তাহাদিগের কঠোর লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্ত্রিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সম্মুখ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি একান্ত তান্ত্রিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই একান্ত তান্ত্রিয়াভীল।

এইবার তান্ত্রিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্ত্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্ত্রিয়ার বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্ত্রিয়াকে

যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্ত্রিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্ত্রিয়ার কানির হুকুম হইল।

তান্ত্রিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জবলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্ত্রিয়ার জন্য কাদিতে লাগিল। তান্ত্রিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্ত্রবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্ত্রবায়ন্ত অপত্যং তন্ত্রবায়-ইঞ্। তন্ত্র-বায়ের অপত্য।

তান্ত্রবায়্য (পুংস্ত্রী) তন্ত্রবায়ন্ত অপত্যং তন্ত্রবায়-ণ্য (সেনান্ত-লক্ষণকারিত্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্ত্রবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (স্ত্রী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়। তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধাস্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্তাদিহাৎ ঠক্। ১ জ্ঞাতদিকান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্ত্র, ততোধিক পিপাসা, অতীশার, অতিশয় ধ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল-দেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ নীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণ-বর্ণ, ক্রান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈথক)। ৬ তন্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ভীপ্। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। প্রতিপ্রমা-ণকরণ্য হইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (স্ত্রী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নিরুন্তং অণ্। তন্দুর-পকমাংসভেদে। অগ্ন্যরপূর্ণগর্তে অগ্নয় অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

“অগ্ন্যরপূর্ণ গর্তে যদলম্বয়বলম্বিতং।

সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পকং তান্দুরমুচ্যতে ॥” (শকার্ধচি*)

এইমাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তাম্র (পুং) তম্রাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞ্-সংজ্ঞাপূরকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তম্রজ, পুত্র। তম্রনামকস্ত ঋবেদরপতাং অঞ্। ২ ঋবেদে, তম্রনামক ঋবির অপত্য। “সম্বোধাদিদিষ্ট তাঃ” (অক্ ১০।১৪।১৫) ‘তাঃ নামধিঃ’ (সায়ণ) তম্র দশা পবিত্রবস্ত্রং তন্ত্রদং অণ্। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্। ৪ দশাবস্ত্র।

* “অতিতম্রাধ্বঃ বাস কাসত্বাপোহতিসারকঃ।

মুদতঃ দিত্যত্বাৎ জিহ্বাকণ্ঠে চ কৃত্য।

ক্রান্তিরা চৈকি বিধাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতিক ॥” (বৈথক)

“গৃহগতিরিষ্মবিরক্ত তাপা”। (৬৮ ২৭৮) ‘তাপা স্বকীয়েন বস্ত্রেণ’। (সারণ)

তাপ (পুং) তব্দের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-তঞ্। ১ ক্রেশজনক উষ্ণাদি স্পর্শ জন্ত সত্ত্বাপ। ২ ক্রুদ্ধ। ৩ উষ্ণতা। ৪ বাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। ৬ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দ্রুংখ। [দ্রুংখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্যের সামঞ্জস্য বিধানের বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভরানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটা প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উত্তর বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়! বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয়যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিকাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রাণী অজিতেছে, দেখিয়া কিছু বোধ যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভাববিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভাৱ, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভাৱ থাকে। তাপনিবন্ধন ভাৱের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্ত্বার উপলক্ষি হইতেছে। সে সত্ত্বা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমাগম্য। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলক্ষি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। জ্বারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-বস্তুদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশে জ্বার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখার এবং আলোকের ভাৱ ইহা বস্তুতঃ প্রতিকলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন

বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমের্য। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিগ্রিয় গ্রাহ্য বা অস্বীকৃত-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অস্বীকৃত-গ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গৃহভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদব্যাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থার দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্তমান।

কোন এক বর্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারণিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উচ্চ বর্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। সেইরূপ তাপও সময়ে গৃহভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহ্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটাও সর্বদা সন্মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (Ether), ইহা অণু সকলের পরস্পর অবস্থার প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, বাহার উচ্চ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্বতন দুর্য্যাপী পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়ত্ববোয় অণু সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধান-তমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্বত্র পরিগ্রহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটা সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন বশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্ হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গণন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২য়। তাপ অণু সকলের কম্পন জাত। যখন কোন বস্তুর অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের দ্বায়েতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুষ্ক অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণু সকলের আবাস্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল একরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুভূত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তরূপ মাত্র। সেই বল আবার আঘাত বা অন্তর্যাতন হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, স্তূত্রাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়বানের বাষ্প ইহার নিদর্শন স্বরূপ। যখন সেই তাপ অবহাস্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রযুক্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তিস্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তিস্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। স্বতন্ত্র তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটা প্রধান-তম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উত্তীর্ণগণের পরিবর্তনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে হাত ক'এক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেক গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্মাণ করিয়া থাকে। রেল-গাড়ীর রাস্তায় রেলের যোথানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোধন ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেঘণ, সংঘটন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহার উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্তর্গতগতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাঠে কাঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বন্ধ হইয়া গেলে রজ্জ্বদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, স্তূত্রাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিফুল্লিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এই জন্তই কলের গাড়ীতে চর্কি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্তই কলের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিবোজিত হইয়া থাকে।

সংঘটন। সংঘর্ষণ এবং পেঘণ এই উভয়ের একত্র সংঘটন। চক্ৰমকির পাথরে চক্ৰমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কণ্ঠকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটাবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হয় না। চুপে জল দিলে, জলে

সকল দ্রব্যক দিলে তাপ উৎপন্ন হয়। জলে পটীশ দিলে জলিয়া উঠে। প্রাণীক জলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ স্থল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অস্পৃশ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানম্বর। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এই জন্মই তাপমানম্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঞ্জির দ্বারা সামান্যতঃ বাহ্য কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটি পদার্থ থাকে, একটা ধাতুর, একটা কাঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেককেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটি বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটি উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে তদৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটি শীতলতম, কাঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পূর্ত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পূর্তে উঠিতেছে, যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছে, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাস বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীত-কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন মতেই বিধাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটা সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ভায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সঞ্চকে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রভাবে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্য কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় বাহ্যিক উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহা-কেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যন্ত জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল দ্রব্যে যখন যেন ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিস্ত্রিত না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ভায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্মমশকের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু বাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের স্থল। ইহা বিবরণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসারণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্বাধিক অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত

শিখিলবদ্ধ হইবে, প্রসারণও তত অধিক লক্ষিত হইবে। সকল বস্তু এক তাপক্রমে একরূপ প্রসারিত হয় না।

যন পদার্থের প্রসারণ এত অল্প, যে আমরা তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু স্থলরূপে পরিমাপ করিলেই জানিতে পারা যায়।

শোহার বেড় উত্তপ্ত না করিলে চাকার পরান যায় না। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে বৃদ্ধি এত অল্প যে স্থল দৃষ্টিরও অগোচর। কাচ সহসা উত্তপ্ত বা শীতল হইলে ফাটিয়া যায়। কারণ কাচ অপরিচালক। তাহার সকল ভাগে সমভাবে তাপ বিতরণিত পরিচালিত হয় না।

সুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া পড়ে, সেইস্থল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অসম প্রসারণ বলই সেই কাচ ফাটিয়া উঠে। কোন বস্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইবার সময় তাহার সঙ্কোচনে যে বল উৎপাদিত হয়, তাহা অত্যন্ত অধিক। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

পারি নগরে কোন একটা বাটার ভিত্তি ফাটিয়া বাহিরের দিকে ফুলিয়া উঠিয়াছিল, লৌহদণ্ড দিয়া সেই বাটা বেষ্টিত করা হয়, পরে ঐ লৌহদণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে ঐ দণ্ডগুলি ফুসু দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ডগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে ভিত্তিও সঙ্কোচিত হইয়া গেল।

তরল পদার্থের প্রসারণ আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহা দুই প্রকার বার্থ (real) এবং প্রত্যক্ষ (apparent)। একটা তাপক্রম যত্নের বর্তুলাকার ভাগে তাপ দাও পারদ নলে উঠিতে থাকিবে। যতটুকু উঠিতে দেখিবে, সেইটুকু তাহার প্রত্যক্ষ প্রসারণ। কারণ তাপে পারদ যেমন প্রসারিত হইল, বর্তুলাকার ভাগটাও ঐরূপে প্রসারিত হইল। সুতরাং বর্তুলাকার ভাগে এখন পারদকে পূর্বাংগে অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্তু উহা যদি পূর্বাংগে থাকিত, তাহা হইলে পারদ নলের আরও উপরিভাগে উঠিত এবং সেইটাই পারদের বার্থ (real) প্রসারণ হইত। এইরূপ তরল পদার্থ যে পাত্রেই থাকুক না কেন, তাপে তরল পদার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসারণ হয়। সুতরাং তরল পদার্থের প্রসরণে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ প্রসরণই দেখিতে পাই।

তরল পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অল্প নিয়মাহুযায়ী এবং তাপক্রম বতই বাষ্পীভাব বিপ্লব

সমীপবর্তী হয়, ততই ইহার নিয়মের ব্যতিক্রম বাড়িতে থাকে।

যন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে প্রসরণ-নিয়মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। গন্ধক ও কোন কোন মিশ্রধাতু গলাইলে বর্ণীভূত হইবার সময় সঙ্কোচিত না হইয়া প্রসারিত হইয়া থাকে। যে ধাতুতে ছাপিবার অক্ষর প্রস্তুত হয়, ছাঁচে ঢালার পর শীতল হইবার সময় তাহা অল্প প্রসারিত হইয়া অক্ষরের অগ্রভাগ স্পষ্ট রূপে বিভিন্ন করে।

তাপের অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটা ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীট কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়। যথা ২৭° শ, ৬০° ফা ১২° রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেনহীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। শূন্যের নিম্ন কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫° শ অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্নে।

তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। শতাংশিক তাপক্রমের ৭° অংশ পর্যন্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। কিন্তু জলের তাপক্রম ইহার নীচে বতই কমিতে থাকে, জল তত প্রসারিত হইবে। কারণ ৪°শে জল গাঢ়তম অর্থাৎ সঙ্কোচনের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে উত্তপ্ত বা শীতল কর, ইহা প্রসারিত হইবে। জলের এই বৈপরীত্য না থাকিলে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে যে সকল হ্রদ, নদ, নদী প্রভৃতি ভূবারাঘাত থাকে, সেই সকলের তলস্থ জল বরফ না হইয়া উপস্থিত জল বরফ হওয়া অসম্ভব হইত। তলস্থ জল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু ৪°শে জল গাঢ়তম হওয়াতে বরফ বাহার তাপক্রম ০°শে তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া ভাসিতে থাকে এবং বরফ অপরিচালক ইহা উপরে থাকিতে বাহিরের শৈত্য নিম্নস্থ জলে প্রবেশ করে না। সে জলের তাপক্রম ৪°শে থাকে এবং সেই জলে মৎস্য ও অন্যান্য জলচর প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা অধিক নিয়মাহুযায়ী এবং সকল বাষ্পীয় পদার্থই প্রায় সমভাবে প্রসারিত হয়। এই প্রসরণ তরল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা ১০ গুণ অধিক। বাষ্পীয় পদার্থের প্রসরণ যে মানব জীবনের কত শত বলসাধন করে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কেবল মানব-জীবন কেন, এমন কোন জীবনই নাই, বাহা ইহার অভাবে নষ্ট হয় না।

বাহ্যর অভাবে আমরা যুহুতমাত্রও বাচিতে পারি না, সেই বাহুতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আমরা তাহারই অভাবে মরিয়া বাইতাম। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা ভোগ করি, তাহা যদি প্রসরণ শুণে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধগত না হইত এবং তাহার পরিবর্তে যদি পরিষ্কার বায়ু না পাইতাম, তাহা হইলে সেই পরিতাক্ত বায়ুই আমাদেরিগকে আবার গ্রহণ করিতে হইত এবং ঐ বায়ুই আমাদেরিগের জীবন সংহার করিত। যুহু মলরানিল হইতে প্রচণ্ডবাত্যা পর্যন্ত সকল বায়ুগতির ইহাই একমাত্র কারণ। এই বায়ুগতি না থাকিলে আবার মেঘ যেখানে হইত, সেইখানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই থাকিয়া বাইত, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। কৃষিকার্য চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমঙ্গল উৎপাদিত হইত; কিন্তু তাপের প্রসরণ বলে পূর্কোক্তরূপ অমঙ্গল সকল ঘটে না।

তাপ বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করে। পদার্থকে ঘন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিনপ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, তাপই তাহার কারণ।

পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে বাষ্পীয় এবং তাপের অবসরণে বাষ্পীয় হইতে তরল এবং তরল হইতে ঘন অবস্থায় পরিণত হয়। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প একই উপাদানে নির্মিত, কেবল তাপভেদে অবস্থাত্ময়ে পরিণত।

লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া যাইবে, আরও তাপ দেও বাষ্প হইয়া যাইবে।

সকল পদার্থকে আমরা অবস্থাত্ময়ে পরিণত করিতে পারি না, কিন্তু পারি না বলিয়া যে হয় না, তাহা নহে। উৎকৃষ্টতম উপায় অবলম্বন করিলে যে হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। বায়ু ও অজুনক কখনও অবস্থাত্ময়ে পরিণত হয় নাই। আলকোহলকে জমাইতে পারা যায় নাই, কিন্তু যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সে উদ্বেগ্ন সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব পদার্থ সাধারণ অগ্নিতে গলে না, কিন্তু যে কোন পদার্থই হউক না তাড়িতাগ্নিতে উহা গলিয়া বাষ্প হইয়া যাইবে।

তাপ সকল বস্তুরই একরূপ পরিবর্তন সাধন করে, অর্থাৎ যথেষ্ট উত্তপ্ত করিতে পারিলে সকল বস্তুই বাষ্পীভূত এবং যথেষ্ট তাপ অপসৃত করিতে পারিলে সকল বস্তুই ঘনীভূত হয়।

তরল: পদার্থ দুইপ্রকারে বাষ্পীভূত হয়—সাধারণ তাপক্রমে ও উত্তপ্তমণীল তরল পদার্থ সকল অনাবৃত অবস্থায় উপরিভাগ হইতে অগ্নে অগ্নে বাষ্পীভূত পরিণত হইয়া।

তাপক্রমের হৃদয় সহিত এই বাষ্পীভাবের হৃদয় হয়, এই কারণে কোন পাত্র জল পরিপূর্ণ করিয়া অনাবৃত রাখিলে ক্রমে কমিয়া নিঃশেষিত এবং জলাশয়াদি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক প্রায় হয়। এই কারণেই আর্দ্রবস্ত্র বাতাসে দিলে শুষ্ক হয়। এই বাষ্পীভাবের নাম উৎশোষণ (Evaporation)। আর তাপসংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত ভাগ যখন বাষ্পীভূত পরিণতমণীল হয় এবং অধঃ হইতে বহন বাষ্প সকল ছরিত উল্লত হইতে থাকে, তখন সেই বাষ্পীভাবের নাম ক্ষুটন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, কিন্তু পূর্কোক্তা সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্কোই উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের বাষ্পীভাবে পরিণত হইতে সকল সময় সমান তাপ লাগে না। ভূবায়ুর পেষণ জল হইলে জল তাপ এবং অধিক হইলে অধিক তাপ লাগে। ভূবায়ুর পেষণ যেখানে নাই সেখানে জল আলকোহল প্রভৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদৌ তাপের আবশ্যকতা হয় না। একটা জলপূর্ণ পাত্র বায়ু-নিষ্কাশকযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ভিতর শূন্য করিয়া ফেলিলে জল স্বতঃই ফুটিতে থাকে। অথচ জল উত্তপ্ত হয় না, বরং শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১০০° তাপ ক্রমে জল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্কতের উপর যেখানে ভূবায়ুর পেষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, ৮০° বা ৮৫°তেই জল ফুটিয়া উঠিবে।

এতদ্বির তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োনের এক প্রধান উত্তেজক। তড়িৎ চুম্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে তাপের ফল পরে বিবৃত হইবে।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর অবস্থাত্মরোপত্তি। উত্তাপে কঠিন দ্রব্য দ্রব হয়। কাঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে দ্রব করিতে পারা যায় না। উষ্ণ করিলে ইহাদের উপাদান সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনেক মনে করিয়া থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় দ্রব্যকে কখনই দ্রব করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারা যাইবে ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। দ্রব্যমাত্রই এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতায় দ্রব হয়। ১° উষ্ণতায় বরফ দ্রব হইয়া জল হয়। সকল দেশেই ও সকল সময়ে ১° অথবা ৩২° ফা পরিমাণ উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হয়। ভূতলস্থ দ্রব্য সকল বায়ুরাশির চাপে সমাক্রান্ত। সাগরগুহে বায়ুরাশির চাপ প্রায় ৩০ ইঞ্চির সমান।

৩০ ইঞ্চি চাপে ০.১ উষ্ণতার বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা বাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০.১, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায়, তদ্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০.১, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০.১ বরফকে ০.১ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রেচ্ছর ও গুঢ় তেজ বলা যায়। ৮০.১ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০.১ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০.১ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০.১ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০.১ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০.১ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০.১ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০.১ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০.১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অত্যাশ্চর্য্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রেচ্ছর তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০.১ পরিমাণে উষ্ণ হইলে বেরুগ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০.১ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

কলে যে উষ্ণতার কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতার তদুৎপন্ন দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন লাক্ষণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গুঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া ছরছর শীতের পরাক্রম কিছু বর্ধক করিয়া দেয়।

জরীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়।

কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অত্যাশ্চর্য্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশের নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪০.১ প্রমাণ উষ্ণজল থাকিতে মৎস্তাদি জলচর জীবগণ অস্বাভাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্কতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিড়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতঘরা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রতীকথও সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেই রূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপ-নিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগভূত অথবা ভিন্ন একারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়তীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়তীন প্রভৃতি কএকটা দ্রব্যের বাষ্প বর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়বাব্যাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্থাবরিক।

যে সকল পদার্থ অব্যবহৃত তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বাষ্পবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের স্থার বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের ভারতম্যাহুনারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ ভারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

লভাস্থিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন ১.৬, বা ১০০৬৬৫ পরিমাণে বর্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন ২৪৮ বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন বিস্তৃতি হয়।

যে রূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না। সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যিক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতার বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরা-সার, জল, তাগিগঠৈল ও পারদ এই একটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেংহাইটের ২৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতার দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তু সকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যে রূপ সর্বদেশে ও সর্ব সময়েই ০°শ বা ৩২° ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসত্ত্ব বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেংহাইটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই জন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেংহাইটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটা উপায়।

বায়ু-নিকাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটা জল-পূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিকাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগু বগু করিয়া ফুটিতে থাকে। কলত: উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাইক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবদ্রব্য কঠিন দ্রব্য ও তদ্বৎসর দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে

অভিন্ন ফুটন্ত দ্রব্য ও তদ্বৎসর বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেই রূপ সমান। বিস্তৃত জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায় তদ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হই-তেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যে রূপ কিয়ৎপরিমাণ তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরি-মাণে ভাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে জ্বার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সাদ্ধ পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেং-হাইট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ ভাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ ভাপ প্রয়োগ করার আবশ্যিক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্র-ত্যক্ষ গুঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় $১৮০ \times ৫.৪ = ৯৭২$ ° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে লীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে তদ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের $১০০ \times ৫.৪ = ৫৪০$ °শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিমুক্ত। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিমুক্ত। সচরাচর বিমুক্ত জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলা-শয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্বদাই বাষ্প উথিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সমুদ্রবরাশির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিরন্তরই বাষ্প উথিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের নানাবিধ্য হেতু বায়ুনিঃসরণের নানাবিধ্য হইয়া থাকে। জ্বালানির উপর বাষ্প রাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইধর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এক্ষণে প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রই নির্জাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

ইউডিকলন, ইধর প্রভৃতি শীত্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহার। বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। রুটির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না রুটিসম্বৃত্ত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে কুজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলসিক্ত থলুখন্ড দ্বারা যে শৈত্য সুখামুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাণ্ডারের নীত হইয়া থাকে। সকলই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে ক্রিয়া দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালন-ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুরিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিতল, স্নায়, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্ এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ গুণিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ক পূর্কটার অপেক্ষা উত্তর উত্তরটার পরিচালকতাপ্রতি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাপ্রতি অনেক অল্প এবং জলার, কাঠ, বরক, বাসুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদুপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত

অগ্নিসংস্পৃক্ত হইলে অপর প্রান্ত এক্ষণে উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্জ্বলিত কাঠ-ধণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপে জ্বালারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্তভাগ দ্বারা উহা অনান্যাসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচধণ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক্ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্বারা পরিধের বস্ত্র নির্মাণ করা কর্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কথল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীত্র দ্রব হয় না, কথলের দুর্বল পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের উর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র উষ্ণ হয় না।

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযোগে নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু হইলেই স্তরতঃ উর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উপরে উথিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপরে উথিত হয়, এইপ্রকার উর্দ্ধপ্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকতে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুহীন বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্বোক্তরূপে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু কণাকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুন্নী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধে উথিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুন্নীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দিক্ হইতে পুনর্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে উষ্ণগামী হইলেই চতুর্দিকে হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া উষ্ণগামী হইলে তাহার স্থান-স্বরূপার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং এই উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎকণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দার ও গবাক্ সকল বন্ধ রাখা কর্তব্য। এই পরিবাহনই বাবতীর বায়ুপ্রবাহের একটা প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মোসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন দ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অংশপিত্ত স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিয়দংশে চতুর্দিকে বিকিরণ ও পার্শ্ববর্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগ্রহীত হয়, এই নিমিত্ত লোহপিণ্ডটা ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিয়দংশে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকিরণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্ৰোপরি পতিত ও তৎকর্তৃক পরিশোধিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, সূর্যের তেজ কিয়দংশে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আসিলে এক্ষণ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিকূলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু উর্দ্ধদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমান নহে। জুবা নামক যে বস্তুটা দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকিরণশক্তি সর্বাংশে অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে জুবা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকিরণশক্তি সর্বাংশে প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোধন করে, তাহার বিকিরণ-শক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উদ্ভিদ ও মনুষ্য বাতাসের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে

প্রতিকূলিত হয়, এ কারণ তৎকর্তৃক তেজ পরিশোধিত হয় না, সুতরাং উহার বিকিরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তৈজ বিকীর্ণ হয় না এক্ষণ নহে। উষ্ণই হউক আর অশুষ্ণই হউক বাবতীর দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকিরণ করিয়া থাকে। বরক যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পায়দ কি অল্প কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পায়দাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকিরণ করে, যদি অস্বাভাবিক হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণতাক্রম্যতার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, ইহার অস্বাভাবিক হইলেই উষ্ণতাক্রম্যতার তার-তম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ গ্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দিকে বিকিরণ হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তদ্রিক্ত তৈজসকিরণ পরিশোধিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকিরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ু-রাশি অপেক্ষা সর্বাংশে শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিস্তৃত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতিসম্বন্ধে ইতিপূর্বে বাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, নিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পর্শে বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকিরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সর্বাংশে শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার বৃদ্ধি হ্রাস হয়, বায়ুশিশিতে ভর্য বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ ভর্য অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিবৃত্ত হয়। সুতরাং নিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সর্বাংশে

শীতল হইলে যদি তদ্বারা উহা পরিবিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিরদংশ বাষ্প বনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে বত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদেখে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুহ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারাই রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকিরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্ঘ্যগণ অরণিবর বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোক সকল কাঠে কাঠে বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘবিলে দেশলাই জলিয়া উঠে। চক্ৰবিকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতি-ঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, শুধাচ বর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেদ্রুপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকৃ-ক্ষিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদ্রূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিষট্টি পেবণবস্ত্র ধারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকৃক্ষিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর এক খণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বস্তুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্য-মান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাধারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১০২২ ফিট অথবা ১০২২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে

তদ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা হইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ দাহপদার্থের সহিত বায়ুহ অক্সিজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অক্সিজান ও অক্সিজনের সহিত বায়ুহ অক্সিজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যাধিক বাষ্প মাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাঘিও এই তড়িতাশ্রিত রূপান্তর মাত্র। [তড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটি উৎপত্তি-স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্ব বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমাব-পরিধৌত স্নেহক সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মহাশরীরের উষ্ণতা ফারেনহাইটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অধঃস্থান ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। যথেষ্ট উত্তাপে উপরিস্থ ছই তিন ফিট মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। বাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরভেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিস-নগরীর মান-মন্দিরের ৫২ ফিট নিম্নে একটি তাপমানবস্তু নিহিত আছে। শীত গ্রীষ্ম দিবারাত্রি কিছুতেই তাহান অন্তর্গত পারদের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দূর নিম্নে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটির উর্দ্ধ ও অধো-ভাগে যথাক্রমে সৌরপার্শ্বিক ভেজের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণ-স্থলের উষ্ণতা সর্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা ধারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে বত নিম্নে যাওয়া যায়। ততই গড়পড়তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেন-হাইট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক কোশ নিম্নে তাপের এত প্রাচুর্য্য যে তদ্বার শীত হইলে দৌহও ব্রহীভূত হইতে পারে।

সূর্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদ্র নিভান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইরাছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকখণ্ডিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনদ্বিতে সূর্যই প্রকাশমান। দাবাদি, বিদ্যুদদি ও বজ্রদ্বিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র-জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে স্তূপোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবিস্কৃত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধান-কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অহুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শজ্ঞি কি তাপ-মান যত কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সবা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অহুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সবা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অল্প আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অহুমান তাহার সবার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অহুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্ধসের বরফ বাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্ধসের জল বাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্ধসের চূর্ণিত বরফ বাহার তাপক্রম ০° আর অর্ধসের জল বাহার

তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপ-ক্রমের অর্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অল্প কোন কার্য্যে বিনিয়ুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপ-ক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অহুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্র ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে, পারদ ও জলকে সেই রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দিষ্ট তাপ-ক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপ-ক্রমে উত্তপ্ত করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উত্তপ্ত হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উত্তরের সেই বিশেষ তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অজ্ঞাত পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই তাপক্রমের একরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ১° হইতে ১°তে বর্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনার যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ১° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ১° তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ১° তাপক্রম হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ১° হইতে ১° পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

যন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটি সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থ-সমূহের শীতল হইতে বাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর বিশেষ্যসূত্রে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অর্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮° তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে আসিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া কেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত

তাপাংশ নাথিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাণ্ডলস্ তাপ-মিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটি ধাতব বায়ু ভিতর ভিতর বদান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যবর্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বায়ুর মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বায়ু ঢাকুনি দিয়া আঁটা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বায়ুর মধ্যবর্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বায়ুর মধ্যবর্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংশ্লিষ্ট নিবারণ করে, তৃতীয় বায়ুস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভব নয়, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা হুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুখ্যাতিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপযতীত তপ-গিচ্-পুল। ১ তাপকারক। ২ জর। ৩ রজোগুণ, একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রতিকারণ। তাপই (হুং) রজোগুণের ধর্ম। [হুং ও রজোগুণ দেখ।] তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যাকান্ত তাপী। [তাপী দেখ।] তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যাকান্তাঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়-দ্বাং গ্য। তপতীর অপত্য কুন্ড। [তপতী ও তাপী দেখ।] তাপক্রয় (স্ত্রী) তাপানং ক্রয়ঃ ৩তং। ত্রিবিধ হুং; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হুং। [হুং দেখ।] তাপদুঃখ (স্ত্রী) তাপরূপঃ হুং। হুংভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই হুংয়ের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

“পরিণামতাপসংস্কারহুংখণ্ডগুণভিবিরোধাক্ত হুংমেষ সর্বং বিবেকিনঃ।” (পাতং দং ২।১৫)

কর্ম সকলের গুণ্যগুণ্যহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। গুণ্যকর্মকালে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ু ও ধনবর ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্মপ্রভাবে পরিতাপাদি হুং ভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্মফলরূপে নির্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত ত্রিবিধ ফল ভোগ হয়, কিন্তু বোধিসত্ত্ব সুখ হুংবাদি

ভোগরূপ কর্মকাল সম্বন্ধে দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন।
কেশাদি পরিজ্ঞানে বাহ্যের বিবেক উৎপন্ন হয়। তাহার ভোগসাধন ত্রয় সকলকে কেবলমাত্র বিবাক্ত সুখাহ
অন্যের দ্বারা প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ
মাত্রই উন্নিহন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ উগ্রত্বের
স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অন্ন দুঃখ-
ভবেও বিবেকীর মহৎ দুঃখ অনুভূত হয়। কারণ
বিষয় সকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ
পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে,
তদনুসারে ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ
সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ
পরিহার করিতে পারে না; বরং দুঃখাত্তর উপস্থিত হয়।
সুতরাং বিষয়ভোগে ক্লিষ্টমাত্র সুখের সম্ভাবনা
নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধী
প্রতি ঘেঘ উপস্থিত হয় এবং সুখাত্তরবশতঃ তাপরূপ দুঃখ
উপস্থিত হয়। তখন সুখ এবং যখন অনতিমত ত্রয়
উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ
সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা
করিয়া বিবেকশালী মনোগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া
থাকেন, সুখাত্তরবশতঃ তাপরূপ উপস্থিত হয়, যেহেতু
সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কাণেও তৎপরিপাক বস্তুর প্রতি
ঘেঘ থাকে, সুতরাং তাপরূপ সংস্কারদ্বয় ও পরিণামদ্বয়
এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৃদ্ধি-
স্বরূপ দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই দুঃখ
ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখে।]

তাপন (কী) তাপগণিত ভাবে লুট। ১ তাপকরণ। (পুং)
কর্তৃরি লু। ২ সূত্র্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটা বাণ।
৪ সূত্র্যকাস্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্দবয়।
(ত্রি) ৭ তাপক। (কী) ৮ নরকবিশেষ। "অসিপত্রবন-
কৈব তাপনকৈববিশংকং।" (যাজ্ঞঃ ৩২২৪)

তাপনী, তাপনীয় (কী) ১ উপনিবদ্ ভেদ। তপনীয়ত্ব স্বর্ণত্ব
বিকার অণু। ২ স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্মিত। স্বর্ণত্ব বিকারঃ অণু।
৩ সুবর্ণ, নিক পরিমাণ অণু। (ত্রি) ৪ তাপবাণ।

তাপমাত্রা, বস্তুবিশেষ (Thermometer)। যে বস্তুদ্বারা উষ্ণতার
পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাপমান-
বস্তু। সচরাচর যে তাপমানবস্তু ব্যবহৃত হয়, তাহা একটা পারদ-
পূর্ণ কলসম্বন্ধিত সূক্ষ্ম ও সমছিত্রসম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার
কল ও নলের কিয়ৎংশ পারদপূর্ণ থাকে। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি
ক্রমে বস্তুর অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হয়।

ত্রয়মাত্র তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অক্ষ
পর্যন্ত পারদ নামিয়া পড়ে, তাহার নাম ত্রয়মাত্র, আর ফুটন্ত
জলে অথবা ত্রয়ঃসূত্র বাস্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অক্ষ
পর্যন্ত পারদ উঠিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাক।

এই দুই অক্ষের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮০° কেহ বা
১০০° ও কেহ বা ৮০° সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার
অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন।



ইংলণ্ডদেশে প্রথম প্রকার তাপমান
প্রচলিত। ফারেনহাইট নামক একজন গণ-
নাঙ্ক পণ্ডিত ইহার স্কেলকর্তা, এই নিমিত্ত
ইহাকে ফারেনহাইটের তাপমান কহে। ফারেন-
হাইটের ত্রয়মাত্র ৩২ ও ফুটনাক ২১২ এবং দুই
অক্ষের অন্তর্গত স্থান ১৮০° সমান অংশে
বিভক্ত। ত্রয়মাত্রের ৩২ অংশ নিয়ে ইহার
শূন্য।

ফরাসীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান
প্রচলিত। ইহার ত্রয়মাত্র ০° এবং ফুটনাক ১০০° এবং এই
দুই অক্ষের অন্তর্গত স্থান ১০০° সমান অংশে বিভক্ত। তৃতীয়
প্রকার তাপমান রুম্বার্ডো প্রচলিত। রিওমার নামক
এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার ত্রয়মাত্র ০°
এবং ফুটনাক ৮০° এবং এই দুই অক্ষের অন্তর্গত স্থান ৮০°
সমান অংশে বিভক্ত। অতএব দেখা বাইতেছে, যে পরিমাণ
উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮০°
১০০° অথবা ৮০° ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে
ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

তুষার হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই
তত উষ্ণ হইলে ফারেনহাইট শতাংশিক ও রিওমারের মান-
দণ্ডসম্বন্ধিত বস্তুত্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২, ০ ও ০ হইতে
২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্যন্ত উঠিত হয়।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এক একটা
ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহাইট কি রিওমার
যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আশ্রয় লিখিত হয়।

যথা—২৭° ফা, ৬০° ফা, ১২° ফা, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭,
ফারেনহাইটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। ০° শূন্যের নিম্ন
কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫°
অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিয়ে।

কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে
অত্র তাপের একটা বিশেষ গুণ বর্ণন করা অতি আবশ্যিক।

সেই প্রসার নাম প্রসারণ (Expansion), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিস্তৃত হইলে বস্তুর প্রসারণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্বাধিক অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা নান এবং সর্বাধিক অল্প বশবর্তী। দুই তরল পদার্থ। কোন এক কটাতে দুই রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উত্তপ্ত হইবে।

কটা ঘনপদার্থ, স্তরায় উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসারণ তত লক্ষিত হয় না। দুই তরল, স্তরায় ইহারই প্রসারণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসারণ-নিয়ম সর্বত্র-লক্ষ প্রসারণ নহে। জলের সন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। বাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানবস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানবস্তুর নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohol) এই তিনটাই বিশেষ প্রস্তুত। কিন্তু এই তিনেরই নির্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্বত্র অসিদ্ধ; স্তরায় তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা ক্রিপণে নির্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটা কাঁচের নল তাহার মধ্যে স্থান চূলের দ্বারা একটা আগাদমন্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটা গোলাকার বর্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, স্তরায় বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যে বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, স্তরায় উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটা পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ববৎ উক্ত বর্তুলাকার ভাগ পরে নলের সমুদয় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর।

পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ছুটিয়া যখন বাষ্পীভাৱে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্প পূর্ণ, উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থার সাধনানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটা তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাই। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিয়মপূর্ণ পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়িবে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে জবমাণ তুষারে বা তৎৎ অস্ত কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই আল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটা রেখা হইল। প্রথমটীতে জবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টা ফুটন্তজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের উর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে ফুটন্তজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর তুষারের পেষণ জন্ত তাহার ইতরবিশেষ হয়। বাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে এই দুই রেখা দুইটা চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের দ্বীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্তী

ভাগকে একশত সমান ভাবে বিভক্ত করিলে শতাবধিক তাপমাত্রা হইবে। প্রথম রেখার এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখার ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্যন্ত স্থচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সহজে কাঁচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাঁচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোকা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার উদ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে।

উক্ত শতাংশিক তাপমাত্রাব্যবস্থার প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিত্যন্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইহার নির্ধারিত ক্রমিক স্কেলে ডেনসীয় বৈজ্ঞানিক। তাহার নাম সেলসিয়াস (Celsius)। ইনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেনহাইট (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমাত্রা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। এই তাপমাত্রা ব্যবস্থা ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেলসিয়াসের তাপমাত্রা হইতে বিভিন্ন। ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্যন্ত তাপমাত্রা ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিয়ে; কারণ তাহার মতে লবণ ও তুবার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেই জন্ত তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমাত্রা ভিন্ন আরও একটা তাপমাত্রা আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumur)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা উত্তর-অর্ধগিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমাত্রাব্যবস্থার প্রয়োজন মতে সীমিত ভাবে তাপমাত্রা হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ডেগ্রি কখন বা ৫ ডেগ্রি অঙ্কিত

হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অন্তরে উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেনহাইট তাপমাত্রার সহিত সেলসিয়াস বা রিউমার তাপমাত্রার তুলনা কিম্বা সেলসিয়াস বা রিউমার তাপমাত্রার সহিত ফারেনহাইটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেনহাইট ক, সেলসিয়াস স, রিউমার র, ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০ ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ = ১০০° স = ৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ = ৫° স = ৪° র

সুতরাং ১° ফ $\frac{৫}{৯}$ স = $\frac{৪}{৯}$ র আর ১° স = $\frac{৯}{৫}$ ° ফ = $\frac{৮}{৫}$ ° র এবং ১° র = $\frac{৯}{৪}$ ° ফ = $\frac{৫}{৪}$ ° স

এখন ইহারারা এক তাপমাত্রার তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমাত্রার তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটা নিয়ম নিয়ে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত কএর ৩২ = র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতাত্মপারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

$$ফ = ৩২$$

$$স = ২ \times ৫$$

$$ফ = ৩২$$

$$র = ২ \times ৪$$

ফকে সএ আনিতে গেলে কএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ কর, বথা—

$$২১২° ফ = (২১২ - ৩২) \times \frac{৫}{৯} = ১৮০ \times \frac{৫}{৯} = ১০০° স।$$

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে কএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে $\frac{৪}{৫}$ দিয়া গুণ কর—

$$২১২° ফ = (২১২ - ৩২) \times \frac{৪}{৫} = ১৮০ \times \frac{৪}{৫} = ৮০° র।$$

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

$$ফ = \frac{৯}{৫} \times ২ + ৩২,$$

$$র = \frac{৯}{৪} \times ২$$

৩য়। সকে স বা ফএ আনিতে হইলে

$$s = \frac{r}{8} \times 6$$

$$f = \frac{r}{8} \times 2 + 0.2$$

রকে সএ লইয়া আসিতে গেলে ৫ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র = ৮০° × ৫ = ৪০০ স। রকে ফএ আনিতে গেলে ৫ দিয়া গুণ এবং সেই গুণ ৫ ফলে ০২ যোগ কর।

$$\text{যথা } ৮০° \text{ র} = ৮০ \times ৫ = ৪০০ + ০২ = ৪০২ \text{ ফ।}$$

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুর তাপমাত্রা হইয়া থাকে। একটা স্পিরিটের তাপমাত্রা (Alcohol-thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আলকোহল কখনই জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ধনীভাব হিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্প-সংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আলকোহলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমাত্রা অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমাত্রার ৭৮ অংশ উঠিলেই আলকোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতর বিশেষ বৃদ্ধিবার জন্য বায়ুর তাপমাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমাত্রার বর্তুলাকারভাগ ও দণ্ডাকারভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে সন্নিবিষ্ট থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসারণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্যায়বোধক। যখন উৎকর্ষ তাপমাত্রা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্তুলাকার ভাগ উচ্চদিকে থাকে। বায়ুর তাপমাত্রা সকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্মাণবিধি অতি ক্ষুদ্র ও অবদব অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্বির আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমাত্রা যন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটা বর্তুলাকার নলযুক্ত বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটা বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রক্তিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নিরুদ্ধিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সীমার এক

সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে উত্তপ্ত বায়ুর বিস্তারে পেষণ, অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণ দ্বিতীয়ে উত্তপ্ত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ত-তর হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃ ঐরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমের অতি ক্ষুদ্র ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমাত্রা যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদূর উৎকৃষ্ট করিয়া নির্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্তন। ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে ১/৫ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমাত্রারই বিশেষতঃ আপাত-নির্মিত তাপমাত্রা সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমাত্রাযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেই সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আপাতনির্মিত তাপমাত্রা ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্বে তাপমাত্রা যে পর্যন্ত তাপক্রম নিকটায়িত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমাত্রা যন্ত্র মধ্যে মধ্যে প্রযোজ্য ভূবারে নিম্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা জানিবে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু ১/৫ তাপাংশ উঠিয়া থাকে তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ ১/৫ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২য়। ইহা ভিন্ন আরও সাময়িক পরিবর্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমাত্রাযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এইজন্য কোন তাপমাত্রাযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দিষ্ট করিবার পূর্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দিষ্ট করা উচিত অজ্ঞতা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে না।

অধুনা তাপমাত্রা যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া বড় মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। আর হইলে ইহা দ্বারা হুঃসাধ্য বা ক্ষুঃসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

[তাপ-যন্ত্র]

তাপয়িত্ত্ব (ত্রি) তাপ-ইচ্ছ। ১ তাপনীয়, জলনীয়। ২ বরুণা-
দায়ক।

তাপশ্চিত (ক্ৰী) তপসি চীয়েতে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ বজ-
ভেদ। [বজ্জ দেখ।] ২ বজ্জাঘিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমন্ত তপস্-ণ (ছায়াদিত্যোঃ)। পা
৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

“তাপসেবেব বিশ্রেয়ঃ যাজিকং তৈক্ষমাচরৎ।” (মহু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৭৫)

(ক্ৰী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি)। ৬ দাক্ষি-
ণাতোর অন্তর্গত একটা পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi*
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্তমান অবস্থিতি খান্দে-
শের মধ্যে অসুস্থিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অন্নার্থে কন্। সামান্ত যোগী, যে
ব্যক্তি অন্নদিন মাত্র তপস্কারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্ৰী) তাপসাং জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় তরুঃ মধ্যপদলোপিকর্ষণা।
ইক্ষুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন
বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসক্রম।

তাপসক্রম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ ক্রমঃ। ইক্ষুদীবৃক্ষ।

“ইক্ষুদোহিষ্কারবৃক্ষঃ চ তিলকস্তাপসক্রমঃ।” (ভাবপ্রকাশ)

তাপসক্রমসম্মিতা (ক্ৰী) তাপসক্রমেণ সম্মিতা তুল্যা ওতৎ।
গর্ভদাত্ৰীকৃপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি)

তাপসপত্নী (ক্ৰী) তাপসপ্রিয়ঃ পত্নঃ যস্তা বহত্ৰী জাতিত্বাৎ
ভীষ। বমনকবৃক্ষ। (রাজনি)

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ওতৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ,
পিয়ালগাছ। ২ ইক্ষুদীবৃক্ষ। “পীতপ্পোহিষ্কারপুষ্পইক্ষুদীতাপস-
প্রিয়ঃ।” (বৈজ্ঞক রত্নমা) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (ক্ৰী) তাপসানাং প্রিয়া ওতৎ। ত্রাক্ষা, কিস্-
মিস্। (রাজনি) [ত্রাক্ষা দেখ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ঠি [তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্ঠী [তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্ত (ক্ৰী) তাপসস্ত ধর্ম্ম যজ্ঞঃ। তাপসধর্ম্ম, তপস্বীদিগের
ধর্ম্ম। “ক্ৰীধর্ম্মবোণঃ তাপস্তঃ যোক্ষঃ সন্ন্যাসমেব চ। (মহু ১।১১৪)
বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্ত, এই তাপস্তই যোক্ষের
একমাত্র সাধন। পূর্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অস্ত্রিমে আশ্রয়
করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ওতৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ,
সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃট। তাপনাশক, মিষ্টকর।

তাপহরী (ক্ৰী) তাপহর জিহ্বা ভীষু। ব্যজনবিশেষ, ইহার
শ্রুততন্ত্রাণালী—হরিজা মিশ্রিত ঘৃতধারা মাংসকলারের বটী
ও স্তূপোত ততুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উত্তর
দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে
পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা
সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য
শ্রুত হর তাহাকে তাপহরী বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ
বলকারক, গুরুবর্ধক, কক্ষকারক, শরীরের উপচরকারক,
তৃপ্তিজনক, কটিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে
যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিতি করে।
(ভাবপ্রা)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ। গীষভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছন্ড পুবেদ্রা সাধুঃ।

[তাপিজ দেখ।]

তাপিজ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছন্ড পুবেদ্রা
সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

“অক্কাণিকপিপবজ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিজ গুচ্ছাবলীঃ”

(গীতগো ১১।১১)

(ক্ৰী) ২ তাপিজপুষ্প।

তাপিজ (ক্ৰী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক।

(পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্ছ ক্ত। তাপযুক্ত, হৃৎখিত, বজ্রগায়ুক্ত।

“ভারিণী স্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর,” (শ্রীধর্ম্ম ২।৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি।
২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বৃদ্ধদেব। (ত্রিকা)

তাপী (ক্ৰী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ছ অচু গোরাদিহাং ভীষ। নদী-
ভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিদ্যাচল হইতে আবির্ভূতা
হইয়াছে।

“তাপীগরোক্ষী নির্জিকা ক্রিপ্রা চ শ্বভা নদী।

বিদ্যাপাদপ্রহতাভাঃ সর্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ।” (মাৎস ১১।৩২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী মহাপাদোত্তরা। (বিষ্ণুপু ২।৩।১১)

এই নদীর জল বন, শীত, পিত্ত, কক্ষক, বাতদোষহর,
হৃৎ, কণ্ঠ ও কূটনাশক। (হারীত ৭ অ)

অল্পপুরণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সশ্বরন নামে এক রাজা ছিলেন।

বরুণ অগস্ত্য মুনির সাপে সশ্বরনরূপে জগৎগ্রহণ করেন।

এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া স্বর্ঘ্যকাজ তাপীকে

ভার্যাম্বে প্রাপ্ত হন। এই ভাপী অশেষ পাপদহনী ও
অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্ন ছিলেন। [তপতী দেখ।]

ভাপীর নাম। ভাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যো-
ত্তবা, শ্রামা, কপিশা, কপিশা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা, হার্দী,
নাসিকোত্তবা, সার্বিজী, সাহস্রকরা, সনকা, অমৃতস্তম্বনা,
সুহৃদা, স্বপ্নরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্র্যতিগ্রয়রা (৭),
ভারা, ভাত্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা ভাপীতে দান করে, তাহারা সকল
পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং ভাপী নাম উচ্চারণ করে,
তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে ভাপীতে দান দানাদির ফল। ষাটশ-
মাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সপ্তম মাস নাই, যেহেতু এই
মাসে জগৎপতি ত্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন
করেন এবং এই মাসে বিধবর্ষা ভূত সকল স্রষ্টা করিয়াছেন।
“আষাঢ় সপ্তমো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।

যত্র সৃষ্টানি ভূতানি ব্রহ্মণা বিধবর্ষণা ॥”
“যস্মিনমাসে স্রষ্টাভূতা যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ।
শেতে ভূজলশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনাৰ্দ্দনঃ ॥” (ভাপীখ* ৩২১-২২)

আষাঢ়মাসে ভাপীতে দান করিলে সকলপ্রকার পাপ
বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে ষাটশবার দান
করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই
ভাপীতে একবার দান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে দান করে,
তাহা হইলেও ভাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জিত
পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালম্ববশতঃ আষাঢ়মাসে ভাপীতে
ক্রীড়া করিয়া দান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী,
কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়।
যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে দান
করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্রমে গমন লাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা দান করে,
তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।
“জ্ঞানতো হজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভজ্জগদ্বলঃ।

সেবেত মানবো বস্তু যতি ব্রহ্ম সনাতনঃ ॥” (ভাপীখ* ৩৩০)

ভাপীর স্তুতি। শরীরে লেপন করিয়া অজ্ঞান দান করিলে
জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়।

আষাঢ় মাসে ভাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র
কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

“যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে।

কুলকোটিসংস্রাবি স তারয়তি মানবঃ ॥” (ভাপী* ৩৪১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভূত স্বর্ঘদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই
ভাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রে, কাশী, নর্মদা প্রভৃতিতে দান করিলে যে
পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিম্নোক্ত দান করিলে সেই
ফল পাওয়া যায়।

“কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্মদারাক্ত যৎকলং।

তৎকলং নিমিষাক্ষেণ তপত্যাষাঢ়সেবনং ॥” (ভাপীখ* ৩৪০)

ভাপী নদীর উত্তরতীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, ভাপী-
থণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ,
ধর্মক্ষেত্রে ধর্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্শ্বতীরে মহেশ,
চাবনক্ষেত্রে স্রষ্টাকীর্থ, নিফলক মূনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের
লিঙ্গ, পুরুরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল,
শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমূনির ক্ষেত্রে
পুণ্ডরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিস্রুতক্ষেত্রে
ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কঙ্কোলকূট ও
গাধীশ্বর, বহ্নিক্ষেত্রে অর্জুন, নলেশ্বর, ধুম্রমারেশ্বর, কর্কটক,
পদ্মকোবেশ্বর ও হরগ্রীব মহালিঙ্গ, খণ্ডোতানাথক্ষেত্রে কার্ত্ত-
বীৰ্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুজক্ষেত্রে ত্রীকর্ষ ও ত্রুকর্ষ, ভৃগুক্ষেত্রে
চক্রচূড়, পাণ্ডপতক্ষেত্রে উগ্র, ভারকক্ষেত্রে ভারেশ, শশিভূষণ-
ক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুন্তলক লিঙ্গ, বৃধেশে
বিমলেশ্বর, কুশমূনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকর্ষ, অরুন্ধতীরে
শান্তেশ, কুঞ্জর, রোচক, পুন্ডর, লক্ষ্মেশ, দুর্জীরেশ্বর,
জামদগ্নেশ ও আশাশ্রমোত্তনেশ্বর; পূর্বে বামনেশ, স্কন্দরে
স্কন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মুকেশ, শরভঙ্গ
মূনির ক্ষেত্রে উজ্জলেশ্বর, যুগ্মক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে
সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অন্তরাশক্তি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদ-
ক্ষেত্রে জালেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গ-
ক্ষেত্রে গজেশ্বর, অর্জুনক্ষেত্রে অর্জুনেশ, যৌথিষ্ঠিরক্ষেত্রে
ত্রীকরেশ্বর, অম্বিকক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবেক্ষেত্রে কৃষ্ণবা-
পহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দকেশ্বর, কশিকক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও
ব্যাঘ্রেশ্বর, চুতভূজক্ষেত্রে চতুর্ভূজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে ময়্যেশ্বর
ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ,
এইখানে রত্নসরিতীরে ত্রীকর্ষের ক্ষেত্রে রক্তেশ্বর লিঙ্গ এবং
ঘোড়শী শক্তি; বঙ্গক্ষেত্রে প্রোচেতস ও বাসবেশ, ভীমক্ষেত্রে
ভীমেশ্বর, করতলাবনক্ষেত্রে করতেশ্বর, খণ্ডমূনির ক্ষেত্রে খণ্ড-
নেশ্বর ও বজ্রেশ্বর, কস্তুরের ক্ষেত্রে কস্তুরেশ্বর, ভৈরবীক্ষেত্রে
ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধৃতপাণ ও কামপালেশ্বর,
মহিষক্ষেত্রে মহেশ্বর ও পরজীশ্বর, নীলাশ্বরক্ষেত্রে ষোড়শীশ্বর,
অঙ্গপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাঘবক্ষেত্রে রত্ন ও দণ্ডপাণি,

অবরোধের ক্ষেত্রে অবরোধের, অথ বা অধিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গজাক্ষেত্রে গুপ্তেশ্বরের বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর-বেলীতে বিবেশ্বর ও কাশালিক লিঙ্গ, পূর্বার্কক্ষেত্রে সুরেশ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সঘরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোকেশ্বর; কুম্বাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রাঘবেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর, দর্ভাবতীপতি, জগৎকাকুম্বুরি ক্ষেত্রে ও তপতীসঙ্গমে তিনটি নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। প্রাক্কালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃ সন্তান সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। এতদ্বিত্য তাপীধণ্ডে আর কএকটি প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কুর্শপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তকন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেবীয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটি প্রধান তীর্থ। ইহাতে যেন্নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত দ্ব্যধক লিঙ্গ আছে, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গজতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মহামুনিগের সকল প্রকার পাপনাশক। বাহারা তাপীসাগর-সঙ্গমে সঙ্গীক জ্ঞান করিয়া জরৎকভাবে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিরোগ হয় না এবং বাহারা অসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইখানে আসিয়া স্নানাদি করে তাহা হইলে, তাহার নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃমিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষর হয়। (‘কন্দপুরাণ তাপীধ’)

এই তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপতী বা তাপতী নামে সর্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটি প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮' উঃ ও

দ্রাঘি° ৭৮° ১৫' পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মূলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৮' ২৬" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮' ৫৬" পূঃ) একটি পবিত্র তীর্থ আছে, অনেক তাহা হইতে তাপতী নদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মূলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে স্রবলা স্রবলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের ছইটা শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেয়ারহ চিকলা পাহাড় ও ডানধারে কালীভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্যন্ত তাপতীর উপত্যকার তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এই-রূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া স্রবতীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাকের মুখ ছাড়া সর্বত্রই উত্তর তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষভৃগুস্রবলাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপতী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি স্রাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথার আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপতীনদী হইতে অনেক গুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে স্তুকি, অনেক, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও স্নন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে কিন্তু শেষ ২০ মাইলের ছইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে ছই এক ঘর অরণ্য-বাসী ভীলজাতির ছুটির দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাণাণের মাত প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সর্কার পথের নাম ‘হরণকাল’ অর্থাৎ হরণলক্ষ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপী কখন খুব চোড়া আবার কোথাও খুব স্রবমুখে নানা গিরি দরী ও নির্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাক্ষ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া স্রাট জেলায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

এখানে রাজপিল্লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপতীর মুখে পতিত হয় নাই; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ধ্ব কোথাও বা সমধিক শতশালী কুবিক্কেজ দৃষ্টগোচর হয়। আম্রোলাই হইতে সুরাট নগর পর্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাঁক আছে। আম্রোলাই হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫১৬ ক্রোশ য়ুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-স্থায়ী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চোড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্য ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে ইটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তৃত বালি ও চড়া আছে, সেই জন্ত পোতাধি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আখিন হইতে চৈত্রমাস পর্যন্ত এখানে নির্ঝিয়ে জাহাজাদি লগ্ন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানার নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু প্রোত্যের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কুল ডাসাইয়া নিকটবর্তী গ্রাম নগরাদি প্রাণিত করে। পূর্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বজা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্তী জনগণের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত প্রবাসীত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্বেকার মত দেহপ ভীষণতর বজা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তিরিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটা বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় বুরোপীয় বণিকগণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর প্রোত বন্ধ হওয়ার এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উত্তরতীরে যেমন বিস্তৃত হিন্দু তীর্থ

আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। এসিদ্ধ অজন্তা (অজন্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটা গুহা দেখা যায়।

প্রতি ষাটবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্কপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্বল্পপুরাণে তাপ্তী-থণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

“দশ কেরারযাত্রায় যৎপুণ্যক নৃণাং ভবেৎ।

তৎফলং শিবযোগেন ত্রীশুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ ॥

সুগুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহ সঙ্গতা।

তত্র তীর্থস্ত কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গা গতোপি চ।

সুগুপ্তক তদা যতি দাতুং গঙ্গা সরিষয়া ॥ ৯ ॥

কিং গঙ্গতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।

ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমন্ত্রেণ সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

অত্র তীর্থসমং তীর্থং ক্ষুদ্র পুত্র ন বিদ্যতে।

দাহং বিনাশ্র পুত্রবো যতি থং বারিসেবনাং ॥” ১৩ ॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপত্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটা কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপ্তীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপত্যা করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপ্তীখণ্ড ৬৮ অঃ)

তাপ্তীসাগরসঙ্গমও একটা বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্ত একটা অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্মিত আলো ঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশদূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপ্তীজ (পুং) তাপ্যা নম্রাঃ সমীপে আকরভেদে আরভে জন-ড। মাস্কিকথাহু।

“এবং মাস্কিকং ধাতুং তাপ্তীজমবুতোপমং।” (সুশ্রুত)

[মাস্কিক দেখ।]

তাপ্তীসমুদ্র (জি) : রাষ্ট্রনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (স্রী) ২ অধিগতর সখবা খবিল পদার্থভেদ।
৩ মণিভেদ।

ভাষ্যেশ্বর (পুং) ভীষভেদ। (শিবপুং)

ভাপ্য (স্রী) ভাপে হিতং ভাপ-বৎ। ধাতুমানিক, হেমচন্দ্র
এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন।

ভাপ্যক (স্রী) ভাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমানিক।

ভাপ্যথসংস্কৃতক (স্রী) ভাপুখা সংজ্ঞা যন্ত বহরী, কপ্।
ধাতুমানিক।

ভাবুব (স্রী) [বৈ] বিবর ঔষধভেদ।

ভাম (পুং) ভাম্যতনেন তম করণে যঞ। ১ ভীষণ। ২ দোষ।
৩ মানিকারণ। ৪ মানি।

ভামর (স্রী) ভামং মানিং রাস্তি ষাক-। ১ জল। ২ দ্রুত।

ভামরস (স্রী) ভামরে জলে সন্তীতি সন্ড-। ১ পদ। ভামাতে-
হেনেন রস্তুতে ইতি রসং কর্ণধা*। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪
ধুতুর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ*। ইহা ষাদশ অক্ষরযুক্ত।
ইহার ৫৮১১১২ বর্ণ গুণক।

“ইহ বন ভামরসং নজজায়ঃ।”

“ক্ষুটস্রবনামকরনমনোজঃ

ব্রজললনানয়নালিনিপীতঃ।

তব মুখভামরসং সুরশজ্ঞো

হৃদয়ভঙ্গাগবিকাশি মমাস্ত্র ॥” (ছন্দোম*)

ভামরসী (স্রী) ভামরস-ভীপ্। পদ্বিনী।

ভামলকী (স্রী) ভূমামলকী।

ভামলিগু (পুং) দেশভেদ, তমলুক*। [তমলুক ও ভামলিগু দেখ।]

ভামলিগুক (পুং) ভামলিগু-স্বার্থে কন্। তমলুক দেশ।

ভামলী (দেশজ) ভাভিভেদ। [ভাষ্য দেখ।]

ভামস (পুং) তমসমোশুণঃ প্রধামসেনাত্যভেতি অণ্।
১ সর্প। ২ ধল। ৩ উলুক। ৪ চতুর্ষ ময়, এই মন্তবের বিষ্ণুর
অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈষ্ণুতিগণ, জ্যোতি
ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, স্বধায়াতি নয়াদি ময়পুত্রগণ। (ভাগ-
৮।১১২৪ অ*)। (ত্রি) ৫ ভমোশুণযুক্ত। ৬ ভমঃপ্রধান-
শুণক, বাহার ভমোশুণ প্রধান। ভমোহধিকৃত্য প্রভুতঃ
অণ্। ভমোশুণাধিকার বায়া প্রভুত শাস্ত্রবিশেষ, ভামস
শাস্ত্রের বিবরণ পদ্যপুরণে এই প্রকার লিখিত আছে।

“শুণু দেবি একক্যাসি ভামদানি স্বাক্রমং।

যেবাঃ প্রবণমাজ্ঞেণ পতিত্যাঃ জানিমানপি ॥” (পঞ্চপুং)

প্রথম পাণ্ডপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশে-
বিক শাস্ত্র, গোতমোক্ত ভাস্যশাস্ত্র, কপিলোক্ত সাখ্য, জৈমিনি-
কথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্বাকশাস্ত্র, মুদগালী

বিষ্ণু কর্তৃক যৌবশাস্ত্র, পুরুষার্থ্যাকথিত মার্কান্দ্যশাস্ত্র
বোদ্যশাস্ত্র, এই সকল ভামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে
জানীদিগেরও পাতিত্যা জন্মে। এই সকল ভামস শাস্ত্রে
বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ণ
শাস্ত্রই ভাষ্য; জীরাখ্যা ও পরমাখ্যার প্রকৃত্য প্রতিপাদিত হই-
য়াছে। ব্রহ্মের প্রোক্তরূপ নিগূর্ণরূপে দর্শিত হইয়াছে। জগ-
তের নাপের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

ভামস ভ্রমের বিবরণ কুর্নুপুরণে এইরূপ লিখিত আছে।
এই জগতে প্রীতি ও দ্বুতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা
সকলই ভামস শাস্ত্র। কয়াল, ভৈরব, বামল, বাম এই
সকল ভামস ভ্রম।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাব্বিক, রাজস ও
ভামস। তাহার মধ্যে মৎস্ত, কুর্নু, লিঙ্গ, শিব, অম্ব
এই ৬ খানি ভামসপুরাণ। এই সকল ভামসপুরাণে শিবের
মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খান
সাব্বিকপুরাণ, এই সাব্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই
৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্তপুং)

কণাদ, গোতম, শক্তি, উপমহা, জৈমিনি, হর্লীসা,
মুকভু, বৃহস্পতি, শুক্ৰার্চ্য, জমদগি ইহারা করজল ভামস
মুনি। গোতম, বার্ষ্পত্য, সায়জ, যম, শম্ব, ঔশনস এই
কয়খানি ভামস দ্বুতি।

মহুদিগের সভ্যবতাই তিনপ্রকার প্রজা আছে—সাব্বিকী,
রাজসী ও ভামসী। বাহারা ভূত ও প্রেত্যাদির উপর
প্রজাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের ভামসী প্রজা
জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আহার, বস্ত্র, তপ, দান প্রভৃতি ব্যবহার
জগতের কার্যই ত্রিবিধ। অর্কপক এবং বিরসতা প্রাপ্ত
(বাহার প্রকৃত বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পুতিমৎ, পয়ুসিত
উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার ভামস আহার এবং এই আহারই
ভামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি ছয়াগ্রহবারা পরের উৎসাহমের নিমিত্ত আহার
নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই ভামস
তপ, এবং ভামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপত্বা
করিয়া থাকে।

দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পায়ে অসংকার ও অবজ্ঞতা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম ভাসল দান।

তবিষ্যতের অন্তত্বল, শক্তিকর, অর্থকর ও পরিজনাদির ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে কিয়দা অহুতিত হয়, তাহাই ভাসলক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থ্য কোন কার্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়, তদনুসারে কার্য করিয়া কেলে, জ্ঞান পর্যালোচনা দ্বারা কিছু মাত্রও পরিমার্জিত হয় নাই, সহগমেশ দ্বারা বাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মারাবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্তরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছিন্নমতংপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্বদা অবসরভাব আর দীর্ঘস্থায়ী, এই প্রকার কর্তার নাম ভাসলকর্তা।

যে মন দ্বারা অর্থ্যকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে ভাসল মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, শ্রম, বিবাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্ভিত হইয়া থাকে, সেই দৃশ্যে ধ্যক্তির ধারণাকে ভাসলমুখি কহে।

নিদ্রা, আলস্ত এবং প্রমাদদ্বারা যে মুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে ভাসলমুখ কহে। (গীতা)। পোরোহিত্য, বাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামধাজন, বিকুলেবাপরাধ, বিকুলামাপরাধ, অসংপ্রতিগ্রহ, আভিচার, পণ্ডীতবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অহুপাতক, মোহ, মোহ, কাম, ক্রোধ এই সকল ভাসল কর্ম। (পদ্মপুঃ উঃ ৭)

ভাসল শব্দিক কর্তৃক ভাসল জব্যাবার ভাসল ভাব অবলম্বন করিয়া যে বজ্র হয়, তাহার নাম ভাসল বজ্র, এই প্রকার ভাসল বজ্র, দান ও তপস্বী দ্বারা নরকে অন্ন হয়।

ভাসলো রাহোরপত্যং অং। ৮ রাহুভূত, ভাসলকীল। ৯ শিবের অহুচর ভেদ।

ভাসলো ভাসল প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে একটি গুণ, যে গুণদ্বারা ভাসল অর্থ্য্য মানি উৎপাদন হয়, তাহাকে ভাসল অর্থ্য্য আদ্যক গুণ কহে, হুতরাং ভাসলো ভাসলো হেতু।

স্বঃ রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটি গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও স্বঃ জির থাকিতে পারেনা, তবে যখন স্বঃ ও রজঃ পরাজব করিয়া নিজ ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাজব ভাবে স্বঃ ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও স্বঃ স্বঃ জ্ঞানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা জব্যপদার্থ জ্ঞানিতে হইবে।

স্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অস্বচ্ছভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্বকার্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় স্কৃতিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারয়ুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিযুক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্তা। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তখনই ত্রয়ের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্বঃ ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও রজঃ হীন হইলে স্বঃ প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশ্যক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মহুষ্যের অর্ধে প্রযুক্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতা, অনিশ্চিততা, শ্রম, ভয়, মোহ, শোক, সংকার্যদৃশ্য, অস্থিতি, অফলতা, নাস্তিকতা, হুচরিত্রতা, সদস্যবৈবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিচ্ছিন্নতা, নিকৃষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানান্ভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অপ্রদ্বা, বৃথা চিন্তা, অসুরলতা, কুহুদ্বি, অক্ষমতা, অজিভেজিত্য, অস্ত্রের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিত্য, মৎসরতা, নীচকর্মে অহুতরাং, অহুতরক-কার্য্যের অহুতান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অহুতান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভাসল প্রকৃতির লোক বলিয়া জ্ঞানিতে হইবে। এই ভাসল প্রকৃতিই ব্যক্তির অজ্ঞানত্বের দ্বার পদার্থ রাকস, সর্প, কুনি, কীট

পক্ষী বিবিধ চতুর্দশ অঙ্গ হইয়া জগৎগ্রহণ করে। বাহার সর্বদা নিকটে কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্তে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সৰ্ব্ব রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিক্রিয় রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথকরূপে নির্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সৰ্ব্বগুণ সম্ভে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সৰ্ব্ব ও তমে কোন সময়ই তিরোহিত হর না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্বাহ করে। কেবল জ্ঞাত্তরীণ পাপপুণ্যানিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তায়তম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্বাবর সমুদয়ে তমোগুণের আধিক্য বিস্তারিত রহিয়াছে; কিন্তু উহার রজঃ ও সৰ্ব্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিস্তারিত রহিয়াছে; নানা-ধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

“অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ধর্মোজ্ঞানঃ বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যং।

সাত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাধিপর্ধ্যন্তং ॥” (সাংখ্যকাঃ)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিবাদাত্মক।

“স্প্রীতাস্প্রীতিবিবাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।

অজ্ঞোজ্ঞাভিভব্যাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥” (সাংখ্যকাঃ ১২)

বিবাদের নাম মোহ, বিবাদের স্বরূপই তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাধান্ত্য হয়, তখনই বিব্রততা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্বকে পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা স্নান ও উপস্নানবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ষি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও স্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীর ধারণ রূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

“ভেদতমসোহষ্টবিধঃ মোহস্ত চ শব্দবিধঃ ॥” (সাংখ্যকাঃ ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিজ্ঞা ইহার ভেদ ৮ প্রকার অব্যক্ত, মহত, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রাঃ। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

“সবৎ জ্ঞানং ভুমোহজ্ঞানং রাগদ্বৈরৌ রজঃ সূক্তং ॥” (মহ)

নৈরায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরদিগের মতে রূপ বর্ণনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহস্যতঃ কীলকইব। রাহস্যত-কেতু ভেদে, তামসকীলক প্রকৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহস্যত-কেতু সকল ভ্রমপ্রিংশং প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা স্বর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্থল নির্ণয় করিতে হয়। উহার যদি স্বর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডল গত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহার কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিরূপ হয়। স্থল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। ঐ রাহস্যত সকলের মধ্যে যদি শিবী ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহস্যদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। স্বর্য্যবিষয় কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। স্বর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভর, ক্ষাঙ্কাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভর এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধান (স্ত্রী) বটুক ভৈরবের ধোরূপ ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্বিক, রাজস ও তামস। (ভট্টাঃ) তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি গার্হস্থ্য সুখান্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্তা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নিরুক্তঃ তমস-ঐ। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু বাহ্য অহুষ্টিত হয়, গর্হিত, নিম্নিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস।

[তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোহন্ধকারপ্রাধান্তেন অস্তি অস্ত্যং তমস-অণ্ স্ত্রিয়াং ভীহ। ১ অন্ধকারবহলা রাজি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মারাবিজা। মহাদেব নিকুল্লিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া সেবনাদকে এই বিজা দান করেন। এই বিজাপ্রভাবে সেবনাদ অদুস্ত হইয়া বৃদ্ধ করিত। (রামাঃ)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মুদ্র দেশের লজ্জা নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্ত সর্বত্র ইহাকে শুভ

করিয়া অগ্নি সংযোগে ইহার ধূম পান করে। এরূপ ধূমপানের স্তম্ভ জিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুট—তামাকের পাতা হইতে উঠা বাষ্প দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাক পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ জ্বলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় চুট—বা শুভ্র তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্তর্বৃক্ষের পত্রে তামাক চুট চুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেখোত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্ত জিবিধ উপায়ে তামাক সেবন করিয়া থাকে।

১ম শুধা—তামাকপাতা শুভ্রাইয়া চূর্ণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

২য় দোক্তা—তামাকপাতা শুভ্রাইয়া তৎসঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, মোরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে ব্যবহার করে, উদ্ভিগ্যবাসী জী পুঙ্খ ও বাঙ্গালীয় জীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় শুড়ুক—তামাকপাতার শুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হকার ইহার ধূম পান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর শুড়ুককেই “তামাক” ও তামাক পাতাকে “দোক্তা” নামে অভিহিত করে। শুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী ইহা পড়িয়াছে যে ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটা প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে “শুড়ুক গভীরাঃ বুদ্ধিঃ।” এতদ্বারা কি ভারতে কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা শুভ্রাইয়া বা পচাইয়া ‘নস্ত’ রূপে ব্যবহার করে। নস্ত নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ইুরোপীয় উদ্ভিদ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিনা- (Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিসমেস্ নগর-নিবাসী জিয়া নিকো (Jean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিনা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ গৃহীত হয় না। স্তম্ভ ও ক্রমিক সমুদায় তামাকের মধ্যে প্রথম ৫০ প্রকার তামাকের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক পাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিমস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার আফ্রিকার ও এক প্রকার নব ক্যালি-

ডোনিয়া দীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিনা টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিনা রাস্টিকা (N. rustica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে ভিন্নভেদে



১। সাধারণ তামাক গাছ।

২। তুর্কী তামাক গাছ।

কবির প্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানাক্রম সামাজ্য বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জনস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জিনিয়া, মেরিয়াণ্ড, কেন্টাকি, লাটাকিয়া, হাভানা, মানিলা, সিয়াক প্রভৃতি এশিয়া, যুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিনা টাবাকাম্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিনা রাস্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিনা রাস্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ ইুরোপীয়-গণের মধ্যে পূর্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পল্লবে কলাহারী তামাক বা কালাহারী ককর নামে খ্যাত।

নিকোটিনা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক। আমেরিকা বা ভার্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন-ভিন্ন দেশে তামাকের নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক, তামাক, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তামাক, তামাক, বঙ্গভাঙ্গ।
সিদ্ধ, শুকরাট ও রাজপুতানার	...	তামাক।
বোম্বাই প্রদেশ	...	তামাক।
উদ্ভিগ্য	...	ধূমপত্র (ধূমপত্র)।
সংস্কৃত	...	কলম।
ঐ (গতি)	...	ধূমপত্র, তামাক।

ভানিল	...	পোগাই-ইলাই।
ভেলু	...	পোগাকু, ধূপত্রয়।
কাশ্মীরে	...	সবন পাণ্ডব।
কর্ণাটকে	...	হোগেসলু।
মলয়ে	...	পুকাইলা, পোকালো, তাম্রাকো।
ব্রহ্মদেশে	...	সে, সাক, সাকপিন্।
সিংহলে	...	দিলাজহা, দিংকোলা।
পারস্তে	...	ভবাকু।
আরবে	...	তুতন্, বজ্রভাক্।
তুরুকে	...	তুতন্, দোখন্।
বালি ও যবদীপে	...	তাম্রাকো।
চীনদেশে	...	সিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্‌পা।
জাপানে	...	টাবাকো।
ইতালীতে	...	টাবাকো।
লাটিন	...	টাবাকাস্।
রুশ, জর্জী, দেনমার্ক ও ফ্রান্সে	...	টাবাক।
হলণ্ডে	...	টোবাক্।
পর্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে	...	টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে	...	কোয়াউরিয়েট্।

তামাকুর গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডপ্লেবী, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে শুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। শুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পুরুকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীর বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিসুবরেখা ও তন্নিকটবর্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক ভাল বাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ট্যার্ট (১৮৬৫ খ্রঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হসিয়ারপুর, দিল্লী

প্রভৃতি স্থানে অস্ত্রবিধ তামাকুর জায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তার চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে পাদি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগার অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাভীরে, ঋগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক্ প্রদেশে ১০৫০০ ফিট উচ্চেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গলাদেশের মধ্যে কোচ-বিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার “লকা তামাকু” এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অস্ত্রবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা বড়। বলিয়া তামাক ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অস্ত্রবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়োজন, অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাধিয়া রাখে, বাঙ্গলাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্ত প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই ‘শুখা’ করিয়া খায় না। ইহাতে শুড় মিশাইয়া শুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুর্কটের জন্ত ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুর্কটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অহুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলানী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অহুমান হয় যে ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অহুমান্যে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বস্ত্র-প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্ধ বস্ত্রভাবে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলিকাতার নিকটবর্তী ২৫ পরগণার মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশুল্ক রুগুনী ও গ্যাতসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গায়ে এবং হগুনী ও গঙ্গার বাঁশুমর চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ গজায়, সে স্থলে অল্প কোন স্বভাবজাত তৃণশুল্কাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ শুণি চাষের তামাক গাছের জায় পরিপুষ্ট হয় না, মরুতে হইয়া থাকে। ইহার বর্ষায় শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফল হয়। ডাঃ ওয়াট যে জাতীয়

বস্ত্রগাছকে তামাক গাছের বস্ত্র অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার ইহার বহুলতা সন্দেহে বেক্স বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লী-গ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অল্প নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহু-চেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা “নিকোটিয়া টোব্যাকাম” নহে, তাহা উক্তজাতীয় “নিকোটিয়ানা প্রায়মিফেলিয়া”; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে যুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বুস দলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়া এই দ্রব্যটা লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা গুয়ানাহানিদীপে (সান্‌ সালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটা দর্শন করে। তাঁহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া অলসপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের খাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়রা এই গাছকে “কোহিবা” বলিত এবং অলস পাতাকে ‘টোবাকো’ বলিত। কলম্বুসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪—৯৬ খৃঃ অব্দ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোম্যানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্‌ ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা “গুইয়োজা” বা “কোহেবা” নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া ‘টোবাকো’ নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্ত-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্‌ ডোমিঙ্গোর শালন-কর্তার লিখিত গজালা ফার্মাণ্ডো ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই ‘টোবাকো’ নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের স্থায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিকটা ধরিয়া উপরের ছইটা মুখ ছই নালা-ছিদ্রে অবশ্য করাইয়া দিয়া খালের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান্‌ ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেবজ-গুণের অল্প ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়রা দক্ষিণ-আমেরিকায় উপকূলের লোক-দিগের মধ্যে তামাক-চর্চণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম

প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ক্রিবিধ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইভমান বলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকায় লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্তগ্রহণ ও তামাকুচর্চণ করিত এবং লাপাটর, উরুগোয়া ও পায়াগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকায় পানামাযোজক হইতে কাগাড়া, কালিকর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্বত্রই ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ‘টোবাকো’ নামক নলের গায়ে অতি পুঙ্খ, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য আছে তাহা অন্যান্যের উত্তাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অজন্তেক জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের স্তম্ভপ্রাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গায়ে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকায় নানানামে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পিটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক প্রেয়ীর তামাকুর নাম ‘পিতুনিয়া’ (Petunia) হইয়াছে। ‘য়টল্‌’ নামও (Yell) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে ‘সয়রি’ (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে যুরোপে সর্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্রান্সিস্কো ফার্নান্দোজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আধিকার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুকপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিঁয়ানিকো (Jean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্তুগীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিসবন্‌ নগরে নিজ উজানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেবজ গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত ও অপ্রোক্ত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসরকারের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজা ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করার ইহার কৃতি অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পথিভ নাম প্রাপ্ত হয়—“হার্কা সাফটা” (পথিভ গুল), “হার্কা প্যানিসিয়া,

“হার্শ ডিলায়েইন” “হার্শ ভি এল আন্ডারডিউর” (দুতগুণ) ইত্যাদি। পৰ্তুগাল হইতে কাৰ্ডিনাল সান্টাক্রোশ ইতালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তরাসে “আৰ্শা সান্টাক্রোশ নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর যুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ব ওয়াল্টার রালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্ফ লেন নামক একব্যক্তির অধীনে একটা উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুদ্ধ দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্‌স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া যুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য ফলপ্রসূ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহোষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট, রাজা ও গোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্ত অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুর্ককে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্ত্রগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাণ্ডল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আরলণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি দাঁধাবাদি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে শতক্রমে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। যুরোপীয়গণের মতে অকুবর বাদশাহের রাজত্বের শেষে পৰ্তুগীজগণ কর্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেক বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। যুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও স্থায়ী সপ্তদশ শতাব্দী পূর্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিংহাসনারীশী নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে “কলঙ্গ” শব্দের অর্থ “তামাক” ইহা

সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। “কলঙ্গসংবেষ্টন” অর্থে চুকাট বলিয়াই অনুমিত হয়। [কলঙ্গ দেখ।] এতদ্বির ইয়ুল ও বার্গেলের দেশীয় শব্দের ইতিহাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিতেছেন—“বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটা গহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকুবর বাদশাহ আমার উপহার-গুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে বারকসের উপর ধূমপানের নল ও অস্ত্রাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মজা ও মদিনার বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্ত ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমার ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।”

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে যুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অকুবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করণাশায় আদেশ করেন যে “তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যবহার করিবে না।” ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আবাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্ত “তলীর” (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মান্বিতকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটা প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিহারে তামাকুপ্রিয়তা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে সে দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে—

‘খায় না খায় তামাকু পিয়ে।

সে নর বেটাওয়া কৈসে জীয়ে।’

ভারতবর্ষের তামাকু আমেরিকা বা বিলাতী তামাকুর স্তায় ব্যবসারে ততটা আদরগীর নহে, তবে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্নেন্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাপ্তেন বাসিল হল এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহাটকল্‌চরাল সোসাইটীতে বেরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার মেরিয়াণ্ড ও ভার্জিনিয়া তামাকুর বীজ হইতে চাষ করিয়া যে তামাক উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা বিলাতে বড়ই আদরের সহিত গৃহীত এবং বিলাতী বণিকেরা বলেন যে ভারতীয় তামাক এত ভাল আর তাঁহার দোখেন নাই। এই তামাক বিলাতে ৬ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় হইয়া ছিল; কিন্তু ইহার পর আন্দানবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত হয়, তাহা আদৃত হয় নাই। তাহার পাতা অধিক গুরু, ছোট ও বেশী মুড়মুড়ে হইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির ধূলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাতুল বেশী দিতে হয়, এজন্য বিদেশে ব্যবসায়পক্ষে ভারতের তামাকু বণিকগণের নিকট আদৃত হয় না।

তামাকের চাষ। ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভিন্ন বৃত্তাংশিকারে প্রায় লক্ষ বিঘা পরিমিত ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহা হইতে প্রায় কোটি মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে মাজারাজ, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কোয়ম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে দ্বিজিত ও রঙ্গপুর জেলায়, বোম্বাইয়ে থেড়া ও আন্দানবাদজেলায় তামাকুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত “লঙ্কা তামাক” গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলায় এবং দ্বিতীনপন্নীচুরুটের তামাক কোয়ম্বাতুর ও মহারা জেলায় উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গালা।—এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মে। তামাক-চাষে এ দেশের কত জমী লাগিয়া আছে তাহা নিরূপিত হয় নাই, কারণ এদেশে তামাক প্রচুর জন্মিলেও ইহা এদেশের কৃষি শ্রব্দের মধ্যে বিশেষ গণ্য নহে। রঙ্গপুর, দ্বিজিত, পূর্ণিমা, ষারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, ছয়দার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার জেলায় অপেক্ষাকৃত তামাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের উৎপন্ন শ্রবোই ব্যবসায় চলিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের তামাক ভ্রমশবাসীর ব্যবহারেই শেষ হয়। যে চাষী তামাকুর চাষ করিবে বলিয়া স্থির করে, সে প্রায় তাহার বাড়ীর নিকটে গোয়ালের কাছে তামাকের জমী করে। বাঙ্গালত

অঞ্চলে যেখানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে তামাকুর চারা তৈয়ার্য করে, কার্তিকমাসে চারা চারাইয়া বসার এবং মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত পাতা ভাঙিতে থাকে। রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পূর্বভারতে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। রঙ্গপুরের জমী ও আব্বাওয়া তামাকের পক্ষে অতি উপযুক্ত। রাজপুরুষেরা অহুমান করেন, আরও কিছুদিন পরে, এখানকার তামাকু আরও ভাল হইয়া বহুদেশে বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা করিবার ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ করা যাইতে পারে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার স্বয়ং প্রস্তুত তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয়। ইহার চাষ এতদেশে আজকাল অন্যান্য জেলায় ধান বা পাটের সম-কক্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর ৪০১০ জন মণ এদেশে আসিয়া এই সমস্ত তামাকু কিনিয়া লইয়া কলিকাতা, নারায়ণ-গঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই ব্রহ্ম ও কলিকাতার “বন্দাচুরুট” প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রতি বিঘার গড়ে ৩৪ মণ তামাকু উৎপন্ন হয় ও গড়ে ৬৭ টাকার মণ বিক্রীত হয়। মগেরা ব্রহ্ম চুরুটের জন্য তামাক বাছিয়া লয়। খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়া তামাক ৭ টাকার মণ দিয়াও তাহারাই লইয়া যায়। এ দেশের সর্বোৎকৃষ্ট তামাকুর পাতা হাতীর কাণের স্তায় দেখিতে হয় এবং “হাতীকাণ” নামেই বিখ্যাত। মগেরা এই তামাকই বেশী পছন্দ করে। কোচবিহারের তামাকও অতি উত্তম হয়। ২৪ পরগণা ও নদীয়ার তামাক বাহা জন্মে, তাহা ভ্রমশবাসীর ব্যবহারেই লাগে। বারাসত, বনগী ও রাণাঘাটে যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার কতকটা রপ্তানি হয়।

গোবর্ডানার নিকটবর্তী গাইঘাটা থানার ৩৪ মাইল দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে হিল্লী নামক গ্রামে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহাই বাঙ্গালদেশে “হিল্লী” নামে সর্বোৎকৃষ্ট বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট। রাণাঘাট ও বারাসতের তামাকও হিল্লী নামে চলিয়া যায়। আসল হিল্লী গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্প। শুনা গিয়াছে, হিল্লী গ্রামে ২১০ বিঘা মাত্র জমীতে উহার চাষ হয়। হিল্লী তামাক ৫ হইতে ৮ টাকা পর্যন্ত মণ বিক্রীত হয়।

বিহারে গলানদীর উত্তরকূলে তামাকের চাষ আছে। এখানে তিনপ্রকার তামাক উৎপন্ন হয়, দেশী বা বড়কি, বিলাতী বা কলকত্রিয়া ও ধোঁয়া। ধোঁয়া তামাক গোব

মাষে বুলে ও বর্ষাকালে পাতা কাটে। ভারতাকার ভাষ্যকের চাষই বেশী। ত্রিহত ও তাম্রপুরের ভাষ্যকই এ অঞ্চলে ভাল। এই ভাষ্যকের পাতা খুব বড় হয়। সম্ভবতঃ এই ভাষ্যকই কলিকাতা অঞ্চলে “মতিহারী ভাষ্যক” নামে খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রতি বিঘার ৬৭ মণ ভাষ্যক জন্মে, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্যকের প্রতি মণের মূল্য ৫ টাকার বেশী হয় না। এই দিকের ভাষ্যকই নেপাল, গোরখপুর এবং রেল ও নদীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অত্যন্ত স্থলে রপ্তানী হয়। কোন কোন জমীতে প্রথম কসলে ২০ মণ ও দ্বিতীয় কসলে ১৫ মণ পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে ৩৪ বার কসলও হয়। এখানে ত্রিহতের মধ্যে পুয়া নামক স্থানে একমল ইংরাজ কুঠিয়ার নীলকুঠির জায় ভাষ্যকের কুঠি করিয়াছেন। তাঁহাদের চাষ বেশ ভাল হইতেছে।

আসামে ভাষ্যক খুব অল্প জন্মে, কিন্তু এখানকার মিশ্রি ও আবারজাতীয় দ্রুপকৃষ মাতেই ভাষ্যকপ্রিয়। তাহাদিগকে প্রায় হঁকা ছাড়া দেখা যায় না। বাঙ্গালা হইতে এদেশে ভাষ্যক আমদানী হয়। পার্শ্বভ্যাজাতির অল্প পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুক্ষীর হঁকার কাঠ খাইরা নেশা করিতে ভালবাসে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রায় ১২৩৮৮৪ বিঘা জমীতে ভাষ্যক উৎপন্ন হয়। ফরুখাবাদ ও বুলন্দশহরেই ভাষ্যক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও দুই কোথাও বা তিনবার কসল উৎপন্ন হয়।

প্রথম কসল (শ্রাবণে চাষ আরম্ভ হয় বলিয়া) “শ্রাবণী” নামে খ্যাত। দ্বিতীয় কসল (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে কসলকাটা হয় বলিয়া) “আষাঢ়ী” নামে খ্যাত। “শ্রাবণী” কসল কাটা হইলে তাহার গোড়াগুলি যাহা ক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইতে পর বৎসর বৈশাখমাসে আর এক কসল পাওয়া যায়, তাহাকে “রতুন” কসল বলে। “রতুন” কসল ভাল হয় না। বাঙ্গালা দেশের জায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে কসল গোড়া বেসিয়া কাটিয়া লয় ও আলাহাবাদের পূর্বাঞ্চলে এক একটা করিয়া পাকাপাতা তাদিয়া লয়। বিহারের পূর্বা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে ভাষ্যকের এক কুঠি হয়। তথায় যে ভাষ্যক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডে ও অস্ট্রেলিয়ায় নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা তৎকালে ১০ আনা দেরে বিক্রীত হইয়াছে।

এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে বহুপূর্বক ভারতীয় ভাষ্যকের চাষ হইলে তাহা আমেরিকার ভাষ্যক অপেক্ষা কোন অংশে হীন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অযোধ্য। এখানে প্রায় ৪০১২২ বিঘা জমীতে ভাষ্যকের চাষ হয়। শীতাপুর ও খেরীজেলার ভাষ্যকের চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক।

পঞ্জাব। এখানে ১৮৫৩৮ বিঘার ভাষ্যকের চাষ হয়। জালন্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলায় ইহার চাষ বেশী। এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেলার ভাষ্যকের মধ্যে নিকোটিয়ানা রাষ্ট্রিকা বা কান্দাহারী বা ককর ভাষ্যকই বেশী পরিমাণে আবাদ হয়। লাহোরী ককর ও শিকারপুরী ককর বেশী খ্যাত। ইহার পাতা ক্ষুদ্র ও গোল। এতদ্বিধ আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত ভাষ্যক এই অঞ্চলে জন্মে।

“বোঙ্গারী” ভাষ্যক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া চাবীরা ইহার বীজই চাষ করিবার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ বোঙ্গারী হইতে সর্বপ্রথমে ইহার বীজ এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছে।

নোকী।—ইহার পাতা বেশী লম্বা ও কোণাকার হয় বলিয়া ইহার নাম “নোকী”। ইহা দেশী ও “নোকী” ভেদে দুইপ্রকার।

সামলী।—ইহা লাহোর, অমৃতসহর ও শিয়ালকোটে জন্মে। ইহার কেবল পাতাই ব্যবহার হয়, উঁটা কোন কাজেই লাগে না।

পূর্বা।—প্রথমে বাঙ্গালাদেশ হইতে এই জাতীয় ভাষ্যকের বীজ আনিয়া লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া ইহার নাম পূর্বা। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ পড়ে। ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে ইহার ধূমও পান করে।

বেঙনী।—কুলিবেঙনের পাতার জায় ইহার পাতা হয় বলিয়া ইহার নাম বেঙনী। ইহাই সে দেশের চলিত ভাষ্যক।

সুরাটী।—সুরাট হইতে বীজ আনিয়া ইহার প্রথম চাষ হয় বলিয়া ইহার নাম সুরাটী; ইহা তিক্ত ও কড়া। কর্ণাল জেলার দেশী ভাষ্যক চাষের শুণে পাতার আকারানুসারে তিনপ্রকার জন্মে—বৃগড়ী, সুরনালী, ও থুড়ী। ডেরা-ইন্সাইল থী জেলায় দুই প্রকার ভাষ্যক জন্মে—সিদ্ধার ও গারোবা। গারোবা অতি নিকট ভাষ্যক। কান্দাহারী ভাষ্যকের সহিত ইহা মিশাইয়া এখানকার লোকেরা শুদ্ধক প্রস্তুত করে। গারোবা ভাষ্যকের বিশেষ একটা স্বাদ গন্ধ নাই।

সিদ্ধ। বহুক কসলের পর এদেশে ভাষ্যকের চাষ হয়। ভাষ্যকের প্রথম কসলকে নৈদরী বলে। একমাস পরে দ্বিতীয় কসল কাটে, ইহাকে রাউটী বা “রাঙ্গরা” বলে। শিকার-

পূরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সিদ্ধী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে আছে।

টক—অন্ন ও তিক্ত আশ্বাদবিশিষ্ট। মিঠো—মিষ্ট আশ্বাদবিশিষ্ট। সিদ্ধী—অতি নিকট।

মধ্যভারত। গোয়ালিররের মধ্যে তিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাংলাদেশে ইহাই ত্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক আছে, তাহাকে অম্বরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘার তামাক আছে, খেড়া ও খানেশ অঞ্চলেই তামাকের চাষ বেশী। খেড়া ও বেগলগাম্ জেলায় আবাদী পদ্ধতিতে চাষ হয়। শুভ-রাটে একপ্রকার উত্তম তামাক আছে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়। পারস্তদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাও প্রভৃতি তামাক এদেশে আছে।

বরোচ জেলার কৈসলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিসসহর ও বোরবো দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক আছে, তন্মধ্যে কুলা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লক্ষা-তামাক ব্যতীত মিলিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুর্কট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেখোক্ত দুই প্রকার তামাকের চুর্কট বড় ভালবাসেন। মিলিগুল তামাকের ব্যবহার বড় বেশী। মল্লীপত্তনের তামাক নতের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নত পৃথিবীর প্রচলিত।

রাজ্যোও হাভানা, মেরিলাও, ভার্জিনিয়া, মানিলা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক বার্ষিক আয় এ জেলায় ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্য নীতানগরম্ নামক দ্বীপের লক্ষা-তামাক সর্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সালোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লওনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একপ্রকার সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ভাবান তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেখানে তিক মেরিলাওর আদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে শুভ্র ও চুর্কট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিহাম্। কাকী, কাকনা, নেথাজো, চিত্র ও হুইবা

নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। কাকনার তামাক স্নিগ্ধপ্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেন্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্ত। এ দেশের “সিরাজী” তামাক অতি উৎকৃষ্ট ও সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার সুগন্ধ বড়ই সুবন্দ। ইহার উষ্ণ ও পাতার শির কেলিয়া রিদ্ধা থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকট তামাক আছে, তাহা খোরাসান প্রদেশেই বেশী আছে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে রাজানার ‘খর্সান’ তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাক বহা আছে, তন্মধ্যে নিকোটিন্যানা ফ্রটিওকোণা ও নিকোটিন্যানা রাষ্টিকাই প্রধান। এখান হইতে রুশরাজ্যে চুর্কটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল “বার্ডস আই” নামে যে স্বত্বৎ ছেদিত তামাকের প্রচায় কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই তামাকই সেইরূপ স্বত্বাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউডী ও সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অফিকেনের সঙ্গে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসকি, সিও, সাসয়া প্রভৃতি স্থানে তামাক আছে। সাসয়ার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্ট বোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিলা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুর্কট সর্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেন্ট চুর্কটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ের এ দেশে বথেষ্ট লাভ ও ঐত-দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্বে বাংলাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে এ দেশে সুরাটী, ত্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ত্যালশা কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানেই ভাল আছে। চন্দননগরের নিকটে দিল্লুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম আছে। চন্দননগর তামাক পল্লভীরবর্তী স্থানে আছে। রাজানার তামাকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট উত্তম ফিল্পী, তৎপরে ত্যালশা, দেশের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। ত্যালশা চাষকে যথেষ্ট-সার ও হাই দিতে

হয়। ভূরহুট পরগণার একজাতীয় নিকট তামাক জন্মে, তাহা "ভূরহুটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিক্রী। স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অর পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আশুপ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের উপর থাখা মারিয়া ছাই বাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "বর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালার শুড়ুক, নস্ত, সুখা বা দোকা এবং চুর্কট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। শুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শুড়ু ও জলের সহিত টেকিতে কুটিয়া পিওবৎ করিলেই সামান্যতঃ শুড়ুক প্রস্তুত হয়। তারপর এই শুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা, অম্লান্ত মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

শুড়ুকের মধ্যে খামিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাণ্ডীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরকা, পাড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুকুবাল (চন্দনের ভায় সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসরা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনবর (সুমিষ্টফল বিশেষ) ও সৌন্দালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সত্তা খামিরা শুক চন্দন, গুগগুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সত্তা খামিরা টাকার ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া খাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্কো প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার, অকলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটাসালী, ছড়িলা, সুগন্ধওরালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য মিশায়। লক্কোয়ে খামিরা প্রণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

শুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্কোয়ের বাদসাহী তিন্ন, চনার, চণ্ডালগড়, গরা প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর, আনর-পুর এই উভয় স্থানের শুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গরা ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয়। ইহার সহিত গ্রাহকের কচি অল্পদানে

খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্বোৎকৃষ্ট শুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১১০ টাকার বিক্রীত হয়। হিল্লীতে শুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "সিইনি" বলে। শুড়ুক খাইতে হইলে হকা শটকা প্রভৃতি বস্তুর প্রয়োজন হয়।

নস্ত বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্ত জগদ্বিখ্যাত ও জগ-দ্ব্যাপ্ত। এই নস্ত বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্বিধ কাশী, উড়িয়া ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণ নস্ত প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্ত সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালার ভট্টাচার্য্যভ্রমীর ব্রাহ্মণের শুড়ুক ও নস্ত উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকাী ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্ত প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে শুড়ুক চলে না, নস্তই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিল্লুগ হকা কি তাহা জানে না। মুসলমানের হকা হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্ত সেবন অতি আদরণীয়। সিহদী, আর্ম্যানি ও আরব বণিকেরা মসলিপত্তনের নস্ত লইয়া পৃথিবীর নানা-স্থানে যায়। মসলিপত্তনের নস্ত প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোকান নস্ত করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্ধেকগুলি রোড়ে শুকাইয়া শুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরাধী দুইবার লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে বথন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া নীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ত্রাণ্ডি নামক মত্ত মিশাইয়া পূর্বোক্ত দোকান শুঁড়া চালিয়া দেয়। ছয় দিন ইহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করে।

চুর্কট। ত্রিশিরাগলী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুর্কটের কার-খানা আছে। এই সকল স্থান হইতে অনামখ্যাত চুর্কট বিদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্বিধ সকল স্থানেই দেশী চুর্কট প্রস্তুত হয়। মানিলা, হাতানা, লকা ও যব্বীপের তামাকের চুর্কটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ার ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুর্কট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িয়ার ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণের জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুখা বা দোকা।—পশ্চিমে সর্বত্র সুখা, বিহারে খাইনী,

সুস্বাদু ও বাঙ্গালার দোকান নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিরাইয়া যায়।

সুখা।—তামাকপাতা চূপের সহিত মিশাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গালে রাখিয়া দেয়। সুখের লাগায় ভিজিয়া ইহার রস গাঙ্গে'বার ও ঈষৎ দেশা হয়।

সুস্বাদু।—তামাক, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পাণের সঙ্গে হিন্দুস্থানী জীপুরুষে খায়। কাশীর সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালার তামাকপাতা গুড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দাকচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁরা আরক মিশাইয়া পাণে খাইবার দোকান প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী জীপুরুষ ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী জীয়া মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাণের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী জীলাকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দস্তখাবন করে। প্রাচীনরা উপবাসের দিন “দোকানপোড়া” মুখে দিয়া উপবাস রূপে কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধূলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেঙগের চাষের স্থান ইহার চারাও আলের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সাব দেওয়া আবশ্যিক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হাঁকার নলিচার এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈজ্ঞানিকের মতে তামাক সংক্রামকবিষয়।

হাঁকার জলে বিষকোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফলা নষ্ট হয়। হাঁকার কাটি হইতে যে তৈলবৎ রেহ জব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী বা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ রোগে নস্ত, চূণ ও স্থলতানী চাপাগাছের ছালের গুড়া একত্র মিশাইয়া এলোপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ লিথ বলেন, থলুটকারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলাটি দিলে উপকার হয়। অধিক নস্ত ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরঘটের দৌর্বল্য, যকৃতের কার্যহীনতা, পাকবস্ত্রের কার্যহানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের স্থান আকোপ ও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে ডাণ দিলে থলুটকারের আকোপ কমবে। তামাকের ডাটা শিশুর গুহদেশে দিলে সুস্থ বিরচন হয়। একশিরায় তামাকপাতা রাখিয়া রাখিলে কুলা ও বাখা কমবে, কিন্তু গামাখা ঘুরে ও বধি হয়। ক্রীকনাইন বিবে তামাক ভিজান জল প্রতিবেশের কার্য করে। চূপে

তামাকপাতার গুড়া মিশাইয়া শরীর উপর এলোপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্বিত তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উল্কার, বমন, তেজ ও কাশি হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্কণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্ত গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্ত-গ্রহণে স্লেয়াবৃদ্ধি, শ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানশ, অমিয়ামাশা ও শ্বরের পরিবর্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন জব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উষায়। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব (অন্ন নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার ক্রম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁরাইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মরিয়া যায়। ভিনিগার বা সিন্ধুকাষ এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিব নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকজীবক অন্ন মিশাইয়া জ্বপৎ অন্ন জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূর্ণ দিয়া চোঁরাইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উষায় ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে একটা ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে খাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুক তামাকপাতার ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখা ভোজীরা দোকানের সহিত চূণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই জব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হাঁকার জল থাকে বলিয়া হাঁকার তামাক সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত জব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার দ্রুতক নলিচার ও দ্রুতক জলে থাকিয়া যায়। শটকার নল রড় বলিয়া ভাষাতে উহা জ্বর ও অন্ন আসে। চুরুট সেবনে ঐ সকল সুবিধা হয় না। নস্ত গ্রহণকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটিরও অধিক লোক তামাকসেবী।

এবং জীবের শেববে পরীর হন কিরণপরিমাণে উদ্ভিজ্জিত ও অবলাদ শূদ্র হন বলিয়াই সকল প্রকার এরাই জীবের মধ্যে অস্বাভাবিকতার তামিলের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্রাজি পরীকার জানা গিয়াছে যে তামাকসেবীর কুসকৃৎসব্র অতি শীঘ্র চক্ষু লঙ্ঘন হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ত উদ্ভিদ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামামু (আরবী) সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়।

তামানী (আরবী) শেব, সমাপ্তি।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যানি ৪৭। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কোড়ক, রহস্ত। ২ আমোদার্থ নাট প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত জ্রাবিড়। মহাসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থে জ্রাবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ জ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। জ্রাবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দমিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এই রূপে দমিলো 'তমিল' বা 'তমির' রূপ ধারণ করিয়াছে।† পূর্বে নিয়মামুসারে জ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দামিলো এবং তাহা হইতে তামির বা তামিল হইয়াছে। শকরাচার্যের শারীরক-ভাষ্যে ত্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই ত্রমিল শব্দ তামিল ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরমিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

এসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ মিনি দ্বিতীয় ১৫ শতাব্দীে এই তামিল দেশ তরপিনা (Tropina) এবং তৎপূর্ববর্তী-ভূবৃত্তান্তমূলক শিটলারের তালিকায় দমিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শকুঞ্জর-মাহাত্ম্যের মতে—

“ইতচ্চ বৃষভস্বামিসুহৃৎ জ্রাবিড় ইত্যভুৎ।

বসাম জ্রাবিড়ে দেশঃ পপ্রথমে বহশতভূঃ” (শকুঞ্জর ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের জ্রাবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহু শতাব্দী জ্রাবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে জ্রাবিড় নামক জাতির বাস কেন্দ্র এই জনপদ জ্রাবিড় বা জ্রাবিড়

* মহাভাগ ২১ পরিচ্ছেদ।

† দ্বিতীয় ১৫ শতাব্দীে গ্রীক-পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং জ্রাবিড় দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi-mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার একেই রূপ 'দামিল' বা 'দামির'।

নামে খ্যাত হইয়াছে। মহাসংহিতা প্রভৃতির মতে জ্রাবিড় জাতি পূর্বে কল্পিত ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহার বৃহদাংশ প্রাপ্ত হয়। (মহু ১০৪৪)

“জ্রাবিড়ান্চ কলিঙ্গান্চ পুলিন্দান্চাপ্যুপীকর্যঃ।

বৃষলং পরিগতা ব্রাহ্মণানামবর্ণনাৎ।”

(ভারত অষ্টাঙ্গীসন ৩০২৩)

আবার আদিপর্বে লিখিত আছে, বিখ্যাত ঋষন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে জ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

“অন্যত্র পল্লবান্ পুচ্ছান্ প্রস্রাবান্ জ্রাবিড়ান্।”

(আদি ১।১৭৪৩)

এ দিকে জৈনদিগের শকুঞ্জরমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র জ্রাবিড়ের অপত্যগণই জ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

(শকুঞ্জর ৭।২)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন জ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

“বিজাতিমুখ্যেনু ধনং বিস্ত্রজা গোদাবরীং সাগরগমগচ্ছৎ।
ততো বিপাণ্ণা জ্রাবিড়েনু রাজন্ সমুদ্রমালাচ্চ লোকপুণ্যম্॥”

(বন ১১৮।৪)

“অচিঁতঃ প্রযবৌ ভূরোঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।

তত্রাপি জ্রাবিড়ৈরাকৌ রৌদ্রস্রম্হিহিতৈরপি॥” (অশ্ব ৮৩।১১)

কল্ডওয়েল সাহেব জ্রাবিড়ীর ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—
সমস্ত কর্ণটিকের অথবা পূর্ব ও পশ্চিম বাটের নিয়ে, পুলি-কাটি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বন্দোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। তাহার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই জ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরি-মাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ তামিল, তৈলঙ্গ, কণাড়ী, মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্না এই কয় প্রেক্ষিকে জ্রাবিড়ীর জাতি বা শাখাসমূহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভূমি উপনিষদে এই কয় জাতি জ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

“আত্মাঃ কণাটিকৈব শুক্লরা জ্রাবিড়াত্মা।

মহারাত্রা ইতি খ্যাতাঃ পট্টকৈ জ্রাবিকা দ্বতাঃ॥”

(বঙ্গভূমি ২৫৬)

আত্মা, কণাটিক, শুক্লর, জ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটা লইয়া পঞ্চজ্রাবিকা। [জ্রাবিড় দেখ।]

পুরাবিদগণ তামিলদিগকে আৰ্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনাৰ্য্যজাতি-সমূহ বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিপেনা গইরা রাক্ষসরাজ স্বাধেণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন ত্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আৰ্য্য-জাতির অধোদ্য ছিল বলিয়া বান্দীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাটি তামিল শব্দ দুটে কলডওয়েল প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্ব হির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আৰ্য্য উপনিবেশের পূর্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়ও তাহাদের রাজ্য ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতার লেখনী দিয়া সিবিবার অঙ্কর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্ অর্থাৎ মন্দির নির্মাণ করিত। টিন্, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় নগর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বৃধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশ এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিত জানিত, রং করিতে পারিত, মৃদয় পাত্রই ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের মূলের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞাপিকার জ্যোত বহিরাছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আৰ্য্যসংস্পর্শে আৰ্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহুবুদ্ধে সেই অনাৰ্য্যভাব এক কালে বিমূর্তিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গৌড়া হিন্দু হইলেও, সমাজে বাধা বিয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম। পূর্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাংশে নীচলোকেরা ভূতপূজার আসক্ত।

তাহাদের মতে, যে মাহুবেদে অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মাহুবেদে অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও হুবিধা পাইলে খাড়ে চাপিয়া বসে। সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবন্ত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকর ছানা ও কেহ মূর্গাতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ মূরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দ্বন্দ্বপ্রাপি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিত্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।



তামিল ছাত্র।

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোকা আসে। তাহাদের মাথার পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও উল্লাহাতে তাগাবন্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘটাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাকাইতে লাকাইতে মত্ত উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাক্ষতে রোকার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধাত্য স্থাপিত হইবার পূর্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম প্রবল ছিল। পূর্বেই দিবিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শঙ্করমহাশয়ের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামাম্মসারে ত্রাবিড় নাম হয় এবং তাহারই অপভ্রংশ ত্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা ঐ ত্রাবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিভ্রাজক হিউএনসিয়াং এ দেশে বখন আগমন করেন, সেই সময়ও তিনি নিগ্রন্থ ঋষিগণের জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সবচেয়ে ত্রাবিড়ের বখেই উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও ত্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত জৈনকীর্তি প্রাচীন জৈন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা রেজুজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাবাবিদ্ অসম্মান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট "আত্মদাবিড়" শব্দে যে ত্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ স্বন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্বার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামাঙ্গের যত্নে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ-বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু ত্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি ত্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেই না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্মকর্মে বেদপাঠই একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মনিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র স্পর্শ করিলেও ধর্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূত্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্প সংখ্যক তামিলই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান সমুত্তিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় এক জন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বার্বেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বক্তেলুতু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কালে কিনিকীর বণিক-দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যতন্তর আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ)

ও, ঐ এবং ঔ এই বারটা স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, য়, ও, ঞ, গ, ন, ম, স, ব, র, ল, ব, ক, ল, এই ১৮টা ব্যঞ্জন।

এই ভাষার ক, খ, গ, ঘ এই চারিটা বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটার, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটার, ভ, ঞ, দ, ধ এই চারিটার এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটা বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটা বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্বির শ, ষ, স, হ, ঙ, : এই কয়টা বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষার যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষার সেরূপ হয় না। কেবল ঠ, ঙ, ঞ, ক, চ, এইরূপ কএকটা এবং টক, টপ, ব্ক, ব্চ, ব্প, বা, ঙ, ক, ন্র এই কয়টা যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটা ব্যঞ্জনের যোগ কেবল ও এবং ঙ্। সংস্কৃতের জায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষার না থাকায় কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষার প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিত্টিনন্।

য়ুরোপীয় ভাবাবিদগণ দ্বির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষার এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃত-মূলক ত্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষার অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষার লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রাম-চন্দ্রও এখানে বর্তমান তামিলভাষার প্রাচীনত্ব প্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরনের জাহাজে সলোমনের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাইবেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্বির গ্রীকভাষার দ্বারা প্রভূত ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শব্দাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং বাহা ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অবিকার নাম আমরা সংস্কৃত ভাষার পাই না, কিন্তু তামিল ভাষার দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটার নাম শেন্ দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটার নাম কোড়ুন্

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টাই' বা 'টুই' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। জ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিদ্যাজি লক্ষ্যনপূর্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। জ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলবারের অন্তর্বর্তী অগস্ত্যজিভে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন জ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে মুল্লুরগাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এক্ষণ হলে পাণ্ডুরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণকে সর্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ণ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাকলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ ঐশ্বক্যবলী ভদ্রবাহু বহুকাল জ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মোর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিদ্বত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য জৈনচার্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উত্তর মহাত্মার পর হইতেই জ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এক্ষণ হলে তামিল-জৈন-সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব প্রথম। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিরঞ্জনীর পরিচয় জাতিতে অজ্ঞগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদ্বদ্বী ভেবেরার (আবিয়ার) তিরুবল্লুরের ভগিনী। এই ভ্রাতৃত্বের কবিতাও জ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কবনের তামিল

রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। কুরল-পাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল যেম বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিদ্যুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদ স্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোক-ত্মক 'চিত্তামনি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামানুষ্য কবনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তমিস্রা তমস্ততি রস্ত্যত্ব অণ্। ১ নরক বিশেষ। এই নরক সর্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ বস্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ' ৫।২৬ অ')। তমি-স্ত্রা সাধ্য অণ্। ২ বেষ।

"ভেদন্তমসোহট্টবিধঃ মোহন্ত চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশা" (সাংখ্যকা')। [মোহ দেখ।] ৩ অবিজ্ঞাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহারই নাম তামিস্র। (ভাগ' টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-উণ্। জ্ঞোতা, স্তুতিকারক। (নিষট্)।
তাম্বলী (স্ত্রী) তাম্বলী পৃথো সাধুঃ। পাণ, তাম্বল। "মুজ্জ-কাশ তাম্বল্যা রসানাঃ" (গৌণথত্রা' ২।১।৭)

তাম্বু (হিন্দী) বস্ত্রগ্রহ, শিবির, কাণাং, তাঁবু।
তাম্বুল (স্ত্রী) তম-উলচ্ বৃগাগমো দীর্ঘশচ (খণ্ডিপিঞ্জাবিত্ত উয়ো লটো। উণ্ ৪।২০)। পর্ণ, পাণ।

তাম্বুলবী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটা তাম্বুলের নামান্তর।

অনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বুল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটা সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ অর্থ 'পাত'। পাণ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	পাণ, তাম্বুলী।
বাংলা	পাণ।
যোরাই	পাণ, বিলিনেলে।
মহারাষ্ট্র	বিড়োচা-পাণ।
ভজরাট	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	বেত্তিলাই।
তেলগু	তমালপাত, নাগবল্লী।
কণাটী	বিলেদেলে।

মলর	বেতা, বেতিলা।
ব্রহ্ম	কুনিরোই, কানিনেজ।
সিংহল	বলাত।
আরব	তানবোল।
পারস্ত	বর্গে তাঁবোল, তাবোল।

পাণ উল্লেখ্যে সাঁগাত সৈতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্ত ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন বনবীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মাস্ত্রাজ কেইবাভুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট চওড়া নালা কাটিয়া আল বাধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুকরা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখানি টুকরা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে গলি তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আবার প্রাষণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ডালিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ডালা চলে।

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘার প্রতি মাসে ৫ কোপি জন্মে (১০০ টা পাতার ১ কত্নুল (গোছা) ২৫ কত্নুলে ১ পালাগি ৮০ পালাগিতে ১ কোপি। প্রতি পালাগি, ৮০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘার মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং বোল মাসে ১৬০ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষে যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মাস্ত্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর

বেশী, হুতরাং চাবেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে বাহারী পাণ চাষ করে, তাহার 'বর' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও 'পাণ কাটাখা'ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোব ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিরা চতুর্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এক্ষেপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্ত ও জড়াইয়া উঠিবার জন্ত বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হইতে পারে ও ক্ষেত্র তিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে সকলে কয়েক-খানি বরজের জমি তদেখ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সূক্ষ্মতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাডাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিম্নার নামক স্থানে চাষের দ্বিবৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০-১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মাস্ত্রাজের জ্ঞার হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্তে এখানে 'সাগুর' বা করতীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পালুতে মাদারের খুঁটি দিয়া বেড়া দেয়। অরতীগাছ মরিয়া গেলে 'কুন্দর' বা গুগুণ্ডলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহার বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অত্যন্ত স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালার বাহারী পাণের চাষ করে, তাহার বারুই নামে খ্যাত। ইহার তাম্বলী বা তাম্বুলী জাতি হইতে পৃথক ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রে বাঙ্গালার বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্ধমান ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালার তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আশা মিষ্ট ও কর্পূরকাঠি, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুঙ্খ বা পালের নিকটবর্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১০ ফুট গভীর করিয়া কোল্‌লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঠা করিয়া দিতে হয়। নতুন বরজে পুকুরের পাড় দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাধারি বা পাকাটির গৌজ পুতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ার পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুতিয়া দেয়, গৌজগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যিক। বরজের চারিদিকে মাধার পাকাটি, যথেষ্ট প্রকৃতি দিয়া টাটি বাধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাশের বোঁটা থাকে। গৌজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ২৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্না সাম্নি ছুটি গৌজের মাথা টানিয়া একজ বাধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গৌজের নীচে পুতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক পর্যন্ত রোপণকার্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গৌজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাধিয়া দেয়; পরে বরজের চালে পহিলিলে তাহা খুঁইয়া নিরমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ার দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলম্ব উচা হইয়া পড়ে। বাঁটুল গ্রাশের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালি বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোমর শুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির শুঁড়া, সর্বপের খোল প্রকৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চায়া নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতার এই কয়টা পীড়া বা দোষ হয়—

- ১। ভূতধরা—পাণের পাতার কাল কাল লাগ ধরে। এই লাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।
- ২। বোট আন্দারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা খরিয়া যায়।

৩। নোনালোগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া জালনেলে হইয়া পড়ে।

৪। ভসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিত্তিপাব্রি—পাতার ধারি কৌকড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতার ঘটে।

৬। আভারী (আন্দারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার পীটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। বে লতার আভারী ধরে, যদি সেই লতার জল অল্প লতার লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সংক্রামিত হয়। এই রোগ হইলে

তৎকালে সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গাঙ্গি (গাঁদি)—লতার গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেরাজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ার দিলে উপকার হয়।

উদ্ভিদ্য। বাঙ্গালার জায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘদীবী হয়। এক একটা লতার ৫০৬০ বৎসর পর্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উদ্ভিদ্য প্রাতি বিধায় প্রতি বৎসরে খরচ খরচা বাদে ২০০ হইতে ৩৫০ পর্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আন্ধ্র-নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মাদ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কুপের জলে চাষ হয়। ধারবারের পাণ আবাদের বস্ত। ইহা খোলা জমিতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘার প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাগাড়ার পাণ আমগাছের গোড়ার বৃনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলার ইহা নিত্য লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট বা দেড় ফুট গভীর থানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাঘে ঐ গর্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্তে চারিটা করিয়া পুতিয়া দেয় ও গজাইলে গৌজের গায়ে বাধিয়া দেয়। প্রায় অর্ধ পোয়া সর্বপের খোল প্রতি গর্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্তে একপোয়া করিয়া সর্বপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে ইহার বাঁধন খুলিয়া মাটিতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাস মাটি চাপা দেয়। তখন লতার প্রতি গাঁটে ভাল বাহির হইয়া বেশ বর্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচার তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলার মাছের সার দেয় ও ভালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্কতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুনোলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ত্র্যমদেশ।—করণে অতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বস্ত শুকর মূলে পাণ চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া কেলা। পাণ লতা শুঁড়ি বাহিরা লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ পাচে উঠা বড় কোশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই “কড়ি” পাণের নামকরণ হইয়াছে। “মথাই” নামে এক প্রকার ও ‘মিঠা’ নামে আর এক প্রকার অতি সুবাস পাণ আছে।

বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীৰ্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, কারয়ুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত চূর্ণক্ষয়, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্মলত্বজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের অঙ্গকি জ্বায়ের সহিত ভাঙ্গুল চর্ষণ করিবে।

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিভ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় ভাঙ্গুল চর্ষণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে ভাঙ্গুল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, কারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বস্ত্রভাজনক, কক্ষর, মুখের চূর্ণক্ষয় ও মলনাশক, বাতশ্র, শ্রমাপহারক, মুখের নির্মলতা ও সৌগন্ধজনক, কাস্তিজনক, অঙ্গশৌষ্ঠবকারক, হৃদয় ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন ভাঙ্গুল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, শুষ্ক ও কফ-কারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন ভাঙ্গুলপত্রও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল ভাঙ্গুল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কক্ষনাশক।

পুরাতন ভাঙ্গুল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাতুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক; অজ্ঞাত ভাঙ্গুল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রশান্ত হয়, মুখ নির্মল ও অঙ্গকি হয় এবং কাস্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে ভাঙ্গুল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূর্ণ মিশাইয়া ভাঙ্গুল ভক্ষণ করা কর্তব্য।

ভাঙ্গুলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে বশ এবং মধ্যদেশে লক্ষী অবস্থিতি করেন, এই জন্ত ভাঙ্গুলের অগ্রভাগ মূলভাগ এবং মধ্যদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

ভাঙ্গুলের মূলদেশে ভক্ষণে বায়ু, অগ্রভাগে ভক্ষণে পাপ-সকর, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ু হ্রাস এবং ভাঙ্গুলের শিরা ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ষণ করিলে প্রথমে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা বিবেচনায়, দ্বিতীয়বার চর্ষণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও হৃৎকর এবং তৃতীয়বার চর্ষণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব ভাঙ্গুলের তৃতীয়বার চর্চিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতিশয় ভাঙ্গুল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরোচনের পর অথবা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে ভাঙ্গুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ভাঙ্গুল ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও বল হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, স্ফুচ্চারোগ, মদাতায়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে আক্রান্ত হইলে ভাঙ্গুল ভক্ষণ কর্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, বতি, ব্রহ্মচারী ও গুপ্তস্বী ইহাদিগের ভাঙ্গুল ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। ভাঙ্গুল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ। (ব্রহ্মবৈ)

শুণাক ব্যতীত ভাঙ্গুল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ শুণাক ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ষত দিন পর্য্যন্ত গলা গমন না করেন, ততদিন চণ্ডীলা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

“বিনাপর্ণং মুখে দদ্বা শুণাকং ভক্ষয়েদযদি।

তাবস্তবতি চণ্ডীলা যাবদাঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥” (কর্ণলোচন)

আচমন করিয়া ভাঙ্গুল চর্ষণ করা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভাঙ্গুল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেদজ গুণের বড় পক্ষপাতী। নানাবিধ গুণের অসুপান স্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ অঙ্গক, বায়ুনিঃসারক, ধারক ও উত্তেজক। ইহা সেবনে নিষাদে অঙ্গক হয়, স্বর পরিষ্কার হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোটা শিশুদিগের গুহদেশে প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা তিজাইয়া রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গাল গলা ফুলিলে পাণ বাধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। হৃৎকারোগে স্তনে বাধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাণ বাধিয়া রাখিলে বা দূষিত হয় না ও উপকার হয়। পাণের সহিত চূর্ণ, সুপারি, খদির ও অজ্ঞাত মশলা মিশাইয়া খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অত্যধিক কালে অতি শ্রম ও উপদেশ উপহাররূপে আগতককে

বেগুয়া হয়। নিত্য আহারের পরেও প্রায় সকলেই পান চিবায়। ইহাতে পরিপাকের সাহায্য করে। অন্তরোগীর পক্ষে বেশী তাম্বুল ব্যবহার উপকারী। পাণের রস গরম করিয়া কাণে দিলে কাণের পূজ, চোখে দিলে নানাবিধ চক্ষুরোগ এবং মধুর সহিত খাওয়াইলে শিশুদিগের বদা কালী ভাল হয়। হিষ্টেরিয়ার ক্ষুধের সহিত পাণের রস সেবনে উপকার হয়। ইহার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। পাণের শিকড় বাটিয়া খাইলে ক্রীর্ণতার গর্ভগ্রহণক্ষমতা জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাস-শিকড় পাণের রসে বাটিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হীরকচূর্ণ ঔষধার্থে শোধিত করেন। পাণের ফল মধুর সহিত খাইলে কালী আরোগ্য হয়। লোগাদেশে পাণের ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

টাক্টা পাণপাতা জলে চোরাইলে ক্ষয় পীতবর্ণ ছই প্রকার তৈল জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাশেকা গুরু ও অপর প্রকার লঘু। উভয়েই পাণের গুরু আছে।

ইথরের সহিত পাণের পাতা দ্রব করিলে আরাকিন নামে একপ্রকার ক্ষার পাওয়া যায়, ইহা হইতে কোকেনের জায় লবণ উৎপাদন করা যায়।

২ ক্ষয়ক। (যেদিনী)

তাম্বুলকরক (পুং) তাম্বুলত করকঃ ৬৩৭। তাম্বুলপাত্র, পাণের বাটা। পর্যায়ঃ ক্ষয়ী। (হেম) পানের ভিবা।

তাম্বুলদ (ত্রি) তাম্বুলং দদাতি দ-ক। তাম্বুলদাতা, পর্যায়ঃ বাগ্‌গুলিক, রাজাদিগের তাম্বুল প্রদানে নিযুক্ত ভূতা।

তাম্বুলদায়ক (পুং) তাম্বুল-দা যন্। তাম্বুলদাতা, তাম্বুল-প্রদানে নিযুক্ত ভূতা।

তাম্বুলধর (পুং) তাম্বুল লইয়া যে ভূত্য দাঁড়াইয়া থাকে।

তাম্বুলপাত্র (পুং) তাম্বুলমিব পত্রমত্। ১ পিণ্ডাসু চুবড়ী-আলু। (কী) ২ পাণ।

তাম্বুলপাত্র (কী) তাম্বুলত পাত্রঃ ৬৩৭। তাম্বুলকরক, পাণের বাটা।

তাম্বুলপেটিকা (ত্রি) তাম্বুলত পেটিকা ৬৩৭। তাম্বুল-করক, তাম্বুলধার।

তাম্বুলরাগ (পুং) তাম্বুলরূতো রাগঃ মধ্যলো-কর্মণ্য। ১ পাণের পিচ্। তাম্বুলত রাগইব রাগো রক্ততা যন্ত। ২ মন্থর।

তাম্বুলবল্লিকা (ত্রি) তাম্বুল, পাণের গাছ। (শকর)

তাম্বুলবল্লী (ত্রি) তাম্বুলত, পাণের গাছ। পর্যায়ঃ—তাম্বুলী, নাগবল্লিকা, বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, কশির্বী, ভূঙ্গ-লতা, ভক্ষণজা, তাম্বুলবল্লিকা, পর্বতী, তাম্বুলি, দ্বিবাভীঠা, মাগিনী, নাগবল্লী। (ভাবপ্র)

তাম্বুলবাহক (পুং) রাজকর্ম্মবিশেষঃ।

তাম্বুলান্বিকার (পুং) যে রাজকর্ম্মচারীর উপর তাম্বুল যোগাইবার ভার থাকে।

তাম্বুলিক (ত্রি) তাম্বুলং ভুক্তচনঃ শিরমন্ত তাম্বুল-তন্।

১ তাম্বুল রচনাধিকৃত, তাম্বুলবিক্রেতা। ২ তাম্বুলীজাতি।

তাম্বুলিন্ (ত্রি) তাম্বুলং পণ্যতয়া অন্ত্যত ইনি। ১ তাম্বুল-বিক্রেতা। ২ তাম্বুলীজাতি। [তাম্বুলী দেখ।]

তাম্বুলী (ত্রি) তাম্বুল-গোরাং ভৌঃ। ১ তাম্বুলবল্লী, পাণগাছ।

তাম্বুলী, সাধারণতঃ তাম্বুলী বা তাম্বুলী নামে খ্যাত। বাক্সালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইহাদের বেশ সন্মম আছে। ইহার মূলতঃ তাম্বুল-ব্যবসারী বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। এই জাতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈদ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী-মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

বেহারের তাম্বুলিদিগের গোত্রভেদ নাই। আবহমান কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহারি হয়। “বিয়া-নিয়া” সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধ্যে ও “দেয়াড়ি” সম্পর্ক ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

বাক্সালা ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণগোত্র ধরিয়া ইহাদের নানা বিভাগ আছে। কুলমানানুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিও বা সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় হইলে বিবাহে বাধা নাই।

বাক্সালার তাম্বুলীরা পাঁচটা থাকে বিভক্ত—সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী ও বর্জমানী। সপ্তগ্রামীরা বলে তাহার উত্তরভাগত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদ্দ শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহাদের কোন জীর উপর অভ্যচার করায় ইহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের আদিইতিহাস ঐ রূপই বর্ণনা করে। ইহারা বাক্সালার সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সন্ধান নাই। বিয়াল্লিশগ্রামী থাকের কবীর সিংহ বর্জমানী থাকের শ্রীমন্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায় পিতাকর্তৃক পুত্রবঞ্চিত হন এবং শতরের সহিত হুগলী জেলার বৈষ্ণব আসিয়া বাস করেন। ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্তক। ইনি ধনে ও প্রভাকে নিকটবর্তী চৌদ্দগ্রামির প্রাচ্যের তাকীকিগকে স্বশ্রেষ্ঠিতে আনিয়া এই ঠাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাণও

কতক পাওয়া যায়। বৈচিত্রে এক দেবমন্দিরে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বজীবরের পূজা গোজুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্তম্ভরাজ চৌদগ্রামী থাক অবর্তন আরও ৫০ বৎসর পূর্বে ঘটয়াছিল বলিলে বোধ হয় অজ্ঞান হয় না। বর্জমানী থাক চৌদগ্রামীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে ও বর্জমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্টগ্রামীরা বলে যে পূর্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত হইতে আসিয়া প্রথমে উড়িষ্যা বাস করে এবং সেই জন্তই তাহারা মানে অজ্ঞ থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে কর থাকে কান্তপ, পরাশর, শাঙিয়া ও বাসগোত্র আছে।

বিহারী তামূলীদিগের মধ্যে প্রধানত: আদি বাসস্থান-ভেদে কয়টা শ্রেণী আছে—সগহিয়া, শ্রিহতীয়া, কনৌজীয়া, ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সূর্য্যধিক।

বাঙ্গালার তামূলীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পাতি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, ধিগওয়াল, নাগবংশী ও গৈট উপাধি আছে।

বিবাহ—ইহাদের মধ্যে বালাবিবাহ আছে, কস্তাপণ আছে। বংশমর্যাদাহুসারে কস্তাপণের বেশীকমী হয়। হরিজ্ঞান বজ্র বা পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহার নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু বিধবারা ব্রাহ্মণ কার্যের বিধবার জ্ঞান আচার রক্ষা করে। বাঙ্গালী ও উড়িষ্যা বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা-বিবাহ চলে। বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই প্রশংসাজনক। ইহা ‘সাগাই’ বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পক্ষায়তের অমুমতাহুসারে জীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা জী আর বিবাহ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী তামূলীরা সাধারণত: বৈকব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী স্বতন্ত্র বা পণ্ডিত নহে; ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রদেবতা চন্দ্র-সূর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য-দেবতা আছে। গোধূমের পিঠক, মিঠাম, কলা ও দধি দিয়া তাহাদের পূজা হয়। অজ্ঞাত শ্রমজীবী গণিকাজাতির জ্ঞান তামূলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্মাপূজার বস্ত্রপূজার জ্ঞান বৈশাখী পূর্ণিমার চূণের ভাঁড়, পাণ, জাঁতি ও কাটিরি পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অনশোচ ৩০ দিন।

তাঙ্গুলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর-ভারতে এখনও তাহাই আছে, কিন্তু বাঙ্গালার তামূলীরা প্রায় জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী, শস্তব্যবসায় ও

চূণ বিক্রয় করিতেছে। অনেকে কেরানীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লালন ধরে না। সংস্কৃত সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা মার্ত্তবিশি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বা তামূলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে তামূলী সংস্কৃত, কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশ হলে তামূলীরা জলাচরণীয় নহে। ইহারা পালাস, গোচা, ইটা প্রভৃতি শঙ্কহীন মৎস্ত খায় না।

পূণার তামূলীরা পেশবাগণের সমরে সাতারা ও আক্ষদনগর হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কৃণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় উপাধি প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। ইহারা খদির, সুপারি, পাণ ও তামূল বিক্রয় করে। ইহাদের জীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে কৃণবী, অরক্ষজবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুসলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুহানীতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্তা করে। ইহারা মহা-রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাঙ্গুলের ব্যবসায় করে। ইহাদের জীলোকেরা এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তামূলীরা ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মজপারী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তামূলী হানিকী সম্প্রদায়ভুক্ত স্মৃতি মুসলমান ও সর্বত্র এক আচারাবিহিত। মুসলমান তামূলীরা তামূল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে।

ভাত্র (ক্ৰী) তম্যতে আকাজ্যতে তম-রক্ দীর্ঘশ্চ (অমিতম্যা-দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬) ১ তৈজস ধাতুভেদ, তাঁবা। পর্য্যায়—ভাত্রক, শুভ, স্নেহমুখ, ঘাট, বরিত, উড়্বর, দিষ্ট, উদ্বর, উড়্বর, উড়্বর, তপনেট, অধক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিশ্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিত্তল, অর্ক, সূর্য্যাক্ত ও লোহিতায়স। (শম্বরহা’)

বাঙ্গালী ও হিন্দুহানী	তাঁবা, তামা।
গুজরাটী	তাঁবা, তাম্ব।
কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রীয়	ভাত্র।
তামিল	সেঁবু, সেধু।
তেলগু, মলর	রাগি, তাম্বর, পেন্দ্বা।

ভোট	{ জন্ম।
পঞ্চাবী	{ নীলচৌকর।
আরবী	{ নীল টুসিয়া।
পারসী, তুর্কী	{ নোহস।
ব্রহ্ম	{ মিস।
চীন	{ কেরানি।
দিনেমার	{ চিটুং, টুং, চিকিন।
ফরাসী (ফ্রান্স)	{ কোবার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড)	{ কুইভার।
সুইডেন	{ কোপার।
জার্মানী	{ কুপার।
ইটালী	{ রামে।
লাটিন	{ কিউগ্রাম।
পোলণ্ড	{ মিরজ।
পর্্তুগীজ, স্পেন	{ কেমবার।
রুশ	{ ক্রীসনয়জেড্ জেড্।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্বকালে শুভাকেশ নামে একজন মহাত্মার তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অম্বর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণুচক্রে বসনা পূর্ণ করিবার জন্ত বৈশাখমাসের শুক্লাদশমীতে তাহাকে বিষ্ণু-চক্রে দ্বারা নিহত করেন, ঐ অম্বর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাত্র, রক্তে স্বর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অজ্ঞাত ধাতু উৎপন্ন হয়। * (বরাহপু*)

মতান্তরে কার্ত্তিকের যে শুক্ল পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাত্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে।†

তাত্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অজ্ঞাত ধাতুর জায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিস্তৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাত্রের আকার বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্ত কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল

হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগড়া নামক স্থানে তামার আকার দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্বে যে খনন কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্ভ্রুতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাত্র আকার আছে, ইংরাজাধিকৃত আজমীরে সম্ভ্রুতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাইন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকার থাকিলেও আজমীরের জায় হৃদিশা হইয়াছে। দার্জিলিংয়ের মধ্যে যোগগড়ি নামক স্থানের আকারে একটা খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিম-ছয়ারে যে সমস্ত আকার আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মাজাজে কর্ণুল ও নেঙ্গুর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্বকালে ভারতে দেশীয়রাই অধিক পরিমাণে তাত্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেঙ্গুর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাতিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্ত ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকারের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্ত ইংরাজেরাও অসুখমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অক্সাইড্, এক প্রকার সাল্ফিউরেট্, এক প্রকার সাল্ফেট্, কার্বনেট্, আর্সেনেট্ ও ফস্ফেট্ অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্ফিউরেট্ তামার আকার আছে। আজমীরে কার্বনেট্ তামা পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ-আকারেও কার্বনেট্ তামা পাওয়া যায়। নেঙ্গুর ও অঙ্গুলে সিলিকেট্ তামার আকার আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নজিবাবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জরপুররাজ্যেও তামার আকার আছে। কচ্ছ তামার আকারে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্চাব-প্রদেশনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইট্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঞ্চা জেলায় কুল্লুর নিকট বণিকর্প ও শিলাং হইতে পাইরাইট্ নামক তামা ও ল্পিতি হইতে নীলবর্ণের কার্বনেট্ তামাও প্রেরিত হয়। কাঞ্চীর তামা পাওয়া যায় রটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলেনা। কুমাইন,

* "ভবেষ চক্রেণ বিপাটিতোহনোপ্রাপ্তোহপি মাং ভাপবতম্রধানঃ।

ভারততত্ত্বাঃসমস্বক্ংঃ অস্মীমি রূপাং বহুদাতবতঃ।"

† "শুক্লং বৎকার্ত্তিকেরন্ত পতিতঃ ধরনীতলে।

তন্ত্রাত্মকং সমুৎপন্নমিত্যাহঃ পুরাণিকঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

পাড়াখাল, লিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে আমার খনি আছে, দেশীয়রাই অত্যন্ত পরিমাণে তাহার কার্য চালায়। কুমাইনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, শ্রিললপাণি, মার্বুগেট, কেরাই, বেলায়সিয়া, মোই, টোমাকেট, দোবিরি এবং ধনপুরে আমার খনি আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট দেও-ঘরেও আমার আকর দেখা যায়। ২ কিটু থুঁড়িরাই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুলানামক স্থানের কমলা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্বত্য-প্রদেশে লৌহ ও আমার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই আমার সহস্রগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে আমার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ খনি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেকটগিরি, নেজুর ও বঙ্গপাড়ুতে আমার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কণুলের ২০ মাইল পূর্বে গুলি-গ্রামের ২ মাইল দূরে আমার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মাণ্ডুই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসর-বর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঙ্গুন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অট্টরান্, সলবিন্ ও চেছুবাণীপে সবুজ কার্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাঙ্গো, কোলেন, মাইয়ো ও সগৈং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সগৈং নামক স্থানে পূর্বে চীনেয়া খনি চালাইত। ভামো-উরা নদীতীরে মউন-স্তং, চুংখু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে আমার আকর আছে।

সুমাত্রা ও সিলিবিস্ট্রীপে আমার খনি চলিতেছে। তিমুর দ্বীপেও তাহা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অল্প কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চি মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত বন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার আমার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে গুলফাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা ছই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাল তামা পাওয়া

যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে খাশা, রেকাব প্রভৃ-তির ঢাকন, বাড়িঘান ও পেরাশা প্রস্তুত হয়। নূতন ব্যবহার ইহা প্রায় রূপার ভার দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও আমার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কান্সারের কান্সার নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

ভামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে তামাতেই অস্ত্রাদি ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি বে লোহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অস্ত্রাস্ত্র ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রাস্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউ-প্রাস্ (কুপ্রাস্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্সাইড, ক্লোরাইড, কার্বনেট, ফস্ফেট, সাল্ফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্বত্র ও সর্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ তৃণ-দ্বিতে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্র-জলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়লা, খড়, শুক ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি প্রাণী তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সন্ধান আছে, বন্ধু ও সুস্থযন্ত্রে তামার সন্ধান শরীরের অস্ত্রাঙ্গ অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে বস্তুপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার ভাসা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার হুগিরির হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পৰ্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একত্রও তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূক্ষবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণব্যত্যর দেখা যায়; এই সকল ভাসাই সাল্ফাইড অবস্থায়।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সাল্ফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই ধনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকারে শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪.৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনশায়ার, সুইডেন, কিউবারীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড স্টেটসের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রাপ্ত হয়।

৪। ফহল্ ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসাল্ফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসায়ন, দস্তা, লোহা, রূপা ও প্যারা-ই বেনী; শতকরা ৩০.৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। প্যারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসায়নযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সাল্ফান্টিমোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলি-দেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোলা—(Chrysocolla) উক্তদেশে তাম্র খনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই ছই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তড়িত পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অসামান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তড়িতবার্তা প্রেরিত হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধানিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রো মিতেরটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামার আলাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ]। সুব্রহ্মণ্যধাতু

(Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেক-রিক স্বর্ণ (Mosaic gold), ম্যানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold)-নকল ব্রোঞ্জ (Imitation bronze), সিমিলর (Similor) টম্বাক (Tombac), বেল-মিটাল (Bell-metal)।

তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ০.০৯১৫ অবস্থাতেই আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯.০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাণ্ডণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোজ্ঞেয় হয়। ইহা যৌগ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিট্টা ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে তারও অতি স্থল হয়; ০.০৭৮ ইঞ্চি মোটা তারে ৩০.২২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। সীতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলক বলে। এই কলক বিবাক্ত। তামার টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গ-প্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এই জন্ত টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত ৬ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিফলক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। মিনি বলেন এই ধাতুতে পূর্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কান্তখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। আজিও পূজাবিবাহ প্রভৃতিতে কান্ত ধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুন্ট সাহেবকে ইহার পেটেন্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া চালিয়া চামরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকজীবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিজাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উজ্জ্বল ভাগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধ-জাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত ২০ ভাগ টিন

ও সিনা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা ঘামা ব্রোঞ্জ-ধাতুর স্তায় রঙ্গের কলাই করা চলে। ৮৫:৫ ভাগ তামা ও ১১:৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুতে বাটালি কাটিয়া মূর্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্যকে খুব ঘুটিতে হয়, ঘুটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্তন হইতে হইতে দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর স্তায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪:৫ ভাগ তামা ও ১৫:৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার স্তায় বাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে, ইহার তারও খুব বড় হুন্স ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই দুই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর স্তায়। ভাগ তারতম্যে ৬ ভাগ তিন, ৬৬ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮। কান্ত—(Bell-metal or bronze) [কান্ত দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটরিয়া *terre* ইহা পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ হুন্স পাতকে “ওলন্দাজী ধাতু” (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জের ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, অলঙ্কার ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাকাশে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিবেদন আছে, কিন্তু মুসলমানেরা ঝারিবৎ তামার “বদনা” নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেক্টি, শানক, বাটী প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাশিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ষেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও অব-ধৌতিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা অবপুষ্ণের স্তায় দোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং বাহ্য আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা সিনা মিশিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুদ্ধ, অত্যন্ত শক্ত বা শুষ্কবর্ণ এবং

আঘাত দিলে নষ্ট হয়, বাহাতে লৌহ ও সিনা মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অল্পযোগ্য।

তাম্রের শোধনবিধি।—তাম্রের অতি হুন্সপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা জলন্ত অকারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তজ্র, কাজি, গোমুত্র এবং কুসুম কলারের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিব অপেক্ষারও অনিষ্টকারী, কারণ বিবে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ষ, উৎক্রেদ, মূর্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিব।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র হুন্স হুন্স করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অগ্নে তিজাইয়া থলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পায়দ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অন্নদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া থল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে বিশুদ্ধ গন্ধক অন্নদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃতি করিবে এবং স্বরস (আত্র'ক), হিফা বা আমরুল বা পুনর্বা পেষণ করিয়া কক করিবে। ঐ ককদ্বারা উক্ত গোলকের উপরি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকা দ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শরা দিয়া ঢাকা দিবে। অনন্তর মুক্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও শরার সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমাঘরে বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটিকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া মুক্তিকা লেপিয়া গজগুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন, বিরেচন, ভ্রম, রুম, অরুচি, বিদাহ, শ্বেদ ও উৎক্রেদ কখন জন্মায় না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অন্নরস, কটু-বিগাণক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীৰ্য্য, ভ্রূণ-রোপক, শয্যু, লেখন গুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং পাত্ত, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, খাস, কদ, পীনস, অন্নপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও মূলনাশক।

অসম্যক মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, শ্বেদ, অরুচি, মূর্ছা, ক্রেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্রা°)

রসজ্ঞানসংগ্রহের হতে তাত্ত্বিক অবিধি দোষ আছে।
এই লক্ষ্য তাত্ত্বিক শোধান করা আবশ্যিক।

তাত্ত্বিকশোধান। লবণ ও আকর্ষণহীন তামার পাতার লেপ
দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাত্ত্বিক
শোধান হয়।

মতান্তরে। গোমুত্রে তাত্ত্বিক দিয়া অতিশয় অম্লিসত্ত্বপে
এক প্রহর কাল পাক করিলে তাত্ত্বিক শোধানিত হয়।

তাত্ত্বিকপাক। বিশুদ্ধ গন্ধকের সহিত পারদ যতক্ষণমাত্র রসে
মর্দন করিয়া তামার পাতার মাথাইয়া লবণবস্ত্রে চারিপ্রহর
কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সূর্য্যরোগে প্রয়োগ
করিবে। অধীর নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার
পাতায় লেপ দিয়া তম্ব হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতে
হইবে, এইরূপে তাত্ত্বিক পাক হয়।

অন্তমতে তামার পাতার লবণ, ক্ষার ও অধীর নেবুর রসে
একদিন মর্দন করিয়া সিন্ধ ও আকর্ষণ হুৎ মাথাইয়া বার বার
পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ
পারদ, হুৎ ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে তম্ব হইবে
এবং পঞ্চামুতে তিনপুট দিবে।

শোধানিত তাত্ত্বিক শুণ্ড। অল্পপান বিশেষে সেবন করিলে
ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি
হইতে দুই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে
মেদ, মুত্ৰা ও জ্বর নষ্ট হয়।

তাত্ত্বিক উষ্ণ, বিষদোষ, যক্ষ্ম, মীমা, উদরী, ক্রিমি, শূল,
আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অন্নপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া
থাকে। (রসজ্ঞানসংগ্রহ)

তাত্ত্বিক অন্নযোগে শুভি হয় “তাত্ত্বিকম্নেন শুদ্ধতি” (মহু)।
তাত্ত্বিকপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপুত্র প্রভৃতিতে তাত্ত্বিক
পাত্রে অন্নভুক্ত, দেবপুত্র তাত্ত্বিকনির্দিষ্ট পাত্রেই ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ বীণভেদ।

“বীণঃ তাত্ত্বিকরঞ্জনপর্ণতঃ রামকং তথা” (ভারত ২।৩।৬৫)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দামব ইন্দ্র
বমাদি দেবগণের সহিত যোদ্ধার যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর
হস্তে নিহত হয়। (দেবীভাঃ ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (স্ত্রী) তাম্র-বর্ণের কন্যা। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্ধাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণের কণৌ বস্তাঃ বহুতী জিয়াঃ ভীষ্ম।

পশ্চিমবিক্ত হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অম্বনা। (অম্বন)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রঃ করোতি তাম্রবাহুতিঃ পাতাদিকঃ
নির্ধাতি ক-অণ্। বর্ণনকর আতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক,

শৌখিক, তাম্রকূটক। (শব্দরঃ) এই আতির বিষয়ে অনেক
প্রকার বৃত্ত আছে। কৌমুদতে আরোগবের ঔরসে ও বিজ্ঞার
গর্ভে এই আতির উৎপত্তি হয়।

“আরোগবেন বিশ্রায়াঃ জাতাত্ত্বিকোপকীৰ্ত্তিনঃ”

শূদ্রের ঔরসে বৈজ্ঞার গর্ভে আরোগব আতির উৎপত্তি
হয়। এই তাম্রকার আতি কংসকার আতির অন্তর্গত এবং
এই আতি বৈজ্ঞার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
আর একমতে বিশ্বকর্ষার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই আতির
উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার তাম্রের পাত্রে প্রভৃতি প্রস্তুত
করিয়া জীবিলা নির্বাহ করে। [কংসকার দেখ।]

তাম্রিকিলি (পুং) শোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট (পুং স্ত্রী) তাম্রঃ কুটয়তি কুট-অণ্। তাম্রকার।
[তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুটক (পুং) তাম্রঃ কুটয়তি কুট-খুল্। [তাম্রকার দেখ।]
তাম্রকুণ্ড (স্ত্রী) কুণ্ড-ভ, তাম্রময়ঃ কুণ্ডঃ। তাম্রময় জলাধার
পাত্রভেদ, দেবপুত্রাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা
হইয়া থাকে।

“শাখতঃ উপচারায় তাম্রকুণ্ডঃ” (উজ্জল)

তাম্রকুট (পুং স্ত্রী) তাম্রঃ কুটয়তি। কুণ্ডবিশেষ, তাম্রাক।

“সহিদা কালকুটঃ তাম্রকুটঃ ধুস্তরঃ।

অহিফেনঃ ঋজুরসস্তারিকা তরিতা তথা।

ইত্যষ্টৌ সিদ্ধিভ্রবাণি যথা সূর্য্যষ্টকং প্রিয়ে” (কুলার্ণবতঃ)

তাম্রের মতে সহিদা, কালকুট, তাম্রকুট, ধুস্তর, অহিফেন,
ঋজুরস, তারিকা, তরিতা এই ৮টি সিদ্ধি ভ্রবা।

তাম্রকুমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ কুমিঃ কীটঃ মধ্যলোঃ। ইন্দ্রগোপ-
কীট। (হার্য্য)

তাম্রগর্ভ (স্ত্রী) তাম্রঃ গর্ভ-ইব উৎপত্তিহীনঃ যন্ত বহতী।
ভূত, ভূতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [ভূত দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুঃ যন্ত বহতী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যন্ত বহতী। ১ কুটু,
কুণ্ডা, তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া “কুহু কুহু” শব্দ করিয়া
থাকে। রাত্রিকালে বহি উক্তশব্দ ভ্যাগ করিয়া অপর প্রকার
শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে বহু
চক্ষুচূড় তারম্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও
পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎসং ৮।৬।৩৪) [কুটু দেখ।]

২ কুহুরূপ, কুসুমিয়া, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

(স্ত্রী) ৩ কুমারাসুচর মাতৃভেদ।

“মুভগা লঘিনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী” (ভারতসং ৪৭ অঃ)
(ত্রি) ৪ রক্ত শিখারূক।

ভাষ্যচূড়ৈতরব (পুং) ভৈরবভেদ ।

ভাষ্যজাক (পুং) সভ্যভাষ্য গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ ।
(হরিব* ১৬২ অ*)

ভাষ্যতনু (ত্রি) ভাষ্যের স্তার পরীরণ ।

ভাষ্যতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ অনেকটা ভাষ্যের মত ।

ভাষ্যপুজ (পুং) ভাষ্যক জপ চ ভাষ্যাঃ জায়তে জন-ভ ।
কাংস্ত, কাঁসা । [কাংস্ত দেখ ।]

ভাষ্যত্ব (স্ত্রী) ভাষ্যত্ব ভাবঃ ভাষ্য-ত্ব ভাষ্যের ভাব । রক্তবর্ণ ।

ভাষ্যত্বা (স্ত্রী) ভাষ্যঃ রক্তঃ হৃৎকঃ স্ত্রীঃ রসো যতঃ বহতী ।
গোরক্ষত্বা । (রাজনি*)

ভাষ্যক্র (পুং) রক্তচন্দন ।

ভাষ্যদ্বীপ (পুং স্ত্রী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, মহাদেব দক্ষিণদিক্ বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন । ভাষ্যপর্ণী ।

“দ্বীপভাষ্যদ্বীপকৈব পর্ততঃ রামকং তথা ।

তিমিলিলক স নৃপঃ বশে কৃত্বা মহামতিঃ ॥”

(ভারতসং ৩০ অ*)

ভাষ্যধাতু (পুং) ভাষ্য । [ভাষ্য দেখ ।]

ভাষ্যধূত্র (ত্রি) কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল ।

ভাষ্যধ্বজ (পুং) রতনগরের রাজা ময়ুরধ্বজের পুত্র । ইনি যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন ।

[ভাষ্যলিঙ্গ ও ময়ুরধ্বজ দেখ ।]

ভাষ্যপক্ষা (স্ত্রী) সভ্যভাষ্য গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ ।
(হরিব* ১৬২ অ*)

ভাষ্যপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র ।

ভাষ্যপট (স্ত্রী) ভাষ্যনির্মিতং পটং মধ্যলো* কর্শ্বা । ভাষ্যময় লেখনপত্রভেদ, ভাষ্যশাসন । পুরাকালে ধর্মবিদ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে ভাষ্যপট্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া শস্যজ্ঞা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষাঙ্কুরে সেই ভূমি ভোগ করিতেন । পরে অন্ত কোনও রাজা ঐ ভূমির কয়াদি লইতেন না । ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক । * ভাষ্যভেদ সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত ভাষ্যশাসন

* “নভাতু সিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যক কারয়েৎ ।

আগামিত্ত্বপুণ্ডিতপরিজ্ঞানার পার্শ্বিঃ ॥

পটে বা ভাষ্যপটে বা শস্যজ্ঞাপরিচিহ্নং ।

অভিলেখ্যাদ্যনোবংশানাস্তানক মহীপতিঃ ।

প্রতিগ্রহপরীমাণঃ মানাচ্ছেদোপবর্ণনঃ ।

স্বহস্তকালদপ্পরঃ শাসনঃ কারয়েৎ স্থিরঃ ॥” (বাজবল্য)

আবিকৃত হইয়াছে । ভাষ্য ভাষ্যভেদ রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে ।

ভাষ্যপত্র (পুং) ভাষ্যঃ রক্তং পত্রঃ বহতী । ১ জীবদশক ।
২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র । কর্শ্বা । ৩ ভাষ্যময় লেখনপত্র ।
৪ রক্তদল নবপল্লব ।

ভাষ্যপত্রক (পুং) [ভাষ্যপত্র দেখ ।]

ভাষ্যপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane) ।

[সিংহল দেখ ।]

ভাষ্যপর্ণী, মাদ্রাজের অন্তর্গত তিরেবেলি জেলায় একটি নদী । ইহার স্থানীয় নাম “পল্লবী” । টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । ইহা পশ্চিমঘাট পর্যন্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্বাভিমুখে পর্য্যবেদী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্বমুখে তিরেবেলি হইতে পালমকোটা পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে ।

ইহার মূল চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে । ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল । এই নদীদ্বারা তিরেবেলি জেলায় ১৯৫০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চয় হয় । এই জল সঞ্চয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে । সর্বশুদ্ধ আটটি এনিকাট আছে ; সাতটি হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটি খ্রীষ্টবৃষ্টাব্দ নামক স্থানে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে । এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৪০ ফিট উচ্চ । কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত একপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরে ১১১ ফিট জল জমিতে দেখা গিয়াছে । ইহার তীরে কোল-কাই নামক একটি স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্তী বলয় বলিয়া জানা যায় । এই কোলকেই এখন গ্রামমায়ে পর্য্যবসিত । তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনানন্দ বা সেনা-শিবির বুঝায় । কয়াল নামে আরও একটি ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে আছে । মার্কপোলো এই কয়াল-কেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে । প্রিয়দর্শী অপোকেয় ১৩শ অধ্যায়নে এই নদীর উল্লেখ লিখিত আছে যে ‘দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তত্পন্নী (ভাষ্যপর্ণী) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল’ ।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক ভাষ্যপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে জিবাছড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম জেলায় ঘাটপ্রভা নদীতে সিদ্ধিহল নামকস্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী দক্ষিণ হইতে আশিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্ব্বগন্ধের নিকট মল্লশ্রতা শিখরে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটা নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যন্ত বহুব্রী। অশোক-বৃক্ষ, পর্যায়—হেমপুষ্প, বগুল, ককেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্রা°)

তাম্রপাকিন্ (পুং) পচাতে ইতি পাকঃ পচ-ঘঞ, তাম্রঃ রক্ত-বর্ণঃ পাকঃ পরিণতি রক্তায় ইতি ইনি। গর্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধি-ভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্ৰী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কৰ্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রাপ্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সন্মল্ল করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও হৃদ্ধ রাখিলে মত্তত্বা হয়।

“নারিকেলজলঃ কাংজে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।

গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মত্তত্বাং দ্ব্যতঃ বিনা ॥” (শ্রুতিসাগর)
তাম্রপাত্রে দ্ব্যত রাখা প্রাপ্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দুষ-
ণীয়, কিন্তু ত্রব্যাস্তরযুক্ত মাংস ও দ্ব্যতযুক্ত দধি দুষণীয় নহে।
তাম্রের পাত্র প্রাপ্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

“জলপাক্ত তাম্রস্ত তদভাবে মৃদো হিতং।” (ভাবপ্রা°)

২ তাম্রশালন, যে তাম্রপট্টে লিখিয়া রাখা ভূম্যাদি দান করেন।

“তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শালনানি বহুনি চ।

এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্কং কলৌ বল্লালসেনকঃ ॥”

(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (ক্ৰী) হংসপদীনতা, গোয়ালে লতা। (রাঙ্গনি°)

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যন্ত বহুব্রী। রক্তকাকন-
পুষ্পবৃক্ষ, পর্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুন্দাল, বৃগপত্রক,
কুণ্ডলী, অম্বক, স্পরকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভূঁইচাঁপা।
(ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (ক্ৰী) তাম্রং পুষ্পং কৰ্ম্মধা।
৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (ক্ৰী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যন্তাঃ বহুব্রী কপ্ টাণি
অতইৎ। রক্তত্রিভূং, শাল ভেউড়ী। (রাঙ্গনি°)

তাম্রপুঞ্জী (ক্ৰী) তাম্রঃ পুঞ্জঃ যন্তাঃ বহুব্রী ত্রিমাং ভীহ।
১ খাতকীপুষ্প, বাঁইহুল, পর্যায়—খাতুপুশী, কুল্লম, স্তম্ভিকা,
বহুপুশী, বহিআলা। (ভাবপ্রা°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পাকলগাছ। [পাটলা দেখ্য] ৩ ভাষ্যত্রিভং।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৮ তোলা
পরিমিত তাম্র পাত্রে দৃঢ় করিয়া যথাক্রমে আকন্দের আটার,
নিসিন্দার রসে, গোন্ধুরের রসে ও সিন্ধের আটার তিন
বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা
৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ের কঙ্কলী করিয়া
ঐ কঙ্কলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা
পূর্কোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র
অন্ধমুখায় বদ্ধ করিয়া ৫টা পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অহুপান মধু ও ঘৃত। ইহা
সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়।
(ঐতর্য্য রত্না° ভগন্দরাদিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং রক্তবর্ণং ফলং যন্ত বহুব্রী। ১ অকোঠ
বৃক্ষ। (রাঙ্গনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্ৰী)
তাম্রং ফলং কৰ্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্ৰী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যাংলো° কৰ্ম্মধা।
তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ্য] তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যন্ত বহুব্রী। অরুণবদন, বাহাদের
মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূল (ক্ৰী) তাম্রং মূলং যন্তাঃ বহুব্রী অজ্ঞাদেৱাকৃতিগণস্থং
টাপ্। ১ ছুরালভা। ২ লজ্জা, লাজানু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ,
হিন্দীভাষায় খিরাই। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্ৰী)
তাম্রং মূলং কৰ্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমুগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মুগঃ কৰ্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্ত যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-
বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা
লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দন করিয়া কঙ্কলী
করিবে, তৎপরে ঐ কঙ্কলী একটা দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে
রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মাষা দিবে, তাহার
পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টকবেধ যোগ্য নেপালদেশীয়
তাম্রপাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে
ঢাকা দিতে হইবে এবং কাঁই বা লেই করিয়া তাম্রপাত
যুক্তিপাত্রে সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন
উহা ভেদ করিয়া নিরে বাস্তুক প্রভৃতি প্রবেশ করিতে
না পারে। তদুপরি বাস্তুক দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে।
তৎপরে ঐ পাত্রের তলার অর্ধাংশ নীচে এক ঘণ্টাকাল জাল
প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বাস্তুকগুলি বাহির
করিয়া কোঁবে এবং নিরস্ত তাম্রপাত ও কঙ্কলী প্রভৃতি
তুলিয়া একত্র খণ্ডে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ পেশিত চূর্ণ ১ রতি, ত্রিকলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত জ্বা একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমায়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোঠবদ্ধ থাকে এবং বিরচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোঠ পরিকার হইবে। এই তাম্রযোগ্য গ্রহণী-রোগের একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে অগ্নিশক্তি, ক্রম ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রবর্ত্ত গ্রন্থাধিকার)

তাম্ররসায়নী (জী) তাম্ররসজ রক্তনির্ধাসজ অয়নী ৬তং।
গোরক্ষহৃৎ। (জটধর)

তাম্রলিপ্ত, একটি অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীম-পর্ক (১৫৬), হরিবংশ, ব্রহ্মাওপুরাণ, অথর্বপরিষিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শল্যরসায়নী, ত্রিকাওশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টা পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ।

ঐহিনিভারতে রত্ননগর এবং বজ্রকবি কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটি প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্তমান নাম তমোলুক, তমলুক বা তামলুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামলিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাশবংশকার তামলিত্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্দই সংস্কৃত তাম্রলিপ্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস্ গঙ্গার পরপারে তালুক্ (Talucæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অমরবাদক মাক্রিওল সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি-নির্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলেন, কিন্তু কোন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটি অল্পত উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

* Indian Antiquary Vol VI p. 339a

যে সময়ে বৃদ্ধাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রহর্ষের স্বস্তন হইয়াছিল। পরে হর্ষদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়চল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উখিত হইলে ভাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধাত্রাবান হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিঙ্গের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টাব্দের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্তী একটি বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিজ্ঞান সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্ত সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট ধর্ম্মাশোক বিদ্যাপ করিয়াছিলেন†। দাশবংশে লিখিত আছে, দত্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে জলযানে উঠিয়া বুদ্ধদত্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে শত শত বদিক এখানে অর্ণবগোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক কা-হিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন‡। তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানে অর্ণবগোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছিল §।

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

“তাম্রলিপ্তদেশবন্ধে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।

ত্রিযোজনপরিমিতো গাংবা যত্র চ ভূরিশঃ ॥”

ভাগীরথীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ, যেখানে অনেক গোক আছে।

* “জ্যোৎস্নাপতিতকিরণেন্দু-রীভূতোহি চাক্ষুঃ।

সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্যামিতোহিঃ ॥ ৫৬

অরুণায়া সারথ্যেণ দেপন্যং নৃপশেখরঃ।

তাম্রলিপ্তনগরো লোকো গঙ্গারি পূর্ব্ববাসিনঃ ॥ ৫৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১৭ ও ১১৮ পরিচ্ছেদ।

‡ S. Beal's Fa Hien.

§ Beal's Records of the Western World.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাত্ত্বলিগু অবস্থিত ছিল।

বিংশতাব্দিক বর্ষ পূর্বে লিখিত বিবিধরূপপ্রকাশে লিখিত আছে—

“মণ্ডলখট্টদক্ষিণে চ হৈজলন্ত চ হ্যজরে।

তাত্ত্বলিগৌ প্রদেশেচ বণিকন্ত নিবাসতুঃ॥

ঋগ্বেদবোজেনবৃক্শঃ রূপানভাঃ সমীপতঃ॥”

মণ্ডলখাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাত্ত্বলিগুপ্রদেশ ১২ বোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

বিবিধরূপপ্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাত্ত্বলিগু নগর সমতৃকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বস্তার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাত্ত্বলিগু নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন ত্রিশ কোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমস্ক শব্দে বর্তমান অবস্থান ভ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাত্ত্বলিগু অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষৎ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাত্ত্বলিগুর নিকটবর্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ সিঁথিরাছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

“কলিঙ্গতাত্ত্বলিগু পত্তনাদিগতিস্তথা”

ভারত আদি ১৮৬৩।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাত্ত্বলিগু বিভিন্ন রাজ্যের অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরন্তুরায়ের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।*

সভাপর্কের মতে রাজপুত্র যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপা ২৯ অঃ ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ হুর্ঘ্যোথনের

শব্দ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার স্বেচ্ছা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

* শকাঃ কিরাভারদাবর্করাভাত্ত্বলিগুকাঃ ।

অন্তে চ বহো মেচ্ছা বিবিধাযুগপাণয়ঃ ॥ (দ্রোণপা ১১৯।১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে মেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীর আখ্যেয়িক পর্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাত্ত্বধ্বজ পিতার অখমেধীর মৃত্যু অশ্রু রক্ষার ছিলেন, সেই সময় অর্জুনের অশ্রু তাহার অশ্রুর নিকট আসিল। তাত্ত্বধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্রুর লগাট হু পত্র পাঠ করিয়া তাত্ত্বধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে ত্রীকুক্ষ গৃহবাহু রচনা করিয়া অশ্রু উদ্ধার করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। অর্জুন, অমুশাব, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যোবনাথ, বজ্রবাহন প্রভৃতি মহাযোদ্ধাগণও সঙ্গে ছিলেন। তাত্ত্বধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাত্ত্বধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণা-র্জুন পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্রু ও সেই সঙ্গে অর্জুনের অশ্রুও রত্নপুর (তাত্ত্বলিগু) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাত্ত্বধ্বজ স্তম্ভিত কৃষ্ণা-র্জুনকে ফেলিয়া অশ্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণা-র্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিভাত হুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। এ দিকে মূচ্ছাতে ত্রীকুক্ষ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রী ফিরিয়া দেয়। ধার্মিক শ্রবণ ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সন্মত হইলেন। সহদর্শিনী কুমুদী ও পুত্র তাত্ত্বধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্ত স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ বিধগু করিতে আদেশ করিলেন। ভার্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক বিধগু করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পরের উপকারের জন্ত বাহাদের শরীর ও অর্ধ, তাঁহারা এই প্রকৃত মায়ুষ। যে দেহ বা বে অর্ধ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্বদা শোচনীয়।”

* “অবলম্বকলিঙ্গাং বিধোদ্য তাত্ত্বলিগুকান্।

নিবীনভাঃ রাজতান্ বোশাশোপাং সহস্রাঃ।

বিজয়ান শিউরীর্ধাঃ যজ্ঞাঃ প্রতাপবান্ ॥ (ভারত দ্রোণ ৭৭।১।)

বাহুবল মনুষ্যবলের নিঃস্বার্থ আয়োৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের-রূপ দেখিয়া আজ মনুষ্যবল কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য-সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। (১)

তদনুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বৈষ্ণব রাজা মদুর-বল সর্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটি স্তূপের মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্তি স্থাপন করেন, এই মূর্তিঘর এখন জিহ্নানারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপ-নারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্তিঘর অষ্ট একটি মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাত্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

‘তমোলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জুন! তমোলিপ্ত অশেষা-
- কালেকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষী যেমন আমার বন্ধ-
- স্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ
করিতে পারিব না। হে কোত্তের! ভূমি নিশ্চয় জানিও,
কিছু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।’ (২)

এখানকার জিহ্নানারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও
কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাত্রলিপ্তমাহাত্ম্যে
লিখিত আছে—

“কপালমোচনে দ্বাত্তা মুখঃ দৃষ্ট। জগৎপতেঃ।

বর্গভীমাং সমালোকা পুনর্জন্ম ন বিস্ততে ॥”

কপালমোচনতীর্থে জ্ঞান করিয়া জিহ্নানারায়ণ ও বর্গ-
ভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ
তাত্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে
বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাত্রলিপ্তের
সেই পূর্বতন মহাপ্রসঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে

সেইরূপ বল্লব নাই। অথবা-হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ
ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাত্রলিপ্তের পূর্বসম্বন্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে
দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংকৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটি
অপূর্ণ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুরাম নামে এক অকুশালবিশারদ রাজা
জয়গ্রহণ করেন, তিনি তাত্রলিপ্ত ও কাশলোবা শাসন করি-
তেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া
ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক
দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য
প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুরাম বিজ্ঞান্য করেন, ‘আপনি
কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?’
ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, ‘ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে
মাড়বপুরে আমার বাস, সনাতাগোত্রের আমার জন্ম। আমার
তিনটা বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাক্ষ
করিতে চাও, তবে এখন আমার লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।’
রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া ‘দূর দূর’ করিয়া
তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে
শাপ দিলেন, ‘তুমি নির্লেশ হ, আজ হইতে তাত্রলিপ্তের
মধ্যে মধ্যে শতশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্রাবিত
হইক। এই স্থান দ্বার ভূমিতে পরিণত হইক। এখানকার
অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, স্ত্রীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন
কেহ আর এখানে জুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে
এখানে স্নেহের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্লেশ হইবে
এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।’ (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯২৭। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ
মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭
বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অতীত হইয়াছেন, এখন
কেবল তাঁহার মূর্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা
কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার
ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়,
এই অল্প দিগ্বিজয়প্রকাশে তাত্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

(১) জৈমিনীভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশ্মীরীয়া মহা-
ভারতেও এই গল্পটি আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আগো নাই।

(২) ‘তমোলিপ্তাং পরং স্থানং নামাকং প্রীতিস্থিতে।

সামকং হৃদয়ং লক্ষ্মা যথাত্যাজ্যং তথা সমা।

তমোলিপ্তঃ নহি ত্যাক্ষ্যামিমেব প্রসিদ্ধিতম্।

তাক্ষ্যামি সর্বতীর্থাদি কালে কালে যুগে যুগে।

তমোলিপ্তং কোত্তের ন ত্যাক্ষ্যামি কদাচন ॥”

(৩) “কলৈর্বর্ষসংখ্যায় বেদগণকথ্যত্বাদি চ।

তদা রেজুদুখ্য দেশে তাত্রলিপ্তে হি ভাবিতাঃ।

স্তব বংশাদি নিবংশা ভবিষ্যতি তথা বদু।

ভীমাদেবী ভৈবশ্যাপি নিজধামে গমিষ্যতি।

অর্থহীনা বনৈহীনা ভাবিতো বাসবোঃ সমা ॥”

(বিদ্যময়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

“প্রায়ো জ্ঞানকবিশ্রান্ত বজ্রবুঃ পতিভাঃ বিজাঃ।

কৈবর্তসদৃশাঃ প্রায়োঃ কৃষিকর্মরতাঃ সদা ॥”

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে স্কেলের লক্ষ্য হইয়াছিল,

তাহা তথাকার বাসবাহী পত্নী স্মৃতে জানা যায়।

পূর্বকালে তাল্লিগুতে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্তমান রাজবংশের পুত্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিজ্ঞানরায়।	২১ কৌশিকনারায়ণরায়।
২ নীলকণ্ঠরায়।	২২ অভিজিতনারায়ণরায়।
৩ জগদীশরায়।	২৩ কৃষ্ণকিশোররায়।
৪ চন্দ্রশেখররায়।	২৪ চন্দ্রার্করায়।
৫ বীরকিশোররায়।	২৫ যৌক্তীকিশোররায়।
৬ গোবিন্দদেবরায়।	২৬ ইন্দ্রমণিরায়।
৭ বাসবেন্দ্ররায়।	২৭ সুধারায়।
৮ হরদেবরায়।	২৮ সুগমাদেবী। (সুধদার
৯ বিশেষ্বরায়।	ডগিনী ও কুমার জমিন্ভজ
১০ নৃসিংহরায়।	রায়ের জী।)
১১ শঙ্কুচন্দ্ররায়।	২৯ ভাটুরায়। (সুগমার পুত্র)
১২ দীপচন্দ্ররায়।	৩০ লক্ষ্মীনারায়ণরায়।
১৩ দিবাসিংহরায়।	৩১ চন্দ্রদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও
১৪ বীরভদ্ররায়।	রাজা নিঃশঙ্করায়ের জী)
১৫ লক্ষণসেনরায়।	৩২ কালভূঞারায়।
১৬ রামচন্দ্ররায়।	৩৩ ধাকড়ভূঞারায়।
১৭ পদ্মলোচনরায়।	৩৪ মুরারিভূঞারায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্ররায়।	৩৫ হরবাবভূঞারায়।
১৯ গোলোকনারায়ণরায়।	৩৬ ভাদ্রভূঞারায়।
২০ বলিনারায়ণরায়।	(১৩২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ভাদ্রভূঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল লিখিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ দ্বিতাইরায়	১৩২৬—১৩৭০।
৩৮ জগদ্বাণভূঞারায়	১৩৭১—১৪১৩।
৩৯ বহুনাথভূঞারায়	১৪১৪—১৪৪২।
৪০ রামভূঞারায় *	১৪৪৩—১৪৮১।

* ইহার হই পুত্র মোড় শিবরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচনরায়। শিবরায় ৭ পুত্র, তন্মধ্যে মোড় কেশব, ভংগরে ভাস, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাবাস। শিবরায়ের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সন্তান ত্রিলোচন। মোড় কেশব ১০, আর হর পুত্র প্রত্যেক ১০ পাই করিয়া অংশ পাইলেন।

৪১ শ্রীমন্তরায় (রাজ্যশক) ১৪৮২—১৫০৪।

৪২ ত্রিলোচনরায়

৪৩ হরিরায় নাগাদ ১৫৭০।

৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ১৫১০ } ১৫৭১—১৬১২।

৪৫ গভীররায় (মনোহরের পুত্র) ১৫১০ }

৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ১৫১০ } ১৬১২—১৬৫৫।

৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গভীরের পুত্র) ১৫১০ }

কৃপানারায়ণ } (নরনারায়ণের } ১৬৫৬—১৬৮০।

কমলনারায়ণ } ছই জীর পুত্র) }

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মসুনদী মহম্মদ খাঁর অগ্রগৃহে নির্জা দেবার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর হাটার মধ্যে এখনও দেবার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরূপ বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুজনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারী কর না দেওয়া জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অর্দ্ধাংশ স্থলতানগাহার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাত্তাবু ক্রয় করেন। ছাত্তাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিবাদলের রাজা লইয়া এখন দখল করিতেছেন।

১২৬২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার ছই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও ছই পুত্র জ্যোতীর নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

তাল্লিগু (পুং) তাল্লিগু-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাল্লিগু (জী) [তাল্লিগু দেখ।]

তাল্লিগু (জী) নগরীবিশেষ।

তাল্লবর্ণ (পুং) তাল্লভব বর্ণো যন্ত বহুব্রী। ১ পল্লিবাহ ত্তণ।

(ত্রি) ২ তাল্লবর্ণযুক্ত মাত্র। কর্ণধা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভায়তবর্ষীয় বীপভের, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

“ভারতভ্রাত বর্ষন্ত নবভেদান্ নিবোধ মে।

ইন্দ্রবীপঃ কসেরুপ্ত তাল্লবর্ণো গভতিমান্ ॥” (মাৎস্ত ১১৩।৮)

তাল্লবর্ণ (জী) তাল্লভব বর্ণ বস্তাঃ বহুব্রী। ঔড়ুপুস্বক, জবাহুল। (শব্দচ)

তাল্লবল্লী (জী) তাল্লবর্ণ বল্লী মধ্যগো কর্ণধা। ১ মল্লিকা।

২ চিত্রকূটদেশীয়া লতা। পর্যায়—ভাঙ্গা, ভালী, ভমালী, ভমালিকা, হুসবল্লী, স্থলোমা, শোধনী, ভালিকা। ইহার গুণ কষায়, ককদোষ, হৃৎ ও কঠোরোদ্যমানশক এবং স্নেহা-ভক্তিকারক। (রাজনিং)

তাত্ত্ববীজ (পুং) তাত্ত্বঃ বীজং বহুব্রী। কুলখ, কুলখি
কলার। (রাজনি) (জি) ২ রক্তবীজকব্ধকমাত্র। (স্রী) তাত্ত্বঃ
রক্তঃ বীজং কর্ণধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্রী) ৪ কুলখিকা।
তাত্ত্ববৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলখ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।
তাত্ত্ববৃন্ত (পুং) তাত্ত্বঃ বৃন্তং বহুব্রী। ১ কুলখ কলার।
(জি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (স্রী) রক্তঃ বৃন্তং কর্ণধা।
৩ রক্তবৃন্ত।

তাত্ত্বশাটীয় (পুং) তাত্ত্ববর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় তেদ।
তাত্ত্বশাসন (স্রী) তাত্ত্বৈ তাত্ত্বপট্টে লিখিতং শাসনং। তাত্ত্বপট্টে
রাজনির্দিষ্ট অস্থশাসন। [তাত্ত্বপট্ট দেখ।]

তাত্ত্বশিখিন্ (পুং স্রী) তাত্ত্ববর্ণা শিখা চূড়া অন্ত্যস্ত ইতি ইনি।
কুকট, কুকড়া। (জটোধর) (জি) তাত্ত্বশিখা যুক্ত।

তাত্ত্বসার (স্রী) তাত্ত্ববং রক্তবর্ণঃ সারোদ্যত বহুব্রী। ১ রক্ত-
চন্দন। (জি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ
কর্ণধা। ৩ রক্তসার।

তাত্ত্বসারক (স্রী) তাত্ত্বসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি)
(পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যন্ত ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি)

তাত্ত্বসারিক (পুং) তাত্ত্বঃ সারোহিত্যন্ত ঠন্। ১ রক্তখদির।
২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থটি)

তাত্ত্বা (স্রী) তাত্ত্ব-টাপ্। ১ সৈঃহনী। ২ তাত্ত্ববল্লীলতা।
৩ গুজা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কস্তা, ইনি কস্তপের অন্ততমা
পত্নী। ইহার গর্ভে কস্তপের ৬টা কস্তা হয়, তাহাদের নাম—
শুকী, শ্বেনী, ভাসী, সূত্রী, শুচি ও গ্রীষ্মিকা। (গুরুডপুং)

তাত্ত্বাকু (পুং) উপবীপ ভেদ। (শব্দরং)।

তাত্ত্বাধ্য (পুং) তাত্ত্বমিতি আখ্যায়ন্ত বহুব্রী। উপবীপভেদ,
তাত্ত্ববীপ। (শব্দমাং)

তাত্ত্বাক্ষ (পুং স্রী) তাত্ত্বৈ রক্তাভে অক্ষিণী যন্ত বহুব্রী। অক্ষিন্
অহ্। ১ কোকিল। ত্রিরাঃ জাতিদ্বাং ভীহ্। (জি) তাত্ত্ব-
নরন, রক্তলোচন।

“ভূত আসাভ ভরসা দারুণঃ গোতরীভূতঃ।

ববন্ধামর্ষ তাত্ত্বাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা ॥” (ভাগঃ ১৭।৩০)

তাত্ত্বাভ (স্রী) তাত্ত্বস্ত আভাইব আভা যন্ত বহুব্রী। ১ রক্ত-
চন্দন। (জি) তাত্ত্বা আভা যন্ত। রক্তবর্ণ আভায়ুক্ত।

তাত্ত্বায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাত্ত্বায়নি (পুং) শুক্ল বজ্রকৌলী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাত্ত্বায়ি (পুং) তাত্ত্ববর্ণ শব্দভেদ (৭)।

তাত্ত্বারুণ (স্রী) ভীর্ষভেদ, এই ভীর্ষে সমাহিত হইয়া মান
দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অশ্বমে
ব্রহ্মদোকপ্রাপ্তি হয়।

“তাত্ত্বারুণঃ সমাগাভঃ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।

অশ্বমেধযজ্ঞোতিঃ প্রকলোচকঃ গচ্ছতি ॥” (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তাত্ত্বার্ক (স্রী) কাংস্ত, কাঁসা, কাঁসাভে তাত্ত্বের ভাগ অর্ধেক আছে।

তাত্ত্বাবতী (স্রী) তাত্ত্ববাত্তের সেনাত্যক্ত তাত্ত্ব-মতুপ্ যন্ত ব,
সংজ্ঞায়াঃ দীর্ঘঃ। সন্নীভেদ, এই নদী তাত্ত্বের আকর।

“তাত্ত্বাবতী বেজবতী নভ্যন্তিমোহিধ কোশিকী।”

(ভারত বরণঃ ২২১ অঃ)

তাত্ত্বাশ্বিন্ (পুং) তাত্ত্বঃ অশ্ব কর্ণধা। পদ্মরাগমণি।

“তাত্ত্বাশ্বিনশিচ্ছুরিত্তেনথাগ্নৈঃ।” (মাব) ‘তাত্ত্বাশ্বানঃ
পদ্মরাগানঃ।’ (মলিনাথ)

তাত্ত্বিক (পুং) তাত্ত্বঃ তৎপাদ্যাদিনির্মাণঃ কার্য্যসেনাত্যক্ত
তাত্ত্ব-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (জি) তাত্ত্বনির্মিত।

“কার্য্যপণ্ড বিজ্ঞের তাত্ত্বিকঃ কার্য্যিকঃ পণঃ।” (মহ ৮।১৩৬)

তাত্ত্বিকা (স্রী) তাত্ত্বিক-টাপ্। ১ গুজা। ২ বাস্তবিশেষ, মান
হক্কাবাস্ত। (ভূরিপ্রঃ)

তাত্ত্বিমন্ (পুং) তাত্ত্বস্ত জ্যবঃ তাত্ত্ব-ইমনিচ্ (বর্ণদৃষ্টাদিভ্যঃ
জ্যক্। পা ৪।১।১২০) তাত্ত্বের জ্যব।

তাত্ত্বী (স্রী) তাত্ত্বস্ত বিকারঃ ইতি অশ্ ততো ভীপ্। ১ বাস্ত-
বিশেষ, পর্য্যায় মানসক্কা, বিকারিকা। (জিকাং) ২ ভারত-
বর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকায়ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের লক্ষ ব্যবহৃত
হয়। অধুনা যুরোপীয় “ক্লক্ ও ওয়াচ” যন্ত্রের বহুল
প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকা-
যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মুদ্রারী)

তাত্ত্বোপজীবিন্ (জি) তাত্ত্বৈ উপজীবতি, তাত্ত্ব-উপ-জীব-
গিনি। বাহারা তাত্ত্ববারা জীবিকা নির্বাহ করে, কাংস্তকার।

তাত্ত্বোষ্ঠ (পুং) তাত্ত্ব ইব ওষ্ঠে যন্ত বহুব্রী। বাহার অধর ও
ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমান করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে
ওষ্ঠ শব্দের বিচ্ছেদ অকারের লোপ হয়। তাত্ত্ব ওষ্ঠ তাত্ত্বোষ্ঠ,
তাত্ত্বোষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ
না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাত্ত্বা (স্রী) তাত্ত্বস্ত ভাবঃ তাত্ত্ব-জ্যক্। তাত্ত্বের জ্যব।

তায়ন (স্রী) তায়-ভাবে হাউ। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায়ে পালনে যুগ্মরিত ঠক্। দেশবিশেষ,
ভজ্জিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায়-উন্। চোর। (নিষক্টু)

“অপত্যে তায়বো যথা নক্কা।” (শুক ১।৪০।২)

তায়ুশ (পারসী) ভত্ত বহুবিশেষ। ইহার অপর নাম মায়ুরী।
এই বস্ত্র এসুরাজের অধরবস্ত্রের মাত্র। কেবল ইহার অপরমূলে
একটা কাষ্ঠাদিনির্মিত ময়ূরের স্ত্রীমুখ বোজিত থাকিতে

দেখা যায়। তক্ষক ইহার সংকৃত নাম মাহুরী, পারস্ত নাম ভাহুর। এই ব্রজ অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশেই বিষ্ণুপুরনিবাসী সেবায়ান নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কার, এইরূপ প্রবাদ আছে। (যত্ন*)

তার (স্ত্রী) ভার্য্যতে বিস্তার্য্যতে তৃ-ণিচ্ অচ্। ১ রোপা।

(পুং) তারয়তি স্বজাগকান্ সংসারসমুদ্রাং তৃ-ণিচ্ অচ্।

২ প্রণব, ওকার।

“তারয়েৎ বস্তবাত্তোদেঃ স্বজাগসক্তমানসঃ।

তত্তত্তার ইতি খ্যাতো বস্তঃ ব্রহ্মা ব্যালোকয়ৎ।” (কাশী*৭২অ*)

বাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উদ্ধার হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা*১১৭ন*) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কুরুবীজ (স্ত্রী:)। ৭ তারণ। ৮ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্ত তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিতে, বিধিপূরক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তার-সিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (ভবকো*) ১০ বিষ্ণু।

“অশোকস্তারগতারঃ শুরঃ শৌরিক্কনেশ্বরঃ।” (তা* অহু* ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ ক্ষুরিতকিরণ।

১৪ নির্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। “দক্ষিণতারঃ দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।” ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ও, ত্রি, হ্রী) (ভত্ন*)।

তারক (স্ত্রী) তারেণ কনীনিকয়া কারতি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ।

স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা।

তারয়তি দৈত্যান্ তৃ-ণিচ্-ণুল্। ৪ ষাশ মনস্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অহুরবিশেষ। এই অহুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নৃসিংহ হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

“ঋতধামাচ তন্ত্রেজ্ঞস্বারকো নাম তত্ত্রিণুঃ।

হরিনৃপংসকো ভূষা ষাতিয়তি শব্দরঃ” (গরুড়পু* ৮৭।৫১)

৫ অপর অহুরভেদ, তারকাহুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ হ্রস্বভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

“অধিকদশযতি ননৌরৌ ভবেতাং ররৌ তারকা।” (বৃহত্ন*)

এই ছন্দের ১০শ অক্ষরের বহি। [তারকাহুর দেখ।]

* “উহঃ শব্দোৎপাদনঃ স্থঃখবিভাজনঃ স্বঃখপ্রাপ্তিঃ। নামক সিদ্ধ-
য়েহেই সিদ্ধে: পূর্বেচ্ছদ্বিবিধঃ।” (সাংখ্যক*)

“বিবিধঃকুরুবাদ্যাদ্যবিদ্যাঃ অক্ষরবর্ণপ্রবণবর্ণনং প্রব-
শিত্তিতার মুচ্যতে।”

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাহুরং অরতি জি-কিপ্ জুগা-
গমশ্চ। কার্ত্তিকের, ইনি তারকাহুরকে হস্ত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্ণ

সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকের দেখ।]

তারকতোড়ী, রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জিত ও কোমল স্ববস্ত-
যুক্ত। যথা—

“ধ নি সা ধ গ ম •।” (সংগীতরত্না*)

তারকতীর্থ (স্ত্রী) তারকং তীর্থং কর্মধা। তীর্থভেদ, গয়া-
তীর্থ, এই তীর্থে পিতৃ দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (স্ত্রী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম
কর্মধা। বড়কুর মন্ত্রবিশেষ, “ও রামায় নমঃ”, পঞ্চকোশী
কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে
প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি বড়কুরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ
প্রাপ্ত হয়।

এই বড়কুর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা বাহারা
ভক্তিপূরক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়।
এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও
মোক্ষপ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্ট। “সা” বাদী, “গ”
সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ নি সা ধ। (সঙ্গীতর*)

তারকাঙ্ক (পুং) অহুরবিশেষ। তারকাহুরের ঘোষ্ঠ পুত্র,
তারকাঙ্ক দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাঙ্ক
ও বিদ্যাম্বালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর
তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান
করিতে উগ্ধত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ক-
ভূতের অবধা হইব। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত
হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরাত্নের
বাস করিব ও সকলের পূজা হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে
পুরাত্ন লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা
পুরাত্নে আরোহণ করিয়া অপথে জিতুবন পর্যটন করিয়া সহস্র
বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

* বড়কুরঃ মহামন্ত্রঃ তারকং ব্রহ্মউচ্যতে।

যে ভুক্তি চ সাং ভক্ত্যা তেবা মুক্তিঃ সংসারঃ।

রামায় নম ইত্যেবম্ চাধ্যা মন্ত্রম্ জপং।

সর্কভূতঃসহস্রকৈতৎ পালিমানপি মুক্তিং।

ইমং মন্ত্রং জপতিত্যসমলকং ভবিষ্যতি।

ভস্মাধিধারণাৎস্বতঃ সত্ব উদ্ভাত্তিষ্ঠতি।

সু-ব্রহ্মৈব নিকর্ষ্যত অর্চোদকনিবাসিনঃ।

অংহং চিনামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং।” (পঞ্চপুরাণঃ)

এক বাণে ঐ পুরস্র তেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরস্রের নির্ধাতা মর্যাদাব। উহার একটা স্বর্ণ, দ্বিতীয়টা রৌপ্য ও তৃতীয়টা সৌহনির্ধিত। ঐ পুরস্র বধাক্রমে অর্ন্তেক, অন্তরীকলোক ও মর্ত্যালোকে ছিল। ভারকাক স্বর্ণনির্ধিত পুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে ভারকাকের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, ‘আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটা বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনায় প্রসাদে পুনর্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।’ ব্রহ্মা তথাক্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহার অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অন্তরঙ্গ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্ধি গ্রহণপূর্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

ভারকাক্য (পুং) ভারকহিতি আখ্যা যন্ত বহুব্রী। ভারকাক।

[ভারকাক দেখ।]

ভারকাস্তক (পুং) অন্তরতি ইতি অন্তকঃ ভারকস্ত অন্তকঃ ৬তৎ। কাঙ্কিকের।

ভারকাদি (পুং) ভারক আদিবৃত্ত। পাণিহ্যাক্ষগণ বিশেষ, সঙ্গাত অর্থে ভারকারির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। ভারকা, পুশ, কর্ণক, মঙ্গরী, ঋজীয, কণ, সূত্র, মূত্র, নিম্ব, মণ, পুরীয, উকার, প্রচার, বিচার, কুভ্রাল, কটক, মূলল, মুকুল, কুহুম, কুত্থল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিভ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুহ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অন্ন, পুলক, অলারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সূত, দুঃখ, উৎকর্ষা, ভর, ব্যাধি, বর্ধন, ত্রণ, গোরব, শাস্ত, তরঙ্গ, তিলক, চক্রে, অঙ্ককার, গর্ভ, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধ, সীমন্ত, অর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, ত্ব, কোরক, কল্লোল, হৃপুট, দল, কঙ্ক, শৃঙ্গার, অন্তর, শৈবাল, বকুল, খন্ড, আরাল, কলক, কর্ণম, কন্দল, মূচ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিষ, বিয়, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গজ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণ্য হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

ভারকাময় (পুং) শিব।

ভারকায়র (পুং) বিধামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

ভারকারি (পুং) ভারকায়রের শত্রু।

ভারকিত (স্ত্রী) ভারকা সঙ্গাতা অন্ত ভারকাবিধাৎ ইতচ্। নক্সবৃত্ত, নক্সশোভিত।

ভারকিন্ (ত্রি) ভারকাঃ সন্ত্যজ ইনি। ভারকাবৃত্ত।

ভারকিনী (স্ত্রী) ভারকিন্ ভীণ। নক্সবৃত্তা রাজি।

ভারকায়র (পুং) অন্তরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অন্তর তার নামক অন্তরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ভারকা সহস্র বৎসর মূঢ়ারূপ তপস্তা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্তার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মন্তক হইতে এক ভেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই ভেজঃ দেবগণ দধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাও লোপ হইবে। ব্রহ্মাও রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

ভারকায়র ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টা বর প্রদান করুন। এই অগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীৰ্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের অন্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা ‘তথাক্ত’ বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই ভেজঃ নিবৃত্ত হইল।

ভারক ঝালয়ে কিরিয়া আসিল। সকল অন্তর নিমিত্ত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ অগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরকুব্জ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধর্ম্য রত্নদণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ বেধ ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুত্রের অধররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই হইগকে উদিত হইত, বায়ু অহঙ্কুল হইয়া সর্গদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজার বশবর্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত।
অধি সকল তাহার দোত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে
হব্য কৰা তারকাহর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন
সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে
সকলের গুণে জ্ঞাসাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন,
আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীৰ্য্যোৎপন্ন পুত্র
ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে
মহাদেব তপস্তায় নিযুক্ত আছেন। পার্শ্বতী সখীরের সহিত
তাহার পরিচর্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন
করিয়া পার্শ্বতীর সহিত মহাদেবের বাহাতে সহবাস হয়,
তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর
উপায় নাই।

ইত্ৰাদি দেবগণ রত্নির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের
তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প
তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে
লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপ-
শ্চর্য্যার মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্শ্বতী পুন্ড্রভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার
নিমিত্ত মহাদেবের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্শ্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন,
মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব কণকাল বিচার করিয়া কহিলেন,
'কি! আমি কেশ্বর হইয়া পরস্পর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক,
আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কি হৃদয়
করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ়
পর্য্যবসন্ধানে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন
না। ইহার কারণ অহুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রত্নির
সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা
দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার নিকে অবলোকন
করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিধারা
ভস্মীভূত হইল।

মদনভঙ্গ হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।
পার্শ্বতীও নিজরূপের নিন্দা করিতে করিতে কিরিলেন।
পরে পার্শ্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্তায়
প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পার্শ্বতী
মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে স্বধাবিধি পার্শ্বতীর
অধিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন

অতীত হইল, তথাত আর শিববীৰ্য্যাসুৎপন্ন পুত্র জন্মে না।
দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেবও পার্শ্বতী ক্রীড়ার
আগন্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এহিকে
তারকাহরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ
কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে
অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সান্নিধ্য হইলেন,
মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি
তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে,
তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র
নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র
হইতে কার্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্তিকের দেখ।]

কার্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি
করিয়া তারকাহরের বদোদ্ধেশে শোণিতপুরে গমন
করিলেন।

এই পুরে তারকাহরের সহিত অতি খোরতর যুদ্ধ হইতে
লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি ভূমূল সংগ্রাম হইল। এই
দশ দিনের পর তারকাহরের সৈন্ত সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল,
পরে কার্তিকের স্নানারণ শরে তারকাহর নিহত হইল।
(শিবপু' ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা,
গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, ছুরালতা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ,
হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিয়া
কুম্ভার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাণ্ড ও গোক্ষুর রসে
ভাবনা দিয়া মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বাটকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে
পক যজ্ঞদুধের কলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলোহ
করা কর্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুয়। ইহাতে মূত্র-
কৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈবজ্যারত্না)

অভ্রকিধ—রসসিল্পুর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে
মধুর সহিত ১ দিবস মর্দন করিয়া মায়া পরিমিত বাটকা
করিবে। অহুপান মধুসংযুক্ত পক যজ্ঞদুধের চূর্ণ। ইহাতে
বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈবজ্যারত্না) প্রেমোদাহিকার)

২ হংগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা ২২°৩৩' উ,
দ্রাঘি ৮৮°৪' পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাহার মন্দিরের
জন্ত এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অসেকে
তারকেশ্বরের উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।
কোন প্রাচীন পুরাণ অবশ্য তত্তে ইহার বিবরণ না
থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে এই ভিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ ব্রহ্মবৈশ্ব (৭৮৮) এই শিল্পের উল্লেখ আছে।

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত হুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধুমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দান্ত দম্বা কর্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেশটেনন হওয়ার সৈ কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্রী) উপনিষত্তেদ।

তারকিত্তি (পুং) তার উচ্চা ক্রিতির্ভেদ। দেশভেদ, এই দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্মধ্যাদ রেকর্ডিংয়ের বাস। (বৃহৎসং ১৪।২১)

তারঙ্গ (পুং স্রী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্রী) [তারনী দেখ।]

তারণ (পুং) তারতানেন ল্য। ১ তেলক। কর্ত্তির ল্য। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট। (স্রী) ৪ তারণ করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ যষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধাতু প্রভৃতি সকল শস্ত নষ্ট হয়।

“অতিবৃষ্টি জায়েত ধাতুত্যাগ প্রণীড়নং।

শস্তং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবলিতে” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

চতুর্থ হতাশনামক তৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎসং ৮।৩৫।) [যষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্রী) তার্যতে হনয়া তৃণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্রী) তারণি ভীপ্। কাশ্রপের পত্নীভেদ, বাজোপ-বালের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যঃ অপত্য ঠক্। তারণীর অপত্য।

“তারণেয়ী যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণ্যবিস্তমৌ”

(তারত অং ১৬৭ অং)

তারততুল (পুং) তারং তুল্যেব তুল্যতুল্যো বস্ত। ধবল ব্যব-নাল, শালা দেখান। (রাজনিং)

তারতম্য (স্রী) তারতম্যোর্ভাবঃ তারতম-ম্যাক্। ন্যূনাধিকা, ইত্যর বিশেষ।

“নির্জনং নিধনমেতমোর্দ্ধিহো তারতম্যবিধিবুদ্ধভেদসা।

বোধনায় বিধিনা বিনির্দিষ্টা রেক্ এব স্বয়ং বৈজয়ন্তিকা”

(উড়ট)

তারতার (স্রী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে বিধং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি জ্ঞায় যারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কযারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্বক সংশয় ও পূর্বপক্ষ নিরাকরণ যারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা যারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি। * (তত্ত্বকোং)

[সিদ্ধি দেখ।]

তারনী (স্রী) তরনী এব স্বার্থে অণ-ততো ভীপ্। তরনীযুক্ত।

(রাজনিং)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মূলদে যে সকল পরম বাণিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাণিত হয়। সেতারাদি বস্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাণিত হইয়া থাকে, তাহাতে তারের নিত্যক আবশ্রুক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুণ্ড (পুং) তারং রজতমিব পুণ্ডং যন্ত। কুন্ডযুক্ত। (রাজনিং)

তারমাকিক (স্রী) তারং রূপামিব মাকিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজতত্বা, উপধাতু ৭টি, তাহার মধ্যে তার-মাকিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ শুণ্যযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাকিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু শুণ্যও কিছু থাকে। তারমাকিকে যে কেবল রৌপ্যের শুণ্য আছে, তাহা নহে, অস্ত্রান্ত্র দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অস্ত্রান্ত্র শুণ্যও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাকিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক; বস্তি বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিব, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাকিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাকিকের জায় মল্যায়জনক, অতিশয় বুল-নাশক, বিঠলী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎপাদক। এইরূপ তারমাকিক শোধন করা আবশ্রুক।

* “উৎকর্ষঃ আগমাবিরোধভাৱেনাগমপরিপীড়নঃ সংশয়পূর্বপক্ষ-নিরাকরণেনোক্তপক্ষব্যবস্থাপনঃ তদ্বিঃ সমন্বয়চক্রেতঃ আশ্রয়িতঃ, সা হুতীয়া সিদ্ধিভাৱজ্ঞান্যুতঃ”। (তত্ত্বকোং)

কীকরোল, মেঘশ্রী ও গৌড়ানবুর রসধারা এক দিন
এখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিত্তক হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলখ কলারের কাথ ধারা পেঘণ
করিয়া তৈল, তক্তে অথবা ছাগমূত্র ধারা পুটপাক করিলে
তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবগ্রা) অস্ত্রমতে ওলের মধ্যে
তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কঁালি, তৈল, গোহুত্র, কদলীরস,
কুলখ কলারের কাথ ও কোদধাত্তের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া
কার, অন্নবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও দ্রুতসহ তিনবার পুট দিলে
বিত্তক হয়। স্বর্ষীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেঘশ্রী ও কদলী-
রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিত্তক হয়।

তারমূল (স্রী) হানভেদ।

তারমিত্র (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং স্রী) তরল এব অণু। ১ তরল। ২ সঙ্কট।

তারল্য (স্রী) তরলত্ব ধর্ম্যঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্য। কঠিন ও তরল
দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয়
না। স্বর্ষ, রৌপ্য, তাম্র, সৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন
দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অত্র দিকে লইয়া বাইতে
পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-
প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহারিগের এক দিকের কণা
সকলকে অন্যাসেই অপর দিকে লইয়া বাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অণু সকল সহজেই সঞ্চালিত
ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ
ধাকাতোই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব
দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈশ্বার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। দ্রুত, মধু, শুভ্র
প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে
সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আগবিক আকর্ষণ ও আগবিক বিকর্ষণের তারতম্যে
জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয়
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আগবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আগবিক
আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিভের স্কার হয়। উত-
য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে ভারল্যের উৎপত্তি হয়।
আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে
সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উচ্চতার বস্তু বৃদ্ধি
হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই
চাপপ্রভাবে বাহার উপাদান বিস্রিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে
তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আগবিক আকর্ষণ গুণে

যেদ্রুপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর
পরমাণু সকল সেদ্রুপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন
সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের
পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া
থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দিষ্ট আকৃতি-
বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট
আকৃতি নাই। তাহারিগকে যেদ্রুপ পাঠে রাখা যায়, তাহারা
সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু
সকল যেদ্রুপ সহজেই সঞ্চালিত হয়। বায়বীয় দ্রব্যের অণু
সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু
বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেদ্রুপ সঙ্কচিত হয়, তরল
দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেদ্রুপ সঙ্কচিত করিতে পারা যায়
না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেদ্রুপ আকৃষ্টনীয় তরল পদার্থ
সকল সেইরূপ দুরাকৃষ্টনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে
একবারে অনাকৃষ্টনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ
নানাবিধ পরীক্ষাধারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল
প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট
হয়। অতি ইচ্ছিতে নাড়ের সাত দের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত
হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে।
চাপ অপস্থত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায়
প্রসারিত হইয়া পূর্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল
বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক
অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে
সমভাবে সঞ্চালিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে
পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল
পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন,
এইজন্ত এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই
চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট
পরীক্ষা ধারা দেখান বাইতে পারে।

একটী শিটকারি সদৃশ বহুহিত্রসম্পন্ন বস্তু জলপূর্ণ করিয়া
যদি তাহার অর্গলটিকে বলপূর্বক তিতরে প্রবিষ্ট করিয়া
দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিক হইতেই জল নির্গত
হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের
ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাধির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপশ্রয়ক অংশের সহিত সমান্তরাল অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও সমভাবে কার্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্কোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক ভাণ্ড। তরল দ্রব্যের উপরিভিত্তি অণুসকলের নিরানুসৃত অবক্ষেপক চাপে বৈরূপ নিয়ম অণু সকল আক্রান্ত, অণু সকলের উর্দ্ধভিত্তিতে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিভিত্তি অণু সকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিয়ম স্তরের সকলের উপর উপরিভিত্তি স্তরের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিভিত্তি স্তরের প্রতি নিয়ম স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিয়মিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অমাবদ্ধ একটা নলাকার পাত্র নিম্ন করিলেনেদের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটির নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অস্ত্র লইয়া সেই কাচ বা অস্ত্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অস্ত্র কি অস্ত্রখানি ঠানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে সূতা গাছটি ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে, নিম্নদিকের মুখস্থিত কাচ কি অস্ত্রখানি যে বলে উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে উচ্চ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিকে হইতে উচ্চদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটিকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণে পদার্থগুণ পদার্থের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে কোন কঠিন দ্রব্যের অংশ বিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যমিক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না।

কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় তরলবস্তুর পদার্থ সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবাহিত হইয়া সমতল ভাবে ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যমিকভাবে তাহাকে পুনরায় নিপতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচ্চ নীচ হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে বৈরূপ কোথায় উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসত্ত্বাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাবে ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটি পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্তুলপৃষ্ঠের আয়তন গোল। কলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ণধা। অতীক্ষণ শব্দযুক্ত বায়ু। তারবিমলা (স্ত্রী) তারঃ রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (স্ত্রী) তারস্ত রজস্তঃ শুদ্ধিঃ কৰোতি কু-ট। নীসক সংযোগে রোপ্য বিশুদ্ধ এবং রোপ্যমল নীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষত্তেজ।

তারহার (পুং) তারনির্ধিতোহারঃ মধ্যলোকে কর্ণধা। স্থল যুক্তাহার।

তারার (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ ভূ-গিহ্ অহ্ টাপ্।

১ বৌদ্ধদিগের দেবতা বিশেষ। ২ বানররাজ বালী পত্নী, ইনি জ্ঞানেন বানরের কস্তা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে জ্ঞানচন্দ্রের আদেশে তারার স্ত্রীবৎ বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম জলদ। (রামা) প্রান্তঃকালে উত্তিরা ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

“অহল্যা যৌগী কস্তী তারার মন্দোদরী তথা।

পঞ্চকস্তা স্মরেন্দিভ্যঃ মহাপাতকনাশনং ॥”

কিন্তু প্ৰাতঃকালে ইহাৰে পানীয়ৰে নিয়ম বহুমানৰে
আহিকতবে নাই।

৩ অখিনীদি নক্ষত্ৰ, অখিনী, ভৱণী, কৃত্তিকা, ৰোহিণী,
মৃগশিৰা, আৰ্দ্ৰা, পুনৰ্ভুজ, পুৰ্বা, অশ্লেষা, মঘা, পূৰ্ণফল্গুনী,
উত্তৰফল্গুনী, হস্তা, চিত্ৰা, স্বাতি, বিশাখা, অহুৰাধা, জ্যেষ্ঠা,
মূলা, পূৰ্বাষাঢ়া, উত্তৰাষাঢ়া, শ্ৰবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূৰ্ণ-
ভাদ্ৰপদ, উত্তৰভাদ্ৰপদ, ৰেবতী এই ২৭টা প্ৰধান তারা।
[খগোল শাস্ত্ৰ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অখিনীৰ অখি, ভৱণীৰ বম, কৃত্তিকাৰ বহন, ৰোহিণীৰ
কমলজ, মৃগশিৰাৰ শশি, আৰ্দ্ৰাৰ শূলভূজ, পুনৰ্ভুজৰ অমিতি,
পুত্ৰাৰ জীব, অশ্লেষাৰ ফণি, মঘাৰ পিতৃগণ, পূৰ্ণফল্গুনীৰ
যোমি, উত্তৰফল্গুনীৰ অৰ্ঘ্যমা, হস্তাৰ দিনকুণ্ড, চিত্ৰাৰ ষষ্ঠা,
স্বাতিৰ পবন, বিশাখাৰ শকাৰি, অহুৰাধাৰ মিত্ৰ, জ্যেষ্ঠাৰ
শক্ৰ, মূলাৰ নিম্ৰতি, পূৰ্বাষাঢ়াৰ ভোয়, উত্তৰাষাঢ়াৰ বিশ্ব-
বিৱৰিকি, শ্ৰবণাৰ হরি, ধনিষ্ঠাৰ বসু, শতভিষাৰ বৰুণ, পূৰ্ণ-
ভাদ্ৰপদৰ অজৈকপাদ, উত্তৰভাদ্ৰপদৰ অহিত্ৰংগ এবং ৰেবতীৰ
পুৰা অধিপতি। আৰ্দ্ৰা, পুত্ৰা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্ৰবণা,
ৰোহিণী, উত্তৰফল্গুনী, উত্তৰাষাঢ়া ও উত্তৰভাদ্ৰপদ ইহাৰা
উৰ্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভৱণী, মঘা, পূৰ্ণ-
ফল্গুনী, পূৰ্বাষাঢ়া এবং পূৰ্ণভাদ্ৰপদ এই কয় নক্ষত্ৰ অধোমুখ
এবং অখিনী, ৰেবতী, হস্তা, চিত্ৰা, স্বাতি, পুনৰ্ভুজ, জ্যেষ্ঠা,
মৃগশিৰা ও অহুৰাধা এই কয়টা নক্ষত্ৰেৰ নাম তিৰ্য্যামুখ তারা।
অখিনী ও শতভিষা অখজাতি; ৰেবতী ও ভৱণী হস্তী; কৃত্তিকা
জজ্ঞা; ৰোহিণী ও মৃগশিৰা সৰ্প; আৰ্দ্ৰা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্ৰ;
পুনৰ্ভুজ মেঘ; পুত্ৰা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুৰ; পূৰ্ণফল্গুনী ও
চিত্ৰা মহিষ; বিশাখা ও অহুৰাধা হৰিণ; জ্যেষ্ঠা কুকুৰ; মূলা
ও শ্ৰবণা বানৰ; পূৰ্বাষাঢ়া নহুল; ধনিষ্ঠা পূৰ্ণভাদ্ৰপদ ও
উত্তৰভাদ্ৰপদ সিংহজাতি।

মৃগশিৰা, হস্তা, স্বাতি, শ্ৰবণা, পুত্ৰা, ৰেবতী, অহুৰাধা, অখিনী
ও পুনৰ্ভুজনক্ষত্ৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে দেবগণ; উত্তৰফল্গুনী,
উত্তৰাষাঢ়া, উত্তৰভাদ্ৰপদ, পূৰ্ণফল্গুনী, পূৰ্বাষাঢ়া, পূৰ্ণভাদ্ৰপদ,
ৰোহিণী, ভৱণী ও আৰ্দ্ৰাৰ নৱগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা,
কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্ৰা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখাৰ ৰাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকাৰ্য্য কৰিতে হইলৈই চন্দ্ৰ ও তারাগুলি দেখা
আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্ৰওজি ও কৃষ্ণপক্ষে
তারাগুলি দেখিবা কাৰ্য্য না কৰিলে আনাশ্ৰুকাৰ অমঙ্গল হয়।
তারাগুলি। বধা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেপ, প্ৰত্যাহি, সাধক,
বধ, মিত্ৰ ও অতিমিত্ৰ এই ৯টা তারা, ইহাৰেৰে যথো জন্ম,
বিপৎ, প্ৰত্যাহি ও বধ বৰ্দ্ধনীয়, এতিয়ৰ অজ্ঞ তারা শুভকৰ।

জন্মতারাৰ বিবাদ, প্ৰাচ, ভৈৰৱী, যাত্ৰা ও কৌৰৱ
নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারাৰ যাত্ৰা কৰিলে বহন, কৃষিকাৰ্য্যে শত্ৰুনাশ,
ঔষধ সেবনে মৰণ, গৃহাৱলি গৃহদাহ, ক্ষৌৰে ৰোগোৎপত্তি,
প্ৰাচৰে অৰ্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও বুদ্ধি ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা কৰিতে হয়। চন্দ্ৰ ও তারাগুলি
খাকিলে অজ্ঞ সকল ঘোৰ বিনষ্ট হয়। *

[বিশেষ বিৱৰণ নক্ষত্ৰ দেখ।]

৪। দশমহাবিভাৰ প্ৰথমা বিভা—

“কালী তারা মহাবিভা ৰোহিণী ভুবনেশ্বৰী।

ভৈৰৱী ছিন্নমস্তা চ বিভা ধূমাবতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিভা চ মাতঙ্গী কমলাদিকা।

এতা দশ মহাবিভা সিদ্ধবিভা: প্ৰকীৰ্ত্তিতা: ॥” (তন্ত্ৰসাৰ)

কালী, তারা, ৰোহিণী, ভুবনেশ্বৰী, ভৈৰৱী, ছিন্নমস্তা,
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিভা।

সতী দক্ষৰাজে যাইবাৰ সময় মহাদেৱেৰ নিকট বাৰংবাৰ
অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেৱ কোনক্ৰমেই অনুমতি
প্ৰদান কৰিলেন না। তাহাতে সতী ক্ৰমে ক্ৰমে মহাদেৱকে
ভয় প্ৰদৰ্শন কৰিবাৰ নিমিত্ত ঐ দশৰূপ ধাৰণ কৰিয়াছিলেন।
পৰে মহাদেৱ ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষাগলে যাইবাৰ
অনুমতি প্ৰদান কৰিয়াছিলেন।

“যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।

ক্ৰোধে সতী হইলা কালী তন্ত্ৰভয় বেশ ॥

দেখি ভয়ে মহাদেৱ ফিৰাইলা মুখ।

তারাৰূপ ধৰি সতী হইলা সপুত্ৰ ॥

নীলবৰ্ণা লোলজিহবা কৰালবদন।

সৰ্পবান্ধা উৰ্দ্ধ এক জটাবিভূষণ ॥

* জন্মগণনবিপৎক্ষেপতারা: সাধকোবধঃ।

মিত্ৰঃ পৰমসিদ্ধক নবতারা: প্ৰকীৰ্ত্তিতা: ॥

সৰ্পসম্ভৱশক্তি ত্ৰিভুজময় কাৰৱেৎ ॥

বিবাদপ্ৰাচভৈৰৱীযাত্ৰাকৌৰৱনিষিদ্ধয়েৎ ॥

যাত্ৰায়াঃ পথিবজ্জন্ম কৃষিবিধৌ সৰ্গত মাশো ভবেৎ ॥

ভৈৰৱী মৰণ তথা সুমিতঃ দাহো গৃহাৱলি ॥

ক্ষৌৰে ৰোগসমাপনো বহবিধঃ প্ৰাচৰেৰ্ঘনাপত্ৰবা ॥

বাহে বুদ্ধিবিনাশং বুদ্ধি ভয়ঃ প্ৰাচোভাৱং মজ্জতে ॥

পাণাঘাত্য ত্ৰিবিধা গৰুড়কৃষ্ণ বিপত্ৰিভূত।

সিদ্ধিলাভকৰী বিদ্যাসংজ্ঞাক্ৰমাৎ কথিত।

তারাচন্দ্ৰবলপ্ৰাপ্তে দোষাত্মকে ভবতি যে।

তে সৰ্পে বিলসঃ স্বাতি সিংহঃ দুহী বন্য ইংৱ” (শ্ৰীপতিসংস্কৃত)

অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ পাঁচখানি শোভিত কপাল।

ত্ৰিনয়ন লম্বোদর পরা বাঁহছাল।

নীলপদ্ম ধূসর কাতি সহুগ্ধবর্ণ।

চাৰি হাতে শোভে আৱোহণ শিৰোপাশৰ ॥”

(অন্নদাম* ২৯ অ:) [দশ মহাবিভা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিভা (স্নোকে “কালী তারা মহাবিভা”) একুশ নহে, কালী ও তারা দুই আত্ম মহাবিভা। তবে স্নোকে কালী তারা নিৰ্দিষ্ট হওয়ায় পৰ্য্যায় বোধক নহে, কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি।

“বিনিঃসৃত্য দেবাস্ত মাংস্ত্যাকায়ত্ত্বলা।”

“ভিন্নাঙ্গননিভা কৃষ্ণা।” (কালিকা পুঃ)

কথিত আছে, যে কৌম্বিকী বৃক্ষবর্ণী হইয়া কালিকাকল্প ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সৰ্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিয়াছেন।

“অৰ্থভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তাৱিণ্যাঃ সৰ্বসিদ্ধিদাঃ।

যেযাং বিজ্ঞানমাত্ৰেণ জীবমুক্তস্ত সাধকঃ।

কবিতাঃ লভতে শুদ্ধামনৰ্গলবিজ্ঞানীঃ।

পাণ্ডিত্যঃ সৰ্বশাস্ত্ৰেষু ধনৈর্ধনপতিৰ্ভবেৎ ॥” (তত্ত্বসার)

তারা সৰ্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্ৰাদি জ্ঞাত হইলে অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনৰ্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সৰ্বশাস্ত্ৰে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিভা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৫ বৃহস্পতির জ্যৈষ্ঠী। এক দিন অগ্নিৱাতনয় চন্দ্ৰ তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্ৰের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তুৰ্কী সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবতারা বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য ইহার পশ্চাৎবর্তী হইলেন। মহাতেজা ক্রতু পূৰ্বে বৃহস্পতির পিতা অগ্নিৱাত শিষ্য ছিলেন, তিনিও শুক্র-পুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা ক্রতুদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাত্ম দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রোহণ করিয়াছিলেন এবং যদ্বারা দৈত্যগণের যশোৱাপি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া বৃদ্ধে ব্রহ্ম হইলেন। তারার জন্ত এই বৃদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারাকায়র বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদামব লম্বেরে ব্রহ্ম লোককর হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্তোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন

হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রাৰ্থনার লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য ও শুক্র ক্রতুদেবকে সাধনা করিয়া বৃদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃস্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অভ্যস্তনিত গৰ্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামী বাক্যমুদারে তৎক্ষণাৎ গৰ্ভস্থ পুত্র দত্তাহতমকে প্রেম করিয়া শরত্বে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তঃপ্রসূত কুমার শরত্বে পতিত হইয়া অল্পত পাবেকর ছায়া নীতি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সন্ত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দত্তাহতম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উত্তত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিবেদন করিয়া পুনর্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তারে!’ তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার? তখন তারা কৃতজ্ঞলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মুহু বচনে কহিলেন, ‘এই মহাত্মা কুমার দত্তাহতম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।’ এই কথা শুনিয়া প্রাণপতি সোমদেব স্বীয়পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বৃদ্ধ রাখিলেন। এই বৃদ্ধ অস্তাপি গগনালয়ে চন্দ্ৰের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজ্যস্বারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্রীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্ৰ ইহার শাস্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন্ন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শাস্তি করিয়া দেন, পরে চন্দ্ৰ পাপমুক্ত হইয়া পূৰ্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৬ অক্ষিমধ্য চক্ৰ তার। পৰ্য্যায়—বিধিনী, কনীনিকা, তারকা।

“তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঙ্কিঃসরয়েদভুবো।”

(হটযোগপ্রদী* ৪।৩০২)

৭ বৃদ্ধ অমোঘসিদ্ধের জ্যৈষ্ঠী। ৭ এক জৈনশক্তি।

ভারাকুট (জ্যৈষ্ঠী) তারাগাং কুটং ৬তং। তারাবিবরকুটভেদ। বিবাহ বিঘ্নে দম্পতীর শুভাশুভজাগতিক কুটভেদ। বিবাহ বিঘ্নে ইহা দ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিবরণ জানা যায়।

[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

ভারাক (পুঃ) দৈত্যভেদ, তারাকায়ুরের পুত্র, তারাকাক।

[ভারাক দেখ।]

তারাগড়, বঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে মঠ, পাট ও তাহার ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আর্মীয়ার সৈরবারীর অন্তর্গত একটি গিরিহর্গ। অক্ষা° ২৫° ২৬' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ৪০' ১৪" পূঃ। আর্মীয়ার দিকে শৈলশৃঙ্গ চলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই হর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে হুর্ভেজ সাহসকল বেষ্টিত, পূর্বতন রাজগণ সকলেই এই হুর্ভেজ হর্গে বাস করিতেন। রাধোন ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেখানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গপুরের উপরে তাহারও একটি মসজিদ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নশাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিহর্গ অক্ষা° ৩১° ১০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৫০' পূঃ। শতজনদীর বামধারে পর্বতশিখরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সময়কালে গোষ্ঠা-সৈন্য এই হর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাক্ত (ক্কা) তারানাং চক্রঃ ৬তং। তদ্ব্যক্ত চক্রভেদ, এই চক্রবারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাকমন (ক্কা) তারানাং আচমনঃ ৬তং। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্জ (ক্কা) একটি বৈরাজ্জ। (শব্দপ্রতিঃ ১৭৪৪)

তারাদেবী (ক্কা) ১ এক মহাবিষ্ণু। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদুশ্রু একটি গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিজয়মান।

তারাবিপ (পুং) তারানাং অবিপঃ ৬তং। ১ চক্র। তারানাং অবিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও সূর্য্যব বানর। ৫ নক্ষত্রাবিপ, অবি যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অবিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাবীশ (পুং) তারানাং অবীশঃ ৬তং। [তারাবিপ দেখ।]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ভং ত্রুত্থং ১৯৪০)

তারানাথ (পুং) তারানাং নাথঃ। ১ চক্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে এক-খানি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদগণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন গ্রন্থিক পণ্ডিত, বর্তমান জেলার অন্তঃপাতি কালনা গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিজ্ঞানিকার প্রগাঢ় অজরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত

এই সকল অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যাপনার সন্নিহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কালীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কালনা) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগকে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্থব্ব পাইতেন, তাহা দ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাঠ আনায়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র-বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটদষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পত্রয়ের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত “বাচস্পত্য” নামে এক বৃহৎ অভিধান সংকলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অতুল্য রত্নরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যাভীত শব্দকোষমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টাকা, পাণিনির সরলা টাকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কালীধামে ইহার মূর্ত্তা হয়।

তারাপতি (পুং) তারানাং পতিঃ ৬তং। [তারাবিপ দেখ।] ১ চক্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সূর্য্যব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিকবচিৎ অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতীয় (পুং) ভারতীয় পদার্থ: ৬৩৭, অর্ধ সরাশা: ৬৩৭।

ভারতীয় (পুং) ভারতীয় পদার্থ: ৬৩৭, অর্ধ সরাশা: ৬৩৭।

(জিকা) ২ চক্রাবলোকের পুত্র, অসোধ্যের এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম চক্রাধির। (মৎসপুং) ৩ কাম্বীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাম্বীর দেখ।]

ভারতীয়, ১ বোম্বাই প্রদেশের খাওয়ারাজ্যের একটা নগর। খাওয়ার (কাষে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলায় একটা বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২' ০০" পূঃ। ভারতীয় খাড়ীর দক্ষিণাধারে বৈসর টেন-নের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার ভারতীয়-ছিহনী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

ভারতীয় (স্রী) ভারতীয় প্রমাণ: ৬৩৭। অধিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—খি ৩, শুণ ৩, রন ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শবী ১, বিবয় ৫, শুণ ৩, অতু ৬, গন্ধ ৫, বহু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চক্র ১, ভূত ১৪, অর্ঘব ৪, অমি ৩, রুদ্র ১১, অধি ১, বহু ৮, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্ব্যধিঃ ৩২, ইহা ভারতীয় পরিমাণ। অধিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্বলিখিত ভারতীয় সংখ্যা আছে। ইহাদিগের দ্বারা ভারতীয় সংখ্যার সারো হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৮৯শা)

ভারতীয় (পুং) নারদ। (নিষট্টপুং)

ভারতীয় (স্রী) ভারতীয় ভূষণ: ৬৩৭। রাজি। (রাজনিং)

ভারতীয় (পুং) ভারতীয়: অত্রোমবেব শুভ্রাৎ। কর্পূর।

ভারতীয় (স্রী) ভারতীয় মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত।

১ ইন্দ্রমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। ভারতীয় মণ্ডলং ৬৩৭।

২ নক্ষত্রমণ্ডল।

ভারতীয় গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুক্লমণ্ডুর ১ পল, গোমূত্র ১৮ পল, শুভ্র ১ পল, প্রাক্ষিপাথ্য বিড়ল, চিতামূল, চই, ত্রিকলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মুহু-অগ্নিতে অগ্নে অগ্নে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মল্লারি, অর্শ, গ্রহণী, শুক্রোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না শূলার্থি)

ভারতীয় (স্রী) ভারতীয়: স্বরূপ স্বরূপে ময়ট। ভারতীয়।

ভারতীয় (পুং) ভারতীয়: যুগ: যুগশির:। যুগশিরানকত্র।

“অধ্বাবনু যুগং যানো রুদ্রভারতীয় যুগং যথা।”

(ভারতীয় বনপং ২৭৭. অং)

ভারতীয় (পুং) ভারতীয়: অত্রি: ৬৩৭। বিটুমালিক উপধাতুভেদ।

ভারতীয় (স্রী) চক্রশেখর রাজার পত্নী। আর্ধ্যবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভগ্নদেবের কন্যা মনোমোহিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ক্রমাধারে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটাও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, “জীলক্ষণসম্পন্ন সার্কভোম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্ত তোমার একটা কন্যা হইবে।” কালক্রমে মনোমোহিনী অসামান্য সুলক্ষণী একটা কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম ভারতীয় রাখিলেন। ভারতীয় যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের আরম্ভে বৃহস্পতি ও শুক্রদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজস্ববর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ তনয় চক্রশেখররাজ ও নানালক্ষ্যে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

ভারতীয় স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা স্ত্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চক্রশেখর নামে মহেশ্বরবতার পৌষ-তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমালা প্রদান কর। ভারতীয় কালিকার এই আদেশে তুমি স্বয়ম্বরস্থলে চক্রশেখরকেই বরমালা প্রদান করেন।

পরে চক্রশেখর পত্নী ভারতীয়ের সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয় রূপে ভারতীয়ের সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যোষ্ঠা ভগিনী ভারতীয়ের সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উৎকর্ষের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদা মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বাক্য করার তাঁহার শাপে ইনি ভারতীয়ের দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চক্রশেখর দৃষতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইহার বহুদিন স্থখে বাস করেন। একদিন ভারতীয় দৃষতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি, ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্ত মূনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সন্তোষাতি-লাভ প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম পরিভ্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, তবু পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব-লক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রের উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপধারী তোমাদিগকে তবু করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ত্রি অস্ত্র এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই' চিত্রাঙ্গদা ক্রিয়াকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনুচরদ্বয় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চা ও তুষ্ক নামে দুই পুত্র হয়। এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ দুইপুত্রী নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোক-সামান্য সুন্দরী কে?' তখন চিত্রাঙ্গদা সত্য কহিলেন, 'ইনি চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্বার ঐ নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা করুন।' কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রভাষণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতী! তুমি আমাকে প্রভাষণ করিয়াছিল, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিকল্প ধনহীন নরকপালোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ভে সন্ত দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চড়িকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমার কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রভ্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী তদন্তকালে চন্দ্রশেখরের ধ্যান নিবৃত্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্কতীকে কহিলেন, 'হে পার্কতী! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি।' তারাবতী তোমারই আশা। ইহার গর্ভে দুই ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার

শাপ হইতে মুক্ত হইবে,' পরে পার্কতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুক্ত করিয়া অস্থি-মাধ্যধারী বীভৎসবেশ হর্গন্ধময় অরাজীর্ণ ও অতি বিকল্প শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ভে বানরমূখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্কতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সমুখে বীভৎসবেশধারী মহাদেব ও সন্ধ্যোজাত বানরমূখ দুইটি পুত্রকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় চম্বিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভাষ্যের নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটি পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন! মহাদেব শাবিত্রীর শাপে পার্কতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও বয়ঃমহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্কতী, এখন আপনাতে শিবত্ব অমুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবারামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্কতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মহমুখ যোনিতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই হেতু মহমুখ শরীরদ্বারা আপনায় শিবত্ব আপনি অমুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ভসমুত্ত চন্দ্রশেখরের তিনটি পুত্র সন্ধ্যো, সন্ধ্যোষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম মধ্যম ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সন্ধ্যোজাত দুইটি সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মহমুখদেহ পরিভ্যাগ করিয়া শিব ও গোরাতে মিলিত হইলেন। (কালিকা পু. ৪৮-৫০ অ.) ২ কাকলপুরাণ ধর্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (স্রী) তারাপতন। (অমৃততন্ত্র) ৪

তারাবতী (স্রী) মণিতন্ত্র ককর কত।

তারাবাই, বেদনব্রের বিদ্যাতে বীরবালা। বেদনব্রের

সেনাপতিরাজ রাও হুরতানের কন্ডা। অনহলবাড়ের এলিঙ্ক বলহরাবংশে হুরতানের জন্ম।

হুরতানের পূর্বপুরুষগণ কিছুকাল তোম্বোড়ার রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আকগান হুরতানকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করিলে হুরতান আরাবীর পাদদেশে বেদনুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সৰ্দ্ধাদা অসিবার লইয়া বেলা করিতেন, অর্থে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সৰ্দ্ধাদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অভূত অসিচালনা ও বাণশিকার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘যে খোড়া উদ্ধার করিবে, এক কর তাহারই হইবে।’ জয়মলও খোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বাসে নির্বাসিত ছিলেন। অসম্মান মধ্যেই তিনি মহাবীর প্রকাশপূর্বক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। শত্রুসিদ্ধি সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের স্মৃতি করিতেন। সেই স্মৃতিটির মোহে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিভূত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, ‘যদি পৃথ্বীরাজ খোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।’ এই করটা কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। খোড়ার সকল মুসলমান উৎসবে উদগত। মহাসমারোহে ভাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পত্যী পক্ষপত নির্বাসিত অখারোহী সহ খোড়ার উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে দৈগুগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাজিয়ার সহিত আকগাননায়কও সমাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘এই নবাপত তিন জন কে?’ এই কথা উচ্চারিত

হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্ষা ও তারাবাইএর নিশিত শায়ক বদনপতিকে ভূতলশারী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও অত হইল। ভাষা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অখারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাটকার হতী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমহিলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার মুণ্ড বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আকগানদিগকে আক্রমণ করিল। আকগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অমায়াসেই খোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবে-খরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাতা উদ্ধৃত প্রকৃতি সজকে শালন করিবার জন্য শ্রীনগর অতিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভাৰ্জা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্তৃক তাহার ভগিনীর অশেষ লাহনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উন্নয়নপূর্বক শাণিত অসি-হস্তে ভগিনীপতির শরনককে প্রবেশ করিলেন। শ্রালকের ভীমমূর্তি দেখিয়া প্রভুরারের আত্মাপ্রকব উড়িয়া গেল, তিনি জ্রী ও শ্রালকের কমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কএকটা মোদক খাইতে দেন। কমলনীরে আসিয়া তিনি একটা মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসর হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রাণনিরী সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিত্তারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ীর বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণর কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন। তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের চোষ্ঠা পত্নী ও ভারত-এলিঙ্ক শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড় রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট অরজ্জব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের চোষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জন দিয়া বর্ধ, অশেষ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অজ্ঞাধারণ করিলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরজ্জবের পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভৎসনায় ও উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন।

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পছ অমাত্য, শঙ্করজী নারায়ণ সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ম বর্ষীয় বালক (২য়) শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট সপত্নী রাজসু-বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৭০০ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন হইয়া 'বকসিন্দব্দ' অর্থাৎ কৈশরের দান এই নাম হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট সৈয়দে পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগলসৈন্ত পুণা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহগড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী সিংহগড় ও পরে কোল্হাপুর পনহালা অধিকার করিয়া বসিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কাফিরার মুক্ত খবুল লুবানামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাষ্ট্র-সেনাগণের হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকার-ভুক্ত জনগণ লুণ্ঠ করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল-বাদশাহ যতই হুকুমদেখা, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্রয়োচনার মহারাষ্ট্রগণের বলবীৰ্য্য হ্রাস না হইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ যেরূপ সৈন্ত সামন্ত ও আর্মী ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সেইরূপ মহারাষ্ট্র-সেনানারকগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইখানেই গজবাঈ শিবির ও পুত্রপরিজন লইয়া মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহস খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নবজিত স্থানের এক একটা পরগণা এক একজন ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসাম্রাজ্যের নিয়মের অঙ্কুরণে সেই সেই পরগণা এক একজন সুবাদার, কমাইন্দার (রাজস্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (ওক আদারকারী) প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইল। (১)

মহারাষ্ট্রগণের পুনরভ্যুদয়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচ্যুত হইলে সেই দুঃখে তাঁহার কএক দিন অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ হইলেই তিনি সম্রাজীর পুত্র সাহকে জুলুকিয়ার খাঁর সঙ্গে

সিংহগড় জয় করিবার লক্ষ পাঠাইলেন। জুলুকিয়ার সাহকে দিয়া মহারাষ্ট্র সামন্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহই প্রকৃত মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্ট্রের মাঝেই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।' রসদ অভাবে সিংহগড় জুলুকিয়ারের অধীনে আসিল, কিন্তু এখানে তাঁহারও এই অভাব ঘটায় শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়া বসিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুখেড়ের বাদব ও কিরখেড়ের সিন্দিয়ার কন্ডার সহিত মহাসমারোহে সাহর বিবাহ হয়। নানা যোতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহকে শিবাজীর প্রসিদ্ধ ভবানী অসি ও অফজল খাঁর তরবার উপহার দিয়াছিলেন। এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেয়ই প্রজ্ঞা ভক্তি ছিল। মোগলসৈন্ত চলিয়া গেলে তারাবাই পুণা অধিকার করিবার আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি লোদীখাঁকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহর সহিত যোগ দিলেন। এখন সাহর অনেকটা বল বাড়িল।

মহারাষ্ট্রনিগের মধ্যে যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সাহ তাঁহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সাহ শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লইলেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতীকৃত হইয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞাত্তপ অপেক্ষা মৃত্যু সহ্যওণে প্রেম ভাবিয়া জলসমাধি অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগ করেন।

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সাহর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর বসন্ত-রোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীয় ক্রমতা হারাইলেন। এখন তাঁহারই সপত্নী রাজসুবাইএর পুত্র সম্রাজী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই গর্ভবতী ছিলেন, বধাকালে তাঁহার একটা পুত্র হইল। তারাবাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এ সময় বীরমহিলা তারাবাইএর কঠোর এক শেষ হইয়াছিল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সাহর মৃত্যু হইল। এত দিন ভারাবাই বাহাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী হির হইলেন। পেশবা বালাজী সাহর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, ভারাবাইএর পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাঁহাতে শিবাজীর বংশীধরির নাম উজ্জল থাকে, পেশবা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এখন ভারাবাইএর বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সে চেষ্ঠা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রমু-জীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুণায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্বপ্রধান। কিন্তু ভারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকিবেন। বালাজীও বড় একটা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে পরিচালন করিবার জন্ত চেষ্টা হইলেন।

ভারাবাই পঞ্চমচিহ্নকে অমরোধ্য করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ‘আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা পান।’ বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্ত বলিয়া পাঠাইলেন, ‘তাঁহার দ্বার সদাশয়্য বৃদ্ধিমতী ও উচ্চ-প্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাঁহাতে অধিকাংশ স্থলেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাঁহাতে তাহা স্বীকার করেন, বুদ্ধাঙ্গী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।’

মহারাষ্ট্রসামন্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। এ সময় প্রধান পদলাভের জন্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহা-শক্ততা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাতারাহর্গে বন্দী হইলেন। ভারাবাই কোল্হাপুরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একবল সৈন্য পাঠাইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

ভারাবাই বালাজীর সর্বনাশ করিবার জন্ত চারিদিক হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা দেখিলেন, ভারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে তাঁহার কোন

ফল হইবে না। তিনি ভারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে যান ও বয়সে সর্বপ্রধান, আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ভারাবাই এইরূপে আহৃত হইলেন। রামরাজও কিছু দিনের জন্ত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ ভারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভারাবাই তাহাতেই তাঁহার প্রতি অভ্যস্ত বিরক্ত হইয়া দামাজী গাইকবাড় ও রমুজী ভোজলার সাহায্যে রামরাজকে বন্দী করিয়া নিজে সর্বস্বস্বার্থী হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে যুদ্ধ বাজা করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরই ভারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের হুখে কিছু দিন পরে তাঁহার প্রাণবিরোধ হইল।

ভারাবোচা (জী) তারায়: বোচা ৩৩৭। তারাপুজাক বোচাছাসভেদ।

ভারাস্থান, সুরবিশেষ।

ভারিক (জী) তুগিচ্-ঠন্। (অতইনিঠনো। পা ৫১২। ১১৫) তরণমূল্য, পাবের কড়ি।

“গভিণী তু বিমলাদিত্তা প্রব্রজিতো মুনিঃ।

ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্ত্যারিকং তরেঃ” (মহু ৮। ৫৭)

গভিণী জী, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থাস্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্ম-চারী ইহাদের নিকট হইতে তরণ্য (পাবের কড়ি) লইতে নাই। ভারিকা (জী) তড়িকা ডুন্। তালরসজাত মত্তভেদ, তাড়ী। ভারিথ (আরবী) দিন, মাসের নির্দিষ্ট দিন।

ভারিন্ (জি) ভারতি-তুগিচ্-মিনি। তারক, উদ্ধারকর্তা।

ভারিণী (জী) ভারিন্-ভীপ্। ১ বৃদ্ধিরগের দেবভাত্তেদ, পর্যায়—ভার, মহাজী, ঠকার, স্বাহা, জী, মনোরমা, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাস্বজা, ধপুরবাসিনী, ভজা, বৈজা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বজ্রধারা, ধনদা, ত্রিলো-চনা, লোচনা। (ত্রিকা) ২ বিতীরা মহাবিভা, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামুণ্ডা, এই ৮ জন ভারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মহা কবিব, পাণ্ডিত্য ও ধনলাভ, রাজঘরে সভার ও বিবাদ প্রভৃতি সকল কার্য্যে জয়লাভ করে। * [ভার দেখ।]

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্তা।

* “ভার চোদ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলসরস্বতী।

কামেশ্বরী ভজকালী ইত্যাতৌ ভারিণী মৃত্যোঃ।” (মত্তকোষ)

“অথ ভেদাদ্ এষক্যামি ভারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদায়।

যেবাঃ বিজ্ঞানসাম্প্রদায় জীবমুক্তো হি সাধকঃ।

জাতীয়িকঃ পুংস্বয়ংভবতু মননমোষণঃ শোচনঃ বঃ ।"

(মালতীমা)

তাপ্য (ক্লী) তপ-গ্যৎ। ভূপানামক লভাজাত বজ্রভেদ। (শায়ণ)

তার্থ্য (জি) ভর কর্শসি শ্যৎ। ১ ভরণীয়। ভরে ভরণে দেয়ঃ

শ্যৎ। ২ ভরণার্থ দেয় শুক, ভরণ্য, পারানি কড়ি।

তাক্ষার্থ (পুং) বৃক্ষভেদ।

তাল (পুং) তল-এব-অণ্। ১ করতল। তাডাতে তড়-কর্শসি

অহ্ ভক্ত ল। (ক্লী) ২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গা-

নিবাসন। তলতাত্র তল-শ্যৎ। ৫ বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ,

পর্যায়—তালক্রম, পত্রী, দীর্ঘবন্ধ, স্বল্পক্রম, ভূপরাজ, মধুরস,

মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, শুষ্কপত্র,

আসবন্ধ, লেখ্যপত্র, মহোন্নত। (রাজনি* ভাবপ্র*)

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ,

ব্রহ্মদেশ ও পারস্তোপসাগরের দুইদ্বারে তাল গাছ জন্মে।

বাঙ্গালার পুন্ডরবীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়।

এক একটা ৭০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫৫ ফিটের

অধিক প্রায় মোটা হয় না।

তালবিলাস্ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১

প্রকার গুণের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের

সর্বোংশই এক রকম না এক রকমে লাগান বাইতে পারে।

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য। গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ

হইতে থাকে, ততই কঠিন ও ক্রমবর্ণ হইয়া আসে। ততই

তাহার পেটা উত্তম বলিয়া গণ্য।

ইহার পেটাতে বরগা, বাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে

নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্বকালে নানা দেশে রপ্তানী

হইত। ডাক্তার ওয়াইট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে

ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

তালগাছের আটা হইতে ক্রমোজ্জলবর্ণের গঁদ হয়।

পত্রগুলোর আঁশ বা তন্তুতে বেশ সস্ত দড়ি প্রস্তুত হয়।

এক এক গাছ তত্ত ২ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে

মংশজীবগণ একপ্রকার সুন্দর জাল প্রস্তুত করে।

পাতায় পাখা, চুবুড়ী, পেটিকা প্রস্তুত হয় ও দাক্ষিণাত্যে

অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্তে লেখাপড়ার কার্যে ব্যবহৃত

হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাষ্প তৈয়ারি হইতে

পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে

ভালপাতার ঘর ছাওয়া হয়।

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ লিকী, তাড়ি ও মদ্য

প্রস্তুত হয়।

VII

ভালের রস প্রধানতঃ ভেজফর, স্নেহানামক ও টাটকা

অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান

করা যায়, তাহা হইলে বৃহৎ বিরচনের কার্য করে। এদাহিক

রোগ ও শোথো বিশেষ উপকারী।

শুক তালশুষ্ক বৃক্ষজালের অন্যান্যক। ভালের কেনাযুক্ত

রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।]

তাড়ির পুন্ডটি পচা ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপ-

কারী। টাটকা ভালের রস মরমার মিশাইয়া অন্ন অমির

উত্তাপে ধরিলই গাঁজা উঠিতে থাকে, তখনই পুন্ডটি হইল।

পাকা ভালের মজ্জা চর্মরোগে উপকারী। শরীরের কোন

স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকেরা রক্তবদ্ধ করিবার

জন্য তাল আঁটির রোয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন।

যে রসে সব মাত্র গোঁজা উঠিয়াছে, তাহা খাইলে মূত্র

ক্লম্মরোগ ক্ষতকটা ভাল থাকে; ইহা শোথোও উপকারী।

তালশাঁসের জলে বমন ও বমনোদ্বেগ নিবারিত হয়।

ভালের টাটকারসে উত্তম শুড় ও চিনি হয়। [চিনি দেখ।]

তাড়ি চৌরায়ীরা লইলে ভাল আরক বা ছুরা হয়। [মদ্য দেখ।]

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল

হয়; ভাদ্রমাসে তাহা বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটা ফলে

প্রায় ৩টা করিয়া আঁটি থাকে, তবে আরতনে ছোট হইলে

প্রায় দুটা দেখা যায়। অপক অবস্থায় তালশুষ্ক ছাড়াইয়া

যে কোয়া পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা তালশাঁস বলি।

অপক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে। যতই পাকিতে

থাকে, তত জল চাপ বাধিয়া শাঁসের সহিত কঠিনাকার ধারণ

করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে কোপার হয়। তাহা খাইতে

মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের কোঁপরের মত।

পূর্বেই লিখিয়াছি, ভালকাঠে নানা প্রকার গৃহসামগ্রী

প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ রসও আহায়াসি ভিন্ন

আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটা উল্লেখ

করিব। ডিবেব লাগায় ভালের রস চালিয়া শঙ্ক বা শুক্লির

চূর্ণ মিশাইয়া মসলা করিয়া মেজের উপর সেপন করিলে

উৎকৃষ্ট পালিস্ হয়, তাহা দেখিতে ঠিক মর্দর পাথরের মত

হইয়া থাকে।

ভালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ

মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পক্রম মনে

করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ বলে। বৈদ্যক

মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনামক।

ইহার রসের গুণ—কষ, পিত্ত, দাহ ও শোথনামক এবং

মহতাকারক। কলের গুণ—পাকাতাল দুর্জর, মৃৎ, তাম্র, অভিব্যাক, শুক্র, পিত্ত, রক্ত ও কফযুক্তিকর। (ভাবপ্র) বাত, কৃষি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক, বৃহৎ, শুষ্ক ও বাহ। (রাজব)

তালশাসের গুণ—মূত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও শুষ্ক।
তালের অস্থিমজ্জার গুণ মধুর, মূত্রল, শীতল, শুষ্ক। তাল-
জলের গুণ—পিত্তনাশক, শুষ্ক ও তন্তুবৃদ্ধিকর এবং শুষ্ক।
তালজাত নূতনভোরগুণ অর্থাৎ নূতন তালীর গুণ—মদকর,
কক, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক, হিমা অন্ন হইলে বাতনাশক ও
পিত্তবৃদ্ধিকর। তালের মাতির গুণ—বাহু, তিক্ত, কষায়, মূত্র-
রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুষ্কবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার
গুণ সারক, লঘু, স্নেহল, বাত ও পিত্তনাশক। তালপ্রলম্বের
অর্থাৎ তালজটীর গুণ—কক ও ক্তরোগনাশক। (রাজবল্লভ)

ও গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পর্য্যন্ত গের, এই কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত, এই কাল পর্য্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি বিষয় হস্তানুলির আকৃষ্টন ও প্রেয়ারগানি ধারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই ভাল, গীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই ভাল, ক্রিয়া ধারা অথওদগ্ধায়মান-কালের ছন্দোম্যায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও ভাল।

মহাদেব ও পার্শ্বতীর নৃত্যে ভাল উৎপন্ন হয়; মহাদেবের
নৃত্য তাণ্ডব, পার্শ্বতীর নৃত্যের নাম লাত্য, তাণ্ডব
শব্দের তা, ও লাত্য শব্দের ল এই দুই বর্ণ মিলিত হইয়া
তাল এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। *

গীত, বাদ্য ও নৃত্য ভাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। ইহা মার্গ ও দেশী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মার্গভালের মধ্যে ১ চচ্চৎপট, ২ চাচপট, ৩ ঘটপিতাপুত্রক, ৪ উৎবটক, ৫ সন্নিপাত, ৬ কঙ্কণ, ৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহল, ৯ রজবিদ্যাধর, ১০ শচী-প্রিয়, ১১ পার্শ্বভীলোচন, ১২ রাজচূড়ামণি, ১৩ জয়শ্রী, ১৪ বাদকাকুল, ১৫ কম্পর্প, ১৬ নলকূর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি-লীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২০ শ্রীরঙ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, ২৩ মল্লিকামোদ, ২৪ গজলীল, ২৫ চর্চরী, ২৬ কুহক, ২৭ বিজয়ানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেলিক, ৩০ রক্তাভরণ ৩১ শ্রীকীর্তি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্দশ, ৩৪ সিংহনন্দন, ৩৫ নন্দীশ,

ক “কালত এক বি স্রিমাভাষ্টাচারণবিরচিত্ত ক্রিয়ারঃ পরিপূর্ণা-
 বিকারঃ পরিচ্ছেদহেতুতালঃ।” (মধুসূদন)

‘काशम नर्तनगलदासमजिनागिरि बाबर ताल हैतादक ।’

('ଅସମ୍ଭବ' ଶବ୍ଦ)

‘ହରନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତର ଶୋଧା ନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଇତି ନଃ । ପୁରନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତର ଶୋଧା ନୃତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଇତି ବିଶ୍ୱାସଃ । ଡାକ୍ତରୀଶାସ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ନାଟ୍ୟାଦ୍ୟାହାରକ୍ଷେତ୍ର ଚ ମିଳିତା ଭାଗ ଇତି ନଃ । ଶ୍ରୀ ।’

৩৬ চন্দ্রবিধ, ৩৭ বিতীরক, ৩৮ জয়মদল, ৩৯ গন্ধর্ব্ব,
৪০ মকরন্দ, ৪১ ত্রিভঙ্গি, ৪২ রতিভাল, ৪৩ বনস্ত, ৪৪ জগ-
ম্পা, ৪৫ গারুড়ি, ৪৬ কবিশেখর, ৪৭ ধোব, ৪৮ হরবরত,
৪৯ তৈরব, ৫০ গতপ্রভাগত, ৫১ মলভালী, ৫২ ভৈরবমস্তক,
৫৩ সরস্বতীকর্থাভরণ, ৫৪ ক্রৌড়া, ৫৫ নিঃসার, ৫৬ মুক্তাবলী,
৫৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতানন্দ, ৫৯ আদিভালক, ৬০ সম্পর্কেষ্টাক,
এই ৬০টা তাল ভারতের অভিমত, আদি তাল প্রভৃতি
১২০টা তাল দেশী শ্রেণীভুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কৃত
গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও
দৃষ্ট হয়। ঐ সমুদ্রয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয়
না, কতকগুলির নাম মাত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে
মাত্রাদির নিয়মে কিছুমাত্রও ঐক্য নাই। সেই সমুদ্রয়ের
নাম ও মাত্রা বিবরণ অকারাদিক্রমে নিম্নে উক্ত হইল।

[হ্রস্বস্বাক্ষর চিহ্ন (।), দীর্ঘস্বাক্ষর চিহ্ন (।।), প্লুত চিহ্ন (।।।), ক্ষত চিহ্ন (*), অক্ষত চিহ্ন (x), বিরাম চিহ্ন (,) বিভিন্নস্বাক্ষরে ১২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া গেল ।]

অত্রতালী—১। (*।।)—২। (*"।।)

অনন্ততাল—১। (I H I I H)—২। (I' I I H)

অন্তরক্রীড়া—(" ")

অভঙ্গ—১। (II III) ২। (I I I II)

অভিনন্দ—(।। * * ॥)

অর্জনতাল—(“।”।”””।”।)

অষ্টতানী—(x x * ।)

अस्य (कहानि)—(॥ ॥)

আড়খেমটা—ইহা এখন প্রচলিত, ইহাতে ১২ মাত্রা আছে। কাহার কাহারও মতে, সার্কি জ্যোদেশ মাত্রার তাল, তিনটা তাল ও একটা ফাঁক।

ଟେକା—

+ । । । ১ । ।
 ধাগে জেকেটে ধেনে ধাগে ধাগে

। • । । । ১ ।
 তেনে তাকে ত্রেকোটে ধেনে ধাগে

ধাগে ধেনে ::

আড়া চোতাল—ইহা এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাজার
তাল ; চারিটা তাল ও তিনটা ফাঁক।

ঠেকা—

+	১	•	১	•
ধাগে	খাদি	দিত্তা	কতি	নাখা

১। ০।
জেকেট ধা দিতা ::

ইহার অপর নাম ছোট চোতাল।

আড়াঠেকা—এই তাল প্রচলিত, ইহা ৯ মাত্রার তাল, তিনটা তাল ও একটা ফাঁক।

ঠেকা—

+। । + ১। •। । +
ধিধি তাধি থিধা তিতি তাধি
। +
ধি ধা ::।

আদিতাল (।)

ইহাতে একটা লম্বতাল থাকে।

ইডাবান্—(° । ° ।)

উৎসব—(। ॥)

উদীক্ষণ—(। । ॥)

উদ্বৃট্ট—(॥ ॥ ॥)

উকণ্ড—১। (° ° ।)—২। (° , ।)

একতালী বা একতালিকা—

১। রামা (°) ২। চক্রিকা (।, ॥) ৩। প্রসিদ্ধা
(। ° ।)—৪। বিপুলা—(× ° , ।)—৫। (° ।) ৬। ×
° ° ।)—৭। (° ॥) ৮।

• প্রচলিত একতালে ৬টা দীর্ঘ মাত্রা দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটা কেহ কেহ বা ৪টা পদে বিভক্ত করেন। বাহারা তিনপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ইহার ফাঁক নাই; বাহারা চারিপদে বিভক্ত করেন, তাহারা বলেন ফাঁক আছে।

+। । । । ১। ।
(১) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তিন্ তা
। । ১।
কং তে, ধাগে নাগে ধিন্ ধা ::

+। । । ১। ।
(২) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, থুন্ না,
•। । ১। ।
কং তে ধাগে জেকেকেট ধিন্ ধা ::

কেহ ইহাতে বারমাত্রার পরিবর্তে ছয়মাত্রা আছে বলেন, সে একই কথা।

করণ—(॥ ॥ । ॥ ।)

কঙ্কাল—১। পূর্ণ (°°°° ॥) মতান্তরে—(°°°° । ॥)—

২। খণ্ড (°° ॥ ॥) মতান্তরে (°° ॥)—৩ লম্ব (॥ ৭।)—

৪। অলম্ব (। ॥ ॥)

কম্বতাল—১। (॥ । ॥ ° ° ॥ ॥)—২। (। ° °)

কন্দর্প—১। (° ° ॥ ॥ ।)—২। (। ° ° ॥ ॥)

কন্দুক—১। (। । । । ॥)—২। (° ° ,)

করণ—(॥)

করণধতি—(°°°°)

কলস্বসি—(। । ॥ । ॥)

কল্যাণ—(+ + +)

কাওয়ালী, এই তাল এখন প্রচলিত, কাবালী নাম প্রসিদ্ধ।

কাবাল প্রণেয়ী কুক গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা ত্রিতালী ও দ্রুতত্রিতালী নামেও পরিচিত। দ্রুতত্রিতালী (জলদ তেতাল), দ্রুতত্রিতালী (চিমাতেতাল), মধ্যমান ও আড়াঠেকা এই কয়টাই একজাতীয়, কেবল দ্রুতবিলম্বিত বা আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই সমুদয় বাজ সাধিত হইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে দ্রুত কাওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতাল ও মধ্যমান বিলম্বিত হইলে চিমাতেতাল হইতে পারে। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্চিৎ আড় বাজাইলেই হইতে পারে, ইহার তাল চারিমাত্রা একটা ফাঁক ঠেকা—

১+ ১+ ১+
(১) ধা ধিন্ ধিন্ তা, তেৎ ধাগে জেকেকেট ধিন্,

তা ধিন্ তিন্ তা, কং তাগে জেকেকেট ধিন্ ::

+ + +
(২) ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা ধিন্ ধিন্ তা,

তা তিন্ তিন্ তা না ধিন্ ধিন্ তা ::

+ + +
(৩) ধা ধিন্ ধা, না ধিন্ ধা,

তি তিন্ তা, না ধিন্ ধা ::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা দ্রুত বাজাইবার সময় এবং সেতার সঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরধেমটা—এখন প্রচলিত আছে।

+ • +
ধিক্ না ধা তিতা ::

কাহারবা—এই তাল এখন প্রচলিত, ইহাতে দুইটা তাল ও পাঁচটা মাত্রা আছে।

+। । ১। ।
ধিধি কং নাক্ ধিন্ ::

কীর্তিতাল—১। (। ॥ ॥ । ॥ ॥)—২। (। ॥ ॥ । ॥)

কুড়ুক—(°° । ॥)

কুণ্ডনাচি (° ॥, °°°° ॥, °)

কুণ্ডল ১। (°° । ॥)—২। (° । ॥ ॥ ॥ °° ।)

কুবিলক (। °° ॥ ॥ ॥)

কুমুদ ১। (। °° । ॥)—২। (। °°°° ॥)

কুন্ডতাল (°°°° × ° , ° × ° , ॥)

বর্ণমক্কা—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

বর্ণমতি—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

বর্ণমাল—(।।।।।।)

বর্ণম—(।।।।।।)

বর্ণমান—(।।।।।।)

বসন্ত—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

বিজয়—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

বিজয়ানন্দ—(।।।।।।)

বিদ্যাধর—(।।।।।।)

বিন্দুমালী—(।।।।।।)

বিপুল (একতালী)—(।।।।।।)

বিলোকিত—(।।।।।।)

বিষম—(।।।।।।, ।।।।।।,)

বীরপক—অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টা ব্রহ্ম মাত্রা ব্যবহৃত হয়। [বীরপক দেখ।]

বীরবিক্রম—(।।।।।।)

ব্রহ্মতাল—১। (।।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।)

৩। (।।।।।।।।।।) —৪। অধুনা প্রচলিত চতুর্দশ মাত্রার তাল। [ব্রহ্মতাল দেখ।]

ব্রহ্মযোগ—অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল।

[ব্রহ্মযোগ দেখ।]

ভয়তাল—(।।।।।।)

ভূতাল—(।।।।।।)

মকরম—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

মক—১। (।।।।।।, ।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।)

মকক—১। (।।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।।।।।।।)

মকিকা—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।, ।।।।।।) —৩। (।।।।।।।।।।)

মদনতাল—(।।।।।।)

মধ্যমনি—অধুনা প্রচলিত ৮টা দীর্ঘমাত্রার তাল। [মধ্য-মনি দেখ।]

মলরতাল—(।।।।।।)

মল্লতাল—(।।।।।।)

মল্লিকামোহ—(।।।।।।)

মহাসরি—(।।।।।।।।।।)

মিলিতাল—(।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।)

মিশ্রবর্ণ—(।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।)

মহু—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।) —৩। (।।।।।।)

মুক্তিমক—(।।।।।।।।।।)

মোক্ষপতি—(১৬ দীর্ঘ, ৩২ ব্রহ্ম, এবং ৬৪ অর্দ্ধমাত্রা পর পর তৃত্ব)

মোহনতাল—এইতাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ১২ মাত্রার তাল। [মোহনতাল দেখ।]

যং—(।।।।।।, ।।।।।।) —অধুনা প্রচলিত [যং দেখ।]

যতিতাল—(।।।।।।)

যতিগণ—(।।।।।।)

যতিশেখর—(।।।।।।, ।।।।।।)

রঙ্গতাল—(।।।।।।)

রঙ্গপ্রদীপক—(।।।।।।)

রঙ্গলীল—(।।।।।।)

রঙ্গাভরণ—(।।।।।।)

রতিতাল—(।।।।।।)

রতিলীল—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

রাগবর্ধন—(।।।।।।)

রাজকোলাহল—(।।।।।।)

রাজচূড়ামণি—১। (।।।।।।) —২। (।।।।।।)

রাজবন্ধার—(।।।।।।)

রাজতাল—(।।।।।।)

রাজনারায়ণ—(।।।।।।)

রাজমার্ভণ্ড—(।।।।।।)

রাজমুগাক—(।।।।।।)

রাজবিনোদ—(।।।।।।)

রাজশীর্ষক—(।।।।।।)

রামা—(একতালী)—(।।।।।।)

রায়বন্দোল—(।।।।।।)

রাসক—(।।।।।।)

রাসতাল—অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা ১৩ মাত্রার তাল। [রাসতাল দেখ।]

রুদ্রতাল—অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল।

[রুদ্রতাল দেখ।]

রূপক—১। (।।।।।।) —২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।]

লক্ষীতাল—১। (।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।, ।।।।।।) —২। (।।।।।।, ।।।।।।) —৩। অধুনা প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল।

[লক্ষীতাল দেখ।]

লক্ষীশ—(।।।।।।)

লক্ষু—(।।।।।।)

লঘুচক্রী—(°° | x, °° | x, °° | x, °° | x, °° | x, °° | x)

লঘুশেখর—১। (।) —২। (।।,)

লঘুভাল—(।।।।।।।। °°°,)

ললিত—(°° |।।)

ললিতপ্রিয়—(।।।।।।।)

লীলাভাল—(° |।।।)

শম (কঙ্কাল)—(।।।।)

শরভলীলক—১। (।° |) —২। (।।°°°° |।।।) —

এই ভাল অধুনা প্রচলিত। [শরভলীলক দেখ।]

শার্ঙ্গাদেব—(°°° |।।।।।।।)

শিবভাল—(।।।)

শ্রীকান্তি—(।।।।।।)

শ্রীকীর্তি—(।।।।।।)

শ্রীনন্দন—(।।।।।।।)

শ্রীরঙ্গ—১। (।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।)

স্বত্রিতালী—অপর নাম চিমা ভেতলা।

[চিমা-ভেতলার বিবরণ দেখ।]

বটভাল—(°°°°°°°)

বটপিতাপুত্রক—১। (।।।।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।।।)

সমিতাল—(°°°° |।°°°)

সমিাপাত—১। (।।।) —২। (।।)

সম—১। (।°°,) —২। (।।, °°°)

সম্পর্কেটীক—১। (।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।)

সরস্বতীকণ্ঠভরণ—(।।।।°°)

সারঙ্গ—(°°°°°)

সারঙ্গ—(।°°°° |।)

সিংহ—(।°°°°)

সিংহনন্দন—(।।।।।।।।°°° |।।।।।।।।।।।।)

সিংহনাদ—(।।।°°° |।।)

সিংহবিক্রম—১। (।।।।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।।।)

সিংহবিক্রীড়িত—১। (।।।।।।।।।।।।।) —২। (।।।।।।।।।।।।।।।।)

সিংহলীল—(।°°°°)

সুরধাক্ষা—(।।, ।, ।।) এই ভাল অধুনা প্রচলিত।

[সুরধাক্ষা দেখ।]

হংস—(।।,)

হংসনাদ—(।।।°°° |।।)

হংসলীল—(।।,)

পূর্বোক্ত ভালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ ভাল সমুদয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোলশব্দে দ্রষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্না°)

ভালিক (কী) ভালমেব স্বার্থে কনু। ১ হরিভাল। পর্যায়—ভাল, আল, মাল, শোলু, পিল্লক, রোমহরণ, হরিভাল। ভালক দুই প্রকার পত্র-হরিভাল ও শিও-হরিভাল, তন্মধ্যে পত্র হরিভাল শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত, শিও-হরিভাল উহা হইতে অল্পগুণযুক্ত। পত্র-হরিভাল স্তব্ধবর্ণভূলা, ভারবহল, মিষ্ট স্বরের জার স্তর-সমবিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়ক ও রসায়ন। শিওভাল শিওলব্ধ, স্তরহীন, স্বল্প, সূক্ষ্ম ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রঞ্জনশীলক।

পোষিতভালক—কটুকষায় রস, মিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য এবং বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কঠন্ত্রণনাশক। অপোষিত অসম্যক মারিত ভালক সেবন করিলে শরীরের লাভ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সত্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুশক্তি ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

অশুদ্ধ হরিভাল আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। এই অশুদ্ধভালক তাপ, ফেটি ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই জন্য শোথন অত্যাবশ্যক।

ভালকশোধন। কুম্ভাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শোধন করিলে হরিভাল দোষহীন হয়।

যে যত হরিভাল ১০ ভাগের একভাগ সোঁহাগাতে মিশাইয়া অধীরলেবুর রসে দুইয়া কালিতে বার বার প্রক্ষালন করিয়া চারপুক কাপড়ে বান্ধিয়া দোলায়ত্রে একদিন পাক করিবে। পরে কালিতে কুম্ভাণ্ডের রসে ও শিমুলের কাথে এক এক দিন বেদ দিলে বিত্তক হয়।

প্রকারান্তর। হরিভাল যত যত করিয়া কাপড়ে বাধিয়া কালিতে কুম্ভাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিকলার কাথে এক প্রহর দোলায়ত্রে পাক করিলে শোধন হয়।

বিশুদ্ধ হরিভাল চূর্ণের জলে ও অপামার্গ মূলের জার জলে মাড়িয়া উর্দ্ধ ও অধোদেশে ব্যবহারচূর্ণ দিয়া হাড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুম্ভাণ্ডে হাড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার পর মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহরকাল পাক করিবে। এই হরিভাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

পোষিত ভালকের গুণ—কটু, মিষ্ট, কষায়রস, বিলপ, কুষ্ঠ, মুত্ৰা ও অরহাক, মেহশোধক, কান্তি, বীৰ্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক। হরিভালসারঙ্গ। হরিভাল আয়ুস্কলের রসে, কাগলী

নেবুর রসে ও চুণের জলে ষাশপ ঐহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া
বিশুণ পাশলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীঘন্ত্রে বাসুকাধারা
উর্ধ্বদেশ পূর্ণ করিয়া ১২ ঐহর পাক করিয়া শীতল হইলে
শুভ্রা করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে
কুষ্ঠ, শীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (রসসঙ্গারসংগ্রহ)
তালমেব কায়তি কৈ-ক। ২ ধারকপাট, রোধনবস্ত্র, তালা,
চাবি। ৩ তুরবিকা। স্বার্থে-ক। ৪ তালবৃক।

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও
দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে
অবস্থিত। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১) [তালিকোট দেখ।]

তালকন্দ (ক্ৰী) তালশ্বেব কন্দমস্ত। তালমূলী।

“কসেঙ্গকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং” (শ্রীমতব-
ধূত বায়ুপুং) ‘তালকন্দং তালমূলীতি এসিদ্ধং’ (রঘুনন্দন)

তালকাত (পুং) তালকাত হরিতালকাত আভাইব আভাযস্ত
বহুতী। হরিষর্ণ। (ত্রি) হরিষর্ণবৃক।

তালকী (ক্ৰী) তালকাত ইয়ং অং ক্ৰীপু। তালক মতভেদ,
তাড়ী। (ত্রিকাং)

তালকেতু (পুং) তালতালচিকিত্তিঃ কেতুরস্ত। ভীষ।

“তাসাং প্রমুখতো ভীষ তালকেতু বীরোচন।” (ভারত উং ১৪৯ অং)

তালকেশ্বর (পুং) ঐবধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—হরিতাল
২ মাষা, কুম্ভার রস, ত্রিকলায় জল, তিল তৈল, যুতকুমারীর
রস ও কাঁচিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ
১ মাষা, উভয়ে কঙ্কালী করিয়া ঐ কঙ্কালীর সহিত, উল্লিখিত
হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগহুত্রে নেবুর রসে ও
যুতকুমারীর রসে বথাক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে
শুক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর
স্থাপন করিয়া ১২ ঐহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত
করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত,
রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং)

আর এক প্রকার—কিছু হরিতাল, চাকুলে পত্রের রসে
ও শরপুষ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুক করিয়া
পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া গুটপাক দিতে হইবে,
যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয়দিকেই ঐ ক্ষার থাকে।
অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা
শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধুমোলগম হইবে
না, তখন জানিবে, যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। এইরূপে
প্রস্তুত করিয়া এই ঐবধ সেবন করিলে কুষ্ঠামিরোগের শান্তি
হয়। ইহার মাত্রা ১ ঘব। এই ঐবধ সেবনে মূত্র,
হোলা ও হুগের তাইল পথ্য। (ভৈষজ্যরত্নাং কুষ্ঠাধিকার)

রসসঙ্গারের মতে, হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, জল,
বঙ্গ, সমভাগ মধুতে মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত
করিতে হইবে। অল্পপান পাকি। বজ্রভূষ এক তোলা ও
মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঐবধে বহুমাত্র
রোগ আন্ত প্রশমিত হয়। (রসসঙ্গারসংগ্রহ)

তালক্রোশা (দেশজ) বৃকভেদ।

তালক্ষীর (পুং) তালজাতঃ ক্ষীরমিব শুভ্রহাৎ। শর্করা-
ভেদ, তালের চিনি। (রাজনিং)

তালক্ষীরক (ক্ৰী) তালক্ষীর স্বার্থে কনু। তালের চিনি।

তালগর্ভ (পুং) তালস্ত গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের-
মাখি। “অযপিতমৃগাশ্ববস্তৃগুংকরিতহস্তজ্বিনয়ে সতালগর্ভৈঃ”
(বৃহৎসং ৫০।২৪) তরবারিতে যদি তালের মাখির পান
দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুও ছেদ
করা যায়।

তালঘাট, দাকিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাসিক যাইবার পথে
অবস্থিত একটা প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১১১২ ফিট
উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিট
উচ্চ। অক্ষা° ১৯° ১৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩০' পূঃ।

তালঙ্ক (পুং) তাড়ক ভক্তলঃ। ভূষণ বিশেষ। (শকার্ণচিত্তাং)

তালচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্রেশবাসী। ৩ তালচর
দেশের রাজা। “অন্ধ্রাতালচরাস্টৈব চুপ্পারৈশুপাতথ্য।”

(ভারত উং ১৩৯ অং)

তালচের, উড়িষ্যার কেন্দ্রীয় রাজার অধীন একটা গড়জাত-
মহল। এই রাজ্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্বে ধোঁকানল,
দক্ষিণ ও পশ্চিমে অঙ্গুলরাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫২' ৩০" হইতে
২১° ১৮' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৫৭' হইতে ৮৫° ১৭' ৪৫" পূঃ।
ভূগরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।
এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ব্রাহ্মণী নদী
পাললহরা ও ধোঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক হইয়াছে,
সেইখানে নদীতীরে চুপ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বাসি
ধুইয়া স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের
নগরই প্রধান। এখানে রাজধানী ও ৫০০ বর্ষ লোকের বাস।

তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন যে, ৫০০ বর্ষ অতীত
হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসত্য
অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বর্তমান
রাজা তঁহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিজোহের সময় এখানকার
রাজা বৃটিশগবর্নেন্টকে সাহায্য করার ‘মহেন্দ্র বাহাদুর’
উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন বৃটশগবমেন্ট কর্তৃক পুরুষাভ্যাসিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর হরিচন্দন। রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০০ টাকা, বৃটশ গব-মেন্টকে ১০০০ টাকা শাক্ত কর দিতে হয়। রাজার আয় ২০০ শত সেনা আছে।

তালজজ (পুং) তাল ইব জজা যত্র। ১ দেশভেদ। ২ তাল-জজদেশবাসী। ৩ তালজজদেশের রাজা। ৪ গ্রহভেদ।

“নির্ভাসাতালজজাশ ব্যাদিতাভাঃ ভয়সরাঃ।”

“এতে গ্রহাশ সততঃ রক্ষত মম সর্গতঃ।”

(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

(কঠপুঠগ্রীষ্মজজাশ। পা ৬২১১৪) পানিনির এই বৃত্তে তালজজ এই পদের উদাত্ত স্বরতা হইয়াছে। যদ্বংশীয় এক জন নৃপতি। তালজজগণ ইহারই পুত্র, তাহারাই হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অনিত বা বাহুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। (রামা° হরি° বিষ্ণু°)

তালজটা (স্ত্রী) তালজ জটব ৬তং। তালজকের জটাকার পদার্থবিশেষ, তালপ্রলয়।

তালদণ্ডা, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িয়ার একটা প্রধান খাল। কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখার মিলিত হইয়াছে। নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচন এই উভয় কার্যের জন্য এই খাল কাটা হয়।

তালধ্বজ (পুং) তালো ধ্বজো যস্ত বহব্রী। ১ বলরাম। ২ পর্বতবিশেষ।

“শক্রজ্ঞয়ে রৈবতঞ্চ দিক্ষিকেন্দ্রং সূতীর্থরাট্।

টকঃ কপর্দী নৌহিত্যতালধ্বজকরধ্বকো।”

(শক্রজয়মাহাত্ম্য ১১৩৫২)

তালধ্বজা (স্ত্রী) তালতালধ্বজেন ধ্বজশিহ্নং যস্তা বহব্রী। পুরীবিশেষ। “অস্তিতালধ্বজা নাম নগরী ত্রিশোপমা।”

(ক্রিয়াযোগসার)

তালনরু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহারী নবমী। ১ ভাজ গুরা নবমী। “মাসি ভাজপদে যাত্রানবমী বহলেতরা।

তস্তাং সংপূজ্য বৈ দুর্গামখমেধকলাং লভেৎ।”

ভাজমাসে গুরা নবমী তিথিতে দুর্গাপূজা করিলে অখমেধ ফল লাভ হয়।

২ ব্রতবিশেষ। ভাজ গুরানবমী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা করিয়া জীগণ তালোপহার দ্বারা এই ব্রতাহুতান করিয়া থাকেন, এই ব্রত এই ব্রতের নাম তালনবমী। এই ব্রত ৯

বৎসর সাধ্য। আরম্ভ বৎসর হইতে নবমবৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতপ্রারোগ—পূর্নদিনে সংঘত হইয়া থাকিলে, ব্রতদিনে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্তব্ধিবাচন করিয়া সন্মন্ন করিবে। “শ্রীবিষ্ণুমোহন্ত ভাজে মাসি গুরুগন্ধে নবম্যাস্তিথাবায়তা অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্য-পুত্র পৌত্রাদি-নিত্য-ধন-খাদ্য-বিবর্দ্ধনেঃশৌকিক-মহা-সুখ-পরলোকাদিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা নববর্ষপর্য্যন্তং তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।” এইরূপে সন্মন্ন করিয়া সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতা পূজা করিবে। পরে তালপল্লবে গৌরীকে আবাহন করিয়া ঘোড়শোপাচারে পূজা করিয়া নবতালযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। “নমো গোষ্ঠৈঃ নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। পরে একটা ফল হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে। ব্রতকথা এই—

“কল্পিগুণবাচ।

কেনোপারেন ভগবন্নরী হুংখং ন বিলম্বতি।

সৌভাগ্যমর্থসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।

তন্মে কথং তন্মেন সত্যবো বদি তে ময়ি॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে।

পুত্রপৌত্রাদিকং নিত্যং ধনধাত্তবিবর্দ্ধনং॥

ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং।

তালনবমীব্রতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥

কুরু দেবি অবদ্বেন সর্বকামসমৃদ্ধিদং।

ভাজে মাসি সিতে পক্ষে নবমী বা শুভা তবেৎ॥

ভক্ত্যমারভ্য কর্তব্য নববর্ষাণি সূত্রতে।

কৃৎবা চ তদ্ব্রতং দেবী ত্যজৈস্তালত ভক্ষণং॥

তালত ব্যক্তনান্নাদুর্নকর্তব্যঃ কদাচন।

অষ্টম্যং নিয়মীভূতা প্রাতঃকথার সন্মরণং॥

মানং কৃৎবা নবম্যাক ব্রতসংকল্পমাচরেৎ।

তালপল্লবমারোপ্য ভাজ গৌরীং প্রপূজয়েৎ॥

পাত্তাদিভিঃ সমভ্যর্জ্য নৈবেদ্যং নবতালকং।

সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ॥

ফলানি নবদ্বা চ তালত উল্লেকোত্তমে।

পিণ্ডবর্দ্ধরাজী চ এলাটৈব হরীতকী॥

নারিকেলং তথা পুণ্যং রক্তা পঙ্কলাখিতং।

তজ যুগ্মং প্রদাতব্যং তালত ফলমুত্তমং॥

বস্ত্রোচ্ছাদ্য দধ্যাতু উন্নকং দক্ষিণাবিতং ।
প্রতিষ্ঠাৰ্হঃ প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রক্তং তথা ॥
ব্রতাহনি তু ভূতীত নিরামিষং সতালকং ।
এবং কৃতে ন স্নেহঃ পূৰ্ণোক্তক ফলং লভেৎ ।
কথিতং তব বন্ধনং ক্লেশ ব্রতমুত্তমং ॥

ক্লেশগাউবাচ ।

ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্যলোকে প্রকাশিতম্ ।
তন্মে কথয় তবেন ব্রতমেতৎ সুহৃদভং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

রম্যে তু যমুনাকূলে কংসস্ত তালবৃন্দকে ।
ধেহুত পুরং গম্য ময়া দৃষ্টং সুশোভনং ॥
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপর্য ।
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালস্ত পলবে শুভে ।
কাচিচ্চানপর্য তত্র অপ্তস্তিপরায়ণা ॥
তাস্ত দৃষ্ট্ৰী ময়া পৃষ্টং ব্রতং কথেন্দমুত্তমং ।
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত জিয়ঃ ॥

জিয় উচুঃ ।

যজ্ঞেদং যংফলং চাস্ত শৃণু বীর হুরোত্তম ।
ইদং ব্রতং চাধিকার্য্য জিহু লোকেষু বিস্তৃতং ॥
তালনবন্দীতি বিখ্যাতং ধনধান্তবিবর্জনং ।
সৌভাগ্যমথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ততঃ ॥
ইদৈব কুশলং সৰ্ম্মনস্তে গৌরীপদপ্রদং ।
বিধানং শৃণু ধর্ম্মজ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥
অষ্টম্যাং নিরমীভূষা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ ।
ভাত্রে মাসি সিতে পক্ষে তালস্ত পলবে শুভে ॥
গৌরীমারোপ্য বন্ধনং বিধানেন প্রপূজয়েৎ ।
ফলং তালস্ত নবকং দদ্য নৈবেদ্যমুত্তমং ॥
পাণ্ডাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিত্থা ।
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্তব্যং তালভক্ষণং ॥
নববর্ষং ব্রতং কৃৎযা প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ ।
ব্রতচার্য্যার দাতব্যং কাঞ্চনং সৌপ্যমুত্তমং ॥
উন্নকং শোভনং দদ্য ব্রতসাদং ভবেত্ততঃ ।
ইত্যেতৎ কথিতং ভজ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তাতিঃ কৃতং ময়া দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে ।
তন্মাং কুরু প্রবন্ধে নৌভাগ্যবর্জনং শুভে ॥
ইতি শ্রুত্বা ভাতো দেব্য ব্রতং কৃৎযা বধাবিধি ।
ক্লেশগা ক্লেশপর্য্য সৌভাগ্যং লভসুত্তমং ॥

বা নারী চ প্রবন্ধে ন করোতি ব্রতমুত্তমং ।

শ্রী সৰ্ম্মকলমাপোতি ইহলোকে পরজ চ ॥

ইতি ভবিষ্যে তালনবন্দীব্রত কথা সমাপ্তা ।

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে
ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে । এইরূপে ৯ বৎসর
হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে । [ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ ।] প্রতিষ্ঠা
বৎসরে প্রতিষ্ঠা বিধি অল্পহারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া
তালভক্ষণ উৎসর্গ করিতে হইবে ।

তালের ডালা বস্ত্রধারী আচ্ছাদন করিয়া “নমোহস্তেত্যাদি
শ্রীঅম্বকী দেবী শ্রীগৌরী শ্রীতিকামা ইমং নবফলযুক্তং সবস্ত্রং
তালভক্ষণং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং
দদে”, এইরূপে উন্নকোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে ।

“অদ্যোত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবন্দীব্রতকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে
ব্রাহ্মণায়াং দদে ।” এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাহ্মণ-
দিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে ।

যাহারা এই ব্রতাহুতান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ
ও তালবৃত্ত দ্বারা বায়ুসেবন বর্জন করিবেন । এই ব্রতে
৯টা ফল প্রদান করিতে হয় ।

পিণ্ডখর্জুর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পুগ,
রস্তু, পুরুফল ও তাল এই ৯টা ফল ।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটা প্রকারান্তর আছে,
তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয় ।
কথা—

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনঃ কৃষ্ণঃ কমলয়া সহ ।

উবাচ মধুরঃ বাক্যং শ্রিতপূৰ্ণং সুদাষিকা ॥

শৃণু মে বচনং দেব জীণাং সৌভাগ্যাকারণং ।

কেন বা হৃতগা আসীৎ কেন বা হৃতগা ভবেৎ ॥

কিং কৃতেন বিমূঢ়োত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ ।

তন্মে ব্রাহ্ম হুরপ্রেষ্ট নারীণাং কারণং ধ্রুবং ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পূৰ্ণং হি মম ভার্য্যে মে সত্যভামা চ ক্লেশিণী ।

ক্লেশিণী হৃতগা সাধ্বী সত্যভামা চ হৃতগা ॥

তস্তাঃ কর্ম্মবিপাকেন সৌভাগ্যমভ্যথা গতং ।

কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ হৃতগা ॥

হৃৎখান্দী শোকসন্তপ্তা ক্রমতী বহশো মুহঃ ।

কিয়ৎকালে চ সম্পন্নৈঃ ব্রহ্মতী চ ভূপোবনে ॥

অরণ্যে বিজনে গম্য কশিষ্মনিবরাশ্রমে ।

কদিকা চ বিধানেন সৰ্ম্মং হৃৎখা ভবেদবৎ ॥

তক্ষুত্ব মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রোবাচ কনভীঃ শুভাং ।
তব্যে পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি ॥

সত্যভামোবাচ ।

হুঃখং মে বহুশতাত ! শরীরং হৃষ্টং কথং ।
কথ্যাতাং মুনিশাৰ্দ্দলং স্বামি সৌভাগ্যাকারণং ॥

মুনিরুবাচ ।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী যা তিথিৰ্ভবেৎ ।
তস্তাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ ॥

সত্যভামোবাচ ।

বিধানং কীদৃশং তন্ত কিং দানং কিঞ্চ পূজনং ।
তস্মৈ ত্রিহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তদ্ব্যচ্যুতং ॥

মুনিরুবাচ ।

হৃষ্টিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ ।
তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনাৰ্চয়েৎ ॥
নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েৎ শুভবৎসলাং ।
তালেন পূজয়েৎ দেবীং তালেনৈব বিনির্দিষ্টং ॥
তস্তৈ তৎ পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।
গন্ধমাল্যৈঃ সমভার্য্য বিগ্রহস্তে সমর্পিতং ॥
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণো ক্রুয়াৎ ব্রতং সাক্ষং সমাচরেৎ ।
এবং ক্রমেণ সাক্ষীভিঃ কর্তব্যমতিযত্নতঃ ॥
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা ।
পূরোত্তরেঃ পরিতৃতা সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥
ধনধান্তসমৃদ্ধিঞ্চ অর্থেবদ্যঞ্চ নিত্যশঃ ।
অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীত্রতকারণাৎ ॥
সম্পূর্ণং তু ব্রতে ভূতে অতিষ্ঠাং তদনন্তরং ।
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া স্ত্রীভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ ॥
এবং কুরু সদা বিজ্ঞে শৃণু ভাষণমুত্তমং ।
তথা চক্রে চ সা সাক্ষী মূর্নবচনগৌরবাৎ ॥
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তামুপাগতঃ ।
অসৌভাগ্যেন যদ্রুঃখং তৎ তে সর্বং বিনশতু ॥
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরীহরস্ত চ ।
শতীং পুরহুতস্ত রতী চ মননস্ত চ ॥
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীপুত্ৰাঙ্কং ভব শোভনে ।
ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা গৃহীত্বা ভাং পূরং যথৌ ॥
ইদং বা কুরুতে সাক্ষী ব্রতং সা স্তবগা ভবেৎ ।
এবং ব্রতঞ্চ বা নারী কুরুতে ধর্মতৎপরা ॥
তস্তাঞ্চ ভবনে লক্ষীশঙ্কলা নিশ্চলা ভবেৎ ।
জন্মান্তরে ভবেৎ সাক্ষী অর্থেবদ্যং সদা পুনঃ ॥

পত্ন্যস্ত স্তবগা সাক্ষী পূরোত্তরাধিতা ভবেৎ ।

ধনধান্তসমৃদ্ধিঞ্চ ততো মোক্ষমবাসুদুয়াং ॥

ইতি ভবিষ্যপুর্বাণ্যেক তালনবমীত্রতকথা সমাপ্তা ।

এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে জীবিতগের ইহলোকে সকল
প্রকার সুখ, পরলোকে স্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অর্থেবদ্য লাভ
হয়। তাহাদিগের ভবনে লক্ষী নিশ্চলা হইয়া থাকেন।

তালপত্র (রী) তালস্ত পত্রমিব । ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ক ।
তালস্ত পত্রং ৬ভং । ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ু
সেবনের গুণ—রুক্ষ, জৈব উষ্ণ, বাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক,
প্রীতিকারক, শোথরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও
মানিনাশক। মধুর, অতিশ্রম নাশক। তালপত্র আর্দ্র করিয়া
বায়ুসেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয় * । (হারীত)

তালপত্রিকা (রী) তালপত্রী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ । মুবলী,
তালমূলী । (রাজনি)

তালপত্রী (রী) তালস্ত পত্রমিব পত্রং যস্তাঃ বহবী । মুবিক-
পর্ণী । (মেদিনী)

তালপর্ণ (রী) তালঃ পত্রমত্ । মুরা নামক গন্ধদ্রব্য । (শব্দর*)
মুরামাসী, মিশ্রমা, সলক ।

তালপর্ণী (রী) তালস্ত পর্ণমিব পর্ণমস্তাঃ । মধুরিকা, সুরা ।
তালপাত (দেশজ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে
তালপত্রে শাস্ত্রগ্রন্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শাস্ত্ররক্ষার
এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে
কাগজের আমদানি হওয়ায় তালপত্রে শাস্ত্রাদি লেখা কম
পড়িয়া গিয়াছে। তালপত্রে লিখিত গ্রন্থাদি ১০০১৫০০ বৎসর
উত্তমরূপে থাকে।

তালপুর, (তলপুর) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের
বংশগত উপাধি। সিন্ধুদেশে ইয়ার মহম্মদের শাসনকালে
শাহদাদ খাঁর পুত্র মীর বহরাম খাঁ কলহোড়দিগের উন্নতির জন্য
বহুতর কষ্টসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তালপুরদিগের
মধ্যে ইহার নামই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বশোতী
মুসলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে
মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেন।
কিন্তু সরকারীভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মীরবহরাম
খাঁহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭
খৃঃ অব্দে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরামের

* "তালপত্রবক্ষকঃ কোকো বাতসা শান্তিকৃৎ ।

মিত্রাকরঃ প্রীতিকরঃ শোথরোগনিহারকঃ ।

দাহপিত্তজ্বররাগিণিশলে প্রবশান্তিকৃৎ ।

বহুবোহিত্তময়ঃ সার্বভৌমঃ কককোপনঃ ।" (হারীত ৫৮)

অন্ততম পুত্র মীরবিজর তালপুরের এক খোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মীরবিজর জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খাঁ সিদ্ধদেশের রাজা ও মীর বিজর তাঁহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মীর বিজর শিকার-পুরের নিকট সিদ্ধ আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্তকে পরা-জিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবদুল নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের ইচ্ছিতে মীরবিজরের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবদুল নবী ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। মীরবিজরের পুত্র আবদুল খাঁ ভলপুর মীর ফতেখাঁর সহিত একযোগে সিদ্ধর শূত্র সিংহাসন অধিকার করিলেন।

আবদুল নবী পুনরায় সিদ্ধরাজ্য অধিকার করিবার জন্ত বিবিধ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আবদুল খাঁ তালপুরকে নিহত করিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি খাঁ তাহাকে পুনরায় সিদ্ধদেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফতে আলিখাঁ সচেষ্ট হইয়া কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা জমাল-শাহের নিকট হইতে ‘সিদ্ধরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়-দিগের হস্তগত হইল’—এই মর্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করিলেন। এই ফতে আলি খাঁ হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মীরফতে আলিখাঁ সিদ্ধ সিংহাসনে আরো-হণ করেন। তাঁহার পুত্র মীর ফতে খাঁ শাহবন্দর ও মীর সোহরব খাঁ রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন।

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ (কিছা শাহদাহপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিছা সোহরবানি)। প্রথম শাখা মধ্যসিদ্ধদেশে, ২য় মীরপুরে এবং ৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়দূরে সুববাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট প্রজ্ঞা ও সম্মান পাইত। তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্ত্তা কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যাপ্ত হইতেন না।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাগিচা-কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত জনৈক ইংরাজদূত গমন করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচী-হিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করার তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৮০২

খৃঃ অব্দে তালপুরদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি-যুদ্ধে সন্ধি হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সিদ্ধরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হইয়া ইংরাজ-দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্লস্ নেপিয়ার দেশটা সম্যকপ্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তালপুরীয়দিগকে নূতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে গৃহকলহে নিযুক্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্য-শাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল।

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুত্র মীরহুমজা ইহাদের আদিপুরুষ। ইহার আরব-জাতীয় বংশোদ্ভি-শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের জনৈক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খাঁ, তাঁহার খুল্ল-ভাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড়-রাজ মিয়ান সহলের অধীনে কার্য্য করেন এবং সিয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার সহিত অনেক বংশোদ্ভি সিদ্ধদেশে আইসে। আতি-থেরতা ও অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্ত তালপুরবংশীয় রাজগণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। খয়েরপুরের তালপুরগণ সৈন্তদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান করিতেন। ইহারাই অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি ইহারাই তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। মুগয়ার জন্তও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন।

তালপুর মীরগণ বহুমুখ্য লুন্ডি, কান্দারিশাল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিদ্ধদেশে যেকোন টুপির ব্যবহার আছে, ইহারাই সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের তরবারির ও কাটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত।

ইহারাই রাজকার্য্যের জন্ত অধীন বংশোদ্ভি সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈন্তব্যতীত ইহাদের অপর সৈন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত না। যুদ্ধকালে পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় ৮০ আনা ও অশ্বারোহী-সৈন্তদিগের প্রত্যেক প্রায় ১০ আনা বেতন পাইত। যদিও তালপুরী মীরগণের সৈন্ত সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধ-কালে ইহারাই অনারাদে প্রায় ৫০০০০ সৈন্ত একত্র করিতে পারিতেন।

ইহাদের করসংগ্রহ কান্দাহারদিগের প্রধারভায় ছিল।

রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার নাম বটাই। কোন কোন স্থলে জমীর ৬, ৫ অথবা ৫ অংশের মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরবরূপ নির্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম মহমূলি (মাহুল)। ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জিহিরাকর প্রচলিত ছিল। পতিত জমী অন্নকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জুর গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে অনেকগুলি জমীদার দেখা যায়। মালকানো, জমীদারী ও রাজগরচ এই তিন প্রকার লাপো জমীদারগণ আদায় করিতেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যে পরিমাণে শত উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে লাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি জব্বার উপর শুক আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত তাহার তরাজু-কর দিতে হইত। বিনা সাইসেসে কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত না। ধীর, তাঁতি ও দোকানদারদিগকে কিছু কিছু শুক দিতে হইত। মীরগণ কর্মচারিদিগকে যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন।

ভালপুরদিগের শাসনকালে করদার, কোতওয়াল ও অন্যান্য কর্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীরগণও এই কার্যে ব্যাপ্ত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে হস্ত-পদচ্ছেদন, বেজাবাত, বন্ধন ও অর্ধদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দোষ প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল নিম্নে রাখা হইত। এক ব্যক্তি ধুকু বাণ বোজন করিয়া যতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত। অপর এক ব্যক্তিকে সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্বেই সে জলমধ্য হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। অগ্নিপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লম্বা একটা গর্ত খনন করিয়া তাহা কাষ্ঠদ্বারা পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতার দ্বিধিয়া তাহাকে গর্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে গর্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে বাইতে হইত। ইহাতে উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দোষ বিবেচনা করিত।

এই জল ও অগ্নিপরীক্ষা চর ও টুবি নামে খ্যাত ছিল। কয়েক-দিগের জন্য রীতিমত জেল ছিল। দিনের বেলা গ্রহরিগণ ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজসরকার হইতে ইহারা খাত পাইত না। রাজিকালে ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকোড়ি লাগাইয়া রাখিত। ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন। ভালপুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্যয়-সাধ্য ছিল; এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পতা দেখা যায়।

ইতিহাসে ভালপুরদিগের সূত্রা কলদার নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভালপুলা (রী) ভালরু, ভালের জটা।

ভালযন্ত্র (রী) মৎস্তভালুবৎ ষাটশাব্দুল পরিমিত যন্ত্রভেদ, ইহার একমুখ বা দুইমুখই মৎস্তের ভালুর জায়। কর্ণ, নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে বেশল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। * (হুজ্বত হুজ্বান ৭খ*)

এই যন্ত্র মৎস্তের ভালুর জায় বলিয়া কেহ কেহ ইহার নাম ভালুয়ন্ত্র বলেন।

ভালপুলাক (রী) ভাল: খড়্গাযুষ্টিরিব পুশ্মমত পুশ্ম-কপ।

১ প্রপোণ্ডরীক, পুণ্ডুরিয়া। ২ ভালবৃক্ষকুহুম।

ভালপ্রলম্ব (রী) ভালে বৃক্ষে প্রলম্বতে প্র-লম্ব-অহু। ভালের জটা।

ভালভুং (পুং) ভালাং বিভর্তি ধ্বজরূপেণ ভূ-কিপ্। বলরাম। (ত্রিকা*)

ভালমর্দক (পুং) বাস্তভেদ, তালমর্দল।

ভালমর্দল (পুং) ভালস্ত ভালার্থ মর্দলইব। বাস্তভেদ। (হার্য*)

ভালমাথানা, ওষধ বৃক্ষবিশেষ।

সংস্কৃত	...	অতিচ্ছদা।
বাঙ্গালা	...	কুলিয়াখাড়া, কটকলিকা।
হিন্দী	}	...
বিহার		
বোম্বাই	}	...
মাক্কা		
সাঁওতালী	...	গোকুল জনম্।
তামিল	...	নির্মলি।
কর্ণাটী	...	কালবন্ধবীজ।

ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার কটকবৃক্ষ। ভারতের সর্বত্র সীতসৈতে জমিতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীজ, মূল

* "ভালবস্ত্রে ষাটশাব্দুলে মৎস্তাভালুবৎ একভালবিভালকে কর্ণদ্বা-নাড়ীপল্যোদ্ধরণার্থং যুগ্মভুক্তো।" (হুজ্বত হুজ্বান ৭খ*)

সমস্তই ঐষে ব্যবহৃত হয়। ইহা কণ্টিকারী, গোকুর প্রভৃতির স্বভাবি। মূলমান ও আর্ষাবৈভবশাঙ্গে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মূত্রকারক গুণ অতি বিখ্যাত। মূত্রকৃচ্ছ, উদরী, বাত ও লিঙ্গলব্ধীর রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্দ্ধক। ইহার মূলসিদ্ধ জল অর্দ্ধচামচ পরিমাণে দিনে দুইবার সেবনে মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত লোকে ঐ ঐ রোগে ঐরূপে ইহা ব্যবহার করে। যুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন।

বীজ—মিষ্টকারক, মূত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ-প্রশমনক।

মূল—মিষ্টকারক, তিক্ত, মূত্রকারক, বলকারক।

পত্র—মিষ্টকারক ও মূত্রকারক।

বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬ টাকার মণ বিক্রীত হয়। [অতিচ্ছত্র দেখ।]

তালমুট (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তালমূলিকা (জী) তালমূলী স্বার্থেকন্ টাপ্ হ্রস্বচ। তালমূলী। তালমূলী (জী) তালমূলমিব মূলমস্তাঃ বহুব্রী। স্বনাম-খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী মুঘলী, পর্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অশোয়া, মুঘলী, তালী, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোখাপদী, হেমপুশী, ভুতালী, দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষা, পুষ্টি, বল ও কফ-প্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, খেত ও কৃষ্ণ। খেত অন্নগুণবৃক্ষ, কৃষ্ণ রসায়ন। খেততালমূলী সফেদমুঘলী, কৃষ্ণ তালমূলী, সরামুঘলী নামে খ্যাত। গুণ—মধুর, রম্য, বৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য ও বৃহৎ, শুষ্ক, তিক্ত, রসায়ন এবং শুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্রা)

তালযজ্ঞ (ক্রী) সূত্রতোক্ত শল্যোদ্ধারগার্থ যন্ত্রভেদ।

তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিহ্-ঘিচ-লু স্বার্থেকন্। নট। (শব্দরত্ন)

তাললক্ষ্মণ (পুং) তাল এব লক্ষ চিহ্নং যস্য। বলরাম।

তাললক্ষণ (পুং) তালো লক্ষণং ধ্বজো যন্ত বহুব্রী। বলরাম। (হেম)

তালবন (ক্রী) বৃন্দাবনস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন ষাটশবনের মধ্যে একটি। ইহা মধুরবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বলরাম এইখানে ধেমু বধ করেন। ধেমুবধের পূর্বে এই বন জীবজন্তুর অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যভীর্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

এই তালবন গোবর্দ্ধন পর্বতের উত্তরদিকে ও বনুনা-তীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষাধারা পরিপূর্ণ, এই স্থানের ভূমি সমতল, নিম্ন, প্রশস্ত এবং কুশলমাকীর্ণ, এই তালবন মনুষ্য-সমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় হ্রস্ববেশ, এই বনের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, শোণ্ডি বা পাণাণথগুণের সম্পর্কও নাই। এই বনে নরমাংসলোলুপ গর্ভস্তরুণধারী অতিহৃদ্য প্রভূত বলশালী ধেমুক নামে এক দৈত্য বাস করিত। এক দিন কৃষ্ণ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। ধেমুক দৈত্য ইহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদবর ধারণ করিয়া বিদ্যুৎগতি করিতে করিতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই ধেমুক গতাস্থ হয়। ধেমুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত হইলে এই বন নিরুপজব হয়, সেই অবধি এই বন একটা তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অং) ২ তালের বন।

তালবৃন্ত (ক্রী) তালে করতলে বৃন্তঃ বন্ধনমন্ত তালস্তেব বৃন্ত-মন্ত বা বহুব্রী। ব্যজন, তালের পাখা।

"তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লকে মলয়মাকতে।" (উভট)

ইহার বায়ুগুণ ত্রিদোষশমন শু মধুর। (ভাবপ্রা) [তালপত্র দেখ।]

(পুং) ২ সোমবিশেষ।

"এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্ধ্যবিশেষৈব শতবিশংখতিধা ভিত্ততে। প্রতানবাংতালবৃন্তঃ করবীরোহঃশ-বানপি।" (সূত্রত চিকিৎ ২৯ অং)

তালবেচনক (পুং) তালমূল বেচনঃ পৃথক্করণং সংস্থানেন নিয়মনং যত্র কপ্। নট। (শব্দরত্ন) তালরেচনক এইরূপও পাঠ দেখা যায়।

তালবেতাল, স্বনাম খ্যাত উপদেবতা ধর, এইরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্বয় তাহার বলীভূত ও আজাবহ হইয়াছিল।

তালবেহাত, উং পং প্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৫° ২' ৫০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২৮' ৫৫" পূঃ। একটি উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে একটি অতি বৃহৎ তাল (হ্রদ) আছে, তাহারই নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নচূর্ণ, শৈলের চারিদিকে শোভিত হুর্ভেদ্য চূর্ণপ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সাহু হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রাচীন চূর্ণটী খুলিয়া করেন।

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। একটি

ভাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শস্ত ও কার্পাসের ব্যবসা চলে। পুলিশের থানা চালাইবার জন্য প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়।

তালব্য (ত্রি) তালোজাতঃ তালু-বর্গ (শরীরাবয়বঃ ৭৭। পা ৫।১।৬) তালুজাত, তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ “ইচু বশানাং তালুঃ” (পা) ই ঙ্গ চ ছ জ ঝ ঞ শ এই কয়টি বর্ণ তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহাদের নাম তালব্য।

তালশাঁস (দেশজ) তালফলের অপক অবস্থার আঁটা অবশ্য পকতালের শুক আঁটার ভিতর যে শাঁস থাকে।

তালী (দেশজ) ১ ঘারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছদ, অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক অবরোধ।

তালাক্ (আরবী) মুসলমানী প্রথায বিবাহভঙ্গ।

তালাক্‌নামা (পারসী) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র।

তাল্যা (ত্রি) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্যাক-। বা তালং আখ্যা যন্তাঃ। মুরানামক গদ্যভব্য। (শব্দচ-)

তালাক্ক (পুং) তালস্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজেযন্ত বহত্ৰী।

১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩ শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬ হর। (হেম-)

তালাক্কুর (স্রী) ১ তালাহি শস্ত, তালের আঁটির শাঁস। (পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল।

তালাদি (পুং) পানিহ্যুক্ত গণবিশেষ। “তালাদিত্যো ২৭” বিকারার্থে তালাদি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। বাহিণ, ইজ্রাশিণ, ইজ্রাদৃশ, ইজ্রাযুধ, চয়, শ্রামাক, পীযুজ। (তালাক্কমুহি) তাল, ধমুঃ, বিকল্পপক্ষে অঞ্ ও ময়ট্ হয়।

তালাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। নট। (ত্রিকাণ্ড)

তালি (ত্রি) তালয়তি প্রতিতিষ্ঠতানয়া তল-গিচ্‌ ইন্‌ (সর্ক ধাতুভ্যোইন্‌। উণ্‌ ৪।১।১৭) ভূম্যামলকী, ভূই আমলা, তালী, তালিমাং। (দেশজ) ২ হাতে তাল দেওয়া। ৩ শ্রবণাবরোধ, কর্ণের তাল। ৪ ভূতা ছিঁড়িয়া বাইলে মুচির যে চামড়ায় দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। ৫ আঘাত।

“বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি” (ঐধ্যর্ম্ম ৪৪।২)

তালিক্‌ (আরবী) ১ হগিদ। ২ তালিকা।

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নিবৃত্তঃ তল-ঠক্‌ (তেন নিবৃত্তঃ। পা ৫।১।৭২) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, পর্যায়—চপেট, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। (হেম-)

“বৈথকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্প্রপত্তত।

তথোক্তমশরিত্যক্তং ন দণং কর্ণগঃ স্ততঃ।” (পঞ্চত ২।১৩৭)

২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ। পর্যায়—কাচনী, কাচনকী। (শব্দর-) ৩ বাক্তিবার দড়ি।

তালিকট [তালকট দেখ।]

তালিকা (ত্রি) তালিক ত্রিংশং টাপ্‌। ১ চপেট, চড়। ২ তাল-মূলী, তালবল্লী। ৩ মজিঠা।

তালিকা (আরবী) কদ্বি, স্রবোর ঘায়।

তালিকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার মধ্যে মুন্সেবিহাল উপবিভাগের একটি প্রধান নগর, কলাড়গী নগরের ৬০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ জাফহারী, এই নগরের ৩০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজা রামরাজ ও তাঁহার তিন-ভ্রাতার সহিত নিজামশাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে হয়। এই যুদ্ধে বিজাপুরের হিন্দুরাজা একবারে নষ্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী হইয়া অধিকার তালিকোট করেন। মরাতীগণের অভ্যুদয়ের সময়ে এই সহরে একটি প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

তালিত (স্রী) তাডাতে যৎ তড়-গিচ্‌-ক্ত ডড লম্বঃ। ১ বাস্ত-ভাণ্ড। ২ লুপিত পট, রঞ্জিত বস্ত্র। ৩ শুণ, রক্ষ, দড়ি।

(অজয়পাল)

তালিন্‌ (পুং) তলেনবিণা শ্রোক্তং অধীযতে শৌনকাদি-ণিনি।

১ তলোক্তাভ্যোতা, তল ঋষি কথিত বাহারা অধ্যয়ন করে।

(ত্রি) তালো বাস্তবেনান্ত্যন্ত ইনি। ২ দস্ততাল। (পুং) ৩ শিব। “বৈষ্ণবী পদবী তালী খলী কালকটঃ কটঃ।

(ভারত অমু- ১৭ অঃ)

তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল-পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রস্থত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়া থাকে, ছড়ির ন্যায় পাত তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্র হাতপাখা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে “আড়ানী” বলে। দাক্ষিণাত্যের এক জাতীয় তালের গুঁড়িতে খোড়ের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়া ময়দার ন্যায় শুঁড়াইয়া রাখে। ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই জাতীয় তালের আঁটির খোলার নক্সা করিয়া গহনা ও রং করিয়া নকল প্রবল প্রস্তুত করে। [তাল দেখ।]

তালিম (আরবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা।

তালিমুনিয়া (দেশজ) বড় লতানিয়া গাছ।

তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতো ইশ গিৎ (ইশঃ কপার্শি-বড়িত্যন্তলন্ত গিৎ। উণ্‌ ১।৩৩২) ইতি যুক্ত টীকাযতঃ ইশঃ নিষাৎ বৃদ্ধি। পর্য্যত।

তালী (স্ত্রী) তালেন ভরিখাসেন নিবৃত্তা অণ্। ১ তাড়ী, তাল-
জাত সূরা। তল-পাতাৎ অচ্ ডীর্। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ তালমলী,
ভূম্যামলকী, তাড়িয়াং, তুইআমলা। ৪ অড়হর। ৫ তালীশ
পত্রাখ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদ্যটিনবর, কাটী, কুজিকা।
৭ চিত্রকূটে প্রসিদ্ধ তালবল্লী লতা। ৮ ছন্দোক্তদ, এই ছন্দের
প্রতিপাদে তিনটি করিয়া অক্ষর আছে।

"তালী সা নির্দিষ্টা। উদ্দিষ্টো মো যত্র।"

যথা—

"জানী তে জানীতে।

সাক্ষপাং বৈরূপ্যং ॥" ছন্দোম্।

এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম।

তালীপত্র (স্ত্রী) তাল্যাইব পত্রমত্। তালীশ পত্র। (রাজনি)

তালীয়ক (পুং স্ত্রী) করতাল, মদিরা।

তালীশ (স্ত্রী) তালীষ রোগান্ শ্রুতি-শো-ড। স্নানামখাত
বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র।

তালীশক (স্ত্রী) তালীশ। [তালীশ দেখ।]

তালীশপত্র (স্ত্রী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যত্। ভূম্যা-
মলকী, স্নানামখাত বণিকত্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ
পাতা। পর্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অরুবেধ, করিপত্র,
করিচ্ছদ, নীল, নীলাবর, তাল, তালীপত্র, তমাসবর, তালীশ-
পত্রক। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কক, বাত, কাস,
হিকা, ক্ষয়, শ্বাস ও হৃদ্বিদোষ, শুষ্ক, আম ও অগ্নিমান্দ্যানাশক
এবং লঘু, অরুচি। (ভাবপ্রকাশ)

তালিশাদ্যমোদক (পুং) চক্ষুদন্তোক্ত মোদক ভেদ, এই
মোদক ঔষধ কাসাদিফারে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুত প্রণালী—
তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোলা, পিপুল
৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, শুভ্রচ্ ১০ তোলা, এলাইচ
১০ তোলা, চিনি ১০ পের, একত্র মর্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত
করিবে। চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক
করিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষা
লঘু হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও
মীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না)

তালু (স্ত্রী) তরল্যনেন বর্ণা ইতি তু এণ্ রত লশ্চ (হোয়শ্চ
লঃ। উণ্ ১।৫) জিহ্বেজিহ্বের অধিষ্ঠান স্থান, পর্যায়—
কাকুদ, তালুক।

"মুখতালুনির্ভিন্নং জিহ্বা তত্তোপকারতে।

ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বা যোইবিধম্যতে ॥" (ভাগ*)

মুখ হইতে তালু নির্ভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহ্বা উৎপন্ন
হইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্বা ইহা গ্রহণ করিয়া
থাকে।

বিরাট পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন
হইলে লোকপাল বরুণ, আপনাব অংশে জিহ্বার সহিত
তাহাতে অধিদেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ* ৩।৬৪১)

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার সুশ্রুতে এই
প্রকার লিখিত আছে—গলগুণ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দ্বিতীয়
অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া গলগুণ্ডিকা আকর্ষণপূর্বক
জিহ্বার উপরে রাখিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে;
তাহা অনাগ্র বা সমুদার আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না,
একংশ অবশিষ্ট রাখিয়া তিন অংশ ছেদন করিবে। অত্যন্ত
ছেদন করিলে ছেদন জন্ত মৃত্যু হইতে পারে, হীনছেদন হইলে
শোক, লালান্নাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপদ্রব
জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্ম্মা ও চিকিৎসাশিষ্যর বৈজ্ঞানিক
রোগে ছেদন করিয়া নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে। মরিচ,
অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুষ্ঠ ও কুটমট (শোনবৃক্ষ) এই
সকলের কাথ বা চূর্ণ মধু ও সৈন্ধব লবণযোগে প্রতিলারণে
প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রান্না, কটুকী
ও নিম্ব এই সকলের কাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন। ইন্দ্রদী,
দস্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহাদিগকে পিষিয়া
বতি নির্মাণপূর্বক ধূম প্রয়োগ করিবে। সেই ধূম প্রাতে ও
সায়ংকালে উভয় কালে পান করিবে। ফারয়ুক্ত মূল্যযুগ সহ
ভোজন করিবে।

তুণ্ডিকেরী, অজ্র, কুর্পসত্বাত ও তালুপুপুট এই
সকল রোগে রোগায়ুসারে শস্ত্রকার্য্য করিবে। তালুপাক
রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্তব্য। তালুশোকে বেহ, বেদ ও
বায়ু শাস্তিকর ক্রিয়া কর্তব্য। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ২২ অঃ)

তালুতা (দেশজ) তালু।

তালুক (স্ত্রী) তাল স্বার্থে কন্। ১ তালু, টাকরা। ২ তালুরোগ।
তালুক, বাংলাদেশে জমিদারীর পরই তালুক ভূসম্পত্তির
একটি বিভাগ। কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণা লইয়া
এক একটা তালুক হয়। জমিদারীর খাজনা গবর্ণমেন্টকে
দিতে হয়। তালুকীস্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্বত্বের জায়।
এই স্বত্ব বংশাশ্রুতক্রমে বর্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজনা
বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না। অনেক
তালুক জমিদারীর জায় গবর্ণমেন্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত
আছে। সেই সকল তালুক ও জমিদারীতে প্রায় বিক্রিয়তা
নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন মহর, গ্রাম বা প্রথম

* বংশলোচন ৫ তোলা 'এই গ্রামে কেহ কেহ বলেন শুভা' শিল্পী, যে
শৈল্পিক কালে বংশলোচন বৃক্ষকে হইবে এবং অতঃপূর্বে উহা শিল্পী এই পদের
দ্বিগতন বৃক্ষ বীকার্য্য করিতে হইবে।

অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে। ভালুকীষ্ম বিক্রয় করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলায় উপবিভাগকে ভালুক বলে। ভালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়কারী কর্তব্যচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটা উপবিভাগকেও ভালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিবর সম্পত্তি। ৪ পরগণা। ৫ ভূসম্পত্তি।

বাংলায় ভালুক অনেক প্রকার আছে,—খারিজাতালুক, সামিলা ভালুক, বাজেআদী ভালুক, পত্তনী ভালুক ইত্যাদি। ভালুকদার, ১ ভালুকের অধিকারী। ২ শুভরাত্রিতে ভূসম্পত্তিশালী লোকমাঝেই ভালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্তব্যচারী। ৪ জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্নমেন্টের সহিত বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্দ্ধাংশ রাজস্বভোগী জমীদার সম্প্রদায়। ৭ অধ্যোধ্যার বিখ্যাত ভালুকদারেরা প্রকৃতপক্ষে জমীদার এবং ভালুকদারও বটে।

ভালুকদারী (পারসী) ভালুকদার বা জমীদারের কার্য। ভালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশাঙ্কনিক বন্দোবস্তানুসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্নমেন্ট ও ভালুকদার উভয়ের সমভাগে ভাগ করিয়া লয়ন এবং ভালুকদারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল ভালুকদার কর্তব্য কর্ণে অবহেলা করিলে গবর্নমেন্ট তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন, কিন্তু রাজস্বের ভাগ দিয়া থাকেন, এই সকল গ্রামকে ভালুকদারীগ্রাম বলে। আকদাবাদ জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত, কোলি ও কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ ভালুকদার দেখা যায়।

ভালুকটুক (পং ক্রী) শিশুদিগের ভালুগত রোগভেদ। ভালুকা (ক্রী) তালুর দুইটা নাড়ী। ভালুক্য (পং ক্রী) তলুকর্ষে গোত্রাপত্যঃ বঞ্। তলুক ঋষির গোত্রপত্য। (ক্রী) লোহিতানিধাং ক বিদ্যাং ভীষ। তালুক্যাদয়ী।

ভালুকিষ্ম (পং) তালু এব জিহ্বা যন্ত বহরী। ১ কুভীর। ২ আলজিত, কুভীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুয়ারা রসাবাদন করিয়া থাকে এইজন্য কুভীরের নাম তালুকিষ্ম। জিহ্বাঃ টালু।

ভালুন (ত্রি) তলুনশ্রাপত্যঃ তলুন-জঙ্ (উৎসাদিত্যোহঙ্। পা ৪।১।৮৬) তলুন সযকীর।

ভালুপাক (পং) মূত্রভোক্ত ভালুগত রোগভেদ। এই

রোগের বিবর মূত্রভেদে এই প্রকার লিখিত আছে। ভালুগত রোগ বধা—গলভুক্তিকা, ভুক্তিকেরী, অক্ষয়, মাংসকঙ্কণ, অর্জুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুগুট, তালুশোষ ও তালুপাক তালুগত রোগ এই ৭ প্রকার।

শ্লেষ্মা এবং রক্ত দ্বারা তালুয়ালে বায়ুপূর্ণ বস্তির জ্বর (ক্ষীত মশকের জ্বর) দীর্ঘ উন্নত শোক জন্মে ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাস ও খাঁস হয়, ইহাকে গলভুক্তিরোগ বলে। ফুলা, ফুল দ্বা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়া উঠা, এই লক্ষণ হইলে ভুক্তিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, শুষ্কভাব (জ্বর হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অক্ষয় বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়, তালুদেশ কঙ্কণের জ্বর উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা জন্মে জন্মে বৃদ্ধি হইলে কঙ্কণী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্তৃক জন্মে। তালু মধ্যে পক্ষাকার শোক হইলে তাহাকে রক্ত লজ্জ অর্জুদ বলা যায়। ঐ অর্জুদের লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালুদেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও ফুলের মত যে ফুলা হয়, তাহা কক মেদলজ্জ পুগুটরোগ। বায়ু পিত্ত লজ্জ তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্বারা তালুশাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্তৃক তালুবেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাক জন্মে।

ভালুপাত (পং) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ।

ভালুপীড়ক (পং) তালুপাত রোগ।

ভালুপুগুট (পং) তালুগত রোগভেদ। [ভালুপাক দেখ।]

ভালুযজ্ঞ (ক্রী) মন্ত্র তালুবৎ দাদশাঙ্কুল পরিমিত যজ্ঞভেদ। [ভালযজ্ঞ দেখ।]

ভালুর [ভালুর দেখ।]

ভালুবিজ্ঞপ্তি (পং) তালুগত শোথবিশেষ, ত্রিদোষ হেতু তালুতে দাহরোগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়।

“ভাতালুবিজ্ঞপ্তি দাহরোগৈর্গোভোভবেতালুনিস ত্রিদোষাং।” (চরক)

ভালুবিশোষণ (ক্রী) তালু শুষ্ক হওয়া।

ভালুশোষ (পং) মূত্রভোক্ত তালুগত রোগভেদ।

[ভালুপাক দেখ।]

ভালুর (পং) তালয়তি তল-গিচ্ বাহুলকাৎ উর। আবর্ভ, জলের ঘূর্ণ।

ভালুষক (ক্রী) তল-বা উবক। তালু। “অক তালুষকে শ্রোগী কক্ষকে চ নিদিশিৎ ৭।” (বাঙ্ক) “ভালুষকং কক্ষং” (মিতা)

ভালুবর (পারসী) বনাত, যাজ্ঞ।

তালেব্বর নদী, ধোয়ার খেলার একটি নদী। আঠারবাঁকার শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেব্বর নদীর উৎপত্তি। ইহা তালেব্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫০ গজ প্রশস্ত হয়। সারা বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে।

তাল্ল (ত্রি) তলের অণত।

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুদ্-অৎ একবচনে তবকাদেশঃ। স্বংস্বকী, তদীর।

“যুগং তন্তে তাবকেভ্যো রথেষ্যঃ।” (ঋক্ ১।৯৪।১১)

ত্রিয়াং ভীষ।

তাবকীন (ত্রি) তব ইদং যুদ্-অৎ। (যুদ্-অদোরন্ততরতাঃ ঋক্ ১।৯৪।১১) একবচনে তবকাদেশঃ। স্বংস্বকী, তদীর, ভোমার।

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমন্ত তৎ ভাবতু। ১ সাকল্য। ২ অবধি। ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ প্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। ৭ সংগ্রাম। ৮ অধিকার। ৯ তদা, সেই সময়। ১০ বালালঙ্কার।

“ভর্তাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং” (রঘু) (তাবৎ তদা)

এই শ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই সময় অবধি।

“বন্ধন সন্তাবিত এব তাবৎ” (রঘু)

‘তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপার্থ্যন্তঃ’ (মল্লিনাথ)

মানার্থ—“স্বমেব তাবৎ পরিচিস্তয় তবৎ” (কুমাং)

অবধারণ—“ইন্দ্রপ্রহুগমতাবৎ কারি মা সন্ত চেনমঃ” (মাঘ)

(ত্রি) তৎ পরিমাণমন্ত তৎ-বতুপ। (বর্তদেতেভ্যঃ পরি-

মাণে বতুপ। পাং ৪।২।৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট।

“যাবানর্থ উদগানে সর্কভঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণত্ব বিজানতঃ।” (গীতা)

তাবৎ শব্দ ত্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্রীত্বলিঙ্গ হয়।

ত্রিয়াং ভীপ্।

“যাবতী সন্তবেৎ বৃত্তিতাবতী দাতুমর্হতি।” (মহু)

তাবৎক (ত্রি) তাবতী ক্রীতঃ সংখ্যাৎ কন্। তত দামে কেনা।

তাবৎকৃত্বস্ (ত্রি) তাবৎকৃত্ব ইতি বন্ধতাং ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিপণনে কৃত্বস্। তত সংখ্যা।

“যাবন্তি পত্তরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণঃ।” (মহু ৪।৩৮)

‘যাবৎ সংখ্যানি পত্তরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তঃ জ্ঞানমি জ্ঞানমি প্রাপ্নোতি।’ (কুঙ্ক)

তাবদ্বয়ল (ত্রি) তাবদেব তাবৎ ধরস (এমাণে ধরসজ্ ধরস্ মাত্রঃ। পাং ৪।২।৩৭ ইতিহ্রজত “বন্ধতাং বার্ধে ধরসজ্ মাত্রো বহলং” ইতি বার্তিকোক্ত্যাবয়বস্। তাবৎ।

তাবত্ৰিক (ত্রি) তাবৎক ইই (বতোত্রিক্ বা। পাং ৪।১২।৩) সেই পরিমাণে কেনা।

তাবতিধ্ব (ত্রি) তাবতাং পূরণঃ ভট্ট, বা “বতো রিধ্ব” ইতি হ্রস্বে ইতুক্। তাবতের পূরণ। “যাবৎ সামিধেনি বেদেনমহং তাবতিধেন বজ্জগেতি” কাত্যায়ণী ২।১২।

তাবদ্ব্যত্র (ত্রি) তাবদেব তাবৎ-মাত্র (বন্ধতাং বার্ধে ধরসজ্ মাত্রো বহলং। পাং ৪।২।৩৭) সেই পরিমাণ।

“তাবদ্ব্যত্রঃ প্রকুর্ত্তি যাবতা প্রাণধারণং” (হরিবংশ)

তাবর (ক্রী) ধ্বজগ্, ধ্বজের ছিল। (ভূরিপ্রয়োগ)

তাবিজ, ১ মুদ্রামানী কবচ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা

শ্লোক কাগজে লিখিয়া চোকা রোপ্য কবচে বাহতে বা গলায়

ধারণ করিতে হয়। ইহাধারা রোগ, ছুংখ বা অপদেবতার দৃষ্টি

নিবারিত হয়। পুরাকালে যুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা

ছিল। ভিউটেরোনমী ১১ অধ্যায় ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস

পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—“Therefore shall

ye lay up these my words in your heart, in your

soul and bind them for a sign upon your hand that

they may be as frontlets between your eyes” ইহা হই-

তেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাদ্ব্যগণের মহিমা গীতি।

কাগজে লিখিয়া ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের

মধ্যেও রাবায়িতের ভয়নিবারণ জন্ত, রোগশোক ছুংখ কষ্ট

ত্রাসের জন্ত ও গ্রহদোষ শাস্তির জন্ত নানা দেবদেবী ও গ্রহ

দেবতার কবচ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে।

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যধারা

নির্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়।

তাবিস (পুং) তব্যাতে গম্যাতে সংকল্পিত্তিরজ্ ভব সৌভ্রাভ্যুঃ-

তব-টিষচ্ (তবে গিষা। উপ্ ১।৪২) ১ স্বর্ণ। ২ সমুদ্র।

তাবিবী (ক্রী) তবতি সৌন্দর্য্যং গচ্ছতি তব-টিষচ্ ত্রিয়াং ভীপ্।

১ দেবকন্না। ২ নদী। ৩ পৃথিবী।

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃথো দীর্ঘঃ। ১ স্বর্ণ। ২ সমুদ্র।

৩ কাক্ষন। (মেদিনী)

তাবীবী (ক্রী) তাবিষী পৃথো দীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রকন্না। ২ ইন্দ্রকন্না।

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কোপ দেখ।]

তাষ্ট্র (ত্রি) তষ্ট্-ক। বিশ্বকর্মার নির্মিত।

তাস (হিন্দী) খেলার জন্ত ব্যবহৃত কাগজ। (Playing card)

গ্রেট মোগলমার্কী চোকা তাস সকলেই অবদ্ব্যত আছেন।

ইহার এক জোড়ার ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি

প্রকার “রং” থাকে—রংয়ের নাম হরতন, কইতন, চিত্তিতন

ও ইকপন। প্রত্যেক রংয়ের ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে।

টেকার ফোঁটা এক, তাহার পর ক্রমে ছরি, তিরি, চোকা, পল্লা, হুকা, সাতা, আটা, নহলা ও দহলা পর্য্যন্ত ক্রমে হুই হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও সাহেব। এই বাহারখানি ভাস লইয়া নানারূপ খেলা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রায় সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার জন খেলারার থাকে। সামনা সামনি হুই হুই জনে এক এক দল হইয়া থাকে। প্রায় খেলার সাতা হইতে সাহেব পর্য্যন্ত সাতখানি এবং টেকা এই আটখানি ভাস লইতে হয়। ছরি হইতে হুকা পর্য্যন্ত পাঁচখানি ভাস গড়িয়া থাকে। প্রথম খেলা আরম্ভ হইবার সময়ে কে ভাস দিবে, তাহা যদি আগোষে সিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়া হয়—তাহা হইলে ভাস শুলি ভাঁজিয়া সামনে রাখিতে হয় এবং চুই দলে কেহ লাগ, কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে সেই দলই প্রথম ভাস দিবে। ডাইনদিকে যে বসে সেই ভাস কাটায়; যে কাটায় সেই ভাস প্রথমে পায়। প্রথম বারে প্রত্যেককে হুইখানি করিয়া ভাস দিতে হয়—তাহার পর দুই দফা তিন তিনখানি করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে আটখানি করিয়া ভাস থাকে। যদি ভাস দিতে কম বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে খেলা ভেঙা হয়। ভেঙা হইলে যে দলের হাতে ভেঙা হয়, তাহার আর ভাস দিতে পারে না। ভাস দিবার স্বরের নাম “হাতের পাঁচ”। উহার মূল্য পাঁচ ফোঁটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম “রং”। অপর রং শুলির নাম “বদ রং”। রংয়ের গোলাম বড়, উহার মূল্য কুড়ি ফোঁটা। তাহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ ফোঁটা। তাহার পর টেকা এগার ফোঁটা। তাহার পর দহলা দশ ফোঁটা। সাহেব তিন ফোঁটা বিবি দুই ফোঁটা, কিন্তু সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে। সাতা ও আটার মূল্য নাই।—বদরংয়ের টেকা বড়, মূল্য এগার ফোঁটা। তাহার পর সাহেব তিন ফোঁটা তাহার পর বিবি দুই ফোঁটা। তাহার পর গোলাম ১ ফোঁটা। দহলা ১০ ফোঁটা। নহলা, আটা ও সাতার কোন মূল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহলা প্রভৃতিকে মারিয়া লইতে পারে।—রংয়ের ভাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের সর্বোচ্চ ভাস টেকাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি এক দলে আটখানি রংই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে “আট ভূরূপ” বলে। আট ভূরূপে খেলা হয় না। আট ভূরূপ বাহাদের হয়, তাহার একখানি তিরি ধরে, আবার অপর পক্ষের আটভূরূপ না হইলে সে তিরি উঠায় না। (তিরি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়; কিন্তু

যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই থাকে।) যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়া থাকে, তাহা হইলে “সাতভূরূপ” হয়। সাতভূরূপে খেলা হয় না। বাহার সাতখানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাহাদেরই হয়। উপরি উপরি তিনখানি এক রংয়ের ভাস একজনের হাতে হইলে “বিস্তি” হয়—যথা সাতা আটা নহলা; আটা নহলা দহলা; নহলা দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি; গোলাম বিবি সাহেব; বিবি সাহেব টেকা। রংয়ের ও বদরংয়ের একই রূপ বিস্তি হইয়া থাকে। উপর্যুপরি চার খানি এক রংয়ের ভাস এক জনের হাতে হইলে “পকাশ” কহে। যথা সাতা আটা নহলা দহলা, আটা নহলা দহলা গোলাম; নহলা দহলা গোলাম বিবি; দহলা গোলাম বিবি সাহেব; গোলাম বিবি সাহেব টেকা। রংয়ের ও বদরংয়ের একই পকাশ হইয়া থাকে। উপর্যুপরি পাঁচখানি এক হাতে হইলে “হন্দর” হয়। যথা—সাতা আটা নহলা দহলা গোলাম, আটা নহলা দহলা গোলাম বিবি, নহলা দহলা গোলাম বিবি সাহেব; দহলা গোলাম সাহেব বিবি টেকা। রংয়ের ও বদরংয়ের হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের জিত হয়। তাহার একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে ইন্তক কহে, ইন্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেকা হইলে তাহাকে “ইন্তক বিস্তি” বলে। কিন্তু একই হাতে “ইন্তক” এবং বদরংয়ের “বিস্তি” থাকিলে তাহাকে “ইন্তকবিস্তি” বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইন্তক এবং অপর হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইন্তকবিস্তি হয়। “ইন্তক পকাশ” হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেকা বা সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেলা হয় না। বাহার ইন্তক পকাশ পায়, তাহার জিতে কাগজ ধরে আর হাতের পাঁচ পায়। যে কাটায় সেই সব প্রথম খেলে। সে যে রং খেলে, অল্প লোকের হাতে সে রং থাকিতে অল্প রং দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও “রং” মারিতে পারে। ইহাকে “ভূরূপ করা” কহে। যে রং খেলিয়াছে, সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে “পাস দেওয়া” কহে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর ভাস যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর ভূরূপ করিবে, সেই “পিঠ” পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি ভাস সে জিতিয়া লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পুনরার দ্বিতীয় দফা আরম্ভ

করিবে। এইরূপ আঠ দকা খেলা হইলে এক বাজী খেলা হইবে। শেষ পিঠি যে পাইবে, সেই হাতের পাঁচ পাইবে। যদি কাহারও বিত্তি আদি না থাকে, তাহা হইলে দুই কুড়ি সাত ফোঁটা উভয় পক্ষকেই দেখাইতে হইবে। যে পক্ষ ৪৭ ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতু-পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি উভয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে শেষ পিঠি পাইবে, হাতের পাঁচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস সেই বিভাগ করিবে। ফোঁটা গণিবার সময়ে হাতের পাঁচের পাঁচ ফোঁটাও ধরা হইয়া থাকে।—যদি কোন পক্ষে বিত্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একখানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাঁচ লয়। যদি উভয়পক্ষে বিত্তি থাকে, তাহা হইলে বাহার বড় বিত্তি সেই বিত্তিটা পাইবে, অপরের বিত্তি অগ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের “বিবি-বড়-বিত্তি” হইল, তাহা হইলে বাহার সাহেব বড় বিত্তি হইবে সেই বিত্তি পাইবে। উভয় পক্ষেরই সমান বিত্তি থাকিলে বাহারের হাতের পাঁচ অর্থাৎ বাহার কাগজ দিয়াছে তাহার বিত্তি পাইবে না। যদি কোন পক্ষে ইত্তক বিত্তি থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত ফোঁটা দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইবে। যদি একপক্ষে ইত্তক থাকে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোঁটা দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পকাশ থাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জিত হয়। ইহাকে “পকাশ কাবার” কহে। যে কোন পিঠে “পকাশ কাবার” করা যায়, পকাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়া যায়। শেষ পিঠে পকাশকাবার করিলে ৬০ ফোঁটা দেখাইতে হয়। গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। যদি এক পক্ষের একহাতে ইত্তক এবং অপর হাতে পকাশ থাকে, তাহা হইলে ৩০ ফোঁটার পকাশ কাবার হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ ইত্তক কাবার করে তবে ৬০ ফোঁটার পকাশকাবার করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। যদি বিরুদ্ধপক্ষ একটী পিঠি না পায়, তাহা হইলে বাহার সব পিঠি পায় তাহার জিত ধরে।—অর্থাৎ একখানি ছকা চিৎ করিয়া রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। উপর্যুপরি পাঁচখানি কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে একখানি

পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধরা নাই। যদি কোন দলে চারিখানি ধরা কাগজের উপর ছকা হয় তাহা হইলে তাহাকে “ব্যোম” কহে। ব্যোম ধরার রীতি নানা রূপ;—কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছকা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও দুই, চোকা, পঞ্জা ও ছকা একত্র ধরে; কোথাও কোথাও “মুর্তিমান ব্যোম”—(মহাদেবের এক খানি ছবি) তাসের সহিত থাকে। “ব্যোম” চূড়ান্ত জিত। কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যন্ত কাগজ ধরা হইয়াছে এমন সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি কাগজই উঠিয়া যায়। ছকা উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে ছকা ধরিতে হয়, পঞ্জা উঠাইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়।

“বিত্তি” খেলার ফোঁটা গণা, বিত্তি পকাশ—ইত্যাদি হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার মত। কেবল দুইজন লোকে খেলে একজন কাটার ও আর একজন তাস দেয়। প্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া আটখানি তাস দেওয়া হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান হইয়াছিল সেইখানি চিত্ত করিয়া রাখিয়া অপর ১৫ খানি তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। যে কাটার সেই খেলিতে থাকে। যে পিঠি পায় সে ঐ উপুড় করা তাস হইতে প্রথম তাসখানি লয় যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। এইরূপে আটবার খেলার পর জমা করা তাস ১৬ খানি ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে ফুরাইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোঁটা গণিয়া বাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততখানি কাগজ ধরে। ইহাতে তিরি, ছকা ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা। ইহা ছাড়া একপ্রকার বিত্তি খেলা আছে তাহাকে “দেখা বিত্তি” বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটখানি তাস পাওয়া গেল তাহা সমুখে ফেলিয়া খেলিতে হয়। যে পিঠি পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমখানি লয়, পরে দ্বিতীয়খানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজখানি লইবে, সেখানিও দেখাইয়া খেলিতে হইবে।

এইরূপ চারিজন বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর খেলা হয়। তিনজন ডাকডুক খেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলার আটাইয়া বেগ হয় সেই রংয়ের বিবি ধরিতে পারিলেই জিত হইল। ডাকডুক খেলার একখানি ছবি রাখিয়া আটাইয়া রং করিয়া এতাকে ১৭ খানি করিয়া তাস লয়। পিঠি লইয়া বাহার ১৭ খানির অধিক হয় তাহারই জিত।

যাহার বত কম হয়, তত ভাঙ্কাকে ডাক দিতে হয়। এইরূপে ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের আদৌ পিঠ না হয়, তাহা হইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার আদৌ পিঠ না হয়, তাহাকে ভুঙ্গু করা বলে।

তাসের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে, যথা, তেতাস, প্রমার, নক্সা ইত্যাদি। বাজী রাখিয়া এ সকল খেলা খেলে। বাহ্যিক ভয়ে অধিক লেখা হইল না।

প্রথম কোন দেশে তাস খেলার সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া যুরোপে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে মিশরেরা প্রথম তাস খেলা সৃষ্টি করে; কেহ বলে, বাবিলোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে; কেহ বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা বর্চ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারই চিত্তবিনোদন জন্য তাসখেলার সৃষ্টি হইল। সেকম্পিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে “গ্রেট মোগল” মার্কী তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা যুরোপ হইতে আমদানি হয়। মাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসীদিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়া উহার পরিবর্তে নানারূপ দেব দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্ভ্রতি বেলজিয়ম্ হইতে যে “কদম্বকেলী” তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার ছবিই অধিক।

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে বলিয়াছিল উহা হাজার বৎসরের পুরাতন। স্তর উইলিয়ম জোন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক একপ্রকার খেলা সমধিক প্রাচীন (আইন-ই-অকবরীতে আবুলফজল সাহেব বলেন—“প্রাচীন খবিরার স্থির করিয়া ছিলেন, প্রতিগ্রস্থ তাসে ১২ খানি করিয়া তাস থাকিবে কিন্তু তাহার বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজা করিতেন না।

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অম্বপতি এই রংয়ের প্রধান। তাসের উপর দ্বিতীয় বাদশাহ অকবর আখারোহণে রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ছত্র ও পতাকা শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর খোড়ায় চড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টোকা পর্য্যন্ত দশখানি

তাস খোড়ায় চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি—ইহার প্রথম তাস খানিতে উড়িয়ায় রাজা গজে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহার উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাসগুলিও গজ চিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি—বিজাপুররাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। পাদপীঠে তাঁহার উজীর। খুচরা তাসগুলি পদাভিসৈন্তের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি—গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা; গড়ের উপর পাদপীঠে উজীর। খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) ধনপতি—রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচরা তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি—বন্দীকৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বন্দীকৃত পুরুষে পরিবেষ্টিত; উজীরের বৃকে বৃকপাটা। খুচরা তাস গুলিতে কেবল বন্দীকৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি—রাজা জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর পাদপীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র। (৮) দ্বীপতি—প্রথম খানিতে সিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীর-পত্নী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি দ্বী চিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) দেবপতি—প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। দ্বিতীয় খানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব চিত্রে পূর্ণ। (১০) অম্বরপতি—দায়ুদের পুত্র স্বলেমান সিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাসগুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি—পশুরাজ ব্যাঘ্র প্রথম তাসে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাজ, অবশিষ্ট দশখানি তাসে বহু পশুর প্রতিমূর্তি আছে। (১২) অহিপতি—নকরের উপর সর্পরাজ আসীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। অবশিষ্ট তাস গুলিতে সর্পের চিত্র।

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে “বিশবর” অর্থাৎ বিশবল বা “অধিকবল” এবং শেষ ছয় প্রকারে “কমবর” অর্থাৎ কমবল বা “অল্পবল” কহিত।

বাদশাহ অকবর তাস গুলিতে আরও নানাপ্রকার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর ভাণ্ডায়ের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোষে নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমূর্তি যথা;—জহরী, ধাতু গ্রহ করিব্যুর লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপদিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, “মান” নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোন্ধার এবং ধাতু পিটিবার লোক। আর একপ্রকার তাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাতা রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে “করমান”, দানপত্র, দণ্ডের

কাগজ পত্র। পাদপীঠে উজীর বসিয়া আছেন, সমুখে দণ্ডর। অস্ত্রাস্ত্র খুচরা তাসে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্মচারীগণের চিত্র। বর্থা—কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দণ্ডরের কাগজে লিখিবার লোক, কাগজে সোণালী ও রূপালী কাজ করিবার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং দিয়া রেখা টানিবার লোক, ফরমান লিখিবার লোক, বই বাঁধিবার লোক এবং রংরেজ।—আর একপ্রকার তাসে অকবর বাদশাহ শিরকাথ্যের রাজাকে খুব জাঁকাল করিয়া চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদপীঠে বসিয়া সমস্ত তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসে ভারবাহী জন্তুদিগের প্রতিমূর্তি চিত্রিত।—আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ সিংহাসনে বসিয়া সজ্জীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদকদিগের তদ্বিধি করিতেছেন। অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদকদিগের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। আবার অস্ত্রপ্রকার তাসে রোপ্যরাজ রোপ্যমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রোপ্যমুদ্রাব্যয়ের কর্মচারিবর্গের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসিরাজ ভরবারি চালাইতেছেন। উজীর আয়ুধাগার তদারক করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আয়ুধাগারের কর্মচারীগণের প্রতিমূর্তি চিত্রিত।

তাম্রপতি—রাজা রাজচিহ্ন প্রদান করিতেছেন। উজীরকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ্ন।—খুচরা প্রভৃতি শিরিগণের মূর্তি।—ক্রীতদাস-পতি—রাজা গজারোহণে যাইতেছেন; উজীর গোয়ানে যাইতেছেন। অস্ত্রাস্ত্র তাসে ভূত্যাগ কেহ বসিয়া আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ বা দেবতার উপাসনা করিতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে বাদশাহ অকবর যে তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারপ্রকার রং ও ১৪৪ খানি তাস ছিল। আবুল ফজল ঐ সকল তাস ভারতবর্ষ হইতেই আশ্রিত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত না। প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের নিয়ম ছিল। “গোলাম”টা পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন সৃষ্টি।

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে একপ্রকার তাস খেলা হইয়া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা ওরক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গালা মাখাইরা প্রস্তুত হয়। ওরক বা তাসের সংখ্যা ১২০ খানি। ঐ সকল তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট এবং ৪ ইঞ্চ পুরু হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে ঐ সকল তাস প্রস্তুত হয়।

কতদিন এবং কাহা কর্তৃক এই খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

[বিষ্ণুপুর দেখ।]

ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌম্যদৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান খেলার মূল মর্ম লিখিত হইল।

সাধারণ তাসের যেমন চারিটা রং দশ অবতার তাসে সেইরূপ দশটা রং। ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটা রং হইয়াছে। তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। ঐ দশ অবতারের নাম যথা মন্ত্র, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বৃদ্ধ) ও কবির। প্রত্যেক রঙ্গের ১২ খানি তাস। ঐ ১২ খানি তাসের দুইখানি চিত্রমর, অবশিষ্ট ১০ খানি ফৌটা বা অবতার বিশেষের চিত্রযুক্ত। প্রত্যেক রঙ্গের চিত্রমর তাস দুইখানির একটা রাজা এবং অপরটা উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্তি রাজা ও উজীরের চিত্রে দেহরূপ, রাজা ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে রাজার চিত্রে অশ্ব, রথ, বা অস্ত্র যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্তি অঙ্কিত থাকে, উজীরের তাসে সেরূপ যানবাহনাদি থাকেনা, কেবল মাত্র অবতারের মূর্তি থাকে। অপর দশ দশটা তাসে বিশেষ বিশেষ চিত্রদ্বারা এক হইতে দশ পর্যন্ত ফৌটা অঙ্কিত থাকে। যথা মীনের মীন, কৃষ্ণের কচ্ছপ, বরাহের শম্ব, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমণ্ডলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা, রঘুনাথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কবির তরবার। ফৌটার সংখ্যা অনুসারে ঐ তাস গুলিকে একা বা এক, দুকা বা দুই, তেঁকা বা তিন, চৌকা বা চার, পঁকা বা পাঁচ, ছকা বা ছয়, সাতকা বা সাত, আটকা বা আট, নহলা বা নয়, এবং দশ বলিয়া থাকে। সকল রঙ্গেরই রাজা সকলের বড় এবং রাজার ছোট উজীর। প্রথম পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ মন্ত্র, কচ্ছপ, শম্ব, (বরাহ), চক্র (নৃসিংহ) ও বামনের রাজা ও উজীরের পর দশ বড় এবং তাহার পর ফৌটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক ছোট। একা সকলের ছোট। অবশিষ্ট পাঁচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশুরাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কবির রাজা ও উজীরের পর একা বড়, একার ছোট দুকা, তারপর তেঁকা ইত্যাদি এবং দশ সকলের ছোট। একা রঘুনাথের রাজা সকলের বড়, এবং সর্বপ্রথম ইহারই খেলা হয় এবং ইনি মাজবন্ধন দুইটা শিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট দুইখানি করিয়া তাস পান। রাজিতে খেলা হইলে রঘুনাথের পরিবর্তে সর্বপ্রথম মীনের

খেলা ও মীনের রাজাকে মানবরূপ ছই পিঠ দেওয়া হয়। * খেলিবার সময় দুটি হইতে থাকিলে স্ত্রীরাজ সন্দের বড় এবং ইহারই সর্বপ্রথম খেলা ও মন্ত্র হইয়া থাকে।

চারি গাঁচ বা ছরজনে এই খেলা খেলিয়া থাকে, খেলিবার সময় কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অন্নাত বা অন্তিচ শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার পূর্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে।

বিস্তি খেলার জায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ি তাস কাটিয়া দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস বাটিয়া দিয়া যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস বাটিয়া থাকে। প্রথম বাটিবার সময় যথেষ্টক্রমে ৪ জনকে ৪ খানি তাস দিয়া বাহার তাস বড় সে হাতে তাস পায়।

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে। তাহা হইলে প্রত্যেকের হাতে ৩০ খানি করিয়া তাস থাকিবে। এখন যে ব্যক্তি রঘুনাথের রাজা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম ঐ তাস এবং তাহার সঙ্গে আর একটা তাস খেলিবে। অপর তিনজন প্রত্যেকে দুইখানি করিয়া তাস দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া কহে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ ছইপিঠ রঘুনাথের পিঠ হইল। এই আটখানি তাদের মধ্যে রঘুনাথের রাজা ব্যতীত অপর ৭ খানি যে কেহ অন্ন তাস দিয়া বদলাইয়া লইতে পারেন। অন্ন সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলাইয়া লইলে পর বাহার হাতে রঘুনাথের উজীর একা প্রভৃতি বা অপর রজের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি ঐ বড় করতীর মধ্যে প্রত্যেক রজের সর্ব ছোট এক একটা রাখিয়া তাহার বড় করতীর পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ কোন এক রজের রাজা, উজীর, দশ বা একা প্রভৃতি থাকিলে একা বা দশটা রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ করিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উজীর থাকিলে উজীর রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জোড়তাল্লা কহে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব ছোটটা ব্যতীত অপর সকলগুলি জলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের পিঠ হয় না, তবে ঐ রজের সকলের ছোটটি গেলে উহাদের

পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি ইচ্ছামত যে কোন তাস খরচ দেন।

প্রথম বিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং অন্তান্ত বড় তাদের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তাহার হাতে অন্ন রজের এমন তাস আছে, বাহার রাজা বা উজীর বা অন্ত একটামাত্র তাস পেগেই সেইটা বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা মত সেই রজের একখানি ছোট তাস কেলিয়া দিয়া সেই রজের খেলা চালান। ইহাকে সেরোয়া করা কহে। যদি সেরোয়া করিবার সুবিধা না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ (বুঝান) করিয়া দেন অর্থাৎ তাহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন খোলমাল করিয়া ধরে এবং বামদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুরুজ খেলার জায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটা তাস বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রজের হুকুম হয় এবং তাহারই খেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে যে রং বাহির হয়, ঐ রজের বাহার হাতে সর্বাপেক্ষা বড় থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথম খেলুড়ীর জায় খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়া বা বোঝ করিয়া দেন। তখন অন্ত ব্যক্তি খেলিতে থাকেন। হাতের বড় অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে ঐ ফেরাই করতী জলিয়া যায়। কিন্তু যদি বোঝে ঐ ফেরাই কি সেই রজের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়া করিতে পারেন না। বোঝে যে তাসখানি বাহির হয়, ঐ খানি সেই রজের অপর ছোট তাস দিয়া বদলাইয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ রজের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হয়।

খেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন তাস খেলেন এবং অপর তিনজনেই ক্রমক্রমে উহাতে খরচ দিয়া ফেলেন, তবে ঐ তাদের বড় ফেরাই করতী জলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং বাহার হাতে তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি ছোট তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন না, তাহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে। বোঝ হইবার পূর্বে তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন।

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া করা হয়, তাহা হইলে বাহার হাতে রাজা আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় বা একা কি দোকা থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজার সঙ্গে ঐ ছইটির একটা দিয়া টিপিতে (খেলিতে) পারেন। যদি নয় দিয়া টিপান হয় আর বিনি সেরোয়া করিয়াছেন, তাহার হাত

* কোন কোন বাদে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাত্রে রঘুনাথকে সকলের বড় ধরে।

ব্যতীত অপর দুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার দুই পিঠ হয়। আর যদি দশ থাকে তবে বাহার দশ তিনি একপিঠ ছাড়াইয়া লয়ন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি তখন ইচ্ছানুসারে জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বা হাত বোঝ করিয়া দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সেরোয়া করেন, যদি তাঁহার বামদিকে খেলো-
রাড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড়
তাসের সহিত সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে
পারেন এবং তাঁহার দুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস
দিয়া ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদক্ষি পাওয়া বলে।

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস
ফেলিয়া না দিলে সেরোয়া করা হয় না, হাতে না থাকিলে
অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরের
ইচ্ছাধীন। হাতে ১১ খানি পর্যন্ত তাস থাকিলে সেরোয়া
চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়া
চলেনা। তখন হাত বোঝ করিয়া খেলা চণ্ডিতে থাকে। যখন
সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার
খরচ না দিয়া হাতে ৫ খানি তাস রাখেন, তবে তাঁহার একটা
ফেরাই জলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের
৩০ খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির
বাহার বত বেশী তাস হয় তাঁহার তত জিত, আর যত কম
হয়, তাঁহার তত হার হইয়া থাকে।

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে
সেরোয়া করিবার সময় রং দিয়া সেরোয়া করিতে হয় না,
মুখে বলিয়া দিলেই হয়।

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার স্থান, ইহার
এই কয়েকটা নিয়ম পৃথক্। যথা—ইহাতেও রং না দিয়া
মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়জনের খেলায়
প্রত্যেক হাতে ২০ খানি করিয়া তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দস্ত
খেলায় অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্যন্ত খরচের
তাস হইতে যে বাহা ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন।
ইহাতে বামদক্ষি টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন
তিনি রাজা হইলে দশ বা একা, উজীর হইলে নয় বা দোকা
ইত্যাদি মধ্যের একটা অর্থাৎ বেটীর জন্ত সেরোয়া করা হয়,
সেইটীর ছোটটী দিয়া টিপিতে পারেন; অস্ত তাস দিয়া টিপ
হয় না। ইহাদের ১২ খানি তাস হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ
হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জলিয়া যায়।

সামন্তভূমে একপ্রকার দশাবতার খেলা হয়। এই খেলা
৪।৫ বা ৬ জনে খেলা যায়। ইহাতে পাঁচ রঙ্গের একা ও

দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি বসি-
বেন তিনি তাস কাটিয়া দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে।
এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম) পাইলে অপর খেলোয়াড়গণ
তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং ঐ সময়ে সেরোয়া দিয়া
বন্ধ করা হয়। মনে কর খেলা চলিতেছে, কিন্তু বাহার হাতে
খেলা স্কক (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড়
হুকুম) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে
থাকে, আর সে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে জুলিয়া যান,
তাহা হইলে তাহার হুকুম কথাটির উপস্থিত পিঠ হইল না
বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আসিবে, সেই
সময় পিঠ করিয়া লইতে পারিবে। তাহার হাতে যদি উজীর
থাকে এবং তাহা যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে
তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে,
আর কোন রঙ্গের এমন দুইখানি তাস আছে, যে তাহার
উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে,
অর্থাৎ যেমন ভূপুত্রারের একা ও দোকা, কি চক্রীর দশ নয়,
কিবা রঘুনাথের পঞ্জা ছকা, কি মীনের দশ ও নয়, এখন
বল দেখি তাহার কোনটিকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত
চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে শুলি বড়, তাহার সকল
তাসেরই পিঠ হইয়া থাকে। কেবল ঐ চারি রঙ্গের এক
একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটিকেই সেরোয়া কর,
তাহাতে দুইখানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া
ইচ্ছানুসারে সেরোয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না। দেখিতে
হইবে যদি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া
করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন রঙ্গের টিপ * ২ খানি
হুকুম হয়, এতলে উজীর থাকিয়াও অগ্রে টিপকে সেরোয়া
দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে ঐ রঙ্গের যে
কোন তাস কেবল হস্তা খরচ ও সকলের ছোট তাস দিয়া
টিপিতে পারিবে।

রাজা টিপিলে পর অপর খেলোয়াড়ের মধ্যে যে সেরোয়া
দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের
খেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা, অর্থাৎ ঐ দুইজন বাদ
বাহার হাতে ঐ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে।
মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির একা দিয়া টিপিলে
কেহ ছাড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা
টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই। তাহা হইলেই উজীর
থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে
পারে। যদি সমান হুকুম হয়, তাহা হইলে উজীরকেই

* উজীর ও রাজা ছাড়া অপর একদশ তাস সকলগুলিকেই টিপ করে।

সেরোয়া করিতে হইবে। যদি জানিতে পারা যায়, উজীর আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে সেরোয়া করার কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে সময় অবধি সে ঐ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার যত দত্ত (পীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।

উজীর যদি না থাকে আর যদি দশ বা একা থাকে, তাহা হইলে সে দোসরী অর্থাৎ ছইবার সেরোয়া করিতে পারে। যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়া করিতে পারে, একজ্ঞ ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে অমুক দোসরী করিলাম।

দোসরীও যদি হাতে না থাকে তাহা হইলে অগত্যা হাত বন্ধন করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া পাইবে সে ইচ্ছা করিলে ঐ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া মারিতে পারে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার ছইদত্ত (পীট) হইবে। কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের একা ও দোকা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়া মারিতে পারিবে না। কারণ উক্ত দোকা এবং নয় তাসগুলি হুণ্ডা (যাহার প্রথমে খেলা চলে) থরচের জন্ত, প্রথমতঃ যাহার হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। অপর একা ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং ঐ গুলি যদি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পীট পাইবে। নচেৎ উহা দ্বারা অন্য কোন কার্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের সঙ্গে টিপ্ যাইতে পারে। যদি কেহ সেরোয়া করে আর তাহা তাহার বা দত্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহা ছই দত্ত হয়। কিন্তু পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা ও দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার বাধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পরে যে তাস বাহির হইবে, যদি উজীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। আর যদি উজীর ছাড়া অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর ঘুরাইয়া বা বদলাইয়া লইতে পারিবে না। যে তাসটা বাহির হইবে তাহা কেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ হইয়াছে সে যদি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে জানাইয়া দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস বাহির হয় তাহা হইলে সে হুকুমের পীট পায়। আর যদি অন্য রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা অলিয়া যায়। এক্রপ হলে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে।

দত্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিপিতে সকলই ঐ রকম, ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে। কেবল ছইটী নিয়ম ভিন্ন। হুণ্ডাথরচ, নয় ও দোকা যেমন নির্দিষ্ট আছে এবং ঐ কয়টা তাস দ্বারা সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি সেরোয়া করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হুণ্ডাথরচ হইতে বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হুণ্ডাথরচ একবার সেরোয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় বা আর না থাকে তাহা হইলে যিনি সেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে একখান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ সেরোয়া করা হইবে না। যদি কেহ সেরোয়া করে, আর তাহার বা দত্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল রঙ্গের ছোট যেটা সেইটিকে দত্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্রভৃতি ৫ রঙ্গের একা ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দত্তী সকল রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টী—

ঐ দশটার মধ্যে যে কেহ শেষে একটা দত্তী হুকুম করিয়া খাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দত্ত করিয়া পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দত্ত পাইলেই দত্তীবাড়ী করা হইল, এই জ্ঞত ইহার নাম দত্তীবাড়ী খেলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম “নন্দ খেলার তাস।” সচরাচর জুয়াখেলার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি প্রোহে ৪৮ খানি তাস আছে। কিন্তু এই চারিপ্রোহ তাসে কিছুমান প্রভেদ নাই, এই জ্ঞত চারিখানি করিয়া বারপ্রোহ তাস বলা বরং ভাল। ইহার টোকা চারিখানিতে পরী (জীর) প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। জীর চারি খানিতে মল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে। তিরিগুলিতে তিনটা করিয়া পাতা। চৌকা চারিখানিতে চারিটা করিয়া শঙ্খ। পঞ্চা চারিখানিতে পাঁচটা করিয়া পানিকলের পাতা। ছকা চারিখানিতে ছয়টা করিয়া গালিচার আসন। সাতা চারিখানিতে সাতটা করিয়া তরবারি। আটা চারিখানিতে আটটা করিয়া বকুল ফল। নহা চারিখানিতে নয়টা করিয়া প্রক্ষুটিত পুষ্প। দহা চারিখানিতে দশটা করিয়া কুল।

ইহার পর চারিখানি অখণ্ডি অর্থাৎ অখারুত রাজা এবং চারিখানি গজপতি অর্থাৎ গজারুত রাজা আছে। অখের ১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফোঁটা ছইটী মলে ছই ফোঁটা ও এক একটা পরী এক ফোঁটা ধরা হয়। এই তাসের শঙ্খ ও তর-

বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের জায়, বোধ হয় এই তাস গুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কতক গুলি প্রকৃতিগত পুশকল হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল টেকা, ছরি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বহু সংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা “অশ্বপতি”, “গজপতি”, “নরপতি” ও “রাক্ষাসাধিপতি” এই কয়টা শব্দ প্রথমেই পাইয়া থাকি। এইরূপ খোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে এই তাস খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

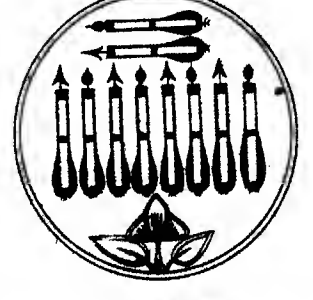
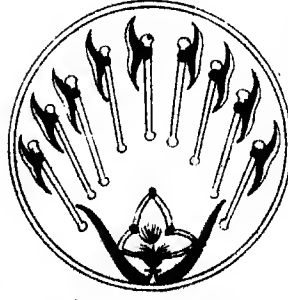
ছই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি তাস দেয়। বাহার তাস সর্কাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় এবং আবার তাস কাটিয়া প্রথমতঃ এক একজনকে এক একখানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বলা উচিত, নক্সেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক্ হইতে এক একখানি করিয়া দিতে হয়। পায়া বিলি হইলে পর বটনকারী তাহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচ হইতে এক একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে এবং তাহার পরে তাহার ডানিদিকের ব্যক্তিকে এইরূপ ক্রমে তাস দিয়া যাইতে হইবে। যদি তাহার হাতে ফোঁটা গণিয়া ১৭ হয় তবে নক্স হইল এবং সে বাজি তাহারই জিত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম বারেই তাহার জোড় পায় তাহা হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়া ছোট হইলে অর্থাৎ নগ্নে নগ্নে বা আটে আটে নক্স হয় না। তাস দিতে দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফোঁটা হইয়া গেল, তবে তাহার সে বাজি জলিয়া গেল, তাহাকে তাস ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস লইতে থাকিবে। তাস লইতে লইতে যদি কেহ একগু বৃক্ষে যে এর পর তাস লইলে জলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে তাস লওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্ কহে। যদি কাহারও ১৭ ফোঁটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্ কহে, তাস তাহার জবানে গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁটা গণিতে ভুল করিয়া বলিলেও জবানে যায়। খেলিতে খেলিতে

বাহার প্রথম নক্স হয় তাহারই সে বাজি জিত। যদি স্কলের জলিয়া যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি হাত রাখিয়া যায়, তবে বাহার সর্কাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় আছে, সে জিতিবে। ছইজনের সমান ফোঁটা হইলে বাহার কম সংখ্যক তাস সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক তাসে সমান ফোঁটা থাকে, তবে বাহার পায়া বড় সে পাইবে। পায়াও সমান হইলে বটনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম সে জিতিবে।*

সচরাচর চুই হইয়া থাকে যে কোন জাতির প্রথম চিত্র-গুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয়। পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আসিয়া মিশ্রিত হয়। সর্ক-প্রকার হুন্স শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্ণ এবং তদনন্তর ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। একথা সত্য হইলে উত্তীর্ণ্যাদেশ প্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই গৃহীত। ইহাতে ধর্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে আট প্রস্থ আছে—অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানবই খানি তাস আছে। এই আট প্রস্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, (৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমার, (৬) বরাত, (৭) হুর্ঘা, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমস্বর শব্দে বাঁশী; উহাতে বাঁশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূসল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের চিত্র সাদা পূর্ণচন্দ্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে এক পাগড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সঁউতি (সিমন্তী) কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।—কুমার শব্দের অর্থ জানা নাই, কিন্তু কুমারের চিত্রকীড়া কন্দুকের জায়—ইহার জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ জানা যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আসন ঐ তাসের জমি রাক্ষা, কানায় হরিজ্ঞা ও সবুজ রং। (৭) হুর্ঘ্যের চিত্র গোল ফোঁটা মধ্যস্থলে হরিজ্ঞা ও চতুর্শাখ্যে লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাক্ষা ও সবুজ রং। (৮) চ্যাং শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি কুমার জায়, জমি সবুজ, কানায় রাক্ষা ও হরিজ্ঞা রং।

* অপরদিকে দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া গেল, অবতারের সুষ্ঠুগণি উজীর একা (টেকা) প্রকৃতি এক একখানি ছবি দেখিয়া অত ছবি বুঝিয়া লইতে হইবে। নক্স খেলার তাসের কেবল চারিখানি ছবি চিত্র দেওয়া গেল।

ଦଶାବତାର ଖେଳାର ତାମ୍ର।



ନରକାସୁର ନାଶ

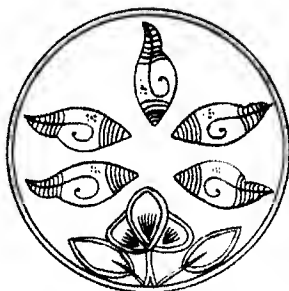
ନାମର ନାଶ

দশাবতার খেলার তাস।

নব্ব্বার তাস।



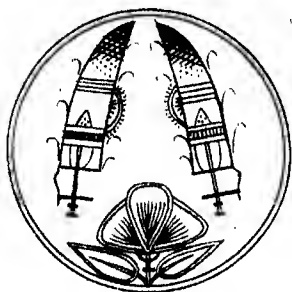
নরসিংহের টোকা



ব্রাহ্মের পঞ্চা



গজপতি



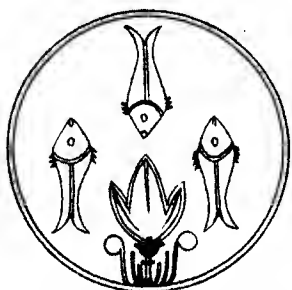
কল্কির দু'টি



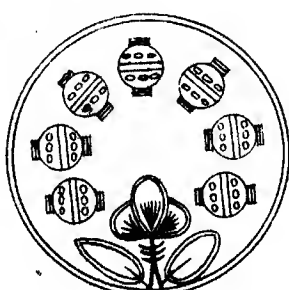
জগন্নাথের ছক্কা



অশ্বপতি



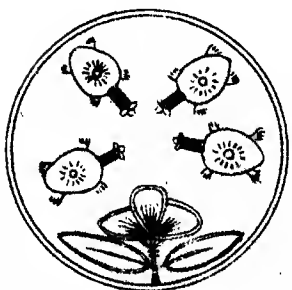
মৎস্যাবতারের তিরি



বাঘগের সাতা



মন্



কূর্মের চৌকণ



ভল্লরাঘের আঠা



কী.

প্রতি প্রহর ভাসের রাজা উৎকল দেশীয় পাকী চড়িয়া থাকেন, মন্ত্রী অর্থাৎ চর্যা ও চক্রের রাজা মছাফ্রতি নহেন, চর্যা ও চক্রাফ্রতি। প্রথম চারি প্রহরের (দহ) দহলা বড়, একা (টেকা) ছোট, শেষ চারি প্রহরের একা (টেকা) বড়, দহ (দহলা) ছোট। এই তাসে নানারূপ খেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলার চারিজন প্রায়ুর জার দুই দল হইয়া বসে, যাহার বয়স বড় সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটার; কিন্তু উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি যদি হাকিম অর্থাৎ রাজা বা মন্ত্রী হয়; তবে আবার কাটাইতে হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখানি যে কাটার, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়া দিতে হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজা যে পায়, সে খেলিবে, কিন্তু সে না খেলিয়া অঙ্কে হকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝা যায় যে কেহই সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া তাস বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব পিঠ লইতে না পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজা পাইয়াছে, তাহার যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি বিনা বা ছোট তাস দিয়া রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। একপ রাজা বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার খেলুড়ীর সহিত আর একখানি ছোট তাসও বদলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু যে রং দিয়া রাজা বদল হইয়াছে, সে রং দিতে পারিবে না।

প্রথম খেলিতে হইলে রংএর রাজা ও তাহার সঙ্গে যে কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে হইবে, রাজার সহিত খেলা বলিয়া ছোটখানিও বড় কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং না থাকিলে যে কোন রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অজ্ঞাত ব্যারে কোন তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হইলে অপর সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অজ্ঞ রংএর হাতের মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে। সে রং থাকিলে তাহারই ছোট দিতে পারিবে।

এইরূপে অজ্ঞ হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হইয়া গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিঠগুলি পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে। এ খেলার বাজি নাই।

এ খেলা চারিপ্রকার বর্ণা—(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনী (৪) কালী। যে খেলিবে সে রাজা বদলাইয়া না লইয়া খেলিলে মাগী হয়। রাজা মাগিয়া লইয়া খেলিলে মাগী হয়। বাজির (২) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজা প্রতৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম কালী। (ইহা বড় জোরের খেলা)।

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে “দত্ত” খেলা বলে। ইহাতে দুইজন তিনজন চারিজন খেলুড়ি থাকিতে পারে। আগনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া বড় কাগজ জিতিবে, সেই পরিমাণে অজ্ঞ লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা পরস্যা প্রতৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক রংএর ৩ খানি করিয়া বিনা (ছোট) কাগজ আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। পরে পিঠ অমুসারে, কিন্তু নিজের সেই ২৪ খানি তাস বাদে পরসাদি জিত হয়।

এই কয় প্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অজ্ঞাত প্রদেশেও অজ্ঞাত প্রকার নানারূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমাঞ্জে অনেক স্থলে গজিকা নামক একপ্রকার গোল তাস প্রচলিত আছে, ঐ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িয়া-দেশপ্রসিদ্ধ সার খেলার জায়।

তাসুন (দেশজ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন। ২ হতাশুটান।

“রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা।

তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা ॥” (কবিক)

তাসা (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাত্ত। ২ বাত-যন্ত্র ভেদ। কোন ধাতুর পাতের উপর পাতলা চামড়া আঁটিয়া এই বাত প্রস্তুত হয়।

তাসুন (পুং) তস-বাহলকাৎ উনণ্। শব্দরূপ। তন্ত্বেদং অণ্। তৎসম্বন্ধী।

তাসুনী (স্ত্রী) তাসুন জিয়াং ভীপ্। শব্দনির্মিত মেথলা।

“মুগ্ধকশতাস্ত্ৰো রসনাঃ” (জ্যোতিষতত্ত্বে গোভিল।)

‘তাসুনঃ শবঃ ভক্তবা রসনা মেথলা তাসুনী।’ (টীকা)

তাসুনী (স্ত্রী) তস্বরত্ভ তাবঃ তস্বর-ত্ভাৎ। তস্বরতা, চৌর্য।

“প্রকাশমেতৎ তাসুনীঃ বন্দেবনসমাহারো।

তয়োনিভাঃ প্রতীবাতে নৃপতি ব্রহ্মবান্ তবোৎ ॥” (মহা ৯২২২)

তাসুনী (স্ত্রী) সামভেদ।

তাহা (দেশজ) তৎ, সেই।

তাহুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কয়, খাজনা।

তাহুৎখানা (পারসী) চিকিৎসালয়, হাসপাতাল।

তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটি বিখ্যাত পরগণা। এই পরগণা দিনাজপুর জেলার অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা। এই পরগণা একটি মাত্র জমিদারী। ২ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত জমিদারী। ইহার বর্তমান জমিদার বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্নমেন্ট হইতে রাজা উপাধি পাইয়াছেন। এই জমিদার বংশ বারেন্সপ্রণেয় তাহুড়ীগ্রামে ব্রাহ্মণ। বারেন্সকুলজী মতে এই বংশ চৌগাঁয়ের রাজবংশের জাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ ৩১৯—৩২০ পৃষ্ঠার বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

তি (অব্য) ইতি বেদে। পুৰাণে সাধুঃ। ইতি শব্দার্থ।

“সহোবাচাৰ্য্যে প্রায়শ্চিত্তিরিত্যুক্তীতি কা তি পিতা তে”

(শত্ৰুং ব্রাং ১১৬/১৩) “কা প্রায়শ্চিত্তি ইতি প্রস্নঃ” (ভাষ্য)

তিজাত (দেশজ) ১ তৃতীয়। ২ সামাজ্য।

তিজাতর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭০।

তিজাদাদ্ (আরবী) ১ ভায়দাদ। ২ গণনা।

তিজারা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Celastus monaspermus)

তিউড়ী (দেশজ) উদান।

“উজ্জল চন্দনকাঠে আলিল তিউড়ি।” (প্রীতর্ষমঃ ৪১২০২)

তিহু (দেশজ) তিনি।

তিক (পুং) তিক্-ক। ঋষিভেদ। তত্ত্ব গোত্রাপত্যং তিকা-
দিহাং ফিঞ্। তৈকায়নি, তৎগোত্রাপত্য। তত্ত্ব তিক-
কিতবাদিহাং হৃষে গোত্রপ্রত্যয়ন্ত লুক্ বহুবর্থে। তিক ও
কিতব ইহাদের হৃষ সমাস করিলে বহুবর্থে গোত্রার্থ
প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতবঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য
সকল।

তিককিতবাদি (পুং) পাণিহ্যাক্ গণভেদ।

(তিককিতবাদিভ্যো হৃষে। পা ২।৪।৬৮)

দ্বন্দ্বসমাসে তিককিতবাদির বহুবর্থে বুঝাইলে গোত্র-
প্রত্যয়ের লুক্ হয়। তিককিতব, অক্ষরতত্ত্বীয়, উপকলমক,
কলকনরক, বক-নথ-গুণ-পরিগৃহ, উজ্জককৃত, কলকশাস্তমুখ,
উতরণলভট, কৃষ্ণাজিনকৃষ্ণমুদ্র, ভ্রষ্টকপিত্তগ, অগ্নিবেশ-
নশেবক এই কয়েকটি শব্দ তিককিতবাদিগণভুক্ত।

তিকাদি (পুং) পাণিহ্যাক্ গণভেদ।

(তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪)

অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ্ হয়। তিক,
কিতব, সংজা, বালা, শিখা, উরদ্ শাট্য, দৈবক, যবুজ, রূপা,
গ্রামা, নীল, অমিড, গোক্ষক, কুর, দেবরথ, তৈতিগ, ওরস,
কৌরবা, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৌরত, শীকরত,
কৈতরত, ধানবৎ, চন্দ্রমন্, গুড, গদা, বরণ্য, অ্যবাম্,

আরক, বাহক, বর, বুব, লোমক, উদন্য ও বজ এই কয়টি
শব্দ ইয়া তিকাদিগণ।

তিকীর (জি) তিক্-হ (উৎকরাতিভ্যঃ। পা ৪।২।১০)
তিকের সমিহিত দেশাদি।

তিক্ত (পুং) তেজরতি তিক্ বাহলকাং কর্তরিক্ত। ১ রসভেদ,
হর রসের মধ্যে একটি রস, তিত। (ক্লী) ২ পর্ণটিকোষধি।
৩ সুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে
তিক্রসের আধিক্যবশতঃ ইহার তিক্রপর্ঘ্যারে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। ৬ তিক্রসসূক্ত। ৭ তিক্রসসবৎ।

“তত্ত্বাত্তৈকৈর্বনগজমদৈর্বািসিতং বাস্তবৃষ্টিঃ।” (মেঘদূত)

‘তিক্তৈঃ সুগন্ধিত্তিক্রসলব্ধিত্তি’ (মহিনাথ)

। ১। এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা
উত্তরোত্তর এক একটি বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গুণসম্ভূত,
পরস্পর সংসর্গ, আত্মকুল্য এবং মিশ্রিত হওয়ার সকল
ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপ-
কৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে।

জলীয় গুণসম্ভূত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত
মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস—
মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। [বিশেষ বিবরণ রস
দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুল্যে তিক্ত রস জন্মে।
কোন কোন পণ্ডিত বলেন, অগ্নতের অগ্নিসৌমীয় প্রযুক্ত রস
হই প্রকার—আমের ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায়
সৌম্য। কটু, অম্ল ও লবণ আমের। কটু, তিক্ত ও কষায়
লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল।

যে রস দ্বারা গলদেশে আলা, মুখের বৈশজ, অগ্নে রুচি
এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কহে।

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধানকর এবং কণ্ঠ,
কোষ্ঠ, তৃক্ষা, মুচ্ছা ও অরশাস্তিকারক, শুভ্রশোষক এবং
বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেশ, মেদ, বসি ও পুয়শোষণকর; এই প্রকার
গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গায়ের
স্পন্দনহিত এবং মজ্জাস্তম্ভ (প্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির
অভাব), হস্তপদাদির আকোপ (খঁচুনি), শিরঃশূল, লম্ব,
তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরত জন্মে।

আরযধাদিগণ, শুড়চ্যাদিগণ, মজ্জিষ্ঠা, বেজকরীর (বেতের
কুড়ী), হরিজা, দাকহরিজা, ইন্দ্রব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্ত-
পর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহলী, মৃবিকপর্ণী, তৃবৎ (ভেঁউড়ী),
যোবাকল, ককৌটিক (কাকরোল), কায়বেরক (করোলা),

বার্জাক, করীর, করবীর, মালভী, শখহলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, লয়তী, ব্রাকী, গুনগবা, হুশিকালী (বিহুটী) ও জ্যোতিষতী লতা প্রভৃতি নামান্তর: তিন্তবর্গ। তিন্তের মধ্যে পটোল ও বার্জাক উৎকৃষ্ট। (সুশ্রুত সূত্র ৪২ অ°)

তিন্তক (পুং) তিন্তেন তিন্তরসেন কারতি কৈ-ক বা তিন্ত সংজ্ঞায় কন্। ১ পটোল। ২ চিরতিন্ত, চিরতা। ৩ কৃষ্ণ-খনির। ৪ ইন্দ্রীক। এই সকল বৃক্ষের তিন্তরস প্রাধান্য বশত: ইহাদের নাম তিন্তক। বার্থে-কন্। ৫ তিন্তরস। (ত্রি) ৬ তিন্তরসযুক্ত। ৭ নিষবৃক্ষ। ৮ কুটলবৃক্ষ, কুরতী।

তিন্তকন্ডিকা (স্ত্রী) তিন্তরসপ্রধান: কন্ডামূলং সৌহৃদ্যাত- তিন্তকন্ড-কন্টাপ্ ইবং। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

তিন্তকা (স্ত্রী) তিন্তেন রসেন কারতি কৈ-ক টাপ্। কটুকী, তিতলাউ, পর্যায়—ইন্ধাকু, কটুকী, তুথী, মহাকলা। ৬৭—শীতবীর্ষা, হৃদয়গ্রাহী, তিন্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজরনাশক। (ভাবপ্র°)

তিন্তকাণ্ড (পুং) ভূনিষ, চিরতা।

তিন্তকাণ্ডেবৃহৎ (স্ত্রী) কটুকা, কটুকী।

তিন্তগন্ধা (স্ত্রী) তিন্ত: গন্ধো যন্তা বহতী। বরাহক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিন্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিন্তগন্ধা-কণ্টাপ্ অন্তইবং। বরাহ-ক্রান্তা। (শব্দমালা)

তিন্তগুণ্ডা (স্ত্রী) গুণ্ডেব তিন্তা রাজদণ্ডাদিবাং পূর্ননিপাত:। করঞ্জ। পর্যায়—কুড়রসা, রসবা, বিকৃপকটী। (হারাবলী)

তিন্তঘূত (স্ত্রী) স্কৃত্যতোক্ত স্কৃতভেদে। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিফলা, পটোল, নিষ, বাসক, কটুকী, হুরালতা, জায়-মাগা ও পল্লট প্রত্যেকে দুই গল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া পানাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। জায়-মাগা, মুতা, ইন্দ্রযব, চন্দন, ভূনিষ ও পিপ্পলী, প্রত্যেক অর্দ্ধ-তোলা পরিমাণে উক্ত কাথে শিথিতে হইবে। সেই কক সহযোগে প্রস্থ পরিমিত ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে কুট, বিশ্বমজর, শুষ্ক, অর্শ, গ্রাহী, শোক, পাণু, বিসর্প ও বঙতা নিবৃত্ত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৯অ°)

তিন্ততুল্লা (স্ত্রী) তিন্ততুল্লাহস্ত:শত: যন্তা:। পিপ্পলী, পিপ্পল। পর্যায়—চপলা, শোণ্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, ক্লেকাশকুল্যা, মগধী, কোলা। (বৈষ্যক রহস্যমালা)

তিন্তভা (স্ত্রী) তিন্তভ ভাব: তিন্ত-ভন্টাপ্। তিন্তরস, কটুতা।

তিন্তভূমী (স্ত্রী) তিন্তভূমী পৃথোরাদিবাং সাধু:। কটু-ভূমীলতা। (রাজনি°)

তিন্তভূমী (স্ত্রী) তিন্তা ভূমী। কটুকী, তিতলাউ। (রহস্যমালা)

তিন্তভূমী (স্ত্রী) তিন্তং ভূম্য নিবাসো যন্তা:। ১ কৌরীণী বৃক্ষ। ২ অজসুদী, স্বর্ণকীরী, চলিতকথার মেচাপিঙ্গেগাছ। (জটা°)

তিন্তধাতু (পুং) তিন্ত: তিন্তরসপ্রধানো ধাতু:। পিত্ত। (রাজনি°)

তিন্তপত্র (পুং) তিন্তানি পত্রাণি যন্ত। ১ কর্কটক, কাক-রোল। (ত্রি) ২ তিন্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (স্ত্রী) তিন্তং পত্রাং। ৩ তিতপাতা।

তিন্তপর্ণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকটী।

তিন্তপর্ণী (স্ত্রী) গোরক্ষকটী।

তিন্তপর্ব্বা (স্ত্রী) তিন্তং পর্ব্বগ্রহিষ্ঠতা: বহতী। ১ দুর্গা।

২ হিলযোচী। ৩ শুভ্রী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী)

তিন্তপুষ্পা (স্ত্রী) তিন্তানি পুষ্পাণি যন্তা:। ১ পাঠা, আক-নাড়ি। (ত্রি) তিন্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র। (স্ত্রী) ৩ তিন্ত ফুল।

তিন্তফল (পুং) তিন্তানি ফলাণি যন্ত। ১ কতকবৃক্ষ, নির্মলফল। (ত্রি) ২ তিন্তফলক বৃক্ষমাত্র। (স্ত্রী) ৩ তিতফল।

তিন্তফলা (স্ত্রী) তিন্তানি ফলাণি যন্তা:। ১ যবতিকা লতা, যবেচী। ২ বার্জাকী। ৩ বড়ভূলা, খরমুল।

তিন্তভদ্রক (পুং) তিন্ততিন্তরসপ্রধানো ভদ্রক: তত: বার্থে কন্। পটোল। (শব্দচঞ্জিকা)

তিন্তমরিচ (পুং) তিন্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্মল-ফল। (রাজনি°)

তিন্তযবা (স্ত্রী) তিন্ত: যব ইন্দ্রযব রসোহস্ত্যত্র অহ্। শখিনী।

তিন্তরসা (স্ত্রী) তিন্ত: রসোহস্ত্য:। ব্রাকীশাক।

তিন্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Andersonia Rohituki Rox.)

তিন্তরোহিণিকা (স্ত্রী) তিন্তরোহিণী বার্থে কন্টাপ্ পূর্ন-বৃষশ্চ। কটুকা।

তিন্তরোহিণী (স্ত্রী) তিন্তা সতী রোহতি রহ-গিনি ভীপ্। কটুকা। (রাজনি°)

তিন্তলা (স্ত্রী) শখিনী।

তিন্তবর্গ (পুং) তিন্তানাং বর্গ: ৬৩৭। তিন্তরসায়ক ত্রব্য-সমূহ। [তিন্ত দেখ।]

তিন্তবল্লী (স্ত্রী) তিন্তা বল্লী। ১ মুরালতা, শোচমুখী। (রহ-মালা) ২ তিন্তলতা মাত্র।

তিন্তবীজা (স্ত্রী) তিন্তা বীজং যন্তা:। কটুকী, তিতলাউ। (রাজনি°)

তিন্তশাক (পুং) তিন্ত: শাকো যন্ত। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ বৃক্ষজন্ম, বর্ণে গাছ। ৩ পত্রহৃদয় বৃক্ষ। গিমেশাক। (স্ত্রী) ৪ তিতশাক।

তিক্ষশাকতর (পুং) খেতগ্রন্থক বৃক্ষ। (শব্দমা°)

তিক্ষশাকত্র (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ।

তিক্ষসার (পুং) তিক্তঃসারো নির্ধাসোহস্ত। ১ ধরির। ২ বিট-
ধরির বৃক্ষ, শুয়েবাবলা গাছ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ,
হিনীতে বড়রোহিষ। (ত্রি) ৩ তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র।
৪ তিক্ষসার, তিতসার।

তিক্ষা (ক্লী) তিক্ততিক্ষরসোহস্ত্যতাঃ অহ ততটাপ্। ১ কটু-
রোহিণী। পর্যায়—কটু, কটুকা, তিক্তা, কৃকভেনা, কটুভরা,
অশোকা, মংস্তশকলা, চক্রাদী, শকুলানদী, মংস্তপিতা,
কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র°) ২ পাঠা,
আকনাদি। ৩ ববতিক্ষালতা, যবেচী। ৪ বড়ভুজা, ধরমুজ।
৫ ছিকনী, হাঁচুটার গাছ। ৬ লতাকল্পরী।

তিক্ষাখ্যা (ক্লী) তিক্তেতি আখ্যা যত। কটুত্বী, তিতলাউ।

তিক্ষাহব্যা (ক্লী) তিক্তেতি আহবয়ো যতঃ। কটুত্বী,
তিতলাউ।

তিক্ষাদ্রা (ক্লী) তিক্তঃ অদং যতঃ। পাতালগরুড়ীলতা
হিনীতে ছেউড়ী। (রাজনি°)

তিক্ষামুতা (ক্লী) লতাভেদ। (Menispermum glabrum)

তিক্ষিকা (ক্লী) তিক্তা স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইহ্। ১ কটু-
ত্বী, তিতলাউ। ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুকা।

তিক্তিরী, তিক্তিরী, আর্ধ্যদিগের একটি প্রাচীন বিনলবস্ত্র।
ইহা দেখিতে কতকটা যুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (Bag-pipe)
যন্ত্রের জায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ
নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিভূতিকেরা ইহা
ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুণী। এই যন্ত্রের নিয়মের
সম্বন্ধে দুইটা নল পরস্পর সমান্তরালে সংযত এবং উপরি-
ভাগে একটি তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই
বায়ুকোষ। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ক্ষয়ং বক্র।
তাহাতে একটি ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রন্ধ। তিক্ত
অলাবু ব্যবহার অজ ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে।

যুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তৎপ্রসিদ্ধ
ট্রাবল্‌স্ ইন্‌ সাইবিরিয়া (Travels in Siberia) নামক গ্রন্থে
ইহাকে তিত্তি (Titty) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে
যুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু
আধুনিক তিক্তিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই
যে, ব্যাগপাইপের বায়ুকোষ চন্দ্রনির্মিত। প্রাচীনকালে ঋষি-
গণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে যুগচন্দ্রাধারা এই বস্তু
নির্মিত করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের
জায় বলা বাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাধারা

বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলা যায়। ইহার
এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টা ও অপর নলে এটা ছিদ্র
আছে। নয়টার সর্কনির দুইটা ছিদ্র মোমধারা আবদ্ধ
থাকে। উহা উপরিস্থিত নলের উত্তর দিকে থাকে। অপর
নল দু'পাঁচটা ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটা আনুক্রমিক। আর
তিনটা মোমধারা আবদ্ধ থাকে। প্রথম নলের সাতটা বাব-
হার্য্য সুর। দ্বিতীয় নলটি কেবল সুরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত
হয়। এই বিনলবস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি
প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কৈকতুর
সনেরাত (Coimbotour Sonnerat) এর ভয়েজেস্ ও ইণ্ডিস্
ওরিয়েণ্টালিস্ (Voyages aux Indes Orientales) নামক
গ্রন্থে (Tourte) তৌর্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিয়াছেন,
তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ওয়া
সাহেব (Sir William Ously) পারস্তে একরূপ যন্ত্র দেখিয়া-
ছিলেন। তথায় ইহা “নি আম্বানা” (Nei Ambana) নামে
প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন “জুগ্গারা” (Zouggarah) এবং আধু-
নিক “আগুর্ল” (Argool) ও জুম্মারা (Zummarah) যন্ত্র এই
রূপ। দুইটা নল বিভিন্ন ও অলাবুকৃত খাম নামে এক যন্ত্র
আছে, বাইবেলে সামকোনিয়া নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ
আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর “জামপোনা” (Zam-
pogna) ও হিব্রু মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ)

তিথুর, হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে
আরাকট প্রস্তুত হয়। [আরাকট দেখ।] মধ্যভারতের
ইহা অপরিখ্যাত জন্মে। বাদালা, মাজাজ ও গোয়াইয়ের
পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রভৃ-
তির জায় মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিথুরের ব্যবসায়ও
বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রাম-
ঘাট পর্বতে, জিবাছুড়ে ও কোটানেও ইহা জন্মে। ইহা
বিবিধ—ইংরাজীতে এই দুইজাতের নাম Curcuma angust-
ifolia এবং Curcuma leucorrhiza। বাদালায় উভয়
শ্রেণীকেই তিথুর এবং তৈলক্ষে আরাকট গড়ানু বলে।

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুতা বা
কুয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিথুর।

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের জায়, তবে ইহা তুলিবার
অল্প লাজল দেওয়া আবশ্যক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে
লাজল দিয়া আলগা করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়।
বহুপূরক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরা-
কটের জায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাণাড়া, কোটান ও জিবাছুড়ে ইহার আরাকট

শ্রান্ত হয়। ইহার মরদা কাশীর বাজারে বিক্রীত হয়, সেখানকার হালুইকরেরা ইহা হইতে একপ্রকার মিষ্ট লাড়ু প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইহাতে বিকট ও ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠিবদ্ধ করে। বোকাইয়ে জল দেওয়া দ্রুত বা ক্ষীর বন করিবার জন্য এই মরদা ব্যবহৃত হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। নানান্বানে নানা উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গোদাবরী জেলার যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাই আরাকট শব্দে লিখিত হইয়াছে। অধিক রোত্র লাগাইলে ইহাতে ক্ষয় অন্নত্ব জন্মে। বন্ধ করিয়া প্রস্তুত করিলে এক বিঘার দেড়শত টাকা লাভ হইতে পারে।

তিগুর, সিদ্ধ প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের উপবিভাগের অন্তর্গত একটা তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ বর্গমাইল।

তিগুরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ধৌকানল রাজ্য, পূর্বে আঠগড় রাজ্য, পশ্চিমে বড়গা রাজ্য ও দক্ষিণে মহাপদি। করদ মহলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে। এখানে নিত্যন্ত পার্শ্বতা ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্য স্থানে চাষবাসের অবস্থাও ভাল। মোটা চাউল, তামাক, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্বপাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্যে আর শতাবধি গ্রাম আছে। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাটী অধিক। তিগুরিয়া সহরে রাজার আবাস, ইহা অক্ষা° ২০° ২৮' ১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৩০' ৩১" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আর ৪০০ শত বৎসর পূর্বে সুরভূষণ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থে হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আসিয়া এ দেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যপত্তন করেন। ইনিই বর্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ। পূর্বে এখানে তিনটা গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়া বা তিগুরিয়া হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জয় করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের আর ৮০৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮১২ শত টাকা। ইহার সৈন্য সংখ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টা কুল আছে। বর্তমান ভূপরিমাণ আর ৪৬ বর্গমাইল। এখানকার রাজা বনমালী-কজিরবর চন্দ্রসিংহ মহাপাত্র।

তিগিত (জি) নিশিত। “অগ্নিকৈত্তিগিতৈ রতি” (ঋক ১।১৪৩।৫) “তিগিতৈ নিশিতৈতীকীভূতৈঃ” (সারণ)

তিগ্না (স্ত্রী) তেজস্বিতী উত্তেজরতি তিজ-মক্ (বুল্লিরজিতজাং-কৃক। উণ্ ১।১৪৫)। ১ তীক্ষ্ণ। ২ তীক্ষ্ণপর্ণ। (জি)

তীক্ষ্ণপর্ণযুক্ত। ৪ বজ্র (নিখটু) “তিগ্নবীর্ষ্যবিধায়েতে দক্ষশূক। মহাবলা” (ভারত ১।২.১।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুরু-বংশীর যুদ্ধর পুত্র। (মৎসপুং ৫০।৮৪)

এই রাজা তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।]

তিগ্নকর (পুং) তিগ্নাঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহোবা বজ্র। ১ দ্বর্ঘা। ২ উত্তরাজগ্রাহ নৃপ। তিগ্নাঃ করঃ কর্ণধাঃ। ৩ তিগ্নকর, প্রথরকিরণ।

তিগ্নকেতু (পুং) ক্রবৎশীম বৎসরের ঔরসে স্রবীযীর গর্ভজ এক পুত্র। (ভাগ° ৪।১৩।১২)

তিগ্নজন্তু (জি) তীক্ষ্ণমুখ।

“স তিগ্নজন্তরক্সো দহ”। (ঋক ১।৭২।৬)

‘হে তিগ্নজন্তু তীক্ষ্ণমুখো’ (সারণ)

তিগ্নাতা (স্ত্রী) তিগ্নস্ত ভাবঃ তিগ্নভাবে তন্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, কটুত্ব, উষ্ণতা।

তিগ্নাতেজস্ (জি) তিগ্নাং তেজঃ বস্ত। তীক্ষ্ণতেজস্ক, অতি-তীক্ষ্ণ।

তিগ্নাদীধিতি (পুং) তিগ্না দীধিতির্ঘস্ত বহতী। তিগ্নাংস্ত, দ্বর্ঘা।

তিগ্নভূষ্টি (জি) তিগ্নাভূষ্টির্ঘস্ত। তীক্ষ্ণ তেজস্ক।

“সামদ্বির্ভামহি তিগ্নভূষ্টিঃ” (ঋক ৪।৫।৩) ‘তিগ্নভূষ্টি-তীক্ষ্ণতেজাঃ’ (সারণ)

তিগ্নমন্যু (জি) তিগ্নাঃ মনু বস্ত। ১ উগ্রকোষক, যিনি অতি-শরক্রোধী। (পুং) ২ মহাদেব।

“অহচ্চরানকচরতিগ্নমহাঃ স্রবর্গসঃ” (ভারত ১৩।১৭।৪৬)

তিগ্নরশ্মি (পুং) তিগ্না রশ্ময়ো বস্ত। ১ দ্বর্ঘা। (জি) ২ প্রথর-রশ্মিক, বাহার প্রথর রশ্মি আছে। ৩ প্রথর রশ্মি।

তিগ্নরুচ্ (জি) তিগ্না রুচ্ বস্ত। তিগ্নরুচ্চি, তীক্ষ্ণরুচ্চি।

তিগ্নুবৎ (জি) তিগ্ন-মতুপ্ মন্ত বঃ। তীক্ষ্ণযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ্ণ।

তিগ্নশূক্ (জি) তীক্ষ্ণশূক্। “য উগ্রাইব শর্ঘ্য তিগ্নশূকো ন” (ঋক ৬।১৬।৩২) ‘তিগ্নশূকোনবংসগতীক্ষ্ণশূকঃ’ (সারণ)

তিগ্নশোচিস্ (জি) তিগ্নাঃ শোচিঃ বস্ত। তীক্ষ্ণজাল। “প্রপূতা ত্বিগ্নশোচিবে” (ঋক ১।৭২।১০) ‘তিগ্নশোচিবে তীক্ষ্ণজালা-ময়ে’। (সারণ)

তিগ্নহেতি (জি) তিগ্না তীক্ষ্ণা হেতরোর্ঘস্ত বহতী। তীক্ষ্ণ-জাল, বাহার জালা (শিখা) অতিশয় তীক্ষ্ণ। “মিত্রা ওষতা-তিগ্নহেতে” (ঋক ৪।৪।৪) ‘তিগ্নাতীক্ষ্ণা হেতরো জালা বস্ত স তথোক্তঃ’ (সারণ)

তিগ্নাংস্ত (পুং) তিগ্না অংশবো বস্ত। ১ দ্বর্ঘা। ‘তিগ্নাংস্তরস্তং গত’ (জরদেব) (জি) ২ প্রথরকিরণযুক্ত। ৩ প্রথর কিরণ।

তিগ্নাক্ষর (পুং) উর্ধ্বের পুত্র এক রাজকুমার।

তিথ্যানীক (ত্রি) তিথ্যং তীক্ষ্ণং অনীকং যত। তীক্ষ্ণমুখং, তীক্ষ্ণভেদা। "তিথ্যানীকং স্ববশসং" (শব্দ ১১৫১২) "তিথ্যানীকং তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণভেদসং। তিজ-নিশানে যুজিতকৃতিভাঃ কুং ৫। উণ্ ১১৫৫ ইতি মক্, অনগ্রাণেন অনিদৃশিত্যাং চৈতি কীনন্ তিথ্যং অনীকং যত, বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদপ্রকৃতি-ব্রহ্মণঃ"। (সারণ)

তিথ্যায়ুধ (ত্রি) তিথ্যং তীক্ষ্ণং আয়ুধং যত। তীক্ষ্ণায়ুধ। "তিথ্যায়ুধঃ অজয়ং" (শব্দ ১১০১০) "তিথ্যায়ুধতীক্ষ্ণায়ুধঃ" (সারণ)

তিথ্যেযু (ত্রি) তীক্ষ্ণবাণ।
"তিথ্যেবব আযুধা" (শব্দ ১০৮৫১১) "তিথ্যেববতীক্ষ্ণবাণাঃ" (সারণ)

তিজ্জড়ী (দেশজ) ১ বৃক্ষভেদ। (Scytalia rimosa) ২ ঔষ্যবিশেষ। (Stilago tomertosa)

তিজ্জারা, আলবার রাজ্যের একটা সহর ও তহসীলের নাম। আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৫' ৫০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৫০' ৩০" পূঃ। এখান হইতে রাজপুতানা মালব রেলওয়ের ঐরতাল স্টেশন অতি নিকট; উভয়ের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে। এই তহসীলের অধিকারী মিও, মাল্লী ও খাঁজদাগণ। চাষাবাস, বস্ত্রবয়ন ও কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেজপাল নামে এই ব্যক্তি এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তহসীলের পরিমাণ ২৫৭ বর্গমাইল।

তিজ্জুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিজ্জড়ী।

তিজ্জরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকার ধার দেওয়া ব্যবসা।

তিজ্জারং (আরবী) ব্যবসা, বাণিজ্য।

তিজ্জন (পুং) তিজ-ইনচ্, কিচ্। চক্ষু।

তিজ্জিল (পুং) তেজরতি তীক্ষ্ণকরোতি, তিজ-ইলচ্ (তিজ-গুণাদিভ্যঃ কিং। উণ্ ১১৫৭) ১ চক্ষু। ২ রাক্ষস।
(সংকিশুসার উপাদিত্তি)

তিজ্জেল (দেশজ) ব্যক্তনাদি তরকারি রাখিবার মৃৎপাত্র।

তিজ্জী (স্ত্রী) ত্রিযুগ, তেউড়ী। (শব্দচ)

তিজ্জিশ (পুং) তিষকবৃক্ষ, লোভ্রক্ষম।

"জগ্ৰোধাযুধতিষকহরিফ্রমন্মোঃ।" (কাত্য° শ্রৌ° ২১।৩।২০)
'তিষকতিপিশঃ' (কক্)

তিড়িমিড়ি (দেশজ) লম্পা লম্পা, যন্ত্রণার ধড়কড় করণ।

তিড়িমিড়ি [তিড়িমিড়ি দেখ।]

তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু। ২ সিক্ত, তিজা।

তিতআলু (দেশজ) তিক্তস্বাদযুক্ত কল ভেদ।

তিতউ (পুং) উজ্জতে বৃহৎবা অজ্জতি তম-ভট্ট (ভলোতে উটঃ সঘট। উণ্ ৫১৫২) ১ চালনী। সজ্জিত বংশনির্মিত পাত্রবিশেষ।

"সক্তুসিবি তিতউপা পুনস্তো বস্ত্রধারী।" (শব্দ ১০৭১১২)

"পূর্ণবৎ দোষমুৎস্রজ্য গুণং গৃহুতি সাধবঃ।

দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাদুভিত্তির্ভবাঃ" (উজ্জট)

কাহার কাহারও মতে এই শব্দ ক্রীবলিঙ্গ।

"কুজ্জিহ্বাসমোপেতং চালনং তিতউ যুতং।"

২ ছত্র। (উজ্জল)

তিতধুঁচুল (দেশজ) তিক্তধুঁচুল ফল।

তিতন (দেশজ) তিজান, আর্দ্রকরণ।

তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোঠা শাক। তিক্তপাট দ্বারা নালিতা প্রস্তুত হয়।

তিতপুঁঠী (দেশজ) তিক্ত পুঁঠীমাছ।

তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী।

তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু।

তিতা (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিতাল্লিশ (দেশজ) তিত্তারিশং।

তিতিক্ (ত্রি) তিজ-স্বার্থে সন্-অচ্। ১ শীতোক্ষাদি হৃদ্যসহন-শীল। যাহারা শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে সহ্য করিতে পারে। ২ স্ববিশেষ। উক্ত গোত্রাপত্যং গর্গাদিষাৎ যজ্ঞঃ। তৈত্তিক্য, ঐ গোত্রের যুবা অপত্য। যজ্ঞত্বাৎ যজ্ঞঃ। তৈত্তিক্যরূপ, ঐ গোত্রজাত যুবা অপত্য।

তিতিক্ (স্ত্রী) তিতিক-অ-টাণ্। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা। ২ শীতোক্ষাদি হৃদ্যসহন। মুমুকুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি বট সম্পত্তি লইয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্কা বট সম্পত্তির মধ্যে একটা।

"তিতিক্কা শীতোক্ষাদিহৃদ্যসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসার)

শীতোক্ষাদি সহনের নাম তিতিক্কা, মুমুকু প্রথমে শম, দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্কা সাধন করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্কা সাধিত হইতে পারে না।

"সহনং সর্লহঃখানামগ্রতীকারপূর্বকং।

চিত্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্কা নিগন্ততে॥" (বিবেকচূড়া)

অগ্রতীকারপূর্বক চিত্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল প্রকার দুঃখের সহনই তিতিক্কা। যখন তিতিক্কা সাধিত হইবে, তখন অধে মনর উবেলিত ও দুঃখে সন্তপ্ত হইবে না। তখন অধঃ হঃ ও মোহ অস্তঃকরণকে কোর প্রকাজে মুক্ত করিতে পারিবে না।

তিতিক্ষিত (জি) তিতিকা সন্ধ্যাতা অথ তাকারিকাৎ
ইতহ। কান্ত, সহিষ্ণু।

তিতিক্ষু (জি) তিতিক-উ (সনাতন-তিতিক্ষু:। পা ৩২।১৬৮)
কমানীল, কান্ত, সহিষ্ণু, তিতিকানীল।

“শান্তো দান্ত উপরততিতিক্ষু: শ্রদ্ধাবান্ সমাহিতো ভূষা
আত্মাভ্যাসানমবলোকয়েৎ” (বেদান্তসাং ধৃত শ্রুতি) শান্ত, দান্ত,
উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

২ পুরুষাঙ্গীর মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১।২১)

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্দেন ভগতি ভগ-ড। ইঙ্গগোপ-
কীট, খতোত।

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃথোরদারিধ্যাং সাধু:। তিত্তিরি
পক্ষী। (রাজনিঃ)

তিতিল (স্ত্রী) তিলতি মিহতি তিল বাহলকাং-ক দ্বিয়ক।
১ নন্দক, নাদা, মুগ্ধরপাত্তেদ। ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল-
পিল্লট। (অঙ্গর)

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণার বাহুড়িয়া থানার অন্তর্গত
হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ-
মধ্য-রেলপথের গোবরডাঙ্গা স্টেশন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ
দক্ষিণপূর্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ
দূরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) তিতু ভূমিষ্ট
হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালার বন্ধন হয় নাই।
তখন চোর ডাকাইতের উপজীব্য দেশের লোক আলাতন।
সবলের অত্যাচারে হুর্দলের বাস করা ভার। তখন জমিদার-
শ্রেণীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাহাদিগের
একাধিপত্য।

বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল।
নিজ ধর্মে যেমন অল্পরোগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও
ভক্তোক্তি সমতা ছিল। এখনকার মত পল্লীবাসিদিগের
তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি
অনেক খবর তাহার জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের
পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত
ব্যথিত হইয়াছিল। বাহা হউক যৌবনে তিতু শাস্ত্রশতাব
গৃহস্থের জায় বিবয়কর্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া
ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিতু সন্ন্যাসীর্থে গমন করে। সেখানে ওরা-
হাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আব্বাদের সহিত তাহার পরিচয়
হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট নীক্ষিত হইয়া তিতু বেশে কিরীয়া

আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ আছে।
তখন বাঙ্গালার মুসলমানেরা হিন্দুর জায়ই চলিত। জোলা,
নিকারী, পটুয়া, বাতকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় পূর্বে
হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে।
তাহারা যে অনেকটা হিন্দুর জায় চলিবে ইহা তীর্থপ্রত্যাগত
তিতুমীরের সহ্য হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যার্থ
শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার
মতে আনিতে উদ্যোগী হইল। কিন্তু সম্রাট মুসলমানেরা
কেহই তাহার মতানুবর্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোলা
জাতীয় লোক তাহার উপদেশ বাক্যে আকৃষ্ট হইল। তিতু
নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহার পরোপ-
লক্ষে বা পুত্রকন্ডার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাকা
কর্জ দিয়া স্ত্রন লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না
ইত্যাদি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল।
ক্রমে রাজিতে তিতুর বাটীতে এই সকল লোকের সমাগম
হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ককির আনিয়া তিতু-
মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া অজ্ঞ
জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলায় আর বজ্র-
বরন প্রভৃতি কার্যে মনোযোগ দেয় না—পরিবারদির বহু
লয় না—কেবল তিতুমীর ও ককিরের নিকট থাকে। ইহাতে
অজ্ঞা মুসলমানেরা শঙ্কিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্তী
পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। যে
সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের
আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাগত হইল।
রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত
ধর্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাহার কথা না শুনিলে
তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচগিকা
কর লইবেন এই ভয় দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত
হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু
রাগে জলিয়া উঠিল। বিধর্মী হিন্দুদিগকে বশ প্রয়োগ দ্বারা
স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে
সন্ন্যাস্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়া
ছিল, তাহারই বাড়ী লুণ্ঠ করিল। তাহার কন্ডাকে বলপূর্বক
লইয়া গিয়া ধর্মনাশ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে
এই ঘটনা ঘটে।

অতঃপর পুঁড়া আক্রমণ করিয়া জমিদারকে জল করা তিতু-
মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রাজ্যে খাসপুর লুণ্ঠিত হয়, তাহার
পরদিন আভেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অহুচরেরা পুঁড়া
আক্রমণ করিল। পুঁড়ার সেদিন বারমারি পুজা। কার্তিকী

পূর্ণিমার পরদিন। তদুপলক্ষে খাজাও হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে ভনিয়া বাজা ডাকিয়া গেল। লোকজন সকলই পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পূজাকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারমারিতলার আসিয়াই একটা গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্য সহিতে পারিলেন না। দেবীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া হত্যাকারী মুসলমানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল, তাহাদিগকে পরাভব করা সহজ হইবে না দেখিয়া তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। যাইবার পথে দুজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ মাংস দিয়াছিল।

এই সকল কথা বারাসতের জয়েন্ট-মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেলা ছিল। এক কদম-গাছীতে থানা। বলিরহাটে তখন মহকুমা বা বাহাড়িয়াতে থানা হয় নাই। কেবল গোবরডাঙ্গার থানা ছিল, কিন্তু উক্ত স্থান নদীযাজেলার অধীন ছিল। মাজিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া কদমগাছীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস নৈহাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকীদার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া কয়েকজন অশুচরদিগের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর প্রায় ৫০০।৬০০ শত লোক আত্মবাহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হত্যাকারার পর তিতুর মস্তক আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সঙ্গার জারতের অধিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল। গোবর-ডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠাইলে তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অশুচরেরা স্পর্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শবাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে তাহাদের এরূপ বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস বদ্ধনুল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অশুচরদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য তিতু একটা বাঁশের কেলাও তৈয়ার করিতে লাগিল। বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে এই কেলা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটা আয়তাকার চতুর্দিকে

গড় কাটিয়া বাঁশ পুড়িয়া সকল দিক্ ঘেরিয়া ছিল তাহারই মধ্যে তিতু অশুচরদিগের সহিত রাত্রিযাপন করিত, সেইখানেই তাহার দরবার হইত।

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্তী গ্রামের লোক এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছিল যে সকল স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অনেকে যাইয়া টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কতক লোক গোবরডাঙ্গার বাইরা অবস্থিত করিতে লাগিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না। যুমুনার দক্ষিণ-কূলবর্তী সকল লোকই গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গার লোকও ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছিল, বিপদের সূচনা দেখিলেই নৌকা করিয়া পলাইবে। কিন্তু এসময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ বিলম্ব ছিল, তাহাতে তাঁহার বন্ধু লাটুবাবু তাঁহার সাহায্যের জন্য কলিকাতা হইতে ২ শত হাবশী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও ৩০৪ শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকটা হস্তী সর্বদা প্রস্তুত ছিল। কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর স্কন্ধেরী জ্যোষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্যা করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের বাজনাদি খাইতে তাহার নিত্য ইচ্ছা জন্মিয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পদ্ধদ্বারা মনোভাবও জানিতে দিয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টার মোহাম্মদী কুঠির ম্যানেজার ডেবিস সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শক্তিকুশলা লইয়া ঐক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তুত ছিল। সাহেব নিকটস্থ হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাহেবের বজরা টানিয়া ডাকার তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন গতিকে পলাইয়া আশ্রয়লা করিলেন। সাহেবের লোকজন অনেক হত ও আহত হইল। কতকংশ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইস্থলে ঐ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাঁধিল। তিতু প্রায় পাঁচশত লোক লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন তাঁহারাও স্বপলে আসিয়া তিতুর অশুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিরোধীদের কতকংশ নদী পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে নদী পার হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর যে সকল লোক কূলে উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইল,

কতকংশ নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া পেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্রাণ-রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল যে তাহাকে জীৱন্ত দেখিয়া তাহার অমুচরেরা তাহাকে দৈমর-প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল তাহার তিতুকে অগভীর ও কুভীরপূর্ণ ইছামতী হাঁচিয়া পার হইতে দেখি-রাছে। বাহা হউক তাহার অমুচরদিগের সাহস না কমিয়া বরং বদ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের অস্ত্র তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সাংখ্যাতিক আঘাত পাইয়া-ছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতঃপর তিতুমীর যে করদিন বাণসাহী করিয়াছিল, সে সময় আর অস্ত্র গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় নাই। কদম্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে জয়েন্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি গবর্নেন্টকে রিপোর্ট করিয়া উপযুক্ত সৈন্তদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাহান হইতে গবর্নেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্নেন্ট মনে করিতে পারেন নাই যে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈন্তদলের প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েক-জন অনিয়মিত সৈন্ত ও ৪ জন পোরা অম্বারোহী বারাসতের নাজীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। একটা ইংরাজ অম্বারোহী ও আরও কয়েকজন সিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন সহস্রাধিক লোক কমিয়াছে ও নিতাই জমিতেছে। সকলেই জরদুগ্ধ; লাটী, শড়কি, কাণ্ডে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভুত্বার মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাষী। তাহারা নিকটবর্তী গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুট্রি খাণ্ডসংস্থান করিতেছে। হিন্দু প্রভৃতি বিধর্মীদিগকে সত্যধর্মের আলোকে আনিবার জন্য বখাষা চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদিগকে দৈবশাস্ত্রগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। তাহাদের মন্তব্য এতদূর বুদ্ধি পাই-রাছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে। বাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙিয়া গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১২শ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে) লেপ্টেনেন্ট ট্যুরট কর্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্ত, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্ত পূর্ব-প্রেরিত স্নোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকেলবেড়ি-য়ার বাঁশের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্মো-জ্ঞাত্য তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিল যে তাহারা

কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া এই অশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্তের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রযুক্ত হইল। পূর্বদিন তাহারা যে সকল ইংরাজসৈন্ত নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ বাঁশের কেল্লার বাহিরে জরচিকুরূপ রাখিয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ করা লেপ্টেনেন্ট ট্যুরটের ইচ্ছা ছিল না। তজ্জন্ত তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাঁহার দৃতকে সংহার করিল। সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতি পূর্বেই বাঁশের-কেল্লার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল, এখন তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলে সম্মুখে চীৎকার করিয়া উঠিল “হজরৎ গোলা খা ডালা” এবং সকলে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন বাধা হইয়া সেনাপতি সৈন্ত-দিগকে গোলাগুলি চালাইবার অমুদ্যম দিলেন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা ভূমিসং হইল। তিতুমীর প্রকৃতি কেল্লার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনের ও সেনা-পতি নসিরদি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈন্ত এই হতভাগাদের অমুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ভাষ বধ করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আত্মরুদ্ধে আশ্রয় লইয়াছিল। অমুসরণকারী ইংরাজসৈন্ত তদবস্থাতেই তাহা-দিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪৫ শত নিরক্ষর লোকের জীবলীলা সাক্ষ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার হইয়া-ছিল এবং তাহাদের মধ্যে নসিরদি ও আরও দেড়শত লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ারাল-দিগকে অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে বাধা হইয়াছিল। পরামাণিক-দের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১২ টাকা, ১০ পাঁচসিকা রোজগার হইয়াছিল। নিরোদ্ধত গীতাংশ হইতে বুঝাইবে

সরাওয়ারালদের কিরূপ দ্রবস্থা ঘটয়াছিল—

“জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।

হাজামবাড়ী গিয়া শীজ গোঁপদাড়ি কাট ॥

তিতুমীরের গলা ধরি নসরদি কর,

তোমার বুদ্ধিতে যামা ঠেকিলাম একি দার।

এসেছে রাক্ষা গোরা, উদিপরা, ব্যাতের টোপ মাথার ॥

এরা মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরোৎগুলি হানলে না।

সারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না ॥”

তিত্তিরীর বিজ্ঞান হইতে—“গোলা খা ডালা” ও “তিত্তিরীর বাদশাই” (অন্নদিনের প্রকৃষ্ণ) প্রবাদ বাক্যে দীড়াইয়াছে। (Hunter's Indian Mussulmans & Statistical Act. 24 Pergahs, Nuddia and Jessore ড্রষ্টব্য।)

তিত্তো (দেশজ) তিক্ত, কটু।

তিত্তটীরা (দেশজ) লতাভেদ। (Casearia Vareca)

তিত্তির (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাস্তি দদাস্তি রা-ক। ১ তিত্তির পক্ষী। ২ তিত্তটীরাপক্ষ। ত্রিরাং জাতিষাৎ ডীর্ঘ।

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রাস্তি কু-ডি। পক্ষীভেদ। পর্যায়—তৈত্তির, যাজুবোদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, ধরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিত্তির, বসন্তগোঁরা। ইহার মাংসগুণ কটু, লঘু, বার্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, ত্রিদোষশমন। (রাজনি*) তিত্তিরি দুইপ্রকার কৃষ্ণ ও গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র বিচিত্র তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি বলা যায়। তিত্তিরি বলকারক, ধারক এবং হিকা, ত্রিদোষ, বাস, কাস ও জ্বরনাশক। গৌরতিত্তিরি উহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র*) ২ অতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীশাখা। ৩ নাগ বিশেষ।

“কুমুদঃ কুমুদাখ্যাত্ত তিত্তিরিহলিকন্তথা।” (ভাগ* ১।৩৫।১৫) ৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজুবক্যতাক্ত যজুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে ইহাদের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে, যজুর্বেদনংহিতাখ্যোতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অক্ষয়্য আর ব্রহ্মহত্যাকানিত পাণ্ডবর সাধন যীর গুরুর অমৃতের ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। ঐ ব্রতচরণকালে যাজুবক্য নামক তাহার অগ্র এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্ এই অন্নসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনাদের কি হইবে? আমি ইহা হইতে স্তম্ভচর ব্রতচরণ করিয়া আপনাদের পাণ্ডবর করিব। ইহা শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, ‘যাজুবক্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট বাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূর হও।’ তখন দেবরাতপুলে যাজুবক্য অধীর যজুঃ বমন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই উল্লীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিগণ তথায় লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরী হইল। (ভাগ* ১২।৩।৫৩-৫৮)

তিত্তিরিক (পুং) তিত্তিরি-স্বার্থে কন্। [তিত্তিরি দেশ]

তিত্তিরীক (ক্ৰী) তিত্তিরে: পক্ষদাহেন জাত: তিত্তিরি-বাহুল্য-কাং ইক। তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দহনারা জাত অন্নবিশেষ।

“অন্নং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।” (সুত্র)

কেহ কেহ তিত্তিরীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, তাহাদের মতে দধতিত্তিরীক জাত অন্নবিশেষ।

তিথ (পুং) তেজরসি তিজ-বক্ (তিথপৃষ্ঠগুণযুগ্মপ্রাধঃ। উণ্ ২।১২) ১ অগ্নি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ প্রাবৃত্তকাল।

তিথি (পুং স্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্। ১ পঞ্চদশ চন্দ্রকলা ত্রিয়ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্তা হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত শশিকলার নাম তিথি*। যে কালবিশেষ ক্ষয়মান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। আধারস্বরূপা যে মহামারা যিনি দেহাদিগের দেহধারিণী হইয়া সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমণ্ডলের বোড়শভাগ পরিমিত চন্দ্রের দেহধারিণী অমানারী ও মহাকলা নামে বিখ্যাতা, নিত্য ও ক্ষয়োদয়রহিতা তাহার নামও তিথি। এইরূপ তিথি দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্রা ও কৃষ্ণা। অমাবস্তার পর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই প্রকার ভেদে চন্দ্রের হাসবুদ্ধি হইয়া থাকে। স্মার্তভট্টাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকর: শুক্র: কৃষ্ণচন্দ্রে ক্ষয়াক্রম:) যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবুদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্র ও যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রের হাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে প্রথমে শুক্র পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই প্রায় ৬০ দণ্ড পরিমাণ। স্বর্ধ্যমণ্ডল হইতে বিনিসৃত হইয়া চন্দ্র যে ত্রিংশভাগাখ্য রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫০ দণ্ড, সূতরাং তাহার ৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬০ দণ্ড হইল, এই ৬০ দণ্ডই এক এক তিথির পরিমাণ।

যাহার নাম অমা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জিতা, জবা, বোড়লীকলা, এই কালই তিথিসামান্য।

* অথ তিথয়ো দিগিরন্ত। তনোতি বিভারয়তি বর্দ্ধমানঃ ক্ষয়-মানঃ বা চন্দ্রকলামেকাং য: কালবিশেষ: সা তিথি:। যথা বধ্যোক্ত কলরা তত্ততে ইতি তিথি:। বহুতং দিঘাত্তপিরোদগে।

অমাবোড়শভাগেন দেবি শ্রোক্তা মহাকলা।

সংস্থিতা পরমা মারা বেহিমাং দেহধারিণী।

অমাদি পৌর্ণমাত্তা বাএধ পলিন: কলা।

তিথরজা: সমাখ্যাতা: বোড়শৈব বরানলে।

অরস্ব বা মহারা আধাররূপা দেহিমাং কেহধারিণী সংস্থিতা সা সা চন্দ্র-মণ্ডলত বোড়শভাগেন পরিমিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমানারী মহাকলেক্তি শ্রোক্তা ক্ষয়োদয়রহিতা দিত্যা তিথিন:জৈতৈব।” (তিথিব্য)

বুদ্ধদশমুক্ত পঞ্চদশকলারূপ যে কালবিভাগ তাহাই পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বহি প্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা—বহি প্রথম কলা পান করেন, এইজন্য তাহার নাম প্রথম এবং তদ্ব্যক্ত কাল বিশেষের নামই প্রতিপদ।

এই প্রকার দ্বিতীয়াদি বিষয়ের জানিতে হইবে। এইরূপে কলা সকল যখন পীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে প্রথমকলা, দ্বিতীয়া কলা এবং তদ্ব্যক্ত কালই প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ইত্যাদি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্দ্রমণ্ডলকে পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ।

চন্দ্রের প্রথম কলা অমি, দ্বিতীয় কলা রবি, তৃতীয় বিখদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বশটকার, ষষ্ঠী বাসব, সপ্তম ধ্বি সকল, অষ্টম অজএকপাদ, নবম বম, দশম বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, চতুর্দশ পশুপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। সমস্ত কলা পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখা যায় না। যে বোড়শ কলা সর্কাদা জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় এবং অম্বাতে নোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অম্বুগত হইলে গোসকল তাহা পান করে। সেই গোসমূহ কীরসমূহ অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্তৃক মত্তপুত হইয়া যজীর অগ্নিতে হত হয়, তাহাতে শশী পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে।*

অমাবস্তার দিন শীত্ৰগামী চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে ও মন্দগামী সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডলের উর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, এখন দেখা যাক, সূর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হয়, নিম্ন বা পার্শ্ব কোনদিকে হইতে সূর্য্যকিরণ বহির্গত হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ

ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ যেহেতু এবং সূর্য্যকিরণ সকল সম্পূর্ণ অভিজুত হয় বলিয়া চন্দ্রমণ্ডল ঈষদ্ব্যক্ত দেখা যায় না। পরে চন্দ্র শীত্ৰগতিদ্বারা সূর্য্য হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে অর্থাৎ ত্রিংশৎ অংশযুক্ত রাশিতে দ্বাদশ অংশদ্বারা সূর্য্য উল্লম্বন করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, সূর্য্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ দিয়া বহির্গত হয়, এই জন্মই সকলে চন্দ্রের ঐ প্রথম কলা দেখিতে পায় এবং ঐ কলাকেই প্রথমকলা বলিয়া থাকে, ঐ কলানিষ্পত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ তিথি। দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে এইরূপ জানিতে হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কালের পরিচ্ছেদ হয়, সেই চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে; ৩০ অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাঙ্ক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই সময় চন্দ্রমতিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষ হয়*। চন্দ্র নিত্যরাশি-চক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কলা ৩৪ বিকলা ৫২ অঙ্ককলা করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। সূর্য্য প্রত্যহ পশ্চিম-দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে ৫২ কলা ৮ বিকলা গমন করে। একজন চন্দ্র সূর্য্য হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকলা গমন করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের শীত্ৰগতি ও মন্দগতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ক্ষুণ্ণগণনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে দ্বাদশ অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬০ অংশ গমনদ্বারা প্রতিপদ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ বলে। শুক্লঅষ্টমীর দিন চন্দ্র সূর্য্য হইতে ২০ অংশ পূর্বাংশে অবস্থিত করে, একজন ঐ দিন অর্ধচন্দ্র দেখা যায়।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্য রশ্মিদ্বারা চন্দ্রের অকাশ হর, একজন চন্দ্রমণ্ডলের একদিক্ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান ও অপরদিকে নিরত তিমিরাত্মক থাকে।

* অর্থাৎ বিনিঃসৃতঃ প্রাচীন ব্যাক্যতাহরহঃ শব্দ।

ভক্তচন্দ্রমণ্ডলঃ জ্যোতিঃ দ্বাদশতিথিঃ। অমরধঃ।

সূর্য্যমণ্ডল অধঃপ্রদেশবর্তী শীত্ৰগামীচন্দ্রঃ উর্দ্ধপ্রদেশবর্তী মন্দগামী-সূর্য্যঃ তথা সতি তদ্রোগ্যতিবিশেষবশং ধর্মে চন্দ্রমণ্ডলঃ অনুমানমতিরিক্ত-সূর্য্যমণ্ডলভাষ্যে ব্যাখ্যাতঃ ভবতি তদা সূর্য্যরশ্মিঃ সাক্ষ্যোদ্যতি-ভূত্বাং চন্দ্রমণ্ডলবীথিরপি বৃদ্ধতে। উপরিতমঃ শীত্ৰগত্যা সূর্য্যাবিনিঃসৃতঃ শব্দী প্রাচীনঃ সতি। ত্রিংশৎঅংশেপতরানৌ দ্বাদশতির্য্যৈশ সূর্য্য-মুদ্রাঃ পজ্জতি। তথা চন্দ্রস্ত পঞ্চদশ ভাগে ধূমঃ ধূমযোগ্যঃ ভবতি। লোহঃ ভাগঃ প্রথমঃ কলা ইত্যভিধায়তে। তৎকলানিষ্পত্তিপরিমিত-কালঃ প্রতিপত্তিকর্ত্তব্যঃ এবং দ্বিতীয়াদিবিশেষভাষ্যঃ। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

* চন্দ্রার্ণবত্যা কালস্ত পরিচ্ছেদো বদা ভবেৎ।

ভদ্রা ততোঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাজিত্য নির্ণয়ঃ।

ভগবৎ সমস্ত্রেণ জ্যোতিঃ দ্বাদশপাণয়ঃ।

ত্রিংশৎঅংশ তথা রাশেভ্যঃ ইত্যভিধায়তে।

আদিত্যাবিশ্রুতঃ তদ্রোগ্যভাষ্যঃ বদা।

চন্দ্রাঃ ভাগদ্বারাতিথিবিধিত্যভিধায়তে। (বিষ্ণুসংহিতা)

“ভরগিকিরণসঙ্গাদেব পীত্বপিত্তো

দিনকরদিশিচন্দ্রশক্তিকাতিশক্তি।

তদিতরদিশি বালুকুণ্ডলশ্রামলীঃ

ঘটইব নিজমুষ্টিচ্ছারয়ৈরাতপঃ।” (জ্যোতিষ)

চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যভিমুখে অবস্থিত করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চন্দ্রের অপর অংশ বালাজীর কেশের দ্বারা শ্রামবর্ণ থাকে। বেল্লপ রোদ্রহিত ঘট দ্বারা এক পার্শ্ব তাহার নিজচ্ছায়ার অপ্রকাশ থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্দ্ধাংশ যখন সূর্য্য কিরণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পূর্ণচন্দ্র বলে এবং সেই দিন পূর্ণিমা তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের ন্যূনত্বিকা অংশারে চন্দ্রকলার ভ্রাসবুদ্ধি হয়, কাজেকাজেই তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্তার পর শুরু বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং ঐ তিথি হইতে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশ সূর্য্য কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক কলা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন চন্দ্রমণ্ডলের দৃশ্য অংশ হইতে এক এক কলা ভ্রাস হইয়া অমাবস্তার দিন সম্পূর্ণরূপে অদর্শন হয়।

শুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমে সূর্য্য হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চন্দ্রমণ্ডলের প্রবীণ অংশ পৃথিবীর সমুদ্রবর্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। শুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা পথ :৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে (পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিত করে। আর কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হয়। সূর্য্যের চন্দ্র যতই সূর্য্যের নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবী হ্রদোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে। অবশেষে অমাবস্তার দিবস ইহার সমস্ত প্রবীণ অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটা পৃথিবীর সমুদ্রস্থ হইয়া থাকে।

তিথির ব্যবস্থা।—প্রতিপদ। যে প্রতিপদ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হন, সেই প্রতিপদই গ্রাহ্য, ইহাতে যুগাদরতা অর্থাৎ দুই তিথির পূজ্য নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই পূজ্য। ইহা সর্ব্বত্রই হইবে, কেবল হরিবালগের তাহার প্রকার ভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ বিতীয়ায়ুত ও শুরু প্রতিপদ অমাবস্তায়ুত হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাস স্থলে এরূপ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদদিনে উপবাস করিলে কৃষ্ণ-বিতীয়ায়ুত প্রতিপদে উপবাস করিবে।

কার্ত্তিকমাসের শুরুপক্ষীয় প্রতিপদদিনে বলিরাজার পূজা করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পূজা করে, তাহার অশেষবিধ সুখ হয় এবং এই পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যুতপ্রতিপদ।

কার্ত্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুরু প্রতিপদদিনে হর-গৌরী দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্যুতপ্রতিপদ কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঙ্করী জয়লাভ করিয়া-ছিলেন বলিয়া শিব দুঃখী ও দুর্গা সুখী হইয়াছিলেন। অধুনা যমুনা সকল উক্তদিবসে দ্যুতক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে বাহার জয় ও পরাজয় হয়, সৎসংসর তাহার সুখ ও দুঃখ হয়। বৎসরের ফলাফল জানিবার অন্ত উক্ত দিনে দ্যুতক্রীড়া বিধেয়। ঐ তিথিতে যদি গঙ্গাদান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণ্য হয়। “দানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেঃ সত্যতথৈব” (তিথিত্য)

যদি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গাদান করে, তাহা হইলে শতসূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুম্ভাঙ্কন, তৈলমর্দন ও ক্ষৌর্য্যকর্ম্ম করিতে নাই।

বিতীয়া। যে বিতীয়া প্রতিপদযুক্ত সেই বিতীয়া গ্রাহ্য, শুরু ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ পরযুক্তই গ্রাহ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন।

উপবাস তিথিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত ও পূর্ব্বযুক্ত দুইপ্রকার প্রভেদ আছে। তাহা এই—বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, জ্যৈষ্ঠাদশী ও অমাবস্তা ইহার উপবাস বিধিতে পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণা তিথিস্থলে ঐ নিয়ম থাকিবে, শুরুতে নহে।

শুরুপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, বজী, বিতীয়া, চতুর্দশী, জ্যৈষ্ঠাদশী ও অমাবস্তা ইহার উপবাস শেষ ধরিয়া করিবে।

“একাদশী বজী বিতীয়া চ চতুর্দশী।

জ্যৈষ্ঠাদশ্যামাবস্তা উপোষ্যঃ স্য্যঃ পরাধিতা।” (বিক্রমহৃত)

আষাঢ়ের শুরুপক্ষীয় পূর্ণানক্ষত্রসংযুক্ত বিতীয়াতে জগ-রাধদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, এই জন্ত সেই দিনে যাত্রা-মহোৎসব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত

* “শঙ্কর পূজা দ্যুতঃ সসর্গ হ্রদোদয়ঃ।

কার্ত্তিকে শুরুপক্ষে তু প্রথমেইহি কৃপতে।

দ্বিত্য শঙ্করত্ব জয়ঃ দেতে চ পার্শ্বতঃ।

অতোঽর্থজয়কো হুখী গৌরী দিত্যং হুখোদিতাঃ।

তদ্যং দ্যুতং একর্ষণ্যং প্রভতে ততঃ সানন্দৈঃ।

তদিন্দ্র দ্যুতং জয়ো বজ্র ততঃ সংবৎসরঃ শুভঃ।

পরাজয়ো দিব্যতঃ লক্ষ্যদানকো ভবেৎ।” (স্বর্গতত্ত্বসংগ্রহ)

না হয়, তথাপি তিথির সাহায্যে জন্ত উক্ত কর্ম কর্তব্য। তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

ষম্বিতীয়া। কার্তিকমাসের গুরুপক্ষীয় দ্বিতীয়কে ত্রাত্-দ্বিতীয়া কহে। ঐ দিবসে ভগিনীগণ ত্রাত্‌পূজা করিবে।

এই ষম্বিতীয়াতে ষম ও ষমুনার পূজা করিতে হয়। ষমপূর্বক ঐদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর দান প্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে।

অপর পক্ষের পর শুক্লদ্বিতীয়া, কোক্যাগরের পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, চৈত্র পৌষমানীর পর ও কার্তিকের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, ইহার তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদয়। সূত্রায় ঐ দিবসে অনধ্যায়।

ষম্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়। এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

তৃতীয়া। রত্নব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্মে চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া গ্রাহ্য। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে রত্নব্রত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার কৃত্তিক ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ঐ দিনে দান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, এই জন্ত ইহার নাম অক্ষয়া; ঐ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য এবং ঐ দিনে বিষ্ণুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

এই তিথি সত্যযুগের প্রথম। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ার ভগবান্ যব সৃষ্টি করিয়া সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্ত ঐ যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা, যবহোম ও যবার ত্রাক্ষণকে ভোজন করাইবে। আর ঐ তিথিতে গঙ্গা ত্রক্ষলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এই জন্ত শঙ্কর, গঙ্গা, হিমালয়, কৈলাস ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। ঐ দিন যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গাদান ও তপ হোমাদি করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদয় নাই। তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ।

চতুর্থী। চতুর্থী ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রাহ্য হইলে, একাদশী, অষ্টমী, বজী, অমাবস্তা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে তৃতীয়াযুক্তা চতুর্থী গ্রাহ্য।

“চতুর্থীসংযুক্তা কার্য্যা তৃতীয়া চ চতুর্থিকা।

তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ কচিৎ” (তিথিতত্ত্ব) সোমবারে অমাবস্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে দানদানাদি করিলে অক্ষয়-তিথির ফল হয়। জ্যৈষ্ঠমাসী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই কর তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমোজির মতে প্রদোষ শব্দার্থ প্রথম প্রহর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ ও শুক্ল

উত্তর পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচত্র। এই চত্র কখনই দর্শন করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শাস্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপূজা করিতে হয়। এই তিথিতে মৃগা ভক্ষণ ও কৌরকার্য্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থীর চত্রযুক্তা, সেই পঞ্চমী গ্রাহ্য। পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে।

“চতুর্থীসংযুক্তা কার্য্যা পঞ্চমী পরয়া নতু।” (হারীত)

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ববিদ্ধ গ্রাহ্য হইলে, শুক্লপক্ষে পরবিদ্ধ গ্রহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্বদিনে পূর্বাঙ্কে চতুর্থীযুক্ত হয়, আর পরদিন পূর্বাঙ্কে বজীযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে উপবাসাদি দৈবকার্য্য কর্তব্য। পূর্বাঙ্কে চতুর্থীযুক্তা পঞ্চমী যদি না হয়, আর পরদিনে পূর্বাঙ্কে মুহূর্ত্তের অন্তর যদি পঞ্চমী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্বাঙ্কের অহরোধে পরদিনে পূজা হইবে। আর ঐ দিনে পূজার প্রাধান্য হেতু পূজার দিনই উপবাস করিবে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। ঐ দিনে প্রাঙ্গণে মনসাবুদ্ধি মনসাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমানীর কৃষ্ণপঞ্চমী পর্যন্ত পূজা করা কর্তব্য। ইহাতে সর্বভর নিবারণিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীকে বরষাচতুর্থী কহে, ঐ দিনে গৌরীপূজা করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র পূজা করিয়া মন্ত্যাদয় ও লেখনীপূজা করিবে। এই শ্রীপঞ্চ-মীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং ঐ দিনে সরস্বতীর উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিষভক্ষণ করিতে নাই।

ষষ্ঠী। সপ্তমীযুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অরণ্যষষ্ঠী বলে। এই নিমিত্ত উক্ত ষষ্ঠীতে জ্বীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া অরণ্যে বজীপূজা করিবে। ইহাকে জামাইষষ্ঠীও কহে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীকে অক্ষয়াষষ্ঠী কহে। এই দিন দানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে শুহষষ্ঠী কহে, তাহাতে শিবর শাস্তি করিতে হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে কলষষ্ঠী বলে, এই ষষ্ঠীতে কার্তিকের পূজা করিলে ইহকালে অর্থ, সৌভাগ্য ও পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাষষ্ঠীকে বোধনষষ্ঠী কহে।

কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ অম্বাষ্টমী, বসন্তষষ্ঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের শেষ ধরিয়া কার্য্য করিবে। তিথি অন্তে পারণ করিবে।

সপ্তমী। যজ্ঞযুক্ত সপ্তমী যজ্ঞাদরহেতু গ্রহণীয়। পক্ষমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস বিধিতে সামান্য অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাধ্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহ্য। কেবল হরিবাসের অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধর্যই কর্তব্য। উপবাস বিধিতে যজ্ঞযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে নয়। যদি গুরুপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে নানান ও স্বর্ঘ্যপূজা করিলে ফল হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তমীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে কুহুটীভ্রত করিতে হয়। যাহারা এই ভ্রত করে, তাহার পর-জন্মে পৃথিবীতে কিছু দুঃশ্রাপ্য থাকে না।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং তাহাকে যুগাভাও বলে, ঐ দিবসে অক্ষগোদয়ে যদি গজানান করে, তবে শতস্বর্ঘ্যগ্রহণকালীন গজানানের ফল হয়। মাকরী সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মন্তকে ধারণ করিয়া নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাধাসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

মহন্তরা তিথি। আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্তিকের দ্বাদশী, চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, কাঙ্কনের অমাবস্তা, আষাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাঘের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ মাসের রাধাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা ও কার্তিক, কাঙ্কন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাকে মহন্তরা বলা যায়, ঐ সকল তিথিতে দানাদি করিলে মহাফল হয়।

অষ্টমী। গুরুপক্ষের অষ্টমী শুক্লা মন্বদীযুক্ত এবং কৃকপক্ষের অষ্টমী কৃকাসপ্তমীযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। কৃকপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী উপবাস বিধিতে পূর্ণবিদ্ধা অর্থাৎ পূর্ণ তিথিযুক্তই গ্রাহ্য। কিন্তু গুরুপক্ষের পরযুক্তই গ্রাহ্য।

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কৃকপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দশী হইলে অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে অমাবস্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্দশী, ইহাতে যে লোক ধর্ম বা পাপ করে, তাহা ৬০ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়।

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃক অষ্টমীতে শাবর্ণি মন্বন্তরীয় প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্তা কৃক অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মাষ্টমী। বিবেচনাপূর্বক দেখিলে এইখানে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য এই যে শ্রাবণের যুগাচন্দ্রে ও ভাদ্রের গোণচন্দ্রে কৃকজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রতে ভাদ্র মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃকপক্ষীয় রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃকজন্মাষ্টমী ভ্রত এবং ঐ দিনেই উপবাস করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

উভয় দিনে নিশীথ সপ্তক হইলে কিবা না হইলে পরদিনে ইংরাজি মতে অমাবস্তাদি তিথি গণনার নিয়ম নিম্নে দেখান হইতেছে।

তিথির তালিকা।

সন	জ্যৈষ্ঠ	শ্রাবণ	ভাদ্র	পৌষ	শ্রাবণ	ভাদ্র	পৌষ	শ্রাবণ	ভাদ্র	পৌষ	শ্রাবণ	ভাদ্র	পৌষ
১৮৭১	২	১১	১০	১১	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১৮৭২	২০	২২	২১	২২	২৩	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
১৮৭৩	১	৩	২	৩	৪	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
১৮৭৪	১২	১৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৮৭৫	২৩	২৫	২৪	২৫	২৬	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
১৮৭৬	৪	৬	৫	৬	৭	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৮৭৭	১৫	১৭	১৬	১৭	১৮	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
১৮৭৮	২৬	২৮	২৭	২৮	২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
১৮৭৯	৭	৯	৮	৯	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১৮৮০	১৮	২০	১৯	২০	২১	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
১৮৮১	০	২	১	২	৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১৮৮২	১১	১৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৮৮৩	২২	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
১৮৮৪	৩	৫	৪	৫	৬	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
১৮৮৫	১৪	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৮৮৬	২৫	২৭	২৬	২৭	২৮	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
১৮৮৭	৫	৭	৬	৭	৮	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১৮৮৮	১৬	১৮	১৭	১৮	১৯	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১৮৮৯	২৭	২৯	২৮	২৯	৩০	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের নিয়ে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবৃত্তক হইবে, সেই মাসের তারিখ ঐ অঙ্কের সহিত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা।

প্রমাণ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্ক ঐ মাসের হুই তারিখ দিয়া একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ তারিখে পূর্ণিমা। যদি ৩০ হয়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

অমাবস্তার দিন নিরূপণের বিধি। উপরের অঙ্কক্রমণিকার সনের পূর্বভাগে যে অঙ্ক আছে তাহা ৩০ হইতে বাদ দিলে যাহা বাকী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্তা। যথা—

১৮৭১ সনের জুন মাসের স্তম্ভের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩০ রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বাকী থাকে। সুতরাং জুন মাসের ১৭ দিনে অমাবস্তা।

তিথিদিগের অধিপতি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির অধিপতি অমি, দ্বিতীয়র প্রাভাপতি, তৃতীয়র গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, ষষ্ঠীর কার্তিক, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর হুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিষ্ণু, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দশীর হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্তার অধিপতি চন্দ্র।

- মাসদ্বাদ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের শুক্লাবদী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্তিকের শুক্লাদশমী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া ও কাশ্বনের শুক্লাচতুর্থী মাসদ্বাদ্ধা হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাবদী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদ্বাদ্ধা হয়।

এই মাসদ্বাদ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় এবং বিবাহে বিধবা, কৃষিকর্মে ফলের অভাব, বিদ্যারস্তে মূর্খ, জ্ঞানকমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এই জন্ম পণ্ডিতেরা দ্বাদ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম করে না।

প্রতিপদ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্বেই লেখা হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠমীর পারণবিধি—রোহিণীযুক্ত অষ্টমী থাকিলে পারণ করিবে না। করিলে পূর্বরূপে কর্ম এবং উপবাসজনিত ফল নষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অল্প অল্প ভ্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি। যে তিথি ও নক্ষত্রের বোলে উপবাসাদি করিবে, তাহার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা কর্তব্য নহে। জ্যৈষ্ঠমীতে রোহিণীযুক্ত হইলে উপবাসাদি হইবে এবং পূর্বদিনে যজ্ঞদণ্ডাস্থিকা অষ্টমী আছে, কিন্তু রোহিণীযোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত হয়, তবে পরদিনে উপবাসাদি করিবে।

যদি জরজীবাণে পূর্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাহি সার্বগ্রহর যামান্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিযুক্ত হয়, তবে ঐ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রের অন্ত্রে পারণ করিতে হইবে। আর যখন মহানিশার পূর্বে একের অবসান হয়, অন্তের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে। মহানিশার যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃকালে পারণ করিবে। কোন পণ্ডিত ষাটমাসেই রোহিণীযুক্ত অষ্টমীকে জরজী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ সূর্যের সমগ্রপাত অবস্থানে অমাবস্তা হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে সূর্য ষাট মাসে ষাটশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহা স্বীকার্য। যদি তাহাই হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অল্প মাসে সে রাশিতে কি একারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব ষাট মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিত্যন্ত অসম্ভব।

দুর্কাষ্টমী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দুর্কাষ্টমী কহে, এই অষ্টমী পূর্বযুক্ত গ্রাহ্য।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে, ইহাতে হুর্গার পূজা ও উপবাস করিবে, পুস্ত্রবান্ ব্যক্তির উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে নবমীতে পারণ করিবে। সহস্রকোটি একাদশী করিলে যে ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত নবমীযুক্ত হইলেই করিবে।

গোষ্ঠাষ্টমী—কার্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, সেই দিনে গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গবায়ুগমন করিলে মহাপুণ্য হয়।

অষ্টকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমীর নাম পূণাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃ-দিগকে মাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ভীমাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীমাষ্টমী। এই দিনে চারি বর্ষেরই ভীমকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ।]

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ইহাতে ৮টা অশোককলিকা তক্ষণ করিতে হয় ও দানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লোহিত জলে দানই বিধি।

অশোককলিকা পানের মন্ত্র—

“দামশোকহরাভীষ্ট মধুমাঙ্গমুদ্রব।

শিবামি শোকসন্তপ্তা দামশোকং সনা কুরু ॥”

[অশোকাষ্টমী দেখ।]

নবমী—অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহ্য, যে হেতু অষ্টমীর সহিত নবমীর যুগাদর। তাজ মাসের আভায়ুক্তা কৃষ্ণা নবমীতে বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। ঐ নবমীকে বোধননবমী কহে। সন্ধ্যাহলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি ঐ দিন আত্মানকত্র না পায়, তবে তিথিমাছাছ্য হেতু ঐ দিবসে করিতে হইবে।

কার্তিকের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে ব্রহ্মা চণ্ডীপূজা করিয়া-
ছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রদান, এইজন্ত ঐদিনে চণ্ডীপূজা
করিতে হয়।

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে স্নানাদি
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের পুনর্ব্বসনকত্রযুক্ত শুক্লা-
নবমীতে ভগবান্ রামরূপে জগৎপ্রহর করিয়াছিলেন, এইজন্ত
এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিবর্ষ্যগ্রহণকালের জ্ঞায়
ঐ দিনে যাছা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্বা কর্তব্য নহে অর্থাৎ
বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসাদি করিবে।
উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী
না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্বাতে
সাধারণেই উপবাস করিবে।

দশমী—শুক্লপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের
দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্র-
কর্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহরা কহে,
উক্ত দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্ত
ইহার নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানকত্র যোগ
হয়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নান মাত্র দশজয়ন্ত দশবিধ পাপ
নষ্ট হয়।

বিজয়াদশমী—আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী।
সেই দশমী তিথি উদয়ে প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর
বিসর্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্য নহে।

একাদশীর সহিত যুগাদরহেতু পরহৃত অর্থাৎ ষাদশীযুক্ত
একাদশীই প্রশস্ত। উত্তরপক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি,
ব্রহ্মচারী ও সায়িক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুন্-
বান্ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। শরন ও বোধন

মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তাহাতে পুন্বান্ গৃহস্থব্যক্তি ও
উপবাস করিবে। এতদ্বির অস্ত কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে
উপবাস করিবে না। আর পুন্ববতী সধবা কোন একাদশীই
করিবে না। উপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃকর হইয়া থাকে।
কিন্তু স্বামীর অমৃত্যু লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে
নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীত্রয় উত্তরপক্ষেই কর্তব্য।
যদি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যাদির নাশ ও
জগ ইত্যাদি জনিত পাতক হয়।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রভেদ
নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি
বৈষ্ণব। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবেরা ভক্তিযুক্ত হইয়া পক্ষে
পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ
পুন্বান্ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে
একাদশী নিত্যত্রয়। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ একাদশী তাহাদের
নিত্য কর্তব্য।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একা-
দশীর দিনে অরেক আশ্রয় করিয়া বাস করে। অতএব
ঐ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয়
করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই।
আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮০ বৎসর পর্যন্ত একা-
দশীর উপবাস করা কর্তব্য।

একাদশীর ব্যবস্থা—পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ যষ্টিদশমিক
একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল
একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া
ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি ষাদশীতে
পারণযোগ্য কাল না পায় অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী
পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে ষাদশী ও রাজিশেষে ষাদশীর ক্ষয়
হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণকেই গ্রাহ্য করিবে।
কারণ এরূপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর
যদি পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে ষাদশীযুক্তা
একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী
হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত ষাদশী
থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ
করিতে হইবে।

দশমীবিদ্বা একাদশী কখন করিবে না। যদি সূর্য্যোদয়ের
পর অন্নকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া ষাদশী
হয়, তবে শুদ্ধ ষাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ
করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়।
কিন্তু এরূপ অতি দুর্লভ।

যদি একাদশী বষ্টিদণ্ডায়িকা পর দিনে না থাকে, ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিভ্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুলা। একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অশৌচাদির প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না।

যদি একাদশী দিনে জীলোক রজস্বলাদি কারণে অশুদ্ধ থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্ন দ্বারা পূজাদি করাইবে। একাদশী করিতে না পারিলে তাহার অন্নকর আছে, উপবাস-সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মূল বা জলাহার করে, বা একবার হবিষ্য বা বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যহারী হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা আপনি বাহা আহাৰ করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

এই স্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থান একাদশীতে ঐ পূৰ্ণোক্ত নিয়ম থাকিবে না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্তন একাদশীতে যে ফল মূল ও জল মাত্র ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শূল্য নিক্ষেপ করে। এই জ্ঞাত এই সকল একাদশী সকলেরই কর্তব্য। ভীম একাদশী সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।]

দ্বাদশী—যুগ্মত্ব হেতু অর্থাৎ যুগ্মদ্বয়প্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশস্ত। বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্ণবীতিথি বা পিপীতকী দ্বাদশী কহে। অতএব ঐ দিনে পিপীতকীব্রত করিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। ঐ দিনে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্বপরিবর্তন ও কাস্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে উত্থান হয়। যদ্যপি অহুদ্রাধানকর হয়, তাহা হইলে উত্তম, নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাজিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। শ্রবণানক্সে পার্শ্বপরিবর্তন ও রেবতীনক্সে উত্থান করাইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উত্থান ও সন্ধ্যার পার্শ্বপরিবর্তন করাইবে।

যদি ঐ সকল নক্ষত্র তিথিতে সমাক্ষ যোগ না হয়, তবে পাদযোগ হইলেও ঐ সকল কৰ্ম্ম অর্থাৎ শয়নোত্থানাদি করাইবে। বিষ্ণু কোন সময়ে দিবাতে শয়ন ও রাত্রিতে উত্থান বা পার্শ্বপরিবর্তন করেন না।

শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্ত্বং নক্ষত্র

যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদি কৃত্য হইবে। কিন্তু একদশাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতে সন্ধ্যা সময়ে উক্ত কার্য্য সকল হইবে। আর যদি দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্ত্রপাদ যোগ হয়, তবে দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হইবে।

ভাদ্রের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্সের যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী কহে। ঐ দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি ঐ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ দ্বাদশী হইতে একাদশীর কাম্য আছে। আর যদি একাদশীতে যোগ না হয় দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও দ্বাদশী দুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্সের অবসানে পারণ করিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অবতা দ্বাদশী কহে।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যানক্স যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গায়ান করিলে মহৎ ফল হয়। এই দিনে গঙ্গায়ানের মন্ত্র—

“মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।

গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাক্ষি ॥”

ত্রয়োদশী—শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণাত্রয়োদশী চতুর্দশীযুক্তই প্রশস্ত।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে যদি মঘানক্স যোগ হয়, তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। এ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেণ শম্ব বচনে মধু ও পায়স দ্বারা মনুবচনে যৎ কিঞ্চিৎ মধু দ্বারা ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা করিতে হইবে, এই সন্দেহ ভগ্ননের নিমিত্ত বিষ্ণুধর্মোত্তরে ও শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে—

“পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকান্ন মদাম্ব চ।

তন্মাদদ্যং সন্দোযুক্তো বিবৎসু ব্রাহ্মণেষু চ ॥” (শাতাতপ)

“মদাম্বুক্তা চ তত্রাপি শত্ভা রাজত্বত্রয়োদশী।

তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

এস্থলে প্রথমোক্ত বচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ন দিয়া মদা-ষ্টকাদি যাবতীয় অষ্টক শ্রাদ্ধ করিতে ও পর বচনে মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এই স্থলে স্মার্ত্ত তট্টাচার্য্য (তত্রাশ্বযুক্ত কৃষ্ণপক্ষে অন্ন মৎ শ্রাদ্ধং তদ্বধুযোগেন

পায়সযোগেন বা ক্ষয়ং ভবেৎ) এইরূপ করিয়াছেন। এবং মহা বচনের স্থলে (অভোহ্য হুতরাঃ শ্রুতাপ্যধিকারঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

অশ্বিন মাসের দশম দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, অর্থাৎ ১০ দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে যদি মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাভয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজ-চ্ছায়াযোগে কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্নাপেক্ষা ফলাধিকার হয়। ইহাতে বিভক্ত অবিভক্ত প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জ্যোতির্ কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে।

যেমন বার্ষিক একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ জ্যোতির্ কনিষ্ঠের ভেদ নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান ব্যক্তির পিতৃদান করিতে নাই। যে শ্রাদ্ধে পিতৃদান নিষেধ হয়, সেই শ্রাদ্ধে স্বধাবচন (“স্বধাং বাচয়িত্তে”) পাঠ করিয়া পবিত্র মোচন করিবে না। কিন্তু ইহাতে অগ্নিদ্বার পিতৃ দিতে হইবে।

বারুণী—চৈত্র মাসের শতভিবানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাভয়োদশীকে বারুণী কহে। ইহাতে গজানান করিলে শতসূর্য্য গ্রহণকালীন গজানানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার যোগ হয়, তবে ইহাকে মহাবারুণী কহে। ইহাতে স্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল লাভ হয়। আর যদি শনিবারে শতভিবানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে মহামহাবারুণী কহে, এই মহামহাবারুণীতে গজানান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে কাক্তনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র থাকিলেও স্নানের সঙ্গ করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক বারুণীতে স্নান করিবে না এবং সামান্য শতভিবা অর্থাৎ পূর্নোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে যে শতভিবা তাহাতেও স্নান করিবে না। শতভিবানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে যে নারী স্নান করে, সে নিশ্চয়ই সপ্তজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে স্নানে দিবারাত্র সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, যখন ত্রিখনিক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই স্নান করিতে হইবে। ঐ দিনে গৃহস্থিত গজাজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়।

চৈত্র মাসের জ্যৈষ্ঠাভয়োদশীতে মদনের পূজা করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লাভয়োদশীতে যে মদনের পূজা করিয়া ব্যজন করে, তাহার সম্বৎসর কোন বিপদ হয় না।

চতুর্দশী—শুক্রাচতুর্দশী পূর্ণিমাযুক্ত ও কৃষ্ণাচতুর্দশী জ্যৈষ্ঠাভয়োদশীযুক্ত হইলে গ্রহণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশী উপবাসাদি কার্য্যে পরবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পূর্নবিদ্ধাতে করিবে।

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দশীর নাম সাবিজীচতুর্দশী। এই চতুর্দশী তিথিতে অবৈধব্য কামনার জীর্ণ শ্রদ্ধা ও তত্ত্বি যারা সাবিজীভূত করিবে। এই ব্রত অনন্তচতুর্দশীর ন্যায় ১৪ বৎসর করিতে হয়।

সাবিজীভূত পরবিদ্ধা কর্তব্য। যদি দুই দিনেই ব্রত কাল পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে। আর যদি উভয় দিনের প্রদোষ সময়ে চতুর্দশী লাভ না হয়, তবে পরদিনে ব্রত করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে। “চতুর্দশ্যামাবাত্তা যদা ভবতি নারদ।

উপোষ্য পূজনীয়া সূ চতুর্দশ্যাং বিধানতঃ॥” (জ্যোতিষে) ভাত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীকে অঘোরাচতুর্দশী কহে। ইহাতে শিবপূজা ও উপবাস করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

ভাত্রমাসের শুক্লাচতুর্দশীকে অনন্তচতুর্দশী কহে। এই অনন্তচতুর্দশীতে ব্রত করিলে সর্বকাম ও সর্বফল লাভ হয়। ঐ অনন্তব্রতের নিমিত্ত পূজাহোমাদি করিতে হয়। এ ব্রত পূর্নাক্ষকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্নকালে করিলেও ব্রত সিদ্ধ হইবে।

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুর্দশীর নাম ভূত-চতুর্দশী। এই তিথিতে গজানান, হোম ও তর্পণ করিতে হয়। অপামার্গ পল্লব মন্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং প্রদোষে দীপদান করিবে। ঐ তিথিতে দীপদান করিলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র বলিয়া এক এক উদ্দেশে তিলের সহিত তিনবার জল দান করিবে।

অপামার্গ মন্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র—

“শীতলোকসমায়ুক্তসকলকদলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ লাম্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥”

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীকে পাষণচতুর্দশী কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গোবীর অর্চনা করিয়া পাষণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে রটন্তীচতুর্দশী কহে। ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে না। স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। ঐ চতুর্দশীতে রটন্তীপূজা হয়। যদি ঐ তিথি দুইদিনেই অরুণোদয় কাল পায়, তবে পূর্বদিনে স্নান ও আর যেদিনে সন্ধ্যামুখ পাইবে সেইদিনে রটন্তীপূজা করিবে। ঐ রটন্তীপূজা পৌষের গোণচন্দ্র ও মাঘের মুখ্যচন্দ্র হইবে।

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর কাক্তন মাসের প্রথমেই হউক কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিকে শিবচতুর্দশী কহে এবং

ভাষাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু মাঘের গৌণচন্দ্র ও কাক্তনের মধ্যচন্দ্র গ্রহণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার কলের আধিক্য হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবসে শিবযোগ যদি হয়, তাহা হইলে এই ব্রতফল উত্তম হইতেও উত্তমত্তম হয়। এই তিথি যদি পূর্নদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ পায়, তাহা হইলে পূর্নদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্নদিনে মহানিশিতে চতুর্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে।

পূর্বে জম্বাটমী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে তিথির অস্ত্রে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জম্বাটমীর পক্ষে, এখানে সে বিধি নহে। এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দশীতে যদি শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দশী পতিত হইয়া মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইয়াছে, তাহা হইলে সেই চতুর্দশীতেই পারণ করিবে। ইহাতে দ্ব্যধিক্য আছে—

“ব্রহ্মাণ্ডোদয়মধ্যোক্ত্য যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।

পুজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়ং পারণে কৃতে॥” (কালপু*)

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দশীতে পারণ করিলে তাহাদের পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে উক্ত চতুর্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি না হয়, তবে পূর্ন নিশীথব্যাপিনী চতুর্দশীতে উপবাস ও অমাবস্তাতে পারণ করিতে হইবে।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীকে অজারকচতুর্দশী কহে। ঐদিনে গঙ্গাহ্রদে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচ প্রাপ্তি হয় না। এ স্থলে কাক্তনের মধ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র ব্যবস্থা।

পূর্ণিমা।—চতুর্দশীর সহিত যুগ্ম হেতু পূর্ণিমা গ্রাহ্য এবং দৈবকর্মে আদরণীয়। অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে গঙ্গাহ্রদ করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে জ্ঞান ও উপবাসের ফল হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জ্যোষ্ঠানক্সে যদি শুক্র ও শনি থাকেন এবং সেইদিনে শুক্রবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয় অথবা জ্যোষ্ঠানক্সে কি অশ্বরাধানক্সে শুক্রচন্দ্র উত্তর থাকে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। খনন জ্যোষ্ঠানক্সে অথবা অশ্বরাধা নক্সে বৃহস্পতি থাকেন এবং তৎপক্ষরশকে অর্থাৎ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্সে রবি থাকেন ও জ্যোষ্ঠা নক্সায়ুক্ত শনি হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসে বৎসরের জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যোষ্ঠানক্সায়ুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ হয়।

যে বৎসর মঘো জ্যোষ্ঠা কিংবা মূলা নক্সে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরকে জ্যৈষ্ঠমাঘবৎসর কহে।

পূর্ণিমা মঘস্তরার দিবস পূর্বে কথিত হইয়াছে, মাঘ ও শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আষিনের কৃষ্ণাজ্যোষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যিক। যদি পূর্নদিনে সন্ধ্যাকালে পূর্ণিমা তিথি লাভ হয়, তবে ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি উত্তর দিনেই সন্ধ্যাকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্তব্য। সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ে সন্ধ্যাকাল।

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাহ্য অর্থাৎ যে দিনে প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর হইবে। যদি পূর্নদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে তৎক্ষণাত হইবে। যদি পূর্নদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ সময়ে উক্ত তিথিগত না হয়, তাহা হইলে নিশীথব্যাপিনী তিথিতে অর্থাৎ পূর্নদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কা্তিকের পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা ও মঘস্তরা হয়।

পৌষমাসের পূর্ণিমা অতীত হইয়া মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষ্ণুপূজা করিবে, আর ঐ সময় পর্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না। মাঘমাসে মূলা ভক্ষণ করিলে অধিক দোষ হয়।

কাক্তনের পূর্ণিমার নাম দোলপূর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিবে। [দোল দেখ।]

অমাবস্তা। অমাবস্তা প্রতিপদযুক্ত হইলেই গ্রাহ্য। তাত্ত্বের অমাবস্তাকে মহালয়া কহে। ঐদিনে বিহিত পার্শ্বগ-শ্রাদ্ধ ও বোড়শ শিশু দান করিতে হয়।

কা্তিকের অমাবস্তাকে দীপাবিতা অমাবস্তা কহে। ঐদিনে পার্শ্বগশ্রাদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই শ্রাদ্ধ না করে, সেই ব্যক্তি দীপাবিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে।

কা্তিকমাসের অমাবস্তাতে দ্বানান্তর দধি, কীর ও শুড়াদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে তিলপূর্ব্বক অর্চনা ও পার্শ্বগ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ পিতৃগণ আশ্বিনী শ্রাদ্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকালে ঐ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।

আর ঐ দিনে লগ্নীপূজা ও উক্ত সময়ে দেবগৃহে দীপদান করিবে। তদ্ব্যবহতে ঐদিনে কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই পূজা প্রদোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি উত্তর দিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে

যুগ্মদর হেতু পরদিনে হইবে। উভয়দিনে প্রদোষকাল না পাইলে পার্শ্বের অমুরোধে পরদিনে উদ্যাদান করিবে।

“অমাবস্তা বদা সাজে দিবাভাগে চতুর্দশী।

পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীবিজ্ঞেয়া সুখরাজিকা ॥”

যদি দিবাভাগে চতুর্দশী, রাত্রিতে অমাবস্তা হয়, তাহা হইলে এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইহার নাম সুখরাজিকা। কিন্তু ইহার একটা বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী পর্যন্ত অমাবস্তা থাকে, তাহা হইলে পূর্কদিন ত্যাগ করিয়া পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে।

“দটেকো রজনীবোগো দর্শন্ত ত্যং পরেহহনি।

তদা বিহার পূর্ক্বেহাঃ পরেহাঃ সুখরাজিকা ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যদি উভয় দিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্তা না পায়, তবে শ্রাব্দের পরক্ষণে দিবাতেই উদ্যাদান করিবে। আর পূর্কদিনে প্রদোষ সময়ে অমাবস্তা যোগ হইয়া পরদিন শ্রাব্ধকাল পায়, তাহা হইলে পূর্কদিনে প্রদোষ সময়ে উদ্যাদান করিয়া পরদিন শ্রাব্ধ করিবে। আর যদি উভয়দিনে প্রদোষকালে অমাবস্তা লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে। (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপাদি তিথিতে জন্মফল।

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্বদা নানারসে বিভূষিত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রভাপশালী ও সূর্য্যবিষের স্তায়, স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশ স্বরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ার জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্মলচিত্ত, অতিশয় শূর, স্বীয় কুম্ভ কুলের চক্ষমা সদৃশ, বিপুল কীর্তিশালী এবং নিজ ভূজবল দ্বারা অর্য্যতিকুলকে পরাজিত করেন।

তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ার জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, নৃপাহুরাগী, বায়ুরোগযুক্ত, সর্বলোকের উপকারক, অজাধিকারে আশ্রয়ী, কোতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন হইবে।

চতুর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্বদা স্বীয় পুত্র মিত্র ও প্রমদা প্রমোদী, দৃতাতিলাবী, কৃপাবিত্ত, বিবাদশীল, বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়।

পঞ্চমীর ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমাত, সূক্ষ্মরসেহ, দয়ালু, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুণবান্ ও বহুবলনের একমাত্র মাননীয় হইবে।

ষষ্ঠীর ফল। ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিধান, বরিত্ত, চতুর, সূক্ষ্মকীর্তিসম্পন্ন, আলম্বিত বাহুবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্য-প্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কঙ্কাসম্বিতযুক্ত,

অর্য্যতিমাত্ত্বের যুগেন্দ্রস্বরূপ, বিশালনেত্র, বিদ্যাক্ত প্রভাব, দেবজিহ্বের অর্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিতৃধনহারী হইয়া থাকে।

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজলক্ষ ধনসম্পন্ন, কৃশাঙ্গ, সুখী, দয়ালু, স্বভীতিগ্রস্ত, চতুঃপদযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়।

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, দ্রুশ্রিয়, আচার-বিহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিজ্ঞাবিনোদী, ধনপুত্রযুক্ত, লবণবিশিষ্ট, কল্মষাগ্রাণী অধিক শ্রীসম্পন্ন, উদারচেতা, প্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়।

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে ক্রোধোৎকটমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, স্তম্ভাবী, যোগাদিকর্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্তা, মহামতিসম্পন্ন, দেব-গুরুপ্রিয় এবং অতিশয় রুষ্ট হইবে।

দ্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সন্তানবিশিষ্ট, সর্বজনানুরাগী, নৃপমাত, অতিথিপ্রিয়, প্রবাস বাসহীন এবং ব্যবহারদক্ষ হয়।

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাবিক্রভাবশূন্য, বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্বদা আলস্যযুক্ত এবং একমাত্র শিরশ্চণ্ডবৎ হইবে।

চতুর্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধস্বভাব, সর্বদা রেষপরায়ণ, তন্দ্রার, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচিত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর ফল পৃথক্ হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দশী তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, প্রথমভাগে জন্ম হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়া থাকে।

পূর্ণিমার জন্ম হইলে কল্মষভূলা রূপবান্, স্বভীতিগ্রস্ত, জ্ঞানোপার্জিত ধনসম্পন্ন, সর্বদা হর্ষযুক্ত, শূর, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারে দক্ষ হয়।

অমাবস্তায় জন্ম হইলে ক্রুর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল এবং সর্বদা চৌর্য্যকার্য্যরত হইবে।

সিনীবালা তিথিতে যদি দাসী, পত্নী, পুত্র, গজ, অশ্ব, মহিষী প্রভৃতির কোন একটা প্রসব হয়, তাহা হইলে পৃথ-স্বামী ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্দ্রেরও একরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাঁহারও ধনহানি হইয়া থাকে। যেক্রপ

গত প্রস্তুত দোষ বর্ণিত আছে, সিনীবাদীতে প্রসব হইলে সেই-
রূপ দোষকর হইবে। এই তিথিতে প্রসব হইলে গৃহস্থামীর
আয়ুঃ ও ধননাশ হয়।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও
পূর্ণা এই পাঁচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে।

তন্মধ্যে প্রতিপদ, একাদশী ও যষ্টি এই তিন তিথির নাম
নন্দা। দ্বিতীয়া, ষাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী ও
ত্রয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী এই তিন তিথি
রিক্তা। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা এইকয় তিথির
নাম পূর্ণা।

নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবতা ভক্তি-
নিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী,
ধনবান্, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বপণ্ডিত হয়।

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপুত্রা, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত,
শূর, শাসনকর্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে।

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরু-
নিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রুহস্তা ও ধার্মিক হইবে।

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা,
সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ লগ্নচক্রিকা)

মৃত্যু-তিথি-নির্ণয়।

বয়স, রাশি ও স্বরাক্ষ একত্র যোগ করিয়া যুক্তাক্ষকে ৩
দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা নন্দাদি
তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে
মৃত্যু হইবে। এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে,
৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও
৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণা তিথিতে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে। বয়সের অক্ষ, রাশির অক্ষ ও স্বরাক্ষ, একত্র
যোগ করিয়া যুক্তাক্ষকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা
থাকিবে, তাহা দ্বারা নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে।

বয়োরাশি স্বরাক্ষ একত্র যোগ করিয়া যুক্তাক্ষকে ৬ দিয়া
ভাগ করিলে অবশিষ্ট অক্ষদ্বারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে।
বয়সের অক্ষ, স্বরাক্ষ ও রাশির অক্ষ একত্র যোগ করিয়া
যুক্তাক্ষকে ৬ দিয়া গুণ করিবে, পরে ঐ গুণফলকে ১৫ দিয়া
ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি
স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ, ২ অবশিষ্ট
থাকিলে দ্বিতীয়া, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়া ইত্যাদি।

চন্দ্রবলসাধন। শুক্লপ্রতিপদ হইতে ১০ দিবস অর্থাৎ
শুক্রাদশমী পর্যন্ত চন্দ্রমধ্যবল, শুক্রা একাদশী হইতে দশদিবস

অর্থাৎ কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্যন্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে
দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্তা পর্যন্ত চন্দ্র হীনবল।

তিথি বিশেষে জ্বরাদি ভক্ষণ নিবেদন। প্রতিপদে কুয়াণ্ড-
ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড়), তৃতীয়াতে
পটোল, চতুর্থীতে মৃগা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্ত-
মীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুঘী
(লাউ), দশমীতে কলষী, একাদশীতে শিথি, ষাদশীতে
পুতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্তাকু, চতুর্দশীতে মাংসকলাই ও
মাংস, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ের শুক্রা একাদশী হইতে কার্তিকের শুক্রাদশমী
পর্যন্ত শ্বেতশিখী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমীশাক,
বার্তাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কার্তিকের শুক্র একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত মৎস্য ও
মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (শ্রুতি)

তিথি বিশেষে যোগিনীনির্ণয়। প্রতিপদ ও নবমীতে পূর্বা-
দিক, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে
দক্ষিণে, চতুর্থী ও ষাদশীতে নৈঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে
পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে
উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্তাতে ঈশানে যোগিনী থাকে।

যাত্রার ফল। ষষ্ঠী, অষ্টমী, ষাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণপ্রতিপদ,
অমাবস্তা, রিক্তা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যাহস্পর্শে যাত্রা নিবেদন,
এতদ্বিন্ন অজ্ঞ তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়া
বারে ষাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদণ্ডা হয়।

রবিবারে ষাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী
ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদণ্ডা হয়, ইহাতে কোন শুভ
কার্য্য করিবে না।

বর্ষপ্রবেশ তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখ্যাতে ১১ দ্বারা গুণ
করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে ঐ গুণফলকে ১৭০ দিয়া
ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা ঐ পূর্বস্থাপিত
অক্ষের সহিত যোগ করিবে। এই যুক্তাক্ষকে ৩০ দিয়া
ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম
তিথ্যাক্ষ যোগ করিলে যে অক্ষ হইবে, সেই অক্ষ দ্বারা বর্ষ-
প্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে, এই অক্ষ ত্রিশের অধিক
হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা
গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্বাঙ্গের
তিথিতেও বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ)

তিথিতে দেবপূজা ভেদ।

“যদিনং যন্ত দেবন্ত তদিনে শুভ সংস্থিতিঃ।” (নারদ)

যে দেবতার যেদিন নির্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব-

ভার সংহতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বৈশ্বা, দশ-
মীতে যম, বতীতে শুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গোমী।
নবমীতে সরস্বতী, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দশী ও
একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চ-
মীতে কণীশ, পূর্ণমাসে (অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা)
ইন্দ্রপূজা করিবে, এই এই তিথিতে পূর্বোক্ত দেবতা সকল
পূজা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। (অগ্নিপু.)

তিথিকৃত্য (স্ত্রী) তিথিবু কৃত্যং ৬৩৭। তিথিবিহিত কার্য।
বিবাহাদি মাসলিক কর্ম সমুদয় যে যে তিথিতে কর্তব্য বলিয়া
নির্দিষ্ট আছে।

উদাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম, বাস্তকর্ম,
গৃহপ্রবেশ ও সকল প্রকার মাসলিক কার্য শুক্লপক্ষের
প্রতিপদে করিবে না।

“নোমাহযাত্রোপনয়নপ্রতিষ্ঠা সীমন্তচৌলাখিল বাস্তকর্ম।

গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলান্য কার্যং হি মাসান্যতিথৈঃ কদাচিৎ”

(পীষধারায়ত বসিষ্ঠোক্ত)

কেহ কেহ বলেন, শুক্ল প্রতিপদের জ্ঞান কৃষ্ণ প্রতিপদও
বর্জনীয়, কিন্তু ইহা সন্দেহ নহে। কারণ মূলবচনে “মাসান্য
তিথৈঃ” এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ প্রতিপদও নিষিদ্ধ এই
রূপ অভিপ্রায় হইলে “পঞ্চান্য তিথৈঃ” এইরূপ উল্লেখ করা
সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্তাদ চিহ্ন, বাস্ত ও
ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিজ্ঞানস্তু, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল
প্রকার মাসলিক কার্য শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্য
হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে ঋণপ্রদান ভিন্ন অজ্ঞাত
মঙ্গলকার্য শুভকর। বতীতে অভ্যঙ্গ, যাত্রা ব্যতীত পৌষ্টিক
মঙ্গলকার্য বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য
শুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কার্য শুভজনক। অষ্টমীতে
সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তকর্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্য
উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্য বিধেয়। একাদশীতে
ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম, সমগ্র ধর্মকার্য ও শিল্পকর্ম বিধেয়।
দ্বাদশীতে যাত্রা ও নবগ্রহ ব্যতীত অজ্ঞাত শুভকর্ম হিতকর।
ত্রয়োদশীতে দ্বিতীয়দি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্য
বিধেয়। পূর্ণিমাতে বজ্রক্রিয়া, পৌষ্টিক ও মঙ্গলকার্য,
সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তকর্ম, উদাহ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি
সমগ্র মঙ্গল কার্য করিতে পারা যায়।

অমাবস্তাতে পিতৃকর্ম ভিন্ন অস্ত শুভকর্ম বর্জনীয়। যদি
মোহপ্রযুক্ত নিষিদ্ধ এই সকল কার্যের আঁটান করে, তাহা
হইতে সকলই বিনষ্ট হয়। (পী. ধা. বসিষ্ঠবচন)

তিথিকর্ম (পুং) তিথীনাং তিথ্যুপলব্ধিক্রমকালানাং কর্মো
কর্মারম্ভো বসিন্ বহতী। ১ দর্শ. অমাবস্তা। (শব্দার্থচ.)

তিথীনাং কর্ম: ৬৩৭। ২ তিথির নাম, দিনকর্ম।

“একস্মিন্ সাবদেখসি তিথীনাং জিতয়ং যদা।

তদা দিনকর্ম: প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং কলং” (জ্যোতিষ)

একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনকর্ম কহে
এবং ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহস্র গুণ ফল
হয়। [অবশ ও ত্রাহস্পর্শ দেখ।]

তিথিপতি (পুং) তিথীনাং পত্যঃ ৬৩৭। তিথিদিগের অধিপতি।

ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, বড়ানন, লজ্জ, বহু,
ভূজগ, ধর্ম, ঈশ, সবিতা, মম্বথ এবং কলি এই সকল দেবতা
প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। অমাবস্তার অধি-
পতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞা সূচক ক্রিয়া সকল
উক্ত উক্ত তিথিতে করা কর্তব্য। (বৃহৎসং ৯৯ অ°)

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার
প্রজাপতি, তৃতীয়ার গোমী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি,
ষষ্ঠীর শুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর ভূগা, দশমীর
যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দশীর
হর, পূর্ণিমা ও অমাবস্তার অধিপতি শশী।

“অগ্নিপ্রজাপতিগৌরী গণেশোহি শুহো রবিঃ।

শিবো ভূগা যমো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী।

পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ” (জ্যোতিষ)

তিথিশ্রদ্ধী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি প্র-নী-কিপ্। চন্দ্র।

তিথিযুগ্ম (স্ত্রী) তিথ্যো তিথিবিশেষবয়ো যুগ্মং ৬৩৭। তিথি-
বিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিবর্ষ।

তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬৩৭। তিথির সন্ধি,
পূর্ণাপর তিথির সন্ধি।

তিথী (স্ত্রী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ভীষ। [তিথি দেখ।]

তিথ্যর্ক (স্ত্রী) তিথীনাং অর্কঃ ৬৩৭। করণ।

তিন (দেশজ) ৩ সংখ্যা।

তিনকাল (দেশজ) ১ বালাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা।

২ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। ৪
খণ্ডপ্রলয়, মৈনদিনপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫ যমজয়। ৬ সংহার
কর্তৃত্ব। [ত্রিকাল দেখ।]

তিনখান (দেশজ) তিনখণ্ড। তিনপাতী।

তিনগুণ (দেশজ) তিনবার গুণিত।

তিনাশ (দেশজ) তিনশ বৃক্ষ।

তিনাশক (পুং) তিনশ বার্থে কন্ পৃষোদরাদির্বাণ্য আশং।

তিনশ বৃক্ষ।

তিনি (দেশজ: তদ্ শব্দের প্রথম অংশ) দেহে, অল্পবিস্তৃত মাংস ব্যক্তিতে প্রযুক্ত।

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মধুরা প্রভৃতি ফলে তিনাশ এই নামে বিখ্যাত। পর্যায়—তন্দন, নেমী, রথজ, অতিমুক্তক, বহুল, চিত্রক, চক্রী, শতাল, শকট, রথ, রথিক, ভগ্নগর্ভ, মেঘী, জলধর, তন্দনি, অক্ষক, তিনাশক। (Dalbergia Ougeinsis) ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতন্যনাশক, গ্রাহক, দাহজনক, স্লেমা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শিথ, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও কুমিনাশক। (ভাবপ্রা°)

তিস্তিডু (পুং) তিস্তিডী পুণ্ডোরাদিহাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাঃ, তেঁতুল।

তিস্তিডিকা (স্ত্রী) তিস্তিডী স্বার্থে কন্—টাপ্ পূর্ণ হ্রস্বচ।

তিস্তিডী।

তিস্তিডী (স্ত্রী) তিমাতে ক্রিয়াতে মুখ্যভাস্তরমেন তিম-ঈ-কন্ পুণ্ডোরাদি। বৃক্ষবিশেষ, তেঁতুল। পর্যায়—টিকা, অম্লিকা, তিস্তিডিক, তিস্তিডীকা, অম্লীকা, অম্লিকা, অম্লীকা, চুফ, চুকা, চুজিকা, অম্লা, অভ্যম্লা, ভুজা, ভুজিকা, চারিডা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিল, বমদৃতিকা, শাকচুজিকা, স্নুচুজিকা, স্নুতিস্তিডা। (Tamarindos Indica) কাঁচা তেঁতুলের গুণ—অত্যন্ত, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক।

পাকা তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ্টভনাশক, মধুরাস, পিত্ত, দাহ, অম্র ও কফ-দোষ-প্রকোপক। পাকা তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাস, রুচি-প্রদ, শোফ ও পাককর, ইহা প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও বাথানাশক। তেঁতুলের শুষ্ক বস্তুস্বাদের গুণ—শূল ও মল্লিগনাশক। (রাজনি°) তেঁতুলের পক্ষফল জলদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দিত করিয়া শর্করা ও মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুরা স্রবাসিত করিবে, এইরূপে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, বাতনাশক, পিত্তশ্লৈষ্মাকর ও বহিরোধক। (ভাবপ্রা°)

[তেঁতুল দেখ।]

তিস্তিডীক (স্ত্রী পুং) তিম-ঈকন্ নিগাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষাঃ, তেঁতুল। [তিস্তিডী দেখ।]

তিস্তিডীদ্যুত (স্ত্রী) তিস্তিডীভিঃ তিস্তিডীজাত্যুতৈঃ বদ্ধ্যুতঃ। চুফুরী, কাঁই বিচিত্র খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া যে খেলা হয়, তাহাকে তিস্তিডীদ্যুত কহে।

তিস্তিরাঙ্গ (স্ত্রী) বজ্রলোহ।

তিস্তিলিকা (স্ত্রী) তিস্তিডিকা ভূত লবঃ। তিস্তিডী, তেঁতুলগাছ।

তিস্তিলী (স্ত্রী) তিস্তিডী ভূত লবঃ। তেঁতুলগাছ।

তিস্তিলীকা (স্ত্রী) তিস্তিডীকা ভূত লবঃ। তেঁতুলগাছ।

তিস্তিলীকল (স্ত্রী) অরণ্যাদি বীজ।

তিস্তিল (পুং) চিত্তিশব্দক। (রাজনি°)

তিস্তু (পুং) তিমাতি আর্জীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিগা-তনাৎ সাধুঃ। তিস্তুক বৃক্ষ।

তিস্তুক (স্ত্রী) তিস্তুরিব কারতি কৈ-ক। ১ কর্ণপরিমাণ, দুই তোলা। (বৈদ্যকপরি°) (পুং স্ত্রী) তিস্তু স্বার্থে কন্। রক্তলোহ বৃক্ষ। পীলুবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ। পর্যায়—দুর্জক, কালকক, শিতিশারক, দুর্জক, কেম্বু, তিস্তু, তিস্তুল, তিস্তুকি, তিস্তুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, অর্ধাক, রামণ, দুর্জক, স্পন্দনাস্বর, কালসার।

অপক গাব ফলের গুণ—কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, শীতল, লঘু। পক গাবফলের গুণ—মধুর, শিথ, দ্রবীকর, স্লেষ্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক এবং বিষদ। (রাজনি°)

অপকগাব—ধারক, বায়ুর্জক, শীতবীৰ্য ও লঘু। পক-গাব—মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ-নাশক। (ভাবপ্রা°)

তিস্তুকতীর্ণ, তীর্থ বিশেষ। এই তীর্থ মধুরার অতি সন্নিকট, এই তীর্থে মানবানারি করিলে বিফুলোক প্রাপ্তি হয়।

(ত্রী) বৃন্দাবনগীলাবৃত্ত

তিস্তুকি (স্ত্রী) তিস্তুকী নিগাতনাৎ হ্রস্বঃ। তিস্তুক।

তিস্তুকিনী (স্ত্রী) তিস্তুকস্তদাকারঃ কলেহন্ত্যভাঃ তিস্তুক-ইনি ভীপ্। আবর্তকীলতা, কোকগদেশে ভগতবরী। (রাজনি°)

তিস্তুকী (স্ত্রী) তিস্তুক গোরা° ভীহ্। তিস্তুক।

তিস্তুল (পুং) তিস্তুক পুণ্ডোরাদিহাৎ কত ল। তিস্তুক।

তিস্তবেলী (তিক-নেশ্বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধাতুর বেড়া বা বাঁশের বেড়া)—মাঝিগাতো মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মহারা রাজ্যের তিস্তর একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর।

মহারা বর্ষন ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটের নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিস্তবেলী একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫০৮১ বর্গ মাইল। ভারতের দক্ষিণপূর্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকূল-বর্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্বে মহারা জেলা, দক্ষিণে মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এই পর্বতমালা দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত রাজ্য হইতে বিয়ুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভেবার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত উপকূলভাগ ২৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটি দৈর্ঘ্যে ১২২ মাইল ও প্রস্থে ৭৪ মাইল। এখানকার স্থিতি সাধারণতঃ

সমতল, জমীর ঢাল পূর্বদিকে। পশ্চিমে পর্বতমালা ৪০০০ ফিট উচ্চ। পর্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিটের অধিক নহে। জেলার ৩৪টি নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান তাম্রপর্ণী ৮০ মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে। পাণ-নাশম্ নামক স্থানে ইহার একটা স্নানর জলপ্রপাত আছে। চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুতালম্ নামক স্থানের উত্তে উৎপন্ন হইয়াছে। তাম্রপর্ণীতীরে তিম্বেলী ও পালামকোটী নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটা প্রধান নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ আর বৃক্ষশূন্য, দক্ষিণভাগে ভালবন।

ইতিহাস। ইহার স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। মহারা ও জিবা-ছুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে জাতি-সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুন্ডা-উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্কেই নগরে পাণ্ডা, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে বিবাদের পর পাণ্ডাই এই দেশে রহিলেন। অগস্ত্যধি প্রথমে এদেশে আর্ধ্যব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। প্রবাদ অগস্ত্যধি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্বতে আজিও জীবিত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বলেন, অগস্ত্যই তামিল ভাষার সৃষ্টিকর্তা। পাণ্ড্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কেই, দ্বিতীয় মহারা। কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরি-প্লাস্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮০ খৃষ্টাব্দ)। উক্ত গ্রন্থে এই নগর মুন্ডা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নগর এখন একটা ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্যবসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রাচীন করালু নগরী। মার্কোপোলো ইহাকে কেইলু বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম কোর-কেই। বর্তমান রামেশ্বরম্ নগরের প্রাচীন নাম কোটা, ইহাও মুন্ডা ব্যবসায়ের জন্য গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত ছিল। "কোল্কেই" অর্থে সৈন্তদল বা স্কাবায়। কোল্কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থানকে এখনও প্রাচীন করাল বলে। এই প্রাচীন করাল সমুদ্রতীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। করাল অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিধিষ্ট বৃহৎ হয়। চীন ও আরবের সহিত এই করাল নগরের প্রাচীন কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। পৰ্তুগীজেরা আসিয়া করালকে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দেখিয়া ভূতিকাশিণ (ভুতভুড়ি) সহরকে বাণিজ্য বন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিম্বেলী জেলার ভুতভুড়ি প্রাধান্য বন্দর। বর্তমান কোরকেই সহর প্রাচীন করালের

অংশ বিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির ধোবিত লিপি ও আকা-সালেই (টীকশাল) প্রভৃতি নদীর স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধে করালের কোন স্থানে বৃত্তিকা মধ্যে নানা প্রকার চীনে মাটির টুকরা ও চীনদিগের প্রাচীন জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে লাবিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান ক্যাথলিক মন্ত্র ব্যবসায়ীরা বাস করে। মার্কোপোলো বলেন, পাণ্ড্যবংশীয় পঞ্চ-ভ্রাতার মধ্যে আবায়নামক ভ্রাতৃত্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। এডেন, হরমস্ প্রভৃতি-আরবীর জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে আসিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত। রাজার যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাঁহার ৩০০ পত্নী ছিল। এইস্থান মিঃ ক্যান্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ মৃৎপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটার বেড় প্রায় ১১ ফুট। ইহার মধ্যে মহা-কঙ্কাল ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বৃক্ষমূর্ত্তি দেখা যায়, পূজাদি হয় না, একস্থলে এক বৃক্ষমূর্ত্তি উটাইয়া ফেলিয়া ধোপারা কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পৰ্তুগীজেরা যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্-রাজকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি জিবাছুড়ের কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পৰ্তুগীজ-আগমনের সময় ইহা জিবাছুড়-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে থাকিয়া সুলতানপাণ্ডা কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহা একবার মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাণ্ড্যরাজ জরী হন। এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা ছিল। পাণ্ড্যরাজবংশীরেরা ও কর্ণাট নায়কেরা ইহা টুকরা টুকরা করিয়া অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের সেনাপতি নায়কগণ মহারার নায়ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর লুপ্ত হইলে ইহা স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উপকূলে পৰ্তুগীজদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইহার ভূতভুড়িতে প্রথম যুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু প্রকৃতগত্রে কয়েকজন পাটেলভায়ার (পলিগার) সর্দারগণের অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কেবল সর্দার-দিগের পরস্পর ক্ষয় বৃদ্ধিবিগ্রহে অরাজকতার ভাৱ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ হুসুফ খাঁ মহারা ও তিম্বেলী রাজ্যেব্দে অস্থায়ী স্থাপনের জন্য আসিয়া তিম্বেলী

একজন হিন্দু সর্দারের হস্তে ১১০০০০ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলদুর্ভাগ্যে খাঁ চলিয়া গেলে আবার পূর্ববৎ অরাজকতা দেখা দিল। তিনি আবার আসিয়া নিজে উত্তর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে তিনি রাজত্ব দিতে অক্ষম হওয়ার সৈন্তদল কর্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁদীতে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব হিসাবে আর্কটের নবাব এই জেলা ইংরাজদিগকে দান করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চক্ৰনগতি ও. পাল্লালম্বুরিচি নামক হুইটী পলিগার সর্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলাটন জয় করেন। কতকগুলি পলিগার-সর্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হওয়ার টিপু-সুলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আসেন ও হুগ্গ ধ্বংস করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাট ও তিস্বেবেলী এই সময় ইংরাজের হস্তগত হওয়ার সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। এখানে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানের বাস আছে, মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক। মুসলমানেরা প্রাচীন আরব-দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর বলে। ইংরাজেরা লাখি বলেন। ইহারা মন্তব্যবসায়ী।

হিন্দুদের মধ্যে বন্নীয় (মজুর ও কৃষক), বেলাল (কৃষি-ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়ালা), পরিয়া (চণ্ডালের ছায় নীচ জাতি ও জাতিভ্রষ্ট), কন্দালর (শিৱী), ব্রাহ্মণ, কৈকলর (তাঁতি), সাতানী (বর্গসকর ও নীচজাতি), অম্বতন (নাপিত), বরন (খোপা), শেঠী (বগিক্), কুশবন (কুস্তকার), ক্ষত্রিয়, শেখাডবন (জেলে), কগকন্ (মসীজীবী) প্রভৃতি জাতি প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকেরা এদেশে এক প্রকার প্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কথ-লিক খৃষ্টান। শানানেরা ভালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাসনা প্রচলিত, ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রভাব এখানে অতি অল্প। অনেক ব্রাহ্মণও প্রেতপূজা অবলম্বন করিয়াছেন।

বেলালর জাতির মধ্যে কোট্টাই বেলালর নামে এক সম্ভ্রম আছে, তাহারা সকলে এক মৃগয় হুগ্গমধ্যে বাস করে, ইহাদের জীজাতি এই হুগ্গের বাহিরে আসিতে পার না।

সমুদ্রতীরে ভেঙ্কচেন্দুর ভান্ডপর্গীর উপর পাণনাম্ ও চিজাত্তারে কোভালুম্ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আছে। কোভালুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ “ভেঙ্কানী” অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান অভ্যাতারের সময় ইহারা পর্তুগীজদিগের আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে তদবধি সেন্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া পরিচর দেয়।

মহ্মা ও তিস্বেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাকিচাষের জন্ত লোক চালান হয়। ইহাদের মধ্যে ২০ বৎসর বাদে বার আনা ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া যায়।

এখানে ৩২টা নগর আছে। তন্মধ্যে তিস্বেবেলী, পালম্কেটা, তুতকুড়ি ও ত্রিবিমপতুর নগর প্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পতম্বল ভাষা চলিত। এখানে ধান, কচু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রভৃতি চাষ হয়। তামাক, কাকি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও ভাল প্রধান কৃষিবিধা। তুতকুড়ি হইতে ভেড়া, ঘোড়া ও গোর সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুলা, কাকি, তালের মিহরি ও লঙ্কা অল্প চালান হয়। উপকূল-ভাগে কড়ি, শম্ভ ও শুক্খিয়ারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক সময়ে ওলন্দাজেরা শম্ভধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া ছিল। মনআর উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুক্কা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার মুক্তার বর্ষ তত উৎকৃষ্ট নহে। শম্ভ বন্দদেশে বেশী রপ্তানী হয়। এই জেলা শাসন জন্ত ৪ ভাগ ও ৯ তালুক বিভক্ত যথা—তিস্বেবেলী তালুক, (পালম্কেটা), তাপীড়ারম্ ও তেঙ্করাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অম্বাসমুদ্র তেনকানী (শর্ম্মদেবী), ত্রিবিমপতুর, সাতুর, শব্বরগৈনারকরণ (ত্রিবিমপতুর)। এজেলার রেলপথ আছে।

তিস্বেবেলী সহর ভান্ডপর্গীর বামতীরে ১ মাইল দূরে ৮° ৪০' ৪৭" উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭° ৪০' ৪২" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২২৪৮, মুসলমান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি বিখ্যাত। জরিভের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও নিয়মে নির্মিত। সমস্ত মন্দিরাদিক্ত স্থান ১ মৈর্ঘ্যে ৭৫৬ ফিট, প্রস্থে ৫৮০ ফিট। অজ্ঞাত বৃহৎমন্দিরের ন্যায় ইহারও সহস্রতন্ত নাটমন্দির আছে।

তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটা নদী। মগিপুরে ইহাকে কুমাই বলে। লুসাই পর্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই পাহাড়ে এই নদী হুরিয়া হুরিয়া কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে “বরাক” নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সম্মুখলে

তিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে সুলাই-
দিগের সহিত ব্যবসা চলিয়া থাকে। সুলাইরা তুলা, পারি-
কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), ইতিদ্র, মোম প্রভৃতি
বনজাত দ্রব্য লইয়া আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহযন্ত্রাদি,
কাপড়, পুঁতিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে।

তিপাগড়, মধ্যভারতের একটি প্রাচীন স্থান। ইহা চান্কা-
হেলার অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্বতের উপর তিপাগড়
নামে একটি কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটি সরো-
বর হইতে তিপাগড়ী নামে একটি নদীও উৎপন্ন হইয়াছে।
এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম সাহেবের মতে গোঁড়রাজাদিগের
কীর্তি। দুরারোহ পর্বত, বাঁশবন ও গম্য পথ অভাবে এই
দুর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এক দুর্গম যে এক তিপা-
গড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই দুর্গটি তিপাগড়
পর্বতের একটি দুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই
দুর্গের নিম্নে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্শ্বভা-
হদের জ্ঞার। এই দুর্গসরোবর প্রায় চতুর্দিকে প্রাচীর-
বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর
পর্বতের অবিরোধ ও অবরোধ অসুসারে একক্রমে
পাঁচটি শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের
মধ্যে অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকার
তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনদীর
জল প্রায় পাহাড়ের ঢালুস্থান দিয়া উত্তীর্ণ না হইয়া যেখান
সেখান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত
উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্তী হরলদন্দ
গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে
উত্তীর্ণ হইবার সুবিধা না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই।
প্রাচীরটি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্তু এখন কোথাও
৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় না।

পর্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি
বাসবৃহৎ ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে এক
রাজবাটী ছিল।

পর্বতের গাত্রে একটি হুম্মানের আকৃতি খোদিত আছে
মাত্র; এখানে উৎকীর্ণ শিল্পের আর কিছুই কোথাও নাই।
সরোবরটি চতুর্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয়া বাঁধান। চূর্ণস্বরকী
বা কোনরূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে
সিঁড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই
ভাঙ্গার মুখ হইতেই তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে
বলিয়া প্রবাদ আছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত
হয় না বলিয়া অসম্মান হয়, অত্ৰ দিক্ হইতে তিপাগড়ী

উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের ভল্লদেশ
হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার
জল অতি বহু, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। সরোবরের মধ্য স্থলে
প্রায় ৫০০ ফিট পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং
যে দিকে এখনও পাথর বাঁধান আছে, সে দিকেও নাই।
প্রবাদ এইরূপ যে এই দুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত
রথে নামিতে নামিতে হৃদের মধ্যে রথসহ অদৃষ্ট হন, তদবধি
ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। আর একটি প্রবাদ আছে
যে, ক্রপদরাজ এই দুর্গ নির্মাণ করেন; তিনি বৃহৎগড়ে
থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়া স্রুঙ্গ করিয়া তিনি এখানে
আসিতেন। এখানে তাঁহার আখড়া (মল্লভূমি) ছিল। পাউ-
নির রাজাও ভূগর্ভ দিয়া স্রুঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায়
আসিতেন। ক্রপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন না।

তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটি দেশ। তিব্বতীর ভাষায়
ইহার নাম 'গো'। ইহার উত্তরে চীনভাষার, পূর্বে চীন,
দক্ষিণে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে তুরান। ইহার পরিমাপ
কল ১,৮০,৫০০ বর্গকোশ, লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০। ইহার
দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ
পর্বত আছে, চীনেরা এই পর্বতকে 'কিয়ুনুন' এবং হিন্দুরা
'কৈলাস' বলেন। পূর্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্বত
আছে। এই সকল পর্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক
নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত ও শীত-
প্রধান। শীতের অতি প্রাচুর্য্যব বলিয়া অধিক উত্তীর্ণ
জন্মে না, একজ্ঞা জালানি অতিশয় হুম্রাপ্য। নানাপ্রকার
পশু পক্ষী আছে। গো, মেঘ, অশ্ব ও অশ্বভরই সাধারণ
পশু। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা,
মেঘ ও ছাগই সেসকল ভারবহনের কার্য্য করে। চমরী নামে
এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়।
[চমরী দেখ।] কস্তুরিকা যুগও এদেশে বিস্তর। এই
দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [অজ দেখ।]

এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাঙ্গ ও বলবান্। [কুকুর দেখ।]
তিব্বতের আকরে স্বর্ণ, পারদ, সোহাগা ও লবণ পাওয়া
যায়। তিব্বতবাসীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের
জ্ঞার। ইহারা অলস, শান্ত, সন্তোষিত। শাল ও লৌহজ বস্ত্রবহনই
ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিতই ইহাদের বাণিজ্য
বেশী হয়। শবদাহ বা শবপ্রোথিতকরণ-প্রথা এদেশে
নাই, ইহারা পারসীদিগের জ্ঞায় অশ্রমের শব কেয়িল দিয়া
আসে, কেবল বাজকের দেহ দাহ করে। মেঘমাংস এখানে
খাদ্য। অনেকে আমদান্য ভক্ষণ করে। ইহারা সকল

মহোদয়ের মিলিয়া একটা গ্রীকে বিবাহ করে। কোষ্ঠভাতা গ্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিক্ষতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের বালকলত্ৰাবার 'লামা' নামে খ্যাত। দলইলামা সৰ্ব্বপ্রধান, তশিলামা দ্বিতীয়। তিক্ষতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, দলইলামা স্বয়ং জৈবর, মনুষ্যবশেষে মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্তন করেন মাত্র। দলইলামার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ লক্ষণ-ক্রান্ত শিল্পকে দলইলামার "নবশরীর ধারণ" জানিয়া তাহা-কেই তৎপরে অভিবিক্র করা হয়। সকলে পূৰ্ব্ব দলইলামার দেহ সোণার মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে। তশিলামা বুকের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও ধৰ্মোপদেশক।

তিক্ষতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধপ্রতিমা আছে। তিক্ষতের ভাষা স্বতন্ত্র। অক্ষর অভ্যাস পরিমাণে নাগর সদৃশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ লিপি ভারত হইতে তিক্ষতে গিয়াছে। ইহার কাঠফলকে উৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে।

লে, লাসা ও টিলুশু এই তিন নগর এদেশে সৰ্ব্বপ্রধান। লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজ্ঞ ইহা অতি পবিত্র স্থান। কাম্বীর-সন্নিহিত লদাক (লদাক) প্রদেশ ব্যতীত তিক্ষতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনসম্রাজের একজন প্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্তা। লাসা নগরেই তিনি বাস করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ।]

আমদো নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনখন তিক্ষতের একখানি ভূবিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

তিক্ষতদেশে সমনীভোক্তাবশতঃ এখানে অতিগ্রীষ্ম বা অতি শীতের প্রাচুর্য নাই। ঐ কারণে এখানে হৃদিক, বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই।

পৰ্ব্বতমালা।—লোহিত্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমো-কনকবু, ফুলহরি, কুল-কনগ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে হব; দো-কান্দু প্রদেশে ছি-ককচরিত ও নাছেন-মঙ্গল, এতদ্বির ব্রহ্ম-সহস্র, তোইরিকর্পে, খবা-লোদি, সহব্রা-কর্পে, মছেন-পোঙ্গর প্রভৃতি ভূযারায়ত খেতশিখরযুক্ত উচ্চ পৰ্ব্বতমালা আছে। হোতি-পোকিলা, মরি-ব-চাম, জোমো-নগরি কোল-ব্রহ্ম-হোমো প্রভৃতি পৰ্ব্বত স্তূপাকৃতি, ভেবল-উত্তিরে ও অল্পত ভরলতাভঙ্গে পরিপূর্ণ। এতদ্বির কতকগুলি ক্রকপৰ্ব্বত বেশমর বাণ্ড আছে।

নদী।—মক-বুতহো (মানস-সরোবর) নন-চহো, কি-উন-হো, চহা-চহো, মন-ব্রোং হু-চহো, কপ-চহো, চহো

কিরেরে, কোরেজ, শ্রুি-সহো, গিরা-মো প্রভৃতি। এতদ্বির আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিটে ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ-বেশের নানাহানে আছে।

নদী।—চাঙ্গ-পো (ব্রহ্মপুত্র), সেদেখবু (সিন্ধু), মব-চির খব, চহা-স্বিক, জ-হু, হু-হু, ত্রি-হু, ম-হু (হোয়াংহো), যে-হু, বে-হু, সাঙ্গ-হু, হুজগ-হু, চাঙ্গ-হু এবং ইহাদের অন্যান্য উপনদীসহ এতদেশের নানা স্থানে প্রবাহিত।

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, তৃণযুক্ত জলা মাঠ, কর্ণিকক্ষেত্র এবং অশুষ্ক অধিত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাহানে আছে। গ্য-নগু (চীন), গ্য-গর (ভারতবর্ষ), পের্সিগ (পারস্য) প্রভৃতি বৃহদেশের সীমার বেক্সপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দিকে সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পৰ্ব্বত আছে। এই সকল পৰ্ব্বতের অপর পারে গ্য-নগু (চীন) গ্য-গর (ভারতবর্ষ), মোন (হিমালয়-প্রান্তবর্তী প্রদেশ), ব-বো (নেপাল), খ-ছে (কাম্বীর), জগ-সিঙ্গু (তাজিক বা পারস্য) ও হোর (ভাভার) প্রভৃতি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। এই সকল দেশের উর্ধ্বরতা যে সকল বৃহৎ নদীদ্বারা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পো (তিক্ষত বা ভোতি) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো দেশ জম্বু-লিঙ্গ (জম্বুদ্বীপ) খণ্ডের কেন্দ্রস্থান বলা যাইতে পারে।

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—

১। তো লু-রি কো-মুম—উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিক্ষত।

২। বু-লান্ (চারিটী প্রদেশে বিভক্ত) প্রকৃত তিক্ষত।

৩। হো, থম ও গল্ বৃহৎ তিক্ষত।

উচ্চ তিক্ষত (পো-লু-ন নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার কয়েক উপবিভাগ আছে—তগ-হো, লদ্বগ, মল-বু, স্হাঙ্গ-ল-দল্, গুগে ব্রহ্ম (পুরল্) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার নয়টী জেলায় বিভক্ত।

পূর্বে পো দেশের শাসনসীমা ভুরুকদিগের (ভূকীদিগের) দেশের কোণ পর্যন্ত ছিল। উচ্চ তিক্ষত প্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে। এখানে তিক্ষতীয়দিগের একটা দ্রোঙ্গ (চুর্প) আছে। দোকপ নামক দুর্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি তিক্ষতাদিগের অধীনে প্রতিনিধিধরূপে আছেন। ইনি পূর্বে দোকপ-রাজ নামে কথিত হইতেন। উচ্চ তিক্ষতের পূর্বে ভুয়ারমণ্ডিত উচ্চ তেসি (কৈলাস পৰ্ব্বত), মক-বু (মানস সরোবর) হ্রদ ও থল-প্রো-ল নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত। যে পান করে, সে সুস্থি পায়। এগুলি ভো-গু নামক স্থানে একজন স্বতন্ত্র গারগোন (ধর্মরত্নের) বা শাসন-

কর্তার অধীনে আছে; তিনিও লাসার প্রধান শাসনকর্তার অধীন।

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্বতের মহিমা-প্রকাশক এক-খানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে চারিটা প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃধ, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ। অস্ত্রাঙ্গ পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহমুখ সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, গৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র), পক্ষু (অক্সস) ও সিংহুর উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বলতি প্রদেশ দিয়া কাম্বীজের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া থোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমমুখে তুর্কীদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস-পর্বত হইতে সীতানামে আর একটা নদী পূর্বাংশ হইতে নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়া পূর্ব-সাগরে পড়িত।

কৈলাস পর্বতের সম্মুখে গোল্পেরি নামে একটা ক্ষুদ্র পর্বত ভৌতিকগণ কর্তৃক হুম্মন্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। এই পর্বতের গায়ে লাঙ্গলের খাদের দ্বারা (লাঙ্গল দিয়া খুড়িলে ভূমিতে বেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তিব্বতীয়েরা বলে, জেংসুন্ মিলরপ ও নরোপোনছুক্ নামক দুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম-বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ার তাহার দেহ-ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা কার্তিকের বাণশিকাকালে তাহার শরাঘাতে উৎপন্ন। তাহার আরও বলেন, পূর্বে এই পর্বত কৈলাসের উপরেই ছিল, কিন্তু হুম্মান্ বাস করিবার জন্য ইহা কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনপূর্বক তছপরি বাস করেন। ইহা হইতেই বোধ হয় ভৌতিকেরা (ব্রাহ্মণেরা) ইহাকে হুম্মন্ত পর্বত বলে। এই পর্বতের উপর অনেকস্থলে পদচিহ্ন আছে। ভারতবাসী তাহা শিবচূর্ণা, কার্তিক, বকাব্রহ্ম, হুম্মান্ প্রভৃতি পদচিহ্ন বলে। তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত দুই জ্ঞানীর পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এখানে জিগতেন বৌদ্ধবি-গের নামে উৎসৃষ্ট এক পবিত্র স্থান আছে। কৈলাসের পূর্বাংশের লোকেরা বলে ঐ সকল পদচিহ্ন দিক পুরুষগণের। (লাদাক) প্রদেশে লেখর (লে) দুর্গ অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কাম্বীজের দ্বায় পরিচ্ছন্নধারী। ইহাদের টুপী

চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর দ্বায়। বাজকেরা রক্তবর্ণ ও অগ্নির কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লবঙ্গের পূর্বদিকে গুগে প্রদেশ। এখানে থোড়িজের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহা লোচব রিহেন সাঙ্গপো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্বে পুরঙ্গ প্রদেশ। এখানে পূর্বে রাজা জোন-ৎসুন-গম্পো-বংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। রাজা হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো জম-লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পূর্বে এই স্থানের কিছু দূরে এক সম্যাসী বাস করিতেন। তিনি নিজ কুটীরে ৭ জন আর্থিবোদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহার সম্যাসীর নিকট সাতটা বড় বস্তা রাখিয়া আসেন। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার ফিরিলেন না। শেষে সম্যাসী বস্তা খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুঁটলী আছে, আর তাহাতে জমলী এই নাম লিখিত আছে। সম্যাসী তাহাও খুলিয়া কতকগুলি রূপার খান পাইলেন। এইগুলি লইয়া জুম্বাস্ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং ঐ রূপার এক বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইলেন। প্রতিমার হাঁটু পর্যন্ত প্রস্তুত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। তখন সম্যাসী লোক নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিমা তিব্বতে লইয়া আসে। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত প্রতিমা অচল হইয়া গেল। তখন এই স্থানে প্রতিমা করিয়াই সম্যাসী মন্দির নির্মাণ করাইয়া যেন এবং ‘জমলী’ নামে অভিহিত করেন। জমলী অর্থে অচল। নিয় পুরলের পূর্বে লব-মহস্ নামে বহুবিধৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্বে লাসা শাসনকর্তার অধীন ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। ইহার পূর্বে জোঙ্গ-দ্দোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটা বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার এবং অনেকগুলি সন্ধ্যারাম আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্গ নামক স্থান, ইহাই উক্ত তিব্বতের সর্বশেষ সীমা। এখানকার সমতন্ লিঙ্গ নামক আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটা বিখ্যাত চোভো (বুধ) মন্দিরের একটীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, আর একটা অর্থাৎ চোভো-ওয়ারি স্ফাঙ্গ-পো নামক মন্দির এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্খু ন্যাকোট (নবকোট) ও অস্ত্রাঙ্গ স্থান নেপালাধিকৃত। ইহার পূর্বে নলন্ বা নলন্ এবং তৎসংলম গুগ্ধন্ নামক স্থান জেংসুন্ মিলরপ, ব-লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতজ্ঞের জন্মস্থান। চুয়র নামক স্থানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলন্দের নিয়ে নলন্ নামক গিরিবন্ধ নেপাল প্রবেশের একটা পথ।

প্রকৃত তিব্বতের প্রধানত: দুই ভাগ—ৎসাপ্ ও উ (বু)। ইহাও আবার চারিটা রূপার্থ্য সামরিক বিভাগে বিভক্ত। যথা উরু, বেরু, যোনরু এবং কলস্। হোর সম্রাটগণের সময়ে এ প্রদেশ ছয়টা থি-কোর নামক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যামদো নামক হ্রদ-প্রদেশ একটা স্বতন্ত্র থি-কোর বলিয়া গণ্য হইত। নেপালসীমার জোমো কঙ্কর নামক উচ্চ ভূসারমণ্ডিত পর্বতের নিকট মিলরণ পণ্ডিত পাঁচটা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। লব-জ্যা নামক শিখরে বংশরিঙ্ক বংশো নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মূলদেশে পাঁচটা ভূসার-হ্রদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। এই হ্রদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোমা নামক একটা বৃহৎ ভূসার-হ্রদ। ইহা তিব্বতের চারিটা প্রধান ভূসারহ্রদের মধ্যে একটা। ইহার নিকটে যিবো তগ্‌সদাঙ্ক নামক অতি পরিভ্রমণ; ইহাই পদ্মসম্ভব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের পত্নী লচম্ মন্দরবার প্রিয়বাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্পিতা জীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্‌মজ্‌লা নামক উচ্চ পর্বতে বিখ্যাত তম্বাচুগী নামক দ্বাদশটি অশ্বারার বাস। পদ্মসম্ভব ইহাদিগকে শপথ কবাইয়া তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শত্রুভাবে ব্রাহ্মণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তদবধি শত্রুভাবে আর তীর্থিকেরা তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পরিভ্রমণেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। এই পর্বতে গুঙ্‌মজ্‌লা গিরিবন্ধ আছে। এই পথ দিয়া উত্তরে গেলে ট্রেঙ্গি নামক জেলা। এখানে কা তম্প নামক পণ্ডিতের তপোবন, শুহা ও সমাধিস্তম্ভ আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্মের শিচেন শাখার মতপ্রবর্তক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্য ও একজন সীমাস্তরক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্বাংশে তেসি জোঙ্‌ (চুর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্‌ (চুর্গ) এবং তৎসংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পাশাক্য নামক সজ্জারাম। ইহার মধ্যে এত বড় একটা দোড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে বোড়দোড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম হুখঙ্‌ কর্দো। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পাশাক্য আশ্রম হইতে একদিনের পথ উত্তরে খহ তগ্‌ জোঙ্‌ (চুর্গ) নামক স্থানে খল্‌কামা গোন্‌শো শাহ্‌ব নামক মহাপুরুষ সিদ্ধ হন। এখানে পা-গোন্‌খিম নামক একটা শুহা এবং আরিগ কর্দো নামে

এক প্রকার খেতবর্ষ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার নিকটে একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাল পাথর দেখা যায়, তাহাকে লোদোন বলে। প্রবাদ এই, উহা পা-গোম নামার হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক ভক্ত টুকরা চটা উঠাইয়া লইয়া যায়। খহ জোদের উত্তরে এক ভূসারাত্ত উচ্চ পর্বতমালা আছে। ইহার অপর পারে শ্বেপ্পো নামক হোর (মহামুখতক্ষক) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ তোই-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্বতমালার ভূসাররাশি গলিয়া মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর থিসেলোগোণ (মূলময়ান) বাস করে, তাহার কাগলগের অধীন। ইহাদের দেশের পর জ্যান্ম নামক বিস্তৃত মরুভূমি। এই মরুভূমির পর অকিয়া নামক মূলময়ান জাতির বাস, তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্মের চিরশত্রুতা চলিয়া আসিতেছে। বোন-থঙ্‌ নামক স্থানে যথেষ্ট নরশি ও নরকপাল দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্য ও দিগুন্থ আশ্রমের দুকে যে সকল লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমালা বলিয়া কথিত হয়। পাশাক্য সজ্জারানের নিকটে ত্‌সদাঙ্‌পো নদী প্রবাহিত। ইহার তীরবর্তী ল্‌হ-ব্‌ংসে, ল্‌ম-ব্‌রিঙ্‌ ও ফুন-ব্‌স-হোন্‌ জোঙ্‌ প্রভৃতি স্থান সান্‌ গবর্মেন্টের অধীন। এই সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্তি আছে। এখানকার থোপু-চাম-ছেন নামক স্তম্ভ থোপু লোচব কর্তৃক নির্মিত, আর একটা উচ্চ স্তম্ভ সম্রাটগণী থনঙ্‌ কর্তৃক নির্মিত এবং একটা বৃহৎ মন্দির গিফু-নম্‌গ্যা-তগ্‌প কর্তৃক নির্মিত হয়। ফুন-ব্‌সো-লিঙ্‌ নামক আশ্রম সমুদ্রের বৌদ্ধ মন্দিরের ধরণে ফুন-থিয়েন-জোমো নম্‌প কর্তৃক নির্মিত। এই স্থানে ও ফুন-ব্‌সো-লিঙ্‌ প্রভৃতি স্থলে রওয়-ব নামক বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যগুরুপ্রা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন-ব্‌সো-লিঙ্‌ হইতে জোনঙ্‌ মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্‌গই নামক সম্রাটের শুক দোগোন-কগ্‌পা বাস করিতেন। পরে জোনঙ্‌প সাম্রাজ্যিক মতের শ্রীযুক্তি হওয়ায় ইহার এক প্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-ল্‌হুনপো সজ্জারাম। ইহা গ্য-ব গেছলুব কর্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিত্যত বুদ্ধ মহামা-কারে পছেনথম্‌ চে থনপা নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একবার রাজ্য জয়িয়াছিলেন তাহা নহে, ঐ একনামে তিনি পর পর কয়েক জন্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তশি-ল্‌হুনপো নামক আশ্রমে তাঁহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার নিকটে ফুন-থ্যা-লিঙ্‌ নামক আশ্রম পছেন তন্থই-নিম

কর্তৃক নির্মিত হয়। তশি ল্হনপো আশ্রমের পূর্বে উত্তর জঙ্ক নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গ্যান্-ৎসে অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পূর্বে ইহা সিতু-রব্‌তন-কুন-স্গ্‌ছে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত রাজা এখানে গোমজ্-গ্‌ফোল ছেন্পো নামক সম্ভারাম স্থাপন করেন। তশি ল্হনপো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিং দোজ্‌ নামক এক সম্রাসীর তপোবন, ইহা গম্পো ছোই-জোজ্‌ নামে কথিত। এখানে একটি অস্তুতসম্ভব নির্ঝর আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তত্তির হরপার্কতীর লিকমুস্তি পৰ্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। ংসাজপো নদীতীরে ংসাজ-রজ্-উপত্যকার রিছেন পুন্‌প জোজ্‌ অবস্থিত। ইহা দেব রিছেন পুন্‌ নামক রাজা কর্তৃক নির্মিত। নিকট-বর্তী খব-গ্যা নামক গ্রামে পছেন রিন্‌পোছে নামক তশি-লামার জন্ম হয়। এই উপত্যকার নানাস্থানে অনেক লামা জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, কিন্তু লোকবাস বেশি নাই।

গ্যান্-ৎসে নগরের দক্ষিণে পৰ্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে হি নামক স্থান। ইহার পূর্বে মিবজ্‌ ফোল্‌হ নামক রাজার জন্মস্থান ফোল্‌হ গ্রাম। তশি ল্হনপো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্বে কিজ্‌করল নামক পৰ্ব্বতমালার পরপারে সোন্‌ জোজ্‌ নামে হুর্গ ও কারাগার একটি হ্রদের মধ্যে নির্মিত। এই স্থানের পর টিকি জোজ্‌। ইহার দক্ষিণে মোন-দজোজ্‌ নামক রাজ্য, ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে সিকিম বলে। গ্যান্-ৎসে নগরের ঠিক দক্ষিণে পৰ্ব্বতমালার পরপারে ফগ্‌রি জোজ্‌ নামে হুর্গ অবস্থিত; ইহাই লাসা গবর্নমেন্টের সীমান্ত হুর্গ। ইহার দক্ষিণপূর্বে ল্‌হো-দুক (ভুটান্‌) রাজ্য।

উত্তর জঙ্ক নামক স্থান হইতে থরল পৰ্ব্বতমালা পার হইলে বরদোক (ব্‌ম্‌ দো) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হ্রদচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্‌-বোক-য়ুংপো নামক হ্রদ আছে। শীতকালে হ্রদের উপরিভাগ জমিয়া যায়। তখন সৰ্ব্বদাই হ্রদগর্ভ হইতে বজ্র-ধ্বনির ভাৱ শব্দ উথিত হইতে থাকে। এই শব্দ কাহারও মতে সমুদ্র বা সিংহের গর্জন, কাহারও মতে বায়ুর শব্দ। এই হ্রদের মন্ডল ক্ষুদ্রাকার এবং সকলগুলিই এক আকারের। বরদোক নামকস্থানের পূর্বে ংসাজপো এবং কিং-ছু নামক নদীর সমন্বয়ে ও কিছু পূর্বে জঙ্ক নামক স্থানে প্রতি বৎসর লামাগণের সভা হয়। সভার তাহার ংশানজি নামক দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্তী থকা নদীর তীরে হসল দোই ল্‌খব্‌ নামক মন্দির রাজা রল্‌গচন্‌ কর্তৃক

নির্মিত হয়। ইহার পূর্বে লেগ্‌গুই শেরব্‌ থুপোন নামক স্থানে দোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ম্ভু প্রতিমাখ্য আছে। প্রথম প্রতিমার শিরা সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ ল্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সাদ্‌ক্‌ উপত্যকার নেহজোজ্‌ নামে প্রাসাদ ও হুর্গ আছে, এখানে ফগমো হুং বংশীয় সিতু চক্‌-চুর-গ্যাংশান নামক রাজা ছিলেন। ইহার উদ্বাস্থেশ্ব এখনি তিসগণের (গক্‌রুগণের) আবাস বলিয়া কথিত হয়।

কিছুদূর পূর্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পৰ্ব্বতের নিকট পদন্‌-পুন্‌ নামক আশ্রম, ইহা সমস্ত উত্তর এসিয়ায় বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাসনাগৃহে মৈত্রেয়ের (চ্যাম্পথোংদোর) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতত্তির ভারত-বর্ষীয় চক্‌র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের (চনরসিগ) প্রতিমা ও বঁ লোচবের সমাধিও আছে। এখানে দলই লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ। এখানে বিনয়, অভিধর্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রজ্ঞাপারমিতা পড়ান হয় ও নিতা-ংশদ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্বে তিব্বতের রাজধানী পা ল্‌হদন্‌ (লাসা) নগর। আৰ্ঘ্যাবর্তের কোন বৃহৎ নগরের সহিত ইহার তুলনা না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর। লাসা নগরের মধ্যস্থলে ত্রিভল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা তাহার বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিকৃপ। রাজা শ্রোংসন্‌ গম্পো যে চীনরাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই প্রতিমা চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ম্ভু প্রতিমা আছে। এতত্তির ংসাজপ, শ্রী-স্নুন্‌ গ্যামোদেবী (ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মূর্তি আছে।

তিব্বতের অধিকাংশ সম্রাজ্ঞ ও জমীদার লাসা নগরে বাস করেন। চীন, কাদ্মীর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোতালা নামক প্রাসাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাস করিতেন। ইনিই দলই-লামা-রূপে বর্তমান। পোতালা প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও বেতবর্ণ। শ্রোংসন্‌ গম্পো নামক রাজা ইহা নির্মাণ করিয়া দেন। এখানে লোহিতপ্রাসাদ (কো-রুজ্‌-মর্পো) আছে। এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্‌গদ-লপ্‌ নামক ৫ম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা জমোদশতল উচ্চ। পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণপশ্চিমে চগপোইরি পৰ্ব্বতে

চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষার বিষয়াম্বির আছে। ঐ মন্দির রাজপাণির নামে ও এই পর্বতের পশ্চিমে দূর পর্বত আধ্যাত্মজ্ঞীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এখানে দল্ল যুদ্ধ রাজা। পোতালা ও লাসার মধ্যে অল্পন নামে একজন রাজকর্মচারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্রাট কর্তৃক দল্লই-নামার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত। এই নগরের উত্তরে সের্-থেগু-লঙ্ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উচ্চ নদীতীর দিয়া পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া একটা অল্পল পার হইলে তগোর নামক পাহাড়ের উপর অতিবদেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দল্লগ) পদ্মসত্ত্বের এবং ৮০ জন বোপীর গুহা দেখা যায়। এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্মত স্বরভূমি, নীল-প্রস্তরক্ষেত্র-মধ্যগত একখানি বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত তারামূর্তি, অজল (কুবের) মূর্তি, রিগচ্যেম (বেদমতী) মূর্তি ও দ্ব্যবোব বিবপমূর্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে এখানে যের্প চাম্ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ণ করিয়া-ছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অধিতীয় দেবতার প্রতিমা আছে। উচ্চনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংসারক শর চোঙ্গপ কর্তৃক স্থাপিত গধননামক আশ্রম ও তাঁহার নিজ সনাতিস্থান আছে। এখানে বসন্তক মহাকাল কালরূপ নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ-সমাজের মণ্ডল আছে। গধনের উত্তরপূর্বে ছগল পর্বতের পরপারে রদেঙ্গ নামক আশ্রম। অতিথের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিগ্গোছে ইহার স্থাপিত। ইহা অতিথের (দীপকর ত্রীজ্ঞান) ভবিষ্য-বাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিথের প্রতিষ্ঠিত মৈত্রেয়মূর্তি ও গুহসমাজত্বের জন্ম-পল্-বোজ্জ নামক জ্ঞানীর মূর্তি আছে। উ ও চঙ্গ প্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হ্রদ চতুটের আর একটা হ্রদ আছে, ইহা নম্ছো ছাগয়ো (টল্-নর) নামে খ্যাত। চঙ্গপো ও উচ্চ (ক্যা-ছু) নদীর সঙ্গম-স্থলে গোঙ্গকর-রঙ্গ নামে হর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান হইতে অর্দ্ধদিনের পথ উত্তরে দোজ্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-গণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পূর্বে সন্মো নামক অতি প্রাচীন সজ্জারাম। মগধের ও দক্ষপূর্বীর সজ্জারামের অনুকরণে পদ্মসত্ত্বের নির্দেশানুসারে গিন্দুবোঙ্গ দিউংসন্ নামক রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নুতন এক অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তর-তীরে জ-ছা নামক হ্রদ, ইহা পালন-লহমো বা কালীদেবীর হ্রদ বলিয়া খ্যাত। ছগপো গোঙ্গখোল নামক পর্বতের উপর চরি-ধি-খো-খল নামক পবিত্র স্থান। এই স্থান

খরোমগণ (ডাকিনী) কর্তৃক রক্ষিত। লোক লহুজে এই দেখে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (ব্রহ্ম সংবৎসরে) ১০০০ যাজী একত্র চরিত্রদর্শনে যাত্রা করে। তাহারা ক্যা-খোর-খল্ নদীর তীর দিয়া নয়টা পার্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টা প্রবাহ, নয়টা সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ চ্যাত্তিহ ও চিহ্নিল নামক পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া ছগপো চরি খুগ্কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা চ্যাটল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া ছোরিস-নাম-ছল নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেঘ, ছাগ প্রভৃতি ভাব-বাহী পশু চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শব্দে দেবমূর্তি ও মন্ত্রাদি আপনা হইতে অনৌকিক রূপে লিখিত হইয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ডোল্প নামক তান্ত্রিক দেবতার হ্রদস্থান বলিয়া চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। তীর্থিকগণ (ব্রাহ্মগণ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়।

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্বে বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অব-স্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্ ও গল্ প্রদেশ সমিবিষ্ট। বৃহৎ তিব্বত রাজ-সম্বো গল্, চহচগল, গোম্পো গল, মখম গল, নিমগ গল্ ও বর্শোগল্ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন চারিটা পার্বত্য প্রদেশ আছে,—ছত রোঙ্গ, সন্দন রোঙ্গ, নাগরোঙ্গ ও ঘ্যামো রোঙ্গ।

প্রকৃত। তিব্বতের সীমান্তী কঙ্গপো নামক স্থানের পূর্বে পর্বতের পারে খম্ প্রদেশ আরম্ভ। ইহার পূর্বে ছত-রোঙ্গ প্রদেশ, ইহার পূর্বে জল। ইহার নিকটে ন-খণ্ড কর্পো নামক অতি পবিত্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের ঘ্যান নামক স্থান। নল্ নামক স্থানের পূর্বে পর্বতপারে খম লুহরি। ইহার পূর্বে লু-ছু (রোপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ সজ্জারাম। ইহার পূর্বে মধ্যম্ প্রদেশ। এখানে রাজা সোন্-ৎসন্-গম্পোর সময়ে নির্মিত কয়েকটা মন্দির আছে। ইহার পূর্বে কোঙ্গ-চে-খ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। ইহার পূর্বে বাহ বিভাগের মধ্যে থুব-ছেন চ্যাখিল্ নামে সজ্জারামে লিথল্ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি পাত্রমতাবলম্বী ১৮০০ সন্ন্যাসী অবস্থিত করে। লিথল্ নামক স্থানের উত্তরপূর্বে নাগরঙ্গ জেলা। এখানে নাগল্ নদী-তীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ষীয় আচার্য্য ফ-তল্প সলোয় (সিচ্যো-শান্ত্রমত প্রবর্তকের) বোগাশ্রম-মন্দির। গ্যামো-রোল নামক প্রদেশে লোচব বিরোচনের তপতার স্থান ও গুহা আছে। আম্দো প্রদেশে চা-খু-ল নামক স্থানের

উত্তরে পর্বতের পারে চোখম জেলা। বর্তমান কালের দ্বিতীয় বৃদ্ধ শায় চোখম লোশং তগুপ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের জন্মভূমির উপর কুখুম নামক সজ্জারাম স্থাপিত। এখানে একটি খেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের জন্মকালে উহার প্রতি পক্ষে সেলেনারো বৃক্ষের ছবি ছুটিয়া উঠিয়াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্বে আমদো গোমল গোম্প বা সেরথল গোম্প নামক সজ্জারাম অবস্থিত। এই সজ্জারামের প্রধান আচার্য্য তগুচে চোভো নামার অবতার। তিনিই এই ভূবিশ্বরণপ্রণেতা। এখানে চন্নি মতাবলম্বী ২০০০ শ্রমণ বাস করেন। এখানকার উত্তরে আমদো পরি নামক জেলার জোমোথোর সজ্জারামগুলি অতি বিখ্যাত। চ্যলিল্ নামক একটি মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ মূর্তি ও মৈত্রেয়বৃক্ষের ৮০ ফিট উচ্চ প্রতিমা আছে। লোকাক্তান সজ্জারামে সখর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্তি আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক ব্রহ্ম। ইহার গর্ভে মহাদেব নামে এক পর্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩০ জন সর্দারের অধীনে বাস করে, ইহারা বৌদ্ধ। আজকাল তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই কংসুতির মত গ্রহণ করিতেছে, লোকের লোকের নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন-তাতার, তুর্কীস্থান ও মোঙ্গলিয়ার মুসলমানের বাস আছে, তাহারা ভদ্রেশীর দৃষ্টব্যবাসীরা লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছে।

বর্তমান তিব্বত রাজ্য ২৭° হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ ও ৭২° হইতে ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি। ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে ঐক্লপ ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। তিব্বতকে চীনেরা চক্ বা সি-তল্ দেশ বলে। তিব্বত শব্দ দু-পেহ-তেহ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো বা পো-মুল বলে। পো শব্দ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে ভোট আখ্যা দিয়াছেন। পো শব্দ লিখিতে 'বোদ' এইরূপ লিখিত হয়, যুক্তরা উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পো-মুল অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ এবং পো-মো অর্থে পো-দেশীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়েরা মধ্যতিব্বত-কেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পূর্বাতিব্বত সাধারণতঃ থম্ বা থুম্ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্নেন্ট তিব্বতকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—অগ্রতিব্বত ও পশ্চাতিব্বত।

চক্ প্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত পূর্বে চিয়েন চক্ (থম্); মধ্য চক্, চক্, পশ্চিমেত্তরে ইউ চক্ (প্রকৃত ত্বতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)।

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইকার্সো বলতি প্রদেশের প্রধান নগর। বলতির মধ্যে সিন্ধুনদীতীরে বলতি ও রোলদো, সিন্-গে-চু নদীতীরে খরট্‌সো, তোলাতি, পকুত, শগর নদীতীরে শগর এবং জেওক নদীতীরে খোবলু, চোর্কিত ও কিবল সহর।

তিব্বতবাসীরা হিমালয় পর্বতকে কল্‌ বলে।

গিরিপথ। ভারতবর্ষ হইতে শতদ্রু-নদীর পার্শ্ব দিয়া একটি পথ আছে। এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা। ইহা মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহরি প্রদেশে নীলনদী গিরিপথ, ইংরাজাধিকৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি ও মানা গিরিপথ, কাম্যুন প্রদেশে বোহর গিরিপথ, কাম্যুন রাজ্যের সীমান্তে দর্খ ও বাস গিরিপথ ভারত হইতে তিব্বত-প্রবেশের কয়টি প্রধান রাস্তা।

অধিবাসী। তিব্বতবাসীরা মোঙ্গলীয় জাতি গণ্য। নেপাল ও ভূটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয়েরা এই সমস্ত পার্শ্বভূমি প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদাকের লোকেরা আপনাদিগকে ভূটীরা বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি মরুর দক্ষিণে থোপ্‌ নামক জাতি বাস করে। ইহারা উইগুর জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাস করে। মুসলমানেরা সাধারণতঃ শলো নামে আখ্যাত হয়।

বেশভূষা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রীষ্মে চীনা সাটান ও শীতে ঐ সাটানের নিম্নে পশুশোম লাগাইয়া ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমক বস্ত্র ও শীতে মেঘচর্ম ব্যবহার করে। সকলেই জুতা পায় দেয়। সাধারণ লোকে শীতে আরই দ্বান করেনা; বস্ত্রাদিও সর্দরা খোঁত করেনা; এজন্য তাহাদের গাত্রচর্ম জীবৎ জলম্পর্শে ক্ষাতিয়া উঠে ও শীতগ্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসী বাহারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা দ্বান করেন না বা দ্বান করাকে অপকর্ম বলিয়া মনে করে। কেহ বড় সাবান ব্যবহার করেনা। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটিয়া তদ্বারা কাপড় কাচিয়া লয়।

ব্যবসায়।—পার্শ্বভূমি প্রদেশের লোক সকলেই ব্যবসা করে। ইহারা মার্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত উপত্যকার থাকে। ইহাদের জীলোকেরা এখানে অভয় চারবাস করে। উৎসব সময়ে পুরুষেরা চাউল, সরদা, তুলা ও চিনি প্রভৃতি করিয়া

ভিক্তে লইয়া যায় এবং সোহাগা, লবণ ও পশুর লইয়া আসে। মবেধর হইতে মার্চ পর্যন্ত তাহার পূর্ব হাড়িয়া অলকনন্দাভীরে, কুরুগ্রামে ও নন্দীগ্রামে আসিয়া নজিবাবাদের বণিক্গণের সহিত বাণিজ্য করে। ইহার চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পশু ১৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫ মণ পর্যন্ত ভার বহিতে পারে। ভিক্তে পূর্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়, কিন্তু গোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসার চলিয়াছে। ৪ সের আন্দাজ এক এক বাণ্ডিল চা ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। মেঘলোম ও ছাগলোম এবং এই দুই প্রকার পশুপালনই এখানকার নিয়ন্ত্রণের অধিবাসীদের সর্বপ্রধান ব্যবসার। পশুপাল চরাইতে ভিক্তভীরেরা ১৫১৬ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠে, তাহার উপর উঠিতে সাহস পায় না।

ধর্ম। বৌদ্ধধর্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম। কুজ ভিক্ত-বাসীরা সিয়া-মুসলমান। দলই-লামা বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রধান রাজক, ইনি লামা নগরে বাস করেন। তশিলামা দ্বিতীয় রাজক শাম্পু (ব্রহ্মপুত্রভীরে) তশিলু-হুনপো নগরে বাস করেন। সাধারণ রাজকেরা (শ্রমণ) "গাইলঙ্গ" নামে কথিত হয়। ইহাদের পর "তোহব" বা "তুঙ্গ" গণ ধর্মশাস্ত্র ব্যবসারের শিক্ষার্থীক। ইহার ৮১০ বৎসর হইতে কোন ধর্ম-মন্দিরে শিক্ষার্থী সরিষিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে "তুঙ্গ" উপাধি ও ২৪ বৎসরে "গাইলঙ্গ" উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্মীরা এখানে দুই সম্প্রদায়ের প্রধানত: বিভক্ত—“গেলুগ” ও “শ্যাম”। প্রথম সম্প্রদায়ের রাজকেরা পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও অবিবাহিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের রাজকেরা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে। লামা, গাইলঙ্গ ও তুঙ্গ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সরাসিনী অনেক আছে। ইহার সকল প্রকার কাককর্ম করে।

উৎসব। কোন গোন্ধ বা শুধের লামার মৃত্যুতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেই শুধে উৎসব ও আলোকমালা প্রদান করা হয়। তশিলু-হুনপো শুধে প্রতিবৎসরে তিনবার এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যুগারে প্রতিবৎসর লামা নগরে 'লাসা মিউলু' নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কনুপেচ, চুপেচ, গেপেচ, মেপেচ, গোপেচ, গাজিপেচ, ললুপেচ, চিলুপেচ, ছুপেচ, কপারপেচ ও লুকপেচ নামক ষাটটি বার্ষিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বার্ষিক সৎসবের আচলিত। খ্রীস্ট ১০২৫ অব্দে ইহাদের অব্যয় হয়।

(৩৩৮ হইতে ৪৪০ খ্রীস্টাব্দ পূর্বের মধ্যে) শাক্যকালে, দ্বিতীয়ত: অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে) ও তৃতীয়ত: কনিককালে (শাক্যের মৃত্যুর ৪০০ শত বৎসরেরও অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমস্তবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বৃনামক ধর্মগ্রন্থ ১২ খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এলুপক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বর্ণিত আছে।

সংস্কারবিধি।—ইহার শব দাহ বা প্রোথিত করে না, কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দেয়, শব্দুনিতে আহায করিয়া অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচার করিয়া একটা পূর্বতে লইয়া যায়, (শ্রমণ উদ্দেশ্যেই এই পূর্বত ব্যবহৃত হয়), সেখানে শববাহী লোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়া পৃথক করে, অস্থি শুঁড়িয়া চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জালিয়া ধূমোৎপাদন করে। ধূমদর্শনে গুজ, শব্দুনি প্রভৃতি নিকটবর্তী হয় এবং ঐ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ তাহাদিগের স্বয়ং গোন্ধুপ মধ্যে নবপ্রস্তুত সমাধি মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিয়মস্ব লামার দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু তদ্ব্যবশি ধাতব পুত্রলিকার মধ্যে পুরিয়া মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের জন্ত পারসিকদিগের জায় প্রাচীর বেষ্টিত 'মৃতস্থাপন স্থান' আছে। মোঙ্গলদিগের মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে প্রোথিত করে, কেহ কেহ শব্দুস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষেপ হয়।

ধর্ম-বিস্তার ও ধর্মমত। ভিক্তে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বা নবম ও আধুনিক বা ছি-দর এই দুইভাগে বিভক্ত। নহ-খিৎ-ৎসম্পো রাজার সময় হইতে অধুনা ২৬ পুরুষ নমরি-প্রো-ৎসনু রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত ভিক্তে বৌদ্ধধর্মের কথা কেহ জানিত না। লহ-খো-রি-ন-ৎসনু নামক রাজার (ইনি সামন্ত-ভদ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস) রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে কয়েকভাগ পং কোং ছাগ-গা পুত্রক আকাশ হইতে পতিত হয়। এই পুত্রকের অর্থগ্রহ করিতে না পারার ভিক্তভীরেরা ইহার 'নংপো সাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রথম বীজ। রাজা যথেষ্ট আনিলেন যে তাহা হইতে অধুনা পঞ্চম পুরুষে এই পুত্রকের অর্থ প্রচারিত হইবে। এতদনুসারে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার প্রো-ৎসনু-গম্পো রাজার অধিকার কালে তদীয় মন্ত্রী থো-মি-সন্তোচ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্মের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভিক্তে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই ভিক্তের 'বুচন' নামক অক্ষরমালা সৃষ্টি করেন। রাজ্যবৃত্ত নাগরী

অক্ষর ও মাত্রাহীন বৃত্ত অক্ষর (কাকিরিস্থান বা বাক্টিয়া-প্রচলিত ভাষা ও অক্ষরমালা) হইতে তালিকা চুরিয়া মাত্রাহীন 'বৃত্ত' অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয় প্রথম বর্ণমালা। রাজা শ্রোন্-ৎসন্-গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বৃদ্ধের (পঞ্চজাতি বা খ্যামী বৃদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে শাক্যমুনির প্রতিমা আনয়ন করেন। এই দুই মূর্তিই তিব্বতের সর্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা। রস-ধূল-নং-কিচু-লথং নামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাজা ঐ দুই প্রতিমা স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম 'লাসা' হয়। শ্রোন্-মিস-সোউ ও তাঁহার অস্থাবরীরা রাজ্যদেশে তিব্বতের নবমুঠে অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ অম্বুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। সংগো-কলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্বপ্রথমে অম্বুবাদিত হয়।

খি শ্রোন্-দে-ৎসন্ রাজা মজ্জবোবের অবতার বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শাস্ত্ররক্ষিত, পদ্ম-সম্বৎ ও অজ্ঞাত ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। ইহাদের সঙ্গ সাতজন শ্রমণ (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) আসিয়া-ছিলেন, বৈরোচন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের শিক্ষা-দানশুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব (সংস্কৃতজ্ঞ এবং দুই বা তিন ভাষাবিশি তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্-পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য রিগছেন-ছোগ, যেসে বনপো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান। ইহারা যজ্ঞ, তন্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অম্বুবাদ করেন। শাস্ত্ররক্ষিত ছব (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধ্যমিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসম্বৎ জানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই সময় ফবন্ মহাবান নামক একজন চীন-দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নূতন মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই হউক মন বসতিনি আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি নাই; শৃংখল নৌহেই হউক আর স্বর্গেরই হউক সমান ভাবে বাধ্যরা থাকে। নিরাসক্ত না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে পরিভ্রাণ নাই।" এইমত প্রচারিত হইলে শাস্ত্ররক্ষিতের মর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান আসিয়া থেল। ফবন্ মহাবানের মত অতি শীঘ্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। রাজা খি-শ্রোন্-দে-ৎসন্ আকুল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল-শীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপণ্ডিতকে পরাস্ত করায় তাঁহার মতও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

শাস্ত্ররক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন যোগাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতের বিকক্ষে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। রাজা রলপচন্-এর রাজত্বকালে পণ্ডিত জিনমিড আসিয়া সাধারণের প্রাণ্টিস্থলভ করিয়া অনেক ধর্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অম্বুবাদ করেন।

ইহার পর যখন লন্দর্খ নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহারই বেয়ে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম তিব্বত হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্-ছেন্-ছু-বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো দেশে গোন্-প-ব-সল্ নামক লামার শিষ্য হন। ইহাদের পর আরও দশজন ঐ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল-খিম্ ইহাদের প্রধান ছিলেন। লন্দর্খের মৃত্যুর পর ইহারা ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব সজ্জারামে উপস্থিত হইয়া আবার বৌদ্ধধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত উ ও ৎসন্ প্রদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইরূপে পুনরায় দুইজন আমদোপ্রদেশীয় লামা গোন্-প-ব-সল্ ও লুমে-ছুল-খিম-কর্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। লুই-লামার সময়ে লোচব রিগছেন-লুংগো ভারতে শাস্ত্রাদি শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যজ্ঞ ও তন্ত্রশাস্ত্র অম্বুবাদ করেন।

লন্দর্খরাজের পূর্ববর্তী কালকে 'ন-দর' বলে ও পরবর্তী কালকে 'ছিয়া-দর' বলে।

রিগছেন-লুংগো তাত্ত্বিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাঁহারা ধর্মের দোহাই দিয়া অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন।

রাজা লুই-লামা ভারতবর্ষ হইতে ধর্মপাল ও তাঁহার তিন শিষ্যকে আহ্বান করেন। পূর্বভারত হইতে ধর্মপাল শিষ্য সিদ্ধিপাল, জগৎপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহ এদেশে আসেন। ইহাদের নিকট গাম্-বৈ-সেবর দীক্ষিত হইয়া নেপালে বিনয়-শাস্ত্র শিখিবার জন্ত হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের নিকট গমন করেন। ইহার শিষ্যগণই তো-ছুব (উত্তরদেশীয় বিনয়-রিং) বলিয়া খ্যাত। তৎপরে রাজা লুইদের সময়ে কাম্বীরপণ্ডিত শাক্যশ্রী আহূত হন। তাঁহা দ্বারা বহুতর শাস্ত্র অনুদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, তাহা 'পছেন জোম জ্যপ' নামে খ্যাত। আমদো দেশীয় পছেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহা "লছেন জোমজ্যাপ" নামে খ্যাত। এইরূপে বিনয় শাস্ত্রই

ভিক্তীয় বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিকপে এবং ভৌমগুণ বা আচার-বিধি বৌদ্ধধর্মের আনুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যাবলে ভিক্তীয় বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ১৮শ শতাব্দীর বৈভাবিক মতের জায় নানা সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল মতের কতকগুলি মত প্রবর্তিতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্তকদিগের ভারতীয় গুরু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তত্ত্বমতের ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ-প) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে নিং-ম-প, কহ-দম্প, কহ-গুং-প, শি-চো-প, জোনং-প ও নিছেপ এই সাতটী শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের উপর দুইভাগে বিভক্ত নিং-ম-প ও শর্ম্পপ। এই ভেদের কথা নাকি তত্ত্বশাস্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত বৃত্তির পূর্বে ভিক্তীয় ভাষায় অনূদিত, তাহাই নিং-ম-প ও বাহা রিন্ছেন্-সংপো কর্তৃক অনূদিত তাহাই শর্ম্পপ। মঞ্জুশ্রীমূল তত্ত্বগুলি রাজা খি-স্রোন-এর রাজত্বকালে অনূদিত হইলেও সেগুলি শর্ম্পতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ আরও ছ'একটী গোলমাল থাকিলেও রিন্ছেন্-সংপোই শর্ম্পতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হন। লোচব রিন্ছেন্-সংপো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতত্ত্ব প্রচার করেন, সর্বোপরি যোগতত্ত্ব তাঁহাদ্বারা ভিক্তিতে প্রচারিত হয়। গো নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জুনের মতে সমাজগুহ মত প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতত্ত্বশাস্ত্রের সমাজগুহমত, মাতৃতত্ত্বশাস্ত্রের মহামায়া-অনুষ্ঠান, বজ্রহর্ষ এবং সম্বন্ধ-অনুষ্ঠান বিধি প্রচলিত করেন। এই সকল লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 'শর্ম্পতন্ত্র' বা নব্যতন্ত্র নামে খ্যাত।

রাজা স্রোংসেন্-গম্পো নিজে একজন ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন। ইহার ছাত্রেরা যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিত, তাহা 'কোরিম' নামেও অবলোকিতধর্মের উপদেশসমূহ 'কোং-রিম' নামে কথিত হইত। স্রোংসেন্-গম্পোই সর্ব প্রথমে "ওঁ মণিপদমে হুঁ" এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও পঞ্চর ব্রাহ্মণ নামক আচার্য্যদ্বয়কে ও কাম্বীর হইতে পণ্ডিত শিলমজ্জকে আনিয়ন করেন। ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজা খি-স্রোন প্রথমে শাস্ত্র-রক্ষিতকে আনিয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধর্ম্মপ্রচারের অবস্থা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিক্ষাইবার

জন্ম প্রথমে 'দশধর্ম্ম' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিবেদ, চৌর্য্যনিবেদ, ব্যভিচারনিবেদ, মিথ্যাকথননিবেদ, পরনিষ্ঠা বা কুবাক্যকথন-নিবেদ, বৃথা বাক্যব্যয়নিবেদ, লোভনিবেদ, অমঙ্গলচিন্তা-নিবেদ, সত্যের অপলাপ নিবেদ এই দশবিধি প্রচার করেন। তৎপরে ভজ্ঞমতশিক্ষাদানার্থ শাস্ত্ররক্ষিতের অগ্ররোধে উদ্যত হইতে পরমসম্ভবে আনিয়ন হয়। ইনি এখানে কুটাগারের জায় এক বিহার স্থাপন করেন। পরমসম্ভব রাজাকে যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাত্রদ্বয় জন শ্রমণ ত্রিবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। তৎপরে ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ, শান্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা এদেশে আসেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বজ্রধাতু-যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র ভজ্ঞের গুপ্তরহস্ত শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে—

(১) নং-থো (২) রং-গ্যাল (৩) চ্যাব্-সেম (৪) ক্রিয়া (৫) উপ (৬) যোগ (৭) কোপ মহাযোগ (৮) লুং অহ-যোগ (৯) বোং-ছেম্পো-অতিযোগ।

ইহার প্রথম তিনটি নির্ধাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) উপদেশ। ইহাই সাধারণ 'যান'। বিত্তীয় তিনটি সম্ভোগ-কায় বজ্রসত্ত্বের উপদেশ; ইহাই বাহ্যতত্ত্বযান। শেষ তিনটি ধর্ম্মকায় সামন্ততন্ত্র বা কুন্তংসংপোর উপদেশ; ইহাই অন্তর অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত। কুন্তংসংপো এখানে সর্বপ্রধান বুদ্ধ। বজ্রধর্ম্ম সংস্কৃতমত সম্প্রদায়দিগের (গেলুগপ) মধ্যে প্রধান বুদ্ধ। বজ্রসত্ত্ব নিংম মতে বিত্তীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার বলিয়া তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাহ্য ও অন্তর ভজ্ঞের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতত্ত্বগুলির উপদেষ্টা ও উপ বা কর্ত্তৃতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বগুলি বৈরোচন কর্ত্তক উপদেষ্টা। পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম—(১) অকোভ্য (২) বৈরোচন (৩) রত্নসম্বব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটি জ্ঞানের প্রতিমাশ্বরূপ। বজ্রধর্ম্ম অনুত্তর বা অন্তর ভজ্ঞের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের নয়টি শ্রেণী—

(১ম) বুদ্ধ—যেমন শাক্যসিংহ, কুন্তংসংপো, দোর্জেসেব, অমিতাভ। (২য়) রিগ্জিন। বাহার্য্য শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসয়ে মহাবিধান ও শেষে বিভাধরীগণ (যে সে থুংদোম) কর্ত্তক অল্পপ্রাণিত হন; বথা—পরমসম্ভব, ত্রীসিংহ, মানপুর ও অজ্ঞাত বোধিসত্ত্বগণ। (৩য়) গং-লগ-নন্ বা অনল্পপ্রাণিত সরাসী, বাহার্য্য অতি যত্নে গুহ্যবিষয় রক্ষা করেন। (৪র্থ) কহ-বব-লুং তন্—ব্রহ্মাণ্ডিষ্ট ও ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণিত লামাগণ। (৫ম) লে-থো-তের—যে সকল লামা হঠাৎ লুকা-

রিত ধর্মপুস্তক গ্রাণ্ড হইয়া শিক্ষকের বিনা সাহায্যে তাহা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৩ষ্ঠ) যৌন-ল-ম-ত-গ্য-বে সকল লামা উপাসনায় দিক্‌শিত করিয়া ঐধরিক সক্তি লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর তেজ তির আনুষ্ঠানিক অবস্থার আর তিনটা তেজ আছে ;—(১ম) রিং-ক-হ-ম (সিদ্ধির দ্বয় শ্রেণী) (২) নে-ডে-ব (সিদ্ধির নিকট শ্রেণী) ও (৩) স-মো-দ-গ-ন-ন (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে আবার তিন উপবিভাগ আছে—গ্যা-থ-ল, হুইপেদো ও সেমছোগ।

গ্যা-থ-ল শ্রেণী—উ-চ-ও ৪ম প্রদেশে ব্যাপ্ত। পণ্ডিত বিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা। হুইপেদো শ্রেণীর মূলশাস্ত্র বিবিধ মূলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানরক্ষিত কাশ্মীরের ধর্মবোধি ও বহুধর নামক পণ্ডিতদ্বয়কে উক্ত দুই পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তাঁহারা ইতিবর্তে প্রচার করেন।

সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচাধ্যের অবতার রোনসেম সোচব কর্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (ভামদেন) এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি কোষপ্রকৃতিক ও দৈত্য-বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পদ্মজ-ব, থুগ্ম হুচি, ঘোনতন ও কুর্প-খিন্লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষসাধক। জম্পল-কু নামক দেবতার পূজা শাস্ত্রিগর্ত কর্তৃক প্রবর্তিত। এই দেবতা মন্ত্রীর প্রতিরূপ বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রতিমার আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহু মধ্যে কুংসিতভাবে আলিঙ্গিত জীমুতি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুকার নামক তান্ত্রিক যোগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, হুর্প ও হুচি উপাসনা বিমলমিত্র কর্তৃক স্থাপিত।

অনুত্তরযানতন্ত্রই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার সেম্‌দে, গোন্‌দে ও বননগ্‌দে নামে ত্রিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। সেম্‌দে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে ৫ খানি বৈরোচন ও ১৩ খানি বিমলমিত্র কর্তৃক রচিত। গোন্‌দে গ্রন্থ ৯ খানি বৈরোচন ও পংমিকম্‌ গোন্‌দে কর্তৃক রচিত। লামা ধর্মবোধি ও ধর্মসিংহ এই শাস্ত্রের প্রধান উপদেশক ছিলেন। বননগ্‌দে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ বড় আলঙ্কারিক ভাবার রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজা থি-স্রো-ক্‌কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্রধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবজ্রের নিকট ইহা গ্রাণ্ড হন। তিনি বিশিষ্ট ত্রী-সিংহকে দেন। তাঁহার নিকট পদ্মসম্ভব ইহা গ্রাণ্ড হন।

তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পূর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় মুণ্ডিত যুদ্ধে জীত হইয়া কুব্জারাবৃত্ত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কোরবের পক্ষে

সেনানী ছিলেন। দুর্ঘোষনের ভয়ে বা পাণ্ডববিগের পশ্চাৎসহরগণের ভয়ে জীবনে এক মহত্ব অনুচরসহ পুরাতন দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ নন্দ ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের প্রভাভাজন হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার পর খৃষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খৃষ্ট পূর্বে চতুর্থ শতাব্দীর বিবরণ পাঠে জানা যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে তিব্বত নানা ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়।

ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ-নির্বাণের ৪১৭ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্বে ৪১৬ অব্দে ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজা ন-খি-থিং-সম্পো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহা তিব্বত ইতিহাসে জানা যায় না। তাঁহার পিতা প্রেসেনজিৎ কেশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রেসেনজিতের পঞ্চমপুত্র এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী-দিগের ভ্রাতা তাহার গাত্রবর্ণ, ক্রলোম নীলবর্ণ, চক্ষুদ্বয় বিবম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর ভ্রাতা হৃদয়চর্চায়া পরস্পর সংযুক্ত। সম্ভোজাত শিশুর সমস্ত দস্তেই পূর্ণবিকাশ ও শব্দবৎ শুভ্র হইয়াছিল। প্রেসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাত্রপাত্রে স্থাপনপূর্বক গলাজলে ডাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। কৃষক সরলাস্ত্রকরণের লোক ছিল বলিয়া এই পালিত পুত্র আপন ঔরস পুত্র বলিয়া প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে কৃষকবৃত্তিতে কালযাপন করিতেছি, ইহা অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। যদি রাজা হইতে পারি, তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রাখিব না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল। বস্ত্র ফলে জীবন ধারণ করিয়া বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্বত অতিক্রম করিয়া আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাক্ষর পর্বতমালা অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাহার জীবন মরণ ছই সমান, সে তাহাতে দুঃপাত করিবে কেন? ক্রমশঃ আর্ধ্য অবলোকিতেশ্বরের রূপায় বালক তিব্বতের কুব্জারাবৃত্ত লুহরি পর্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের

শোভার মুখ হইয়া বালক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া চারিবিধে চারিটা পথবিধিষ্ট চল-অব্ নামক বালকৃতিতে উপনীত হইল। প্রধানকার ঘোড়েরা ভাহার মহিমাবিত আকার-বর্ণনে সসন্মমে পরিচয় লিখাসা করিল। বালক সে দেশের ভাষা জানিতনা, আকার ইলিতে জানাইল যে সে একজন রাজ-পুত্র, দুহরি পক্ষের দিক্ হইতে আসিতেছে। ভিক্রমভীরেরা তাঁহাকে উদ্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, স্তবরাং বুঝিল যে বালক একজন দেবতা। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদন্থের রাজা হইবার জন্ত অঘুরোধ করিল। বালকও স্বীকৃত হইল। পরে তাঁহাকে এক কাঠাসনে বসাইয়া অনেকে বন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া গেল। আসনে বসিয়া মধ্যরাত্রে বাহিত হওয়ার বালক নহ-খি-ওসম্পো (নহ=পৃষ্ঠ, খি=বাখি=কাঠাসন, ওসম্পো=রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি বহ-লগব্ নামে এক বৃহৎ ঔদ্যোগিকা নির্মাণ করাইলেন।

নম-মুগ-মুগ নামে এক ভিক্রমীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া নুতন রাজা অতি প্রশংসার সহিত অপকৃপাতে প্রজা-পালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পুত্র মুগ্ধ খি-ওসম্পো রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা “নমখি” নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজা দি-গুম-ওসম্পো লু-ওসন্-মের-চম্ নামে কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী পো-নম্ উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। বোর যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে ভিক্রম প্রথম খুব (লৌহ বর্ষ) ব্যবহৃত হয়। খম প্রদেশের মারথম নামক স্থান হইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা হন ও একজন বিধবা রাণীকে বিবাহ করেন। রাজকুমারজয় কোনপো নামক স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারজয়ের মাতা একযোগে বহ-লু-ওসম্পো নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয় ও ছুটে মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত রাজকুমারজয়কে দেশে আনয়ন করেন। তদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠ-চা-খি-ওসম্পো রাজ্যে অতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজা রোম-খং নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশীর রাজারা প্রথম হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত “বোন্” নামক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই ধর্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপূর্ণ। প্রথম হইতে ৮ম রাজা দি-গুম-ওসম্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্মের উন্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাধিবার সময় ন-খ পিতা-

মাতার নামের কোন কোন অংশ লওয়া হইত। দি-গুম-ওসম্পো ও তৎপরবর্তী একজন রাজা ভিক্রমতে পের্কা-দিং নামে কথিত হইতেন। ইহাদের সকলের পরীই দেবকন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীরা ন-খ স্বামীকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেন, কাজেই ইহাদের কোন চিত্র পৃথিবীতে নাই। চা-খি-ওসম্পোর পরবর্তী ছয় জন রাজা ‘সৈ-লেগ্’ (ভৌমবর) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্বে “দে” উপসর্গ যোগ আছে, ইহা সংস্কৃত ‘দেব’ শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং-ওসন্ নামে রাজা হয়। ইহা হইতে পাঁচজন “ওসন্” (রাজা) নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্ ধর্মের প্রভুত্ব প্রবল, তখনও বৌদ্ধধর্মের বিদ্যুত্বে ভিক্রমতে প্রচারিত হয় নাই।

৪৪১ খৃষ্টাব্দে ভিক্রমের সুবিখ্যাত রাজা লু-খো-খো-রি নন্-ওসন্ জয়গ্রহণ করেন। ইনি বোন্ ধর্মের প্রধান দেবতা কুম্ভ-ওসম্পোর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা লু-খো-খোরির ৮০ বৎসর বয়সের কালে ৫২১ খৃষ্টাব্দে বহুলগং প্রাসাদের উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিংহক পতিত হয়। তদ্ব্যতী “দোদে সমতোগ” (স্বতন্ত্রপিতক) ‘সৈ-কি-ছোভেন’ (স্বর্ণনির্মিত কুম্ভ চৈত্য), “পনকোং-ছাগ্য ছেন পো” (সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও ‘চিস্তামণি নর্গো’ (চিস্তামণি মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে ভিক্রমীয় রাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথম দেবপ্রসাদ লাভ করার ভিক্রমভীরের নিকট ইনিও দেবসন্মান লাভ করিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাঁহা হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার সময়ে এই সমস্ত দ্রব্যের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। রাজা যতপূর্বক সং-বনং-পো (যাহার অর্থ অপরিজ্ঞাত একপ্রকার দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষা করিলেন ও প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতেন। ৬৩১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রপৌত্র অন্ধ হইয়া জয়গ্রহণ করেন, কিন্তু অল্প উত্তরাধিকারী না থাকার অনেক বাধবিত্ততার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার অভিব্যেককালে ঐ সকল দেবদত্ত দ্রব্যের পূজা করার ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুমান হইয়াই সর্বপ্রথম ইনি তদ্রি পক্ষতে একটি মেঘ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং তজ্জন্ত ইহার নাম তদ্রি-নন্-দিগ্ হয়। ইহার পর ইহার পুত্র নন্-রি-প্রোন্-ওসন্ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে ভিক্রমভীরেরা তিন হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অস্ত্রশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করে।

এ সময়ে পশুপাশন ও গোধনের এত আদর ও প্রাচুর্য্য হইয়া ছিল যে রাজা নিজ প্রাসাদ-নির্মাণকালে গো ও চমরীর মধ্যে গাধার সমস্ত মসলা মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার নিকটবর্তী ২০ মাইল বিস্তৃত) ব্রহ্মম-দিন্ম নামক স্থানে এক স্থানীয় জটগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। এই ঘোটক তাঁহার অভিযাত্রার ছিল, ইহার নাম রাখা হয় দোবংচং। একদিন এই অশ্বে আরোহণ করিয়া এক দক্ষিণ চমরী শিকার করিয়া আসিবার সময় রাজা নম্ম-রি বিখ্যাত চাম্-গি-চ্ছ নামক লবণক্ষেত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহার দূত্যা হইলে ইহার পুত্র স্থি-খ্যাত অষ্টকর্ম্মী স্রোং-গন-গম্পো রাজা হন। ইহা হইতে তিক্ষতে এক নতুন যুগ আবির্ভূত হয়।

স্রোং-গন-গম্পো ৬০০ হইতে ৬১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মস্তকের তালুতে একটা ‘আব’ ছিল, উহা অমিত্যভ বুদ্ধের মূর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া লোকে অমুমান করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত। রাজার মস্তকের ঐ চিহ্ন অতি পরিষ্কট ও জ্যোতির্বিষিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উহা রক্তবর্ণ সাটিনের টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে নানা পরস্তুপুত্র ও পরস্তুপের নানা গুপ্ত স্থান হইতে অবলোকিতেশ্বর, তারা, হরগ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ম্ভূ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্বির কতকগুলি খোদিত লিপিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ‘ও মণিপদেছ’ এই বড়াক্ষর মন্ত্রও বর্তমান ছিল। রাজা উক্ত দেবপ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন করিয়া মহতে পূজা করেন। এখন যে স্থলে পোভালা প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজা সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁহার অতি বৃহৎ সৈন্ত দল ছিল এবং বিজ্ঞাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোদিক বশীভূত করিয়া একদল সৈন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বল-বীর্য্যে এই রাজা অতি অসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি-বেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও তাঁহাদের সভার দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্ত রাজগণের অতি সদয় স্নেহবৎ ব্যবহার করিতেন। ইহার রাজত্বের প্রথমেও তিক্ষতে কোনরূপ লিখনপ্রণালী-সম্বলিত ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা কিছুকাল রাজাদিগকে তত্ত্বদেশীয় ভাষার পত্রাদি লিখিয়া নিষেধা রক্ষা করিতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, চীন ও নেবারী(নেপালের)ভাষায় কৃতবিদ্যা ছিলেন। রাজা পার্শ্ববর্তী কয়েকটা দেশে যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত

করেন এবং সময়সাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্ম্মোন্নতির দিকে মন নিবিষ্ট করেন।

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যত্ববান হইলেন। তিনি দেখিলেন, লেখন-প্রণালী বিশিষ্ট ভাষা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে না বা দেশ শাসনের জন্ত রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া অমর পুত্র থোন্-মিস্তোকে ১৬ জন সহচর দিয়া ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র শিখিতে পাঠান। তিনি তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলম্বন করিয়া তিক্ষতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদাধার জন্ত বর্ণোদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন।

সন্তোষ্ট আখ্যাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগণকে বিস্তর স্বর্ণাদি উপহার দিয়া লিখিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট শিখিতে লাগিলেন। সন্তোষ্ট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিন্দুসিংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তৎপরে সন্তোষ্ট ও সহচরগণ ২৪ থানি বৌদ্ধপ্রবচন ও রহস্ত-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা বিজ্ঞা ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিক্ষতীয় ভাষা লিখিবার জন্ত সন্তোষ্ট ‘উ চন্’ (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। তাঁহারা ই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র ‘স্বম্ভূ দগ্ধিগ্’ প্রণয়ন করেন। রাজ্যদেশে জ্ঞানবান্ লোকে সকলেই লেখা পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে তিক্ষতীয় ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার জন্ত ১৬টা আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদনুসারে চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টা আদেশ যথা—

- (১) কোন্-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে।
- (২) ধর্ম্মাহুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।
- (৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।
- (৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্কে উচ্চাসন দিবে।
- (৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে।
- (৬) বিনয় ও ভ্রাতৃপন হইবে।
- (৭) ধনধান্যের সুব্যবহার জানিতে হইবে।
- (৮) মহাজনের পদাশ্রয়ণ করিবে।
- (৯) উপকারীর প্রভূতপকার ও তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে।
- (১০) সত্য ও প্রীতি রাখিয়া হিংসাতৎপন্ন ত্যাগ করিবে।
- (১১) আত্মীয় স্বজন বহুবান্ধবের সেবাপন হইবে।
- (১২) দেশের হিতসাধনে ও দেশের কল্যাণে তৎপর হইবে।

(১৩) খাঁটি ওজন (বাটখেরা) ব্যবহার করিবে।

(১৪) জীলোকের পরামর্শ শুনিবে না।

(১৫) নম্র, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে।

(১৬) ধৈর্য ও নম্রতা সহকারে বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিবে।

এই সকল ব্যবহারে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং শীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে, রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পো তারতমহাসাগরের কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ম্ প্রতিমা প্রাপ্ত হন।

রাজা নেপালাধিপতি জ্যোতির্বর্ষার কন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুক স্বরূপ রাজা সাতটা অমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর চন্দন প্রতিমা এবং 'রত্নদেব' নামক বৈষ্ণবমণি প্রধান।

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গ-ৎসন্-পো (বৈখ-চুয়-কজা হুং-বিন্ কুমারীকে তাহার গরনামা প্রধান মন্ত্রী কেশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে করিয়া বুদ্ধমূর্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র আনিয়াছিলেন।

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা স্রোন্-ৎসন্ গম্পোকে চেন্ন-য়ে-সুগিরের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত ছই মহিষীকে তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই তিনজনের যত্নে ভিক্সতে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ত্রিবুদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা ১০৮টা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মঞ্জুশ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টা মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন।

৩৩৯ খৃষ্টাব্দে স্রোন্-ৎসন্ ভিক্সতের বিখ্যাত লাসা নগরী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অমূল্য করাইবার জন্ত তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল হইতে পণ্ডিত শিলমজ্জকে এবং চীন হইতে হু-মন্ মহা-ৎবে নামক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আনাইয়া ছিলেন।

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র সম্ভান হয় নাই, সেই জন্ত স্রোন্-ৎসন্ জে-খি-কর ও থি-চন্ নামে দুইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথমার গর্ভে মন্-স্রোন্-মন্-ৎসন্ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে শুন্-রি শুন্-ৎসন্ নামে এক এক পুত্র জন্মে। শুন্-রি ১৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে স্রোন্-ৎসন্ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া বাণগ্রন্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু হুংখের বিষর ১৮শ বর্ষে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই

স্রোন্-ৎসন্কে আবার রাজত্বও পরিগ্রহ করিতে হইল। শেবাবহার তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চার, ধর্মচিন্তার ও মন্দির-প্রতিষ্ঠার অভিযোজিত করেন। বুদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি অমিতাভের ধর্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাঁহার ছই প্রধান মহিষীও কুশিতলোকে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহলোক পরিত্যাগের পূর্বে রাজা হুংগ্রীব ও যম পূজা বিধি প্রচার করিয়া যান।

তৎপরে মন্-স্রোন্ মন্-ৎসন্ রাজা হইলেন। এদিকে চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভিক্সত অধিকার করিবার জন্ত বহুসংখ্যক সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। লাসার নিকট যোঁরতর বৃদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন-সৈন্ত পরাস্ত হইল। ভিক্সতীয় সৈন্তগণও চীনরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত শত্রুনিগের অশুভগমন করিয়াছিল। কিন্তু এবার চীননিগের নিকট তাহার সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন।

চীনেরা আসিয়া লাসানগরী আক্রমণ করিল। ভিক্সতীয়েরা অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্তৃক আনীত সোণার শাক্যমূর্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন।

চীনেরা রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্তিও লইয়া যাইতে ছিল, কিন্তু বড় ভারী হওয়ার একদিনের পথে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

২৭ বর্ষ বয়সে রাজা মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাঁহার ছ-স্রোন্-মন্-পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করিল। ছ-স্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর ভিক্সতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ছ-স্রোনের পর তৎপুত্র মেগ-অঙ্গুংবোম রাজা হন। তিনি আপন প্রপিতামহ স্রোন্-ৎসনের লিখিত একখানি তাম্রাহশাসন পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে ভিক্সতে বৌদ্ধধর্ম সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই অমূল্যসনবাক্য স্মরণ করিবার জন্ত তিনি কৈলাসবাসী ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধজ্ঞ ও বুদ্ধশাস্ত্রিক আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ আনিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু যে সকল দূত তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহার পাঁচ ভাগ মহাবান-সুজাত কর্তৃক করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার তাঁহার ভিক্সতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটা বৃহৎ মঠ নির্মাণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ করিয়া মহাযাগসুজাত রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাঁহারই যত্নে সেংহোড়-তপ্প প্রভৃতি একখানি শাস্ত্র অমূল্যবিশিষ্ট হয়। তখনও ভিক্সতে কেহ সন্ন্যাসপ্রসঙ্গ গ্রহণ করিত না। তিনি

তিব্বতস্থ স্থাপন করিবার জন্য নেপাল (লিম্বু) হইতে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইরাছিলেন। তিনি এক খানি অতি বৃহৎ বৈদ্য মণি পাইরাছিলেন। প্রবাদ এই-রূপ যে, তত বড় বৈদ্য আর জগতে কাহারও ছিল না। তিনি জন-রাজকুমারী খি-৭৭৭কের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জন-৭৭৭ নামে এক অতি রূপবান্ পুত্র জন্মে। রাজা বিবাহ দিবার জন্য পাত্রীর অমূল্যদানে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্যা কোথাও মিলিল না। শেষে চীনসম্রাট বৈজ্ঞানের নিকট লোক গেল। তাঁহার কন্যা ক্যাই-ম-ম্ন অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অল্পম রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি পিতার অমুমতি লইয়া তিব্বতভিত্তিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিব্বতের একজন সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজা অগ্ন্যবসম অবিলম্বে সেই নিদারুণ সংবাদ চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তিনি আর চীনে কিরিলেন না। তিব্বতের ভূয়ারাজ্য ও শাক্যমূর্তি দর্শন করিবার জন্য এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম যত্ন সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই রাজকুমারীর যত্নেই তিন বর্ষ পরে আবার অকোভা মূর্তি বাহির হইল।

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজ্যও মন মজিল। তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে চীনরাজবালা সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গর্ভে খি-৭৭৭-দে-৭৭৭ জন্ম গ্রহণ করেন। এই রাজপুত্রকেই সকলে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজপুত্রকালরে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমস্ত সমা-
- সোচনাপূর্বক বিত্ত্ব ধর্মমত প্রচারে উদ্ভোগী হইরা-
ছিলেন। এ সময়ে রাজসভার দুই দল লোক ছিল, এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিষেধী। বৌদ্ধবিষেধী মন্ত্রিগণ সর্বদাই রাজাকে বলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম হইতে রাজ্যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্য বৌদ্ধ-
দিগকে রাজ্য হইতে দূর করিরা দেওয়া উচিত। প্রধান

মন্ত্রী যখন এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উপর রাজার প্রগাঢ় অহুরাগ ছিল। বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের প্রধান ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহার বলিতে লাগিল, রাজার শত্রুই মহা বিপদ ঘটবে, যদি সর্বপ্রধান দুইজন রাজকর্মচারী অন্ধকার গহ্বর মধ্যে গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে রাজার জীবনরক্ষা হইবে। রাজা সভার সকলকে একথা বলিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান মন্ত্রী মন-রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গো তাঁহার অহুরাগ করিলেন। দুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামিলেন। তিন জন মাসব্যয়ত লম্বা হয়, সেই গহ্বরটীও ভটটা গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধগণ পূর্বসঙ্কেত অনুসারে একগাছি দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়া লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইরূপে প্রধান মন্ত্রী মন-রাজার জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজা বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে উভয়ন হইতে শাস্ত্ররক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্ম-সম্ভবকে আনাইয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্ভব এখানে সম্যে নামে একটা বৃহৎ মঠ নির্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় স্বয়ং মহাবান চীন হইতে আসিয়া ব্রহ্ম বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে কমলশিল আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন। তখন রাজাও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে লিখাইয়া সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা সাধারণের মঙ্গলের জন্য দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ৭৫-পৌ-সাহের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুনি-৭৭৭নগো। পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজা হন, তখন মুনি-৭৭৭নগো বালক। তাঁহার ধার্মিক মন্ত্রিগণ তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণী ভুক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদিগের অভাবমোচন করিবার জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক বাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাঁহার সময়ে তাঁহার যত্নে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই ব্যর্থ হইতেছে। দরিদ্রের দরিদ্রতা হ্রাসিত হইছে না। আবার ধনবানেরা সমস্ত ধন

বিতরণ করিয়াও পূর্ববৎ ধনশালী হইতেছে। রাজা অতিশয়
বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবেয়া রাজাকে বুঝাইলেন
যে, মানব পূর্বজন্মের স্মৃতি ও হৃদয় অল্পসময়ে অল্প ছঃখ
ভোগ করে, উক্ত নীচ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাহা হউক
রাজার সাধুসকলের জ্ঞান আপনর প্রজাসাধারণ সকলেই
তাহার স্মৃতি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজা অধিক
দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নরমাস না হইতে
হইতেই তাহার মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিবার জ্ঞান বিষ
বাওরাইয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার
কনিষ্ঠ সাহোদর মৃত্যুৎসন্নপো রাজা হইলেন। রাজমাতার
ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মৃত্যুৎসন্নপোর নিকট শিক্ষা-
লাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহা-
সনে আরোহণ করেন। তাহার সময় রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি
হইয়াছিল ও তিব্বত ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ
অনুবাদিত হয়। বুদ্ধ বয়সে ও পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীলা
শেষ করেন। তাহার প্রথম ছই পুত্র অতি অল্পকাল রাজ্য
ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের যত্নে অতি
অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রত্নপচন্ মন্ত্রিগণের
নির্দোষতানে রাজপদ লাভ করেন।

৮৪৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রত্নপচন্ জন্মগ্রহণ
করেন। ইহার সময় তিব্বত ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত
হয়। ঐ রাজা মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা
স্থানে লোক পাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।
তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি-
বার জ্ঞান তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত
জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধি-
মিত্রকে আহ্বান করেন। পূর্বে যে সকল অনুবাদে ভ্রম
ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার
জ্ঞান রত্নরক্ষিত, মল্লকীর্ষা, ধর্মরক্ষিত, জিনসেন, রত্নেন্দ্র-
শীল, জয়রক্ষিত, কবগল-ৎসেগ, চোদে স্তল-ৎসন্ প্রভৃতি
পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীগণের সুবিধার
জ্ঞান রাজা রত্নপচন্ চীনদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচ-
লিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধবাজকগণ যেরূপ বিধি ও
রীতি নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার বাজকগণের
মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন,
বাজকগণের হস্তে ধর্মশাসন নিহিত, এই জ্ঞান তিনি উপযুক্ত
লোক দেখিয়া বাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্র-
মণ করিবার জ্ঞান রত্নপচন্ বিত্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন

ও তিব্বতের যুদ্ধ রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভয় দেশের
জানিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জ্ঞান অনেক
চেষ্টা করেন। তাহাদেরই যত্নে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি
হইল। এই সময় শুভবৈক নামক স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন
করিয়া উভয় রাজ্যের দীর্ঘা নির্দিষ্ট হইল। একখানি প্রস্তর-
স্তম্ভে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল।

রত্নপচনের সময় তিব্বতে অনেক স্থনিয়ম প্রচলিত
হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও বাজকমণ্ডলী যাহাতে শাস্ত্রবিধি
লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।
শেষে এক হৃত্ত গলা টিপিয়া রাজার প্রাণবিনাশ করেন।
২০৮ হইতে ২১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসহোদর লক্ষ্মণের
প্ররোচনায় এই চর্যটনা ঘটয়াছিল।

এখন ছই লক্ষ্মণ রাজা হইলেন। তাহার মত বৌদ্ধবিধেবী
রাজা আর দেখা যায় না। তিনি সর্বদাই বলিয়া বেড়াই-
তেন, ‘বুদ্ধের প্রাণভাট ঘটিলে তাহার অসমুদ্রদেশের বশবর্তী
হইয়া ভারত ও চীনের লোকেরা অস্থখাঙ্গি হারাইয়াছে।’
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাহার দোষাত্মক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন
করেন। লক্ষ্মণ কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে
বা তাহার জ্ঞান পুত্র শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাই-
লেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রন্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়া
ফেলিলেন বা ছিড়িয়া নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমন্দির
তাহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার সুবিধা
ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া বারবন্দ করিয়া দেওয়া
হইল। তাহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের
গায় আবাস করুচিৎ প্রচুর আঁকিয়া দিল। এ সকল অত্যা-
চার ধর্মপ্রাণ তিব্বতবাসিগণের অসহ্যবোধ হইল। লহলুন্-
পল্-বোজ্জ নামে এক সাধু পাণ্ডিত রাজার হস্ত হইতে ধার্মিক-
দিগকে রক্ষা করিবার জ্ঞান একদিন রত্নভ্য করিতে করিতে
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটা তীক্ষ্ণ শরদ্বারা
রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেখানে হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন।
সেই শরাঘাতেই লক্ষ্মণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাহার
সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

লক্ষ্মণের ছই রাণী ছিল। প্রথমে ছোট রাণী অন্তঃসেধা
হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষা হইল। তিনিও গর্ভের ভ্রাণ
করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠ মহিষীর এক পুত্রসন্তান জন্মিত
হইল, তাহার নাম নম্-দেহোদ-জন্। বড়রাণী তাহাকে
বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
কিন্তু নবজাত শিশুর নিকট একটা অলস্ত বাতি থাকায়
তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও

দুই হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই এক দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া আপনায় পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সঙ্গেই হইলেও ঐ পুত্র সখ্যে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই বালকের নাম হইল থি-দে-মুন্তেন্।

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহারা বৌদ্ধকীর্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মের পৌরাষো যে সকল মন্দির অঙ্গহীন হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন।

দুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়া উভয়ে বিবাদ বাঁধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। হোদ-ফ্রন্ পশ্চিমভাগ এবং মুন্তেন্ পূর্বভাগ পাইলেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া পড়িল।

১৮ খৃষ্টাব্দে হোদ-ফ্রন্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পল-খোর-সন্ ১৩ বর্ষমান রাজত্ব করিয়া (১৯৩ খৃষ্টাব্দে) ৩১ বর্ষ বয়সে পিতার অঙ্গগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, বেসগুপ-পল ও থি-ক্যা-দেং নিম্নগোন্। কনিষ্ঠ বেসগুপ নাহরি (লদাক) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজা হইয়া 'পুরাণ' নামে রাজধানী ও নি-স্নু নামে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যা-দেবিরগল-গোন্ মন-মুল প্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেংসুগ-গোন শান স্মু (বর্তমান শুপে) প্রদেশে রাজা হন। দেং সুগ-গোনের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ থোর-রে ও কনিষ্ঠ শ্রোন্দে। জ্যেষ্ঠ থোর-হোদ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন।

তসি-বেসগুপ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হয়—পল-দে, হোদ-দে ও ক্যা-দে।

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান হয়। লক্ষ্মের

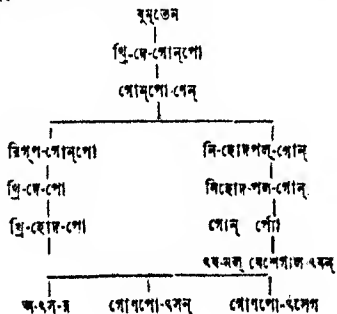
সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী বিজ্ঞানী পণ্ডিত (তিব্বতে লেফ-ওসে নামে পরিচিত) পণ্ডিত থল-রিগু ও দ্বিতিকে তিব্বতে আহ্বান করেন; কিন্তু থল পণ্ডিতেরা তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হওয়ার অল্প লোকে পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্য করিল না। দ্বিতি বিশেষে নির্দোষ অবস্থায় তনুগ নামক স্থানে পশুপালয়স্থি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ভর করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জমিলে তাঁহার বিজ্ঞান কথা ক্রমে প্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন।

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি "শব্দমালা" রচনা করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র" নাম দেন।

রাজবংশীয় শ্রমণ থোর-হোদের মতে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত ধর্মপালকে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত তিনজন শিষ্য ছিল। রাজা ইহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম, কলাশাস্ত্র ও বিনয়শাস্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন।

থোর-রে শ্রমণের পুত্র লু-দে পণ্ডিত স্মৃতি ত্রিশাস্ত্রকে আহ্বান করেন। এই মহাপণ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞা-পারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনুদিত করেন। বিখ্যাত অম্ববাদিক রিন্ছেব-স্ফান্গো স্মৃতি কৰ্ত্তৃক যাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। লু-দেের তিনপুত্র হোদ-দে, শিব হোদ এবং চান-ছুব-হোদ। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ত্র ও তথ্যিক মতের দর্শন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য এই পণ্ডিতরাজপুত্র আধ্যাবর্তে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্গশাস্ত্রবিদ্যার জ্ঞানী পণ্ডিতের অঙ্গসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অঙ্গসন্ধান প্রভু অতিব পণ্ডিতের নাম ও যশ তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িল। চান-ছুব-হোদ তাঁহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগংবা লোচবের সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়া দেন। উক্ত লোচব আধ্যাবর্তে তখনকার বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল নগরে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ইহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজা তিব্বতীয়-গণ কৰ্ত্তৃক গ্যা-ওসান্-সেন্গে নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরে এই সকল পণ্ডিত প্রভু অতিবের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রদীপিত করিয়া রাজপ্রেরিত স্বর্গাদি বহুমূল্য উপহার দিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, ত্রিবিধি, কলস ও পুনঃ প্রচার

* মুন্তেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—



চেষ্টার সমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর স্বরে জাহাই-লেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর বিতীর্ষ লোক নাই যে ভিকরকে এই ধর্মবিশ্বব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব তাঁহাকে একবার ভিকরে বাইতে হইবে।

লোচন ও তাঁহার অমুখ্যাত্রী পণ্ডিতেরা অভিযের শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মতি পাইবার জন্ত দাসের স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিলেন। শেষে অতিব তারাদেবীর প্রত্যাদেশে ভিকরে বাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ভিকরের বহু উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমপিলের সজ্জারাম পরিত্যাগপূর্বক ভিকর যাত্রা করিলেন। নহ-রি প্রদেশের খো-ডিং সজ্জারামে অতিব বাস করিতেন। তিনি রাজাকে তন্ত্রপুত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৭৯ প্রদেশে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্বোদন (মতাপথপ্রদীপ) প্রধান। ৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে অভিযের মৃত্যু হয়। হোদ-দের পুত্র অংসেদের রাজত্ব কালে অতিব উ, ৭৯ ও ৭৯ প্রদেশের সমস্ত লামা ও প্রমণকে একত্র করিয়া কালগণনার নূতন নিয়ম প্রচার করেন। উত্তরভারতে শতল প্রদেশে ষটি সংবৎসরে বর্ষক্রম গণনার যে নিয়ম অতিব পাইয়াছিলেন, তাহাই এই সময়ে প্রচারিত করেন। ভিকরীয়েরা ইহাকে রব্-জুন নামে অভিহিত করেন। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অভিযের মতেই শিক্ষা চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচন সংস্কৃত গ্রন্থ ভিকরীয় ভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত মর্প, মিল গোংগো, কাক্সীরীয় পণ্ডিত শাক্যাত্রী ও অজ্ঞাত ভারতীয় পণ্ডিত ভিকরে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। ৭৯সে হইতে নবম পুরুষ অধন্তন রাজা তগ্-প-দের *

• ৭৯সেদের বংশাবলী—

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (১) ৭৯ | (১০) অঙ্গো-দে |
| (২) বদ্-দে | (১১) জে-ন-মন্ (১ম) |
| (৩) ক্রশি-দে (১ম) | (১২) অনন-মন্ |
| (৪) ভনে | (১৩) রিহ মন্ |
| (৫) নাগ-দেব | (১৪) সঙ্-হ-মন্ |
| (৬) ৭৯নু হুয় | (১৫) জে-ন-মন্ (২য়) |
| (৭) ক্রশি-দে (২য়) | (১৬) অ-জিন-মন্ |
| (৮) প্রগ-৭৯নু-দে | (১৭) কলন-মন্ |
| (৯) তগ্-প-দে | (১৮) পদ্-তব-মন্ |
- ইহার পর বংশলোপ।

রাজত্বকালে সৈন্দের বৃদ্ধের এক প্রতিমা নির্মিত হয়, তাহাতে ১২০০০ দোত-বদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ হয়। তিনি মঙ্কুশ্রীদেবের এক প্রতিমা ১ ত্রে (আর ১ মণ) কর্ণেরপুষ্কার নির্মাণ করান। ইহার পুত্র অঙ্গোদে পিতার চেয়ে তত্ত্বমান ছিলেন ও প্রতিবৎসর বৃদ্ধগয়ার বজ্রাসন (বোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাইতেন। এই প্রথা তিনি আময়ণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহার পৌত্র অনন-মন্ 'কৃষ্ণার' নামক ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন-মন্দের পুত্র রিহমন্ লামানগরে বহুবারে বুদ্ধমূর্তি ও তাঁহার মন্দিরের শুদ্ধ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রিহমন্দের পুত্র সঙ্-হ-মন্ শাক্য লামাগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যারোহণ করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অগুজক পর-তব-মন্দের এক আত্মীয় সো-ন-দে আহুত হইয়া পুণ্য-মন্ নাম ধারণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন।

তগ্-৭৯সেগ-প রাজের পুত্র পল্-দেব বংশধরগণ গুণ-থন্ লুগাল্‌ব, চিং-প, লু-৭৯সে, শনলুন্ ও ৭৯সেকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। ক্রি-দেব বংশধরগণ মু, জন, তনগ, য-ক-লগ ও গাল্-৭৯সে জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুত্র—কব্দেদে, থিহে, থিছুন্ ও নগ্-প। প্রথম ও চতুর্থ ৭৯সে-গোন প্রদেশে, দ্বিতীয় আমদো ও ৭৯গাল্‌থ প্রদেশে ও তৃতীয় উইয়েদে অধিকার স্থাপন করেন। তৃতীয় থিছুন্ বদ-লুন্ নগরে রাজধানী পরিবর্তিত করেন। থিছুনের ৮ অধন্তন পঞ্চম পুরুষ জোবো-নাল্-জোর চ্যেন-ন-রিন্‌গোছে ও পল-কগমো-গু-প নামক লামাঘরকে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার পৌত্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপণ্ডিতের পরিপোষক ছিলেন। শাক্যগোনের পৌত্র তগ্-প-রিন্‌গোছে সুবিখ্যাত কগ্‌প সমভিব্যাহারে চীনসম্রাটের নিকট মহা আদর প্রাপ্ত হন। তিনি তগ-থৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ

+ থিছুনের বংশাবলী—

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| থিছুন্ বা থিছুন্ | জোবো বন্ |
| হোদ-ক্যি-ন-বন্ | শাক্য-গোন (১ম) |
| হুন্ চন (আর ৩ পুত্র) | শাক্যক্রশি |
| জো গহ | প্রগ্-প্‌ রিন্‌গোছে |
| দর্প (অজ্ঞাত করেব জন) | শাক্যগোনগো (২য়) আর ৩জন |
| জোবো-নাল্-বোদ | জে-শাক্য-রিন্‌ছেন। |

করেন। ইহার পুত্র শাকা-গোনুপো (২৪) যুগ্ম-লগ্ন আসাদে একটা সজারাম প্রতিষ্ঠা করেন।

ভিক্রতে মোগল অধিকার।—খিছু বংশীয় রাজারা অনেকই হুর্ল ছিলেন। যে মোগলবীর ভারতাক্রমণ করেন, সেই ছেলিস্থা * [জলিস বা চেলিস্থা দেখ।] জয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অরাসাসে সমস্ত ভিক্রত অধিকার করেন। ছেলিসের পর তাঁহার এক পুত্র গোগন তাঁহার রাজত্বের পূর্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। গোগনের দুই পুত্র গোদন ও গোয়ুগন আপনাদের সভার শাক্যপণ্ডিতকে আস্থান করেন। এই ঘটনা হইতে শাক্য-সজারামের প্রধান যাজকেরা ভিক্রতের রাজনৈতিক যুগে মোগলদিগের ধর্ম-মত-পরিবর্তনের এক নবযুগ গণনা করেন।

ভিক্রতে যাজকাধিকার।—(১২৭০-১৩৪০ খৃষ্টাব্দ)। চীন-দেশের প্রথম মোগলসম্রাট এসিঙ্ক + কুবলৈ (কুবলৈ) শাক্যপণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র কৃগ্মলোদোই গাল্‌বন্‌ নামক পণ্ডিতকে আপন সভার আস্থান করেন। তিনি ১২শ বৎসর বয়সে চীনরাজসভার উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে স্বর্ণদান, আপনার মোহর, মণিমুক্তার অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, স্বর্ণদণ্ড ও স্বর্ণহস্তের বৃহৎছত্র এবং নিশান প্রকৃতি উপহার দেন। সম্রাট তাঁহাকে আপন গুরু করেন এবং বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। অবশেষে সম্রাট গুরুকে প্রকৃত ভিক্রত (উ ও ৭সন্‌ প্রদেশের ১০টা জেলাসহ), ‡ থম ও আমদো প্রদেশ দান করেন। এই অবধি

* জলিস্থা ভিক্রতে জেলির গাল্‌পো বা ধৈ-কু-বন্‌ নামে খ্যাত। যে ফোর্গ বাহদুর (বাহাদুর ?) নামক কালুকা (কালু কু) রাজ্যের উরসে রাজী ছিলেন (কুবলৈ) পরে জলিস্থা জয়গ্রহণ করেন। ভিক্রতীয় গণমা-সারে ১১১২ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর বয়সে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন, ২৩ বৎসর ধরিয়া ইখি ভারত, চীন, ভিক্রত ও এসিয়ার অন্যান্য অংশে আক্রমণ করিয়া কোমটা অর ও কোনটা লুণ্ঠি করে করিয়া ৬১ বৎসর বয়সে পরীক্রেড়ে প্রাণত্যাগ করেন।

† কুবলৈ (কুবলৈ) স্বর্ণ অস্ত্রের বা অলৌকিক জয়বিশিষ্ট।

‡ ভিক্রতের ১০ জেলা বাহা কুবলৈ বা কৃগ্মকে দান করেন, তাহার দান নিয়ে একটি হইল,—

৭সন্‌ প্রদেশ ৭টা—

১২ উত্তর ও দক্ষিণ লাটো (লো-টো)।

৩ শুর্দো (কুর্দো)

৪ ছুদিগ

৫ কুন্‌

৬ থম

উ প্রদেশ ৩টা—

১ পাথ

২ দিগ

৩ থম-প

৪ থম-পো-হে-ব

৫ কু-কু

৬ থম-সন্‌

উ ও ৭সন্‌ প্রদেশের মধ্যে বহু কুন্‌ জয়পদের ১০টা জেলা (ব-বো-বো বা বন্‌-দো-হো জেলাসহ) অবস্থিত।

শাক্য-লানারা ভিক্রতের স্বাধীন শাসনকর্তা হন না। কৃগ্ম এই সময় দোগন্‌ কৃগ্ম নামে বিশেষ বিখ্যাত হন। ১২ বৎসর চীনে বাস করিয়া কৃগ্ম শাক্যভূমিতে ফিরিয়া আসেন।

কৃগ্ম-দো-গোন শাক্যভূমে ৩ বৎসর বাস করিবার সময়ে কৃগ্মের পুত্রকের আর একপ্রহ প্রতিলিপি প্রস্তুত করান। এই প্রতিলিপি স্বর্ণাকারে লিখিত হয়। প্রকৃত ভিক্রতের জয়োদশ জেলার রাজব আদায় করিয়া শাক্যভূমে তিনি একটা উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন। এতদ্বারা তিনি এক স্বর্ণের প্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিমা, এক অত্যুচ্চ ছোবতেন (চৈত্য) ও অন্যান্য দেবপ্রতিমা স্থাপন করেন এবং প্রত্যহ একশত শ্রমণকে আহাৰ্য্য ও ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসম্রাটের প্রার্থনামুসারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, ফিরিয়া আসিবার সময় ৩০০ ত্রে স্বর্ণ, ৩০০০ ত্রে রৌপ্য ও ১২০০০ ত্রে স্যাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন। শাক্যলামা-দিগের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার পরবর্তী প্রতিনিধিগণ হুর্লময়না ও অক্ষমপ্রকৃতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সময়ে প্রচার স্বথস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, সামন্ত ও সম্রাট লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তবিগ্রহে মত্ত হইয়া উঠেন। শাক্যলামারা এই সকল প্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুতলীর জায় ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঐ সকলের কোন প্রতিবিধান করিতেন না। কলহ, যুদ্ধ, যড়যন্ত্র, খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচলিত হইলেও

শাক্যপ রাজপ্রতিনিধিগণ—

(১) শাক্যসদনুপো

কুন্‌গহ-সদনুপো ইনি রাজত্ব করেন নাই।

(১২) হো-সুসের সেজে (১ম)

(২) বন্‌ ৭সন্‌

(১৩) কুন্‌-রিন্‌

(৩) বন্‌ কপৌ

(১৪) বোন্‌-বো-পল্‌

(৪) চান্‌-রিন্‌-ক্যোপ

(১৫) বোন্‌ ৭সন্‌

(৫) কুন্‌-বন্‌

(১৬) হো-সুসের সেজে (২য়)

(৬) বন্‌-ধন্‌

(১৭) গাল্‌-ব-সদনুপো (১ম)

(৭) চান্‌-বো

(১৮) বন্‌-ক্যো-পল্‌

(৮) অন্‌লোন্‌

(১৯) সো-নন্‌ পল্‌

(৯) লো-পা-পল্‌

(২০) গাল্‌-ব-সদনুপো (২য়)

(১০) লো-পল্‌

(২১) বন্‌-৭সন্‌

(১১) হো-সুসেরদপল্‌

এ সকল প্রতিনিধিরা কেহই সামাদিগের অধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই।

ফগুম্বর পরবর্তী চতুর্থ প্রতিনিধি চান্-রিন্-কোপ চীন-সম্রাটের নিকট হইতে এক সনদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার পরেই তিনি স্বীয় ভৃত্য কর্তৃক নিহত হন। ইহার পরবর্তী প্রতিনিধিগণ আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। অনুলেন্ নামক অষ্টম প্রতিনিধি শাক্য-সম্রাটের বেঠনী প্রতিনিধিদিগে নিৰ্দ্ধারিত করেন, তিনিই খন্-সন্-গিন্ ও পোন্-পাই-রি নামক দুইটা সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে দিগুণ সম্রাটের ক্ষমতা সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। এখানে তখন ১৮ হাজার শ্রমণ বাস করিত। শাক্যসম্রাটের ও দিগুণ সম্রাটের মধ্যে এই প্রাধান্য হইয়া মহাবিবাদ ঘটে। সে বিবাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শেষে ভয়ানক আকার ধারণ করায় অনুলেন্ সৈন্য পাঠাইয়া দিগুণ সম্রাটের লুপ্ত ও দাহ করেন। সম্রাটের অধি-দেওয়া হইলে অনেকগুলি শ্রমণ পলাইয়া যান, অনেকে দগ্ধ হন। এই দুর্দশার কএক বৎসর পরে আবার এই সম্রাটের প্রবল ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠে। তখন আবার গলুগুপ মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ ঘটে; সে বিবাদেও ইহার আর একবার ধ্বংস হয়। তৎপরে ইহা এখন শাক্যসম্রাটের সমান অবস্থার উন্নীত হইয়া আছে। অনুলেন্ দি-গুন্ সম্রাটের ধ্বংস করিয়া শাক্যভূমে প্রত্যাগমনকালে পথে মারা যান। বনু-ৎসুন নামক শেষ প্রতিনিধি ফগুম্বর নামক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে তিব্বতে ৭০ বৎসরের রাজত্ব-ধিকার লোপ পাইল।

তিব্বতে চীনাধিকার। শাক্য-সম্রাটের প্রভুত্ব লোপ হইলে দি-গুন্, ফগুম্বর ও ৎসন্ নামক সম্রাটেরা মূল ক্রমশঃ প্রভুত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ত-গ্রি চান্ চু-গ্যল্-ৎসন্ যিনি ফগুম্বর * নামে বিখ্যাত, তিনি ফগুম্বর নগরে জয়গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত তিব্বতের ২৩টা জেলা ও খন্ প্রদেশ বশীভূত করিয়া স্বীয়

রাজত্ব স্থাপন করেন। তিনি বৎসর বৎসে ইনি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসর বৎসে ছো-কি-ভোনচন্ নামা ধর্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। সাত বৎসর বৎসে ইনি চানবন নামা কর্তৃক উপাসকধর্মে বীজিত হন। চতুর্দশ বৎসর বৎসে তিনি শাক্যসম্রাটের দিয়া প্রধান নামা দগ ছেন রিন্গোছের সহিত আলোচনা করেন ও তাঁহাকে একটা টাটুছোড়া উপহার দেন। তিনি কিছু দিন শাক্য-সম্রাটের বাস কালে এক দিন প্রধান নামার ভোজনকালে ভৎকর্তৃক তৎপ্রমাদভোজনে আমন্ত্রিত হন। সতর বৎসর বৎসে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হয়। আঠার বৎসর বৎসে চীনসম্রাটের নিকট হইতে ১০ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্বের সনদ প্রাপ্ত হন। এই সম্মানলাভে দি-গুন্, ৎসল, যহ্ সন ও শাক্যপ্রদেশের সর্দারেরা তাঁহার প্রতি বিধিষ্ট হইয়া উঠিলেন। শেষে উত্তর পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। প্রথম যুদ্ধে ফগুম্বর পরাজিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হন। এই যুদ্ধ আবার কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, শেষে ফগুম্বরই জয়ী হন। বিপক্ষ সর্দারেরা ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হন। ইহার পর উ ও ৎসন্ প্রদেশের সর্দার এবং নামারা একযোগে চীনসম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে, ফগুম্বর বড় অত্যাচারী হইয়াছেন, বিশেষতঃ শাক্য সর্দারগণকে তিনি কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ফগুম্বরও চীনে গমন করিয়া তদানীন্তন খো-গন্-খুম নামক প্রসিদ্ধ চীনসম্রাটকে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী, চূর্ণিত ধনরত্ন ও স্নেহ সিংহচর্ম উপহার দিয়া প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। সম্রাট রহস্য বুঝিয়া ফগুম্বরকে আরও সম্মান প্রদান করিলেন এবং জায়গারতার পূর্বস্বত্বরূপ বংশাধিকার ভোগ করিবার জন্য উ প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন। ৎসন্ প্রদেশ শাক্যদিগের রহিল। চীন হইতে কিরিয়া আসিয়া ফগুম্বর রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা ও নিয়মাদি স্থির করিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের সংস্কার করিলেন। শাক্যশাসনকর্তারা স্রোন্ ৎসন্-গম্পো ও থি-স্রোনের আইনাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই সংস্কার করিয়া পুনঃ গ্রহণ করেন। ইনি নেদেন-ৎসে নামক দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের আবশ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। বিনয়শাস্ত্রানুসারে ফগুম্বর সাংঘম আচরণ করিতেন এবং মন্ত ও রাজ্যভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গোন্ধক, ব্রগক প্রভৃতি ১৩ দুর্গের ও ৎসন্-গন্ সম্রাটের প্রতিষ্ঠাতা। শাক্য সর্দারেরা দুর্জলতা ও অক্ষমতার এবং চীনমোগলীর নিয়ম অবলম্বন করার তাহার প্রজাবর্গের

* ফগুম্বর বংশতালিকা—

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| (১) ফগুম্বর (তিব্বতি) বা কিং-সিহু। | |
| (২) গন-গ্যল্-গু-ৎসেন্গো | (৩) রিন্গেন্-গো-র্জে-বদ |
| (৪) গন-প-রিন্গেন্ | (৫) গন-গ্যল্-বদ |
| (৬) গন-গ্যল্-গন-প | (৭) গন-গ্যল্-জি |
| (৮) শাক্যরিন্গেন | (৯) গন-গ্যল্-গম্পো |
| (১০) গন-গ্যল্-বদ | (১১) গন-গ্যল্-গম্পো |
| (১২) গন-গ্যল্-বদ | (১৩) গন-গ্যল্-বদ |

বিশেষ অসন্তোষভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত
আজাদিগের আরই বিবাদ হইত। কগুমোহ চীনসম্রাটকে এই
সকল ব্যাপার জানাইলে তিনি তাঁহাকে থম্ ও তিব্বতের অন্তঃস্থ
আদেশ স্বরাস্যাকৃত করিয়া লইবার আদেশ দেন। কথিত
আছে, কগুমোহ সমস্ত তিব্বতের একাধিপত্য পাইয়া এক প্রকার
ধাতু প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন ও 'কিংসিউ' নাম গ্রহণ করেন।

কগুমোহের অবসান চতুর্থ পুরুষ শাক্য-রিনছেন চীন-
সম্রাট থো-গন্-খুমের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। চীনসম্রাট প্রথমে
ইহাকে সম্রাটপুরীর রক্ষকপদে, পরে চীনসম্রাটের রাজস্ব
আদায়ের সর্বাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শাক্য রিনছেন
কিন্তু সম্রাটকে খুন করিবার অস্ত্র চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত
যত্নবশে লিপ্ত হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে
সাতিনের বস্ত্র আবরণ দিয়া কতকগুলি সমস্ত সৈন্য সম্রাট
পুরীমধ্যে প্রেরণ করেন। সম্রাট হঠাৎ জানিতে পারিয়া
গোপনে পশ্চাদ্ধাবন দিয়া যোগলিয়ার পলায়ন করেন। প্রধান
মন্ত্রী চীনের সম্রাট হইলেন। এই সময় হইতে চীন বহেশীয়
অধিকারে আসিল ও কব্লাই-মোগল-বংশের উচ্ছেদ হইল।
প্রধান মন্ত্রী কোন্-হনের পুত্র য়ুন-মিন্ প্রথম সম্রাট বলিয়া
ঘোষিত হইলেন।

শাক্য রিনছেনের তখন যুৱা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র
তগ্গ গালংবন্ সম্রাট কর্তৃক নানারূপে সম্মানিত হইলেন।
সম্রাট তাঁহাকে থম্ ও আমদো প্রদেশেরও অধিকার প্রদান
করিলেন। তগ্গ-গালংবন্ এইরূপে নহ-রি-কোর্-সুম হইতে
থম্ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বর্তমান তিব্বতের সমগ্র
ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক

বসেন্দ্রবংশের বিশেষ পরিপোষক বহু ছিলেন। ইহার সম্বন্ধেই
১ লক্ষ 'ধারনী' লিখিত হয়। বহু বংশের ইনি নিজস্বায়ে
১ লক্ষ প্রদান প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হ-থু-লিন্ ও
কর্জোমহর্গ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পৌত্র চীনসম্রাটকে
নিকট 'বন্' (রাজা) উপাধি লাভ করেন। এই বংশীয়
দশমরাজা নন-বন্-তশি ভূটানের স্বর্গরাজের (পদ্মকেশর)
বহু ছিলেন। তিনি লাসানগরে চৈত্যানি নির্মাণ করেন।
তাহার রিনছেন পুস্তনামক মন্ত্রী বহুবীর তাহার বিরুদ্ধে
অগ্রদ্বারণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন। চীনসম্রাট
তাঁহাকে 'কবিন-কো-শু' উপাধি প্রদান করেন।

এই বংশের রাজত্বকালে তিব্বতে বর্ণাশ্রম সমৃদ্ধি বদ্ধিত
হইয়াছিল। হুর্জিফাশি হ্রাস ও বিদেশীর আক্রমণ বন্ধ হওয়ার
প্রজা বড় সুখে ছিল। সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাপ্রত্যাগ মন্ত্রীরা
রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাধি উপস্থিত করিলেও এই বংশের অধীনে
তিব্বতে শান্তিভঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ রাজা
নবের গালংবনের রাজত্বকালে উ ও ওসনের সর্দারবর্ষ অবলম্বন
হইয়া রাজার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে
রাজা সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া নামমাত্র রাজা হইয়া থাকেন
এবং ওসনের রাজাই প্রকৃতপক্ষে রাজত্বমতী পরিচালন
করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন ভাগ্যলক্ষী ওসনের রাজার
প্রতি প্রায় চলিয়া পড়িয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে মোগলবীর
শুশুনি খাঁ তিব্বত আক্রমণও জয় করেন। শুশুনি খাঁ ওম দলই
লামাকে তিব্বতের রাজত্ব প্রদান করেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে
এই ঘটনা হয়। তদবধি আজ পর্যন্ত তিব্বত একপ্রকার
দলই-লামার অধীনে রহিয়াছে। [লামা দেখ।]



